রেজিষ্টরি করা।
অ.. নং ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। [illegible] সংখ্যা।

" প্রবৃত্তনা প্রক্রানিহিনায় পা[illegible] সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১ লা বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ১৩ ই এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত [illegible]
বার্ষিক ১০, দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" ভারত সার। "

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৴০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জাফরলেন
কলিকাতা।
} ক্ষেত্রমোহনসেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূ[illegible]ক ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল ৵০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওআলি
আচিপুর ডাকঘর।
{ শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরিভক্তি কল্পদ্রুম " নামক একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম [illegible]॥০ আনা ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটুর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ কট ডিমাই বারপেজী ফরমার ৬ ফরম। করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " নামক [illegible] খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে [illegible]বিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানা[illegible] যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী র নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল [illegible]
ফেমিলি ট্রীটমেন্ট নায় ডাকমাশুল মূল্য [illegible]
এলপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন ইনর্জানিক্যাল [illegible] ১৷৷০ ডাক মাশুল ৴০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
[illegible] কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্

ফিরোজপুরস্থ, বঙ্গবাসিদিগের ৺ কালীবাটীর, বর্ত্তমান ব্রহ্মচারী শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদিও ব্রহ্মচারী বটেন কিন্তু শাস্ত্রীয় উপাধির যোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য অশেষ গুণরাশি দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আছেন। আরও তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়নে ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত "সার্ব্বভৌম" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতেছি, যদি কেহ তাঁহাকে পত্র লেখেন শ্রী হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম উপাধি অনুসারে লিখিবেন।

১১ ই চৈত্র ১২৮০ } শ্রীদক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফিরোজপুর—পঞ্জাব।

—:০:—

—:০:—

অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে; মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। } বর্ণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

মদ্রচিত "নিদ্রাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বার্ণর্জি প্রাদার্শ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

সোমপ্রকাশ।

১ লা বৈশাখ সোমবার।

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম যে আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দুপেট্রিয়ট একটী অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব চন্দ্রের নাম দানশীল ও উদার প্রকৃতি লোক অতি বিরল। ইঁহার বদান্যতা কেবল স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বদ্ধ নহে, ইউরোপীয়দিগেরও মধ্যে মধ্যে ইঁহার বদান্যতা ও সৌজন্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। ইঁহার দার্জ্জিলিঙস্থ আবাস ভবন সেখানকার ইউরোপীয়দিগের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিলেই হয়; দার্জ্জিলিঙ নিবাসীদিগের মুখে ইহার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময় যে মুক্তহস্তে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন মহারাজের নাম তাহার প্রথম শ্রেণীগণ্য, কেবল তাহা নহে তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ জমিদারিতে যে কত অন্ন ও অর্থ প্রতিদিন বিতরিত হইয়া থাকে তাহার সংবাদ সাধারণের গোচর হয় না। মহারাজ যেরূপ ধনী তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ নম্র, বিনয় এবং সৌজন্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তাঁহারাই এই কথার যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট এমন উপযুক্ত ও শ্রদ্ধার যোগ্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। ইংলিসম্যান প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন, লম্পট বিকৃতস্বভাব ও ঋণগ্রস্ত নবাব নাজিমের জন্য তোপের ব্যবস্থা আছে কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজা তাহা প্রার্থনা করিয়াও পান না, ইহা দেখিলে বোধ হয় এদেশে পাপের তোষামোদ এবং ধর্ম্মের অবমাননাই নিয়ম। কথায় কথায় রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর প্রভৃতির ছড়াছড়ি কিন্তু এক জন প্রকৃত পাত্রের প্রতি আজিও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িতেছে না।

আত্মদর্শন।

আমরা গত বারে এই শিরোনামে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছি এবং এতদ্বিষয়ক একটী অনুষ্ঠান পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এতৎসম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি কথা বক্তব্য আছে। অনেকে দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে আমাদের সুশিক্ষিত যুবকেরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা বহু আয়াস উপার্জ্জিত বিদ্যা হইতে চিরকালের মত জলাঞ্জলি দেন, সকলের পক্ষে এ কথা খাটে না কিন্তু অনেকের পক্ষে যে খাটে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে সমবেতভাবে কার্য্য করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকা এই অপবাদের এক প্রধান কারণ। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যার চর্চ্চা করা এবং উপার্জ্জিত বিদ্যা দ্বারা দেশস্থ লোকদিগের জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। ইংলণ্ডে নানা প্রকার বিভাগে নানা প্রকার পাক্ষিক মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে, যাহাতে সেখানকার সুশিক্ষিত লোকেরা সময়ে সময়ে স্ব স্ব মত প্রকাশ করেন, আপনাদের উপার্জ্জিত বিদ্যাদ্বারা দেশের সাধারণ লোকদিগের বুদ্ধির উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে দুইটী উপকার হয়। প্রথম, লেখকদিগের বিদ্যার আলোচনা থাকে এবং আরও অনেক অনুসন্ধান ও পাঠ করা আবশ্যক হওয়াতে সেই বিদ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে। দ্বিতীয়, দেশের অন্য লোকেরা যত পাঠ ও গবেষণার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও সহজে সেই সকল জ্ঞানলাভ করিতে পারে ও দেশের লোকেরা নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে? বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার বাহিরে যদি জ্ঞান চর্চ্চার জন্য

উপায় না থাকে তাহা হইলে বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করা যায় তাহাও অচিরে বিস্মৃত হইতে হয়। আমাদের একজন বন্ধু বিলাত হইতে আসিয়া বলিয়াছেন যে সেখানকার লোক মুখে মুখে এবং সংবাদ পত্র ও পত্রিকা পাঠ করিয়া এত দেখা শিখা করে। সেখানকার তিন জন [illegible]বীর মধ্যে এক জ[illegible]ার কহিতে বসিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এত কথা ও ঘটনা তাহারা বলিতে থাকেন যে তাহার সকল কথা একজন এদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই বর্ণনা প্রকৃত বর্ণনা হউক আর না হউক সেখানকার পত্র ও পত্রিকা প্রভৃতি যে জ্ঞান বৃদ্ধির এবং জ্ঞান বিস্তারের প্রধান উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনুষঙ্গ ক্রমে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই সকল রিভিউ ও পত্রিকা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে থাকাতে অনেক লেখকের আয়ের একটী উপায় হইয়াছে। এমন অনেক পুরুষ ও রমণী সেখানে আছেন যাঁহারা ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের লিখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যের চর্চ্চাতেই দিন যাপন করিতে পারেন তাহা হইলে যে সাহিত্যেরও উন্নতি হয় তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি কাহারও লিখিবার ক্ষমতা থাকে তাঁহাকে হয় ত উদরের অন্নের জন্য ৭। ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয় সুতরাং আর অতি অল্প সময় অবশিষ্ট থাকে। এদেশে যে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ এই। আর্য্য দর্শনের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ যে সংকল্প করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। দেশে এরূপ পত্রিকার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। এখন এক বঙ্গদর্শন সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন বলিলে হয়। যদিও "পূর্ণশশী" "জ্ঞানাঙ্কুর" "তমোলুক পত্রিকা" প্রভৃতি কয়েক খানি সাময়িক পত্রিকা আছে, তাহারা বঙ্গদর্শনের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। তন্মধ্যে জ্ঞানাঙ্কুর খানির প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। বঙ্গদর্শন যে কোন উপকার করিতেছে না তাহা আমাদের বক্তব্য নয়; কিন্তু ইহার যে কয়খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে ইহাতে উপন্যাস ও রসিকতা ব্যতীত লোকের চিন্তাশক্তিকে উন্নত করে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় করে অজ্ঞাত সত্য সকল প্রকাশ করে এমন প্রস্তাবের সংখ্যা অধিক নয়। সে যাহা হউক বঙ্গদর্শনই বা একাধিপত্য করিবে কেন? বঙ্কিম বাবু একাকীই দেশের লোকের মত ও রুচি গঠন করিবেন কেন? দেশের অপর লোকের কাহারও কিছু বলিবার আছে কি না জানা আবশ্যক। আর্য্যদর্শন তাহা জানাইবার একটী উপায় হইবে। ইহার লেখক শ্রেণীর মধ্যে অনেক মান্য গণ্য লোকের নাম দৃষ্ট হইল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার কানাইলাল দে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহারা কাহার নিকট অপরিচিত? ইহাঁরা যদি লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলে যে এই পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর্য্য সঙ্গীত শাস্ত্রের বিষয়ে কিরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিবেন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার সেন আর্য্য বৈদ্যক শাস্ত্রের অনেক কথা বলিতে পারিবেন। ফলতঃ অধ্যক্ষেরা যদি অধ্যবসায়ের সহিত পত্রিকাখানি চালাইতে পারেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন।

মফস্বলে যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট নাম ধাম সমেত মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে পারি।

ইহার অর্থ কি?

বেহার প্রদেশের প্রজাদিগের অন্নকষ্টের কথা শ্রবণ করা অবধি আমাদের মনে একটী প্রশ্ন উদয় হইয়াছে এবং দুঃখের বিষয় এই অদ্যাপি তাহার সদুত্তর পাইতেছি না। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সহযোগী সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কিন্তু মীমাংসা না হইতে হইতে অর্দ্ধ পথে আসিয়া প্রতি নিবৃত্ত হন। আমরা পুনরায় সেই প্রশ্নটী উত্থাপন করিতেছি। প্রশ্নটী এই—এবার অসময়ে বর্ষার বিরাম হওয়াতে সকল প্রদেশেই অল্পাধিক শস্যহানি হইয়াছে, বেহার প্রদেশেও হইয়াছে। কিন্তু অপর স্থানের প্রজারা ত এত শীঘ্র কাতর হইয়া পড়ে নাই, ইহার অর্থ কি? এত দূরে বসিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনুমান মাত্রই করিতে হয়, আমাদের বুদ্ধিতে ত এই কয় প্রকার কারণ অনুমান করা যাইতে পারে (১ম) সকল প্রদেশ অপেক্ষা এই স্থানে অধিক পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। (২য়) অপরাপর প্রদেশের ন্যায় ইহার ভূমির সমগ্র অংশ শস্যোৎপাদনে নিযুক্ত হয় না। (৩য়) অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানকার ভূমি উর্ব্বরা নয় (৪র্থ) এখানকার প্রজারা অত্যন্ত দরিদ্র, শস্যের মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতেই তাহাদের দিন চলা ভার হইয়া পড়িয়াছে। অপরাপর স্থান অপেক্ষা এখানে কিছু অধিক পরিমাণে

শস্যের ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যে পরিমাণে শস্য ক্ষতির কথা অদ্যাবধি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে এত শীঘ্র অন্নকষ্টের আশঙ্কা করা যায় নাই। আর ত্রিহুত প্রভৃতির উর্ব্বরতাও যে অল্প তাহা বলা যায় না। বরং এই সকল প্রদেশ উর্ব্বরতাগুণে বিখ্যাত। সুতরাং অবশিষ্ট দুইটী কল্পই আমাদিগকে আশ্রয় করিতে হইতেছে। অর্থাৎ অপরাপর প্রদেশের ন্যায় এখানকার সমগ্র ভূমি শস্যোৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না এবং এখানকার প্রজারা অত্যন্ত দরিদ্র; দ্রব্যাদির মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইলে তাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। এই দুইটীই বেহার বাসিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে সারণ চম্পারণ ও ত্রিহুতে নীলকুঠীর সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল স্থানের ভূমির অনেক অংশ নীল বপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক ত্রিহুতে ৬ টী মহকুমা, ইহার মধ্যে ৫৬ টী নীলকুঠী আছে। সারণের তিনটী মহকুমাতে ৩২ টী নীলকুঠী। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন গবর্ণমেণ্টও ভাবিয়া দেখুন সে সকল স্থানের অনেক ভূমি নীল বপন কার্য্যে নিযুক্ত হয় কি না? গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া নীল করেরা এই সময়ে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; তাহা দেখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষেরা ধন্যবাদ দিয়াছেন; এবং বোধ হয় ঘোড়া কিম্বা পালকি দিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কেও অব ইণ্ডিয়াও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু এদেশীয় যে যে সংবাদদাতা সেখানে গিয়াছেন সকলেরই সংস্কার যে, নীলকরদিগের অত্যাচার সেখানকার লোকের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। আমাদের সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা এই কথাই বলিয়াছেন; আমাদের বিশেষ সংবাদদাতাও এই কথা বলিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপে এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং এই সংস্কার সত্য কি না বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

দ্বিতীয় কারণ বেহারবাসিদিগের দরিদ্রতা। বেহারের লোক এত দরিদ্র কেন? আমরা এস্থলে ধনী কিম্বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা গণনা করিতেছি না, কারণ তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং বোধ হয় আজিও তাঁহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী যাহারা সামান্য পদবাচ্য তাহাদেরই কথা আমাদের বক্তব্য। বঙ্গদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় তাহাদের দুরবস্থার কারণ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, কৃষি বাণিজ্য এবং মজুরি এই তিন প্রকার কার্য্য নিম্ন শ্রেণীদিগের অবস্থা উন্নত করিবার উপায়। আমাদের দেশে এই উপায়েই যুগপৎ কার্য্য করিতেছে। ভূমির অপ্রতুল নাই, কৃষক কিছু পরিশ্রম ও ব্যয় করিলেই প্রচুর ভূমি ও প্রচুর শস্য লাভ করিতে পারে। দিনদিন রপ্তানী বৃদ্ধি হওয়াতে শস্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে সুতরাং কৃষিলব্ধ শস্য বিক্রয় দ্বারা কৃষকদিগের যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। যাহারা নিজ হস্তে চাষ করে না তাহারা কৃষকদিগের নিকট ক্রয় করিয়া মহাজন, আড়তদার সওদাগর প্রভৃতিকে বিক্রয় করে, এবং অন্যান্য প্রকার বাণিজ্য কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকেরা মজুরি করিয়া খায়। পূর্ব্বে টাকায় আট দশটা মজুর পাওয়া যাইত কিন্তু বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরের বেতনও বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং দিন দিন নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অধিক অর্থাগম হইতেছে। এমন কি অনেকে বলিয়া থাকেন এবং চাষারাও বলিয়া থাকে যে "ভদ্র লোক অপেক্ষা চাষার ঘরে ভাত আছে"। একথা নিতান্ত অযুক্ত নয়। ভদ্রশ্রেণীগণ্য অনেক পরিবারের আয় এত অল্প এবং ব্যয় এত অধিক যে তাঁহারা চাষাদিগের অপেক্ষাও কষ্টে দিনপাত করিয়া থাকেন একজন মজুর প্রতিদিন পরিশ্রম করিলে মাসে অন্ততঃ ৮ টাকা উপার্জ্জন করিবে, এবং সেই ৮ টাকার মধ্যেও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে, কিন্তু ভদ্রশ্রেণী গণ্য লোকদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাহাদের মাসে ৩ টাকাও জুটে ভার, অথচ তাহারা সেই মজুরের ন্যায় জঘন্য গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সে যাহা হউক এই কয় কারণে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীদিগের অবস্থা ক্রমেই ফিরিতেছে, কিন্তু বেহারের দরিদ্রদিগের অবস্থা ফিরিল না কেন? এখনো যদি তাহারা মুসলমানদিগের সময় যেরূপ মূর্খ এবং দরিদ্র ছিল তাহাই রহিল তবে সুশাসিত ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা হওয়ার ফল কি? জ্ঞান সভ্যতা ও সমৃদ্ধি চোরাইবা নিচেই পড়ুক আর উপরেই উঠুক, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীদিগের বরং একটা কিছু হইতেছে [illegible] হইবার কথা এবং উদ্যোগও হইতেছে। কিন্তু বেহারের প্রজাদিগের [illegible] তাহার কিছুই হয় নাই এবং কতদিনে যে হইবে তাহাও বলা যায় না। যদি এক গেণ্টনন্ট গবর্ণরের পক্ষে সকল দিক দেখা দুষ্কর হয় তাহা হইলে আমাদের মতে বেহার এবং উড়িষ্যাও চিফ কমিশনর

[illegible] হস্তে সমর্পণ করিলে ভাল হয়। [illegible] একজন সহৃদয় ও কার্য্যদক্ষ লোক দেখিয়া এই ভার দিলে তিনি এই সকল স্থানের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন। যাহা হউক, ফল কথা এই বেহারের প্রজাদের দুরবস্থা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] কলঙ্কস্বরূপ, এ কলঙ্ক আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, একবার কিছু শস্যের [illegible] হইলে যে তাহারা মরে ইহার অর্থ কি?

সার জর্জ কাম্বেল এবং সার উইলিয়ম মিয়র

সোমপ্রকাশ গ্রাহকদিগের হস্তগত না হইতে হইতে পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি সাগরের জলে যাত্রা করিলেন। উভয়ের প্রতি লোকের কিরূপ যাঁহার যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল প্রকাশ করিলেন। সার জর্জ কাম্বেল নিন্দা তিরস্কার ও অসন্তোষের ভার মস্তকে করিয়া চলিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রজাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার লইয়া প্রস্থান করিলেন। এসময়ে আমাদের গুটিকত কথা বক্তব্য, অতএব গুটিকত কথা বলি। এখন যাহা বলিব তাহাতে তোষামোদ কিম্বা শত্রুতা কিছুই সম্ভবে না। কারণ যাহাদের উদ্দেশে বলিব তাঁহারা এখানে নাই। আমরা পূর্ব্বোক্ত উভয় ব্যক্তির দোষগুণ তুলনায় বিচার করিব, প্রথমে কোন্ কোন্ বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আছে তাহার বিচার করা যাউক। উভয়েই পূর্ব্বে সিবিলিয়ান, উভয়েই ৩০ ৩৫ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন, উভয়েই নানা প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, উভয়েই এদেশ পরিত্যাগ করিবার সময় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে আরূঢ় ছিলেন। শাসন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আছে কি না আমরা বলিতে পারি না কারণ আমরা সার উইলিয়মের শাসন সংক্রান্ত অধিক কথা জানি না। কিন্তু তদ্ভিন্ন অপর কয়েক বিষয়ে তাঁহাদের সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, উভয়েই এক একটী সেণ্ট্রাল কলেজ বাটী স্থাপন ও উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে বোধ হয় উভয়ের ঐক্য ছিল না। দুই জনে দুই স্বতন্ত্র ধাতুর লোক ছিলেন। সার উইলিয়ম মিয়র সার জন লরেন্সের ন্যায় সচ্চস্বভাব ধীর ও অধ্যবসায়ী, কাম্বেল সাহেব উগ্রস্বভাব ও উৎসাহী, কিন্তু অধ্যবসায় বিহীন। সার উইলিয়ম মিয়র বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কিম্বা চারি দিক না দেখিয়া কার্য্য করিতেন না, কাম্বেল সাহেব প্রথম চিন্তায় যাহা মনে লাগিত কিম্বা একদিক দেখিয়া যাহা বোধ হইত সেইরূপ কার্য্য করিতেন। মিয়র সাহেব সহজে আইন ও নিয়মের সীমা অতিক্রম করিতে চাহিতেন না। কাম্বেল সাহেব আইন ও নিয়ম প্রভৃতিকে ভার বোধ করিতেন এবং সকল কার্য্যে আইন অপেক্ষা লোকের বিবেচনার উপর অধিক কার্য্য ভার দিবার চেষ্টা করিতেন। মিয়র সাহেব সংস্কৃত হিন্দী প্রভৃতির আদর করিতেন, কাম্বেল সাহেব এসকলকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেন। মিয়র সাহেব ধীরে ধীরে বীজ বপন করিতেন এবং বিলম্বে ফলের প্রত্যাশা করিতেন, কাম্বেল সাহেব রাত্রে বীজ বপন করিয়া প্রাতে উঠিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেন। মিয়র সাহেব মনের ভাব মনে রাখিয়া সকল শ্রেণীর মনোরক্ষা করিতেন তাহার প্রমাণ অযোধ্যার মুসলমান ও হিন্দুদিগের দাঙ্গা নিবারণ। কাম্বেল সাহেব এক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে গিয়া আর এক শ্রেণীকে গালি দিয়া বসিতেন, তাহার প্রমাণ পাবনার বিদ্রোহ। মিয়র সাহেব প্রজাদিগের সামাজিক রীতি নীতি সংশোধন বিষয়ে উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন, রাজপুতদিগের বালিকা হত্যা নিবারণ ও লালাদিগের বাল্য বিবাহ নিষেধ সম্বন্ধীয় আন্দোলন তাহার প্রমাণ। কাম্বেল সাহেব সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মিয়র সাহেব ১৮৬৮ অবধি এই পূর্ণ পাঁচ বৎসর অবাধে কার্য্য করিলেন কিন্তু কাম্বেল সাহেব দুই বৎসরের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি সমুদায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিলেন।

এই দুই ব্যক্তির যে যে অংশে প্রভেদ, বোধ হয় তাহা এক প্রকার বলা হইল; কিন্তু কাম্বেল সাহেবের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তিনি যে উৎসাহী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন এবং অপরকে কার্য্যে রত দেখিতে ভালবাসিতেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার অবলম্বিত উপায় সকল ভ্রম প্রমাদশূন্য হউক আর না হউক তিনি যে সর্ব্বদা অবহিত ভাবে স্বকার্য্য সাধনে রত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি কিরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত কাম্বেল সাহেব যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, আর কেহ সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কার্য্য করা, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া রিপোর্ট লেখা এ সকল তাঁহার বাক্যে ছিল না। এই দুই বৎসরে সকল বিভাগের আকৃতি ফিরিয়াছিল। এই দুই বৎসরে সকল বিভাগ হইতে যেমন সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্বে কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই। দেশের মধ্যে এমন একটী ঘটনা হইত না যাহাতে কাম্বেল সাহেবের দৃষ্টি পড়িত না। এমন একটী অত্যাচার বা দোষ ছিল না যাহার কারণ অনুসন্ধান

ও সংশোধনে তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। কাম্বেল সাহেবের সপক্ষে আরও গুটি কত কথা বলিবার আছে। কাম্বেল সাহেব দরিদ্রদিগের বন্ধু ছিলেন। তিনি দরিদ্র প্রজা ও কৃষকদিগের কষ্টে এত কষ্ট বোধ করিতেন যে জমিদার ও ধনীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। এই সদগুণটী সামান্য নয়। শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে ধনীর বন্ধু অনেককে দেখিয়াছি কিন্তু দরিদ্রের বন্ধু কয় জন? যে কোটি কোটি নির্ব্বাক জীব সমাজ সাগরের তলদেশে বিচরণ করে, মনের কষ্ট দুঃখ মনেই গোপন করে এবং ধনীদের অত্যাচার দৈবের দোহাই দিয়া সহ্য করে, কই শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কয়জন তাহাদের জন্য ভাবেন? কাম্বেল সাহেবের এই গুণটী স্মরণ হইলে সব অপরাধ বিস্মৃত হইতে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বার বার বলিয়াছি এবং সকলে বলিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সপক্ষে অন্ততঃ এই টুকু বলা উচিত। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব, না, বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য? আমরা কাম্বেল সাহেবের চাটুকার নই, আবার অকারণ শত্রুও নই। তাঁহার সপক্ষে যতটুকু বলা উচিত না বলিলে অন্যায় হয়, অসত্য ব্যবহার করা হয়, এই জন্য বলিলাম। তাঁহার নিন্দা ঘোষণা যাহাদের সংকল্প এবং ব্রত, গুণ দেখিব না কিম্বা দেখিলে বলিব না এই যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করুন, আমরা সে সম্পাদকতার শাস্ত্র পাঠ করি নাই এবং ভগবান করুন যেন কখনও পাঠ করিতে না হয়।

গবর্ণমেণ্টের পেন্সন দানের কঠিন নিয়ম।

ভবিষ্যতে পেন্সনের আশা থাকাতেই লোকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী অন্বেষণ করে এবং অধিক বেতনের সুবিধা হইলেও অল্প বেতনের গবর্ণমেণ্ট চাকরী পরিত্যাগ করিতে চায় না। যে যে কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পেন্সন প্রথা তাহার মধ্যে প্রধান। ভারতবর্ষের লোকের চক্ষু আছে বিবেচনাও আছে; লোকে কি জানে না অপরাপর রাজারা কিরূপ বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে কার্য্য করাইয়া লয়? পেন্সনের কথা দূরে থাকুক পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্যও পায় না। মুসলমানদিগের সময় কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ অত্যাচার ছিল—কাশ্মীরে (চারি বৎসর পূর্ব্বের কথা বলা যায়) এইরূপ অবিচার ছিল—এখন হয় ত মহারাজ তাহার সংশোধন করিয়াছেন। অন্যান্য দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যেও এইরূপ অবিচার আছে। বলিতে কি বলপূর্ব্বক বিনা বেতনে কার্য্য করাইয়া লওয়াই এদেশীয় রাজা ও ধনবানদিগের ক্ষমতা প্রকাশের অব্যর্থ চিহ্ন। এমন কি অনেক ক্ষুদ্র রাজা অর্থাৎ জমিদারেও এইরূপে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে দেশে পরিশ্রমের মূল্যের এইরূপ ব্যবস্থা সে দেশে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পেন্সন দান করিলে লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কতকগুলি সুব্যবস্থা করাতে যেরূপ সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাহার মূল্য নাই। দশটী যুদ্ধের পর একটী জয়লাভ করিলে গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব পক্ষে যে কার্য্য না হয় এইরূপ এক একটী ধর্ম্মনীতি সঙ্গত কার্য্য করাতে তাহার দশ গুণ কার্য্য করে।

সে যাহা হউক, অদ্য এই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। পূর্ব্বে লাইফ সার্টিফিকেট অর্থাৎ জীবিত থাকার নিদর্শন পত্র পাঠাইলেই পেন্সন পাওয়া যাইত; কিন্তু কিছুদিন হইল সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন পেন্সনভোগীকে স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হইয়া আপনার তাদাত্ম্য প্রমাণ করিয়া পেন্সন গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বের নিয়ম কেন পরিবর্ত্তিত হইল আমরা তাহার কারণ জানি না, কিন্তু এই নিয়ম পরিবর্ত্তনে অনেক বৃদ্ধ পুরাতন কর্ম্মচারীর অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। মনে কর এক ব্যক্তি ৮।১০ টাকা পেন্সন পান, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে বসিয়া আছেন। তাহার গৃহ কলিকাতা হইতে ২৫।৩০ ক্রোশ দূরে। সেখান হইতে আসিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ব্যয় বাহুল্য এবং পরিশ্রম বাহুল্য; সেখান হইতে মাসে মাসে পেন্সন লইতে আসার যে কত ক্লেশ যাহারা তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। প্রথমতঃ যাতায়াতের ব্যয় সমাধা করিতে "বন্ধনের চাউল চর্ব্বণে যায়" তাহার পর পরিশ্রম: গাড়ি প্রভৃতিতে বিপদের সম্ভাবনা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে কি মাসে মাসে এরূপ ক্লেশ দেওয়া উচিত? আবার হয় ত কোন কোন ব্যক্তি বহু দিনের পরিশ্রম নিবন্ধন কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত অবস্থায় আছেন। তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম কিরূপ কষ্ট জনক তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। একজন পেন্সনভোগী বৃদ্ধের ক্লেশ স্বচক্ষে দেখিয়া আমাদের এই কথা গুলি বলা আবশ্যক বোধ হইল। গবর্ণমেণ্ট এ কঠিন নিয়ম করিলেন কেন? যাহাতে আর অধিক দিন পেন্সন দিতে না হয় সে জন্য ত নয়?

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের পুনর্ব্বার বিচার করিয়া দেখা উচিত এবং এই কঠিন নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ব্বের

নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। যদি স্বয়ং তাদাত্ম্য প্রমাণ করিতেই হয় তাহা হইলে সেই সেই মহকুমাস্থিত কোন কর্ম্মচারীর উপর সেই ভার অর্পণ করিলে ভাল হয়। যেমন জেলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর রেজিষ্ট্রেশনের ভার আছে সেইরূপ তাহাদের হস্তে এভার দিলেও হয়। ফল কথা এই বৃদ্ধদিগকে শেষ দশায় টানাটানি না করিয়া সুখে বাস করিতে দেওয়া উচিত।

অনেক আইন ও অনেক কর্ত্তা।

আইন অতি প্রার্থনীয় বস্তু. আইন ভিন্ন সভ্য সমাজ চলিতে পারে না। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক ও অসহায়ের সহায়; কিন্তু সেই আইনের সংখ্যা পরিমাণাতিরিক্ত হইলে প্রজাদিগের পক্ষে সুখের কারণ না হইয়া বরং সমূহ কষ্টের কারণ হয়. মনুষ্য ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ, মনুষ্যের কৃত আইনও যে ভ্রম প্রমাদপূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এক জন মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দশ জন লোক কিম্বা না হয়, একটী পল্লী অথবা একটী গ্রাম কষ্ট পায়, কিন্তু একটী আইনের ভ্রম প্রমাদে একটী দেশের যাবতীয় লোক কষ্ট পায় এই জন্য বুদ্ধিশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আইনের জটিলতার প্রতি বিরক্ত। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক না হইয়া ধনীদিগের হস্তে অস্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রজাতন্ত্র দেশ সুতরাং আইনের জটিলতা অপরিহার্য্য কিন্তু সকলেই বলেন আইনের জটিলতা ইংলণ্ডের বিশেষ কষ্টের কারণ। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত থাকাতে আইন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল কিন্তু সেদিন ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। একটী লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থাকাতে বোধ হয় এই অনিষ্ট ঘটিতেছে। মেম্বরগণ আইন করিবার জন্যই বেতন পান সুতরাং আবশ্যক হউক, আর না হউক, সিমলার শীতল বায়ুতে বসিয়া কেবল আইন বর্ষণ করিতে থাকেন। এদিকে আইন জানি না বলিলে মার্জ্জনা নাই কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে এত আইন প্রসব করিলে প্রজারা কতদূর জানিয়া উঠে। কাজেই আইনের জালে জড়িত হইয়া অনেক দুঃখী প্রজাকে ধনীর দ্বারে মরিতে হয়, আইনের অবোধে অসত্য ও প্রতারণা আশ্রয় করিতে হয়। আমরা ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি এবং প্রতিদিন পাইয়া থাকি।

আইন সম্বন্ধে যেমন কর্ত্তা সম্বন্ধেও সেইরূপ জটিলতা বৃদ্ধি হইলে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। পাঁচ জন কর্ত্তার মনোরঞ্জন করিয়া চলা কিরূপ কঠিন তাহা সকলেই জানেন। আমরা তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্য ভার ইনস্পেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া কাম্বেল সাহেব সেই অনর্থ ঘটাইয়া গিয়াছেন। স্কুলের সব ডেপুটী, সেক্রেটারি ও শিক্ষকগণ মহা বিপদে পতিত হইয়াছেন। কোন আবেদন কাহার নিকট পাঠাইতে হইবে, কোন হিসাব কাহাকে দিতে হইবে ভাবিয়া স্থির করা দুষ্কর। ইহাঁর নিকট প্রেরণ করিলে উনি বিরক্ত হন, উহাঁকে বলিলে ইনি ক্রুদ্ধ হন। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন কিরূপ কষ্টের কথা। এরূপ কার্য্যবিভাগ করিয়া যে কি লাভ হইয়াছে দেখিতে পাই না। কেবল কতকগুলি কর্ম্মচারির কার্য্য কমাইয়া অপর কতকগুলি কর্ম্মচারির কার্য্যভার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই অসুবিধাতে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা বড় কষ্ট পাইতেছেন। আমরা সার রিচার্ড টেম্পলকে অনুরোধ করি তিনি কাম্বেল সাহেবের কোন কীর্ত্তি লোপ করুন আর না করুন এই কষ্টটী ত্বরায় নিবারণ করুন। এরূপ কার্য্য প্রণালীতে বিশৃঙ্খল ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

—•◉•—

আমাদিগের দুর্ভিক্ষ প্রদেশস্থ
বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র।

২০ এ চৈত্র মতিহারি।

হাজিপুরে যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি। যত দূর নদী দেখিতে পাইয়াছি তত দূর হাজিপুরের মত অবস্থা। শস্য হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত হয় নাই। গণ্ডক নদী অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়া আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ডাকিলাম। দুই তিনটী কথা কহিতে না কহিতে বুঝিলাম যে, সে অতি সরল। পূর্ব্বের মত আমার ভাঙ্গা হিন্দিতে আরম্ভ করিলাম আর সে আমার প্রশ্ন বুঝিবামাত্র উত্তর দিতে লাগিল।

প্র—তুমি কি লোক?
উ—ব্রাহ্মণ
প্র—কি কাজ কর?
উ—গৃহস্থ
প্র—তা ত বুঝিলাম, কিন্তু তোমার বাঁচিবার উপায় কি?
উ—কৃষিকার্য্য
প্র—এই পার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকের জমি কাহার?
উ—আমার।
প্র—এবার কেমন শস্য হইয়াছে?
উ—দেখিতেছেন না এবার জ্বলিয়া গিয়াছে।
প্র—তোমরা কটী পরিবার?
উ—চারটী, আমি, আমার পরিবার আর দুই সন্তান।
প্র—তোমাদের চলে কেমন করে?
উ—গত বৎসরের কিছু ছিল তাহাই আহার করিয়া অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছি।
প্র—তবে ইহার পরে কি হইবে?
উ—যদি জৈষ্ঠমাসের মাঝে মাঝে জল না হয় আর চিনা না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু।

প্র—এই যে চাষ করেছ, ইহাতে কি বুনিবে?

উ—ইহাতে নীল বুনিতে হইবে। যদি ভাল ভাল জমি নীলে না লইত তাহা হইলে আমার ভাবনা কি?

প্র—কেন যে জমি নীলের জন্য তাহার ত মজুরী পাইয়া থাক?

উ—কোথায় মহাশয়! ত হা হইলে ত বাঁচিতাম। সাহেব কুঠিতে বসে দাদন দেয় আর কিছুই করে না। অবশেষে নীল "পুরা" বুঝিয়া লইয়া থাকে। যদি দাদন না লই তাহা হইলে দেশে থাকিতে পাই না। সুতরাং কি ফসলে ।০ চারি আনা হিসাবে লোকসান স্বীকার করিয়াও নীল করিতে হয়।

মহাশয়! এই সকল কথা শুনিয়া আমার নীলদর্পণ অভিনয়ের কথা মনে পড়িল। আমি মনে করিতাম নীলদর্পণের পর নীল কর সাহেবদের অত্যাচার তত প্রবল নাই। এখন দেখি আমার সম্পূর্ণ ভ্রম। সে যাহা হউক, কৃষকের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাজার দর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তিন ক্রোশের মধ্যে কোন বাজার নাই; কিন্তু নিম্নলিখিত দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া খাইতে হইতেছে। চাউল ২ পশারি, বুট ২ পশারি, মকাই তিন পশারি, গম ২ পশারি। আর এক গ্রামে একটী স্ত্রী লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদের দৈনিক কত খরচ লাগে। স্ত্রী লোক ও তাহার পুত্র বধূ তথায় উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধা বলিল পূর্ব্বে কম লাগিত এই অকাল হওয়া পর্য্যন্ত ৪ দিন অন্তর ২ টাকা খরচ হয়। যুবতীটী বলিল তা কেন হবে, প্রত্যহ ১ টাকা খরচ। ইহারা চার জন প্রাণী; প্রত্যহ ১ টাকা পড়িলে দুঃখিদিগের পক্ষে সুখের কি দুঃখের পাঠক মহাশয়েরা বুঝিয়া লউন। ফল নদী ছাড়া হইলেই নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ দেখিতে পাইবেন। এত দিন দেশে হাহাকার উঠিয়া যাইত যদি দুর্ভিক্ষ নিবারণের বিবিধ উপায় অবলম্বন না করা হইত। আমাদের ভাগ্য মানিতে হইবে যে এই দুঃসময়ে কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা বেহারের শাসনকর্ত্তা। যদি উড়িষ্যার মত কার্য্য প্রণালী থাকিত তাহা হইলে একটী বেহারীকেও জীবিত থাকিতে হইত না। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম জেলা চম্পারণে প্রত্যহ প্রায় একলক্ষ লোক গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে খাটিতেছে। ইহার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক স্ত্রী ও বালক, অবশিষ্ট সমুদায় পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের /০ আনা হইতে /১০ রোজ প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ১০ আনা হইল /০ আনা রোজ এবং প্রত্যেক বালকের ১৫ পয়সা পর্য্যন্ত রোজ দেওয়া হইতেছে। ইহাতে কত ব্যয় হয় হিসাব করিয়া দেখুন। দিন প্রায় ৭০০০ সাত হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে। ইহা ছাড়া লোক জনের বেতনের ব্যয় ধরি নাই। আবার চুরির কথা ত পড়িয়া রহিল [illegible] না। উত্তর ত্রিহুতে (শুনিতেছি দুর্ভিক্ষের কষ্ট অধিক তর। সুতরাং সেখানকার ব্যয় ত অধিক হইবেই। কিন্তু এত যে আয়োজন এত যে ব্যয় এ সমুদয় ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। এখানকার লোকে বলে, কোম্পানি বাহাদুর নেপালের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। চম্পারণ হইতে নেপাল নিকট, তাই চম্পারণে এত আয়োজন। একজন বৃদ্ধ চাপরাশী বলিল আমার পরিবার শীঘ্রই ঘরে পাঠাইয়া দিব। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল কি জানি কি হয়। কেন ভয় কি সেন? 'না সরকার রেবা জান ভোর বহেজে" অর্থাৎ সে আপনার জীবনের ভয় করে না

বিবিধসংবাদ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট হুগলীর ছোট আদালতের [illegible] পদ জজ বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গবর্ণমেন্ট তোষাখানার দেওয়ান বাবু গিরিশ চন্দ্র [illegible]কে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন।

মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয় বিবেচনার্থ হাইকোর্টের অনেক উকীল, টাউন হলে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

বণিকদিগের সভা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবকে যে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবেন, উহা গ্রহণার্থ তিনি অদ্য অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতায় আসিবেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ যেরূপে শাসন করেন, আমীর সিয়ার আলী খাঁ [illegible] স্থানে সেইরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় আছেন। [illegible] পর্ব্বতিক [illegible] যেরূপ [illegible] হইয়াছে তাঁহাতে বোধ হয় [illegible] যোগে [illegible] আকুব খাঁ সম্প্রতি [illegible] রাইসম [illegible] প্রজাকে আহ্বান করিয়া [illegible] এবং তাঁহাদের সম্মুখে আপনার [illegible] উত্তরাধিকারী করিয়া [illegible] আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী [illegible] রাছেন, আমি [illegible] আমারও যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ করিতে পারি। ইহাতে কেহই আপত্তি করে নাই এবং সকলেই আকুব খাঁর সাহায্যার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই উপলক্ষে [illegible] নগর ৩ দিন আলোকময় করা হয়। এই উৎসব শেষ হইয়া গেলে পর আকুব খাঁ [illegible] গমন করেন এবং উক্ত [illegible] অধিকার করিয়া [illegible] আমীরের শ্বশুর আফজুল্লা খাঁকে বন্দী করিয়া [illegible] প্রেরণ করেন। আকুব খাঁ [illegible] আক্রমণ করিবেন এরূপ কথাও শুনা যাইতেছে।

বুধবার সন্ধ্যাকালে সার জর্জ কাম্বেল স্বীয় কার্যভার সার রিচার্ড টেম্পালের হস্তে প্রদান করিবেন

কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, ১৮৭৮ সালের [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] অধিক আফিম [illegible] করিবেন না। এ বৎসরের আফিম [illegible] হইয়া গেলে পর কত বাক্স আফিম নিলাম করা হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা হইবে।

২৬ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

আগামী ২০ এ [illegible] তিরহুত হইতে [illegible] ষ্টেট রেলওয়ের ১১১ মাইল রাস্তা খোলা হইবে।

আগামী কল্য সার জর্জ কাম্বেল পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মেইল ট্রেণে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

কিছু দিন হইল বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের সামাজিক জীবন বিষয়ে

যিনি একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫ শত টাকা পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করেন। রেবরেণ্ড লালবিহারি দে এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

সচ্চরিত্র নির্ভীক ও বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি শান্তি রক্ষার ভার অর্পিত না হইলে যে কত অনিষ্ট হয় নিম্নলিখিত ঘটনা তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। সম্প্রতি বোম্বাইর অন্তর্গত মলকাপুরের একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় সুন্দরী যুবতী স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া সেগন নামক এক স্থানে তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট পলায়ন করে। আত্মীয়েরা তাহাকে বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে স্ত্রীলোকটী নিকটস্থ পুলিষের শরণাপন্ন হয়। পুলিষের জমাদার উহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া বলপূর্ব্বক উহার সতীত্ব নাশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী জাতিভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। এ বিষয় উপরিতম কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। ফল কি হয় বলা যায় না।

গোদাবরি প্রদেশের সামুলকোটা নামক স্থানের একজন পেন্সনভোগী সিপাহী তাহার ১০।১১ বৎসর বয়স্ক একটী কন্যাকে একটী চুষনি দেয়, সে চুষনিটী হারাইয়া ফেলাতে সিপাহী ক্রোধে অন্ধ হইয়া উহাকে এক যষ্টি দ্বারা এরূপ প্রহার করে যে তাহাতেই উহার মৃত্যু হয়। সিপাহীর ফাঁসী হইয়াছে।

২৭ এ চৈত্র বুধবার।

পঞ্জাবে একজন হাকিম আশ্চর্য্যরূপে চক্ষের ছানি আরোগ্য করিতেছেন। এক জন ইংরাজ এবিষয়ে তাহার নিপুণতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। এদেশে চিকিৎসক শ্রেণীর মধ্যে যে দুই একজন ভাল লোক আছেন এটী তাহার পরিচায়ক। এই সকল লোকের উৎসাহদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

জাপানবাসিদিগের সহিত এদেশীয়দের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এদেশের কোন কোন শ্রেণীর ন্যায় জাপানবাসীদের মাথায় টিক থাকে। কিন্তু জাপানের বর্ত্তমান রাজা অত্যন্ত ইংরাজ ভক্ত, তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, কেহ টিক রাখিতে পারিবেন না, সকলকেই ইংরাজদিগের ন্যায় চুল রাখিতে হইবে। যদি সহজে টিকি না কাটেন পুলিষ বলপূর্ব্বক তাহার টিকি কাটিয়া দিবে। আমাদিগের সিংহ মহাশয় জাপান রাজরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন না কি?

রিবস টমসন, এফ, জি এলত্তিয়ট সাহেব এবং বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন।

আউড এক্সেলসর নামক পত্রিকা হিন্দুদিগের দানশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "পৃথিবীতে এমন জাতি নাই যে এবিষয়ে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করে এমন কি তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে।"

আজিমগঞ্জের শেতাবচাঁদ নেহার নামক জনৈক জমীদার এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছেন তিনি দিনাজপুর হইতে আসিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছেন, গজল হইতে মালদহের নিকট ৬ ক্রোশের মধ্যে দুই দিকে বাঁশের জঙ্গল, সেই বাঁশের মধ্যে একরূপ অদ্ভুত ধান্য উৎপন্ন হইতেছে উহা প্রকৃত ধান্যের সদৃশ। কতশত স্ত্রী পুরুষ উহা হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া উত্তম রূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দে আহার করিতেছে। এরূপ ধান্য জগদীশ্বর আর কখন যে উক্তস্থানে দিয়াছিলেন তাহা কেহ দেখে নাই। এই ধান্য প্রায় ১ হাজার মণ জন্মিয়াছে। লেখক উহার কিছু ধান্য সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন সৃষ্টি নাশের উপক্রম দেখিয়া বোধ হয় বিশ্বামিত্র আবার কোমর বাঁধিয়াছেন।

২৮ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার

শুনা যাইতেছে সর রিচার্ড টেম্পল আগামী সোমবার পুনরায় কলিকাতা হইতে দুর্ভিক্ষ প্রদেশে যাত্রা করিবেন। কলিকাতার বিশপও এবং পাটনা ভাগলপুর রাজসাহী প্রভৃতি দর্শন করিতে যাইবেন।

মিরর বলেন লার্ড নর্থব্রুকের দারজিলিঙে যাইবার সম্ভাবনা আছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ভাগলপুরের নূতন কমিসনর ডবলিউ এফ, ম্যাকডোনেল ভি, সি, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রতিনিধি জজ হইবেন।

প্রশিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক চারলস রুশীয়া সাইবিরিয়া চীন ও জাপান দর্শনে অভিলাষী হইয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে যাত্রা করিয়া ১৮ মাসে ভ্রমণ শেষ করিবেন।

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ১৭ ই মার্চ্চ জলপাইগুড়িতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়।

কিছু দিন হইল কলিকাতার কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক কলিকাতার ধর্ম্মতলার এবং মিউনিসিপাল এইদুটী প্রতি বন্দী বাজার সম্বন্ধে "মিউনিসিপালিটির দুটী শ্বেত হস্তী" এই রূপ লিখেন। ইহা পাঠ করিয়া বরদার গুইকুমার পুলিষের ডেপুটী কমিসনর ল্যাম্বার্ট সাহেবকে তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করেন উহার একটী যেন তাঁহার জন্য রাখা হয়। রাজবুদ্ধি কি না!

২৯ এ চৈত্র শুক্রবার।

মুলমীন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, মঙ্গলবার তত্রত্য টড লিওলে কোম্পানির চাউলের কল ও সমুদায় গুদাম পুড়িয়া গিয়াছে। অনেক ধান্য ও চাউল নষ্ট হইয়াছে। এদিকেও চাউলে আগুন লাগিয়াছে, ও দিকেও চাউলে আগুন লাগিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, মান্দ্রাজে একজন পণ্ডিত যেরূপ অসাধারণ মেধা শক্তির পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছেন, ইউরোপেও এক ব্যক্তি তাহার অদ্ভুত স্মারকতা শক্তির পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। তিনি ইউরোপের যত ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমুদায় পাঠ করিয়াছেন। যে পুস্তকে যে বিষয়ের যেরূপ বর্ণন আছে তিনি তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিতে পারেন এবং কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইলে তাহার উল্লেখ যে পুস্তকের যে অধ্যায়ের যে পত্রাঙ্কে বর্ণিত আছে তাহাও কহিতে পারেন। ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত একখানি বৃহদাকার সংবাদ পত্র তিনি নিমিষের মধ্যে দেখিয়া উহার আদ্যন্ত মুখস্থ বলিতে পারেন, এমন কি কমা ফুলষ্টপ পর্য্যন্ত ভুল যায় না। কিছুদিন হইল একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার একখানি পুস্তকের হস্তলিপি তাহাকে দেখিতে দেন। কিছু দিন পরে গ্রন্থকার উহা ফিরাইয়া আনিতে যান কিন্তু মেধাবী বলেন যে হস্ত লিপি খানি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। গ্রন্থকার বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া পুস্তক খানি লেখেন, তিনি এই কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মেধাবী তাহাকে শান্ত হইতে বলিয়া দোয়াৎ কলম কাগজ আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং গ্রন্থ লিখিত সমুদায় বিষয় অবিকল লিখিয়া দিলেন, বিন্দু বিসর্গেরও অন্যথা হইল না! আমাদের পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর স্মারকতা শক্তি ছিল।

৩০ এ চৈত্র শনিবার।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটের

এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সার জর্জ্জ কাম্বেল ও সার উইলিয়ম মিউরের পদত্যাগ এবং তত্তৎ পদে সার রিচার্ড টেম্পল ও সার জন ষ্ট্রাচির নিয়োগের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। সার জর্জ্জ কাম্বেল গত বুধবার রাত্রিতে কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

সেদিন মালদহের দক্ষিণাংশে বিলক্ষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে নীলের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে।

গত সপ্তাহের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে প্রকাশিত হয়, বীরভূমের রিলিফ কার্য্যে ৮ হাজার লোক খাটিতেছে। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

গেডিস সাহেব বীরভূমের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইয়াছেন।

গত বৎসর কলিকাতার প্রাদেশিক দাতব্য সমাজ দান ও চাঁদা প্রভৃতিতে ৮২ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন, এবং প্রায় ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। নেটিব কমিটী ১৬৫১ দরিদ্রের সাহায্য দান করেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট সম্ভ্রান্ত দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার জন্য আমেরিকা হইতে কয়েকজন মেয়ে ডাক্তার আনয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে এক আশঙ্কা এই, পাছে ইহারা আমাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে আমেরিকার স্ত্রী স্বাধীনতার বীজ বপন করেন।

কলিকাতার ছোট আদালতের নূতন বাটী ১ লা জুন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইবে এমন সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট উহার আসবাবের জন্য ২ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কেও অ ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জেয়াৎ শ্রীরামপুর ও শ্রীকৃষ্ণপুরের লোকদিগের বিপদ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে রিলিফ কার্য্যে যে সকল লোক নিযুক্ত হইতেছে উহাদের কতকগুলি দ্বারা দামোদরের বাঁধটীর অবিলম্বে সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

লেডি কানিঙ মেমোরিয়াল ফণ্ডে যে ৮৫ হাজার টাকা জমিয়াছে উহা কলিকাতার ধাত্রিদিগের জন্য একটী ট্রেণিং হোম স্থাপনার্থ ব্যয় করা হইবে। এই বাটীটীর নির্ম্মাণে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হইলেন।

দুর্ভিক্ষবিষয়ক সংবাদ

উত্তর চম্পারণ ত্রিহুত এবং পূর্ণিয়ার কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন।

বারাণসী ও বিহারে প্রেরণের জন্য পঞ্জাব রেলওয়ে ষ্টেসনে ১০৫৮০ টন শস্য আসিয়া রহিয়াছে।

কেবল ত্রিহুত ভিন্ন বঙ্গদেশের আর সকল বিভাগের লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষকর বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর চম্পারণে লোকের কষ্টের অনেক লাঘব করা হইয়াছে। মুঙ্গেরে রবিশস্য কাটিতে আরম্ভ করা অবধি লোকের অবস্থার উৎকর্ষ হইয়াছে। পূর্ণিয়াতে অনাহারে কাহারও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

ত্রিহুতের উত্তর পূর্ব্ব বিভাগে অসংখ্য দরিদ্র লোক আসিয়া রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। উহাদের সংখ্যা একণে প্রায় ৫ লক্ষ হইবে।

দরভাঙ্গার বিহিরা থানায় লোকের যেরূপ ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয় এমন আর কুত্রাপি নাই।

জিলাতে কয়েকজনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে।

মধুবনী উপবিভাগের রিলিফ কার্য্যে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক খাটিতেছে।

১ লা এপ্রেল দিল্লীতে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়া সভা স্থলেই ৫৮০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

পূর্ণিয়ার রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ জন্য এক কালে ১২০০০ টাকা ও মাসিক ৪৫০ টাকা দান করিয়াছেন [illegible] একালে ২৫৩০ টাকা [illegible] য়াছেন [illegible] লেফটেনাণ্ট গব[র্ণ]রের টাক[া] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] বাঙ্গালা [illegible] সাধারণ [illegible] মহাশয়দিগের [illegible] প্রচুর পরিমাণে [illegible] হইতেছে।

একণে পঞ্জাব [illegible] সর্ব্বশুদ্ধ [illegible] হইয়াছে [illegible] ১০ হাজার [illegible] টাকা দিয়াছেন।

[illegible] দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে চাউল লইয়া যাইবার জন্য [illegible] হাজার গরুর গাড়ি দিয়াছেন। [illegible] উপকারার্থ ৩টী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। যে সকল দুর্ভিক্ষ [illegible] হইয়াছে তাহাদিগের [illegible] রিলিফওয়ার্কের জন্য গবর্ণমেণ্টের [illegible] অংশ, [illegible] দিয়াছেন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর [illegible] সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমানের কমিশনর [illegible] এই দুর্ভিক্ষ সময়ে বৰ্দ্ধমানের রাজার [illegible] কার্য্যের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। বৰ্দ্ধমান কালনা বুদবুদ হুগলী প্রভৃতি স্থানে [illegible] কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। [illegible] স্থানস্থ অন্নহীন [illegible] লোককে আহার দেওয়া হইয়াছে। [illegible] রাজপুর কাছারি [illegible] নাব সদাব্রত স্থাপন সক। [illegible] লোকের অবস্থা বিষয় জিজ্ঞাসা [illegible] য়াছেন, [illegible] হয় নাই কিন্তু [illegible] ভীত হইয়াছে। [illegible] মাণে চাউল ক্রয় করা হইয়াছে, [illegible] ১।৩ হাজার মণ [illegible]।

[illegible] চম্পা ঘাট হইতে টেলিগ্রাম [illegible] য়াছেন, [illegible] নর সগণ [illegible] ট্রেণে দরভাঙ্গায় যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত ট্রেণে ২

হাজার মণ গবর্ণমেণ্টের চাউল যায়। আরও অনেক চাউল যাইবে।

৫ ই এপ্রেল টেলিগ্রাম আসিয়াছে পূর্ব্ব ত্রিহুতে কূপ ও পুষ্করিণী সকল শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের অভাবে মনুষ্য পশ্বাদির অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। নিম্ন ভূমি ও চাষ বন্ধ হইয়াছে। বৃষ্টির একান্ত আব শ্যক হইয়াছে! হাউ রিলিফ সব ডিবিজনে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৪ ঠা এপ্রেল রাত্রিতে লারিয়ার নিকট দুটী অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

২৮ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে দ্বারা ২৭০৯৮ টন চাউল বিহারে যায়। বক্সার ঘাটে প্রচুর পরিমাণে চাউল মজুত না থাকাতে বড় অসুবিধা হইতেছে। গরুর গাড়ি আসিয়া বোঝাই পাইতেছে না বলিয়া দুই এক দিন বসিয়া থাকিতেছে। প্লাণ্টারেরা বর্ষার পূর্ব্বে চম্পারণ ও উত্তর ত্রিহুতে যে ৩০ লক্ষ মণ চাউল লইয়া যাইবার জন্য কণ্ট্রাক্ট করেন, তাহার অর্দ্ধেক এক্ষণে গিয়াছে।

বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুরের জমীদার বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তাবৎ প্রজার প্রতি টাকায় দুই আনা করিয়া খাজনা মাপ করিয়াছেন। ইহাতে ২৬ হাজার টাকারও অধিক হয় বাকী খাজনার যে সুদ ধরা হয় তাহা মাপ করা হইয়াছে। পুষ্করিণী আদি খননের জন্য ১৪ হাজার টাকা দিয়াছেন। যাহারা শ্রমপটু তাহাদিগকে কাজ এবং যাহারা পরিশ্রমে অক্ষম তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হইবে। ইনি ডিষ্ট্রিক্ট কমিটিতে যে ১১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এসকল সমুদায় তাহার অতিরিক্ত। আপাততঃ ৬। ৭ শত লোক রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা এপ্রেল। কালিষ্টদিগের নিকট হইতে যে সকল স্থান অধিকার করা হয় সেনাপতি সিরাণো তথায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন।

লণ্ডন ৩ রা এপ্রেল। সর্ব্বসাধারণে আশা করিতেছেন চিনির শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সেনাপতি সিরাণো অতিরিক্ত সেনার প্রতীক্ষায় বসিয়াছেন। কালিষ্টরা তাহাদের প্রধান প্রধান স্থানগুলি রক্ষা করিয়া আছে। যুদ্ধ স্থলে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মৃত দেহ কবরস্থ করিবার জন্য কিয়ৎ কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। অদ্য কাজের জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০৯০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। ১২ ই মার্চ্চ আসাণ্টি রাজের পুত্র সন্ধি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য রাজদূতের সহিত কেপ কোষ্টে আসিয়াছেন।

সেনাপতি সিরাণো কালিষ্টদিগের অধিকৃত স্থান সকলে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। স্থির হইয়াছে, ডাক্তার লিবিঙ ষ্টোনের মৃত দেহ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে কবরিত করা হইবে। ইহার সমুদায় ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন।

কশীয়া ও জাপান একটী বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১লা এপ্রেল। রিলিফের কার্য্যভার প্রাপ্ত ডবলিউ বি ওলডহাম সি, এস, ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে চম্পারণে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু ভদ্রনাথ সুকুল কিছু দিনের জন্য কুষ্টিয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণীর কানুনগুই বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু গোপাল চন্দ্র মিত্র ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে প্যালামো উপবিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ এচ, সি. বিচাডসন উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ এ, লিবিএন উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ অনরেবল জিডি মরিস (এক্ষণে হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ) রাজসাহিতে থাকিবেন।

জে, মনরো দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ রাজসাহীর প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ থাকিতে হইবে।

কটকের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে বীমস সাহেব উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

টি, এফ, বিগনোলড বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ, এল, আর, টটেনহাম উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

জে, জিউ গহান দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ কর্ণেল দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন এবং আরো বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত জজ ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

চারলস মিলার সাহেব কলিকাতার পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের পদে স্থায়ী হইলেন।

পি, ডি. ডিকেন্স কলিকাতার পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের পদে স্থায়ী হইলেন।

জে, পি, গ্রাণ্ট, কৃষ্ণনগর রাণাঘাট এবং মেহেরপুরের ছোট আদালতের এবং নদীয়া ও যশোহরের প্রধান প্রধান ছোট আদালতের জজ এবং কৃষ্ণনগর ও যশোহরের প্রধান প্রধান ছোট আদালতের জজ হইবেন। গ্রাণ্ট সাহেব আপাততঃ চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আনন্দরাম বড়ুয়া ময়মন সিংহে বদলী হইলেন।

এ সি ম্যাকলস প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

৭ ই এপ্রেল। ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরের রিলিফ রাস্তার জন্য যে ভূমি আবশ্যক তাহা গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এফ, ম্যাকডনেল ভাগলপুরের কমিশনর হইলেন।

ই, সি ফেষ্টার পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, সি, গেডিস দ্বিতীয় শ্রেণিতে বীরভূমের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ এচ হেণ্ডাসন কিছুদিনের জন্য পাটনা বিভাগের সমুদায় প্রদেশে প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ ই মার্চ। বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বরদা কান্ত মজুমদার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মার্চ ডাক্তার জি হচিসন যশোহরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩১ এ মার্চ। রিলিফ কার্য্যের জন্য পাটনায় যে সকল গাড়ি যাইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

লেপ্টনণ্ট, বিজাম, কাপ্তেন সি. ও ডবলিউ এপারলি, কাপ্তেন ডি, ডি ম্যাকফক, লেপ্টনণ্ট এফ. জি ভিভিয়ান, লেপ্টনাণ্ট এচ, ডবলিউ এপারলি, কাপ্তেন আর, জি বার্চ্চ ও কাপ্তেন টি, জে, ফিটজসিমসন।

২ রা এপ্রেল। বাবু দীননাথ দাস বি, এল, কিছুদিনের জন্য মেন্দিগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু ভগ্রনাথ শুকল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু অতুল বিহারী ঘোষ কিছুদিনের জন্য রাণীগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

মেদিনীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

৪ ঠা এপ্রেল। নিম্নলিখিত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

মৌলবী সায়দ মহম্মদ ইসরেল ময়মনসিংহ, বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহ, বাবু মহেশচন্দ্র সেন, ফরিদপুর।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল পাইলেন—

এফ, ডবলিউ, জে রিস, ২৪ পরগণার জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবু কালীচরণ ঘোষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ২৪ পরগণা, বাবু তারকনাথ মল্লিক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ২৪ পরগণা, বাবু রাস বিহারী বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যশোহর, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট আর কলিস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

রিলিফ কার্য্যের জন্য পাটনায় যে সকল গবর্ণমেণ্টের গাড়ি যাইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

লেপ্টনণ্ট এ, টি. ওয়েলার, লেপ্টনাণ্ট সি, ম্যাকলগ, কাপ্তেন এ, ডি এণ্ডারসন, ও লেপ্টনাণ্ট এ, জে পিয়ারসন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এত দিনের পর বীরভূমের স্থানে স্থানে দান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধ খঞ্জ, প্রভৃতি অক্ষমদিগকে প্রতি সপ্তাহে এক এক আড্ডায় তণ্ডুল বিতরণ করা হইতেছে। তন্তুবায়দের ব্যবসায় চলিতেছিল না। এ দুঃসময়ে তাহাদের আহার সংস্থান হয়, তাহারও একরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা কার্য্যপটু, তাহাদের জন্য ত রাস্তা ঘাট আরম্ভ হইয়াছে ও হইবে। কেবল মধ্যম শ্রেণীর লোকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কৃপা দৃষ্টি পড়ে নাই। অথচ এই শ্রেণীর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে আমরা বরাবর চীৎকার করিয়া আসিতেছি। রাইপুর অঞ্চলে আজি তিন বৎসর সাংক্রামিক জ্বর প্রবল থাকিয়া বহু প্রজাক্ষয় করিয়া গিয়াছে। যাহারা এ মহামারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের সমস্ত সম্বল চিকিৎসা ও পথ্য ব্যয়ে নিঃশেষিত প্রায় হইয়াছে। আবার নিজ রাইপুরের অধিবাসীদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া আর কয়েকটী বিপদ চলিয়া গেল। কি কারণে যে গবর্ণমেণ্ট এ শ্রেণীর (মধ্য শ্রেণী) লোকের সাহায্যে অনাস্থাবান হইলেন তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমরা দেখিতেছি, এ শ্রেণীর অনেকেই এখন হইতে এক বেলাও উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পাইতেছে না। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, অনাহারে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে এই শ্রেণীর লোকেরই তাহা সর্ব্বাগ্রে ঘটিবে। আর এক পক্ষ কাল যদি এই ভাবে দিন যায় চলে, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, অসংখ্য লোক আহার অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে।

২। বিতরণের জন্য যে ভাবে আড্ডা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোমত হয় নাই। যে যে স্থানে গ্রাম্য রেজিষ্টরী কার্য্য চলিতেছে, সেই সেই স্থানের কর্ম্মচারিদের প্রতি বিতরণ কার্য্য ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ২। ৩ টী থানা লইয়া এক একটী রেজিষ্টরী আফিস খুলিয়াছে। সুতরাং ২। ৩ টী থানার অন্ধ, খঞ্জকে রেজিষ্টরী আড্ডায় যাইয়া আপন আপন প্রার্থনা জানাইতে হইতেছে। এ ব্যবস্থাটী কতদূর তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া লউন। আমাদের বিবেচনায় অন্ততঃ প্রতি গ্রামেই একরূপ আড্ডা স্থাপন করা বিধেয়।

৩। আমরা দেখিতেছি এ দুঃসময়ে জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের অল্প সাহায্য করিলেন না। অথচ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে "শার্দ্দূল" নামে আখ্যাত করিয়া রাখিয়াছেন, সে দুর্নামটী অপনীত হইতেছে না, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়। বর্ত্তমান বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এখন কোন প্রার্থনা করা বৃথা। তবে আমাদের ভাবী গবর্ণরের অনুকূল দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি পতিত হয় এই আমাদের প্রার্থনা।

৩। গঙ্গাটীকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে। এখন পূর্ব্ব মত সুচারুরূপে যাহাতে কার্য্য চলে সম্পাদক ইন্দ্র বাবু তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।

৪। বনগ্রামবাসী আবাদের মহাজনেরা এ দুর্ব্বৎসরে দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আপন বাস গ্রামে অনেক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৩০০ তিন শত লোক কর্ম্ম পাইয়াছে। এই কর্ম্ম যাহাতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত চলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি মধ্যবিত্ত লোক কষ্টে পড়িয়াছিল, তাহাদের এককালে উপকার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যে সদাব্রত আছে, তাহাতে তণ্ডুল প্রভৃতি আর আর অতিথিরা আহার পাইয়া থাকে।

৫ ই এপ্রেল।
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! ২৪ পরগণা জেলার বসীরহাট মহকুমার অন্তর্গত, বাদুড়িয়াগঞ্জের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী, বাদুড়িয়া জসাইঘাটী, বৈকারা যদুরহাটী, প্রভৃতি গ্রামে ভয়ানক ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সুচিকিৎসাভাবে অনেক লোকের অকাল মৃত্যু হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে উক্ত স্থানের দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও ঐ সংক্রামক রোগ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এসকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ করিয়া, এই দুর্ব্বৎসরে পীড়াক্রান্ত স্থান সকলের মধ্যবর্ত্তী বাদুড়িয়াগঞ্জে ত্বরায় একজন ডাক্তর প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা উপায়ান্তর নাই। এই সকল স্থানের চারিদিকে বড় বড় গ্রাম আছে বটে, কিন্তু কোথাও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত চিকিৎসালয় কিম্বা উপযুক্ত চিকিৎসক নাই। যে সকল হাতুড়ে চিকিৎসক আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। এক্ষণে স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুর নিকট সবিনয়ে এই প্রার্থনা যে, তিনি মনোযোগী হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন ডাক্তার আনয়ন করিয়া প্রজা রক্ষা করুন। ডেপুটী বাবু যেরূপ প্রজা হিতৈষী ও পরিশ্রমী, ভরসা করি এবিষয়ে মনোযোগ করিতে তিনি ক্ষণ কাল বিলম্ব করিবেন না।

১২৮০
২১ এ চৈত্র } শ্রীঃ—

সম্পাদক মহাশয়! আমি মনে করিয়াছিলাম, বহড়ু ও দক্ষিণ বারাশতের স্কুল সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পত্রের বিষয়ীভূত করিব না, কিন্তু ১৮ ই তারিখের সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বহড়ু স্কুল সম্বন্ধে আপনার একটী অনধিকৃত ও অপরিজ্ঞাত প্রস্তাবনা দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও চমৎকৃত হইলাম। এই কারণেই আমাকে আমার অনভিপ্রায় সত্ত্বেও আপনার প্রেরিত পত্র বাচক স্থলে অন্ততঃ একবারের জন্যও দাঁড়াইতে হইল। অনুগ্রহ করিয়া এই পত্র খানি আপনার পত্রস্থ করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন "শুনিতে পাওয়া যায় নানা প্রকার সাংসারিক ও বৈষয়িক অসচ্ছন্দতা নিবন্ধন শ্রীনাথ বাবু পূর্ব্বের ন্যায় স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না।" এটী যে কতদূর অসঙ্গত কথা তাহা যাঁহারা উহার ভিতর আছেন, তাঁহারা বিশেষ জানেন। আপনি বোধ হয় কোন অপরিণত বয়স্ক অনভিজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ প্রস্তাবের প্রস্তাবনা করিয়াছেন। যাঁহারা বহড়ুর ইংরাজী স্কুল ও দক্ষিণ বারাশতের গবর্ণমেণ্ট বাংলা স্কুলের ভিতরে আছেন, তাঁহাদেরই ঐ স্কুল সম্বন্ধে অধিক জানিবার সম্ভাবনা। যে পরিমাণে ঐ স্কুল সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট আছি, তাহাতে আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা শুনিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই শ্রীনাথ বাবুর চরিত্রে চমৎকৃত হইবেন। বলিতে কি দক্ষিণ বারাশত এবং ময়দার ছাত্র লইয়াই বহড়ুর স্কুল। এই দুই স্থানের ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। মধ্যে একবার বহড়ুর কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই এবং কিছুদিন হেড মাষ্টারও ছিলেন না, এই উপলক্ষ্য করিয়া কতক গুলি অপরিণামদর্শী যুবক বারাশতে একটী স্বতন্ত্র স্কুল খোলেন এবং বহড়ু স্কুলে আর কিছু হইবে না এইরূপ জনরব তুলিয়া দেন। অনেক পিতা মাতা সেই জনরবে ভীত হইয়া নিজ নিজ পুত্রদিগকে নূতন স্কুলে প্রেরণ করেন, এই অবসরে ঐ যুবকেরা একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করে এবং দক্ষিণ বারাশতে একটী হাইয়ার ক্লাশ স্কুল সংস্থাপন করিবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা পত্রে সকলের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লয়। এই সভাতে ময়দা ও বারাশত গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কেহই প্রায় পরিণাম ভাবিলেন না এবং যাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থার দিকেও দৃক্পাত করিলেন না, স্বচ্ছন্দে সকলেই প্রায় প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্কুলও সংস্থাপিত হইল। তাহার পরই গৃহ বিচ্ছেদ, হায়ার ক্লাশ স্কুল উঠিল, মিডেল ক্লাশের প্রস্তাব হইল, মিডেল ক্লাশ স্কুলও সংস্থাপিত হইল। সম্মুখে প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় উপস্থিত, অন্যান্য স্কুলের টেষ্ট একজামিনেসনে অপারগ কতকগুলি বালকও আসিয়া জুটিল, তৎক্ষণাৎ স্কুলের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। বালকদিগের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ আহৃত হইল। রাতারাতি প্রকাণ্ড স্কুল, ধুমের সীমা কি? ছাত্রগণ নানা সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরীক্ষা দিতে চলিলেন কিন্তু পরীক্ষা গৃহ হইতে অপমান ও অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্তিই পরীক্ষার ফল রূপে পরিণত হইল। আবার যে মিডেল ক্লাশ সেই মিডেল ক্লাশ স্কুলই হইল। নানা মতে ও নানা আকারে গৃহবিচ্ছেদ চলিতেছে, অতঃপর স্কুলের অধ্যক্ষগণ নানা প্রকার বিজ্ঞাপন নানা স্থানে লগ্ন করিয়া দিতেছেন। প্রতি রাত্রিতে ছেলে ধরিতে আরম্ভ করিলেন, অপমানে লজ্জা নাই, তিরস্কারেও অক্ষেপ নাই, এক বারের স্থলে দশ বার গমনাগমন, হস্তে বস্ত্র সূত্রদান, মস্তকে হস্ত প্রদান, কিছুতেই নিস্তার নাই। বিনা উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে উঠিতে চান না, এইরূপে এতদিনের বহড়ু স্কুলটী ভাঙিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই উক্ত যুবকগণ এইরূপ জনরব করিয়া তুলিয়াছে, যে বহুতু স্কুলের হীনাবস্থার কথা সকলের মুখেই প্রায় আপনার কথার ন্যায় শুনা যায়। কিন্তু এটী কি আশ্চর্য্য, শ্রীনাথ বাবুর বৈষয়িক ও সাংসারিক সচ্ছলতা কি অসচ্ছলতার বিষয়ে বিশেষ কেহ কিছুই জানেনা, শুদ্ধ এক কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করিয়া আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে এবং আপনাদের মস্তকে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতেছে।

১২৮০ ১৮ ই চৈত্র } শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী

বঙ্গে নাট্যাভিনয়।।

মহাশয়! চতুর্দ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধূম পড়িয়াছে। দিন দিন কত নাটকই অভিনীত হইতেছে এবং কতই নাটকাভিনয় সমাজ দেশময় সংস্থাপিত হইতেছে। দেশস্থ যুবকগণ একচিত্তে কেবল রঙ্গভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। এ প্রকার আমোদ নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধ পিতামহ ক্রমাগত কুৎসিত পাঁচালী হাফ্ আকড়াই প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া দেশের রুচি ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছে ইহা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সেকালের বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় দেশীয়গণ অশ্লীল খেউড় গান বা ছড়াকাটাকাটি লইয়া আর বিবাদ করেন না। কবির লড়াই প্রভৃতির আমোদে বঙ্গবাসীগণের মন আর আমোদিত হইতে দেখা যায় না। এ সকল সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল আমোদের মধ্যে আমাদিগের একটী বক্তব্য আছে অদ্য তাহারই অবতারণা করিব।

প্রাচীন পিতামহ সম্প্রদায় খেউড় গাইয়া ও কবির লড়াই করিয়া আসর হইতে অপসৃত হইলে যুবক সম্প্রদায় রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা সখের যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন সুতরাং চতুর্দ্দিকে তাহারই ধূম পড়িয়া গেল। ক্রমাগত এঁড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে স্থানে আকড়া আরম্ভ হইল ও যুবক সম্প্রদায় একাগ্রচিত্তে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সখের যাত্রা হইতে নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইল, কোমলমতি, পাঠাধ্যায়ী বালক বৃন্দও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া আমোদ লইয়া ব্যস্ত হইল। সখের যাত্রা হইতে ক্রমে সখের কীর্ত্তন সখের বাউলের নাচ পর্য্যন্তও হইল এবং কালে যে সখের মুটে, সখের নাপিত, সখের ধোপা প্রভৃতিও হইবে আমাদিগের এরূপ ভরসা আছে।

সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য কি?। কেহ কেহ বলিবেন দেশের নিন্দনীয় রীতিনীতি প্রভৃতির অনিষ্টকারিতার অভিনয় দ্বারা লোকের মনে তৎপ্রতি ঘৃণা বা বিরাগ উৎপাদন করা এবং তৎসঙ্গে ঐ সকলের সংশোধন স্পৃহার বীজ দর্শকগণের হৃদয়ে নিহিত করাই নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য। সত্য বটে, "একেই কি বলে সভ্যতা? বিধবাবিবাহ নাটক, সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা এতদুদ্দেশ কতকাংশে সাধিত এবং তৎ প্রদর্শিত ঘৃণিত আচারোচ্ছেদের প্রবৃত্ত্যুদ্দীপক হইতে পারে কিন্তু "বিদ্যাসুন্দর নাটক," "কাদম্বরী নাটক" প্রভৃতির অভিনয় দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? অতএব আমরা উক্ত উদ্দেশ্যকে নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিব না। আমাদিগের মতে বিশুদ্ধ আমোদ যোগানই অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য বোধ হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই যে কার্য্য কাহার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারে? যাহাদিগের সম্পূর্ণ অবকাশাভাব তাহাদিগের দ্বারা এ কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব আমাদিগের মতে পেসাদারদিগের দ্বারাই এ কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে।

কেহ কেহ বলিবেন তবে কি কেহ সখ করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না? করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যাহাতে সেটি নির্দ্দোষভাবে সম্পাদিত হয় এবং কোন ভাবী অনিষ্টোৎপাদনের মূল না হয়, এ প্রকার সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ে কাহারও [illegible] নাই। দিবা রাত্রি তাকিয়া ঠে[illegible] দিয়া ও গুড় গুড়িতে মুখ সংযুক্ত [illegible] ঝামান অপেক্ষা এরূপ বিশুদ্ধ আমোদ [illegible] চিত্ত প্রসাদন করিলে তাহাতে অনেক [illegible] শুভোৎপাদন হয়। সমস্ত দিবস [illegible] অবসরকালে চিত্তবিনোদন [illegible] মাত্র একটু আমোদ করিলে [illegible] পাকে এ প্রকার করা [illegible] কোন আপত্তি নাই। কি [illegible] সখের যাত্রা বা নাট্যসম্প্রদায় [illegible] অধিকাংশেই পাঠাধ্যায়ী [illegible] দৃষ্টিগোচর হয়। স্কুলের নাম করিয়া প্রতিদিন আকড়ায় থাকিয়া বিরক্তিসূচক গানে আত্মা ও মনকে কলুষিত ও [illegible] করিয়া তাহারা আমোদের চূড়ান্ত করে! [illegible] বালকবৃন্দই আধুনিক সখের যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের প্রধান অবলম্বন। আরও একটি বিষয় আছে, একণে কোন কোন সম্প্রদায় এতই জঘন্য হইয়াছে যে যত প্রকার কু আচার ও কু প্রবৃত্তি তাহার অধিকাংশই এইরূপ স্থান হইতে উদ্ভূত হয়। কোমলমতি বালকগণ অধিকারী মহাশয়গণের মোহে ভুলিয়া পাঠ পরিত্যাগ করে এবং নিয়তই এই কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এক একজন বালক যাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে কি না সন্দেহ গাঁজায় ও মদে এরূপ [illegible] যে দেখিলে অবাক হইতে হয়. ইহার সঙ্গে আর একটি [illegible] প্রবৃত্তির যোগ আছে। এই ত সখের যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের চূড়ান্ত চাষ ফল। এই প্রকার বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে কত বালকের সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা মনে করিলেও দুঃখ উপস্থিত হয়। আমরা বরং একবারে এ সকল আমোদের সমুলোচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি, তথাপি এই রূপে অপরিণত বালকবৃন্দের ইহ ও পরকালের পথে কণ্টকগুলি অধম প্রবৃত্তি লোকের দ্বারা চিরকণ্টকারোপ আর সহ্য করিতে পারি না। যাঁহারা এরূপ

অভিনয়ের প্রবৃত্তি প্রদায়ক বা তদধিকারী তাঁহাদিগকে হওয়া দেশের পরম শত্রু বিবেচনা করে আইনানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ড হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় যে দেশস্থ অনেক বড়মানুষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়ের প্রধান উত্তেজক।

বৃদ্ধ সম্প্রদায় পাঁচালী কবি প্রভৃতি লইয়া যে আমোদ করিতেন তাহাতে ইহার শতাংশের একাংশও অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইত না। তাঁহারা ঐ বিষয়ে স্বয়ং নিযুক্ত থাকিতেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের বালকবৃন্দের কোন অনিষ্ট হইত না। অতএব দেশস্থ ঐরূপ সখের যাত্রা ও নাট্যাভিনয় সমাজের কর্তাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা এই সর্ব্বনাশকর মহানিষ্টোৎপাদক সর্ব্বমঙ্গলবিনাশক জঘন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন তাহা হইলে বালকবৃন্দের পিতামাতাগণ নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব সন্তানগণের ভাবী মঙ্গলাশা করিয়া তাঁহাদিগকে দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিবে।

১৯ এ চৈত্র | কস্যচিৎ শিশুহিতৈষিণঃ
১২৮০ সাল। | কলিকাতা চড়কডাঙ্গা।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১ লা এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহনায়	"	১
ভাণ্ডার পাড়া	"	১
ভাণ্ডারপাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া		২
হাট বোয়ালিয়া হইতে নং ১ কট	৮	
নং ১ কট হইতে বোলমারি	১	৯
বোলমারি হইতে আলিকদহ	১	৯
আলিকদহ হইতে বকগঞ্জ	১	৯

ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ৬ ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	৩

১৮৭৪ নদীয়া রিবার ডিবিজন।
বহরমপুর ৬ ই এপ্রেল } টি, এচ, উইলসি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দুগড় মুরসিদাবাদ ১০
" " শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর ১০
" " রাণীশরৎ সুন্দরী দেবী পুটীয়া ১০
" " গোবিন্দ লাল রায়—তাজহাট ১০
" " কাশীনাথ দত্ত শ্রীবল্লভপুর ১০
" " ভুবনমোহন সিংহ মঙ্গরোল ৫॥০
" " শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া ১০
" " মহেন্দ্রনাথ মল্লিক পাতিলপাড়া ৫॥০
" " শ্যামলাল মিত্র—গয়া ১০
" " অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি বর্দ্ধমান ১০
" " মহাভারত রায়—কলিকাতা ৫॥০
" মহম্মদ তরিকুল্লা সাহেব চন্দনবাটী ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট. হুণ্ডি. বরাত চিঠি. মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর থাকাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন. তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজি_ষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ... সংখ্যা।

নলকৃতা গ্রন্থ নিহিনায় পার্থিবঃ মনস্বনী স্তনিমদ্বনী ন হ্যেঘনা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮১। ৮ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ২০ এ এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।"

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৶৹ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জাফরলেন
কলিকাতা
ক্ষেত্রমোহনসেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি
আচিপুর ডাকঘর।
শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরি ভক্তি কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ৷০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট ডিমাই বারপেজী ফরমার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ। শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। কেমিনি ট্রিটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৹ এসপেশাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন ইনজিনিয়ারিং" মূল্য ১৷৹ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্

	মূল্য	ডাকমাশুল
অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	৷৹
চিকিৎসা দর্পণ বাংসরিক	৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা	১	।/৹
বিস্ফুচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৹	/৹
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/৹
শরীর পালন	।/৹	/৹

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাকটীস অব মেডিসিন	১৮	১৶৹
এনাটমি	৪৷৹	।/
মাতৃশিক্ষা	২	৷৹

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	।৶৹

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহটেল।

ষ্টৌমাাকিক এলিকসার ও পাউডার
অর্থাৎ পাচক অরিষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বার বার পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৫ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সদর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক চূর্ণ ১ দিন ব্যবহার করিয়া এবং [illegible] ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসার সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার [illegible] পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় [illegible] মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

[illegible] প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরিষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ায় [illegible] আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

প্রভুকত্রনন্দিনী

আমরা "প্রভুকত্রনন্দিনী" পত্রিকাখানির স্থায়ী উন্নতির আশয়ে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূমধিকারী কল্যাণীয় সুবিজ্ঞ সুহৃৎ রামদাস বাবু প্রভৃতির পরামর্শানুসারে প্রভুকত্রনন্দিনীরই সম্পত্তি স্বরূপ যন্ত্রস্থাপনার্থ প্রথমতঃ চাঁদা করিতে উদ্যত হই, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করিয়া জনৈক বন্ধু মাত্রের সাহায্যে নির্ভর করিয়াই যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই সময়ে ঐ যন্ত্রালয়ে আমার অর্দ্ধাংশ মাত্র থাকে। অনন্তর ঘটনাক্রমে অপর অর্দ্ধাংশও ঐ পত্রিকাখানিরই সম্পত্তি করণার্থ ঋণদ্বারা ক্রীত হয়। এই সময়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এই প্রভুকত্রনন্দিনীর ঋণ শোধার্থ চাঁদার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অভিপ্রায় ছিল যে ঐ চাঁদা দ্বারা উহার ঋণ পরিশোধিত হইলে এই যন্ত্রের অর্দ্ধাংশ পত্রীর চিরসম্পত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র হইতে মুদ্রাঙ্কনে যে ব্যয় পড়ে তাহার অর্দ্ধ বা কিছু অধিক ব্যয়েই এই পত্রীর মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকিবে সুতরাং এক্ষণে [illegible] ফরমা অবয়বে প্রকাশিত হইতেছে [illegible] ইহার সম্পত্তি হইলেই ঐ ব্যয়েই ১৮। ২০ ফরমাও প্রকাশিত হইতে পারে। অপর এক্ষণে মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে ভবিষ্যতে ঐ পত্রীর সম্পত্তিরূপ যন্ত্রে অন্য কর্ত্তৃকও উহা প্রকাশিত হইতে পারিবে। পরং পত্রিকার দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানাব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতেই হউক অথবা (প্রত্যেক গ্রাহকগণের নিকটে পত্রাদিদ্বারা বা অন্য কোন রূপেই চাঁদার প্রস্তাব করা হয় নাই এক মাত্র) সোমপ্রকাশে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতেই হউক এপর্য্যন্ত [illegible] অর্থের অর্দ্ধ প্রাপ্তিরও আশা নাই। এ দিকে আমাকে ক্রমে সমস্ত ঋণই পরিশোধ করিতে হইল। অতএব অধুনা পূর্ব্ববৎ সাধারণ বিজ্ঞাপ্য যে আর চাঁদার প্রার্থী নহি, এই যন্ত্র [illegible] আমার সম্পত্তি হইল। মূল্যদান পূর্ব্বক যেরূপ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে ইহাতেও সেই রূপেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে। বহরমপুরের [illegible] মহোদয় প্রভৃতি যাঁহারা চাঁদা দানে উদ্যত আছেন তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন এবং উদার ব্রাহ্মণপ্রবর শ্রদ্ধাস্পদ রামনদাস বাবু প্রভৃতি যে সদাশয়গণ ইহাতে যাহা যাহা সাহায্য পাঠাইয়াছেন তজ্জন্য এই পত্রী তাঁহাদিগের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিল এবং মন্নিকটে রক্ষিত সেই সাহায্য গুলিও অচিরাৎ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে।

প্রভুকত্রনন্দিনী ও সত্য যন্ত্রের অধ্যক্ষ
৩১ এ চৈত্র ১২৮০। } শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আমারপিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয় কাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকটআছে।

আমি একণে মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মৃজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

মেছুয়াবাজারীর চিকিৎসালয়ের সব্ আসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ।৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্কৃপসান) মূল্য ১৷০ ডাকমাসুল ৵০।

৩। গর্ব্বিণীবান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

চপ সঙ্গীত।

৺ মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত। মূল্য ।/০ আনা। মাসুল/০ আনা। কলিকাতা ৪৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৫৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

ভিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গালা
ডাইরেক্টরী ১২৮১ সাল,
উত্তম চিত্র পট শোভিত।

শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ১ টাকা ও ডাক মাশুল ।/০ ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, বিডন প্রেসে শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভাগবত পুরাণ।

শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত। খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ১৬ ফরমা। ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য গ্রাহকদিগের প্রতি ৸০ আনা, ক্রেতৃগণের প্রতি ১ টাকা। কলিকাতা ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট বিডন প্রেসে প্রাপ্য।

শ্রীরামতারক রায়
প্রকাশক

—:০:—

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবংযে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উক্ত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট
ফায়ার ব্রিক।
ফায়ার [illegible]।

বাটীর [illegible] ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের [illegible] উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

মৎপ্রণীত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ সাল
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সোমপ্রকাশ।

৮ ই বৈশাখ সোমবার।

দুর্ভিক্ষ ও নূতন পার্লেমেন্ট।

আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে ক্রমেই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী ও আত্মীয় হইতেছে। এই সম্পর্কে অনেক টাকে আমরা ভারতের সুপ্রভাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। আজি আমাদের সেই আনন্দ দ্বিগুণ হইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। নূতন পার্লেমেণ্ট খুলিবার সময় মহারাণী যে বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। মহারাণী বলিয়াছেন, "আমি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে গত বৎসরের বর্ষার অল্পতা নিবন্ধন আমার ভারত সাম্রাজ্যের বহু জনাকীর্ণ কতিপয় স্থানে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে,

এমন কি কোন কোন স্থানে ...কৃত দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। আমি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে আদেশ করিয়াছি যে এই গুরুতর বিপদ নিবারণ করিতে যে ব্যয় আবশ্যক তাহা করিতে যেন কুণ্ঠিত না হন।" কেবল এই মাত্র নহে, উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কি লিবারেল কি কনসারবেটিব সকলেই বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের কথায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ফিন্সবরির প্রেরিত প্রতিনিধি টরেন্স নামক এক ব্যক্তি মহারাণীর বক্তৃতার উত্তরের মধ্যে এই মর্ম্মে গুটি কত কথা সন্নিবেশিত করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন যে "পার্লেমেন্টের হস্তে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান করিবার যে গুরুভার আছে সেই ভার স্মরণ করিয়া এই সভা মহারাণীকে নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রীরা ভারতবর্ষের বিপদ নিবারণের এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয় তাহার উপায় অবধারণের জন্য যে কোন প্রস্তাব করিবেন এই সভা তাহা যথেষ্ট চিন্তা ও মনোযোগের সহিত বিচার করিবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন।" ডিসরেলি যদিও এই প্রস্তাবের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জন্য তাঁহার চিন্তা ও ভাবনা দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই।

আমাদের পুরাতন মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনও এই বাদানুবাদের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিক কথা কহেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেন্টের প্রতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য রূপ যে দোষের আরোপ করা হয় তাহা অমূলক; কারণ তিনি জানেন যে বর্ত্তমান বিপদ নিবারণ করিবার জন্য যে কিছু উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক গবর্ণর জেনের" এবং ডিউক অব আর্গাইল তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

কনসারবেটিব গবর্ণমেন্ট কলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ দাড়াইবেন তাহা আজিও বুঝিতে পারা যাইতেছে না কিন্তু তাঁহারা ইতি মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি যেরূপ অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা দেখিলে কোন্ ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে না আনন্দ হয়? এতকাল আমরা লিবারেল গবর্ণমেন্টের অধীন ছিলাম। রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের আয় ব্যয়ের সমতা সম্পাদন বিষয়ক ক্ষমতার কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। ডিউক অব আর্গাইলের উন্নত পদ ও বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট হইতে কোন বিশেষ উপকার লাভ করে নাই। তবে একটী উপকার স্বীকার করা উচিত। সেটী লর্ড নর্থব্রুকের নিয়োগ। আর একটী মহৎ উপকারের কথা স্মরণ হইল সেটী ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কমিটীর নিয়োগ। এটী লিবারলদিগের কার্য্য কিন্তু সে জন্য যে কিছু প্রশংসা তাহা ভারত চিরহিতৈষী উদারপ্রকৃতি ফসেট সাহেব ও সার চারলস উইংফিলড প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত। ডিউক অব আর্গাইল একে বৃদ্ধ এবং বাতরোগাক্রান্ত তাহাতে পদভ্রষ্ট এখন তাঁহার প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করা মনুষ্যের কার্য্য নয়। তিনি ভারতবর্ষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যদি কিছু করিয়া থাকেন কিম্বা করিব বলিয়া ভাবিয়া থাকেন সে জন্য ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন। আমাদের নূতন সেক্রেটারি ইতিমধ্যে যেরূপ সহৃদয়তা এবং বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিলে ভারতের অনেক কল্যাণের আশা হয়। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টারের লোকেরা তাঁহার নিকট এই আবেদন করেন যে তিনি তাহার কাউন্সিলে বণিকদিগের কয়েকজন প্রতিনিধি গ্রহণ করেন। মার্কুইস অব স্যালিসবরি, আবেদন কর্ত্তাদিগকে বলিয়াছেন যে এরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই কিন্তু ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন সম্পর্ক আছে এরূপ লোক গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সালিসবরির এই কথাগুলি যে কিরূপ বিজ্ঞতার পরিচায়ক হইয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। কনসারবেটিব গবর্ণমেন্ট যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন যদি সেই ভাবে বরাবর কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গল করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ ও লর্ড নর্থব্রুক।

সুযোগ্য ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অকারণ দোষারোপ দেখিলে হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট হয়। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য লর্ড নর্থব্রুক কিরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তিনি যে প্রজাদিগের দুঃখে উদাসীন এরূপ কথা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। আবার তিনি যে ব্যস্ততাবশতঃ নিজকর্ত্তব্য মার্গ দেখিতে পাইতেছেন না এরূপও বলা যায় না। অপরাধের মধ্যে তিনি রপ্তানী বন্ধ করেন নাই কিন্তু তাহাও যে তিনি কেন করেন নাই তাহারও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে মিনিটে তাঁহার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী ও মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার ধীরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। লোকে যে ভাবে নিজের পরিবার প্রতি

পালন করে সেরূপে রাজ্য প্রতিপালন চলে না। সাময়িক উত্তেজনা কিম্বা ক্ষণিক উৎসাহের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে রাজ্য রক্ষা দুষ্কর হয়। রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেরই এই মত।' লার্ড লরেন্স ম্যানসন হাউস কমিটীতে এই কথাই বলিয়াছেন। বিপদের সময় ধৈর্য্যাবলম্বনই প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ। মিউটিনির সময় লার্ড ক্যানিং একবার তাহা দেখাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময় লার্ড নর্থব্রুক তাহা দেখাইতেছেন। রাজনীতির নিয়মের মধ্যে থাকিয়া যতদূর কার্য্য করা সম্ভব লার্ড নর্থব্রুক তাহা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। সিমলা গমন বন্ধ করিয়া সেই অর্থে দরিদ্রদিগকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করা, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনবরত চাউল আমদানী করা সার রিচার্ড টেম্পলকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে নিয়োগ করা এই সকল কার্য্যে তাহার সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ইংলণ্ডের লোকে দূরে বসিয়া তাঁহার কার্য্যাদি আর এক ভাবে দেখিতেছেন। অনেকে তাঁহাকে উদাসীন বিবেচনা করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ইংলণ্ডীয় কতিপয় সংবাদ পত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। টাইমস এক স্থানে বলিয়াছেন—যে ভাবেই এই প্রশ্নের আলোচনা করনা স্পষ্টই বোধ হইবে যে লার্ড লরেন্সের কথা যদি সত্য হয় লর্ড নর্থব্রুকের কথা মিথ্যা। গবর্ণর জেনেরল যদি এই বিপদ নিবারণ করিতে না পারেন তবে তাহার এত আশা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। যে অনুমান অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহা প্রকৃত অনুমান নয়। দেশ ও জাতি বিশেষে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে কার্য্য করা উচিত তাহা করা হয় নাই এবং যখন প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত তখন তাহাকে অন্ন কষ্ট মাত্র বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে প্রচুর সাহায্য করিতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের জানা উচিত যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জীবন রক্ষার ভার কোন ফণ্ড সূচক কমিটীর হস্তে নয়। সাধারণের চাঁদাতে অনেক অভাব মোচন হইতে পারে অনেক উপকারও দর্শিতে পারে কিন্তু প্রধান কার্য্য গবর্ণর জেনেরলেরই হস্তে।"

টাইমসের সম্পাদক যদি ভারতবর্ষে থাকিতেন এবং লর্ড নর্থব্রুকের ভাব ও কার্য্য প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ মত প্রকাশ করিতেন না। স্পেক্টেটর এক স্থানে বলিয়াছেন—"যে সময়ে বিপদ আপদ কিছুই থাকে না সে সময়ে লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় লোকে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহার হৃদয় যে কঠিন এবং নির্দ্দয় আমরা এরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালাদেশের বিষয়ে যে তাঁহার অভিজ্ঞতা অল্প তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তিনি সেদেশে ৫০ ক্রোশও ভ্রমণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার নিজের দূরদর্শিতা নাই সুতরাং অন্যে ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কা করিয়া ভয় দেখাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। তিনি যে কিছু আয়োজন করিতেছেন তাহা ব্যবসাদারের ন্যায় করিতেছেন—কোন সওদাগরের প্রতিনিধির ন্যায় শস্যাদি ক্রয় ও প্রেরণ করিতেছেন। তিনি বোধ হয় লোকের ভয় নিবারণ করিবার জন্য লোকের নিকট সকল কথা মধু মাখাইয়া বলিতেছেন। তিনি গোপনে গোপনে যে সকল পত্রাদি লেখেন তাহাতে হয় ত ভয় ও আশঙ্কার কথা পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণের অবগতির জন্য যে সকল কথা প্রকাশ করেন তাহা আশা ও সাহসে পরিপূর্ণ * * * * * যতই তিরস্কার করা যাউক না তাহার উত্তরে কেবল এই বলেন যে, যে কিছু ত্রুটী বোধ হইবে তাহা পূর্ণ করা যাইবে। ইহার পর কার্য্যদক্ষ এবং স্বাধীনচিত্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কাম্বেল কি বলেন শুনা যাইবে। তিনি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের গবর্ণরদিগের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে ইংলণ্ডে নিজের মত প্রেরণ করিতে পারেন না; কিন্তু তিনি যে কিরূপ লোক ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে কাউন্সিলের সভ্য পদে মনোনীত করিয়াই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। এই কয়েক পঙ্ক্তির মধ্যে পাঠকগণ দুইটী বিষয় দেখিতে পাইতেছেন। লার্ড নর্থব্রুকের নিন্দা এবং কাম্বেল সাহেবের প্রশংসা। লর্ড নর্থব্রুক যে এই নিন্দার সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন লার্ড নর্থব্রুকের প্রতি এরূপ বিরাগ জন্মিবার কারণ কি? এবিষয়ে আমরা যাহাদিগকে অপরাধী মনে করি তাঁহাদের নাম পরে পরে উল্লেখ করিতেছি (১ম) টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা (২য়) সার জর্জ্জ কাম্বেল (৩য়) ডেলি নিউস প্রভৃতির সংবাদদাতা। টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতার প্রেরিত ভয় ও আশঙ্কাপূর্ণ সংবাদগুলি পাঠ করিয়াই ইংলণ্ডের লোকের মনে এত ভয় ও আশঙ্কার সঞ্চার হয়। তিনি যে জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না—কিন্তু এক দিক বর্ণনা করিয়াছেন, লোকের কষ্টের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে

গবর্ণমেণ্ট কিরূপ আয়োজন করিতেছেন তাহার সংবাদ অধিক দেন নাই, সুতরাং এক দিক দেখিয়া লোকের যাহা মনে হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে। আমরা ইংলণ্ডে থাকিলে আমরাও বোধ হয় এই ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতাম। (২য়) সার জর্জ্জ কাম্বেল। এই মাত্র পাঠকগণ শুনিলেন যে সার জর্জ্জ কাম্বেল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে নিজমত প্রেরণ করিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার কথা বারবার টাইমস পত্রিকাতে প্রকাশ হয় কেন? রপ্তানী লইয়া গবর্ণর জেনেরলের সহিত তাঁহার যে মতভেদ উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ক নোট টাইমস পত্রিকার গেল কেন? (৩য়) ডেলিনিউস প্রভৃতির সংবাদ দাতৃগণ। ইহাদের কথা আমরা অনেক বাদ দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি কারণ আমরা জানি ইহারা দেশের লোকের ভাব গতি কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের চক্ষে যে দুই এক জন নিরন্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তাহারা আপনাদের পত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এদেশীয় যে যে সংবাদ দাতা সেখানে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে সেখানকার লোকের মুখে দুর্ভিক্ষের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত শস্য ও টাকা সহস্র সহস্র গাড়ি বোঝাই হইয়া যাইতেছে দেখিলেই দুর্ভিক্ষ বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, যদি প্রকৃত দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা গোপন করিয়া আশার কথা কহাতে লর্ড নর্থব্রুকের স্বার্থ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভয়ে লোকের মৃত্যু হয় না। বরং আশা অপেক্ষা ভয়ের উপকার অধিক। প্রথমতঃ বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় তাহাতে রপ্তানী কমিয়া আসে এবং সঞ্চিত সমুদায় শস্য বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ লোকে সাবধান হইয়া ব্যয় করিতে আরম্ভ করে। তৃতীয়তঃ সর্ব্বসাধারণেও সাহায্য আবশ্যক কি না বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টেরই আনুকূল্য হয়, প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিবার পক্ষে এত গুলি যুক্তি থাকিতেও লার্ড নর্থব্রুক কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রকৃত কথা গোপন করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না; এবং স্পেক্টেটর ও তন্মতাবলম্বীরা যে সেরূপ ভাবিবার কি বিশেষ কারণ পাইয়াছেন তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের মনের কথা এই আমরা লর্ড নর্থব্রুকের প্রতি এরূপ দোষারোপ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি, বিশেষ নূতন মন্ত্রী পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাঁহাকে নূতন লোকের অধীন হইতে হইয়াছে সুতরাং এরূপ সকল অভিযোগ বার বার উপস্থিত হইলে তাহার কার্য্য করা ভার হইতে পারে। মধ্যে লার্ড নর্থব্রুকের পদ ত্যাগের যে জনরব উপস্থিত হয় তাহার মূল বোধ হয় এই খানে। সে যাহা হউক আমরা প্রস্তাব করি যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্র লোকেরা একত্র হইয়া লর্ড নর্থব্রুকের প্রকৃত সহৃদয়তা ও কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট একখানি পত্র লিখুন। সেই পত্র ইংলণ্ডে প্রকাশ হইলে লোকের এই বিরাগ চলিয়া যাইতে পারে।

:o:—

মার্কেট বিল।

শক সাহেব হগ সাহেব মৌলবী আবদুললতিফ এবং বাবু দুর্গাচরণ লাহা এই কয় ব্যক্তির প্রতি মার্কেট বিল নামক বিলের বিষয় বিচার করিয়া রিপোর্ট করিবার ভার অর্পিত হয়। গত ১১ ই এপ্রেল শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাতে তাঁহারা আপনাদের রিপোর্ট অর্পণ করেন। সভাতে পুনর্ব্বিচার হইয়া এই বিল আবার ১৮ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সেই দিন ইহা আইন রূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম যে বাবু দুর্গাচরণ লাহা বাঙ্গালি টাক্স দাতাদিগের মুখস্বরূপ হইয়া তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে জষ্টিসদিগের হস্তে স্বেচ্ছামত ব্যয় করিবার ভার দেওয়ার সম্বন্ধে যে আপত্তি করিয়াছিলাম দুর্গাচরণ বাবু সেই আপত্তিই উত্থাপন করিয়াছেন। দুর্গাচরণ বাবু বলেন জষ্টিসেরা যে জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতেছেন কিম্বা করিবার ইচ্ছা করেন তাহা তাঁহার বক্তব্য নহে; কিন্তু একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলে যে সেরূপ অর্থব্যয় আবশ্যক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই, সে পক্ষে কোন নিষেধ নাই। হগ সাহেব ইহার উত্তরে এই কথা বলেন "ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা নাই; আর যদি ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করা না হয় তাহা হইলেও যে জষ্টিসেরা জলের ন্যায় সাধারণের অর্থব্যয় করিবেন তাহা বোধ হয় না।" জষ্টিসদিগের হস্তে এরূপ অনিয়মিত ক্ষমতা প্রদান করিলে কিরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। শীলবাবুরা যদি ধর্ম্মতলার বাজার বিক্রয় করিতে স্বীকৃত না হন এবং যদি একবার সাহেবদিগের রোক চড়িয়া যায় তাহা হইলে বাস্তবিক জলের মত মিউনিসিপালিটীর টাকা ব্যয় হইতে পারে। মিউনিসিপাল বাজারের ব্যাপারটী আদ্যোপান্ত দেখিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে হগ সাহেব শক সাহেব প্রভৃতি কয়েক জনে যাহা ইচ্ছা করিতেছেন।

এদেশীয় টাক্স দাতাদিগের সুখের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করা হইতেছে না। তাঁহাদের চীৎকার করা অরণ্যে রোদন মাত্র। সার রিচার্ড টেম্পল যে দুই একটী কথায় নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের মনে মনে হাস্যের উদয় হইল। এরূপ বাজারে এদেশীয় টাক্সদাতাদিগের কোন লাভ আছে কি না? তাঁহাদের অর্থব্যয় করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মত জানা উচিত কি না? এ কথা বোধ হয় একবারও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। বাবু দুর্গাচরণ লাহা যে আপত্তি উত্থাপন করেন তিনি তাহার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক তাহার উল্লেখও করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতার সার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয় "আমি দুইটী বাজার দেখিয়াছি, মিউনিসিপাল বাজারটী বড় সুন্দর হইয়াছে; কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টাতে এমন সুন্দর বাজার হইতে পারে না; অতএব মিউনিসিপালিটীর একটী বাজার চাই। বাজার প্রস্তুত হইয়াছে, এখন রক্ষা করা চাই সুতরাং এই বিলে আমি মত দিতেছি।" এই রূপে দুই চারি কথায় নিজমত প্রকাশ করিয়া তিনি বেহারে প্রস্থান করিয়াছেন। ১৮ ই এপ্রেল শক সাহেব সভাপতি থাকিয়া এই বিলকে আইন করিয়া দিয়াছেন। ইহার পর আমরা মিউনিসিপালিটিকে ঋণগ্রস্ত হইতে দেখিব অথবা ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় বাজারকে অবসন্ন হইতে দেখিব। এখন আর মতামত প্রকাশ নিরর্থক।

—:০:—

রিলিফ কার্য্যের বিশৃঙ্খলা।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে খাদ্য যোগাইবার এবং শস্যাদি বিতরণ করিবার প্রয়োজন হইল, গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, সে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে কে? এদেশীয়দিগকে ত বিশ্বাস হয় না; তাহাদের হস্তে ত এত শস্য ও অর্থ সমর্পণ করা যায় না; অতএব ইংরাজ কর্ম্মচারী অন্বেষণ কর এবং তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রেরণ কর। গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রচার হইল, অমনি দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে কাপ্তেন, মেজর লেপ্টেনণ্ট প্রভৃতির স্রোত উত্তর বাঙ্গলা ও বেহারের দিকে বহিতে লাগিল। সে সকল স্থানের অজ্ঞান লোকেরা কি জানে? তাহাদের অন্নচিন্তা দূরে গিয়া হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহারা স্থির করিয়া বলিল যে নেপালের সহিত যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে। সে যাহা হউক আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা এত সাবধান হইয়াও কি অনিষ্ট নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তবে বিংশতি জন মজুরের পরিবর্ত্তে ৩০০ শত জন মজুরের কথা শুনা যায় কেন? ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া প্রতারণারও কথা কর্ণগোচর হইতেছে কেন?

আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটিবারই কথা। ইংরাজেরা আমাদের দেশের লোকের ভিতরের কথা কি জানেন? কোন কথার মধ্যে কোন্ প্রতারণা বাস করে, কোন্ চক্ষের জলের ভিতরে কোন্ স্বার্থ লুকায়িত থাকে তাহার কি বুঝেন? তাঁহারা কিছু আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মজুরদিগের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন না; কাজেই তাঁহাদিগকে অবশেষে এদেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য লইতে হয় এবং তদ্ভিন্ন যে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলে এই লাভ হয় যে কতকগুলি জুয়াচোর জুটিয়া তাঁহাদিগকে প্রতারণা করে। সাহেব যেদিন অথবা যখন কার্য্য পরিদর্শন করিতে যান সেদিন অথবা তখন হয় ত কতকগুলি লোক ডাকিয়া একত্র করে, পরে আবশ্যকমত কয়েকজন মজুর লইয়া কার্য্য করিতে থাকে। পরে সন্ধ্যার সময় আরও কতকগুলি লোক সঙ্গন করিয়া সাহেবের নিকট হইতে সেই পরিমাণে শস্যাদি গ্রহণ করে। সাহেব এ প্রতারণা কিরূপে ধরিবেন?

একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে যে বেতন দিতে হয়, তাহাতে অন্ততঃ দুই জন এদেশীয় ভদ্র লোক পাওয়া যাইতে পারে। তবে কি না এদেশীয় লোককে বিশ্বাস কি? এ কথার উত্তর নাই। বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় লোকে কি দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন না? ১০০ শত ২০০ শত টাকায় কি বিশ্বাসযোগ্য এদেশীয় লোক পাওয়া যায় না? আমরা নিশ্চয় জানি এদেশীয় উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক দেখিয়া নিযুক্ত করিলে এত টাকার শ্রাদ্ধ হইত না এবং এত প্রতারণারও সম্ভাবনা থাকিত না। আবার আর একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাও নিতান্ত অযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের শ্বেতকায় বন্ধুরা সচরাচর উগ্রস্বভাব; তাঁহাদের শীতল দেশে জন্ম কিন্তু তাঁহাদের স্যাক্সন রক্তের উষ্ণতা কিছু অধিক, এই কারণে অনেক দুঃখী প্রাণী নাকি সাহায্য লইবার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হয় না। সে যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যদি এখনো এই ভ্রম বুঝিতে পারেন তাহা হইলেও ও অনেক মঙ্গল। যদি বলেন এদেশীয়দিগের কাহার কিরূপ চরিত্র তাহা ত গবর্ণমেণ্ট জানেন না এবং জানিবার উপায়ও নাই, তাহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহারা না পারেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এবং অন্যান্য [illegible] বাঙ্গালি ভদ্র লোকদিগকে [illegible]

নীত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করুন। তাহারা দেশের ও আপনাদের গৌরব রক্ষার জন্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিবেন এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক দেখিয়াই মনোনীত করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

১। বৃহন্নলা নাটক (১) আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহা মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া রচিত। অভিনেতারা অভিনীয় মান ব্যক্তির অবিকল অনুকরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া যেমন সময়ে সময়ে অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা দর্শকদিগের বিরাগ উৎপাদন করিয়া থাকে সেইরূপ গ্রন্থকারেরাও সময়ে সময়ে কোন চরিত্র বিশেষ বর্ণনার জন্য ব্যগ্র হইয়া সেই চরিত্রের কথা এবং কার্য্যগুলিও অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলেন। এই গ্রন্থে কোন কোন স্থানে সেই দোষ দৃষ্ট হইল। উত্তরকে ভীরু প্রকৃতি করিয়া বর্ণনা করা ও পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা গ্রন্থকারের লক্ষ্য, কিন্তু যুদ্ধ ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই তাহার যেরূপ ভয় প্রকাশক কথার বিন্যাস করা হইয়াছে তাহাতে কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। রণভূমিতে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যেস্থানে সাক্ষাৎ হয় সে স্থানেও এই দোষ কতক ঘটিয়াছে। ভীষ্ম অর্জ্জুনকে ভালবাসিতেন তাহাই প্রদর্শন করা বোধহয় গ্রন্থকারের লক্ষ্য কিন্তু গ্রন্থকার ভীষ্মের ভালবাসাকে বীরের ভালবাসা না করিয়া স্ত্রীলোকের ভালবাসা করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই স্থানটী পড়িলে ভীষ্মকে পুরুষ বলিয়া মনে না হইয়া অর্জ্জুনের বুড় ঠাকুরমা বলিয়া বোধ হয়। আর একটী স্থান আমাদিগের বিশেষ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিরাট রাজ যখন পাশা নিক্ষেপ করিয়া কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিলেন এবং সেই প্রহারে ললাট দেশ হইতে রুধির ধারা ঝরিতে লাগিল. যুধিষ্ঠির সেরক্ত ভূমিতে পড়িতে দিলেন না। কারণ তাঁহার রক্ত ভূমিতে পড়িলে পাছে তাঁহার ভ্রাতারা বিরাট রাজের কোন অমঙ্গল করে। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের মহত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। বৃহন্নলাকে রাজসভায় আসিতে নিষেধ করাতে যুধিষ্ঠিরের সেই মহত্ব আরও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কিছু পরেই গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বিরাট রাজার অজ্ঞাত সারে তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাওয়াতে সে মহত্বের হ্রাস হইয়াছে। আমাদের বিরাট পর্ব্বের এস্থানটী স্মরণ হইতেছে না আমাদের সংস্কার ছিল বিরাট রাজা তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া স্বয়ং সমাদর পূর্ব্বক তাহাদিগকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন। গ্রন্থকার যদি যুধিষ্ঠিরাদির তেজস্বিতা দেখাইবার জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা হইলে ত অন্যায় হইয়াছে বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত নাটকখানি অপর অংশে অপাঠ্য নয়? তবে নিতান্ত প্রশংসা করিতেও এমনও কিছু নাই।

২। কুলীন কন্যা নাটক (২)। আমরা এখানিরও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ইহার আর একটী নাম কমলিনী। গল্পটী এই-এক কুলীন ব্রাহ্মণের একটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল তাহার নাম কমলিনী। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতি পালিত একটী আত্মীয় যুবার সহিত তাহার প্রণয় সঞ্চার হয়। ঐ যুবার নাম দিননাথ কিন্তু সেব্যক্তি বংশজ। ব্রাহ্মণ তাহাকে কন্যা দান করিতে অসম্মত হয়। সেই গ্রামের জমীদার অতি লম্পটস্বভাব ছিল। সেব্যক্তি ব্রাহ্মণের দাসীকে হস্তগত করিয়া কৌশলক্রমে কমলিনীকে গৃহ হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং একটা শবমুণ্ড ও পাঁটার রক্ত প্রভৃতি ছড়াইয়া দিননাথ কমলিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে। দিননাথ কমলিনীর শোকে উন্মাদগ্রস্ত হয়। এদিকে সেই দুরাত্মা জমিদার সেই নিভৃত স্থানে কেবল কমলিনীর সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টায় রত থাকে। কমলিনী কোন প্রকারে তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে একদিন বলপ্রয়োগের চেষ্টা পায়, তাহাতে কমলিনী ক্ষিপ্তার ন্যায় হইয়া এক খড়্গাঘাতে তাহার একটী চরণ ছেদন করে। ইত্যবসরে দিননাথের এক বন্ধু আসিয়া কমলিনীকে উদ্ধার করে। অবশেষে দিননাথের সহিত কমলিনীর বিবাহ হয়। এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয় এই কথার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই কয়টী প্রধান—দিননাথ তারানাথ বেচারাম ফটিকচাঁদ ও হররাম—পুরুষগণ। কমলিনী কুমুদিনী চিন্তা—স্ত্রীগণ। ইহার মধ্যে দিননাথ নায়ক এবং কমলিনী নায়িকা। নায়ক নায়িকার প্রেম ভিন্ন অপর কোন ভাব বর্ণিত হয় নাই। তারানাথ বেচারামের চরিত্র বড় সুন্দর। দৃশ্যগুলির মধ্যে কমলিনীর খড়্গধারিণী মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর ও স্বাভাবিক। গ্রন্থকার বোধ হয় নাপিত কন্যা মোহিনী এবং ব্রাহ্মণ কন্যা ও পুলিশ

(১) শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত. কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

(২) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা রায়যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

ইনস্পেক্টর এই দুইটী গল্প স্মৃতিপথে রাখিয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাহা হউক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ১৮৭৪—৭৫ অব্দের বঙ্গদেশের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট, বঙ্গদেশের মানচিত্র এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র করের কৃত বঙ্গদেশে পাটের চাস ও তাহার ব্যবসায় বিষয়ক এক খানি রিপোর্ট বহি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

১লা বৈশাখ সোমবার।

আমরা বারুইপুর হইতে পর্য্যায়ক্রমে দুইখানি পত্র পাইয়াছি, একখানিতে লিখিত হইয়াছে, "বারুইপুরের রাজেন্দ্র বাবু তথায় একটী প্রশস্ত সান্ বাধান পুষ্করিণী করিয়া দিয়াছেন"। দ্বিতীয় খানিতে লেখা আছে "রাজেন্দ্র বাবু সম্প্রতি সাধারণের জল ব্যবহার জন্য একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া নূতনপ্রায় করিয়া দিয়াছেন।" যাহা হউক রাজেন্দ্র বাবু নূতন পুষ্করিণী করিয়া দিন আর কোন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারই করুন, তিনি যে পুষ্করিণী সম্বন্ধে কিছু করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। এ সময় পুষ্করিণীর পানা তুলাইয়া দিলেও উপকার। রাজেন্দ্র বাবু একে একে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন দুর্ভিক্ষে আহার দান লোকের জলকষ্ট নিবারণ প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; পুলিষ তদন্ত পর্য্যন্ত হইয়া গেল "কতিপয় উপকৃত ব্যক্তি" "উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি" অনেক পরিশ্রম করিতেছেন, আমরাও ত্রুটী করিতেছি না। কিন্তু কিছুতেই ত গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী রায় বাহাদুর উপাধি বাহির হইতেছে না। এক্ষণে এক দৈবের শরণাপন্ন ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যাইতেছে না। "নচদৈবাৎ পরং বলং।"

বেঙ্গল টাইমস বলেন, মালদহ রঙ্গপুর ময়মনসিংহ নাথরগঞ্জ নওয়াখালি কটক এবং ঢাকা ও ঢাকা জেলে পাট হইতে অনেক কাগজ প্রস্তুত হয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন গত ২৪ এ মার্চ্চ সেতারার রাণী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার ৪০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইঁহার মৃত্যুতে শিবজীর বংশের শেষ হইল। উক্ত রাণী গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৫ হাজার টাকা বৃত্তি পাইতেন। এক্ষণ অবধি গবর্ণমেণ্টের মাসে মাসে ঐ ৫ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

পিয়নিয়র বলেন, গত বুধবার রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সার উইলিয়ম মিউর ও তাঁহার পরিবারবর্গ আলাহাবাদ হইতে যাত্রা করেন।

উক্ত পত্র বলেন, সার জন ষ্ট্রাচি নর্থব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন। কলিকাতায় কয়েক দিবস থাকিয়া আলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিবেন। প্রত্যাগমন করিয়াই নইনিতালে গমন করিবেন। সার জন ষ্ট্রাচিকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে, তিনি সার উইলিয়ম মিউরের নিকট হইতে যে শঙ্কুল কার্য্যভার লইয়াছেন, তাহার প্রথমেই "পর্ব্বত বাস" পড়িয়াছে।

আন্দামান দ্বীপ হইতে অনেক কয়েদী পলায়ন করিতেছে।

অদ্য সার রিচার্ড টেম্পল পুনরায় দরভাঙ্গায় যাত্রা করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, টিক্‌বরন্ মকদ্দমায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাশীতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে ইহার অকপট ভক্তি ছিল। ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব ছিলেন। আগামীবারে ইহার বিষয়ে কিছু অধিক বলিবার ইচ্ছা রহিল।

২রা বৈশাখ মঙ্গলবার।

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, (ইনি এক্ষণে কলিকাতায় আছেন) পুত্র কন্যা সহিত শীঘ্র ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

রেঙ্গুনের দুর্ভিক্ষ নিবারণী ফণ্ডে এযাবৎ ৩৬৯৬৮ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১লা জানুয়ারি অবধি ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত আকায়াব হইতে কলিকাতায় ২৪০-৯১ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে।

যমুনা নদীর ভিতর একটী বৃহৎ বৃক্ষ পড়িয়াছিল বলিয়া উহার উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল তাহার ব্যাঘাত হয়। আজি দুই বৎসর ধরিয়া উহা তুলিবার চেষ্টা হইতে ছিল। সম্প্রতি সেটী তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, ইহাতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। একটী বৃক্ষ তুলিতে যখন এই ব্যয় হইল তখন সেতুটী প্রস্তুত করিতে যে কত ব্যয় হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত ভার অনরেবল হডসন সাহেবের হস্তে অর্পিত হইবে।

আমেরিকায় গ্রীষ্মের সময় এক প্রকার কলের দ্বারা রেলের গাড়িতে জল সিঞ্চন করা হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় আছেন। এদেশে গ্রীষ্ম কালে রেলের গাড়ি শীতল রাখিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

ডাক্তার জে, এম, কোটস বঙ্গদেশের সানিটারি কমিশনর হইয়াছেন।

আগামী ২৫ এ এপ্রেল বেনারস হইতে মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে খোলা হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, দরভাঙ্গা রেলওয়ে শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া উহাতে গাড়ি চালবে।

লার্ড হবার্ট পর্ব্বত যাত্রায় ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন। তিনি সঙ্গে ব্যাণ্ড লইয়া যাইতেছেন না। এ অনুগ্রহের জন্য আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু উহাদিগকে বসাইয়া বেতন না দিয়া বাবাদের ভাগ্যে পর্ব্বত গমন ঘটে না তাঁহাদের আমোদার্থ উহাদিগকে খাটাইয়া লওয়া হউক না কেন?

৩রা বৈশাখ বুধবার।

সোমবার রাত্রি দুইটার সময় পটলডাঙ্গার মাধব দত্তের বাজারে অগ্নি লাগিয়াছিল। ৫॥ টার সময় অগ্নি নির্ব্বাণ করা হয়। প্রায় ৬। ৭ হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই।

বিগেট কার্ণাক সাহেব রিলিফ কার্য্যের জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের নিকট ১ সহস্র অশ্বতরের জন্য লিখিয়াছেন।

শুনা গেল সম্প্রতি যশোহরের অন্তর্গত বাড়লী গ্রামে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহটী হিন্দুমতে হইয়াছে। পাত্র কন্যা উভয়েই কায়স্থ বংশোদ্ভূত। বরের বয়স ২৪। ২৫ কন্যার বয়স ১৪। ১৫ বৎসর।

হব হাউস সাহেব সম্প্রতি একটী কৌতুকাবহ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন খৃষ্টান যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, পূর্ব্ব স্ত্রী জীবিত থাকিতে তিনি আর দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। মেলবিল প্রভৃতি জনকত সাহেব মুসলমান হওয়াতেই গবর্ণমেন্ট বোধ হয় ভীত হইয়া এই আইনটী করিতেছেন।

৪ ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজ হাসপাতালে বাষ্পীয় কল দ্বারা পাখা টানা হইয়া থাকে, তিন জনে এই কল চালায়। কলিকাতায় ইহা আনীত হইতেছে না কেন?

৪ ঠা এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৮ জনের জ্বরে ৫৮ জনের ওলাউঠায় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে। এবার কলিকাতায় ওলাউঠার কিছু শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৫৬১৩২ টাকা মূল্যের ২২৬৭০৪৮ মণ চাউল আমদানী হয় এবং ৯৬৩৪৪৭ টাকা মূল্যের ১৫১৭১৭ মণ চাউল রপ্তানী হয়।

সমাচারদর্পণ পাঠে অবগত হওয়া গেল সুবিখ্যাত [illegible] হালদারের পৌত্র রামকৃষ্ণ হালদার কলিকাতার বাবু খেলচন্দ্র ঘোষের ২৬ হাজার টাকার একটী হীরকাঙ্গুরী চুরি করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৯ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

৫ ই বৈশাখ শুক্রবার।

অমৃত বাজারে লিখিত হইয়াছে। উত্তর ক্যারোলিনায় একটি কৌতুকাবহ মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। প্রতিবাদীর নামে এই বলিয়া নালীশ হয় যে তিনি গির্জ্জা ঘরে গিয়া কদর্য্য সুরে গান গাইয়া সকলকে বিরক্ত করেন। তাহাকে গান গাইতে সকলেই নিষেধ করে কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিবারণ করা যায় না। তাহার গলার অত্যন্ত চড়া সুর অথচ এরূপ কর্কশ যে গর্দ্দভের স্বরও তাহা অপেক্ষা মিষ্ট। তাহার বিশেষ দোষ এই যে সকলে চুপ করিলেও তিনি গানের শেষ ভাগ লইয়া নানাবিধ কারীকুরী দেখাইতে যান, কিন্তু তাহাতে ভক্তির ভাব হওয়া দূরে থাকুক বরং সকলেরই অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে। কয়েক জন সাক্ষী আসিয়া এই সমুদায় বিষয় এজাহার দেয়। প্রতিবাদী কিরূপ করিয়া গান গায় একজন সাক্ষীকে তাহা শুনাইতে বলা হয়! সে প্রতিবাদীর সুর নকল করিয়া যখন গাইতে লাগিল তখন বিচারপতি জুরি ও দর্শক মণ্ডলী সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জুরিরা তাহাকে দোষীসাব্যস্ত করেন, কিন্তু বিচারপতি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, যে হেতু প্রতিবাদী মন্দ অভিপ্রায়ে গান করে নাই এবং সাধারণতঃ তাহার চরিত্রে কোন দোষ দেখা যায় না অতএব এবার তাহাকে কোন শাস্তি না দিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে সে গির্জ্জা ঘরে গিয়া আর কখন গান না করে।"

"সিংহলে ঝিনুকে মুক্তার ব্যবসায়ে অনেকে সংলিপ্ত হইতেছেন। একজন চীন বণিক ৭০ হাজার টাকার ঝিনুক কিনিয়াছেন। একজন সাপুড়িয়াকে এক ব্যক্তি একটী ঝিনুক পারিতোষিক দেন এবং তাহা হইতে যে মুক্তাটী বাহির হইয়াছে তাহার মূল্য চারি শত টাকারও বেশী। আর এক ব্যক্তিও একটি মুক্তা পাইয়াছেন তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকা। সিংহলে ঝিনুকে এবার যেরূপ মুক্তা দেখা যাইতেছে এরূপ আর কখন দেখা যায় নাই।"

৬ ই বৈশাখ শনিবার।

গত ২২ এ মার্চ্চ এলাহাবাদে "ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত সভার" যে সাধারণ অধিবেশন হয় তাহার কার্য্য বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। রাজা জয়কৃষ্ণ দাস বাহাদুর সি, এস, আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার সভ্য শ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ও দেশহিতৈষী ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হইল। পণ্ডিত জ্বালার প্রসাদ এবং মোরো গণেশ ভারতবর্ষে সংস্কৃত শিক্ষার অভাব এবং সেই অভাব তিরোহিত হইলে যে যে উপকারের আশা আছে তদ্বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। তৎপরে বাবু কন্নূলাল সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বক্তৃতা করিলে পর রাজা জয়কৃষ্ণ এ সম্বন্ধে বেরিলি মোরাদাবাদ আলীগড় এবং বুলন্দেশ্বরে যে সকল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা কিরূপে কার্য্য করিতেছেন তদ্বিবরণ বর্ণন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়। সাধারণে উক্ত সভায় যে দান করিয়াছেন উহার সংখ্যা ২৬৬৭৷৴। এ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে এনিমিত্ত প্রায় ৪২ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। সভা যে মহৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন এই আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

বোম্বাই গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তত্রত্য একটী আফিসে এক জন আসিষ্টান্ট বুক কিপারের পদ শূন্য হয়, এই পদটীর জন্য ২৫০ খানি আবেদন পত্র উপস্থিত হইয়াছিল। আজি কালি চাকুরীর বাজার এইরূপ অগ্নি মূল্যই হইয়াছে:

কিছু দিন হইল জব্বলপুরে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। তত্রত্য সেনাদিগের এজুটান্ট তৎক্ষণাৎ গিয়া অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে আদেশ দেন, তাহারা গিয়া শীঘ্র শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলাতে অনেক সম্পত্তি রক্ষা হয়। সেনাপতি আসিয়া এ বিষয় শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এজুটাণ্টকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দেন। তাঁহার ক্রোধের কারণ এই, এজুটাণ্ট তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সৈন্যগণকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তবে নাকি ভারতবর্ষের প্রেষাদলে "ডিসিপ্লিন" রাই...

দুর্ভিক্ষবিষয়ক সংবাদ।

পাটনা ভাগলপুর রাজসাহীতে ৩২৩৮৭ বর্গ মাইলের মধ্যে ১৪৬৭৩৭০৭ লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২৩২ ৭১৩ লোকের অত্যন্ত কষ্টের সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হইবার সম্ভাবনা। এই সংখ্যার মধ্যে ১৭৯৪০০০ পাটনা, ৭৪৬৬৫০ ভাগলপুর এবং ৮০২০৬৩ লোক রাজসাহীর। এই তিনটী স্থান ৯১ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানে অন্যান্য সময়ে যে সকল কর্ম্মচারী থাকিতেন তাহা ভিন্ন এক্ষণে অতিরিক্ত ১২৮ ইউরোপীয় ১৪৭ এদেশীয় ২১ ইঞ্জিনিয়র ৮৭ পব্লিকওয়ার্ক ওবরসিয়ার এবং ১২৩ জন দেশীয় ডাক্তার প্রেরণ করা হইয়াছে। সমুদায়ে ৩২৪ শস্যের গোলা আছে, এই সকল গোলায় শস্য লইয়া যাইবার জন্য ১০২৬৫০ গরুরগাড়ি ২০৯০০০ মহিষ ২০০০ উট ৯০০০ গরু ২৩১০ নৌকা এবং ৯ খানি ষ্টিমার আছে। রিলিফ ওয়ার্কের পরিমাণ ৫১৭১ মাইল রাস্তা ৩৮০ মাইল খাল খনন, ৯০ মাইল বাঁধের কার্য্য ১৭৮ মাইল রেলওয়ে এবং ৩৩৬ মাইল অস্থায়ী টেলিগ্রাফ উপরিউক্ত ৩৫ লক্ষ লোকের আহারের জন্য ৩৯৫০০০ টন খাদ্য লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রদেশে উহার তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ অধিক শস্য গিয়া পঁহুছিয়াছে।

বরদার গুইকুমার বোম্বাইর ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে। তত্রত্য রাজা ২ হাজার এবং তাঁহার দেওয়ান ১ হাজার টাকা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে এক্ষণে ১১৮২৭০ টাকা জমিয়াছে।

১৫ ই হইতে ২১ এ মার্চ্চ পর্যন্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহাতে জানা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বস্তি গোরক্ষপুর গাজিপুর হামিরপুর এবং মির্জ্জাপুর বিভাগে প্রতিদিন সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৯০৭৭ মজুর রিলিফ কার্য্যে খাটিয়াছে। ইহাতে ১৫২৯৯ টাকা ব্যয় হয়। এক গোরক্ষপুরেই ১৫৯৪১৭ লোক খাটিতেছে। পুরুষ ও বালক বালিকার সংখ্যা যত, স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় তত হইবে।

চম্পারণের নীলকর হেনরি হিল কোম্পানি ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১০ হাজার বেতিয়ার রাজা ২০ হাজার এবং পাইক পাড়ার, বাঙ্গালশীয় কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। সেণ্টাল কমিটিতে যে ১২৭৭৩১৪ টাকা জমিয়াছিল, এক্ষণে আর ৯৪৯০৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে

মান্দ্রাজে বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ এপর্য্যন্ত ১১০৭০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

গত ১৬ ই মার্চ্চ বোলটনে এক দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হয়। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। জেমস বারলো বলিলেন, আমার আশা হয়, ইণ্ডিয়া যেমন কটন ফেমিনের সময় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন এ সময়ে ল্যাঙ্কেসায়ারের লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতি সেইরূপ সমদুঃখসুখতা প্রদর্শন করিবেন। জে, কেন্ডল এই প্রস্তাব করিলেন গবর্ণমেণ্টকে ত সাহায্য করিতেই হইবে, সাধারণ লোকের এ বিষয়ে সাহায্য দান একান্ত কর্ত্তব্য। সভাস্থলেই ৪১৭ টাকা সংগৃহীত হয়।

১৪ ই মার্চ্চ শনিবার লণ্ডনে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য ২৯০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৫ ই এপ্রেল মধুবনী হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন "মধুবনীতে অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত নেপোলিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতেরা অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে। ইহারা রিলিফের কাজে আসিতে চায় না, কোন কোন স্থানে আসিতেছে। গত ১৫ দিবসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ৭ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে এক ইঞ্চ পরিমিত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ নগর গবর্ণমেণ্ট গোলাকে অপরিষ্কৃত এক্ষণে শীঘ্র চাউল ১০ সের টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

উত্তর বিহারে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। যদিও তথায় এক ইঞ্চ পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছে এবং উত্তর ভাগলপুর দিনাজপুর মালদহ রঙ্গপুর এবং পাটনায় বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি জল কষ্টের নিবারণ হইতেছে না। সার রিচার্ড টেম্পল মঙ্গলবার রাত্রিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে যাত্রা করিয়াছেন। বার্নার্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন

এই দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজারকার্থ দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছেন এক ব্যক্তি তদ্বিষয় এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:

প্রথম, স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইতেছেন এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত ধনাঢ্য প্রজা আছে, তাহারা যদি পুষ্করিণী ইত্যাদি এই সময় খনন করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে বিনা সুদে জমা তত্তৎ কার্য্য জন্য প্রদান করিতেছেন।

দ্বিতীয়, উক্ত রাণী তাঁহার রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অত্র জিলার গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত রাস্তা রাণীর জমী দারী দিয়া যাইতেছে তাহার মূল্য কিছু মাত্র গ্রহণ করিবেন না

তৃতীয়। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তাঁহার রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে চাউল ধানের গোলা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই সেই গোলা হইতে দরিদ্র প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত চাউল ধান বিতরণ করিতেছেন।

চতুর্থ, রাণীর রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত খঞ্জ অন্ধ সহায়হীনবালক ও রুগ্ন বাস করে তাহাদের কারণ স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়াছেন। আমি দুটী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছি। আমি যেদুটী অন্নছত্র দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটীতে ৫০০ শত লোক আহার পাইয়া থাকে।

পঞ্চম, রাণী দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য একজন উপযুক্ত ডাক্তার বাবু নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ জনিত নানা প্রকার কুখাদ্য আহার দ্বারা অত্র জেলার স্থানে স্থানে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে। রাণীর রাজ্য মধ্যে যে স্থানে উক্ত সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে, ডাক্তার বাবু তথায় যাইয়া চিকিৎসাদি করিতেছেন। রাণী কেবল ইহাঁকেই নিযুক্ত করিয়াছেন

এমত নয় ১০। ১২ জন টিকাদার ও নেটীব ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল রাণী দিনাজপুর দুর্ভিক্ষ সভাতে ৪০০০ চারি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে ৩০০০ টাকা খাজনা মাপ দিয়াছেন।

অনাহারে তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেহ না মরে এজন্য রাণী স্থানে স্থানে উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে তদারক জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

দরিদ্রতা নিবন্ধন প্রজাদের ঘরে যে বীজ ধান্য ছিল তাহা অনেকেই খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহা পাওয়া দুর্লভ হইবে। এজন্য রাণী একণ অন্য জেলা হইতে ধান্য আনিয়া রাখিয়াছেন, পরে প্রজাদিগকে বিতরণ করিয়া দিবেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা এপ্রেল। বাবু কেদারনাথ রায় ও বাবু ভৈরবলাল বর্ম্মন বর্দ্ধমান বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্নলিখিত অফিসরেরা ত্রিহুত বিভাগে রিলিফ কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

ত্রিহুতের সহকারী কালেক্টর জি, জে, বি, টি ডাল্টন, এ, পি ম্যাকডনেল, সি, এফ ম্যাগ্রাথ, ডবলিউ ওবিলি, এ, এ, ওয়েস, এ, সি, টিউট।

সি ই বকলণ্ড সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার যশোহরের সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নড়াইল বিভাগের ভার পাইবেন।

ই, গ্রে গয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসিয়ন জজ হই

জে. সি, গেডিস দ্বিতীয় শ্রেণীতে গয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, জে লাইবসে রিলিফ কার্য্য লোক নিয়োগের জন্য মালদহে রহিলেন।

জি, এস পার্ক বাকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এম, এস, এলেকজণ্ডার তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ ওয়েভিল তৃতীয় শ্রেণীতে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

৭ ই এপ্রেল। মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী নদীয়াতে স্থানান্তরিত হইলেন।

২৪ পরগণার স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য মেদিনীপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮ এ মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ত্রিহুত বিভাগে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

সদর ডিবিজন—ডাক্তার ই, জে গেয়ার, এ, এস অর্কুহার্ট, সায়দ মহম্মদ টাকী খাঁ, সায়দ মহম্মদ আশকারি খাঁ, বাবু নন্দনলাল, বাবু নাথুলাল চৌধুরী, বাবু অযোধ্যা দাস, বাবু মথুরা দাস, বাবু অযোধ্যা প্রসাদ, আর আর, ডেক, এ, এচ, ওয়াইডি জোন্স, বিশ্বনাথ ঝা, মির্জ্জা আহম্মদ আলী, গোপাল দত্ত ঝা, ঠাকুর প্রসাদ, সেখ আবদুল রহমন।

সীতামুরি সব ডিবিজন— লক্ষ্মীনারায়ণ, বৈজনাথ ঝা, ইরাছতুলা, রহমিত সিংহ, জগীরথ তেওয়ারি।

হাজিপুর সবডিবিজন—ইলতাফ আলী খাঁ, অযোধ্যা প্রসাদ সিংহ, ইন্দ্রার চৌবে, ভিকারী রায়, লালজী সাহ, যদুনাথ উপাধ্যায়। সি, ডবলিউ পোপ, হনুমান মিশ্র, গৌরীলাল সাহু, গোবিন্দপ্রসাদ চৌবে, হীরালাল সাহু।

দরভাঙ্গা সব ডিবিজন—এচ, ডবলিউ ষ্টিকেন, জি, লিহুইলিন, দেবীপ্রসাদ রায় বাহাদুর—মহম্মদ ওয়াহিদ আলী খাঁ, হাফেজ আবদুল করিম, বাবু কালীকুমার মিত্র, বনওয়ারি লাল সাহু রায় বাহাদুর, মৌলবী আবদুল [illegible] রল হক, বাবু চিত্ত নারায়ণ চৌধুরী, পুরাণ ঝা, মিত্র লাল চৌধুরী, বর্গস ঝা।

রোসারা—রাজনারায়ণ কোওর; বাবু নিমাই প্রসাদ, মদন চাঁদ মারওয়ারি; বাবু ভিনকড়িচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ছত্রপঞ্জর, বাবু অধর চাঁদ, রামটহল পঞ্জর; বাবু কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভুর ঠাকুর মদনমোহন সিংহ রামলাল সিংহ।

লেপ্টনণ্ট কর্ণেল জে বরন ত্রিহুতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৪ ঠা এপ্রেল। নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেটেরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

আর এস, ঐকম্যান এস, এ, সি, এফ, ম্যাগ্রাথ, এবং ই, সি, ওজেনি।

নিম্নলিখিত আফিসারেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জি, এস, স্মিথ, আর, সি, মারিণ্ডিন, জে, ডবলিউ হারিস, ট. বি, ফার্ন্সিস।
বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন।

৮ ই এপ্রেল। পাচাখার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ডবলিউ এল, কাবেল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২১ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

লোহারডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এল জে, এচ, গ্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ছোটনাগপুর ষ্টেটের ম্যানেজর জি, কে ওয়েবষ্টার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

১১ ই এপ্রেল। মুরসিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগচ্চন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই এপ্রেল। টি, ই, রুসহেড প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল। ১৯ এ মার্চ্চ কেপকোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার গার্নেট উলসলি যে সন্ধি পত্র লিখেন, রাজা ও হাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

টি কবরন মকদ্দমার সময় মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলিয়া জীন লুইর ৭ বৎসর এবং কাপ্তেন ব্রাউনের ৫ বৎসর কারা দণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই এপ্রেল। প্রিন্স আর্থর ৭ গণিত হুসার দলের কাপ্তেন হইয়াছেন।

কেমিন রিলিফ ফ্লিটের প্রথম ষ্টীমার গ্রেবসেণ্ডে ভাসান হইয়াছে।

সেনাপতি সিরানো যে সকল প্রস্তাব করেন, ডন কার্লোস তাহাতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ আর কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনার্থ গত কল্য ম্যান্সন হাউসে এক বৃহতী সভা হয়। লার্ড নর্থব্রুকের এক পত্র পঠিত হয়, এই পত্রে তিনি বলিয়াছেন, দানক্ষেত্র অতি প্রশস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন সাধারণ লোকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

মার্কুইস অব সালিসবরি এই প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, অতএব ইংরাজদিগের ঐ কষ্টের নিবারণ পক্ষে গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। তিনি লাঙ্কেশায়ারের কটন কেমিনের উল্লেখ করিয়া রাজকোষ হইতে অর্থদান বিষয়ে ইংলণ্ডের অসামর্থ্যের বর্ণন করিলেন। সার চার্লস ট্রিবিলিয়ান লার্ড লরেন্স এবং কর্ণেট ও এ দিবস বক্তৃতা করেন।

ডাক্তার লিবিঙষ্টোনের মৃতদেহ সাউথাম্পটনে উপনীত হইয়াছে।

—:•:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। দুই মাস হইতে চলিল, আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদককে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। কর্ত্তৃপক্ষ এই দুর্ব্বৎসরে যে যে শ্রেণীর লোকের কষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিদূরিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমাদের দেশটী দেবমাতৃক, এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার (দুর্ভিক্ষ) পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। এটীর পৌনঃপুনিক সংঘটন যাহাতে কতক পরিমাণে নিবারিত হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র মনোযোগ বিধান করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ সম্পাদক যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলাম। এখন গবর্ণমেণ্টের এ দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের বিশেষ ইষ্ট সাধিত হয়। প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পুকুর দেখা যায়। রাস্তা ঘাটের পরিবর্ত্তে এই পুকুরগুলিই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। আমরা আপাততঃ রাস্তা চাহি না। উদরের চিন্তা কতক পরিমাণে অপনীত হইলে আমরা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি। এই দুঃসময়ে কূপ ও খাল খনন কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

২। শুনিতেছি ভালিবপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মিঞা জিল্লুর রহমান সাহেব আপন বাসগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসাশালা খুলিতেছেন। প্রস্তাবিত চিকিৎসালয়ের কার্য্য ভার না কি একজন আসিষ্টাণ্ট সারজনের হস্তে অর্পিত হইবে। সুতরাং অনুষ্ঠানটী যে বহুবায় সাধ্য হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। এখন মুন্সি সাহেবের নিকট প্রার্থনা এই তিনি যেন অতি ত্বরায় ইহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন।

৩। এত দিনে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল! অনাহার নিবন্ধন মৃত্যু সংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে পাইতেছি। শুনিলাম গোপালপুরে ও ব্রাহ্মণডিহিতে এক হেতু দুই জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে ইহার দায়ী কে হইবে? এ দিকে শ্রমজীবী লোকের আহার সংস্থানের কতক কতক উপায় হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নিরাশ্রয় ভাবাপন্ন রহিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকেরই ক্লেশের একশেষ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত মনোযোগ বেহারের দিকেই ধাবিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের জন্য ত কোনই ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। কেন্দু গ্রামখানি লইয়া একটী সব কমিটী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। সেই সবকমিটীর হস্তে কার্য্যভার দেওয়া হউক। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা কি কাজ করিতেছেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপরে যে দুইটী স্থানের মৃত্যু বিবরণ লেখা হইল, সে দুইটী স্থল বনরাবি আশ্রমের অতি নিকট।

৪। একটী পল্লীগ্রামে অন্নকষ্ট বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছে। যে গ্রামখানি লইয়া[illegible] পুর থানার এলেকায় অবস্থিত। [illegible] বাসীরা কৃষিজীবী। কৃষি কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন তাহাদের ব্যবসায় নাই। কথঞ্চিৎ মাত্র এবারে তাহারা যে ফসল পাইয়াছিল, সেই সম্বলে এতদিন তাহাদের একরূপ চলিল। এখন তাহারা নিরুপায় হইয়াছে। চারিদিক শূন্য দেখিতেছে। এ গ্রামখানি দরপত্তনি বিলি আছে। দরপত্তনিদার একজন সংগতিপন্ন লোক নহেন। তিনি আপন প্রজা রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। গ্রামখানি বর্দ্ধমানের কালেকটরি ভুক্ত। অন্যান্য কার্য্যে (দেওয়ানি ও ফৌজদারী) ইহা বীরভূমের অন্তর্নিবিষ্ট। গ্রামখানির কালেক্টরীর স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন বীরভূমের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কোন সংবাদ লইতেছেন না। তথাকার লোকের অবস্থা আমরা যেরূপ শুনিলাম, তাহা যদি প্রকৃত হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আর এক পক্ষ মধ্যে বহু লোকের প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইবে। অনুবাদক মহাশয় এ সংবাদটী অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে ধরিয়া দিন। নতুবা হতভাগ্যদের আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। এই গ্রামখানির নাম কুকমকল।

৫। আমরা দেখিতেছি, এবারে রায় বাহাদুর প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট দত্ত সম্মানের বাজার তাদৃশ অগ্নিমূল্য নহে। কয়েক দিন মধ্যে আমরা অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজা হইতে দেখিলাম। রায় বাহাদুরের ত কথাই নাই। এই অবসরে আমরা দুই মহাপুরুষকে গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা সম্মানিত হইবার

পাত্র বটেন কি না, গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সেই দুই মহোদয় জেকনপুরের রামরঞ্জন বাবু ও কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু।

৩০ এ চৈত্র
১২৮০

পে ... ত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোম কাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মাইনর পরীক্ষার্থিদিগের পাঠ্য পুস্তকের বন্দোবস্ত দোষে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকগণের উন্নতির পক্ষে যে মহৎ ব্যাঘাত হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হয়। এক্ষণকার বন্দোবস্তানুসারে মাইনর পরীক্ষার্থিদিগকে ইংরাজী ব্যাকরণ অনুবাদ শ্রুত লিখন ও হস্তলিপি এই কয়েকটী মাত্র বিষয় ইংরাজীতে এবং ইতিহাস ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা অর্থ ব্যবহার জমীদারী মহাজনী হিসাব, অঙ্ক ও সার্ভেইং এই সমস্ত বিষয় গুলি বাঙ্গালাতে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালকেরা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণীতে তাহারা প্রবিষ্ট হইবেক? তাহাদিগকে যে সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় তাহা পাঠ করিয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের এমন কোন শ্রেণীতে তাহারা প্রবিষ্ট হইবার যোগ্য হইতে পারে যে শ্রেণীতে সহজ ইংরাজী ইতিহাস ও ভূগোল পঠিত হয় ও জ্যামিতি এবং বীজগণিত প্রথম আরম্ভ করা হয়। অতএব চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট না হইলে তাহাদিগের সুবিধা হইতে পারে না এবং তাহা হইলে অন্ততঃ চারি বৎসর কাল উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু মাইনর পরীক্ষার জন্য কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক না চাপাইয়া ইংরাজী ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি যাহা পাঠ করিলে বালকেরা উচ্চশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে যদি এমন সকল বিষয় ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা বিষয় গুলিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে যে সময় অতিবাহিত হয় সেই সময়ের মধ্যেই তাহারা অনায়াসে আবশ্যক ইংরাজী বিষয়গুলিতে বুৎপন্ন হইয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং দুই বৎসর কাল মাত্র পাঠ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার যোগ্য হইতে পারে। একটু বন্দোবস্তের দোষে বালকদিগকে দুই বৎসর কাল অনর্থক নষ্ট করিতে হয়। তবে এরূপ বন্দোবস্ত করিবার কারণ কি? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান প্রণালীতে পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যয়ের অনেক লাঘব হয়। কারণ বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও পরীক্ষক দ্বারা অনেক বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে, কেবল ইংরাজী প্রশ্নের ২ টী কাগজ (একটী ইংরাজী ব্যাকরণ ও অনুবাদের এবং অন্যটী ইংরাজী হস্তলিপি ও শ্রুতলিখন) ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তকগুলি অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, অর্থ ব্যবহার, জমিদারী মহাজনী হিসাব প্রভৃতি যে সকল পুস্তক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উপযুক্ত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় নহে তাহা উঠাইয়া দিয়া যদি আবশ্যক ইংরাজী পুস্তক অর্থাৎ সহজ ইংরাজী ইতিহাস ও ভূগোল এবং জ্যামিতি ও বীজগণিত প্রভৃতি ধার্য্য করা হয় ও অঙ্ক বাঙ্গালাতে না হইয়া ইংরাজীতে পরীক্ষা হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়। স্বতন্ত্র প্রশ্নের কাগজ মুদ্রিত করিতে হয়। সুতরাং অনেক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। তাহা বলিয়া কি বালকদিগের ২ বৎসর কাল নষ্ট করা উচিত? কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই জন্যই এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে এ প্রকার কুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া পরীক্ষার্থীরা এক্ষণে যে ফী দিয়া থাকে তাহা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করুন।

উপসংহার কালে, এই পরীক্ষার কার্য্যের আর একটী মহৎ দোষের কথা উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। তাহা এই—এক্ষণকার প্রণালীতে পরীক্ষার সকল বিষয় একত্র করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত নম্বর রাখিতে পারিলেই ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে এমন অনেক ছাত্রকে দেখা যায় যাহারা ইংরাজীতে ১০০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ৪। ৫। ৮ প্রভৃতি নম্বর রাখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এটী কি সামান্য দোষ?

করঞ্জলি
৪ ঠা এপ্রেল
১৮৭৪ } শ্রীঃ—

মহাশয়। মেদিনীপুর ও তৎসন্নিকটস্থ ভূভাগের বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আপনার পাঠকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনার্থে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের পার্শ্বে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

যে যে পদার্থের মিশ্রণে সাবান উৎপন্ন হয়, এই স্থানের মৃত্তিকাতে তন্মধ্যস্থ কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে। এই জন্য এই মৃত্তিকা হস্তে ঘর্ষণ করিলে, সাবানবৎ ঈষৎ শুভ্রবর্ণের সহিত অত্যল্প মাত্র বুদ্বুদ উদ্ভব হয়। এই ভূভাগের মৃত্তিকা এক কিম্বা দুই হস্ত পরিমাণে খনন করিলে তন্নিম্নস্থ স্থান প্রস্তরময়। এই প্রস্তরে লৌহ অথবা তৎসদৃশ কোন প্রকার ধাতুর পরমাণু অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে। এই জন্য ইহার বর্ণে অন্য বিধ ভাব লক্ষিত হয়, এই উপল সমূহের তাপাকর্ষণের শক্তি অধিক, এই কারণেই এই সকল স্থান গ্রীষ্ম কালে অতিশয় উত্তপ্ত হয়। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে মধ্যে মধ্যে এরূপ

নিস্তা[illegible]ত পারিবে না, কিন্তু নির্ম্মাণ কৌশল [illegible] হয়। এই দীঘীর পশ্চিমে বহুদূর [illegible] শাল বন। প্রচণ্ড বেগশালী [illegible] নদীর উপর যে কয়েকটী প্রকাণ্ড সেতু স্তম্ভ [illegible] হইতে পাওয়া যায়, তাহা তীক্ষ্ণধার কুঠারেও কর্ত্তিত হয় না এবং কোন প্রকারেই উন্মোলিত হয় না। সে [illegible]টী যে কি কাষ্ঠের তাহা অনেকেই জানেন [illegible] এখানে অধুনা যে সকল কূপ ও পুষ্করিণী খনিত হইতেছে, তন্মধ্যে স্থানে স্থানে রৌপ্য [illegible] নানা প্রকার অস্ত্র ও ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানেই নবীন সুলে এতদ্দেশবাসী কতকগুলি লোকে প্রায় ২৫০০০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে টাকা অদ্যাপি ইংরেজ গবর্ণমেন্টের হস্তে বিচারার্থ স্থাপিত আছে। নগরীর নানা স্থানে নানারূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও ইষ্টক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইষ্টকগুলি এতাদৃশ কঠিন যে লোকে তাহাতে মসলাদি পেষণ করিয়া ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অধিবাসীরা কত দ্রব্য সামগ্রী যে পায়, তাহা নির্ণয় হয় না। ফলতঃ যদি নগরীর সমগ্র স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করা যায়, তবে কত কত মহা মূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

গোবরডেডা স্কুল
১৮৭৪ সাল
২৯ এ মার্চ্চ

বশম্বদ
শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

—:o:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৩ ই এপ্রেল
মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	নির্দ্দিষ্ট জল ফীট	ইঞ্চ
[illegible] মোহানায়	"	২
[illegible]র পাড়া	"	২
[illegible]পাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া	১	
হাট বোয়ালিয়া হইতে নং ১ ঘাট	৮	
নং ১ ঘাট হইতে খোলমারি	১	৬
খোলমারি হইতে আলিকদহ	১	৬
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১	৬

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসি[illegible]চ মোহানায়	১০	
তথা হইতে [illegible]পুর	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৭০ মাইলের মধ্যে	১	৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৩ ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	৩

১৮৭৪
বহরমপুর
১৩ ই এপ্রেল

নদীয়া রিবার ডিবিজন।
টি, এচ, উইক্লসি, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী গড় কোতাই	
" " যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসিরহাট	১০
" সৈয়দ আকতাব হোসেন	১০
" " হীরালাল বসু নেটীব ডাক্তার পিলাগ্রাম ডাক্তারখানা	১০
" " প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা সুত্রাপুর	১০
" " গোপীবিনোদ দাস দিনাজপুর	১০
" রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর আজিমগঞ্জ	১০
" মুন্সি আজিজুদ্দিন আহম্মদ গিলাহবাটী	৫।০

—:o:—

১৮৭৪ অব্দের এপ্রেল (১২৮১ সালের বৈশাখ) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল চাতপাট গ্রাম।
" " রামযাদব বসু—পটামুণ্ডি।
" " রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর।
" " মনোমোহন দে—সাঁকিগড়।
" " পুলিনবিহারী সেন—বহরমপুর।
" " গোলোকচন্দ্র বসু—কাজিরাঙ্গা।
" " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ঝাঁপি
" " দ্বারকানাথ ঘোষ—গোবিন্দগঞ্জ।
" " রসময় দাস—ডায়মণ্ডহারবর।
" " নিমাইচন্দ্র রায়—মালদহ।
" " দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাদুহাটী।
" " জিনাতুল্লা তহশীলদার আখানগর।
" " অমৃতানন্দ দাস—নওগ্রাম।
" " রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জমশেটপুর।
" " গিরিশচন্দ্র দে—ডাবাবাড়িয়া।
" " রাজচন্দ্র বসু—বেলগাছি।
" " অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী শ্রীরামপুর।
" " রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জয়দেবপুর ঢাকা।
" " নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর।
" " শশিমোহন পাল চৌধুরী লোহজঙ্গ।
" " মহেন্দ্রনাথ রায়—বাঁকিপুর।
" " শিবচন্দ্র সিংহ—কানপুর।
" " মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার—বৃন্দাবন।
" " আদিত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলা হিল।
" " মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হামিরপুর।
" " মতিলাল কিত্তি—মিরট।
মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরি।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতাস্থ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। সন ১২৮১। ১৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ২৭ এ এপ্রেল। পশ্চাৎ দেয় মূল্য বার্ষিক ১২ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬॥০ টাকা।

তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকটআছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মৃজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—০—

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩॥০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল।৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্ক্রপসান) মূল্য ১।০ ডাক মাসুল ৶০।

৩। গুর্ব্বিণীবান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গালা
ডাইরেক্টরী ১২৮১ সাল,
উত্তম চিত্র পট শোভিত।

শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ১ টাকা ও ডাক মাশুল ।/০ ৩৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, বিডন প্রেসে শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

মৎপ্রণীত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠণ্ঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বার্নর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই বৈশাখ সোমবার।

আজি আমরা খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের লোকের একটী কষ্টের কথা ও তাহাদের একটী প্রার্থনা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি, আমরা কয়েকবার এসম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সে স্থানের কতিপয় বন্ধুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সে কষ্টটী এই "গোবরডাঙ্গার নিম্ন দিয়া যমুনা নামে একটী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে এই নদী প্রবলা ছিল এবং বাণিজ্যাদির দ্বারা ইহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলের সুখ সমৃদ্ধির ও কারণ হইয়াছিল। বহুদিন অবধি তত্ত্বাবধানের অভাবে ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের আক্রমণে এই নদী ক্রমে ক্রমে জীর্ণা শীর্ণা ও ধরা-গর্ভ-লীনা হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে এখনো বার মাস জল দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থল চৈত্রের প্রারম্ভেই জল বিহীন হইয়া পড়ে। এই নদীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে লোকের গ্রীষ্ম কালে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়া থাকে। গ্রামবাসি বৃদ্ধেরা বিষন্ন হৃদয়ে গল্প করিয়া থাকেন যে তাঁহারা যমুনাতে বহুজন সমাগম, নৌকা বোট প্রভৃতির গতায়াত এবং বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়াছেন কিন্তু এখন তাঁহাদের গৃহের কুল-বধূরা বহুদূর হইতে সেই যমুনার স্থানে স্থানে গাঢ় দামাস্থবিত জল আহরণ করিতে যায়। এ প্রদেশের লোকে বহুদিন অবধি এই এক প্রার্থনা জানাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন গতি করিতেছেন না কেন? এই কাযটী করিলে অনেকগুলি উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ অন্ন-কৃষ্ট পতিত মজুরদিগের অন্ন হয়; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়; তৃতীয়তঃ লোকের যাতায়াতের ও বিশেষ সুবিধা হয়; চতুর্থতঃ লোকের জল কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। গোবর ডাঙ্গা একটী প্রসিদ্ধ স্থান। দুর্ভাগ্যক্রমে বাবু সারদা প্রসন্ন রায় এখন জীবিত নাই, নতুবা তিনি এস ময়ে এই সদনুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে পারিতেন। আমাদিগের বোধ হয় এই নদীটীর পুনরুদ্ধারে যখন সাধারণের উপকার তখন এবিষয়ে এই প্রদেশের অপরাপর অনেক লোকও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। যেরূপেই হউক এই নদীটী পুনরুদ্ধার করিলে ভাল হয়

কোন্ কথা সত্য?

লর্ড র্থব্রুক অকারণ ইংলণ্ডের লোকের নিন্দা ও তৎসনারভাজন হই-

তেছেন বলিয়া আমরা গতবারে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং কোন্ ভারতবর্ষীয়ের হৃদয় না সে জন্য দুঃখিত হয়? কিন্তু আবার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সেখানে তিনি পক্ষসমর্থন করিবার লোক পাইয়াছেন এবং সেই লোক সামান্য লোক নন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সেক্রেটারি ও অণ্ডর সেক্রেটারি উভয়ে পার্লেমেণ্ট মহাসভাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহা রাজনীতিজ্ঞের চাতুরী কিম্বা হৃদয়ের কথা তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক কর্তৃপক্ষদিগের এরূপ অনুকূলতায় লার্ড নর্থব্রুক অনেক আশ্বাস পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু টাইমস প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদ পত্রেরা আজিও অনুকূলভাব ধারণ করেন নাই। গত ২৭ এ মার্চ্চ টাইমস দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব প্রকাশ করেন তাহার মর্ম্ম এই যে রপ্তানী বন্ধ করা ভিন্ন অপর বিষয়েও গবর্ণর জেনেরল এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতভেদ ঘটিয়াছিল; লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাধারণের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া শস্যাদি সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণর জেনরল সাধারণের সাহায্যের মুখাপেক্ষা করিয়াই কার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন। বলিতে কি গত অক্টোবর মাসের শেষ কিম্বা নবেম্বরের প্রথম অবধি দুইটী গবর্ণমেণ্ট (ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয়) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করিতেছিলেন বলিলে হয়।

এই সংবাদটী আমাদের নিকট এক প্রকার নূতন, কারণ আমাদের এই সংস্কার যে রপ্তানী ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের সহিত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল। টাইমস এ সকল কথা কোথা হইতে পাইলেন। অথবা আমরা ভিতরের কথা জানি না! কাম্বেল সাহেবের নোট যখন তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারে, তখন বোধ হয় এ সকল কথারও মূলে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকিতে পারে। সে যাহা হউক এই কথার অনুসারে দর্শন করিতে গেলে উভয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] দিগের কার্য্য আর এক প্রকার দেখায়। প্রথমতঃ লর্ড নর্থব্রুক যে সাধারণের মুখাপেক্ষা করিয়া সাহায্য দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা সত্য। [illegible] যত টাকা দিবেন গবর্ণমেণ্টও তত টাকা দিবেন এই প্রস্তাবই তাহার প্রমাণ। জমিদারদিগকে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে ঋণ দিয়া সেই অর্থে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব দ্বিতীয় প্রমাণ। আর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে এই প্রস্তাবের বিপক্ষ ছিলেন তাহার ও প্রমাণ আছে, তাঁহার সুযোগ্য সেক্রেটারি নাইট সাহেব ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্টে এসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও বোধ হয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরেরই মত প্রতিফলিত হইয়াছিল।

তবে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে পদ ত্যাগ করিলেন তাহাও কি এই মত ভেদ নিবন্ধন? এই কথা প্রকাশ হওয়ার পর তাহাই মনে হয়। কোন কোন সুচতুর পাঠক হয় ত সস্মিত-বদনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন সার রিচার্ড টেম্পল যে বেহারে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাও এই মতান্তর এবং মনান্তরের ফলস্বরূপ। রাজনীতিজ্ঞদিগের চাতুরী দুরবগাহ। তাহার মধ্যে প্রবেশ করা অস্মদাদির কর্ম্ম নয়। আমরা জানি স্বাস্থ্য হানিই সার জর্জ্জ কাম্বেলের পদত্যাগের কারণ এবং লর্ড নর্থব্রুকের সহৃদয়তাই সার রিচার্ড টেম্পলের নিয়োগের কারণ। সে যাহাই হউক রাজনীতিজ্ঞদিগের চাতুরী রূপ ব্যূহভেদের প্রয়াসে প্রয়োজন নাই— লর্ড নর্থব্রুকের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্যাদির কিঞ্চিৎ দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করাই আজিকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লর্ড নর্থব্রুকের বিপক্ষেরা তাহার প্রতি সচরাচর যে যে দোষের আরোপ করেন তাহা এই। (১) রপ্তানী বন্ধ না করা (২) সাহায্য দান বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করা (৩য়) প্রকৃত বিপদকে লঘু করিয়া সাধারণের গোচর করা।

প্রথম কথার উত্তর গবর্ণর জেনেরল নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত সকল যুক্তি সকলের রুচিসঙ্গত হউক আর না হউক কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও সর্ব্বতোদৃষ্টি দেখিয়া কেনা চমৎকৃত হইয়াছেন? আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ডদিগের সভাতে ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে রপ্তানী নিবারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখুন " গবর্ণর জেনরল রপ্তানী বন্ধ না করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের অন্নকষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন কি না এই গুরুতর প্রশ্নটী একবার বিচার করা যাউক। আমার বোধ হয় সকলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় একটী কথা বিস্মৃত হন, তাহা এই অদ্যাবধি যত শস্য রপ্তানী হইয়াছে তাহা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল হইতে রপ্তানী হয় নাই। বঙ্গদেশ হইতে শস্য রপ্তানী হইয়াছে সত্য। কিন্তু বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে এবং শস্যের অভাব অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে শস্য বহনের কষ্টই অধিক * * * * অতএব যখন শস্য বহন করাই দুর্ঘট তখন বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের রপ্তানী বন্ধ করার ফল কি? "

দ্বিতীয়তঃ—লর্ড নর্থব্রুক যে লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা যথার্থ; কিন্তু বোধ হয় তাহাতে কোন

গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, তাহা এই যদি গবর্ণমেণ্ট একেবারে বলিয়া বসিতেন যে "কাহাকেও বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না, যাহা করিবার আমরা করিতেছি" তাহা হইলে লোকে সাহায্য অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া হস্তসঙ্কোচ করিয়া বসিত। যাহারা গবর্ণমেণ্টের মজুরি করিতেছে, প্রথমে কেবল তাহাদিগের জন্য শস্য প্রেরিত হইয়াছিল বটে কিন্তু যাহারা শ্রমে অক্ষম তাঁহাদিগকেও সাহায্য দিবার আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। এমন কি বাজারে শস্য না থাকিলে বাজার দরে গবর্ণমেণ্টের চাউল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিবার অনুমতি করা হইয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যত শস্য আবশ্যক বলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক শস্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করা হইয়াছে। তবে পরমুখাপেক্ষিতা কোথায়? তবে যে শস্যাদি ক্রয় ও সঞ্চয় করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার জন্য লর্ড নর্থব্রুক তত দোষী নন। তাহার দুইটী কারণ আছে, প্রথম—দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সঠীক সংবাদের অভাব, দ্বিতীয় শস্য বহনের সুবিধার অভাব।

প্রথমাবধি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আপনার অধীনস্থ সমুদায় কর্ম্মচারীকে শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন বটে এবং তাঁহারাও সপ্তাহে সপ্তাহে রিপোর্ট করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে দেশের অবস্থা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। এরূপ সন্দিহান অবস্থায় সাধারণ ধনাগার হইতে কতকগুলি অর্থব্যয় করা কি যুক্তিসঙ্গত? দ্বিতীয়তঃ শস্যাদি বহনের ক্লেশ। একে এক মাত্র রেলওয়ে তাহাতে আবার বর্ষার অভাবে নদী খাল প্রভৃতি শুষ্ক এরূপ অবস্থায় শস্য বহনের কিরূপ অসুবিধা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন। এ কারণ শস্য সঞ্চয় করিতে বিলম্ব হইয়াছে। এই দুই অভাব নিবারণের জন্যই সার রিচার্ড টেম্পলের নিয়োগ। কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিবার ক্ষমতার জন্য তিনি বিখ্যাত এবং ত্রিহুতে সে ক্ষমতা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

এখনও একটী কথার বিচার অবশিষ্ট আছে, সেটী এই। লর্ড নর্থব্রুক প্রকৃত বিপদকে বরাবর লঘু করিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন। ইহার দুই প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, (১ম) হয় ত লর্ড নর্থব্রুকের বাস্তবিক সংস্কার যে দুর্ভিক্ষ কষ্ট বিশেষ ভয়ানক হইবে না (২য়) হয় ত ইহার মধ্যে কোন ষ্টেট পলিসি অর্থাৎ (রাজকীয় চাতুরী) থাকিতে পারে, সে চাতুরী কি তাহা আমরা জানি না, হয় ত তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষ কি ভাব ধারণ করে এবং কতদূর ব্যাপী হয় তাহার এখনও স্থিরতা নাই, ইতি মধ্যে যদি সর্ব্বনাশ ঘটিল সর্ব্বনাশ ঘটিল বলিয়া চীৎকার করা যায় তাহা হইলে অর্থ পিশাচ ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় শস্য বদ্ধ করিবে, শস্য অগ্নিমূল্য হইবে এবং অনেক দরিদ্রকে দুর্ভিক্ষ না আসিতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। সে যাহা হউক ফল কথা এই লর্ড নর্থব্রুকের প্রতি ঔদাসীন্য কিম্বা নির্দ্দয়তা ইহার কোন অপবাদ দেওয়া যাইতে পারে না। কাম্বেল সাহেব একে অধীর প্রকৃতির লোক তাহাতে তাহারই রাজ্যে বিপদ সুতরাং তাঁহার ভীত হইবার এবং লোককে সজীব ভূত বিশেষ মনে করিবার যুক্তি আছে; কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক তদ্রূপ সহসা ভীত না হইয়া নিজের ধীরতা, গাম্ভীর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের শাসনের ভার যদি কাহারও হস্তে অর্পণ করা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে এইরূপ হস্তেই ন্যস্ত হওয়া উচিত।

অভিবর্ষতি যোহনুপালয়ন্,
বিধিবীজানি বিবেকবারিণা।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াং
শরদং লোক ইবাধিতিষ্ঠতি ॥

"যে ব্যক্তি বীজের ন্যায় নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বপন করিয়া কাল প্রতীক্ষা করে এবং বিবেকরূপ বারি বর্ষণ করিতে থাকে সে ব্যক্তি শরদের ন্যায় যথা সময়ে ফললাভ করে।" লর্ড নর্থব্রুকের কার্য্যে এই ধীরতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রপ্তানী বন্ধ করেন নাই কারণ তাহাতে পরের ক্ষতির সম্ভাবনা, কিন্তু যেখানে তাঁহার নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা সে স্থানে তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় সে ক্ষতি গণনা করেন নাই। সিমলা গমন বন্ধ করা তাহার প্রমাণ। বঙ্গদেশের জন্য তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী নন, লর্ড মেয়োর ন্যায় তিনি এসময়ে দূরে থাকিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সমুদায় ভার নিজের মস্তকে লইয়াছেন; ইহা কি হৃদয়শূন্যতার কার্য্য? আমরা এরূপ অপবাদ অত্যন্ত ন্যায়বিগর্হিত ও ভ্রমসম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করি।

—:০:—

৺ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।

যাঁহার নাম শীর্ষভূষণ স্বরূপ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করা যাইতেছে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এতদিনে দেশব্যাপী হইয়াছে, তাঁহার জীবন চরিতও এতদিনে সকলের বিদিত হইয়াছে। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এত বিলম্বে আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে আসিলাম কেন? আমরা গতবারে ইহার

একটী জীবন চরিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু প্রস্তাবটী কিছু বিলম্বে লিখিত হওয়াতে গতবারের কাগজে স্থান সমাবেশ হয় নাই। এখন সে সমুদায় কথা পুরাতন হইয়া গিয়াছে সুতরাং সেই পুরাতন কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার বিরহে আজ সমুদায় হিন্দুসমাজ দুঃখিত ও বিষাদ সাগরে নিমগ্ন তাঁহার উদ্দেশে গুটিকত সম্মানসূচক এবং শোকসূচক কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের লোকান্তর গমনে আরও বিশেষ রূপ শোক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে কারণ ধনী শ্রেণীর মধ্যে এরূপ পরিশ্রমী শাস্ত্রানুরাগী ধর্ম্মভীরু ও নিরহঙ্কৃত লোক বোধ হয় আর দুইটী পাওয়া যায় না। যৌবনের প্রারম্ভ অবধি তাঁহার এই সকল সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজের বিদ্যানুরাগ এবং সদনুষ্ঠানপ্রিয়তার গুণে সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় বড় বড় রাজাদিগের নিকট হইতে অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন এবং দেশেরও বড় বড় রাজপুরুষদিগের সমাদর ও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। ইদানীং সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সম্বন্ধেই তাঁহার নাম অধিক পরিচিত হইয়াছিল। যৌবন কাল দুষ্কর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয় সেবায় ক্ষেপণ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় আলস্য নিদ্রায় অভিভূত হওয়া অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয় জীবনের অবসান ভাগ হীনাবস্থ স্বধর্ম্মের রক্ষার্থ নিযুক্ত করা কত গৌরব ও প্রশংসার বিষয় তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম এবং তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে আমরা হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু সমাজ এক প্রকার মস্তকশূন্য হইল। দেশে ধনীর অপ্রতুল নাই; কিন্তু সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ধনীর সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহার ন্যায় আস্থাবান লোক ভিন্ন যে কেহ হিন্দু সমাজের চূড়া হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক তিনি এখন পরকাল গত, জগদীশ্বর সেখানে তাঁহাকে তাঁহার সদনুষ্ঠান সকলের পুরস্কার প্রদান করুন।

আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের একটী ভ্রম।

কিছু দিন হইল বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা বিষয়ে আমরা একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। অনুবাদক মহাশয় বোধ হয় প্রস্তাবটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন সোমপ্রকাশ বলেন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যবহার করা উচিত। আমাদিগের ত স্মরণ হয় না যে কখন এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি; বরং আমরা চিরদিন এই মতের বিপক্ষ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি ইহার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য কিছুই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সকল প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা উন্নত রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুরূপ। তবে যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের ভার নয় এবং লক্ষ্যও নয় আমরা তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণরূপে একবাক্য হইতে পারি না। ইতি মধ্যে কোন সহযোগী বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক পুস্তক পড়াইলে যে প্রকৃত ধর্ম্মনীতির উন্নতি হয় তাহা বলা যায় না। আমরা তাঁহার কথার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিয়াছিলাম যে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিলে ছাত্রদিগের ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব; কারণ মনুষ্য যখন সৎ সংকল্প করে কিম্বা সদনুষ্ঠানে রত হয় তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা তাহার মূলে কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি মনুষ্য পূর্ব্বে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করে বিচার করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সংস্কার অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বহু-পরিমাণে পাঠ করিলে সেই সংস্কারের সংখ্যা বর্দ্ধিত এবং হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে থাকে, এবং কার্য্যকালে সেই সকল সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা। তবে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলেই যে লোকে সচ্চরিত্র হইবে তাহাও বলা যায় না; কারণ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক ধর্ম্মশাস্ত্রের গাম্ভীর্য্যও অনেক মনুষ্যের পাপ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে না। আমরা যে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠের কথা বলিতেছি এখনও কি আমাদের বিদ্যালয় সমূহে সেরূপ পুস্তক ব্যবহার করা হয় না? তবে তাহার সেরূপ ফল দর্শে না কেন? এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম সৎগ্রন্থ অপেক্ষা সৎ গুরুর প্রয়োজন অধিক। কে না জানেন যে শিক্ষকের চরিত্র সচরাচর ছাত্রের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। যেমন একজন বিকৃত স্বভাব শিক্ষকের সহবাসে শত শত যুবাপুরুষ নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ একজন সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের সদ্দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তির ধর্ম্মনীতি উন্নত হয়।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পাঠনার রীতিভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষাতে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু শিক্ষকেরা সেগুলি কেবল পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পড়াইয়া থাকেন, সেগুলি

বালকদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তত প্রয়াস পান না। সেই কারণেই ছাত্রদিগের চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে তত উন্নতি লক্ষিত হয় না।

দলাদলি।

দলাদলি বলিলেই কি বুঝায় তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। যতদিন মনুষ্যের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার থাকিবে, যতদিন স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিবার রীতি থাকিবে, ততদিন মনুষ্য সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইবে। তাহা এক প্রকার অপরিহার্য্য; মনুষ্য সমাজ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হয় তাহা তত শোচনীয় নয় কিন্তু এই উপলক্ষে লোকে সচরাচর যেরূপ জঘন্যতা প্রকাশ করেন তাহাই শোচনীয়। দলাদলি অনেক অনিষ্টের কারণ।

প্রথমতঃ ইহাতে সত্যানুরাগের হ্রাস করে। প্রথম প্রথম হয় ত কোন দেশহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব কিম্বা কোন বিশেষ মতের মীমাংসা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয় কিন্তু অবশেষে দলের পাণ্ডারা সেই সদনুষ্ঠান কিম্বা সেই বিশেষ মত বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, এমন কি বিপক্ষদিগের যুক্তি সারগর্ভ এবং কল্যাণকর বলিয়া প্রতীতি জন্মিলেও স্বীয় দলের গৌরবহানির আশঙ্কায় তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমে কেবল মাত্র মতের অনৈক্য লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয় কিন্তু পরিশেষে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের চরিত্র লইয়া টানাটানি পড়ে। এক দলের লোক অপর দলস্থ ব্যক্তিদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের কুৎসা প্রচারে অতুল আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহারাও প্রতিহিংসা করিতে ত্রুটী করেন না।

তৃতীয়তঃ বিপরীত মতাবলম্বিদিগের প্রতি এরূপ একটী বিতৃষ্ণা জন্মে যে তাঁহাদের তিল প্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ বোধ হয়। মনুষ্য যে সকল যৎসামান্য অপরাধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী প্রতিদিন উপেক্ষা করে এবং বন্ধুত্বের অনুরোধে শতবার মার্জ্জনা করিয়া থাকে দলাদলির চক্ষে তাহা ভয়ঙ্কর ও অমার্জ্জনীয় বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থতঃ, ইহা মনুষ্যকে কপটতারূপ নীচ ও নিকৃষ্ট দোষে লিপ্ত করে। দলভুক্ত না হইলে হয় ত যে কার্য্য কিম্বা যে কথা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া বলিতে লোকে কুণ্ঠিত হইত না, নিজ দলস্থদিগের সেই কার্য্য ও সেই কথা হয় ত অনেক সময় দলের অনুরোধে বিপক্ষ দলের নিকট নির্দ্দোষ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রচার করে।

এই সকল কারণেই আমরা দলাদলিকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি। যাহারা কোন দলভুক্ত হন তাঁহারা সকলেই যে এই সকল দোষের আধার আমাদের এরূপ বক্তব্য নয়; কিন্তু যাঁহারা দলের মধ্যে থাকিয়াও দলাদলির এই সকল দোষে লিপ্ত হন না এরূপ লোক কোথায়? যদি কেহ থাকেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। যাঁহারা অম্লানমুখে আপনাদের পরাভব স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; শত্রুরও সদ্‌গুণ দেখিলে যাঁহারা মুগ্ধ হন এবং হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করেন এবং কপটতা ও বাগ্‌জাল দ্বারা সত্য গোপন ও অসত্য প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা প্রয়াস পান না এরূপ লোকের সংখ্যা শতের মধ্যে একজন হইলেও অধিক বলিতে হইবে। সকল বিষয়েই দলাদলি সম্ভব। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দলাদলির অনেক ঘৃণিত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যেও দলাদলি দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ দলাদলি ইংলণ্ডে যথেষ্ট আছে: এ দেশে এত দিন বড় ছিল না কিন্তু ক্রমে তাহাও দেখা দিতেছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ করিয়া দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের নামকরণ করিতে গেলে একটীকে নর্থব্রুকের দল এবং অপরটীকে কাম্বেলের দল বলিতে হয়। আমরা কোন্ কথা সত্য বলিয়া যে প্রস্তাবটী পত্রস্থ করিয়াছি, তাহাতে এই দলাদলির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কে না দুঃখিত হইবেন? টাইমস পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও কাম্বেল সাহেব এক দিকে এবং ষ্টেট সেক্রেটারি অণ্ডর সেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরল এবং ইংলিসমান প্রভৃতি অপর দিকে। এই দলাদলির জন্য সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। লোকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিতেছে না, সেজন্য সাধারণের সাহায্য দানেরও ব্যাঘাত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আমরা উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়া আসিলাম তাহারও অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে না। ইংলিসমান ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক স্মিথ সাহেবকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। স্মিথ সাহেবের প্রেরিত সংবাদগুলি যে অত্যুক্তি দূষিত তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু তাঁহার মনের সেই প্রকার সংস্কার হইতে পারে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছেন বলিলে অতিরিক্ত বলা হয়। লাট নর্থব্রুক যে স্মিথ সাহেবকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রূপে নিযুক্ত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন তাহাও এই দলাদলি বিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হয়।

ফ্রেণ্ডের সম্পাদক যেন মনে না করেন যে আমরা তাঁহাকে এই দলাদলির অপবাদ হইতে অব্যাহতি দিতেছি, তিনি মধ্যে সার রিচার্ড টেম্পল সম্বন্ধে যে একটী প্রস্তাব প্রকাশ করেন তাহাও এই দোষে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সার রিচার্ড টেম্পলকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অনুরোধ করার অর্থ কি? তাহাতে তাঁহার গবর্ণর জেনরলের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। কোথায় সকলে দেশ রক্ষার জন্য একবাক্য হইয়া কার্য্য করিবেন, কিসে দরিদ্রদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রাণ রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া সকলেই পরস্পর নিন্দা ও কুৎসা প্রচারে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন দেখিয়া হৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও দুঃখের সঞ্চার হয়।

বিবিধসংবাদ।

৮ ই বৈশাখ সোমবার।

ত্রিহুতের দুর্ভিক্ষ পীড়িত উপবিভাগ সমূহে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, কেহ সর্দ্দার আকুব খাঁর কথা কহে কিম্বা তাঁহার প্রশংসা করে কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ আমীর সিয়ার আলী কাবুলের চতুর্দ্দিকে চর সকল নিযুক্ত করিয়াছেন।

মহিসুরের লোকদিগের এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছে, রুশীয় সম্রাট কন্যার সহিত এডিনবর্গের ডিউকের যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারা বলে এটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, রাজ্ঞীর সহিত রুশীয় সম্রাটের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইলে আর রুশীয় হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণের ভয় থাকিবে না, এদেশীয়দিগের হৃদয়ে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিবার জন্যই এই জনরব করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার ম্যাকনামারা স্বদেশ যাইতেছেন বলিয়া এদেশীয়েরা তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেন, এবং তিনি তাহার যে উত্তর দেন তাহার একস্থলে বলিয়াছেন, "আমি এ দেশে ২০ বৎসর কাল বিলক্ষণ স্বাস্থ্য সুখ অনুভব করিয়াছি, এক দিনের জন্যও আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই, এক দিনের জন্যও আমি অবসর পাই নাই। গবর্ণমেণ্টের যে ছুটী দিবার নিয়ম আছে, এক দিনও তাহা ভোগ করি নাই"। আমরা বিস্মিত হইতেছি ডাক্তার ম্যাকনামারা একটী দিনও পর্ব্বত বাস করিলেন না, কিরূপে তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষা হইল?

"পিওনিয়রের পারিস নগরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, তথায় একটী "বিউটী এসিওরেন্স কোম্পানি" হইতেছেন। তাঁহারা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবেন। প্রত্যেক সৌন্দর্য্য রক্ষার্থিনী তাঁহার সৌন্দর্য্যের মূল্য যত ইচ্ছা নিরূপণ করিতে পারেন; তদনুসারে অবশ্য তাঁহাকে প্রিমিয়ম দিতে হইবে। কোম্পানি ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত দায়ী, সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন দৈবাধীন ঘটনায় পীড়ায় অথবা অন্যান্য কারণে তাহার সৌন্দর্য্য যায় তবে কোম্পানি দায়ী। সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা পুরুষের চক্ষে হইবে, এবং যিনি পরীক্ষা করিবেন, তাঁহার বয়স কুড়ির নীচে এবং পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হইলে হইবে না।"

অষ্ট্রেলিয়াতে একপ্রকার শ্বেত পাথরিয়া কয়লার আবিষ্কার হইয়াছে। উক্ত কয়লা কাষ্ঠের ন্যায় জ্বলে ও তাহা হইতে ধুম নির্গত হয় না।

৯ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গীরে হেড কোয়াটার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবেন, তৎপরে হেড কোয়াটার হইতে রিলিফ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।

চীনেরা এক প্রকার বৃক্ষ উৎপাদন করিতেছে, দিবসের মধ্যে তিনবার উহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু জগদীশনাথ রায় চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার জন ষ্ট্রাচি আগামী কল্য কলিকাতায় আসিবেন।

আগামী বৃহস্পতিবার চতুর্থ ফৌজদারী সেসিয়নের অধিবেশন হইবে।

রাজা কালীকৃষ্ণের মৃত্যুতে রাজা কমল কৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি হইয়াছেন।

গ্রেট ব্রিটনের প্রায় ২০ হাজার জাহাজ ও ৩০ হাজার ষ্টীমার এই পৃথিবীর বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এগুলি ব্রিটেন এবং ইউরোপকে ধনী করিতেছে।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন কোন মহান্ত ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন না, কারণ সে সম্পত্তি মহান্তের নহে, তাহা সেই গদির সম্পত্তি। তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন উহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, গদি রক্ষা করিবেন, গদির বিষয় নষ্ট করিতে পারিবেন না। এটী উচিত নিষ্পত্তিই হইয়াছে।

কলিকাতার মধ্যে এবং চতুঃপার্শ্বে সর্ব্বশুদ্ধ ১০২ টী জাইণ্টষ্টক কোম্পানি আছেন। ইহাদের মূল ধন ৮৩৮৩৮০০০ টাকা। প্রতি বর্ষেই এই টাকা বৃদ্ধি হইতেছে।

লেডি হবার্ট মান্দ্রাজের রাজগণের অন্তঃপুরে গিয়া রাণীদের সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা রুশীয় সম্রাট ও পারস্যের সাহার নিকট দূত প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন।

একণে যে বিবিটী বেথুন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে সন্তোষকর পরীক্ষা দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৮০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

১০ ই বৈশাখ বুধবার।

গত শীতকালে লাহোরে ২৫ হাজার মণ বরফ সংগৃহীত হইয়াছে।

বোম্বাইর অন্তর্গত কোলাবা নামক স্থানের ৮০ টী পল্লীর অধিবাসীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিবেন না। সেবন করিলে [illegible] হইবেন।

এডুকেশন গেজেটের রাজমহলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, " ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের যে শাখা তিনপাহাড় হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, উহাকে রাজমহল লাইন কহে। বিগত ১৩ই এপ্রেল ঐ লাইনে একটী লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। রাজমহল হইতে রাত্রি দুইটার সময় ট্রেণ তিনপাহাড়ে যায়, সেই ট্রেণচক্রে অনেক হতভাগ্য নিষ্পেষিত হইয়া শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরোহী অথবা রেলওয়ে সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারীও নহে, এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারিবর্গের অসতর্কতা নিবন্ধনও এই ঘটনাটী সংঘটিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে ঐ ব্যক্তি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, তাহার পক্ষে পীড়ার যাতনা এতই অসহ্য হইয়াছিল, যে রাত্রিযোগে গোপনভাবে আসিয়া লাইনের উপরিভাগে পড়িয়াছিল। এই ব্যক্তির কি ভয়ানক পীড়া, এবং তাহার যন্ত্রণা যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা আমরা অনুমান করিতেও অক্ষম হইতেছি। বাষ্পীয় শকট যখন গমন করিতে থাকে, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন শত শত মত্ত মাতঙ্গ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে। এরূপ ভীষণ শত্রুর সহিত আলিঙ্গন করা সামান্য ব্যাধি অথবা সামান্য যন্ত্রণার কার্য্য নহে।

" বিলাতে একজন ভদ্র মহিলার একটী ভয়ঙ্কর রোগ জন্মিয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার হস্ত পদাদি ধনুষ্টঙ্কারাক্রান্ত রোগীর ন্যায় কঠিন হইয়া কম্পিত হইতে থাকে। তাহার উদরে সর্পের ন্যায় একরূপ উরগ জন্তু অবস্থিতি করিতেছে। উহা যখন তাহার গলার ভিতর উপস্থিত হয়, তখনই তাহার পীড়ার আবির্ভাব হয়। সর্পটি তাহার গলার ছিদ্র বদ্ধ করিয়া ফেলে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বদ্ধ হইয়া তিনি ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। সর্পটি যখন পুনরায় উদরে প্রবেশ করে তখন তাহার চৈতন্য হয়। সর্পটি কখন কখন মুখের বাহিরে আসিয়াও পড়ে এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া পুনরায় পেটের ভিতর গমন করে। এক দিন কোন পাদরী তাহাকে দেখিতে আসেন। সে দিন তাহার পীড়া উপস্থিত হয় ও সর্পটির কতক অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি উহা হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরেন এবং টানিয়া বাহির করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে, পাদরী সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া সাপটি ছাড়িয়া দেন, এবং উহা পুনবায় রোগীর উদরমধ্যে প্রবেশ করে। সাপটি সচরাচর মুখের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং জিহ্বাদ্বারা স্ত্রীলোকটীর তালু চাটিতে থাকে। এই সময় তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, এবং বোধ হয় যেন তিনি নরক ভোগ করিতেছেন। সাপটির পরিধি অর্দ্ধ বুরুল, বর্ণ কাল, গাত্রে চুলের ন্যায় একরূপ পদার্থ আছে, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্য কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। একজন ডাক্তার দুই বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত চিকিৎসা করিয়া অসাধ্য রোগ বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর দুইজন ডাক্তার এক্ষণ তাহাকে দেখিতেছে না তাহারা সাপটিকে বাহির করিবার চেষ্টায় আছেন, এবং রোগীও তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। রোগীর ক্ষুধা তত প্রবল নয়, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতি দেখিলে তাহাকে সুস্থকায় বলিয়া বোধ হয়।

" কলিকাতার ছোট আদালতের পঞ্চম জজ টমাস জোন্স সাহেবের নিকট একটী চমৎকার মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। সেখ বাবু নামক একজন খিদমতগার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রবার্ট নাইট সাহেবের নামে নিজ বেতনের জন্য ৮ টাকার দাবীতে নালিশ করে। নাইট সাহেব আদালতে বলেন যে, বাদী কেবল মাত্র কয়েক দিবস কর্ম্ম করায় (পূর্ণ মাস না হওয়ায়) তিনি তাহাকে সম্পূর্ণ মাসের জন্য বেতন দেন নাই। বাদী এতদুত্তরে নাইট সাহেবের স্বাক্ষরিত এক সার্টিফিকেট দেখায় এবং বলে সে পীড়িত হওয়াতে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। নাইট সাহেব বলেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদীকে সার্টিফিকেট দিই নাই। বাদীর কর্ম্মের বিষয় এবং পীড়িতাবস্থায় পদত্যাগের বিষয় কিছুই জানি না। সমন প্রাপ্তির পর জানিলাম, বাদী কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। সেক্রেটরি আফিসের একজন পিয়ন প্রার্থনা করে যে, " এতদ্দেশের নিয়ম আছে যে, একস্থান হইতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া অন্যত্র কর্ম্মের প্রার্থী হইলে সার্টিফিকেট দেখাইতে হয়। অতএব একজন পীড়িত হইয়াছে, তজ্জন্য সে একখানি সার্টিফিকেট প্রার্থনা করে। " আমি তদনুসারে তাহাকে সার্টিফিকেট দিই। সেখ বাবুকে দিই নাই। নাইট সাহেব [illegible] সার্টিফিকেট দেখিতে চাহেন, কিন্তু বাদী তাহা নাইট সাহেবের হাতে দিতে চাহে না। পরিশেষে অনেক জিদের পর নাইট সাহেবের হাতে দিবা মাত্র নাইট সাহেব সার্টিফিকেট ছিঁড়িয়া ফেলেন, এবং দশ টাকার একখানি নোট জজের ক্লার্কের হাতে দিয়া প্রস্থান করেন। পরে এই মোকদ্দমার রিপোর্ট ইংলিসম্যানে পাঠ করিয়া ছোট আদালতের প্রথম জজ পঞ্চম জজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে একথা সত্য কি না? পরে তিনি সত্য জ্ঞাত হইয়া উকীল সাণ্ডাসনকে নাইট সাহেবের নামে পিনাল কোডের ৩ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। "

সর ষ্টাফোড নর্থকোর্ট সাহেব ইংলণ্ডের বজেট প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ১৮৭৩ অব্দের আয় ৭৭,৩৭৫০,০০০ টাকা হইয়াছিল, ব্যয় ৭৬৫০০০,০০০ হয়। আশাণ্টি যুদ্ধের ব্যয় এই টাকার মধ্যেই গণ্য। ১৮৭৪ অব্দের আনুমানিক আয় ৭৮ কোটি, এবং ব্যয় ৭২॥ কোটি ধরা হইয়াছে. অতএব ৫॥ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতেছে। সুতরাং ইনকম টাক্সের হার এক পেনি কমান হইবে। চিনির মাশুল ১ মা মে হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। আর ৪॥ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইবে, ১০ লক্ষ টাকা দ্বারা স্থানীয় করের লাঘব সাধন করা হইবে। ঘোড়ার লাইসেন্স উঠিয়া যাইবে, এই সকল করিয়া ৪৭,২০,০০০ টাকা বাকি থাকে। সর ষ্টাফোড সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই টাকা হইতে যদি আবশ্যক হয়, তবে ভারতবর্ষের সাহায্যের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অতঃপর যাবতীয় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকদিগের বেতন ৫০০ টাকা করিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বঙ্গদেশের জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকদিগের ভাগ্যে ১৫০ টাকার অধিক আয় ঘটিল না।

কলিকাতা হইতে ভাগলপুরে যত চাউল প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সাত হাজার মণ চাউল চুরি হইয়াছে। রেলওয়ে পুলিস কি করেন?

মৌলবী আব্দুল হাই কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান মৌলবী হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী সর্দার আকুব খাঁকে করা এবং মেমনা নামক দুটী স্থান দিতে সম্মত হইয়াছেন। আকুব খাঁ ত করা অধিকার করিয়াছেন, দ্বিতীয় স্থানটীও রক্ষা করা কঠিন এই ভাবিয়াই বোধ হয় আমীর উহা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জনশ্রুতি এই কাণ্ডাহারের গবর্ণর নিজ দুর্গ সুদৃঢ় করিতেছেন এবং আকুব খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতেছেন।

অদ্যকার কলিকাতা গেজেটে আহারীয় শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান, বীরভূম বাঁকুড়া যশোহর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ঢাকা, পাটনা কটক এবং হাজারিবাগে সাধারণ লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাকুড়া ২৪ পরগণা বগুড়া পাবনা, দারজিলিঙ ময়মনসিংহ সিলেট হিলটিপারা ত্রিহুত সাওতাল পরগণা এবং পুরীতে মূল্য কমিয়াছে। অন্যান্য স্থানে মূল্য সমান রহিয়াছে। কুচবিহার এবং পূর্ব্বাঞ্চলের কয়েকটি স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্রেই বৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন। মানভূমে লোকে বীজধান্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, যে স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছিল না সেখানেও লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। অনেক স্থানেই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, পাটনা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে বসন্ত দেখা দিতেছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে ১০০০০০ টাকা তাঞ্জোর হইতে কাবালোর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য ব্যয় হইবে।

১১ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

৭ ই এপ্রেল লক্ষ্ণৌএ ছায়ার তাপমান যন্ত্রে ১০২ ডিগ্রি পারা উঠিয়াছিল।

সম্প্রতি রামপুরের নবাব একদিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সি এ, ইলিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। নবাব জুতা দ্বারা সাহেবের সম্মান রক্ষা করিতে অসম্মত হওয়াতে তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। আমরা আশা করি নবাব এবিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করিবেন।

সম্প্রতি বৃন্দাবনে একজন যোগীর ১০৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একটী বট বৃক্ষের তলায় বসিয়া সর্ব্বদা ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। এক পোয়া মিষ্টান্ন ও এক পোয়া দুগ্ধ মাত্র আহার ছিল। এইরূপে ৪০ বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। ভরতপুরের রাজা উঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

মথুরার প্রসিদ্ধ শেটদিগের গুরু রঙ্গচারির সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এক কোটি এগার লক্ষ টাকা গোবিন্দজীর সেবার্থ উইল করিয়া গিয়াছেন, কেবল তাহার পুত্র মাসিক ২৫০ এবং তাহার স্ত্রী ১৫০ টাকা করিয়া পাইবেন।

নেপাল হইতে ১৫ হাজার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক ইংরাজ অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে।

এক্ষণে মধুবনী উপবিভাগে প্রতি মাসে রিলিফ কার্য্যে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

দাক্ষিণাত্যের কুবকুলা নামক একটী স্থানে ভয়ানক এক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একজন মাড়ওয়ারির নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে যায়, সে যেরূপ নিয়মে টাকা কর্জ্জ চায়, মাড়ওয়ারি তাহাতে সম্মত না হওয়াতে সে ও তাহার একজন বন্ধু উহাকে বাঁধিয়া একটী পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথা হইতে ফেলিয়া দেয়।

সম্প্রতি ত্রিচিনপল্লির একজন অধিবাসী বাজী রাখিয়া এক বোতল এরাক্ (সুরা বিশেষ) পান করিয়া শমন সদনে গমন করিয়াছে।

গত সোমবার কর্ণেল হাউত, মেজর এল, টি ট্রেভার, মেজর সি, এইচ লিউয়াড, এটকিন্সন এবং সি, বি, ক্লার্ক, বেঙ্গল মিউজিক স্কুল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়া আসিয়াছেন।

১২ ই বৈশাখ শুক্রবার।

এক ব্যক্তি ঢাকা হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"১। বিক্রমপুর উর্ব্বরামাতৃক দেশ; সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই শস্যশালী। গত বারেও তথায় বিস্তর ধান্য হইয়াছে; সুতরাং দুর্ভিক্ষের নাম মাত্রও নাই। এবার চর জমিতে মোটাধানের গাছ বিলক্ষণ হইয়াছে। বৈশাখের শেষে উহার ফল পাকিবে সে সময়ে এস্থলে ধান্য কিছু সস্তাদরে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা।

২। মালখা নগর প্রভৃতি স্থলে ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে। তত্রত্য লোকেরা নগরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

৩। এখানে উৎকোচের বড় প্রাদুর্ভাব। সেদিন একজন মোক্তার এই বলিয়া ফৌজদারীতে নালিস করিয়াছে যে, ঘুস না দেওয়াতে একজন আমলা তাহাকে বিলক্ষণ কসিয়া একটা চপেটাঘাত করেন। ঘুস আদায়ের বিলক্ষণ উপায়ই বটে, দেখা যাউক প্রমাণে ও বিচারে কি হয়। এখনও আদালত সকলে যে সকল লম্বোদর গজানন আছেন, তাহাদিগকে শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৪। গত কল্য বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে প্রায় ৫০০ শত লোক হইয়াছিল। ঢাকার প্রধান ও সম্ভ্রান্ত সকলেই প্রায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবু আনন্দচন্দ্র সেন বার্ষিক রিপোর্ট

পাঠ করেন। রাস্তা খাল প্রভৃতি বিষয়ে সভা বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বিক্রম পুরের উচ্চারণ দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সভা হইতে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই সভায় বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাবু রামপ্রসাদ সেন বক্তৃতা করেন। প্রসন্নবাবুর বক্তৃতা ও মথুর বাবুর প্রবন্ধ নিতান্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। সমাজের বলক্ষয় সম্বন্ধে প্রসন্ন বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। মথুর বাবুর প্রবন্ধ কৃষি বিষয়ে ছিল, উহাতে বিস্তর সার কথা বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশের প্রতি ইহাদের অনুরাগের আতিশয্য দেখিয়া আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

১৩ ই বৈশাখ শনিবার।

যাবতীয় ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে দেখা যাই-তেছে, বর্ত্তমান শস্য এবং আশুধান্যের চাসের নিমিত্ত লোকে বৃষ্টির জন্য হাহাকার করিতেছে। শিলাবৃষ্টি এবং ঝড়ে অনেক স্থানের আম্র নষ্ট করিয়াছে। ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে বসন্ত ও ওলাউঠা হইতেছে।

বর্দ্ধমান ও হুগলীর সাংক্রামিক জ্বরের প্রকৃতি ও কারণ প্রভৃতি অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার ডি উইলকিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ নিমিত্ত লার্ড নর্থব্রুক যে প্রস্তাব লিখ্য এবং পুরস্কারের ঘোষণা করেন তাহার কি হইল?

মুন্সী প্যারীলাল কায়স্থদিগের বিবাহের ব্যয় কমাইবার বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। এক্ষণে ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। সম্প্রতি হাইকোর্টের প্রায় একশত কায়স্থকে এ বিষয়ে স্বাক্ষর করাইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে এদেশীয় কতকগুলি অশ্বারোহী সেনাকে শীঘ্র ব্রিচ লোডার দেওয়া হইবে। এদেশীয় সেনার হস্তে ব্রিচ লোডার!

সিন্ধু ও পঞ্জাব রেলওয়ের দুইজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। হব হাউস সাহেব এই সকল ধার্ম্মিকের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টায় আছেন।

সার রিচার্ড টেম্পল আজিও দরভাঙ্গায় রহিয়াছেন।

এ বৎসর মক্কায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার যাত্রী গমন করিয়াছিল।

পিয়নিয়রের একজন সংবাদদাতা আসামে নাগাদিগের এক আশ্চর্য্য রীতির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন নাগাদিগের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী পৃথক বাটী থাকে, ঐ বাটীটী যাবতীয় অবিবাহিত যুবকের নিদ্রা যাইবার স্থান।

খোকাদিগের গুরু রাম সিংহ এক্ষণে রেঙ্গুন জেলে রহিয়াছেন। চারিজন হিন্দু কয়েদী তাহার পরিচর্য্যার্থ রাখা হইয়াছে. তাহার জন্য একটী গাভী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, তিনি সেই গাভীর দুগ্ধপান করেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৩৬৯৬৪ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। মান্দ্রাজে ১১৮২৭০ টাকা হইয়াছে।

রেঙ্গুনে ধান্যের মূল্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এক্ষণে ১০০ খোড়া ধান্যের মূল্য ১০৫ টাকা হইয়াছে। কৃষকেরা লোভে পড়িয়া ৮০। ৮৫ টাকায় ধান্য বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিজের জন্য ১০০ টাকারও অধিক দিয়া পুনরায় উহা ক্রয় করিতে হইবে।

৮ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৬৫৫৯০ টাকা উঠিয়াছে। ৩১ এ মার্চ্চ কলিকাতায় ২০ হাজার এলাহাবাদে ১১ হাজার এবং ১১ ই এপ্রেল কলিকাতায় আর ২০ হাজার টাকা পাঠান হয়।

মার্কুইস অব সালিসবরি বঙ্গদেশের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের প্রায় সকল স্থান হইতে রিলিফের জন্য আবেদন পত্র সকল আসিতেছে।

রঙ্গপুরে চাউলের মূল্য হঠাৎ ৪ টাকা হইতে ৬॥০ টাকা মণ দাড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের চাউল লইয়া যাইবার জন্য সকল গাড়ি প্রভৃতি বদ্ধ হওয়াতে অন্যান্য ব্যবসায়ীর ব্যবসা চলিতেছে না, তাহাতেই এই রূপ মূল্য বৃদ্ধ হইয়াছে।

মানভূমের স্থানে স্থানে লোকে মহুয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাতে লোকে পীড়িত হইতেছে।

চম্পাঘাট হইতে দরভাঙ্গায় যাইতে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয়, কিন্তু ইহাতে গুরুতর ক্ষতি হয় নাই।

মধ্যপাড়া নামক একটী পল্লীতে তিন শত ঘর গৃহস্থ চতুর্থাংশ মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। পীড়ারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয় একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে রেঙ্গুনের চাউলের কলে যে আগুণ লাগিয়াছিল তাহাতে ২৭ হাজার বস্তা চাউল এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার খোড়া ধান্য পুড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছেন।

অযোধ্যার গণ্ডা এবং বেহোম বিভাগে রিলিফের কার্য্য বিলক্ষণ চলিতেছে।

১ লা জানুয়ারি হইতে ১ লা এপ্রেল পর্য্যন্ত আকায়াব হইতে কলিকাতায় ২০০৫১ টন চাউল আসিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া দরভাঙ্গা হইতে নিম্ন লিখিত টেলিগ্রামগুলি পাইয়াছেন।

১৬ই এপ্রেল--মজুর দিগকে [illegible] খাটাইয়া লইবার ব্যবস্থা করাতে দরভঙ্গা এবং মধুবনী উপবিভাগে রিলিফ কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। প্রায় ১ লক্ষ মজুর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। যেরূপ বেতন দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কেবল [illegible] সময়ে লোকের চলিতে পারে, এবং তাহাতে বলবান ও যথার্থ পরিশ্রমী মজুর দিগেরও জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৭ ই এপ্রেল—বিক্রয়ের বন্দোবস্ত অভাবে অধিক পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের চাউল

বিক্রীত হইতেছে না। বিক্রয়ের স্থান এবং বিক্রয়কারীর সংখ্যা অতি অল্প। দলে দলে লোক গোলায় আসিয়া চাউলের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর তবে তাহারা চাউল পায়। বাজারে চাউল বিক্রয় প্রায় নাই।

১৮ ই এপ্রেল—অদ্য দুটী অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটী এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, বিস্তর শস্য পুড়িয়া গিয়াছে। রিলিফওয়ার্ক বন্ধ হইয়াছে, তাহাতে লোকের অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে দরভাঙ্গার নিকটে আর একটী অগ্নিকাণ্ড হয়। অদ্য তত্রত্য বাজারে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। চাউল লইয়া যাইবার কিছু গোল হইয়াছে। ৩ হাজার গরুর গাড়ি আজি দশ দিন চাউলের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। পশুপীড়া আরম্ভ হইয়াছে বহিরাতে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এবং মেজর কাণ্টজো বক্তারঘাট হইতে উত্তর বিহারে অতি সত্বরতা সহকারে চাউল প্রেরণ করিতেছেন। যে ৩০ লক্ষমণ চাউল কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছিল, তাহার ২০ লক্ষ মণ পাঠান হইয়াছে। দিবারাত্রি এত কাজ চলিতেছে যে মেজর কাণ্টজো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪৯০০ গাড়ি চাউল পাঠাইতে পারেন।

১১ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি বিহারে ৩০৭২৪ টন চাউল লইয়া গিয়াছেন।

বস্তিতে রিলিফ কার্য্যে দলে দলে লোক আসিতেছে। এক্ষণে তথায় মজুরের সংখ্যা ৮০ হাজার হইবে। গোরক্ষপুরে ৫০ হাজার মজুর খাটিতেছে। উত্তর ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে আর ৪০ হাজার লোক রিলিফ কার্য্য এবং দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

ভুট হইতে অনেকে মির্জ্জাপুরে উঠিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আহারীয় শস্য ক্রয় করিবার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়াতে তাহারা সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছে। ব্যাণ্ডা এবং কানপুরে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে সুতা কাটিবার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হইতেছে।

—:•:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই এপ্রেল। পাটনার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী দ্বারকাপ্রসাদ কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এচ ব্রিমলি কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

উত্তর বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ নিম্নলিখিত আফিসরেরা রাজসাহী বিভাগে কিছুদিনের জন্য প্রতিনিধি বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন

নাটোরের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু

বগুড়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী শঙ্কর রায়।

১৮ ই এপ্রেল। বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কাশী কিঙ্কর সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন

বাবু অমূল্য চরণ মল্লিক পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর এচ, রেনি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইলেন এবং বক্সা উপবিভাগের ভার পাইলেন

২১ এ এপ্রেল। বাবু জগদীশ নাথ রায় চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইলেন

বাবু কৃষ্ণহরি বসু কিছু দিনের জন্য মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩১ এ মার্চ্চ। মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কালী প্রসন্ন রায় চৌধুরী ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

মানভূমের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর ডি হেয়ার ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারা অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী মহাম্মদ আলী তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত সন্দীপের মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু আপাততঃ কিছু দিনের জন্য রাঙ্গুনের প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর এচ, রেনি যিনি বক্সা বিভাগের ভার পাইয়াছেন, জলপাইগুড়িতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। ইনি আরো বক্সাতে মুন্সেফের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত পাচম্বার অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন কাবেল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

২১ এ এপ্রেল। কাপ্তেন আর টি, হেয়ার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং মানভূমে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান বণিকদিগের প্রার্থনানুসারে লিবারপুলের

যেরূপ ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনার্থ এক সভা আহ্বান করেন।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য অর্থনিধিতে [illegible] সংগৃহীত হইতেছে।

এবার ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে ডাক্তার লিবিঙ্গষ্টোনের মৃতদেহ কবরিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের জন্য ৩ কোটি টাকা ঋণ করা যাবে স্থির হয়, কিন্তু একণে ৫ কোটি ঋণ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

কাপ্তেন গ্লবার আশান্টি যুদ্ধের জন্য কে, সি, বি, এবং কে, সি, এম, জি, উপাধি পাইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। লুসিয়ানায় ভয়ানক জল প্লাবন হইয়া গিয়াছে।

ম্যান্সন হাউস ফেমিন রিলিফ ফণ্ডের কামিটী কলিকাতায় আর ২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন।

এবার আমেরিকায় গম অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অধিক ভূমিতে গমের চাস করা হইয়াছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বক্রপুরের কোন স্থানে একটী রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। এতৎসময়ে দরিদ্র লোকে কার্য্য পাইবে বলিয়াই এ অনুষ্ঠানটী আরব্ধ হইয়াছে। যে স্থান দিয়া রাস্তাটি যাইবে তাহা বনয়ারী আবাদের মহারাজার এলেকাভুক্ত। স্থানীয় কর্ম্মচারী ঐ স্থানের মালিকি স্বত্ব মহারাজা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করেন, এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন। মহারাজা বাহাদুর দানে মুক্তহস্ত। তিনি ঐ ভূমিখণ্ডের কিছুমাত্র মূল্য গ্রহণ করেন নাই। বিনা মূল্যে আপন স্বত্ব গবর্ণমেন্টকে অর্পণ করিয়া দানশৌণ্ডতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ঐ ভূমির আয়তন কিছু অল্প নহে।

২। কেন্দু গ্রাম থানায় একটী অতিথিশালা খুলিয়াছে। অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই ইহাতে প্রবেশাধিকার আছে। আমরা এক এক থানায় একটী একটী এরূপ আড্ডা স্থাপনের বিরোধী। থানা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত থানার অক্ষম ব্যক্তি এক স্থানে সমবেত হইতে পারে না। এরূপ আড্ডা যত ঘন সন্নিবেশিত হয়, ততই তাহাদের পক্ষে সুবিধা।

৩। ক্রমে চৌর্য্য ভয় প্রবল হইয়া উঠিল প্রতিদিনই শুনা যাইতেছে। দস্যুরা এক এক স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। লোকে সতর্ক হইয়াছে বলিয়া বদমায়েসেরা দুরভিসন্ধি সাধন করিতে পারিতেছে না। [illegible] লোকে রাত্রে নিদ্রা যাবি[illegible] করিয়াছেন কিন্তু যাহারা দেশের রক্ষক পুলিস তাহাদিগকে কার্য্য কালে [illegible] পাওয়া যায় না। গবর্ণমেন্ট যেমন দুর্ভিক্ষ দমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তেমনি দেশরক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করুন।

৪। এদিকে আজি প্রায় এক মাস বৃষ্টিপাত হয় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৯ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত দিনের বেলায় বাটীর বাহির হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। দিন দিন তাপমান যন্ত্রে পারা ৯৮। ৯৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতেছে। স্থানে স্থানে জলকষ্টের একশেষ হইয়াছে। শুনিলাম বোলপুরে একটী পুকুরেও কিছুমাত্র জল নাই। লোকের কষ্টের সীমা নাই। এদিকে দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে দেশের কি ভয়ানক দশাই উপস্থিত

১৮৭৪
২০ এ এপ্রেল।

এক ব্যক্তি ময়মনসিংহ হইতে লিখিয়াছেনঃ—

আমরা ময়মনসিংহের চারিদিক হইতেই অন্নকষ্টের সংবাদ পাইতেছি। বিশেষতঃ জামালপুর ও তাহার মহকুমায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার প্রায় সমস্ত অধিবাসীগণ অত্যন্ত দরিদ্র, শস্যের মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতেই তাহাদিগের দিনচলা ভার হইয়া পড়িয়াছে, ফলতঃ অত্র জেলার অপরাপর স্থান অপেক্ষা উক্ত দুই স্থলে কিছু অধিক পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। দিন দিন রপ্তানী বৃদ্ধি হওয়াতে শস্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে। জামালপুরে [illegible] লোক [illegible] দ্বারা প্রজা সমূহ দুর্ভিক্ষ [illegible] মুক্তিলাভ ক[illegible] পারে। [illegible] দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা [illegible] স্থানের প্রজাদিগের [illegible] তাহা বলিয়া শেষ [illegible] তাহাদের মঙ্গল [illegible] সুতরাং সেখানে [illegible] আশঙ্কা করা যায় [illegible] প্রধান জমীদার [illegible] নাথ রায় ও শ্রীমতী [illegible] আপন প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষ [illegible] বিনির্মুক্ত করিবার জন্য নানা [illegible] উপায় অবলম্বন করিতেছেন [illegible] উপলব্ধি হইতেছে যে উক্ত স্থলে অন্নকষ্ট আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible] স্থলে একবার তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তথায় যাইয়া কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমরা কিছু [illegible]।

কয়েক দিবস অতীত হইল [illegible] জামালপুরের [illegible] গিয়াছে। [illegible] গৃহে প্রবেশ করিয়া [illegible] পূর্ব্বক [illegible] পলায়ন [illegible] জামাল[illegible] ও [illegible] হইয়াছেন, কিন্তু [illegible] করিতে পারেন নাই। [illegible] একটী [illegible] প্রবল হইয়াছে।

এদিকে [illegible] গাছা [illegible] অনেক গরু মরিতেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে কতকগুলি মুচিরা বিষ প্রয়োগ দ্বারা উহাদিগের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত গো উহাদিগের কর্তৃক হত হইয়াছে। পুলিস ও স্থানীয় জমিদারগণ এই নিষ্ঠুর কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াও উহার নিবারণ চেষ্টা করিতেছেন না।

তাহাতে মুচিরা আরো প্রশ্রয় পাইয়া দিন দিন গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য গো হত্যা করিতেছে। পুলিষ যদি ত্বরায় গোহত্যাকারী মুচিদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে লোকের যে কত অনিষ্ট হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরী সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে সূতা নামক নদীর উপর একটী পুল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই পুলটী হইলে বাস্তবিক দেশস্থ ও বিদেশস্থ লোক সমূহের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন পর্য্যন্ত উক্ত পুলের কার্য্য সমাধা হইল না। আমাদের এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ঐ পুলের প্রধান কার্য্য কারক তাঁহেল সাহেব স্বকার্য্য সাধন বিষয়ে নিতান্ত অলস ও অমনোযোগী, দেশহিতৈষী সূর্য্যকান্ত বাবু এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করিলে আর দুই তিন বৎসরেও উহার কার্য্য শেষ হইবে না।

ইতি মধ্যে এক দিন রাত্রি ১০টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত প্রবল ঝটিকা ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক গৃহ ও বৃক্ষ ভূমিসাৎ এবং ফলাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বাজারে চাউল ৩ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে।

১৭ ই এপ্রেল
১৮৭৪ }

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার ২৫ শে চৈত্রের ময়মন সিংহস্থ সংবাদদাতার পত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের কিছু প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, বোধ হয় সংবাদদাতা শ্রুত কথার প্রতি নির্ভর করিয়াই অনর্থক কতগুলি ন্যায়বান ধর্ম্মপরায়ণ দানশীল ভূম্যধিকারিগণের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া আপন লেখনী ও আত্মাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় সংবাদ দাতা জমীদার বিদ্বেষী নব্য সভ্য হইবেন, নতুবা মুক্তাগাছার জমীদারগণের অসাধারণ দানশীলতা, পর দুঃখ কাতরতা ন্যায়পরতা তাঁর চক্ষে সামান্য ধুলি কণার ন্যায় বোধ হইবে কেন?

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য অত্রত্য ভূম্যধিকারিগণ যে সকল সুনিয়ম ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে যে প্রকার দানাদি করিতেছেন এস্থলে তাহা আমাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

এ পরগণায় স্থানে স্থানে যে পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে যদি রপ্তানি না হয় তবে আদৌ এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা খুব কম। ভূম্যধিকারীগণ অনুসন্ধান দ্বারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া এ প্রকার সুনিয়ম সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে যাহাতে কোন মতেই এখানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে না পারে এবং এতদ্দ্বারা এপরগণা উত্তম রূপেই চলিয়া আসিতেছে, এমন কি এ পর্য্যন্ত প্রজাগণের মনে একথা উদয়ই হয় নাই যে দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জমীদারগণকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য তৎপর দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরীকে দীর্ঘ পত্র দ্বারা ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সংবাদদাতা কি কারণে তাহা শুনিতে বধির হইয়াছেন তাহা আমরা জানি না।

অত্রত্য অন্যতর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত ও প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র ও যোগীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী আপন এলাকা বগুড়া জেলার বাকইর পরগণাতে দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় চারি আনা পরিমাণ খাজনা মাপ দিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও সাহায্য করিবেন এমত স্বীকার করিয়াছেন। বদান্যবর বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য রাজসাহী, বগুড়া দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় ৫০০ পাঁচশ করিয়া হাজার টাকা এবং ঢাকা সভায় হাজার টাকা দান করিয়াছেন, বাবু রামকিশোর আচার্য্য ময়মনসিংহ সভায় তিনশ ও ঢাকা সভায় হাজার টাকা (যাহা ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ) দান করিয়াছেন। আমবাড়িয়ার জমীদার ময়মন সিংহ সভায় স্বীকার করিয়াছেন। যে যত কাল দুর্ভিক্ষ থাকিবে তত কাল প্রতি মাসে দুশ টাকা করিয়া দান করিবেন। এগুলি কি প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নহে? ইহাকি প্রকৃত বদান্যতার কার্য্য নহে?

এখন সম্পাদক মহাশয় বিচার করুন ঐ সকল মহাত্মাদের হৃদয়ে প্রজাপীড়কতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে কি না?

সংবাদ দাতার চতুর্থ স্তম্ভের বিদেশীয় তীর্থ যাত্রী নিদ্রিত অবস্থায় ছিল না, তাহাদের অনবধানতা বশতঃ টাকাগুলি অপহৃত হইয়াছিল কিন্তু মুক্তাগাছার জমীদারগণের বদান্যতা গুণে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। উহারা পুনরায় তীর্থ স্থানেই যাত্রা করিয়াছে।

ময়মন সিংহ
মুক্তাগাছা
২ রা বৈশাখ
১২৮১ }

বশম্বদ
শ্রীহরগোবিন্দ রায় শিক্ষক
মুক্তাগাছা স্কুল

সম্পাদক মহাশয়! বরাহনগরে বর্ণিয়ো কোম্পানির একটী বৃহৎ চটের কল থাকাতে এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে নানা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিস্তর শ্রমজীবি লোক আসিয়া বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই উক্ত কারখানায় কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বদা নানাবিধ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত থাকাতে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর বা সুন্দররূপে পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদি কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্য শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানলাভার্থে ক্রমে ক্রমে ৩ তিনটী নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া

ছেন। একটী এক্ষণে বর্ণিয়ো কোম্পানি ও অপর দুইটী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ ও লিখন প্রভৃতি নীরস বোধ হয় বলিয়া ছাত্রেরা আসিয়া প্রথমতঃ কতক দিন সাতিশয় উৎসাহের সহিত পাঠাভ্যাস করে, কিছু দিন থাকিয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যায়; আবার কতকগুলি নূতন লোক আইসে। এইরূপে সদাই নূতন নূতন লোক আসিতেছে ও যাইতেছে। তজ্জন্য বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ৪ বৎসর হইল দরিদ্র বান্ধব উক্ত বাবু নাইটস্কুলের অধিক বয়স্ক ছাত্র ও অন্য অন্য দোকানদার, কারিকরদিগকে লইয়া "বরাহ নগর ওয়ার্কিং মেন্স ক্লব" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাসের মধ্যে দুই শনিবার ঐ সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সভার দ্বারা এথানকার অনেক উপকার সংসাধিত হইতেছে বলিতে হইবে, কারণ অনেকগুলি লোক মদ্যপান প্রভৃতি কুক্রিয়ায় বিরত হইয়া সুখসচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা নিয়মিতরূপে সভায় আসিয়া থাকে। সম্প্রতি উক্ত ক্লব হইতে একখানি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে ইহার কলেবর ১ ফরমা হইবে, প্রত্যেক বারেই দুই একটী ছবি থাকিবেক, ইহার মূল্য এক পয়সা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের দেশে এরূপ একখানি সামান্য লোকদিগের উপযোগী পত্রিকার নিতান্ত অভাব বলিতে হইবে। যদি ইঁহারা এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে একটী মহা অভাব দূর হইবে।

প্রায় ১০ বৎসর অতীত হইল এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয় নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। এক্ষণে আবার ইহার একটী শাখা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ে প্রায় ৮০ টী বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রায় ২ বৎসর অতীত হইল বিদ্যালয়ের সাহায্য বৃদ্ধি প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করা হয়। কত দিনের পর গত জানুয়ারি মাসে চব্বিশ পরগণার ডিসট্রিক্ট স্কুল কমিটি ২০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় ৩ মাস অতীত হইল সেই আবেদন পত্র অদ্যাপি স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা প্রাপ্ত হয়েন নাই। এ বিলম্বের কারণ কি? সেই আবেদন পত্র এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট কমিশনর, স্কুল ইন্স্পেক্টার অথবা ডাইরেক্টার কাহার নিকট আছে তাহা কে বলিতে পারে? এই কি নূতন প্রণালীর কার্য্যের সুশৃঙ্খলার উদাহরণ?

প্রায় ১ বৎসর হইল এখানে একটী "সাধারণ ধর্ম্মসভা" হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম ইত্যাদি অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়া একেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সভার সভ্য হইবার জন্য কাহাকেও স্বমত পরিত্যাগ করিয়া মতান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। যিনিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তিনিই ইহার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন। প্রতি বুধবারে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। বিভিন্নরূপ মত ও বিশ্বাস সত্ত্বেও ধর্ম্মরাজ্যে একতা সম্পাদন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভার মাসিক অধিবেশন সময়ে কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই অকুণ্ঠিত ভাবে স্বমত প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতে কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মকে আক্রমণ ও নিন্দা করা হয় না। যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব চলিয়া গিয়া সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, ইহাই সভার অভিপ্রেত। এই সভা হইতে সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব প্রচার জন্য মধ্যে মধ্যে নগরকীর্ত্তন বাহির করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

অত্রস্থ ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা দিন দিন অতিশয় শোচনীয় হইতেছে। কএক মাসাবধি প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবারে কলিকাতা হইতে এক একজন প্রচারক আসিয়া উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রথম প্রথম অনেকগুলি ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগ দিতেন, ক্রমেই উপাসক সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হইতেছি, অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন কারণ থাকিতে পারে। সেই কারণ কোথায়? তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারোপায় গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বরাহ নগর }
১৮ ই এপ্রেল } [illegible]
১৮৭৪ } পাঠক।

—

নূতন সব রেজিষ্ট্রি আফিস।

মহাশয়! রেজিষ্ট্রেশন আইনের সুবিধার্থে মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় অনেক নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের নিয়ম করিয়াছেন। ইঁহারা নির্দিষ্ট বেতনভোগী, নহেন, সংগৃহীত ফির অংশগ্রাহী। পূর্ব্বে জেলার মধ্যে এক স্থানে রেজিষ্ট্রির নিয়ম থাকাতে সর্ব্ব-সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। বহুদূর গমন ক্লেশ ও অনর্থক অর্থব্যয়, অন্যান্য পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের অজ্ঞাত লোক দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য লজ্জা ও সম্ভ্রমহানি, অন্যথা [illegible] রেজিষ্টরি, [illegible] সামান্য কার্য্যে [illegible] এবং পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা সমূহ জন্য দেশে অকর্ম্মণ্য দলিলের সংখ্যা অধিক। কিন্তু নূতন নিয়মে এই সকল [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রণালী কার্য্যে [illegible] উদ্দিষ্ট সিদ্ধি করা [illegible], [illegible] এই [illegible] খানাকুল, আমতা বাগনান [illegible] ও শ্যামপুর এই পাঁচটী থানা লইয়া নূতন গঠিত। প্রথমতঃ এই সমস্ত থানার রেজিষ্ট্রি কার্য্য উপবিভাগীয় বিচারকের হস্তে ছিল, কিন্তু খানাকুলে সম্প্রতি একজন স্বতন্ত্র সব রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। অবশিষ্ট চারিটী থানা একজন উপবিভাগীয় সব রেজিষ্ট্রারের হস্তে আছে। আমরা এ বিষয়টী রাজপুরুষদের বিশেষতঃ আমাদের অত্রত্য সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু

তারিণী প্রসাদ রায় মহাশয়ের বিবেচনা পথে উদিত করিয়া দিতেছি, এবং সেই সঙ্গে আর একটী কথাও বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই সব রেজিষ্টারদের আপনাপন এলাকার অধিবাসী ও তত্রত্য লোকেদের বিশ্বাস ভাজন হওয়া আবশ্যক, অন্যথা অভিলষিত সুফল লাভের ব্যাঘাত থাকিবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কথিত চারটী থানায় খানাকুলের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সব রেজিষ্টেসন আফিস চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ করেন এই প্রার্থনা। যদিও ইহাতে কাহারো অল্পতা নিবন্ধন লাভের অল্পতা হইবার সম্ভাবনা তত্রাচ আমরা বলিতেছি যে, গৃহে থাকিয়া কার্য্য করিতে পাইলে সব রেজিষ্ট্রারেরা সেই অল্প লাভেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানবর্ষে অত্রত্য অনেক স্থানে জমীদারির নুতন বন্দোবস্ত জনিত শীঘ্রই অনেক দলিল রেজিষ্ট্রির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহাতে দরিদ্র অর্থিদের অকারণ কষ্ট ও অর্থব্যয় না হয় তদর্থে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেন একটু শীঘ্র শীঘ্র এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন। এই মহিষরেখা উপবিভাগীয় বিচারালয়টী প্রতিষ্ঠায় দরিদ্রদের অনেক উৎপীড়নের অবসান হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, পুনশ্চ যদ্যপি আমাদের অদ্যকার এই প্রার্থনাটী সফল হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের যে প্রভূত উপকার ও তজ্জনিত সমধিক রাজভক্তির বৃদ্ধি হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

৪ঠা বৈশাখ } শ্রীঃ—
১৮৮০ }

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৭ ই এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকনিষ্ঠ জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	[illegible]	২
ভাতার পাড়া	[illegible]	২
ভাতারপাড়া হইতে		
ছুট বোয়ালিয়া	১	
ছুট বোয়ালিয়া হইতে		
নং ১ জুট	১০	
নং ১ জুট হইতে		
বোলমারি	১	৬
বোলমারি হইতে		
আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে		
কৃষ্ণগঞ্জ		৯

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	২

সন ১৮৭৪ সালের ২০ এ এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	৩

১৮৭৪ } নদীয়া রিবার ডিবিজন।
বহরমপুর } টি, এচ, উইগ্রাসি, ই,
২০ এ এপ্রেল } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ ভাগলপুর দেওরি	৫॥০
" " দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য দিনাজপুর	৫॥০
" " গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ যশোহর	১০
" " মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগড়দহ	১০
" " স্বরূপচন্দ্র পাত্র বেড়বল্লভ পুর	১০
মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নুতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

" প্রবন্ধনা প্রজানিহিনায় পার্থিব: ...

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১, ২২ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ৪ ঠা মে

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

" ভারত সার। "

মহাভারতের সার গ্রন্থ, সরল বাঙ্গালায় ১০ ফরমা (অর্থাৎ ১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট ॥৵০ আনা লওয়া যাইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবেন।

গুপ্তযন্ত্র কলিকাতা ২৪ নং মীর্জ্জাফরসলেন — ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি আচিপুর ডাকঘর। } শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরিভক্তি কল্পদ্রুম " নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ॥০ আনা, ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ এক ডিমাই বারপেজী ক্রমার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনিঅর্ডার অথবা বেয়ারিং চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমালি ট্রীটমেণ্ট সার ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এপথেকারি ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইঞ্জিনিয়ারিং " মূল্য ১।০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস্

	মূল্য	ডাকমাশুল।
অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	॥০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা ॥০		/০
কুইনাইন প্রয়োগ	।১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত		
প্রাক টীস অব মেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৪॥০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০
ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত		
বালচিকিৎসা	[illegible]	০

শ্রী[illegible] পাধ্যায়
[illegible]
[illegible] হষ্টেল।

আমারপিতা ঠা[illegible] রাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশের [illegible] অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত

আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয়কাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া, তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুক্তাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

জেমুষাকাঙ্খীব [illegible] আসিস্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা [illegible] সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩॥০ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৵০।

২। বারস্থালা (ডাং গুডিভ্‌ ট্যানার [illegible]) মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০।

৩। গর্ভিণী [illegible]—যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] কলিকাতা।

বাণীগঞ্জ [illegible]

[illegible] কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উক্ত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

[illegible] বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে

[illegible] নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ [illegible] উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা } বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা। ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে, মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীপ্রত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ বৈশাখ সোমবার।

আমাদের নূতন লেপ্টনেন্ট গবর্ণরও প্রথম শিক্ষা।

সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে কি কি সংকল্প ও কিং কি ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যাইতেছে না। এক দুর্ভিক্ষে তাঁহার সমুদায় চিন্তা এবং সমুদায় অবসর গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। যদি কোন বিভাগে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন কিম্বা কোন প্রকার সংস্কার করিবার ইচ্ছা থাকে—দুর্ভিক্ষের কথঞ্চিৎ উপশম না হইলে সে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেন না। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কিম্বা ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি যাঁহারা সার জর্জ্জ কাম্বেলের কার্য্যে নিন্দনীয় কিছুই দেখেন না, তাঁহারা যাহাই বলুন, আমরা সার রিচার্ড টেম্পলকে কাম্বেল সাহেবের সকল কীর্ত্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য অনুরোধ করি না। সার জর্জ্জ কাম্বেলের অনুষ্ঠিত অনেক কার্য্যের যে সুফল ফলিয়াছে এবং ফলিবে তাহা আমরা স্বীকার করি এবং আশাও করি যে সার রিচার্ড টেম্পল অকারণে সেগুলিকে ভগ্ন করিবেন না কিন্তু এমন অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন যাহা সংশোধন না করিলে অনিষ্ট ঘটনার এবং লোকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আমরা ১ লা বৈশাখের পত্রে "অনেক আইন ও অনেক কর্ত্তা" বলিয়া যে প্রস্তাব পত্রস্থ করি তাহাতে সার রিচার্ড টেম্পলকে শিক্ষাবিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমরা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম যে ইতিমধ্যে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। পুনঃ সংস্কৃত মিউনিসিপাল আইন উপলক্ষ্য করিয়া তিনি

মিউনিসিপালিটীদিগকে তাহাদের আয়ের কিয়দংশ প্রথম শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বেই কয়েকটী মিউনিসিপালিটী সে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তিনি আশা করেন, যে অপরেরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

সার জর্জ কাম্বেল এই সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার সদুপায়ের অভাব বহুদিন অবধি লক্ষিত হইতেছিল। তিনি নূতন তাহার আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু তিনি এর মধ্যে উদ্যোগী হইয়াছিলেন সে জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে এজন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রথম শিক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যক বলিয়া স্থির হইলে, তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সেই অর্থ এই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতে সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সেই অভাব পূরণের জন্য অপর দুইটী উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ বেঙ্গল মিউনিসিপাল বিলে মিউনিসিপালিটী দিগকে শিক্ষার্থ কিছু কিছু ব্যয় করিবার জন্য বাধ্য করিবার প্রস্তাব করেন, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ধনাগার হইতে অনেক লক্ষ টাকা দিয়া গুরুমহাশয় দিগকে উৎসাহিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। উক্ত প্রথম প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; সুতরাং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা সে বিষয়ের যতদূর সাহায্য করা সম্ভব তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমরা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম প্রথম শিক্ষা বিষয়ে মিউনিসিপালিটীদিগের হস্তক্ষেপ করা ব্যতিরেকে আর সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ তাহার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা কে বহন করে? গবর্ণমেণ্ট যে রাজকীয় ধনাগার হইতে এই উদ্দেশে আরও অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। উচ্চশিক্ষার ক্ষতি করিয়া নিম্ন শিক্ষার সুবিধা করার পরামর্শও যুক্তিসিদ্ধ নয়; তাহাতে দেশের বিশেষ দুর্গতি হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে সাধারণের অর্থ সাহায্যে এবিষয়ের অনেক সাহায্য হইয়া থাকে সত্য কিন্তু ভারতবর্ষের সে দিন আজিও উপস্থিত হয় নাই। কত দিনে যে উপস্থিত হইবে তাহারও স্থিরতা নাই; সুতরাং মিউনিসিপালিটীদিগের হস্তক্ষেপ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না।

প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার পরেই শিক্ষা; যে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন তাহা সভ্য শ্রেণীগণ্য হইবার উপযুক্ত নহে; বিশেষ নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষা। উচ্চদরের শিক্ষা বিধান করিতে অধিক ব্যয় আবশ্যক সুতরাং অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না এবং শিক্ষাবিধান উচিত হইলেও অনেকের অবস্থা তাহার অনুকূল নহে, দেশের সকল আনা লোক যত দিন অজ্ঞ এবং বর্ণজ্ঞানবিহীন থাকিবে ততদিন কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শ্রেণীকে উচ্চদরের শিক্ষা দিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না—দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইবে না। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা সম্ভব নয় কিন্তু দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাহাতে অন্ততঃ সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে ও শুভঙ্করী করিতে পারে এরূপ শিক্ষার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ইউরোপের প্রায় সকল জাতিই এই জন্য ব্যস্ত। ডেন্মার্ক প্রুসিয়া সুইটজর্লণ্ড প্রভৃতির ত কথাই নাই। এই সকল প্রদেশে সাধারণের দ্বারা পিতা মাতা দিগকে সন্তান সন্ততি শিক্ষার উপায় করিতে বাধ্য [illegible] দরিদ্রদের সন্তানেরা বিনা বেতনে পাঠ করিতে পায়। ঐ সমাজে প্রত্যেক মিউনিসিপাল টাউনকে নিজ ব্যয়ে এক একটী স্কুল রাখিতে হয়। সে স্কুলে বালকদিগের শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকের শিক্ষার যথেষ্ট উপায় আছে। সে কারণে যে ব্যয় হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট এবং কামন্[illegible] অর্থাৎ গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীরা বহন করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের অধিবাসীরা যদিও শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত অগ্রসর তথাপি সেখানেও যে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার সদুপায় বিধান করা হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। কারণ এখনও সেদেশের অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিরক্ষর আছে। এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে আজিও এক শত ব্যক্তির মধ্যে বিংশতি জন বর্ণজ্ঞানবর্জ্জিত আছে। কয়েক বৎসর গত হইল অর্থাৎ ১৮৭০ সালে [illegible] একটী আইন [illegible] হইল তাহা ও [illegible] নয় [illegible] যে সকল [illegible] প্রথম শিক্ষা স্থানে [illegible] ব্যয় [illegible] পিতা [illegible] স্কুল শিক্ষার ব্যয় [illegible] অসমর্থ হন, তাহাদিগকে [illegible] বেতন গ্রহণ করা হইবে এবং সে [illegible] স্থানীয় টাক্স হইতে দেওয়া হইবে।" পাঠকগণ দেখুন মিউনিসিপালিটীদিগের শিক্ষার

তার বহন করা নূতন কথা নয়। তবে কি না দেশের মধ্যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী নাই, যে কয়েক স্থানে আছে তাহারাও এরূপ দরিদ্র যে পুলিসের ব্যয় বাদে অতি অল্প টাকা বর্ষে বর্ষে উদ্বৃত্ত হয় সে টাকাতে মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ সকল গ্রামের পথ ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি হইয়া উঠে না। বিশেষ কয়েক বৎসরাবধি বঙ্গদেশের সমুদায় স্থানই যে প্রকার অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিবার উপায় অগ্রে করা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণেই বোধ হয় সকল মিউনিসিপালিটী এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু মিউনিসিপালিটীদিগের ন্যায় স্থির ও নির্দ্দিষ্ট আয়বিশিষ্ট লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে একার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

— :০: —

জলকষ্ট নিবারণের উপায় কি?

লোকের সংস্কার এবং সে সংস্কার মিথ্যা নয় যে প্রায় সমুদায় বঙ্গদেশ বৎসরের অধিকাংশ কাল জলমগ্ন থাকে। অথচ জল কষ্টে বঙ্গবাসিদের প্রাণ যায়, একথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু একথা মিথ্যাও নয়। গত বর্ষের কয়েক [illegible] জলের অভাবে আজি দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। এই জল কষ্ট দুই প্রকার, একটী আকস্মিক ও অপরটী নিত্য। একটী শস্যক্ষেত্রের প্রাণ হানির কারণ অপরটী অধিবাসীদিগের [illegible] ক্লেশের হেতু। সচরাচর বঙ্গদেশে জলের অভাব নাই, পর্জ্জন্য দেব এখানে প্রায় প্রচুর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি কোন বর্ষে পর্জ্জন্যদেবের কোপদৃষ্টি হয় তখন শস্যক্ষেত্র সকল রক্ষা করিতে পারে এরূপ জলের উপায় নাই। একথা কি আজিকার দুর্ভিক্ষ স্মরণ করাইয়া দিতেছে? না—শতবৎসর পূর্ব্বে এতদপেক্ষা গুরুতর ও কঠোরতর আর একটা দুর্ভিক্ষ এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আজি কি কর্ত্তৃপক্ষেরা নূতন বুঝিলেন—যে অসময়ে জলকষ্ট নিবারণের উপায় করা উচিত? না শত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই কথাই বুঝিয়াছিলেন? ইহারই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য লার্ড কর্ণওয়ালিস সারজন শোর প্রভৃতি তখনকার বড় বড় কর্ম্মচারিদিগের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? কেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ত্ব না জন্মিলে জমিদারেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইবেন না, খাত পুস্ক খনন প্রভৃতি কার্য্যে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবেনা; সুতরাং তাঁহারা জমিদারদিগকে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ত্ব দিয়া গিয়াছেন। তাহার পর এক শতাব্দী অতীত হইল; কত ইন্দ্র চন্দ্র পাত হইল, কত নেপোলিয়ন জন্মিল, উঠিল, পড়িল এবং মরিল, কত রাজ্য গড়িল এবং ভাঙ্গিল, কিন্তু পাঠকগণ ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয় যে কয়েক ইঞ্চ বৃষ্টি ধারার অভাবে দেশ জ্বলিয়া গেল, অন্নাভাবে এমন শস্যশালিনী ভূমিতে হাহাকার উঠিল। একবার বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ বলিয়াছিলেন ইরিগেশনের কোন উপায় করা উচিত, আজি শত বৎসর পরে আবার মার্কুইস অব স্যালিসবরি বলিতেছেন ইরিগেশনের উপায় করা উচিত। তবে এত দিন কি হইল? গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্যতা জমিদারদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া নিদ্রা গেলেন; জমিদারেরাও স্বেচ্ছামত কিছু কিছু উন্নতি করিয়া নিদ্রা গেলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা ইরিগেশন অর্থাৎ জলসিঞ্চনের উপায় অধিক হওয়া দূরে থাকুক যাহা ছিল তাহাও ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইল। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে একথা কেবল আমাদের কথা, ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার শাসন-সংক্রান্ত রিপোর্টে এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। "পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা জল নির্গমের অনেক উপায় ছিল। তখনকার জমিদারেরা রাজার রাজস্ব আদায়ের চিন্তায় এবং প্রজা হারাইবার ভয়ে কোন প্রকারে সেই খাল প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতেন। এক্ষণে যে অনেক খাল আপনা আপনি মজিয়া গিয়াছে তাহা নয়; ক্রমশঃ চাষের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে এবং অনেক স্বার্থপর লোকের অসুবিধা ঘটাতে তাহার অনেক গুলি লোকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ইদানীন্তন ভূস্বামীরা স্বাভাবিক নিয়মে বার্দ্ধিত খাজনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন এবং গ্রামবাসীদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য যাহা করা আবশ্যক তাহার কিছুই করেন না কারণ তাঁহারা আর গবর্ণমেণ্টের অধীন নন।" একথা মিথ্যা নয়, বালীর খাল বন্ধ হওয়াতে ডানকুনীর জলার কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা সকলের বিদিত আছে, গত বারে আমরা যে যমুনা নদীর কথা বলিয়াছি তাহাও আর একটী দৃষ্টান্ত স্থল। এ প্রকার জল কষ্ট আকস্মিক, সকল বর্ষে অনুভব করা যায় না কেবল দুর্ব্বৎসরেই প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় প্রকার জলকষ্ট নিত্য অর্থাৎ পানীয় জলের কষ্ট। প্রায় সকল জেলার অভ্যন্তর ভাগেই প্রতি বর্ষে লোকের এই কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। বঙ্গবাসিরা নিরীহ জীব; সে জন্য এই ক্লেশের কথা সাধারণের কর্ণগোচর হয় না; নতুবা গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানের গ্রামবাসিদিগের যেরূপ পানীয় জল আহরণের ক্লেশ দেখা যায় তাহা দেখিলে চক্ষে জল আইসে। দরিদ্রদিগের গৃহের

কুলবধূরা দলে দলে কলস কক্ষে এক ক্রোশ দুই ক্রোশ হইতে জল আহরণ করিয়া থাকে। যাহারা তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে গৃহের সন্নিকটস্থ মনুষ্যের পানের অযোগ্য দূষিত জল পান করিতে হয়। ইহাতে আর দেশের স্বাস্থ্যহানি হইবে না কেন? আমাদের অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। সার জর্জ্জ কাম্বেল কি বলিয়া গিয়াছেন শ্রবণ করুন। "বঙ্গদেশের প্রায় সকল গ্রাম হইতেই জল কষ্টের কথা সর্ব্বদাই শ্রবণ করা যায়। আমাদের অনেক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বলেন যে উত্তম পানীয় জলের অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; এবং অচিরে যে অনেক জেলার বিশেষ দুর্গতি হইবে তাহার সম্ভাবনা। হাঁসপাতাল জেল প্রভৃতির তালিকা দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে বঙ্গদেশে জ্বর কিম্বা ওলাউঠাতে তত মৃত্যু হয় না; কিন্তু দূষিত জলপান নিবন্ধন উদরাময়ের সংখ্যাই অধিক"।

যাহা হউক এই উভয় প্রকার জল কষ্ট নিবারণের উপায় কি? সহজ বুদ্ধিতেই বোধ হয়, প্রথম প্রকার কষ্ট নিবারণের উপায় ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনোপযোগী কেনাল ও খাল প্রভৃতি খনন করা। তদ্দ্বারা অসময়ে অনেক কষ্ট নিবারিত হইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শোণ কেনালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কেনালটী সম্পূর্ণ হইতে না হইতে বর্ত্তমান বর্ষে তাহা দ্বারা প্রায় ৩৬০০০০ বিঘা ভূমি সিক্ত হইয়াছে। উড়িষ্যাতে জল সিঞ্চনোপযোগী যে সকল কেনাল খাত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রায় ৫৬১০০০ বিঘা ভূমি সিক্ত হইতে পারে। এ উপায়টি ভাল কিন্তু ইহার ব্যয় ভার বহন করে কে? গবর্ণমেণ্ট নিজে ব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য ভূমির যে কিছু মূল্য বর্দ্ধিত হইবে তাহার অংশী হইতে পারিবেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সে পথ বন্ধ করিয়াছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাউক না কেন, চতুর্দ্দিকেই গোলযোগ। এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ রূপে মীমাংসা করা দুষ্কর (১ম) গবর্ণমেণ্ট যদি নিজের ব্যয়ে প্রথমে এইসকল খাল খনন প্রভৃতি করেন পরে যাহারা তদ্দ্বারা নিজ নিজ ভূমির সিঞ্চন করিবে তাহাদের নিকট হইতে জলের মূল্য স্বরূপ একটী রেট নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে ক্রমে সে টাকা উদ্ধৃত হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় যেদেশে সচরাচর প্রচুর বৃষ্টি হয়, সেখানে এ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয় কারণ মূল্য দিতে হইবে শুনিলে আর কেহ সে দিকে যায় না, বৃষ্টির জলেই কার্য্য সারিবার চেষ্টা পায়। এইরূপে উড়িষ্যা কেনালে ক্ষতি হইয়াছে। (২য়) যে যে কেনালে যত দূরের লোকের উপকারের সম্ভাবনা তাহাদিগের নিকট হইতে "জলের টাক্স" নামে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। ইহাও ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য নহে। কেনালের জল যে ব্যবহার করে না কিম্বা করিতে ইচ্ছুক নয় তাহার নিকট হইতে সে হিসাবে টাকা আদায় করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে (৩য়) যে যে জমিদারের ভূমির মধ্য দিয়া সেই সেই কেনাল যাইবে তাঁহাদিগের উপর তাঁহার ব্যয় ভার বিভাগ করিয়া দেওয়া। সম্প্রতি যে "এম্বাঙ্কমেণ্ট" আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও অত্যাচার ঘটনার সম্ভাবনা, কারণ গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট কেবল চোরের বাসা, এক শতের স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক সহস্র ব্যয় হইয়া থাকে। সেই সমুদায় অপব্যয়ের ভার জমীদারদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিলে তাহাদিগকে পীড়ন করা হয়। আর সে ব্যয়ও ত অল্প নয়। গত বৎসর এতদর্থে ৫৩৮৪৪১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে যে সকল কেনাল প্রভৃতি খনন করিবার পরামর্শ আছে কর্ণেল হেগ [illegible] অনুমান করেন সে সমুদায় সুসম্পন্ন করিতে অন্যূন ৮৯৩-৬৩০০০ টাকা ব্যয় হইবে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এই সমুদায় ভার জমীদারদিগের স্কন্ধে দিলে কিরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার হইবে। সার জর্জ্জ কাম্বেল নিজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আমরা কে? আমরা সহজ বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর দেখি না।

দ্বিতীয় প্রকার জলকষ্ট নিবারণের উপায় কি? এ বিষয়ে সার জর্জ্জ কাম্বেল যে পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন তাহা মন্দ বোধ হয় না; কিন্তু তাহার এখনও বিলম্ব আছে। আপাততঃ একটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা গ্রামবাসিদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় [illegible] চেষ্টা করেন এবং নিজেও কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে অনেক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা জানি [illegible] যখন [illegible] ছিলেন তখন [illegible] কয়েকটী পুষ্করিণী কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী নাই, নতুবা তাঁহাদের দ্বারা এই কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিত। যাহা হউক এ দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

—:০:—

বাবু হেমচন্দ্র করের পাটসংক্রান্ত রিপোর্ট।

রিপোর্ট খানির সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা একটী বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজপুরুষদিগের কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা এবং দেশীয় লোকদিগকে সেই সকল কার্য্যাদি বিদিত করা সংবাদ পত্রদিগের একটী প্রধান কার্য্য, সেজন্য রাজপুরুষেরা কে কোথায় কি করেন তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক, এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট আপনার সমুদায় রিপোর্ট ও কাগজ পত্র সচরাচর সংবাদ পত্রদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু হতভাগা বাঙ্গলা সংবাদ পত্রদিগের বেলায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। একে ত সকল কাগজ পত্র প্রেরণ করা হয় না, মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি রিপোর্ট মিলে বলন প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাও আবার এত বিলম্বে আসে যে সে সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার সমুদায় পুরাতন হইয়া পড়ে। প্রমাণ প্রয়োগ না পাইলে কি অবলম্বন করিয়া লেখা যায়, কাজেই বাঙ্গলা সংবাদ পত্রদিগকে ইংরাজী ভ্রাতাদের অঙ্গুলি ধরিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদের উদ্গীর্ণ অজীর্ণ দ্রব্য আহার করিতে হয়, এবং সারগর্ভ কথার অভাবে অসার চীৎকারে ও ভীরুর ভয় প্রদর্শনের ন্যায় বিফল আক্রোশে গাত্র পরিপূর্ণ করিতে হয়। যাহা হউক আমরা সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে কয়েকখানি রিপোর্ট পাইয়াছি, তজ্জন্য হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ করি; কারণ ভাবিবার শিখিবার ও লিখিবার অনেক কথা পাওয়া গিয়াছে।

আমরা হেমবাবুর রিপোর্ট খানির স্থানে স্থানে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম, দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, পাটের চাষ ও ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, বোধ হয় সকল কথাই ইহার মধ্যে আছে তাঁহার যে এতদূর যোগ্যতা ছিল তাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই, বিশেষ যখন স্মরণ হয় যে তাঁহাকে একাকী এক সাল অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল তখন আরও তাঁহাকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। এই রিপোর্টখানি এত বিস্তীর্ণ যে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠকগণের গোচর করা সহজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের বিচার করাও সম্ভব নহে। আমরা সে প্রয়াসও পাইবনা, তবে পাটের চাষ ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একটী প্রশ্নের বিচার করিবার ইচ্ছা হইতেছে। সে প্রশ্নটী এই-পাটের চাষের শ্রীবৃদ্ধিতে দেশের উপকার না অপকার?

রিপোর্টখানি পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে পাটের শ্রীবৃদ্ধিতে দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। উপকারের মধ্যে পাট ব্যবসায়ীরা পাটের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অপকারের সংখ্যা অনেক। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি পাটের চাষ করাতে অনেক ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ পাট জাগ দেওয়ার প্রথা থাকাতে অনেক স্থানের জল বায়ু দূষিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ ক্রমেই শস্যোৎপাদনোপযুক্ত ভূমি সকল পাটের চাষে নিযুক্ত হইতেছে। হেম বাবু নিজে এই কথা অতি পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন "গড়ে হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ২০৪৯৮২৪ বিঘারও অধিক ভূমি কেবল রপ্তানীর উপযুক্ত পাট প্রস্তুত করণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহার উপর দেশের খরচও বাড়িয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ের পরিমাণ নাই সুতরা আমি তাহা গণনা করিব না। পূর্ব্বে যে ভূমির উল্লেখ করা হইল তাহার চতুর্থাংশ নূতন আবাদী ভূমি, ষোড়শাংশ নীলের জমি এবং অবশিষ্ট প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমি অর্থাৎ প্রায় ১৩৯৯৮৮২ বিঘা ভূমি আহারীয় শস্যোৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। * * * * * * * * বিদেশীয় বাজারে সর্ষপ প্রভৃতি রবি-খন্দের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে যে সকল ভূমি সেই সকল দ্রব্যের চাষে নিযুক্ত ছিল তাহা সেই প্রকার আছে এবং কোন কোন স্থানে ধান্যের জমি পর্য্যন্ত তাহাদের চাষে নিযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভূমির অধিকাংশই ধান্যের ভূমি হইতে লওয়া হইয়াছে"।

ধান্যের ভূমির এইরূপ ক্ষতি করিয়া যদি দেশের কোন বিশেষ উপকার সাধিত হইত তাহা হইলে দুঃখ থাকিত না, কারণ তাহাতে দেশের লোকের লাভ আছে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে পাট প্রস্তুত করিতে প্রতি মণে প্রায় গড়ে ৩ টাকা খরচ পড়ে। না হয় মনে করিলাম ২ টাকা কিন্তু বিক্রয় করিবার সময় প্রতিমণে ৫ টাকার অধিক লাভ হয় না। এক বিঘাতে ৫ মণ পাট জন্মিতে পারে সুতরাং এক বিঘা চাষ করিলে এক জন কৃষকের ১০ টাকা ব্যয় ও ২৫ টাকা আয় হইতে পারে। কয়েক মাস হইল গবর্ণমেন্ট নিজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিদের দ্বারা জমিদারদিগকে পাটের চাষে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; তখন আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। পাট ইংলণ্ডের বাণিজ্যের একটী প্রধান পদার্থ,

আমরা নিম্নে একটী তালিকা দিতেছি পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বৎসর বৎসর পাটের রপ্তানীর কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

শাল	মণ
১৮৬২।৬৩	১৭০৭৮৬৪
১৮৬৩ ৬৪	৩৩৪৯৮৯১
১৮৬৪।৬৫	২৮৩৪২৯৫
১৮৬৫ ৬৬	২৮৩৪৭৮১
১৮৬৬।৬৭	২১৮২১৯১
১৮৬৭ ৬৮	২৯৫৮৫৭৬
১৮৬৮ ৬৯	৩৮১৭৩০৩
১৮৬৯'৭০	৩৯৬৪১৯৩
১৮৭০।৭১	৪৩৭৩১৬০
১৮৭১ ৭২	৬৬৬৮৬৭৭
১৮৭২.৭৩	৭০৭০৬৯৪

কেবল ইংলণ্ডে এই সমস্ত পাট প্রেরিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যাহা রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ এত নয়। পাঠকগণ বিবেচনা করুন ইহাকে কি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অনুরোধে ভারতবর্ষের ক্ষতি করা বলে না?

উপসংহারকালে আমরা পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের সংস্কার এই যে বঙ্গদেশে এত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ এই সেখানকার অনেক ভূমি নীল ও অহিফেনের চাষে নিযুক্ত হওয়াতে শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে যদি কোন নিয়ম না থাকে তাহা হইলে ক্রমে আরও অনেক ভূমির এই রূপে অপব্যবহার হইবে এবং দেশ অন্তঃসারশূন্য ও নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে।

—:০:—

লার্ড নর্থব্রুকের দ্বিতীয় বজেট অর্থাৎ
১৮৭৪।৭৫ সালের অনুমিত
আয় ব্যয়।

অপব্যয় ও স্বেচ্ছাচার ভারতবর্ষীয় বজেটের নিয়ম বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে; ভারতবন্ধু ফসেট প্রভৃতি এই কথাই বারম্বার বলিয়া থাকেন এবং সেই অপবাদ নিবারণের জন্যই বারম্বার এত চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু লার্ড নর্থব্রুকের ন্যায় ধীর ও সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তার হস্তে রাজস্বের ভার থাকিলে বোধ হয় সে অপবাদ আর অধিক দিন থাকে না গতবারের বজেটে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসরের বজেট এবং তাহার ফল সর্ব্বাংশে সন্তোষজনক হইয়াছে; প্রথমতঃ যে পরিমাণ আয়ের অনুমান করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা আয় অধিক হইয়াছে—কিন্তু যে পরিমাণ ব্যয়ের অনুমান করা হইয়াছিল প্রকৃত ব্যয় তদপেক্ষা ন্যূন হইয়াছে। ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নয়।

গত বৎসরের সুফল দেখিয়া আগামী বৎসরেও সুফলের আশা করা যায়। আগামী বর্ষের বজেটের সকল কথা পাঠকগণের গোচর করা কিম্বা সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা সহজ নহে—সুতরাং তাহার মধ্যে গুটিকত প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

আগামী বর্ষের বজেটের মধ্যে প্রথম আনন্দের সংবাদ এই যে আগামী বর্ষে সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ যেরূপ অল্প স্থির করা হইয়াছে [illegible] দশ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরে [illegible] অল্প ব্যয় হয় নাই। এই সংস্কার [illegible] প্রবর্ত্তিত করিয়া লার্ড নর্থব্রুক [illegible] প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন; বহু [illegible] অবধি এ সম্বন্ধে অপব্যয়ের কথা [illegible] বলিয়া আসিতেছেন, এবং এ বিষয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ আবশ্যক বলিয়া কর্তৃপক্ষেরাও স্বীকার করিয়া আসিতেছেন এ বিষয়ের ব্যয়ের লাঘব করিতে পারা [illegible] একটী প্রধান অপব্যয়ের দ্বার বন্ধ হবে।

দ্বিতীয় আনন্দের কথা এই যে লার্ড [illegible] স্পষ্টাক্ষিরেই বলিয়াছেন যে [illegible] তার প্রজাবর্গকে নূতন করভারে [illegible] না।

[illegible] আনন্দের সংবাদ [illegible] যে কেবল [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণ [illegible] কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] হইবে না, [illegible] ভাবিয়াছেন [illegible] বিপদ [illegible] চেষ্টা [illegible]। সেজন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে; (১ম) ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা কেনাল খাল প্রভৃতি খননের জন্য ব্যয় হইবে। (২য়) রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় প্রতি বর্ষেই এই কারণে কিছু কিছু টাকা রাখা হইবে।

এই উভয় প্রকার উপায়েই যে বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথার বিচার করা আবশ্যক, তাহা এই কেনাল খাল প্রভৃতি কার্য্য চালাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সে ব্যয় আপাততঃ রাজস্ব হইতে না দিয়া ঋণ করা হইবে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য [illegible] হইতে ১০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিবার কথা হই[illegible] অনেক [illegible] করিতে পারেন [illegible] টাকা [illegible] করিয়া দুর্ভিক্ষ [illegible] করা হইবে। [illegible] অধিকাংশ [illegible] রেলওয়ে প্রভৃতি সাধারণের [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

[illegible] বজেট গবর্ণমেণ্টের পবলিক [illegible] দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। [illegible] সাধারণ" এবং "[illegible]"। সাধারণ পবলিক ওয়ার্ক শ্রেণী-গণ্য কার্য্য [illegible] ব্যয় করিবার যেরূপ সাধারণরাজস্ব

হইতে দেওয়া হইয়া থাকে সেই রূপ হইবে; কেবল অতিরিক্ত কার্য্য গুলির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঋণ [illegible] হইবে। এই ঋণ শোধের উপায় কি? বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের অভিসন্ধি এই রূপ যে সেই সকল কার্য্য দ্বারা [illegible] যে আয় হইবে তদ্দ্বারাই এই ঋণ শোধ হইবে। এ আশা চরিতার্থ হইবে কত দূর সম্ভব বলিতে পারি না। অতিরিক্ত কার্য্য বলিলে কেনাল প্রভৃতি খনন করা এবং রেলওয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা বুঝায়; কিন্তু অদ্যাবধি যে স্থানে কেনাল খাল প্রভৃতি কাটা হইয়াছে সে সমুদায় স্থানে ত আশানুরূপ লাভ হইতেছে না। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই সকল কার্য্যের আয় দ্বারা ইহার ঋণ শোধ দিবার চেষ্টা করেন [illegible] বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। রেলওয়ের আবশ্যক ব্যয় বাদে এত টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না যদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধ হইতে পারে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ [illegible] রেলওয়ের উল্লেখ করিতেছি [illegible] যে, এখন ইহার লাভ হয়, পাঁচ ছয় টাকা লাভ হইয়া থাকে। না হয় [illegible] অপেক্ষা কিছু অধিক লাভের আশা করা গেল, তদ্দ্বারা কি ঋণ শোধ হইতে [illegible] [illegible] উপর ঋণ [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট এরূপ ঋণ জালে জড়িত হইয়া [illegible] কোন প্রকার নূতন টাক্সের সৃষ্টি [illegible] [illegible] থাকিবে না তখন ভূতপূর্ব্ব [illegible] সেক্রেটারি [illegible] টেম্পল সাহেবের [illegible] [illegible] হইবে; অর্থাৎ আবার [illegible] [illegible] মধ্যে ইনকম টাক্স স্থাপন করিতে [illegible] কেহ কেহ হয়ত বলিবেন টাক্স [illegible] পরে হইবে, আপাততঃ অতি [illegible] গুলি চলুক কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে যদি লার্ড নর্থ ব্রুকের অধিকার কালে সেই টাক্স স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে অর্থাৎ [illegible] থাকিবে না কারণ তিনি বার বার বলিতেছেন "আর নূতন টাক্স প্রবর্ত্তিত করার আবশ্যকতা নাই।" যদি তিনি [illegible] ঋণ রাখিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার উক্ত অঙ্গীকার [illegible] রক্ষা করা হয়, কারণ তাঁহাকে ঋণ মুক্ত হইবার জন্য হয়ত নূতন করের সৃষ্টি করিতে হইবে কিন্তু তখন লোকে কি বলিবে? লোকে লর্ড নর্থব্রুকেরই কথা উল্লেখ করিয়া বলিবে লর্ড নর্থব্রুক কেমন বিজ্ঞ ছিলেন তিনি ইনকম টাক্স তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং অন্য কোন প্রকার টাক্স সৃষ্টি করিতে চাহিতেন না, সুতরাং লর্ড নর্থব্রুকেরই দোষে তাঁহাকেই ঋণ শোধ করিবার জন্য হয়ত একজন নিরীহ ও নির্দ্দোষ শাসনকর্ত্তাকে লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় এক জন শাসনকর্ত্তার পক্ষে নিজের ঋণ অপরের স্কন্ধে [illegible] যাওয়া অপেক্ষা [illegible] কার্য্য [illegible] ভাল। না হয় প্রজাদিগের [illegible] যেরূপে [illegible] কার্য্য সাধন [illegible] কর্ত্তব্য। [illegible] অতিরিক্ত কার্য্যের জন্য ঋণ করিবার কথা হইতেছে সেই সকল কার্য্য [illegible] যদি ভবিষ্যতে [illegible] অর্থ উঠিবার সম্পূর্ণ আশা থাকে তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই; [illegible] যদি এ অংশে বিশেষ সন্দেহ [illegible] তাহা হইলে ঋণ করিবার জন্য [illegible] হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত।

বিবিধ সংবাদ।

১৩ ই বৈশাখ সোমবার।

শুনা যাইতেছে, লার্ড নর্থব্রুক ভারত বর্ষের গবর্ণর জেনরল হওয়া অবধি তাঁহার বেতনের একটি পয়সাও লন নাই। লার্ড নর্থব্রুকের উদ্দেশ্য কি এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

প্রেসিডেন্সি কালেজের আসিষ্টাণ্ট প্রোফেসর বাবু প্যারীচরণ সরকারের পুত্র বাবু যোগীন্দ্র নাথ সরকার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

চীন দেশের একখানি সংবাদ পত্র একটী হত্যা কাণ্ডের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী ও তাহার উপপতি উভয়ের মস্তক ছেদন করিয়া উহা মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যায়। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ তাহা এইরূপে প্রমাণ করা হইবে। একটী জলপূর্ণ টবে ঐ ছিন্ন মস্তক দুটী রাখিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইবে, ঘুরিতে ঘুরিতে মুণ্ড দুটী যদি মুখামুখি হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি হত্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইবে না, এবং উহাকে প্রচুরঅর্থ পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মুণ্ড দুটী যদি মুখামুখি না হয়, হত্যাপরাধে তাহার দণ্ড হইবে।

একব্যক্তি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন লণ্ডন নগর আলোকিত করিবার জন্য এক ঘণ্টায় যে গ্যাস পুড়িয়া থাকে, সেই গ্যাস দ্বারা এত জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত লোক পূর্ণ একখানি বড় জাহাজে যত জলের প্রয়োজন হয় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।

রটলাম পর্য্যন্ত নিমক রেলওয়ে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। জুন মাসের শেষে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত ঐ লাইন খোলা হইবে।

রাজসাহিতে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল প্রায় এক শত বৎসরেরও অধিক হইল ইউরোপের সাক্সনি প্রদেশস্থ একটী কয়লার খনি পুড়িতেছে। খনির উপরিস্থ ভূমি বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়াছে। এক ব্যক্তিই ঐ ভূমির উপর উষ্ণ প্রধান দেশ জাত বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেছে।

১৬ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে ভারত হিতৈষী প্রোফেসর ফসেট সাহেব হাকনির প্রতিনিধি স্বরূপ পার্লেমেণ্টে পুনরায় প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে যে কেবল আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি এরূপ নয় তাঁহার বিপক্ষ দলের লোকেরাও সন্তুষ্ট হইতেছেন। সেদিন এক খানি ইংলণ্ডীয় পত্র বলিয়াছেন যে, প্রোফেসর ফসেট উপস্থিত না থাকিলে পার্লেমেণ্টের বাদানুবাদ নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। আমরা ফসেট সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়ের অধিক প্রশংসা করি। যদিও তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে একজন অসাধারণ লোক তথাপি তাঁহার ন্যায়পরতা ও সত্যানুরাগ সমধিক প্রশংসনীয়। আমরা হাকনির অধিবাসিদিগকে ধন্যবাদ দিবার অনুরোধ করিতাম কিন্তু কি জানি প্রশংসা করিলে পাছে তাঁহারা ব্রাইটনের লোকদিগের ন্যায় ফসেট সাহেবের প্রতিকূল হন এই ভয়ে সে অনুরোধ করিতে পারিলাম না।

সম্প্রতি একটি অন্ধছাত্র ডরহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া বার্ষিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ওয়ারসেষ্টরে ভদ্রলোকের অন্ধ পুত্রদিগের জন্য যে একটী কালেজ আছে ইনি সেই কালেজে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

আগামী শনিবার সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা গ্রেটন্যাশনাল থিএটর গৃহে সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় করিবেন। ইহাতে যে টাকা উঠিবে ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা ফেমিনফণ্ডে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১৭ ই বৈশাখ বুধবার।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল হাসপাতাল হইতে যে সকল শব প্রেরিত হইত সে সমুদায় দাহ করিবার ব্যয় মিউনিসপালিটী বহন করিতেন, এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কদিগের শব দাহ করিবার জন্য ৮/১০ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কদিগের জন্য ১॥/১০ দিতে হইবে।

সম্প্রতি যে আফগান যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ৯ নয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ইহার কিয়দংশ কি আমাদিগের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে?

শুনা যাইতেছে প্রসিদ্ধ মুকবল হোসেন খাঁ বারাণসীতে আসিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্র এ অঞ্চলেও আসা হইবে।

একখানি আমেরিকার সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, নিউইয়র্কের একটী বাজারের মৃত্তিকার নিম্নে একটী বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ণিয়াতে জলাভাবে পশ্বাদির অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুরের উত্তরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

১৮ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের দাস ব্যবসায়ের একটী সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আছেন। আফগানিস্থানের প্রধান প্রধান প্রায় তাবৎ নগরে এক একটী বৃহৎ বাজার আছে, তথায় পশ্বাদির ন্যায় দাস ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে পশ্বাদির ন্যায় উহাদের প্রতি বিলক্ষণ নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়া থাকে। আমীরের [illegible] নিকটবর্ত্তী রাজা [illegible] করা [illegible] দুর্গ। [illegible] জাতিদের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনে এবং দাসরূপে বিক্রয় করে। [illegible] ফকীরদের [illegible] গবর্ণর মীর আলম [illegible] ৮ হাজার দাস বাঁদী ছিল, মৃত্যু [illegible] তাঁহার [illegible] এইক্ষণ [illegible] বিক্রয় করে। যাহাতে [illegible] এই দাস ব্যবসায়ের নিবারণ চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

ষ্টেট সেক্রেটারির আজ্ঞায়, মেদিনীপুরের (এক্ষণে বন্দি লোক আবদুল রহমন নামে খ্যাত) [illegible] সাহেব হইতে [illegible] করিয়াছেন। তিনি মুসলমান হইয়াছেন বলিয়া নাকি, অন্য কারণে তাঁহাকে এইরূপ করা হইয়াছে। কিন্তু সে কারণ কি আমরা জানি [illegible]

বোম্বাইয়ে দুটী স্ত্রীলোক একটী পুরুষকে [illegible] টাকার [illegible] করে। স্ত্রীলোক দুটীর এবং পুরুষটির কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর করিয়া কারা দণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে টি মণ্ডলে চলিতেছে। আমাদের [illegible] ঐ মণ্ডলে কি একবার দেখা [illegible]

[illegible] একটী দুইটা বাটী এবং [illegible] তাহা শিক্ষা করিবার জন্য বোম্বাইয়ে একজন পারসী যুবক [illegible] গমন করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টাই [illegible] উন্নতির কারণ হইবে।

[illegible] রাজার নূতন বাটীর সংস্কার [illegible] ৬২ হাজার টাকা ব্যয় করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন।

ত্রিচিনপল্লির একটী স্ত্রীলোক তাহার একটী শিশু সন্তানকে একটী কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে ফেলিয়া আইসে। তথায় শিশুটীর মৃত্যু হয়। ঐ পাপিয়সীর মৃত্যু দণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে জনরেল টুকার এক দীর্ঘ মিনিট লিখিয়া মলহর রাওকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া গুইকুমারের বর্ত্তমান বংশীয় কাহাকে ঐ সংস্থা [illegible] করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। গুইকমার [illegible] পক্ষ সমর্থন করেন যে যত শীঘ্র এ বিষয়ের মীমাংসা করা হয় এ জন্য গুইকুমার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। এত পীড়াপীড়িতেও গুইকুমারের চৈতন্য হইতেছে না ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

কাশ্মীরের রাজার চেষ্টা সত্ত্বেও [illegible] বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিতেছে না। ফরাসী প্রভৃতি [illegible] প্রধান শাল ব্যবসায়ী [illegible] দ্বারা শাল [illegible] চেষ্টায় আছেন।

মান্দালাইর রাজার এরূপ অর্থ [illegible] ঘটিয়াছে যে তিনি বাটীর [illegible] গকেও বেতন দিতে পারিতেছেন না।

রাজা এদেশে আসিলে অর্থের অসচ্ছলতা ঘুচাইবার উপায় শিক্ষা করিয়া যাইতে পারেন।

১৯ এ বৈশাখ শুক্রবার।

কল্য এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় গ্রহণ আরম্ভ হয় ও রাত্রি সাড়ে বারটার সময় শেষ হয়। গ্রহণ আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পরেই আকাশ সামান্য মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

মার্চ্চ মাসের শেষে মরিশসে ৬ দিন পর্য্যন্ত ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। সেখানে যে সকল আবাদাদি ছিল তাহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

গত শনিবার রাত্রিতে সার জন ষ্ট্রাচি আলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে একজন চৌকীদার কয়েক মণ অক্ষর চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। চৌকীদারটীর বুদ্ধি আছে, নতুবা গবর্ণমেণ্টের প্রেসে চুরি করিবে কেন?

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে বহুসংখ্য পয়সা প্রেরণ করাতে এদিকে পয়সার বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এঅঞ্চলে এক পয়সা বাঁটা দিয়া টাকা ভাঙ্গাইতে হইতেছে। অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে টাকায় ছয় পয়সা বাটা লাগিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "ফষ্টার নামক আমেরিকার একজন স্পিরিট মিডিয়াম মেলবোর্ণে আসিয়া অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখাইতেছেন। মেলবোর্ণ [illegible] পত্রিকায় অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে একটি অনুবাদ এখানে প্রকাশ করিলাম। "আমরা [illegible] সাবকাশ করিয়া বসিলাম। আমাদের মধ্য হইতে একজন ফষ্টার সাহেবের অজ্ঞাতসারে কয়েকগুলি মৃত ব্যক্তির নাম কয়েকটি কাগজে লিখিলেন এবং কাগজগুলি একত্র করিয়া একটি দলা করিয়া [illegible] রাখিলেন। ফষ্টার সাহেবকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে মৃত ব্যক্তির সহিত তিনি আলাপ করিতে চাহিতেছেন তাহার নাম তিনি বলিয়া দিউন। একটু পরে ফষ্টারের শরীর কম্পিত হইল। তাঁহার গলার স্বর অন্য রূপ ধারণ করিল এবং সম্মুখস্থ টেবলের উপর হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বন্ধুগণ এতদিন পরে আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি একটী গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছি। মৃত্যুর পর মনুষ্য জীবিত থাকে। আমি এই মহান্ সত্য তোমাদিগকে বলিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ফষ্টার বলিলেন যিনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত কথা কহিলেন তিনি একজন পাদরী। তাঁহার ক্ষয় কাশে মৃত্যু হয়। তাঁহার নাম মেন্জিন। যিনি কাগজে মৃত ব্যক্তিদের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কারণ এই মেনজিনের সহিত আলাপ করিবার জন্য তিনি ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং মেনজিন প্রকৃতই একজন পাদরী ও তাঁহার ক্ষয় কাশে মৃত্যু হয়। ফষ্টার সাহেবের এই সমুদয় জানিবার কোন সম্ভব ছিল না।"

এক খানি জারম্যান পত্রিকা আসাণ্টি যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "ইংরেজেরা আসাণ্টিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু আমরা ইংরাজদিগকে ইতর দোকানী বলিয়া জানি এবং ইহারা লাভের জন্য উপায়হীন অসভ্য জাতিদিগকে পোকার ন্যায় নষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা আবার আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেন।" ইংরাজেরা [illegible] জারম্যান জাতিকে খুব সুখ্যাতি করেন।"

পাবনার অন্তর্গত রাধানগর হইতে বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন রাধা নগর গ্রামে গত ৮ ই বৈশাখ সোম বারে একটী গাভী ১৩। ১৪ মাস গর্ভ ধারণের পর অত্যাশ্চর্য্য একটী জন্তু প্রসব করিয়াছিল। আমি ইতি পূর্ব্বে এরূপ জন্তু কখন নয়নগোচর করি নাই। ইহার মস্তক অবিকল মনুষ্যের মস্তকের ন্যায়, মুখখানি কিঞ্চিৎ লম্বা, দন্তগুলি মেটে রংএর, শরীরে লোম ছিলনা, বর্ণ মনুষ্যের বর্ণের ন্যায়, পা চারিখানি গরুর পার মত, খুরের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে অল্প অল্প লোম ছিল, অবিকল বানরের কর্ণের ন্যায় কর্ণ, কপালের উপর একটী মাত্র মনুষ্যের চক্ষুর ন্যায় চক্ষু ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত, দেখিতে পরম সুন্দর দেখিয়া বোধ হইল যেন তুলি দিয়া টানা। জন্তুটী ভূমিষ্ট হওয়ার পর এক ঘণ্টা কাল জীবিত ছিল।"

২০ এ বৈশাখ শনিবার।

বর্দ্ধমান বিভাগে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রস্তাব হয় হুগলী বিভাগে তাহা কতক সফল হইয়াছে। তত্রত্য হাঁসপাতালের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের অধীনে একজন ধাত্রী এবং চারিজন শিক্ষানবিশ এ বিষয় শিক্ষা করে, উহাদের মধ্যে একজন কোরকার বংশীয়। তিনজন শিক্ষানবিশ বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, উহারা ধাত্রী বিদ্যায় বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালায় কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। সিবিল সার্জ্জন বলেন, লোকে সামান্য পীড়াতেও ইহাদিগকে লইয়া যাইতে বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, মহিসুরে এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে, যে লোকে যেখানে জল আছে এমন সকল স্থানে উঠিয়া যাইতেছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, এক হীরাটের রাজস্বে সেখানকার সমুদায় শাসন ব্যয় সংকুলন হয় না, বলিয়া সর্দ্দার অয়ুব খাঁ আরো অধিক রাজ্য প্রার্থনা করায় আমীরের নিকট তাঁহার ভ্রাতা সর্দ্দার মহম্মদ আজিম খাঁকে পাঠাইয়াছেন। আমীর সহজে দিতে স্বীকার না করিলে বলপূর্ব্বক লইবার চেষ্টা হইবে বোধ হইতেছে।

— :০: —

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

গোরক্ষপুর এবং বস্তিতে দুর্ভিক্ষ কিছু ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে বলিয়া, তত্রত্য লোকের অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এক ভ্রমণকারী দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। বস্তি অপেক্ষাও গোরক্ষপুরে লোকের কষ্ট কিছু অধিক হইয়াছে। এক্ষণে গোরক্ষ

পুরে ২৫ হাজার এবং বস্তিতে ২১ হাজার মজুর রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। সকলে অনুমান করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টকে সমুদায় বর্ষাকাল ধরিয়া বহু সংখ্য লোককে আহার দিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট বীজ ধান্য সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। নেপাল হইতে এই ধান্য যোগাইবার পক্ষে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট অনেক সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। গোরক্ষপুরে প্রজাবর্গকে ভূমির কতক খাজনা মাপ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অনুমিত হইয়াছে প্রত্যেক বিভাগে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রিলিফ কার্য্যে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। বোধ হয় সমুদায়ে ৭। ৮ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না।

অযোধ্যার রিলিফ কার্য্যে এক্ষণে ২৫ হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে।

দরভাঙ্গা রেলওয়েতে কাজ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি ড্রাইবর প্রভৃতি আসিতেছে।

২৬ এ মার্চ্চ মাঞ্চেষ্টরে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য ৬১০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে ম্যান্সন হৌসে ২৫০০০ টাকা উঠিয়াছে।

বস্তিতে রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৫০ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও বৃদ্ধি হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ৩২৮৭৩১৯ টাকা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০১৭১৯৭ টাকা দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে দ্বিতীয় বারে ২০ হাজার পঞ্জাব হইতে প্রথম বারে ২৫ হাজার আইসে। লণ্ডনের লার্ড মেয়রের নিকট হইতে ষষ্ঠ কিস্তিতে ২০১৩৭০ টাকা আসিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে অশ্বতর আনয়ন করিবার জন্য লুধিয়ানা এবং অম্বালায় প্রায় ৫০ খানি ট্রক পাঠান হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে ৮০ লক্ষ পয়সা পীড়িত প্রদেশে পাঠান হইয়াছে। আরো পাঠাইবার জন্য কলিকাতার টাঁকসালে পয়সা প্রস্তুত করা হইতেছে।

পিয়নিয়র বলেন, সার রিচার্ড টেম্পল দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের জন্য ১০ হাজার অশ্বতর ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

২৫ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যাদির মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর হাবড়া নদিয়া মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ রঙ্গপুর বগুড়া জলপাই গুড়ি ফরিদপুর ত্রিপুরা ঢাকা ত্রিহুত চম্পারণ ভাগলপুর সাঁওতাল পরগণা এবং মানভূম এই কয়টী বিভাগে সাধারণ চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সিলেট চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং সারণে মূল্য অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বঙ্গপুরে ৮ আট সের এবং দিনাজপুর ত্রিহুত এবং চম্পারণে ৮॥ সাড়ে আট সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ১৯টী বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে। গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের স্থানে স্থানে ২৪ পরগণায় রাজসাহীতে এবং ঢাকায় অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পাটনা ভাগলপুর ও ছোটনাগপুরে কিছুই বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থানের শস্যের বড় ক্ষতি হইতেছে, চাসের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে।

গবর্ণর জেনারেলের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাতে ছয় কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ ব্যয় অনুমান হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৯২০০০০০ টাকা ১৮৭৩—74 অব্দে এবং ২৫৮০০০০০ টাকা বর্ত্তমান বর্ষে ব্যয় হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট ... কোটী ঋণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন ... ক্রোর কোটী ইহার মধ্যেই উঠিয়াছে ... এবং ... লোক ... ও সিন্ধিয়া তাহাদের ... গবর্ণমেণ্টের জন্য, ৮৬০০০০০ টাকা ... দেন ... ইংলণ্ড কিম্বা ভারতবর্ষে ... য়ও ১ কোটি তুলা হইবে।

২৪ এ এপ্রেল গৈরিবরী হইতে লেখে গ্রাম আদমপুরে নেপাল ... লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, বহু সংখ্য লোক সীমা পার হইয়া আসিতেছে।

দরভাঙ্গার মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকে পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। সমুদায় ত্রিহুত প্রদেশে বৃষ্টি হয় নাই।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটী দরিদ্র তন্তুবায়দিগকে অগ্রিম টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আজিও মুঙ্গেরে ও ... চাউল ধানের মূল্য কমে নাই। মুঙ্গেরে এক্ষণে ১০০ তোলা ১২৫ টাকায় এবং ... ১০০ তোলা ১৮১০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য ... শতকরা ... বৃদ্ধি হইয়াছে, যদি এ অবস্থায়ও বৃষ্টি ... দেখিতে ... থাকেন।

মুঙ্গেরে শীঘ্র একটী ... চাউলের কল খোলা হইবে। এক্ষণে পতিত ভূমি সকল আবাদ হওয়াতে কৃষির যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে মুঙ্গেরে একটী কেন আরো অনেকগুলি চাউলের কল চলিতে পারে।

চাপরা গোরক্ষপুরের অতি নিকটে অবস্থিত, তথায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই, কিন্তু তথায় অনেক রিলিফ কার্য্য হইতেছে এ নিমিত্ত গোরক্ষপুর হইতে বহু সংখ্য লোক তথায় গমন করিতেছে। চাপরায় দুর্ভিক্ষ নাই বটে কিন্তু অন্য স্থান হইতে যদি তথায় বহু সংখ্য লোকের সমাগম হয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন ... লাহেরে বটওয়ারার নিকট আর একটী দুর্ঘটনা হওয়া ... ১২ খানি চাউল বোঝাই নৌকা ... কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই, কিন্তু অনেক চাউল নষ্ট হইয়াছে ... সকল চাউলের বস্তা ভূমিতে রাখা হইয়াছে, সেই সকল বস্তায় উই ধরিয়া অনেক চাউল নষ্ট হইতেছে।

এক ব্যক্তি মালদহ হইতে হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, তথায় মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চা ল ৮।০ সওয়া আট ... বিক্রীত হইতেছে। আর একজন রঙ্গপুর হইতে উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, এত দিনের পর তথায় প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে দি-

বাজারে চাউল পাওয়া যায় নাই। যে কিছু চাউল বাজারে আসিয়াছিল তাহা অগ্নিমূল্য। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের চাউল বিক্রয় করিবেন। এই দুঃসময়ে আবার মুহা রাজগঞ্জের গবর্ণমেণ্টের গোলা পুড়িয়া গিয়া প্রায় ৭ হাজার মন চাউল ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৪ ই এপ্রেল। মাইকেল ফিন্‌লে কিছু দিনের জন্য বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে প্রতিনিধি হেড এসিষ্টাণ্ট হইবেন।

২২ এ এপ্রেল। টি, জে, সি, প্লাউডেন কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

বক্সা বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর আর এচ রেণ ১৮৬৯ অব্দের ১৬ ধারানুসারে স্থাবর সম্পত্তি এবং বক্সা উপবিভাগ সংক্রান্ত ভুটান দুয়ারের মধ্যে রাজস্ব ও কর সম্বন্ধীয় যাবতীয় মকদ্দমার বিচার করিবেন।

আর এল, ম্যাঙ্গলস কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

মুন্সী কটমতুল্লা কিছুদিনের জন্য মানভূমে প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দিলওয়ার হোসেন আহম্মদ রাজসাহী বিভাগে রিলিফ কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু মহেশ্বর সিংহ কিছুদিনের জন্য চম্পারণে অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

৮ এ এপ্রেল। এফ ডবলিউ জে বিস কিছু দিনের জন্য হাবড়ার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি দ্বিতীয় আডিসনাল জজ ভি, টি, এলেন আগে হুগলী ও হাবড়ার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি বিভাগে স্থানান্তরিত হইলেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা পাটনা বিভাগে বদলী হইলেন—

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ই পোটার।

ভদ্রক বিভাগের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ ফিডিয়ান।

লালবাগের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, জে, মরে।

মেহেরপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্ণিস।

চুয়াডাঙ্গার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, বি স্কাইন।

নদীয়ার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, গড়ফ্রে।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই এপ্রেল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ২৪ পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু শ্রীধর রায়।

কাজী সায়দ মহম্মদ আলী।

২১ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধানাথ মুখোপাধ্যায়।

সাতক্ষীরার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]মাধব মুখোপাধ্যায়।

২২ এ এপ্রেল। নিম্ন লিখিত আফিসরেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সিমরা[illegible] বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন, জমুইর অতিরিক্ত উপবিভাগীয় আফিসর জে, এস কার, সি এস উত্তর ভাগলপুরের জে এম কার্ক উড, ইহারা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন। বাগাছর গঞ্জের ভারপ্রাপ্ত ডবলিউ ভি, বার্টন সন, কলবার ভার প্রাপ্ত সি, ই, মোলওলবেরি, বৃন্দপুলের ভার প্রাপ্ত এচ, সি, কানসা। পূর্ণিয়ার সদর সার্কেলের ভার প্রাপ্ত লেপ্টেনাণ্ট ডবলিউ কোলিস, ডেকায়ার ভার প্রাপ্ত কাপ্তেন থর্ণটন কাম্প সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত মৌলবী ফজুল কাদের, সারাদিগারের ভার প্রাপ্ত এচ, এল, ডেনিস, ভবানীপুর সার্কেলের ভার প্রাপ্ত ডবলিউ হেসাম—তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

মুরসিদাবাদের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, এস, জোন্স দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ এপ্রেল। বাবু দীননাথ দাস তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট টি, ই, কক্সহেড এবং এচ, গিলন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, এম, কিষ্ট, এ, ডবলিউ, ম্যাকে, জি, এ, গ্রিয়রসন, ই, আর হেনরি, মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ, মুন্সী ইনায়েত হোসেন, মুন্সী বিহারী লাল, মুন্সী উদীরাম, মুন্সী বক্তার সিংহ, মুন্সী সাদিক মহম্মদ, মুন্সী কাশিম হোসেন, মুন্সী কালীকৃষ্ণ, মুন্সী মহম্মদ ওমার, মুন্সী দেবীপ্রসাদ, মুন্সী লচমন সিংহ, মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ, মুন্সী নারায়ণ সিংহ, মুন্সী সুলতান আহম্মদ, মুন্সী গণেশ সিংহ।

প্রতিনিধি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আর্থর উইকস ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ এবং তহসিলদার মুন্সী হোসেন খাঁ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে ডিসরেলি বলেন, সুয়েজ খালের বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

রেঙ্গুন হইতে পশ্চিম চীনেতে একটী রাস্তা করিবার জন্য স্পাই সাহেব যে সর্ব্বে করেন, ঐ

সেক্রেটারি মার্কুইস অব সালিসবরি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত কল্য লিবারপুলে এক সভা হইয়া বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য ২০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে লাণ্ডন বাটীতে ডিউক অব আর্গিল বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের এবং বঙ্গদেশের লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

মার্কুইস অব সালিসবরিও লার্ড নর্থব্রুকের প্রশংসা করিয়া বলেন, এক্ষণে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন সাধারণে যেরূপ ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, যখন সেই ভয় ও উদ্বেগ দূর হইবে এবং এক্ষণে যে সকল হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখা যাইতেছে, যখন তাহা বিস্মৃতি সলিলে নিমগ্ন হইবে, তখন লোকে ইংরাজদিগের প্রভাব ও পর্য্যাপ্ত দর্শিতার আশ্চর্য্য বোধ করিবে এবং বলিতে থাকিবে ইংলণ্ডই ভারতবর্ষ শাসন করিবার যোগ্য।

যখন রুশীয় সম্রাট লণ্ডন দর্শন করিতে আসিবেন প্রিন্স গর্টিসকফ এবং কাউণ্ট সুবেলফ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিবেন

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত বর্ষে দিনাজপুরে প্রায় বার আনা রকম ধান্য হয় নাই। চারি আনা রকম ধান্য হইয়াছিল এতদিন কায়ক্লেশে দুঃখী লোকের সংকুলন হইল, আর চলিবার আশা নাই, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট চাউলের উপর নির্ভর। স্থানে স্থানে উহা মুদীদিগকে ৮০ সিক্কার ওজনে ।৩ সের দরে বিক্রয় করিতেছেন, তাহারা গরিবদিগকে ।২ সের দরে বিক্রয় করিবে।

আঁবের মুকুল দেখিয়া আশা হইয়াছিল যে গরিব লোকে উহা দ্বারা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে প্রত্যহ এক বেলা করিয়া কাটাইতে পারিবে। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জল না হওয়া জন্য অনেক মুকুল পুড়িয়া গিয়াছে।

শ্রাবণ মাসে ভাদুই ধান্যের আশা ছিল, লোকে অনেক জমীও আবাদ করিয়াছিল কিন্তু বীজ ধান্যের অভাবে অনেক জমী পতিত হইয়া রহিল। শ্রাবণ মাসেও যে দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে এমত বোধ হয় না। লোককে আগামী পৌষ মাস পর্য্যন্ত আমন ধান্যের অপেক্ষা করিতে হইবে। বৃষ্টির নিতান্ত প্রয়োজন। ৫।৭ দিন মধ্যে বৃষ্টি না হইলে যে ধান্য রোপিত হইয়াছে তাহারও হানির সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকলের মধ্যে অনেক স্থলে সাহায্যকারী রাস্তা ও পুষ্করিণী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার কথাও শ্রুতিগোচর হয় অধিক পরিমাণে তাহা সত্যও বটে।

অনাহারে মৃত্যু সংবাদও ৫।৭টি পাওয়া গিয়াছে, অগ্নিকাণ্ড প্রায়ই হইয়া থাকে। এবার যে প্রকার রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব এই মাসের শেষে বহুতর দুঃখী লোকে এই জ্বর হইতে জবাব দিবে। জমীদারদিগের মধ্যে রাণী শ্যামমোহিনী, বাবু রাধা গোবিন্দরায় সাহেব, বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ রায় ধনপৎ ও লছমিপৎ সিংহ বাবু সেতাবচাঁদ লাহা প্রজাগণের উপকারার্থ বহুতর চেষ্টা করিতেছেন।

দিনাজপুর
২২ এ এপ্রেল
১৮৭৪ } শ্রীঃ—

মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মায়াকানন।

যে উৎকট রোগে বঙ্গীয় কবিকুলভূষণ মাইকেল মধুসূদন দত্তজ কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া তিনি দুই খানি নাটক রচনারম্ভ করেন। দুই খানিই "বঙ্গরঙ্গভূমির" নিমিত্ত লিখিত হইতেছিল। প্রথমখানির নাম "মায়া কানন" অপর খানির নাম "বিষ কি ধনুগুণ?" "মায়াকানন" সমাপ্ত হইয়াছিল, "বিষ কি ধনুগুণ?" অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। "রঙ্গভূমির" অধ্যক্ষ যুবকদিগের যত্নে সম্প্রতি "মায়াকানন" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দত্তজ মহাশয়, যে অনন্যসাধারণ চুরুক্তশক্তি লইয়া, বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—মেঘনাদ বধ প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গীয় কাব্যানুরাগী সহৃদয় সমাজে চিরস্মরণীয় এবং পরম বরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার "মায়া কাননে" সেই অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে কি না, সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এই নাটক, তাঁহার মৃত্যুশয্যার শেষ [illegible] গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থ রচনা কালে [illegible] লেখনী ধারণ শক্তি না থাকায়, [illegible] আমার [illegible] বলিয়া, [illegible] পরিষ্কার এবং [illegible] পরিচ্ছেদ কয়েকটী কথা বলিবার উদ্দেশেই [illegible]। এই "মায়াকানন" রচনাকালে কবিবর [illegible] প্রায় সর্ব্বদাই শয্যাগত থাকিতেন। সেই শয্যাপার্শ্বে লেখনীহস্তে বসিয়া আমি "মায়াকানন" লিখিতাম। মধ্যে মধ্যে রক্ত বমন হইত, তত্তৎকালে রোগের দুঃসহ জ্বালা দ্বিগুণতর হইত, তথাপি রচনা কার্য্যে বিরত ছিলেন না। যখন কালে অগত্যা লেখনীর বিরাম হইত, অমনি আবার আরম্ভ করিতেন। [illegible] একটী [illegible] হইত, তখন তাঁহার [illegible] [illegible] তাঁহার পরিচয় প্রদান করিত। আমার [illegible] যে [illegible] মনে সঙ্কলন করিতেন, [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি [illegible]। [illegible] সময়ে [illegible] [illegible] ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রথম [illegible] আমি সে ভাব, [illegible] বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি [illegible] মাত্রই যখন স্মিত মুখে [illegible] উপকরণ সমস্ত আনিতে কহিলেন তখন সে আশঙ্কার সম্যক নিরাকরণ হইল। পশ্চাৎ এক অংশটী লেখা হইল—

"চলো সখি! আমরা এখন যাই, গিয়া দেখি, হনুমতীর মনের [illegible]। আমি শুনেছি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, করাত্ত করঙ্গীকে তাঁর দাঁতে বিদ্ধ করে, [illegible] চলে

যায়, আর মনেও করে না যে সে অভাগীর কি দুর্দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু সে যেখানেই যায়, ঐ বক্র শায়ক সমেত তার পার্শ্বে লেগে থাকে।"

কহিলেন, এক্ষণে আমি স্থির হইতে পারিলাম। হায়! সেই সময়ে যদি জানিতে পারিতাম, প্রিয়বন্ধু তদীয় আত্মীয়দিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তাহা হইলে, তাঁহার জনদাতার ন্যায় আকৃতির উদাসীনতা "মেঘনাদ" গ্রন্থকর্তাকে কখনও অবহেলা করিতাম না।

রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষীয়েরা "মায়া কানন" যে আকারে বাহির করিয়াছেন, ফলতঃ সে আকারে তাঁহাদের মতে সম্পিত হয় নাই, তাঁহারা তাহার কোনও কোনও স্থান পরিবর্তন, কুত্রচ নূতন অংশ সংযোজন করিয়া দিয়া, অসঙ্গদত্তভাব অব হৃদ্যতার পরন্ত অবিমৃষ্যকারিতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। "রঙ্গভূমির" অধ্যক্ষ মহামতিরা যে কি ভাবিয়া এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের দুর্বোধ্য। তাঁহারা যদি আপনাদের জ্ঞান গরিমা প্রদর্শনার্থে ঐরূপ করিয়া থাকেন, স্বতন্ত্র পুস্তকে করিলেই প্রকৃত জ্ঞানির কার্য হইত। যদি কবিবর দত্তজর অভাব পূরণার্থে করিয়া থাকেন, সমধিক দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতের দ্বারা দত্তজর অভাব পূরণ হয়, দত্তজ, কিম্বা সাধারণে এরূপ প্রত্যাশা করেন না। পরিশেষে অধ্যক্ষ বাবুদিগকে আমি বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, এবারকার মুদ্রিত পুস্তকগুলি অবিলম্বে ভস্মসাৎ করিয়া আমার ... লিখিত আদর্শানুরূপ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অভিনয় করিলে ... স্থানে সমাজস্থ জনসাধারণ সমীপে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এবারকার "মায়া কানন" অভিনয় দর্শনে মাইকেলের চিরবঙ্গিনী ও বর্ণস্বিনী লেখনীকে ধিক্কার প্রদান না করেন।

প্রাসঙ্গিক না হইলেও দত্তজর প্রণয়ানুরোধে লিখিতব্য যে, "রঙ্গভূমির" অধ্যক্ষ যুবকেরা কতকগুলি বেশ্যা লইয়া রঙ্গব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বলিয়া, সাধারণে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব দোষক্ষালনার্থে বা আপনাদের মত পুষ্ট করণার্থে কবিবর দত্তজ মহাশয়কে ঐ দুষিত ব্যাপারের প্রবর্তক ও উৎসাহদাতা বলিয়া, প্রচার করেন, পরম্পরায় এরূপ শুনিতে পাই। যদি কথা সত্য হয়, তাঁহারা প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়া, অমনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন। এই ঘৃণাকর, লজ্জাকর এবং সমাজের সর্ব্ববিধ অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্তি বা উৎসাহ দেওয়া, সহৃদয় মাইকেলের কার্য্য নহে। "রঙ্গভূমির" অধ্যক্ষ যুবকগণের মধ্যে কোন একজন বাবু, তাঁহার নিকট ঐ বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি এই বলিয়াছিলেন "বঙ্গীয় সমাজের ভূষণ সহৃদয় চূড়ামণি বহুদর্শী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত, এবিষয়ে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক হইবে। অতএব, তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত ইত্যাদি"। এ বড় আক্ষেপের বিষয় যে, অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অপরের স্কন্ধে বিশেষতঃ, একজন সর্ব্বজন পরিচিত মৃত ব্যক্তির স্কন্ধে সেই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। যাহা হউক, আমি মৃত কবিবরের প্রতিনিধি হইয়া, সাধারণকে জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বেশ্যাভক্ত নট মণ্ডলীর কথা শুনিয়া, দত্তজ মহাশয়কে এবিষয়ে দোষী মনে না করেন। ফলতঃ উক্ত বিষয়ে, তাঁহার মতামত যাহা ছিল, আমি তাহা স্পষ্টবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

দত্তজ মহাশয়, যে নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, দেহত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় সমাজে তাহা অবিদিত নয়। তথাপি, তাঁহার অবস্থা ঘটিত তদীয় বিরচিত একটী ভাবপূর্ণ শ্লোক এইস্থানে অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে
হ্রাসিতে বাণীর প্রভা, তব মনে জ্বলে,—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাবধারি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ সাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে, বঙ্গস্থলে?"

কবিবরের মুদ্রিত কাব্যাবলী সাধারণে সুপরিচিত বটে। তদ্ভিন্ন তিনি আরও এতগুলি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।—(১) দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, (২) ভারত বৃত্তান্ত, (অথবা পাণ্ডববিজয়) (৩) তিলোত্তমা সম্ভব দ্বিতীয়সর্গ, (৪) সুভদ্রাহরণ, (৫) মদন সংকীর্ত্তন, (৬) চন্দ্রবদন, (৭) আশার ছলনা, (৮) নীতিগর্ভ গল্পাবলী, (৯) তিলোত্তমাসংস্করণ, (১০) বীরাঙ্গনা, (দ্বিতীয় খণ্ড)। ইহা ভিন্ন আরো কএকটী ক্ষুদ্র কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। অস্মদের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রযুক্ত "নীতিগর্ভগল্পাবলী" ভিন্ন অন্য কোনও কাব্যই শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ সমুদয় কাব্যের হস্তলিপি আমার নিকট রহিয়াছে, অতঃশীঘ্র আমি তাহা অবিকল মুদ্রিত করিব, সংকল্প করিয়াছি।

দত্তজ মহাশয়, আমাকে যে সোদর নির্বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনীমুখে ব্যক্ত হইবার নহে। তদীয় মুমূর্ষু কালের এক পত্রাংশদ্বারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আমি সাধারণ সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি।—

"প্রিয়তম কৈলাস!

যদি তোমার, তোমার মাইকেলকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে পত্রপাঠ মাত্র এখানে পৌঁছিবা। ইহাতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিব না, মাইকেল মৃত্যু শয্যায়।

২৫ শে জুন
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।"

হায়! যদি তৎকালে আমি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া না পড়িতাম, অবিলম্বে আসিয়া, প্রিয় বন্ধুর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, সেই অন্তোন্মুখ মুখচন্দ্র নয়নজলে সিক্ত করাইয়া, এ শোকজ্বালা কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ করিতে পারিতাম! হায়! এ অভাগার ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কেন? এখন আর কি করিব?

—"যত দিন ভবে থাকিবে জীবন অঙ্কিত তোমার ছবি!"

কলিকাতা বহুবাজার। } শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

মহাশয় ! বাঙ্গালা ভাষার সমাসের পরিশুদ্ধ অনুগত নিয়ম নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, কেন না, ভাষায় কতকগুলি সমস্ত পদ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, অথচ সেই সকল পদের সমাস বাক্য ভাষায় সম্পন্ন হয় না। আর কতকগুলি সমস্ত পদের বিগ্রহ বাক্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে, অথচ সেই পদগুলি সমাস বাক্যের অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা সিদ্ধ না হইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সিদ্ধ হইতেছে। এই বৈসাদৃশ্যের মীমাংসা করতঃ উভয়দিক বজায় রাখিয়া সুসঙ্গত নিয়ম করা সহজ ব্যাপার নয়। দেখুন "মৎপক্ষ" "অস্মদাদৃহ" এই সকল সমস্ত পদের বিগ্রহ বাক্য ভাষায় সম্পন্ন হইতে পারে না ; তখন আর কি করা যায় অগত্যা যে কোন প্রকারে হউক পদ সকল সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, কিন্তু যে সকল স্থানে বিগ্রহ বাক্য অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা পদ সকল সিদ্ধ করিতে পারা যায়, অথচ কোন দোষ ও ক্ষতি লক্ষিত হয় না, সেখানে সাধ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পদগুলি সিদ্ধ করতঃ ব্যাকরণের নিয়ম সকল জটিল করিবার প্রয়োজন কি ? ভাষার পদ সকল ভাষার নিয়মানুসারেই সিদ্ধ হইয়া ব্যবহৃত ও প্রচলিত হউক। সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ ব্যাকরণ সহজ হইয়া উঠুক। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে কৃত সঙ্কল্প প্রচুর বিদ্যাশালী মহানুভবদিগের বিশেষ মনোযোগ করা একান্ত বিধেয়।

যখন বাঙ্গালা ভাষায় পিতা, ভ্রাতা রাজা ধনী গুণবান তেজীয়ান, মন নভ ইত্যাদি প্রকার শব্দের উত্তরই কারক বিভক্তি যোগ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতেছে এবং তৎকালে ঐ সকল শব্দের রূপের কোন রূপ পরিবর্ত্ত হইতেছে না, তখন, যেমন গুরুর পুত্র এই বাক্যে বিভক্তির অর্থাৎ রএর লোপ হইয়া সমাসে "গুরুপুত্র" পদ সিদ্ধ হইতেছে, সেই রূপ পিতার ধন এই বাক্যে বিভক্তির অর্থাৎ রএর, লোপ হইয়া সমাসের সাধারণ নিয়মানুসারে "পিতাধন" এই রূপ পদ হওয়াই একান্ত যুক্তিযুক্ত ও নিতান্ত সঙ্গত। এস্থলে কেবল সংস্কৃত সমস্ত পদ সকলই ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বলপূর্ব্বক ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া "পিতাধন" "ধনবান্‌গণ" "ধনীসভা" ইত্যাদি সমস্ত পদ সকল ব্যবহার না করা কোন ক্রমেই বিবেচনা সিদ্ধ নহে।

কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা উক্ত রূপ পদ সকল ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন "কোন ধনস্বামীর কথও গণনাতে তিন ভ্রাতা আছে, এবং ভ্রাতাগণের অপেক্ষা তাহার আসন্নতর দায়াদ নাই।" (রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রণীত ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী।) "আধুনিক এই সব ধনবানগণ সাজায় কি কায়া এর মধ্যে মজন ?" (সদ্ভাব শতক।) পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ● ● ● ● পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।" (অনরেবল ওয়ালটর স্কট সিটনকার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত পত্র কৌমুদী, ৩য় সংস্করণ।)

এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া বাজার ভবন, রাজাভবন, মাতার বাক্য, মাতাবাক্য গুণবানের সভা গুণবান সভা, ধনী মণ্ডলী ধনীমণ্ডলী, মনের বেদনা মনবেদনা, এই রূপ পদ সকল ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, সমাসের অতি সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথ সকল অনেক অংশে প্রশস্ত ও সুগম হইয়া উঠে। তখন হীন সাহস ক্ষীণ বল বালক পথিকেরা অক্লেশে গমনাগমন করিয়া বিলক্ষণ সুখী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা বাঙ্গালা ভাষায় সমাসের কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া যেন আপনার পাঠক মহাশয়েরা এরূপ না ভাবেন যে আমরা পিতৃধন, রাজভবন, মনোবেদনা প্রভৃতি সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী সমস্ত পদ সকল লোপ করিতে বসিয়াছি। যেমন সংস্কৃত পদ সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ব্যাকরণের নিয়মানুসারে চলিতেছে, অর্থাৎ হে পিতঃ হে জগৎপিতা, হে গুরো, হে প্রভো ইত্যাদি পদ সকল ব্যবহৃত হইতেছে, সেই রূপ রাজগণ, রাজাগণ ধনবদ্গৃহ ধনবানগৃহ মনোবেদনা, মনবেদনা এই রূপ পদ সকলও ব্যবহৃত ও প্রযুক্ত হউক, বিদ্বান সমূহ এই রূপ পদ প্রয়োগ করিলে কেহ যেন অশুদ্ধ ও অপপ্রয়োগ বলিয়া ঘৃণা বা উপহাস না করেন ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য ও ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহাশয় আপনার কৃতবিদ্য পাঠকগণ অবশ্যই এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন। এমন কি, কেহ কেহ ইহাতে অনুমোদন করিবেন, কেহ কেহ বা বিলক্ষণ উপহাসের সহিত মিষ্ট মিষ্ট দুই চারিটী গালিও দিবেন। কিন্তু আপনার কি মত তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উপকৃত ও বাধিত করিতে অবহেলা বা ঘৃণা করিবেন না। (১)

১৪ই বৈশাখ }
১২৮১ সাল } শিক্ষক।

—:o:—

চিকিৎসকের যেমন বহুদর্শী হওয়া উচিত, তেমনি দয়া বিনয় প্রভৃতি কতকগুলি সদগুণ থাকা আবশ্যক। যে চিকিৎসকের এ সকল গুণ নাই, তাহাঁর পাণ্ডিত্য থাকিলেও তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণী মধ্যে গণ্য। সম্প্রতি আমরা কোন কার্য্যোপলক্ষে [illegible] গিয়াছিলাম, [illegible]পুরের ডাক্তার বাবু রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি শ্রবণে একান্ত প্রীত হইয়াছি। ইনি [illegible] এই স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন। [illegible] পূর্ব্বে আরো দুই তিন জন ডাক্তার ছিলেন, একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনও আছেন, রামব্রহ্ম বাবু সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নন বটে কিন্তু ইহারই অধিক সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সুখ্যাতির দুটী কারণ আছে। প্রথম, তাহার চিকিৎসা নৈপুণ্য, দ্বিতীয়, দরিদ্র রোগীদিগের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার। ইনি সময়ে যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতে

(১) পাঠকেরা কে কিরূপ মত প্রকাশ করেন দেখিয়া পরে আমাদের মত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পান প্রায় তাহারা আরোগ্যলাভ করে, যে সকল দরিদ্র রোগীর দর্শনী দিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করেন, যাহাদের ঔষধ ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়া থাকেন, এমন কি যে সকল রোগীর পথ্যে-রও সংস্থান নাই, পরং কায়িক পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক তাহার বাটীতে গিয়া বিনা মূল্যে নিজ ঔষধালয় হইতে ঔষধ দিয়া এবং নিজের পয়সায় তাহার পথ্যের পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহার চিকিৎসা করেন। যাঁহার এত গুণ তিনি সাধারণের সুখ্যাতি ভাজন না হইবেন কেন? দরিদ্র গৃহস্থ দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দানে অসমর্থ হইলে যে সকল চিকিৎসক রোগীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াও সেই গৃহস্থের গরু বেচিয়া দর্শনী ও ঔষধের মূল্য আদায় করিতে ক্রটী করেন না, তাহাদের কর্ত্তব্য অর্থোপার্জ্জনই চিকিৎসা ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য বিবেচনা না করিয়া রাম-ব্রাহ্ম বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, ইহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে এবং বিল ক্ষণ যশস্বী হইতে পারিবেন। আমরা নব্য ডাক্তার দলে প্রায়ই দেখিতে পাই, তাঁহারা অন্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া বেড়ান বটে; কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ বিধান করেন না। রাম-ব্রাহ্ম বাবু সে বিষয়ে অমনোযোগী না হন এই আমাদের ইচ্ছা।

চাঙ্গড়িপোতা
১০ এ বৈশাখ } ত্রিঃ
১২৮১ সাল

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২৪ এ এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	"	১
ডাক্তার পাড়া	"	১
ডাক্তারপাড়া হইতে		
হাট বোয়ালিয়া	১	
হাটবোয়ালিয়া হইতে		
নং ১ কট	১০	
নং ১ কট হইতে		
ঘোলমারি	১	৬
ঘোলমারি হইতে		
আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে		
কৃষ্ণগঞ্জ	২	৯

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে নুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২৭ এ এপ্রেল বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	৪

১৮৭৫ টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
বহরমপুর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
২৭ এ এপ্রেল } নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করি-তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কাশীমপুর ৫৷৹
" " রমানাথ বসু—পটীমুণ্ডী ১০
" " অনুকূলাল পাল—সাতক্ষীরা ১০
" " আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলা শৈল ১০
" " তারা প্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় জঙ্গীপুর ১০
" " নবীনচন্দ্র সিদ্ধান্ত—ভবানীগঞ্জ ১০
" " রামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর কাশীমপুর ১০
" রাজা লক্ষ্মণ প্রসাদগর্গ—মহিষাদল ২০
বহুবাজার সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ৫৷৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট. হুণ্ডি. বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

নং । ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ । ২৫ সংখ্যা ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১ । ২৯ এ বৈশাখ । ইং ১৮৭৪ । ১১ ই মে ।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইয়া দেন ।

অধ্যক্ষস্য ।

৩। গর্ভিণীবান্ধব বস্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট পাপ্য।

শ্রীনন্দকদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

রূপে ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে অবশিষ্ট টাকা তুলিবার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন হরে পটো দিন কলু প্রভৃতির নির্ব্বাক স্কন্ধে ট্যাক্স ভার পড়িতে থাকে। তাঁহারা বাবুকে ভিন্ন কাহাকেও জানে না। বাবুর নিকট যাতায়াত ও বাবুর উপাসনা আরম্ভ করে, কিন্তু বাবু নিরুপায়!!! তাহারা বাড়ীর জামাই হইলে কোন গোলযোগ থাকিত না। তাহাদের ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হয়।

আমরা যে এই সকল কথা গড়িয়া বলিতেছি তাহা নয়। সার জর্জ্জ কাম্বেল এই রূপ অত্যাচারের কথা জানিতেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "যাহাতে ট্যাক্স করা বিষয়ে অন্যায় পক্ষপাত না হয় এরূপ তত্ত্বাবধানের নিয়ম করা উচিত এবং এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যেখানে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের হস্তে এই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হয়।"

লোক মনোনীত করিবার সময় বাছিয়া করিলে কিম্বা বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলে এই অন্যায়াচরণ নিবারিত হইতে পারে। কারণ তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের পক্ষে প্রহরীস্বরূপ হইয়া উঠে।

আমরা উপসংহারকালে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই স্থানের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রথম বারুইপুর হরিনাভি প্রভৃতি স্থান গুলিতে পাওয়া যায়—এই সকল স্থান বহুদিন অবধি সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে এখানকার একটীও রাস্তার উত্তম রূপ সংস্কার হয় নাই। এত দিনের পর হরিনাভির একটী রাস্তায় কিছু কিছু মাটী পড়িয়াছে, কিন্তু বারুইপুরের অনেক রাস্তা এখনো অতি জঘন্য অবস্থায় আছে; বর্ষাকালে সে সকল পথে যাতায়াত করিতে চক্ষের জল ফেলিতে হয়।

দ্বিতীয়, জয়নগর মজিলপুর। শুনিতে পাওয়া যায় সেখানকার গ্রামবাসীরা করভারে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছে। অনেক দরিদ্রের স্কন্ধে এত গুরুতর ভার দেওয়া হইয়াছে যে সে জন্য তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল সেই কমিটির সভাপতি, তাঁহাকেও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

গবর্ণমেণ্টের শস্যের অপব্যয়

দুর্ভিক্ষের সূচনা অবধিই লর্ড নর্থব্রুক পাছে দেশীয় বাণিজ্যের হানি হয় এই আশঙ্কায় অতি সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতেছেন। রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহাদের ক্ষতি হয়—রপ্তানী বন্ধ করিলেন না; দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে শস্যাদি লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয় দিলেন এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহাদের সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেছেন না, কিন্তু আমরা বহুদিন অবধি একটী আশঙ্কা করিয়া আসিতেছি এবং বোধ হয় সে আশঙ্কা ফলেও পরিণত হইল। সে আশঙ্কাটী এই—গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় আরম্ভ করিলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে কারণ গবর্ণমেণ্ট মুখে যতই আশ্বাস দিন না কেন তাহাদের কিছুতেই প্রত্যয় জন্মিবে না। ইহার যুক্তি বুঝিতে কি বিলম্ব হয়? কিজন্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানে শস্য বহন করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? সকলেই বলিবেন লাভের জন্য। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিতেছে যে সহস্র সহস্র বাহনে সহস্র সহস্র গবর্ণমেণ্টের লক্ষ লক্ষ মণ চাউল প্রতি দিন সেই দিকে চলিয়াছে তখন কি তাহাদের সে আশা হয়? যদি কেহ বলেন যে কেন গবর্ণমেণ্ট ত বার বার বলিয়াছেন ব্যাপারীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়, তাহার উত্তর এই—বাজারে চাউলের গোলা খোলা গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য না হউক, প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা তাঁহাদের লক্ষ্য বটে, যদি বাজারে শস্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হয় যে প্রজাদিগের প্রাণনাশের সম্ভাবনা তখন গবর্ণমেণ্ট নিজের শস্য খুলিবেন কি না? বিশেষ যদি দেশের লক্ষ লক্ষ লোক গবর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিপালিত হইতে চলিল তবে কাহার মুখ দেখিয়া তাহারা সে স্থানে শস্য লইয়া যায়? সেস্থানে শস্য লইয়া যাইতে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক সেস্থান হইতে শস্য অপর স্থানে রপ্তানী করিবার ইচ্ছা জন্মে। আমরা বিশেষ সংবাদ জানি না কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ বোধ হয় এই রূপ ঘটনাই ঘটিতেছে। নতুবা যে যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের শস্য সঞ্চিত হইয়াছে সেই সেই স্থানেই চাউলের মূল্য এত বাড়িতেছে কেন? আমরা নিম্নে একটী তালিকা দিতেছি দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন আমাদের অনুমানের মূল আছে কি না?

স্থানের—গবর্ণমেণ্টের শস্য. চাউলের দর

স্থান	মণ	সের
ত্রিহুত	১৯১৪৭৮	৮॥০
চম্পারণ	৬৭৩৮৬৯	৮॥০
দিনাজপুর	৭৫০০০০	৮॥০
মালদহ	১৫০০০০	১০
ভাগলপুর	৯২৫২৫৩	১০।০

যে যে স্থানে গবর্ণমেণ্ট এখনও শস্য সংগ্রহ করেন নাই সেখানে চাউলের মূল্য টাকা ১২ সেরের ন্যূন নয়। ইহার কারণ কি? ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানে যে সাহায্যার্থীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে বিচিত্র কি? বাজারে শস্য এত দুর্ম্মূল্য হইলে কয়জন লোক পরিবারের অন্ন যোগাইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কেবল আপনার সঙ্কল্পের মধ্যে বিতরণ করিবার জন শস্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন পরে যেখানে বাজারে চাউলের মূল্য ৪ টাকা মণের অপেক্ষাও অধিক হইবে সেখানে কিছু কিছু চাউল ছাড়িয়া বাজারের দর নিয়মিত মূল্যের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিবেন এই সংকল্প প্রকাশ করেন। অবশেষে সকল স্থানেই বাজার দর অপেক্ষা কিঞ্চিৎন্যূন মূল্যে চাউল বিক্রয় করিবার পরামর্শ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও কি ব্যবসায়িদিগের আর উৎসাহ থাকে?

এখন আর একটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে। যেরূপ আশঙ্কা করিয়া এত আয়োজন করা হইয়াছে ঈশ্বরের [illegible] বোধ হয় সেরূপ দুর্দ্দিন ঘটিতেছে না। [illegible] হইলে এ শস্যগুলির উপায় কি? [illegible] মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেশনে গবর্ণমেণ্টের গোলায় [illegible] শস্য [illegible], সঞ্চিত হইয়াছে [illegible] সকল আবরণ [illegible] উপায় [illegible] সম্মুখে বর্ষা আগত [illegible] দিনের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি [illegible] সেই শস্যগুলির কি হইবে? [illegible] পাওয়া যায় ইহার মধ্যে [illegible] শস্য পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। [illegible] কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন তবে দুর্ভিক্ষের কথা [illegible] রিচার্ড টেম্পল এক [illegible] রিচার্ড, তাঁহাকে আবার দুর্ভিক্ষ নিবারণেরই জন্য বেহারে প্রেরিত, তিনি যে ছায়া দেখিয়া কায়া ভাবিবেন তাহাও বিচিত্র নয়। তিনি ত্রিহুত গিয়াই যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন তাহা পাঠ করিয়া কাহার মনে না শঙ্কার উদয় হইয়াছিল? কিন্তু সে শঙ্কা যে ঠিক তাহা বোধ হয় না। তিনিও এক্ষণে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন তিনি যত শস্য লাগিবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং তদুপযুক্ত শস্য সংগ্রহ করিয়াছেন এখন যদি তত শস্য অনাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাঁহাকে লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন তিনি আপনার অনুমানের অনুরূপ দুর্ভিক্ষ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সহসা এরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ সার রিচার্ড টেম্পল যে কেবল মাত্র অপদস্থ হইবার ভয়ে গবর্ণমেণ্টের এত ধন নষ্ট করিবেন, লোকদিগকে অকারণ অন্নকষ্টে শুষ্ক করিবেন এরূপ বোধ হয় না। এরূপ প্রকৃতি বালকের শোভা পায়। সে কথা নয়, দেশীয় ব্যবসায়ি [illegible] নিরুৎসাহিত, নিরন্ন সে দুর্ভিক্ষের ক্লেশ বৃদ্ধি হইতেছে এবং কোন সদুপায় অবলম্বিত না হইলে যে দিন দিন বৃদ্ধি হইবে তাহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে। তাহার কোন উপায় করা উচিত।

—

অনারিবল অনুবাদক মহাশয়ের [illegible]

সার জর্জ্জ কাম্বেলের বিরহে বঙ্গভূমির কাহারও কোন ক্লেশ হইয়াছে কি না জানি না; কিন্তু আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের বোধ হয় সেই শোক বড় লাগিয়াছে। লোকে বিরহে আধখানি হইয়া যায় তিনি প্রায় সিকখানি হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি হতভাগ্য ঘৃণিত বাঙ্গলা কাগজদিগের দূত স্বরূপ। রাজা প্রজার মধ্যে তিনি ইণ্টারপ্রিটার স্বরূপ, কিন্তু কিছু দিন হইল আমাদের অনুবাদক মহাশয় বড় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলের সকল কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারেন না। তিনি সহসা এরূপ আকার ও ভাব পরিবর্ত্তন করিলেন কেন বুঝিতে পারা যাইতেছে না। সার জর্জ্জ কাম্বেলের অধিকারকালে সকল বিভাগেই অল্পাধিক সুশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সুতরাং অনুবাদক মহাশয়ের কার্য্যেরও বিশেষ সুশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ কাগজের সমালোচনা হইত, প্রায় সকলের কিছু কিছু কথা থাকিত, অনুবাদগুলি আয়তনে যেরূপ বড়, শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও সেইরূপ সুন্দর ছিল, কিন্তু ক্রমেই সে ভাবের ব্যত্যয় হইতেছে। ইহার কারণ কি? কাম্বেল সাহেবের তাড়ার অভাব কি ইহার কারণ অথবা অন্য কোন অভিসন্ধি আছে? যদি প্রজাদিগের মনের ভাব ও গতি জানিবার জন্যই অনুবাদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলা সংবাদ পত্র সকলের অনুবাদ যত অধিক পরিমাণে [illegible] হয় ততই ভাল, কারণ রাজধানীতে যে [illegible] খানি এদেশীয় ইংরাজী কাগজ আছে তাহাদের লেখাতে এদেশীয়দিগের সম্পূর্ণ মত প্রতিফলিত হয় না। তাঁহারা অল্পাধিক সকলেই ইংরাজী চিন্তা ও ইংরাজী ভাবে গঠিত। যদি বলেন, বাঙ্গলা কাগজেরা ত সেই সকল কাগজের অনুসরণ করে, সুতরাং তাহাদের কথা নূতন করিয়া কি বলিব? আমরা এ অপবাদ সহজে নিজের শিরে লইতে কিম্বা অপর ভ্রাতাদিগের শিরে দিতে প্রস্তুত নহি। অনেক বিষয়ে যে আমাদিগকে সেই সকল ইংরাজী ভাষী স্বদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষা করিয়া এবং তাহাদের কথার অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় তাহা স্বীকার করি, এবং তাহার কারণও আছে।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিজের রিপোর্ট ষ্টাটিষ্টিক্‌স্‌ টেবল প্রভৃতি যেমন রীতিমত দিয়া থাকেন আমাদিগকে সেরূপ দেন না। ভাবিবার এবং লিখিবার বিষয় না থাকিলে কাজেই পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে যাঁহারা কিছু শিক্ষিত ও অগ্রসর তাঁহারা সকলেই প্রায় ইংরাজী কাগজের পাঠক কিম্বা সম্পাদক হইয়া থাকেন। অবশেষে কয়েক জন অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রদিগের সম্পাদক ও পাঠক হইবার জন্য পড়িয়া থাকেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া নূতন কথা বলা কয় জনের সাধ্য? সুতরাং অনেককে অনেক সময় পরের কথার অনুবাদ করিতে হয়।

এস্থলে আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য আছে। গবর্ণমেণ্ট ত বিদ্যাবুদ্ধি চান না কিম্বা রাজনীতি বিষয়ে পরামর্শ চান না। কেবল প্রজারা তাঁহাদের কার্য্যাদি কি ভাবে দর্শন করে তাহাই জানিতে চান। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমাদের সকলের কথা যত অনুবাদ হয় ততই ভাল।

পূর্ব্বেই ভ্রম হইয়াছে।

সময় অতীত হইলে গতানুশোচনা বিফল ও অকর্ত্তব্য সকলেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে দুঃখের সহিত একটা গতানুশোচনা করিতে হইতেছে। যখন দুর্ভিক্ষের সূচনা হয় তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে যে চাউল আমদানী না করিয়া ধান্য আমদানী করিলে ভাল হয়। এখন দেখা যাইতেছে তাহা হইলে যে কত ভাল হইত তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃ চাউল অপেক্ষা ধান্য অধিক দিন থাকে, সম্প্রতি স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের আনীত তণ্ডুল যেরূপ সরদি লাগিয়া এবং পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে সেরূপ উপায় [illegible] লম্বন করিলে তাহা হইত না। এখন এই ভাবনা হইতেছে যে যদি গবর্ণমেণ্টের চাউল উদ্বৃত্ত হয়—তাহা হইলে সে চাউল কি হইবে? আগামী বর্ষাকালে সেই সকল চাউল রক্ষা করা দুষ্কর হইবে কিন্তু ধান্য হইলে সে ভাবনা থাকিত না, কারণ এক বৎসরে না হয় দুই বৎসরে তাহা অল্পে অল্পে বিক্রয় করা যাইত। দ্বিতীয়তঃ সম্মুখে বর্ষাকাল উপস্থিত, কৃষকদিগের হস্তে এবৎসরের বীজের উপযুক্ত যে ধান্য ছিল অনেকে উদরের জ্বালায় তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে, এখন তাহারা কি হইয়া চাষ আরম্ভ করে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে "তাগাবি" হিসাবে অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থ অপেক্ষা তাহাদিগকে এ সময়ে ধান্য দিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। এখন যে ভাব দাড়াইয়াছে তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্টের শস্য উদ্বৃত্ত হয় তাহা হস্তে থাকিবে অথচ আবার গৃহ হইতে অর্থ দিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত ধান্য কৃষকদিগকে কর্জ্জ দিলেই চলিত, গবর্ণমেণ্টও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না, কৃষকদিগেরও সাহায্য করা হইত [illegible] তৃতীয়তঃ [illegible] দিগের ও বিশেষ [illegible] হইত। মনে কর একজন [illegible] একটী স্ত্রী ও চারিটী [illegible] শিশু সন্তান আছে। [illegible] সেরূপ হাতে [illegible] মজুরি [illegible] উপার্জ্জনে এতগুলি [illegible] দিন চলা অসম্ভব। সুতরাং হয় তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে মাটী কাটিতে আসিতে হইবে নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি চাউল আমদানী না করিয়া ধান্য আমদানী করিতেন তাহা হইলে তাহা ভানিতে দিলে সেই দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসিয়া উপা-র্জ্জন করিতে পারিত। এখন [illegible] খাটিতে হয়, সেজন্য [illegible] [illegible] অনেক [illegible] থাকে, তাহা [illegible] অবসর মত ঘরে বসিয়া ধান ভানিতে পারিত। এখন এক লোক জন্মিতেছে যে [illegible] দুষ্কর, তাহা হইলে সহস্র [illegible] করিয়া উঠিতে পারিত না। [illegible] ধান্য চুরি যাইবার যে আশঙ্কা, হয় এক এক গ্রামের জমিদার [illegible] [illegible] দিগকে [illegible] করিলে বোধ হয় [illegible] থাকেন।

নূতন পুস্তক।

১। পিঙ্গল মুনিকৃত ছন্দঃ শাস্ত্র, ভট্টহলায়ুধকৃত বৃত্তি সহিত (১)। কাশী গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেচারাম সার্ব্বভৌম দুরূহ স্থানের টীকা করিয়া উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ছন্দঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বেদের চর্চ্চা বিলোপ হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা [illegible] ছন্দোজ্ঞান [illegible] আবশ্যক [illegible] নৈয়ায়িক [illegible] স্থলে যে কিছু সংস্কৃত পঠিত হইয়া [illegible] ছন্দোজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা বিফল হয় গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে। ইহাতে সার্ব্বভৌমের বিলক্ষণ পরিশ্রম লক্ষিত হইল। তিনি নানা বেদ গ্রন্থ হইতে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা কলিকাতার [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিবিধসংবাদ।

২২ এ বৈশাখ সোমবার।

" এক ব্যক্তি কাশী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

"১৯ এ বৈশাখ কাশীতে সুন্দররূপ চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ৮ টার সময় আরম্ভ হইয়া চন্দ্র পুনরায় পূর্ণ হইতে প্রায় ১১ টা হইয়া যায়। এই গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানার্থ কাশীতে যে কত লোক সমবেত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা হয় না। অসি হইতে আরম্ভ করিয়া বরণা পর্য্যন্ত যত ঘাট আছে, তাহার প্রতি ঘাটই এমনি লোকপূর্ণ হইয়াছিল, যে তিল নিক্ষেপ স্থান ছিল না। ঘাট হইতে উঠিয়া রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম, ঘাটে যেমন রাস্তাতেও তেমনি জনতা। পরদিন প্রাতঃকালেও বিলক্ষণ জনতা ছিল।

বাঙ্গালাদেশে যাঁহার একটী শিব আছে, তিনিই প্রায় চৈত্রমাসে গাজনের ধূম করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর সকল শিবের রাজা, কিন্তু ইহাঁর গাজন হয় না। বাঙ্গালা দেশই কেবল গাজনের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। কিন্তু চৈত্রমাস অতীত হইবা মাত্র এখানে গাজনের স্থলাভিষিক্ত একটী আমোদ ব্যাপার দৃষ্ট হইল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই হিন্দুস্থানীয়েরা আপন আপন পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বিবাহে ইহাঁদিগের ব্যয় ও আমোদ অধিক। স্ত্রীলোকেরা এই বিবাহ উপলক্ষে রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া বেড়ান। আমি এই ১০ এ বৈশাখ পর্য্যন্ত দেখিলাম বাঙ্গলাদেশে চৈত্রমাসের শেষে গাজনের সন্ন্যাসীরা যেমন দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়া বেড়ায়, কাশীর স্ত্রীলোকেরা তেমনি দল বাঁধিয়া রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া থাকেন।

অনেকে মনে করেন হিন্দুস্থানীরা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিলে বাঙ্গালিদিগের উপরে তাহাদিগের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু কাশীতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন তাঁহাদিগের বাঙ্গালিদিগের উপরে অধিক বিদ্বেষ জন্মিতেছে। এখানকার ইউরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের হিন্দুস্থানীয়দিগের মনোরঞ্জন করাই ব্রত দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে ধর্ম্মনীতির উচ্ছেদ হউক আর ন্যায়পরতায় জলাঞ্জলি দিতে হউক, তাঁহারা বড় সঙ্কুচিত হন না। এই দুই কারণে কাশীর কালেজে একটী অন্যায় কার্য্যের সংঘটন হইয়াছে। ঐ কালেজে ব্যয় সংক্ষেপ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষকের পদ রহিত করা অবধারিত হয়। একজন অতিরিক্ত শিক্ষক ছিলেন। ন্যায়ানুসারে তাঁহার কর্ম্ম যাওয়া উচিত, কিন্তু হিন্দুস্থানী বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম গেল না, একজন বাঙ্গালির কর্ম্ম গেল। যাঁহার কর্ম্ম গেল, তাঁহার কর্ম্মের পাকা বন্দোবস্ত ছিল।

২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

বিশ্বদূত লিখিয়াছেন, আজ কাল ১৪ আইনের পুনরায় ডেউ উঠিয়াছে। পুলিসের অত্যাচাররূপ স্রোত তাহাতে মিশ্রিত হইয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। অসহায় বেশ্যাগণ সেই স্রোতের মুখে ভাসিতেছে। শুনিলাম চেতলার কতকগুলি বেশ্যার প্রতি পুলিস অত্যাচার করে এবং একজন বেশ্যার নিকট হইতে দুর্গাপুরের থানার জমাদার ১৸০ টাকা উৎকোচ লয়। তদারকে উৎকোচ লওয়া প্রমাণ হইয়াছে। এতদিনের পর পুনরায় এরূপ অত্যাচার হইবার কারণ কি, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় দুর্ভিক্ষ দায়ে পুলিস কর্ম্মচারিগণ দায়গ্রস্ত হইয়া চাকরীর উপরী লাভ অন্বেষণ করিতেছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে প্রায় ২॥ আড়াই লক্ষ শিক্ষক আছেন।

সুইটজারলণ্ডে শব কবরিত করার অপেক্ষা শবদাহ করিবার পক্ষেই অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউনাইটেডষ্টেটসে একখানি ভাসমান গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫।৬ শত লোকের সমাবেশ হইবে। এখানি ফ্রান্স ও ইটালির প্রধান প্রধান বন্দরে আসিতেছে।

আমিরের উত্তরাধিকারী সর্দার আবদুল্লা জানের কন্দুল জানের কন্যার সহিত বিবাহ হইবে। আমীর পেশোয়ার হইতে কতগুলি নর্ত্তকী আনয়ন করিতে পাঠাইয়াছেন এই উপলক্ষে বহু সংখ্য টাকার বাজী পোড়ান হইবে।

পিয়নিয়রের সিমলাস্থ সংবাদদাতা বলেন, সিমলায় এইরূপ জনশ্রুতি লাট নর্থব্রুক আগামী অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে পদত্যাগ করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদদাতা বলেন, এটী নিতান্ত জনশ্রুতি নয়।

সম্প্রতি সুরাটের গোয়ালারা এক সভা করিয়া এই সংকল্প করিয়াছে, কোন গোয়ালা দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না। যিনি তাহা করিবেন তাঁহাকে ৫।০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। ঐ টাকা "জাতীয় ফণ্ডে" জমা হইবে। এদেশে রাজবিধি দ্বারাও গোয়ালাদিগের দুগ্ধে জল মিশান নিবারিত হইতেছে না।

"এঙ্গলো ওরিএণ্টাল মাহমিডান কলেজ" নামক যে একটী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয়, উহার জন্য এ পর্য্যন্ত ১৬১৪১২ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে লাড নর্থব্রুক ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৭ ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বস্তি বাগুা গোরক্ষপুর গাজিপুর ঝাঁসিতে রিলিফ কার্য্যে গড়ে প্রতি দিন ৮২০২৯ মজুর খাটিয়াছে ইহার মধ্যে পুরুষ ২২৯১৫,২৭৯৮ স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা ৩১১৩৪ উক্ত সপ্তাহে ৩১২৭৪ টাকা ব্যয় হয়।

গত মার্চ্চ মাসে সমুদয় ভারতবর্ষ হইতে ৪৫৩৫০১০ হান্দর তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

কিছুদিন হইল উলউইচের কামানের কারখানায় ৩৮ টন ওজনের একটী কামান প্রস্তুত হয়, এক্ষণে ৮১ টন ওজনের একটী কামান প্রস্তুত হইতেছে।

২৫ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৪৩ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২২৯ জনের মৃত্যু হইয়া

ছিল। ইহার মধ্যে ৩ জনের বসন্তে ৫৪ জনের ওলাউঠায় এবং ৭৫ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ওলাউঠায় ১৮ জন অধিক লোকের মৃত্যু হয়। এবৎসর কলিকাতায় ওলাউঠায় কিছু প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি একদা আমীরের বেগম (আবদুল্লা জানের মাতা) তাঁহাকে এই প্রশ্ন করেন। তিনি দিবা রাত্রি উদ্বিগ্ন থাকেন কেন? "যদি হিরাটের ব্যাপার সকল তোমার চিন্তার কারণ হয়, সে চিন্তা করা বৃথা, কারণ যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে আফগানস্থানের কেহই তোমাকে কষ্ট দিতে সাহসী হইবে না।" আমীর ইহার এই উত্তর করিলেন "কেবল উহাই আমার চিন্তার বিষয় নয়। মীর আফজোল আহম্মদ খাঁ ও আস্মত উল্লা খাঁ খিলজি এই দুই জন ভিন্ন আমার দরবার মধ্যে এমন একজন লোক নাই যাহাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি অথবা রাজ কার্য্য বিষয়ে যাহার সহিত পরামর্শ করা যায়। তৎপরে আমীর বলিলেন, আমার উত্তম সুশিক্ষিত সৈন্য আছে; সুতরাং আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

বোথারায় অনেক এদেশীয় চা-পড়িয়া রহিয়াছে, বিক্রীত হইতেছে না। রুশীয়েরা খিবাতে যে সকল বাজার খুলিয়াছেন বিদেশীয় বণিকেরা সেই সকল বাজারে যাইতেছেন, সুতরাং বোথারার পণ্য দ্রব্য সকল পড়িয়া থাকিতেছে।

২৪ এ বৈশাখ বুধবার।

বর্দ্ধমানের রাজা জানিতে পারিয়াছেন যে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দাতব্যের ব্যবস্থা করাতে পরিশ্রম করিতে সক্ষম এমন অনেক ব্যক্তিও পরিশ্রম না করিয়া যে পর্য্যন্ত আহার পাইতেছে সে পর্য্যন্ত পরিশ্রমে সম্মত হয় না। অনেকে এইরূপ প্রতারণা করাতে রাজা সার রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবানুসারে এই ব্যবস্থা করেন, সুস্থকায় ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘন্টা কাল মাত্র রাজবাটীর রাস্তায় এবং বাগানে জল দিতে হইবে। এই সামান্য পরিশ্রমের কথা শুনিয়া প্রথম দিবসেই ১৭ জন ভিন্ন আর তাবৎ লোক প্রস্থান করে। যাহারা পরিশ্রম করিতে অসম্মত নয় পরদিন তাহাদের সংখ্যা ৭০ এবং তৎপর দিন ২০০ হইল। কিন্তু এই সামান্য পরিশ্রমের নিয়ম করাতে সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের কমিশনর এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় দরিদ্র ব্যক্তিরাই দাতব্যের যোগ্য। রাজা স্থানে স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০৫ লোককে রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন তদ্ভিন্ন ২৫৮০ লোকে রাজার দাতব্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

সিন্ধিয়ার রাজা সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের জন্য যে টাকা দিয়াছেন তাহা ভিন্ন বিমক ষ্টেট রেলওয়ের জন্য যোয়ার টেজরিতে ৩৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

গত সোমবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি দ্বারা বোরো ধানের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। আর ১০।১২ দিনের মধ্যে উক্ত ধান কাটা হইবে কিন্তু বাখরগঞ্জের শস্যের অবস্থা বড় ভাল নয়।

২৮ এ এপ্রেল জব্বলপুরে আর একটী রেলওয়ের দুর্ঘটনা হইয়া যায়। ১০ খানি ওয়াগান এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। উক্ত লাইনে এইরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পদে অনরেবল রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মেও নেটিব হাসপাতালের গবর্ণর হইয়াছেন।

২৫ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার রাত্রিতে সার জন ষ্ট্রাচি দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল পরিদর্শনার্থ আলাহাবাদ হইতে গোরক্ষপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্প্রতি মিরিয়তে দুটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ দুই গাছি মলের লোভে একটী বালিকাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক বালিকাটীকে একটী নিভৃত স্থানে লইয়া যায়, দ্বিতীয়া উহার মুখ চাপিয়া ধরে, পুরুষটী উহার দুই খানি পা কাটিয়া মল দুই গাছি লয়। উহার মূল্য ২৫ টাকার অধিক নয়!!

গত মঙ্গলবার মান্দ্রাজে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে চাউলের দুর্ভিক্ষ কিন্তু মান্দ্রাজে মৎস্যের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের ২৯০ ছাত্রের মধ্যে ৩৯ জন ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন মাত্র।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। লার্ড হবার্ট মুসলমানদিগের প্রতি যে অনুকূলতা প্রদর্শন করেন, সেই অনুকূলতা লাভের আশাই তাহার এই ধর্ম্মান্তর অবলম্বনের কারণ: এটী মন্দ কৌতুকাবহ নহে।

নেপাল সেনাদলের কমাণ্ডার ইন চিফ জেনরল বদ্রি সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সার জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বরদার গুরুকুমারের ক্রমে বিদ্যাপ্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি তিনি এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়াছেন। উহার স্বামী এ নিমিত্ত রেসিডেন্টের কোর্টে গুরুকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

সিন্ধিয়ার রাজা গোয়ালিয়রের নিকট উচ্চ প্রাচীন রাজ প্রাসাদটী ভাঙ্গিয়া একটী নূতন রূপের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইবে। ইহাতে প্রতিদিন ৫ পাঁচ হাজার লোক খাটিতেছে।

নূতন নিয়মানুসারে বঙ্গদেশ হইতে [illegible] ২৬৮১ উপনিবেশী পাঠান হইয়াছে, ইহার মধ্যে ১২৮৫ জন কলিকাতায় সংগৃহীত হয়। ইহাদের দুই শতকে মূল যানে মাসিক ১০ টাকা বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল জাপানীয় সমুদ্রতীরে একটী বৃহৎ কর্কট ধরা হইয়াছে। ইহার পা গুলি ৫ পাঁচ ফাট দীর্ঘ এবং দাঁতগুলি ঘোড়ার দাঁতের ন্যায়।

[illegible] নিকটে নীলকুঠী সকল নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছেন।

এক্ষণে সমুদায় ভারতবর্ষে ৩৭৩ খানি সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র প্রচারিত হই-তেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশে ৬০ খানি। উহার মধ্যে ১১ খানি ইংরাজী। [illegible] ২১ উহার অর্দ্ধেকেরও অধিক [illegible] প্রচারিত হয়। বোম্বাইয়ে ১০৭ খানি। উত্তর পশ্চিমে ৮২, পঞ্জাবে [illegible], মধ্য প্রদেশে ৬, রাজপুতনায় ২, ব্রিটিশ [illegible] ১২ অযোধ্যায় [illegible] এবং সিন্ধুতে ৬ খানি প্রচারিত হয়। বোম্বাই সকলকে পরাস্ত করিয়াছে।

গত মঙ্গলবার সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গের হইতে সাঁওতাল পরগণায় যাত্রা করিয়াছেন। [illegible] ও সারণ পরিদর্শন করিবেন।

২৬ বৈশাখ শুক্রবার।

একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রের এক-জন সংবাদদাতা ওলাউঠার এই সহজ ঔষধের বিষয় লিখিয়াছেন। অতি উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল দারুচিনির তৈল, যুবা ব্যক্তিদিগের পক্ষে ৫ চারি ফোঁটা আধ চামচ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হইবে। যদি বমন হইয়া যায়, পুনর্ব্বার খাওয়াইতে হইবে। একবার সেবনে যদি কাজ না হয় দ্বিতীয়বারও খাওয়াইতে হইবে। এটী পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি আর. বি. চ্যাপমান সাহেব আগামী মাসে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইতে [illegible]।

[illegible] মান্দ্রাজের সেণ্ট টমাস মাউণ্টে এক তুর্কের উপ-দ্রব আরম্ভ [illegible] একটী নারীর [illegible] হত্যা করিতে চাহিল, অবশেষে দ্বার দিয়া বাহিরে প্রস্থান করে। পুলিসের কি [illegible] ধরিবার ক্ষমতা আছে?

২৭ এ বৈশাখ শনিবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, গবর্ণর জেনরল বেঙ্গল কাউন্সিলের কৃত "মার্কেট বিল" মঞ্জুর করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিস হইতে অপসৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। সুরেন্দ্র বাবু এক্ষণে ইংলণ্ডে রহিয়াছেন।

পোর্ট কানিঙ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সম্প্রতি গ্যালিসিয়া নামক যে জাহাজ গঙ্গায় জলমগ্ন হয়, সে সময় উহাতে ৩০ হাজার বস্তা গবর্ণমেণ্টের চাউল ছিল।

গবর্ণমেণ্টের গত বারের আফিকেন বিক্রয়ে বিহারের আফিকেন প্রতি সিন্দুক ১২১৪ টাকা এবং বারাণসীর প্রতি সিন্দুক ১১৮৫ টাকায় বিক্রীত হয়।

হাজারিবাগে ১০ ফীট (প্রায় সাড়ে ছয় হাত) দীর্ঘ একটী মনুষ্য আসিয়াছে। মনুষ্যটী এদেশীয়।

—:০:—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লোহারডগায় মৌয়াফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে, দরিদ্র ব্যক্তিরা উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

একটী সেতুর কার্য্যের জন্য দ্বারভাঙ্গায় ২৫০ আড়াই শত খালাসি পাঠান হইয়াছে। ইহাদিগকে ১৪ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য সে দিন সিঙ্গাপুরের সব কালেক্টর এক সভা করিয়াছিলেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন বর্দ্ধমান বিভাগের দামোদর এবং অজয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মৃত্যু সংবাদ এবং অনাহারে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় এক পক্ষ গত হইল ৯ নয় সহস্র অনাহার নিবন্ধন পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দরিদ্রনিবাসের আশ্রয় গ্রহণ করে। সার রিচার্ড টেম্পল তৎকৃত মিনিটে লিখিয়াছেন, প্রায় ৫১৫০০ লোককে আহার দিতে হইবে। তিনি দেখিয়াছেন অনেকে অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বুদবুদ ও কাটোয়া উপ-বিভাগের অনেকপল্লীতে দুই চারিজন ধনী ভিন্ন শীঘ্র লোকের কষ্ট আরম্ভ হইবে। মানভূমের পশ্চিম ১৬ টী পরগণার যাবতীয় লোককে ৩ তিন মাস ধরিয়া আহার দিতে হইবে। লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] সরের জন্য যে বীজ ধান্য রাখিয়াছিল তাহাও খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্যালামৌএর রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, তত্রত্য সব কমিটী অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন জপলার নবাব বংশীয় অনেক স্ত্রী লোকের আহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন তথায় যদি রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করা এবং শস্য বিতরণ করা না হইত, লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। দিনাজপুরে পীরগঞ্জ থানায় রিলিফ আবশ্যক হইবে না স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে বিলক্ষণ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। গত অক্টোবর মাস অবধি পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ২০০০০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে, তথাপি সর রিচার্ড টেম্পল [বিস্মৃত হইয়াছেন ময়মনসিংহের এক স্থানে] যথায় বার আনা শস্য জন্মিয়াছে, সেখানে গবর্ণমেণ্টের শস্য আমদানী না করিলে কোন মতে চলিবে না।

গত ৯ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত লণ্ডনের লর্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত [ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ প্রায় ৭৫০০০০ টাকা সংগ্রহ করেন।

সিতামরীতে বাজারে এখনও অনেক চাউল রহিয়াছে, তথাপি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন।

৮ ই অবধি ১৪ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত গ৩১ উপবিভাগে ১২৮৪৫৬ মজুর কোনিন রিলিফ

পলায়ন করিয়াছে। [illegible] এই সংবাদ পাইয়া যার যৎ পর্নাস সিয়াবো এবং সেনাপতি কফী বিলয়ৰ্ত্তা নগরে প্রবেশ করিয়াছেন।

মাঞ্চেষ্টার হইতে কলিকাতা ফমন [illegible] লক্ষ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা আসিতেছে।

লণ্ডন ৫ ই মে। গত রাত্রিতে লার্ডস বাটীতে লার্ড বসেল ইউরোপীয় রাজাগণের মধ্যে শান্তি রক্ষা কিরূপ তবয়য় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন। লার্ড ডার্বি ইহার উত্তরে এই বলেন জর্ম্মাণের প্রতি ফ্রান্সের যেরূপ জাতক্রোধ তাহাতে শান্তিভঙ্গের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। কিন্তু আপাততঃ সে আশঙ্কা নাই।

ম্যান্সন হাউসে ৩ ৬০ জন ৯৫০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। [illegible] টাকা [illegible] বন্ধ হইয়াছে।

রুশীয় সম্রাট বার্লিনে উপনীত হইয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত বিভাগের ভার পাইবেন।

পূর্ণিয়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এক, ওয়াটর্স বগুড়াতে বদলী হইলেন।

এচ জে, ফ ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দুর্ভিক্ষ রিলিফ কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জে. ক, সি, টি, ডালটন প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর।

হাজিপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, সি টট্ট।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি মাকারচ নিম্নতর শাসন কার্য্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

বাবু বসন্তকুমার বসু কিছুদিনের জন্য যশোহরের দ্বিতীয় সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

পুরীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, টি ফিসর বালেশ্বরে বদলী হইলেন এবং জয়ক বিভাগের ভার পাইলেন।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদের পুরীতে স্থানান্তরিত হইলেন।

টি, ক কক্লেড কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

তাজপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী সাদক আলী কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাকুড়ার বিশেষ ডেপুটি কালেক্টর বাবু জগবন্ধু খাঁ কিছুদিনের জন্য উক্ত বিভাগের রোড সেস ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু ক্ষেত্র প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দেবীবর পুরের ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বট কৃষ্ণ দত্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বদনগঞ্জের ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রামপুর হাটের নিম্নলিখিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা পদত্যাগ করিয়াছেন।

বাবু অনন্ত লাল মণ্ডল।

বাবু ভবানী প্রসাদ রায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুরসিদাবাদের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, বাইরট।

বাবু কেদারনাথ মিত্র।

বাবু বেণী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুন্সী সাঈদ মুবকেশী।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদির দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জলপাইগুড়ির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু হর প্রসাদ দাস।

মুন্সী রোহিম বক্স।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নওয়াখালির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু উদয় চাঁদ দত্ত।

বাবু মাণিকচন্দ্র রায়।

মৌলবী মহম্মদ হাসক।

ত্রিহুতের এচ, জে কে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সায়দ আবদুল্লা ছোট আদালতের জজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

জে, এস বেল ভাগলপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ হইলেন এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

নদীয়ার সবর্ডিনেট জজ বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর রাণাঘাট ও মেহেরপুরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইলেন।

যশোহরের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ নুরুল হোসেন চতুর্থ শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজ এবং জাহানাবাদের সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু প্রিয়নাথ শর্ম্মা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ মৌলবী সাকাউদ্দীন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু রামমণি সেন।

মৌলবী আমিন উদ্দীন আহম্মদ।

বাবু যাদবচন্দ্র দে বাকুড়ার সবর্ডিনেট জজ হইলেন এবং ত্রিপুরার তৃতীয় সবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি ষ্টিফেন্সন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. জে, বি, টি ডালটন কিছু দিনের জন্য দেওয়ানী কার্য্য বিধির ২৬৩ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

উ[illegible] কাপ এ সকল [illegible] কোন ক্রমেই অভিনীত হইতে পারে না। দুষ্মন্তের মৃগা-নুসরণ, রথের সাজ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] শকুন্তলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুনি-কুমার [illegible] এবং [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] হইয়াছে। [illegible] অভিনয়ে [illegible] সম্বরণ করিতে পারেন না। [illegible] প্রথম হইতে [illegible] শকুন্তলা [illegible] ও অপকর্ষ [illegible] চিত্ত বিবেচনা করিলে [illegible] অভিজ্ঞান শকুন্তলা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে অভিনীত হইতে পারে না। শকুন্তলার অভিনেতৃগণ বেণীসংহারের অভিনেতৃগণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক ধন্যবাদের পাত্র। কারণ বেণীসংহার বীররস প্রধান নাটক উহার অভিনয়ে শারীরিক বল যত প্রয়োজনীয়, মানসিক বল তত দূর নহে, কিন্তু শকুন্তলায় তাহার ঠিক বিপরীত. ইহাতে মানসিক বলই এক মাত্র প্রয়োজনীয়। কোন সম্পাদক লিখিয়াছেন, তাঁহারা ত শকুন্তলার অভিনয় সাঙ্গ করিতে চলিলেন, [illegible] একথা যথার্থ নহে. শকুন্তলার অভিনয় হইয়াছে কি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] পারেন. [illegible] [illegible] জন শকুন্তলা [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] নাই [illegible] কাহারও মত নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন ধারের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনেতা কেহ কেহ বলিতেছেন [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাধিক বুদ্ধিমান ও বিচারক্ষম উঁহারা বলেন কোকিলের মত অভিনেতা উহার মধ্যে কেহই নাই। চমৎকার ব্যাপার!!! আমাদের দেশের পাঠকের মাথার প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা হইয়াছে বটে কিন্তু পাঠকবর্গকে অদ্যাপি তাঁহারা ভুলাতে পারেন নাই, একথা তাঁহাদের অভিনয়ের সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এরূপ সহৃদয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। [illegible]দের অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু স্বাভাবিক হয় নাই। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা বুঝিতে না পারিয়া শকুন্তলা অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, শকুন্তলা অভিনয়ের সময় অদ্যাপি হয় নাই, তাহার অনেক বিলম্ব আছে।

অভিনয়ের আনুষঙ্গিক উপকরণগুলিও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, নাট্যশালাটি অতি উৎকৃষ্ট ও মনোহর, "সীন" গুলি অতি সুন্দর, সমবেত বাদন সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিল। যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহাও টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনেতৃগণ প্রাপ্ত হন নাই, যদি একথা সত্য হয় তবে এটি বড় দুঃখের বিষয় তাব আর সন্দেহ নাই। উপসংহারকালে বক্তব্য যে যাঁহারা অর্থব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া ভিন্নদেশ হইতে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকল আয়াস ও অর্থব্যয় সফল হইয়াছে।

বদান্যৈক ভিন্নদেশাগত দর্শকস্য।

উড়িষ্যা স্কুলের জএন্ট ইনস্পেক্টর।

কয়েক মাস হইল উড়িষ্যার জন্য [illegible] [illegible] জএন্ট ইনস্পেক্টর সাহেব [illegible], একজন বাঙ্গালি, ৩৫০ টাকা বেতনে জএন্ট ইনিস্পেক্টরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনস্পেক্টরের অধিকাংশ ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রতি জেলায় প্রায় দুইজন করিয়া সব ইনস্পেক্টর ও কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার আর কমিসনর সাহেব প্রদেশের উচ্চতম আসনে আসীন আছেন। পুরাতনের মধ্যে যাহা ডেপুটী ইনস্পেক্টর। এই প্রকারে উড়িষ্যার শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে।

কোন বিষয়ের অভাব স্পষ্ট পূরণ করিতে সকলে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া প্রয়োজনাতীত কর্ম্মচারির ছড়াছড়ির আবশ্যকতা কি? জএন্ট ইনস্পেক্টরী পদ সৃষ্টি না থাকাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অবস্থা কি অবনত ছিল? না বিশৃঙ্খলা পরিপূর্ণ হইয়াছিল? না তত্ত্বাবধারণ হইতেছিল না? যেমন পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি প্রতি জেলায় এক জন করিয়া সব ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমরা ভূয়োদর্শন বলে বলিতেছি, উক্ত জএন্ট ইনিস্পেক্টরী পদের আদৌ প্রয়োজন নাই। যখন শিক্ষাবিভাগকে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রদেশের কমিসনর সাহেবের অধীনে রাখা হইয়াছে, তখন জএন্ট ইনস্পেক্টরী কি, ইনস্পেক্টরের পদ একবারে উঠাইয়া দিয়া ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও জেলার কমিটীর মেম্বরগণের যোগ করিয়া দিলে, সুচারুরূপে শিক্ষা বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। চিন্তাশীল সহৃদয়গণ, বোধ হয় উক্তমতে অনুমোদন প্রকাশ করিবেন। এই প্রকার প্রয়োজনাতীত [illegible] উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অনেক অর্থ নিরর্থক ব্যয়িত হইতেছে। "ছুঁচের মুখে না যাইয়া ফালের মুখে" যাওয়ার ন্যায়, গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক স্থলে যেমন মুক্তহস্ত হইয়াছেন, তেমনি পক্ষান্তরে বিদ্যাশিক্ষার নিরুৎসাহকর মিতব্যয়িতা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে নিয়মছিল, "যেসকল বালক, ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য নম্বর রাখিবে, তাহারা সকলে বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে"। এক্ষণে অসীম দয়া ও উদারতাপরিপূর্ণ উক্ত নিয়মাবলী, অকালে কালের উদরে লুক্কায়িত হইয়াছে।

আছে। এরূপ একটী পুষ্করিণী এখানে আনু মানিক দুই হাজার টাকার মধ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে।

এই প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্ট পুষ্করিণীটি খাত হইলে এখানকার লোকের যেমন পানীয় জল ও স্নান কষ্ট দূর হইবে তেমনি ৮০ সালের ন্যায় বৎসরে ক্ষেত্র সেচন কার্যেও বিশেষ সহায়তা করিবে, আর উপস্থিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানীয় প্রজাগণ যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় উহা হইতে বিশেষ উপকার পাইবে তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ সেই পুষ্করিণীটি এখানে "অমৃত কুণ্ডের" ন্যায় গুণকারী হইবে, উহার অমৃত পানে অত্রত্য ব্যাপক জ্বর ও মহামারীর কবল স্খলিত মৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমাদিগের মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তাবিত অভাবের তথ্যানুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত বিধান দ্বারা অত্রত্য নিরুপায় প্রজা কুলের চিরকালের জন্য আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন। অপর বর্দ্ধমানের সুযোগ্য প্রশংসনীয় কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত হুইও সাহেব মহোদয়ও এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ বিধান ও হস্তাবলম্বদান করিয়া উহার অংশভাগী ও সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হয়েন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

খাঁটুরা মডেল স্কুল } বশম্বদ
১০ ই বৈশাখ ১২৮১ } শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য
জিলা ২৪ পরগণা } প্রধান শিক্ষক

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১ লা মে

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	”	৬
ডাভার পাড়া	”	৯
ডাভারপাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া	১	
হাটবোয়ালিয়া হইতে নং ১ কট	১০	
নং ১ কট হইতে বেলমারি	১	৯
বেলমারি হইতে আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২	
ভাগীরথী।		
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১	৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ৪ ঠা মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	২

১৮৭৭ টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
বহরমপুর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
৪ ঠা মে } নদীয়া রিবার ডিবিজন।

তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র কাটখোলা	১০
” ” শিবচন্দ্র সরকার—কীর্ণহার	১৩
” ” বিশ্বনাথ বসু—সারিয়াকান্দি	১০
” ” মহিমাচন্দ্র জোয়ার্দ্দার—বৃন্দাবন	১০
” ” গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুলালগঞ্জ	১০
” ” নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার	১০
” রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় নাটোর	১৩
” মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ চৌধুরী নাটোর	১০
” ” রমণী মোহন চৌধুরী (১) ভুবডাঙ্গার	১০

(১) ইনি চৈত্র মাসে মূল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভ্রম বশতঃ এত দিন প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় নাই। স।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর মাধ্যমে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ৫ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ১৮ ই মে।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

" ভারত সার।"

মহাভারতের সার গ্রন্থ, সরল বাঙ্গালায় ১০ ফরমা (অর্থাৎ ১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট ॥৶০ আনা লওয়া যাইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবেন।

গুপ্তযন্ত্র কলিকাতা ২৪ নং মীর্জ্জাফরসলেন } ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। কেমিকেল ট্রীটমেন্ট মাত্র ডাকমাশুল মূল্য ১।০ এলপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন ইনজুরিয়াস " মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস

	মূল্য	ডাকমাশুল
অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	॥০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	॥০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

	মূল্য	ডাকমাশুল
প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৶০
এনাটমি	৬॥০	।/
মাতৃশিক্ষা	১	।০

ডাক্তার ভবিনারায়ণ দত্ত

	মূল্য	ডাকমাশুল
বালচিকিৎসা	৫	।৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল।

আমারপিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয়কাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলার কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় [illegible] আমার দেখা পাইবেন [illegible]

[illegible]চন্দ্রনাথ পাল।

কেম্বেল মেডিকেল চিকিৎসালয়ের সব এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩॥০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাশুল ।৶০।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্ক্রিপসান) মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ৶০।

৩। গঙ্গিনী বান্ধব—যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্থ্রেট কলিকাতা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয় যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংসন ও বেণ্ডু ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ঢট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপায় গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

কলিকাতা } বরণ এণ্ড কো
৬ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

—০—

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বাবর্জ্জি প্রাণনাথ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সর্ব্ব দেশে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ।০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
গোবরডাঙ্গা } ডাক্তার।
২ রা ফাল্গুন }
১২৮০ সাল }

—০—

পরিদর্শক।

আগামী ৮ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে এক খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে. কলেবর তিন ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য স্থানীয়দের পক্ষে ৪ টাকা বিদেশীয়দের পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইবেন।

চাটমোহর } শ্রীশ্রীধর রায়
২৫ শে বৈশাখ }

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে দূত আফিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩৩৫ নং গোপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাসুল /০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃৎ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৷০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবর্ব্বন মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরজীবনের মত সিবিল সার্ব্বিস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। তিনি কিরূপ উন্নত পদ হইতে কিরূপ নিকৃষ্ট ও শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইলেন তাহা কে না বুঝিতে পারিতেছে। যে আশা করিয়া তিনি দুস্তর সাগর পার হইয়াছিলেন, যে আশা করিয়া বহু ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, যে আশা করিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন সে সমু

দায় আশা এক পদে উন্মূলিত হইল। তিনি মহারাণীর অনুগৃহীত সার্ব্বিসের একজন অন্তভূত ছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাকে উদরের অন্নের জন্য ভাবিত হইতে হইবে। এই সকল চিন্তাতে কাহার হৃদয়ে না ক্ষোভের সঞ্চার হয়? কেবল তাহা নহে, তাঁহার অগৌরবে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের অগৌরব। এমন কি সমুদায় জাতির অগৌরব। আমরা এসমুদায় কথা বিলক্ষণ জানি এবং এজন্য যতটুকু ক্ষোভ করা উচিত তাহা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিক অপরাধীকে রক্ষা করা আমাদের কখনও উদ্দেশ্য নহে। সুরেন্দ্র বাবু যদি কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন তাহা হইলে আমরা যে কিরূপ আহ্লাদিত হইতাম তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তিনি বাস্তবিক অপরাধী। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা নয় যে তিনি বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করুন। আমাদের অনেক সহযোগী সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি জাতিবৈরিতা কৃষ্ণ-বর্ণ দ্বেষিতা প্রভৃতি বহু বিধ দোষের আরোপ করিতেও ত্রুটী করেন নাই আমরা এরূপ স্বজাতিপক্ষপাতকে দেশহিতৈষিতা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া বরং দেশের শত্রুতা বলিয়া মনে করি। সুরেন্দ্র বাবু যে প্রকৃত দোষী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার অপরাধ আমাদের দেশের লোকের চক্ষে লঘুতর ও মার্জ্জনীয়। কিন্তু সিবিল সার্ব্বিসের গৌরব ও মহত্ত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিলে আর তাহা লঘু থাকে না। বাঙ্গালি হইয়া যখন সুরেন্দ্র বাবুর দিকে দেখি তখন হৃদয়ে ক্ষোভ হয়; কিন্তু আবার তাঁহার পদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া যখন তাঁহার দিকে দেখি তখন সেই গৌরব রক্ষা হইয়াছে বলিয়া আনন্দ হয়। তাঁহার অপরাধটী এই। তিনি বহু দিন একটা মকদ্দমা অবিচারিত রাখেন। যুধিষ্ঠির ও শরত নামক দুই ব্যক্তি এই মকদ্দমার প্রতিবাদী পক্ষ ছিল। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরের শেষে সুরেন্দ্র বাবু সময় অতীত হইয়া যায় দেখিয়া আবেদাবাদে গিয়া সেই মকদ্দমার বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আবেদাবাদে গমন করে। সুরেন্দ্র বাবু সেখানে না গিয়া ২৮এ ডিসেম্বর তাহাদের জামিন কালীকুমার নামক একজন উকীলকে ৩১ শের মধ্যে শ্রীহট্টের কাছারিতে তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বলেন। কালীকুমার সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে শ্রীহট্টে আনয়ন করা অসম্ভব বলিয়া বার বার আবেদন করে কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। ইতি মধ্যে যুধিষ্ঠির আপনা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করে, কালীকুমার যুধিষ্ঠিরকে কাছারিতে উপস্থিত করে, কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়াও যুধিষ্ঠির ও শরতের নাম ফেরারি রেজিষ্টরিতে লিখিতে বলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। সেই ওয়ারেণ্টের জন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অকারণ কতকগুলি নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তিনি নাকি অবশেষে নিজদোষ গোপনের জন্য যুধিষ্ঠির এবং শরতকে দোষী জানিয়াও মুক্তি দিয়াছেন।

আপনার আলস্য ও অনবধানতা গোপন করিবার জন্য যিনি অনায়াসে পরের স্কন্ধে নিজের দোষ অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তিনি যে এরূপ গুরুতর পদের অনুপযুক্ত তাহা কেনা বলিবে? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট সেক্রেটারির যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইয়াছে তাহাই করিয়াছেন, সেজন্য আমরা অসন্তোষ কিম্বা আক্রোশ প্রকাশ করি না, কিন্তু একে এদেশীয়, তাহাতে নূতন [illegible] শ্রেণীভুক্ত, তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলে বোধ হয় দেশের লোকে [illegible] সন্তুষ্ট হইতেন। যাহা হউক সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ অপরাধ করিয়াছেন [illegible] মধ্যে প্রায় [illegible]। আমাদের [illegible] সুতরাং আমাদিগের প্রধান দোষ আলস্য নিবন্ধন কর্ত্তব্যে অবহেলা করা, তাহা গোপন করিবার জন্য অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অনেকে নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ প্রথম ভ্রমে পতিত হন। অবশেষে চাতুরী খেলিয়া তাহা সংশোধন করিতে গিয়া অধিকতর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। সুরেন্দ্র বাবু তাহার প্রমাণ। তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতা রূপ যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই ক্ষমা করা যাইত এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চয় এরূপ কঠিন দণ্ড করিতেন না; কিন্তু সত্য বলিবার সাহস না থাকাতে চাতুরী খেলিতে গিয়া নিজের জালেই নিজে পড়িয়া গেলেন। এই রূপ নির্ব্বুদ্ধিতার ও বিবেকবিহীনতার দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিলে [illegible] অধোবদন হইতে হয় [illegible] বলিয়া [illegible] করিলে কি হইবে? [illegible] সত্য বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। [illegible] একজন বাঙ্গালি এটর্ণি পদে [illegible]। [illegible] চেষ্টা করায় বার হইতে বাহির [illegible] হন, অপর [illegible] একজন [illegible] এইরূপ অসত্যের দ্বারা [illegible] চেষ্টা করায় গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। [illegible] পত্র ভ্রান্ত দেশহিতৈষিতা [illegible] এইরূপ অপরাধীদিগের পক্ষ সমর্থন [illegible]।

অন্য বাস্তু যে তাঁহারা সেই সকল কৃপা পাত্রদিগের সর্ব্বনাশ ত করেনই, দেশের লোকের ধর্ম্মনীতিও নষ্ট করিয়া দেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি ইহারা দেশহিতৈষী নয় দেশের শত্রু। এই ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন লোকেরা দেখুক যে ন্যায় ও সত্য বিগর্হিত কার্য্য করিলে তাহাদের দেশের লোকেরাও তিরস্কার এবং অশ্রদ্ধা করে। যতদিন অসত্য এবং অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা না জন্মিবে ততদিন আমরা যে ন্যায়পর কিম্বা সত্যবাদী তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমাদের এরূপ অর্থ নয় যে শুভ্র বর্ণ ভ্রাতারাই এবিষয়ে নিষ্কলঙ্ক। কারণ ফাক্ষ সাহেবের বেলাও ঠিক এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। সাহেব সহোদরেরা বরং বিবেচনা করুন আমরা তাঁহাদিগকে মিথ্যা কিম্বা অন্যায় আচরণের অতীত মনে করি না, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরাজদিগের নিষ্ঠুরতা প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি প্রভৃতির অপ্রতুল নাই।

প্রজা বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ ও তাহার কারণ সম্বন্ধে ইংলিসম্যান সম্প্রতি এক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা [illegible] করিতেছি। সেই মতটী [illegible] শুনিতে অতি কর্কশ [illegible] পাঠকগণ শুনিবা মাত্র ইংলিসম্যানের সম্পাদককে রাক্ষস কিম্বা [illegible] বলিয়া [illegible] করিবেন; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন কেবল মাত্র মত [illegible] বিচার করিয়া ক্ষান্ত হন, সম্পাদকের [illegible] চরিত্র লইয়া যেন টানাটানি না [illegible]। সে মতটী এই—ইংলিসম্যান বলেন, শস্যের মূল্যের একটু বৃদ্ধি হইলেই যে দলে দলে লোক মরে ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, তাহারা সচরাচর অতি জঘন্য অবস্থায় থাকে। একটু মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহাদের দিন চলা দুষ্কর হয়। দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে বাঁচিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে (১ম) ধান্য সঞ্চিত রাখা (২য়) সচরাচর একটু উচ্চ চালে চলা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় উপায়টী প্রকৃষ্ট; কারণ ইহার দ্বারা অন্য সময়ে সচ্ছন্দে থাকা হয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় ব্যয় সঙ্কোচ করিবার পথও থাকে। কিন্তু তাহারা যে উচ্চ চালে চলিতে পারে না তাহার কারণ কি? কারণ প্রজা বৃদ্ধি। প্রজা বৃদ্ধি যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সৌভাগ্য ক্রমে এপিডেমিক ঝড় প্রভৃতি হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রজাদিগের সংখ্যার হ্রাস করে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও সেই সংখ্যার অনেক হ্রাস করিতে পারিত, এবং কয়েক সহস্র প্রজা থাকিলে কিম্বা মরিলে সাগর সমান ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ কিম্বা ক্ষতি নাই। বরং মরিলে উপকারের সম্ভাবনা। তবে কি না লোকে অন্নকষ্টে মরিবে শুনিলে হৃদয়ে ক্লেশ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া গবর্ণমেন্ট যে সাহায্য করিতেছেন তাহাতে একটী গুরুতর অপকার করা হইতেছে। অতি জঘন্য অবস্থায় থাকিয়াও যাহারা বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে এত নিপুণ তাহারা গবর্ণমেন্টের নিকট উৎসাহ পাইলে আরও অসংকোচে বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, এবং আপনাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিবে।

পাঠকগণ! সাবধান, এসকল কথা আমাদের নয়। ইহা ইংলিসম্যানের। আমরা তাঁহার কথার অতিরিক্ত একটী কথাও বলি নাই। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক একথাগুলি কতদূর যুক্তি সঙ্গত। আমাদের হিন্দু প্রকৃতিতে এইরূপ কথার ন্যায় অরুচিকর অপ্রীতিকর কথা আর হইতে পারে না। দুই এক সহস্র কিম্বা দুই এক লক্ষ লোক মরিলে ভারতবর্ষের ক্ষতি নাই অতএব তাহাদিগকে দলে দলে মরিতে দাও, একথা কে বলিতে পারে? মিলের কূট তার্কিক শিষ্যেরা পারেন পারুন, আমরা ত পারি না। সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল আমাদের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ পারেন নাই।

সে যাহা হউক ইংলিসম্যানের কথার মূলে যুক্তি আছে, তবে তিনি যেটীকে একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একমাত্র কারণ নহে। প্রজাবৃদ্ধিতে যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বেহারে সেরূপ হওয়া সম্ভব আছে। পাঠকগণ নিম্ন লিখিত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে বেহারের জন সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা অধিক।

দেশের নাম	প্রতিবর্গমাইলে
ইংলণ্ড	৪১৯ জন
ফ্রান্স	১৭৬ জন
প্রসিয়া	১৭৪ জন
বেলজিয়ম	৪৩৪ জন
সুইটজর লণ্ড	১৫৯ জন
হলণ্ড	২৭৪ জন
রুসিয়া	৩১ জন
বাঙ্গলা	৩৮৯ জন
বেহার	৪৬৫ জন
উড়িষ্যা	১৮১ জন

কেবল মাত্র প্রজা বৃদ্ধি হইলেই যে দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। কারণ বঙ্গদেশে এবং ইংলণ্ড বেলজিয়ম প্রভৃতি স্থানেরও প্রজা সংখ্যা অল্প নয়। আর যদি তাহাই একমাত্র কারণ হয় তবে সে বৎসর উড়িষ্যাতে দুর্ভিক্ষ হইল কেন? আমাদের বোধ হয় এব

সে বোধ মিথ্যাও নয়, যে বেহারের প্রজাদিগের দরিদ্রতার অন্য অন্য কারণ আছে। সে কারণ কি কি? লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের একস্থানে এই দরিদ্রতার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সেই সকল প্রদেশে শস্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে মজুরদিগের বেতন সে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় নাই। যে বৎসর উত্তম শস্য জন্মে সে বৎসর গড়ে ২ টাকা বা ২॥ টাকা করিয়া চাউলের মণ বিক্রয় হয়, কিন্তু মজুরদিগের বেতন কখনই ছয় পয়সার অধিক নহে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এত অল্প আয়ে এক জন মজুরের সহজে সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না? ইহার মধ্যেও ভাবিবার কথা আছে। শস্যাদি অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য কিন্তু মজুর শস্তা ইহার কারণ কি? ইহারও কারণ আছে। সে কারণ এই; কৃষিকার্য্য অপেক্ষা অধিকাংশ লোক মজুরি করিয়া থাকে। এরূপ কেন হয়? বঙ্গদেশে ত দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে মজুর অপেক্ষা কৃষকের সংখ্যা অধিক এখানে তাহার বিপরীত কেন? আমরা ইহার কারণ আরও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। বঙ্গদেশে সম্প্রতি চারি শ্রেণীর লোক আছে। জমিদার, বণিক, চাকুরে ও শ্রমজীবী এই সকল শ্রেণীরই দিন দিন উন্নতি হইতেছে। রপ্তানীর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং জমিদারদিগের আয় বৃদ্ধি হইতেছে; রাজধানী অন্তর্নিবিষ্ট থাকাতে বাণিজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং বণিক সম্প্রদায়েরও দিন দিন আয় বৃদ্ধি হইতেছে। চাকুরেদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। এ উপায়ে এদেশের মধ্যে অনেক অর্থ উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত হইতেছে। অশিক্ষিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় কৃষক ও মজুর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই শ্রেণীরও দিন দিন উন্নতি হইতেছে। মজুরদিগের বেতনের হার বাড়িতেছে সুতরাং তাহাদের অধিক অর্থাগম হইতেছে, এবং শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতেও কৃষকদিগের উন্নতি হইতেছে।

বেহারের অবস্থা ভিন্ন প্রকার সেখানে দুই একজন জমিদার আছেন তদ্ভিন্ন শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক; কারণ বণিক এবং চাকুরে এই দুই সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি নাই। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে আবার কৃষকের সংখ্যা অল্প। আপনার ভূমি যাহারা আপনারা কর্ষণ করে তাহারাই কৃষকপদবাচ্য। বেহারে এরূপ কৃষকের সংখ্যা অল্প। নীল ও অহিফেনের চাসের প্রাদুর্ভাব থাকাতে তাহার চাষে অনেক ভূমি নিয়োজিত হয় এবং নীলের ও অহিফেনের দাদনে লাভ কত তাহা পাঠকদিগের অবিদিত নাই। এরূপে চাষ করিয়া কয়জন কৃষকের দিন চলিতে পারে? সুতরাং বৎসরের অধিকাংশ দিন অধিকাংশ দরিদ্রকে মজুরির চেষ্টা করিতে হয়। এই কারণেই বেহারের মজুরি এত শস্তা

বেহারের নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতার দ্বিতীয় কারণ জমিদারদিগের উৎপীড়ন। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তাহা স্পষ্টাভিধানেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজা বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ কিন্তু ইংলিসমান তাহা নিবারণের যে উপায় বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত উপায় কি না সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। ভাল, মনে কর গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকিলেন এবং কয়েক লক্ষ প্রজার প্রাণ নষ্ট হইল; তাহা হইলে কি এ অনিষ্ট নিবারিত হইবে? লোকে অদ্যাবধি সাবধান হইয়া চলিবে এবং সহজে বংশ বৃদ্ধি করিবে না? বিবাহ নিষেধ ভিন্ন বংশ বৃদ্ধি নিবারণের উপায় দেখা যায় না।

ইংলিসমানের সম্পাদক বোধহয় ইউরোপীয়ের চক্ষে এই প্রশ্নটী দেখিয়াছেন। সেখানে একটী পরিবার প্রতিপালনের ব্যয় অধিক সুতরাং লোকে তাহার সংস্থান না করিয়া বিবাহ করে না। আমাদের দেশে সংস্থান থাকুক আর না থাকুক বিবাহ করিতে হয়। বিবাহের অভাবে বংশলোপ, বংশলোপে পিণ্ড লোপ সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক অন্ততঃ একটী বিবাহ করিয়া সকল দিক রক্ষা করিতে হয়। আজিও অনেক স্থলে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয় নাই, মাসে মাসে ৪।৫ টী টাকা হইলেই একটী স্ত্রী প্রতিপালন করা যায়, সুতরাং লোকে দুই চারি টাকার সংস্থান হইলেই বিবাহ করিয়া বসে। আর সেপ্রকার বিবাহ নিবারণের উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি একটী নির্দ্দিষ্ট আয় ধরিয়া তাহার অনধিক হইলে বিবাহ হইবে না এরূপ নিষেধ করেন তাহা হইলেই কিছু উপায় হইতে পারে তদ্ভিন্ন উপায় দেখা যায় না। বিবাহ আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যেরূপে দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকেন তাহা আমরা ধারণা করিতেই পারি না। সে কথা ছাড়িয়া দাও, বিবাহ বিষয়ে কোন নিয়ম চলিবে না। প্রজাবৃদ্ধিজনিত কষ্ট নিবারণের যদি অন্য কোন উপায় থাকে তাহার চেষ্টা দেখ। এমিগ্রেশন অর্থাৎ স্থানান্তর করা একটী প্রধান উপায়। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলেন "মনুষ্যই আমাদের প্রধান অভাব" অতএব বৎসর বৎসর সেই দেশে বেহারীয় লোক প্রেরণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রকার কোন উপায় অবলম্বন করিলে সে অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

হইব কিন্তু তথাপি এই গুরুতর বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি। পাঠকগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকে "জব্দ" করা। প্রকৃত দেশহিতৈষিতার পথ প্রদর্শন করা। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ধূর্ত্ত প্রতারক বেলিলিয়সকে অব্যাহতি দিলেন কিন্তু নবীনকে মার্জ্জনা করিলেন না কেন? আমাদের উত্তর এই, দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের অবিবেচনার জন্য। সভ্য সমাজে পুলিস কিম্বা গবর্ণমেণ্ট একমাত্র শাস্তিদাতা নয় "পবলিক ওপিনিয়ন" অর্থাৎ সংবাদপত্রেরাও সেবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। সংবাদপত্রেরা পাপের দণ্ড বিষয়ে যখন গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হন তখন সমাজ শাসন কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল রূপে চলে কিন্তু সংবাদপত্রেরা যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপরাধীর পক্ষসমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান হন তখন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত কার্য্য করা আবশ্যক হয়। দণ্ড কিসের জন্য? অপরাধীকে তাহার কৃত অপরাধ বুঝাইবার জন্য এবং দেশীয় অপরাপর ব্যক্তিদিগকে ভীত করিবার জন্য। নবীন এলোকেশীকে হত্যা করিলে, দেশীয় সংবাদপত্রেরা যেরূপে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাতে নবীনের মনে কি হইতে পারে? এবং অপর লোকের মনেই বা কি হইতে পারে? নবীন কি মনে ভাবিয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু আমরা যদি নবীন হইতাম আমরা ভাবিতাম যখন এত ভদ্রলোকে আমাকে অব্যাহতি দিতে বলিতেছেন তখন না জানি কত সৎকার্য্যই করিয়াছি। দেশের লোকেই বা কি মনে করিয়াছে? দেশের অনেকের এই সংস্কার এলোকেশীর হত্যা কিছুমাত্র নিন্দনীয় নয়। দেশীয় সংবাদপত্রেরা এই সংস্কারটীর কারণ। এই সংস্কার দূর করিবার জন্যই বোধ হয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নবীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে চাহেন নাই এবং এখন বোধ হইতেছে মার্জ্জনা না করা সে অংশে বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবু সংক্রান্ত ঘটনাটী আর একটী দৃষ্টান্ত সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে জনশ্রুতি উঠিতে না উঠিতে সহযোগীদিগের দেশহিতৈষিতা জাঁকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেই দেশহিতৈষিতা দেশের প্রকৃত হিতেচ্ছার আকার ধারণ না করিয়া ইংরাজজাতির প্রতি আক্রোশের আকার ধারণ করিয়াছে। যাহার যত লিখিবার ক্ষমতা যাঁহার যত অলঙ্কারের শক্তি যাঁহার যত সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভিমান এই এক উপলক্ষে সমুদায় খরচ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আইনসিদ্ধ প্রণালী অনুসারেই কার্য্য করিয়াছেন কিন্তু কত প্রকার যুক্তিই উদ্ভাবিত হইতেছে কতপ্রকার অভিসন্ধিই আরোপিত হইতেছে। আমাদের বোধ হয় যে কারণে নবীনের অপরাধ মার্জ্জনা করা হয় নাই সেই কারণেই সুরেন্দ্র বাবুর গুরুতর দণ্ড করা হইয়াছে। দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের প্রতি যে দোষের আরোপ করা হইল তাহা গুরুতর কিন্তু আমাদের সংস্কার এইরূপ এবং বোধ হয় চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই আমাদের সহিত একমত হইবেন। জগদীশ্বর এরূপ দেশহিতৈষিতা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখুন এরূপ দেশহিতৈষীদিগের হইতেও দূরে রাখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বারুইপুরের অন্যতর মুন্সেফ মৌলবী আদিলুদ্দীন মহম্মদ স্থানান্তরে গমন করিতেছেন। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী বিচারপটু ও অমায়িকস্বভাব। ইনি স্থানান্তর গমন করিবেন শুনিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উকীল মোক্তার সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। শুনিতেছি যে জজ ও উকীলগণ ইহাঁকে একখানি অভিনন্দন দিবার এবং ইহার একটী প্রতিকৃতি রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন।

[illegible]

ত্রিহুত জেলা হইতে একজন নীলকুঠির ম্যানেজার ইংলিশম্যানের সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সার রিচার্ড টেম্পলের [illegible] জন্য সেপ্রদেশে গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইতেছে প্রথমতঃ প্রতি মাইলে মণ পিছু দেড় পয়সা দিলে যে সকল শস্য বহন করিবার লোক অনায়াসে মিলিতে পারে—সেই সকল শস্য বহন করিবার জন্য অনর্থক তিন পাই করিয়া ছাড়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—সার রিচার্ড টেম্পল বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের শস্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহাদের বাহক পশু মারা পড়িবে তাহাদিগকে প্রত্যেক পশুর জন্য ২০ টাকা করিয়া ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে, যাহাদের শকট ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাদের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ১০ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। ইংলিশম্যানের সংবাদদাতা বলেন এই নিয়ম করাতে অনেক ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক শকটবাহক [illegible] জীর্ণ শকট এবং রুগ্ন ও [illegible] শস্য বহন করিতে আসিতেছে। [illegible] নাকি এক একজন [illegible] টাকা লাভ করিতেছে [illegible] সত্য মিথ্যা জানি না [illegible] যে গবর্ণমেণ্টের অনেক [illegible] তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা [illegible] সার রিচার্ড টেম্পলকে বোধ হয় [illegible]

হইয়া এই রূপ করিতে হইতেছে। বর্ষা ঋতু আগত প্রায়, আর দুই এক সপ্তাহ না যাইতে যাইতে গগণমণ্ডল নবমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মুসলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিবে, তখন স্থলপথে শকটাদিতে পণ্য বহন করা একেবারে দুষ্কর হইয়া উঠিবে সুতরাং কিছু অতিরিক্ত লাভের আশা দেখাইয়া লোকদিগকে সত্বর আকর্ষণ করা আবশ্যক। আমাদের অপর এক প্রকার অনুমান হয় যে অনুমানটী এই। আমাদের সংস্কার ছিল যে ত্রিহুতে নীলকরেরাই প্রধানতঃ পণ্যবহন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি নীলকরেরা সে বিষয়ে অভিযোগ করিতেছেন। ইহার অর্থ কি? নীলকরের কিরূপ কাজ আদায় করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই আমাদের বিলক্ষণ বোধ হয় যে তাঁহারাই বলপূর্ব্বক সরকারী শকটবাহকদিগের [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহারা উত্যক্ত হইয়া পণ্য বহন কার্য্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং [illegible] এই নূতন লোভের আশা দেখাইয়া তাহাদিগকে পুনরায় [illegible] করিতে হইতেছে।

[illegible] সকল মজুরেরা অন্য স্থানে [illegible] আনা করিয়া দৈনিক বেতন পাইত গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ৶০ আনা করিয়া বেতন দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাদের নীল বপনের সময় সন্নিহিত, সুতরাং বর্দ্ধিত বেতন না দিলে তাহারা [illegible] পারিবেন না, সুতরাং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে বিরক্ত হইতেছেন। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগকে নীলবপন করিতে হয় না। সুতরাং আমরা ইহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তির কারণ কিছু দেখিতে পাই না। বরং এই সুযোগে বেহারের মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের দরিদ্রতা নষ্ট হইতে পারে। কলিকাতা রিভিউএর "আউড এণ্ড অপর্টিনিজম" নামক প্রবন্ধ লেখকও অযোধ্যার শ্রমজীবিদের বেতন বৃদ্ধির এই রূপ উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। একবার মজুরদের বেতনের হার বাড়াইয়া দিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে। বিশেষতঃ এই দুর্ব্বৎসরে তিন আনা মজুরিতে কখনই সচ্ছন্দে দিন পাত হইতে পারে না।

ইংলিসম্যান পরামর্শ দিয়াছেন যে বেহারের শ্রমজীবীদিগের দৈনিক অশন বসনের ব্যয় যাহাতে আর একটু অধিক হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় দুর্ব্বৎসরে তাঁহাদের ব্যয় সংকোচ করিবার যো থাকিবে। আমরা সে অংশে কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ আশা দেখি না। কারণ ইউরোপে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর অশন বসন গত বহু তারতম্য থাকিতে পারে। যাঁহার ধন আছে তাঁহার টেবলে চা'গ মেষ গো বরাহ প্রভৃতির সমাবেশ হয় যাহার ধন নাই কেবল মাত্র রুটি ও গোল আলু তাহার টেবলের মানরক্ষা করে। সুতরাং সেখানে যেব্যক্তি উচ্চ চালে চলেন তাঁহার দুঃসময়ে ব্যয় সংকোচ করিবার পথ থাকে কিন্তু আমাদের দেশে একজন ১০০ শত টাকা বেতন ভোগী কেরাণীও একজন দৈনিক ।০ আনা বেতনভোগী মজুর এই উভয়ের মধ্যে অশন বসন সম্বন্ধে অধিক প্রভেদ নাই। চাউল মাছের ঝোল ও ভাত ইহার অতিরিক্ত সে কেরাণী আর কি খাইবেন? সে মজুরও প্রায় ইহাই খায়।

চাউল উচ্চ করিবার বিশেষ আশা নাই তবে মজুরদিগের হস্তে টাকা জমিলে তাহারা অন্য উপায়ে তাহা বর্দ্ধিত করিতে পারে। অতএব যাহাতে তাহাদের হস্তে অধিক অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার উপায় করা উচিত। সুতরাং তাহাদের মজুরির বেতন বৃদ্ধিতে বরং আনন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ঐ নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। "আর্য্যদর্শন-এই মাসিক পত্রিকাখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার আয়তন বঙ্গ দর্শন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইয়াছে কিন্তু গণনা করিয়া দেখা গেল উভয়ের পঙক্তির সংখ্যা সমান। আমরা আর্য্য দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ আশা করিয়াছিলাম প্রথম সংখ্যাটী তাহার অনুরূপ হয় নাই। আরও একটু ভাল দরের কাগজ দেওয়া উচিত ছিল। বাহিরের কভরিংটী আরও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে ভাল হইত। বাহ্য আকার সম্বন্ধে ত এই গেল, অন্তর্নিহিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। মিলের জীবন চরিত কমতের জীবনচরিত্র আর্য্য বংশ প্রভৃতি বিষয়গুলি অনেকের লেখনীর আঘাত সহ্য করিয়াছে, আর বোধ হয় পারে না। এখন আর চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবার ফল কি? এখন নূতন কথা চাই-নূতন মত চাই,-নূতন চিন্তা চাই,-নূতন ভাব চাই। আর্য্যদর্শন যদি তাহা যোগাইতে পারেন,-সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন নতুবা পুরাতন কথা লইয়া বাগাড়ম্বর করিলে লোকের পাঠে রুচি জন্মিবে না। অতএব আমরা ইহার সম্পাদক ও লেখকদিগকে পরামর্শ দিতেছি তাঁহারা ভবিষ্যতে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিবেন। বঙ্গদেশে যদি এখন কিছু আবশ্যক হয় তাহা চিন্তাশক্তির উত্তেজনা। ঐতিহাসিক গবেষণার তত প্রয়োজন নাই। গবেষণা ভাল যদি যাহাতে কোন নূতন মত কিম্বা নূতনকথা নিহিত থাকে। নতুবা কেবল মাত্র কতক গুলি পূর্ব্বাবিষ্কৃত কথা নিবদ্ধ করায় কিছু মাত্র গৌরব নাই। যাহাহ[illegible]ক এটী প্রথম উদ্যমের প্রথম ফল, সে চক্ষে

দেখিলে মন্দ হয় নাই। আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে যে ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ উন্নতি হইবে।

২। বীর সুন্দরী—শ্রীযাদবানন্দ রায় প্রণীত। ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য অনির্দ্দিষ্ট। এখানি কতকগুলি বীর রমণীর স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি উক্তিতে পরিপূর্ণ। মাইকেলের বীরাঙ্গনা অপেক্ষা এখানির বীরাঙ্গনা নামে অভিহিত হইবার অধিক যুক্তি আছে। মাইকেলের পুস্তকের নাম বীরাঙ্গনা কিন্তু অন্তরে বীররসের বড় অধিক গন্ধ নাই। কেবল প্রণয় প্রসঙ্গ। এই গ্রন্থে দুই চারিটী যুদ্ধাদির কথা আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কবিতাগুলিতে বিশেষ কবিত্বের প্রকাশ নাই। অনেক স্থলে কেবল ছন্দেরই পারিপাট্য।

৩। রচনাসার—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের রচনা শিক্ষার সাহায্যার্থ সঙ্কলিত। ইহাতে নানা বিষয়িনী রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনা লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে আরও কিছু অধিক পরিমাণে নিয়মাদি দিলে অধিক উপকারী হইত। গ্রন্থখানি যেরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া রচনা লিখিবার বিশেষ সাহায্য হউক না হউক পাঠ করিলে উপকার দর্শিতে পারে। এখানি একখানি পাঠ্য পুস্তক রূপে গৃহীত হইতে পারে।

৪। ঐতিহাসিক রহস্য। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রামদাস বাবু সাধারণের অপরিচিত নন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও নানা শাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার বিষয় সকলেই বিদিত আছেন। এই পুস্তকখানি তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইহাতে কালিদাস বররুচি শ্রীহর্ষ প্রভৃতির জীবন ও কীর্ত্তি প্রভৃতি বিষয়ক অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে কৌতুহল জন্মে এবং অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করা যায়।

৫ মোজোজন বেহার। এখানি নূতন সংবাদ পত্র। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই কতিপয় মুসলমান দ্বারা সম্পাদিত হয়। কাগজখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষা অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ সম্পাদকের ভাষার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে কাগজখানি দিন দিন উন্নত হউক।

বিবিধসংবাদ।

২৯ এ বৈশাখ সোমবার।

দুর্গাপুরের রমানাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন। "গত ২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার জয়নগর থানার এলাকাভুক্ত দুর্গাপুর নামক গ্রামে অবিকল মোহান্তের অত্যাচারের ন্যায় একটী অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাটীর চাকরাণী দেবী নাপ্তিনির সহায়তায় পুটী নাম্নী কৈবর্ত্ত জাতীয় এক যুবতীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। দক্ষিণ কুলপী নিবাসী একটী বালক ঐ স্ত্রী লোকটির স্বামী, সে পুনঃ পুনঃ উহাকে লইতে আইসে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না, কেদার নিজ বাটীতে উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। হতভাগ্য বালকটী স্ত্রী পাইবার প্রার্থনা করিয়া বারুইপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করায় মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞানুসারে জয়নগরের থানার হেড কনষ্টেবল মহেশচন্দ্র কর কেদারের হস্ত হইতে ঐ স্ত্রী লোকটীকে মুক্ত করিয়া উহার খুড়া হারাধন কৈবর্ত্তের জিম্মায় রাখিয়া যান। কেদার ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বেলা ৫ টার সময় ৮। ৯ জন লোক ও লাটি সোটা সঙ্গে লইয়া মার মার শব্দে হারাণ কৈবর্ত্তের বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একখান চাল ভাঙ্গিয়া দ্বারের নিকট হারাণ কৈবর্ত্ত ও ঐ বালক স্বামীকে বিলক্ষণ প্রহার করে, পরে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেখানে হারাণের স্ত্রী প্রভৃতি পুটীকে রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে নানারূপ নিগ্রহ করিয়া পুটীকে ঘরের বাহিরে আনে, হারাণ পুটীর চুল এবং ঐ বালক তাহার হস্ত ধারণ করে, উহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রহার করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় পুটীকে কোলে করিয়া লইয়া প্রস্থান করে। পুলিস তদন্তে এ বিষয় প্রমাণ হইয়াছে। কেদারনাথ প্রভৃতি ছয় জন হাজতে রহিয়াছে বাকী আসামী ফেরার আছে। মঙ্গলবার মকদ্দমার দিন অবধারিত হইয়াছে"।

ইংলণ্ডের দুটি সম্ভ্রান্ত যুবক স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া সম্ভ্রান্ত লেডিদিগের "প্রাইভেট রুম" [illegible] এবং অনেক পুরুষকে প্রলোভন দেখাইয়া অস্বাভাবিক পাপে লিপ্ত করিত। উহারা স্ত্রীলোকের বেশে একটী পুরুষের সহিত ভ্রমণ করিবার সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। কিন্তু বিচারে দণ্ড হয় নাই। এই মকদ্দমা দেখিবার জন্য আদালত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

৩০ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সম্প্রতি সাতক্ষীরার নিকট দন্তকুলা নামক গ্রামের কেতাবলী গাজীর স্ত্রী একেকালে দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে, সন্তানগুলি এখনও জীবিত আছে।

চট্টগ্রামের ষ্টেটসমান বলেন, [illegible] নাম অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপ উপস্থিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন বি, এ উপাধিধারী [illegible] পোষ্ট আফিসে [illegible] উক্ত আফিসে ১২ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম লাভ করিয়াছেন।

৩১ এ বৈশাখ বুধবার।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে সানফ্রান্সিস্কোতে একটী বাটীর ৫ শতটি কুঠরি আছে, ঐ বাটীতে একটী ঘড়ি রাখা হইবে, ঘড়িটীর ৫০০ খানি ডায়াল থাকিবে এক এক খানি ঘরের জন্য এক একখানি ডায়াল থাকিবে। পাইপের মধ্য দিয়া [illegible] সর্ব্বস্থানে বাতাস গিয়া ঐ ডায়াল কার্য্য হইবে।

বরদার গুইকুমার [illegible] লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করিয়াছেন। [illegible]

লক্ষ্মীবাইর স্বামীকে প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া এই কার্য্য হইয়াছে।

কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভবানীপুরে একটী "রিডিংরুম" স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, গত ছয় মাসের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের জন্য মান্দ্রাজ হইতে এক শত লক্ষেরও অধিক টাকা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। মান্দ্রাজে টাকার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

১ লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি বডর্ণাকী জেল হইতে এক জন কয়েদী দিবা ভাগে প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছে। জেল রক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট প্রভৃতি মুদ্রিত করিতে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বোম্বাইর একজন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তা দুইখানি অশ্লীল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করাতে তাহার ৩৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

করাচির একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, নিউহালা নামক স্থলে সায়দ মহম্মদ সিদ্দিক সাহা নামক একজন মুসলমানের বাটীতে একটী নিম্ব বৃক্ষ আছে, প্রথমে উহা হইতে জল নিঃসৃত হইয়াছিল, পরে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, এক্ষণে ঐ বৃক্ষ হইতে মধু নিঃসৃত হইতেছে।

২ রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত রবিবার পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে দুই খানি গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ১৫ খানি মাল গাড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৭ খানি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। [illegible] জীবন নাশ বা কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই।

গাজিয়াবাদে প্রতিদিন হাজার টন করিয়া শস্য পঞ্জাব হইতে আসিতেছে।

সিমলার উত্তর এবং পূর্ব্বে শস্যের অভাবে লোকের বড় কষ্ট হইয়াছে।

হোসেন খাঁ বারাণসীতে নানা রূপ বুজরুকী দেখাইতেছেন। সেদিন এক স্থানে একজনের একটী অঙ্গুরী উড়াইয়া দেয়, পরে অকস্মাৎ ছাদ হইতে একটী কমলা লেবু পতিত হইল, উহার মধ্যে সেই অঙ্গুরী পাওয়া যায়। অনেকে তাহাকে ঠকাইবার জন্য এসময়ে যে সকল ফল পাওয়া যায় না সেই সকল ফল প্রার্থনা করেন, কিন্তু হোসেন খাঁর কেমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা, ঐ সকল ফল অকস্মাৎ ছাদ হইতে গৃহ মধ্যে পতিত হইয়া লোককে বিস্মিত ও হত বুদ্ধি করিয়া ফেলে।

৩ রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারি ম্যাকেঞ্জি সাহেব চক্ষের পীড়া নিবন্ধন কিছু দিনের বিদায় লইয়া আগামী মঙ্গলবার ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে হেউইট সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

গত ৩০ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ঋণ সংখ্যা এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ জন্য ১০ কোটি ঋণ আছে।

ইংলণ্ডে	৩৮৩১৩৬১৭০ টাকা
ভারতবর্ষে	৬৫৭২০৭১৯০ "
ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের	৩৮১৭১৭০০০

এবং ভারতবর্ষের ৬৬৩০৬৯২৮০ টাকার সুদ দিতে হয়।

সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফেমিন ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা আসিয়াছে। আরো অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

বর্দ্ধমানের রিলিফ কার্য্যে যাহারা বিনা পরিশ্রমে আহার পাইতেছিল সামান্য পরিশ্রমের ব্যবস্থা করাতে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ পরিশ্রমের নিয়ম করাতে বুদবুদের অন্নছত্রের লোক সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। ১০৪ জন কেবল পরিশ্রম করিতে সম্মত হইয়াছে। আর অনেকে পরিশ্রম করিতে সম্মত আছে, কিন্তু তাহাদিগকে খাদ্য ভিন্ন প্রতি দিন দুই পয়সা করিয়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

গত ২২ এ এপ্রেল আলীপুরে ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয়। লার্ড ইউলিক ব্রাউন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২৪ পরগণার মধ্যে সাতক্ষীরার দক্ষিণ ভাগে লোকের ভয়ানক কষ্টের সম্ভাবনা আছে। এই স্থানের জন সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার হইবে। সভাপতি সম্প্রতি বারাকপুরের নিকট দুটী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনি বারাকপুর দমদমা এবং বারাসতে রিলিফ হাউস নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। সাময়িক সাহায্য দানের জন্য পুলিষের হস্তে টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটীর পক্ষ হইয়া রেবরেণ্ড হবস সাহেব নগরের স্ত্রীলোকদিগকে সূতা কাটিবার জন্য তুলা ও অগ্রিম কিছু কিছু টাকা দিতেছেন।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তন্তুবায়দিগকে সূতা দিতেছেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত পলসার প্রায় তিন শত লোক ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ইহাদিগের কষ্টের নিবারণার্থ নয়াগ্রাম হইতে পলসা পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কারের আজ্ঞা হইয়াছে।

তমোলুকের লোকদিগের জ্বরে ও দুর্ভিক্ষে বড় কষ্ট হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার উপবিভাগীয় আফিসর রিপোর্ট করিয়াছেন, পুলিষ ইনস্পেক্টর সম্প্রতি আখামা ও কেতু গ্রাম পরিদর্শন করিতে যান, তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তত্রত্য লোকেরা দুই বেলা আহার পাইতেছে না। স্ত্রীলোকেরা অনাহারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ও অনাহারে লোকের মৃত্যু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পুলিষ ইনস্পেক্টর বলেন, তত্রত্য দুটী ব্যক্তি অনাহারে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

রেঙ্গুনের দুর্ভিক্ষ নিবারণী ফণ্ডে এ

গিয়াছে অনেকে বীজ ধান্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

দিল্লী গেজেট পাটনা হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, চম্পারণের কণ্ট্রাক্টরেরা যে ১০ লক্ষ মণ শস্যের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল, কণ্ট্রাক্ট সময়ের ৪২ দিন পূর্ব্বে তাহাদের কার্য্য শেষ করা গিয়াছে, বিহুতের কণ্ট্রাক্টরেরা যে ২১ লক্ষ মণের কণ্ট্রাক্ট লয় তাহাও এক মাসের শেষে শেষ হইবে। ৭ ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে শস্য পাখা বিধ কাতার ও কোদাল প্রভৃতি যাহা আসিয়াছে তাহা দুই লক্ষেরও অধিক হইবে।

এস্ পি এণ্ড ডি রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার লুধিয়ানার এবং অন্যান্য ষ্টেসনে ওয়াগন পাঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

সম্প্রতি সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গীরের মুসলমান ও হিন্দু জমীদারদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারা এই দুঃসময়ে প্রজাদিগকে যে অগ্রিম টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের কঠোরতর সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, এখনও তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক আশা করা যাইতেছে। পাচিতির ...ভূমের প্রায় অর্দ্ধেকের অধিকারী কিন্তু তিনি প্রজাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। এই জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন, ও দেওয়ানি আদালতে তাঁহার উপস্থিত হইবার যে স্বত্ব ছিল, সে স্বত্বের লোপ হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই মে। বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য পাবনা বিভাগে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

বাবু রামদয়াল চক্রবর্ত্তী মানভূমে প্রতিনিধি সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ডব্লিউ বোলটন ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মুরশিদাবাদে কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

৬ ই মে। এফ ওয়াইর কিছুদিনের জন্য মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ভাগলপুরের এ জে বাটন বগুড়ায় বদলী হইলেন

বক্সারের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ দাস মানভূমে বদলী হইলেন।

বনগ্রার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রমেশচন্দ্র দত্ত মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস বনগ্রা উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডায়মণ্ড হারবরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং নদীয়ার সদর ষ্টেসনে রহিলেন

বাবু পরেশনাথ শুকুল প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং নদীয়ার সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

৮ ই মে। ল্যাস ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, ডি গবর্ণমেণ্ট যিনি বিশেষ কার্য্যানুরোধে দিনাজপুরে গিয়াছেন, ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই মে। ডায়মণ্ড হারবরের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিহারী লাল গুপ্ত রিলিফ কার্য্যে নিয়োগের জন্য মানভূমে বদলী হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, আর মিডলটন ডায়মণ্ড হারবর বিভাগের ভার পাইলেন।

বাবু কেদারনাথ ঘোষ কিছুদিনের জন্য রাণীগঞ্জ বিভাগে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কমিশনর আর এল, ম্যাঙ্গলস ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭ ধারানুসারে ত্রিপুরা বিভাগের জাইণ্ট সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে এফ, কে হেউইট কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইলেন।

১২ ই মে। জে, জে লাইবসে মালদহের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

যশোহরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নদীয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরালাল বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

এস, এস, এলেকজণ্ডার দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

টি, জে, সি প্রাণ্ট তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং হবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

ড্যানিয়েল জে, ম্যাকিনান পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

জে, ওয়াড প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

টি, নর্ম্মান প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

আর পোর্চ্চ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এ, উইকস দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জি, ই, পোটার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ই, এস, ঘোষাল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৪ ঠা মে। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়র জি, এস, টমাস পাটনার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৬ ই মে। আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এফ, এ ডসন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রমেশচন্দ্র দত্ত মেহেরপুরের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার ভার পাইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পরেশনাথ শুকল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৯ ই মে। মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হরিচরণ ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১২ ই মে। চণ্ডীচরণ সেন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং বারুইপুরের মুন্সেফ হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং পশ্চাল্লিখিত স্থানের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য—দরভঙ্গা।

„ ভগবতীচরণ মিত্র—মধুবনী।

„ শ্যামশঙ্কর সোহাই—ভাগলপুর।

„ সুধাংশু ভূষণ রায়—নবেপুরা।

বাবু আশুতোষ আঢ্য কিছুদিনের জন্য ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য শেরপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

রঙ্গপুর এবং তাহার ছোট আদালতের জজ এবং সুবর্ডিনেট জজ বাবু শ্রীনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ও ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হইলেন।

মালদহের চাচল ষ্টেটের ম্যানেজর এচ. আর রিলি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২১ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৭ ই মে। এপ্রেল মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে সমুদায়ে ১৯৫০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, এবং ৩১৬২৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়। মার্চ্চমাস অপেক্ষা ১৮৭৫০০০০ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মে। গত রাত্রিতে লাডস বাটীতে লাড নেপিয়র জিজ্ঞাসা করেন, ১৮৭২ অব্দের ১৭ ই অক্টোবর লাড গ্রাণবিল আফগানস্থানের সীমা সম্বন্ধে যে সকল মীমাংসা করিয়া সেণ্টপিটর্সবর্গে লাড লফটসকে লিখেন, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল মীমাংসা গ্রাহ্য করিয়াছেন কি না? লাড ডার্ব্বি ইহার উত্তরে এই বলেন গবর্ণমেণ্ট লাড গ্রাণবিলের ঐ সকল মীমাংসা গ্রাহ্য করিয়াছেন কিন্তু আমীর আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড সৈন্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য লাড নেপিয়র যে এই মীমাংসা করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

কার্লিষ্টরা আজিও বিলবোয়ার নিকটে রহিয়াছে। সেনাপতি কঞ্চা পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টায় আছেন।

লণ্ডন ১১ ই মে। ইউরোপের শান্তি সম্বন্ধে লাড রসেল ও লাড ডার্ব্বি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া ফরাসী সংবাদ পত্র সমূহ বলিয়াছেন, যুদ্ধ বিগ্রহ না হইয়া শান্তি বিরাজমান থাকে ফ্রান্সের একান্ত ইচ্ছা।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

দিনাজপুর জিলাস্থ রাণীসঙ্কল সার্কেলের দুর্ভিক্ষের বিবরণ।

এস্থলে লোকদিগের ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি অনেকে একবেলা আহার করিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপ উদর পূর্ণ করিয়া করিতে পারিত না। অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাকৃত আরও ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল, কাহার বাটী গেলে এক মুষ্টি ভিক্ষা মিলিত না, কারণ কাহার ঘরে এমন সংস্থান ছিল না যে নিজ পরিবারের এক বেলার উপযুক্ত আহার সামগ্রী রাখিয়া অন্যকে বিতরণ করিতে পারে। ভদ্রলোকদিগের দুঃখের কথা আর কি বলিব, তাঁহারা অপমানের ভয়ে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, পাছে অন্যান্য লোকে ঘৃণা করে, এমন কি, এক এক পরিবারস্থ লোকেরা ২। ৩ দিন উপবাস করিয়া থাকিত।

এই দুরবস্থার সময় দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের প্রতি দয়া প্রকাশিলেন। যাহাতে প্রজারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়, এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ছয় মাইল অন্তর প্রত্যেক স্থানে গোলা স্থাপন করিতে লাগিলেন, [illegible] স্থান দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিলেন [illegible] গমনাগমনের সুবিধা হয় এবং লোকের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিলেন কারণ দুর্ভিক্ষের সময় বাটী [illegible] কেহই যাইতে চাহে না, [illegible] হয়। যে গ্রামের নিকট [illegible] যায় নাই, সেই [illegible] ভয়ানক কষ্ট [illegible] প্রথম [illegible] তাহা [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] স্থানে [illegible] এবং [illegible] করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে [illegible] এবং দিঘী পুষ্করিণী খননের কার্য্যে [illegible] দিন ১৫০০০ কুলী খাটিতেছে, স্ত্রীলোক [illegible] ৬০০ হইবে, বালক প্রায় ৮০০ [illegible], এই রূপ কার্য্যে সকলে [illegible] অনেক স্থানের লোকের অন্নকষ্ট [illegible] রক্ষা পাইয়াছে। প্রজাদিগের [illegible] কষ্ট উপস্থিত না হয় এই জন্য গবর্ণমেণ্ট এত অধিক পরিমাণে কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিয়াছেন, [illegible] প্রত্যেকের [illegible] উপস্থিত [illegible] তাহাদের কষ্ট [illegible] করিতেছেন। এখানে একজন [illegible] রিলিফ [illegible] অসিষ্টাণ্ট রিলিফ [illegible] জন [illegible] একজন [illegible] [illegible] হয় [illegible] [illegible] ৩০০ [illegible] আছে, আর [illegible] গোলা [illegible] এক রূপ [illegible]।

এখানকার [illegible] মাষ্টার এ ডবলিউ [illegible], এসিষ্টাণ্ট রিলিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রিলিফ ইন্সপেক্টর বাবু [illegible] দয়াল [illegible] মার্কস্ ষ্টোন [illegible] রিলিফ আফিসের হেড রাইটার বাবু [illegible]

রায় অতিশয় পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ, ও শান্ত স্বভাব। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেন, এতদ্ভিন্ন সপ্তাহের মধ্যে ২।৩ দিন কার্য্য করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায়, এরূপ পরিশ্রম করেন কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র অসন্তোষ নাই।

২৬এ বৈশাখ ১২৮১ } শ্রীঃ—

মহাশয়! কিছু দিন হইল আমি সাতক্ষীরায় গিয়াছিলাম। সাতক্ষিরার শ্রীসৌষ্ঠব অধুনা এমন রমণীয়, যে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। সাতক্ষিরা ইদানীং একটী উন্নত নগরীয় জনপদ, ইহার শ্রীসৌষ্ঠব অতি রমণীয় ও উৎসাহময়, বঙ্গদেশের মধ্যে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্বর্ত্তী স্থান সকল সর্ব্বাংশে অনুন্নত বলিয়া সাধারণে একটী কলঙ্ক আছে, ভরসা করি সহৃদয় পাঠকগণ, ইহার ইদানীন্তন অবস্থা অবগত হইলে সেই চির কলঙ্কের পরিহার হইবেক এবং তাঁহারাও সম্যক প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

একটী লবণময় সংকীর্ণ খালের উপর উচ্চ ভূমিতে এই জনপদ স্থাপিত। মৃত মহাত্মা প্রাণনাথ রায়চৌধুরি ও বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরি (এখনও বর্ত্তমান) এখানকার জমিদার ও আদিবাসী, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ইহার পূর্ব্বাবস্থা [illegible], যে বিবরণ করে কার সাধ্য? ইতর লোকদিগের ত কথাই নাই। এখানকার পুরাতন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা অধিকাংশই [illegible] অশিক্ষিত ছিল; এমন কি [illegible] পূর্ব্বে ইহারা যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিত তাহা আধুনিক ভাষা হইতে এত বিকৃত ও রূপান্তরিত, যে বোধ হয় উড়িষ্যা দেশীয় অসভ্য জঙ্গলী জাতিদের উচ্চারিত অতি শ্রবণ কঠোর বাক্যগুলি তদপেক্ষা অনেকাংশে শ্রোত্র মধুর ও তাহারাও অধিক পরিমাণে সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত। বস্তুতঃ কোন শিক্ষিত বৈদেশিক লোকই পূর্ব্বে সাতক্ষিরার অধিবাসীদের সহিত আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত না। প্রত্যুত: কদর্য্য উচ্চারণের সঙ্গে এমত এক স্বরভঙ্গী ব্যবহার করিত, যে তাহা শুনিলে ইহাদিগকে কোন অংশে অতি পূর্ব্বাঞ্চলীয় অসভ্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিতে পারা যাইত না। ফলতঃ রীতি নীতি আচার ব্যবহারে ইহারা যে পূর্ব্বতন বাঙ্গালদের অনুকরণ করিত তাহাতে অণু মাত্রও সংশয় নাই। গ্রামে উন্নতির পথ প্রদর্শক উপকরণাদির সম্পূর্ণ অভাব থাকিলে তার যতদূর দুরবস্থা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা সাতক্ষিরায় তাহার কিছুই বাকি ছিল না, সুতরাং দুষ্কৃতি পিশাচিনী, দিন পাইয়া দিন দিন ঐ অজ্ঞান্ধদিগকে দীন ও ক্ষীণ করিতেছিল, জ্ঞান তরুর, চারু রসাল ফলাস্বাদনে বঞ্চিত থাকাতে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেরই পাপ পিপাসা, স্বতঃই বলবতী হইয়া পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ পথ পরিষ্কৃত করিতেছিল। ঐ কয়েকটী বৃত্তিকে তাহারা জগতের নিতান্ত প্রীতিকরই বোধ করিত, এমন কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইতর লোকদের সহযোগী হইয়া তাহাদের প্রবর্ত্তিত চৌর্য্য পথে বিচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এই লোক বিগর্হিত দুরভিসন্ধির জন্য সময়ে সময়ে তাহারা নিদারুণ হত্যা কার্য্যেও ভীত বা বিচলিত হইত না। পূর্ব্বে ইহার চারিদিক ও অভ্যন্তরের কোন কোন স্থান নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রায় হিংস্র জন্তু আসিয়া এখানে বাস করিত ও মধ্যে মধ্যে লোকের অত্যাহিত ঘটাইত। বৈদেশিক লোক মাত্রেই তখন সাতক্ষিরার নাম শুনিলে ভয়ে আড়ষ্ট হইত, কিন্তু এখন সাতক্ষিরার আর সেকাল নাই, সুন্দরবনের অতি নিকটে থাকিয়াও ইহার সে দুঃখের যামিনী, প্রভাত হইয়াছে। যে সাতক্ষিরার নাম শুনিলে সকলেরই চিত্ত শুকাইয়া উঠিত এখন তার নাম শুনিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দ হয়। ভীষণ জঙ্গলের কথা দূরে থাকুক এখন যেখানে সামান্য তৃণ ক্ষেত্র মাত্রও নাই বলিলে হয়, যে স্থান দুর্ভেদ্য কাননে আবরিত হইয়া সাক্ষাৎ কালস্বরূপ হিংস্র জীব কুলের, হৃদয় বিদারক কঠোর নিনাদে আকুল হইয়া উঠিত, এখন সেখানে একটী প্রশস্ত বন্দর আবিষ্কৃত হইয়া দেশীয় বিদেশীয় বহু লোকের কোলাহলে কি রাত্রি কি দিন সকল সময়ে কলরবময় হইতেছে; সাতক্ষিরার মহকুমাটী এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুচারুরূপে এতদঞ্চলের শান্তি রক্ষা করিতেছে। এখন এস্থানটী সহরের ন্যায় গণ্য হইয়া উন্নতির আদর্শ ও পথ প্রদর্শক হইয়া উঠিয়াছে। অসভ্য অথচ বর্ণজ্ঞান শূন্য, এমন লোক অধুনা সাতক্ষিরার ভদ্র লোকের মধ্যে শতের মধ্যে একজন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইতর লোকেরাও ক্রমে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে। বস্তুতঃ পবলিক লাইব্রেরি (সাধারণ পুস্তকাগার) এগ্রিকলচুরল সোসাইটী (কৃষি রক্ষিণী সভা) দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, উপায় প্রদর্শক কমিটী, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, এইসকল অসীম হিতকর বিষয় ইদানীং সাতক্ষিরার কি ইতর কি ভদ্র সকলেরই ক্রমশঃ অবস্থোন্নতি করিয়া তুলিতেছে, কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সাতক্ষিরার বর্ত্তমান মান সম্ভ্রম গৌরব প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধি সকল দেশহিতৈষী মাননীয় দেবনাথ বাবুর সার্থক শরীর ধারণের ফলই বলিতে হইবে। বস্তুতঃ দেবনাথ বাবু আত্ম জীবন, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই স্থির করিয়া তদনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। শুনিলাম সাতক্ষিরার বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় সাতক্ষিরার উন্নতি সম্পাদক দেবনাথ বাবুর সহকারী। বিদেশীয় লোকের বিদেশের প্রতি এমন নিঃস্বার্থ কৃপাদৃষ্টি অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। যদি এদেশের সকল জমিদার দেবনাথ বাবুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে এই বঙ্গভূমি যে কি সুখের স্থান হয় বলিতে পারি না। দেবনাথ বাবু দীর্ঘ জীবী ও সুস্থ হইয়া দেশের হিত সাধনে কৃতকার্য্য হউন ইহাই

জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

২৯ এ বৈশাখ } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপা
পুঁড়া } ধ্যায়।

মহাশয়! অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য নেটিব ডাক্তার বাবু হরকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে প্রেরিত হইয়াছেন। ইনি গত ডিসেম্বর মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য কাগজে লিখিয়া এই হরিনাভি রাজপুর মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রাম সকলের ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া ঔষধ সহ এই নেটীব ডাক্তারটীকে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি বিগত শুক্রবার চলিয়া গিয়াছেন।

ইনি এখানে আসিবার ২।৩ দিবস পরে দলে দলে রোগী আসিতে আরম্ভ করিল। এমন কি প্রত্যহ আমরা ১০০।১৫০ শত রোগী আসিতে দেখিয়াছি। হরকান্ত বাবু বেলা ৮ টা হইতে ১ টা কোন দিন বা ২ টা অবধি ক্রমাগত রোগীদিগকে দেখিতেন। প্রাতঃকালে রোগী দেখা ব্যতীত রাত্রিকালে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও প্রায় রাত্রি ১ টা বা ২ টা অবধি জাগিতে হইত। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে হরিনাভির জমীদার বাবু নবীন চাঁদ ঘোষ মহাশয় একজন কম্পাউণ্ডার দিয়াছিলেন। ইনিও ডাক্তার বাবুকে অনেক সাহায্য করিতেন। রোগী দেখা ও ঔষধ প্রস্তুত করা ব্যতীত উঁহাকে নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের বাটীতে গিয়া রোগী দেখিতে হইত। ইতি মধ্যে বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনর জাক্সন সাহেব আসিলেন। তিনি রোগী সংখ্যা দেখিয়া আর একজন ইহার সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। যখন ক্রমে ক্রমে রোগী সংখ্যা কমিতে আরম্ভ হইল, তখন ঘোষাল সিংহ নামক একজন হিন্দুস্থানী ডাক্তারকে পাঠান হইয়াছিল। ইনিও হরিনাভিতে ছিলেন। কিছু দিন পরে ঘোষাল সিংহ চলিয়া গেলেন। আবার কিছুদিন পরে পুনরায় আসা হইল কিন্তু এবার ঘোষাল সিংহ ছুটী লওয়াতে আর একজন বাঙ্গালা ক্লাশের ডাক্তারকে পাঠান হইয়াছিল। এই সময়ে রোগী সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। এই ডাক্তার দুইকে যে সময়ে পাঠান হইয়াছিল সে সময়ে না পাঠাইয়া যদি কিছুদিন অগ্রে পাঠান হইত তাহা হইলে কিছু উপকার হইত। যাহা হউক ইনি লোক অত্যন্ত সৎ ছিলেন অমায়িকতা সচ্চরিত্রতা সরলতা ও নম্রতা ইহার শিরোভূষণ। উপসংহারে বক্তব্য এই মহর সাহেব যেন ইহার বিশেষ উন্নতি করিতে চেষ্টিত হন।

হরিনাভি } অনুগত
১১ ই মে }
১৮৭৪ } শ্রীকে:—

বর্দ্ধমান জেলার ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বড বেলুন বগুগ্রাম, নাগীগ্রাম প্রভৃতি বহু লোক সমাকীর্ণ কতকগুলি পল্লীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। নিরুপায় দুঃখী লোকেরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। কেহ দিনান্তে একবার, কেহ একদিন অনাহারের পর একবার আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। নিকটে এমন কোন ধনী নাই যে তিনি কোন বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রমজীবী ইতর লোকদিগের প্রতিপালন করেন। আবার এমন কতকগুলি ভদ্র লোক আছেন যে তাঁহারা আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবেন তথাপি প্রকাশ্য স্থানে আহার ও দান গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে শীঘ্রই বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু উপস্থিত হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে দুইটী উপায় স্থির করিয়াছি। প্রথম, বর্দ্ধমান হইতে উত্তর মুখে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার মধ্যবর্ত্তী বালকৃষ্ণ থানা হইতে পথ বাহির করিয়া বেলডাঙ্গা, বড বেলুন, মুরলীপুর, বুধপুর, কামড়া ও রাইগ্রামের মধ্য দিয়া নন্দন ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা করিলে অনেক শ্রমজীবী ইতরলোক প্রতিপালিত হইবে এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যের ও গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বড়বেলুনে কতকগুলি তণ্ডুল সঞ্চিত করিয়া কোন উপযুক্ত লোকের দ্বারা বড়বেলুন ও তাহার নিকটস্থ স্থানের নিরুপায় দরিদ্র ভদ্র লোকদিগের বাটীতে মাসিক কিছু পাঠান হয়। তাহা হইলেই সমস্ত লোকের জীবন রক্ষা হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রাহক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবটী অনুবাদিত করিয়া নূতন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের গোচর করেন তবেই মঙ্গল। নচেৎ এই বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে উড়িষ্যার ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণী এককালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।

১৪ এ এপ্রেল }
১৮৭৪। বর্দ্ধমান } শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য
বড়বেলুন }

—:০:—

মহাশয়! আমি বিশেষ প্রয়োজন নিবন্ধন মেদিনীপুর দক্ষিণ বাঁকেশ্বর জেলার অন্তঃপাতী নাড়াজোলের পরগণার মধ্যে গত বাসুদেবপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। পথ [illegible] এখানে একটী উচ্চ বিদ্যালয় আছে। অনেক ছাত্র উহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখানকার লোকের অবস্থা উত্তম। এখানে [illegible] প্রচলিত। এখানে [illegible] নামে একটী প্রাচীন সরোবর আছে। উহাতে অত্রত্য দেশবাসীদের বিশেষ উপকার হয়। জনশ্রুতি এই যে উহা কোন নবাব কর্তৃক খাত হইয়াছিল।

জলেশ্বরও উত্তমস্থান। রাস্তার উপরেই

ডাক বাঙ্গালা ও পুলিস ষ্টেসন। পোষ্ট আফিসটী প্রায় এক মাইল দূর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে পথিকদের কিছু অসুবিধা হয়। ইহাকে সত্বর রাস্তার নিকট আনা কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে এখানে একটীও বিদ্যালয় নাই। সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল নয়। এখান হইতে সাহাবন্দর প্রায় আট ক্রোশ দূর সুবর্ণরেখা নদীতীরে অবস্থিত। এখান হইতে সমুদ্র প্রায় দুই ক্রোশ। সমুদ্র হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে। এখানকার জমীদার গড় রাউতরাপুরে অবস্থিতি করেন। জমীদারের নাম শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দন ভঞ্জ দ্বারকানাথ চন্দ্র রায়। বয়স ২৫। ২৬ বৎসর। হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর বিলক্ষণ আস্থা দৃষ্ট হইল। ইনি অতিশয় ভদ্র ও অতিথেয়। উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষা জানেন। সংগীত বিদ্যাতেও ক্ষমতা আছে। ইহাদের জমীদারী সেরেস্তা উড়িয়া ভাষায় তালপত্রে লিখিত। দুঃখের বিষয় এখানে একটী বিদ্যালয় নাই। এই অভাবটী মোচন করা শীঘ্রই ইহাঁদের কর্ত্তব্য।

মেদিনীপুর ৮ ই মে ১৮৭৪ সাল — সংবাদ। শ্রীহৃদয়নাথ দাস।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৮ ই মে

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	”	১০
ভাণ্ডার পাড়া	”	৯
ভাণ্ডারপাড়া হইতে কাট বোয়ালিয়া	”	১১
কাটবোয়ালিয়া হইতে নং ১ কট	১০	
নং ১ কট হইতে বোলমারি	১	৯
বোলমারি হইতে আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২	
ভাগীরথী।		
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ২৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১	৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৭৬ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১১ ই মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	২

১৮৭৪ বহরমপুর ১১ ই মে — টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রচন্দ্র রায় ইলামবাজার	১০
” ” মধুসূদন মণ্ডল—দিনাজপুর	১০
” ” বাণীকান্ত মজুমদার ওসমানপুর	১০
” ” নিমাইচন্দ্র দাস—কালীয়াচক	১০
” ” চন্দ্রকেলী মুন্সি—পাটগ্রাম	৫৷৹
” ” মনোমোহন দে—বড়শূল	১০
” ” বিহারিলাল সাহা চাটখোলা।	৫৷৹
” ” মনোহর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা।	১০
” জগন্নাথ দাস পহারাজ মহাপাত্র মহাপাল।	১০
হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক।	১০

১৮৭৪ অব্দের মে (১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোম প্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থে নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র নাগ মেদিনীপুর।
” রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জয়পুরা
” ” ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান—দোরোদেভোগ
” ” রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুর।
” ” রাজা মাধবচন্দ্রগিরিমহান্ত তারকেশ্বর।
” মৌলবী আবদুল মহম্মদ—শ্রীহট্ট।
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরি।
” ” কিশোরচন্দ্র ভক্ত—মদনগঞ্জ।
” ” কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার শ্রীরামপুর।
” পণ্ডিত নবকুমার আমীন মাণিকগঞ্জ।
” ” চিন্তামণি চৌধুরী জমীদার—কাঁথি
” ” হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সদরবাজার।
” ” যুগলকিশোর দাস—ছাতক।
” ” দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য—আড়বেলে স্কুল
উত্তর পাড়া পবলিক লাইব্রেরি।
” ” কেশবলাল ঘোষ—সারণ জজ আদালত।
” ” বজ্রচন্দ্র দত্ত—শিলচর।
” ” অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জমুনিয়া।
” ” দ্বারকানাথ গুহ—ময়মনসিংহ।
” ” দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় গহেরপুর।
” ” রাধাগোবিন্দ রায়—দিনাজপুর।
” ” ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর।
” ” দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়—উনাও
” ” মধুসূদন বসু—হড়ুই।
” ” দীননাথ মুখোপাধ্যায়—দুমকা।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ·৭ সংখ্যা।

" প্রবক্তনা প্রক্রান্তিচ্ছিনায় পার্থিব নবত্বনী অনিমন্ত্রনী ন হীয়না। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ২৫ এ মে।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—•◎•—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে ১৮৭৪ — শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /৹। কেমিলি ট্রীটমেন্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১।৹ এলপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১।৹ ডাক মাশুল /৹। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

—•◎•—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	।৹
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা	২	|/৹
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	।৹	/৹
কুইনাইন প্রয়োগ	/১৹	/৹
শরীর পালন	|/	৹

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাকটীস অব মেডিসিন	৮	৷৵৹
এনাটমি	৪।৹	।/
মাতৃশিক্ষা	১	।৹

ডাক্তার ভগিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	।৵৹

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল।

—•◎•—

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয় কাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলার কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

জেমযাকম্পানীর চিকিৎসালয়ের মেং আসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত —

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩।৹ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাশুল।৵।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্কৃপসান) মূল্য ১।৹ ডাকমাশুল ৵৹।

এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়ীত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিশার হইয়াছিল, আপনাদিগের নুতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের হোম্যাফিক্ এলিকশারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।

বি, এল, ঘোষ, এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল;
ভবানীপুর কলিকাতা

কলকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়)
২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন ।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভ হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভই হইতে পারে। ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমান রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করা অর্থাৎ যাহাতে কেহ পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, /০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে উহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ ।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

ধর্ম্মনীতিতে দেশের সভ্যতার পরিচয় ।

পর স্ত্রীতে আসক্তি উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কিন্তু পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে অপহরণ করাই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সমাজে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় তাঁহার আদিম অসভ্যতা অদ্যাপি ঘোচে নাই; কারণ পরের অধিকার প্রভৃতির অনুসারে নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা প্রভৃতি নিবারিত করিতে না পারা অসভ্যতার চিহ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বালকদিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বালক নিজের কামনা ও সেই কামনার পরিসমাপ্তি উহার মধ্যে কোন প্রকার অন্তরায় সহ্য করিতে পারে না। নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরের অধিকারে হস্তার্পণ করা কেন অন্যায় তাহার অশিক্ষিত বুদ্ধি তাহাকে সে যুক্তি প্রদান করে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের সে যুক্তি উপস্থিত হয় এবং তখন মনুষ্য আপনার কামনা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু কখন এখনও এক একজন বৃদ্ধ বালকের অথবা অসভ্যসমাজবাসী অসভ্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় এই অসভ্য ও [illegible] [illegible] [illegible] এতদূর অন্ধ হয় [illegible] কার ও স্বত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিবার সময় থাকে না। দুর্ভাগ্য [illegible] বর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। রাজা মাধবচন্দ্র [illegible] অভিনয় যেদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসিদিগের সে ক্রোধজনিত উত্তাপের উপশম না হইতে হইতে গত দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আরও কয়েকটী লোমহর্ষণ ব্যাপারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম মহারাজা সিন্ধিয়ার দৌরাত্ম্য। এইরূপ কিম্বদন্তী যে মহারাজা সিন্ধিয়া সম্প্রতি অযোধ্যাতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গৃহে অত্যাচার করেন। সেই ব্যক্তি [illegible] গোয়ালিয়রে বাস করিত [illegible] [illegible] [illegible] অযোধ্যাতে আসিয়া তাহার স্বামীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সেই স্ত্রীকে [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় বর্দ্ধমান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাখিয়াছিলেন, পরে সেই স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হইলে সেই গর্ভজাত সন্তানকে নিজের উত্তরাধিকারী করিবার মানসে তাহাকে শাস্ত্রীয় বিধানানু

এবং পরস্পরা সম্বন্ধে মজুরি প্রা[illegible] ব্যক্তিদিগের সংখ্যাধিক্যই বেহার প্রদেশের দরিদ্রতার মূল কারণ। সুতরাং মজুরদিগের আয় বৃদ্ধি ভিন্ন সে প্রদেশের দরিদ্রতা নিবারণের উপায় নাই। পাঠকগণ নিশ্চয় প্রশ্ন করিতেছেন যে আয় বৃদ্ধির উপায় কি? জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পলিটিকাল ইকনমিষ্টেরা বলেন, মজুরদিগের বেতনের ন্যূনতা কিম্বা গুরুত্বের নিয়ামক স্বরূপ দুইটী কারণ আছে। (১ম) মজুরদিগকে নিযুক্ত রাখিবার উপযুক্ত কার্য্যের সংখ্যা অর্থাৎ তদর্থে ব্যয়োপযুক্ত মূলধনের পরিমাণ (২য়) মজুরি প্রার্থী ব্যক্তিদিগের সংখ্যা। যখন মজুরের সংখ্যা অপেক্ষা কার্য্যের সংখ্যা অর্থাৎ মূলধনের পরিমাণ অধিক হয়; তখন মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিম্বা যখন মজুরি প্রার্থীদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অল্প হওয়াতে মজুরির মূল্য অধিক হইয়া পড়ে। অপর দিকে লোক সংখ্যা সমান থাকিয়া যদি নিয়োজয়িতব্য অর্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় মজুরদিগের আয়ের হ্রাস হয় কিম্বা নিয়োজয়িতব্য অর্থ সমান থাকিয়া যদি লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও মজুরী শস্তা হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দুইটী কারণ মজুরদিগের আয়ের নিয়ামক। সেই আয় সম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়াই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব বেহারের প্রজাদের দারিদ্র্য নিবারণের দুইটী মাত্র উপায় আছে। প্রথমতঃ কয়েক বৎসর ধরিয়া এতৎ প্রদেশে কতকগুলি কার্য্যের সৃষ্টি ও সম্পাদন করা। তাহা হইলে অনেক মজুরের কার্য্যের সংস্থান হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে এক এক দিকে যে মজুরের এত ভিড় হইয়াছে তাহাও কমিয়া আসিবে সুতরাং মজুরির মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন হঠাৎ এত কার্য্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা কই? আমরা তাহার উত্তরে এই বলিব যে এবিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহাও করা উচিত। লর্ড নর্থব্রুক "[illegible] বিল্ড পবলিক ওয়ার্ক" নাম দিয়া যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার ও তদর্থে যে অর্থব্যয় করিবার পরামর্শ করিতেছেন তাহা সর্ব্ব প্রথমে বেহারে আরম্ভ করিলে ভাল হয়। কারণ তাহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন বার বার কষ্ট পাইতেছে। আর উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না। আমাদের বিলক্ষণ বোধ হয় যে যদি ১০। ১৫ বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশে কতকগুলি কার্য্য চলিতে থাকে তাহা হইলে বেহারের মজুরদিগের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে যে স্থান দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে সে সমুদায় স্থানের মজুরদিগের অবস্থা অপর স্থান অপেক্ষা উন্নত দেখা যায়। ইহার কারণ কি? রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইতে ৪। ৫ বৎসর লাগিয়াছে সুতরাং এই দীর্ঘকাল অধিক অর্থাগম হওয়াতে তাহাদের জীবিকা স্থায়ী ফিরিয়া গিয়াছে। বিশেষ এতদর্থে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিবেন তাহা অপব্যয় হইবে না, কারণ সেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উদ্ধৃত হইবার আশাও আছে।

দ্বিতীয় উপায় মজুরদিগের সংখ্যার হ্রাস করা। তাহাদিগকে সংহার করিয়া নয় কিন্তু অন্য উপায়ে। সে উপায় দুই প্রকার। প্রথম, কতকগুলি লোককে মজুরি হইতে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করা। দ্বিতীয় কতকগুলিকে স্থানান্তর করা।

আমরা পূর্ব্ব বারে বলিয়াছি যে নীল ও আফিমের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে এবং জমিদারদিগের অত্যাচার নিবন্ধন অনেক কৃষক ক্রমে ক্রমে মজুরের শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভূমির উপর তাহাদের স্থায়ী সত্ত্ব নাই এবং জমি চাষ করিয়াও লাভের আশা দেখে না, সুতরাং বৎসরের অধিক দিন লোকের অধিকাংশ ব্যক্তিকে মজুরি করিতে হয়। আমরা প্রার্থনা করি যে গবর্ণমেণ্ট বেহারের রায়তদিগের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য একটী কমিশন [illegible] বাবু [illegible]শঙ্কর সেনের ন্যায় একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করুন। যদি অনুসন্ধানে আমাদের কৃত অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের মজুরদিগের দারিদ্র্য নিবারণের জন্য মিল যে উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন সেই উপায় অবলম্বন করিলে সুফল ফলিতে পারে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর এরূপ কৃষক সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যাহারা জমীদারদিগের ন্যায় কিছু কিছু ভূমি [illegible] ও সম্পূর্ণ অধিকারী [illegible] ও শ্রীবৃদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] দারিদ্র্য [illegible]

দ্বিতীয় [illegible] সেইরূপ [illegible] দারিদ্র্য অসহ্য হইয়া উঠিলে উপনিবেশ স্থাপন সেই কষ্টের লাঘব করিবার দ্বার স্বরূপ। যদি গবর্ণমেণ্ট এমিগ্রেশন করিবার জন্য অগ্রসর না হন প্রজারা অব

করে দেশের মধ্যে প্রাণ ধারণের উপায় না পাইয়া আপনারাই এমিগ্রেশন আরম্ভ করে। এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে বেহারের লোকেরা প্রায় পূর্ব্বাঞ্চলে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে গিয়া সহিস বেহারা কুলি প্রভৃতির কার্য্য করিতেছে। এখনও একটী প্রশ্নের মীমাংসা অবশিষ্ট আছে। সেটী এই — এমিগ্রেশন আবশ্যক বটে কিন্তু তাহাদিগকে কোথায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্ব পত্রেই বলিয়াছি আসামের জন সংখ্যা আজিও অত্যন্ত অল্প, সুতরাং সেখানে ও ব্রহ্মদেশে সুন্দরবন প্রভৃতির ন্যায় অনেক অবধারণ স্থান পতিত আছে, অতি অল্প খাজনার সেই সকল স্থান ছাড়িয়া দিলেও অনেক লোকে সেদিকে যাইতে পারে।

বাহুল্য ভয়ে আমরা এই প্রস্তাবটী আর দীর্ঘ করিতে পারিলাম না বেহারের প্রজাদিগের অবস্থার বিষয়ে বলিবার এবং ভাবিবার এখনো অনেক কথা আছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে দেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এবিষয়ের আন্দোলন করেন।

—:০:—

[illegible]

[illegible]

সার জর্জ ক্যাম্বেল শিক্ষা বিভাগে দুইটী গোলযোগ ঘটাইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি শিক্ষা বিভাগের অনেক কার্য্য ভার ডাইরেক্টর এবং ইনস্পেক্টরদিগের হস্ত হইতে অপহরণ করিয়া মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে অন্য কিছু লাভ হউক না হউক কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিভাগে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, প্রায় সকল সংবাদ পত্রে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন। সার রিচার্ড টেম্পল কার্য্যভার গ্রহণ করিবা মাত্র আমরা এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। শুনিতে পাই টেম্পল সাহেব নাকি এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার সংকল্প করিয়াছেন আমরা পুনরায় তাঁহাকে আর একটী বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিতে অগ্রসর হইতেছি। সেটী উচ্চ শিক্ষার দুর্গতি নিবারণ। ক্যাম্বেল সাহেব মুখে বলিতেন যে তিনি উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষ নহেন এবং তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রেসিডেন্সি কলেজের নূতন বাটীটী দেখাইয়া দিতেন, কিন্তু আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তিনি মুখে যাহাই বলুন প্রকারান্তরে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ ক্ষতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। নেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টি তাহার কারণ। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ দরের শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেনা এরূপ নিয়ম করিতেন কিম্বা উপাধিধারী ব্যক্তিদের জন্য যদি বিশেষ সম্মান ও অধিক বেতনের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে এই ক্ষতি হইত না, উচ্চশিক্ষারও গৌরব রক্ষা হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে দলে দলে অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক এই দিকে চলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০।১২ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া অনেক কষ্টে সম্মান ও উপাধি প্রভৃতি লাভ করিয়া অনেকের ৫০।৬০ টাকার কর্ম্মও জুটিয়া উঠা ভার কিন্তু ছয় মাস কাল মাত্র কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধ শিক্ষিত অনেক যুবক ১৫০।২০০ শত টাকার কর্ম্ম পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? এই কারণে অনেক যুবাপুরুষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। সার জর্জ ক্যাম্বেলের মতে দেশের সুশাসনের পক্ষে বিদ্যা বুদ্ধি অপেক্ষা রক্ত মাংসের আবশ্যকতা অধিক। সার রিচার্ড টেম্পলের বোধ হয় সে মত নয়। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি এই অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় বিধান করুন, নতুবা উচ্চ শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

আফগানিস্থান ও দাসত্ব।

আফগানিস্থানের উত্তর ভাগে শুভ্রবর্ণ এক জাতীয় লোক আছে। কেহ কেহ বলেন ইহারা মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অনুচরদিগের সন্তান সন্ততি। যাহা হউক এই জাতির সহিত আফগানদিগের বহুকাল শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। আফগানেরা সুবিধা পাইলেই ইহাদিগকে আক্রমণ করে এবং বহুসংখ্যক লোককে দাস করিয়া লইয়া যায়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের দাসত্ব নিবারিণী সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই দাসত্ব নিবারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, আফগানিস্থানের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। যদি হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় থাকিত তাহা হইলে গৃহ বিচ্ছেদে ও রাষ্ট্র বিপ্লবে আফগানিস্থান বাসিদিগকে উৎসন্ন হইতে দেখিয়াও উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। ১৮৬৩ সালে দোস্ত আলির মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার সিংহাসন লইয়া বিবাদ হয় তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

এত দিনের অভিসন্ধি ও কার্য্যপ্রণালী উলঙ্ঘন করিয়া একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

প্রণালী অবলম্বন করা উচিত কি না এ প্রশ্ন বড় গুরুতর। মধ্য আসিয়াতে রুসিয়ার পদার্পণ এই প্রশ্নকে আরও গুরুতর করিয়াছে। পুরাতন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া হস্তার্পণ করিতে গেলে কিরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা এক প্রকার অনুমান করা যায়। সিয়ার আলি এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী আছেন, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রণয় পাশে বদ্ধ আছেন যদি ইংলণ্ড সেই পাশ ভঙ্গ করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্যের জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবে। আর কোথায় যাইবেন, রুসিয়ার শরণাপন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা। ফলতঃ প্রশ্নটী আর এক প্রকার ভাব ধারণ করিতেছে। সে প্রশ্নটী এই— রুসিয়া অধিকার ও ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি মিত্র রাজ্যের ব্যবধান রাখা প্রকৃত পরামর্শ কিম্বা অগ্রসর হইয়া রুশীয়ার দ্বারে উপনীত হওয়া অথবা রুশিয়ানদিগকে ভারতবর্ষের দ্বারে উপনীত করা উচিত? চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই উভয় ইউরোপীয় জাতির মধ্যে একটী "নিউট্রাল জোন" অর্থাৎ কতকগুলি উদাসীন রাজ্য রাখা সদ্যুক্তি বিবেচনা করেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এরূপে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে বন্ধুত্বের অনুরোধে যদি সিয়ার আলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত কার্য্য করেন তাহা হইলে সমুদায়ের মীমাংসা হয়। বিশেষতঃ একবার শত্রুতা ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইলে সহজে তাহার অবসান হওয়া দুষ্কর। ইংলণ্ড সহজে পাঠানদিগকে পরাভূত করিতে এবং অধীন রাখিতে পারিবেন না। অতএব আমাদের বিবেচনায় বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

—:o:—

ইংরাজী শিক্ষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল?

আর্য্য জাতির সংসার নির্ব্বাহ রীতির বিষয় যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে, তাঁহারা সংসারের উন্নতি সাধন বিষয়ে একান্ত উদাসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। সামান্য অশন বসনাদির উপভোগে তাঁহারা পরি তৃপ্ত হইতেন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্ম চিন্তাই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এদেশে ইংরাজ রাজত্ব, ইংরাজী সংসর্গ ও ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা বিলক্ষণ বিলাসী ও সংসার সুখের রসাস্বাদে একান্ত অধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনভাবে অচির লব্ধ এই সুখের উপভোগে যে চির সমর্থ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাঁহারা ইংরাজ রাজত্বের গুণে এই সুখের অধিকারী হইয়াছেন, যদি আজি এই রাজত্ব ইংরাজদিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া কোন অসভ্যের হস্তগত হয়, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বক হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনারা আপনাদিগের দেশের উন্নতি-সাধন করিয়া সংসার সুখের উপভোগে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের এমন কি ক্ষমতা জন্মিয়াছে? তাঁহারা কি নাবিক-বিদ্যায় পটু হইয়াছেন? তাঁহারা স্বয়ং জাহাজ চালাইয়া নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের কি উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন? মাঞ্চেষ্টর হইতে যদি বস্ত্রের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহারা কি নিজ দেশে কল করিয়া এক্ষণকার ন্যায় সুন্দর ও সুলভমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন? বিলাতী কাগজের আমদানী বন্ধ হইলে তাঁহারা কি কাগজের কল করিয়া আপনাদিগের কৃত গ্রন্থাদি প্রচারে শক্ত হইবেন? তাঁহারা কি বিজ্ঞান শাস্ত্রের বলে পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিবেন? কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের ক্ষমতা জন্মিয়াছে? ক্ষমতার মধ্যে তাঁহারা চাকুরী করিতে পারেন এই মাত্র। চাকুরে দল অপদার্থ দল বলিলে হয়। সভ্যতম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ, তাই সকলের জুটিতেছে না, অন্য গবর্ণমেণ্টে অধিক চাকুরী জুটিবার সম্ভাবনা কি?

এদেশীয়দিগের এপ্রকার অপদার্থতার দুটী কারণ আছে। প্রথম, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। দ্বিতীয় এদেশীয়দিগের অপরিণামদর্শিতা ও অনুৎসাহ। বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসারে সকল বিষয়েই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানাদি এক একটী মহোপকারক বিশেষ বিষয়ে পরিপক্কতা জন্মে না। সুতরাং তাঁহারা কাজের লোক হন না। এ প্রণালীর কতক কতক পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এদেশে অধ্যয়নের এই রীতি ছিল, যাহার যেমন রুচি সে বাল্যাবধি সেই শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইত। যে যাহা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, পাঠদশায় সে অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিত [illegible] সুতরাং সে শাস্ত্রে [illegible] পারদর্শিতা জন্মিত [illegible] এদেশের একটী প্রসিদ্ধ [illegible]। নৈয়ায়িকদিগের ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এমনি অনভিজ্ঞতা ছিল যে তাঁহারা দুই চারিটী সংস্কৃত শব্দ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না, "অস্মাকুনাং নৈয়ায়িকুনাং শব্দানি কোশ্চিন্তা অর্থানি তাৎ-

পর্য্যং * ইহাই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অন্য অন্য শাস্ত্রের পাঠেরও ঐরূপ রীতি ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই রীতির অনুসরণ করুন। কতকগুলি ছাত্র বাল্যাবধি কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউন, কতকগুলি কেবল শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করুন, কতকগুলি কেবল ভূগর্ভের অনুসন্ধান করিতে থাকুন, গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগেরই ছাত্রবৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করুন। ইহারা এক এক বিষয়ে পারপক্ক হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ইঁহাদিগের কল কৌশলাদি রচনার্থে যে ব্যয় আবশ্যক হইবে, দেশীয় লোকেরা চাঁদা করিয়া তাহা প্রদান করুন। তাহাতে কেবল যে দেশের উন্নতিরূপ লাভ হইবে এরূপ নয়, তাঁহারা নিজেও বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। সেই কল প্রভৃতি দ্বারা যে অর্থাগম হইবে তাঁহারা সকলে বিভাগ করিয়া লইবেন। ইহাতে আর একটী এই লাভ হইবে, তাঁহাদিগের মস্তুর সমুত্থান প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিবে। এইরূপ এক এক মহোপকারক বিষয়ে এক এক দলকে সুশিক্ষিত না করিয়া কেবল পাঁচ ফুলে সাজি করিয়া চাকুরে দল প্রস্তুত করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকারের কি সম্ভাবনা আছে?

সুরেন্দ্র বাবু ও ইংরাজী সংবাদ পত্র।

ইংরাজী সংবাদ পত্রদিগের মধ্যে অনেকে এদেশীয়দিগের এরূপ বিদ্বেষী আছেন যে তাঁহারা সর্ব্বদা ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং একটু দোষ পাইলেই মহানন্দে আস্ফালন করিতে থাকেন। একজন কিম্বা দুইজন এদেশীয়কে দোষী দেখিলে সমুদায় জাতির প্রতি দোষারোপ করিয়া বসেন। এরূপ ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি অতি নীচ এবং তাঁহাদের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই। সুরেন্দ্র বাবুর যে বিবেচনার ত্রুটি এবং সে জন্য অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করি; সে কারণ যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এই এক উপলক্ষ করিয়া অনেক ইংরাজ সহযোগী যে আস্ফালন করিতেছেন, তাহা সহ্য হয় না। তাঁহারা সুরেন্দ্র বাবুর দণ্ডের জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার দণ্ডে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহাদিগের ন্যায়পরতা অধিক, কিন্তু স্বজাতীয়দিগের বেলা সে ন্যায়পরতা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন কোন এক অদৃশ্য অনুরোধে সমুদায় আস্ফালন কমিয়া আসে। ইহার দৃষ্টান্ত বরাবর দেখা গিয়াছে। কাওয়ান সাহেবের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম কয় জনে করে? কিন্তু যাঁহারা আজি সুরেন্দ্র বাবুকে উপলক্ষ করিয়া অনেক লম্বা চৌড়া কথা লিখিতেছেন, তাঁহারাই সে সময়ে কি ভাবে কথা কহিয়াছিলেন তাহা কাহার অবিদিত আছে? "পরের বেলা ভাক্ ভাক্ নিজের বেলা কেঁউ কেঁউ" মনুষ্যের প্রকৃতিই এই। যাঁহারা এই নীচতা অতিক্রম করিয়া ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সে সময়ে একমাত্র রুটলেজ সাহেবকে অপক্ষপাতে ন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতে দেখা গিয়াছিল। আমরা এইরূপ লোককেই শ্রদ্ধা করি, সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার এইরূপ লোকেরই হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত। প্রকৃত ন্যায়পরতা স্বজাতীয় বিজাতীয় যেন বিচার করে না। এই কথাগুলি বলিলে ইহাদের অর্থের গুরুত্ব অর্দ্ধেক কমিয়া যায়, কিন্তু সংবাদ পত্রদিগের এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

সিবিল সার্ব্বিস এদেশীয়দিগের পক্ষে নূতন ব্যাপার। ইহাতে প্রথমাবধিই যে সকলে ভ্রম প্রমাদশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। শুধু সুরেন্দ্র বাবু কেন? আরও অনেক সুরেন্দ্র বাবু দণ্ডিত হইবেন; তাহাতে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। কিন্তু এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা সমুদায় কর্ম্মচারির কিম্বা সমুদয় জাতির প্রতি দোষারোপ করিতে সাহসী হন তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ এবং তাঁহাদের সাহসকেও ধন্যবাদ। এরূপ ব্যক্তিদিগকে অবিবেচক ও স্থূলবুদ্ধি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

আমরা সুরেন্দ্র বাবুর ত্রুটী দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত বা নিরাশ হই নাই। এমন কি এরূপ আর শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে প্রস্তুত আছি। নবপ্রসূত গোবৎস যেরূপ দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে বার বার পড়িয়া যায়, সেইরূপ নবোত্থিত হিন্দু জাতি দুই পদে ভর দিয়া জগতের সভ্যতার আলোকের মধ্যে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে বার বার পতিত হইবে। তাহাতে ভয় কি? জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে যে উন্নতির স্রোত ভারত সমাজের অভ্যন্তরে বহিতেছে কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে? কালে তাহা আপনার লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইবে। ভারতবাসীরা এককালে ধর্ম্মনীতি রাজনীতি, বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে অগ্রণী ছিল; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুনর্ব্বার সেই সুখের দিন আসিবে।

বিবিধসংবাদ।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস পত্রে লিখিত হইয়াছে, অযোধ্যার হর্দুই নামক স্থানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। চামার জাতীয় পঞ্চম

বর্ষীয় একটী বালিকার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে । অনেকে বলিতেছেন, কল্কী পুরাণে লিখিত আছে, মোরাদাবাদে একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালিকার গর্ভে কল্কী অবতার জন্ম গ্রহণ করিবেন, এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপী লোক সকলকে বধ করিবেন । প্রতি দিন শত শত লোক ঐ চামারের বাটীতে পূজা দিতে যাইতেছে ।

আগামী ২৩ এ মে শনিবার ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্ম দিন উপলক্ষে এবং সোমবার দশহারা উপলক্ষে হাইকোর্ট এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে ।

শুনা গেল ২৯ এ বৈশাখ খানাকুল কৃষ্ণনগরে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হইয়া অনেক গরু ও মানুষ মারা পড়িয়াছে ।

সম্প্রতি বরাহনগরের এক ব্যক্তি ১৪ বৎসর বয়সের একটী বালককে ভুলাইয়া এক তাড়ির দোকানে লইয়া গিয়া তাড়ি পান করায়, পরে তাহাকে মাঠে লইয়া গিয়া প্রহার করে এবং তাহার একছড়া রূপার চেন লইয়া তাহাকে মাঠে ফেলিয়া চলিয়া আইসে । ডিটেক্টিব ইনস্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছেন

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কলিকাতা ও উপনগরের অধিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্য ইউরোপীয় ও এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতার সেরিফের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন । কলিকাতার প্রধান প্রধান বারিষ্টার এডবোকেট জেনরল এবং ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল ইহার মধ্যে আছেন ।

ফ্রিণ্ড গেজেট ইংলিসম্যানের ধুয়া ধরিয়া লিখিয়াছেন, "দুর্ভিক্ষ সকল লোকসংখ্যার আতিশয্য নিবারণার্থ স্বভাবের কলমাত্র । অতএব যাহারা ইহার নিবারণের চেষ্টা পান অর্থাৎ ঐ সকল লোককে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন তাহারা চির কাল উহাদিগের আহার যোগাইবার জন্য বাধ্য ।"

সম্প্রতি মেক্সিকোতে একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত উপদেশ দান কালে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের নাশের অনুমোদন করেন, ইহাতে তাঁহার এক দল শ্রোতা কালিক র্ণবা হইতে পবিত্র রেবরেণ্ড জন ষ্টিবেন্স নামক একজন ধর্ম্ম যাজকের বাটীতে গিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ ও শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল । গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন । কি ধর্ম্মান্ধতা ! !

লক্ষ্ণৌএ ভয়ানক গ্রীষ্ম হইতেছে । গত সপ্তাহে তাপমান যন্ত্রে রৌদ্রে ১৬৩ এবং ছায়ায় ১১০ ডিগ্রি পারা উঠিয়াছিল ।

ইউনাইটেড ষ্টেটসে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ হাজার গির্জ্জা আছে, ইহার মধ্যে ৩ হাজার রোমান ক্যাথলিক ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী কলিকাতার হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ডে হাজার টাকা দান করিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় শরৎ সুন্দরীর বদান্যতা ক্রমে দেশ ব্যাপিনী হইতেছে ।

সংস্কৃতকালেজ বাটীতে এক্ষণে হেয়ার সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তিটী আছে উহা নূতন প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হেয়ারের স্কুল বাটীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইবে ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ।

সার জন গ্রাণ্ট এঙ্গলো মাহমিডান ওরিএণ্টাল কালেজ ফণ্ডে ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন ।

পাটনা নগরে ও ঘাটে এত শস্য জমিয়াছে যে আর শস্য রাখিবার স্থান নাই । এনিমিত্ত আপাততঃ দুই তিন দিনের জন্য তথায় শস্য প্রেরণ বন্ধ করা হইয়াছে ।

রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে গড়ের মাঠে অনেক বাজী পুড়িবে ।

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী লিখিয়াছেন কশ্মীর গবর্ণর বোখারার আমীরকে লিখিয়াছেন, তিনি চারজুইতে শীঘ্র একটী বারুদখানা প্রস্তুত করিবেন ।

সিংহলে চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে । ইহার কারণ এই বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইবামাত্র দেশীয় বণিকেরা প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে সে সমুদায় চাউল বিক্রয় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে । সুতরাং চাউল অত্যন্ত সস্তা হইয়া উঠিয়াছে ।

৯ ই মে পর্য্যন্ত ১৫ দিনের মধ্যে [illegible] বর্দ্ধমানের রাজা বর্দ্ধমান [illegible] কালনা এই তিন স্থানের দুর্ভিক্ষ কার্য্যে ১১৫০ মজুর খাটাইয়াছেন । বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগর বুদ বুদ এবং ধর্ম্মপুরের অন্নছত্রে প্রতিদিন ১৭২১ লোককে আহার দেওয়া হইয়াছে । যে সকল লোক পীড়িত হইয়াছে বর্দ্ধমানের মহারাণী তাহাদিগের পথ্যের ব্যয় দিতেছেন ।

ভাটপাড়ার [illegible] ঠাকুর রাজকুমার কালেজে ৩ বৎসর কাল পাঠ করিয়া এক্ষণে কালেজ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । ইনি উক্ত কালেজের ট্রষ্টিদিগের হস্তে ৪ টাকা সুদের ১০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ দিয়াছেন । এক্ষণে কালেজের ব্যয় [illegible] অধিক হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানগণের তথায় বিদ্যা শিক্ষা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । পূর্ব্বোক্ত টাকায় একটী [illegible] হইবে [illegible] ব্যক্তির সাহায্য হইবে । অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তিদিগেরও এই সৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার

সম্প্রতি ডুগশাই অগ্নিকাণ্ড [illegible] হইয়া গিয়াছে । ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক চাউল নষ্ট হইয়াছে ।

বরদার গুইকোয়াড়ের চরিত্র অনুসন্ধান জন্য যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তাহা [illegible] দের কৃত রিপোর্ট পাঠে লার্ড নর্থব্রুক কুমারকে বলিয়াছেন, তিনি জুন মাসের মধ্যে আত্ম পক্ষ সমর্থন না করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে একটী রিসোলিউসন বাহির করা

হইবে। আমরা গুইকুমারের বিপদ আসন্ন দেখিতেছি।

একখানি ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে প্রুসিয়া ও রুশিয়া একত্র মিলিয়া শীঘ্র তুরস্ক আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এটী হইলে সমুদয় ইউরোপে ঘোরতর সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজে ঝড় হইয়া যে চাউল ডুবিয়া যায় ঐ চাউল তুলিয়া বিক্রয় করা হইতেছে, ঐ চাউল পচিয় ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। যাহারা এই চাউল ভক্ষণ করিবে তাহাদের পীড়া জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সম্প্রতি লার্ড ডার্বি পার্লিয়ামেণ্টে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, যে কোন রূপেই হউক কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। এতদিন কাবুলের সহিত ইংলণ্ডের যে বন্ধুতা ছিল তাহা মৌখিক মাত্র, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজেরা দেখিতেছেন কাবুলের মঙ্গলামঙ্গলের উপর ভারতবর্ষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সুতরাং এখন তাঁহারা কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের স্থানে স্থানে দলে দলে কুকুর ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ কিছুই স্থির হয় নাই, ইহারা যাহাকে দংশন করিতেছে তাহারই মৃত্যু হইতেছে। মিউনিসিপালিটি হইতে এই সকল কুকুর বধের আজ্ঞা হইয়াছে।

ফ্রান্সের একজন ডাক্তার কুকুর প্রভৃতির দংশনের এক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। উষ্ণ জলের ভাপরা দেওয়া এই ঔষধ। কামড়াইলে পর প্রতিদিন সাতবার ভাপরা দিতে হয়, রোগ উন্মত্ত হইলে ও। ২০ মিনিট অন্তর ভাপরা দিতে হইবে।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

"অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, কিছু দিন হইল কলিকাতার স্মল কজ কোর্টে একটি গুরুতর মকদ্দমার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিবার সময় ইংলণ্ড হইতে একজন চাকর সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহাদের মধ্যে চাকর ভারি বিবাদবিবাদ করে। সে তাঁহার প্রভুর বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার বালিশ ও কম্বল ব্যবহার করিত। প্রভু ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কয়েকটি ঘুসি মারেন ও কর্ম্ম হইতে জবাব দেন। কালপি নামক স্থানে এই ঘটনা হয়, সেখানে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিলে তাহাকে বন্য জন্তুতে আহার করিয়া ফেলিবে এই ভয়ে প্রভু পুনরায় তাহাকে কাজ কর্ম্ম করিতে বলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রভু তাহাকে আর গ্রহণ করেন না এবং কালপি হইতে কলিকাতায় আসিতে যে কয়েক দিন লাগিয়াছিল সে কয়েক দিনের মাহিনা তাহাকে দেন না। চাকর স্মলকজ কোর্টে নালীশ করে। জজ চাকরের দাবি গ্রাহ্য করিয়া এইরূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে চাকরের দোষ সাব্যস্ত হইয়া গেলে যদি তাহার পর তাহাকে এক দিনের নিমিত্তও রাখা হয় তবু তাহাকে এক দিনের বেতন দিতে হইবে। এই মকদ্দমা সূত্রে চাকর মনিব সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। মনিব চাকরকে জরিমানা করিতে পারেন কি না এবং উহা আদালতে গ্রাহ্য হয় কি না? স্মল কজ কোর্টের জজদের এই সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করা আবশ্যক।

"মফস্বলের হুজুরদের অত্যাচার শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়া গেল। সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে একটি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কথের ঠাকুর তাহার স্ত্রীকে অন্তঃসত্ত্বা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার বিস্তর সম্পত্তি এবং গবর্ণমেণ্টের হস্তেই ৮৪ হাজার টাকা থাকে। আহাম্মাবাদের কলেক্টর ঠাকুরের মৃত্যুর পরই এই টাকা ক্রোক করেন। কোন্ আইন অনুসারে তিনি ক্রোক করিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিছু দিন পরে ঠাকুরের স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিলেন। যখন তাহার প্রসব বেদনা হইয়াছে সেই সময় কলেক্টর কতকগুলি লোক দ্বারা তাঁহার বাড়ী ঘেরিয়া ফেলেন। অবশেষে তিনি রটনা করিয়া দেন যে ঠাকুরের স্ত্রীর সন্তান প্রসব করা সমুদয় মিথ্যা। ঠাকুরের স্ত্রী উক্ত ৮৭ হাজার টাকা পাইবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কায়মনোবাক্যে মকদ্দমায় যে গাও করা হয়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হাইকোর্ট বাদিনীর দাবি গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং কলেক্টর সাহেবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথকে একটি তুচ্ছ কারণে বরতরফ করা হইল কিন্তু এইরূপ অত্যাচারী একজন ইংরেজ হাকিমকে, শুদ্ধ একটু তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া হইল। ইংরেজী বিচার স্বতন্ত্র জিনিস।"

৯ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত সপ্তাহে বোম্বাইর নিকটে একটী ঝটিকা হইয়া গিয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষে সম্প্রতি পুলিষ কর্ত্তৃক এক অত্যাচার কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। একজন ধনবান দেশীয় ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপবাদ দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি বলেন, তিনি চুরির খবর কিছুই অবগত নহেন। তথাপি তাহার চুলে দড়ি বাঁধিয়া কড়িতে ঝুলাইয়া দিয়া বিলক্ষণ অপমান ও প্রহার করা হয়। পুলিষ কর্ত্তৃক এরূপ অত্যাচার কাণ্ড নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজের পর্ব্বত প্রদেশের বন্য জাতিদিগকে বিতরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ২ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই সকল জাতি নিতান্ত দরিদ্র, ইহাদের এক খানি বস্ত্রও নাই, ইহারা জঙ্গলের এক স্থান পোড়াইয়া সেই স্থানে চাষ করে, পর বৎসর আবার আর এক স্থান পোড়াইয়া তথায় চাষ করে, এইরূপে উহারা জীবন ধারণ করে।

বৈশাখের প্রথমে দার্জিলিঙে সিকিম রাজের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি গত বৎসর দারজিলিঙে আসিয়াছিলেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ইনি এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই) থুথব নমজী উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

বরদার রাজা গুইকুমারের জন্য দুই খানি রৌপ্য গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। গুইকুমার যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, যদি এখনও সাবধান না হন বোধ হয় ঐ গাড়ি চড়া অধিক দিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

কাণ্ডাহারে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অতিশয় বৃষ্টি নিবন্ধন নগরের প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, ইহাতে একশত গৃহ ভগ্ন হইয়া যায় এবং চারিশত লোকের প্রাণ নাশ হয়।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

গত সোমবার কলিকাতা রাজার ঘাটে একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, একটী হাঙ্গর আসিয়া উহাকে লইয়া গিয়াছে।

বাঁকীপুরে (পাটনা) একটী নূতন

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা মেডিকল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পাঠের সীমা তিন বৎসর পর্য্যন্ত। এখানে শারীরবিদ্যা শস্ত্র চিকিৎসা রসায়ন মেডিকল জুরিসপ্রুডেন্স মেটিরিয়া মেডিকা এবং ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি এই এক নূতন নিয়ম হইয়াছে, যাহাদের গবর্ণমেণ্টের কাগজ থাকিবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ কাগজ পুনর্ব্বার নূতন করাইয়া লইতে পারিবেন। এরূপ নিয়ম করিবার কারণ এই একজন হিন্দু বিধবার অনেক টাকার এক খানি গবর্ণমেণ্টের নোট ছিল, লোকের স্বাক্ষরে স্বাক্ষরে নোট খানি এরূপ হইয়াছিল যে তাহাতে বিন্দুমাত্র স্থান ফাঁক ছিল না। এমন অবস্থায় এখানির পরিবর্ত্তে এক খানি নূতন করিবার নিয়ম অনুচিত নহে।

সম্প্রতি নলহাটী ষ্টেট রেলওয়েতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। নলহাটী হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে শকট চালক দেখিতে পাইলেন তৃতীয় শ্রেণীর এক খানি গাড়িতে আগুন লাগিয়াছে, ঐ গাড়িতে যে সকল লোক ছিল তাহারা গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে। ক্রমে ঐ অগ্নি আর একখানি গাড়িতে লাগে এবং কতক টেলিগ্রাফ তার গলিয়া যায়। সুখের বিষয় এই, কোন আরোহীর বিশেষ আঘাত লাগে নাই এক ব্যক্তির সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল মাত্র। অনুসন্ধানে জানা গেল, আরোহীরা তমাক খাইয়া পাছে ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় উহা এক কাপড়ের নিম্নে লুকাইয়া রাখে, তাহা হেতুই এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়।

এক্ষণে লাহোর মেডিকেল কলেজের ইংরাজী শ্রেণীতে ৪৫ জন এবং বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৮৫ জন ছাত্র আছে। হাকিমেরা ক্রমে ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালীর পক্ষপাতী হইতেছেন। এই কলেজটী ১৮৬০ অব্দে লার্ড লরেন্স কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

সম্প্রতি বজঃফর নগর পুলিসের সহিত কতকগুলি ডাকাইতের একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়া যায়। পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাকাইতদিগকে আত্ম সমর্পণ করিতে বলেন, তাহারা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে আত্ম রক্ষার্থ তিনি তাহাদের দুই জনকে গুলি করিতে বাধ্য হন। এই ডাকাইতদিগের সর্দ্দার এক্ষণে জেলে রহিয়াছে।

আনার ডুরা এবং তুঙ্গারার লোকেরা টাক্স দিতে অস্বীকার করাতে আকুব খাঁ স্বয়ং তথায় গিয়া বলপূর্ব্বক কর আদায় করেন এবং তাহাদের অনেককে হত্যা ও তাহাদের মাটীর দুর্গ ধ্বংস করেন।

এবৎসর এরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে, মসুরী যে এমন শীতল স্থান সেখানেও অত্যন্ত গ্রীষ্মানুভব হইতেছে।

সম্প্রতি অযোধ্যার অন্তর্গত হর্দ্দুইর এক ব্যক্তি আউড ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ের এক খানি গমনশীল শকট চক্রে পড়িয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। তাহার এইরূপ আত্মহত্যার কারণ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া রামনগর হইতে নিম্ন লিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছেন- এখানে রিলিফ আফিসরেরা যদি প্রাণ পণে চেষ্টা না করিতেন লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। রিলিফ কার্য্য যদি কয়েকদিবসের জন্য বন্ধ করা যায়, অনাহারে বহু সংখ্য লোককে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। অগ্রিম শস্য প্রচুর পরিমাণে বহুসংখ্য [illegible] আসিতেছে। বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আর্জিও এক বিন্দু বারিবর্ষণ হইল না। লোকের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে, জমীদারদিগের সঞ্চিত শস্য [illegible] হইতেছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের শস্য বিক্রয়ের আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ১২০০০০ টন শস্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যে ভ্রমে পড়িয়া এতদিন গোলা খুলিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শীঘ্র শীঘ্র বিতরণ করিবার জন্য বীজ ধান্য ক্রয় করিয়া উত্তর বিহারে পাঠান হইতেছে। মুঙ্গীরের উচ্চশ্রেণীর কৃষকদিগের এই কুসংস্কার জন্মিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে তিনবার গ্রহণ হইয়াছে, দেবতা সকল তাহাদের প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, আগামী বর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইবে। এই নিমিত্ত তাহারা [illegible] বীজ শস্য উদ্ধরণার্থ [illegible] রাখিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া [illegible] হইতে সংবাদ পাইয়াছেন [illegible] দলে কলিকাতাভিমুখে [illegible]

বঙ্গদেশ হইতে উত্তর [illegible] প্রেরণ সম্বন্ধে সাহায্য [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইতেছে।

পাওনিয়ার গেজেটে [illegible] টেলিগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] জানা যায় রঙ্গপুরে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বালকদিগের সাহায্যার্থ [illegible] চেষ্টা হইতেছে। এই নিমিত্ত একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

মধুবনী দরভাঙ্গা এবং [illegible] লোকদিগের [illegible] নিবারণ হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] কতক [illegible] এক [illegible] যেমন [illegible] বাঁকেষ্টরের [illegible] টেলিগ্রাফ [illegible]

চাঁদা বাক্স দ্বারা ১ লক্ষ টাকা পাঠান হইল*। ইহার পর শক সাহেব প্রস্তাব করেন যে ম্যাঞ্চেষ্টরের মেয়রকে এক পত্র লিখিয়া এই জানান উচিত যে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অনুসন্ধান করিয়া লোকের কষ্ট নিবারণের [illegible] অগ্রসর হইয়াছেন, এই কমিটী প্রত্যেক স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] হস্তে [illegible] দিবেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা শস্যাদি ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিবেন। কমিটী অন্যান্য স্থান হইতে প্রেরিত টাকা যেরূপে নিয়োগ করেন ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রেরিত টাকাও সেই বিষয়ে ব্যয় করিয়াছেন। গ্লাসগোর লর্ড প্রোবোষ্ট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে যে টাকা পাঠান হইবে তাহা যেন যাহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবে না, অথবা পাইলেও যাহা পর্য্যাপ্ত হইবে না, তাহাদের জন্য ব্যয়িত হয়।

ত্রিহুত বিভাগের চিফ ম্যাজিষ্ট্রেটের ১১ ই মার্চের এক পত্র লণ্ডন টাইমসে প্রকাশিত হয়, উহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

“যখন আমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যাত্রা করি তখন সাধারণের সংস্কার এই, যেরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে দুর্ভিক্ষ তত দূর হইবে না। আমারও তখন ঐরূপ সংস্কার ছিল। কিন্তু তৎপরে আমি যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছি তাহাতে আমার সে সংস্কার পরিবর্ত্তন হয়। ত্রিহুতের দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগে [illegible] হইয়াছে। এক স্থানে ৬ [illegible] হইবে। ৪ জন ইউরোপীয় ও [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট আমার অধীনে [illegible] শ্রেণীর অনেক নিম্নতর [illegible] কেবল [illegible], কিন্তু সকলে অন্যকে স্থানে [illegible] করিতে হয়, [illegible] কার্য্য করিতে হয়, প্রাতঃকালে [illegible] কার্য্য আরম্ভ করিলে রাত্রে [illegible] শেষ হয় না। [illegible] উপবিভাগের মধ্যে ১১ টী বড় গোলা আছে। এই সকল গোলাতে প্রতিদিন চাউল পাঠান হইতেছে, ইহাতে ৭ লক্ষ মণ চাউল রাখা হইবে। এই গোলা হইতে চাউল বিক্রয় করা হয় এবং যাহারা কার্য্য করিতে অক্ষম তাহাদিগকে দাতব্য করা হয়। চতুর্দ্দিকে রিলিফ কার্য্য হইতেছে। প্রায় ৩০ হাজার লোক এই কার্য্যে খাটিতেছে এবং প্রায় ৬ হাজার লোক বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইতেছে। অনেকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বোধ হয় অনেকের হইতেছে। এই সকল রিলিফ কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইলে অনাহারে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত। আমি প্রাতঃ কালে উঠিয়া একটী জীর্ণ শীর্ণ যুবককে দেখিলাম, সে পড়িয়া রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ৮ দিবস সে কিছুই আহার করে নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার সে কথায় বিশ্বাসও হইল। তাহাকে অল্প অল্প আহার দিয়া একটু সুস্থ করা হইল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে যে গৃহে ছিল রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া সেই গৃহের সহিত হতভাগ্য ভস্মীভূত হইল। এরূপ ঘটনা ইংলণ্ডে হইলে হুলস্থুল পড়িয়া যায় কিন্তু এখানে কে এসকল ঘটনার সংবাদ লয়? এই উপবিভাগের এক স্থানে একটী বালিকা পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, বালিকাটীকে জীবিতাবস্থায় শৃগালে খাইয়া ফেলে। গত কল্য সার জর্জ্জ কাম্বেল সমুদায় বিষয় স্বচক্ষে দেখিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে চলিয়া যান। দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে যে এডেনবরে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা তাঁহাকে ২০ বৎসর অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। কৃষি সমাজের সেক্রেটারি হিউম সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন, সমুদায় অধিবাসীর তিন ভাগ লোককে শীঘ্র আমাদিগকে আহার দিতে হইবে। কিন্তু ইহার পর দুর্ভিক্ষ আরো ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। এই দুঃসময়ে আবার অগ্নিকাণ্ড দ্বারা লোকের কষ্ট আরো বৃদ্ধি হইতেছে।”

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস দরভাঙ্গা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তথায় পশু পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল শস্য বপন করা হইয়াছিল বৃষ্টি বিহনে সে গুলি শুকাইয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজ ফ্যামিন রিলিফ কমিটী এ পর্য্যন্ত ১২৩৫০২ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৫০০০ টাকা কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

ডার্ব্বির আরল ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গের একটী ক্যাথলিক চর্চ্চ হইতে বঙ্গদেশের ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে ৭২০ টাকা আসিয়াছে।

লণ্ডনের লর্ড মেয়র লণ্ডনের সকল শ্রেণীর নিকট হইতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি সেইরূপ চাঁদা দিবেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও গ্রহণ করা হইবে।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে কিন্তু পাটনা গয়া সাহাবাদ এবং পুরীতে বিন্দুমাত্র পতিত হয় নাই। যে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই অনেক উপকার দর্শিয়াছে, যে শস্য বপন করিতে হইবে তজ্জন্য কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতে পারিতেছে, এবং যাহা বপন করা হইয়াছিল সেগুলিও রক্ষা হইবে। কিন্তু আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। স্থানে স্থানে বৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, অনেক স্থানে দ্বিতীয় বার বীজ বপন করিতে হইবে। বোরো ধান্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িতব্যক্তিদিগের অনেক উপকার হইবে। ছোট নাগপুরের লোকদিগের মোয়া ও বন্য ফলে [illegible] উপকার করিবে। যে সকল স্থানে লোকের কষ্ট হইবে না বলিয়া আশা করা হইয়াছিল সেখানেও কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান মেদিনীপুর হাবড়ায় চাউলের মূল্য কতক কমিয়াছে, এবং বাকুড়া ও বীরভূমে কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতা নদীয়া রাজসাহী পাবনা এবং দারজিলিঙে মূল্য সমান রহিয়াছে। যশোহর মুরসিদাবাদ রঙ্গপুর এবং বগুড়ায় মূল্য কমিয়াছে।

রাজপুত্রগণ সৈন্যদিগের কাওয়াজ দর্শন করেন

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

এতদ্দেশীয় জনসমূহের অন্নকষ্ট জনিত ক্লেশের ও পরিপক্কাবস্থাই উপস্থিত। অনেক ব্যক্তি (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী) শত শত লোক উদরান্নাভাবে স্ব স্ব পুত্র কলত্র, ঘর দ্বার পরিবর্জ্জন করিয়া যথা তথা পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহারা দৈনিক শ্রমদ্বারা কায়ক্লেশে দিনান্তে এক সের সামান্য রূপ আহার দ্বারা অনায়াসে অবস্থিতি করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিল এতদিনের পর অনাবিধ এক অভিনব দোরতর বিপদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এ প্রদেশে সচরাচর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ বায়ু পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববায়ু বাহিত হইলে লোকের শরীরস্থ গ্রন্থি সকল শৈথিল্যভাব ধারণ করে ও উদর স্ফীত হইয়া উদরাময় ও কলেরা প্রভৃতি রোগের সঞ্চার হয়। পশ্চিম দিকস্থ বায়ু প্রবাহিত হইয়া ঐ সকল পীড়াকে দূরীকৃত করিয়া লোকের শারীরিক সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পশ্চিমদিগের বায়ু এত হিতকারী হইয়াও সময়গুণে এখন অত্রদেশীয়দিগের বৈর... করিতেছে। অদ্য পাঁচ দিবসাবধি ... দশ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই বায়ু এত প্রচণ্ড বেগে ... দরুমীবেগে এরূপ হইলে ... ঝটিকাপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর বলিয়া অনুভব হয়। আবার সম্বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রৌদ্রের প্রখরতা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে গৃহ হইতে গৃহের বহির্ভাগে যাইলে শরীরে যেন স্বয়ং অলাকা বিদ্ধ হইতে থাকে। ... দুর্দ্দিনে উক্ত বায়ুকর্ত্তৃক স্থানে স্থানে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া অনুমান ১৪। ১৫ খানি গ্রাম একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পাঁচ সাতটি মনুষ্য, কত শত গোবৎস, ছাগ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী দগ্ধীভূত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হায়! কি শোচনীয় ঘটনা! হতভাগ্য জনগণের ক্লেশের ত ইয়ত্তা নাই। একে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত তাহাতে আবার এতদিনের পর নির্ব্বাসিত। এ নিরাশ্রয় দুঃখী প্রজাবর্গের উপায় কি হইবে? বর্ষার আর বিলম্ব কোথায়? ইহাদের এমন সাধ্য নাই যে বর্ষার মধ্যে স্ব স্ব গৃহাদি প্রস্তুত করে; তবে দেশহিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যথাবিধ সাহায্য দান করিলে নিঃসহায় প্রজাকুল উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

উপসংহারকালে মুঙ্গের মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সানুনয় এই প্রার্থনা তিনি একবার স্বচক্ষে এই নিরাশ্রয় দীন প্রজাসমূহের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া তন্নিবারণের উপায় বিধান করুন।

১২৮১ সাল } বশম্বদ
৬ ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীবঙ্কবিহারী সিংহ
খাগড়িয়া

সিতি উত্তরপাড়া শুভকরীসভা।

মহাশয়! গত ১৪ ই বৈশাখ রবিবার উপরিউক্ত সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে প্রায় শতাধিক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমতঃ সভার উদ্দেশ্য, কার্য্য প্রণালী, ও গত বৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দে ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরমোহন চন্দ্র ঐ সভার শ্রীবৃদ্ধি দীর্ঘ জীবন ও ঐরূপ সভার দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা বিষয়ে প্রত্যেকে এক একটী হিতগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে ঐ সভার প্রতি বিশেষ যত্ন করিতে অনুরোধ করেন।

গত বৎসর ঐ সভা হইতে ২০টী উপযুক্ত পাত্রকে নিয়মিত রূপে তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য মাসিক প্রত্যেককে ।৹ অর্দ্ধমণ চাউল /২॥৹ আড়াই সের দাল চারি আনা পয়সা এবং বাৎসরিক ২ দুই খান বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিগত বৎসর আরও কয়েকজন দানের উপযুক্ত পাত্র সভার নিকট প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল সভার যথেষ্ট আয়ের অসদ্ভাব বশতঃ তাহাদিগের আশা পূরণে অক্ষম হওয়ায় সভা যার পর নাই দুঃখিত আছেন, এজন্য আমরা দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাত্মাগণ নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বদান্যতা গুণের বশীভূত হইয়া যাহাতে এই ক্ষুদ্র সভাটী দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া দানের উপযুক্ত পাত্রদিগের অভাব মোচন করিতে সক্ষম হন তদ্বিষয়ে সকলে মনোযোগী হইয়া আমাদিগকে চির বাধিত করুন। গত বৎসর নিয়মিত দান এককালীন দান প্রভৃতিতে ৩৯১ ৸৫ এবং চাউল খরিদ ও নগদ পয়সা ও কাপড় প্রভৃতিতে ৩৮৯৶৹ ব্যয় হইয়াছিল।

সিতি উত্তর } শ্রীবেণীমাধব পাল
পাড়া ১২৮১ }
৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ } সম্পাদক

উপস্থিত দুর্ভিক্ষ রূপ কৃতান্তের করাল কবল হইতে স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে উদ্ধার উদ্দেশে সাক্ষাৎ দয়ারূপিণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী যে কতই অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন এবং কত অর্থই মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার স্থানে স্থানে নূতন রাস্তা এবং অন্নশালাদি যে কতই হইতেছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন দীন দুর্ভাগ্যগণ উল্লিখিত পুষ্করিণী খননাদি কার্য্য করিয়া এবং অন্ধ, খঞ্জ রুগ্ন প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণ বিনা পরিশ্রমে অন্নশালার অন্নভোজনে কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতেছে। কিন্তু যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চদরের লোক যাহারা কখন স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারে নাই অথবা কুল ক্রমাগত প্রথানুসারে করে নাই, ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যাদি শস্যই যাহাদের জীবনধারণের একমাত্র প্রধান উপায়, আজ তাহারা কি নীচকুলোদ্ভব ইতর লোকের সঙ্গে মাটি কাটিতে কিম্বা টিকিট লইয়া আখড়া

ধারী বৈরাগী বাবাজীদের মহোৎসবের মেলার মত ছত্রিশবর্ণের সহিত একত্রে বসিয়া অন্নশালার অন্ন খাইতে পারে? আহা! তাহাদের অপার দুঃখের ব্যাপার শ্রবণাবলোকনে কাহার মনে দয়ার উদয় না হয়? গতবর্ষে ধান্য না হওয়া প্রযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদির গাত্রে যে দুই এক খানি সামান্য অলঙ্কার ছিল, তাহা বন্ধক বিক্রয়াদি দ্বারা এতদিন কষ্টের সহিত কালক্ষেপ করিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা শুনিয়াছিলাম যে পরিবার বিশেষে বিবেচনা করিয়া দুইবৎসরের মধ্যে পরিশোধের নিয়মে বিনাসুদে ঐ সমস্ত লোককে গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ দিবেন। যদি সেকথা সত্য হয় তবে আর বিলম্বের ফল কি?

আমাদের সুদক্ষ মহকুমার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুরকে উপস্থিত দুর্ভিক্ষনিবারণী কার্য্য গুলির পর্য্যবেক্ষণ পক্ষে যে প্রকার প্রযত্নশীল দেখিতেছি যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারস্থ সমস্ত কর্ম্মচারিগণ উল্লিখিত মহানুভবের পথাবলম্বী হয়েন তাহা হইলে দুর্দ্দান্ত দুর্ভিক্ষের দাঁড়াইবার স্থল কোথায়? কিন্তু একথাটি আমরা স্বীকার করিব যে কালিকাপুর হইতে যে একটী রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের পশ্চিম আন্দাজ দুই মাইল অন্তরে কেরিকণ্ড রাস্তার সহিত মিলিত হইতেছে এবং ঐ রাস্তাটির পর্য্যবেক্ষণের ভার অত্রগ্রামবাসী ভূতপূর্ব্ব তালুকদার ও অনরারি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা নাথ রায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে; আমরা বিবেচনা করি একাব্যাটি মাজিষ্ট্রেট বাবুর ভ্রম বশতঃই হউক কি দ্বারি বাবুর উপরোধ এড়াইতে না পারিয়াই হউক হইয়া থাকিবেক। রাস্তাটী যদি শ্রীধরপুর গ্রামের পূ[illegible]ম পার্শ্ব হইয়া জঙ্গলের উপরে উপরে যাইয়া পূর্ব্ব কথিত রাস্তার সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে অল্প খরচায় অল্পায়াসে অতি অল্পকালের মধ্যে সমাধা হইত এবং সাধারণেরও বিশেষ উপকারে আসিত। ইহাতে সাধারণের উপকার হউক বা না হউক দ্বারি বাবুর যে দুইটী বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমটী এই যে রাস্তাটী তাঁহার খামার বাটীর দরজা হইতে আরম্ভ হইয়া তাঁহার ধান্য ক্ষেত্রের নিকট হইয়া যাওয়ায় ধান্যের শকট গমনাগমনের বিলক্ষণ সুবিধা ঘটিবেক। দ্বিতীয়, ঐ রাস্তার পার্শ্বস্থিত তাঁহার একটী জলহীন পুরাতন পুষ্করিণীর মৃত্তিকা ঐ রাস্তায় পড়িতেছে ইহাতে রাস্তা বাধা ও পুষ্করিণী খনন উভয় কার্য্যই হইতেছে ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু পরিবার জলে তাহা যে একেবারেই সমভূমি হইয়া যাইবেক তাহার উপায় কি করিতেছেন?

আর একটী কথা না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ছয়মাস গত হইল উপরিউক্ত ডেপুটী বাবুর প্রযত্নে কালীকাপুরে যে একটি চেরিটেবল ডিস্পেন্সরি স্থাপিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি আর স্থির থাকে এমত বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম প্রচার হইয়াছে যে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের বেতন গ্রামস্থ অধিবাসিরা চাঁদা করিয়া দিলে সরকার হইতে সমস্ত ঔষধ বিতরণ করিবেন। যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাকুলের মঙ্গল কামনাই উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃতান্তস্বরূপ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের মুখে নিক্ষেপ করিবার ফল কি? আমাদের কাতরবেদন যদি তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, এবং আমাদের আবেদন যদি ফলপ্রদ হয় তবে প্রার্থনা যে উল্লিখিত ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডর যিনি আছেন তাঁহার পরিবর্ত্তে একটী উপযুক্ত ও সচ্চরিত্র লোক নিযুক্ত করেন। এক্ষণে যিনি আছেন তাঁহার গুণের কথা লিখিতে হইলে সোমপ্রকাশের পাঠক বৃন্দের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভব।

উপসংহার কালে আর একটী কথা লিখি। উল্লিখিত ডিস্পেন্সরিতে শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ আচার্য্য নামে যিনি ডাক্তার আছেন তিনি লোকটি বড় মন্দ নহেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি যেমন হউক না কেন ধন্বন্তরী বিলক্ষণ বটে? অধিক কি লিখিব এতদ্দেশীয় লোকের লক্ষ্মীনারায়ণের স্থান জল পানে অজ্ঞাত[illegible] হয় যে [illegible] ছিল ঐ ডাক্তার বাবুটির ঔষধের উপর লোকের ততোধিক বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

জেলা বর্দ্ধমান
সাং কালিকাপুর
সন ১২৮১, ২ রা জ্যৈষ্ঠ
} কস্যচিৎ পাঠকস্য।

—

[illegible]

[illegible]

[illegible] পরাঙমুখ, তাহাদিগকে বিনা সুদে টাকা ও

ধান্য কর্জ্জ দিতেছেন। সাঁওতালদের একেবারে শোধ করিবার সামর্থ্য নাই. তাহাদের দিন পাতের জন্য প্রতিদিন খাদ্য প্রদত্ত হইতেছে। ফলতঃ উপস্থিত দৈব বিপদে কাহাকেও কোন দিন উপবাসী থাকিতে হইতেছে না।

জমিদারেরা স্বীয় স্বীয় অধিকারস্থ প্রজা প্রতিপালন করিবেন, এনিমিত্ত তাঁহারা [illegible] বিবেচনায়, বিনা সুদে টাকা ও ধান্য অকাতরে কর্জ্জ প্রদান করিতেছেন। [illegible] গৃহীত ধান্য ও টাকা বিনা সুদে সামান্য কাগজে লিখিত খতে প্রজাদিগকে কর্জ্জ দিবেন। রাস্তা ও দীঘি খনন করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ সাহায্য দান করিতেছেন কোন ব্যক্তি কোথায় না খাইয়া রহিয়াছে তাহা তত্ত্ব করিয়া তথায় উপযুক্ত খাদ্য প্রেরণ করিতেছেন। এখানে ধান্য অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজার সদয় ব্যবহারে কোন ব্যক্তিকেই মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইতেছে না। [illegible] প্রতিপালিত হইতেছে। এক্ষণে চাউল টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের বিক্রীত হইতেছে। [illegible] রিলিফ কার্য্যে অন্যূন [illegible] হাজার এদেশীয় লোক খাটিতেছে। দিন দিন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ভাবী শস্য অতি উত্তম হইবার সম্ভাবনা।

উপসংহার কালে নিবেদন এই যে, মুঙ্গের ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর ও এডুকেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু, যেরূপ সতর্কতা [illegible] আন্তরিক পরিশ্রম সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন, [illegible] তাঁহারা উপযুক্ত [illegible] কর্ম্মচারী মহাশয়েরা [illegible] স্থাপন জন্য প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা যে সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে আর সংশয় নাই। পরন্তু তাঁহারা যে শিশু রাজার বলে এরূপ প্রশংসাভাজন হইতেছেন আমরা প্রার্থনা করি সেই রাজার আয়ু ও কীর্ত্তি দিকব্যাপিনী হউক।

১৮৭৪ ১২ ই মে } শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য গোয়াড়ী স্কুল।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৫ ই মে

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌগাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	১০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১৮ ই মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২	

১৮৭৭ বহরমপুর ১৮ ই মে } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী চৌধুরী ফরিদপুর	১০
" " জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস জয়নগর	১০
" " এককড়ি সিংহ—ত্রিবেণী	৫॥০
" " শিবচন্দ্র সিংহ- কাণপুর	১০
" " সদানন্দ মিশ্র—বড়বাজার	৫॥০
" " পুলিনবিহারী সেন বহরমপুর	১০
" " প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধন	৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছ মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট. হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /৲ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮১। ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ১ লা জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রহসন।

উক্ত পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা ১১৫ নং চোরবাগান ডিস্ পেন্স রিতে আমার নিকট পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৶৹ ডাক মাশুল /৹ আনা।

শ্রী অক্ষয়কুমার সাহা

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে ১৮৭৪ — শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /৹।

ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৹ এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস্ অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১৷৷৹ ডাক মাশুল /৹। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত		
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্ অর্থাৎ রোগ বিচার ৬		৷৹
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা	২	৴৹
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৹	/৹
কুইনাইন প্রয়োগ	/১৹	/৹
শরীর পালন	।/৹	/৹
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত		
প্রাক্‌টীস অব মেডিসিন	১৮	৶৹
এনাটমি	৪৷৹	৴
মাতৃশিক্ষা	১	৴৹
ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত		
বালচিকিৎসা	৫	।৶৹

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল।

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে দূত আফিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩৩৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাশুল /৹

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিদর্শক।

আগামী ৮ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে এক খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, কলেবর তিন ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য স্থানীয়দের পক্ষে ৪ টাকা বিদেশীয়দের পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইবেন।

চাটমোহর ২৫ শে বৈশাখ — শ্রী শ্রীধর রায়

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷৹ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুড্ ইভ্, ট্যানার প্রভৃতির সংকলন) মূল্য ১৷৹ ডাকমাশুল ৶৹।

৩। গড়িভাবাধব - যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকাবের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যাঁহাদের প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এক নব প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জহুশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়ায় বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

যন্ত্রস্থিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

হরিনাভি ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য এক জন হেড মাষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। বেতন মাসিক ৮০ টাকা। পূর্ব্বোক্ত স্থান কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। রেল যোগে এক ঘণ্টায় আসা যায়। যাঁহারা কর্ম্ম প্রার্থী আছেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট আবেদন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি কিম্বা সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ভিন্ন অপরের আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষকের সংক্রান্ত ও সচ্চরিত্রের বিশেষ সার্টিফিকেট চাই।

চাঙ্গড়িপোতা
সোম প্রকাশ যন্ত্র
সোণাপুর পোষ্ট
আফিস ২২ এ মে
১৮৭৪ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং অমক্ত সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী রোগার বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ॥০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২৯ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃত্ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অবধা কুইনাইন ব্যবহার জনিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
স্থবরবন্ মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

সামাজিক শাসন ও ধর্ম্মনীতি।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও চরিত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্য অপরের দ্বারাই শাসিত শিক্ষিত ও গঠিত হইয়া থাকে। কুল দর্শী লোকেরা বিবেচনা করেন যে মনুষ্য স্বাধীন জীব; সুতরাং মনুষ্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারেই ধর্ম্মপথ কিম্বা অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করে। কিন্তু তাহা নহে। আজি যাঁহাদিগকে সচ্চরিত্র দেখিতেছি সমাজের শাসন না থাকিলে তাহাদের শত জনের ১০ জনও সচ্চরিত্র থাকিতেন কি না সন্দেহ। আবার অপরদিকে আজি যাঁহারা অসচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত, সমাজের শাসন প্রণালী আরও পরিষ্কৃত এবং কার্য্যকর হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র ধর্ম্মপথে থাকিত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত ও সত্য কথা বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষ একটী সমগ্র জাতির ধর্ম্মনীতি ও রুচি প্রভৃতি যখন উন্নত কিম্বা অবনত হইতে থাকে তখন তাহার মূলে সামাজিক শাসন ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা যখন উন্নত ধর্ম্মনীতি ও উৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের সেই সকল মত অজ্ঞাতসারে সেই জাতির ধর্ম্মনীতি ও রুচি পরিষ্কৃত করিতে

থাকে। আবার তাঁহারা যখন বিকৃত ধর্ম্মনীতি ও বিকৃত রুচির পরিচয় দিতে থাকেন তখন দিন দিন দেশের অধোগতি হয়। আমরা গুটিকত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি তাহা হইলেই পাঠকগণ আমাদের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন

প্রথমতঃ—এরূপ দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী যতদিন কোন সমাজের অন্তভূক্ত থাকে ততদিন তাহার চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি সেই সমাজের মতানুসারে গঠিত হয় কিন্তু সে সমাজ হইতে দূরে গেলে আর সে চরিত্র রক্ষা করিতে পারে না। এই কারণেই দেখা যায় যে সকল বাঙ্গালি কার্য্যোপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন না; কারণ এখানকার "পবলিক ওপিনিয়ন" অর্থাৎ সামাজিক শাসন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই কারণেই পূর্ব্বে যে সকল সাহেব এদেশে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককে জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা নৃশংসতা প্রভৃতি নানা দোষে দোষী দেখা যাইত, কারণ এখনকার ন্যায় মেইল রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সুবিধা না থাকাতে ইংলণ্ডের পবলিক ওপিনিয়ন তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছিতে পারিত না। নির্ব্বোধ ও নীচ প্রকৃতি সাহেবেরা মনে করেন তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি এবং জাতীয় চরিত্র রাতারাতি স্বর্গ হইতে আসিয়াছে; কিন্তু আমরা জানি যদি মেইল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা ইংলণ্ড ভারতের নিকট না হইত তাহা হইলে এখনও তাঁহাদের মধ্যে অনেক বানর বাহির হইয়া পড়িত; অধিক কি এখনো বিলাতের সাহেব ও ভারতবর্ষের সাহেব এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অনেক অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা কোন সমাজের অন্তর্গত নয় তাহাদের ধর্ম্মনীতি প্রায় নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষবাসী ফিরিঙ্গিরা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপীয় এই তিন প্রধান সমাজে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীরা বিভক্ত, দুর্ভাগ্যক্রমে ফিরিঙ্গীরা ইহার কোন সমাজে প্রবেশের অধিকার পান না। সাহেবদিগের সহিত মিশিতে গেলে তাঁহারা ঘৃণার সহিত পরিহার করেন। আবার বিভিন্ন ধর্ম্ম নিবন্ধন মুসলমানদের কিম্বা হিন্দুদের সহিত মিশ্রিত হওয়ার পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা সকল শ্রেণীর বাহিরে পড়িয়া আছেন। এই তিন শ্রেণীর সামাজিক শাসন ইহাদিগকে স্পর্শ করে না। এই জন্য ইহাদের ধর্ম্মনীতির এত শোচনীয় অবস্থা।

আর অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা যে জন্য এই সকল কথা বলিতেছি তাহা এই। সংবাদ পত্র সেই পবলিক ওপিনিয়ন অর্থাৎ সামাজিক শাসনের উপায় স্বরূপ। তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি উন্নত হইলে দেশের ধর্ম্মনীতি নিশ্চয় উন্নত হইবে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি নিকৃষ্ট হইলে দেশেরও নিকৃষ্ট হইবে। তাঁহাদের রুচি অনুসারে দেশের লোকের রুচি গঠিত হইবে। এই গুরুতর ভাবের কথা মনে হইলে সম্পাদকদিগের যে কত সতর্ক হওয়া উচিত তাহা বলিতে পারা যায় না। লোক প্রশংসার অনুরোধে লোকের প্রবৃত্তি স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া এবং লোক প্রশংসা নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নত ধর্ম্মনীতির অনুসারে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা আর এক। ভ্রান্ত দেশ হিতৈষিতার অনুরোধে—অথবা দেশহিতৈষিতা নামে অনুরোধে দোষীকে নির্দ্দোষী এবং নির্দ্দোষীকে দোষী করা এক এবং সত্য ও ন্যায়প্রিয়তার অনুরোধে অসঙ্কুচিত চিত্তে ও নির্ভয়ে সত্য ও ন্যায়ের রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আর এক। আমরা স্বীকার করিতেছি এবং পুনরায় নির্দ্দেশ [illegible] সম্পাদকদিগকে অতি উচ্চ [illegible] ইচ্ছা করি। আমাদের [illegible] সংবাদ পত্র দেখিতে [illegible] সম্পাদকও দেখিতে [illegible]। এক কুটলেজ [illegible] আর প্রায় দেখিতে [illegible] ইংরাজী সম্পাদকেরা দেশের সম্পাদকদিগকে অনেক কটূক্তি করিয়া থাকেন, বলেন আমাদের ন্যায়পরতা নাই সত্যপ্রিয়তা নাই। আমরা দেশের উপকারজনক বিষয় অপেক্ষা গালা গালি করিতে অধিক ভাল বাসি। গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির প্রতি বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রচার করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমরা ত এই সকল বিষয়ে তাঁহাদেরও বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাই না। গালা গালি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ [illegible]। কোন অংশে আমাদের [illegible] তাহা বুঝিতে [illegible] দুই করিয়া [illegible] দেখাইয়া দিতে [illegible] ন্যায় ও সত্যের [illegible] অপরাধী [illegible] দিগকে রক্ষা করি[illegible] এদেশীয় দিগের [illegible] দ্বেষ হিংসা, [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বলিয়া [illegible] অবশ্য বরণ করিবে [illegible] হস্তের লেখনী কেবল অসদর্থ ও কুৎসিত কল প্রসব করিবে [illegible] এরূপ মনে করি

না। গৰ্দ্দভ কৃষ্ণ চৰ্ম্মেও আবৃত হইতে পারে এবং শ্বেত চর্ম্মেও আবৃত থাকিতে পারে এই আমাদের সংস্কার। যাহা হউক সম্পাদকেরা যতদিন না আপনাদের পদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন ততদিন দেশের ধর্ম্মনীতির উন্নতির আশা দেখা যায় না।

—:::—

পুরাতন ও নূতন সিবিলিয়ান।

পূর্ব্বে পরীক্ষা দ্বারা সিবিলিয়ান নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল না। "নমিনেশন" দ্বারা লোক নিযুক্ত করা হইত অর্থাৎ লিডেন হল ষ্ট্রীটের কর্ত্তারা যাহাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহাদিগকেই প্রেরণ করিতেন। ডাইরেক্টরদিগের স্বসম্পর্কীয় লোকেরাই প্রায় প্রবেশের অধিকার পাইত কিন্তু অনেক সুদক্ষ ও কার্য্যকুশল ব্যক্তিও সুপারিসের অভাবে অগ্রসর হইতে পারিত না। অনুরোধ উপরোধের মুখাপেক্ষা করিয়া লোক নিযুক্ত করিলে সচরাচর যে দুর্গতি ঘটিয়া থাকে তাহাও ঘটিত অর্থাৎ অনেক অক্ষম্য ও অপদার্থ লোকও ভারতবর্ষ শাসনের ভার লইয়া আসিত।

এদেশের শাসনকর্ত্তারা এই অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে লইয়া জ্বালাতন হইতেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতেন। এমন কি লর্ড ওয়েলস্লি এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক একটী কলেজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে নবাগত সিবিলিয়ানেরা সেখানে আরও কিছু দিন শিক্ষা পাইয়া দেশ শাসনের উপযুক্ত হইবে। ডাইরেক্টরেরা এই কলেজটী অনাবশ্যক মনে করিয়া পরে তুলিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ও উপযুক্ত লোক মনোনীত করিবার সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু এখনকার সিবিলিয়ানেরা পুরাতন সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি? মেটকাফ এলফিনষ্টোন মনরো প্রভৃতির ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

আপাততঃ ইহার একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই—এখনকার অপেক্ষা সে সময়ে এক একজন সিবিলিয়ানের হস্তে অধিক কার্য্য ভার থাকিত, অধিক স্বাধীনতা থাকিত। সুতরাং তাহার যাহা কিছু দক্ষতা ও ক্ষমতা থাকিত তাহা বিকশিত হইবার পথ পাইত। বর্ত্তমান সময়ে একজন সিবিলিয়ানের চারিদিকে এত বেড়া এত আইন এত নিয়ম যে বুদ্ধি বিদ্যা স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইবার পথ পায় না। এখন তাঁহাদের অধিকাংশ কাজ রুটিন বিজিনেস অর্থাৎ নিয়মাধীন [illegible] তাহার ইণ্ডিয়ান [illegible] এক স্থানে বলিয়াছেন "পুরাতন সিবিলিয়ানেরা যে বড় হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিতেন তাহা নহে কিন্তু বড় পদে তাঁহাদিগকে বড় করিত। একজন বড় সাহেব একবার একজন এদেশী কে বলিয়াছিলেন "ঐ চেয়ারে গিয়া বস চেয়ার তোমাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিবে" এই কথা অত্যন্ত সার কথা।

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যেরূপ ফলের আশা করা হইয়াছিল সেরূপ ফল ফলিতেছে না। কারণ নূতন সিবিলিয়ানদিগের মধ্যেও ব্রডলি ওডোনেল প্রভৃতির ন্যায় অনেক অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য লোকও আসিতেছে। বর্ত্তমান সিবিলিয়ানদের শিক্ষা প্রণালীই এই দোষের ভাগী। একটু একটু লাটিন গ্রীক একটু ভূবিদ্যা একটু প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি পড়াইলে দেশের শাসনকর্ত্তা নির্ম্মিত হইবে কেন? যদি বল পরীক্ষার পর ত দুই এক বৎসর আইন রাজনীতি প্রভৃতি পড়ান হয়। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে তাহা না হওয়ার মধ্যে। আইন ও রাজনীতির গুটিকত স্থূল স্থূল কথা শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কি কোন উপায় করা হয়? কিরূপ রাজনীতি অনুসারে ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য এতদিন চলিতেছে এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে এ সকল বিষয়ে কি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হয়? তাঁহারা কোন ক্রমে আপনাদের পাঠ্য পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উত্তীর্ণ হইয়াই ভারতবর্ষ শাসনের ভার লইয়া আগমন করেন। পাঠকগণ বলুন এত অল্প বয়সে এবং অল্প শিক্ষাতে এক জনের সুশাসনকর্ত্তা হওয়া সম্ভব কি না? আমাদের বিবেচনায় পরীক্ষার্থীদিগের বয়স আরও বৰ্দ্ধিত করা উচিত এবং লর্ড ওয়েলেস্লির কলেজের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপিত করা না হউক কলিকাতাতে আগমনের পর অন্ততঃ দুই তিন বৎসর ল লেকচরের ন্যায় ভারতবর্ষীয় রাজনীতি ও শাসন কার্য্য বিষয়ে লেকচর দিবার ব্যবস্থা করা উচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রেগুলেশন প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এই রূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে কার্য্যদক্ষ ও শাসনকুশল লোক পাইবার অধিক সম্ভাবনা।

-:০:-

আরও গুটিকত কথা।

নবীন ও সুরেন্দ্র বাবুর দণ্ড সম্বন্ধে আমরা গত বারের পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে কোন কোন সহযোগী আমাদিগকে উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সে জন্য কিছু মাত্র দুঃখিত নহি। কতকগুলি দোষে দেশীয় সংবাদপত্র সকল ভদ্ররুচি বিশিষ্ট লোকের অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা সেগুলি সংশোধিত হয়। তাহার মধ্যে আমরা একটীর উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা যে দোষের উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছি তাহার বিপক্ষে আমাদের যত যুক্তি আছে তাহার সকলগুলি দেওয়া হয় নাই। কেবল একটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই এবিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন। আমরা আজি আরও পরিষ্কার রূপে গুটি কত যুক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা করি। পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এবিষয়ে সম্পাদকদিগের অনবধানতা নিন্দনীয় কি না? প্রথমতঃ সভ্য সমাজে কেবল মাত্র পুলিষ ও গবর্ণমেণ্ট এক মাত্র শাস্তিদাতা নয়। পবলিক ওপিনিয়ন অর্থাৎ সংবাদ পত্রেরাও দণ্ড বিধান করেন। দণ্ডের উদ্দেশ্য কি? অপরাধীকে সংশোধন করা এবং অপর লোকদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা। যখন "পবলিক ওপিনিয়ন" অপরাধীর দণ্ড বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহকারী হয় তখন দণ্ডের এই দুইটি উদ্দেশ্য অতি সুন্দররূপে সাধিত হয়। কিন্তু পবলিক ওপিনিয়ন যখন অপরাধীর রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তখন যদি গবর্ণমেণ্ট মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে দণ্ডের এই দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ অপরাধী নিজের দুষ্কর্ম্ম বুঝিতে পারে না, দেশের অন্য লোকেও তাহার অপরাধকে লঘু মনে করে। সুতরাং সেরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের মার্জ্জনা না করাই ভাল। দ্বিতীয়তঃ অপরাধীর বিচার হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রেরা যদি তাহাকে দোষী কিম্বা নির্দ্দোষী বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন তাহা হইলে বিচারপতিরাও অল্পাধিক সেই মত দ্বারা শাসিত হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। হয় ত সংবাদ পত্রদিগের সংস্কারানুসারে নির্দ্দোষীকেও দোষী বলিয়া মনে করিতে পারেন কিম্বা দোষীকেও নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি দিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ যদি এমন কোন স্বাধীন চেতা বিচারক থাকেন যিনি সংবাদ পত্রদিগের কথা বিস্মৃত হইয়া অপক্ষপাতে বিচার করিবার চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত দোষীর দণ্ড ও নির্দ্দোষীকে মুক্তি প্রদান করেন তিনি লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। কারণ সচরাচর সংবাদ পত্রদিগের মতানুসারে দেশের লোকের মত গঠিত হয়। তাহারা যাহাকে দোষী বিবেচনা করিতেছিল তাহাকে মুক্তি দেওয়াতে কিম্বা তাহারা যাহাকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিতেছিল তাহাকে দণ্ড করাতে সেই বিচারককে অযোগ্য এবং অবিচারকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ফল আর কি হইতে পারে।

৪র্থতঃ জুরি উকীল সাক্ষী প্রভৃতি সেই মকদ্দমা সংক্রান্ত যত লোক সকলে সংবাদ পত্রদিগের সেই মত দ্বারা শাসিত হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। জুররেরা যে নবীনকে "নট গিল্টি" বলিয়াছিলেন তাহাই এই কথার প্রমাণ।

পঞ্চমতঃ সুরেন্দ্র বাবুর ঘটনার ন্যায় যে স্থলে বিচারের ভার সাহেবদিগের হস্তে সেখানে সুবিচার হইল কিনা বুঝিতে না পারিয়া লোকে বিচারপতিদিগের কার্য্যের প্রতি জাতিবৈরিতা প্রভৃতি অনেক অভিসন্ধির আরোপ করিতে থাকে। তাহাতে প্রজাদিগকে অনর্থক গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত করা হয়।

ষষ্ঠতঃ এইরূপ অসময়ে মত প্রকাশ করিয়া প্রকৃত অপরাধীকে যদি আচ্ছাদন করা হয় তাহা হইলে দেশের ধর্ম্ম নীতি বিকৃত হইতে থাকে। সেই সকল পাপ সমাজ হইতে দূর হওয়া দূরে থাকুক দেশের মুখ স্বরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আরও দৃঢ় বদ্ধ হইতে থাকে।

আর অধিক যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হয় না। এই সকল কারণেই চিন্তাশীল সম্পাদক মাত্রেই কোন বিষয়ের বিচার শেষ না হইলে মতামত প্রকাশ করেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের সহযোগীদিগের মধ্যে অনেকে এই নিয়ম সর্ব্বদা অবহেলা করেন। হতভাগ্য মহান্তের বেলা যেরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ অনেক স্থলে অপরাধীকে বিচারের পূর্ব্বেই ফাঁসি দিতে বলেন, আবার অনেকস্থলে অপরাধীকে বিনা বিচারে নিষ্কৃতি দিতে অনুরোধ করেন। আমরা এরূপ চিন্তাবিহীন ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আচরণ দেখিলে অত্যন্ত দুঃখিত হই, সেই জন্য এক একবার ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য অগ্রসর হই। কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা বিশেষ পত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কোন কথা বলি না। কারণ সহযোগীদিগের মধ্যে একজন এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান এবং সেজন্য তাঁহারা আমা[illegible]

উদাসীন তাহাদিগকে সতর্ক করাই আমাদের লক্ষ্য।

— —

[illegible] শৃগাল মন্ত্রী

[illegible] পশুরাজ। তাঁহার রাজ দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় দেখা সম্ভব নয়, পশুগণ বিচারার্থী হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত; পশুরাজ জানু পাতিয়া নয়ন মুদিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; বিচার কার্য্যের ভার শৃগালের হস্তে। মন্ত্রিবরের এক চক্ষু পশুদের আনীত উপহারের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে, অপর চক্ষু বিচারার্থী দলের ভাব ভঙ্গী দর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক জজ সাহেবের সহিত পেস্কার সেরেস্তাদার প্রভৃতির সহিত এই সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে। সেরেস্তাদার পেস্কার প্রভৃতি কি ধাতুর লোক তাহা কাহার জানিতে অবশিষ্ট আছে? তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বহুদিন পূর্ব্বে একজন সামান্য মুহুরি—কিম্বা অপর কোন কার্য্য অবলম্বন করিয়া আদালতে প্রবেশ করিয়াছেন। ক্রমাগত উন্নত হইয়া উক্ত পদে আরোহণ করিয়াছেন। যে আদালতে [illegible] দিন ভ্রমণ করিলে [illegible] সেই আদালতে যাহাদের কার্য্য শিক্ষা তাঁহাদের [illegible] কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ লোক [illegible] সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই সুবুদ্ধি জজেরা এই সকল লোকের হস্তে বিচারের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতে পারেন। এই কারণে যে কত অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হয় বলা যায় না। সেরেস্তাদারেরা [illegible] কারণ কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহারা বাইবেল উদ্ধৃত উপদেশের সম্পূর্ণ অনু লেন "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহা করে তোমাদের বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে"। এই সকল কর্ম্মচারিদিগের বাম হস্ত যাহা করে দক্ষিণ হস্ত তাহা জানিতে পারে না। কারণ বাম হস্ত যখন পশ্চাদ্ভাগে বন্দোবস্ত করিতে থাকে তখন দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে থাকিয়া ডিক্রী ডিস্‌মিস করিতে থাকে। আমরা প্রায় শুনিতে পাই এবং দেশের লোকের সংস্কার যে হাকিমেরা প্রায় এই রূপ করিয়া থাকেন। [illegible] দিন সকলে এই কথা বলিত কিন্তু প্রকাশ পত্রাদিতে এতদিন কোন কলঙ্ক রটে নাই। সম্প্রতি দুইটী ঘটনাতে এবিষয়ের বিচারকদিগের অনবধানতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথম সুরেন্দ্র বাবু সংক্রান্ত ঘটনা। দ্বিতীয় রঙ্গপুরের জজ লেভিন সাহেবের মকদ্দমা। পাঠকগণ বিদিত আছেন যে লেভিন সাহেবের বিপক্ষে রঙ্গপুরের উকীলেরা একটী আবেদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিচারপতি জ্যাকসন সাহেব রঙ্গপুরে তদারকে গিয়াছিলেন। তদারকের ফল কি হইয়াছে জানিতে পারা যায় নাই। শুনিতে পাওয়া যায় লেভিন সাহেবের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে। লেভিন সাহেব সে জন্য অবকাশ লইয়াছেন। যত দিন এই মকদ্দমাটী বিচারাধীন আছে ততদিন এবিষয়ে কোন কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু সেরেস্তাদারের দোষে যে অনেক স্থলে অবিচার ও অন্যায়াচরণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর একটী কথা এই স্থলে বলা উচিত বোধ হইতেছে। এইরূপ অযোগ্য উদাসীন পরতন্ত্র জজদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতে গিয়া অনেক কর্ম্মচারিকে কষ্ট পাইতে হয়। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী উদাহরণ দিতেছি। [illegible] এক জন মুন্সেফ আপনার অধীনস্থ কোন আমলার কোন দোষ দেখিয়া তাহাকে সস্‌পেণ্ড কিম্বা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন। সে ব্যক্তি আর কোন কথা না বলিয়া একেবারে জজ সাহেবের সেরেস্তাদারের বাসায় গেল। সেরেস্তাদার সাহেবের কর্ণে আপনার বক্তব্য শুনাইল, সাহেব সে ব্যক্তিকে বাহাল করিতে হুকুম দিলেন। আমরা কেবল অনুমান করিয়া বলিতেছি না, অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবিচারক লোকের অধীনে কর্ম্ম করিতে গেলে মান থাকে না, এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় অনেক আদালতের আমলারা মুন্সেফদিগকে গ্রাহ্য করে না।

যাহা হউক এই সকল ন্যায় ও যুক্তি বিগর্হিত ব্যবহার বহুদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্য সুবিচারেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। হাইকোর্টের এবিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। আমরা সেকালের হাকিমদিগের গল্প শুনিয়াছি, তাঁহারা বিচারালয়ে আসিয়া কেবল চুরুট ফুঁকিতেন এবং কুকুর লইয়া খেলা করিতেন, মধ্যে মধ্যে "চণ্ডীমণ্ডপ বোলাও" প্রভৃতি একএকটী হুকুম করিতেন। আর তাড়া তাড়া নথি সকলের আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া উঠিয়া যাইতেন। আজি ও কি সেই দিন থাকিবে?

———

দুর্ভিক্ষ ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী।

প্রজাদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি? বিশেষ চিন্তা না করিয়া ইহার উত্তর দিতে হইলে সকলেই এই বলিবেন সমুদায় লোকের

অন্ন যোগান। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আর এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সকলের অধিবাসীর সংখ্যা ৬৬৮৫৬৮৫৯। বৎসর বৎসর দেশীয় ব্যবসায়ীরা এই সকল লোকের অন্ন যোগাইয়া থাকে। এক বেলাও এই সমুদায় লোকের আহার দিতে গেলে প্রতি দিন ৪১৭৯৫৫ মণ চাউল লাগে। যদি ২ টাকা করিয়াও চাউলের মণ ধরা যায় তাহা হইলেও প্রতিদিন অন্যূন ৮৩৫৭১০ টাকা ব্যয় করা আবশ্যক। পৃথিবীতে এমন ধনী কোন গবর্ণমেণ্ট আছেন যাঁহারা এত লোকের অন্ন যোগাইতে পারেন। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কেবল গবর্ণমেণ্টকে এত লোকের অন্ন যোগাইতে হইবে কেন? দেশে ত যৎকিঞ্চিৎ শস্যও আছে তাহাতে অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। আমরা সেকথা স্বীকার করি কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট বলিবেন আমরা যতব্যয় আবশ্যক দিব, যত শস্য আবশ্যক আনাইব সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। মনুষ্যের প্রকৃতি যাঁহারা জানেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন অনায়াস বা অল্পায়াসলব্ধ সাহায্যের আশা পাইলে আর কাহারও আয়াস স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহার অভাব নাই তাহারও অভাব উপস্থিত হয়; আবার অপর দিকে দেশীয় ব্যবসায়ীরা গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া স্থানে স্থানে শস্যাদি বহনে বিরত হয়। এই জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মত যে এসকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যত অল্প হস্তক্ষেপ করেন ততই ভাল।

এদেশে এই দুর্ভিক্ষটী নুতন নয় প্রায় ৫।৭ বৎসর অন্তর এরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষকালে কর্ত্তব্য কি? সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের মত এক প্রকার পরিষ্কার হইয়া আছে, তাহা এই, প্রথমতঃ সহজে গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় ব্যবসায়ের প্রবলতা থাকিলেও শস্যাদির দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন যাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাদের জন্য শস্য সংগ্রহ করা কিম্বা তাহাদের হস্তে শস্য ক্রয়োপযোগী অর্থ সঞ্চারের উপায় করা। তৃতীয়তঃ যে যে স্থলে দেশীয় ব্যবসায়ের দ্বারা সাহায্য হইবার আশা নাই অথবা দেশীয় ব্যবসায় যে স্থলে অসমর্থ হইয়া পড়ে সেখানে প্রজাদিগের অন্ন যোগাইবার ভার নিজের হস্তে গ্রহণ করা। ফল কথা এই, দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি না করিয়া যতদূর করা সম্ভব গবর্ণমেণ্টের করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সূচনা হইবামাত্র গবর্ণমেণ্ট দুটী কার্য্য করেন। প্রথমতঃ রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া দেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহা হইলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশ সকলে শস্যাদি বহন করিবে। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করা হয়। তদ্দ্বারা অনেক লোকের হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে এবং বাস্তবিক কত অন্ন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহাও জানা যাইতে পারে, কারণ বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত না হইলে লোকে পরিশ্রমের বিনিময়ে সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়না। তৃতীয়তঃ, যদি অবশেষে শস্যের অপ্রতুল হয় তাহা নিবারণের জন্য সময়ে শস্য আমদানী করিতে আরম্ভ করেন, চতুর্থতঃ জিলায় জিলায় রিলিফ কমিটি সকল স্থাপিত করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে এই সকল কমিটী গ্রামে গ্রামে শস্য বিতরণ করিবেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের আনীত শস্য বিক্রয় করিবার কথা ছিল না, কিন্তু যেখানে যেখানে বাজারে শস্যের অপ্রতুল দেখা যাইতেছে সেখানে তাহাও করা হইতেছে পাঠকগণ! দেখুন দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি না করিয়া যতদূর সাহায্য করা সম্ভব গবর্ণমেণ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন কি না? লার্ড নর্থব্রুকের বিপক্ষ মহাশয়ের তিনটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রপ্তানী বন্ধ না করা, দ্বিতীয়তঃ শস্যাদি বহনের বিশৃঙ্খলা তৃতীয়তঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্য করা। রপ্তানী বন্ধ না করার বিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের যাহা বক্তব্য তাহা তিনি বলিয়াছেন। শস্যাদি বহন বিষয়ে যে কিছু বিলম্ব হইয়াছে তাহার জন্য তিনি দোষী নন; কারণ কোন দিকে কত শস্য প্রেরণ করিতে হইবে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হওয়াতেই এবং রাস্তা ঘাটের অসুবিধা নিবন্ধনই এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। তৃতীয়তঃ তিনি যে পর মুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও যুক্তি সঙ্গত। তিনি প্রথমে পর-মুখাপেক্ষী না হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন কিন্তু [illegible] মহাশয় তাঁহাকে বিরত করিয়া বলেন যে, যে দণ্ডে গবর্ণমেণ্ট বলিবেন যত টাকা আবশ্যক আমি দিব সেই দণ্ডে দেশের অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিদের হস্ত সংকুচিত হইবে। লার্ড নর্থব্রুক সর উইলিয়ম গ্রের পরামর্শানুসারেই দেশের লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না

আর একটী কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি অত্যধিক লোক সংখ্যাই বেহারবাসিদের দারিদ্র্যের কারণ। এই জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিজের সিমলা গমন বন্ধ করিয়া সেই অর্থে ব্রহ্মদেশে বেহারীয় দরিদ্র মজুরদিগকে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে যে কষ্টের অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক এই বিপদের সময় গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। কেবল তাহা নহে আর ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ বিপদ না ঘটে তাহারও উপায় করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষে অনেক রাজা ছিল দুর্ভিক্ষও অনেক হইয়াছে এক এক বার দেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ রাজার এরূপ ব্যগ্রতা কখনও দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। দেশের লোকে দেখিতেছে যে গবর্ণমেণ্ট লক্ষমুদ্রা অপেক্ষা একজন প্রজার প্রাণ মূল্যবান বিবেচনা করেন। এই জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এত গৌরব।

বিবিধসংবাদ।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

শুনা যাইতেছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইয়ার [illegible] সম্পাদককে কতকগুলি যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সোনাকর পার্বত্য ও [illegible] রাজ্য সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র [illegible] পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করা হইবে।

মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা এবার অধিক পরিমাণে তুলা চীনেতে প্রেরণ করিতেছেন। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষই ইহার কারণ।

শুনা যাইতেছে, ডিউক অব এডিন [illegible] আয়র্লণ্ডের রাজপ্রতিনিধি হইবেন। [illegible] নিমিত্ত তাঁহাকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, বরদার যুবরাজ কুমার দেড় মাসের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এরূপ করিলে বোধ হয় অধিক দিন তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইবে না।

ইংলিসম্যান বলেন, ১২ এ মে বেলা এক টার সময় বাঙ্গালোরে প্রথমে এক প্রকার শব্দ হইয়া পরে ভূমিকম্প হয়। এখানে অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল ধান্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা জ্বলিয়া গিয়াছে সুতরাং পুনরায় বীজ রোপণ করা কঠিন হইবে।

নিজাম ষ্টেট রেলওয়েতে উত্তম রূপ কাজ চলিতেছে, ইহাতে প্রতিদিন ৪০ হাজার মণ শস্য যাইতেছে।

মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ কিরূপ চিহ্ন স্থাপন করা উচিত তদ্বিষয় স্থির করিবার জন্য অগামী কল্য টাউন হালে একটী সভার অধিবেশন হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, সম্প্রতি এডিনবরের কতকগুলি প্রিণ্টার ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য [illegible] [illegible] অনেক আফিসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষের [illegible] [illegible] উপদেশ [illegible]।

মিরর বলেন, [illegible] স্বামী [illegible] [illegible], তাঁহার [illegible] রাও এবং [illegible] জনের বিরুদ্ধে সুরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল, কিছু দিন হইল কোন্নগরের ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি একজন রেলওয়ে কারেণ্টের সহিত এক বাজী রাখেন, রেলের উপর প্রস্তর খণ্ড সকল রাখিলে উহা শকট চক্রে পেশিত হইয়া যায় অথবা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। বাবুটী যে ট্রেণে ছিলেন, সেই ট্রেণ বালীতে উপনীত হইলে তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া তিনখানি প্রস্তর লইয়া গাড়ির সম্মুখে রেলের উপর রাখেন, এই সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাবুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলেন; তাঁহার একটী সিকি পড়িয়া যাওয়াতে তিনি সেটী কুড়াইতে যান, সেই সময়ে কোন রূপে ঐ প্রস্তর খণ্ড গুলি শ্রেণী বদ্ধ হইয়া রেলের উপর পড়ে। ইহার কোন্ কথা সত্য বলা যায় না। এক্ষণে জামিন লইয়া উঁহাকে মুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ শ্রীনিবাস নামক মান্দ্রাজের আর এক ব্যক্তি ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, কপূর্থলার রাজার মানসিক পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলে আশঙ্কা করিতেছেন, তিনি শীঘ্র উন্মাদ হইবেন। অপরিমিত সুরাপান না কি ইহার মূল?

সিংহলে বানরে সিঙ্কোনা বৃক্ষের ছাল খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বানরেরা বড় অনুকরণ প্রিয়, বোধ হয় তাহাদের পর পুরুষেরা সভ্য হইয়া সিঙ্কোনা ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া তাহারাও ইহার গুণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের চোরেরা অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল বোধ হইতেছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজের ছোট আদালতের প্রথম জজের গাড়ীটী আদালত বাটী হইতে চুরি গিয়াছে। আমাদের কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরা বড় চতুর, তাঁহারা কখন আদালতে গাড়ি ছাড়িয়া যান না।

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু আনন্দমোহন বসু র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

এক ব্যক্তি ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন একজন মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, খনন করিতে করিতে মৃত্তিকার নিম্নে একটী জীবিত গোশাবক পাইয়াছে। বোধ হয় ঐ স্থানে কেহ গো চুরি করিয়াছিল।

ইংলণ্ড জর্ম্মণি প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় দেশের ন্যায় আমেরিকাতেও শব কবরিত করিবার পরিবর্ত্তে শব দাহের প্রস্তাব হইতেছে। এসম্বন্ধে আমাদের দেশীয় "পঞ্চ" বসন্তক লিখিয়াছেন" বিলাতে যে

যে তোমার অবিবাহিতা কন্যাটীকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে দাও, তাহাতে যদি কিছু লইতে ইচ্ছা কর দিতে প্রস্তুত আছি। তাহাতে কন্যাকর্ত্তা বলিলেন যে আমার একটি অবিবাহিত পুত্র আছে, কন্যাটী পরিবর্ত্তে তাহার বিবাহ দিবার মানস করিয়াছি। তাহাতে ঐ ব্যক্তি রহস্য স্থলে বলিলেন আমরা এ প্রকারে পারি আপনার কন্যাটিকে ধরিয়া বিবাহ দিব, তাহাতে কন্যাকর্ত্তা রহস্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। উক্ত গ্রামে ভূত কোম্পানি নামক একটি গুণ্ডার দল আছে। তাহারা ১৫ দিন পরে ষড়যন্ত্র করিয়া বিবাহের দিনস্থির এবং পাড়ায় এক ঘোষাল ব্রাহ্মণের বাটীতে বিবাহের আয়োজন করে। উক্ত কোম্পানীর একজন কন্যাটীকে কোন সুযোগে আনিতে গেল। ইতিমধ্যে পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঐ কোম্পানীর মধ্যে একজন কন্যার জ্ঞাতি ভ্রাতা আছেন, তিনিই উৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইতিমধ্যে গোধূলী লগ্নে তিন বার শঙ্খ ধ্বনি হইল। ঐ দলভুক্ত কোন ব্যক্তি কন্যাকর্ত্তার নিকট গিয়া কহিল যে তোমার কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা শুনিয়া তিনি বিবাহের স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি তথা হইতে আসিয়া গ্রামস্থ সকল লোককে জানাইয়া [illegible] তিনি [illegible] জ্বালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছেন এবং [illegible] রকের পরওয়ানা হইয়াছে।

“[illegible] এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, কিছু দিন হইল এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া [illegible] যন্ত্রণায় কাতর হয়। সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একটা গাছে দড়ি ঝুলাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে যায়। এক ব্যক্তি উহা দেখিয়া দৌড়িয়া গাছে উঠে ও দড়ি কাটিয়া দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে। তাহার প্রাণ দাতা তাহাকে গোখুরা সাপের রক্ত পান করিতে বলে। কিছু দিন পরে কুষ্ঠ রোগী তাহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। পত্রপ্রেরক এটি ডাক্তারদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন।

“আমেরিকার বিড়াল পর্য্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভিকাবার্গ টাইমস নামক সমাচার পত্রে এই সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল কতকগুলি বনবিড়াল দলবদ্ধ হইয়া পাওয়েল নামক একজন আমেরিকানের বাটী আক্রমণ করে। পাওয়েল সাহেব, তাহার স্ত্রী ও এক ব্যক্তি পাচিকা কেবল বাটিতে ছিলেন। বিবি পাওয়েল ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু বিড়ালের সর্দ্দার একটী জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করে। বিবি পাওয়েল তাহার ঘাড়ের উপর এক খানি কম্বল ফেলিয়া দেন এবং এক খানি অস্ত্র দ্বারা তাহাকে খুন করেন। আর একটী বিড়াল ঐরূপে হত হয়। কিন্তু বিড়ালেরা ইহাতে ভীত না হইয়া পালে পালে আসিয়া জানালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাচিকা অতি মধ্যে অত্যন্ত ভয় পায় ও দরজা খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। সে বাহির হইয়াছে এমন সময় কয়েকটা বিড়াল তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে একপ আঘাত করে যে সে মৃত প্রায় হইয়া পড়ে। অল্প সময় কয়েক ব্যক্তি পাওয়েলের বাটিতে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিড়ালদিগের সহিত তাহারা ঘোর যুদ্ধ করে। অবশেষে বিড়ালগণ বিতাড়িত হয়। তাহাদের চারিটী হত এবং অনেকগুলি আহত হয়। পাওয়েল সাহেবের পাচিকা কেবল গুরুতর রূপে আহত হয়।

জ্ঞানবিকাশিনীর চট্টগ্রামস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, জেলা চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাজির হাট থানার অধীন বিবিরাপুর বড় বাদাম গাছ আছে, উহার প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগ দিয়া অনবরত ফোটা ফোটা জল পড়িতেছে। গাছের তলায় কাদা হইয়া গিয়াছে। দিন অপেক্ষা রাত্রি কালে অধিক জল পড়ে, ঐ জল অতিশয় শীতল, উহার স্বাদ ঈষৎলবণ যুক্ত।”

১৭ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ভারতবর্ষে শীঘ্র একখানি অতি দ্রুতগামী ষ্টীমার আসিবে। এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন দ্রুতগামী ষ্টীমার একখানিও প্রস্তুত হয় নাই, এখানি উড়িষ্যা কেনালে থাকিবে। এখানি দীর্ঘে ৮৭ ফীট, উহার কড়িটী ১২ ফীট, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এখানি জোয়ারের অনুকূল দিকে ঘণ্টায় ২৫ মাইল এবং প্রতিকূল দিকে ঘণ্টায় ২৪ মাইল যাইতে পারে।

পানীয় জলের অভাবে হুগলীর অন্তর্গত মুণ্ডলী গ্রামে ওলাউঠায় অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

সেদিন গার্ডেন রিচে অযোধ্যার ভূত পূর্ব্ব রাজার দুটী পৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লার্ড নর্থব্রুক মৃত রাজা কালী কৃষ্ণ বাহাদুর যে রাজোপাধি ও রাজসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন তাহার পুত্র কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণকে তাহা প্রদান করিয়াছেন। কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ এই সম্মান লাভের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। এই বংশ লর্ড ক্লাইবের নিকট হইতে ঐসকল উপাধি ও একটী স্বর্ণ মেডাল প্রাপ্ত হন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

২২ এ মে মজঃফরপুর হইতে এক ব্যক্তি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন “গত রাত্রিতে জেকারিয়ার নিকটবর্ত্তী রাস্তার ধারে একটী বৃক্ষের নিম্নদেশে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখা গেল। স্ত্রীলোকটীর অনাহারেই মৃত্যু হইয়াছে। সর্ব্বত্রই লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। লোকের কষ্ট নিবারণার্থ [illegible]

২৭ এ মে দারভাঙ্গা হইতে উক্ত পত্র টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, দক্ষিণ ত্রিহুতে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে শনিবার মাত্র লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তথায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তথায় সামান্য মাত্র বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। শস্য প্রেরণের যে সকল অসুবিধা ছিল তাহা নিরাকৃত হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত সোমবার অবধি এ অঞ্চলে যেমন বৃষ্টি হইয়াছে, চম্পারণ ত্রিহুত মুঙ্গের রঙ্গপুরে সেই রূপ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক সে সকল স্থানে তাদৃশ বৃষ্টি হয় নাই, দক্ষিণে ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। যদি এইরূপ বৃষ্টি হইতে থাকে বোধ হয় সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের শেষ হইতে পারে। এই বৃষ্টি দ্বারা আশুধান্য ও অন্যান্য শস্য যাহা শুকাইয়া যায় নাই তাহার বিশেষ উপকার হইবে এবং আগামী শীত ঋতুর শস্যের জন্য ভূমি কর্ষণ কার্য্য বিলক্ষণ চলিবে। শুষ্কপুষ্করিণী আদি জলপূর্ণ হইবে এবং বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতির হ্রাস হইবে। ফ্রেণ্ড বলেন, বৃষ্টি নিবন্ধন এই সুবিধা হইলেও গবর্ণমেণ্টের কৃষক শ্রেণীকে শস্য কর্জ্জ দেওয়া এবং আগামী চারিমাসের জন্য শ্রমজীবী দলকে সস্তা দরে চাউল বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। এদিকে উত্তর বিহার উত্তর বঙ্গ এবং বর্দ্ধমানের স্থানে স্থানে লোকের এত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ২৭ ৫০০০০ লোককে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোকের যেমন কষ্ট হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণও করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের শস্যের জন্য লোকের আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে, সম্প্রতি যে সকল গোলা খোলা হইয়াছে, সেই সকল গোলা খোলা অবধি ৬০ হাজার টন শস্য নিঃশেষিত হইয়াছে। এক মাত্র ত্রিহুতে রিলিফ ওয়ার্কে সহস্র সহস্র মজুর এবং পল্লী বাসীদিগকে যে শস্য দেওয়া হইতেছে, তাহা ভিন্ন প্রতি মাসে ২২ হাজার টন শস্য বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা হইতে সকল শস্য প্রেরিত হইয়াছে এবং বোধ হয় ১০ এ জুন পর্য্যন্ত সমুদায় যথা স্থানে উপনীত হইবে।

লণ্ডন ডেলিনিউসের বিশেষ কমিশনর ফর্ব্বস সাহেব বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন, আগামী সোমবার তথা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

দারভাঙ্গার রেলওয়েতে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার মণ শস্য যাইতেছে।

বঙ্গদেশে চাউলের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে জলের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিক হইতে জলকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত প্রদেশে আপাততঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছু অধিক দেখা যাইতেছে। ত্রিহুত চম্পারণ দিনাজপুর রঙ্গপুর মালদহ এবং উত্তর ভাগলপুর।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ পুনাতে ৬৭৭১ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

সার জর্জ্জ কুপার অযোধ্যার রিলিফ কার্য্যের জন্য আর এক লক্ষ টাকা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ অযোধ্যার রিলিফ কার্য্যের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হইল।

লণ্ডন ডেলিনিউসের বিশেষ সংবাদদাতা ফর্ব্বস সাহেব ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন সেই সঙ্গে ষ্টাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদ দাতা ওসিয়াও এস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন। আজিও দুর্ভিক্ষের শেষ [illegible] নাই, অথচ ইহারা উভয়েই স্বদেশ যাত্রা করিলেন, ইহার কারণ কি?

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত [illegible] দিগের সাহায্যার্থ রাজপুতনার [illegible] অগ্রসর হইয়াছেন। কোটার সর্দ্দার তাঁর মন্ত্রী এবং নগরের বণিকেরা ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ঝালাওয়ারের রাজধানী ইহালারাপাটানে ১০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। বণিকের সর্দ্দার হাজার টাকা দিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন টঙ্কেও চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

বোগদাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে টাইগ্রিস নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া নগর প্লাবিত হওয়াতে লোকের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এসিয়ামাইনরে সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ এঙ্গোরো প্রদেশে দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রথম [illegible] [illegible] লোকের অনাহারে মৃত্যু হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য কোচিনে ২১ হাজারেরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

রিলিফ ওয়ার্কে লোক নিয়োগের জন্য পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডিবি এলেন সাহেব [illegible] ষ্টেসনে গিয়াছেন।

ডিউক অব আর্গাইল কন্‌জরবেটিব পক্ষ সমর্থনার্থ লার্ডস সভাতে দুর্ভিক্ষ [illegible] যে তর্ক উপস্থিত করেন, সে সময়ে লার্ড সালিসবরি বলেন, [illegible] রেল প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, [illegible] লার্ড নর্থব্রুক তাহাতে অসম্মত হওয়াতে [illegible] ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন। [illegible] লোকের অনেক কষ্টের নিবারণ [illegible] যে দোষ ঘটিয়াছে, ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরই [illegible] দায়ভাগী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] যে, [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত একটি [illegible] [illegible] করা যাইতে পারে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এরূপ [illegible] করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই, সুতরাং সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

সার জন ষ্ট্রাচি সম্প্রতি বস্তি এবং গোরক্ষপুরের রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত প্রায় ২১৭০০০ মজুরের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন। এই পরিদর্শনে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তথায় দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ উপস্থিত হয় নাই। এই জন্য

তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, বর্ষার পূর্ব্বে রিলিফ কার্য্য সকল বন্ধ করা হউক। যাহাদিগের কোন রূপ উপায় নাই খাটিয়া খাইবারও সামর্থ্য নাই, তাহাদিগকে ৫টী দরিদ্র নিবাসে পাঠান হইবে, এবং যাহাদের খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য আছে, তাহারা সচরাচর যে সকল পবলিকওয়ার্ক হইতেছে তথায় মজুর করিবে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, পূর্ব্ব ত্রিহুতে এই রূপ ব্যবস্থা করাতে যেমন অনেকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছিল এখানেও পাছে সেই রূপ ঘটনা ঘটে।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশের সানিটারি কমিশনর ডাক্তার কোটস দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন পীড়া বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কমিশনর ডাক্তার কনিঙহামকে রিপোর্ট করিবেন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যদি পীড়া উপস্থিত হয় অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার কনিঙহামকে কমিশনর নিযুক্ত করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট চাউল প্রেরণ কমাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া গত শুক্রবার অবধি পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি হাবড়া হইতে পাটনা পর্য্যন্ত যে নয় খানি বিশেষ মালগাড়ি চালাইতেছিল তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সচরাচর যেরূপ মালগাড়ি যায় তাহাই যাইবে।

শ্রীরামপুর উপবিভাগে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুলিষের রিপোর্টে জানা যায় হরিপালে ১১ এবং কৃষ্ণনগরে ১২ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সিঙ্গাপুর হইতে ৮০০০ ডলার আসিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২১ এ মে। টিহারণ নামক ষ্টীমারে ২৫০০০০ টাকা বে যাই আসিতেছে।

গত কল্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৩৬৯০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মে। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে লার্ড জর্জ হেমিল্টন ফসেট সাহেবের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন এবৎসর গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সকাল সকাল ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লার্ড সাণ্ডহর্ষ্ট যতকাল স্বীয় কার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন সেই সময়ের জন্য বেতন গ্রহণ করাতে সেটী অন্যায় হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করা হয়, অনেক তর্কাবতর্কের পর তাঁহার একার্য্য যে অন্যায় হয় নাই এই প্রস্তাব পাস হয়। গ্যাথরণ হার্ড লার্ড সাণ্ডহর্ষ্টের পক্ষ সমর্থন করেন, এবং গবর্ণমেণ্ট লার্ড সাণ্ডহর্ষ্টকে পুনরায় যে ঐ টাকা জমা দিতে বাধ্য বলিয়া হসমান সাহেব তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে দোষী করেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। চিলিয়ানের কর্তৃপক্ষেরা কাপ্তেন হাইডকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। পার্লিয়ামেণ্ট ১ লা জুন অবধি বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে। প্রিন্স আর্থর কানটের ডিউক এবং সসেক্সের আরল হইয়াছেন।

মাড্রিড ২৪ এ মে। সেনাপতি কঞ্চা, এষ্টেলা আক্রমণের জন্য সৈন্য সমবেত করিতেছেন, কার্লিষ্টরা ঐ স্থান রক্ষা করিতেছে। ডন কার্লস ডুবেঙ্গে রহিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। রোম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পোপ জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।

রুশীয় সম্রাট এক্ষণ পরিদর্শন করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৪০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

টি, জে, মরে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া পাটনার সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগদ্বন্ধু সেন নওয়াখালিতে বদলী হইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এম বার্ণ শিকপুরা রিলিফ সার্কেল হইতে মুঙ্গেরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন

বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুয়ার সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

এ, ডবলিউ করেন ১৮৭৬ অব্দের ২ আইনের (বি, সি) ২ ধারানুসারে মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ আরো মেদিনীপুরের মিউনিসপাল কমিশনর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এচ, রিসলি।

ওয়াটসন কোম্পানির রেসিডেণ্ট এজেণ্ট আর এণ্ডাসন।

ব্যাপটিষ্ট মিশনের ডাক্তার জে, আর, ব্যাচিলর।

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু বিপিনবিহারী দত্ত।

বাবু গুরুদাস পাইন।

বাবু নবীনচন্দ্র নাগ—জমীদার।

বাবু কৃষ্ণলাল মজুমদার—প্লীডার।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ১৭ ধারানুসারে সাতক্ষীরা উপবিভাগের শাখা রোড সেস কমিটীর চেয়ারম্যান হইলেন

মামুদপুরের গাঁতিদার বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ১৭ ধারানুসারে সাতক্ষীরা উপবিভাগের শাখারোড সেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মানভূমের একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

সাধারণ বিভাগের বিশেষ ভার প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল পাইলেন—

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডবলিউ এচ, হডসন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এ রাটে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য ঢাকার অন্তর্গত [illegible] প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, পি এলেন [illegible]

বদলী হইয়াছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৬৬ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন—

জে, ওয়াড রাজসাহীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট [illegible] স, ব্রেট।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা কিছুদিনের জন্য সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল।

মেদিনীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু অবনাশ চন্দ্র মিত্র।

মুন্সী ইমাম বক্স (জমীদার) কটকের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরশিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট সি, ডবলিউ বোলটন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১১১ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসর বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

এবৎসর মেদিনীপুরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে। তাপমান যন্ত্রে পারা ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতেছে। গ্রীষ্মের জন্য সমস্ত জীব জন্তু ব্যাকুল হইয়াছে। অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। গতবৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টি না হওয়ায় এবৎসর জলকষ্টও অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। অধিকাংশ পুষ্করিণী শুষ্ক প্রায় হইয়া জল অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কূপাদি সমুদয় শুষ্ক। বৃষ্টির জন্য সকলেই হাহাকার করিতেছে। মিউনিসিপালিটী হইতে জল কষ্ট নিবারণের কোন সদুপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

কংসাবতী নদী অতি সন্নিকট। কোন উপায়ে উক্ত নদীর জলের দ্বারা নগরবাসীদের পানীয় জলের সুবিধান করিতে পারিলে এসময় বিশেষ উপকার হয়। নগরবাসীদের সুবিধার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটী হইতে কূপ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা খনন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা সাধারণের যে বিস্তর উপকার সাধন হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে যে পুষ্করিণী ও কূপ সাধারণের বিশেষ উপকারী অথচ তাহার অধিকারীদের পঙ্কোদ্ধারের ক্ষমতা নাই, তাহাতে মিউনিসিপালিটির হস্তক্ষেপ করা আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত কোন কোন পল্লিতে জ্বর ও ওলাউঠা হইতেছে।

মিউনিসিপালিটী হইতে রাস্তার ধূলা নিবারণের জন্য কোন ব্যবস্থা করিলে কি ভাল হয় না? এবিষয়ের জন্য গত বৎসর হইতে সংবাদ পত্রে অনেক চীৎকার করা হইতেছে। তথাপি কেহ শুনিতে পান না।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী যেমন ধর্ম্মতলার শীলেদের বাজারের পাশে একটী নূতন বাজার (সহরের বাজার) লইয়া ব্যস্ত আছেন, সেইরূপ আমাদের মিউনিসিপালিটীও পাথুরে ডাঙ্গায় একটী পুষ্কর কাটা লইয়া ব্যস্ত। ইহাতে বার মাস জল থাকিবেক না, ইহাঁরাও ছাড়িবেন না। কেবল টাকার শ্রাদ্ধ!! বিশেষতঃ পুষ্করিণিটী সহরের মধ্যেও নহে। অনেক স্থানে এরূপ মিউনিসিপালিটির কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর হইতে কলিকাতার কেনেল খোলা অবধি মেদিনীপুরের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয় হইয়াছে। বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা। নগর সন্নিকট কংসাবতী নদীতে বিস্তর নৌকা গতায়াত করিতেছে। সমস্ত দিন নানা প্রকার দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইতেছে। তদ্ভিন্ন এক খানি ষ্টিমার সপ্তাহে দুইবার করিয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহা নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়।

মেদিনীপুরের বাণিজ্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে অনেক উকীল ও অনেক ডাক্তারের আমদানী হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পল্লিতেই ডাক্তার ও ডিস্পেন্সরি। লেখাপড়ার উন্নতিও তদ্রূপ হইতেছে। সাধারণ পুস্তকালয় ভিন্ন সাধারণের পাঠের নিমিত্ত বড়বাজারে একটী লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে, বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও ভাল।

১৮৭৪
২৫ এ মে

আমাদিগের ময়মনসিংহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১৫ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে মুক্তাগাছা স্কুলের জনৈক শিক্ষক আমাদের ২৭ এ চৈত্রের প্রকাশিত [illegible] স্তম্ভের প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেগুলি আমরা যদি পাঠ না করিতাম [illegible] দুঃখিত হইতাম। পত্র প্রেরক মহাত্মা আমাদের লিখিত [illegible] বিশেষ [illegible] কেবল মাত্র মুক্তাগাছা ও আলাপসিংহের কএকটি জমিদারের অত্যাচার পূর্ণ কথাটি লিখিয়া তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

এতদ্দেশস্থ দুই একজন জমিদার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় কিছু কিছু দান করিয়াছেন তাহা আমরা না জানি এমত নহে, তবে তাহা [illegible] দান করিয়াছেন তাহাতে [illegible] দেওয়া ভিন্ন আর কিছু [illegible] নাই। [illegible] অন্যান্য স্থানের জমিদার অপেক্ষা এতৎস্থানীয় জমিদারগণ এই দুর্বৎসরে প্রজাদিগের হিতার্থে যে অত্যল্প কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় আপামর সাধারণেই স্বীকার করিবেন।

ময়মনসিংহের জমিদারগণ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে জরিমানা ও সেলামি ইত্যাদি আদায় একেবারে রহিত করিয়াছেন ইহা কি পত্র প্রেরক মহাশয় হইয়া অকপটচিত্তে বলিতে সমর্থ হইবেন?

চতুর্থ স্তম্ভের প্রতিবাদের কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। তীর্থ যাত্রিরা

যে [illegible] স্থাপন কালেও গান করিয়াছে [illegible] অনেক সম্বাদদাতা জ্ঞান [illegible] পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া [illegible]।

[illegible] জেলার অন্তর্গত জামালপুর [illegible] নিকটবর্ত্তী পল্লি গ্রাম সমূহে [illegible] বহুসংখ্যক লোক পীড়িত হই- [illegible] অনেকেরই মৃত্যু হইতেছে। [illegible] অধিবাসীগণের অধিকাংশই [illegible] [illegible] অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা [illegible] পারে এবং লোক [illegible] [illegible] উচ্চ কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট [illegible] চিকিৎসালয় নাই যে অর্থব্যয় [illegible] তাহারা চিকিৎসা করাইয়া [illegible] লাভ করিতে পারে, এজন্য চিকিৎসাভাবে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। জামালপুরে এমন একজন সুচিকিৎসকও নাই যাহা [illegible] প্রজাসমূহের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে, জামালপুরস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই শোচনীয় ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া এখ- নও কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। যাহা হউক প্রশংসিত জেলায় ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে এস্থলে জনৈক সুযোগ্য নেটিব ডাক্তার পাঠাইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ দিন দিন যেরূপ লোকের মৃত্যু হইতেছে ইহাতে কাল বিলম্বে ডাক্তার প্রেরিত হইলে অনেক [illegible] হবে। অতএব আমরা বিনয় [illegible] সাহেব মহোদয়ের নিকটে [illegible] করিতেছি যে তিনি দয়া করিয়া [illegible] জামালপুরে আবশ্যক মত [illegible] উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ [illegible] হইয়া দরিদ্র ব্যক্তি- [illegible] জীবন রক্ষা করুন।

এস্থলে প্রায়ই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে [illegible] বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে [illegible] শস্যের [illegible] ভাল হইবে বলিয়া বোধ হয় [illegible] এরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি না [illegible] শস্যের ক্ষতি হইবে। এবার চাউলের [illegible] বৃদ্ধি করিয়াছে। সম্প্রতি বাজারে চাউল [illegible], [illegible] দরে বিক্রীত হইতেছে।

আমাদিগের পঞ্জাবস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পঞ্জাব সীমা

ডেরা ইস্মাএল খাঁ।

১। অদ্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ, সুতরাং আমরা [illegible] গ্রীষ্মের রাজত্বের [illegible] বাস করিতেছি, এখানে চৈত্রমাসের শেষে ও বৈশাখ মাসের মধ্যে যথেষ্ট বারি বর্ষণ হইয়াছিল, সেই জন্য আজও তাদৃশ গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে না, এই বারিবর্ষণে কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

২। এখানকার [illegible] স্থানীয় মেলা দেখিয়াছি, [illegible] বৈশাখী বা নব বর্ষের মেলা [illegible] সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০ শে চৈত্র হইতে ২ রা বৈশাখ পর্য্যন্ত মেলা থাকে। [illegible] মেলা স্থলে কাবুল প্রভৃতি স্থান হইতে অসংখ্য অশ্ব একত্রিত হয়, প্রাতে মল্ল যুদ্ধ ও বৈকালে ঘোড় দৌড় এইরূপে চারিদিন বড় উৎসবানন্দে এখানকার লোক সময় অতিবাহিত করে, শেষ দিনে কমিশনর ডেপুটী কমিশনর প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তিদিগকে পারিতোষিক প্রদান করেন। এই সময়ে অনেকে অশ্ব ক্রয় করে। বাস্তবিক এইরূপ আমোদ অন্যান্য আমোদ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উপকারী, আমাদের দেশে এরূপ মেলা দেখা যায় না, তবে আজ কাল মাঘ মেলার সংস্থাপন হও য়াতে অনেক উপকার হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মেলায় যে মল্লযুদ্ধ হয় তাহা [illegible] বন্ধ, আমরা বাল্য কালে [illegible] লইয়া খেলিতাম, দৌড়া [illegible] প্রভৃতি শারী [illegible] তাহাতে আমাদের শরীর [illegible] উৎপন্ন হইত। [illegible] আমরা এইরূপ কোন [illegible] ভদ্র আধ্যাত্মিক লোকে [illegible] কোন খেলা" ইত্যাদি [illegible] করিবেন অথচ তাঁহারা [illegible] ইংরা [illegible] ব্যাট ও গোলা লইয়া কেমন উৎসা হের ও আমোদের সহিত ক্রীড়া করে, প্রতি ছাউনীতে এওেলমর নামক ক্রীড়ার স্থান দেখা যায়, এই সকল ক্রীড়ার জন্য সভা স্থাপন ও পারিতোষিক বিতরণ পর্য্যন্ত হয়, ইংরাজ মহিলাগণেরও দৌড়াদৌড় ও শরীরের উন্নতি সাধন উপযোগী ক্রীড়ার অনুষ্ঠান আছে, আমাদের দেশে এসকল উপহাসের পদার্থ রূপে পরিগণিত হয়, কেবল আলস্য উৎপাদন তাস পাশকাদি ক্রীড়াতে সময় ও জীবন ক্ষয় করিলেও দোষের হয় না কি আশ্চর্য্য! কত দিনে আমাদের দেশের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবে জানি না।

৩। কতকদিন হইল এখানে একটী বেশ্যা হত হইয়াছে, অদ্যাপি হত্যাকারীর কোন সন্ধান হয় নাই। ইতি মধ্যে আর একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের উপপতি, সেই স্ত্রীলোক অন্যের প্রতি আসক্ত হওয়াতে নাসিকা দন্ত দ্বারা ছেদন করিয়া লইয়াছিল, স্ত্রীলোকটী হাসপাতালে যাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে কিন্তু তাহার নাসিকাটী জন্মের মত গেল। এ পৃথিবীতে আজকাল যত প্রকার হত্যা ও দাঙ্গা লড়াই হইতেছে অধিকাংশেরই কারণ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক, ব্যভিচার পরায়ণ নরনারী এই পৃথিবীকে নরকতুল্য করিয়া ফেলিতেছে, ঈশ্বর মানু ষকে যে স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্ন দিয়াছি লেন তাহা যে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইয়া এত গরল উদ্গীরণ করিবে তাহা কে জানিত?

৪। এখানকার মিশনরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অত্রস্থ তিনটী ছাত্রকে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে কোন হিন্দু আর বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করে না, তাহারা হিন্দু বিদ্যা লয় নামে আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংস্থা পনের বন্দোবস্ত করিতেছে, খৃষ্টান পাদরী গণ অনেক কাল হইতে ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রায় কেহই ধর্ম্মের গভীরতত্ত্ব ও আসল প্রকৃতি বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ বিচার করিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে আজও শিশুকে বাপ্তিস্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারা সমাজ কণ্টক হইতেন না, একমানক

কুমারাম সিংহ চৈতন্য প্রভৃতি আপনাদের ভক্তিতে ও বিশ্বাসে দেশ ভাষাইয়া গিয়াছেন খৃষ্টীয় পাদরীগণ কি করিতেছেন কতক গুলি কিরিঙ্গী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা প্রচার করিয়া ও দেশীয় খৃষ্টানগণকে বিজাতীয় কিরিঙ্গি সাজাইয়া চলিয়া যাইতেছেন, খৃষ্টের ন্যায় আধ্যাত্মিক ধর্মভাব না আপনাদের চরিত্রে প্রকাশ করিতেছেন, না অন্যান্যের চরিত্রে প্রকাশ পাইতেছে। খৃষ্টান জগৎ ভবিষ্যতে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

৫। কএকদিন হইল উজ্ঞৌরি কর্তৃক এখানকার নিকটস্থ কোন স্থানে ৪।৫ টী হত্যা হইয়াছে। উজ্ঞৌরীদের এইরূপ অত্যাচার প্রায় মধ্যে মধ্যে শ্রবণ করা যায়। এখানকার ডেপুটী কমিশনর কতকগুলি উজ্ঞৌরী পুষিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে মাসিক বৃত্তি স্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদিগকে রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে পাহাড়স্থ ইহাদিগের আত্মীয় স্বজন গবর্নমেণ্টের প্রজার উপর অত্যাচার করিতে না পারে কিন্তু প্রতি মাসে এত টাকা ব্যয় করিয়া যে উদ্দেশে এই নররাক্ষসগণকে পুষিয়া রাখা হইয়াছে কতদূর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে আমরা বলিতে পারি না।

৬। ডেরাস্মাএল খাঁর নিকটস্থ কালাবাগ নামক স্থান হইতে বৃহৎ খাল খননের জন্য যে সকল ইঞ্জিনিয়ার স্থান নির্ণয় ও পরিমাণ করিতেছিলেন তাহারা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে কার্য্য করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। মজফরগড় হইতে এক জন দেশীয় একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর দুর্ভিক্ষের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছেন। এবার বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সকল প্রদেশ হইতে বন্দোবস্ত হইতেছে, আমাদের বঙ্গদেশের উপর কি দুর্দৈব হইয়াছে জানি না। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি বাত্যা মারিভয় যেগুলি দৈব দুর্বিপাক আছে বঙ্গদেশে কিএক বৎসর হইতে সকলগুলি ক্রমান্বয়ে গতায়াত করিতেছে। এ সকল দুর্দৈব কাহার পাপে হইতেছে? রাজার না প্রজার? যাহা হউক ঈশ্বর বঙ্গদেশকে রক্ষা করুন।

৭। লাহোরস্থ আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র রায় প্রতিনিধি ডেপুটী কণ্ট্রোলার হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে দেশীয় লোক প্রথম শ্রেণীর এগ্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার পদস্থ হইয়াছেন, কিন্তু একাউণ্ট (হিসাব) বিভাগে এ পর্য্যন্ত কেহ নবীন বাবুর ন্যায় উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। নবীন বাবু যেরূপ উপযুক্ত ধর্ম্মশীল ও কর্ম্মক্ষম তাহাতে ইনি উপস্থিত কার্য্যে বিশেষ পারগতা প্রদর্শন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতার ব্রাহ্ম মণ্ডলী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় নবীন বাবুকে পাইয়া সুখী হইবেন।

২ রা জ্যৈষ্ঠ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

পুনর্মূষিকোভব।

গোবরডাঙ্গায় যে সবরেজিষ্টরী আফিস সংস্থাপিত হয়, নিকটবর্ত্তী বারাসত উপবিভাগবাসীদিগের পক্ষে অকস্মাৎ তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল দেখিয়া সেদিন (১১ ই ফাল্গুন) সোমপ্রকাশে একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। পত্র প্রেরক যে জন্য সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন, সম্পাদক ও অনুবাদক মহোদয়ের অনুগ্রহে তাঁহার সে আশা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। যে হেতু পত্র প্রকাশের কয়েক দিন পরেই পুলিস দ্বারা ইহার অনুসন্ধান হয়। পুলিসও [illegible] রিপোর্ট দেন, তাহাতে সকলে আশা করিয়াছিলেন বারাসতের উত্তর ভাগের [illegible] আর অধিক দিন কষ্ট ভোগ করি[illegible] না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! [illegible] ও বিস্ময়াপন্ন হইবেন যে এক [illegible] গবর্নমেণ্ট গোবরডাঙ্গাকে পুনর্মূষিক করিলেন, তথা হইতে অকস্মাৎ সব রেজিষ্টরী উঠিয়া গেল, কিন্তু অপরাধ কি?

তাদৃশ লাভ নাই দেখিয়া যদি গবর্নমেণ্ট এই সব রেজিষ্টরী এবালিস করিতেন তবে ইহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা ছিল না। বারাসত [illegible] হইবার পরেও ইহার কার্য্য সুন্দর [illegible] চলিত ছিল। তবে ইহা উঠিয়া যায় কেন? কেন তবে বসিরহাটের দশ ক্রোশ দূরস্থিত জনপূর্ণ সমৃদ্ধ গোবরডাঙ্গাকে [illegible] সাগরে নিমগ্ন করা হইল? বসিরহাট [illegible] ভিজনের মধ্যে এখন গোবরডাঙ্গাই সর্ব্বপ্রধান। এরূপ প্রধান স্থান [illegible] প্রকারে কষ্ট দেওয়া গবর্নমেণ্টের [illegible] অবিবেচনার কার্য্য।

গোবরডাঙ্গা সকল বিষয়েই বসিরহাটের মুখাপেক্ষী, অথচ এই [illegible] একটিও রাস্তা নাই। লোকেরা শীত [illegible] কালে অগত্যা চসা ভূমির উপর [illegible] দশ ক্রোশ যাতায়াত করে, [illegible] স্থানে ভয়ানক কর্দ্দম, [illegible] ক্ষেত্রের কৃষক [illegible] উপর দিয়া তাহাদিগকে গমন করিতে বাধ্য হইতে হয়। জল পথ আছে বটে, কিন্তু তাহা এত বক্র যে [illegible] মানুষ [illegible] রেকে [illegible] করা হয় না। সব রেজিষ্টরী [illegible] গোবরডাঙ্গা যে আপনাকে [illegible] মনে করিয়াছিল, এই ভয়ানক [illegible] প্রেরিত তাহার কারণ। এক্ষণে [illegible] এই বিষয় [illegible] উদ্ধার জন্য [illegible] ছেন। [illegible] গেল [illegible]।

[illegible]   [illegible]
[illegible]   [illegible]

[illegible]

[illegible] জ্যৈষ্ঠ [illegible] সময় উক্ত বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দশ [illegible] কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের ভবনে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অনুপচাঁদ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সভ্যগণের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্ত ([illegible] দর্পণ ও [illegible] বসন্তক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক

মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, মিউনিসিপাল কমিশনারের " ভাইস চেয়ারম্যান, " [illegible] চট্টোপাধ্যায় (" বেঙ্গলি " নামক ইং সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক,) " ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ওরিয়েণ্টাল সেমনারির " ইং প্রধান শিক্ষক। নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় " ক্যানিং কালেজের " ২ য় শিক্ষক, [illegible]চাঁদ মিত্র অতুলচাঁদ মিত্র, শ্রীনাথ ভড়, শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রিচার; গিরিশচন্দ্র দত্ত, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিবকৃষ্ণ দত্ত শ্যামাচরণ শ্রীমানী এবং অপরাপর অনেক ভদ্রলোক দ্বারা ঐ বৃহৎ গৃহটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অধ্যক্ষ ও সম্পাদক মহোদয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, বিনা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে এই বিদ্যালয়টী ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর চলিয়া আসিতেছে ইহার সমুদায় ভার অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ স্কন্ধোপরি বহন করিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং গত বৎসরের মধ্যে এত অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে ইহা আমরা কখন আশা করিতে পারি না।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও কালীপ্রসন্ন ধর প্রভৃতি যথাক্রমে বক্তৃতা করিয়া ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দেব প্রগাঢ় যত্ন ও উন্নতি সাধন সংকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম ও উৎসাহ দেখাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উৎসাহ জনক বাক্যে সুকুমার মতি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণকে পারিতোষিক স্বরূপ ২ খানি রৌপ্য পদক, পুস্তক, মানচিত্র ও সুন্দর ২ খেলানা প্রভৃতি বিতরণ করিয়া বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একবৎসরের নিমিত্ত একটী নূতন ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়া একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন।

পরে সভাসদগণের মনোরঞ্জন ও বালক বৃন্দের উল্লাসের নিমিত্ত সিমুলিয়া ও গরাণহাটা নিবাসী অবৈতনিক ঐকতান বাদ্যের অনুষ্ঠান ও ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়া সাত ঘটিকার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ } কস্যচিৎ দর্শকস্য।
১২৮০

—:o:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২২ এ মে

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ২৫ এ মে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	১

১৮৭৪ } টি, বেটী, সি, ই; প্রতিনিধি
বহরমপুর } এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
২৫ এ মে } নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ড—বেলুয়া ৫।০
" " হরিশচন্দ্র চৌধুরী
চাপাতলা ১০
" " চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত
কলিকাতা ১০

—:o:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] প্রতি সোমবার [illegible]।

৩। গর্ভিণীবান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

হেদুয়ার্ষ্ট্রেন কলিকাতা।

—

সুপ্রস্তুত॥

" প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিদ্যা কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেশে অথব ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড প্রকাশ হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অৰ্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

স্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অবীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধি বারবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি। আট হইতে ১৷০,

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সজন রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ১০ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে শিশি উদরাময়নাশক এলিকসার সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গোরীনাথ সেন কবিরাজের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অবীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ

" কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক্ এলকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং

সুবরবন মেডিকেল হল,

ভবানীপুর কলিকাতা

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এক প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চৌকোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা } বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

—০—

মৎপ্রণীত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা ব্যানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের জন্য এক জন হেড মাষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। বেতন মাসিক ৮০ টাকা। পূর্ব্বোক্ত স্থান কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। রেল যোগে এক ঘণ্টায় আসা যায়। যাঁহারা কর্ম্ম প্রার্থী আছেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট আবেদন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি কিম্বা সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ভিন্ন অপরের আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষকের সহিষ্ণুতা ও সচ্চরিত্রের বিশেষ সার্টিফিকেট চাই।

চাঙ্গড়িপোতা
সোমপ্রকাশ যন্ত্র } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
সোনাপুর পোষ্ট } সম্পাদক
আফিস ২২এ মে }
১৮৭৪

—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন অম্লশূল পরিণামশূল শুদ্ধ পেটের পীড়া গ্রহণী ও রক্তামাশয় এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শোথ ইত্যাদি নিবারণের এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ।০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা

হিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২৭ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিতে গেলে কি কি চাই।

বাঙ্গালা দেশে আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারাদির যেরূপ আঁটা আঁটি, অন্য অন্য স্থানে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশীয় যুবকগণ স্ত্রীজাতির যে স্বাধীনতার নিমিত্ত রোরুদ্যমান, উত্তরপশ্চিম অঞ্চল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুর্জ্জর প্রভৃতি প্রদেশীয় রমণীগণের তাহা দুর্লভ নয়। তত্রত্য নারীগণ বঙ্গদেশীয় রমণীগণের ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকেন না। তাঁহারা ইচ্ছামত সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। রাজপথে গমনকালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্ত্রীগণের মুখ অর্দ্ধ আবৃত, আর মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের মুখ সম্পূর্ণ অনাবৃত। পুরুষ দেখিয়া তাহাদিগের লজ্জা সঙ্কোচ নাই শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন ইতস্ততঃ আছেন, কুল বধূরা সচ্ছন্দে গান বাদ্যাদি করিতেছেন। তত্তৎ প্রদেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন তাঁহারা সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সস্ত্রীক হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং স্ত্রীদিগের পুরুষের সম্মুখে বাহির না হইলে চলে না। তন্মূল হইতেই উল্লিখিত স্বাধীনতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

কাশীর বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি বলিলেন, কাশীর এক অংশে মাসে তিন হাজার জ্রণ হত্যা হয়। উল্লিখিত স্বাধীনতার ফল উপাদেয় কি না? পাঠকগণ এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইবেন। পঞ্চ দ্রাবিড়ে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া কুণ্ড গোলক ও তৎপ্রসূতিকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। তদ্দ্বারাও ঐ স্বাধীনতার ফল অপরিজ্ঞাত থাকিতেছে না। স্বামী জীবিত থাকিতে উপপতি দ্বারা যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহাকে কুণ্ড, আর স্বামির মৃত্যু হইলে যে পুত্র হয়, তাহাকে গোলক বলে। পঞ্চদ্রাবিড়ে সধবা ও বিধবা উভয় অবস্থাতেই জারজপুত্রের অনাদর নাই। তত্তৎপ্রদেশীয় লোকেরা এদোষকে যে লঘুজ্ঞান করেন, কুণ্ডগোলক প্রসূতির যে কৌতুকাবহ এক প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, তদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রসূতিকে এক প্রশস্ত পাত্রে দণ্ডায়মান করাইয়া ঘৃত দ্বারা স্নান করান হয়। সেই ঘৃতে লুচি কচুরি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, সমাজের সকলে আহার করেন। এতদ্ভিন্ন আমরা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, স্বাধীনতা থাকাতে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মানুষের ইন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, মন নিতান্ত দুর্নিবার, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সন্নিকর্ষ হইলে মন একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে। তৎকালে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লোপ প্রাপ্ত হয়। ভগবান মনু কহিয়াছেন "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" মানুষের ইন্দ্রিয় সমূহ অতিশয় বলবান, বিদ্বান, ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে, অতএব মাতা ভগিনী ও কন্যার সহিতও নির্জ্জন স্থানে থাকিবে না। মনু যে সময়ে একথা কহিয়াছেন, তৎকালে লোকে বস্তু পাইয়া জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিত, ধর্ম্মভয় লোক ভয় প্রবল এবং সমাজের ও রাজার বিলক্ষণ শাসন ছিল এখন জিতেন্দ্রিয়তার অভ্যাস দূরে থাকুক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ জ্ঞান করে এমন অবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নিবন্ধন চরিত্রদোষ যে উৎপন্ন হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। সুবিধা না থাকাতে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকের চরিত্র অথাণ্ডত থাকে, ইহা নূতন কথা নয়। যদি কেহ স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখিলে আশঙ্কিত দোষ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে আমাদিগের বক্তব্য এই, একবার ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দর্শন কর, ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। মনু মনুষ্য প্রকৃতি বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি কহিয়া গিয়াছেন "ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা দিতে হইলে কি কি চাই, এক্ষণে তাহার মীমাংসা আবশ্যক। প্রথম, এদেশে এই সংস্কার আছে সন্তান শুদ্ধ না হইলে সে সন্তান হইতে পরকালের কাজ হয় না; ইহকালেও স্বচ্ছন্দ হয় না। ঐ সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি কাহার কপাল জোরে সন্তান শুদ্ধ হইল, হউক, না হইলেও ক্ষতি নাই, এই সংস্কার চাই। দ্বিতীয়, সাক্ষেতা গুণ অভ্যাস। আপন আপন স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ দর্শন করিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। তৃতীয়, কুণ্ড গোলক প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে অন্যথা ভ্রূণ হত্যা নিবারিত হইবে চতুর্থ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন। বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা প্রকাশ্যস্থানে যাইবার যোগ্য নহে। হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ এ বিষয়ে প্রশস্ত। হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীগণের যে স্বাধীনতা আছে, পরিচ্ছদ দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ

হইতেছে। পারিজুনগুলি প্রকাশ্য স্থানে [illegible] লাগে, দেখিতেও সুন্দর।

বঙ্গদর্শন ও সর জর্জ ক্যাম্বেল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে "সর উইলিয়ম গ্রে ও সার জর্জ ক্যাম্বেল" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রস্তাব লেখক যিনিই হউন তিনি যে সাহস পূর্ব্বক লোকের একটী ন্যায় বিরুদ্ধ মত নিবারণের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। দেশের লোকের সংস্কার যে ক্যাম্বেল সাহেব দুষ্কার্য্য ভিন্ন একটীও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি যাহা কিছু করিতেন তাহার সমগ্রই অতি গূঢ় দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ থাকিত। তবে আপাততঃ লোক প্রতারণার জন্য মৌখিক কতকগুলি প্রশংসনীয় যুক্তি দেখাইতেন, এদেশীয়দিগের অনিষ্ট চেষ্টাই তাঁহার ব্রত এবং এদেশীয়দিগের প্রতি তিরস্কার ও কটূক্তি বর্ষণ করাই তাঁহার জপ মন্ত্র ছিল। একি আশ্চর্য্য কথা! জগদীশ্বর এমন নিখাদ বদমায়েস কেন সৃষ্টি করিলেন বুঝিতে পারি না। আমরা বরাবর এই অবিচারের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। সার জর্জ ক্যাম্বেল যতই বিকৃত প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক হউন না কেন তাঁহাতে দুই চারিটি সদ্গুণ থাকা সম্ভব এই কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদকেরা তাহাতে উপহাসের কথা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছেন, তিনি যে কথা বলিতেছেন তাহাতে অনুগ্রহের লোভ কিম্বা তিরস্কারের ভয় নাই। আমরাও তাহাই বলিয়াছি আজিও বলিতেছি। আমাদের এই মাত্র ইচ্ছা যে সার জর্জ ক্যাম্বেল যে যে কারণে নিন্দনীয় সেজন্য নিন্দিত হউন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তাঁহার প্রশংসা স্বরূপ বলিবার কিছু নাই এ কথা বলা কিম্বা লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ [illegible]। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি আমরা [illegible] ওকালতি ঘৃণা করি।

ক্যাম্বেল সাহেবের [illegible] যখন নিন্দনীয় বোধ হইয়াছে তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে আমরা কখনই ত্রুটী করি নাই, বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য প্রবন্ধ লেখকও ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার প্রশংসনীয় কার্য্য সকলের উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতেও ত্রুটী করি নাই। লোকে প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের জন্য সার জর্জ ক্যাম্বেলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; (১ ম) উচ্চশিক্ষা তুলিবার চেষ্টা (২ য) রোডসেস, (৩ য) নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন। ইহার মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও রোডসেস সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা অনেকবার বলিয়াছি; পুনরুক্তির আর আবশ্যকতা দেখা যায় না। ফৌজদারি কার্য্যবিধি [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আবশ্যক বোধ [illegible]।

[illegible] নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। আমরা তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রথাগুলির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা। এ বিষয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের কথা দ্বারাই প্রমাণ হইবে। আমরা তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"মাজিষ্ট্রেটের এখন প্রায় সমুদায় বিভাগের উপর ক্ষমতা আছে। পুলিস একদিন নামে মাজিষ্ট্রেটের অধীন ছিল, এখন কার্য্যতঃ অধীন হইয়াছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে এই প্রথার অনুসরণ করা হইয়াছে। এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রকেও মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। শিক্ষাবিভাগের মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের এবং কমিশনরদিগের নিকট হইতে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে এই নূতন প্রথানুসারে কার্য্য হওয়াতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। * * * * * হাকিমের কোন ক্ষমতা নাই এদেশের লোকেরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। "হাকিম্‌কা হুকুম" এই কথাই তাহাদের রাজনীতির মূল কথা।"

নিয়ম জালে জড়িত ও লোকের চক্ষের অগোচর শাসনকর্ত্তার শাসন নির্জ্জীব শাসন; তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা হয় না এই সংস্কারের অধীন হইয়াই ক্যাম্বেল সাহেব শাসন বিভাগকে সজীব করিবার জন্যই মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে এত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে এত ক্ষমতা অর্পণ করাতে যে সর্ব্বত্রই সুফল ফলিয়াছে এবং ফলিবে আমরা এরূপ বলিতেছি না বরং এতন্নিবন্ধন কোন কোন বিভাগে সমূহ গোলযোগ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সরাসরি বিচার। এতৎ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। যে সকল মকদ্দমার সরাসরি বিচারের নিয়ম করা হইয়াছে তাহাদের অপরাধ ও দণ্ডের পরিমাণ অত্যন্ত লঘু এবং সরাসরি বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যদি কোন অবিচারের আশঙ্কা থাকে সে অবিচারের অনিষ্ট ফল গুরুতর হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বিচারক.

দিগের যে অনর্থক সময় ও কার্য্যের ক্ষতি হইত তাহা নিবারিত হইবে। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সকল যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছিলাম, এবং বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখকও অতি সুন্দররূপে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ জুরী প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে জুররেরা যাঁহাকে দোষী করিতেন তাহার নিষ্কৃতি পাইবার আশা থাকিত না. জজকে দণ্ড দিতে বাধ্য হইতে হইত। আবার যাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জুররেরা স্থির করিতেন তাহাকে অপরাধী জানিয়াও নিষ্কৃতি দিতে হইত, কিন্তু এই আইন দ্বারা সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে; নূতন আইন মতে জজ যদি জুররদিগের সহিত একমত না হন তাহা হইলে হাইকোর্টের বিচারার্থ সে মকদ্দমা অর্পণ করিতে পারেন। নবীনের মকদ্দমা তাহার প্রমাণ জুরি প্রথা সম্বন্ধে আমাদের আরও যাহা বক্তব্য আছে তাহা "জুরি প্রথা" নামক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে নিবদ্ধ করা গেল।

চতুর্থতঃ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত আসামীর বিরুদ্ধে আপীলের প্রথা। পূর্ব্বে এপ্রথা প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি নিম্ন আদালত দ্বারা দণ্ডিত হইত সেই ব্যক্তিই নিষ্কৃতি কিম্বা দণ্ডের লঘুতার জন্য উচ্চতম আদালতে আপীল করিত কিন্তু নূতন আইন মতে যদি কোন অপরাধী ব্যক্তি নিম্ন আদালতে নিষ্কৃতি পায় তথাপি তাহার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল চলিবে। কিন্তু আপীল করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নূতন প্রথাটী সম্পূর্ণ অযুক্ত বোধ হয় না। কারণ পূর্ব্ব প্রথানুসারে বিনা অপরাধে দণ্ড কিম্বা লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড নিবারণেরই উপায় ছিল কিন্তু প্রকৃত অপরাধী যাহাতে বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি না পায় তাহার কোন উপায় ছিল না। নিরপরাধ ব্যক্তির নিষ্কৃতি ও অপরাধীর দণ্ড রাজার সমান ভাবে এই উভয় দিকেই দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন—

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈ
বাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব
গচ্ছতি॥

যে রাজা অদণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড করেন অথবা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড না করেন তিনি অত্যন্ত অযশোভাগী হন এবং তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। সুতরাং আপীল সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনটী যে ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চমতঃ পূর্ব্ব আইন অনুসারে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা তত্তৎ স্থানীয় ইউরোপীয়দগের বিচার করিতে পারিতেন না, নূতন আইনে সেই সকল মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগকে তত্তৎস্থানীয় আদালতের অধীন করা হইয়াছে। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে কিরূপ শুভঅনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এতদিন মফস্বলবাসী হুজুরেরা এক প্রকার নিরঙ্কুশ ছিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে কিছু করিতে পারেনা এই সংস্কার থাকাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন কিন্তু এই আইন প্রচলিত হওয়াতে তাঁহাদের সেই যথেচ্ছাচার দমন হইবার উপায় হইবে। বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞ লেখক ঠিক বলিয়াছেন যদি এই অনুষ্ঠানটী কাম্বেল সাহেব ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে দেশে আজি তাঁহার প্রশংসা ধরিত না।

আমাদের আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি দেশের লোকে বিশেষ বিজ্ঞ সহযোগীরা ন্যায় বিচার করিবার জন্য একটু ব্যগ্র হন তাহা হইলে দেশীয় সংবাদপত্রদিগের গৌরব ও মর্য্যাদা অনেকগুণে বর্দ্ধিত হয়।

জুরির বিচার।

এ বিষয়টী অতি পুরাতন, অনেক ব্যক্তি অনেক বার এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন কিন্তু কাম্বেল সাহেব নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনে জুরিদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না এই প্রশ্ন উদিত হওয়াতে এ বিষয়ের পুনরালোচনা আবশ্যক হইতেছে। জুরি প্রথা কিরূপে আসিল সর্ব্ব প্রথমেই এই প্রশ্ন উদিত হয়। আমরা ভারতবর্ষের আদিম ইতিহাসের যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে ঠিক বর্ত্তমান জুরি প্রথার অনুরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন আর্য্যদিগের অধিকারকালে রাজা স্বয়ং সকল বিবাদের বিচার করিতেন, কিন্তু তিনি একাকী বিচার করিতেন না প্রায় দুই তিন জন মন্ত্রীর সহিত বিচার সভাতে প্রবেশ করিতেন।

"ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরস্কৃত্য প্রাড়্বিবাক
মতে স্থিতঃ
ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃসহ
পার্থিবঃ
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ
প্রবিশেৎ সভাং।

ধর্ম্মশাস্ত্রসমীপে [illegible] রাজা প্রাড়্বিবাকের [illegible] বিচারাদি করিবেন। রাজা ব্যবহার দেখিবার জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিদিগের সহিত বিনীতভাবে সভাতে প্রবেশ করিবেন"। এই সকল মন্বাদি বচনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্রিদিগকে জুরির স্বরূপ গণ্য করা যায় কি না বিচার স্থল। এ বিষয়ে অনেক বিচার হইঃ

গিয়াছে। বড়লোকের সহিত যেরূপ তোষামোদজীবী অনেক লোক থাকে এক্ষণ ও মন্ত্রিগণ কি সেই রূপ? অথবা তাঁহারা বিচার কার্য্যের বাস্তবিক সহকারী ছিলেন? আমাদের বোধ হয় তাঁহারা বিচার কার্য্যের সাহায্য করিতেন, নিম্নলিখিত বচন তাহার প্রমাণ।

যদাস্বয়ন্নকুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্য দর্শনং।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥
সোস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা।

"নৃপতি যখন স্বয়ং কার্য্য দর্শন করিতে পারিবেন না তখন একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণকে কার্য্যদর্শনে নিযুক্ত করিবেন, সেই ব্যক্তি তিনজন সভ্যের সহিত সভাস্থ হইয়া কার্য্য দর্শন করিবেন।" যদি সভ্যদিগের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইবে তাহা হইলে রাজার অনুপস্থিত কালেও তাহাদের উপস্থিতির নিয়ম করা হইবে কেন? কিন্তু এই সভ্যদিগকে বর্ত্তমান জুরির ন্যায় বিবেচনা করা যায় না; কারণ সকল কার্য্যেই মন্ত্রিদিগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা রাজাদিগের প্রথা ছিল, সুতরাং বিচার কার্য্যেও রাজারা সেই প্রথার অনুসরণ করিতেন। রাজা যখন ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন তখন মন্ত্রিগণকে তাহার প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন, বর্ত্তমান সময়ের জুরির প্রথার ভাব স্বতন্ত্র।

মুসলমানদিগের অধিকার কালে জুরি প্রথার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানেরা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত সুবাদারেরা এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়াসক্ত কর্ম্মচারিরা ভোগসুখে মত্ত থাকিয়া দেশ শাসনের ও দুষ্টের দমনের অবসর পাইতেন না; যে কিছু বিবাদ আদালতে উপস্থিত হইত প্রায় কাজীর বিচারে তাহার পর্য্যবসান হইত সে জন্য যে অপর পাঁচ জনের মত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক একথা একবার তাঁহাদের মনেও আসিত না। রাজাদিগের এই ঔদাসীন্য নিবন্ধন যেমন এক দিকে দেশ মধ্যে সর্ব্বদা নানা প্রকার উপদ্রব হইত তেমনি অপরদিকে দেশবাসিদিগের মধ্যে এক প্রকার শাসন প্রণালী জন্মিয়াছিল, তাহা "গ্রাম্য শাসন প্রণালী" নামে অভিহিত। ইংরাজীতে ইহা "ভিলেজ গবর্ণমেন্টনামে পরিচিত। এ প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। গ্রামের মধ্যে কতকগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত লোক থাকিতেন, গ্রামের কেহ কোন দুষ্কার্য্য কিম্বা কোন অত্যাচার করিলে অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তি সেই বয়োবৃদ্ধদিগের পঞ্চায়েতে অভিযোগ করিত, তাঁহারা উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অবস্থা চরিত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দণ্ডবিধান করিতেন। ইহাতে প্রায় ন্যায় বিচার হইত। এই প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এই জন্য মেজর ম্যালকলম অবধি সার জর্জ্জ কাম্বেল পর্য্যন্ত অনেক শাসনকর্ত্তা ইহার পক্ষপাতী। মুসলমানদিগের অধিকার যতদিন ছিল এই প্রণালী অনুসারেই শাসন কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। ইংরাজদিগের অধিকারকাল অবধি সে প্রণালী ক্রমে লুপ্ত হইতেছে; অনেক স্থানে আর চিহ্ন মাত্র নাই।

বর্ত্তমান প্রথা কি সেই "গ্রাম্য শাসন প্রণালীর" ভগ্নাবশেষ মাত্র, কিম্বা ইহা অন্য কোন সূত্রে প্রচলিত হইয়াছে? বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখক বলেন, ইহা বিলাতি প্রথা এবং বিলাত হইতে আমদানী করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ রূপে পুরাতন গ্রাম্য শাসন প্রণালীর ভগ্নাবশেষ নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে বিলাতের অনুকরণ নহে। এ বিষয়টি আরও বিশদ করিবার জন্য বর্ত্তমান ফৌজদারি আদালতের ইতিহাস কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ১৭৬৫ শালে বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করার পরও অনেকদিন ইংরাজেরা মুসলমানদিগের হস্তে ফৌজদারি শাসনের ভার ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৭২ শালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস একটী ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন প্রস্তুত করেন, তদনুসারে প্রতি জিলাতে এক একটী ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়। এই আদালতে একজন কাজী একজন মুফতী ও তিন জন মৌলবী এই কয়েকজনের উপর বিচারের ভার থাকিত। তবে কালেক্টরদিগের প্রতি তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পিত ছিল। কয়েক বৎসর এই নিয়মানুসারে কার্য্য চলিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ১৭৯০ শালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সমুদায় পরিবর্ত্তন করেন এবং কতক গুলি "সাকুট কোর্টের" সৃষ্টি করেন। ইহাতে ইউরোপীয় বিচারপতি নিযুক্ত হইত, তাঁহারা কাজী ও মুফতীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিচার করিতেন। ১৮২৯ শালে এই সকল "সাকুট কোর্ট" তুলিয়া দেওয়া হয়। তুলিয়া কমিশনরদিগের প্রতি সেই সকল মকদ্দমা বিচারের ভার অর্পিত হয়। অবশেষে দুই বৎসর পরে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মাজিষ্ট্রেট সদরআমীন ও জেলা জজদিগের হস্তে ঐ সকল মকদ্দমা বিচারের ভার দেওয়া হয়। সুবিচারের আশায়

ইউরোপীয় বিচারক নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু দেশের আইন আচার ব্যবহার ও ভাষা বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হওয়াতে বিচার কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। এই জন্য ১৮৩২ সালে দেশের মান্য গণ্য লোক দেখিয়া কতকগুলি "এসেসর" নিযুক্ত করা হইল, তাঁহারা বিচারকদিগকে সাহায্য করিতেন।

এই ঘটনাকে জুরি প্রথার সৃষ্টি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। পাঠকগণ দেখুন ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া নহে কিন্তু দায়ে পড়িয়া জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল।

এখন বর্ত্তমান জুরি প্রথা প্রার্থনীয় কিনা বিবেচনা করা যাউক। আমাদের দেশে রাজা প্রজা স্বতন্ত্র জাতি। বিচারকেরা প্রায় বিদেশীয়। দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও অভিসন্ধি তাঁহারা প্রায় বুঝিতে পারেন না সুতরাং এরূপ স্থলে যদি এদেশীয় কতকগুলি লোকের উপর অংশতঃ বিচার করিবার ভার অর্পিত হয় তাহা হইলে যে সুবিচারের সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ এক বিষয় নানা জনে বিচার করিতে আরম্ভ করিলে নানা প্রকার কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে, নানা প্রকার ধূর্ত্ততা ধরা পড়িতে পারে। যে স্থলে একজন ইউরোপীয় এবং একজন এদেশীয়ের মধ্যে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেস্থলে একমাত্র বিচারকের হস্তে নির্ভর করিলে অবিচারের সম্ভাবনা, কিন্তু সেস্থলে যদি কেবল এক শ্রেণীর জুরি নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলেও অবিচার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে স্থলে উভয় শ্রেণীর লোক দেখিয়া জুরি নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান জুরিদিগের মধ্যে অধিকাংশ যে অকর্ম্মণ্য তাহা আমরাও স্বীকার করি। বিচার কার্য্য বড় সহজ কার্য্য নয়—যদি কোথাও বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যকতা থাকে তাহা এই স্থলে; যদি কোন স্থলে সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন তাহা এই স্থানে। যখন নিজের গৃহের সামান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে বিচারশক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন এরূপ গুরুতর বিষয় যে বিনা বিদ্যাবুদ্ধিতে চলে এরূপ কথা কে বলিতে পারে? এরূপ জুরি নিয়োগ অনর্থক কাল বিলম্ব ও কার্য্য ক্ষতি ভিন্ন [illegible]।

দ্বিতীয়তঃ জুরিদিগের হস্তে অসংকরণীয় ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। নানা কারণে তাহারাও অবিচার করিতে পারেন; সুতরাং তাহার প্রতিবিধানের উপায় থাকা কর্ত্তব্য। এই জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর জুরিদিগের ক্ষমতার যে কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্ত কার্য্য হয় নাই।

ইউরেশিয়ান বা ফিরিঙ্গিগণ।

আমরা প্রায় এই সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকি। এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা সকলের উপহাসের স্থল ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশের পদার্থ হইয়া আছে। বিকৃত ধর্ম্মনীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে লোকে ইহাদিগকেই দেখায় এবং [illegible] কেহ সঙ্কর বিবাহের অনিষ্ট [illegible] দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে ইহাদি[illegible] দেখাইয়া দেন। ইউরোপীয় [illegible] হইয়াও ইহারা ইউরোপীয়দিগের [illegible] কথা শ্রদ্ধার অধিকারী নয়। আবা[illegible] ভারতবর্ষে জাত এবং প্রতিপালিত [illegible] ভারতবর্ষবাসি নয়। ইহারা ভারতবর্ষে জাত বলিয়া ইউরোপীয়দিগের ঘৃণিত এবং ইউরোপীয় ঔরসে জাত বলিয়া ভারতবর্ষবাসিদের ঘৃণিত। তবে তাহাদের যাইবার স্থান কোথায়? এপ্রকার অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। গত শত বৎসরে ভারতবর্ষের মুখশ্রী আর এক প্রকার হইয়া গেল। হিন্দু সমাজের অতি হেয় অপরিচিত জাতিরাও মান সম্ভ্রম বিষয় বিভবের মুখ দর্শন করিল কিন্তু ইহারা বিরক্ত বিষন্ন ও অসন্তুষ্ট ভাবে এক পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া এই শত বৎসর এক স্থানে রহিল। বৎসর বৎসর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সকল রাশি রাশি যুবাপুরুষকে সুশিক্ষিত করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে ইহাদের নাম বড় পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের নামের তালিকা পাঠ করিলে আসল ইউরোপীয় ও এদেশীয় ভিন্ন ইহাদের নাম বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট সকল শ্রেণীর জন্যই চিন্তিত হইতেছেন, এশ্রেণীর জন্যও চিন্তিত হওয়া উচিত। ইহাদের সংখ্যা পূর্ব্বে অল্প ছিল কিন্তু ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভারতবর্ষের একটা প্রধান সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাদিগকে আর অবহেলা করা ভাল দেখায় না।

আমরা পূর্ব্ব বারে সমাজ শাসনের অভাবে ধর্ম্মনীতির অভাব এই কথার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার সময় এই শ্রেণীর নাম করিয়াছিলাম। তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহাদের উপর আমাদের শত্রুতা আছে, কিন্তু তাহা নহে আমরা প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলাম। ১৮৭২ সালের মধ্যে যত ব্যক্তি কোন প্রকার অপরাধের জন্য কারাবদ্ধ হয় তাহার তালিকা দেখিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ কয়েদিদিগের মধ্যে প্রতি লক্ষে ২১৮৫ জন ইউরোপীয়, ৬৭০ জন ফিরিঙ্গী ১৪৯ জন নেটিব খ্রীষ্টান ৮১ জন মুসলমান এবং ৬৫ জন হিন্দু। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে হিন্দু ও মুসলমান অপেক্ষা ফিরিঙ্গি

দিগের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা অধিক, অর্থাৎ ইহারা ধর্ম্মনীতি অধিক বিকৃত। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, ফিরিঙ্গীরা যাহা করে প্রকাশ্যভাবে করে সুতরাং তাহাদের অনেক দোষ লোকে জানিতে পারে লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের এই যুক্তি আমাদের হৃদয়গ্রাহী বোধ হয় না। ফলতঃ আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাই ইহার প্রকৃত কারণ। সমাজ শাসনের অভাবই এই দূষিত ধর্ম্মনীতির কারণ।

সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে এই শ্রেণীর হস্তে অনেক অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, এবং ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে ক্রমে সমাজ শাসনও জন্মিতেছে। এই সকল উপায় দ্বারা যে তাহাদের পরে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহার বিশেষ আশা হইতেছে ইহাদের ধন মান মর্য্যাদা যাহা কিছু সমুদায় ভারতবর্ষে। আসল বিলাতি সাহেবেরা কার্য্য বশে এখানে আসেন, কার্য্য সমাপ্তে চলিয়া যান কিন্তু ইহাদের যাইবার আর স্থান নাই। সুতরাং সম্পদে বিপদে ইহাদের ভারতবর্ষীয়দিগেরই পক্ষ হইবার সম্ভাবনা। তবে যে ইহারা মুখে ও মনে ইউরোপীয় ভক্ত তাহার কারণ ইহারা আজিও ভারতবর্ষের কোন শ্রেণীর নিকট স্নেহ কিম্বা শ্রদ্ধা পায় নাই। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে ইউরোপীয় দলের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে সুতরাং তাঁহাদেরই প্রীতি ও স্নেহ লাভ করিবার চেষ্টা করে। আমাদের বোধ হয় যদি ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের নিকট তাহারা সমাদর ও স্নেহ পাইতো হইলে ভারতবর্ষের প্রতি আরো অনুরক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের ও শুভাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে এবং এ জন্য প্রকৃত সুচতুর দেশহিতৈষী মাত্রেই ইহাদিগকে অনুরক্ত করিবার পরামর্শ দিবেন।

উপসংহার কালে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে রাজা ও প্রজার মিলন করিবার জন্য ব্যস্ত এবং সেই জন্যই ইভনিং পার্টি টী পার্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় যাঁহাদের সহিত কেবল কার্য্যের সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে অনুরক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া যাঁহাদের সহিত দেশ সম্বন্ধে ভ্রাতৃ সম্পর্ক তাঁহাদিগকে যদি অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে দেশের ভাবী কল্যাণের পথ খুলিয়া রাখা হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি সৌহার্দ্দ ও প্রণয় বন্ধন করিতে পারিবেন তিনিই ভারতবর্ষের প্রকৃত বন্ধু। একে ভারতবর্ষে বিদ্বেষ দলাদলির অপ্রতুল নাই, তাহাতে আবার কর্তৃপক্ষেরা যে কিছু ঐক্য আছে তাহা নষ্ট করিতেছেন। আসাম ও বাঙ্গালার স্বতন্ত্র ভাব করা তাহার এক প্রমাণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহার অপর প্রমাণ। মুসলমান ও হিন্দুদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান করা তাহার তৃতীয় প্রমাণ। আর অধিক স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত বোধ হয় না।

বিবিধসংবাদ।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

এক ব্যক্তি কাশী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

"গবিন সাহেব কাশীর গুণ্ডাদিগের বিশেষ শাসন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আজিও ছোরা মারামারি মাথা কাটাকাটি ও দাঙ্গা প্রভৃতি কার্য্যে কাশী প্রায় উপবাসী থাকেন না। বল অবিমৃষ্যকারিতা সংযুক্ত হইলে অনর্থের হেতু হয়। কাশীর লোকদিগের যেমন বল আছে, তেমন বিবেচনা শক্তি নাই, তাহাতেই সামান্য কারণে দারুণ কাণ্ড ঘটিয়া উঠে। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ এক জন মুসলমান শ্বশুরের সহিত বিরোধ করিয়া তাহাকে এক ছোরা মারে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাশীতে গ্রীষ্ম বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের গ্রীষ্মের সহিত ইহার বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল। এখানে বায়ু যে প্রকার উত্তপ্ত হয়, বাঙ্গালাদেশে সেরূপ হয় না। বাঙ্গালাদেশে সন্ধ্যার পরই প্রায় শীতল হয়, কিন্তু কাশী রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে প্রায় শীতল হয় না। কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি উষ্ণ ভাবে যায়। নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক উভয়বিধ কারণে কাশীতে এত উত্তাপ। কাশী বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও নীরস। উচ্চ বলিয়া সূর্য্যের তেজ এখানে অধিক তেজে পতিত হয়, নীরস বলিয়া ঐ তেজ অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। স্নান যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে এক পসলা সামান্যরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। স্নান যাত্রার দিন প্রাতঃকালে পূর্ব্ব উত্তর কোণ হইতে বায়ু বহে। তাহাতে দিনটী অতি শীতল ছিল। মধ্যে মধ্যে মেঘোদয় হইতেছে। বোধ হয় এবার এদিকে সকাল সকাল বর্ষা আরম্ভ হইবে।

এ অঞ্চলের সাহেবদিগের জুতার উপরেই যত চোট। কাশীতে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের একটি শাখা আছে। তাহার অধ্যক্ষ জুত পায় দিয়া গৃহ মধ্যে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, মেজেতে শপ বা শতরঞ্চ কিছুই পাতা নাই, এক পার্শ্বে একটী চট পাতা আছে, সেখানে বসিয়া কয়েকজন টাকা ওজন করিতেছে। অনাবৃত মেজেতে জুতা লইয়া যাইবার কেন নিষেধ হইল আমি ত তাহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সাহেবেরা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানীয়দিগের ব্যবহার এই, তাঁহারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলেই বাহিরে জুতা রাখিয়া যান, শাখা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ সাহেব বোধ হয় সেই সন্ধান পাইয়াছেন। মেজেতে একটি শপ মুড়িয়া দিয়া ঐ হুকুমটী দিলে কি ভাল হইত না?

দয়ানন্দ সরস্বতী কাশীতে একটী বৈদিক পাঠশালা স্থাপনের উদ্যোগে আছেন। তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে। ব্যাকরণের পাঠনা আরম্ভ হইয়াছে। এদেশে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রচলিত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি স্বয়ং নিঃসম্বল, অথচ এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই সাহস ও সাধু ইচ্ছার প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এদেশে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, যদি তাহার পুনরনুশীলন হয় অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। এ বিষয়ে সকলেরই যথা সাধ্য সাহায্যদান করা কর্ত্তব্য। দয়ানন্দ পৌরাণিক ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা বলিয়া অনেকে অনেক প্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম, তিনি কেবল শাস্ত্রভার বাহী অনভিজ্ঞ পণ্ডিত নহেন। তাঁহার সকল বিষয়ের সার সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ও বহুদর্শিতা আছে।

এ অঞ্চলে বিবাহ একটী প্রধান উৎসব। এক বাটীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে পাড়ার সমুদায় স্ত্রীলোক মাতিয়া উঠেন। গীত বাদ্যের ছিড়ান মরে না। বিবাহাদি যে কোন কাজ হউক, তাহাতে গান বাদ্য চাই। বরের বাটীতে সোয়াগাত যাইতেছে, গজলওয়ালীরা গান করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছে। এখানে যে সকল বাঙ্গালি আছেন, তাঁহারা আবার হিন্দুস্থানীয়দিগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। আমি এক দিন দেখিলাম, এক বাঙ্গালি বাবু ফুল শয্যার সামগ্রী পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে ইংরাজী বাজনা ও গানহারীরা গান গাইতে গাইতে যাইতেছে।

এক দিনের সোমপ্রকাশে দেখিলাম লখা হইয়াছে হোসেন খাঁ কাশীতে বুজরুকি করিয়া বেড়াইতেছেন। এটি মিথ্যা সংবাদ। আমরা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি বুজরুকি দেখাইবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই। সে একজন প্রধান জুয়াচোর। সচরাচর জুয়াচোরদিগের অনেক অনুচর হয়। অন্যতর কোন অনুচর সোমপ্রকাশে ঐ সংবাদ পাঠাইয়া থাকিবে।*

২০ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

লিবারপুলে একটী "ম্যাট্রিমোনিয়াল ক্লব" (বৈবাহিক সভা) আছে। সম্প্রতি শালিনী স্ত্রীদিগকে ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা সভার উদ্দেশ্য। বিলাতি সভ্যতার মহিমা অপার।

আজি কালি গঙ্গায় অত্যন্ত হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। গত বুধবার কয়লা ঘাটে দুটী ধরা পড়ে। আরো দুই একটী ধরা পড়িয়াছে।

রাজকুমার কালেজের আর একটী ছাত্র (মোহর ঠাকুর) এক কালে দুটী বিবাহ করিয়াছেন। এক সবে গণ্ডুস করা হইল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করি এই বার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বরদার রাজা বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। লক্ষ্মীবাইকে লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার অত্যাচার নিবন্ধন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সংকল্প করিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার বিবাহের বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি আর একটী বিবাহের সংকল্প করিয়াছেন। এই সংবাদে অনেকে পালে পালে প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা সকল বরদায় লইয়া যাইতেছে। অনেক গতযৌবন সুন্দরীও চাকচক্যশীল হইয়া বরদায় গমন করিতেছেন।

মিরর বলেন, স্থির হইয়াছে উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ে দারজিলিঙ পর্ব্বতের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যাইবে। সকলে আশা করেন, ১৮৭৭ অব্দের শেষে এই রেলওয়েটী শেষ হইবে।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

বোম্বাই আম কেবল আমাদিগের নহে, অনেকের মন আকর্ষণ করিয়াছে। সার সালার জঙ্গ ইহার বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিন দিন অন্তর বোম্বাই হইতে মেইল ট্রেণে তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট আম্র প্রেরিত হইতেছে।

ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

বরদার রাজা লক্ষ্মীবাইর স্বামী পাণ্ডুকে ৫০ হাজার টাকা দিয়া মকদ্দমা চুকাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কিছুতে কিছু হইয়া উঠিতেছে না।

বোম্বাইর ন্যায় বারাণসীর কতকগুলি লোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এ দেশের ভিন্ন অন্য দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবেন না। এরূপ প্রতিজ্ঞার ফল অতি উপাদেয়।

রুশীয় সম্রাট বার্লিনে আসিবার কথা নহেন। তিনি প্যারিস পর্য্যন্ত যাইবেন। তাঁহার সম্মানার্থ প্যারিসে মহা উদ্যোগ হইতেছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন জেসলমীরে পাঁচ শত ফীট গভীর কূপ সকল সত্ত্বেও তথায় এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে যে সমুদায় পল্লী জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।

সুরাটের "দেশী মিত্র" নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, মানুষের যত দুর্ভাগ্য আছে তন্মধ্যে উকীল কিম্বা ডাক্তারের সহিত সম্পর্ক থাকাই প্রধান দুর্ভাগ্য। কথা অযথার্থ নয়।

মণিপুরের ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাস এই, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের নিকটস্থ কোন একটী জঘন্য ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে আইসে। তাহারা বলে, বিভীষণ আজিও সিংহলে রাজত্ব করেন। তথায় ইংরাজদের যে এক জন গবর্ণর আছেন, সে সমুদায় মিথ্যা।

২২ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

এইবার বুঝি কেরাণীদের অন্ন মারা যায়। সম্প্রতি আমেরিকায় লিখিবার একটী কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'পিয়ানোর' ন্যায় ইহাতে চাবি আছে, সেই চাবি দ্বারা কাগজ [illegible] হার সাহায্যে এক মিনিটে একশতটী কথা লেখা যায়। দুইসপ্তাহ কাল অভ্যাস করিলে কলমের অপেক্ষাও অনেক শীঘ্র ইহা দ্বারা লেখা যায়। ইহা দ্বারা এককালে কুড়িখানি চিঠি নকল করা যায়। ইহাদ্বারা এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ছয়হাজার কথা লিখিতে পারে। এক্ষণে কেরাণীরা সচরাচর ৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন এই কলের সাহায্যে এক ব্যক্তি ১০টা অবধি চারটা পর্য্যন্ত ৩৬ হাজার কথা লিখিতে পারিবেন। আমাদি

গের গবর্ণমেণ্ট যদি এ কলটী এদেশে আনয়ন করিতে অভিলাষী হন অগ্রে সুন্দরবন পরিষ্কার করিয়া যেন তাহা করেন।

২৩ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সম্প্রতি ডিউক অব আর্গিলের এক পুত্রকে লইয়া একটী কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। নিউইয়র্ক হেরালডে লিখিত হইয়াছে, ডিউক অব আর্গিলের পুত্র লার্ড জর্জ্জ গর্ডন একটী যুবতীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন ডিউক বলিলেন, রাজ্ঞীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়া অবধি আমি এ সকল বিষয়ে তোমার জ্যেষ্ঠের পরামর্শ না লইয়া কিছু করি না, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর। মার্কুইস অব লোর্ণকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ভাই। এ সকল বিষয়ে রাজ্ঞীর মত লইয়া কার্য্য করা আমার মত। রাজ্ঞীর নিকটে যাওয়াতে তিনি বলিলেন, বিধবা হওয়া অবধি তিনি তাঁহার স্বামীর ভ্রাতা সাক্সকোবর্গের ডিউকের পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করেন না। এ বিষয় ডিউকের গোচরীভূত হইলে তিনি রাজ্ঞীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ঘটনা সকল নিবন্ধন তিনি সকল কাজ সম্রাট উইলিয়মের পরামর্শানুসারেই করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তিনি কাহাকে কোন পরামর্শ দিতেও পারেন না। সম্রাট উইলিয়মকে জানান হইল, তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া বলিলেন, তাঁহার অনেকগুলি মন্ত্রী থাকিলেও এক ব্যক্তিকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কাজ করেন না, সুতরাং তিনি এবিষয় প্রিন্স বিসমার্কের গোচর করিলেন প্রিন্স বিসমার্ক এবিষয় শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "এই সামান্য বিষয় লইয়া এত গোলযোগ কেন? যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, কিন্তু যতদিন সে সুন্দরী ও যুবতী থাকে।"

২৪ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্ম্যান বলেন; সেতারায় এক ব্যক্তি সর্পদংশনের ঔষধ লইয়া আসিয়াছে, এব্যক্তি না কি উক্ত ঔষধ দ্বারা অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছে।

উক্ত পত্রের বরদাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লক্ষ্মী বাইর স্বামী গুইকুমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে গুইকুমারের দরবারীরা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে এ মকদ্দমা কিছুই হইবে না, কারণ সুরাটের মাজিষ্ট্রেটের এ মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। গুইকুমার এই পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিজ দরবারে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যেমন হবুচন্দ্র রাজা তেমনি গবচন্দ্র মন্ত্রী সকল জুটিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

৩০ এ মে। কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগমোহন রায় উক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কাপ্তেন আর, টি, মেয়ার যিনি মানভূমে বিশেষ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭৪ অব্দের নেটিব সিবিল সার্ব্বিসের প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ বাবু ললিতমোহন ধর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য বাঁকুড়ায় রহিলেন। ইনি ১৮৭১ অব্দের ২৬ এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭৪ অব্দের সিবিল সার্ব্বিসের নিম্নলিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণগণ প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়া রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য পশ্চাল্লিখিত বিভাগে রহিলেন—

গোয়ালের মুন্সেফ আদালতের বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সিরাজগঞ্জে।

ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জে, ডবলিউ এচ, ডি রার্ক রিলিফ কার্য্যের জন্য জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হইলেন।

২১ এ মে। বাবু বেণীমাধব দত্ত, বি, এল, জলপাইগুড়ির সব রেজিষ্টার হইলেন।

৩০ এ মে। মৌলবী মহম্মদ খালেদ পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

নদীয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—যশোহরের জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বাবু গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়—নলডাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজর।

ডাক্তার ডি কাওয়ার—কুমিল্লার মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

টি, জে, মরে পাটনার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারমান হইলেন।

ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ পাটনার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

মুন্সেফ বাবু ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট রোডকমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৮ এ মে। ইংলণ্ডের ডিস্কাউণ্টের [illegible] শত করা ৩॥০ করা হইয়াছে। এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৬০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ মে। ম্যানসন হাউস ফেমিন ফণ্ডে ১১০০০০০ টাকা উঠিয়াছে।

প্যারিস ২৯ এ মে। প্যারিসের অনেক সংবাদপত্র বলিতেছেন, মাড্রিডে স্পেনের সিংহাসনে একজন জর্ম্মণ রাজপুত্রকে অধিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইবার কল্পনা হইতেছে।

লণ্ডন ৩০ এ মে। নর্থ জর্ম্মণ গেজেটে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে লিখিত হইয়াছে, ফ্রান্স যদি, জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, বেলজিয়ম আক্রমণ করিবেন, বেলজিয়ম তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন!

়ী সংবাদ পত্র সমূহ এ বিষয় লইয়া ঘোর তর তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যুদ্ধ বিগ্রহাদির পরিবর্ত্তে শান্তিভাব কাই ক্যুলের রাজনীতি।

প্রিন্স গর্টসকফ প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্টকে সমস্থ এক সভায় আহ্বান করিয়াছেন, বন্দী গণ প্রভৃতি ব্যবহার সম্বন্ধে জাতিসাধার ন বিষয়ে তর্ক করাই এই সভার উদ্দেশ্য

আর্ম্মি পরচেজ কমিশনরদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে ক্রয় প্রথ উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে যে সকল আফিসর সেনা দলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যে ককে অবিলম্বে ৪৫০ টাকা করিয়া দেওয়া য কমিশনরেরা এই অনুরোধ করিয়াছেন।

নির্ক ১লা জুন। এম, রচফোর্ট এথানে আসিয়াছেন। তাহাকে যথোচিত সম্মান সহ কারে্য়ান করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহা্যীকৃত হন নাই। তিনি এক খানি [illegible] করিয়াছেন ইহাতে কমিউনের কা[illegible] গৃহদাহ ও ফাঁসীদিবার বিষয় সত্য [illegible] লিখিয়াছেন। তিনি নির্ব্বাসিত অবস্থায় [illegible] কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা বর্ণন করেন [illegible] ম্যাকমেহনের প্রতি দাষারোপ [illegible]

—:০:—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

২৩ এ মে ময়মনসিংহ হইতে এক ব্যক্তি মিররে লিখিয়াছেন, আটিয়া সব ডিবিজনে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ স্থানের লোকেরা একেবার নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। অধিক মূল্য দিয়া চাউল ক্রয় করিতে পারে না। ইহাদের অধিকাংশ দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, আর কিছু দিন এ ভাবে থাকিলে শত শত লোকের অনাহারে মৃত্যু হইবে।

১০ ই মে একব্যক্তি মালদহ হইতে এক পত্রে লিখিয়াছেন, মালদহের কালেক্টর নবাবগঞ্জে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া বহু সংখ্য লোকের জীবন রক্ষার উপায় করিয়াছেন। প্রায় ৮০০ লোক রাস্তায় খাটিতেছে। কুলিদিগের দৈনিক বেতন ৶১০ দেওয়া হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] তুলা ও ৫ পাচ সের চাউল দেওয়া হইতেছে, সুতা কাটিয়া দিলে আবার ঐরূপ তুলা ও চাউল দেওয়া হইতেছে।

মালগাড়ির অভাবে দিল্লীতে ১৫ হাজার মণেরও অধিক শস্য পড়িয়া রহিয়াছে।

রিবেট কার্ণাক সাহেব মুঙ্গীরে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল পরিদর্শন করিতেছেন।

আজিও প্রতিদিন দানাপুরে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের জন্য গবর্ণমেণ্টের পণ্য সকল পাঠান হইতেছে।

২৯ এ মে পর্য্যন্ত ম্যান্সন হাউস ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১১০০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। লার্ড মেয়র আশা করেন ২৫০০০০০ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা উঠিতে পারে

ভিক্টোরিয়ান নামক ষ্টীমার চারিখানি ছোট ছোট ষ্টীমার লইয়া লিবারপুল হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। শীঘ্র কলিকাতায় উপনীত হইবে। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে এই ষ্টীমার দ্বারা শস্য প্রেরণ করা হইবে।

অশ্বতর ও টাট্টুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট একশত সহসের জন্য ইণ্ডেণ্ট করিয়াছেন।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে সমুদায়ে ১৮৪০০০০ টন চাউল রপ্তানী হয় ইহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশ হইতে ২৫০০০০ শ্যাম হইতে ১৫০০০ এবং মান্দ্রাজ হইতে ১০০০০০ টন রপ্তানী হয়।

মজিফুরের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১৯১১০ টাকা উঠিয়াছে।

দারজিলিঙে হঠাৎ শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। চাউল টাকায় সাত সের বিক্রীত হইতেছে, কুলিরা গোপিয়া বাঁশের বীজ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সিলিগুড়িতে অনেক চাউল পাঠান হইতেছে। যাহারা তেরাই রাস্তার কাজ করিতেছে, নিযুক্ত ব্যবসায়িদিগের দ্বারা ঐ চাউল তাহাদিগকে বিতরণ করা হইবে।

যশোহরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এত বৃষ্টি হয় যে ৭ দিন কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকে।

ঢাকার বিখ্যাতনামা বাবু মদন মোহন দাস এই দুর্ভিক্ষ সময়ে স্বজাতীয় দরিদ্রদিগকে ১০ হাজার টাকার চাউল বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি এক এক ব্যক্তিকে ছয় মাসের জন্য মাসিক অর্দ্ধ মণের হিসাবে চাউল দিবেন স্থির করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে কন্ট্রোলার জেনরলের আফিস হইতে কতক গুলি বাঙ্গালি কেরাণীকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে পাঠান হইয়াছে

১৪ ই মে পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে ২৮০৩৫৩২ টাকা জমিয়াছে।

মুঙ্গীরের নসিবল আকবর নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, ১০ ই মে অবধি গবর্ণমেণ্ট বাজার অপেক্ষা সস্তা দরে চাউল বিক্রয় আরম্ভ করাতে লোকের বড় উপকার হইয়াছে। এক্ষণে চাউল ১২ সের দর ১২ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

গঙ্গার অন্তরে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪৬১১১ টন গবর্ণমেণ্টে শস্য পাঠান হইয়াছে। এক্ষণে কেবল আর ছয় হাজার টন পাঠাইতে বাকী আছে।

—:০:—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

৩০ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে উত্তম রূপ বৃষ্টি হইয়াছে। ৪১ টী বিভাগের মধ্যে ৩৭ টী বিভাগে বৃষ্টি হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের পাঁচটী ডিষ্ট্রিক্টে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল হাবড়ায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় নাই। প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের তিনটী ডিষ্ট্রিক্টে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ রাজসাহী বিভাগের [illegible] অনুকূল হইয়াছেন। মুরশিদাবাদে [illegible] আমের বড় ক্ষতি করিয়াছে। [illegible] আম পড়িয়া গিয়াছে। [illegible] হক বৃষ্টি পাত হইয়াছে। ঢাকায় [illegible]

বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। তথায় কেবল পাছে হঠাৎ নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া তীরবর্ত্তী স্থান সকল প্লাবিত হয় এই আশঙ্কা আছে। বাখরগঞ্জে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহা না হওয়াবই মধ্যে তন্নিবন্ধন স্থানে স্থানে শস্যের অবস্থা সন্তোষকর নয়। সিলেটে অধিক বৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের কতক ক্ষতি হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা ভাল, কেবল হিলটিপারায় বৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। পাটনায় সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। পাটনা গয়া সাহাবাদ প্রভৃতি সারণে বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। সারণে অনাবৃষ্টি এবং অতিশয় উত্তাপ নিবন্ধন সকল প্রকার শস্যের বড় ক্ষতি হইতেছে। চম্পারণের অবস্থা ভাল। ভাগলপুর এবং ছোট নাগপুরে বৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যে কেবল পুরীতে বৃষ্টি হয় নাই।

গত পূর্ব্ব শনিবার হুগলী ও তাম্রকট স্বত্তা স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্জাবের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় কোহাট বিভাগে শিলা বর্ষণ নিবন্ধন রবি শস্যের কতক অনিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে অন্যান্য শস্যের ক্ষতি হইবে।

গত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে ২৬ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের শস্যাদির অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে—মেদিনীপুর—কৃষি কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে, আশুধান্য রোপণ করা হয় নাই। হুগলী—ইক্ষু শুকাইয়া যাইতেছে, যে আশু ধান্য রোপণ করা হইয়াছিল তাহা শুকাইতেছে। হাবড়া—আশু ধান্যের চাসের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। ২৪ পরগণা—স্থানে স্থানে আশু ধান্যের চাষ উত্তম হইয়াছে, নদীয়া—উত্তম আশু ও পোষ ধান্যের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন। নীল উত্তম হইয়াছে। যশোহর—তিল উত্তম জন্মিয়াছে, ঝিন্দিয়াতে বৃষ্টি দ্বারা ধান্য ও নীলের অনেক উপকার করিয়াছে, বগির হাটে পোষ ধান্যের চাষ বন্ধ রহিয়াছে, আশু ধান্যের গাছ শুকাইয়া যাইতেছে। মুর্শিদাবাদ—শুক্রবার সন্ধ্যার—সময় ঝড় হইয়া অনেক বৃক্ষাদি পড়িয়া গিয়াছে, বৃষ্টি সামান্য মাত্র হয়। কিন্তু তাহাতে ধান্য রোপণ পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। দিনাজপুর—অনেক বোরো ধান্য কাটা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাদুই ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে। মালদহ—শস্যের অবস্থা সন্তোষকর নহে। রাজসাহী—অতিশয় উত্তাপ ও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সকল প্রকার শস্যের অনিষ্ট হইতেছে। ভূমি কৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু বপন করা যাইতেছে না। রঙ্গপুর—দক্ষিণ ও পশ্চিমে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ। বগুড়া—যদি শীঘ্র অধিক বৃষ্টি না হয় আশু ধান্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। পাবনা—ঝড় হয় কিন্তু বৃষ্টি সামান্য মাত্র। আশু ধান্য ও নীলের জন্য বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন, তিল প্রায় পাকিয়াছে। দারজিলিঙ—আলু এবং অন্যান্য শস্যের অবস্থা ভাল, এখনও ধান্যের চারা গুলির অবস্থা ভাল রহিয়াছে, পাটের অবস্থাও মন্দ নয়। কুচবিহার—দক্ষিণে আশু ধান্যের অবস্থা ভাল পূর্ব্ব উত্তরে উহার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। ঢাকা—শস্যের অবস্থা ভাল। ফরিদপুর—উচ্চভূমিতে ধান্য বপন চলিতেছে না। বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্য বপন হইতেছে না, নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া পোষ ধান্য ডুবিয়া যাইবারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গোয়ালন্দের দক্ষিণে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া তীরবর্ত্তী ভূমির আশু ধান্যের বড় ক্ষতি করিয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে বৃষ্টির অভাবে উচ্চ ভূমির শস্যের বড় অনিষ্ট হইতেছে। বাখরগঞ্জ—বৃষ্টির অভাবে ধান্য বপন বন্ধ রহিয়াছে। সিলেট—ঝড় হইয়া গিয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। বোরো ধান্যের তিন ভাগ কাটা হইয়াছে। আশু ধান্যের চাষ উত্তমরূপ চলিতেছে। আমন ধান্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় এবৎসর ষোল আনা শস্যের আশা করা যায়। চট্টগ্রাম—ঝড় বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হয়। আশু ধান্যের বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে, কৃষি কার্য্য চলিতেছে। নওয়া খালি—আশু ধান্যের চাষ উত্তম হইতেছে। সরিষার চাষ উত্তম হইয়াছে। ত্রিপুরা—বোরো ধান্য উত্তম হইয়াছে। আশু ও আমন ধান্যের চাষ চ তেছে। হিলটিপারা—ভূমি কর্ষণ চ তেছে, স্থানে স্থানে বৃষ্টির পূর্ব্বে ধান্য ব করা হইয়াছে। ইহার কতক শুকা গিয়াছে। সাহাবাদ—স্থানে স্থানে যে ধান্য কাটা হইতেছে, ইক্ষুর চাষ উত্তম য়াছে। সারণ—বৃষ্টি অভাবে কৃষিকার্য্য রহিয়াছে। চম্পারণ—বৃষ্টির অভাবে ধা বপন বন্ধ রহিয়াছে। মুঙ্গের—বৃ একান্ত প্রয়োজন। ভাগলপুর—বীজ ব চলিতেছে। পূর্ণিয়া—ভাদুই ধানের উত্তমরূপে চলিতেছে। সাওতাল পরগণা ভাদুই ধান্য বপন করা হইয়াছে। নী অবস্থা ভাল, বোরো ধান্য কাটা হই কটক—কর্ষণ কার্য্য চলিতেছে ও বীজ আরম্ভ হইয়াছে। পুরী—দালুয়া ধান্য উ জন্মিয়াছে। তুলাও উত্তম জন্মিয়াছে, অভাবে ধান্য বপন ও কৃষি কার্য্য বন্ধ য়াছে। বালেশ্বর—যে সামান্য বৃষ্টি হই তাহাতেই ভূমি কর্ষণ ও ভূমিতে জ দেওয়া হইতেছে। লোহারডগা—ছো নাগপুরের স্থানে স্থানে নিম্ন ভূমিতে ধা রোপণ করা হইয়াছে। গুওলি এবং গো ধান কোন কোন স্থানে বপন করা হ য়াছে। এক পসলা বৃষ্টি হইলে আর সক ধান্য বপন করা হইবে। এবৎসর শালক প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে। সিংহভূম—বৃষ্টি অভাবে ভুয়া ধান অঙ্কুরিত এবং গো ধান বপন করা হইতেছে না। মানভূম—কতক বৃষ্টি হইয়াছে আরো হইবার সম্ভাব দেখা যাইতেছে, শস্যাদির অবস্থা এ প্রকার মন্দ নয়।

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই সমাজের উন্নতি ও অবনতির বিচার করিতে হয়। যখন দেখিব কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সাধারণের মত কার্য্যকর হইতেছে, সকলেই স্বাধীনভাবে বাদানুবাদ করিয়া দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা করিতেছে, [illegible]

রাও এত সুদীর্ঘকালে গবর্ণমেণ্টের হৃদয় আর্দ্র করিতে পারিল না। যদি গবর্ণমেণ্ট খড়দহের দুই এক গুপ্ত "পেট্রিয়টের" উপর নির্ভর করিয়া এই কার্য্য করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই যে প্রতারিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সকল গ্রামেই দুই একটী করিয়া কণ্টক থাকিতে পারে। যাহা হউক খড়দহ সভা এ বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হউন।

৩। খড়দহের খালটী কি চিরদিনই পঙ্ক পরিপূর্ণ থাকিবে? এ সময়ে যদি পঙ্কোদ্ধার না হইল তবে আর কবে হইবে? বার বার বলিতেছি গবর্ণমেণ্ট ইহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না। খালটী সংস্কৃত হইলে এতদঞ্চলের অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। গ্রামের জল নির্গমের উত্তম পথ হইবে এবং তাহাতে পীড়াদিরও অনেক শান্তি হইবে এবং খালে রীতিমত জল প্রবেশের পথ থাকিলে পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রাদিরও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে। খড়দহ সভা এ বিষয়েও মনোযোগ বিধান করুন।

৪। খড়দহের গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রায় এক বৎসর অতীত হইল স্থাপিত হইয়াছে। এতাবৎ কালই বাঙ্গলা শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন কর চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। সুযোগ্য কাণ্টোনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন একফোড মহোদয় অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে দুই শিশি কুইনাইন অপহৃত হইয়াছে এবং তিনি উক্ত চিকিৎসককেই এই জন্য "সসপেণ্ড" করিয়া খড়দহের জন্য অন্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তকে ঐ কর্ম্মে আপাততঃ নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ চিকিৎসকের বিচার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে কি হইয়াছে তাহা আজিও প্রকাশ হয় নাই।

৫। প্রায় তিন বৎসর হইল পাঠকগণ প্রেরিত পত্রে দেখিয়াছেন যে কলিকাতার বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর "কার্ব্বনেট অব আয়রন" দ্বারা পুরাতন জ্বর আরোগ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার পুরাতন জ্বরের আরোগ্যের বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা আমি এই তিন বৎসরে এক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উক্ত বাবু এতদঞ্চলে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য আমাদিগের নিকট কয়েক বোতল "কার্ব্বনেট অব আয়রন" পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে তাহাতে প্রায় দুইশত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তিনি নিজ বাটিতে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন রোগীকে (যত উপস্থিত হয়) ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক রায় বাহাদুরের এই সকল কার্য্যের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তিনি আমাদিগকে আজিও নিয়মিত রূপে ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছেন এবং খড়দহ সভাতেও প্রেরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব যে কোন পাঠকের এই ঔষধ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইবে তিনি (সোদপুর পোঃ) খড়দহ সভার (খড়দহ য়েসোশিয়েসনের) সম্পাদককে পত্র লিখিবেন। ভরসা করি সম্পাদক মহাশয় তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিবেন। এই ঔষধের অনুপানাদি ঘটিত একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্র সভা ঔষধ সহ বিতরণ করিয়া থাকেন। বিদেশে ডাক যোগে কেবল সেই বিজ্ঞাপন খানি প্রেরণ করিলেই হইবে। সভার ইচ্ছা এই যে কেহ যেন বিয়ারিং পত্র না পাঠান। এবং কিছু জানিতে হইলে পত্র মধ্যে এক খানি অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। যদি কোন দেশে "কারবনেট অব আয়রন" প্রাপ্তির সুবিধা না থাকে তবে তিনি তিন আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। সভা বাঙ্গি পোষ্টে ঔষধ পাঠাইবেন। ইহাতে তিন সপ্তাহের ঔষধ পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পত্রাদি লিখিবেন তাঁহারা আপন আপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। যাহা হউক সভার এইসকল সৎকার্য্যে আমরা কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

শক ১৭৯৬ }
১৬ ই জ্যৈষ্ঠ }

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যদি সর চার্লস মেট্কাফ সাহেব বাহাদুর ভারতের সংবাদ পত্র সকলের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া না যাইতেন, তবে কি রাজ কার্য্যের এতাদৃশ সুশৃঙ্খলা স্থাপন হইত, না, স্বেচ্ছাচারী জমীদারবর্গকে এমন দমনে রাখা যাইত; কিম্বা বিচার পতিদিগের স্ব স্ব ন্যায় অন্যায় বিচার আলোড়িত হইয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়ন পূর্ব্বক প্রজার মঙ্গল সম্পন্ন হইত? কখনই নহে। সংবাদ পত্র ও মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা ইংরেজ পদানত ভারতের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বর্ণনা করা সুদুষ্কর।

কুচ বিহার পূর্ব্বকালে হবচন্দ্র [illegible] রাজত্ব ছিল, তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্র [illegible] যাবতীয় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করি[illegible] কথিত আছে, যে সে সময়ে সামান্য [illegible] কারি চোরেরও ফাঁসী হইত এবং [illegible] নরহন্তাও নিষ্কৃতি পাইত। সংপ্রতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাসন ভার অর্পিত হওয়াতে, অধিকাংশ কুরীতি দূরীকৃত হইয়া, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সহসা সমস্তই যে নিরাকৃত হইয়াছে, এমন নহে। কোন কোনটী অদ্যাপি বলবতী থাকিয়া, অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই, যে আমাদের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি সংশোধনের চেষ্টা করেন না।

অত্রস্থ কোন মঙ্গলামঙ্গল সমাচার কোন পত্রস্থ করিতে পারা যায় না; যদি কেহ লিখিতে বাসনা করেন, কিন্তু মস্তকোপরি প্রবল রাজ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত থাকাতে তৎক্ষণাৎ বিনিবৃত্ত হয়েন। কোন্ ব্যক্তি রাজ্যের হিত কামনায় কারাদণ্ড ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন? ফলে, সে যে কতদূর সত্য; তাহা বলা যায় না, কিন্তু একেবারে যে অমূলক, তাহাও বোধ হয় না, কেন না বিগত বর্ষে এখানকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারি সমবেত হইয়া, একটী পুস্ত[illegible]

হয় এবং একটীকে মূল রাস্তা করিয়া আর [illegible] চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পথ [illegible] প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় তাহা [illegible] হয় প্রায় সমান ব্যয়ে হইতে [illegible] অথচ সর্ব্ব সাধারণের বিশেষরূপ [illegible] হইতে পারে। কমিটী সাধারণ সুবিধা [illegible] প্রকার আংশিক লোকের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন কেন? বোধ হয় মেম্বরগণের এতদঞ্চলের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও [illegible] ইষ্টানিষ্টে নিঃসম্পর্কতা [illegible] করে। যখন সাধারণ সুবিধা [illegible] করিবার জন্য স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত [illegible] তখন এতদঞ্চলের অবস্থা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ও ইহার হিত লাভে সম্পর্ক রাখেন এমন কোন লোককে মেম্বর শ্রেণীর মধ্যে মনোনীত করা না হইল কেন? এ প্রকার লোক কি পাওয়া যায় না? আমরা সবিশেষ দেখিতে পাই যে এ অঞ্চলের ইষ্টানিষ্ট সম্পর্কীয় কোন গুরুতর কথার মীমাংসা করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষ [illegible]নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষকে আহ্বান করা হয়। তিনি একজন প্রবীণ সুচতুর ও বহুদর্শী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের বিবরণ তিনি যেরূপ জানেন বোধ হয় আর কেহই সেরূপ জানেন না। তবে এতদঞ্চলের রাস্তার নির্ম্মাণ বিষয়ক গুরুতর কথার মীমাংসা, এ বিষয়ের কমিটীতে শম্ভু বাবুকে একজন মেম্বর মনোনীত করা না হইল কেন? [illegible] একজন মেম্বর মনোনীত করা হইলে [illegible] অঞ্চলের [illegible] [illegible] বন্দোবস্ত হইত তাহাতে কাহারও অসুবিধার কারণ থাকিত না। অতএব যাঁহারা সভ্যগণকে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা শম্ভু বাবুকে উক্ত কমিটীর একজন মেম্বর মনোনীত করুন এবং বর্ত্তমান [illegible]গণের নিকট প্রার্থনা যে যদি পূর্ব্বোক্ত [illegible] কার্য্য এপর্য্যন্ত আরম্ভ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ রূপ কল্পনা [illegible] করিয়া হয় আমাদিগের উপরের প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করুন অথবা সর্ব্ব সাধারণের যাহাতে উপকার হয় এমত অন্য কোন বন্দোবস্ত করুন। আর যদি কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে তাহা হইলে কৃপা করিয়া দ্বিতীয় রাস্তাটির কোন স্থান হইতে একটি শাখা পথ বাহির করিয়া রিভর বাঁধ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার আজ্ঞা প্রদান করুন। ইহা না করিলে সাধারণের উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

করঞ্জলি
২৬ এ মে ১৮৭৪ } শ্রী বিঃ—

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৯ এ মে

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	১
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৭৬ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১ লা জুন বহরমপুর গঞ্জের ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
	৪

১৮৭৪ বহরমপুর ১ লা জুন } টি, সেটী, সি, ই, প্রতিনিধি এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যুগল কিশোর দাস ছাতক	১০
„ শ্রীরাম মজুমদার বিলমাড়িয়া	১০
„ প্যারীমোহন চৌধুরী রাণীসঙ্কল	১০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট. হুণ্ডি. বরাত চিঠি. মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়. তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন. টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র. কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

১২৮১। ২ রা আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ১৫ ই জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে } শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭৪ } রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সম্পাদক

৩। গর্ভিণীবান্ধব -যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

—o—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্‌শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশশনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

——

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া,

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃৎ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ।০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
স্থবর্বন মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

১ লা আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই বারের সোমপ্রকাশ একটী নূতন হেড দিয়া প্রকাশ করিলাম। এটী রাজসাহী দেশের শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রস্তুত করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। জগৎ বাবুর কৃত একটী হেড দিয়া পূর্ব্বে কয়েকবার সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সেটী সকলের মনোনীত না হওয়াতে পরিত্যক্ত হয়। জগৎবাবু পুনরায় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বর্ত্তমান হেডটী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন, এটী যদি সোমপ্রকাশ পাঠকগণের মনোনীত হয়, আমরাও আহ্লাদিত হই, তিনিও উৎসাহিত হন। আমরা আশা করি এটী পাঠকগণের মনস্তোষ সাধনে সমর্থ হইবে।

—o—

মধ্য আসিয়া সম্বন্ধে নূতন মন্ত্রীদিগের মত।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি সভার প্রতি কতক গুলি লোকে এই বলিয়া দোষারোপ করিতেন যে তাঁহারা মধ্য আসিয়াতে রুসিয়ার পাদ বিক্রম দেখিয়াও উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা বলেন রুসিয়া যেরূপ উদ্ধতভাবে অগ্রসর হইতেছেন যদি তাঁহার রাজ্যের কোন একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে যে ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটিবে না তাহা কে বলিতে পারে? এই জন্য তাঁহাদের মত যে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া এক প্রকার নিষ্পত্তি করিয়া রাখা উচিত। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এরূপ হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। নূতন মন্ত্রিসভা নিয়োগের সময় অবধিই উক্ত সম্প্রদায় আশা করিতেছিলেন যে ইহাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক ওজস্বিতার পরিচয় দিবেন কিন্তু তাঁহাদের সে আশা উন্মূলিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় লার্ড নেপিয়ার অব্ এট্রিক লার্ড ডার্বিকে জিজ্ঞাসা করেন যে আফগানিস্থান সম্বন্ধে এত দিন যে প্রকার রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা হইতেছে তাহাই রক্ষা করা হইবে কিম্বা অন্য কোন নীতিমার্গ অবলম্বন করা হইবে? লার্ড ডার্বি উত্তর করিয়াছেন পুরাতন প্রণালী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই।

এ বিষয়টী পাঠকগণকে আরও একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইতেছে। আফগানিস্থানের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সন্ধি পত্র আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তদনুসারে এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের বিবাদ কলহ প্রভৃতি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাবুলের সিংহাসন লইয়া বারবার বিবাদ হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, ইংলণ্ড সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। যিনি যখন জয়লাভ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন তিনিই সে সময়ের রাজা এবং ইংলণ্ডও তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করেন।

এই প্রণালী অনুসারে এতদিন কার্য্য চলিতেছিল কিন্তু হস্তক্ষেপ পক্ষপাতীরা বলেন যে সম্প্রতি রুসিয়া দ্বারের নিকট আসাতে আর এক প্রকার বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। সেবিপদ

এই, আফগানিস্থানের লোকেরা যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও কাণ্ডজ্ঞানবিহীন তাহারা নিকটবর্ত্তী রুসীয় রাজ্যে কখন কোন উপদ্রব করিবে না এরূপ আশা করা যায় না। যদি ভবিষ্যতে কোন উপদ্রব করে রুসিয়া যে ছাড়িয়া কথা কহিবেন এরূপ বোধ হয় না। তখন ইংলণ্ড কি করিবেন? আফগানিস্থানকে রুসিয়ার করতলস্থ হইতে দেখিয়া কি উদাসীন থাকিবেন? কখনই না। অপরদিকে যদি আফগানিস্থানকে বিকলাঙ্গ হইতে দিবনা বলিয়া তাহার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হন তাহা হইলে রুসিয়ার সহিত শত্রুতা অপরিহার্য্য। অতএব তাঁহারা দেখ মত যে সময় থাকিতে আফগানিস্থানকে হস্তগত করিতে পারিলে সেই ভাবী বিপদের আশঙ্কা দূর হইতে পারে।

আমাদের এই যুক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে আফগানেরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলে নিশ্চয় রুসিয়ার ক্ষতি করিবে এবং সেই সূত্রে রুসিয়ার সহিত বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আফগানিস্থান ত এখনও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছে, তথাপি ইংলণ্ডের রাজ্যের কোন ক্ষতি করে না কেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে আমীর সন্ধিপত্রের দ্বারা বদ্ধ আছেন। ইংলণ্ডের ভয়ে কোন ক্ষতি করিতে পারেন না। এখন আমাদের বক্তব্য, রুসিয়ার সহিত আফগানদিগের সেই রূপ একটী পাকা সন্ধিপত্র করা কি অসম্ভব? রুসিয়াও কি আফগানদিগের ভয়ের পদার্থ নয়? আমাদের অভিপ্রায় এই—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেন আফগানিস্থানের কন্দহার একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; নিজে তাহা অতিক্রম করেন না, আফগানদিগকেও করিতে দেন না; রুসিয়াও সেই রূপ নিজের দিকে আফগানিস্থানের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিন এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আফগানদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিন তাহা হইলে নিজের উপদ্রবের সম্ভাবনা থাকিবে না এবং ইংলণ্ডের সহিত বিবাদেরও আশঙ্কা থাকিবে না। কেবল এক মাত্র আফগানিস্থান কেন? আরও কয়েকটী দেশকে মধ্যস্থ ও উদাসীনরূপে রাখা উচিত। ইংরাজীতে ইহাকে "নিউট্রাল জোন" বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই পরামর্শই সৎপরামর্শ বলিয়া বোধ হয়। নবোদীয়মান রুসিয়া মদান্ধ হইয়া সমর প্রার্থনা করিতে পারেন, অর্থগৃধ্নু ও বাণিজ্যজীবী ইংলণ্ড অর্থব্যয় শঙ্কায় অনিচ্ছুক হইলেও মানের অনুরোধে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন কিন্তু আমরা তাহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি ভিন্ন লাভ দেখিতে পাই না। সমুদায় জগৎ যদি ইংলণ্ডের অধিকৃত হয় তাহাতে আমাদের লাভ কি? বরং সেই সকল যুদ্ধ বিগ্রহাদির ব্যয় ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইবে। যদি ইংলণ্ডের জয় হয় আমাদের লাভ নাই কেবল আরও কতকগুলি দাসরাজ্য বাড়িবে; যদি পরাজয় হয় আমাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক; কারণ রুসিয়া যতই ক্ষমতাশালী এবং পরাক্রান্ত হউন তিনি সভ্যতা অংশে ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক নিম্নে। যদি মরিতে হয় রামের হাতে মরাই ভাল। বিশেষ ইংলণ্ড কিরূপ তাহা আমরা জানি; ইংরাজ জাতির নানা সদ্গুণের পরিচয় পাইয়াছি। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ তাহার প্রমাণ। ইংলণ্ডেশ্বরীকে একবার মাতা বলিয়াছি এখন আর অসভ্য রুসীয়ার হস্তগত হইতে ইচ্ছা হয় না, অতএব আমাদের পরামর্শ যে রুসীয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন ও উদাসীন দেশ রাখা উচিত।

উৎকোচ গ্রহণ।

সকলেই বলে যে উৎকোচ গ্রহণের জ্বালায় আদালতে যাইবার যো নাই এবং সে কথা মিথ্যা নয়। প্রায় এমন আদালত নাই যাহার আমলারা এই দোষে বর্জ্জিত, যেমন শ্মশানে শব দেখিবামাত্র চারিদিক হইতে শত শত শকুনি আসিয়া পড়ে সেইরূপ বিচারার্থী আদালতের ভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র সেরেস্তাদার পেস্কার নাজীর প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি তাহাকে অধিকার করিয়া বসে এবং কালীঘাটের কালীর মন্দিরে যে ব্যক্তি কেবল বেড়াইয়া বেড়ায় সেও যেমন এক ছড়া মালা দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করে সেইরূপ আদালতের আমলাদিগের কথা দূরে থাকুক যাহারা কেবল আদালতের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে তাহারাও বিচারার্থীদিগের নিকট হইতে যথাসাধ্য আদায় করিবার চেষ্টা করে। এই কারণেই আদালত ভদ্রলোকদিগের অগম্য ও ভয়ের স্থল হইয়া আছে। লোকের সংস্কার যে ধর্ম্মাধিকরণের ত্রিসীমায় ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না।

আমরা অনেকবার আমলাদিগের এই জঘন্য ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা বাধ্য হইয়াই এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের যেরূপ বেতনের ব্যবস্থা করেন তাহাতে একজন ভদ্র সন্তানের চুরি ভিন্ন চলা অসম্ভব। এক জন নাজীরের বেতন ১০ টাকা। সে ব্যক্তিকে ইহার মধ্যে আপনার পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। আদালতের নাজীরের সম্ভ্রম বড় অল্প নহে, তাহা রক্ষা করিতে না পারিলে লোকের নিকট

অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং কর্ম্ম করিতে গেলে সে অর্থে কিছু কিছু ব্যয় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এরূপ স্থলে একজন ভদ্রলোকের সংকুলান করা চলে কি না? সুতরাং অতিরিক্ত লাভের দিকে সহজেই দৃষ্টি পড়ে এবং আদালতে যে প্রকার লাভের সুবিধা থাকাতে সেই দিকে প্রবৃত্তি জন্মে।

যেখানে যেখানে বেতনের এই রূপ ব্যবস্থা সেই খানেই এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জমিদারদিগের নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি আর একটী দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা আমলাদিগের বেতনের নিয়ম করিবার সময় মহা টানাটানি করেন, ৩ টাকায় পাইলে চারি টাকা দিতে চাহেন না। কিন্তু অবশেষে কোন দিক দিয়া কত টাকা যায় তাহার স্থিরতা থাকে না। তাঁহারা প্রকারান্তরে কর্ম্মচারিদিগকে অপহরণ করিবার অনুমতি দিয়া নিযুক্ত করেন। তবে কর্ম্মচারিদিগের করাত তাঁহাদের মস্তক অপেক্ষা প্রজাদিগের মস্তকে অধিক পড়ে। আমাদের বোধ হয় তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে উপযুক্ত সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোক দেখিয়া নিযুক্ত করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যও ভাল চলে এবং অপহরণ প্রবঞ্চনা মিথ্যা জুয়াচুরি প্রভৃতিরও এত শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিও আমাদের সেই অনুরোধ উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে মধ্যে মধ্যে আমলাদিগকে ধরিয়া দণ্ড করিলে কি হইবে? উৎকোচ গ্রহণের মূল নষ্ট না করিলে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা দুষ্কর। কেবল দণ্ড দ্বারা শাসন করিতে গেলে অনেক ব্যক্তিকে নিরুপায় ও দরিদ্র করিয়া ফেলা হইবে। অনেক সংবাদ পত্রে অনেকবার এই অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আজিও মনোযোগী হইতেছে না কেন?

দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বঙ্গদেশীয়দিগের একটী শিক্ষা লাভ করা উচিত।

আমরা স্বচক্ষে বঙ্গদেশের বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা দর্শন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের সংবাদ করিতেছি, মধ্যে মধ্যে দুই একবৎসর ছাড়া প্রায় সুবৃষ্টি ও সম্পূর্ণ শস্য হইতে দেখি নাই। কোন বৎসর বার আনা, কোন বৎসর দশ আনা কোন বৎসর আট আনা কোন বৎসর ছয় আনা কোন বৎসর চারি আনা সচরাচর এই প্রকার শস্যই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এখন বৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যাঘাত হইলে যেমন বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় পূর্ব্বে এরূপ হইত না, ইহার কারণ কি? লোক বৃদ্ধিকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশে এখন লোক বৃদ্ধি নাই। কয় বৎসরের সাংক্রামিক জ্বরে বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও জীর্ণ শীর্ণ। তাহাদিগের সম্পূর্ণ আহার নাই, অর্দ্ধাশন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোক সংখ্যা করিবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বের সহিত এখনকার লোক সংখ্যা মিলাইয়া দেখাইয়া দিতে পারিলাম না। কিন্তু পাঠকগণ আপন আপন গ্রামগুলি একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে কত লোক ছিল, এখন বা কত হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে লোক বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শস্যাগমের উপায় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ হয় না। বঙ্গদেশে আজিও অনেক ভূমি পতিত আছে, লোকবৃদ্ধি হইলে তাহার উদ্ধার সম্ভাবনা, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? তবে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে কেন?

দুর্ভিক্ষ ঘটিবার দুটী কারণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম, শস্য রপ্তানীর আত্যন্তিক বৃদ্ধি। যেমন কুয়াসায় আম্র মুকুলের জন্ম হয়, আবার ঐ কুয়াসা বাড়াবাড়ি হইলে ঐ সকল মুকুল বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ রপ্তানী হইতে বঙ্গদেশের উন্নতি, আবার ঐ রপ্তানীর আত্যন্তিক বৃদ্ধি হওয়াতে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। দ্বিতীয়, পূর্ব্বে যাবতীয় গৃহস্থই অন্ততঃ একবৎসরের ধান্য সংস্থান করিয়া রাখিতেন, তাহাতে কোন বৎসর ধান্য না জন্মিলেও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না। এখন হাট বাজার গোলা গঞ্জ প্রভৃতি সকলের সুবিধা হইয়াছে, টাকা বাহির করিলেই চাউল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এখন ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল কারণে লোকে আর ধান্যসঞ্চয় করিয়া রাখে না। ধান্য বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে। ধান্য বিক্রয় করিবার বিশেষ কারণ এই ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে অনেক নষ্ট হইয়া যায়। কতক পোকে খায়, কতক ফেলা ছড়া যায়, কতক বা চোরে লইয়া যায়। টাকায় কীটাদির উপদ্রব নাই। ফলতঃ ধান্য সঞ্চয় না রাখিয়া টাকা সঞ্চয় করিবার প্রথা হওয়াতেই এই অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থেরা পূর্ব্বে যেমন ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, সেইরূপ অন্ততঃ এক বৎসরের ধান্য সঞ্চয় রাখিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে শস্যের ব্যাঘাত জন্মিলে অন্ততঃ এক বৎসর ধাক্কা সামলাইতে পারিবেন। প্রাচীন কালের এই সংস্কার ছিল, "ধান্যোন ধনং" পূর্ব্বকার লোকেরা ধান্যকেই ধন জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার বিলক্ষণ

কাংগালিধারী লক্ষিত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে টাকা হাতে থাকিতেও কষ্ট পাইতে হয়।

সার জর্জ্জ কাম্বেলের অবলম্বিত প্রথম শিক্ষা প্রণালী।

সার জর্জ্জ কাম্বেল এদেশে যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে যত গুলির প্রতি তাঁহার অধিক মমত্ব, যে গুলিকে তিনি নিজের কীর্ত্তির স্বরূপ মনে করেন তাহার মধ্যে প্রথম শিক্ষার সাহায্যদান একটী প্রধান। যাঁহারা উপর উপর দেখিয়া বিচার করেন তাঁহারা এবারের "এডুকেশন রিপোর্ট" পাঠ করিয়া কাম্বেল সাহেবের আশা চরিতার্থ বলিয়া মনে করিবেন। কারণ উক্ত রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে গত বৎসরের মধ্যে প্রথম শিক্ষোপযোগী স্কুলের সংখ্যা ২৪৫১ হইতে ৮৬৩৬ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা দেখিলে কাহার মনে না বিস্ময়ের সঞ্চার হয়? কিন্তু যখন স্মরণ করা যায় যে এই স্কুল ও ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি কেবল নাম মাত্র পূর্ব্বাবধি গ্রামে গ্রামে যে সকল পাঠশালা ছিল তাহাই গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানাধীন হইয়াছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের গৌরবের বিষয় কিছু মাত্র নাই, তখন আর সে বিস্ময় থাকে না এবং কাম্বেল সাহেবের মন্ত্রের মোহিনীশক্তি ভাসিয়া যায়, তখন আর গবর্ণমেণ্ট দত্ত সাহায্যকে প্রকৃত সাহায্য বোধ না হইয়া অর্থের অপব্যয় মাত্র বোধ হয়।

গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় স্বীকার করেন কিম্বা প্রয়াস পান তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই এবং হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান লোক মাত্রের কোন আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি যে আমরা বারবার এই সকল ব্যয়কে অপব্যয় বলিতেছি তাহারও কারণ আছে। সে কারণ এই, যদি গবর্ণমেণ্ট দত্ত সাহায্য দ্বারা সেই সকল পাঠশালার শিক্ষাকার্য্যের বিশেষ কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে আমরা এরূপ কথা বলিতাম না। কিন্তু মাসিক ৩ টাকা তের সিকা সাহায্যে কি বিশেষ সাহায্য হইতে পারে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের দেশীয় পাঠশালা সকলে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নয়। যখন কেরাণীগিরি কিম্বা ইংরাজদিগের চাকুরী করিতে হইত না, জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য করাই লেখা পড়া জানার প্রধান পুরস্কার ছিল, তখন শুভঙ্করের আর্য্যা এবং গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার কার্য্য চলিত, এখন সেদিন নাই এখন ইংরাজী রীতি অনুসারে শিক্ষা না করিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। মনে কর একথা স্বীকার করিলাম কিন্তু তথাপি আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে কাম্বেল সাহেবের যেরূপ সাহায্য ব্যবস্থা তাহাতে কি অংশে কোন উন্নতির সম্ভাবনা? ইংরাজী রীতি মতে শিক্ষা দিতে গেলে ইংরাজীরীতি মতে শিক্ষিত শিক্ষক চাই ম্যাপ প্রভৃতি উপকরণ চাই। এ সকলও কি ঐ তিন টাকার মধ্যে চলিবে? যদি বল যে সাহায্য অল্প কিন্তু তন্নিবন্ধন উৎসাহ অধিক হইবার সম্ভাবনা। ৩ টাকাতে যে কি বিশেষ উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা আমরা ভাবিয়া পাই না। বরং তাহারা এই কয়টী টাকা উপরি লাভের মধ্যে গণনা করে। গবর্ণমেণ্ট সিকি পয়সা না দিলেও তাহারা যেমন কাজ করিতেছিল সেই রূপ করিত; তবে গবর্ণমেণ্ট যদি আপনা হইতে টাকা দিতে চান তাহাতে ক্ষতি কি? তবে এক বিষয়ে লাভের আশা আছে। সর্ব্বদা সব ইনস্পেক্টরদিগের তত্ত্বাবধান থাকিলে গুরু মহাশয়েরা আর বালকদিগকে তামাক চুরির পরামর্শ দিতে পারিবেন না কিম্বা বালকদিগের স্কন্ধে আকণ্ঠ উলঙ্গ ডরু চাপাইয়া দক্ষ কণ্ডুয়নে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

উপহাস দূরে থাকুক, কলকথা বলিতে কি, আমরা এত অর্থগুলি এক প্রকার জলে ফেলা মনে করি। উপযুক্ত উপায়ে ব্যয় করিতে পারিলে ইহা দ্বারা মহত কষ্ট সাধিত হইতে পারিত। বরং পুরাতন পাঠশালা রূপ বোতলে ইংরাজী শিক্ষারূপ নূতন মদ প্রবেশ করাতে আমরা আর এক প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছি। তাহা এই, মধ্যাহ্ন সময় চিরকাল এদেশের লোকের বিশ্রামের সময়। আমাদের চতুষ্পাটী সকলের পাঠনা কার্য্য প্রাতে ও অপরাহ্নে কৃষকদিগের কর্ষণ বপন রোপণ প্রভৃতি প্রাতে ও অপরাহ্নে, এমন কি শ্রমজীবী মজুরদিগের শ্রমও প্রাতে ও অপরাহ্নে হইয়া থাকে। সাধারণ প্রথানুসারে গুরু মহাশয়েরাও প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা খুলিয়া থাকেন কিন্তু আমাদের ভয় হয় যে নূতন ইংরাজী রীত্যনুযায়ী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং মধ্যাহ্ন সময়ই কার্য্যের সময় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। তাহা হইলে বালকদিগের স্বাস্থ্যের হানির বিশেষ সম্ভাবনা। এ বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প ব্যক্তিকে এদিকে মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ছাত্রদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য প্রায় বিকৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব আমাদের অনুরোধ পাঠশালাগুলিকে সাহায্য দেওয়া

আবশ্যক বোধ হয় সাহায্য দিন, কিন্তু সময়ের যেন কোন পরিবর্ত্তন না করা হয়।

—০—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছুদিন হইল কর্তৃপক্ষেরা উচ্চ শিক্ষার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে ইহাতে বর্ষে বর্ষে অনেক অর্থব্যয় হইয়া থাকে। সে অর্থ নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষার্থ নিযুক্ত হইলে দেশের অধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত ধরিয়া যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে আর সে সংস্কার থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থব্যয় হয় বটে কিন্তু আয় তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। এমন কি বর্ষে বর্ষে ৫০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। এই অর্থ কিরূপে নিয়োগ করা উচিত? অনেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আমাদের শ্রীরামপুরের সহযোগী যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মন্দ বোধ হয় না। কলিকাতার বাঙ্গালি টোলার দিকে একটী পবলিক লাইব্রেরির অভাব আছে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই বহুদিন এই অভাবটী অনুভব করিয়া আসিতেছেন. কেহ কেহ এই অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য। তদ্দ্বারা অধিক লোকের সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ যাঁহারা একার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কৃতবিদ্য সমাজে তাঁহাদের নাম সম্ভ্রম অধিক না থাকাতে লোকে ইহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, আমাদের বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে অগ্রসর হইলে অনেক ধনী ও বিদ্যোৎসাহী লোক সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, এই লাইব্রেরিটী যদি সুসম্পন্ন হয় ইহাও একটী প্রধান কীর্ত্তি রূপে থাকিবে।

আর এক প্রকারে এই অর্থের সদ্ব্যয় করা যাইতে পারে। আমাদের স্কুল সমূহে আজিও বিজ্ঞান শিক্ষার অতি হীনাবস্থা। যে সকল স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা হয় তাহার অধিকাংশে প্রয়োজনানুরূপ উপকরণাদির অভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর। এমন কি বিজ্ঞান শিক্ষা দূরে থাকুক অনেক স্থলে ভাল করিয়া ভূগোল শিক্ষা দিবারও উপায় নাই. কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় যদি সে অংশে কিছু কিছু সাহায্য করিবার কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে একটী মহদুপকার সাধিত হয়।

সুপ্রিম কাউন্সিলের
নূতন মন্ত্রী।

দুর্ভিক্ষের সূচনা হইবামাত্র আমরা গবর্ণমেণ্টকে খাল ও কূপ প্রভৃতি খনন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। পরেও কয়েকবার এই দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, বাস্তবিক দুর্ভিক্ষের রব উঠিবামাত্র আমাদের আশুপ্রতিবিধেয় বিপদ অপেক্ষা ভাবী বিপদের আশঙ্কাই অধিক হইয়াছিল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সেই চিন্তা হইবে। মন্বন্তর এবং দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের প্রতি পঞ্চম বৎসরের ঘটনার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে; ইহার কোন স্থায়ী কারণ আছে। শস্যের শ্রীবৃদ্ধি ভূমির উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে, ভূমির উর্ব্বরতা জলের উপর নির্ভর করে; কিন্তু জল কাহার উপর নির্ভর করে? বঙ্গবাসি কৃষকেরা বলিবে দৈবের উপর। এই খানেই তাহাদের মৃত্যু, ইহাই তাহাদের অন্নকষ্টের কারণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের প্রতি দৈব সেরূপ প্রসন্ন নহে বর্ষে বর্ষে পর্জ্জন্যদেবের সেরূপ অনুগ্রহ হয় না; সুতরাং তাহাদিগকে শস্য রক্ষার্থ উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে হয়। সেখানকার জমীদারেরাও এই অভাব অনুভব করিয়া সেই প্রকার কার্য্য করেন। তাঁহারা প্রায় আপন আপন ভূমিতে এক একটী কূপ খনন করাইয়া দেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভূমির মূল্য বর্দ্ধিত হয় প্রজাদিগেরও ক্লেশ শান্তির উপায় হয়। তবে বঙ্গভূমির দৈবমুখাপেক্ষী কৃষকদিগের অপেক্ষা সে দেশীয় কৃষকদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। তাহারা যেরূপ পরিশ্রম করে তাহাদের দুর্ভিক্ষ ক্লেশ ঘটিবার সম্ভাবনাও অল্প। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না বলিবেন যে সেইরূপ জল সিঞ্চনের উপায়াভাবই বঙ্গদেশের বার বার দুর্ভিক্ষ ক্লেশের কারণ। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে এই কথা একবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। তখন কর্তৃপক্ষেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই সেই আশঙ্কা নিবারণের উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কারণ এই আশা ছিল যে তাঁহারা ভূমির উপর স্বত্ববান হইলে আপনা হইতে ভূমির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। তাঁহারা যে নিজ নিজ ভূমির উন্নতি বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগী হন নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে যে সকল অভাব দূর হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। ফলতঃ এরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নির্ভর করিলে সাধারণের হিতকর কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হয় না। যে উন্নতি না করিলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা কিম্বা যাহা করিলে তাঁহাদের বিশেষ লাভের আশা তাঁহারা সেই উন্নতিই করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ প্রজার মঙ্গল উদ্দেশে কোন কার্য্য হয়

য়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং অনাবৃষ্টি কালে প্রজাদিগের শস্য রক্ষা হইতে পারে এরূপ কোন সদুপায় বিহিত হয় নাই বলিলেই হয়।

যাহা হউক, এত দিনের পর কর্ত্তৃপক্ষদিগের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা তাঁহারা এবার বিলক্ষণ বুঝিবেন। তদপেক্ষা সময়ে খাল কূপ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করা যে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা তাঁহারা এবার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। হৃদয়ঙ্গম করিয়া এত দিনের পর তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় করিয়া রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। অতিরিক্ত পবলিক ওয়ার্ক নামে এবারকার বজেটে যে একটী নূতন বিভাগ আছে তাহার উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ ঋণ করিয়া সেই সকল কার্য্য করিবেন। ঋণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে ঋণ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। সে যাহা হউক অতিরিক্ত পবলিকওয়ার্ক নামে যে কার্য্যগুলি আরম্ভ হইবে, ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য, কেবল যে কতকগুলি পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও নহে, আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সিলে এতদর্থে একজন নূতন সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার হস্তে থাকিবে। এইরূপ একজন সভ্য নিয়োগে কোন লাভের আশা আছে কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দুপেট্রিয়ট ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি ভিন্ন কোন লাভ দেখেন না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। আমরা উপরে ভারতবর্ষের রাজস্বের যে শোচনীয় অবস্থার কথা বলিলাম পবলিক ওয়ার্কবিভাগই তাহার প্রধান [illegible] কারণ। কেহই অদ্যাবধি এই বিভাগের [illegible] শাসনাধীন করিতে পারেন নাই। [illegible] কোম্পানিকে মাল দরিয়া যে টাকা [illegible] এ কথার যাথার্থ্যের যদি কোন স্থল থাকে তাহা এই বিভাগে। গবর্ণমেণ্টের অর্থ ভূতে ছড়া[illegible] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ দায়ী নহে। কাহাকেও টানাটানি করিবার উপায় নাই। আমাদের মনে হয় যদি একজন সভ্য এই বিভাগের জন্য দায়ী থাকেন এবং ইহার উন্নতি সাধন করা তাঁহার ভার হয় তাহা হইলে তিনি সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুপেট্রিয়ট যে আপত্তি করিয়াছেন যে এই নূতন সভ্য নিযুক্ত হইতে হইতে বোধ হয় দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহাকে নিযুক্ত করা নিরর্থক। সে কথাও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না কারণ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশে তাহার নিয়োগ নয়—অতিরিক্ত পবলিকওয়ার্ক সকলের তত্ত্বাবধান করাই তাঁহার কার্য্য। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লর্ড নর্থব্রুক এবং স্যার রিচার্ড টেম্পল আছেন। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করাই [illegible] চেষ্টা। যদি বল এতা[illegible] ব্যয় বৃদ্ধি হইবে [illegible] তাও অধিক নহে। একজন সভ্যের বৎসরে ৮০০০০ হাজার টাকা বেতন এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যয়ও কিছু কিছু আছে। আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ যদি শত প্রকার ব্যয় ভার বহন করিতে পারে তবে ঐ ব্যয়টুকুও পারিবে, এবং ইহাতে বিশেষ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা।

———

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে?

বঙ্গদেশের কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, [illegible] এই আন্দোলন চলিয়াছে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়ের সন্তান নহেন, কাহাদের সন্তান [illegible] আন্দোলনকারী কুলীন কায়স্থ। [illegible] রাজা যজ্ঞ করিবার সময় কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে পাঁচ জন [illegible] আসিয়াছিল, তাহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। এবিষয়ে বিসম্বাদ নাই। ভৃত্যেরা কোন্ জাতীয়, কেবল তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণের চাকরী করেন না, কাহারেরাই সচরাচর চাকরী করিয়া থাকে। কাহারেরা ব্রাহ্মণদিগের ভরী গাড়ু গামছা প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের পুরস্কারার্থ উচ্চ জাতির কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাতেই তাহারা কায়স্থ হইয়াছে, বাস্তবিক তাহারা কাহার। আন্দোলনকারী বহুকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেছেন, [illegible] ভ্রমণ করিয়া [illegible] অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্ত [illegible] বিনা যুক্তিতে [illegible] এই সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলা [illegible] না। আমরা [illegible] উপযোগী প্রবল যুক্তি [illegible] দেখিতে পাইতেছি না। [illegible] কোন বিজ্ঞ কায়স্থ [illegible] করিতে [illegible] না। যাহা হউক [illegible] কোথায় বঙ্গদেশীয় [illegible] বেন তাহা না হই[illegible] আন্দোলনকারী স্বমত সংস্থাপনার্থ যে কয়টী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বারো ঘর কায়স্থ আছেন। ইহাদিগের মাতৃ পিতৃ উভয় কুল শুদ্ধ, এবং চন্দ্রগুপ্তের উপপত্নী [illegible] এক ঘর আছে। ইহাদিগকে [illegible] কায়স্থ বলিয়া থাকে। এই [illegible] কখন ব্রাহ্মণের পরিচারক [illegible] বহা ও গৃহ মার্জ্জনাদি অপকৃষ্ট [illegible] না। কাহার কুর্ম্মী প্রভৃতি সচরাচর ঐ সকল কাজ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা [illegible]দেশে যাইতেছেন, তাঁহাদিগের পরিচারকেরই প্রয়োজন হইয়াছিল, কায়স্থ সঙ্গে লইবার প্রয়োজন কি?

দ্বিতীয়, উল্লিখিত বারো ঘর কায়স্থের কাহারই ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই। এই উপাধিগুলি কল্পিত। কায়স্থেরা [illegible] উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা গৌরব লোপ করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। ভদ্রজাতিরা কখন এরূপ করেন না। কুলাঙ্গারেরাই পৈতৃক নাম ও [illegible]বের লোপে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে [illegible] তি কাহারদিগের এরূপ নূতন উপাধি [illegible] নাঙ্গুলাদের ভয় নাই।

তৃতীয়, উল্লিখিত ব্রাহ্মণদিগের [illegible] কায়স্থ হইলে কখন আপনাদিগকে [illegible]দের দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন [illegible], উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা কখন [illegible] দাসত্ব স্বীকার করে নাই, তাহারা [illegible] পরিচয় দিয়া আপনাদিগের [illegible] কেন? পক্ষান্তরে [illegible] দেওয়া অসঙ্গত [illegible] দাস, বরাবর ব্রাহ্মণ [illegible] কাজ করিয়া আসিয়াছে।

চতুর্থ, নীচজাতি [illegible]কে উচ্চজাতি কায়স্থ করা অসম্ভাবিত নয়। পূর্ব্বকালে অনেক নীচজাতি উচ্চ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নীচজাতিকে উচ্চ করা ব্রাহ্মণদিগের একগুণটী বিলক্ষণ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অনেক নীচ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারা দাক্ষিণাত্যে চিত পাবন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ জাতিতে রাজা মহারাজ [illegible] অনেক বড়লোকও আছেন। রাজা জরাসন্ধ এক যজ্ঞে অনেক হীন জাতির গলদেশে উপবীত দান করিয়াছিলেন, উহারাই ভূঁইহার ব্রাহ্মণ। মধ্য দেশে অনেক ভূঁইহার ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অনেক রাজা অনেক হীন জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, [illegible] ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল।

পঞ্চম, যে পাঁচ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের যজ্ঞ করিতে যান, যে পাঁচ জন তাহাদিগের সঙ্গে গমন করে, তাহারা যদি বাস্তবিক কায়স্থ হইবে এক মাস অশৌচ গ্রহণে সম্মত হইবে কেন? তাহারা স্বদেশে দশ দিন মাত্র অশৌচ করে, বঙ্গদেশে গিয়া তিন দশে ত্রিশ দিন নখ কেশ বিহনের কষ্ট ও লঘুতা স্বীকারের প্রয়োজন কি? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ডোম ও চামারেরাও এক মাস অশৌচ লয় না। কায়স্থেরা বঙ্গদেশে গিয়া এমন কি লোভে পড়িল যে তাহারা অশৌচ গ্রহণ বিষয়ে ডোম চামারাদির অপেক্ষা অপকৃষ্টতা স্বীকার করিল? পক্ষান্তরে কাহারদিগের অশৌচ গ্রহণের নিয়ম নাই। কোন সম্প্রদায় তিন দিন কোন সম্প্রদায় দশ দিন কোন সম্প্রদায় তের দিন অশৌচ গ্রহণ করে। যাহাদিগের ব্যবহার এইরূপ, তাহাদিগের দশ দিনে বেশী কমে আপত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ এটী মনে করিতে হইবে, তাহাদিগের কেমন উচ্চ পদ লাভ হইয়াছে তখন তাহারা আর [illegible] আঁটে থানা। ব্রাহ্মণেরা যাহা সহাইয়াছেন, তাহাই সহিয়াছে। তখন তাহারা ব্রাহ্মণদিগের এমনি আজ্ঞাবহ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা যদি তাহাদিগের ঘাড়ে তিন মাস অশৌচ চাপাইতেন, তাহারা ঘাড় নাড়িত না।

ষষ্ঠ, কুলীন কায়স্থেরা বলেন, তাঁহাদিগের আদিপুরুষেরা [illegible]দেশের তদানীন্তন কায়স্থদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাই দক্ষিণ রাঢ়ী উত্তর রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদিগের সহচারিরা কায়স্থ নহে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের কন্যা আদান প্রদান করে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অনেক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, ঐরূপ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও অনেক লালা কায়স্থ আছেন, ইহাদিগের পরস্পর কি বিবাহ হয়? বিবাহের প্রয়োজন হইলে উহারা স্বদেশে গিয়া বিবাহ করেন, অথবা স্বদেশ হইতে পাত্র পাত্রী লইয়া যান। যদি উভয় দেশীয় কায়স্থদিগের পরস্পর বিবাহ প্রচলিত থাকিত, কুলীন কায়স্থদিগের উল্লিখিত বাক্য অবশ্য আদরণীয় হইত; পক্ষান্তরে কাহারদিগের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ সম্ভাবিত হইতেছে। তাহাদিগের একাদশ বৃহস্পতি, তাহাদিগের নূতন জাতি নূতন উপাধি ও উৎকৃষ্ট জাতীয় নূতন স্ত্রীলাভ হইল, তাহাতে তাহাদিগের অপ্রবৃত্তি ও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা কি? বিবাহ প্রস্তাব না হইতে হইতে তাহারা হাতে সূতা বাঁধিয়া বসিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সপ্তম, ব্রাহ্মণদিগের ঘটক [illegible]বানন্দ মিশ্র স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আইসে, তাহারা কায়স্থ নয় অপকৃষ্ট জাতি।

অষ্টম, কুলাচার্য্যদিগের কারিকা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, উক্ত ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্যেরা কায়স্থ নয়। কুলাচার্য্যেরা কায়স্থদিগের বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের স্বকপোল কল্পিত। তাঁহারা ঐ কয় জন ভৃত্যের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না। পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত এটী একটী নাম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঈশ্বরী দত্ত ভৈরব দত্ত দুর্গাদত্ত, পুরুষোত্তম দত্ত এই প্রকার নাম অনেক আছে। পুরুষোত্তম দত্ত শব্দের অর্থ এই, পুরুষোত্তম যাহাকে দিয়াছেন। কিন্তু কুলাচার্য্যেরা [illegible]

পুরুষোত্তম নাম ও দত্ত উপাধি অনুমান করিয়া লইয়াছেন। বারো ঘর লালার কোন ঘরেরই দত্ত এ উপাধি নাই। পুরুষোত্তম দত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইলেন না কেন? এই একটী কথা আছে। বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা কোন কারণে তাহার উপরে বিরূপ হইয়া ছিলেন তাহাতেই কৌলীন্য দান দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করেন নাই। তবে তাঁহার সহচর কাহারেরা কায়স্থ হইল, সে ব্যক্তিও সেই সঙ্গে কায়স্থ হইয়া গেল কিন্তু কুলীন হইতে পারিল না।

নূতন পুস্তক।

১। "ললিতা সুন্দরী। শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি আমরা কিছুদিন হইল পাইয়াছি। এতদিন সমালোচনা হয় নাই, গ্রন্থকার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করা গেল। অধর বাবুর সুল লিত ও মধুর কথা নির্ব্বাচনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কবিতাগুলি পড়িতে অতি মধুর হইয়াছে। কিন্তু কবিতাগুলির একটী দোষ দেখা গেল। কবির হৃদগত ভাব পরিস্কারের জন্যই অলঙ্কারের প্রয়োজন কিন্তু এক এক স্থানে এত অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে যে হঠাৎ ভাবগ্রহ করা দুষ্কর। অধর বাবুর রচনা শক্তি আছে কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তিনি ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবেন। কবি গ্রন্থখানিতে নব প্রেমিক দম্পতীর প্রণয় প্রসক্তি বর্ণন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

২। বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। তর্করত্ন মহাশয় এদেশের নূতন পরিচিত লোক নন, তাঁহাকে বাঙ্গলা নাটকের জন্মদাতা বলিলে বলা যায়। তাঁহার কুলীন কুলসর্ব্বস্ব এবং বেণীসংহার এক সময়ে লোকের বিশেষ আমোদের বস্তু ছিল। বেণীসংহার সংস্কৃত বেণীসংহারের অনুবাদ মাত্র সুতরাং ইহার উৎকর্ষ ও রচনা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সংস্কৃত বেণীসংহারের সমালোচনা করিতে হয়। রঙ্গভূমির উদ্দেশে ও রঙ্গভূমি দেখিয়া প্রণীত নাটক এক প্রকার এবং রঙ্গভূমি নিরপেক্ষ হইয়া প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রণীত নাটক আর এক প্রকার। বেণীসংহার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। বেণীসংহার পাঠ করিলেই বোধ হয় যে তাহা বাস্তবিক কোন রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে প্রণীত হয় নাই। উইলসন সাহেব এই জন্য বলিয়া গিয়াছেন যে বেণীসংহার রঙ্গভূমির জন্য নয়, কোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিবার চেষ্টা করিলে এই কথার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কতিপয় ছাত্র একত্র হইয়া মৃত রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে সংস্কৃত বেণীসংহারের অভিনয় করেন। অভিনয়টী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত গ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বেণীসংহারের অভিনয়ের অযোগ্যতা কিরূপে ঘটিল? এমন কি কোন অশ্লীল অথবা স্বাভাবিকত্ব বর্ণনা আছে যাহা অভিনয় করিতে নটদিগের লজ্জা এবং দর্শনে দর্শকদিগের লজ্জা হইবার সম্ভাবনা? ঠিক তাহা নহে। যদিও দ্বিতীয় অঙ্কের ভানুমতী ও দুর্য্যোধনের সংবাদ কিঞ্চিৎ আদিরস ঘটিত, তাহাকে অশ্লীল ও অদৃশ্য শ্রেণীগণ্য করা যায় না। শৃঙ্গার বীর রসের ব্যভিচারী নয় বলিয়া সাহিত্যদর্পণকার এই অংশের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহায় বীর দিগের জীবন চরিতে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যুদ্ধের জয় সংবাদ শ্রবণে হৃদয় যখন প্রফুল্ল হয় তখন রূপবতী দিগের সহবাস অন্বেষণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সমর কোলাহলের মধ্যেও যে কিছু সময় পাইতেন সুন্দরীদিগের সহবাসে থাকিয়া শ্রম বিনোদন করিতেন। বিশেষ অভিমন্যুবধের সংবাদে যখন হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ তখন দুর্য্যোধনের পক্ষে ভানুমতীর সহবাসপ্রার্থনা তাহাও স্বাভাবিক কার্য্য। যাহা হউক আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সংস্কৃত নাটকে যে কিছু লজ্জা জনক কথা ছিল তর্করত্নমহাশয় তাহা অনেক ছাঁটিয়া দিয়াছেন। বেণীসংহারে [illegible] অভিনয়াযোগ্যতার অন্য [illegible] কারণ আছে। তাহা নটীদিগের প্রবেশ ও [illegible]দিগের অব্যবস্থা। মনে কর চতুর্থ অঙ্কে [illegible] সারথির সহিত দুর্য্যোধনের প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন যখন রঙ্গে [illegible] আছে তখন সেই রঙ্গে সুন্দরক প্রবেশ [illegible] হইয়াছে। সুন্দরক [illegible] দুর্য্যোধনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। [illegible] চক্ষে ইহা হাস্যজনক। দুর্য্যোধন এক পার্শ্বে শয়ান অথচ এক ব্যক্তি [illegible] সেই অন্য পারসব স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এক স্থানে যবনিকা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিলেই হইত। এতদ্ভিন্ন নাটকখানির আরও অনেক ত্রুটী আছে, তর্করত্ন মহাশয় এবারে তাহার অনেক পরিহার করিয়া গ্রন্থখানিকে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible]।

[illegible] সংবাদ।

[illegible] জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

[illegible] কাশীস্থ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত ৬টী সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"আমি গতবারে লিখিয়াছিলাম, যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, বোধ হয় এবার কাশীতে সকাল সকাল বর্ষা আরম্ভ হইবে, তাহাই হইয়াছে। এখানকার লোকে ১৫ই জুনের মধ্যে বর্ষা আরম্ভ হইতে দেখেন নাই। এবার দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। আদালতের আমলারা বাঁচিয়া গেলেন। গ্রীষ্ম নিবন্ধন প্রাতঃকালে কাছারি হইতে আরম্ভ হয়।

[illegible] কাঁজি ভক্ষণ। নাবে প্রাতঃকালের [illegible] কাছারি, শুনিতে কর্ণ সুখ। [illegible] মুখ্য রৌদ্রের সময় (১ টা ২ টার মধ্যে) বাটীতে আসিতে [illegible] মলিন ও মুখ ম্লান হইয়া [illegible], দেখিলে বড় দুঃখ হইত। উত্তর [illegible] যাহা করেন তাহাই [illegible] লোক নাই। এই [illegible] সাহেবদিগের [illegible]।

যাঁহারা [illegible] আসেন তাঁহারা [illegible] মনে করেন কাশী পুণ্য ক্ষেত্র, সেখানে [illegible] কাশীর [illegible] কিনা [illegible] এখানে যে [illegible] ভুলাচুরির [illegible] কাঁদিয়া উঠিতে হয়। এক দিবস দুটী ভদ্রলোক আমার নিকটে বলিলেন, এখানে এক ব্যক্তি আছে, পূর্ব্বে সে স্ত্রী ছিল, তদবস্থায় তাহার এক পুত্র হয়। সে পুত্র জীবিত আছে, এখন সে পুরুষ হইয়াছে। পুরুষ হইয়া সে যে স্ত্রীকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। ভদ্রলোক দুটী বলিলেন তাঁহারা দুই অবস্থারই সন্তান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা এই সকল কথায় বিশ্বাস করেন, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

২৭এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ওপিনিয়ন সোয়াডের আখন্দ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ লিখিয়াছেন। আখন্দ সাহেবের বয়ঃক্রম আশি বৎসর এবং ইহাকে দেখিতে মধ্যমাকৃতি। ইনি অতি সামান্য বসন পরিধান করেন এবং [illegible] কাটান। ইহার নাম আবদুল [illegible] পূর্ব্বে সামান্য লোক ছিলেন, [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত [illegible] কঠোর তপস্যা করেন [illegible] ধর্ম্ম [illegible] সকলেই তাঁহাকে [illegible] স্বীকার করেন। মুসলমানেরা ইহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। ইনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন এবং একবার যে মুসলমান সোয়াডের আখন্দের কোপে পড়িয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। আখন্দকে মুসলমানেরা দৈব শক্তি সম্পন্ন মনে করে। তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য সম্বন্ধে অনেক গুলি আশ্চর্য্য গল্প আছে। একটি মস্‌জিদ প্রস্তুত করার আবশ্যক হয়। ছাদ নির্ম্মাণের নিমিত্ত একটি কড়ি কাঠ সংগ্রহ করা হয়। মিস্ত্রি মাপিয়া দেখে যে কড়ি কাঠ চারি হাত কম, অথচ উহা যে স্থলে ছিল সেখানে ফেলিয়া রাখিতে বলেন। পরদিন প্রাতে মিস্ত্রি দেখে যে কড়িকাঠ যত দূর [illegible] হওয়া আবশ্যক তাহা অপেক্ষা আরো [illegible] হাত বেশী লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। আখন্দের দৈবশক্তি বলে এটি সংঘটিত হয়।

গোমিস নামে এক ব্যক্তি জালযাক্ষর করা অপরাধে দশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার একজন পত্রপ্রেরক হিন্দু শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেনঃ—

"উত্তরে ভারতস্যাস্য হিমাদ্রি র্দিব্যদর্শনঃ। দক্ষিণে বর্ত্ততে বিন্দুঃ সরস্তীর্থোমনোহরঃ॥ এতয়োর্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ। আদ্যন্ত বর্ণসংযোগে হিন্দু নাম্না মহীয়তে॥ শুদ্ধার্য্যকুলসম্ভূতঃ শুদ্ধাচার পরায়ণঃ। ভারতে বর্ত্ততে হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ॥ পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি। শিক্ষকঃ সভ্যজাতীনাং মহোত্তম নিবাসিনাং॥"

অর্থাৎ হিমাদ্রির পূর্ব্ববর্ণ হি এবং বিন্দু সরের শেষবর্ণ ন্দু লইয়া হিন্দু হইয়াছে। অর্থ এই যে হিমাদ্রি ও বিন্দুসরের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাসিদিগকে হিন্দু বলিয়া থাকে।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিবার রীতি ক্রমে ভারতবর্ষে বৃদ্ধি হইতেছে। সেদিন মান্দ্রাজ পোষ্ট আফিসের পোষ্ট মাষ্টার পত্র বাহক এবং পিয়নদিগের জন্য এক প্রকার পোষাকের বন্দোবস্ত করেন, তাহারা সকলে মিলিয়া ঐ পোষাক পরিতে অসম্মত হইয়া বলে যদি পীড়া পীড়ি করা হয় উহারা সকলে কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। শেষে উহাদিগেরই জয় হইয়াছে।

কর্পূরতলার রাজা অদ্যাপি আরোগ্য হন নাই সম্প্রতি তিনি একটী জানালার উপর হইতে লাফাইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল।

কৃষ্ণগড়ের একজন ঠাকুর শৃগাল ও কুকুর দষ্ট ব্যক্তিদিগকে এক আশ্চর্য্য প্রকারে আরোগ্য করিতেছেন। তিনি রোগীর প্রতি একশতটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন, তৎপরে তাহাকে সেই পল্লীর কোন জলপান করিতে এবং তৎপরে কোন বৃষ্টির জল পান করিতে নিষেধ করা হয়। আজমীর মারওয়ার রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত লোক তাহার নিকটে আসিতেছে। আমরা জানি বহুদিবস গত হইল এই অঞ্চলে এক সাঁইজী আসিয়াছিলেন, পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত তাঁহার চিকিৎসা। শূল যক্ষ্মা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত বহু ব্যক্তি আসিত সাঁইজী ঐরূপে তাহাদের চিকিৎসা করিতেন। কৃষ্ণগড়ের ঠাকুরের চিকিৎসাও সেই সাঁইজীর ন্যায় হইয়াছে।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতায়, প্রথম তিনবারের অহিফেন বিক্রয়ে এবং গত মার্চ্চ অবধি মালওয়ার অহিফেনের দুই মাসের শুল্কে ১৭৮৩৮৩০০ টাকা উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় দক্ষিণ আমেরিকার প্লাণ্টারেরা পাটের চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি নিউওর্লিয়ান্সের জুট কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট এম, ক'ন্স সাহেব ওয়াসিংটনের কৃষিবিভাগে পাঁচ প্রকার পাটের নমুনা পাঠাইয়া ছেন। ক'ন্স বলেন এই সকল পাট ভারতবর্ষের পাটের অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট।

শুনা যাইতেছে রঙ্গপুরের জজ লেবিন সাহেব পদত্যাগের জন্য আবেদন করিয়াছেন। লেবিন সাহেব গোলযোগ দেখিয়া আস্তে আস্তে সরিবার পন্থায় আছেন।

লক্ষ্ণৌএ শঙ্খধ্বনি করাতে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের বড় গোলযোগ হয়। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি উহার এই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন হিন্দুরা সাত মিনিটের অধিক কাল শঙ্খ ধ্বনি করিতে পারিবে না এবং তাহাও কেবল অপরাহ্ণ ৭ ও ৮ ঘটিকার মধ্যে। এগুলি [illegible] বাড়াবাড়ি।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত সপ্তাহে মাগদালার লার্ড নেপিয়র কলিকাতায় কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের চিৎপুরস্থ বাটীতে গমন করেন, তাঁহাকে বিশেষ সমারোহের সহিত আহ্বান করা হয়।

শুনা যাইতেছে, রুশীয়ার গ্রাণ্ড ডিউক এলেকসিসের সহিত আমাদিগের রাজকন্যা সেট্রিশের বিবাহ হইবার কথা হইতেছে। এই সম্বন্ধ স্থির করা রুশীয় সম্রাটের ইংলণ্ডে আসিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।

ইংরাজেরা আজি কালি বড় যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছেন, লুসাই যুদ্ধের ন্যায় আর একটী যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, ডফ্লারা বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আগামী শীতকালে উহাদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরিত হইবে। ডফ্লারা দুরঙ এবং লক্ষ্মীপুরের উত্তরে পর্ব্বত প্রদেশে বাস করে।

আউড ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ের আলী গড় লাইনে রাজঘাটে গঙ্গার উপরে যে একটী সেতু হইতেছিল উহা এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে, উহার উপর দিয়া নিয়মিতরূপে ট্রেণ চলিতেছে।

পারসিরা বাণিজ্য বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি মুম্বইর একজন পারসি বণিক ইয়ারখণ্ডের বাজারে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালিরা পারসিদি গের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

রাজপুতেরা ইংরাজী চিকিৎসা প্রণা লীর পক্ষপাতী হইয়াছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট রাজপুতনায় একটী মেডিকল স্কুল স্থাপ নের অনুমতি দিয়াছেন।

কলিকাতার ছোট আদালত হেয়ার ষ্ট্রীটের নূতন বাটীতে উঠিয়া যাওয়াতে উক্ত আদালত ২৫ এ অবধি ৩০ এ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ১২ দিন বন্ধ করিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা হয় কিন্তু ছয় দিন মাত্র বন্ধ হইয়াছে।

সমাজদর্পণ বলেন, পণ্ডিত অযোধ্যা প্রসাদ নামে এক সুবিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ত্রিহুত জেলার ব্রাহ্মণদিগের কুসংস্কার দূরীকরণ আশয়ে তাঁহাদিগকে এই রূপ শিক্ষা দিয়াছেন যে মজুরি করায় কোন ধর্ম্মের হানি হয় না। তিনি স্বয়ং কুড়ালি ও কোদাল ব্যবহার করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাতে জাতি গৌরব নষ্ট হয় না। ফলে এক্ষণে দুইশত ব্রাহ্মণের অধিক আহ্লা দসহকারে রেলিক কার্য্যে কর্ম্ম করিয়া আপন আপন ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করি তেছে।

৩১ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ঢাকায় একটী মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হইবে। পাটনায় যে মেডিকাল স্কুল স্থাপ নের কথা ছিল শুনা যাইতেছে উহা আগামী ১৫ ই জুন সোমবার খুলিবে।

বরদা কমিশন গুইকুমারের বিরুদ্ধে যে সকল দোষের বিষয় রিপোর্ট করিয়াছেন, সেই সকল দোষের ক্ষালন জন্য তিনি দাদা ভাই নাউরোজীকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন।

একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল বোম্বাইর গবর্ণর নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। সার পি, ওডহাউস ও বড় কেহ [illegible] যান না। কি দেশীয় কি ইউরোপীয় [illegible] সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

আমেরিকার ন্যায় জাপানের স্ত্রীলোক দিগেরও বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে। জাপানে ৬৮ লক্ষ স্ত্রীলোক কৃষক আছে। বহু সংখ্য স্ত্রীলোক পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি পেশাবরে যে একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক আপনাকে বিধবা বলিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এক জন পাঠানকে বিবাহ করিয়াছে, উহার একজন স্বামী বাহির হইয়াছে, সে উহার নামে নালীশ করিয়াছে। হায় দুষ্ট ছেলের মা!! বঙ্গদেশের ঠিকাজমী আর ইউরোপীয় স্ত্রীদিগের স্বামী উভয়ই তুল্য।

আগামী ১৫ ই জুন সোমবার সেনেট হাউসে কলিকাতা মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক ও প্রশংসা পত্র দান করা হইবে। কলিকাতার লার্ড বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

একজন বারিষ্টার কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ [illegible] হইতেছেন।

মান্দ্রাজের একটী [illegible] কর্ত্তা সম্প্রতি [illegible] কড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] প্রচার করিয়াছেন, ঠিক সময়ে [illegible] আফিসে আসিতে যত [illegible] মিনিটে [illegible] এক এক টাকা জরিমানা দিতে হইবে। [illegible] মাসের শেষে বেতন [illegible] হইতে কিছু কিছু দিতে আসিতে হইবে।

বর্ষিতি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

৭ ই জুন পর্য্যন্ত এবৎসর কলিকাতায় ১০॥ ইঞ্চ পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছে, গত ১০ বৎসরের বৃষ্টিপরিমাণ [illegible] গড়ে প্রতি বৎসর [illegible] হইয়াছে ইহা তদপেক্ষা [illegible] ই জুন পর্য্যন্ত বৃষ্টি সম্বন্ধে [illegible] সন্তোষকর [illegible] মান্দ্রাজে [illegible] জন্মিয়াছে। [illegible] বলিয়া রাজসাহীতে [illegible] মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] বৃষ্টি হয় নাই, বণিকদিগের [illegible] চলিতেছে হাজারিবাগে [illegible] হইয়াছে।

এসপ্তাহে গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী [illegible] সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টি [illegible] মধ্যে রৌদ্র হওয়াতে [illegible] সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলে [illegible] জল বৃদ্ধি হইয়া [illegible] দিয়াছে। উত্তর [illegible] বারাণসীতে প্রচুর [illegible] বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে। [illegible] জুন উত্তর দরভাঙ্গায় [illegible] জল হইয়া বিশেষ উপ কার করিয়াছে। দক্ষিণ ত্রিহুত এবং সারণে সুবৃষ্টি হইয়াছে, এবং যদি সুবর্ষা হয় এবং [illegible]

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হেতমপুরের জমীদার বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এই দুর্ভিক্ষ সময়ে যথেষ্ট বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। ২৩ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে তিনি রিলিফ কার্য্যে ১৭৩৯৭ লোক নিযুক্ত করেন, অন্নছত্রে প্রতিদিন ৩১০ জন পীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান করেন এবং যে সকল দরিদ্র অথচ ভদ্র বংশজাত লোক অন্নছত্রে আহার করিতে অনিচ্ছু, তাহাদিগের ২৮০ জনকে প্রতিদিন চাউল বিতরণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের কমিশনর এই সকল বদান্যতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

দার্জিলিঙের কুলিরা চাউল ক্রয় করিবার জন্য নেপালে যাইতেছে। ব্রিটিশ রাজ্যের অপেক্ষা তথায় অনেক সস্তা দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ সিঙ্গাপুরে যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ তথায় ২০ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

৫ ই জুন রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, রাজসাহীর স্থানে স্থানে এবং নাটোর উপবিভাগে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। থানা নাটোরের অধীন কোন কোন স্থানের লোকেরা আম ও কাঁটাল সিদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি একজন সুবর্ডিনেট জুডিসিয়াল আফিসর নাটোরের ৬ মাইলের মধ্যে দুটী পল্লী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, একটী বিধবা ও তাহার কয়েকটী পুত্র অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, উহাদের ঘরে আহার সামগ্রীর মধ্যে একটী মাত্র কুমুড়া ছিল। নাটোরে একটি অন্নছত্র খোলা হইয়াছে।

বীরভূম হইতে এক ব্যক্তি উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, তথায় অনেকের অনাহারে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গানাটিয়া নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাহার অনেকগুলি পরিবার, তাহার যে কিছু খাদ্য সঞ্চিত ছিল তাহা নিঃশেষ হওয়াতে [illegible] তাহাদের বড় কষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারবর্গের অনাহার জনিত ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া পল্লীর বাহিরে একটী বৃক্ষে উঠিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার চেষ্টা করে এমন সময় এক ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করাতে সকলে আসিয়া পড়াতে উহার জীবন রক্ষা হয়। কি শোচনীয় ঘটনা!! শ্রমজীবী লোকদিগের বড় কষ্ট নাই, পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের এক প্রকার চলিতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীরই বড় কষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের জন্য শীঘ্র একটী উপায় না হইলে অনেকের অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কেও গ্রন চড়িয়ার একজন দুর্ভিক্ষ প্রদেশস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত সপ্তাহে জলপাইগুড়িতে কতকগুলি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক পেটের জ্বালায় এক জনের সঞ্চিত শস্য লুঠ করিবার জন্য আক্রমণ করে। ইহাতে তাহাদের দুইজন হত ও কয়েকজন আহত হয়। যখন এই ঘটনা হয় তখন চাউল টাকায় ৮ সের বিক্রয় হইতেছিল। এ সপ্তাহে বক্সা দুয়ারেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও অনেকে হত ও আহত হয়।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর পূর্ব্ব মধ্য ও দক্ষিণ ত্রিহুত ভ্রমণ করিয়া মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে জানা যায় এই সকল স্থানে যেরূপ শস্যের প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শস্যের প্রয়োজন। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট গডন সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, ফেব্রুয়ারির শেষে মজঃফরপুরের চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কষ্ট আরম্ভ হয়, সে সময়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় সন্তান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে মজঃফরপুরে দুই লক্ষ লোককে সাহায্য দান করা হইতেছে এবং সীতামুরীতে যে চাউল সঞ্চিত ছিল তাহা মধুবনীতে পাঠান হইতেছে। ত্রিহুতে সাধারণ লোকের ব্যবসায়ের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টের শস্যে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ১১ ই জুন সার রিচার্ড টেম্পল দিনাজপুর ও রাজসাহী বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড কমিটী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রাদি দিবার মানস করিয়াছেন।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি মির্জ্জাপুরের উত্তর হইতে বিহারে ১০২৭১ টন শস্য লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চল হইতে ৩৮০৩ টন মাত্র গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান অবজার্ব্বর গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ হইলে আর তাঁহারা যেন লোকদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা না করেন। যদি শেষাবস্থায় নিতান্তই সাহায্য করিতে হয় সামান্য মাত্র সাহায্য করিবেন, কারণ এরূপ না করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করিলে লোকে দুর্ভিক্ষকে ভয় করিবে না।

—:॰:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই জুন। যশোহরের কানুনগো বাবু বরদা দাস বসু কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ ডবলিউ জে, রিস প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন।

টি, এম কার্কউড দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন, কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রাপ্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রাপ্ত নিধি হইবেন।

এচ, মোসলি।
এ, উইকস।
টি, ই কল্পেহেড।
এফ, জে, জি, কাবেল।
জে, এফ, ব্রাকবর্ন।
ই, এচ, [illegible]

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন

সি, ডি, সি উইন্টার।

জে, ই, বি, জেফি।

জে, কিলিহার।

সি, এম, করি।

জে, সি, ভিসি।

পি, নোলান।

৯ ই জুন। জে টুইডি কিছু দিনের জন্য রাজসাহীর ডিষ্টিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চাল্লিখিত বিভাগের রিলিফ আফিসর হইলেন।

জি, জে নিকোলাস— দিনাজপুর।

ডবলিউ এ, লিডহাম—জলপাইগুড়ি।

৮ ই জুন। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় বরিশালের চিকিৎসা ভার পাইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই মে। লক্ষ্মীপুর নীলকুঠির ম্যানেজর জে ও বি সিলিস মানভূমে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১ লা জুন। নিম্নলিখিত আফিসরেরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

গোয়ালন্দের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস আর রকেট।

এটিয়া উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হ, এস, রিলি।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, জে ফেজার।

মুন্সীগঞ্জের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়।

৮ ই জুন। নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিহুতের অন্তর্গত হুগলী সার্কেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী সায়দ মহম্মদ মোসিন।

হোসেনপুর সার্কেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বিরজাবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

বাবু বরদাদাস বসু যিনি যশোহরের সব [illegible] কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বক্সারের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ইশ্বরিপ্রসাদ সিংহ।

মতিহারির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ

৯ ই জুন। টি, জে মরে সি, এস ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশের মধ্যে একজন জষ্টিসঅব দি পিস হইলেন।

কুচবিহারের সহকারী কমিশনর ডবলিউ ও, এ বেকেট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং জলপাইগুড়ির সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা যাহারা রিলিফ আফিসর হইয়াছেন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জি, জে, নিকোলাস দিনাজপুর।

ডবলিউ এ, লেডহাম—জলপাইগুড়ি।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই জুন। যে মেইল ১৫ ই মে কলিকাতা হইতে এবং ১৮ ই মে বোম্বাই হইতে যায় উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৫৮০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে

লণ্ডন ১০ ই জুন। মে মাসে গ্রেট ব্রিটন হইতে ২১ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। উক্ত মাসে ২৮ কোটী টাকার পণ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

সোলাপুরের প্রিন্স বাহাদুর বাহেব স্মরণার্থ চিহ্ন ফোরেন্সে খোলা হইয়াছে

আরাগনে ডন আলফন্সের অধীনে আট হাজার কার্লিষ্ট পরাজিত হইয়াছে।

আমাদিগের ময়মনসিংহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এ প্রদেশে এবার যে পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি না হইলে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কাই ছিল না, কিন্তু এখন রপ্তানি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে চাউল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি মন করা ৩ টাকা মূল্য স্থানে ৫ টাকা দিতে চাহিলেও সহজে চাউল পাওয়া যাইতেছে না, এরূপ সমগ্র প্রদেশে চাউলের এতাদৃশ অভাব হইয়াছে, যে অনেকেরই এক্ষণে অনাহারে কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। বাজারে মহাজনের গৃহে চাউল নাই বলিলেও হয়, যাহার ঘরে যে কিছু পরিমাণ চাউল সঞ্চিত আছে [illegible] লোকের পাইবার আশা নাই, সুতরাং কেহ কেহ বলপূর্ব্বক অপরের সঞ্চিত ধান্য চাউল গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে দিনযাপন করিতেছে।

সেদিন অপর দেশীয় কএক খানি চাউল পূর্ণ নৌকা ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় এদেশীয় কএকজন মহাজন সেই নৌকায় উঠিয়া চাউল ক্রয় করণার্থ অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নৌকাস্থ লোক জন চাউল বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে অত্রস্থ জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উক্ত শোচনীয় ঘটনা প্রকাশ করিলে উপযুক্ত মহাত্মা দ্বয় ভিন্নদেশাগত মহাজনদিগকে চাউল বিক্রয় করিতে আদেশ প্রদান করিলে তাহারা একেবারে অস্বীকার করণান্তর অপর দেশে যাইতেছিল ইত্যবসরে দুই তিন শত লোক একত্রীভূত হইয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। সহরের অদূর বর্ত্তী বেগুন বাড়ীতেও এইরূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে, জেলার মাজিষ্ট্রেট ও পোলিস এই দুঃখের কথা শুনিয়া আসামি দিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বটে কিন্তু বিচারে তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না এরূপ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কারণ তাহারা পেটের জ্বালায় উক্ত রূপ অন্যায় আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আমরা বিশেষ রূপ জানিয়াছি এদেশে দুর্ভিক্ষের আর বাকী নাই, যে দিকে যাই সেই দিকে "হা অন্ন" "হা অন্ন" এই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশিত হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় জমী

দাবগণ যদি শীঘ্র কোন উপায় অবলম্বন না করেন তাহা হইলে বহুসংখ্যক লোককে অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। এপর্যন্ত এ প্রদেশে কাহারও অন্নাভাবে মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু আজ কালি যেরূপ চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র অনেককে মরিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় জমিদারগণ দুঃখী বিশেষতঃ অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে অন্নছত্র না খুলিলে তাহাদের আর উপায় নাই।

আমাদের জজ সাহেব মণকরা ৩ টাকা হিসাবে চাউল বিক্রয় করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত মূল্যে কেহ চাউল বিক্রয় করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। এই নিয়মটি সম্পূর্ণ আমাদের মনোনীত হইয়াছে বটে কিন্তু অধিকাংশ লোকেই এদরে চাউল বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণকে চাউলের অভাবে যার পর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। যাহাতে সকলে চাউল পাইতে পারে তদুপায় বিধান করাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছিল এক্ষণে তদনুরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে রবিশস্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে আশু ধান্যের গাছ সমুদায় মরিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে! শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি এবং তদানুষঙ্গিক দেশের দুরবস্থার একশেষ হইবে।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই বসন্ত ও ওলাউঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে। বিশেষতঃ জামালপুরে ওলাউঠার ও সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত কর্ণপাটীতে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৮১

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

বিগত রাত্রে বনয়ারী আবাদে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া যায়। যে গৃহ দুষ্টমতি দস্যুদের দুরভিসন্ধি সাধনের স্থল হয়, তাহা একজন কাটোয়া বাসী মহাজনের অধিকারভুক্ত। এই গৃহে নানা বিধ দ্রব্যের ব্যবসায় চলিয়া থাকে। সুতরাং নানাবিধ দ্রব্য ভিন্ন অনেক নগদ টাকা থাকিবারও সম্ভাবনা। দস্যুমায়েসেরা প্রায় রাত্রি একটার সময় গৃহ আক্রমণ করে। যে যে ভৃত্য গৃহ মধ্যে নিদ্রিত ছিল, তাহারা দৃঢ় রূপে রজ্জু বদ্ধ হয়। কেবল এক জন মাত্র কর্ম্মচারী অতি কৌশলপূর্ব্বক তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে এড়াইয়া আইসে। তাহারই চীৎকারে লোক জাগরিত হয়। বনয়ারী আবাদ রাজসংসারে যে কয়েক জন পাঠান রাত্রি প্রহরী রূপে নিয়োজিত আছে, তাহারা নিঃশঙ্ক চিত্তে দস্যুদের প্রতি প্রধাবিত হয় বলিয়া তাহাদের দুষ্ট প্রবৃত্তির সম্যক চরিতার্থতা সাধিত হইতে পায় নাই। শুদ্ধ লোকের কোলাহলে ত্রাসিত হইয়া দস্যুরা কিছু লইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই, তবে কয়েক জন লোককে ভয়ানক রূপে আহত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছে। এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে যে স্থানে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়, তথা হইতে পুলিস ষ্টেসন এক মাইলের বড় অধিক হইবে না।

২। সম্প্রতি কামালপুরের জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান একটী পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করাইতেছিলেন। বহু মৃত্তিকা পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত হইলে একটী দেবমন্দিরের শৃঙ্গ দেশ সাধারণের নয়নগোচর হয়। তখন সকলে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ আগ্রহসহকারে খনন কার্য্য চালায়, পরিশেষে একটী সম্পূর্ণ মন্দির বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পুকুরস্বামী আপন ধর্ম্মের জয় উদ্‌ঘোষিত করণ অভিলাষে মন্দিরের এক স্থানে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য প্রক্ষেপ করেন। চমৎকারের বিষয় এই সেই রাত্রে মিঞা সাহেবের মুখ হইতে অকস্মাৎ প্রবল বেগে শোণিত বহির্গত হয়। এমন কি তখন তাঁহার জীবন লইয়া টানা টানি পড়ে। সেই অবধি পুকুরের কার্য্য বন্ধ আছে। মিঞা ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। ফলে এই বিষয় লইয়া জেলায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কামালপুর বীরভূমের প্রধান স্থান সিউড়ির অতি নিকট।

৩। রাইপুরের জন্য আমরা বরাবর চীৎকার করিয়াছিলাম। এতদ্দিনে আমাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য তথায় আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি সে দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর লোকেরই এক এক রূপ উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা যদি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে রাইপুরের অধিবাসীরা এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে।

৪। বীরভূমের সকল স্থানে এপর্য্যন্ত সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হয় নাই। কৃষি কার্য্য স্থানে স্থানে বন্ধ রহিয়াছে। এ বারে আবার আমাদের অদৃষ্টে কি লেখা আছে বলা যায় না। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত মনোযোগ রাস্তার দিকেই সংযত থাকিল। মাঠের পুকুরগুলির সংস্কার জন্য আমরা পুনঃ পুন প্রস্তাব করিলাম, সে দিকে তাঁহাদের মনোযোগ কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না।

৬ ই জুন
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ইলছোবা মোণ্ডলাই গ্রামের
অন্নকষ্ট জলকষ্ট
মারীভয়।

বর্ত্তমান বর্ষের দুর্ভিক্ষজন্য দেশে বিদেশে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে, গবর্ণমেণ্টও প্রভূত বদান্যতা সহকারে অজস্র অর্থ বিতরণ করিয়া অন্নকষ্টাপন্ন ব্যক্তিবর্গের ক্লেশ দূর করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি রাজসাহী ডিবিজনের সুযোগ্য কমিসনর সাহেব [illegible] কার্য্যের জন্য [illegible]

তাঁহার অধিকার মধ্যে বোধ হয় এরূপ গ্রাম নাই যেখানকার দরিদ্র অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য না পাইতেছে। অন্যান্য ডিবিজনের কমিশনরেরা কিরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু হুগলী জেলার রিলিফ কার্য্য দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত জেলার একটী গ্রামের নামোল্লেখ করিতেছি তৎপাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে ঐ জেলায় রিলিফের কার্য্য কিরূপ হইতেছে। ঐ গ্রামের নাম ইলছোবা, ইহা থানা পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত এবং নিজ হুগলী হইতে ১৩ মাইল মাত্র উত্তরে অবস্থিত। এই দুর্ভিক্ষোপলক্ষে হষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের খন্যান ষ্টেষণ হইতে কালনা পর্য্যন্ত যাইবার নিমিত্ত একটী রাস্তা করিবার জন্য এই গ্রামস্থ এবং সন্নিকটস্থ গ্রামস্থ লোকেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরাও এজন্য একবার সোমপ্রকাশে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। তাহা করিলে ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ শ্রমজীবী লোকদিগের এক প্রকার অন্ন সংস্থান হইত কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে এই সকল গ্রামের শ্রমজীবী লোকদিগের এবং অনাথ নিঃসম্বল ভদ্রবংশীয় বিধবাদিগের যে কিরূপ অন্নকষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া দেশের ধনবান লোকেরা যে অর্থ বিতরণ করিতেছেন এই সকল গ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজারা কি তাহা পাইবার যোগ্য নহে? আমরা জানি ইলছোবা গ্রামের এক প্রাণীও এই বিপদের সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী পয়সাও সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এস্থানের দরিদ্র লোকদিগের কোন দিন উদরান্নের সংস্থান হইতেছে কোন দিন হইতেছে না কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। পাণ্ডুয়ার পুলিষ হইতে এই মাত্র এক বিজ্ঞাপন গিয়াছে যে গ্রামে যদি কাহারও অন্নাভাবাদি হয় তবে চৌকীদার প্রভৃতি যেন থানায় গিয়া সংবাদ দেয়। এবিজ্ঞাপনে কোন ফল হয় নাই। চৌকীদারেরা এরূপ বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক নহে যে তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। রাজসাহী ডিবিজনে যেরূপ হইতেছে সেইরূপ যদি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী গ্রামে গ্রামে যাইয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে গ্রামে কত লোকের অন্নাভাব হইয়াছে।

অন্নকষ্টের ত কথা ঐ পর্য্যন্ত। জলকষ্টেরও পরিসীমা নাই; গ্রাম মধ্যে ২। ১ টী বড় পুষ্করিণী ভিন্ন সকল পুকুরই শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বড় পুকুরগুলিও বহু বহু লোক কর্ত্তৃক নানারূপ নিরন্তর ব্যবহৃত হওয়ায় কর্দ্দমাক্ত ও দূষিত হইয়া গিয়াছে। সেই মাত্র দূষিত জল ব্যবহার করায় মোল্লাই ও ইলছোবা গ্রামে ওলাউঠা রোগের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মধ্যে ২। ৩ দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইলেও কিছুতেই পীড়ার সম্যক্ নিবারণ হইতেছে না। উক্ত পীড়া জন্য ঐ দুই গ্রামের বিস্তর লোক মারা পড়িয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের বিনয় বচনে প্রার্থনা তাঁহারা ইলছোবা গ্রাম মধ্যে একটী বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া অন্নকষ্টাপন্নদিগের কষ্ট দূর করুন এবং অবিলম্বে ঔষধ সমেত একজন ডাক্তার প্রেরণ করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত রোগাক্রান্তদিগের জীবনদান দিয়া প্রজা রক্ষা করুন। কিছু দিন এরূপ অবস্থায় থাকিলে গ্রামের কি দুরবস্থা হইবে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়।

ইলছোবা }
১১ ই জ্যৈষ্ঠ }

মহাশয়। দুর্ভিক্ষের অগ্নিশিখা চারিদিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। শস্যশালিনী বঙ্গভূমির দুর্দ্দশা দেখিয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য সুসভ্য জাতিগণ দয়ার্দ্র হৃদয়ে চাঁদা তুলিতেছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণ ভগিনী বঙ্গভূমির দুঃখে দুঃখী হইয়া স্নেহ হৃদয়ে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। স্বদেশ দেশী অনেক মহোদয় এদেশের উপকারার্থে — তুলিতেছেন। পঞ্চ সহস্র ক্রোশাধিক দূরে স্থিত এক ভারতবর্ষের জন্য ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিগণ অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছেন। আচার ব্যবহার ধর্ম, শাসন, রূপ, অবয়ব প্রভৃতি সকল প্রকারে বিভিন্ন হইয়াও আমরা তাঁহাদের স্নেহভাজন হইয়াছি। বিশেষতঃ শস্যশালিনী বঙ্গভূমি যায় অনেক দেশকে স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা পোষিত করিয়া আজি নিজে আহার হীন হইলেন, এই জন্য বিদেশীয়দিগের অনুকম্পা অধিকতর হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় বন্ধু এরূপ লিখিয়াছেন। "ভারতবর্ষের মধ্যে রূপ দিনী শস্যে অধিকতর হেতু সোণার বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেখানে দুর্ভিক্ষ, ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের ও আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে"।

দেশেতেও অনেকে অনুকম্পা হৃদয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। এই প্রকৃত দানের সময় এই দয়ার সময়, এই স্বদেশানুরাগিতা প্রকাশের সময় এবং ইহাও বলিতে হইবে এই উচ্চ উপাধি প্রয়াসীদিগের ও উচ্চ পদাভিলাষীদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণের সময়। এই সময়ে টাকা খরচ করিয়া অনেকে রায় বাহাদুর, "রাজা বাহাদুর" প্রভৃতি উপাধি কিনিবেন। যাহা হউক যে উদ্দেশে হউক দরিদ্র লোকের হিতসাধনে অর্থ ব্যয় করিয়া যদি কেহ এইরূপে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন আমরা তাহার বিরোধী নহি।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর এই দুর্ভিক্ষে অনেক মহানুভাবতা প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ১০০০০ টাকা চাঁদা দান ব্যতীত বর্দ্ধমান, বুদবুদ, কালনা প্রভৃতি অনেক স্থানে অন্নছত্র সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় তত্ত্বাবধান জন্য নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু বনবিহারী কপূর ও প্রাইভেট সেক্রেটরি ফিশার সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্নছত্র সদাব্রতে প্রাত্যহিক প্রায় ২০০০ লোক চাউল দাউল, আটা লবণ প্রভৃতি পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যতদূর মনোযোগী মহারাজ বাহাদুরও ততদূর মনোযোগী। শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট

লতা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ভরসা করি এবারে আর মহারাজকে কোন সম্বন্ধে বঞ্চিত করিবেন না।

কিন্তু সম্প্রতি মহারাজ এতদ্রূপে বদান্যতা পরিচয় দিতেছেন, তাঁহার নিজ আমলা ও অন্যান্য কর্মচারিগণের প্রতি নিতান্ত কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছেন। শুনা যায়, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ১০ টাকার অনধিক বেতনের চাকরগণের ২ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। সে বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই এবং সকলেরই বেতন কর্ত্তন জরিমানা প্রভৃতি হইতেছে। এই অসময়ে মহারাজের তাহাদের উপর কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করা উচিত। কিছু দিনের মধ্যে বেতন কর্ত্তন ও জরিমানা দ্বারা প্রায় ৩০০। ৪০০ টাকা আদায় হইয়াছে। কর্ম্মচারীগণ অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে হয় ত মহারাজ চাঁদায় প্রদত্ত টাকা তাহাদের বেতন হইতে উঠাইয়া লইবেন। যাহা হউক, মহারাজের এ সময়ে আর তাহাদের উপর নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়। প্রার্থনা করি মহারাজ এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। অনাহারী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভিক্ষুকেরা যেরূপ দয়ার পাত্র মহারাজের সম্বন্ধে ইহারাও তদ্রূপ দয়ার্হ।

বর্দ্ধমান
১ লা জুন ১৮৭৪ } নিতান্তানুগত
শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী।

—:০:—

মহাশয়! সে দিনকার মিরারে দেখিলাম, ঠাকুর আখ্যাত ভওয়া নগরের যুবরাজ চারিটী বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই বিবাহ উদ্দেশে সম্প্রতি চারি জন রমণী মনোনীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বর্দ্ধমান রাজ দুহিতা অন্যতম নির্দ্দিষ্ট আছেন। ভাল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ বর্দ্ধমান কোথায়? আমাদের বোধ হইতেছে, বর্দ্ধমান নামে পশ্চিম অঞ্চলে একটী স্বতন্ত্র স্থান থাকিবে, সেই স্থানের অধিরাজ দুহিতা যুবরাজের প্রণয়পাত্রী হইয়া থাকিবেন। আমাদের বর্দ্ধমান পরিণয়ে কোন সংস্রব থাকিতে পারে না। আমরা জানি, ধিরাজ বাহাদুরের একটী মাত্র কন্যা আছে। তিনি বৈধব্য দশায় কালক্ষেপ করিতেছেন। মহাশয়! আমরা মফস্বলবাসী, আমাদিগকে এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা কথা শুনিতে হইতেছে, আমাদের অনুরোধ, আপনি এবিষয়টীর পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিন।

৬ ই জুন } একজন
১৮৭৪ } মফস্বল বাসী।

—:০:—

নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৫ ই জুন
ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে গুরপুর	২	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	১
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	১

সন ১৮৭৪ সালের ৮ ই জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ
৩

বহরমপুর
৮ ই জুন
১৮৭৪ } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বামনারায়ণ কোঙর
রোসড়া ৫৷০
" " রসময় দাস—ডায়মণ্ড হারবর ৫৷০
" " অন্নদা প্রসাদ দে চৌধুরী
শ্রীরামপুর ১৲০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্টাম্প চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে সোমপ্রকাশ যন্ত্রে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৯ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ২২ এ জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে।

আগামী ১ লা জুলাই অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত গাইটবাধা নয় এরূপ পাটের যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইল। ঐ পাট দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে প্রতিমণ অর্দ্ধ পাইয়ের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

শিয়ালদহ টার্ম্মিনস } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
১ লা জুন ১৮৭৪ } এজেন্ট

রুদ্রাক্ষ তৈল।

শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা অন্য যে কোন কারণে উক্ত পীড়া উৎপন্ন হয় এই ঔষধ সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবেক।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা।

অম্ল রোগের পরমৌষধ।

বক্ষঃস্থল জ্বলন বা আহারের অন্তে বমন যে কোন প্রকার অম্ল রোগ ঘটিত ব্যামোহ এই ঔষধ সেবনে অল্প সময়ে একেবারে আরোগ্য হইবে।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা মাত্র। উভয় ঔষধ পটলডাঙ্গায় রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে ১৬ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রহসন।

উক্ত পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা ১১৫ নং চোরবাগান ডিস্পেন্সরিতে আমার নিকট পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৶০ ডাক মাসুল /০ আনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে } শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭৪ } রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত

	মূল্য	ডাকমাসুল।
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	।০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	।০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

	মূল্য	ডাকমাসুল।
প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	১৶০
এনাটমি	৪।০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

	মূল্য	ডাকমাসুল।
বাল্যচিকিৎসা	৫	।৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল।

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে, দূত আফিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩১৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাসুল /০।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩।০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ৶০।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ্, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্ক্রপসান) মূল্য ১।০ ডাক মাসুল ৶০।

৩। গান্ধবান্ধব—যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র প্রণীত (কৌতুকতরঙ্গিণী) নামক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণ রূপ সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাজী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী উহাতে সন্নিবেশিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা।

পদ্যাবলী ১ ম ভাগ নামক পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাতে বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী হিতোপদেশ পূর্ণ পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ৵ আনা।

যাহাতে বালক বালিকাদিগের অতি সহজে বর্ণপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ ম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং বিদ্যাদর্পণ ২ য় ভাগ বর্ণ পরিচয় নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিলাম, ইহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত কয়েকটী পদ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য / এবং /৫। পুস্তকব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কামিসন দেওয়া যাইবেক। কুল বুক সোসাইটী চীনা বাজার এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

জেনরল লাইব্রেরি ১২৭ নং চিৎপুররোড — শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত "ঐতিহাসিক রহস্য" প্রথমভাগ প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১/০ সতর আনা মাত্র।

———

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০, ডাকমাশুল ।৶০ যাণ্মাসিক ডাকমাশুল সমেত ।৶০। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶০। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

বালীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট — বরণ এণ্ড কোং।

—০—

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল — শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

———

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৴০ তিনআনা। মফঃস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ :

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধি বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৶ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ॥ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সত্বর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ

পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোমাকিক্ এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥।

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুন্দরবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুল পেটের পীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৌষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী রোগীর বহুদিনের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দাম কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ।৵ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২৯ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

"মনিটর"।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম শনিবার অবধি "মনিটর" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং সংবাদ সন্নিবেশিত থাকিবে। দেশীয় সমাজের উন্নতি চেষ্টা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রজা সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য ইহার এইরূপ মূল্য স্থির করা গেল—

কলিকাতায়	বার্ষিক ৩ টাকা	
মফস্বলে	" ৪	"

পত্র খানি রয়াল ৮ পেজির এক ফর্ম্মা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্রাদি লিখিতে হইবে।

নূতন সংস্কৃত প্রেস
কলিকাতা ২০এ জুন
১৮৭৪

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ

---

২৪ পরগণার অন্তর্গত অনরপুরের মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিভক্ত অর্দ্ধাংশ নিম্নলিখিত করারে পত্তনি দেওয়া যাইবে।

১ ম—সমুদায় অংশ এক লাটে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ডিহি পৃথকরূপে পত্তনি দেওয়া হইবে।

২ য়—প্রত্যেক ডিহির অপর পার্শ্বে যত টাকা মুনাফা লেখা আছে, জমীদারেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি ঐ পরিত্যক্ত মুনাফার উপযুক্ত ক্রয় মূল্য প্রাপ্ত হন এবং অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সেলামী দিতে হইবে, উহা জমীদারদিগের খাজনা স্বরূপ থাকিবে, যেমন বন্দোবস্ত করা হয়

৩ য়—ক্রয় মূল্য এবং সেলামীর জন্য আগামী ১৫ ই জুলাই দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে এটর্ণি বাবু দীননাথ বসু অথবা কলিকাতা সিমলা ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটে বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের নিকট আবেদন করিতে হইবে, সেই খানে লেখা পড়া হইবে।

৪ র্থ—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিবেন তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

৫ ম—আবেদন গ্রাহ্য হইলে উক্ত বাবু দীননাথ বসু যাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহাকে গ্রাহ্য হইল বলিয়া নোটিশ দিবেন এবং উক্ত আবেদনকারীর বাটীতে ঐ নোটিস লটকাইয়া দিলেই তাহা ঠিক হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬ ষ্ঠ—আবেদন গ্রাহ্য হইলে যাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইল তাহাদিগকে উক্ত নোটিসের দিবস অবধি ১৫ পনর দিনের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব আবেদনের সমুদায় টাকা এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহার ঐ টাকা লইবার ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ম—ক্রয় মূল্য দেওয়া হইলে পর জমীদারেরা পত্তনিদারদিগের খরচায় পাট্টা লিখিয়া দিবেন, জমীদারদিগের এটর্ণি ঐ পাট্টা অনুমোদন করিলে পর পত্তনিদারেরা স্ব স্ব ব্যয়ে কালেক্টরিতে নিজ নিজ পত্তনির পৃথকরূপে রেজিষ্টরি করিতে পারিবেন।

৮ ম—পত্তনির পাট্টার নিম্নলিখিত রূপ করার সকল থাকিবে—

(১ ম) ১২ বারটী মাসিক সমান কিস্তিতে খাজনা দিতে হইবে। প্রতি কিস্তি মাসের প্রথম দিবসে দিতে হইবে, এবং এই খাজনা প্রত্যেক জমীদারের অংশ মত পৃথকরূপে এমন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহাকে বা যাহাদিগকে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ঐ খাজনা লইবার জন্য মনোনীত করেন। (২ য়) জমীদারদিগের দ্বারা বা অন্যরূপে এক্ষণে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে যত কর দেওয়া হইতেছে অথবা ইহার পর দিতে হইবে পত্তনিদারদিগকে সে সমুদায় দিতে হইবে। (৩) নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথা ক্রমে ঐ খাজনা ও কর না দিলে বার্ষিক শত করা ১২ টাকার হিসাবে ঐ খেলাপি টাকার সুদ ধরা হইবে এবং সুদ সমেত ঐ খাজনা খেলাপ হইবা মাত্র অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্ম অনুসারে আদায় করা হইবে। (৪ র্থ) এক্ষণে যে জমা আছে পত্তনিদারেরা তাহার কম জমায় পত্তনি মহাল কিম্বা তাহার কোন অংশ দরপত্তনি দিতে পারিবেন না। (৫ ম) পত্তনিদারেরা তাহার মহালের তাবৎ জমী প্রজাবিলি করিয়া জমা বন্দী করিতে পারিবেন।

৯ ম—ঐ সম্পত্তির আয় পরপৃষ্ঠে লিখিত হইল, পূর্ব্বোক্ত ক্রয় মূল্য এবং সেলামি টাকা জমা দিবার পর তিন মাসের মধ্যে পত্তনিদারেরা ঐ আয় নিরিখে জমীদারদিগের নায়েবের নিকট মুকাবিলা করিতে পারিবেন, এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর কম আয় বলিয়া যে ন আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা শুনা যাইবে না, কম আয় এই ওজরে পত্তনি কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ হইবে না।

১০ ম—এক্ষণে মহালে যে বাকী খাজনা পড়িয়া আছে পত্তনিদারেরা তাহা নিজ ব্যয়ে আদায় করিতে পারিবেন এবং আদায়ের জন্য জমীদারের, [illegible] ১০ দশ টাকা কমিশন দিবেন।

জমীদারীর ভিতরের কোন [illegible] বাগান পুষ্করিণী কিম্বা কোন ব্রহ্মোত্তর [illegible] ও দেবোত্তর এবং খরিদা জমী এই পত্তনির অন্তর্গত হইবে না। এই সকলের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হইবে।

ডিহি ও মৌজার নাম।	মোট খাজনা টাকা।	অনাদায়ী প্রভৃতি খাজনা বাদ। টাকা।	বাকী খাজনা টাকা।	বট্টা আদায় টাকা।	মোট আদায় টাকা।	মফস্বলের সরঞ্জামী ব্যয় বাদ টাকা।	বাকী খাজনা টাকা	মুনফা রেহাই টাকা।
ডিহি আজুলাপুর	৬৯৬৪৸/১১	১৮৬০।৯।	৫১০৪।৶১৸	৫০৸১১৸	৫১৫৫৶১৩॥	২১০	৪৯৪৫৶১৩॥	২০০০
„ সুহাই	১২৪২৭।৶১৯৸	৬০৭৮(১৪॥	৬৩৪৯৸৶৫।	৬১৮৶১৯৸	৬৪১১।৶৫	২১০	৬২০১।৶৫	৩০০০
„ চন্দ্রপুর	১০১২২(৯	২৯৪৯॥/১	৭১৭২।৶১	৭০৮/৪।	৭২৭৩।১২।	২৮৭	৬৯৫৬।১২।	৩০০০
„ ভারা	৭৩৮৪॥৶৭॥	১৬২৬৸/১৫৭	৫৭৫৭৸১১৸	৫৩।৶৫	৫৮১১৶১৫৸	২০৫	৫৫২৬৶১৬৸	২০০০
„ চণ্ডীগুড়ি	৬০২৫(৯।	১১৫১৸/১১	৪৮৯৩৶১৭৸	৪৩/৫॥	৪৯৩৬।৩।	২১২	৪৭২৪।৩।	২০০০
„ কোতরা	৬২৪১(২।	১৫৩৮৶৯	৪৭০২৸১৩।	৪৪॥১১৸	৪৭৪৭।/৫	২৫৭	৪৪৯২।/৫	২০০০
„ রোহন্দা	৫৮২২)৬	১৭৪৮।১৯	৪০৭৩॥৶৭	৪০৸১৸	৪১১৪।৶৮৸	১১৫	৩৯১৯।৶০৸	১৫০০
„ সেয়াড়া	৫৬০৯৶৭	১৬৫৬।/৩।	৩৯৬২৸৶৩৸	৩৩।৶	৩৯৯৬।৩।	২১৫৸	৩৭৮০॥৩৸	১৫০০
„ বামন ডাঙ্গা	৫৮১০৸১৭	১৫৯৮।৶৭।	৪২১১।/৯৸	৪১৸৶	৪২৫৪৶৯৸	১১০	৪০৬৪৶৯৸	২০০০
„ বড়বাড়ী	৭৭০৮।৶৩৸	১০৯৭॥/৭॥	৫৮১০৸১৮।	৫২॥৶১৩	৫০৬৩।৶১১।	২৫০	৫৬১৩।৶১১।	২৫০০
„ কৃষ্ণপুর	৩৯২৬।৶১৮৸	৮৪৩।/১৭।	২৫৮৩৶১॥	২১॥৶৬৸	২৬০৪৸/৮।	১৫৯৸	২৪৪৫/৮।	১০০০
„ বিষ্ণুপুর	৪২০০৶১১৭	৮২৫/১০৭	৩৬৭৫৶১	২২৶১২৸	৩৬৯৭/১৩৸	৬০	৩৬৩৭।/১৩৸	১০০০
„ ফালতি	৩৩৯০॥/১।	৪৬৭॥৶৬॥	২৯২২৸/১০৸	২৭॥৶১৬৸	২৯৫০॥/১১॥	১৫৫৪	২৭৯৫/১১॥	১০০০
„ কদম্বগাছী	২২৯৩॥১০।	৩৯৭(৩।	১৮৯৬॥৭	১৮৸/৫	১৯১৫।/১২	৯৯	১৮১৬।/১২	৯০০
„ নওয়াপাড়া	২০৭৮৸৯॥	৩৮৩৸৬	১৬৯৪(৩॥	১৫৸/৫	১৭১০৸/৮॥	৮০	১৬৩০৸/৮॥	৮০০
	৮৯৮৩২৮৶৫৸	২৫০১২।৶১৸	৬৪৮২০।৶৪	৬০৩॥৯।	৬৫৪২৩৮৶১৩	২৮৫৪	৬২৫৫৯৸৶১৩	২৬১০০

সোমপ্রকাশ।

৯ ই আষাঢ় সোমবার।

ভাবী দুর্ভিক্ষ।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ব্যয় হইতেছে ইহা দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে একটী চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। সেটী এই, ভারতবর্ষে ত দুর্ভিক্ষের অপ্রতুল নাই কিন্তু একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে যখন এত অর্থ ব্যয় ও এত চিন্তা তখন এইরূপ পুটীকত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে ত ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষ শাসন করা দুষ্কর হইবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় কি? ইংলিসমান বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে কতকগুলি লোক কমিলে বেহারের শস্য অপেক্ষা প্রজার সংখ্যা কমিয়া যাইত সুতরাং ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু সার জর্জ কাম্বেল ও লর্ড নর্থব্রুক হস্তক্ষেপ করিয়া প্রকৃতিকে নিজের ব্যবস্থার উন্নতি করিতে দিলেন না। সার সিসিল বীডন কয়েক সহস্র প্রাণীর মৃত্যু দেখিয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজস্বের এত অপব্যয় হয় নাই এবং উড়িষ্যাতে ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কারণ উৎপাদিত শস্য অপেক্ষা জন সংখ্যা অল্প হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন তখন জনসংখ্যা অপেক্ষা শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন উপায় করা উচিত।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি ইংলিসমানের এই নীরস কথাগুলি আমাদের ভাল লাগে না। ভবিষ্যত বিপদ নিবারণের কথা ভবিষ্যতে, বর্ত্তমান বিপদের সময় লক্ষ টাকা দিয়াও এক প্রাণী রক্ষা করা উচিত, ইংলিসমান ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করা মন্দ নহে। এবং ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করা কোন মতে যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হয় না।

আমরা কয়েকবার যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহাই আমাদের অধিক যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়। প্রথমতঃ খাল কেনাল প্রভৃতি খনন করিয়া জলসিঞ্চনের উপায় বিধান করা এবং তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ এমিগ্রেশন দ্বারা কতক সংখ্যক প্রজাকে স্থানান্তর করা। তৃতীয়তঃ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশে কতকগুলি পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করিয়া এদেশের প্রজাদিগের মজুরির মূল্যবৃদ্ধি করা এবং তাহাদের অশন বসনের চাল কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া। বাস্তবিক যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই প্রদেশের প্রজারা যে অতি যৎসামান্যরূপ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে তাহাই উহাদের সকল অনর্থের মূল সেই কারণেই ইহারা বিবাহ করিতে উৎসাহিত হয় এবং সেই কারণেই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অশন বসনের চাল বাড়িয়া গেলে তাহাদিগকে বিবাহ প্রভৃতি সাবধান হইয়া করিতে হইবে। সুতরাং এত প্রজাবৃদ্ধি হইবার পথ থাকিবে না। ফল কথা এই, এই উপায়গুলি পরে কর্ত্তব্য, আপাততঃ যে কোন প্রকারে হউক, সেই দরিদ্রদিগের প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

স্বর্ণ শৃঙ্খল খুলিয়া লৌহ শৃঙ্খল পরাও।

সকলেই বলেন, কাম্বেল সাহেব আইন অপেক্ষা স্বেচ্ছাচার ভালবাসিতেন এবং তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি? তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আপাততঃ ত ইহাকে প্রজাদিগের স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তিনি বোধ হয় বিবেচনা করিতেন যে অধীন ও অসভ্য জাতিদিগকে আবার আইন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসারে শাসন করা কি? সেরূপ শাসন প্রণালীর মর্ম্ম গ্রহ করিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই তাহাদের চক্ষে আইনবদ্ধ হইয়া শাসন করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আর ভয় কিম্বা শ্রদ্ধার পদার্থ থাকে না। তাহাদের জানা উচিত যে রাজাদিগের ইচ্ছাই তাহাদের আইন।

এই ভ্রান্ত সংস্কারের অধীন হইয়াই সার জর্জ কাম্বেল সকল বিষয়ে আইন অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারের ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জেলার মাজিষ্ট্রেটকে প্রকারান্তরে জেলার কর্ত্তা কর্ত্তা করা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আসামে এই ভাব যেরূপ সুপ্রকাশিত হইয়াছে এরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে আসাম একটী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার শাসনের ভার একজন চিফ কমিশনর এবং চব্বিশটি কমিশনর ডেপুটী কমিশনর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পচিশ জনের মধ্যে প্রায়ই মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের লোক, কেবল দুই তিন জন মাত্র সিবিলিয়ান ডিপার্টমেণ্টের লোক। এত অধিক পরিমাণে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের লোক নিযুক্ত করার অর্থ কি? স্বর্ণ শৃঙ্খল খুলিয়া লৌহ শৃঙ্খল পরান কি ইহার উদ্দেশ্য?

মিলিটারি লোকেরা সচরাচর উগ্র ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া থাকেন [illegible]

আইন অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করিয়া [illegible] তাঁহাদের কতদূর প্রভুত্বপ্রিয় [illegible] সম্ভাবনা তাহা পাঠকগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নূতন শাসন কর্ত্তাদিগের হস্তে আসাম বাসি [illegible] বোধ হয় কঠোরতর শাসন প্রণালীর মধ্যে বাস করিতে হইবে। [illegible] কিটিঞ্জের সুখ্যাতি আছে।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। এতগুলি কর্ম্মচারির মধ্যে দুইটী মাত্র সিবিলিয়ান গ্রহণ করা হইল কেন? ক্রমেই ত সিবিলিয়ানদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প হইয়া উঠিয়াছে। আসামের ন্যায় একটী নূতন প্রদেশে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে নিযুক্ত করা যাইত এইরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশই সিবিলিয়ানদিগের বুদ্ধি বিদ্যা বিকশিত হইবার উপযুক্ত স্থল। অনেকে বলিয়া থাকেন পূর্ব্ব কালের সিবিলিয়ানেরা নিয়মাদি দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন না; সুতরাং আপনাদের শক্তি প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন, এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী দ্বারা এতদূর নিয়মিত যে তাঁহারা কলের পুতুলের প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রবাদ যদি সত্য হয় নূতন আসাম প্রদেশ তাহার পরীক্ষা করিবার প্রধান স্থল। আইন বহির্ভূত প্রদেশে নিয়মের সেরূপ টানাটানি থাকে না সুতরাং তাহারা অনায়াসে নিজের বুদ্ধি বিদ্যা প্রকাশ করিতে পারেন। সিবিলিয়ানদিগকে এই অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করা হইল আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় যাহাদের হস্তে পরে গুরুতর শাসন কার্য্যের ভার পড়িবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে এই ক্ষেত্রে পূর্ব্বে নিযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করি

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টে বিশ্বাস করা যায় কি না?

দেশের সকল স্থানের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত রিপোর্ট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক সংখ্যা শস্য ও ভূমি প্রভৃতির অবস্থাদি নির্দ্ধারণ করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এখনই সম্ভব নহে। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারাই এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মফস্বলের কর্ম্মচারিরা কিরূপে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করেন যাহারা তাহা জানেন তাহারা বলেন, কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টের ন্যায় অবিশ্বাস্য আর কিছুই নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সভ্য সমাজে এই সকল সংবাদের ন্যায় প্রয়োজনীয় পদার্থ অতি অল্পই আছে; ইহাদের সাহায্যেই রাজনীতির কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে। সুতরাং এই সংবাদগুলির যাথার্থ্য বিষয়ে ত্রুটী থাকিলে রাজপুরুষদিগকে অনেক সময় অনেক ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের ঔদাসীন্য নিবন্ধন এবারে নিরর্থক কত সময় ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে। গত ভাদ্র মাসে অসময়ে বর্ষার বিরাম হইল, বর্ষার বিরামমাত্র সার জর্জ্জ কাম্বেলের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, ভয়ের সঞ্চার হইবামাত্র তিনি নিম্নতম কর্ম্মচারিদিগকে শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা হয় ত কোন চাষাকে পথে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে! এই যে বৃষ্টি বন্ধ হইল ইহাতে কি শস্যের ক্ষতি হইবে?" একে চাষা তাহাতে প্রশ্নকর্ত্তা হাকিম সুতরাং সে ব্যক্তি বলিল "আজ্ঞে হাঁ বাবু।" কর্ম্মচারি হয় ত শস্যের ক্ষেত্র হইতে একটী ধান্যের শিস তুলিয়া লইলেন এবং অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কয় আনা শস্য পাইবার সম্ভাবনা?" সে ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা হাকিমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "খোদাবন্দ! দুই আনা কি চারি আনা" তিনি কাছারিতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিলেন চারি আনা শস্য হইবার সম্ভাবনা।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহা একজন কার্য্যদক্ষ ও বিবেকবান কর্ম্মচারিই করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন বিবেকহীন শত শত ব্যক্তি কাছারি হইতে এক পদ না চলিয়াই ধ্যান যোগে সমুদায় অবস্থা অবগত হন এবং নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া সমুদায় বিবরণ লিখিয়া পাঠান। তাঁহারা উদাসীন ও অলসভাবে যে কথা লিখিয়া পাঠাইলেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর প্রকৃত প্রস্তাবে তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তার সংযোগে সংবাদ সিমলায় গমন করিল, লর্ড নর্থব্রুক সকল কার্য্য রাখিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, একেবারে দেশ ভয় ও আশঙ্কাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে কর্ম্মচারিদিগের প্রেরিত রিপোর্টগুলি ভ্রমপূর্ণ ও বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হইতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্টও সেই পরিমাণে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যদি ভাবিয়া দেখা যায় নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগের এই অসাবধানতাই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সমুদায় বিবাদের মূল। দলাদলি এই কারণেই, সার জর্জ্জ কাম্বেল ও লর্ড নর্থব্রুকের বিবাদ এই কারণেই, ইংলিসমান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিবাদ এই কারণেই। আমরা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম কিন্তু অপরাপর প্রায় সমুদায়

রূপ ঔদাসীন্য। গবর্ণমেণ্ট দেশের গোমেষাদির অবস্থার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন, তদনুসারে নিম্নতম কর্ম্মচারিদিকে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে বলিলেন; কর্ম্মচারি প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া কেরাণীকে তাহার এলাকার মধ্যে গোমেষাদির সংখ্যা কত বলিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রায় সকল সংবাদই দৈবশক্তি প্রভাবে ধ্যান পরায়ণ হইয়াই বলিয়া দেন। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এরূপ অবস্থায় সেই সকল কর্ম্মচারিদিগের প্রেরিত রিপোর্ট কিম্বা সংবাদ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিতে পারেন কি না? অথচ রাজনীতি সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গবর্ণমেণ্ট সংবাদগুলি নিতান্ত আবশ্যক হয়। অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার কার্য্যভার প্রস্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ঐ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ সকল কার্য্যে এক একজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোচর করিতে পারিলে কোন প্রকার পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বাবু রামশঙ্কর সেনের রিপোর্ট ও বাবু হেমচন্দ্র করের পাট সংক্রান্ত রিপোর্টের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই জন সুদক্ষ কর্ম্মচারি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাতে কেনা সন্তুষ্ট হইয়াছেন? জন সংখ্যা গোমেষাদির অবস্থা প্রভৃতি অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহের ভার এই রূপ এক এক ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলে কি অধিক লাভের আশা নাই?

—:০:—

কতকগুলি রাজপুরুষের বিপরীত সংস্কার।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকের মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের উপরে বড় চটা। তাঁহারা তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, ইংরাজেরা গর্ব্বিত জাতি, তাঁহারা খোসামোদ বড় ভালবাসেন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কি মুসলমান কি হিন্দু সকলেই যেমন হজুর ও খোদাবন্দ বলিয়া সাহেবদিগকে সেলামের উপর সেলাম করেন, বাঙ্গালিরা সেরূপ করেন না। প্রত্যুত সমকক্ষবৎ ব্যবহার করিতে যান, সাহেবেরা একটু অন্যায় করিলে তখনি মুখের উপরে বলিয়া বসেন, স্বজাতির প্রতি একটু পক্ষপাত করিলে তখনি তাহার প্রতিবাদ করেন, বাঙ্গালি সাধারণের কোন অনিষ্ট ঘটনা হইলে তখনি তাহার প্রতীকার চেষ্টা পান, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বাসিদিগের ন্যায় মুখ মুদ্রিত করিয়া সহ্য করিয়া থাকেন না। ফলতঃ সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের জ্বালায় বিষম বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, এই কারণেই তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের উপরে বড় বিরক্ত। সাহেবদিগের সিদ্ধান্ত এই বাঙ্গালিদিগের অধিক ইংরাজী শিক্ষাই এই অনর্থের মূল। এই কারণে অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, ভারতবর্ষে অধিক ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া না হয়। এক্ষণে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা বন্ধ হন, তাহাও অনেকের অনভীষ্ট নয়।

কি আশ্চর্য্য! বাঙ্গালিরা প্রাণ পণে ইংরাজী শিখিয়া যে সমস্ত সদ্গুণ লাভ করিলেন, তাহা অনর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল? অন্যায়ের প্রতিবাদ করা খোসামোদ না করা কি অনর্থ হইল? অহঙ্কারের কি মহিমা!! যদি এগুলি দোষ হইল, তবে গুণ কি? ন্যায়পরতা ও তেজস্বিতা কাহার নাম? ইংরাজ জাতির সকলের নিকটে কি ন্যায়পরতা ও তেজস্বিতার গৌরব নাই? যাহা হউক আমরা কতকগুলি রাজপুরুষের বিপরীত সংস্কার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। পরাধীন দেশের দশাই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির আধিপত্য লাভ হইলে "এদেশীয়দিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত নয়" এই মত স্থির হইয়া কতকদিন বৃথা অতিবাহিত হইল। তাহার পর যখন লেখা পড়া শিখান উচিত বলিয়া অবধারিত হইল, তখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য? মেকলে সাহেব ইংরাজীর পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহার মতেই কার্য্য আরম্ভ হইল তিনিই যথার্থ সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন ইংরাজী বিনা রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই এটী তিনিই বুঝিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুর্ভাগ্য হেতু কতকগুলি রাজপুরুষের এক্ষণে আবার ঐ মতের বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে। এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষা ইহাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তবে আহ্লাদের বিষয় এই জগদীশ্বর সকল রাজপুরুষকে এ দুর্ম্মতি দেন না। যদি কোন রাজপুরুষ একান্ত দুরাগ্রহগ্রস্ত হন, ঈশ্বর তাঁহাকে অদ্ভুত উপায় দ্বারা অন্তরিত করেন।

অতিশয় ক্ষোভের বিষয় এই যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যথার্থ মিত্র, উল্লিখিত রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকেই শত্রুজ্ঞান করিতেছেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি এদেশের যাঁহারা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত ভক্ত; তাঁহাদিগের ভক্তি বিচালিত হইবার নহে। তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গুণজ্ঞ ও গুণপক্ষপাতী হইয়াছেন

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উন্মূলিত হইলে তৎসদৃশ আর একটী গবর্ণমেণ্ট হওয়া দুর্ঘট, তাঁহারা তাহা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা যে ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মান্ধতা দূরগত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা ধর্ম্মান্ধ ও অজ্ঞ তাহাদিগের ভক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না। ধর্ম্মান্ধতা প্রবল হইলে অথবা কুলোকের কুহকে পড়িলে তাহারা অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইতে পারে। তাহাদিগের দূরদর্শিতা নাই এবং পরিণাম বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই। কিসে কি হয় সে বিবেচনা না করিয়াই তাহারা সহসা সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কোন গবর্ণমেণ্ট কেমন তাহাদিগের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশে কি কাজ করেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের হইতেই গড্ডলিকা প্রবাহ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগের মার্জ্জিত বিদ্যা আছে, তাহারা মেষপালের ন্যায় একজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হন না। তাহারা অগ্রে বিবেচনা করিয়া থাকে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে গেলে সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হওয়া ঘটিয়া উঠে না।

এস্থলে উল্লিখিত রাজপুরুষগণকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা খোসামোদ করেন না বলিয়া কি তাঁহারা রুষ্ট হইলেন? যাহারা চাটুকার তাহারা যে অসার তাঁহারা কি তাহা বুঝেন না? বাঙ্গালিরা লেখা পড়া শিখিয়া যদি অসারতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের লেখাপড়া শিখিয়া কি লাভ হইল? তবে যে কৃতবিদ্য যথোচিত শিষ্টাচার না করেন, তিনি নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। শিষ্টাচারে আর চাটুবৃত্তিতে বহু বৈলক্ষণ্য আছে। চাটুকারদিগের আশায় বিশুদ্ধ নয়। তাহাদিগের চাটু বচন রচনায় আপাততঃ মনোরঞ্জন হয় বটে। কিন্তু পরিণামে তাহাদিগের হইতে অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা রাজপুরুষদিগের অন্যায় ও পক্ষপাত দেখিলেই যে তাহার প্রতিবাদ করেন, এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের দোষ দেখিলেই যে তাহার সংশোধন চেষ্টা পান তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদিগের যে আন্তরিক স্নেহ আছে তাহাই কি সপ্রমাণ হইতেছে না? যাহাকে ভালবাসা যায় তাহারই দোষ সংশোধনার্থ সবিশেষ ব্যগ্রতা জন্মিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হইলে প্রজারাই যে কেবল সুখী হয় এরূপ নয় গবর্ণমেণ্টেরও চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট [illegible] কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদিগের [illegible]। এই নিমিত্তই তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ সংশোধনার্থ এত ব্যগ্র। কিন্তু রাজপুরুষেরা যে বিপরীত ভাবেন এটী অতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই রাজপুরুষদিগের যদি সুখে রাজ্য করিবার ও প্রজাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, অকপট চিত্তে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার করিয়া দিন। এক ইংরাজী শিক্ষাই প্রজার ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার ছেদ করিবার শাণিত অস্ত্র। ভারতবর্ষ নানা ধর্ম্মাবলম্বির বাসস্থল। এখানে ধর্ম্মান্ধ ও কুসংস্কারাবিষ্ট প্রজাই অধিক। তাহাদিগকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে সুখে রাজ্য করিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল তাহাদিগের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা দান করিলে তাহাদিগের ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার আরো দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। অবসর উপস্থিত হইলে তাহারা সেই কুসংস্কারের অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। চিরকাল গর্জ্জনের ভয় দেখাইয়া প্রজাকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা বিষম বিড়ম্বনা। যে রাজা সে চেষ্টা পান তিনি কখন প্রজার অনুরাগভাজন হইতে পারেন না। যিনি প্রজার অনুরাগভাজন না হইলেন তাঁহার রাজশব্দ বিফল হইল।

চৌর্য্য ভয়।

যদি লোকের অভাব ও কষ্ট দেখিয়া দুর্ভিক্ষের পরিমাণ করিতে হয় আমাদের এ অঞ্চলে যে কতক পরিমাণে তাহা ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এখানে এক্ষণে দেশী চাউল ৪ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে, বালামের দরও নিতান্ত কম নয়, ৩॥৩৮ সিকা মণ হইয়াছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, চারি টাকা মণ চাউল কিনিয়া খাওয়া তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি অনেক দরিদ্র ভদ্র লোকের সকল দিন আহার জুটিতেছে না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের যারপর নাই কষ্ট হইয়াছে। কৃষকদিগের যাহার যাহা কিছু ধান্য সঞ্চিত ছিল ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে, যাহারা মজুরী করিয়া খায়, তাহাদেরও সকল দিন মজুরী জুটে না জুটিলেই বা কি হইবে? যাহার পাঁচ সাতটা পরিবার (দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশীয় দরিদ্রদিগের অন্য কোন বিষয়ে না হইলেও বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যায়) সে মজুরী করিয়া ৵৫। ৵১০ ঊর্দ্ধ সংখ্যা চারি আনার পয়সা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতে তাহার কি হইবে? সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সময় অনাহারে থাকিতে হইতেছে। লোকের এই সকল কষ্ট নিবন্ধন আজি কালি এ অঞ্চলে বিলক্ষণ চৌর্য্য ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আম কাঁঠাল চুরির ত কথাই নাই, গৃহস্থদিগের হাঁড়িতে ভাত রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাওয়া কঠিন হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনা যায় কোন না কোন গৃহস্থের হাঁড়ির

ভাত খাইয়া এবং পাকশালার ঘটিবাটী চাউল যাহা কিছু ছিল লইয়া গিয়াছে। সকলে সে বিষয়ে সাবধান হওয়াতে এক্ষণে লোকের ঘটিবাটী উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে আজিও কোন গৃহস্থের বাটীতে সিঁদ খনন করে নাই বটে, কিন্তু শীঘ্র যে তাহা ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে গৃহস্থেরা রাত্রিকালে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। চুরির প্রকৃতি দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যাহারা এইরূপ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা প্রকৃত চোর নহে, পেটের জ্বালায় তাহারা এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এবার রীতিমত বৃষ্টি হওয়াতে আশু ধান্য যথেষ্ট জন্মিবার সম্ভাবনা কিন্তু পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কয় মাস দরিদ্রদিগের বিশেষ কষ্ট হইবে। গবর্ণমেন্টের এই সময় হইতেই এ অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য যে সকল চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন অনেক স্থানে তাহা উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, বরং উপস্থিত হইয়াছে, রাখিবার ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে তাহার অনেক নষ্ট হইয়া যাইতেছে, মগরাহাট ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে স্থানে [illegible] চাউল আমদানী করিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা গবর্ণমেন্ট এই সময়ে এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে এক একটী গোলা করিয়া নিতান্ত দরিদ্র এবং অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অসমর্থদিগকে চাউল বিতরণ এবং অপর সাধারণের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল বিক্রয় আরম্ভ করেন। পুলিসেরও এ সময়ে একটু সাবধান হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব লিখা শেষ হইলে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বারুইপুরে রিলিফ কমিটীর একটী মিটিং হইয়া গিয়াছে। পিকক সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন। এই সভাতে দরিদ্রদিগকে ধান্য বিতরণ করা স্থির হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা গৃহে সেই ধান ভানিবে পরে সেই চাউল বিতরণ হইবে। পূর্ব্বে দেশের সর্ব্বত্র এই উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হইত, আর ও বিশেষ আনন্দের বিষয় এই কয়েক জন জমীদার এবিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

প্রাপ্ত।

বারাণসী বৃত্তান্ত।

আমি অনেক দিবস বারাণসীতে বাস করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইলাম, কিন্তু একটী বিষয়ের কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। সে একটী এই, বারাণসী কত কালের হইল, কে প্রথমে স্থানটী মনোনীত করিল, কে বা উহার প্রথম পত্তন করিল, বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠা বা কে করিল, কাহার পর কোন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইল, এ সকল নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীনকালের এই সংস্কার ছিল, যে বিষয় যত পুরাতন হইবে লোকে তাহাতে অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইবে। এই সংস্কারের প্রাদুর্ভাব নবন্ধন প্রাচীনেরা প্রায় সকল বিষয়ই অনাদিকালের বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া গিয়াছেন। এই কারণে এদেশে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই বারাণসী বৃত্তান্তও সে সংস্কারের কুক্ষি [illegible] বারাণসী [illegible] বৃত্তান্ত জানের [illegible]

[illegible] কাশীর [illegible] কিন্তু তাহাতে [illegible] বাগত হইয়াছে [illegible]। বর্ত্তমান [illegible] চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের [illegible] অগস্ত্য [illegible] ছিলেন। [illegible] কাশী ত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু তিনি আর পর নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি কাশী হইতে যাত্রা করিয়া কাশীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দুঃখ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন, অত্যুচ্চ [illegible] তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারের এই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তখনও কাশীর উন্নত অবস্থা। এ উপন্যাসগুলি পরিত্যাগ করিয়া যদি ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলেও কাশী বহুকালের এতদ্ভিন্ন আর কিছু জানা যায় না। দেড় হাজার বৎসর হইল চীন দেশ হইতে একজন ভ্রমণকারী এদেশে আগমন করেন। তিনিও কাশীকে উন্নতিশীল দেখিয়া গিয়াছেন। কাশীর [illegible] তিন ক্রোশ উত্তরে [illegible] অবস্থা দর্শন [illegible] মুখে বৃত্তান্ত শ্রবণ দ্বারা [illegible] হয় বৌদ্ধদিগের যখন সবিশেষ প্রাদুর্ভাব তখনও বারাণসী বিরাজমান ছিল। [illegible] এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্ন বশেষ ও দুটী [illegible] আছে এ ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে বৌদ্ধদিগের আরাধ্য মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। [illegible] বৌদ্ধদিগের [illegible] ছিল [illegible] অনুমান হইতেছে এ ভগ্ন অট্টালিকাটী বৌদ্ধদিগের দেবালয় ছিল। এককালে আর্য্যধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া গিয়াছে। যেখানে আর্য্যদিগের দেবালয় হইত, বৌদ্ধেরা তাহার নিকটে আপনাদিগের দেবালয় করিত। অনুমান হয় কাশীর দেবালয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা সারনাথে দেবালয় করিয়াছিল। অনন্তর আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হওয়াতে কাশী প্রবল হইয়া উঠে এবং সারনাথের নিকটবর্ত্তী লোকেরা উঠিয়া কাশীতে আগমন করে। জনপ্রবাদ এইরূপ, আগে সারনাথের নিকটেই কাশী ছিল, পশ্চাৎ বর্ত্তমান স্থানে আসিয়াছে। এই জনপ্রবাদ দ্বারাও উক্ত অনুমান সিদ্ধ হইতেছে।

বামদেব যদি [illegible] কাশী [illegible] সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে [illegible] স্থির মিলিয়া যায়। [illegible] এখানে একটি বিষয় [illegible] কাশীখণ্ডে লিখিত হইয়াছে [illegible] মন্দির জ্ঞানবাপীর উত্তর। [illegible] মন্দির জ্ঞানবাপীর দক্ষিণে [illegible] জেব উত্তরের মন্দির ভগ্ন করিয়া [illegible] মসিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেই [illegible] রের কিয়দংশ আজিও [illegible] কিম্বদন্তী এইরূপ [illegible] পূর্ব্ব মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া [illegible] গাঁথিয়াছিল। [illegible] করিয়া [illegible] যে সময়ে কাশী দর্শন করেন, তাহার বহু পূর্ব্বে কাশী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি উহার উন্নতির অবস্থা দেখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যিনি কাশীর প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা হউন

অতি বন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেটি যাই হউক যে একজন সামাজিক লোক ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। স্থান মনোনীত করিবার গুণেই কাশীর এত মাহাত্ম্য হইয়াছে। এ বিষয়ের স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ-সংবাদ।

২ রা আষাঢ় সোমবার।

১৮ ই জুন বেলা ৪ টার সময়ে কাশীর বাঙ্গালিটোলার প্রিপারেটরি স্কুলে মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক গুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু হরিশ্চন্দ্র গিরিশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এক একটী বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে কাশীর মুন্সেফ বাবু প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাটি অধিকতর মিষ্ট হয়। সভাস্থলে ৩১০ তিন শত দশ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আরো কিছু অর্থ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের মতে সংগৃহীত অর্থ গুলি কলিকাতার মূল সভায় পাঠাইয়া দিলেই ভাল হয়।

লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত সিনক্লেয়ার সাহেব সেখানকার গবর্ণমেণ্টের নামে ৫০০০০০ হাজার টাকা হুরমতের দাবি দিয়া নালিশ করিয়াছেন। সেখানকার কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অন্যায়পূর্ব্বক ছয়মাস কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া ৩০০০০ হাজার টাকার দাবি করা হইয়াছে এবং সেখানকার চিফ কমিশনর অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে পাগলা গারদে বদ্ধ রাখিয়া ছিলেন বলিয়া তাহার নামে ২০০০০ হাজার টাকার দাবি করা হইয়াছে।

আগামী শুক্রবার বৈকালে লার্ড নর্থব্রুক মিউনিসিপাল বাজার ও ধর্ম্মতলার বাজার এই ২ টি বাজার পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

ক[illegible]র সম্রাটের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সম্প্রতি চুরি অপরাধে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল সম্রাটের ভ্রাতার মণি মুক্তা প্রভৃতি চুরি যাইতে আরম্ভ হয়। চোর অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি পুলিসের তত্ত্বাবধায়কে ডাকিয়া এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। পুলিস তত্ত্বাবধায়ক তদনুসারে এক দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে যে যুবতীর প্রেমে আসক্ত হইয়া এই কর্ম্ম করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঐ যুবা পুরুষ উক্ত অপহৃত মণি মুক্তা বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কে কতকগুলি টাকা জমা দিয়াছেন। এই খানেই রাজবুদ্ধির পরিচয় হইয়াছে।

৩ রা আষাঢ় মঙ্গলবার।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল মল্হররাও গুরুকুমার তাহার ভ্রাতার বিধবা রাণীকে রাজবাটী হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এদিকে গবর্ণমেণ্ট গুরু কুমারকে পুনঃ পুনঃ ধমকাইতেছেন এবং সাবধান হইতে বলিতেছেন।

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শিরসোলের ষ্টেসনমাষ্টার বাবু মতিলাল রায়কে যেসকল ব্যক্তি হত্যা করিয়া পলায়ন করে, উহাদিগকে ধরিবার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিস গেজেটে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি ডেকানের এক ব্যক্তি ডাক বাক্সে টিকিট দেওয়া একখান চিঠি ফেলিয়া দিয়া পরে ঐ চিঠির উত্তর প্রাপ্তির আশয়ে আর একখানি টিকিট ঐ বাক্সে ফেলিয়া দিয়া তথায় দাড়াইয়া থাকে। কিছুক্ষণের পর পোষ্ট মাষ্টার উহাকে তথায় দাড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদায় অবগত হইলেন এবং বাক্স হইতে সেই চিঠিখানি ও টিকিট খানি বাহির করিলেন এবং তাহাকে সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন সে চলিয়া গেল! এই ঘটনায় আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল, একজন পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বিদেশে থাকিতেন, বাটীতে শীঘ্র তাহার যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে বাটীর লোকে তাঁহাকে ডাকে যাইবার জন্য পত্র লিখেন, তিনি পত্র পাইবামাত্র ভাড়া হাঁড়ি গোটাকত সিদ্ধপক্ক করিয়া দুইটী পয়সা দিয়া এক খানি টিকিট কিনিয়া উহা কপালে বসাইয়া একটী পোষ্ট বাক্সের নিকটে বসিয়া রহিলেন!! ভ্রম নিরাকৃত হইলে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। এইটী বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন যে বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

৪ ঠা আষাঢ় বুধবার।

১৮ ই মে ভেলিংটনের বিশেষ কমিশনর দক্ষিণ ত্রিহুতের বিষয়ে এই রূপ টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন " দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, লোকের প্রকৃত অবস্থা স্থির করা যাইতেছে না বলিয়া অনাহারে অনেকের মৃত্যু ঘটনা হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে, ত্রিহুতের উত্তর সীমা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত এই সমুদায় স্থানেই অভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দক্ষিণ ত্রিহুতের লোকদিগের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে। "

গত শনিবার সেনেট হাউসে মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণের সময় কলিকাতার বিশপ উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্সিপাল চিবস সাহেব বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন, ইহাতে কালেজের উন্নতির বিষয় উল্লিখিত হয়। ডাক্তার যাদবচন্দ্র ঘোষকে রায় বাহাদুর উপাধির সনদ দেওয়া হয়। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাজেন্দ্র চন্দ্র মিত্র সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন।

৬ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৬৭৪৩৯০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৫২১৪৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। জব্বলপুর লাইনে ঐ সপ্তাহে ৫৩৫২০ টাকা আয় হয়, গত বৎসরে ঐ সময় ৩২০২০ টাকা আয় হইয়াছিল।

হিন্দুপেট্রিয়টের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বহরমপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত একটী ব্রাহ্মণ ১০ টাকায় তাহার দুটী সন্তান বিক্রয় করিয়াছে। সন্তানগুলি অনাহারে মরিবে না এই আশায় ব্রাহ্মণ উহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে। ইছাগঞ্জেও ঠিক এই রূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

নদীয়ার পোষ্টমাষ্টার ইচ্ছাপূর্ব্বক কয়েকখানি চিঠি নষ্ট করেন, এজন্য তাহার ১০০ একশত টাকা জরিমানা ও কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

৫ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

দৌলতগঞ্জ নিবাসী বাবু বামনদাস বিশ্বাস আভীজন নেতারে লিখিয়াছেন, গত ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ভাজনঘাট গ্রামে একটী রজকের স্ত্রী ৫ টী পুত্র প্রসব করিয়াছে। তিন দিবসের পর একটির মৃত্যু হইয়াছে, ৪ টী এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, রজকের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে চারিটি সন্তান রীতিমত রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর। "

গ্রামবার্ত্তার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্পোদরীর কথা গল্পে শুনা যাইত, সংপ্রতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পাবনার ডাক্তার খানায় জনৈক মুসলমান রোগী উপস্থিত হয়। তাহার উদর অসম্ভব স্ফীত, শিরা

সকল স্থূল, এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত আমীর খাঁ, উক্ত রোগীকে দাস্তের ঔষধ সেবন করান, বহু মলের সহিত রোগীর উদর হইতে এক অদ্ভুত কৃমি নির্গত হয়, ঐ কীট ভয়ঙ্কর কাল বর্ণ, উহার শরীর ৩২ হাত দীর্ঘ এক বট স্থূল। বিছার ন্যায় তাহার অনেকগুলি পা। কৃমি নির্গত হইলে রোগী সুস্থতা লাভ করে। ঐ কৃমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ছানাও নির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা !!!

হিন্দুহিতৈষিণীতে লিখিত হইয়াছে, ঢাকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মৈমনসিংহতে এক সাধু পুরুষ আসিয়া যে নানা প্রকার আমোদ করিতেছেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি, সাধু বেশধারি নৃত্যাদি না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। লোকটী বিলক্ষণ আমুদে, অনেক স্ত্রীলোককে সন্তান হওয়ার ঔষধ দেন। আমরা শুনি যে কোন দেউলিয়া ব্যক্তি এই সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সাধু সেবা প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত দুঃখ দূর করিবে এরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছে। আমরা বলি একটু পূর্ব্বেই পুলিসের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে কি ভাল হয় না? ভরসা করি পুলিস উদাসীন থাকিবেন না।

ভারত সংস্কারকে লিখিত হইয়াছে, গত ৫ ই এপ্রেল আমেরিকা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জজ এডমণ্ড সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৮১৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হন। ১৮২০ সালে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৩২ সালে তথাকার রাজকীয় সভার সভ্য হন। এই সময় শ্রমশালী লোকদের অবস্থোন্নতি জন্য অত্যন্ত যত্ন করাতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে তিনি উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট রাজদূত হইয়া গমন করেন। সেখানে তাহাদের ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া দুইবৎসর পরে নিউইয়র্ক নগরে আসিয়া বাস করেন ও সেখানে কাউন্সিলের কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পর তিনি জেল সকলের তত্ত্বাবধায়ক হন, এবং অনেক পরিমাণে উহার কার্য্য প্রণালী ও নিয়মাদির উন্নতি সাধন করেন। ১৮৪৫ সালে তিনি একজন সরকিট জজ হন, এবং তৎপরে ১৮৫২ সালে সুপ্রিম কোর্টের জজ হন। জজ হইবার ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রেত তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেন। কিছুকাল আলোচনা করিয়া অনেক অদ্ভুত ও সম্ভবনা প্রমাণ পাওয়াতে উহার সত্যতায় তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। নির্ভয়ে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার বিশ্বাস ব্যক্ত করাতে চতুর্দ্দিক হইতে গালি ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি এই সময় তাঁহার বিশ্বাস সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। অল্পদিন পরেই তিনি বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বিলক্ষণ দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত চালাইতে লাগিলেন। চিরজীবন তিনি জনসমাজে অতিশয় মান্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান লিগাল সভার সভাপতি ছিলেন। ইনি দূষিত দাস ব্যবসায় উন্মূলিত করিবার জন্য যারপর নাই সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমেরিকায় যে প্রেততত্ত্বের এত প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাঁহার এক প্রধান কারণ জজ এডমণ্ড।

—"সোম প্রকাশ"-এর "বিজ্ঞান রহস্য" [illegible] লিখিয়াছেন যে, [illegible] "[illegible]" (এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার পত্রে শূকরের লোমের ন্যায় পদার্থ আছে, তাহা দিয়া এক প্রকার অতি স্বচ্ছ জলীয় বস্তু নির্গত হয়, বৃক্ষের পত্রে একটী কীট ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাপক [illegible] দেখিয়াছেন যে শীঘ্রই উহা পত্রস্থ আটাতে সংলগ্ন হয়, ইহার পর ক্রমে ক্রমে উহা পত্রের নীচে নীত হইলে সমুদয় শূকর রোমবৎ পদার্থ ঐ পোকার দিকে প্রসারিত হইল, সুতরাং মধ্যস্থলে ঐ পোকার উপর অতি ঘন লোম একত্রিত হইল এবং পত্রও কিছু বক্র হইল। "বিনস ফ্লাইট্রেপ" নামে ঐ জাতীয় আরএক প্রকার বৃক্ষ আছে, উহার পত্রে কোন পোকা পড়িলেই মধ্যের শিরার দুই দিকের দুই ভাগ পুস্তক বন্ধ হওয়ার ন্যায় একত্রিত হয়, এবং উহা ভক্ষিত হয়। এই পত্রের এক অংশ আনিয়া তাহাতে কোন পোকা [illegible] উক্তরূপে আবদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ অংশে কোন কাষ্ঠ খণ্ড [illegible] করিলে সেরূপ হয় না। আমেরিকার [illegible] ট্রিট নাম্নী কোন মহিলা [illegible] দূরে কয়েকটী জীবিত মক্ষিকা [illegible] আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ৪০ মিনিট পরে ঐ বৃক্ষের পত্র সকল মক্ষিকার দিকে প্রসারিত হইল, এবং কিছুকাল পরে পত্র সকল উহা [illegible]। উহারা যে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাই ধরে এমন নয়, প্রজাপতি প্রভৃতি বড় বড় কীট পতঙ্গও ধৃত করে, যে পর্য্যন্ত না মরে, সেই পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখে। বড় বড় পোকা ভক্ষিত হয় না, উহারা তথায় পচিয়া বৃক্ষ সংলগ্ন ভূমিকে উর্ব্বরা করে, ছোট ছোট পোকা একবারেই ভক্ষিত হয়। উক্ত মহিলা বলেন যে যখন এই সকল বৃক্ষ মাংস, অথবা কাঁচা কপি ভক্ষণ করিবে, তখন হয়ত খড়ি, মোমবাতি ইত্যাদি ত্যাগ করিবে! ডারউইন সাহেব বলেন একটী পোকে [illegible] সমুদায় পত্র অবশ হইয়া যায়।"

৬ ই আষাঢ় শুক্রবার।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন হইল দুর্গাপুরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক [illegible] কোন একটী স্ত্রীলোকের [illegible] চারের বিষয় লিখিত হয়, [illegible] পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] এবং অবশিষ্ট আট জন [illegible] পাঁচজনের তিন মাস [illegible] দিয়াছেন। [illegible] থাকাতে [illegible] হয় নাই।

আমাদের [illegible] ত্রিপুরা এবং [illegible] আইন প্রচলিত হইবে।

কপুরথলার দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজা যত দিন না আরোগ্যলাভ করেন ততদিন পর্য্যন্ত জলন্ধরের কমিশনর এক কাউন্সিলের

সাহায্যে কপুরতলা রাজ্য শাসন করিবেন।

ইংলিসম্যানে দৃষ্ট হইল, বোম্বাইর গবর্ণর সার ফিলিপ্ উড্ হাউসকে বিলাতে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে (বোম্বাইর মুসলমান ও পারসীদিগের বিবাদ ইহার কারণ) সার রিচর্ড টেম্পাল তথায় যাইতেছেন। আস্লি ইডেন সাহেব বঙ্গদেশে আসিতেছেন। আসামের বর্ত্তমান চিফ কমিশনর কর্ণেল কিটিঙ অথবা শক সাহেব ব্রহ্মদেশ শাসন করিবেন. কর্ণেল কিটিঙ যদি ব্রহ্মে গমন করেন, শক সাহেব আসামে যাইবেন। ইংলিসম্যান কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন?

সম্প্রতি উলুবেড়িয়া থানার অধীন ফোর্ট গ্লোষ্টারের অদূরবর্ত্তী চিঙ্গেল নামক পল্লীর মৃত সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুরাচারেরা তাহার বিধবা স্ত্রীর প্রতি যার পর নাই নিষ্ঠুরতাচরণ করে। উলুবেড়িয়ার দারোগার যত্নে ও পরিশ্রমে উহাদের মধ্যে একজন মুসলমান ডাকাইত ধৃত হইয়াছে।

৭ ই আষাঢ় শনিবার।

শুনা যাইতেছে বারিষ্টার এফ, জে, মার্সডেন সাহেব কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ হইবেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এচ, এল বিবি, এম, এ ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেবের অনুপস্থিতকালে বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ব্বিসের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন। বিবি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াতে স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

পাটনা মেডিকল স্কুলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু রামকালী গুপ্ত এনাটমির ডিমনষ্ট্রেটর এবং ধাত্রী বিদ্যার শিক্ষক। বাবু দয়ালচন্দ্র সোম এম বি, বাঁকীপুর ডিস্পেন্সারির ভার পাইবেন এবং এনাটমি ফিজিয়লজি ও সার্জ্জরির উপদেশ দিবেন। বাবু নন্দলাল ঘোষ পাটনা কালেজের ভার পাইবেন এবং তথায় ও

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২৪ পরগণায় সাতটী নদীয়ায় পাঁচটী এবং যশোহরে তিনটী জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে।

আগামী ৮ ই ও ৯ ই অক্টোবর সেনেট হাউসে জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রার্থিদিগের সর্ব্বেয়িং ও ড্রয়িং প্রভৃতির পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

গত বুধবার ইংলিসম্যানের এক অতিরিক্ত সংখ্যা পাঠে অবগত হওয়া গেল শীঘ্র একটী ঝড় হইবে। আকাশের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্র ঝড় হওয়া অসম্ভাবিত নয়।

৬ ই জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৯২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৯৯ জনের মৃত্যু হয় ইহার মধ্যে জ্বরে ৬৫ ওলাউঠায় ২৭ এবং অবশিষ্ট গুলির অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

গত শনিবার পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগ সকলের শস্যাদির এবং তত্রত্য ব্যক্তিদিগের অবস্থা বিষয়ে এইরূপ রপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

বস্তি ১০ ই জুন। ৬ ই জুন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। সকল স্থানেই শস্য বপন আরম্ভ হইয়াছে। [ঽ]টী রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৯৩ হাজার হইতে ৬০ হাজার হইয়াছে। বস্তি ও বংশীতে নূতন প্রণালীর দরিদ্র নিবাস হইয়াছে।

গোরক্ষপুর ৯ ই জুন। সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে, শস্য বপন আরম্ভ হইয়াছে। কতগুলি রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, মজুরের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, দরিদ্র নিবাসে অল্প লোক যাইতেছে।

গাজিপুর ৯ ই জুন। বৃষ্টি সামান্য হইয়াছে। ৮ ই জুন উক্ত বিভাগের পশ্চিমে বিলক্ষণ বৃষ্টি হয়, সকল স্থানে শস্য বপন আরম্ভ হয় নাই। এক্ষণে মজুরের সংখ্যা ৬২৯।

মির্জ্জাপুর ১০ ই জুন। ২ রা ৬ ই ৭ ই এবং ৮ ই জুন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে একটু প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রে হয় নাই। রিলিক কার্য্য বন্ধ হইতেছে।

ব্যাণ্ডা ৬ ই জুন। ২ রা জুন অবধি প্রতি দিনই বৃষ্টি হইতেছে। রিলিফ কার্য্য সকল ক্রমে বন্ধ হইতেছে। শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়।

ঝাঁসি ৯ ই জুন। প্রতিদিনই প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে। বৃষ্টি সামান্য মাত্র হইতেছে, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাবৃত। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৬২১।

পঞ্জাবের দিল্লী এবং কোহাট বিভাগে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এজন্য শস্যাদি বপন বন্ধ রহিয়াছে।

আসাম গেজেটে লিখিত হইয়াছে, মে মাসের মধ্যে চিরাপুঞ্জীতে ৯৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

অযোধ্যার গণ্ডা বিভাগে সুবৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে। প্রায় ৩ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টি হওয়াতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় রিলিফ কার্য্য শীঘ্র বন্ধ হইবেক।

গত সপ্তাহে বঙ্গদেশের প্রায় তাবৎ বিভাগে সুবৃষ্টি হইয়াছে, দুই চারিটি বিভাগে সামান্য বৃষ্টি হয়। গত সপ্তাহে যে সকল স্থানে অতিবৃষ্টি অথবা নদীর প্লাবন নিবন্ধন শস্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করা হইয়াছিল নদীর জল কমিয়া যাওয়াতে এবং একটু রৌদ্র হওয়াতে সে সকল স্থানে শস্যের অবস্থা আরো ভাল হইয়াছে। কেবল ময়মনসিংহে প্লাবন নিবন্ধন নিম্নভূমির তিল এবং অন্যান্য শস্যের কতক অনিষ্ট হইয়াছে কিন্তু শস্য বপনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। এখনো কিন্তু স্থানে স্থানে [illegible] বিলক্ষণ প্রয়োজন রহিয়াছে। বিহার ছোটনাগপুরে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। পুরী বালেশ্বর এবং আর দুই একটী স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, কৃষিকার্য্যও ভালরূপ হইতেছে না।

গত দুই সপ্তাহের বৃষ্টিতে অনেক উপকার হইয়াছে। অধিকাংশ ভূমিতে ধান্য বপন করা হইয়াছে, অনেক ধান্যের চাষ উত্তম রূপ হইয়াছে। রঙ্গপুরে এই সময় এক প্রকার ধান্য কাটা হয়, উহা বাজারে আসাতে চাউলের মূল্য কমিয়া আসিয়াছে। যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় তথায় এবারে ধান্যের উত্তম রূপ চাষ হইবে বোধ হইতেছে। বোরো ধান্য কাটা হইতেছে, এ ধান্য এবার মন্দ জন্মে নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ম্যান্সন হাউসে যে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন শনিবার বৈকাল পর্য্যন্ত ঐ ফণ্ডে সমুদায়ে ১০৬০০০০ টাকা উঠিয়াছে। শনিবার লিবরপুলের লার্ড মেয়র ৬০০০০ টাকা পাঠাইয়া দেন। হডার্সফিল্ড হইতেও ১০০০০ টাকা পাওয়া যায়।

১৮৬১ অব্দে ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা যেরূপ ভয়ানক হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল বস্তুবিক ততদূর না হওয়াতে ম্যান্সন হাউসে তন্নিমিত্ত যে টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল, তাহার অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়, সেই টাকা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের হস্তে ছিল। সমুদায়ে সে সময় ১১৪০০০০ টাকা চাঁদা উঠে, ইহার মধ্যে ১১০০০০০ টাকা গবর্নর জেনরলের নিকট পাঠান হয়। গবর্নর জেনরল সেই সময়ে লাঙ্কেশায়ারের কটন ফণ্ডে ২০০০০০ টাকা প্রেরণ করেন। এক্ষণে গ্রিণ্ডলে কোম্পানির এস, পিলো সাহেব (যিনি তৎকালে উহার অন্যতর অবৈতনিক সেক্রেটারি ছিলেন) এই বিষয় ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের কাউন্সিলের গোচর করেন। উক্ত সভার সভাপতি ই, বি, ইষ্টউইক সাহেব লো সাহেবের পত্র মার্কুইস অব সালিসবরির নিকট পাঠান, তিনি ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, কলিকাতায় শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান হইবে। যদি অনুসন্ধানে এই টাকা বাহির হয়, তাহা হইলে ১৮৬১ অব্দ অবধি ৬০০০০০ টাকা সুদ সমেত ম্যান্সন হাউস ফণ্ডে সংযোজিত হইবে।

রেঙ্গুন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, যাহাতে কুড়ি মাইল রেঙ্গুন এবং প্রোম রেলওয়ে হইয়া তথায় বঙ্গদেশীয় উপনিবেশীরা কার্য্য করিতে পারে তজ্জন্য ফেমিন রিলিফফণ্ডের সেক্রেটারি ষ্টেট সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাম করেন। ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয় গবর্নর জেনরলের হস্তে দিয়াছেন, তিনি যাহা মীমাংসা করিবেন তাহাই হইবে। চিফ কমিসনর এবং সর্ব্ব সাধারণের ইচ্ছা এই রেলওয়েটী হয়, অনেকে এ বিষয়ে চাঁদা দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত সেন্ট্রাল ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ২১০৩৭০১ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ইহার সহিত গবর্নমেণ্টের দত্ত ১০১৭১৯৭ টাকা যোগ করিলে ৩১২০৮৯৮ টাকা হয় ভিন্ন ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটিতে ১০০২১০০ টাকা পাঠান হইয়াছে।

সেন্ট্রাল ফেমিন রিলিফ ফণ্ডের কমিটী অযোধ্যার চিফ কমিশনর এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রিলিফ কমিটির সভাপতিকে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে যে টাকা চাঁদা উঠিয়াছে তাহা কেবল বঙ্গদেশের জন্য নহে, ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ আবশ্যক হইবে উহা দেওয়া হইবে। উত্তর পশ্চিমঅঞ্চল ও অযোধ্যায় রিলিফ কমিটীতে যদি টাকা আবশ্যক হয় তাঁহাদিগকে লিখিলেই তাহাদের হস্তে যে টাকা আছে তাহা হইতে দিতে পারেন।

সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টরের ফেমিন কমিটী সেন্ট্রাল ফণ্ডে ১০০০০০ টাকা পাঠাইবার সময় এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ করেন, গবর্নমেণ্ট যে সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে পারিবেন না সেই সকল ব্যক্তির সাহায্যার্থই এই টাকা যেন ব্যয় করা হয়। গ্লাসগোর লার্ড প্রোবষ্টের নিকট হইতেও ১০০০০০ টাকা পাওয়া যায়, তাঁহারও ইচ্ছা যে সকল ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের সাহায্য পাইবে না অথবা গবর্নমেণ্টের সাহায্য যেখানে পর্য্যাপ্ত হইবে না সেইখানে এবং সেই সকল লোকের সাহায্যার্থ এই টাকা ব্যয় করা হয়।

হাবড়া দিনাজপুর বগুড়া ঢাকা পাটনা ত্রিহুত মুঙ্গের পূর্ণিয়া সাঁওতাল পরগণা হাজারিবাগ লোহারডগা এবং সিংহভূম চাউলের মূল্য কমিয়াছে। চম্পারণ গয়া ফিল টিপারা চট্টগ্রাম সিলেট রাজসাহী যশোহর কলিকাতা মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে মূল্য সমান রহিয়াছে। দার্জ্জিলিঙে টাকায় ৭ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

গবর্নমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই জুন। শ্রীযুক্ত জে, সি, গে ডন কিছু দিনের জন্য ত্রিহুতের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

৯ ই জুন। যশোহর উপবিভাগের অন্তর্গত ঝিনাইদার ভারপ্রাপ্ত সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর শ্রীযুক্ত সি, জি, ওডনাল এম, এ বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত বীরভূমে বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত কিছুদিনের জন্য উক্ত বিভাগের [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক কিছু দিনের নিমিত্ত বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় শ্রেণির সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১১ ই জুন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহের ধনাগার তত্ত্বাবধানার্থ [illegible] জেনারেল শ্রীযুক্ত [illegible] উক্ত বিষয়ের বিশেষ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতিরিক্ত কমিসনারের অনুপস্থানে শ্রীযুক্ত টি, এচ, এম, বেডফর্ড দরভাঙ্গার অ্যাকাউণ্ট আফিসের ভার পাইলেন।

১৩ ই জুন। পাবনার প্রথম শ্রেণীর কানুনগো শ্রীযুক্ত মুন্সী ফজলার রহমন সিরাজগঞ্জের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ও মহাশয়ের পাঠকগণের গোচর করিতেছি কুচবিহারের প্রজাগণ এবার দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। রিলিফ বাবে এক্ষণে সেরূপ। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের আগমন নাই। যে যে স্থানে, অন্যূন ২।৩ শত লোকে আহার পাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিত, অধুনা সেই সেই স্থলে, অত্যন্ত অধিক ছয় বা সাত জন ব্যক্তি কোন কোন দিন কর্ম্ম করে মাত্র। যে কয়েকটী রিলিফ ষ্টেশন আছে, তাহাতে কেবল শ্রমজীবী লোক দ্বারা অবশিষ্ট কর্ম্মের কতক অংশ নিষ্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ রিলিফ কার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কর্ম্মচারী মহাশয়েরা আর যে কয়েক দিন থাকেন তাহা কেবল উদ্বৃত্ত চাউল ধান্য বিক্রয়েই পর্য্যবসিত হইবে।

চিনে ও কাউন, এরূপ উত্তম জন্মিয়াছে, যে এপ্রকার আর কখনই হয় নাই। ধান্যের অবস্থা এত উৎকৃষ্ট, যে বৃদ্ধেরা বলিতেছেন, এরূপ ধান্যের শ্রী কোন কালেই দেখা যায় নাই। আশু ধান্যের আর বিঘ্ন নাই। হৈমন্তিক ধান্যের পক্ষেও বড় সুপ্রতুল, কেন না বর্ষা এত অধিক হইয়াছে, যে প্রায় ধান্য রোপণ ক্রিয়া সমাধা হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যেমন কুচবিহারস্থ শিশু রাজার অনুগ্রহে, প্রজাসকল এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষকে, দুর্ভাগ্য বলিয়া বিশেষ জানিতে পারিল না, তেমনি আমাদের প্রজা বৎসল ভারত গবর্ণমেণ্ট, রাজার সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হয়েন, ইহাই আমাদের কায় মনে প্রার্থনা। অপিচ যে দয়ালু ডেপুটি কমিসনর টি স্মিথ সাহেব বাহাদুরের আন্তরিক যত্ন ও শরীর অস্থ পরিশ্রম দ্বারা এতাদৃশ প্রজা হিতকর অতি সুমহৎ কার্য্য, সংসাধিত হইয়াছে, তাঁহাকে কোন বিশেষ সমুন্নত পদে অভিষিক্ত করা উচিত। আমরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় অত্যন্ত প্রীতি ও বাধ্য হইয়াছি।

গোবরাছড়া স্কুল ১৮৭৪ ৮ ই জুন।	বিনয়াবনত শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১২ ই জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচ মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	৩	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	

সন ১৮৭৪ সালের ১৪ ই জুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২	৬

বহরমপুর ১৫ ই জুন ১৮৭৪	টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদুলাল রায় গোবিন্দপুর	১০
" " চন্দ্রমোহন গুহ গোয়ালপাড়া	১০
" " কৈলাস গোবিন্দ মজুমদার ঘারিন্দা গ্রাম	১০
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার শ্রীরামপুর	১০
" " আবদুল কাদের কাজির বাজার শ্রীহট্ট	৫।।
" " চণ্ডীচরণ সেনগুপ্ত—মুন্সেফ বারুইপুর	৫।।০

—:ঃ:—

১৮৭৪ অব্দের জুন (১২৮১ সালের আষাঢ়) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন—বহরমপুর।
" " দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায় কুড়ালিগাছি।
" " মথুর মোহন পাল চৌধুরী বালিডাঙ্গা।
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
" " জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ি।
" " প্রসন্ন চন্দ্র গুহ—ঢাকা।
" " লালাদবিআওলাল দাস দেওঘর।
" " দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী মাহিগঞ্জ।
" " কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী—কারাগোলা
" " জয়নারায়ণ সরকার—হাজারিবাগ
" " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী মগরারহাট।
" " মদন মোহন সিংহ চৌধুরী রসড়া গ্রাম।
" " যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম।
" " হারাধন বসু—কাঁথি।
" রায় মেঘরাজ কোটারি বাহাদুর আজিমগঞ্জ।
" " মুরারিলাল সিংহ কাশীয়াডাঙ্গা
" " কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ঘাটেশ্বরা
" " শ্রীনারায়ণ পাল — মেদিনীপুর
" " লোহারাম শিরোরত্ন বহরমপুর
মুরসিদাবাদ ডিবেটিংক্লব
মহারাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর
" " শ্যামকৃষ্ণ নিয়োগী—কুচবিহার
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার গোবরডাঙ্গা
কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা।
কৃষ্ণনগর দক্ষিণপাড়াস্থিত বালিকা বিদ্যালয়।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে

রজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১৬ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ২৯ এ জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
বরণ এণ্ড কোং।

মদ্রচিত " নির্ব্বাসিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্শ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ সাল
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০। ১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ।০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২৯ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

" মনিটর "।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম শনিবার অবধি " মনিটর " নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং সংবাদ সন্নিবেশিত থাকিবে। দেশীয় সমাজের উন্নতি চেষ্টা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রজা সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য ইহার এইরূপ মূল্য স্থির করা গেল—

কলকাতায় বার্ষিক ৩ টাকা
মফস্বলে " ৪ "

পত্র খানি রয়াল ৮ পেজির এক ফর্ম্মা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্রাদি লিখিতে হইবে।

নূতন সংস্কৃত প্রেশ
কলিকাতা ২০এ জুন
১৮৭৪
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ

ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে।

আগামী ১ লা জুলাই অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত গাইটবাধা নয় এরূপ পাটের যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইল। ঐ পাট দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে প্রতিমণ অর্দ্ধ পাইয়ের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

শিয়ালদহ টার্ম্মিনস
১ লা জুন ১৮৭৪
ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
এজেণ্ট

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃত্ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্যক লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
মুরবরন্ মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড

ক্লিনিক্যাল ডায়গ্	মূল্য	—ডাকমাশুল।
লোমস্ কম্বর্ন রোগ বিচার ও	ll০	
চিকিৎসা, দর্পণ বাৎসরিক	৩	০
ধাত্রী শিক্ষা	১	l/০
শিশু চক্ষু রোগের চিকিৎসা	ll০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	l/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৸/০
এনাটমি	৪ll০	l/
মাতৃশিক্ষা	২	l০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	l৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল।

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে, সুত আফিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩৩৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩ll০ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ্, ট্যানার প্রভৃতির মেক্ষপমান) মূল্য ১l০ ডাক মাশুল ৵০।

৩ গর্ভিণী বান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র প্রণীত (কৌতুকতর ঙ্গিণী) নামক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণ রূপে সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাজী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী ইহাতে সন্নিবেশিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা।

পদ্যাবলী ১ ম ভাগ নামক পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাতে বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী হিতোপদেশ পূর্ণ পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ৶ আনা।

যাহাতে বালক বালিকাদিগের অতি সহজে বর্ণপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ ম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং বিদ্যাদর্পণ ২ য় ভাগ বর্ণ পরিচয় নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিলাম, ইহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত কয়েকটী পদ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য / এবং /৫। পুস্তক ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। ক্ষুদ্র বুক সোসাইটী চীনা বাজার এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

কেনবল লাইব্রেরি ১১৭ নং চিৎপুররোড   শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

---

২৪ পরগণার অন্তর্গত অনরপুরের মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিভক্ত অর্দ্ধাংশ নিম্নলিখিত করারে পত্তনি দেওয়া যাইবে।

১ ম—সমুদায় অংশ এক লাটে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ডিহি পৃথকরূপে পত্তনি দেওয়া হইবে।

২ য়—প্রত্যেক ডিহির অপর পার্শ্বে যত টাকা মুনাফা লেখা আছে, জমীদারেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি ঐ পরিত্যক্ত মুনাফার উপযুক্ত ক্রয় মূল্য প্রাপ্ত হন এবং অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সেলামী দিতে হইবে, উহা জমীদারদিগের খাজনা স্বরূপ থাকিবে, যেমন বন্দোবস্ত করা হয়

৩ য—ক্রয় মূল্য এবং সেলামীর জন্য আগামী ১৭ ই জুলাই দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে এটর্ণি বাবু দীননাথ বসু অথবা কলিকাতা সিমলা ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের নিকট আবেদন করিতে হইবে, সেই খানে লেখা পড়া হইবে।

৪ র্থ—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিবেন তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

৫ ম—আবেদন গ্রাহ্য হইলে উক্ত বাবু দীননাথ বসু যাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহাকে গ্রাহ্য হইল বলিয়া নোটিশ দিবেন এবং উক্ত আবেদনকারীর বাটীতে ঐ নোটিশ লটকাইয়া দিলেই তাহা ঠিক হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬ ষ্ঠ—আবেদন গ্রাহ্য হইলে যাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইল তাহাদিগকে উক্ত নোটিসের দিবস অবধি ১৫ পনর দিনের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব আবেদনের সমুদায় টাকা এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহার ঐ টাকা লইবার ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ম—ক্রয় মূল্য দেওয়া হইলে পর জমীদারেরা পত্তনিদারদিগের খরচায় পাট্টা লিখিয়া দিবেন, জমীদারদিগের এটর্ণি ঐ পাট্টা অনুমোদন করিলে পর পত্তনিদারেরা স্ব স্ব ব্যয়ে কালেক্টরিতে নিজ নিজ পত্তনির পৃথকরূপে রেজিষ্টরি করিতে পারিবেন।

৮ ম—পত্তনির পাট্টায় নিম্নলিখিত রূপ করার সকল থাকিবে—

(১ ম) ১২ বারটী মাসিক সমান কিস্তিতে খাজনা দিতে হইবে। প্রতি কিস্তি মাসের প্রথম দিবসে দিতে হইবে এবং এই খাজনা প্রত্যেক জমীদারের অংশ মত পৃথক রূপে এমন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহাকে বা যাহাদিগকে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ঐ খাজনা লইবার জন্য মনোনীত করেন। (২ য়) জমীদারদিগের দ্বারা বা অন্য রূপে এক্ষণে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে যত বার দেওয়া হইতেছে অথবা ইহার পর দিতে হইবে পত্তনিদারদিগকে সে সমুদায় দিতে হইবে। (৩) নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথা ক্রমে ঐ খাজনা ও বার না দিলে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকার হিসাবে ঐ খেলাপি টাকার সুদ দিতে হইবে এবং সুদ সমেত ঐ খাজনা খেলাপ হইবা মাত্র অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্ম অনুসারে আদায় করা হইবে। (৪ র্থ) এক্ষণে যে জমা আছে পত্তনিদারেরা তাহার কম জমায় পত্তনি মহাল কিম্বা তাহার কোন অংশ দরপত্তনি দিতে পারিবেন না। (৫ ম) পত্তনিদারেরা তাহার মহালের তাবৎ জমী প্রভৃতির জরিপ জমা বন্দী করিতে পারিবেন।

৯ ম—ঐ সম্পত্তির আয় পরপৃষ্ঠে লিখিত হইল। পূর্ব্বোক্ত ক্রয় মূল্য এবং সেলামি টাকা জমা দিবার পর তিন মাসের মধ্যে পত্তনিদারেরা ঐ আয় বিষয়ে জমীদারদিগের নায়েবের সহিত মুকাবালা করিতে পারিবেন। এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর কম আয় বলিয়া কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা শুনা যাইবে না, কম আয় এই ওজরে পত্তনির কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ হইবে না।

১০ ম—এক্ষণে মহালে যে বাকী খাজনা পড়িয়া আছে পত্তনিদারেরা তাহা নিজ ব্যয়ে আদায় করিতে পারিবেন, এই আদায়ের জন্য জমীদারেরা তাহাদিগকে শতকরা ১০ দশ টাকা কমিশন দিবেন।

জমীদারীর ভিতরের কোন খাস ভূমি বাগান পুষ্করিণী কিম্বা কোন ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ ও দেবোত্তর এবং খরিদা জমী এই পত্তনির অন্তর্গত হইবে না। এই সকলের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হইবে।

সোমপ্রকাশ।

১৬ [illegible] সোমবার।

[illegible] ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ উন্নতি নাই।

[illegible] বিষয়ে ভারতবর্ষ অতি [illegible]। ইহার অদৃষ্টে কোন বিষয়েই কখন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হয় নাই। [illegible] পাওয়া যায় অর্দ্ধপথে [illegible] উন্নতি স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গদেশের যে কিছু উন্নতি লাভ হইতেছিল, তাহাও অর্দ্ধপথে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, বঙ্গদেশীয়দিগের উন্নতি অনেক রাজপুরুষের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ইহাদিগের এমন কি উন্নতি হইয়াছে যে তাঁহাদিগের চোখ টাটাইয়া উঠিয়াছে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাত পরিত্যাগ ও উদারভাব অবলম্বন করিয়া কি ভারতীয় এদেশীয়কে ইউরোপীয়দিগের সহিত অভিন্নভাবে রাজ্যের সমুদায় উচ্চ পদে নিয়োজিত করিতেছেন? যে দুই একটী উচ্চপদ প্রদান করা হইয়াছে তাহা এদেশীয়দিগের প্রবোধ দান মাত্র বলিয়া কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না? আমরা দৃষ্টান্তস্থলে কলিকাতা হাইকোর্ট গ্রহণ করিলাম। ঐ আদালতে কয়জন [illegible]দেশীয়কে বিচারপতি পদে নিয়ো[illegible] করা হইয়াছে? যদি বলেন উপযুক্ত [illegible] পান না, সেটী তাঁহাদিগের [illegible]। [illegible] দিক্রমে কত ব্যক্তি [illegible] দুর্গতি লাভ করিয়া [illegible] তাঁহাদিগের মিথ্যা [illegible] না? অনরেবল দ্বারকা- [illegible] চক্রবর্ত্তি ও [illegible] বিচার [illegible] কে না সন্তুষ্ট হইয়া [illegible] এদেশীয়ের বিচারে [illegible] সন্তুষ্ট হইলেন তখন যদি [illegible] এদেশীয়কে নিয়োজিত করেন, তাঁহাদিগের কৃত বিচারে যে সন্তোষ লাভ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? কলিকাতা হাইকোর্টে অন্ততঃ তিন জন এদেশীয়কে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য হয়, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা করিয়াছেন? তবে আর বঙ্গদেশের কি উন্নতি হইল?

বঙ্গদেশের যে সমস্ত যুবা বহু ব্যয় ও আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়া সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিলেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে বা কি ঘটিল? গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাদিগের হস্তে এক একটী জেলার সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিয়াছেন? তাঁহারা কি ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচারে অনুমত হইয়াছেন? তাঁহারা যদি এক একটী জেলার ভার না পাইলেন তাঁহাদিগের সিবিল সার্ব্বাণ্ট হইয়া কি লাভ হইল? যাঁহারা বঙ্গদেশে পরীক্ষা দিয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত এদেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের কি ইতর বিশেষ হইল? যদি ইতর বিশেষ না রহিল, বঙ্গদেশের কি উন্নতি হইল? এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদ দিবার কালে রাজপুরুষেরা এত পীড়াপীড়ি করিলেনই বা কেন? তাঁহারা যে এদেশীয়দিগের উন্নতি সহিষ্ণু নহেন, তদ্দ্বারা তাহারই কি কেবল পরিচয় দেওয়া হইল না?

এদেশের অনেক বক্তা আছেন; এখানকার লোকে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিয়া যদি আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে সমর্থ হন তাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কি এদেশীয়দিগকে সে পথের পথিক হইতে দিয়াছেন? তাহা যদি না দিলেন ভারতবর্ষের কি উন্নতি হইল? এদেশীয়দিগকে কেবল কতকগুলি কেরাণিগিরি কর্ম্ম দেওয়াতেই কি উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল? অন্য কথা কি সেনাদলে উচ্চ পদ লাভ দ্বার এদেশীয়দিগের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া আছে। যে গুলি উন্নতির প্রকৃত পন্থা সেগুলি যদি রুদ্ধ হইয়া রহিল, এদেশের কি উন্নতি হইল?

এদিকের কথা ত এই গেল, ওদিকে এদেশীয়দিগকে এরূপ লেখা পড়া শিখান হয় নাই যে তাহা দেখিয়া ঈর্ষা জন্মে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের শিক্ষা নাই বলিলে হয়, যে কিছু আছে তাহার সমুচিত ফল লক্ষিত হইতেছে না। আমরা ভারতবর্ষের এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যাহার কল কৌশলাদি করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। শিল্প শিক্ষার দশা প্রায় ঐরূপ। ধর্ম্মনীতি শিক্ষা নিতান্ত দরিদ্র। শিক্ষার এ অবস্থাকে কি ভারতবর্ষের উন্নতির অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয়?

যাঁহারা ভারতবর্ষের এই যৎসামান্য উন্নতি দর্শন করিয়া [illegible] হন, যাঁহারা খোষামোদের একান্ত বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন, যাঁহারা অন্যায় প্রশংসাবাদ শুনিলে হৃষ্ট হন, তাঁহারা কেমন লোক? তাঁহাদিগের হস্তে ভারতবর্ষের উন্নতি লাভ সম্ভাবনা আছে কি না, তাঁহাদিগের চিত্ত উচ্চ না নীচ? তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে কি না? আমাদিগের বোধে এ সকল রাজপুরুষ হইতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহাঁরা অল্পে অল্পে বিদায় হইলেই মঙ্গল।

ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন।

বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করা অতিরিক্ত জনসংখ্যার হ্রাস করিবার একটী প্রধান উপায়। সুসভ্য দেশ মাত্রেই এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এতদ্বারা যুগপৎ দুইটী উপ

কার সাধিত হয়। প্রথমতঃ যে দেশ হইতে উপনিবেশ প্রেরিত হয়, তাহার অতিরিক্ত জনসংখ্যার হ্রাস হওয়াতে সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ যে দেশে উপনিবেশ প্রেরিত হয় সেখানকার জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। পতিত ভূমি সকল কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে থাকে এবং সুসভ্য রীতি নীতি প্রচলিত হওয়াতে ত্বরায় তাহার মুখশ্রী ফিরিয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে একটী কথা আছে, সেটী এই—উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইলে নবজিলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের ন্যায় পতিত ও জনপ্রাণীবিহীন দেশেই উপনিবেশ সংস্থাপন করা উচিত। নতুবা যে দেশে বহুজনের বাস সেখানে উপনিবেশ প্রেরণ করিলে এক প্রকার কষ্টের উপশম করিয়া আর এক প্রকার গুরুতর কষ্টের উৎপত্তি করা হয়। কারণ, হয় জনসংখ্যাবর্দ্ধিত হওয়াতে সে দেশে সুখসমৃদ্ধির হ্রাস হয় নতুবা অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়া সে দেশের হতভাগ্য লোকদিগকে নিঃশেষিত হইতে হয়। সচরাচর এই দ্বিতীয় প্রকার ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। আমেরিকা এই কথার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। সুখকান্তি ইউরোপীয়দিগের পদার্পণে সে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা কোথায় গেল? কেবল তাহারা সবংশে নিঃশেষিত হইল। তাহারা অসভ্য ছিল এই অপরাধে সুসভ্য জেতারা তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় বলিদান করিলেন।

আমরা আমেরিকার কথা যখন স্মরণ করিয়া থাকি তখন ভারতবর্ষের উষ্ণ জল বায়ুর ধন্যবাদ করি; কারণ ইহার জন্যই ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে পারেন না। আমরা নিশ্চয় জানি ইউরোপীয় উপনিবেশের প্রথা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষবাসিদিগের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইত। এই জন্যই ভারতবর্ষে উপনিবেশের কথা উপস্থিত হইলে আমাদের ভয় হয়। স্কটলণ্ডে একটী সভা আছে। ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করা তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা এই জন্য ডিউক অব আর্গাইলের নিকট এক বার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু ডিউক তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতেও তাঁহারা হতাশ না হইয়া সমধিক উৎসাহের সহিত এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন এবং মার্কুইস অব স্যালিসবরির নিকট পুনরায় এ বিষয়ের সাহায্য প্রার্থনার সংকল্প করিতেছেন। আমাদের বোধ হয় নূতন ষ্টেটসেক্রেটারি এ বিষয়ে সম্মত হইবেন না। আমরা পূর্ব্বোক্ত সভার অবুদ্ধিকৃত প্রয়াস দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইব কিম্বা উপহাস করিব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবেন? ভারতবর্ষে নূতন লোক আনয়ন করা দূরে থাকুক অনেক প্রদেশ হইতে অন্য স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে ভাল হয়। এখানকার এক এক প্রদেশের জনসংখ্যা জগতের সকল দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক, এমন কি জনসংখ্যাবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া অনেকে তাহার হ্রাসের চেষ্টায় আছেন। এরূপ সময়ে ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পতিত ভূমি কই? যদি বল পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকলে জনসংখ্যা অল্প, সেইসব স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সে পক্ষেও বক্তব্য আছে। সে সকল স্থান কি ভারতবর্ষের জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য রাখা উচিত নয়? বেহার হইতে যখন লোকদিগকে উপনিবেশ করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইবে তখন প্রথমে এই সকল স্থানে প্রেরণ করিবার পরামর্শ করা কি উচিত নয়?

শুনিতে পাওয়া যায় এই সভার সভ্যদিগের মধ্যে গোঁড়া খ্রীষ্টান অনেক আছেন এবং ভারতবর্ষে প্রকারান্তরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যদি তাহাই উদ্দেশ্য হয় আমরা বলিতেছি সে পক্ষেও বিশেষ আশা নাই। কারণ ভারতবর্ষ যদি আমাদিগের ন্যায় অসভ্য ও ধর্ম্মবিহীন জাতিদিগের দ্বারা অধিবাসিত হইত তাহা হইলে এখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেরূপ অসভ্য নন এবং সেরূপ ধর্ম্মবিহীনও নন। বিশেষ তাঁহারা সুচতুর ও চিন্তাশীল। এক প্রকার কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা অপর প্রকার কুসংস্কার কখনই গ্রহণ করিবেন না। একথা প্রমাণ হইতে কি এখনও অবশিষ্ট আছে? এক শতাব্দী কি অল্প সময়? ভারত সমাজে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অধিকার লাভের বোধ হয় আর আশা নাই। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম কেন প্রচার হইল না বলিয়া ইংলণ্ডের প্রচার সভা সকল চিন্তিত হইয়াছেন। বিশপেরা নূতন উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিশনরিদিগের সভা সকল বাদানুবাদ করিতেছেন; কিন্তু বোধ হয় আর কিছুতেই কিছু হয় না। তবে আর সেই উদ্দেশ্যে একটা গুরুতর অমঙ্গল ঘটাইবার প্রয়াস কেন? ভারতবর্ষকে নূতন লোকভারে প্রপীড়িত করিবার চেষ্টা কেন?

---o---

বাহুশক্তির মূল্য কত?

যাহাদের ইতিহাসের গভীর অর্থগ্রহণের শক্তি নাই তাহারা বিবেচনা করেন যে কেবল মাত্র বাহুবল দ্বারা জগতে জয়লাভ করা যাইতে পারে কিম্বা বহুকাল পরাজিত রাজ্যরক্ষা করা যাইতে

পারে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন এবং বলিয়া থাকেন যে ন্যায় ও [illegible] রক্ষা ভিন্ন জয়লাভ কিম্বা [illegible] করা দুষ্কর। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশীয় ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে এই কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন না। প্রজারা স্বাধীনভাবে একটী কথা কহিলে কিম্বা একটু মনের ভাব প্রকাশ করিলে কর্ত্তৃপক্ষেরা সহ্য করিতে পারেন না, বলেন তদ্দ্বারা রাজভক্তির হ্রাস হয় কিন্তু এই সকল অবিমৃষ্যকারী ইংরাজেরা যে কত ভয়ানক রাজবিদ্রোহ প্রচার করেন তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা হয় না। এই রূপ ইংরাজদিগের এক একটী অত্যাচারে প্রজাদিগের হৃদয় দশ যোজন দূরে গিয়া পড়ে। এ কথাগুলি নূতন নয় এই বিষয় লিখিয়া লিখিয়া সম্পাদকদিগের লেখনী ক্ষয় হইয়া গেল, বলিয়া বলিয়া বাগ্মীদিগের রসনা অবশ হইয়া পড়িল, ভাবিয়া ভাবিয়া ভারতহিতৈষীদিগের হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে ও আক্রোশে পূর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই অদ্যাপি অত্যাচারের দিন অবসান হইল না। সম্প্রতি রাজকোটে একটী অত্যাচার ঘটনা হইয়াছে, আমরা অদ্য সেইটী পাঠকগণের গোচর করিতেছি। রাজকোট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য। ইহা একজন দেশীয় রাজার অধীন। গত অক্টোবর মাসে জাকি নামক একজন পেয়াদা রাজকোটের প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী একটী দোকানের ধারে বসিয়া দন্তধাবন করিতেছিল; সেইস্থানকার পোলিটিকাল আসিষ্টেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেট আষ্টন সাহেব সেই সময় সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন আষ্টন সাহেব তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার সন্নিকটে গেলেন এবং দাও সম্পাত্তিও না করিয়া তাহাকে এরূপ গুরুতর রূপে কশাঘাত করিলেন যে তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল।

ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি পরে পোলিটিকাল এজেণ্টের নিকট আষ্টন সাহেবের নামে অভিযোগ করে কিন্তু তিনি বলেন যে তাহার উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে। পরে সে ব্যক্তি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে আবেদন করে কিন্তু বোম্বাইএর সুদক্ষ গবর্ণর উড হাউস সাহেব নিম্নলিখিত ন্যায় সঙ্গত রায় প্রকাশ করিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট আষ্টন সাহেবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার আর অধিক বিচারের আশা করা উচিত নয়।"

কর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকেন যে দেশীয় সংবাদ পত্রেরা রাজভক্তি প্রচার করে না। এরূপ অসহ্য অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সমীপে থাকিতে আমরা রাজভক্তি প্রচার করি কিরূপে? আর আমাদের জন্য রাজাদিগের প্রাণ কাঁদে একথা বলিলে লোকে বিশ্বাসই বা করিবে কেন? যদি ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা এবং রাজপুরুষেরা তাঁহাদের কার্য্যে ন্যায় ও সত্যানুগত ব্যবহার দেখাইতে পারিতেন, যদি প্রজাদিগকে ভাল বাসিতেন তাহা হইলে আর বলিয়া উপদেশ দিয়া রাজভক্তি প্রচার করিতে হইত না। রাজভক্তি আপনা আপনি প্রচারিত হইত।

বিশেষতঃ রাজা ও প্রজা বিভিন্ন ধর্ম্মী ও বিভিন্ন জাতীয় হওয়াতে সহজেই পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও অভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে বিশেষ রূপে ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকে কার্য্যতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি এই সকল অবিমৃষ্যকারী ইংরাজের দোষে ভারতবর্ষবাসিরা ক্রমেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছে।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, অনেক ইংরাজ সম্পাদক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের অসন্তোষে এই অত্যাচার অনেক দমন হইতে পারে।

যাহা হউক সার ফিলিফ উড হাউসের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি এমন অপদার্থ অকর্ম্মণ্য অবিবেচক সাক্ষীগোপালকে কেন যে বেতন দিয়া রাখা হয় বুঝিতে পারা যায় না। দিন দিন তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। সেদিন পারসী ও মুসলমানদিগের বিবাদের সময় তাঁহার সুবিচার দেখিয়া একবার চমৎকৃত হওয়া গিয়াছে। আবার এই বিচারটী দেখিয়া আরও চমৎকৃত হওয়া গেল, ইংলণ্ড এখনও এই অকর্ম্মণ্য সন্তানটীকে ডাকিয়া লইলে বাঁচা যায়।

ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ শাসন প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। প্রজাদিগের অবস্থা [illegible] না হইলে সুশাসন হইতে পারে না, প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে শাসন প্রণালী [illegible] হয় তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ হইবার [illegible] সম্ভাবনা নাই। ইহা রাজনীতির [illegible] অপ্রাপ্ত সত্য কথা, কিন্তু [illegible]রতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন প্রণা[illegible] পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা[illegible] এই দোষ লক্ষিত হয়। কি [illegible] কি ইংলণ্ডে যাহাঁদের হস্তে আজ কালকার ভার—দেশ শাসনের ভার, তাহারা ভারতবর্ষবাসিদিগের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে অতিশয় অজ্ঞ; বিশেষ ইংলণ্ডের লোকের তাহা জানিবার সম্ভাবনা অতি অল্প, এই কারণেই

অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি শাখা রাখাতে কেবল ব্যয় ও কাযহানি ভিন্ন বিশেষ লাভ নাই। ষ্টেট সেক্রেটারি অণ্ডর সেক্রেটারি এবং তাঁহার পারিষদগণ ইহাদের বেতনের জন্য অল্প ব্যয় হয় না, কিন্তু সে ব্যয় অতি অল্প কথা। আর এক প্রকার ব্যাঘাত পদে পদে উপস্থিত হয়, তাহা এই—প্রথমতঃ এখানকার শাসনকর্ত্তারা ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝিয়া যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক মনে করেন, অনেক সময় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষে তাহা অন্য রূপ দেখায়; কারণ তাঁহারা প্রজাদিগের অবস্থা বিশেষ পরিজ্ঞাত নন, এই রূপে অনেক হকৃত কল্যাণকর বিষয়ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা যাহা ক্লেশকর মনে করেন এরূপ অনেক কার্য্যও তাঁহাদের অনুরোধে করিতে হয়, এই সকল কারণে অনেক সময় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি এই কথার ভূটিকত দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণ বিদিত আছেন যে গবর্ণর জেনেরলের সভাতে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত একটী নূতন মন্ত্রী নিয়োগের কথা হইতেছে এবং মন্ত্রী সভার অপর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার কথা হইতেছে। মার্কুইস অব সালিসবরি এই উদ্দেশে লর্ড দিগের সভায় একখানি বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া লর্ড সভাতে বিচার চলিতেছে। লর্ড লরেন্স এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানা আবশ্যক। পবলিক ওয়ার্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটী নূতন লোক নিযুক্ত করাতে আমাদের অমত নাই কিন্তু সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত পূর্ব্বে অবধারণ করা উচিত। আয় ব্যয়ের সমতা বিধানের ভার যাঁহাদের হস্তে, ব্যয় বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কেবল এখানকার কর্ত্তৃপক্ষদিগের কেন? এখানকার প্রজাদিগেরও অভিপ্রায় জানা উচিত।

আমরা পূর্ব্বে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে লর্ড নর্থব্রুকের এক একজন সুদক্ষ ও সুবিবেচক শাসনকর্ত্তা সংযোগ করিয়া তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের সমুদায় ভার অর্পণ করা [illegible] হয় সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি যথেচ্ছাচারী হন তাঁহাদিগকে দমন করিবার উপায় কি? সে সকল কথা ইংলণ্ডের লোকের গোচর হইবার উপায় কি? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষের ষ্টেটসেক্রেটারির পদ ত নূতন নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় হইতেই আছে। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এই পদ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুই বিষয়ে কি বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে? নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কাহারও হস্তে থাকিলে যে তাহা অনেক অনর্থের কারণ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং তাঁহার দমনের কোন উপায় থাকা উচিত তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে উল্লিখিত উপায় তাহার নয়। অনেক স্থলে ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তারা আপনাদের কোন কার্য্যের জন্য তিরস্কৃত এবং শাসিত হইয়াছেন বটে ভারতবর্ষের দিকে ইংলণ্ডবাসিদিগের দৃষ্টি ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু তাহা কাহার গুণে? ষ্টেটসেক্রেটারির কিম্বা তাঁহার পারিষদদিগের গুণে নয়। কিন্তু পার্লেমেণ্টের দুই একজন ভারতহিতৈষী সভ্যের গুণে। হেষ্টিংসের শাসনকর্ত্তা বর্ক প্রভৃতি; বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তাদিগের দমনকর্ত্তা ফসেট প্রভৃতি। ইঁহারাই সমুদায় ইংলণ্ডকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। ইঁহাদেরই গুণে ভারতবর্ষের রাজস্বের সদ্ব্যয়ের জন্য সকলের প্রয়াস হইতেছে। বাস্তবিক এরূপ হইবার কারণ আছে। ষ্টেট সেক্রেটারি এবং তাঁহার পারিষদগণ ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্টের অঙ্গভূত, সুতরাং যদি সেই গবর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটী লক্ষিত হয় তাহা সাধারণের গোচর হইলে তাঁহাদেরই অগৌরব, এই কারণে সে সকল সাধারণের গোচর করা দূরে থাকুক সে সকল গোপন করিতে সহজে তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। ডিউক অব আর্গাইল যে দ্বারবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিতেন, গ্রাণ্ট ডফ যে সহজে ভারতবর্ষের একটীও সংবাদ প্রকাশ করিতেন না তাহার কারণ এই। অপর দিকে ফসেট প্রভৃতি পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ও স্বাধীন সুতরাং তাঁহারা অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন। এই কারণেই কিছু দিন হইল আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে ফসেট প্রভৃতি কয়েক জন পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত করিয়া ভারতবর্ষের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য একটী কমিটী নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা। তদ্দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য যুগপৎ সুসিদ্ধ হইতে পারে।

প্রাপ্ত।

বারাণসী বৃত্তান্ত।

বিদ্যুত ধন্দ প্রবৃত্তির সহিত নৈসর্গিক পদার্থের চমৎকারিতার যোগ হইলে যে অদ্ভুত ফল প্রসূত হয় বারাণসী প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। যিনি

প্রথমে যাঁহারা যে দেবালয় করিবার যোগ্য উৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনা করিয়া মনোনীত করেন, তাঁহারা যে বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন ও মনুষ্য হৃদয়ে প্রবেশ করিবার শক্তি ছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বারাণসীর পূর্ব্বদেশে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া কোন ধর্ম্মাত্মা বহুদর্শী ব্যক্তির মনে এটিকে অদ্ভুত কাণ্ড ও এস্থানটীকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বোধ না হয়? এই বোধ হওয়াতেই কাশী স্থান কলির মধ্যে মুক্তির ক্ষেত্র ও নানাদেব মূর্ত্তির অধিষ্ঠান স্থান হইয়া উঠে। এখানে যে কত দেব মূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কাশী খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, আর্য্য জাতির যত দেবতা আছেন তাঁহারা প্রত্যেকে কাশীতে আসিয়া এক একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাশীতে কতদেব মূর্ত্তি আছেন, পাঠকগণ এতদ্দ্বারা অনুমান করিয়া লউন। যাঁহারা কাশীতে আসিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন, কত স্থানে বহু শিব লিঙ্গ গড়াগড়ি খাইতেছেন। কেহ তাঁহাদিগকে এক গণ্ডূষ জলও দেয় না। কাশী ক্রমে উচ্চ হইতেছে, কত শিবলিঙ্গ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।

বারাণসীর দক্ষিণে অসি পূর্ব্বে গঙ্গা উত্তরে বরণা। বরণা পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। অসি এখন মজিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে উহা স্রোতস্বতী ছিল। তখন বারাণসী নদী বেষ্টিত স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া বোধ হইত। বারাণসী পৃথিবী ছাড়া, বোধ হয় এই মূল হইতেই সে সংস্কার জন্মিয়াছে।

গঙ্গার ধারেই কাশী সহর। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। গঙ্গার ধারের বসতি এমন ঘন যে তিলমাত্র স্থান পড়িয়া নাই। পশ্চিমের বসতি বিরল ও অল্প। পূর্ব্ব পার হইতে কাশী দেখিতে অতি সুন্দর। গঙ্গার নিকটেই এত বৃহৎ অট্টালিকা ও এত বৃহৎ বাঁধাঘাট অন্য কোন নগরে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘাটগুলির গাঁথনি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহা এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে কোন কালে বিনষ্ট হইবে এমন বোধ হয় না। কত যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ টাকা যদি ভারতের হিতার্থ ব্যয়িত হইত, সাধারণের কল্যাণকর কত কার্য্যের যে অনুষ্ঠান হইত তাহা বলা যায় না। সাধারণের কল্যাণকর সেই সেই কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভারতের অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত সন্দেহ নাই। গোড়া হইতেই এদেশের লোকের মতি মন্দ হইয়া আসিয়াছে। যে কার্য্যে দশজন লোকের উপকার হয় তাহাতে যে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়, পূর্ব্বে ইহারা দেখিত না। এক দেবমন্দিরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় না করিয়া ঐ টাকায় যদি রাস্তা করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে যে অধিক পুণ্য জন্মে একথা কে অস্বীকার করিবেন? কেবল উপদেশের দোষেই এদেশের সংস্কার মন্দ হইয়া গিয়াছে।

কাশীর বাটী গুলিও অনেক অর্থ উদরস্থ করিয়াছে। এক একটী বাটী অতি বৃহৎ। বাঙ্গালাদেশে বৃহৎ বাটী বলিলে যেমন অধিক স্থান ব্যাপিয়া বাটীটী আছে ইহা বুঝা যায়, কাশীতে তেমন বুঝায় না। কাশীর বাটী গুলি কেবল ঊর্দ্ধদিকে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে অন্দর ও সদর যে পৃথক্ থাকে, এখানে সেরূপ নয়। এখানে নীচের তালায় সদর ও উপরের তালা অন্দর। এক একটী বাটীতে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুস্থানীয়দিগের রুচিবৈপরীত্য দোষে সেগুলি সুখসেব্য হয় নাই। প্রশস্ত জানালা রাখা এখানকার রীতি নয়। অনেক বাটীতে ক্ষুদ্র জানালাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বারগুলি এমন ক্ষুদ্র, প্রবেশ কালে অন্য মনস্ক হইলে মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে। বাঙ্গালিরা সেরূপ করে যদ্দ্বারা অর্দ্ধ হাত উচ্চ হয়, অনায়াসে গমনাগমন করা যায়, কিন্তু হিন্দুস্থানী ভূতেরা প্রাণান্তে তাহা করে না। অনেকে এরূপ করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিবার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, এখানে গুণ্ডার অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল, তাহাদিগের ভয়েই বাটীর প্রশস্ত জানালা ও দরজা রাখা হইত না। এটী বাস্তবিক কারণ নহে। এখন আর কাশীতে পূর্ব্বের মত গুণ্ডার দৌরাত্ম্য নাই। তাহারা আর এখন দ্বার ভাঙ্গিয়া কাহার বাটীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু এখনও যাঁহারা বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাটী গুলিও ক্ষুদ্র দ্বার ও জানালার হাত এড়াইতে পারিতেছে না। বাস্তবিক হিন্দুস্থানীদিগের রুচিরই দোষ।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তরের উপরে অতি চমৎকার কারু ক্রিয়া করা হয়। সে গুলি দেখিলে নয়ন ও মন অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। তাজমহল উল্লিখিত কারুক্রিয়ার একটী প্রসিদ্ধ উদাহরণ স্থল। রামনগরে কাশীরাজের যে একটী মন্দির আছে তাহার কারুক্রিয়াও অতি প্রশংসনীয়। মন্দিরের প্রস্তর হইতে খুদিয়া যে সমস্ত পুত্তলিকা ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী করা হইয়াছে, তাহা দর্শন করিলে মন আপনা হইতেই কারিকরদিগের ধন্যবাদ দানে অগ্রসর হয়। কাশীরও অনেক মন্দিরে ঐরূপ চমৎকার ক্ষোদকারি আছে। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা ও দুর্গাবাড়ীর মন্দির গুলি এ অংশে শ্রেষ্ঠ। রণজিৎ সিংহ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেওয়াতে উহার অতি কতর শোভা হইয়াছে।

কাশী আর্য্য জাতির প্রতিষ্ঠিত। এখানে আর্য্য জাতিরই অসংখ্য দেবালয় দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগেরও ধর্ম্মালয় দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে। গোড়া আরঙজেব বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া মসিদ গাঁথিয়াছে। বেণীমাধবের বুকের উপর আর একটী মসিদ করিয়াছে। বেণীমাধবের বুকের উপরে একথা বলিলাম কারণ এই, ঐ মসিদের দুই ধারে যে দুটী মনুমেণ্ট আছে, তাহা বেণী মাধবের ধ্বজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ও দুটী ঐ মসিদেরই অঙ্গ। হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া মসিদ নির্ম্মাণ করাতে আরঙজেব যে এক জন অত্যাচারী ও অসভ্য রাজা ছিল, কেবল তাহারই প্রমাণ হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। মন্দির ভাঙ্গিয়া যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করিলাম

একবার এইরূপ দেখিয়াছিলেন। এই আলোক প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া বাহির হইয়াছিল।

১১ ই আষাঢ় বুধবার।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটী প্রবঞ্চনা সুপ্রচার হইয়া গিয়াছে। একজন জর্ম্মণ জনৈকা এক ইন্সুরান্স আফিসে ১০ হাজার ডলারে আপনার ও তাহার স্ত্রীর জীবন ইন্সুরার করেন, এই কথা থাকে, যাহারই হউক এক জনের মৃত্যু হইলে যে জীবিত থাকিবে তিনিই ঐ টাকা পাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রীর পীড়া হইল, সর্ব্বদা দেখিতে পারিবেন বলিয়া ডাক্তার তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল, এবং তাহার মৃত দেহ কবরিত হইল। তাহার স্বামী শোকে অভিভূত হইলেন। কিন্তু সে টাকার কথা ভুলিলেন না। তিনি টাকা প্রার্থনা করিলে উক্ত আফিসের এজেণ্ট আপত্তি করিয়া বলিলেন স্ত্রীলোকটীকে বিষপান করাইয়া হত্যা করা হইয়াছে। পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে পুলিষ আসিয়া কবর খনন করিয়া দেখেন কফিনের মধ্যে জর্ম্মণ সংবাদপত্র জড়ান ৯ খানি ইট রহিয়াছে !!

জহোরে যে একটী কাষ্ঠের রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সুন্দর রূপ কাজ চলিতেছে। শ্যামের রাজাও এইরূপ একটী রেলওয়ে করিয়া উহা জহোর রাজের রেলওয়ের সহিত মিলিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার পীড়িত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ লক্ষ্মীসরাইয়ে গমন করিয়াছেন।

মিরর বলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস সর রিচার্ড কাউচ আগামী শীত ঋতুতে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন সম্প্রতি ত্রিচিন পল্লিতে এক জন হিন্দু যুবক সন্ধ্যাকালে তত্রত্য একজন মিশনরির বাটীতে গিয়া মিশনরির হস্তে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে সে রাত্রি সেখানে রাখিয়া উত্তম রূপে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন যুবকটী রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া মিশনরির টুপী ও একটী বাক্সের মধ্য হইতে তিনটী টাকা ও সাত আনার পয়সা লইয়া প্রস্থান করে। মিশনরি সাহেবেরা এমনিই বটেন, খৃষ্টান হইব বলিলে তাহারা ইহকাল পরকাল ভুলিয়া যান।

১১ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

এড্‌ কশন গেজেটে লিখিত হইয়াছে. সম্প্রতি জোসেফ ষ্টিভেন্স নামক জনৈক ব্যক্তি কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে। ইহার যথার্থ নাম মধুসূদন বসু। যখন তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন যাত্রা করিয়াছিল। তথা হইতে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ সন্দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার লণ্ডনে উপস্থিত হয়, তথা হইতে আবার এমেরিকা যাত্রা করে, তথাকার সমস্ত দেশ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া একখানি জাহাজে ছুতারের কাজ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। ধন্য সাহস! এরূপ সাহস অতি অল্প লোকেরই দৃষ্ট হয়। "

" পঞ্জাব সিবিল সর্ব্বিসের সেখ আবদুল রহমান ওরফে মেলবিল সাহেব অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর পাহাড়ের পাদদেশে ঝিলম নদীর তীরে তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় রহিয়াছেন। তাঁহার পদচ্যুতির নোটিস তাঁহার নিকট পৌঁছে নাই। কারণ তাঁহার ঠীকানা কাহাকেও বলিয়া যান নাই, এবং লিখিয়া রাখিয়াও যান নাই।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, চিত্রকোটের শত্রুঘ্ন দাস নামক এক মহন্তের ভৃত্যের স্ত্রীর সহিত মহন্তের প্রণয় ছিল, মহন্ত ভৃত্যকে মন্দিরের পবিত্র জলসহ বীরসিংহপুরে পাঠাইয়া দেন, তাহার সঙ্গে কতক চাউল এবং রুটীও দেয়- সেই রুটীতে বিষ ছিল। ভৃত্য চাউল রুটী খাইতে বসিলে সেখানে দুইটী বালক এবং একটী বালিকা আইসে, তাহাদিগকেও তাহার কতক অংশ দেয়। আহা! ক্ষণকাল পরে চারি জনেরই মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে মহন্তের দোষ প্রমাণিত হওয়াতে তাহাকে সেসনে অর্পণ করা হইয়াছে, দেবমন্দিরের মহন্তদিগের ক্রমেই দুরাচরণ প্রকাশ হইতেছে।

সম্প্রতি আগ্রার দেড় ক্রোশ দূরে সেকন্দ্রা রাস্তায় একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। একখানি ডাকের গাড়িতে অনেক টাকা ও জিনিস পত্র যাইতেছিল, ডাকাইতেরা ঐ গাড়ি লুঠ করিয়াছে এবং ৬ জন লোককে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়াছে।

আর্যাবর্ত্তে যত দস্যু লোক আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথায় তত নাই। গত বর্ষে তথায় ৯২৮ টী খুন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হাত ভাঙ্গা পা ভাঙ্গা নাক কামড়ান ও কাণ কামড়ান যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই।

১৮৭৩ অব্দে শম্বর লেক হইতে প্রায় দশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল নর্ম্মদা নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী দ্বীপে একটী তাম্র খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বোম্বাইর ট্রামওয়েরও গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না। এক্ষণে উহাতে প্রতি দিন পাঁচ শত টাকা ব্যয় হয় কিন্তু আয় ৯০ টাকা মাত্র।

সেদিন কদাপার উত্তরে পানপগ্লির সেতুর উপর দিয়া যেমন এক খানি ট্রেণ যাইতেছিল অমনি সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। একজন ইনস্পেক্টর ও ফায়ারম্যান হত এবং বহু সংখ্য লোক আহত হইয়াছে।

সম্প্রতি পাগ্নকোটায় একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ হাজার টাকা পণ দিয়া দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করে। বিবাহের কিছুদিন পরে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে ঐ স্ত্রী তাহার। বাস্তবিক ঐ ব্যক্তি সাত বৎসর পূর্ব্বে উহাকে বিবাহ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, এক্ষণে আর এক ব্যক্তির সহিত উহার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান স্বামী আর দুই এক হাজার টাকা দিয়া প্রথম নম্বরের স্বামীর সহিত রফা করিবার চেষ্টায় আছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উত্তর বাঙ্গালা হইয়া

তাঁহার মুঙ্গীরে প্রত্যাগমন করিবার কথা আছে।

মেদিনীপুরের একজন এদেশীয় জেলর ধনী কয়েদিদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইতেন বলিয়া তাহার হাজার টাকা জরিমানা এবং কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে! জেলের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগেরও এ বিষয়ে বিচার হইতেছে।

দিনাজপুরের একজন বেশ্যা একটী বালিকাকে ক্রয় করে বলিয়া তাহাকে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। সে এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে সে যে কাজ করিয়াছে এমন সময় সে কাজ যদি অন্যে করিত তাহা বদান্যতার কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত। কারণ ঐ বালিকাটীকে ক্রয় না করিলে উহাকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। মাজিষ্ট্রেট উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা আরো অনেক ঘটিতেছে।

অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে "সিরাজগঞ্জ মুনসফী আদালতে শারঙ্গ নামক এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নামে নালীশ করিয়া তাহার পালিত একটী বনমানুষ ১৮৫৯। ৮। ৮১ ধারা মত ক্রোক করিয়া আনে এবং তাহা ক্রোকী অবস্থায় আদালত ঘরে মুন্সেফ বাবুর এজলাসের সম্মুখে থাকে। বোধ হয় ঐ নরদেহধারী পশুর কয়েক দিন মুন্সেফ বাবুকে এজলাস করিতে দেখিয়া তদীয় উচ্চ আসনে বসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আসন খালি না হওয়ায় তদীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে অত্রত্য আদালতের সেরেস্তাদার মহাশয়ের বাসায় রামাভিষেক নাটকের অভিনয় হওয়ায় মুন্সেফ বাবু দাড়ি লাগাইয়া রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের চোপদার হন। দৈব বলে ঐ বনমানুষ ইহা অবগত হইয়া বিবেচনা করিল যখন মুন্সেফ বাবু স্বীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তখন তাঁহার পদ আমার গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? এইরূপ তর্ক করিয়া সে খাঁচার লোহার শিক ভগ্ন করিয়া মুন্সেফ বাবুর চ্যারে গিয়া উপবেশন করে এবং টেবলস্থ কাগজ পত্র দৃষ্টি করিয়া ডেস্কের উপর হইতে ডায়েরি বহি আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া পাত উল্টাইয়া পরীক্ষা করিতে থাকে এবং পরিশেষে পরীক্ষায় অসন্তুষ্ট হইয়া ডায়েরি বহি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। তৎপরে সেরেস্তাদার মহাশয়ের চৌকিতে বসিয়া তাঁহার কাগজপত্র পরীক্ষা করে। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের বনে গমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথের মৃত্যু হওয়ায় মুন্সেফ বাবু তাঁহার নূতন কর্ম্ম হইতে অবসর হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে বন মানুষও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আড়ার উপর গিয়া উঠে এবং আদালতের চাপরাশীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুনর্ব্বার পিঞ্জরাবদ্ধ হয়। এই বনমানুষ দেখিতে ১০ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের ন্যায়, ইহার অসাধারণ বুদ্ধি বৃত্তি ও পরাক্রম দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন।"

সম্প্রতি বঙ্গসমুদ্রে একটী বৃহৎ জলজন্তু দুইখানি জাহাজ নষ্ট করিয়াছে। ইহা সমুদ্রের জলের উপরে ভাসমান ছিল। নিকটস্থ একখানি বাষ্পীয়পোতের লোকেরা ইহাকে বিরক্ত করাতে মৎস্যটী তৎক্ষণাৎ জাহাজখানি নষ্ট করে। কাপ্তেন এই বৃহৎ মৎস্যকে তিনি ক্রমে গুলি করেন। তৎক্ষণাৎ মৎস্য জাহাজের দিগে অগ্রসর হইয়া বৃহৎ বাহু প্রসারণ করিয়া জাহাজ ধরিল। পরে সে জাহাজের উপরে উঠিয়া তাহা সমুদ্র গর্ভে লইয়া গেল। এই ভয়ানক জন্তুর দেহ প্রায় ১৭৩ ফুট হইবে। জলমগ্ন জাহাজের কাপ্তেন নিজে এবিষয় দিল্লীগেজেটে লিখিয়াছেন।

১৩ ই আষাঢ় শুক্রবার।

২৪ এ জুন [illegible] হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছেন "তেরাইতে বিলক্ষণ কষ্ট রহিয়াছে, সাকামুরী হইতে ৫০ হাজার মণ গবর্ণমেন্টের শস্য তথায় পাঠান হইবে, নেপাল গবর্ণমেন্ট ইহার মূল্য দিবেন। পল্লীস্থ রিলিফ কার্য্যে নিয়ত মজুর নিযুক্ত হওয়াতে নীলের চাষ এবং কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে। পুলিস গবর্ণমেন্টের শস্য বহন কার্য্যের জন্য বলপূর্ব্বক গোযানগুলি লইতেছে বলিয়া মহাজন দলের ব্যবসায়ের এবং রাইতদিগের কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে।

মজঃফরপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "এপ্রদেশে ক্রমে চাউল দুর্মূল্য হওয়ায় লোকের কষ্টবৃদ্ধি হইতেছে, দৈনিক শ্রমজীবি লোকদিগের ক্লেশের পরিসীমা নাই, তাহারা একদিন মজুরি করিতে না পারিলে সেদিন তাহাদের অনাহারে থাকিতে হয়, তদ্ভিন্ন অনেক মধ্যবিত্ত লোকেরও প্রতিদিন আহার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে চুরি হইতেছে। যেরূপ গতিক, ক্রমে চাউল আরও দুর্ম্মূল্য হইবার সম্ভাবনা। অতএব এস্থানে গবর্ণমেন্টের কিয়ৎপরিমাণে রিলিফ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে।"

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত ইলছোবা গ্রামের মারীভয় অনেক নিবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাকার দুঃখী প্রজারা অনেকে অন্নাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ গ্রামের এক প্রাণীও গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি সত্বর ঐ গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

১৬ ই আষাঢ় [illegible]।

আমরা [illegible] দেখিয়াছিলাম [illegible] একটী করিয়া [illegible] [illegible] অন্ধকার বাড়িতে [illegible] কাল [illegible] লোকের বাগানের আম কাঁটাল লইয়া অথবা [illegible] ভাত খাইয়া [illegible] তাহাদের দুষ্টি ক্রমে একটা [illegible] দলের হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা কতদূর সাহসী হইয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। গত রবিবার বেলা অনুমান ১০। ১১ টার সময় এক ব্যক্তি ভার করিয়া কলিকাতা হইতে বারাকপুরে সওগাত লইয়া যাইতেছিল। ভারে আম সন্দেশ ও ফল

এক জোড়া কাপড় ছিল। কোদালিয়ার পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী পাকা রাস্তার ধারে ভাবটি দাঁড়াইয়া সে কোন কার্য্যান্তরে একটু দূরে গমন করে, পরক্ষণেই আসিয়া দেখে কতকগুলি তার সহিত একটী খড়া পড়িয়া আছে, যে খড়ায় আম সন্দেশ ও কাপড় ছিল, তাহা সেখানে নাই। এই ব্যাপার দর্শনে সে হতবুদ্ধি হইয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। অপরাহ্নে পুলিস কর্ত্তৃক এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয় কিন্তু সে দিবস বিশেষ কোন কাজ হয় নাই; পরে এই কয়েক দিন ধরিয়া পুলিস ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। শুনা গেল ২ জনকে ধরা হইয়াছে, কিন্তু জামীন লইয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অপহৃত দ্রব্যের কিছুই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক দিবা ভাগে সদর রাস্তার ধারে এরূপ চুরি হইয়া গেল এটী সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমরা যেরূপ শুনিতে পাই তাহাতে এ চোর ধরা তাদৃশ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের সংস্কার পুলিস একটু যত্ন করিলেই চোর ধরিতে পারিবেন। সোণাপুরের বর্ত্তমান সব ইনস্পেক্টর বাবুর বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে, আমরা এই সোমপ্রকাশে তাঁহার প্রশংসাবাদও করিয়াছিলাম। এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতে হইবে।

১৩ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৬১ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৯২ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ৩৯ জনের জ্বরে ২০ জনের ওলাউঠায় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

গত শনিবার পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলের শস্যাদির এবং তত্রত্য লোকদিগের অবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

বস্তি ১৩ ই জুন। ১১ ই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, এবং সমস্ত সপ্তাহে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়। সর্ব্বত্রই শস্য বপন আরম্ভ হইয়াছে ধান্য এবং অন্যান্য শস্য অঙ্কুরিত হইতেছে। রিলিফ কার্য্য কমিতেছে।

গোরক্ষপুর ১৩ ই জুন। বৃষ্টি হইয়াছে, বপন কার্য্য চলিতেছে, রিলিফ কার্য্য কমিতেছে এবং তন্নিবন্ধন লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে না।

গাজিপুর ১৭ ই জুন। ১১ ই ১২ ই এবং ১৩ ই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বপন আরম্ভ হইয়াছে। একটী মাত্র রিলিফ কার্য্য খোলা আছে।

মির্জাপুর ১৫ ই জুন। অধিক বৃষ্টি হয় নাই এবং সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহাতে ভূমি কর্ষণ কার্য্য চলিতেছে। ইক্ষু উত্তম জন্মিয়াছে। শোণের উত্তরে রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে দক্ষিণেও দুটী বন্ধ হইয়াছে।

ব্যাণ্ডা ১২ ই জুন। পশ্চিম ও মধ্য স্থানে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে ভূমি কর্ষণের উপযুক্ত বৃষ্টি হয় নাই, একটী রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ব্যাণ্ডার চারিটী দরিদ্র নিবাসে ৪২৬ এবং কারউইর চারিটীতে ৮০ লোক আছে। লোকের অবস্থা ক্রমে উন্নত হইতেছে।

হমিরপুর ১০ ই জুন। ৩রা অবধি ৯ ই পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে এ বিশ্বাস না হওয়াতে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতেছে না। রিলিফওয়ার্কে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। দরিদ্র নিবাসের সংখ্যা সমান রহিয়াছে।

ঝাঁসি ১৬ ই জুন। ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৮৮৭।

পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বৃষ্টি নিবন্ধন ক্ষেত্রে যে সকল শস্য কাটিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল তাহার কতক অনিষ্ট হইয়াছে। বৃষ্টি হওয়া অবধি প্রায় সর্ব্বত্রই ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।

গত সপ্তাহে বঙ্গ দেশের প্রায় তাবৎ বিভাগেই অল্পাধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কেবল পুরী ও আর দুই চারিটী বিভাগে বীজ বপন শেষ করিবার জন্য আরো কিঞ্চিৎ বৃষ্টির প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই প্রায় যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইতেছে, আশু ধান্য বপন এবং আমন ধান্যের জন্য ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য উত্তম রূপ চলিতেছে। রঙ্গপুরের স্থানে স্থানে এবং বিক্রমপুর ও ঢাকায় আশু ধান্য প্রায় কাটা হইয়াছে। জুলাইর শেষে অন্যান্য স্থানেও ইহা কাটিবার উপযুক্ত হইবে। বাখরগঞ্জে আশু ধান্য ভাল জন্মে নাই। কোন কোন বিভাগে আশু ধান্য বপন শেষ হইয়াছে, কোন কোন স্থানে উহা চলিতেছে এবং বোরো ধান্য রোপণ করিবার জন্য ভূমি সকল প্রস্তুত করা হইতেছে। বৃষ্টিতে নীল প্রভৃতি অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। নদীয়া এবং মানভূমে বীজ ধান্যের কতক অভাব হয় কিন্তু জমীদারেরা সে অভাব পূরণে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছেন। মানভূমের ডিষ্ট্রিক্ট আফিসর বলেন তথায় অল্পভূমিই পতিত আছে। সাধারণতঃ শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে লোকে রিলিফ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। বৃষ্টি দ্বারা পুষ্করিণী সকলের জল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৃণাদি জন্মিয়া পশ্বাদির খাদ্যেরও অনেক সুবিধা হইয়াছে।

১৮ ই জুন পর্য্যন্ত বৃষ্টি ও শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে কৃষি বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় মান্দ্রাজে বৃষ্টি হইতেছে, কেবল ত্রিচিনপলি এবং তাঞ্জোরে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। সিন্ধুতে নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। গুজরাটের স্থানে স্থানে শস্য বপন করিবার উপযুক্ত রূপ বৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তম

ডেপুটী কালেক্টর বাবু বরদাকান্ত মজুমদার।

জমীদার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

শ্রীযুক্ত এচ, পি মোলকুসি, এস, পুর্ণিয়ার ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেস কমিটির ভাইস চেয়ারমেন হইবেন।

জমীদার বাবু রাম প্রসাদ দাস মুঙ্গেরের ডিষ্ট্রীক্ট রোড কমিটির সভ্য হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ডর্কসনদার বাবু জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আরঙ্গাবাদ সবডিবিজনে আছেন দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ বসু।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এম, মনি সাহেব যিনি জামুই উপবিভাগের ভার পাইয়াছেন, প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারে উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। মনি সাহেব এতদ্ভিন্ন ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। কমন্স বাটীতে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল বিল সম্বন্ধে লার্ড নর্থব্রুকের সহিত মার্কুইস অব সালিসবরির যে পত্র লেখালিখি হইয়াছে তাহা প্রকাশ না করিলে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয় বার পঠিত হওয়া সুবিধার নহে।

প্যারিস ১৭ ই জুন। এম ম্যাগ্নি জাতিসাধারণ সভায় বলিয়াছেন, নূতন টাক্স দ্বারা ৪ কোটি ২০ লক্ষ আবশ্যক।

এমেরিকার মধ্যে কেবল তার দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান গত কল্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। যে মেইল কলিকাতা হইতে ২৬ এ মে এবং বোম্বাই হইতে ২৯ এ মে যায় উহা অদ্য প্রাতঃ কালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুন। কাস নামক টর্কিস জাহাজ মার্ম্মোরা সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে। ৩২০ জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ ফরাসী রাজ দূত পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

রোম ২০ এ জুন। গারিবলডি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

মাড্রিড ২০ এ জুন। কার্লিষ্টরা এষ্টেলার নিকটে মস্ত জায়েতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। আকাশের ভাব অনুকূল না হওয়াতে সেনাপতি কঞ্চার কার্য্যা দর ব্যাঘাত হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের রাজ্ঞীর সেণ্ট পিটর্সবর্গ দর্শনার্থ গমন করিবার সম্ভাবনা আছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এখানকার রাজকুমার শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী আনন্দ বাহাদুর প্রতি রবিবারে এক একটী সভা আহ্বান করেন। অত্রত্য স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক, রাজসংসারের ডাক্তার ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সে সভায় প্রবেশাধিকার আছে। হিতগর্ভ প্রবন্ধ অনুশীলনই সভা অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতি সভায় এক একটী বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয় ও তাহার এক একরূপ মীমাংসাও হইয়া যায় সংপ্রতি একটী গোরতর আন্দোলন উপস্থিত। সভার ভিন্ন ভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছেন। কোন প্রকারে স্থির মীমাংসা হইতেছে না। এখন আন্দোলিত বিষয়টী যাহাতে পরিস্কার রূপে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহার উপায় বিধান করিবেন। বিবেচ্য বিষয়টী এই:—

মধ্যে মধ্যে আমরা শূন্য হইতে এক জাতীয় সর্পরাশি ভূপতিত হইতে দেখিতে পাই। ক্ষুদ্র জাতীয় এক প্রকার মৎস্যও [illegible] পতিত হইয়া থাকে। এ বর্ষণের কারণ কি? এ সর্প ও মৎস্যের উৎপত্তি স্থলই বা কোথায়?

বনয়ারী আবাদ
১৯ এ জুন

আপনার
বনয়ারি আবাদ
প্রবাসিনঃ।

মহাশয়! আপনকার বর্ত্তমান বর্ষের ২ রা আষাঢ়ের পত্রিকায় বঙ্গদেশীয় কুলীন কায়স্থ দিগের আদিপুরুষ সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। আপনি ঠিক কথাই লিখিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আসিয়া যে কোন মহাশয় কুলীন কায়স্থদিগের আদি পুরুষেরা যে কি জাতি ছিলেন তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের ভৃত্যেরা কাহার ছিল, কায়স্থ ছিল না। ঘোষ বসু মিত্র যে কায়স্থ ছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ রাজমহালের পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে পাওয়া যায় না। না কোন পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে, না, কোন লালা কায়স্থের নিকটে কিছু জানা যায়। দেখুন পশুর প্রকৃতিসিদ্ধ এমন শক্তি আছে যে গাভী এবং অন্য অন্য পশুর স্ত্রীজাতি আপন আপন বৎসহারা হইলে কাল বিলম্বেও যদি শাবক আপন মাতার নিকট পৌছে, সে দূর হইতে ঘ্রাণের দ্বারা আপন বৎসকে চিনিতে পারে; কিন্তু বিস্তর কুলীন কায়স্থ বহুকালাবধি কান্যকুব্জ জেলাতে বাস করিয়া সর্ব্বদা আপনাদিগকে কান্যকুব্জ কায়স্থজাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার লালাসাহেবেরা ইহাদিগকে আপন সন্তান বিবেচনা না করিয়া অন্যের সন্তান বোধে পশু সদৃশ লাথি মারিতে উদ্যত হয়। এ অবস্থায় বঙ্গদেশীয় কুলীন কায়স্থ মহাশয়েরা যে কান্যকুব্জ লালার বংশ ইহা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। ইহাদিগের আদিপুরুষ যে কাহার ছিল এই অনুমানই সঙ্গত হয়। আপনি কুলীন কায়স্থদিগের আদিপুরুষের বিবাহ বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঐ মীমাংসা ভ্রম প্রযুক্ত অথবা এদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত জানা না থাকাতেই করিয়া থাকিবেন। আদি কায়স্থেরা যে [illegible]

য়াছিলেন ইহা বোধগম্য হয় না। এই বোধ হয় যখন ব্রাহ্মণের ভৃত্যেরা কায়স্থ শ্রেণীতে পরিগণিত হইল তখন তাঁহারা এদেশের লালাকায়স্থদিগের যে এক রীতি প্রচলিত আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিল। সে রীতি এই—কোন লালা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ বা বিবাহের উপায় না থাকিলে একটা নীচ-জাতীয় স্ত্রীলোক ঘরে রাখে, তাহার হাতের অন্ন খায় না কিন্তু তাহার গর্ভে সন্তান হইলে ঐ সন্তানের হাতের অন্ন গ্রহণ করে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সন্তান কায়স্থ শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। এই রূপ রক্ষিত স্ত্রীকে পশ্চিম অঞ্চলে "সুরতিন" বলিয়া থাকে।

এদেশে এই রীতি আছে এক দেশের লোককে অপর দেশের লোকে কন্যাদান করেন না, তদ্বিষয় এবং লালাকায়স্থদিগের সুরতিন রাখিবার বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় ব্রাহ্মণদিগের সহাগত কাহাদের ঔরসে সুরতিনের গর্ভে কুলীন কায়স্থদিগের আদিপুরুষের সন্তান জন্মিয়াছে। তাহারাই পরে ১।১ পুরুষের মধ্যে ইহাদিগের তেজ শক্তি এবং আর আর হিন্দুস্থানী চিহ্ন সকল হ্রাস পাইয়া ৩।৪ পুরুষ না হইতেই ইহারা বাঙ্গালী সদৃশ হইয়া আদি কায়স্থদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। ইহারাই দক্ষিণ রাঢ়ী উত্তর রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ নামে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ এবং এদেশের রীত্যনুযায়ী বলিয়া বোধ হয়।

কস্যচিৎ কায়স্থস্য।

"ভিক্ মৎ দেও বাবা কুত্তা বোলাএ লেও"

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের অধিকার কালে শিক্ষাবিভাগের নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণের অবিকল ঐ দশা ঘটিয়াছিল। কয়েকবৎসর হইল এই বিভাগের উচ্চ শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিবর্গের শ্রেণীবিভাগ ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হয়। ঐ সময়ে অন্যান্য বিভাগেও সামান্য কেরাণীদিগের পর্য্যন্ত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হইয়াছিল। কেবল হতভাগ্য নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকেরাই উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময়ে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হয়। সকল সংবাদ পত্রেই বাদানুবাদ হয়, এবং ডিরেক্টর এট্‌কিন্সন সাহেব কয়েকবার স্কেল করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান এরূপ জনরবও উঠে। কিন্তু কার্য্যে তাহা কিছুই সিদ্ধ হয় নাই। সকলের সংস্কার এই যে, এট্‌কিন্সন সাহেবের সম্যক যত্নের অভাবেই উহা সফল হয় নাই। সফল হউক বা না হউক ও বিষয়ের আন্দোলন হওয়াতেও শিক্ষকদিগের মনে আশার আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু এমন সময়ে তাঁহাদের ধূমকেতু উদিত হইল। কাম্বেল সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলেন। শিক্ষাবিভাগে ডামাডোল পড়িয়াগেল, আজি এ কালেজ ভাঙ্গিল, কালি ও কালেজ চূর্ণ হইল, পরশ্ব অমুক অমুক স্কুল সকল মাটী হইল, সর্ব্বদাই এইরূপ দুঃসংবাদ শিক্ষকেরা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ব স্ব পদ থাকিবে কি এবলিব হইবে নিরন্তর সেই চিন্তা উঠিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির আশা করা দূরে থাকুক যাহা কিছু আছে তাহাই বজায় থাকিলে তাঁহারা বাঁচেন একরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "ভিক্ মৎ দেও বাবা কুত্তা বোলাএ লেও।"

আজি আর সে দিন নাই, কাম্বেল সাহেব শিক্ষাবিভাগস্থ উল্লিখিত কর্ম্মচারিবর্গের মনোদুঃখ ও তজ্জনিত প্রত্যবায় ও কলঙ্কভারে জাহাজ বোঝাই করিয়া স্বদেশে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে উদার প্রকৃতি সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব তদীয় আসনে উপবেশন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম যে [illegible] ইনি শিক্ষাবিভাগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। যে কয়েক জন বাঙ্গালী বেতন বৃদ্ধি যুক্ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন কাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া তৎপদে আর দেশীয়দিগকে নিযুক্ত না করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু টেম্পল সাহেব সে সংকল্প দমনার্থ করিয়া উপযুক্ত দেশীয়দিগকে উচ্চ শ্রেণীতে আরোহিত করিবার পুনর্ব্বার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে ঐ সংকল্পের উপর "স কল্পিতার্থ সিদ্ধিমেতু অয়মবন্তু শুভায় ভবতু" বলিলাম।

কথায় বলে "যে দেয় তারেই খোঁচকায়" কাম্বেলকে শিক্ষাবিভাগস্থদিগের প্রতিকূল মনে করিয়াছিলাম এজন্য তাঁহার নিকট উঁহাদিগের জন্য কোন অনুরোধ জানাই নাই, টেম্পল মহোদয় অনুকূলবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, এজন্য তাঁহার সমীপে সকল কথাই জানাইতে ইচ্ছা হইতেছে এবং সেই ইচ্ছা বশতঃ নিম্ন ভাগে কয়েকটী বিষয়ের অনুরোধ জানাইলাম। টেম্পল সাহেব উহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। আমাদের আশা আছে তিনি মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে।

১ম, লেঃ গবর্ণর শিক্ষা বিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে বাঙ্গালীদিগের উঠিবার পথ রুদ্ধ না রাখিয়া সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করুন এবং মধ্যে মধ্যে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগকে সেই সেই পদে অধিরোহিত করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশের অরুচির কারণ নিবারণ করুন। যখন তিনি স্বয়ংই ঐ বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ডিরেক্টরের নিকট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামের তালিকা চাহিয়াছেন এবং উপযুক্ত পাত্র পাইলে নিযুক্ত করিবেন [illegible] যুক্তি [illegible] শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নত করিয়াছেন তখন এবিষয়ে আর আমাদের অধিক বক্তব্য নাই।

২য়। নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষা কর্ম্মচারিগণের শ্রেণী বিভাগ ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম করিয়া দেউন। এবিষয়ে যেন আর কোন মতে কাল বিলম্ব করা না হয়। গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের সকল কর্ম্মচারীরই বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হইয়াছে, কেবল হতভাগ্য শিক্ষা কর্ম্মচারীরাই উহাতে বঞ্চিত আছেন। যে সময়ে উঁহাদেরও গ্রেড হইবার প্রথম প্রস্তাব হয়, তৎকালে হইলে এতদিন কেহ

কেহ উহার উচ্চ সীমায় পদার্পণ করেন। অতএব গ্রেড করিবার সময়ে সেই সকল প্রাচীন কর্মচারীবর্গের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। অনেকেরই সংস্কার ডিরেক্টর এট্‌কিন্সন সাহেবের দোষেই শিক্ষা বিভাগ এরূপ অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আমরা তাঁহাকেও অনুরোধ করি, তিনি এবিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়া আপনার কলঙ্ক ক্ষালন করুন। আমরা তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে জানাইতেছি যে নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষা কর্মচারীগণের প্রতি অনাদর করাতেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যার পর নাই লোকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপরে গ্রে সাহেবের সময়ে শিক্ষাবিষয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের মতভেদ হইলে তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকের তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগের উদ্রেক হইয়াছে, সেই অনুরাগ বশতই কাম্বেল সাহেব তাঁহাকে পদস্থ ও হৃতাধিকার করিলে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন এবং এক্ষণে আবার ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া সকলেই সুখী হইতেছেন। এসময়ে তিনি কায়মোনবাক্যে চেষ্টা করতঃ উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ইষ্ট সাধন করিয়া সেই সুখ বজায় রাখেন ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

৩য়। প্রেসিডেন্সি কালেজের কোন প্রফেসরই ৫০০ টাকার ন্যুন বেতন পান না, তবে তথাকার সংস্কৃত প্রফেসরেরা কেন অত ন্যুন বেতন পান, তাহার কারণানুসন্ধান ও প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

৪র্থ। প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত প্রফেসরেরা যাহা পড়ান, মফস্বল কালেজের সংস্কৃত প্রফেসরেরাও তাহাই পড়াইয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের নাম এসিষ্টাণ্ট প্রফেসর কেন? এবং তাঁহাদের বেতন, প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রধান প্রফেসরের বেতনের কথা দূরে থাকুক তথাকার এসিষ্টাণ্ট সংস্কৃত প্রফেসরের যে বেতন, তদপেক্ষাও ন্যুন! ইহারই বা কারণ কি? এরূপ বৈষম্য কেন করা হয়? ইঙ্গরেজি প্রফেসরদিগের ত এরূপ বৈষম্য নাই। যাহা হউক এবিষয়েরও সম্যক্ বিচার মীমাংসা ও যথোচিত প্রতীকার কর্ত্তব্য।

৫। গবর্ণমেণ্টের এমত কোন কালেজ নাই যাহার প্রিন্সিপাল গ্রেডের অন্তর্ভূত নহেন, তবে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল কি জন্য উহার বহির্ভূত থাকেন? বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারিকে অবিলম্বে গ্রেডে নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

১২ ই আষাঢ় }
১২৮১ সাল }

শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৯ এ জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	৬	৮
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৪	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৫	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২২ এ জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৮	২

বহরমপুর }
২২ এ জুন }
১৮৭৪ }

টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিমোহন পাল চৌধুরী	
লোহজঙ্গ	১০
" রায় বামনাথ গুহ দাস	
পাটগ্রাম	৫॥০
বাসণ্ডা স্কুল	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৶০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ২৩ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ৬ ই জুলাই।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

জেহুবাবাজারে চাদেরমনস্থে এক আসি-ষ্টান্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু ... বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ...

১ বালটি ... গ্রাহকগণের সুবি-ধার জন্য ... পরিবর্ত্তে ৩॥০ টাকা অবধারিত ... ডাকমাশুল ।√ ।

২। বান্দ্রা, ... ডাং গুর্ডিজ, ট্যান র প্রভৃতির (...) মূল্য ১।০ ডাক মাশুল √০ ।

৩ গৃহিণীবান্ধব—যন্ত্রস্থ । গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা ।

—০—

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র প্রণীত (কৌতুকভব জিনী) নামক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণ রূপ সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাজী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী ইহাতে সন্নিবে শিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা ।

পদ্যাবলী ১ ম ভাগ নামক পুস্তক প্রকা শিত হইল, ইহাতে বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী হিতোপদেশ পুর্ণ পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য √ আন। ।

যাহাতে বালক বালিকাদিগের অতি সহজে বর্ণপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ ম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং বিদ্যাদর্পণ ২ য় ভাগ বর্ণ পরিচয় নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিলাম, ইহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত কয়েকটী পদ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য / এবং /০ পুস্তকব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। স্কুল বুক সোসাইটী ... বাজার এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন ।

জনরল লাইব্রেরি শ্রীবেণীমাধব
... চিৎপুররোড ভট্টাচার্য্য

—○—

সুশ্রুত ॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথব ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ।৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমা শুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোম্যাপ্যাথিক এলিকসার ও পাউডার
অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিশার গ্রহণী প্রবা হিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধি বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৮ আনা ।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ॥ আনা হইতে ১।০ ।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত ।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতু ষ্পুত্র সম্বর রক্তাতিশার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদ রাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদ-রাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিশার হইয়াছিল, আপ নাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে ।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসি নেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টান্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের হোম্যাপ্যাথিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা

—○—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা ব্যরাত চিঠি দ্বারা পাঠা ইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য ।

সোমপ্রকাশ ।

২৩ এ আষাঢ় সোমবার ।

আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ পত্র পাইয়া থাকি, তাহাতে টিকিট থাকে, অথচ আমাদিগের মাসুল লাগে। যদি সেই মাসুল ন্যায়ানুগতরূপে গৃহীত হয়, আমাদিগের কথা থাকে না। অন্যায় মাসুল লওয়া হয় বলিয়া আজ আমরা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। গবর্ণ মেণ্ট কিরূপ অন্যায় মাসুল লন সেই বিষয়টী বিশদ করিবার নিমিত্ত একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। এক ব্যক্তি দুই পয়সার টিকিট দিয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন। সে ওজনের চিঠি তাহা দুই পয়সায় ডাকে যায় না। চারি পয়সা দেওয়া ন্যায্য হয়। চারি পয়সা দেওয়া হয় নাই বলিয়া যাহার কাছে চিঠি আসিল, হরকরা তাহার নিকট হইতে চারি পয়সা লইল। চিঠিতে যে দুই পয় সার টিকিট দেওয়া ছিল, তাহা অমনি দণ্ড গেল। এইটী অন্যায়। আমরা গবর্ণমে ণ্টকে ক্ষতি করিতে বলি না। গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ এক আনা মাসুল গ্রহণ করুন। তাঁহারা এক আনার চিঠিতে ছয় পয়সা

লন কেন ? যদি বলেন পূর্ণ মাসুল না দিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঠকাইবার চেষ্টা করাতে গবর্ণমেণ্ট দুই পয়সা দণ্ড লইলেন। সে কথাটী সঙ্গত হয় না। ঠকাইবার মানস করিয়া কেহ এরূপ করেন না। অনেকে পল্লীগ্রামে বাস করেন। তাঁহাদিগের ওজন করিয়া চিঠি পাঠাইবার সুবিধা হয় না। তাহাতে এদিক ওদিক হইয়া পড়ে। এটী দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয়। যদি ইহা একান্তই অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়, যে ব্যক্তি চিঠি গ্রহণ করে, তাহার নিকট হইতে এক আনা মাসুল লওয়া বিধেয় হয় না। এক জন অপরাধ করিল, আর একজনের দণ্ড হইল !! অতএব গবর্ণমেণ্ট এরূপ না করিয়া যদি এই নিয়ম করেন, যদি এক আনা ওজনের চিঠিতে দুই পয়সার টিকিট দেওয়া থাকে, যিনি পত্র গ্রহণ করিবেন অপর দুই পয়সা তাঁহার নিকট হইতে লইবেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এক আনা লওয়া হইল, কাজটীও ন্যায়ানুগত হইল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টীর বিবেচনা করিয়া সমুচিত আদেশ করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

আপীল আইনের সংশোধন।

আমাদের আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী হব হাউস সাহেব বর্ত্তমান আপীল আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে একটী বিল উপস্থিত করিয়াছেন। আপীলের সংখ্যার হ্রাস করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এই কারণে দুইটী নিয়ম স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ২০০ শত টাকার ন্যূন মূল্যের মকদ্দমার আপীল চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ যে রায় দুইটী নিম্নতন আদালতের বিচারে বাহাল থাকিবে তাহারও আপীল চলিবে না।

হবহাউস সাহেবের উদ্দেশ্যটী প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই॥ মকদ্দমাপ্রিয়তা ভারতবর্ষীয়দিগের তিরস্কারের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। একবার ব্যবহার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে লোকদিগকে আর সহজে কিম্বা শীঘ্র ফিরিতে দেখা যায় না। দেশীয়দিগের বীরত্ব পুরুষকার প্রভৃতি সমুদায় প্রকাশ পাইতে থাকে। অন্য সকল বিষয়ে যাহারা নিতান্ত অস্থির এবিষয়ে তাহারা অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং হয়ত অনেক সময় ১০ টাকার সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য ৫০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া বসে। আপীলের দ্বার সুগম ও মুক্ত থাকাতে যে কেবল এই মাত্র দোষ জন্মে তাহা নহে। সামান্য সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য অনেকগুলি বড় বড় বিচারপতি রাখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বিচারে অধিক সময় যাওয়াতে বড়গুলির বিচার করিবার উপযুক্ত সময় থাকে না। সুতরাং অনেক সময় সুবিচারেরও ব্যাঘাত হয়। এই সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্যই হব হাউস সাহেবের প্রস্তাব ; কিন্তু এবিষয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিযুক্ত কথা। দেশের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর অভিযোগ শ্রবণ করা ও যথাসাধ্য তাহার সুবিচার করা রাজার কর্ত্তব্য। এক আদালতে সুবিচার না হয় অন্য আদালতের দ্বারা হইবে এই অভিপ্রায়েই আপীলের দ্বার খুলিয়া রাখা, যদি আপীল করিবার স্থান না থাকে অনেক হতভাগ্য ব্যক্তিকে অবিচারগ্রস্ত ও ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া যদি আপীলের রায়ের কোন অবধি না করা যায় তাহা হইলে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্দীপনায় লোকদিগের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সংশোধন করা হইবে তাহাতে দুইটী লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রথমতঃ অবিচার না হয়, দ্বিতীয়তঃ লোকদিগকে প্রতিহিংসার অনুরোধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেও না হয়। প্রথম উদ্দেশ্যটী অব্যাহত রাখিয়া দ্বিতীয়টী সাধন করাই প্রকৃত আইনকর্ত্তার কার্য্য। কিন্তু নিম্নতন আদালতগুলির যত দিন সংস্কার না হইতেছে ততদিন প্রথম উদ্দেশ্যটী সাধিত হইবার বিশেষ আশা দেখা যাইতেছে না। একথা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায় যে যত দিন সুবিচার না হয় ততদিন লোকে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করে। যদি এক আদালতেই সুবিচার হইয়া লোকের আশা পূর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার আপীল করিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু নিম্ন আদালতগুলির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে যে এক আদালতেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয় এরূপ বোধ হয় না। প্রথমতঃ বিচারপতিগণ সকলে দক্ষ নহেন, দ্বিতীয়তঃ এক এক ব্যক্তির হস্তে বিচার কার্য্যের ভার থাকাতে সকল সময় সম্যক সুবিচার হইয়া উঠে না। এই জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে প্রধানতম আদালতের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া নিম্নতন আদালতে অধিক সংখ্যক বিচারপতি নিযুক্ত করা উচিত। পাঁচ জন বিচারপতি মিলিত হইয়া বিচার করিলে সুবিচারের অধিক সম্ভাবনা। নিম্নতন আদালতে সুবিচার লাভ করিলে লোকের আর উপর আদালতে যাইবার কারণ থাকিবে না। প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলের সংখ্যা যদি হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে অগ্রে নিম্ন আদালতের শ্রীবৃদ্ধি ও বন্দোবস্ত ভাল করা উচিত, নতুবা হয়ত কেবল লোকের বিরাগ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে।

এসম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। এতদিন যে প্রণালীতে আপীল চলিতে ছিল তাহাতে দুইটী ত্রুটী ছিল। তা

এই—প্রথমতঃ কেহ অন্যায়পূর্ব্বক দণ্ডিত হইলে [illegible] পুনর্ব্বিচার হইত; কেহ অন্যায়পূর্ব্বক [illegible] পাইলে কিম্বা কোন [illegible] গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহ[illegible] পুনর্ব্বিচারে দণ্ডিত করিবার কোন উপায় ছিল না। নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনে তাহার উপায় করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটী ত্রুটী রহিয়াছে। তাহা এই—উচ্চ আদালতে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিলে নিম্ন আদালতের রায় অবলম্বন করিয়াই বিচার করা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আইন ঘটিত কোন দোষ যদি লক্ষিত হয় তাহা হইলেই বিচারপ্রার্থীর সুফল লাভের সম্ভাবনা; নতুবা তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচারক যে সকল সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেই সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় না। প্রযুক্ত প্রমাণ হইতে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত স্থির করিলেই উপর আদালতের জজেরা দোষ ধরিতে পারেন কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ পক্ষে যদি কোন দোষ থাকে তাহার সংশোধনের উপায় কি? অতএব উচ্চ আদালত পুনর্ব্বিচার করিবার সময় যাহাতে সেই সকল প্রমাণাদি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া বিচার করেন এরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য। আমরা হব হাউস সাহেবকে অনুরোধ করি যে তিনি এই সঙ্গে এই প্রথাটীরও সংশোধন করুন।

হব হাউস সাহেবের প্রস্তাবের অন্য ফল যাহাই হউক আপাততঃ হাইকোর্টের উকীলদিগের বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত। একে হাইকোর্টে তাঁহাদের অনেকের অন্ন জুটে না; তাহাতে আবার [illegible] আপীলের সংখ্যার হ্রাস হয় তাহা হইলেই বিভ্রাট। তাহাদের অনেককে হাইকোর্ট পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা যান কোথায়? এই চিন্তা করিয়া আমরা আকুল হইতেছি, না জানি তাঁহারা কতই ভাবিতেছেন।

উচ্চ শিক্ষার অবনতি।

গত বৎসরের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে একটী বিষয় বিশেষরূপে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং সেবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাহা এই—ক্রমশঃই লোকে উচ্চশিক্ষার প্রতি আস্থাশূন্য হইতেছে এবং ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসায় বিশেষের উপযোগী শিক্ষার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? আর কর্তৃপক্ষদিগকে "উচ্চশিক্ষাতে সর্ব্বনাশ করিল" "উচ্চ শিক্ষাতে সর্ব্বনাশ করিল" বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে না। আর উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হইবে না। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন উচ্চশিক্ষার এরূপ অবনতির কারণ কি? ইহার কারণ এই যে উচ্চ শিক্ষা করিলে আর ধনোপার্জ্জনের আশা নাই। এক ব্যক্তি ১৪। ১৫ বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে যদি ৬০। ৭০ টাকাও উপার্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সে প্রকার বিদ্যোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? ইহা অপেক্ষা ডাক্তারি ভাল, ইহা অপেক্ষা মোক্তারি ভাল; ইহা অপেক্ষা যাহা কিছু সকলই ভাল। আমরা স্বচক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি একজন যুবাপুরুষ ১৪। ১৫ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া ১০০ শত টাকা বেতনের জন্য লালায়িত; কিন্তু অপর একজন যুবা পুরুষ ছয়মাস পরিশ্রম করিয়া নেটিব সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ১৫০ দেড়শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। পাঠকগণ ইহাতে কি আর উচ্চশিক্ষার প্রতি লোকের আদর থাকে?

অধিক কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত বলিলে লোকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া অশ্রদ্ধা করে। কেহ সহজে কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হয় না, এরূপ স্থলে উচ্চশিক্ষার দিকে যে অধিক সংখ্যক ছাত্রের গতি হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিচিত্র নয় বটে কিন্তু উচ্চশিক্ষার অবনতি দেখিয়া আমরা চিন্তিত হইতেছি। বিদ্যা দুই প্রকার আছে, প্রথম, যাহাতে লোকের অন্নের সংস্থান করে, দ্বিতীয় যাহাতে লোকের মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, লোকের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত করে। প্রথম বিদ্যাতে আপাততঃ লোকের ধন ধান্য ও ভোগসুখ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যাতে দেশের চিরস্থায়ী গৌরব ও সমৃদ্ধি করে, দেশের কুৎসিত রীতিনীতি সংশোধন করে এবং সকল প্রকার উন্নতির মূল আবিষ্কার করে। আমাদের বিবেচনায় এই প্রকার বিদ্যাই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু দেশবাসিরা দরিদ্রতার অনুরোধে প্রথম প্রকার বিদ্যারই অধিক প্রিয়। আমরা দেখিতেছি দেশের সকল প্রকার উন্নতি বন্ধ হইবার উপক্রম। এই জন্য আমরা বার বার অনুরোধ করিতেছি যে উচ্চশিক্ষার মানরক্ষার কোন উপায় করা কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারা ধনাগমেরও উপায় করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সে বিষয়ে যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইবেন এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু একথা নিতান্ত সত্য যে উচ্চ শিক্ষার হ্রাস হইলে আমাদের সকল প্রকার উন্নতির দ্বাররুদ্ধ হইবে॥

নূতন আসাম রাজ্য।

আমাদের পাঠকগণ সকলেই জানেন যে আসাম পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। সম্প্রতি একটী স্বতন্ত্র নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কর্ণেল কীটিঙ্ এই প্রদেশের চিফ কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভালরূপে এই বহুদূরস্থিত প্রদেশের তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, বিশেষ ইহার চতুঃ পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতিরা সর্ব্বদা যেরূপ উপদ্রব ও উৎপাত করিয়া থাকে তাহা নিবারণ করিবার জন্য সর্ব্বদা এদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই কারণেই বোধ হয় ইহাকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা আসামের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কিন্তু এবিষয়ে আসামবাসিদিগের গুটি কত অভিযোগ আছে তাহা গবর্ণমেণ্টের শ্রবণ করা উচিত। আমরা দুইটী অভিযোগের কথা জানি এবং এইস্থানে তাহাদেরই উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ আসামের ভাষা স্বতন্ত্র করা। ইহাতে আসামবাসিদিগের অনেকের আপত্তি আছে। ভাষা দুই জাতিকে পরস্পর প্রীতিসূত্রে বদ্ধ করিবার একটি প্রধান উপায়। আসাম বাসিরা বঙ্গবাসিদিগের সহিত এই সূত্রে বদ্ধ থাকিতে চান। এত দিন আসামের শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় বাঙ্গালা ভাষায় হইতেছিল কিন্তু এতদিনের পর সেই স্রোত ফিরাইয়া দেওয়া হইল। বাঙ্গালা দেশ এখন সভ্যতা শিক্ষা চর্চ্চার প্রধান আলয়, বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা এদেশের সহিত যোগ থাকিলে আসামবাসিদিগের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় কথা সিলঙে আসামের রাজধানী স্থাপন করা। এ সম্বন্ধে আসামবাসিদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। সিলঙ পর্ব্বতের অধিত্যকাস্থিত; সেখানে বাস করা কিম্বা গতায়াত করা ইউরোপীয়দিগের পক্ষে সহজ হইতে পারে কিন্তু জেলার সমুদায় লোকের তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। আসামবাসিদিগের ইচ্ছা যে গোহাটীতে রাজধানী স্থাপন করা হয়। গোহাটী অতি পুরাতন স্থান, এখানে বহুজনের সমাগম হইয়া থাকে এবং সেখানকার লোকে বলিয়া থাকেন এই স্থানটী নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানও নয়। আমাদের এখানে গবর্ণর জেনেরলের সিমলা গমনের প্রতি লোকে যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে আসামের লোকেরাও সেইরূপ সিলঙে রাজধানী স্থাপনের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে।

যাহাহউক, কর্ণেল কীটিঙ যদি আসামবাসিদিগের শুভ সাধনের সংকল্প করেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল করিতে পারিবেন। কাছাড়ের চা-করদিগের কথাতে জানা যায় যে আসামপ্রদেশে পথ ঘাটের নিতান্ত অপ্রতুল, যাতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা। কর্ণেল কীটিঙ বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন এবারে পবলিকওয়ার্কের নিমিত্ত তিনি অধিক টাকা পান না কিন্তু টাকা হইলেই তিনি এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। কর্ণেলের কথা ও ব্যবহারে সকল শ্রেণীর লোক সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই নূতন শাসন প্রণালীতে আসামবাসিদিগের অনেক সুখ সচ্ছন্দের আশা করিয়াছিলাম, সেই আশাপূর্ণ হইলে সুখী হই।

—:০:—

পাদুকা দ্বারা সম্মান রক্ষা।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্মান প্রকাশের উপায় আছে। ইংরাজেরা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট যাইতে হইলে কিম্বা কোন সম্ভ্রমের স্থানে প্রবেশ করিতে হইলে টুপি খুলিয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জুতা খুলিয়া গুরুজনকে প্রণাম করিবার প্রথা আছে। কিন্তু সে প্রথা লুপ্তপ্রায়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা প্রায় কথায় কথায় জুতা খুলিয়া থাকেন। যাঁহাকে সম্মান দেখাইতে চান তাঁহার প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে জুতা রাখিয়া আসেন। এই প্রথা দর্শন করিয়াই বোধ হয় ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালি শিক্ষিত ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে চান। তাহারা বলেন, সমুদায় উত্তর পশ্চিমঅঞ্চলের লোকে যে কার্য্য করে তোমরা তাহা করিবে না কেন? কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে সুশিক্ষিত বাঙ্গালি ভদ্র লোকদিগের চক্ষে পাদুকা পরিত্যাগ অপমান সূচক কার্য্য। বিশেষ বলদ্বারা সে কার্য্যে প্রণোদিত হইলে তাহা আরও অপমান সূচক বোধ হয়। ইংরাজেরা সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগকে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় বিবেচনা করিতেছেন সেই জন্যই এই ভ্রমে পতিত হইতেছেন। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজদিগের মানসিক ভাব অনেক উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই কথাটী স্মরণ করিলেই জুতা সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ভাব তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজেরা যদি কোন স্থানে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে আপনাদিগকে কিরূপ অপমানিত মনে করেন। শিক্ষিত বাঙ্গালিরাও সেইরূপ পাদুকা পরিত্যাগে বাধ্য হইলে আপনাদিগকে অবমানিত মনে করেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সামান্য কথাটী যে বুঝিতে পারেন না এই আশ্চর্য্য।

আমাদের বক্তব্য এই সম্মান ও অভ্যর্থনা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে

গেলেই বিরাগ উৎপাদন করে। বাঙ্গালি ভদ্র লোকেরা যেরূপে সহজে নিজে সম্মান প্রকাশ করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষতঃ এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত গোলযোগ করা এক প্রকার নীচতার কার্য্য। যিনি এইরূপে বলপূর্ব্বক সম্মান গ্রহণের প্রয়াস পান তিনি লোকের নিকট আপনাকে উপহাসাস্পদ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক বড় বড় ইউরোপীয় কর্ম্মচারিও এই বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করিয়া থাকেন।

আমরা যে কারণে অদ্য এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি তাহা এই—ইতি মধ্যে এক দিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে পাদুকা লইয়া প্রবেশ করিতে পান নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সোসাইটীর মেম্বরগণ এই বিষয় লইয়া তর্ক করিতেছেন। তাঁহাদের তর্কের কি মীমাংসা হয় পরে জানা যাইবে। এই প্রশ্নটী বার বার উঠিতেছে কিন্তু আজিও ইহার মীমাংসা হইতেছে না। এই বিষয়টী লইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে প্রদেশের সাহেবেরা যে বাঙ্গালিদিগের প্রতি এত বিরক্ত এই প্রশ্নই বোধ হয় তাহার মূল স্বরূপ। সেখানকার অধিবাসীরা হুজুরদিগের বাড়ীতে যাইতে হইলে হয় ত বাটীর বাহিরের দ্বারে জুতা রাখিয়া যায় কিন্তু বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা যখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান তখন জুতা লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন এবং বরং সাধ্যে না করিয়া ফিরিয়া আসেন তথাপি পাদুকা খুলিতে সম্মত হন না। সেখানকার ইংরাজেরা এই ব্যবহারকে ঔদ্ধত্য বিবেচনা করেন এবং এই ব্যবহারনিবন্ধন বাঙ্গালিদিগকে অহঙ্কৃত, ভক্তিবিহীন বিদ্বেষপরবশ প্রভৃতি নানা প্রকারে ভৎর্সনা করিয়া থাকেন এবং পাছে ইহাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অধিবাসিরা বিকৃত হয় এই ভয়ে যাহাতে বাঙ্গালিরা সেদিকে বড় যাইতে না পারে এরূপ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আমরা হুজুরদিগকে এজন্য বিশেষ নিন্দা করিতেছি না, কারণ এই ভাব মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। অনুগত প্রতিপালন হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। "হুজুর" "খোদাবন্দ" "ধর্ম্মাবতার" এই কথাগুলির ন্যায় মিষ্ট কথা আর কি আছে? যাহাদের কর্ণযুগল নিরন্তর এই সকল মধুর শব্দ দ্বারা আপ্যায়িত হয় তাঁহাদের কর্ণে কি আর অন্য ভাষা ভাল লাগে? যাঁহাদের চক্ষু শত শত ভারতবর্ষীয়ের অবনত মস্তক দর্শনে অভ্যস্ত তাঁহারা কি অহঙ্কৃত ও উন্নত মস্তক দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন? এই কথাগুলি অত্যন্ত সত্য কথা। বঙ্গদেশে কি কখনও এরূপ চাটুবাদের দিন ছিল না? এরূপ অনুগত প্রতিপালন ছিল না? যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধূলিপরিপূর্ণ আকুঞ্চিতশিখ শুষ্ক ও মলিন পাদুকাগুলি দ্বারে রাখিয়া গরুড়াকৃতি হইয়া "সেলাম সা।" বলিয়া হুজুরদিগের সমীপে দাঁড়াইতেন তখন হুজুরদিগের কত অনুগ্রহই ছিল। তখন অনেকে হুজুরদিগের পদাঘাত প্রার্থনা করিত কারণ হুজুর একগুণ পদাঘাত করিয়া দশগুণ পুরস্কার করিতেন। প্রকৃত কেরাণী ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে এবং "মাষ্টার বীট্‌ত হুকীপ" বলিতে বলিতে পুরস্কারের মুদ্রাগুলি লইয়া প্রস্থান করিত; কিন্তু এখন ইয়ং বেঙ্গল আর এক ধাতু ও আর এক প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মাংস খণ্ড প্রার্থী কুক্কুরের ন্যায় প্রভুর পদলেহন আর উঁহার ভাল লাগে না "সেলাম সার" বলিয়া করযোড়ে দাঁড়াইতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়; পদাঘাত পাইলে তিনি আবার পদাঘাত দিতে ইচ্ছুক হন এবং অশক্ত হইলে ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আগে যাঁহারা অনুগত ছিলেন, তাঁহারা এখন সমকক্ষ হইয়াছেন। ইহাও কি প্রভুদের প্রাণে সহ্য হয়? আমরা যদি এই তোষামোদ ভোগ করিয়া আসিতাম আমাদের প্রাণে আজি এই স্বাধীন ভাব সহ্য হইত না। এই স্বাধীন ভাবই সকল অনর্থের মূল।

আমরা ভারতের শুভ্রবর্ণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি। তাঁহারা চিরকাল তোষামোদের সুখ ভোগ করিবার আশা পরিত্যাগ করুন। সমকক্ষ ভাবে ও স্বাধীনভাবে প্রজাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন, কারণ তাহারা ক্রমেই তোষামোদকে নীচের কার্য্য মনে করিতেছে। নতুবা এপ্রকার বিরাগ ও বিরোধের অবধি থাকিবে না। যদি ইংলণ্ডের ও ইংরাজদিগের কোন বিশেষ সদ্গুণ থাকে তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ইহার জন্যই ইংরাজেরা বিখ্যাত। যাঁহারা নিজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভালবাসেন, তাহারা অপরের সময় তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ইহা মনুষ্যের চরিত্রের একটী গূঢ় সমস্যা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে?

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দীর্ঘতর অনুসন্ধানের পর যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, তাহার খণ্ডন সহজ নয়, ৭ ই আষাঢ়ের সাপ্তাহিক সমাচার ইহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় হীরক অধিকতর ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল এবং অকৃত্রিম স্বর্ণ অধিকতর আঘাত করিলে দৃঢ়তর হয়, তেমনি কাশীস্থ কায়স্থ কৃত বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ বিষয়ক সিদ্ধান্তটী সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদকের লেখনীর ঘর্ষণ ও আঘাতে সমধিক উজ্জ্বল ও দৃঢ়তর হইয়া

।তিনি প্রতিকূল ভাবিয়া যে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা অনুকূল হইয়া ঐ মতের প্রতিপোষকতা করিতেছে। উক্ত সম্পাদক না ভাবিয়া চিন্তিয়া সহসা যে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ২ রা আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে উল্লিখিত মত সমর্থক যে আটটী যুক্তি প্রদর্শিত হয়, উক্ত সম্পাদক তাহার যে আটটী উত্তর দান করিয়াছেন একৈক ক্রমে তাহার প্রত্যেকের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, সম্পাদক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। এস্থলে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি, সম্পাদক যদি রাজা আদিশূরের অথবা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থদিগের লিখিত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ "কাহার" নয় কায়স্থ" এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন তাহা হইলে এ বিষয়ে পুনর্ব্বার যেন লেখনী গ্রহণ করেন, অন্যথা তাঁহার প্রয়াস বিফল হইবে।

১। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা এক, আর তাঁহার দাসত্ব করা আর এক। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সম্মান করেন, দেবগণ নারদ প্রভৃতি ঋষিদিগের সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরাও ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া থাকেন। সম্মান করেন বলিয়া কি তাঁহারা কখন ব্রাহ্মণের গৃহ মার্জ্জনাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম স্বীকার করেন? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সম্মানের ত্রুটি করেন না, কিন্তু তাঁহারা প্রাণান্তে কখন ব্রাহ্মণের তলবা বহনাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম স্বীকারে সম্মত হন না। একথা সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদক স্বয়ং ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন "ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিবার সময়ে তলবী গাড়ু গামছা বহাইয়া পদব্রজে আগমন করেন নাই তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্য ভৃত্য থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সমভিব্যাহারী কায়স্থেরা সামান্য পরিচারক ভাবে তাঁহাদের আশ্রয় লন নাই।" কায়স্থেরা যে পরিচারকতা করেন না, এতদ্দ্বারা তাহা স্বীকার করা হইল। ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অন্য ভৃত্য ছিল কি না একণে তাহার নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এদেশে প্রসিদ্ধি এই, কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আইসেন তাঁহারা বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী শ্রেণীর আদি পুরুষ, আর তাঁহাদিগের সঙ্গে যে পাঁচ জন ভৃত্য আইসে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। এই দশ জন ছাড়া বারো জন বা পনর জনের কথা কেহ কহেন না। কায়স্থ কৌস্তুভকার লিখিয়াছেন "শ্রীদক্ষ, শ্রীভট্ট নারায়ণ, শ্রীশ্রীহর্ষ, শ্রীবেদ গর্ভক, শ্রীছান্দোগ্য নামে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং শ্রীদশরথ বসু, শ্রীমকরন্দ ঘোষ, শ্রীবিরাট গুহ, শ্রীকালিদাস মিত্র, শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত, এই দশ জন একত্র হইয়া কাম্বোজ দেশ হইতে গৌড় দেশে গমন করিলেন।" ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অন্য লোক ছিল না ইহা যদি সপ্রমাণ হইল, তবে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসার অবসর যায় কেন? সাপ্তাহিক সমাচারের কায়স্থেরা (') ব্রাহ্মণদিগের সহিত আগমন কালে কি তাঁহাদিগের সারথির ক্ষৌরকারের ও কাহারের তিনেরই কার্য্য করিয়াছিলেন? এ তিনের ত কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। একের কার্য্যের সহিত অপরের কার্য্যের সৌসাদৃশ্য নাই

২। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে উপাধ্যায় উপাধির অপ্রতুল নাই, কিন্তু ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধির বড়ই অপ্রতুল। উপাধ্যায় শব্দ অধ্যাপক শব্দের অপর পর্য্যায়। যেমন শর্ম্ম. এটী ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি তেমনি যাঁহারা বড় পণ্ডিত জন, উপাধ্যায় উপাধিটী তাঁহাদিগের সহচর হইয়া থাকে। যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন, তাঁহারা অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সাধারণে উপাধ্যায় উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন সেই উপাধ্যায় উপাধির সহিত চট্ট মুখ বন্দ্য প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার কি ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির বেলা এ প্রকার কিছু ঘটাইতে পারেন? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির একটী অক্ষরেরও নাম গন্ধ পাইবেন না।

৩। প্রথম উত্তরের উত্তর দ্বারা তৃতীয় উত্তরের উত্তর হইয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্র আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না। তথাপি আমরা পুনরায় কহিতেছি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা এক পদার্থ, আর দাসত্ব স্বীকার অপর পদার্থ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা ভদ্র লোকের গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু দাসত্ব করা গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। সদ্‌গোপ গোয়ালা প্রভৃতি যে আপনাদিগের উপাধির সঙ্গে দাস শব্দ গ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ এই, তাহাদিগকে কেহ তদ্বিষয়ে অনুরোধ করে নাই, তাহাদিগেরও উহা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্যক্তিরা নূতন লোক। তাহাদিগের বিষয়েই নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সদ্‌গোপ প্রভৃতি চিরকেলে লোক, তাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল। বিশেষতঃ নূতন কায়স্থদিগকে দাস শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করিবার যে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, সদ্‌গোপ প্রভৃতির বিষয়ে তাহা হয় নাই। যে ব্রাহ্মণেরা কাহারদিগকে কায়স্থ করিলেন; তাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নীচ কাহারেরা ত উচ্চ হইল। নীচ উচ্চ হইলে প্রায় ত কাহাকে মানে না। ইহার পর যদি উহারা আর আমাদিগেরও আমাদিগের সন্তান সন্ততির পরিচর্য্যায় সম্মত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সন্তানগণের বড় কষ্ট হইবে, এই শঙ্কা করিয়া বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের ন্যায় উহাদিগকে দাস শব্দের দ্বারা দাগিয়া দিলেন। সদ্‌গোপ প্রভৃতি চিরকেলে পরিচারক ছিল, তখনও পরিচর্য্যায় অসম্মত হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে কিছু নূতন করিবার প্রয়োজন হইল না।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য, জনাসঙ্ক প্রভৃতি যে সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা আদি ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই, আদি ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করেন না। তবে তাহারা যে অপকৃষ্ট জাতি ছিল, তাহা হইতে অনেক উচ্চ হইয়াছে, ভারতবর্ষে অপকৃষ্ট জাতি যে উচ্চ হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ

... প্রদর্শিত হইত ছল। ... বঙ্গদেশে কায়স্থ হওয়া অতি ... অনেক কামার কুমার কৈবর্ত্ত ... কায়স্থ হইতেছে। জাত্যভিমানী ... কায়স্থরা সর্ব্বদা এই বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, আজি অমুক কৈবর্ত্তকে কায়স্থ করিলাম, আজ অমুক কুমারকে সন্ধ্যা করিয়া কায়স্থ জাতিতে আনিলাম ইত্যাদি। "জাত হারাইলে কায়েত" এটীও এদেশের একটী প্রসিদ্ধ কথা। কাহারদিগকে কায়স্থ করিবার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার চতুরী ছিল না, তাঁহারা কাহারদিগের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইল, তাহাদিগকে কায়স্থ করেন, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। তখন উক্ত ব্রাহ্মণদিগের এমনি প্রাদুর্ভাব যে আদিশূরের এমন সাহস ও ক্ষমতা ছিল না যে তাঁহাদিগের বাক্যের ও কার্য্যের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং তাঁহার তদ্বিষয় অনুসন্ধানের কিছু মাত্র প্রয়োজন হয় নাই।

৫। ব্রাহ্মণেরা যে পাঁচ জন নীচ জাতি কাহারকে কায়স্থ পদ প্রদান করি। উচ্চ জাতি করিয়া তুলেন, তাহারা শূদ্র জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে বঙ্গদেশ প্রচলিত শূদ্র জাতির এক মাস অশৌচ গ্রহণ নিয়মের পরাধীন হইতে হইল। কিন্তু তাহারা যদি বাস্তবিক লালা কায়স্থ হইত তাহারা কোন ক্রমে এক মাস অশৌচ স্বীকারে সম্মত হইত না। তাহারা বঙ্গদেশে থাকিয়া নিঃসংশয় নিজ দেশ প্রচলিত ব্যবহার তথায় প্রবর্ত্তিত করিত, তেজস্বী পুরুষেরা প্রাণান্তেও লঘুতা স্বীকার করেন না। অশৌচ গ্রহণ করা নিয়মের ইতর বিশেষে যে জাতিগত ইতরবিশেষের পরিচয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় কি? শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের দশ দিন ক্ষত্রিয়ের বারো দিন বৈশ্যের পনর দিন অশৌচের বিধি করিয়া গিয়াছেন। হাড়িরা অন্ত্যজ, তাহারা কোন জাতির অন্তর্নিবিষ্ট নয়, যার ইচ্ছা তাই করে, তা ... বর্ণস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না।

৬। এক জাতি অপর জাতির পাণি গ্রহণ না করিলে উভয়েই জাতি হয় না আন্দোলনকারী জাতির এ লক্ষণ করেন না।১। তিনি বলেন লালা কায়স্থেরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন না। যাহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছে তাহারা লালা কায়স্থ নয়, অন্য জাতি হইবে। এটী কি অসৎ সিদ্ধান্ত? এ সিদ্ধান্তের অনুসারে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন না, অতএব তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ নন, অন্য কোন ব্রাহ্মণ হইবেন, এই কথা বলাই কি সঙ্গত হয় না? "বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরাও তবে ব্রাহ্মণ নন?" সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদকের মনে কিরূপে এ অসঙ্গত প্রশ্নের উদয় হইল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সম্পাদক যদি প্রণিধান করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন ষষ্ঠ উত্তর দ্বারা প্রকারান্তরে আন্দোলন কারির মতের পোষকতা করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না, সেইরূপ লালা কায়স্থেরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না। তবে যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা অন্য জাতি। অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, সে জাতি কাহার।

৭। মিশ্র গ্রন্থ দর্শন করিলেই ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। কুলাচার্য্যেরা স্বার্থপর ধনবান ব্যক্তিদিগের নিয়োজিত হইয়া স্বার্থ লোভে যেমন নিয়োগকর্ত্তাদিগের আদেশ মত কায়স্থদিগের বিষয়ে কারিকা রচনা করিয়াছেন, ধ্রুবানন্দ সেরূপ করেন নাই। তিনি কায়স্থদিগের যাহা জানিতেন, নিঃস্বার্থ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কারণ তিনি ব্রাহ্মণদিগের কুল লেখক। কায়স্থদিগের কুল লেখক নহেন। অতএব তাঁহার বাক্য যে অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য সে বিষয়ে সংশয় কি? ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাঁচ জন ভিন্ন যে অপর লোক ছিল না, তাহা উপরে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

৮। কুলাচার্য্যেরা যে সময়ে কায়স্থদিগের কুলকারিকা রচনা করেন, তৎকালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ বৃত্তান্ত কেহ কিছু জানিতেন না। সমুদায় বিষয় নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কুলাচার্য্যেরা স্বার্থলুব্ধ হইয়া যাহা লিখিলেন তাহাই সকলে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া লইল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ বৃত্তান্ত নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা এ কথা কহিলাম তাহার কারণ এই, এদেশের অধিকাংশ লোকে জানেন আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। কিন্তু কায়স্থ কৌস্তভকার লিখিয়াছেন, অনাবৃষ্টি হওয়াতে বর্ষানুষ্ঠান যাগ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সকলেই জানেন বল্লাল সেন আদিশূরের পুত্র কিন্তু আইন আকবরি বলেন, আদিশূর যামিনী ভান প্রভৃতি আদিশূর বংশীয় এগার জন রাজা ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর পাল বংশ রাজা হন। ভূপাল, দীর পাল প্রভৃতি দশ জন রাজা ৬৯৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর সেন বংশের রাজত্ব হয়। বল্লাল সেনের পিতা শুকসেন। বল্লাল সেন রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণী বন্ধন পূর্ব্বক কুলের নিয়ম করিয়া যান। কায়স্থ কৌস্তুভে লিখিত হইয়াছে বল্লাল সেনের অনেক পরে নারায়ণ সেনের পুত্র রাজা হইয়া সেই নিয়ম প্রচলিত করেন এখন সাপ্তাহিক সমাচার দেখুন কেমন গোলযোগ। অন্য কথা কি, আদিশূরের নামটীরও ঠিকানা নাই। আইন আকবরী ও কায়স্থ কৌস্তুভে আদিত্যশূর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেন উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণী বন্ধন করিয়া গেলেন, তাঁহার বহুপুরুষ পরে তাহা প্রচলিত হইল, ইহারই বা অর্থ কি? তিনি স্বয়ং প্রচলিত করিলেন না কেন? আইন আকবরী ইতিহাস গ্রন্থ, তাহার বাক্যই প্রামাণিক। তাহার বাক্য প্রমাণে আদিশূরে ও বল্লাল সেনে চৌদ্দশত বৎসর অন্তর। এই চৌদ্দশত বৎসর অন্তর কুলাচার্য্যদিগের কারিকা রচিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার বলুন দেখি তখন এই

চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা ছিল কি না? আমাদিগের দেশে প্রাচীন কালে চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যথাযথরূপে লিখিত থাকে কি না? সেই দুষ্প্রাপ্য প্রমাণ সংগ্রহ শ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ করা অভ্যাস কি না? আইন আকবরীর বাক্য যে প্রামাণিক, তাহার অপর প্রমাণ এই, বল্লাল সেন আদিশূরের পুত্র হইলে একের রাজ্য মধ্যে আগত ব্রাহ্মণ ও তাহাদিগের ভৃত্যগণের এত বংশ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই যে তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন হয়। এইগুলির পর্য্যালোচনা করিলে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না যে কুলাচার্য্যেরা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, মনে যখন যা উদয় হইয়াছে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে পুরুষোত্তম দত্ত নামটীতে পুরুষোত্তম নাম ও দত্ত উপাধি বলিয়া ভ্রম জন্মিবার কি সম্ভাবনা নয়? কুলাচার্য্যদিগের ভ্রমই কি পুরুষোত্তম দত্তের নূতন উপাধিলাভের বিঘ্নকর্ত্তা হয় নাই "দত্ত কারো ভৃত্য নয়" এবচনটীও কি কুলাচার্য্যদিগের রচনা নয়? সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদক এটীকে কল্পিত নয় বলিয়া যদি সত্য বলিয়া প্রমাণ করেন, তাঁহার নিজের বাক্যেরই দুষ্পরিহার্য্য পূর্ব্বাপর বিরোধ উপস্থিত হয়। সম্পাদক বরাবর প্রয়াস পাইয়াছেন, মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য নহেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্য ভৃত্য ছিল, কিন্তু পুরুষোত্তম দত্তের বাক্য দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে তিনি ভিন্ন আর সকলে ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য? সম্পাদক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বাক্য প্রমাণ করুন না করুন, আন্দোলনকারির তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি এই অভিপ্রায়ে ধ্রুবানন্দের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি কল্পনা বলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুলকারিকা সকল লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগেরই এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের সহাগত ভৃত্যদিগকে অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন সাপ্তাহিক সমাচার বিবেচনা করিয়া দেখুন, কুলাচার্য্যদিগের বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে? তাহার নির্ণয় করা ন্যায়ানুগত হয় কি না? তাহা যদি ন্যায়ানুগত না হইল, আদিপুরুষেরা যে স্থান হইতে আসিয়াছে সেই স্থানে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল আন্দোলনকারি সেখানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তাঁহারা কায়স্থ নয়, কাহার। ১ রা আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে উহা সুন্দর রূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, পুনরায় তাহার উল্লেখ করা বিফল।

বিবিধসংবাদ।

১৬ ই আষাঢ় সোমবার।

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

"এখানে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। আষাঢ় মাসে এত বৃষ্টি হইলে চাসের পক্ষে সুবিধা হয় না। বঙ্গদেশেও যদি এইরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে এ বৎসরও মঙ্গল নয় বোধ হইতেছে। গঙ্গায় বিলক্ষণ জল বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশে বন্যা হইল কি বলা যায় না।"

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সময়ে হুগলীতে রথ্যাকর বন্ধ করা উচিত কি না, সার রিচার্ড টেম্পল তদ্বিষয়ে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর পিলু সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, পিলু সাহেব অনুচিত বলিয়া মত দেওয়াতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হুগলিতে আপাততঃ রথ্যাকর আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। কাম্বেল সাহেব অনেক পীড়া পীড়িতেও যাহা করেন নাই, টেম্পল সাহেব তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিলেন, ইহাতে তাঁহার সমধিক সহৃদয়তার পরিচয় হইতেছে। টেম্পল সাহেবের ভাব গতি দেখিয়া বোধ হইতেছে কাম্বেল সাহেবের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ষ্টেট সেক্রেটারি শোক প্রকাশ পূর্ব্বক গবর্ণর জেনরলকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

১৭ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলের এক্জিকিউটর বাবু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন

পালমানের "নিদ্রা যাইবার গাড়ি" ইংলণ্ডের মিড্লাণ্ড রেলওয়েতে চলিতেছে। এগুলি কবে ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে হইবে?

যাহারা সিমলা গমন বড় ভালবাসেন ক্রমে বুঝি তাহাদের সুখের অবসান হয়। লার্ড নর্থব্রুক সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল আফিসর গ্রীষ্ম কালে সিমলা গমন করিবেন, তাঁহারা যতদিন তথায় থাকিবেন শতকরা ৩৩ টাকা করিয়া তাহাদের বেতন কর্ত্তন করা হইবে। এটী উত্তম আজ্ঞা হইয়াছে। নিজের পয়সায় হাত পড়িলে অনেকের পর্ব্বতবাসের কণ্ডূয়ন কমিয়া আসিবে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ পুলিষ কোর্টে আর এক ব্যক্তি দেশীয় জুতা পায় দিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এই সকল মহাপুরুষের দেশীয় জুতা ভাল লাগিবার উপায় কি?

১৮ ই আষাঢ় বুধবার।

শ্রীবাটী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বাক্সা নামক স্থানে একজন বৃদ্ধা উদরান্নের দায়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাহপুর জামালপুর গ্রামেও একটী স্ত্রীলোক দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের মানসে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

গত মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপাল লব সাহেব কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্প্রতি পুনার ব্রাহ্মণেরা কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্দেশে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এ একটী নূতন চেষ্টা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার নূতনতা এই খানেই পর্য্যবসিত হয় নাই। ঐ সভায় অনেকগুলি স্ত্রীলোকও উপস্থিত ছিলেন।

গত সপ্তাহে এ অঞ্চলে একটী ধূমকেতু দেখা দিয়াছে।

গতকল্য কলিকাতা ছোট আদালতের কার্য্য নূতন বাটীতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত কল্য হাইকোর্টের ষষ্ঠ ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

১৯ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, রুশীয় সম্রাট আমাদিগের রাজ্ঞীর সহিত যে বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ফরাসিরা তাহাতে সন্তুষ্ট নয়, ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহারা প্রশিয়ার এক খানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটী ছবির উল্লেখ করেন। ছবির একদিকে রাজ্ঞীর মুখ ব্রিটিশ সিংহ এবং রুশীয় সম্রাটের মুখ ও রুশীয় ভল্লুক পরস্পর সম্মুখীনভাবে রহিয়াছে, উভয়ের মুখাকৃতিতেই হাস্যভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ইহার নিম্নদেশে "ইউরোপে উভয়েই পরস্পর চুম্বন করেন"। এই কয়টী কথা লিখিত আছে।" ইহার বিপরীত দিকে সিংহ ও ভল্লুকের প্রতিকৃতি এইরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যেন উভয়েরই চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। উভয়েই মুখব্যাদান করিয়া পরস্পর আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। ইহার নিম্নে "এসিয়াতে উভয়ে পরস্পর আক্রমণ করেন" এই কয়টী কথা লিখিত আছে। বস্তুতঃ ছবিটী ঠিক ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে।

ব্ল্যাকেট নামে যে এক ব্যক্তি আলাহাবাদে গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প চুরি করে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

এক সময়ে উভয় দিক হইতে টেলিগ্রাফযোগে সংবাদ প্রেরণের যে নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে বোম্বাইর সহিত কলিকাতার কাজ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

২০ এ আষাঢ় শুক্রবার।

হাইদ্রাবাদ হইতে সিন্ধুয়ানে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথায় এক ইউরোপীয় যুবতী একজন ধনী মুসলমানকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছে। ইংরাজেরা ত এদেশীয়দিগকে আর খৃষ্টান করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু মুসলমানেরা অনেক ইংরাজ যুবক ও যুবতীকে মুসলমান করিয়া ফেলিল।

পিয়নিয়রে কতকার একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে একটী "আধ পোড়া" রাজার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ৭ বৎসর হইল লাওয়ার রাজার মৃত্যু হয়। তাহার মৃতদেহ দাহ করিয়া অবশিষ্টাংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু সেদিন সেই রাজা স্বীয়রাজ্য পাইবার আশায় কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা বলিতেছেন যখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা হয়, তখন বাস্তবিক তাহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, দুষ্ট লোকে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহাকে জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করাইয়া দেয়, কতক পুড়িলে তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়, কিন্তু তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। একজন ফকির তাহাকে সেই অবস্থাতে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করে, এত দিন তিনি সেই স্থানেই ছিলেন, এক্ষণে আসিয়া রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই রাজা কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারিতেছেন না। তিনি তাহার জীবনের প্রথমাবস্থার বিষয় কিম্বা কাহার নাম ও বাসস্থানের বিষয় বলিতে পারেন না। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে, তাহার হাতে একটীও পয়সা নাই। মিরটের এক ব্যক্তি নাকি এই করারে তাহার মকদ্দমার সমুদায় ব্যয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, যে রাজা মকদ্দমা জিতিলে তাহাকে যদি সমুদায় ভূসম্পত্তির তিনভাগ ভূমি দান করেন।

২১ এ আষাঢ় শনিবার।

বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৫ ই পর্য্যন্ত সার রিচাড টেম্পাল কলিকাতায় আসিয়া ৫। ৭ দিন থাকিবেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম অনরেবল বাবু দিগম্বর মিত্র সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

এত দিনের পর ষ্টেটসেক্রেটারি শ্রীহট্ট বিভাগকে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসামের অধীন করিবার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি ফিলোরের নিকট সটলেজ সেতুর উপর একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঝড় হইতেছিল এমন সময় এক খানি মালগাড়ি বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ঐ সেতুর উপর গিয়া পড়ে, সেই সময় অপর দিক হইতে এক খানি আরোহি ট্রেণ আসিয়া ঐ গাড়ির উপর পতিত হওয়াতে গাড়ি খানি রেলভ্রষ্ট হইয়া দূরে গিয়া পতিত হয়। আরোহীট্রেণের ড্রাইবর অতি সাবধানে সেতুর উপর ট্রেণ আনিয়াছিলেন বলিয়া রক্ষা, নতুবা অসংখ্য আরোহীর মৃত্যু ঘটিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক কাহার দোষে এরূপ ঘটিল তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। গাড়িগুলি কি চাবি বদ্ধ করিয়া রাখা হয় না?

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২৫ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিম্নে প্রকাশিত হইল—

মান্দ্রাজের অবস্থা সন্তোষকর। ত্রিচনপলী এবং তাঞ্জোরে বৃষ্টি হয় নাই। সিন্ধুতে নদীর জল কমে নাই। সমুদায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কেবল আমদনগরে এবং শোলাপুরে হয় নাই। বঙ্গদেশ উড়িষ্যা এবং বিহারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। আশু ধান্যের অবস্থা উত্তম এবং আমন ধান্য বপন বুনান উত্তমরূপ চলিতেছে। রোহিলখণ্ড ভিন্ন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, বপন কার্য্য চলিতেছে। বস্তি এবং গোরক্ষপুরের সমুদায় রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। মজুরেরা কৃষি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। অযোধ্যা এবং পঞ্জাবের স্থানে স্থানে উত্তম [illegible] হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে এবং বিরারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষ এবং রাজপুতনায় সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। নেপালে ভাল বৃষ্টি হয় নাই।

গত শনিবার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

বস্তি ২০ এ ও ২৩ জুন। আকাশের

ভাব কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ অনুকূল। সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। ১৯ এর পর তিন দিবস প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। রিলিফ কার্য্য সকল বন্ধ হইয়াছে, মজুরেরা গৃহে গিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

গোরক্ষপুর ১৯ এ জুন। আকাশের ভাব উত্তম। সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বপন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। লোকের আর কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে না। তিনটী কার্য্যালয়ে এক্ষণে ১০২০ লোক আছে।

গাজীপুর ২২ এ ও ২৪ এ জুন। আকাশের ভাব উত্তম। চতুর্দ্দিকে সমানরূপে বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। রসারা রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১২৯৯।

মির্জ্জাপুর ২২ এ জুন। বৃষ্টি সর্ব্বত্র সমান, কৃষি কার্য্য যত দূর উত্তম হইতে পারে হইতেছে। চুভির অবস্থা উত্তম। গবর্ণমেণ্টের সকল রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

ব্যাণ্ডা ১৯ এ জুন। বৃষ্টি উত্তম এবং প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। বপন কার্য্য চলিতেছে। তুলা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃষি কার্য্যে বহু সংখ্য লোক নিযুক্ত হইতেছে। দরিদ্র নিবাসে লোক সংখ্যা ৪৫০।

হমিরপুর ২০ এ জুন। বৃষ্টি উত্তম হইয়াছে। বপন আরম্ভ হইয়াছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১৯৭১। দরিদ্র নিবাসে লোক সংখ্যা ৪৭৪।

ঝাঁসি ২৩ এ জুন। বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৮৭৭। শস্যাদির অবস্থা উত্তম।

১৪ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জানা যায় শির্সা এবং সিয়ালকোট বিভাগে বৃষ্টির অভাবে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণাদি করিতে পারে নাই, কিন্তু পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে ভূমি কর্ষণ এবং বীজ বপন উত্তম রূপ চলিতেছে।

বেঙ্গল টাইমসে লিখিত হইয়াছে, ঢাকা অঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়া শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে। নিম্ন ভূমির আশু ধান্যের অবস্থা উত্তম, বৃষ্টি দ্বারা উচ্চ ভূমির কৃষিকার্য্যও উত্তমরূপ চলিতেছে। নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে নিম্নভূমি সকল ডুবিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আকাশের ভাব যেরূপ এবং যেরূপ বায়ু বহিতেছে, আর কিছুদিন সেরূপ থাকিলে সমুদায় দেশ জল প্লাবিত হইবে।

গত সপ্তাহে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রেই বৃষ্টি হইয়াছে। সর্ব্বত্রেই শস্যের অবস্থা সন্তোষ কর।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

২৭ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে জানা যায়, লোহারডগা পুরী সাওতাল পরগণা মুঙ্গের চম্পারণ গয়া রাজসাহী মালদহ মুরসিদাবাদ ২৪ পরগণা কলিকাতা বীরভূম এবং বর্দ্ধমানে সাধারণ চাউলের মূল্য কতক কমিয়াছে। কিন্তু রঙ্গপুর (এখানে টাকায় ৯ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে) জলপাইগুড়ি শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম হিলটিপারা পাটনা আলাহাবাদ এবং পুর্ণিয়ার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে। দিনাজপুরেও টাকায় ৯ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

মিররের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের কমিশনরের আজ্ঞা ক্রমে তথা হইতে চাকায় কয়েক সহস্র মণ চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে রিলিফ কার্য্যে যে সকল মিলিটারি আফিসর নিযুক্ত ছিলেন প্রয়োজন বিরহে তাঁহাদের ১৬ জনকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন এমিরা গাই নরে আজিও দুর্ভিক্ষের নিবারণ হয় নাই। সাহায্যার্থীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজেরা একটী রিলিফ কমিটী করিয়া উহাদের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

৩১ এ মে পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৮২৩৩৯ মণ শস্য রপ্তানী হইয়াছে।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রিলিফ কার্য্যে প্রাত্যহিক মজুরের সংখ্যা কমিয়া ৮৭৬১৯ হইয়াছে, ব্যয়ও কমিয়া ২৭০২৫ টাকা হইয়াছে।

শনিবারের গেজেটে যে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় গত দশ দিন ধরিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গঙ্গার তীরবর্ত্তী সকল প্রধান প্রধান বাজার পরিদর্শন করেন। ঢাকা এবং নারায়ণ গঞ্জেও গমন করেন। তিনি রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং নদীর তীরবর্ত্তী বাজার সকলের প্রধান প্রধান যাবতীয় ব্যবসায়ীকে আহ্বান করিয়া বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলেন যদি চাষের অবস্থা ভাল চলিতে থাকে, তাহা হইলে আগষ্টের পূর্ব্বে ঢাকায় চাউল টাকায় ১৫।১৬ সের বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু চাউলের মহাজনেরা বলেন, ধান্য উত্তমরূপ না জন্মিলে পুনরায় নবেম্বর পর্য্যন্ত চাউল সস্তা হইবে এমন বোধ হয় না। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও মধ্য বাঙ্গালায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ধান্যের চাষ উত্তম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঢাকা এবং নারায়ণ গঞ্জে এখন ১২ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের রাজা বঙ্গদেশীয় ফেমিন ফণ্ডে ৭ সাত হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের জন্য যে সকল শস্য এবং পশ্বাদির খাদ্য প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল স্থানে স্থানে তাহা বৃষ্টিতে ভিজিয়া কেবল যে খাদ্যের অনুপযোগী হইতেছে এমন নয় তাহা পচিয়া যে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে তাহাতে লোকের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে। তজ্জন্য ভড এবং পাটনার মধ্যে যে সকল গোলা ছিল সেই সকল গোলার শস্যাদি সিকি মূল্যে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ইংলিশম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন, ১লা জুন লণ্ডনে বেঙ্গল ফেমিন রিলিফ সভার যে এক অধিবেশন হয় তাহাতে সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব উপস্থিত ছিলেন। কাম্বেল সাহেব ঐ সভায় অনেকগুলি বক্তৃতা করেন, ইহাতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করা হয় তাহারও উত্তরদান করেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে দেশ মধ্যে কত শস্য আছে এই প্রশ্নেরউত্তরে তিনি বলেন, এবিষয়ের জন্য তিনি এবং গবর্ণমেণ্ট যত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন, এত আর কিছুতেই নহে। অনেক দিন চিন্তা করিয়াও এ বিষয়ে স্থির মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই এবং উঁাহার বিশ্বাস কেহই পারিবেন না। যাহা হউক যতদূর তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যদি কোন অভাবনীয় ঘটনা দ্বারা সেই হিসাবের ব্যতিক্রম না ঘটে, দেশে যে শস্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে। এপ্রেল মাসে যখন তিনি এদেশ পরিত্যাগ করেন, তখন সকল স্থানের বাজারই শস্যপূর্ণ ছিল এবং পঞ্জাব অপেক্ষা কলিকাতা হইতে মহাজনদিগের ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছিল। গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত শস্যভিন্ন পঞ্জাবে বিস্তর শস্য ছিল। গবর্ণমেণ্টের শস্য আনীত হইলে ঐ সকল শস্য রেলওয়ে দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে অনায়াসে নীত হইবে। যাহা হউক যে শস্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে যে স্থানে অধিক শস্য আছে সে স্থান হইতে যে স্থানে কম শস্য আছে সেখানে কিরূপে লইয়া যাওয়া হইবে তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। উত্তর বাঙ্গালা সম্বন্ধে উঁাহার বিলক্ষণ আশা আছে, কারণ তথায় এ বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা, এবং তাহারা শীঘ্রই এই শস্য পাইবে। ত্রিহুতেই একটু গোলযোগ, কারণ তথায় নূতন শস্য বাজারে আসিবার এখনও বিলম্ব আছে। তথাপি তত্রত্য বাজারে গবর্ণমেণ্টের যে শস্য আছে তাহা দ্বারাই লোকের কষ্ট নিবারিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বাবু দীননাথ কর পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের রিলিফ সার্কেলের সহকারী রিলিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

মালদহের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অভয়কুমার বসু রিলিফ কার্য্যের নিমিত্ত রাজসাহিতে বদলী হইবেন।

বগুড়ার বিশেষ ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এম, ক্লে বি, এ, রাজসাহির অন্তর্গত নাটোর উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত লেপ্টনাণ্ট জি, এচ ইলিয়ট, যিনি বরাকরের শস্যবহন কার্য্যের জন্য ছিলেন তিনি মানভূমে রিলিফ কার্য্যের জন্য বদলী হইলেন।

কাপ্তেন এম, এচ, হিথকোট সাহেব, যিনি ভাগলপুর বিভাগে কমিসনরের অধীন ছিলেন তিনি রাজসাহি বিভাগে কমিসনরের অধীনে রহিলেন।

বাবু কালীমোহন ঘোষাল কিছুদিনের জন্য মালদহের অন্তর্গত কঞ্চাল সার্কেলের রিলিফ কার্য্যে ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বর্দ্ধমানের সদর কানুনগো বাবু শ্যামাচরণ দত্ত কাটোয়াবিভাগে প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডবলিউ জি উইলসন সাহেব বেঙ্গল এডুকেশনাল সর্বিসের তৃতীয় শ্রেণিতে কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন—

বাবু হরবংশী সাহাই, মৌলবি তাকিউদ্দীন, বাবু বৈজনাথ প্রসাদ, বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু প্রভুদাস।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুঙ্গেরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবি হাদি হোসেন খাঁ, বাবু নীলকান্ত প্রসাদ চৌধুরী; মৌলবী সাহ আবদুল হোসেন, মৌলবি আকাল জুট্টু; বাবু গণপতি সিংহ; বাবু বখ্তি সিংহ; ঘনশ্যাম মুহুরি; বাবু মধু সিংহ, বাবু বেনীরাম মুহুরি।

মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর এস, এচ রিসলি সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা যাহারা সারণে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহারা কিছু দিনের নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষমতা পাইবেন—

মেজর ডবলিউ আকসন—ছাপরায় এবং শ্রীযুক্ত সি এফ টনিয়র—ইকামায়।

কড়বা সার্কেলের রিলিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ পেরি তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ কিছুদিনের নিমিত্ত প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বেসিস্তাণ্ট জমীদার বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ২৪ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিহুতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের মকর্দ্দমার আপিল শুনিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত আফিসরদিগকে কিছুদিনের নিমিত্ত ফৌজদারী আইনের ২৬৬ ধারানুসারী ক্ষমতা দিয়াছেন।

দরভাঙ্গা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, পি, ম্যাকডোনাল।

মধুবনির ভার প্রাপ্ত সি এফ ম্যাগ্রাম, সি, এস।

ত্রিহুত বিভাগে নিযুক্ত নিম্নলিখিত আফিসরদিগকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল প্রদান করিয়াছেন।

কটে সার্কেলের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর পণ্ডিত বিহারীলাল প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা—সদর সারকেলের শ্রীযুক্ত এ, এচ ডবলিউ জোন্স, রাজখণ্ড সারকেলের ডবলিউ জি, জি, গোগুলি; গাইঘাটী সারকেলের তহসিলদার হর্দ্দন সিংহ।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা—বেলসণ্ড সার্কেলের সি, ডি, জাকসন; টুরকি সার্কেলের এচ, সি, প্লাট; জাজিন সার্কেলের এচ, বেলুরাবঃ শেওয়ানের সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাজকিশোর নারায়ণ।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ জুন। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে উবেন্স সাহেব বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের প্রার্থনা সকলের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। লার্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, গবর্ণমেণ্ট নবাব নাজিমের পরিবারবর্গের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ন্যায্য হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুন। গত কল্য মার্কুইস অব সালিসবরি ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলিলেন ভারতবর্ষের বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হয় না এরূপ মনে করিবার কিছুই নাই। কারণ সেক্রেটারি অন্য ন্য বক্তৃতর সন্তোষ অনাস্তব মাত্র। তিনি বলিলেন এ দেশে যে তিন জন মন্ত্রী ছিলেন ইহারা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইণ্ডিয়া আফিসের পরামর্শ না লইয়াও ইণ্ডিয়া আফিস কাজ করিতেন বটে, কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি অল্প এবং তাহাতে ইণ্ডিয়া আফিসের পক্ষে অসুবিধা হইত না। তিনি বলিলেন, যাহাহউক অন্যান্য বিভাগ ভারতবর্ষীয় ধনাগারের অর্থের উপর হস্তক্ষেপ না করে, তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। উপসংহারে কমন্স বাটী ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য যে সমদুঃখসুখতা প্রদর্শন করেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পারিস ২১ এ জুন। জাতি সাধারণ সভায় বজেট কমিটী নূতন টাক্স সকল স্থাপনের যে প্রস্তাব হয় তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

মাড্রিড ২৯ এ জুন। ইষ্টেলার নিকট মুরোতে যখন সেনাপতি কঞ্চা কার্লিষ্টদিগকে আক্রমণ করেন সেই সময় তিনি হত হন।

রেপবলিকান সেনাদল সুশৃঙ্খলাভাবে প্রস্থান করিয়াছে।

সেনাপতি কঞ্চার পদে সেনাপতি [illegible] বার্ণো নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারিস ২৯ এ জুন। গতকল্য বয়ুডিবোলোনে মার্শাল ম্যাকমেহন ৭০ হাজার সৈন্যের কাওয়াজ দর্শন করেন।

পারিস ২৯ এ জুন। প্রাণ্ড ডিউক কনষ্টান্টিন এবং তিন জন রুশীয় সেনাপতি বিএনায় উপনীত হইয়াছেন। যে রাজ্যের যুদ্ধে [illegible]র বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় সেই যুদ্ধের উৎসব উপলক্ষে সম্রাটের সহিত আনন্দ প্রকাশ করাই তাহাদের আসিবার উদ্দেশ্য।

মাড্রিড ২৯ এ জুন সন্ধ্যাকাল। ইষ্টেলার নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রেপবলিকান সেনা দল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। উহাদের ৪০ হাজার সৈন্য এবং অনেক অফিসর হত হয়। রেপবলিকানেরা এক্ষণে লার্বিয়েণ্য প্রস্থান করিয়াছে।

পারিস ২৯ এ জুন। গত রবিবার বয়ুডিবোলোনে সৈন্যদিগের যে কাওয়াজ হয় তদ্দর্শনে মার্শেল ম্যাকমেহন প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস এই, তাঁহার যে ৭ বৎসর শাসন কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ৭ বৎসর কাল তিনি এই সেনা লইয়া রাজ ক্ষমতা এবং রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন।

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানী যে কি ধাতুর লোক তাহা আমি আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ইঁহারা প্রায় চারি বৎসর হইল এই খড়দহে একটী ষ্টেষণ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই সেটীর ভাগ্যে আর দশা বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল না। আমার সংস্কার ছিল "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। কিন্তু খড়দহ ষ্টেষণকে দেখিয়া আমার ঐ সংস্কারটী এক প্রকার ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেরূপ গতি তাহাতে বোধ হয়, ইহা আর এ জীবনে সৌভাগ্য সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইল না। ইহার দুঃখ শর্ব্বরী আর প্রভাতা হইল না!! প্রথমে রেলওয়ে কোম্পানী আয়ের প্রতি সন্দিহান হইয়াই সামান্যাকারেই এই ষ্টেষণের সূত্র পাত করেন। এমন কি ইহার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহও নির্ম্মাণ করেন নাই, রাস্তার পার্শ্বে কুলীদিগের নিমিত্ত যে একটী ক্ষুদ্রতম গৃহ ছিল, তাহাকেই ষ্টেষণ করা হয় কিন্তু খড়দহ ষ্টেষণ স্থাপনাবধিই আশাতিরিক্ত আয় প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তখন ইহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহাদি নির্ম্মাণ করা না হয় কেন? তাহাতে আপত্তিই বা কি? আরোহীদিগের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে উপার্জ্জন হইতেছে, অথচ তাহারা বাত বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, ইহা কোন্ দেশীয় ব্যবস্থা? আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, এমন অনেক ষ্টেষণ আছে যে গুলির আয় খড়দহ ষ্টেষণ অপেক্ষা ন্যূন কিন্তু তাহাদের সুখসম্পত্তি ইহার অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। পাঠকগণ সংবাদদাতাকে কতই না নির্লজ্জ মনে করিতেছেন। করিতে পারেন। বারম্বার এক বিষয়ের আন্দোলন করা ভাল নয়, একথা স্বীকার্য্য কিন্তু যদি আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এ দোষটী সংবাদদাতার উপরে না রেলওয়ে কোম্পানীর শিরে প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন। আমি যখনই এ সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখি, তখনই কেবল কিয়ৎ ক্ষণের জন্য, রেলওয়ে কোম্পানীর চৈতন্য হয়। আমার বিশেষ স্মরণ আছে, গতবর্ষে আমি যখন এই উপলক্ষে উপর্য্যুপরি কয়েকটী প্রস্তাব পত্রস্থ করি, তখন একবার উক্ত কোম্পানী বিশেষ উৎসাহের সহিত "টেপ" "কম্পাশ" প্রভৃতি উপকরণ লইয়া খড়দহ ষ্টেষণের জন্য স্থানাদির পরিমাণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এতাবৎকাল আর সংবাদ পত্রে কোন উচ্চবাচ্য নাই। সুতরাং ইহারাও নিদ্রিত। সহৃদয় পাঠকবর্গ। এমন স্থলে দোষী কে? কে অধিক নির্লজ্জ? যাহা হউক দেখা যাউক পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি আর কত কাল নিদ্রা যাইতে পারেন।

২। কয়েক বৎসর হইতে খড়দহে চৌর্য্যের মন্দ প্রাদুর্ভাব নহে। কিন্তু এবার দুর্ভিক্ষ পবনে এ অগ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। "একে মনসা তাহাতে ধুনার গন্ধ" আর কি রক্ষা আছে? [illegible] সংলগ্ন কপাট চৌকাট চুরি হইতে আরম্ভ হইয়াছে রন্ধন শালার [illegible] নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে [illegible] যাছে সে দিবস [illegible] একটী গৃহস্থের বাটীতে যে চুরি হইয়া গিয়াছে সেটীকে আরো কিছু উচ্চদরের বলিতে হইবে। শুনিলাম তাহার প্রায় ৮০০ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিতে-

ছেন। কিন্তু বোধ হয় কোন নূতন ফল দেখিতে পাইন না। যাহা হউক আমরা ক্যাণ্টুনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন একফোর্ডকে যতদূর সুযোগ্য বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে এ সকল ঘটনার সংঘটন তাঁহার অগৌরবের বিষয় বলিতে হয়। তিনি পুষ্করিণীর ধারে বেড়া দিবার জন্য তত ব্যস্ত না হইয়া এই সকল কার্য্যে প্রতিভাশক্তি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করুন। আমি তাঁহাকে ইহার জন্য আপাততঃ দুইটী উপায় প্রদর্শন করিতেছি—১ মতঃ গ্রামে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভিন্নদেশস্থ দর্বৃত্তলোকের সমাগম হইয়া থাকে, এবং গ্রামের দশজন ভদ্রলোকে অত্রত্য যে সকল মন্দলোকের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিবে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ২য়তঃ—চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্কেত করে ষ্টেবল ও হেড কনেষ্টেবলদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটী লেখা সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম, এস্থল হইতে ২ ক্রোশ দূরস্থ পাণিহাটি গ্রামে মৃত জমীদার বাবু আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ভয়ঙ্কর চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬। ৭ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে।

৩। এরূপ জনশ্রুতি যে শীঘ্রই এঅঞ্চলে অনরেরি মাজিষ্ট্রেটের কাছারি স্থাপিত হইবে। এসংবাদটী শুনিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইবে। আবার যাঁহারা পল্লীগ্রামের বিশেষজ্ঞ তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবার অবসর পাইবেন না। বঙ্গদেশের মফস্বলে অনরেরি মাজিষ্ট্রেটের নতুন প্রাদুর্ভাব হওয়া ভাল কি মন্দ, সুখের কি দুঃখের সে বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই সোমপ্রকাশে সে বিষয়ের যথেষ্ট আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক ঈশ্বর করুন, খড়দহবাসীরা যেন ভাবী অনরেরি মাজিষ্ট্রেট পাইয়া সুখী হন। মহারাণীর রাজত্বে যদি একজন হতভাগা দরিদ্র প্রজার অন্তর কাঁদে ও তাহার প্রতি বিধান না হয়, তাহা হইলে সকলেই বলিবে এই সকল আইন আদালত বৃথা ও ইংরাজ রাজত্ব অন্তঃসারবিহীন। যাহা হউক কর্ত্তব্য বোধে আমি পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি, যে অনরেরি মাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনে যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটী না হয়। রাজা কিছু স্বয়ং সকল বিষয় দেখেন না, তাঁহাকে নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর কথাতেই শ্রদ্ধা করিতে হয়। কারণ শাস্ত্রকর্ত্তারা কহিয়া থাকেন "রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্" রাজা কর্ণ দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকেন। এমন স্থলে স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ ন্যায়বান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত। তাহা না হইলেই প্রমাদ। কিন্তু আমরা একফোর্ড সাহেবকে পাইয়া সে বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তাঁহার মতের উপর যখন এতগুলি লোকের সুখ দুঃখ ও গবর্ণমেণ্টের গৌরবাগৌরব নির্ভর করিতেছে, তখন তিনি কখনই কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী করিবেন না! কিন্তু তথাপি আমাদিগের এরূপ বিবেচনা হয়, যে তিনি বিদেশীয় বলিয়া আমাদের মধ্যে অনেককে আজিও চিনিতে পারেন নাই। নির্ব্বাচন সময়ে তাঁহার একটী জানা উচিত, যে তিনি যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহার প্রতি সাধারণ ভদ্রলোকের কিরূপ মত। নচেৎ কোন্ মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের হস্তে শত শত নির্ব্বাকজীব পতিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

৪। অত্রত্য আদালত সমূহের বাঙ্গালা ভাষার পরিষ্কার না করিলে ইংরাজ রাজত্বে একটী কলঙ্ক থাকিয়া যাইতেছে। কি ভারতে কি ইংলণ্ডে এরূপ একটী মহাত্মাও কি জন্ম গ্রহণ করেন নাই যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করেন? এই বিষয়টীর জন্য অন্ততঃ আর একবার পরিবর্ত্তনশীল ক্যাম্বেল সাহেবের আবির্ভাব আবশ্যক হইতেছে। আদালতের বাঙ্গালা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার দোষদুষ্ট বলিয়াই যে আমার বিশেষ আপত্তি কেবল তাহা নহে। ইহার নিকট ভদ্র লোকের সম্মান রক্ষা হয় না। কি ভদ্র কি অভদ্র কি মূর্খ কি পণ্ডিত কি সাধু কি অসাধু, আদালতের নিকট সকলেরই প্রায় সমান মান। বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের আদালত এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তথায় প্রতারক পঞ্চাহাড়ী ও পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, উভয়েই প্রায় তুল্যরূপ সমাদর লাভ করিয়া থাকেন। কি হাকিম কি আমলা সকলেই প্রায় ইহাদিগের প্রতি সমান সম্বোধন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এটী কোন কোন নয়নে ভাল লাগিতে পারে, আমাদের ত ভাল লাগে না। যাকে তাকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সে দিবস বারাকপুরের ক্যাণ্টুনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারি হইতে বন কাটান উপলক্ষে কতকগুলি মুদ্রিত নুটীশ বাহির হয়। তন্মধ্যেও আমি এইরূপ মারাত্মক দোষ দেখিলাম। আমি আশা করি সুযোগ্য একফোর্ড সত্বরেই এই সকল ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদিগের সম্বোধনে "তুমি" শব্দ ব্যবহার করা আর এখন ইংরাজদের শোভা পায় না। "তুমির" পরিবর্ত্তে "আপনি" শব্দের ব্যবহার করা কি এতই লজ্জাকর? কাপ্তেন একফোর্ড এইরূপ নুটিশগুলিতে একস্কালে অনেকগুলি "তুমির" শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই খড়দহ ও তন্নিকটবর্ত্তী ১০। ১৫ খানি গ্রামে একফোর্ড সাহেবের "আপনি" বলিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই নাই। যাহা হউক এবিষয়ে যথেষ্ট সঙ্কেত প্রদান করা হইল, এবং বোধ করি ইহার জন্য আর কিছু অধিক বলিতে হইবেনা।

৫। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রণীত "লুপ্তসম্বৎসরের মীমাংসা" সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের এক খণ্ড আমার হস্তগত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রথম পুস্তকে লুপ্তসম্বৎসরের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন তথা শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি সেগুলির প্রতি যে সকল আ[illegible] উপস্থিত করিয়াছেন ন্যায়রত্ন মহাশয় [illegible] পুস্তকে তন্ন তন্ন করিয়া তৎসমস্তের [illegible]

চেষ্টা পাইয়াছেন এবং আমি বলি তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই পুস্তকখানির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শিষ্টাচার, বিচারপটুতা ও বহুদর্শন তাহার অনুরূপই হইয়াছে। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভিন্ন আমাদের প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্রব্যবসায়ীই এই সকল দোষ সম্পর্ক শূন্য নহেন। তাঁহারা যখন বিবাদ মগ্ন হইয়া ঋষি শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত সম্পর্কা সম্পর্ক কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা জয়ী হইতে না পারিলে আপনাদিগকে নিরয়গামী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহা হউক ইহা বঙ্গভূমির অনল্প অগৌরবের বিষয় নহে।

১২ এ জুন }
১৮৭৪ }

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রায় ৫ মাস হইল এখানে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমতঃ ২। ১ পল্লীতে আরম্ভ হইয়া একণে ক্রমশঃ সমস্ত পল্লীতে বিস্তৃত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে যে পল্লীর লোক একবার আক্রান্ত হইয়াছিল সংপ্রতি সেই পল্লীর লোককে পুনরায় আক্রমণ করিতেছে। যদিও প্রতিবৎসর মেদিনীপুর সহর ও মফস্বলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ইহার যেরূপ তীব্র বল দেখিতেছি এরূপ গত ১০ বৎসরের মধ্যে দেখি নাই। প্রথমতঃ হীন জাতি ও দুঃখজীবি পরে ক্রমশঃ ভদ্র ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার বিস্তৃতি লক্ষিত হইতেছে। টাউনের মৃত্যু রেজিষ্টরিতে দেখা গেল যে নিজ মেদিনীপুর সহরে ৩১ এ জানুয়ারি হইতে ২০ এ জুন পর্য্যন্ত ৩৭৯ সংখ্যক ব্যক্তির এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে। শুনিতেছি মফস্বলের অনেক স্থানেই এই রোগ দেখা দিয়াছে এবং অধিক সংখ্যক লোককে প্রতিদিন সংহার করিতেছে। এই রোগের এবম্ভূত প্রাদুর্ভাব আর কিছুকাল থাকিলে কতশত লোককে যে মৃত্যু পথের পথিক হইতে হইবে তাহা বলিতে পারি না।

এবৎসর এরোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন? ওলাউঠা রোগের দুইটী কারণ, বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ কারণের অবিদ্যমান হইলে সাধারণ কারণ নিষ্ফল হয়। কিন্তু সাধারণ কারণ বিশেষ কারণকে সহায়তা করে, তজ্জন্য ইহাকে সহকারী কারণও বলা হয়। বিশেষ কারণ অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের বিষ কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্মে তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। সাধারণ বা সহকারী কারণ এবৎসর প্রচুর। তন্মধ্যে তাপাধিক্য ও তাপের সহসা পরিবর্ত্তন, দূষিত জল ও বায়ু এবং অপকর আহার্য্য ইত্যাদি প্রধান।

তাপাধিক্য ও তাপের সহসা পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান বর্ষে এ প্রদেশে এক প্রকার অনাবৃষ্টি বশতঃ মৃত্তিকা রসহীন, তাহাতে আবার নৈদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মেঘদ্বারা প্রতিহত না হওয়ায় ভয়ানক উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাপমান যন্ত্রে ৯৭ হইতে শতাধিক ডিগ্রি পারদ উঠে। আকাশ মেঘাবৃত এবং সামান্যরূপ বৃষ্টি হইলে কিয়ৎকালের জন্য উত্তাপ হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু তাপের আধিক্য ও সহসা পরিবর্ত্তন কেবল এই রোগের বিশেষ কারণকে পুষ্টি ও কার্য্যকারী করে এমত নহে মনুষ্য দেহকেও ঐ রোগগ্রহণ করা[illegible]

দূষিত জল—অনাবৃষ্টি বশতঃ অনেক পুষ্করিণী ও কূপ বিশুষ্ক ও অল্পতোয় হইয়া গিয়াছে। ঐ সামান্য জল আবার গাঢ় নীলবর্ণ ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট, আমাদিগের দেশের প্রথানুসারে পুরীষ সিক্ত শরীর ও বস্ত্রাদি পুষ্করিণীতে প্রক্ষালিত হইয়া থাকে, এ জন্য ঐ জল প্রোক্ত রূপে বিষাক্ত হইয়া পড়ে। সহরবাসী গৃহস্থেরা স্নান পাক মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত বহুদূর হইতে পরিষ্কৃত জল না আনিতে পারিয়া অগত্যা ঐ জল ব্যবহার করে, সুতরাং এই দূষিত জল দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ওলাউঠা রোগ উৎপাদন করিবে তাহার বিচিত্র কি?

দূষিত বায়ু —অনেকে [illegible] শুষ্ক কূপ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতেছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে জল ভূমধ্য হইতে উঠিতেছে না। যে সমস্ত গলিত পঙ্ক [illegible] গর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া, [illegible] স্থাপিত হইতেছে, তাহা হইতে ও পূর্ব্বোক্ত দূষিত জল হইতে, যে বাষ্প উত্থিত হয় [illegible] সাধারণ বায়ুকে বিকৃত করে। আবার ওলাউঠা রোগীর ভাক্ত বিষ্ঠা প্রায় সচরাচর [illegible] নিক্ষিপ্ত হইয়া এবং ঐ বিষ্ঠার পরমাণু নিচয় নিশ্বাসীয় বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, এত দুষ্ট বায়ু নিরন্তর সেবন (বিশেষতঃ ভক্ষণ) করিলে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইবে না কেন?

অপকর আহার্য্য —এখানে বাজারে প্রায় সুখাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নিবারণ প্রথা নাই

উৎকৃষ্ট চাউল পটল, আলু ও জীবিত মৎস্য দুর্ম্মূল্য। সুতরাং সাধারণ লোকে মন্দ ও শুষ্ক তরকারি পচা মৎস্য, ও পচা চাউল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। কোথায় এ সময় সহজ পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ রক্ষা করিবে, তাহা [illegible] দুর্জীর্ণ পদার্থ ভক্ষণ করিলে ওলাউঠাকে আহ্বান করা হয় সন্দেহ নাই।

যদিও ওলাউঠা রোগের বিশেষ কারণ মনুষ্যায়ত্ত [illegible] নহে। কিন্তু উহার [illegible] প্রাদুর্ভাব এবং সহকারী [illegible] নিবারণ হইতে পারে। [illegible] তজ্জন্য কোন চেষ্টা বা উপায় অবলম্বিত হয় না। কিন্তু নিয়ম [illegible] অবলম্বন করিলে প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, [illegible] দূরে নিবারণের আশা থাকিল।

মেদিনীপুর
১৩ ই আষাঢ় শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি বলবতী হইলে, সে আর কোন ক্লেশকেই ক্লেশকর বোধ করে না। ধর্ম্মার্থে যত যন্ত্রণা উপস্থিত হউক না কেন, অপরাজিত চিত্তে সহ্য করে। অন্যদেশে এবি

[illegible] উদাহরণের অভাব নাই, পুরাতন [illegible] এবিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের স্থল। তাঁহারা ধর্মানুরোধে পার্থিব সুখ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পুণ্য লাভাশয়ে সহস্র সহস্র [illegible] ভামিনী মৃত পতির [illegible] নল সুশীতল চন্দন [illegible] বসন্ত কুসুম শয্যার ন্যায় প্রাণস্নিগ্ধকর জ্ঞান করিয়া সুখে শয়ন করিয়াছেন। ধর্ম বুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কতশত অবলা সদ্যোপ্রসূত নয়নানন্দকর প্রিয়তম পুত্র বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এখন যে ভারতের এত দুর্দ্দশা তবু এবম্ভূত উদাহরণের স্থান বিরল নহে।

এবৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের নুতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে বর্ত্তমান বর্ষে যাত্রী সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা। আজিও রথ যাত্রার বিলম্ব আছে, এখন হইতেই কটকের পথে সহস্র সহস্র যাত্রি গমন করিতেছে। তাহাদের যে কি ভয়ানক ক্লেশ হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একে ত ভয়ঙ্কর রৌদ্র প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ কটকের রাস্তার ধারের কূপগুলি প্রায় জল শূন্য হইয়াছে। এক মাইল কোন কার্য্য বশতঃ গমন করিতে হইলে প্রাণান্ত যাতনা উপস্থিত হয়। যে সকল যাত্রি পদব্রজে "উজ্জয়িনী" প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতেছে, তাহাদের যে কি বিষম দুর্গতি উপস্থিত, তাহা মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে "কংসাবতী" তীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম; কয়েকজন যাত্রির সহিত দেখা হইল, পরিচয়ে জানিলাম তাহারা "ইন্দোর" বাসী। বাটী হইতে আসিবার [illegible] ১২ জন এক সঙ্গে আসিয়াছিল। পথে "ওলাউঠা" রোগাক্রান্ত হইয়া ২ জন জীবন ত্যাগ করিয়াছে। হতভাগ্য মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনেরা যাঁহারা সঙ্গে ছিল, তাহাদের করুণ বিলাপোক্তি শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যে কি ভয়ানক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ বলিতে অক্ষম। রথোপলক্ষে পুরীতে অধিক জনতা নিবন্ধন "ওলাউঠা" ও অন্যান্য পীড়ার প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে। যাহাতে বৈদেশিক দুঃখী লোকে চিকিৎসা ভাবে কাল গ্রাসে পতিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা উচিত।

মেদিনীপুর } শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
১৭ এ জুন }

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৬ এ জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাসির নীচে মোহানায়	১৪	
তথা হইতে সুবপুর	১০	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৯	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৮	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২৯ এ জুন বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১৩	

বহরমপুর } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
২১ এ জুন } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৭৪। } নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ চৌধুরী আদমদীঘী	১০
" " শ্যামাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর	৫॥০
" " শ্রীরাম পালিত—বড়বাজার	৫॥০
" " রসময় বসু—বহরমপুর	১০
" " হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম—পঞ্জাব	১০
" " রাধাবল্লভ সিংহ দেব কুচিয়াকোল	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি. বরাত চিঠি, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নুতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর [illegible] দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁ[illegible] সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষি[illegible] সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপো[illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বা[illegible] প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত[illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ ৩৪ সংখ্যা।

प्रवर्त्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती न हीयतां

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৩০ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ১৩ ই জুলাই।

মফস্বলে মাশুল সমেত বার্ষিক ১০৸ দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫।৵ টাকা।

[illegible] নামক পুস্তক প্রকা[illegible], ইহাতে বালক বালিকাদিগের [illegible] কয়েকটী হিতোপদেশ [illegible] হইয়াছে, মূল্য ৵ আনা।

[illegible] বালক বালিকাদিগের [illegible] বর্ণপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই [illegible] অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ম ভাগ [illegible] এবং বিদ্যাদর্পণ ২য় ভাগ বর্ণ[illegible] পুস্তক দ্বয় প্রকাশ করিলাম, ইহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে মূল্য / এবং /৫। পুস্তকব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। স্কুল বুক সোসাইটী চীনা বাজার এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

জেনরল লাইব্রেরি
১১১ নং চিৎপুররোড

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুত॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶৹ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা [illegible] ঔষধি বার বার পরীক্ষা দ্বারা [illegible] হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের [illegible] পাঠ করিলে বিশেষ রূপে [illegible] মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা [illegible]।

১২ [illegible] শিশি [illegible] আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা [illegible] প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র[illegible] সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সহর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময়নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং আসিষ্টান্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের হ্যোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুবর্ণবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

কুচিয়াকোল উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৮০ টাকা। যিনি পূর্ব্বতন সীনিয়র স্কলার বা বি, এ উপাধিধারী তিনিই বিজ্ঞাপন প্রকাশের সপ্তাহকাল মধ্যে আমার নিকট আবেদন করিবেন। অন্যের আবশ্যকতা নাই।

কুচিয়াকোল
জিলা বাকুড়া
২।৭।৭৪

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহদেব
কুচিয়াকোল উচ্চ শ্রেণী
ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৹ ডাকমাসুল ।৵৹। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ।৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্র শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ১০।১৫টা রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাসের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইয়া, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এক্ষণ অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩॥ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
গোবোরডাঙ্গা
জেলা নদীয়া

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। আমাদের জমীদারির অন্তর্গত মৌজা পত্তনি ও পত্তনি মহালের অন্তর্গত মৌজা দরপত্তনি দেওয়া যাইবেক। যাহারা লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা চকদীঘীর জমীদারি কাছারিতে উপস্থিত হইলে দিবার

দে ... তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এ ... যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে নীল ... অত্যাচারী নহে তাহা হইলে ... কি অপরাধ করিলেন, ... নীলকরেরা কেবল ঘোড়া ... পথ সংস্কার করিয়াছেন কিন্তু এক এক জন জমিদার অশ্ব গজ রথদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।

ফলতঃ নীলকরেরা উৎপীড়ক ও অত্যাচারী কি না তাহা বিদেশীয়দিগের জানিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা তৎ-তৎস্থানে বাস করেন কিম্বা যাঁহারা সেখানকার প্রজাদিগের সহিত মিশিতে পারেন তাঁহাদেরই কিছু জানিবার সম্ভাবনা। এই সকল সূত্রে যে সকল কথা জানা যায় সে সমুদায় নীলকরদিগের আর এক প্রকার চরিত্র দেখাইয়া থাকে। অমৃত বাজারের বিশেষ সংবাদ দাতার পত্রে এবং আমাদের সংবাদ দাতার পত্রে সেইরূপ কথাই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংলিসম্যানের সম্পাদক কি জানে না যে বেহারের নীলকরদিগের অত্যাচারে সেখানকার অনেক প্রজা দলে দলে নেপাল রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। দুই দিন কোন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হইয়া গৃহস্বামীর স্বভাব ও চরিত্র জানিবার সম্ভাবনা যেরূপ পাঁচ মাস কাল এক প্রদেশ মধ্যে বাস করিয়া নীলকরদিগের চরিত্র বুঝিবার সম্ভাবনা ও সেইরূপ।

পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা নীলকরদিগকে নিখাদ শয়তান প্রকৃতি বিশিষ্ট মনে করি। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভদ্র লোক থাকিতে পারেন কিম্বা আছেন তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; কারণ নীলকরেরা ত মনুষ্য সীমার বহির্ভূত নন, কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন চিরপ্রসিদ্ধ, একে স্যাক্সন রক্ত তাহাতে পরাজিত দেশ তাহাতে আবার রাজধানীর অতি দূরে বাস সেখানে অত্যাচার করিবার অনেক প্রলোভন আছে। এই দুর্ভিক্ষ হাঙ্গামার সময় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগের ঘন ঘন যাতায়াতের ও তত্ত্বাবধানের মধ্যেও যদি বার্টন প্রভৃতির লোকদিগের মুষ্টি ও পাদুকা চলিয়া থাকে তাহা হইলে দেশের অভ্যন্তরবাসী তত্ত্বাবধানের বহির্ভূত দরিদ্র প্রজাদিগের দশাকেভাকে তাহা পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন। খ্রীষ্টের উপদেশের বলঅপেক্ষা স্যাক্সন রক্তের বল অধিক, খৃষ্টধর্ম্ম শান্তভাব ধারণ করিতে বলে কিন্তু স্যাক্সন রক্তের এমনি বিকৃত স্বভাব যে তাহা হস্তপদকে সুস্থির থাকিতে দেয় না। এমন কি? নীলকরের কুঠি বলিলে শত শত দরিদ্রের সমাধি স্থান মনে হয়। নীলকর বলিলে নীচ জঘন্য ও নরশোণিত লোলুপ রাক্ষস মনে হয়। নীলকরদিগের প্রতি এই ঘৃণা অত্যন্ত বদ্ধমূল হইয়াছে। তাঁহারা যদি পুনরায় সদনুষ্ঠান দ্বারা এই কলঙ্ক দূর করিতে পারেন তাহা হইলে ইংলিসম্যান কেন আমরাও আনন্দিত হই। তাহা হইলে প্রজারা বাঁচে আমরা বাঁচি, গবর্ণমেণ্ট বাঁচেন ইংলণ্ড বাঁচেন এবং যীশু খ্রীষ্টও বাঁচেন কারণ তাঁহার উপদেশের ফল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে।

দেশীয় সংবাদপত্রদিগের প্রতি কর্ত্তাদের বিষদৃষ্টি।

আমাদের অনুবাদক মহাশয় ত দিন দিন অত্যন্ত কৃশ আকার ধারণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে তাঁহার কাম্বেল সাহেবের বিরহ অত্যন্ত লাগিয়াছে কিন্তু এখন দেখিতেছি যে ইহা নিতান্ত পরিহাসের বিষয় নয়। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। আমাদের উপর কাম্বেল সাহেবের কিরূপ বিষদৃষ্টি ছিল তাহা পাঠকগণ সকলেই জানেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের একটী প্রধান লক্ষণ। ইহাতে হস্তার্পণ করিতে গেলে কলঙ্ক অযশ ও আপত্তির অবধি থাকিবে না; এই ভয়েই বোধ হয় কাম্বেল সাহেব কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু অপমান, তিরস্কার, প্রভৃতি দ্বারা যতদূর দমন করা সম্ভব তাহা করিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি আমাদের প্রতি এত বিরূপ হইয়াছিলেন যে রিপোর্ট লিখিবার সময় আমাদিগের প্রতি বিশেষরূপ কটাক্ষ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা এই যে তাহাদের ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা অবাধে কর্ম্ম করিতে পারেন না। এই কারণেই তিনি আমাদিগকে দমন করা উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের এক স্থানে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন " দেশীয় সংবাদ পত্রেরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যে সকল কথা লিখে তাহা অনুবাদ করিয়া ভারতবর্ষের ও অন্যান্য স্থানের লোকদিগের গোচর করা উচিত কি না এ বিষয় বিচার চলিতেছে।"

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের কৃশতা এই বিচারের ফলস্বরূপ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আর আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। এবিষয়ে শীঘ্র উপায় বিধান করা উচিত। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিচার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। রোগ একপ্রকার ঔষধ আর এক প্রকার। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না বলিয়া যদি আমাদিগের উপর আক্রোশ জন্মিয়া

[illegible] রুদ্র কর্ম্ম নহে, সুতরাং [illegible] মধ্যে যাঁহাদের অর্থ সামর্থ্য [illegible] তাঁহারাও সে বিষয়ে মনোযোগী [illegible] । [illegible] এরূপে [illegible] দূরে থাকুক যদি কোন [illegible] বন্ধ করিয়া নিজের উপকার [illegible] এক চন্দু বন্ধিত করিবার সম্ভাবনা থাকে, গ্রামের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ অর্থাৎ জমিদার বাবু তাহা করিতে কালবিলম্ব করেন না। [illegible] গবর্ণমেণ্ট প্রথা যখন প্রচলিত ছিল তখন গ্রামবাসীরা সকলে মিলিত হইয়া অতি অল্পব্যয়ে এই সকল সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, অনেক সময় গ্রামবাসী মজুরেরা বিনা বেতনে দুই এক দিন করিয়া পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিত; কিন্তু এক্ষণে সে ঐক্য নাই। গবর্ণমেণ্ট সমুদায় কার্য্যের ভার নিজের হস্তে লইয়া দেশের লোকদিগকে উদাসীন করিয়া ফেলিয়াছেন এক্ষণে গ্রামবাসীরা এ সমুদায় কার্য্যকে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ফেলিয়া রাখে। গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশে মিউনিসিপাল ট্যাক্স ও রোড সেস নামে দুইটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে মিউনিসিপাল ট্যাক্স এক প্রকার নাম মাত্র হইয়া আছে। সম্পাদক ও কর্ম্মচারিদিগের অমনোযোগে তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফল দর্শে না। অনেক অর্থ নষ্ট হয় কিন্তু গ্রামের উপকার অল্পই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় রোড সেস এটী গবর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে আছে ইহা দ্বারা কতদূর উপকার হয় দেখা যাইবে। আপাততঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে ইহা দ্বারা অনেক রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সংস্কার হইতেছে। যাহা হউক গ্রামের অবস্থা [illegible] বলিলে যে স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হইতে পারে কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা তাহার প্রমাণ। কলিকাতা এক্ষণে বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থান হইয়াছে বলিলে হয়।

তৃতীয়তঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস নয়। একজন ইংরাজ দুই দিবস যে বাটীতে থাকেন তাহাকে মনোরম উদ্যান সদৃশ করিয়া রাখেন কিন্তু আমরা যে বাটীতে পদার্পণ করি তাহাকে দুই দিবসের মধ্যে অপরিষ্কার দুর্গন্ধ ও নরক সমান করিয়া তুলি। ইংরাজেরা বায়ু সঞ্চালনের পথ রুদ্ধ থাকিলে সে বাটীতে বাস করেন না আমরা অন্ধকূপে ও বাস করিতে প্রস্তুত আছি, পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসিদিগের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও ক্রমশঃই হইতেছে। এখন কেহ বাটী করিতে হইলে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালনের পথ রাখিয়া বাটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কিন্তু এসম্বন্ধে লোকের রুচি যাহাতে দিন দিন পরিষ্কৃত হয় সে বিষয়ে সকলের যত্নশীল হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও মিত্ররাজগণ

করদ ও মিত্ররাজগণের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এই প্রশ্ন লইয়া মধ্যে মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় দুই একটী লোকের ইচ্ছা যে দেশীয় রাজাদিগকে পর্দ্দচ্যুত করিয়া নবাব সাহাজাদা কিম্বা সেটিয়া বুরুজের নবাবের ন্যায় কারাগারে বদ্ধ করা হয়; কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকের সে প্রকার মত নহে। মহারাণী তাঁহার ঘোষণা পত্রে রাজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য প্রদর্শনের অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই ঘোষণা পত্রের অনুসারে বৎসর বৎসর স্থানে স্থানে দেশীয় রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া দরবার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এক দিকে যেমন সদ্ভাব ও প্রীতি বর্দ্ধনের চেষ্টা হইতেছে অপর দিকে ফ্রেণ্ড মহাশয় অসদ্ভাব ও অপ্রীতি বিস্তারের চেষ্টা দেখিতেছেন। তিনি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন যে দেশীয় রাজাদিগের সংখ্যা ১৫৩। এই ১৫৩ জন যে পরিমাণে রাজস্ব উপভোগ করেন সে পরিমাণে রাজকোষে কর প্রদান করেন না। অথচ তাঁহাদের রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে সুতরাং সে জন্য গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের দেয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত নতুবা তাহাদের শান্তি রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখা উচিত নয়। এ প্রস্তাব মন্দ নয়, ইহাতে দশ বৎসরে বন্ধুতা এক দিনে নষ্ট করিয়া ফেলে।

বরদা রাজ্যের দুঃশাসন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই রাজাদিগের মনে শঙ্কা ও সন্দেহের উদয় হইবার সম্ভাবনা; এরূপ সময়ে এরূপ কথা বলাতে সেই শঙ্কা ও সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইবে। ভারতবাসিদিগের চির—হিতৈষী ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কেবল এই মাত্র বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে আরও অনেক প্রকার শঙ্কা জন্মিয়াছে। দেশে যে দিন দিন এত বন্দুক ও বারুদ আমদানী হইতেছে তাহা কোন স্থানে যাইতেছে এ চিন্তায় তিনি অনেক দিন অবধি মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, এবং অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছেন যে এই সকল বন্দুক ও বারুদ প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে যাইতেছে। তবে ইংরাজ রাজ্য রক্ষার উপায় কি!!!

দেশীয় রাজাদের প্রজারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ভীরু ও কাপুরুষ নয়। তাহারা উত্তম সৈন্য হইতে পারে। সৈন্য হইল বন্দুক বারুদ প্রভৃতি হইল সেনাপতিরও অভাব নাই কারণ অনেক সুশিক্ষিত ও সুচতুর বাঙ্গালী এক্ষণে এদেশে কর্ম্ম না পাইয়া দেশীয়রাজাদের রাজ্যে দলে দলে গমন করিতেছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে ভীরু ও যৎসামান্য লোক কিন্তু দেশীয় রাজাদের রাজ্যে তাঁহারা এক এক জন এক একটী ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ। কাশ্মীরে বাবু নীলাম্বর ও ধুরুলে বাবু কিশোরীমোহন বসু তাহার প্রমাণ। পাঠকগণ! অপক্ষপাতে বলুন এ মেঘের উদয় দেখিলে কেন্ত অবইণ্ডিয়ার ন্যায় ভারত হিতৈষী ও সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজের মনে শঙ্কার উদয় হয় কি না? সে চিন্তা ইংলণ্ডের জন্য নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের হিতের জন্য কারন ইংলণ্ডের করকবলস্থিত হওয়াতে ভারতেরই মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই. অতএব আমাদের সুযোগ্য সহযোগী "বেঙ্গলি" যে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া উপহাস করিয়াছেন তাহা উচিত হয় নাই।

ফলকথা এই আজি ও যে কেন্ত অবইণ্ডিয়ার সম্পাদকের ন্যায় সুবিজ্ঞ লোকেরা এরূপ সঙ্কীর্ণ ও অনুদার রাজনীতি প্রচার করেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!! উন্নতমনা ও দূরদর্শী ব্যক্তিদিগের মত ও কার্য্য অন্য প্রকার। বড়লর্ড মেয়ো জানিতে পারিলেন যে, ওহাবিদিগের মধ্যে অল্পে অল্পে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছে। তাহাতে অনুমান করিলেন যে, মুসলমানেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছে, আবদুল্লা ও সিমার আলির অমানুষ ও নৃশংস আচরণে সেই সংস্কার আরও দৃঢ় করিয়া দিল। তখন তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিলেন? কেন্ত অবইণ্ডিয়ার সম্পাদকের ন্যায় লোকেরা হয়ত তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া তাহাদিগকে একেবারে পরাজিত ও পদানত করিবার পরামর্শ দিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাজপুরুষদিগের সকলে সে প্রকৃতির লোক নহেন, তাহারা অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন; তাঁহারা মুসলমানদিগের পদবৃদ্ধি ও সম্মানবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করিলেন। এই উদার ও উন্নত রাজনীতি যে সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট যতই একরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন ততই সমুদায় প্রজার হৃদয় মন আকৃষ্ট করিতে পারিবেন আমাদের বিবেচনায় দেশীয় রাজাদিগকে হস্তগত রাখিবার একটী উত্তম উপায় আছে। গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যেরূপ তাঁহাদিগকে স্বার্থ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের লাভে তাঁহাদের লাভ এবং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিতে তাঁহাদের ক্ষতি সুতরাং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল তাঁহাদের সর্ব্বতো প্রার্থনীয়। গবর্ণমেণ্ট যদি সেইরূপ কোনপ্রকার স্বার্থ শৃঙ্খলে রাজাদিগকে বদ্ধ করিতে পারেন তাহা হইলে আর শঙ্কা থাকে না।

নূতন পুস্তক।

১। খণ্ডন পরিশিষ্ট (১) বিজ্ঞাপন স্থলে লিখিত হইয়াছে গ্রন্থ খানি চারি পরিচ্ছেদে পূর্ণ হইবে। যে গ্রন্থখানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে এ খানি প্রথম পরিচ্ছেদ। ইহাতে অবচ্ছেদকত্বাদির খণ্ডন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যদি ইহার সমাদর করেন ক্রমে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয়ে প্রমাণাদি খণ্ডন তৃতীয়ে মতবাদ খণ্ডন চতুর্থে মুক্তি নিরূপণ করা হইবে। তর্কভূ অবচ্ছেদকত্বাদি খণ্ডন বিষয়ে যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে। এগুলি নব্য নৈয়ায়িকদিগের রচনা, প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থে এ সকলের নাম গন্ধ নাই। পদার্থ সম্বন্ধে এগুলি বিশেষ আবশ্যক নয়। অতএব ইহার ব্যবহার রহিত হইলে বিশেষ ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ক্ষতি এই নব্য নৈয়ায়িকদিগের লিখন প্রণালী অলঙ্কার শূন্য হইয়া পড়ে আর একটী বিশেষ ক্ষতি এই, এই শব্দ গুলির গুণে ইহাদিগের লিখন প্রণালী যাবতীয় গ্রন্থকার সম্প্রদায়ের লিখন প্রণালী হইতে ভিন্ন হইয়াছে। সে ভেদটিও অন্তর্হিত হইয়া যায়। সমুদায় গ্রন্থকার সম্প্রদায়েরই কতক গুলি করিয়া বিশেষ শব্দ রচিত আছে। সেগুলি না হইলে চলে না এমন নয়।

(১) ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। বারাণসী লাইট ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

বারাণসী বৃত্তান্ত।

হিন্দুস্থানিদিগের কৃত গৃহের দ্বার ও জানলার ন্যায় কাশীর রাস্তা গুলিও অতি সঙ্কীর্ণ। হিন্দুস্থানীরা যেমন মোটা খান মোটা পরেন, তেমনি মোটা বুঝন, পারেন। রাস্তা প্রশস্ত হইলে যে নগরের শোভা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে নানা প্রকার লাভ হয় হিন্দুস্থানিদিগের সে বোধ নাই। তাঁহারা ভাবেন বাটীর ভিতর হইতে কোন ক্রমে বাহির হইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত বলিয়া গমনাগমনকালে অতিশয় ক্লেশ জন্মে। পরস্পর গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ না হইয়া প্রায় কেহ চলিয়া যাইতে পারেন না। একটী চমৎকার এই,

এটী তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক সংস্কারের ফল। কেহ আইনের রেখা মাত্র অতিক্রম করিলে যদি তাহার অপরাধের অনুরূপ দণ্ড বিধান করা হয়, আপাততঃ মকদ্দমার কিছু বৃদ্ধি হইবে বটে কিন্তু ক্রমে সকলের ন্যায্য আচরণ শিক্ষা হইয়া আসিবে। অনেক সময়ে রাজদণ্ড ধর্ম্মনীতি শিক্ষার আচার্য্য হয়।

এখানে অশ্লীল গালি, পশুর প্রতি নির্দ্দয় প্রহার ক্ষতাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ পশু দ্বারা ভার বহন এতিনটীর নিবারণ চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। এখানকার লোকে সভা করিয়া এবিষয়ের চেষ্টা করিবেন, সে আশা নাই। এখানকার লোকের এসকল বিষয়ে অল্পই অনুরাগ দৃষ্ট হয়। যদি পুলিসের উপরে ভার দেওয়া হয়, এটী পুলিসের আর একটী উপার্জ্জন পন্থা হইয়া উঠিবে। মাজিষ্ট্রেট জইন্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাশয়দিগের অন্যতরের এবিষয়ের ভার গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইঁহারা তত্ত্বাবধান করিয়া যদি ঐ বিষয়গুলির নিবারণ করেন, অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে। ইহার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রয়াস পাইতে হয় না। তাঁহারা যদি ঐ সকল বিষয়ের একটী ঢেটরা পিটিয়া দেন এবং ঢেটরার মত কার্য্য হইতেছে কি না, যদি মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান রাখেন অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

আমি একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এখানকার লোকে কেনা সাহেবের অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি দিনকত মাজিষ্ট্রেট হইয়া এখানকার বদমায়েসদিগের বিলক্ষণ শাসন করিয়াছিলেন। বদমায়েসেরা তাঁহাকে যম দেখিত। তাঁহার সময়ে বদমায়েসেরা শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। অনেকে কাশী পরিত্যাগ করে। তিনি কৌশল করিয়া অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বদমায়েসের অনুসন্ধানার্থ তাঁহার সদা ভ্রমণ করা ছিল। তিনি এক দিবস ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে একজন পাকা বদমায়েসের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে কহিলেন, এক সপ্তাহের পর যেন তোমার সহিত একবার দেখা হয়। কে সাহেব এই কথা কহিয়া গৃহাভিমুখে গেলেন, বদমায়েসও কাশী হইতে প্রস্থান করেন। তিনিই কাশীর উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেট। এখানে ঐরূপ মাজিষ্ট্রেট না হইলে চলে না।

বিবিধসংবাদ।

২৪এ আষাঢ় সোমবার।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, যে লণ্ডনে শবদাহকারী কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি হইয়াছে। তাঁহারা ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসবধ করিবার জন্য বেহার প্রদেশে যে সকল কটক প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা এখন ফিরিয়া আসিতেছে।

কলিকাতার জষ্টিসেরা ১ লা জুলাই অবধি ধর্ম্মতলার বাজার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কিরূপে এই দুইটী বাজার চালাইবেন তাহা স্থির হয় নাই। ইংলিসম্যান অভিযোগ করিয়াছেন যে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী ঋণজালে জড়িত। ঋণের অপরাধ কি? এইরূপ অকারণ ব্যয় করিতে গেলে এ জগতে কে ঋণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

ডিউক অব আর্গাইল ষ্টেট স্কলর্সিপ গুলি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ফরাসি গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার স্থিত প্রজাদিগের ফরাসিস দেশ গমনের সাহায্যের জন্য বৎসর ৩০০০ টাকার স্কলর্সিপ প্রদান করিবেন। আমাদের কর্ত্তাপক্ষেরা ক্রমেই বিলাত গমনের প্রতিবিরূপ হইতেছেন।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন, শাঁখারিপুকুরের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে হরিপুর নামক স্থানে আন্দাজ ৪২।৪৩ বৎসর বয়সে একজন হাড়িনীর প্রথম সন্তান হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ১৬।১৭ কি ২০।২২ বৎসরের পরে সন্তান না হইলে স্ত্রীলোকের আর সন্তান হয় না, তাঁহারা আসিয়া যেন দেখিয়া যান।

তেলেনাপাড়ার এক বাবুর একটী দশম বয়স্কা কন্যা আছে। বালিকাটী দেখিতে সুশ্রী, সুস্বকায় এবং নিরোগী। কিন্তু তাহার গলায় ছিদ্র নাই। প্রত্যহ পিচকারী দ্বারা গুহ্যদ্বার দিয়া দুগ্ধ সেবন করাইতে হয়, তাহাতে তাহার কোন কষ্ট নাই।

বাড়ুনপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একটী সন্তান হইয়াছে ঐ সন্তানের দুই মস্তক তিন হাত ও এক পা। সে এখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

বিট পালঙ্গের মূল দ্বারা উত্তম চিনি প্রস্তুত হয়। শ্বেত বিট মূলই ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী। লাল বিট লইতে হইলে এরূপ দেখিতে হইবে যাহার মূল সাদা। খুব পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া সিদ্ধ করিবে, তৎপর একটী কাষ্ঠ পাত্রে দণ্ড দিয়া ছেঁচিবে এবং রস নিংড়াইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ একটী তামু পাত্রে জ্বাল দিবে। উপরের গাদ ফেণার সঙ্গে ফেলিয়া দিবে। একশত কোয়ার্টস পরিমিত রসে দুই আউন্স চুন মিশাও এবং যে পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক শুখাইয়া না যায় তাবৎ জ্বাল দাও। তৎপর একখানি পশমী কাপড়ে ছাঁকিয়া আবার জ্বাল দিয়া, যখন চিনির তারের মত হইবে তখন কাচ, প্রস্তর কি কাষ্ঠ পাত্রে ঢাল। তার পর নির্ম্মাণ প্রায় [illegible] নিকট পাত্রটী রাখিয়া দিলেই নীচে মিশ্রীর কণার মত পড়িবে। এ বর্ণ সকল পাত্র হইতে উঠাইবা লাগেই উত্তম চিনি হইবে এবং জল মিশাইলে উত্তম সরবত হইবে। ফরাসী দেশে এই চিনি [illegible] ভাগে [illegible] হয় ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া, বিক্টোরিয়া, [illegible] শ্বেত বিটের বাহুল্যরূপ চাষ হইয়া থাকে। এ দেশে উক্ত বৃক্ষের চাষ আরম্ভ হইলে যে কৃষকেরা বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই বিট পালঙ্গ হইতে এক রকম আরক প্রস্তুত হয়, তাহা সুগন্ধ [illegible] হইয়া থাকে।

২৫এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন নিউইয়র্কে একটী "শব দাহিনী" সভা স্থাপিত হইয়াছে।

হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ১২৮১, ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে ২৪, রোহিলখণ্ডে ১১৩ পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে ৪০৪, সিন্ধু ১৮৩, কলিকাতা ও দক্ষিণপূর্ব্ব ষ্টেট ১৪, নলহাটী ১৮, রাজপুতনা ১৪, মান্দ্রাজ ৩১৬, গ্রেট সাউদারণ ৬৫, গ্রেট ইণ্ডিয়ান ৯১৩ বম্বে ৩১৪, কর্ণাটিক ৫। সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৭৬ দুই হাজার ছয় শত ছিয়াত্তর। তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসর পাঁচ শতেরও উপর দুর্ঘটনা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্রমশঃ দুর্ঘটনা বৃদ্ধি হইতেছে। স দ

শ্যাম রাজ্যে দুটি শ্বেত হস্তি ধরা পড়িয়াছে শ্যাম দেশবাসীরা শ্বেত হস্তিকে অত্যন্ত সম্মান করে। বর্ত্তমান রাজার চারিটি শ্বেত হস্তি আছে এবং এই নিমিত্ত রাজা বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার কোন পূর্ব্ব পুরুষের চারিটি শ্বেত হস্তি ছিল না। অ, প,

দেশীয়দিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সহচর সম্পাদক নিম্ন লিখিত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। "ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি, ও লাঠির পরিবর্ত্তে লাঠি বন্দোবস্ত করা প্রকৃত উপায় হইতেছে। কেবল আইনের ভয়ে সকল লোক পাপ হইতে বিরত থাকে না। কিন্তু দুষ্ট লোকে যদি মনে জানে যে প্রহার করিলেই প্রহার সহ্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। তবে এতদ্দেশীয়গণ দুর্ব্বল। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক বলশালী হইয়া দুর্ব্বলকে আক্রমণ করে সে ব্যক্তির প্রতি মল্লের যথার্থ নিয়মানুসারে কাজ করিবার প্রয়োজন রাখে না। একজন এতদ্দেশীয়কে কোন ইতর ইউরোপীয় প্রহার করিলেই, আর দুই জনের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার যেখানে এতদ্দেশীয়ের গাত্রে স্পর্শ, সেখানে নিকটস্থ লোকে একত্রিত হইয়া অত্যাচার কারীকে তৎক্ষণাৎ প্রতিফল দিলে তবে এই আপদ দূর হইবে। এই সকল রোগের টাটকা চিকিৎসার প্রয়োজন কিছু দিন এতদ্দেশীয়গণ পারিয়া উঠিতে না পারেন, কিন্তু পরিণামে এই অত্যাচার নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে। বিষের ঔষধ বিষ, প্রহারের ঔষধ প্রহার এটী এতদ্দেশীয়দিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

২৮ এ আষাঢ় শনিবার।

পিয়নিয়র বলেন যে লার্ড নর্থব্রুক কমিশন সাহেবের উদ্যার থণ্ডে মাত্রার ফল জানিবার জন্য কলিকাতায় অপেক্ষা করিতেছেন। উক্ত ফল জানিতে পারিলেই তিনি আগষ্ট মাসে সিমলায় যাত্রা করিবেন সেখান হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় আসিয়া সেপ্টেম্বর মাস যাপন করিবেন এবং সেপ্টেম্বর অতিবাহিত হইলে দার্জ্জিলিঙে গমন করিবেন।

ইংলিসমান বলেন ওয়েনাডের কাফি করেরা বাঙ্গালাদেশ হইতে কুলী আমদানী করিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং সেই জন্য এখানকার অনেক কুলী এজেণ্টের নিকট তদ্বিষয়ক সংবাদাদি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গদেশের কুলী না লইয়া বেহার প্রদেশ হইতে কুলী আমদানী করিলে ভাল হয়। বেহার যেরূপ জন-ভার-প্রপীড়িত এরূপ উপায় ভিন্ন অতিরিক্ত জন সংখ্যা কমাইবার উপায় দেখা যায় না।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে নিম্ন লিখিত ঘটনাটী প্রকাশ হইয়াছে। আমেরিকার অকলাণ্ড নামক স্থানে একটী ভূতাবিষ্ট বাটী আছে। বহুদিন অবধি সে বাটীতে নানা প্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে নেলি নামক একজন সাহেব সম্প্রতি সেই বাটীতে আছেন। এক দিন রাত্রে নেলি সাহেব এবং অপর কয়েকজন ভদ্রলোক জাগিয়া বসিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে তাঁহার মুরগী শালার সন্নিধানে স্ত্রীলোকের রোদনের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। তিনি ত্বরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না অবশেষে তাঁহার মুরগী শালায় গিয়া থাকেন যে মুরগী গুলির শরীরে একটীও পালক নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই কি গৃহের মধ্যে কি গৃহের বাহিরে একটী পালক নয়ন গোচর হইল না। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে সম্প্রতি ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল ঘটিত হইতেছে। আবার ভূতের রাজ্য উপস্থিত।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা

সংক্রান্ত সংবাদ।

২ রা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্ট নিম্নে প্রকাশিত হইল—

মান্দ্রাজের শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর সিন্ধুতে নদীর জল কমিয়া গিয়াছে কিন্তু অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার নদীতে অধিক জল আছে। বোম্বাইয়ে কিছু কম বৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষতঃ গুজরাটে। অন্য স্থানে বপন কার্য্য চলিতেছে, কোন কোন স্থানে বপন কার্য্য শেষ হইয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান ব্যতীত বঙ্গদেশ এবং বিহারে আর সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যায় মন্দ বৃষ্টি হয় নাই, প্রায় সর্ব্বত্রেরই শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল মথুরা আগ্রা এবং আলীগড়ে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। গোরক্ষপুর এবং বাস্তব ভাবৎ বিলক্ষণ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অযোধ্যায় বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। পঞ্জাবের মুলতান বিভাগ এবং ডেরা ইস্মাইল খাঁতে ভাল বৃষ্টি হয় নাই অন্যত্র উত্তম হইয়াছে। মধ্য প্রদেশেও বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। বেরারে বৃষ্টি হয় নাই। রাজপুতনায় অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মহিসুর ব্রহ্ম আসাম এবং নেপালে আকাশের ভাব অনুকূল।

গত শনিবার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

বস্তি ১৭এ জুন। অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, অধিক বৃষ্টি নিবন্ধন সম্প্রতি রিলিফ কার্য্যে যে বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কতক

ভগ্নপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কার্য্য বন্ধ হই য়াছে। তিনটী কার্য্যালয়ে ১২০৭ লোক আছে। গোরক্ষপুর ১ লা জুলাই। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হইতেছে। তিনটী কার্য্যালয়ে ১৩৩১ লোক আছে। লোকের কষ্টের বৃদ্ধি নাই। কৃষি কার্য্যের অবস্থা ভাল। মূল্য, কমিয়াছে।

গাজীপুর ১ লা জুলাই। ৬ ইঞ্চের ও বৃষ্টি হইয়াছে, শস্যের মূল্য কতক কমিয়াছে। রিলিফ রোগিয়া রিলিফ ওয়ার্কে মজুরের সংখ্যা ২০০।

বাস্তি ২৬ এ জুন। বৃষ্টি সর্ব্বত্র এবং প্রচুর পরিমাণ হইয়াছে। বপন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে কৃষি কার্য্যে বিস্তর লোক লোক নিযুক্ত হইতেছে। লোকের কষ্ট নাই।

হমিরপুর ২৬ এ জুন। বৃষ্টি সর্ব্বত্র এবং প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। এক্ষণে আর বৃষ্টি না হওয়াই সকলের ইচ্ছা। রিলিফ কার্য্যে লোকের সংখ্যা কমিতেছে।

ঝাঁসি ১ লা জুলাই। এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে, বপন কার্য্য চলিতেছে রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১৫৪।

পঞ্জাবের কার্ণল শিয়ালকোট এবং গুজরাণওয়ালায় বৃষ্টির অভাব হইয়াছে, অন্যান্য বিভাগের অবস্থা সন্তোষকর।

জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের যে ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় উত্তমরূপ বৃষ্টি হইয়াছে শস্যাদির অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল অতিবৃষ্টি নিবন্ধন সাহরণ পুরের উত্তর দিক পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়েতে ট্রেন যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। উক্ত স্থান একেবারে জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৩ রা জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা কালে তত্রত্য বাঁধের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ স্থান দিয়া ট্রেন যাওয়া বন্ধ হয়। মেইল ট্রেন যাইতে অনেক বিলম্ব হয়। সৌভাগ্য ক্রমে ট্রলি যাইবার সুবিধা ছিল তাহার দ্বারা আপাতত গমনাগমন চলিতেছে কিন্তু বর্ষার শেষ না হইলে বাঁধ প্রস্তুত করা সম্ভাবিত নহে। আপাতত স্তম্ভের উপর রেলওয়ে বসাইয়া ট্রেন চালাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে। এক্ষণে আরোহী দিগের অত্যন্ত অসুবিধা ও গমনাগমনে বিলম্ব হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

১৭ এ জুন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজার অনুষ্ঠিত রিলিফ কার্য্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় প্রতিদিন ২৯৫৯ জন লোক বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইয়াছে। এবং রিলিফ কার্য্যে ২৬২ জন লোক নিযুক্ত ছিল, যাহারা বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৩৬২ কালনায় ৫৯২ বুদবুদে ৫৮০ এবং নদীয়ায় ৫২৫। রিলিফ কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিল, সে সমুদায় বর্দ্ধমানে। এই কয়েকদিনের মধ্যে রিলিফ প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতিদিন গড় ১৩৬২ লোককে আহার দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন দিন দেড় হাজারেরও অধিক লোককে আহার দেওয়া হয় ২২ এ জুন কাটোয়া জাহানাবাদ ও সেলিমাবাদ হইতে প্রায় দেড় শত লোক আইসে।

৪ ঠা জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, হুগলী ২৪ পরগণা নদীয়া যশোহর মুরসিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ রাজসাহী রঙ্গপুর দারজিলিঙ ঢাকা ফরিদপুর সিলেট চট্টগ্রাম হিলটিপারা পাটনা সাহাবাদ পূর্ণিয়া কটক এবং হাজারিবাগে সাধারণ চাউলের মূল্য কতক কমিয়াছে এবং বর্দ্ধমান কলিকাতা পাবনা এবং মুঙ্গেরে কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। এ ভিন্ন আর ১৭ টী বিভাগে মূল্য সমান আছে। এক্ষণে কেবল দিনাজপুর ও দারজিলিঙে টাকায় ১০ সেরের কম চাউল বিক্রীত হইতেছে। দিনাজপুরে ৯ এবং দারজিলিঙে ৮ সের বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতায় এক্ষণে চাউল টাকায় ১১ সেরের কিছু অধিক বিক্রীত হইতেছে। কেবল বাঁকুড়া হুগলী হাবড়া বালেশ্বর এবং মানভূমে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন নতুবা অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে শস্যাদির অবস্থাও বিলক্ষণ সন্তোষকর। জ্বর অদ্যাপিও বর্দ্ধমান বিভাগ পরিত্যাগ করে নাই।

দারজিলিঙ নিউস বলেন গত রবিবার দারজিলিঙের বাজারে কুলিদিগের খাদ্যোপযোগী চাউল টাকায় সাত সের বিক্রীত হইয়াছে। ভুট্টা উত্তম জন্মিয়াছে আর একটু রৌদ্র পাইলেই উহা কাটিবার উপযুক্ত হইবে। বাজারে বিস্তর নূতন আলু আসিতেছে ইহাতে কুলিদিগকে চাউলের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে না। সম্পাদক অনুমান করেন, দুই চারি সপ্তাহের মধ্যে শস্যাদির মূল্য কমিয়া আসিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কার্য্য করিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থানে থাকিবেন—

মৌলবী মহম্মদ আবদুল জলীল—সাহেবগঞ্জ।

মৌলবী মহম্মদ জমান খাঁ—চম্পারণ।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সিলেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর ঢাকায় বদলী হইলেন।

৭ ই জুলাই। শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধামাধব সিংহ কিছুদিনের জন্য প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কাটোয়া উপবিভাগে থাকিবেন।

জে, এস, বাবেনা কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন

মুঙ্গেরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ মিত্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইলেন।

নওয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোলোকচন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

বাবু জগদ্বন্ধু গুপ্ত কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

৭ ই জুলাই। মৌলবী সায়দ কাসিম হোসেন কিছু দিনের জন্য গয়ার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

গোয়ালন্দের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন এফ সি, নিকলসন কিছুদিনের জন্য প্রেসি ডেন্সি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এবং প্রেসিডেন্সি জেলের হাসপাতালের জুনিয়র সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন। এতিভন্ন নিকলসন ১৮৭৪ অব্দের ৯ আইনের ১২ ধারানুসারে প্রেসিডেন্সি জেলের ওয়ার্ক হাউসের গবর্ণরের কার্য্য করিবেন।

৬ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আমীর হোসেন পাটনায় একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

ভাগলপুরের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার এন, বি, বাইলি কিছুদিনের জন্য উক্ত ষ্টেসনের সেন্টাল জেলের চাকৎসাভার প্রাপ্ত হইলেন।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ জুন। জাহানাবাদের বিলিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৪ ঠা জুলাই। মুন্সেফ ডবলিউ কাডজো প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

মুন্সেফ মালার ফকির উদ্দীন যিনি সাওতাল পরগণায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

বাবু অতুল বিহারী ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন এবং রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (একজন রেসিডেণ্ট জমীদার) ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাধাচরণ রায় কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ সাবাজাদের দ্বিতীয় মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু রাজকুমার মৈত্র তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত বদরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন

৭ ই জুলাই। ময়মনসিংহের সদর মুন্সেফ বাবু ভগবানচন্দ্র সেন বাখরগঞ্জের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

নড়াইলের মুন্সেফ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ঢাকা এবং মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু রাধাশ্যাম সিংহ যিনি বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা জুলাই। গত জুন মাসের ওর্লিয়ান্সের তুলার রিপোর্টে জানা যায় তুলার অবস্থা ভাল কিন্তু কিছু বিলম্বে হইবে। আকাশের ভাব তাদৃশ অনুকূল নহে।

পারিস ৩ রা জুলাই। কমট ডি শাম্বার্ড একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তিনি ইহাতে বলিয়াছেন " ফ্রান্সের রাজ শক্তির প্রয়োজন, কর্ম্ম আমাকে তোমাদিগের রাজা করিয়াছে, আমি ইচ্ছা করি আমাদিগকে পৃথক করিবার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব আমি বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট নিয়ম অগ্রাহ্য করি। ইত্যাদি"

পারিস ৪ ঠা জুলাই। ফরাসী সংবাদ পত্র সমূহ বিবেচনা করেন কমটডি শাম্বার্ডের এই বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহার পুনরায় পদস্থ হওয়া অসম্ভাবিত হইতেছে।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। ২ রা জুন মেইল কলিকাতা হইতে সাউথাম্পটন হইয়া গিয়াছে, উহা ৫ ই জুলাই লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৭ ০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই ডাক্তার থিরওয়াল পদ ত্যাগ করাতে ইয়র্কের আর্কডিকন সেণ্ট ডেবিডের বিশপ হইয়াছেন।

মাড্রিড ৭ ই জুলাই। কার্লিষ্ট দগকে আক্রমণ করিবার জন্য সেনাপতি জাবালার নিকট আরো অনেক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। কার্লিষ্টরা পুনরায় বিলবোয়া এবং সান্টাণ্ডার আক্রমণ করিবার উদ্যোগে আছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। সে দিন রামনগরে একটী ডাকাইতি হইয়া যায়। তথাকার জনৈক কৃষকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দস্যুরা পলায়ন করে। লাভপুর থানার সব ইনস্পেক্টর মহাশয় অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েন। যে সময়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপনীত হয়েন, তখন মাধ্যাহ্নিক অবকাশ নিবন্ধন তথাকার স্কুলের বালকগণ ক্রীড়া স্থলে ক্রীড়মান ছিল। বালস্বভাবসুলভ কৌতুহল বশতঃ তাহারা একে একে সকলেই ইনস্পেক্টর মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইল। সুকুমারমতি বালকবৃন্দের সাহাস্য বদন সন্দর্শন করিলে কাহার না হৃদয় প্রীতি রসে আপ্লুত হয়? কিন্তু আমাদের ইনস্পেক্টরকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। বালকগণ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। বালকদের আগমন তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। এমন কি তাহাদিগকে দূরীকৃত করিবার জন্য ১ জন বালককে "অর্দ্ধচন্দ্র" প্রয়োজিত হয়। তখন বালকগণের কোলাহলে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে ও দলে দলে লোকের সমাগম হয়। মহামান্য পরিদর্শক তখন গতিক ভাল নয় দেখিয়া দ্রুত পদে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। জেলায় এ বিষটীর ভারি আন্দোলন হইতেছে। বুঝি বা এ নাটকের অভিনয় বিচারালয়ে না হইয়া শেষ হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রধান অভিনেতা বিধর্ম্মাবলম্বী। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত। রামনগর লাভপুর থানার এলাকায় অবস্থিত।

২। বনয়ারী অবাদের অতি নিকট সুব গ্রামে একটী হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তথাকার একজন উচ্চ প্রকৃতি মুসলমান যুবক এই লোমহর্ষণ কার্য্যে লিপ্ত হয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যুবক যাহার প্রাণ সংহার করে সে তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যা। এসম্বন্ধে এখন ও মোকদ্দমা চলিতেছে বলিয়া আমরা এঘটনার অদ্য আনু-

পৃথক বৃত্তান্ত দিলাম না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তন্মধ্যে প্রণয় ব্যাপারের কিঞ্চিৎ মাত্র সংস্রব নাই।

২। পাঁচন্দি গ্রামের বাগদি বংশীয় একটী স্ত্রীলোকের দুঃসহ গর্ভ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। বহুক্ষণ ক্লেশের পর সে তিনটী সন্তান প্রসব করে। তিনটীই পুত্র সন্তান। পুত্র গুলি আজি ৩ দিবস জীবিত রহিয়াছে। পাঁচন্দি গ্রামখান বনয়ারী আবাদের ভারি নিকট।

কুকুরকুণ গ্রামের অধিবাসীদের দুরবস্থার কথা সোমপ্রকাশে লিখিত হয়। গবর্ণমেণ্টের সে দিকে কিছুতেই দৃষ্টি পড়িল না। তালুকদার বাবু মাধবচন্দ্র সরখেল অনন্যোপায় হইয়া স্বয়ং প্রজা রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হয়েন। এস্থানের অধিবাসিরা প্রায়ই শ্রমজীবী। তাহাদের উপকারার্থে দুইটী পুকুর খনন আরম্ভ করিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যয় হইয়াছে। শুনিলাম এ কার্য্যে তাঁহার ১৫০০ শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এ সৎকার্য্যের জন্য জেলার প্রধান কর্মচারি মাধব বাবুকে ভূয়সী সাধুবাদ করিয়াছেন। মাধব বাবু বনয়ারী আবাদ রাজসংসারের অন্যতর দেওয়ান।

৫। কিছু দিন হইল সোমপ্রকাশে লেখা যায় একজন নীলকর সাহেব কাচড়া গ্রামের জমিদারের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। এ সম্বন্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা জমিদার মহাশয়ের প্রতিকূলে বিচারিত হয়। এমন কি জমিদার মহাশয়কে যার পর নাই অপমান সহ্য করিতে হয়। আমাদের ইচ্ছা হয় এ মকদ্দমা সম্বন্ধে কাগজ পত্র ছোট লাট সাহেব তলব করিয়া দেখেন। আমাদের সকল বিষয় খুলিয়া লিখিতে সাহস হইল না। কাচড়া গ্রামখানি যশোহর জেলায়। বনয়ারী আবাদ হইতে বহুদূরে নহে।

২। ৭। ৭৪

মহাশয় বিগত ১৮৭১ সালে আমাদিগের রাজপুরুষগণ কোর্ট ফিজ বিক্রয়ের কার্য্য ষ্ট্যাম্প ব্যাণ্ডারদিগের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া আফিসের আমলাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ঐ সরকুলরে এরূপ আদেশ লিখিত থাকে, যে, স্থানীয় প্রধান আফিসরগণ স্বীয় বিবেচনা মতে কোর্ট ফিজ বিক্রেতা আমলাদিগকে কোর্ট ফিজ বিক্রয়ের পারিশ্রমিক বেতন ১৫ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আফিসের আমলাগণকে স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য সম্পাদন করিতে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা বোধ করি, মহাশয় ও পাঠকবর্গের কাহার অবিদিত নাই। অনেকেই রহস্য ছলে এরূপ বলিয়া থাকেন, যে "পূর্ব্বজন্মে যাহারা গাধা থাকে তাহারাই মরিয়া পুনর্জন্মে গবর্ণমেণ্টের আফিসের আমলা হইয়া থাকে"। বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা নহে। যে সময়ে প্রথমে জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ অধীনস্থ আমলাদিগকে কোর্ট ফিজ বিক্রয়ের কার্য্য গ্রহণ করিতে আদেশ করেন, তখন সকল আমলারাই তাঁহাদিগের নিকট স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য বহুলতা হেতু অনবকাশের আপত্তি দর্শাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? জ্বলনোন্মুখ অগ্নি কি শুষ্ক তৃণ প্রাপ্ত হইলে প্রজ্বলিত না হইয়া থাকিতে পারে? তখন প্রভুদিগের রোষ রক্তিমানন বিনির্গত "হামারা হুকুম তামিল না করনেসে একদমসে খারিজ করেঙ্গে" শুনিয়া কটি মারা যায় ভয়ে অগত্যা কোর্ট ফিজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে।

এস্থলে কোর্ট ফিজ আকার ও বিক্রয় করার নিয়মগুলি বিবৃত করা আবশ্যক। কোর্ট ফিজের আকার পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পের আকার অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে, ইহার মধ্যস্থলেও শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মুখ অঙ্কিত আছে, বাষ্পীয় শকট যেরূপ জল অনল আদি উপকরণ ব্যতীত চলিতে পারে না, আমাদিগের নিদান শাস্ত্রানুমত ঔষধ যেরূপ তুলসী মঞ্জরী ও পিপ্‌পলী মূলের রস ইত্যাদি অনুপান ব্যতীত ফলোপধায়ী হয় না, তদ্রূপ আমাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোর্টফিজও শাদা কাগজ বিরহে চলিতে সমর্থ নহে। সুতরাং কোর্ট ফিজের সঙ্গে সঙ্গে শাদা কাগজ বিক্রয়ের ভারও আমলাদিগকে বহন করিতে হইয়াছিল। ঐ কাগজ ও কোর্ট ফিজ দৈনিক যে পরিমাণে বিক্রয় হয় প্রত্যহ সেই পরিমেয় টাকা ট্রেজারেরের সমীপে চালান করিতে হয়, এবং ট্রেজারার চালান দৃষ্টে টাকা লইয়া বিক্রীত মূল্যের পরিমেয় কোর্ট ফিজ ও কাগজ বিক্রয়কারী আমলাকে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকেন, পরন্তু বিক্রেতার হস্তে ৮০। ৯০ টাকার অধিক কোর্ট ফিজ ও কাগজ রাখিবার নিয়ম নাই, ঐ কোর্ট ফিজের মধ্যে ৭ টাকার বেশী মূল্যের কোর্ট ফিজ রাখিবারও বিধি নাই, কাজে কাজেই, একজনের ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফিজ অথবা এক যোগে ১০০ একশত টাকার কোর্ট ফিজ লওয়া প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা ট্রেজারেরের নিকট চালান করিতে হয়, এইরূপ প্রতিদিন ২। ৩ খানি চালান পাঠাইতে হয়, এদিকে উকীল মোক্তার প্রভৃতি ক্রেতৃবর্গ সময়মত কোর্ট ফিজ না পাওয়া জন্য বাগান্ধ হইয়া উচ্চরবে আমার সমুদয় কার্য্য নষ্ট হইল, আমি এখনি সাহেবের নিকট যাইতেছি, ইত্যাদি বাক্য বাণ বর্ষণ করিতে থাকেন, কেহ কেহ উহাতে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিলে সাহেব সমীপে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন, সাহেব তদনুসারে উল্লিখিত আমলাকে ডাকিয়া "তোম বড়া সুস্তি আদমি হ্যায়, ফের এয়সা গাফিলি করোগে তব হাম জরিমানা করেগা"। সাহেবের এইরূপ বাক্যামৃত পান করিয়া সেরেস্তায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক খাজাঞ্চির নিকটে গিয়া কাকুতি বিনতি পুরঃসর কোর্টফিজ আনিয়া ক্রেতাগণকে দেওয়া হইতেছে, অমনি সাহেবের চাপরাসি আসিয়া "সাহেব আপকো জলদি বোলাতেঁহে"। তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ যোগে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে না পারিলে, "তুম্‌সে কিস্‌ ওয়াস্তে কাম চলেগা" ইত্যাদি দাসত্বের নিয়মিত পারিতোষিক প্রদান পক্ষে পক্ষপাত করেন না।

সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ ব্যস্ত সমস্ত

হইয়া কোর্ট ফিজ ও এক পয়সা দুই পয়সা মূল্যের কাগজ বিক্রয় করিলে যে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে হয় কি না তাহা মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবার বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। অপিচ কোর্ট ফিজ যিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই জানেন, কোর্ট ফিজের প্রকৃতি কেমন চাতুর্য্যময়ী। পাঠক মহাশয়! আপনকার যদি বাল্য কালের লুকোচুরি খেলিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এক বার কয়েক খানি কোর্ট ফিজ নিকটে আনয়ন করিয়া রাখিয়া দিন, দেখিতে দেখিতে কহিবেন, এই আছে এই নাই, এটী বড় মন্দ ভোজ বাজী নহে!!! উহা একস্থানে কিয়তকাল রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহেন, কিছু কাল পরে দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্ব স্থানে নাই, অন্বেষণ করুন, একবারের আবশ্যক নাই, সহস্র বার দেখুন, সহস্র চক্ষুর দ্বারা দেখুন, মন স্থির করিয়া দেখুন, কোন রূপেই পাইবেন না, যখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তখন দেখিতে পাইবেন, উহা অভিমানে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে!!!

সম্পাদক মহায়! যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্ণ প্রসূকে বিরাম প্রদান করিতেছি। প্রাত্যহিক মুলধন মিল করা কালীন প্রায় এক টাকা, আট আনা ভুল যাওয়া দৃষ্টে চোরের মায়ের কান্নার ন্যায় মনের খেদ মনে মনে মিটাইয়া পাছে আফিসরেরা জানিতে পারিয়া চোর বলিয়া ফৌজদারিতে অর্পণ করেন, এই ভয়ে তন্মুহুর্ত্তে ইতস্ততঃ ঋণ করিয়া ঐ সুখ দণ্ড দ্বারা মুলধন পরিপূরণ করা হেতু বিগত বৎসরের জুলাই মাস হইতে এপর্য্যন্ত ২০। ২২ টাকা কোর্ট ফিজের বাক্সকে প্রণামি দিতে হইয়াছে, "অর্থনাশ মনস্তাপ মতিমনন প্রকাশয়েত" এবাক্যটীর ব্যাখ্যানুরূপ নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত, এবং অনেকের ২০। ২৫ টাকা তুচ্ছ বোধে উহা সহ্য বেদনকেও প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সকলের সম্বন্ধে সেটী সহজ নহে, যাহাদিগের ২০ ২৫ টাকা মাত্র মাসিক বেতন, যাহাদিগের পরিবারেরা মাসান্তে ১০ টী টাকার জন্য লালায়িত হইয়া চাতকের ন্যায় আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এ দণ্ডটী অত্যন্ত অসহ্যকর তাহার সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে সরকুলর অডর আসিয়াছে, যে কোর্ট ফিজ আমলাদিগের হস্ত হইতে লইয়া পূর্ব্বমত ব্যাণ্ডারের হস্তে প্রত্যর্পণ করা যায়। এসংবাদটী সুখজনক তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু কোর্ট ফিজ বিক্রয়কারী হতভাগ্য আমলাগণকে এক বৎসর পর্য্যন্ত যে পরিশ্রম করাইয়া লইলেন, তত পরিবর্ত্তে অঙ্গীকৃত পারিশ্রমিকও যদি না দেন তবে কিঞ্চিৎ প্রদান করিলেও আমলাগণকে যে সুখ দণ্ড দিতে হইয়াছে এদুর্ভিক্ষ সময়ে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, পূর্ব্বে উক্ত সম্বন্ধে ব্যাণ্ডারকে যে কমিশন দিতে হইত এক বৎসরের সে টাকাটী ত রাজকোষেই নিহিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের (জলধিতে বৃষ্টি বিন্দু পাতবৎ) কিছু মাত্র উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই; অথচ এদিকে এই হতভাগ্য আমলাদিগের বিসূচিকা সম্বলিত জ্বরোবিকার উপস্থিত।

দার্জ্জিলিং }
১৮৭৪।২৫ এ জুন } পাঠকানামেকস্য

গ্রীষ্ম প্রদোষ।

দিনমান শেষপ্রায়, মৃদুল দক্ষিণ বায়ু
পাদপের পাতাগুলি ধীরে ধীরে নাড়ছে।
রক্তবর্ণ ভানুমান, যেন স্বর্ণথাল খান
পশ্চিম গগন হতে পিছলিয়া পড়ছে॥
হরষিতা দিগঙ্গনা, খেলাছলে বরাননা
যেয়ে আসি নীলাম্বরে হাসি হাসি ধরছে।
তরল জলদ মালে, আরক্ত লাবণ্য ঝলে
অলক্তক রস যেন শূন্য বয়ে ঝরিছে॥
অন্যভাগে হীনভাস, শশধর সুপ্রকাশ
পূর্ব্বাশার ভালে যেন শুভ্রমণি শোভিছে।
কচিত কিরণ হারা, দু এক মলিনা তারা,
চমকিয়া দিবসের আলোকেতে ডুবিছে॥
বিহঙ্গ কুলায় মুখে, কলরবে ধায় সুখে
প্রবাসী আমোদে যেন নিজ দেশে চলেছে।
কভু ঊর্দ্ধ দেশে উঠে, কভু অধোমুখে ছুটে
আশার আস্থরী সুরা পানে মন টলেছে॥
ধরাতলে সুশীতল, শ্যামল শাদ্বল দল,
নয়নের তুষ্টিকর নবরূপ ধরেছে।
হেন মনে অনুমানি, সন্ধ্যার সঙ্কেত বাণী
শুনিয়া ধরণী বুঝি নীলবাস পরেছে॥
আনন্দেতে পুচ্ছ তুলে, সারি সারি ধেনুগুলি,
খুর ধূলি উড়াইয়া গৃহ মুখে ধাইছে।
রাখাল ধরিয়া তান, গাইয়া সরল গান,
যায় যায় পাছু পাছু বেণু পানে চাইছে।
দিবা শেষে শিবাকুল, ক্ষুধাতৃষ্ণা সমাকুল,
আপনার পন্থা খুঁজি প্রান্তরেতে ভ্রমিছে।
মানুষের শব্দপায়, অমনি লুকায়ে যায়;
নক্তচর তস্করভাবে প্রদোষের নমিছে।
বিষয়ের কলরব, ক্রমেতে বিলীন সব
মন্দমন্দ অন্ধকার বসুন্ধরা ঢাকিছে।
তরু লতা সরোবর, লইয়া সুধাংশুকর
অনুরাগে অঙ্গরাগ করি অঙ্গে মাখিছে॥
নীরবে সন্ধ্যার গলে, তারাময় হার ঝলে,
তটিনী সরসী জলে ছটা দিয়ে দুলিছে।
ব্রীড়াময়ী বঙ্গবালা, যুথিকা মল্লিকামালা,
নীরবিলে আধ আধ মুখাম্বর খুলিছে।
নদীনীরে সারি সারি, তীরে তরী লগ্ন করি,
নাবিকেরা শ্রম সারি সুখে গীত গাইছে।
প্রবাহের কলস্বনে, শান্তশূন্যে উপবনে।
মিশি সে সঙ্গীত সুধা দিগন্তরে ধাইছে।
অয়ি শুভে সন্ধ্যাদেবি! তোমার করুণা সেবি,
কার না বিরাম সুখ শতধারে বাড়িছে?
এক মাত্র ধরাধামে, সন্ধ্যে! তব সমাগমে,
শোকানলে বিয়োগীর মনপ্রাণ দহিছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত
নবগ্রাম।

মহাশয়! দঃ পঃ বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের মৃত ইনিস্পেক্টর সাহেব মহোদয় যৎকালে বর্দ্ধমান নর্ম্মাল শ্রেণী স্থাপন করেন, তৎকালে উক্ত মহাত্মা জগদ্বিখ্যাত এডুকেশন পত্রিকায় বর্দ্ধমান নর্ম্মাল শ্রেণী সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই "যে সকল ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তির সহিত প্রশংসা পত্রিকা লাভ করিবে তাহারা বর্দ্ধমান নর্ম্মাল শ্রেণীতে পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, দঃ পঃ বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা শিক্ষকতা পদ প্রাপ্ত হইবে।" বোধ করি ইহা মহাশয়ের ও মহাশয়ের পাঠকবৃন্দের অবগতি থাকিতে পারে।

শিক্ষকতা শিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রগণের এই শ্রবণ সুখকর সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ইং ১৮৭২ সালে বর্দ্ধমান জিলার যতগুলি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী প্রভৃতি নর্ম্মাল স্কুলে যাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীতে যাইয়া ভর্ত্তি হইল। অধিকন্তু যাহারা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইয়া কেবল মাত্র প্রশংসা পত্রিকা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই অচিরে অর্জ্জন স্পৃহাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশয়ে ব্যয় স্বীকার করিয়াও উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীতে পাঠার্থ প্রবৃত্ত হইল।

যদ্যপি সেই সুশিক্ষকুলপ্রবর ইনস্পেক্টর মহোদয় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্নেহের পাত্র যত্নের ধন এই অনাথিনী নর্ম্মাল শ্রেণীর প্রথম গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণকে এতক্লেশভোগ করিতে হইত না। কিন্তু উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীর ছাত্রগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাদের পরীক্ষার পূর্ব্বেই কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন।

যাহাহউক উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীর মৃত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে ছাত্রগণ পরীক্ষা দিয়া একটী ভিন্ন সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহাদের আশা ভরসা সকলই উচ্ছেদ প্রায় বোধ হইতেছে। যেহেতু অদ্য দেড় বৎসর হইল ইহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ইহাদের প্রতি কোন কার্য্যের ভারার্পিত হইল না। অধিকন্তু ইহারা যে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইল, তাহার প্রশংসা পত্রিকা পর্য্যন্ত পাইল না। ইহার কারণ কি? বর্দ্ধমান নর্ম্মাল শ্রেণীর ছাত্রগণের কি শরীরে কোন সাধারণ চিহ্ন আছে? না, কৈ তাহাতো কিছু দেখিতে পাই না। তবে যখন ইহাদিগকে কোন স্থানে পরিচয় দিতে হইবে, তখন ইহারা কিরূপে পরিচয় দিবে? বাচনিক না, ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও শিক্ষক মহাশয়দিগকে সাক্ষী মানিয়া? যাহা হউক পরিশেষে মৃত ইনস্পেক্টর মহোদয়ের পদাভিষিক্ত বর্ত্তমান ইনস্পেক্টর সাহেব মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয়ে প্রার্থনা যে উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি সদয় হইয়া মৃত সাহেব মহোদয়ের অকলঙ্ক নাম হইতে এই কলঙ্কটী ঘুচাইয়া দিউন।

একান্ত বশম্বদ।
জনৈক পাঠকস্য।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৬ এ জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১৪	
তথা হইতে সুরপুর	১০	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৯	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৮	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২৯ এ জুন বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১৩	৩

বহরমপুর ২৯ এ জুন ১৮৭৪ } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোবাডি ১০
" " নবকুমার চৌধুরী—মলীঘাটী ১০
" " দ্বারকানাথ গুহ—ময়মনসিংহ ১০
" ,, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান ৫৷৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা।

সন ১২৮১। ৫ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ২০ এ জুলাই।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এই প্রদেশের শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের অধীনস্থ কএকটী পোষ্ট আফিসে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের নামে জামিনি টাকা আমানত আছে, অদ্যাপি তাহা কাহাকেও ফেরত হয় নাই।

যাঁহারা জমা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারিসেন ও উত্তরাধিকারিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপনের প্রকাশ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের পাওনার বিষয় শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট আবেদন করিবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের পাওনা টাকার স্বত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, এবং সেই টাকা গবর্ণমেন্ট খাতে জমা দেওয়া যাইবে।

জামিনি টাকার ফর্দ্দ।

যে আফিসে জমা দেওয়া হইয়াছে।	যিনি জমা দিয়াছেন তাঁহার নাম ও কর্ম্ম	মবলক
		টাকা, আ, পা
বাঁকিপুর	বোলাকি লাল, পাটনা সিটি রিসিভিং হাউসের কেরাণি	২১ ০ ১৫
বীরভূম	জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় আমোদপুরের পেয়াদা	২৯ ॥৶ ০
ভাগলপুর	শ্যাম সের, ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ৸৶ ১০
বর্দ্ধমান	কামীরুদ্দীন, ট্রাভেলিং পোষ্ট আফিসের পেকারমেন	২৯ ৵০
কলিকাতা	সেক মেহোমেদ বক্স, কলিকাতা পোষ্ট আফিসের সটার	২২ ৶ ১৫
ঐ	কাসিম উর্দ্দি ঐ পেয়াদা	২৯ ॥৵ ৫
ঐ	কাসিম হোসেন ঐ ঐ	২৯ ॥৵ ৫
ঐ	মনির উর্দ্দি ঐ ঐ	২৯ ॥৵ ৫
ঐ	গোলাম আবদার ঐ সটার	২৭ ।৶
ঐ	আমিন উদ্দিন ঐ ঐ	৩৪ ০ ১০
ঐ	কালীলাল ওমেদওমার ঐ পেয়াদা	২৮ ৸৵ ৫
গয়া	দিগ্বিজয়চরণ পাল ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৪১ ।৵ ৫
হুগলী	মনিলাল সিং পেয়াদা	১১৭ ৵ ১৫
ঐ	সেক হুশপ, ঘাটাল আফিসের পেয়াদা	১০২ ।০ ৫
ঐ	জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌহাটি আফিসের কেরাণি	১০৫ ।০ ১০
হাবড়া	লালা রমানন্দ নং ৩ ডিলিভারি পেয়াদা	২৯ ।৶ ৫
মালদহ	জগচ্চন্দ্র ঘোষ	২০ ॥৶০
মুঙ্গের	খুদিরাম ভট্টাচার্য্য মুঙ্গেরের পোষ্ট মাষ্টার	৭০ ৸৵ ১৫
মজঃফরপুর	ভুরসি রায়, সিগৌলি আফিসের ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ॥/ ১০
ময়মনসিংহ	চুবা সেক সেরপুরের পেয়াদা	৪৮ ৶ ০
ঐ	নবকুমার চট্টোপাধ্যায় মুক্তাগাছার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১৬৮৵ ৫
ঐ	এম কাটাসু পাকুলার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৩৫ /০ ১৫
ঐ	আনন্দচন্দ্র ঘোষ সেরপুরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১১৭ ৶ ০
নওগাঁ	বনোয়ারি লাল দে, হেড ওভারসিয়ার	১১৭ ৶ ০
পুরুলিয়া	অমৃত বাহাদুর গঞ্জের পেয়াদা	২৮ ৸/ ০
ঐ	জহীর আলি, পুরণিয়া আফিসের মোহরার	২০৫৸৵ ১০
রঙ্গপুর	সরূপ উদ্দিন ওভারসিয়ার	২৯ ৶ ৫
নজফরপুর	প্যারিমোহন ঘোষ, দরভাঙ্গা আফিসের কেরাণি	১১৭ ৶

৭ ই জুলাই }
১৮৭৪ } আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল।
বেঙ্গাল

বিজ্ঞাপন।

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃত, পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩॥০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ।৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেক্‌সান) মূল্য ১।০ ডাক মাসুল ৵০।

৩। গর্ভিণী বান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধি দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। একারণ অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩৲ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধি পঠাইব.

আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দাম ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
গোবোরডাঙ্গা
জেলা নদীয়া

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷৹ মূল্যে বিক্রয় হইতে ছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।৹ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা
২০ জুলাই
১৮৭৪।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

সোমপ্রকাশ।

৫ ই শ্রাবণ সোমবার।

বাঙ্গালা দেশের উপরে জগদীশ্বরের যে কেমন কোপ হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় এদেশটীকে পুনরায় অরণ্যময় করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। সাংক্রামিক রোগে দেশটী হতশ্রী হইয়া গেল; অর্দ্ধেক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইল, যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় হইয়া আছে। ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি লাভ হইল না। তিনি আবার উপর্য্যুপরি দারুণ দুর্ভিক্ষ দাবানলে দেশটীকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। আজিও ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ প্রকোপ শান্ত হয় নাই, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় দারুণতর দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইতেছে। গতবারে ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, কিছু কিছু শস্যও জন্মিয়াছিল, কিন্তু এবার মূলে আঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। শ্রাবণ মাস উপস্থিত, বৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ নাই। রোপণক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে, বীজও ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। বীজ মরিয়া গেলে তাহার পর বৃষ্টি হইলেও চাস হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশের সমুদায় লোকেই হতাশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। এবারে যে কিরূপে লোক রক্ষা হইবে আমরা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। গত বৎসর কিছু কিছু শস্য জন্মিয়াছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে বিষম বিব্রত হইতে হইয়াছে, এবার ত শস্যের মূলেই আঘাত। এবারের এ বিপদ সামান্য নয়, গবর্ণমেণ্ট এই অবধি সসজ্জ হউন। গত বর্ষের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ যে যে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে তাহা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন, আমাদিগের বিবেচনায় সে চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া বিধেয়। সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া নূতন শস্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অন্যথা প্রজা রক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জমীদারদেগের ব্যবহার।

যাঁহারা সমাজ মধ্যে সম্পত্তির সম বিভাগ ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পান তাঁহাদিগের মত যে ভ্রমপূর্ণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। রাজ্য মধ্যে এক শ্রেণী ধনবান না থাকিলে কোন ক্রমে চলে না। সকলের যদি সমান অবস্থা হয়, দেশ সাধারণ বিপৎপাত হইলে সাহায্য করিবার লোক থাকে না। সুতরাং সেই বিপদ অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠে। যাঁহারা বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিতে চান, তাঁহারাও ভ্রমের অনায়ত্ত নহেন। ঐ বন্দোবস্ত থাকাতে জমীদার নামে কতকগুলি ধনসম্পন্ন লোক বঙ্গদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঐ দলের কতকগুলির মূর্খতা নিবন্ধন বিষয় বিশেষে বিলক্ষণ দুর্নাম আছে বটে কিন্তু সময় বিশেষে ঐ দল হইতে বঙ্গদেশের সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে। সাময়িক দুর্ভিক্ষগুলি তাহার প্রমাণ। আমরা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষকে উদাহরণ স্থলের গ্রহণ করিলাম। আমরা অনেক স্থলে জমীদারের সংবাদ পাইতেছি, স্বচক্ষেও অনেক দেখিয়াছি, এই দুর্ভিক্ষে প্রজার সাহায্য দানে বিমুখ এরূপ জমীদার বিরল। এক এক ব্যক্তির বদান্যতা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ একান্ত পুলকিত হইয়া উঠে। মহারাণী স্বর্ণময়ী, আজিমগঞ্জের রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর, কেতমপুরের রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তি প্রভৃতির দান গুণগান সর্ব্বদা আমাদিগের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। ছোট বড় সকল জমীদরই সাধ্যানুসারে স্ব স্ব প্রজার কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আমরা অদ্য মহারাণী স্বর্ণময়ীর দান বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতেছি, পাঠ করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে জমীদার শ্রেণী হইতে প্রজার কিরূপ উপকার লাভ হইয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী নিজ বাসভূমি কাশিম বাজারে দরিদ্র লোকদিগকে প্রতিদিন ২৪। ২৫ মন চাউল বিতরণ করিতেছেন। দিবস বিশেষে ৭০। ৭৫ মণ করিয়াও বিতরণ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ জমীদারিতে বিস্তর চাউল বিতরণ করা হইতেছে। পুষ্করিণী ও রাস্তা প্রভৃতিতে দরিদ্রদিগকে খাটাইয়া সাহায্যদান করা হইয়াছে। এই জমীদার শ্রেণী যদি না থাকিত, গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিব্রত হইতে হইত সন্দেহ নাই।

এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট

দাতৃগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যে উপাধিদানের নিয়ম করিয়াছেন, সেটী উত্তম হইয়াছে এবিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যে সমস্ত উপাধিদান করিতেছেন তাহার একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতে পাই যিনি প্রজার হিতার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাঁহাকে যে উপাধি দেওয়া হইতেছে, সেই উপাধি আবার যিনি নিজ বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা দেশের উপকার সাধন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছেন তাহাকেও দেওয়া হইতেছে। আবার ঐ উপাধি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী ব্যক্তিকেও অলঙ্কৃত করা হইতেছে। এক উপাধির সাধারণ বিনিয়োগ নিয়ম থাকাতে কেহ কেহ উপাধি পাইয়াও অসন্তুষ্ট হইতেছেন, কেহ বা যোগ্য হইয়াও উপাধি লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, সময়ে সময়ে অযোগ্য ব্যক্তিরাও উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইতেছেন। অত এব একবিধ উপাধির সাধারণ্যে দান নিয়ম না করিয়া যদি ক্রিয়া ও গুণ ভেদে উপাধি দান করা হয়, তাহা হইলে উপাধি দান প্রথা সমধিক ফলোপধায়িনী হইতে পারে। নির্দ্ধন পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজা উপাধি দান বিষম বিড়ম্বনা। তাঁহার নিমিত্ত পাণ্ডিত্য বোধক স্বতন্ত্র উপাধির সৃষ্টি করা উচিত। যাহার ঐশ্বর্য্য ভূসম্পত্তি ও দশজন প্রজা আছে, রাজা উপাধি দান তাহাতেই শোভমান হয়। রাজা বলিলেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইয়া যায়। নির্দ্ধন ব্যক্তিতে এই উপাধি উপহাসের হেতু হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই যে সকল ব্যক্তি এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অসামান্য বদান্যতা প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহাদিগকে রাজা উপাধি দ্বারা সভাজিত করা হউক।

বিধবার একাদশী।

বঙ্গদেশীয়েরা যে অতিশয় বুদ্ধিমান সে বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। কিন্তু ধর্ম্ম সংক্রান্ত এক এক বিষয়ে ইহাঁরা যে প্রকার নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা দেখিয়া অন্য অন্য প্রদেশের লোকদিগকে ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক সুবোধ বলিয়া বোধ হয়। বিধবার একাদশী ব্রতই উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইল। বঙ্গদেশে একাদশীর দিনে যদি বিধবার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হয়, তথাপি তাহার মুখে জলগণ্ডূষ দান করা হয় না। পীড়াব সময়ে আত্যন্তিক পিপাসা হইলে জলপান ব্যতিরেকে অসময়ে প্রাণ বিয়োগের অসম্ভাবনা নয়। বঙ্গদেশীয়েরা বরং সেই অপঘাত মৃত্যু স্বীকার করেন, তথাপি মুখে জলবিন্দু দান করেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের এরূপ ব্যবহার নয়, তত্তৎ প্রদেশে বিধবার অনুকল্প বিধি প্রচলিত আছে। তত্রত্য বিধবারা একাদশী তিথিতে ফল মূলাদি ভক্ষণ করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের ব্রতভঙ্গ হয় না। শাস্ত্রকারেরাও ফলমূলাদিকে অব্রতঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিলেও একাদশীতে বিধবার মুখে জলগণ্ডূষ দান নিষেধ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা বিধবার ইন্দ্রিয় দমনার্থই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যবিধি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণবধ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নয়।

যে কারণে এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে তাহা এই, পুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "একাদশী ব্যবস্থা" নাম দিয়া এক খানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রচার করিয়া বিধবার অনুকল্প বিধি শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, বিদ্যাবাগীশ প্রণীত ব্যবস্থাটী শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের অনুসারিণী হইয়াছে।

এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল, ভারতবর্ষে কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা এ সকল বিষয়ে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। আপন আপন গৃহে ঐ সকল বিষয়ের প্রবর্ত্তন চেষ্টা আবশ্যক। যদি সমাজের শিরোভূত ব্যক্তিরা নিজ নিজ গৃহে ঐ সকল বিষয়ের প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমে উহা প্রচলিত হইয়া উঠে। আমাদিগের সমাজের একটী মহৎ গুণ আছে। সমাজের লোকেরা কোন বিষয়ের নূতন প্রবর্ত্তন চেষ্টা দেখিলে প্রথমতঃ খড়্গহস্ত হন, কিন্তু প্রবর্ত্তনকারী দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইলে শেষে সেই খড়্গ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পতিত হয়। তখন আর তাঁহাদিগের শত্রুতা থাকে না, তাঁহারা পরম মিত্র হইয়া উঠেন। বুদ্ধদেবই ইহার নিদর্শন বৌদ্ধধর্ম্মের যখন প্রথম প্রাদুর্ভাব হয়, তখন হিন্দুরা শত্রুতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। শেষে উহারাই আবার বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এটী কি মিত্রের কার্য্য নয়?

আপীল বিল সম্বন্ধে আরও দুটী কত কথা।

নূতন আপীল সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে। এই আইন প্রচলিত হইলে কিকি উপকার হইবার সম্ভাবনা এবং এই আইন প্রচলিত করিতে হইলে নিম্ন আদালতের কিরূপ উন্নতি করা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইলে কিরূপ অবিচার সংঘটন হইবার সম্ভাবনা তাহার আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোকের মকদ্দমা প্রিয়তা দূর করিবার চেষ্টা করা যেরূপ কর্ত্তব্য সকল বিষয়ে সুবিচার হইল কি না সবল ও ধনবানদিগের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল ও নির্ধনদিগের সম্যক রক্ষা হইল কি না তাহার তত্ত্বাবধান করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে লোকের অবিচার ও কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ষ্ট্যাম্পের মূল্য আরও কিছু বর্দ্ধিত করিলে আদালত অনেক লোকের অগম্য হয়; কিন্তু সেপ্রকারে লোকদিগকে নিরস্ত করায় অবিচার জনিত কষ্ট বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য লাভ দেখা যায় না। পূর্ব্বে এত আদালতের প্রাদুর্ভাব ছিল না। গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একত্র হইয়া বিবাদের মীমাংসা করিতেন। তাঁহারা উভয় পক্ষের অবস্থা ও চরিত্র জানিতেন এবং উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার উপায়ও জানিতেন; সুতরাং ভয় প্রদর্শন কিম্বা অনুরোধ উপরোধ দ্বারা বাদী প্রতিবাদীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। এক্ষণে লোকে কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আদালত ভিন্ন বিবাদ মীমাংসার স্থানও নাই। যে সকল মকদ্দমার আপীল নিষিদ্ধ হইবে সে সকল স্থলে অবিচার হইলে তাহার মীমাংসার স্থান কোথায়? বিশেষতঃ এক্ষণে হাইকোর্টে আপীল হইবার সম্ভাবনা থাকাতে নিম্নতন আদালতের বিচারপতিরা সতর্ক হইয়া বিচার করিয়া থাকেন; পাছে তিরস্কৃত হইতে হয় পাছে তাঁহাদের রায়ের কোন দোষ প্রকাশ হয় এই ভয়ে যথা সাধ্য সুবিচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সে ভয় দূর হইলে সে সতর্কতাও চলিয়া যাইবে। যে সকল মোকদ্দমার আপীল চলিবে না তাঁহারা সচরাচর সে সকল মকদ্দমার সুবিচার বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবেন। এই জন্য জেম্‌স মিল বলিয়াছিলেন যে আদালতে যদি মকদ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বরং সুবতি খেলিয়া মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করা উচিত। তাহা হইলে কোন্‌ মোকদ্দমা গৃহীত ও কোন্‌ মোকদ্দমা পরিত্যক্ত হইবে জানা না থাকাতে নিম্নতন আদালতের বিচারপতিদিগেরও ভয় থাকে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে এপ্রকার উপায় প্রকৃষ্ট উপায় নয়, কারণ তদ্দ্বারা হয় ত অত্যাবশ্যক অনেক বিষয় পরিত্যক্ত হইবে এবং অনাবশ্যক ও যৎসামান্য অনেক মকদ্দমা গৃহীত হইবে। এই জন্য নিম্ন আদালতের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও বিশেষ উন্নতি সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা এই, দুই শত টাকার অনধিক টাকার কোন মকদ্দমার আপীল চলিবে না এরূপ নিয়ম করিলে কোন কোন স্থানে অবিচার ঘটনার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ যদি কোন মকদ্দমার মূল্য ২০০ শত টাকার অধিক না হয় আর সেই মকদ্দমায় কোন গুরুতর এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক বোধ হয় সে স্থলে কর্ত্তব্য কি?

দ্বিতীয়তঃ নিম্নতন দেওয়ানি আদালতে সচরাচর যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে জমিদার ও প্রজা ঘটিত মকদ্দমাই অধিক জমিদারদিগকে প্রতিবৎসর বাকি খাজনার নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়। সেই সকল মকদ্দমার মধ্যে দুইশত টাকার অধিক মূল্যের মকদ্দমা অতি অল্পই থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রচলিত হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব কোন্‌ মকদ্দমা গ্রহণের যোগ্য এবং কোনটী অযোগ্য প্রধানতম বিচারালয়ের হস্তে তাহার বিচার করিবার ভার দেওয়াই উচিত।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের উপর লোকের এত অশ্রদ্ধা কেন?

সাধারণ এই শব্দ ও ব্যক্তি বিশেষ এই শব্দ এ দুটীর অর্থগত বহু অন্তর আছে। যদিও ব্যক্তির সমষ্টির নাম সাধারণ তথাপি একের সম্বন্ধে যে কথা বলা সঙ্গত ও সত্য হয় অপরের পক্ষে তাহা সঙ্গত নহে। বুদ্ধিমান মাত্রেই এই প্রভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অনেক সম্পাদক এ প্রভেদ বুঝিতে পারেন না কিম্বা বুঝিয়াও স্বীকার করা আবশ্যক মনে করেন না। সাধারণ ভাবে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে তাঁহারা হয় ত ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করেন, আবার হয় ত ব্যক্তি বিশেষের কোন কার্য্যের প্রসঙ্গ হইলে সাধারণকে সেখানে আনিয়া ফেলেন। এ প্রকার দোষ বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই পক্ষে দূষণীয়, বিশেষতঃ সম্পাদকদিগের এই প্রকার দোষ অতিশয় ঘৃণার্হ। বলিতে কি এই দোষেই অধিকাংশ বাঙ্গালাসংবাদ পত্র ঘৃণিত হইয়া আছে। প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করাই ভদ্রের কার্য্য ভদ্র কেন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য; বিপক্ষের যুক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার চরিত্রের কোন গূঢ় কথা বা ত্রুটীর বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লোকের নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করা অভদ্র ও অমানুষের কার্য্য, কিন্তু কত সম্পাদক এই প্রকার অমানুষ

আচরণ করিয়া থাকেন!! তাঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বিপক্ষের সদর মফস্বল বাছিতে পারেন না। যে সকল কথার প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত কোন সম্পর্ক নাই তাহা সাধারণের গোচর করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং হৃদয় স্থিত গরল বমন করিয়া আপন আপন পত্র ভদ্র রুচির অস্পৃশ্য করিয়া ফেলেন। আমরা সম্পাদক বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। মনে কর অমৃত বাজার পত্রিকা বলিলেন যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন।" এই কথার উত্তরে যদি উন্নতি শীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যায় যে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি ব্রাহ্মদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হয়। কিন্তু সুলভ সমাচার তাহা না করিয়া লিখিয়া বসিলেন যে অমৃত বাজারের সম্পাদক গোপনে বরাহ বংশ ও কুক্কুট বংশ নির্ব্বংশ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় পিতৃ কন্যার অহিন্দুমতে বিবাহ দিয়াছেন। মনে কর ইণ্ডিয়ান মিরর লিখিলেন যে কাম্বেল সাহেব অকপটে এদেশীয়দিগের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। কাম্বেল সাহেবের অনুষ্ঠিত কতকগুলি অকল্যাণকর কার্য্যের উদাহরণ ধরিয়া দিলেই ইহার প্রকৃত উত্তর হয়, কিন্তু অমৃতবাজার লিখিলেন যে কাম্বেল সাহেব কেশব বাবুর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ২০০০ টাকা দিয়াছেন সেই জন্যই মিরর এত ভক্ত হইয়াছেন।

মনে কর সোমপ্রকাশ বলিলেন যে মহান্তের মকদ্দমার বিচার না হইতে সেবিষয়ে সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের কোন কথা বলা উচিত নয় অমনি সাপ্তাহিক সমাচার সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন বলিয়া কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই অল্পাধিক এই দোষে দোষী! কাহার দোষ দিব। কিন্তু এদোষ দূর না হইলে যে আমাদের পত্র গুলি ভদ্র লোকদিগের পাঠের উপযুক্ত হইবে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই দেশের লোকে আমাদের অত্যন্ত অনাদর করেন বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকি কিন্তু কি দেখিয়া আদর করিবেন? ইংলণ্ডের যত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোক, তাঁহারাই সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়া থাকেন। মেইন সাহেব ষ্টিফেন সাহেব প্রভৃতি এক একজন সংবাদ পত্রের লেখক রূপে পরিচিত। এরূপ স্থলে সংবাদ পত্রের গৌরব হইবে না কেন? আমাদের দেশে যাহাদের অন্য কোন কর্ম্ম জুটে না, ভাল চাকরির উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি নাই, লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভের উপায়ান্তর নাই, তাহারাই প্রায় সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া থাকেন। তবে আর কিরূপে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইবে? দেশীয় সংবাদ পত্র প্রশংসনীয় এবং ভদ্র রুচির গ্রাহ্য হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে

—:০:—

আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারির
একটী অবৈধ কার্য্য।

সকলেই আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেটসেক্রেটারির প্রশংসা করিয়া থাকেন। দক্ষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে। ডিউক অব আর্গাইল যে দক্ষতা সম্বন্ধে হীন ছিলেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত অলস তিনি যে কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং যে জন্য বেতন পাইতেন তাহারই পরিদর্শন করিবার সময় হইত না। লর্ড শ্যালিসবরি পরিশ্রমী ও কার্য্য দক্ষ লোক শুনিয়া আমাদের আশা হইয়াছিল যে তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষের অনেক কল্যাণ হইবে। কিন্তু তিনি ইতি মধ্যে আপনার কার্য্য দক্ষতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের আশা দূরে থাকুক মনে শঙ্কার উদয় হইতেছে। পাঠকগণ শুনিয়াছেন যে তিনি সম্প্রতি পার্লেমেণ্টে এক খানি বিল উপস্থিত করিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরলের সভাতে একজন অতিরিক্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করা সেই বিলের লক্ষ্য। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যাঁহার যাহা বক্তব্য সকলেই প্রায় বলিয়াছেন। লর্ড শ্যালিসবরির উদ্দেশ্য যে মহৎ তাহা কেনা স্বীকার করিবেন? হয় ত এই উপায়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অপব্যয় কাহার অগোচর আছে? এই বিভাগের জন্য কেহ দায়ী নয় সুতরাং ইহার অপব্যয় নিবারণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। ভূতের শ্রাদ্ধ ভূতেই করে। লাড শ্যালিসবরি বলেন যদি একজন দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত করা হয় এবং এবিভাগের অপব্যয় কিম্বা অন্যায় আচরণ প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় তাহা হইলে এ বিভাগের অনেক শাসন হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রাজস্ব বিভাগের উল্লেখ করেন। মহারাণী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্যভার যখন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঋণভারে পীড়িত ছিলেন কিন্তু একজন স্বতন্ত্র রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া অবধি ক্রমেই আয় ব্যয়ের সমতা হইয়া আসিতেছে। উইলসন লেঙ্ ট্রেবিলিয়ান প্রভৃতি এক একজন হইতে এসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়াছে বিবেচনা

করিলে সহজে এই আশা জন্মে যে অপর বিভাগেও সেইরূপ ফল লাভ সম্ভাবনা আছে। লার্ড শ্যালিসবরির এ মনোরথ পূর্ণ হওয়া অসম্ভাবিত নয়। ভারত একজন সুদক্ষ লোক নিযুক্ত হইলে এবি ভাগের অপব্যয়ের বাস্তবিক নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু ষ্টেটসেক্রেটারি যেরূপ স্বেচ্ছাচারির ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে দূষণীয়। আমরা দক্ষতা ভাল বাসি কিন্তু এরূপ দক্ষতা অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়। বিশেষতঃ লর্ড নর্থ ব্রুকের ন্যায় বিজ্ঞ এবং সুধীর ব্যক্তি যখন ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন, তখন এবিষয়ে বিশেষ পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা উচিত ছিল কিন্তু লর্ড শ্যালিসবরি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করেন নাই। ইহা কাম্বেল সাহেবের আদর্শ শাসনকর্ত্তার কার্য্যে এ প্রণালী সকলের প্রিয় নহে। উক্ত বিল লার্ডদিগের সভায় অনুমোদন লাভ করিয়া কমন্সদিগের সভাতে অর্পিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় ফসেট সাহেব সেখানে উহার বিচার স্থগিত রাখিয়া এসম্বন্ধে লর্ড নর্থব্রুকের আপত্তির কারণ কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন। ফলে যেরূপ দাঁড়ায় পরে জানা যাইবে। ইতাবসরে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। লার্ড শ্যালিসবরি বলেন পবলিক ওয়ার্কের জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে অপব্যয় নিবারণ হইবে। অপব্যয় নিবারণ হইবে কি বর্দ্ধিত হইবে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। পবলিকওয়ার্কের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রশংসা আছে। যাঁহার হস্তে সমুদায় পবলিকওয়ার্কের ভার ন্যস্ত হইবে তাঁহার সহজেই সেই সুখ্যাতি লইতে ইচ্ছা হইতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্রীই নিজ নিজ সময়ের মধ্যে এক একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন তাহাতে এবিভাগের ব্যয় বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। ক্রমে রাজস্বের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে তাহাতে এরূপে ব্যয় বৃদ্ধি করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। এরূপে ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া অন্য উপায়ে যদি পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অপব্যয় নিবারণের পন্থা হয় তদবলম্বনই শ্রেয়ঃকল্প। এতএব আমাদের বক্তব্য এই যে এবিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা উচিত।

— ঃঃঃ-

নূতন পুস্তক।

পূর্ণমাসী অষ্টম সংখ্যা। এই পত্র প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। এই সংখ্যাতে পার্থিব বৈকুণ্ঠ, সন্দিপুরাণ, মদালসা, পূর্ণশশী, অশোক কাননে জানকীর প্রতি দশানন ও নাটকাভিনয় এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। কাশ্মীর রাজ্যকে পার্থিব বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত করিয়া তাহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেওয়া হইয়াছে। লেখক রাজতরঙ্গিণী অবলম্বন করিয়া বোধ হয় এই প্রস্তাবটী সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পত্রখানিতে বিজ্ঞান কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের কথা অধিক নাই পুরাণ এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় কথাই অধিক। কবিতাটী বিশেষ মনোজ্ঞ বোধ হইল না। যাহা হউক পত্র খানির রচনা সুললিত এবং সুন্দর, বর্ণনা গুলি সরসও বটে।

টপ সঙ্গীত প্রথম খণ্ড। ৺ মধুসূদন কিন্নর বিরচিত। আমরা অনেক দিন এই পুস্তক খানি পাইয়াছি, কিন্তু এতদিন সমালোচনা করিতে পারি নাই অপরের বিরচিত কাব্য প্রকাশ করাতে প্রকাশকের প্রশংসা বা নিন্দার বিষয় অতি অল্পই আছে সে পুস্তকের সমালোচনা করিতে গেলে প্রকৃত লেখকের দোষ গুণের বিচার করিতে হয়। মধুকান আমাদের দেশে অপরিচিত লোক নন। এই ব্যক্তির কৃত সঙ্গীত প্রায় আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা স্বকর্ণে মধুসূদনের গান শুনিয়াছি। লোকটী বাস্তবিক কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। প্রকাশক যদি এই সঙ্গে মধুসূদন কানের একটী জীবনচরিত দিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। এরূপ লোকের জীবনচরিত অনেকের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্থল। অতি হীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের শক্তিতে যাহারা ধন মান উপার্জ্জন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করে তাহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাপ্ত।

বারাণসীর বৃত্তান্ত।

যে সংস্কৃত পূর্ব্বে মহাসাগরের উচ্ছলিত বারিপূরের ন্যায় ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশ ব্যাপী হইয়াছিল, তাহা এখন ক্রমে সংকুচিত হইয়া কাশী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সংস্কৃতের যে কিছু চর্চ্চা আছে, কাশীতেই আছে। এখানে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার ও দর্শনাদি সমুদায় শাস্ত্রেরই সবিশেষ অনুশীলন হয়, কেবল ন্যায় শাস্ত্রের তাদৃশ চর্চ্চা নাই। এস্থানে সংস্কৃতের অধিকতর অনুশীলন থাকিবার বিশেষ কারণ এই, যেখানে যত ভাল পণ্ডিত আছেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদিগের অধিকাংশই কাশীকে মুক্তি ক্ষেত্র স্থির করিয়া এখানে বাস করেন। তাঁহারা যে কয়দিন জীবিত থাকেন, সংস্কৃতের অনুশীলনেই কালাতিপাত করেন। তদ্ভিন্ন এখানে অনেক সুপণ্ডিত দণ্ডী আছেন। তাঁহাদিগের আর অন্য কর্ম্ম নাই তাঁহারা কেবল অধ্যাপনার আমোদেই কাল ক্ষেপণ করেন। গবর্ণমেণ্টেরও এখানে সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ উৎসাহ দান করা আছে। কাশীর কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক কয়েক জন ভাল লোক আছেন।

কাশীতে ইংরাজী শিক্ষারও সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক গুলি ইংরাজী স্কুল হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশীর

কালেজই প্রধান। এই কালেজে সংস্কৃত শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ, ইংরাজী শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র ও ইংরাজী সংস্কৃতের স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। কাশীর কালেজের প্রতি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যে অধিকতর অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা কাশীর বাটী ও তৎসংলগ্ন উদ্যানটীর আকার সৌষ্ঠব দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বাটী ও বাগান উভয়ই দেখিতে অতি সুন্দর।

এখানে অন্য অন্য প্রকার উন্নতির লক্ষণও লক্ষিত হইয়া থাকে। ৪ টী মুদ্রা যন্ত্র ও ৩০। ৩৫ টী লিথোগ্রাফি যন্ত্র হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। বাবু হরিশ্চন্দ্র তিন খানি সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। এক খানির নাম কবিবচন সুধা। এখানি সাপ্তাহিক পত্র। দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের মাগাজিন। এখানি মাসিক পত্র, ইহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। আর এক খানির নাম বালাবোধিনী। স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণের হিতকার্য্যে হিন্দুস্থানীদিগের যত্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এক বাবু হরিশ্চন্দ্রের এ সকল বিষয়ে সমধিক উৎসাহ ও যত্ন দৃষ্ট হয়। তাঁহার একটী নিজের বিদ্যালয় আছে।

কাশীর উন্নতিদর্শক যে সমস্ত পদার্থ আছে, মানমন্দিরটী তাহার অন্যতম। এটী মানরাজার কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানে খগোল বিদ্যার পরিচয় হইবার উপায় কল্পিত আছে। বাটীটী দশাশ্বমেধঘাটের নিকট গঙ্গার কিনারেই নির্ম্মিত। এটী কাশীর অন্য অন্য বাড়ীর ন্যায় নয়, দেখিতে অতি সুন্দর।

বাঙ্গালাদেশের আচার ব্যবহারের সহিত এখানকার আচার ব্যবহারের বহু বৈলক্ষণ্য আছে। মুসলমান সংসর্গ প্রভৃতি নানা ঘটনা এই বৈলক্ষণ্যের কারণ। হিন্দুস্থানীয়েরা পরস্পর দেখা হইলে "বন্দকী" বলিয়া পরস্পরকে সেলাম করে। হিন্দুস্থানীয় রমণীগণের বহু অংশে স্বাধীনতা আছে। উঁহারা ইচ্ছামত যেথা সেথা গমনাগমন করিয়া থাকেন। অনেকের সঙ্গে কেহ থাকে না। অত্রত্য মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে অসংখ্য দেবালয় থাকাতে ঐ স্বাধীনতার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণ দলে আজিও মদ্য প্রবেশ করে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা মৎস্য মাংস আহার করেন না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের একটী চমৎকার ব্যবহার দেখা গেল তাঁহারা বঙ্গবাসিদিগকে মৎস্য ভোজী বলিয়া স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করেন, কিন্তু পলাণ্ডুর শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। উঁহাদিগের আর একটী চমৎকার ব্যবহার আছে। বিবাহকালে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় বরযাত্রী হইয়া থাকেন। যাঁহার যেমন মর্য্যাদা কন্যার পিতার নিকটে তিনি তেমনি বিদায় পান।

হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অতিসুন্দর। অঙ্গে আবরণ ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন পরিচ্ছদ পরিধানের যে দুটী প্রধান উদ্দেশ্য, উহার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়া থাকে। শাটীগুলি ১২। ১৩ হাত লম্বা। শাটী পরিবার সময়ে সম্মুখে কোঁচার মত কতক থাকে, অপর অংশ বেড় দিয়া গায়ে দেওয়া হয়। গায়ে এক একটী জামা থাকে। জামার হাতা সম্পূর্ণ থাকে না। তাহার উপরে ওড়না দেওয়া হয়। ভাগ্যবান স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকে ঘাঘরাও পরিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ এরূপ নয়। তাঁহারা পুরুষের ন্যায় কোঁচা কাছা দিয়া কাপড় পরেন। তাহা ভাল দেখায় না। এখন অনেকে বঙ্গদেশীয় রমণীগণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে চেষ্টাবান হইয়াছেন। নানা জন নানাপ্রকার কল্পনা করিতেছেন। আমার বিবেচনায় হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

৩০ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত ৮ ই জুলাইর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনটী সাধারণের গোচর করিতেছি:—

গঙ্গার যে সকল ঘুঁজী অতি গভীর-মাঝিরা তথায় পান্সী ও নৌকা নঙ্গর করিয়া রাখে, ঐ স্থান দিয়া জাহাজ গমনাগমন করাতে অনিষ্ট ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সম্প্রতি কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এই অনিষ্ট নিবারণার্থ মাঝিদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে, তাহারা যেন অতঃপর ঐ সকল ঘুঁজিতে নৌকাদি নঙ্গর করিয়া না রাখে। মাঝিরা যদি ঐ সকল গভীর ঘুঁজিতে নৌকা রাখে তন্নিমিত্ত তাহারাই দায়ী থাকিবে, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে সে দোষ সম্পূর্ণ তাহাদের, অন্য কেহ তন্নিমিত্ত দোষী হইবে না।

ক্ষীরপাই হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমাদিগের দেশে সম্পূর্ণরূপে শস্যোৎপাদনের একটি সুমহৎ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্যই সাধারণের এতদূর কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। এখানকার প্রায় আট মাইল অন্তর ছত্রগঞ্জের নিকট পোলাশ চাবড়ির ঘাটে শিলাবতী নদীর বাঁধ ভগ্ন হইয়া বহুকাল হইতে খোলা থাকাতে সামান্য নদী বেগেই সাধারণের বহুপরিশ্রমোপার্জ্জিত শস্য ও ওষধি সকল এককালে মগ্ন হইয়া প্রতিবৎসরেই প্রায় তিন চার বার করিয়া পচিয়া নষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় যদি ঐ শিলাবতী হইতে একটি খাল খনন করা হয় এবং বামারিয়া প্রভৃতি উচ্চ ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া ঝুড়ঝুড়া নামক নদীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ঐ জল প্লাবনের অনেকাংশে লাঘব ও উচ্চভূমির শস্যোৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। আর একটি খাল ঘাঁটাল হইতে কাশীগঞ্জের মাঠ হইয়া যদি চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত করা হয় তাহা হইলে ঐ জল প্লাবনের আশঙ্কায় অনেক নিবারণ ও বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির বিশেষ সুবিধা ও উচ্চভূমির জলকষ্টের নিবারণ হইতে পারে এবং উপস্থিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের একটি প্রধান অবলম্বন হয়। এ বিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কৃপা না হইলে দুঃখী প্রজাগণের শস্যোৎ

পাদনের ও হাজা শুকা নিবারণের উপায় নাই। *

হাইকোর্টের এটর্ণিরা মকদ্দমার দালাল দিগকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের যে কিছু লাভ তাহা নিভাগা পান না, দালাল দিগকে কিছু কিছু কমিশন দিতে হয়। যাহাতে একটী আইন হইয়া এই প্রথার নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে প্রধানতম বিচারপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা ত এনিমিত্ত কোন আইন সৃষ্টির প্রয়োজন দেখি না। এটর্ণিরা মনে করিলে নিজেই ইহার নিবারণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে চারিবারের অহিফেন বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের তিন মাসের শুল্ক ১৭৮৩০৭০ টাকা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অহিফেনে ৮৬৭২৩০ এবং মালওয়ার অহিফেনে ৯১৫৮৪০ টাকা হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে একব্যক্তি ইংলিশমানে লিখিয়াছেন, গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে পবলিকওয়ার্কের জন্য যে একজন নূতন সভ্য নিয়োগের কথা হয় লার্ড শালিসবরি সার রিচার্ড ষ্টাচিকে সেই পদ দিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের মত করিবার চেষ্টায় আছেন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, কাগজ প্রস্তুত করিবার আর একটী নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে আক মাড়িয়া রস বাহির করিয়া লইলে পর যে আখের খোয়া থাকে তাহাতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এক্ষণে কাগজ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, এ উপায়ে উহার তৃতীয়াংশ ব্যয়ে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে আলীপুরের দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আলীপুরে ৭ টী আদালত আছে, দুটী জজের দুটী সুবর্ডিনেট জজের এবং তিনটী মুন্সেফের কাছারি আছে। গত মাসে মুন্সেফ আদালতে বড় কাজ ছিল না, তিনজন মুন্সেফ আবশ্যক হয় এত কাজ নাই, এবিষয় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে তৃতীয় মুন্সেফ বাবু বরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পদটী উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে ডায়মণ্ড হারবার পাঠান হইয়াছে।

৩১ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

শ্রীহট্টকে আসামের চিফ কমিশনরের অধীন করিবার বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য আসামের চিফ কমিশনর এবং ঢাকার কমিশনর এই সপ্তাহে শ্রীহট্টে সাক্ষাৎ করিবেন।

সম্প্রতি দার্জিলিঙের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট তথায় কতক চাউল প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না হওয়াতে ঐ চাউল পুলিষে রাখা হইয়াছে এবং কুলিদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপালের রাস্তায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। কুলিদিগের খাদ্যোপযোগী চাউল এক্ষণে যদিও টাকায় ৬ সের বিক্রীত হইতেছে কিন্তু তাহারা চাউল বড় খাইতেছে না আলু এবং ভুট্টার উপরেই তাহাদের নির্ভর।

৪ ঠা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৭১ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ১০ জনের ওলাউঠায় ৭৭ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হয়।

আগামী ২৭ এ ২৮ এ ও ২৯ এ জুলাই হাই কোর্টের রেজিষ্টার আফিসে এটর্ণিদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। সাত জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে একজন ইউরোপীয় এবং ছয় জন এদেশীয়।

জনশ্রুতি এই সার হোপ গ্রাণ্ট মাগদালার লার্ড নেপিয়ারের পদে অভিষিক্ত হইবেন।

আমরা গতবারে কড়কির নিকটবর্ত্তী লাণ্ডোরায় যে আদপোড়া রাজার বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলাম যিনি আশ্চর্য্য রূপে পুনর্জীবন লাভ করিয়া ছয় বৎসর পরে আসিয়া জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীয় রাজ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, দেশীয় অনেকে এবং অনেক ইউরোপীয় না কি তাঁহাকে প্রকৃত রাজা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। ইহারা ত চিনিতে পারিতেছেন কিন্তু তিনি ত নিজে কাহাকে চিনিতে পারেন না এবং তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু বলিতে পারেন না। ইহাতে কেমন কেমন লাগিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের নূতন ঋণের যে ফল হইয়াছে সেই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইয়েরও গবর্ণমেণ্টের কাগজের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০৪। টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

৩২ এ আষাঢ় বুধবার।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল কাবুলের আমীর সিয়ার আলী বোখারার রাজাকে গোপনভাবে এই পত্র লিখিয়াছেন, ১ আর আবদুল রহমন খাঁ এবং মহম্মদ ইসেহ খাঁকে বন্দী করিয়া কাবুলে পাঠান। আমীরের এই দুই জন হইতে বিলক্ষণ ভয় আছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন লার্ড নর্থব্রুক ১২ ই আগষ্টের মধ্যে একবার ঢাকায় গমন করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মহা আড়ম্বর হইতেছে। নর্থব্রুককে কিরূপে সম্মান করা যায়, তদ্বিষয়ের বিবেচনার্থ খাজে আশানুল্লার বাটীতে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিয়া একটী সভা করিতেছেন।

গত কল্য কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদিগের পুরস্কার দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গুইকুমারের প্রিয় রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বামী কিরূপ সাক্ষ্য দেন, তাহা শুনিবার জন্য ডেক্কানে এক কমিশন পাঠান হইয়াছে।

সম্প্রতি কতকগুলি কন্দাহার হিরাটের গবর্ণর জাকুব খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাকুব খাঁও তাঁহাদের প্রতি বিলক্ষণ বন্ধুভাব প্রকাশ করেন। যিনি যাহাই বলুন, আফগানি স্থানের পরিণাম বড় ভাল বোধ হইতেছে না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদা-

সীন ভাবে থাকা কর্ত্তব্য নয়। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।

এতদ্দেশীয় রাজগণ যে ক্রমে সকল বিষয়েই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কেবল অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন নয়, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিতেছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নানারূপ টাক্স আছে বটে কিন্তু বিবাহের টাক্স নাই, সিন্ধিয়ার রাজা সম্প্রতি নিজ রাজ্যমধ্যে বিবাহের টাক্স করিয়াছেন।

গত জুন মাসে অযোধ্যা হইতে ৭৪১-৩৫ মণ শস্য রপ্তানী হয়।

পিয়নিয়র বলেন, কোন এক পরীক্ষায় একজন হিন্দুকে ভীলদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে বলাতে তিনি এই রূপ বর্ণনা করেন ভীল কাল, কিন্তু বড় রোমশ তাহার হস্তে তূণীর থাকে, তদ্দ্বারা সে তোমাকে হত্যা করে, হত্যা করিয়া তোমার মৃতদেহ নর্ম্মদায় ফেলিয়া দেয়।" আমরা জানি একটী স্কুলে এক পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়, এক জন তাহার প্রার্থী হন। পরীক্ষক তাহাকে আমগাছের বিষয় বর্ণন করিতে বলাতে তিনি ডাল পাতা মুকুল ফল সহিত একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষ আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন।

১ম শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

এচ, জে রেনওলড্স সাহেব ১৪ ই জুলাই বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত শনিবার সর রিচার্ড টেম্পল গঙ্গার সেতুর কার্য্য পরিদর্শন করেন। জাহাজের কাপ্তেনেরা ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আইন অধ্যাপকের পদের জন্য ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবর্স আবেদন করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিকল জুরিসপ্রুডেন্স বিষয়ের উপদেশ দান তাঁহার অভিপ্রেত।

জুনমাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এদেশে ৩১৫৪৯৬১০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল।

কলিকাতা জেনরল পোষ্ট আফিসের একজন কেরাণী নোট ও চেক সম্বলিত আঠারখানি রেজিষ্টারি চিঠি চুরি করাতে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাতবৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

গত সপ্তাহে এক চোর বালীর এক গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিতেছিল এমন সময় তাহাকে গোক্ষুরা সর্প দংশন করে। অপহৃত দ্রব্যগুলি হস্তে থাকিতেই তাহার মৃত্যু হয়। জগদীশ্বরের পেনালকোডে চুরি অপরাধের মৃত্যু দণ্ড।

এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসে হাবড়ায় ১০০ ব্যক্তির সর্পদংশনে মৃত্যু হয়।

উদ্ভিদ উদ্যানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার কিঙ লিখিয়াছেন, মেহগ্নিবৃক্ষ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই উত্তমরূপে জন্মে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই বাগান হইতে যে সকল চারা বিতরণ করা হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছে শ্রীরামপুর বারাকপুর চুচুড়া দমদমা বহরমপুর কৃষ্ণনগর ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা উত্তম জন্মিয়াছে।

আগামী ১লা আগষ্ট অবধি মেদিনীপুর দিনাজপুর মালদহ রঙ্গপুর বগুড়া এবং পাবনায় রথ্যাকর সংগ্রহ আরম্ভ হইবে।

বোধ হয় লার্ড নর্থব্রুক ৪ঠা অবধি ২৮ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতেছেন না, আসাম পরিদর্শনে যাইবেন। অক্টোবর মাস দারজিলিঙে অতিবাহিত করিবেন।

সম্প্রতি রুড়কির ইঞ্জিনিয়রিং ক্লাসের ছাত্রেরা ডেরাতে ক্রিকেট খেলিতে যায়, সমস্তদিন ক্রীড়া করিয়া পুনরায় রুড়কিতে চলিয়া আইসে। রুড়কি হইতে ডেরা ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এটী সামান্য কৌতুকাবহ ক্রীড়া নহে।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ১৩ তেরটী তূলার এবং অন্যান্য কল চলিতেছে। ইহাতে দশ হাজার লোকে কাজ করিতেছে। ১৩ টীর মধ্যে ১০ টীতে ১৬৩০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সম্প্রতি আর ছয়টী কল করা হইয়াছে। যদি এদেশীয়েরা এইরূপে বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন, বৎসর বৎসর আমাদিগকে ম্যাঞ্চেষ্টরকে যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ করিয়া দিতে হয়, ক্রমে তাহা কমিয়া আইসে।

বর্ষা প্রভাতে সুরাটের নিকট তাপ্তী নদীর উপর একটী সেতু করিবার সংকল্প হইতেছে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ছাত্র একজন মিশনরির নিকট ছিল, ছাত্রটী মিশনরি সাহেবের একটী টুপি একটী জামা ও কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া প্রস্থান করেন। উহার ৩ মাস কারাবাস ও ৫০ বেত্রাঘাত দণ্ড হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কিছুতে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে কি এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছেন ?

সিংহলের অন্তর্গত মিগম্বার প্রায় ৩ হাজার অধিবাসী দুর্ভিক্ষে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে ৫০ হাজার বস্তা চাউল বিতরণ করিয়াছেন।

কপূর্থলার রাজা আজিও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। চিকিৎসকেরা বলিতেছেন তাহার আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। এক্ষণে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যুবরাজহার্ণাম সিংহ রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন।

আমীর সিয়ার আলী হিরাটে জাকুব খাঁর নিকট অনেক দূত প্রেরণ করিয়াছেন। শেষ দূতের নিকট জাকুব খাঁ এইরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। " আমীর আমাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করেন না, দাসবৎ জ্ঞান করেন। তিনি বড় উচ্চ উচ্চ পদগুলি নীচাশয় ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিয়াছেন, পুত্র ও আত্মীয়দিগকে কিছুই দেন নাই। আমীর আপনার বিষয়ে কি বিবেচনা করেন ? তিনি জানেন না যে যে সকল লোকের উপর তিনি এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, সময়ে তাহারা তাঁহার সাহায্য করিবে না ? যখন তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তাঁহার পুত্রেরাই সে সময় কাজে লাগিবে।"

এবার আমেরিকার তূলার অবস্থা বড় ভাল বোধ হয় না। আকাশের যেরূপ ভাব তাহাতে তূলা অল্প জন্মিবার সম্ভাবনা।

২রা শ্রাবণ শুক্রবার।

গত কল্য মনরেবল বুলেন স্মিথ সাহেব বঙ্গদেশীয় বণিক সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বোম্বায়ের এক খানি দেশীয় সংবাদ পত্র বলেন, এক্ষণে বোম্বাইয়ে সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়নের যে সকল কল চলিতেছে, তাহাতে এত সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে যে ক্রেতা মিলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ বোম্বাই বাজারে ৬ হাজার গাইট সুতা এবং ৮ হাজার গাইট বস্ত্র মজুদ রহিয়াছে। মূল্য অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বিক্রীত হইতেছে না।

চিকাগোতে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বহুসংখ্য গৃহ দাহ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। চিকাগোর প্রতি ব্রহ্মার একান্ত কোপ দৃষ্টি দেখা যাইতেছে।

১৬ ই জুলাই কর্ণিথ সাহেব কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

আষ্টেলিয়ার বির্ব্বোরিয়া নামক স্থানে একটী উৎকৃষ্ট লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত শনিবার একজন এদেশীয় বহুবাজার ষ্ট্রীটে এক মিটাইর দোকানে মিটাই কিনিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায়, এবং তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে, দোকানের এক ব্যক্তি এতদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ এক খানি চাদর আনিয়া ঐ ব্যক্তির আপাদ মস্তক জড়াইয়া ফেলে, তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়া যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির শরীরের অনেক স্থান গুরুতর রূপে পুড়িয়া গিয়াছে। এটী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অন্যতর দৃষ্টান্ত।

৬ ই জুলাই শ্রীহট্টে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে, অবশেষে এই স্থির হইয়াছে, এবৎসর ত সিমলা যাওয়া হইল না, কিন্তু আগামী বর্ষে যাওয়া হইবে। লাড নর্থব্রুকের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, ক্রমে সিমলাবাস বন্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়, তিনি সিমলা বাস প্রিয় কর্ম্মচারীদিগের শত করা ৩০ টাকা বেতন কর্ত্তন করিবার যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই ইহার অন্যতর প্রমাণ।

গত কল্য সার রিচার্ড টেম্পল পুনরায় মুঙ্গেরে যাত্রা করিয়াছেন।

৩ রা শ্রাবণ শনিবার।

পূর্ণিয়া এবং উত্তর বিহারে জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে।

মিরর বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকট যে কয়েক জন এদেশীয় সাক্ষীকে প্রেরণ করিবার যে খেয়াল উপস্থিত হয় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সেদিন কাশীতে একটী হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গঙ্গা বোরাই নামক এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপপতি বিবেচনায় ভ্রমক্রমে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক ঠাঙ্গা ও ছুরিকা দ্বারা হত্যা করে। সেসিয়ন জজ টইলক সাহেব উহার ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়াছেন।

হাজারিবাগের ২২ গণিত সেনাদলের উইলিয়ম জাক্‌সন নামক যে ব্যক্তি রবার্ট টেলর নামক তাহার একজন সহচরকে হত্যা করে, গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

সেদিন কলিকাতা আমহরেষ্টষ্ট্রিটে একজন স্বর্ণকার প্রতিবেশী একজন স্বর্ণকারের নব বিবাহিতা একটী বালিকাকে তাহার সমস্ত অলঙ্কারাদি পরিয়া তাহার বাটীতে বেড়াইতে যাইতে বলে। বালিকাটী যাওয়াতে দুরাশয় উহার সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া উহাকে হত্যা করিয়া নিজ বাটীর মধ্যে মৃতদেহ পুতিয়া রাখে। গত বৃহস্পতিবার ঐ মৃত দেহ পরীক্ষার্থ মেডিকেল কালেজের হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

গতকল্য নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার শতকরা	১০৪৸—১০৫
৪॥০ " "	১০৬॥—১০৭
৪।৹ " "	১০৬—১০৬।০
৪॥০ " "	১০৫৸—১০৬
৫॥ " "	১১০॥৵—১১০৸

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একবিংশ বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছে, ৯ ই জুলাই পর্য্যন্ত ১৫ দিনের মধ্যে সর্ব্বত্র উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। কেবল কলিকাতার পূর্ব্ববিভাগে কিছু কম হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সচরাচর যেরূপ হয় তদপেক্ষা অধিক হৈমন্তিক শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। কোন কোন স্থানে উক্ত শস্য বাজারে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই শস্যের মূল্য কমিবে এরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, কোন কোন স্থানে মূল্য একেবারে অনেক কমিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা একেবারে ১৭৭০৭৩২ হইতে ৮৯৩১৬৩ কমিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমেই কমিতেছে, কেবল যাহারা বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইতেছে তাহাদের সংখ্যা ৭০৪৯০৩ হইতে ৫২৫৬২০ বৃদ্ধি হইয়াছে। ত্রিহুতে যে ১৭৯০৪৪ টন শস্য প্রেরিত হয়, সে শস্যের শেষ পর্য্যন্ত উহার ২৩৬০০ টন মাত্র ব্যয় হইয়াছে। জুন মাসের জন্য ২৭২৭৯ টন নির্দ্দিষ্ট করা হয় কিন্তু কত ব্যয় হইয়াছে জানা যায় নাই। মজুরের সংখ্যা কমিয়া গেলেও এবং শস্যের মূল্য কমিয়া আসিলেও জুলাই ও আগষ্ট মাসের জন্য ৫৬৫০০ টন শস্য নিরূপিত হইয়াছে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ৪০০০০০ টনের মধ্যে ১১৫০০০ টন শস্য ব্যয় হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

গত শনিবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে যে গেজেট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ বিভাগেই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। রিলিফকার্য্য সকল প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে বহুসংখ্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। বস্তির কার্য্যালয়ে ১১৬৮ এবং হাঁসপাতালে ১৫২৮ লোক আছে, ইহার অর্দ্ধেক সাধারণ্য ভিক্ষুক। এখনও গাজি-

পুরে ১৮ হাজার মজুর কাজ করিতেছে, বাগুরার দরিদ্র নিবাসে ২৬৪ এবং কারউইরে ২৮ লোক আছে। কমিরপুরে রিলিককার্য্যে ১৮৭২ মজুর খাটিতেছে।

১ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কৃষিবিভাগ বর্ণিত বৃষ্টি ও শস্যাদির অবস্থা এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। সিন্ধুনদীর জল গত বৎসর অপেক্ষা ৪ ফাট অধিক আছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বৃষ্টির কিছু অভাব হইয়াছে, তন্নিবন্ধন গুজরাট এবং অন্যান্য স্থানে বপন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে এবং কোন কোনস্থানে নিতান্ত অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। বেহার এবং উত্তর মধ্যবিভাগে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল দক্ষিণ মধ্য এবং পূর্ব্ববিভাগে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। ২৪ পরগণায় বৃষ্টি কিছু কম হইয়াছে। অতিবৃষ্টি এবং জলপ্লাবন নিবন্ধন যে সকল স্থানে অনিষ্ট আশঙ্কা আছে সে সকল স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্রের শস্যাদির অবস্থা উত্তম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিতেছে, তথায় প্রচুর পরিমাণে এবং অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। পঞ্জাবে প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে সময়ে বৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহা হইয়াছে তাহাতে উপকারও হইয়াছে। বিবারে বৃষ্টি হয় নাই, তথায় বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। মধ্য ভারতবর্ষ এবং রাজপুত্তনাতেও বৃষ্টি হয় নাই। নেপালে উচ্চভূমির জন্য আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। মহীসুর এবং ব্রহ্মদেশের শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর।

এসপ্তাহে পূর্ণিয়া ও বিহার হইতে জলপ্লাবনের সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে যেরূপ অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে লোকের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ১ লা জুলাই অবধি গঙ্গার উত্তরস্থ তাবৎ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। গত সপ্তাহে চম্পারণে ১১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, পর্ব্বত প্রদেশেও যথেষ্ট বারিবর্ষণ হইয়াছে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় তাবৎ নদীর জলবৃদ্ধি হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। সহস্র সহস্র বিঘা নীলের ভূমি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র গণ্ডকের একটী বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বড় গণ্ডকের জলও এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, যে তীরবর্ত্তী পল্লী সকল প্লাবিত হইল বলিয়া লোকে শঙ্কিত হইয়াছে। ১০ ই জুলাই ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপোল উপবিভাগ হইতে এক ব্যক্তি কেও অব ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন "গত রাত্রি অবধি বন্যা কমিয়া আসিতেছে, ৮। ১০ দিন পর্য্যন্ত আমরা আহার সামগ্রী পাইতেছি না"। পূর্ণিয়ায় ৫ হাজার মণ নীল জন্মিতে পারিত এত চারা নষ্ট হইয়াছে। গঙ্গার জলও এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে অপরিপক্ক চারা সকল কাটা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিয়াতে কুশীনদী প্লাবিত হইয়া মধ্য এবং উত্তর বিভাগীয় তাবৎ নীল নষ্ট করিয়াছে। পক্ষান্তরে মেদিনীপুরে বৃষ্টির অভাবে উহা নষ্ট হইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। খাদ্য দ্রব্যের কৃত্রিমতা পরীক্ষা করিবার জন্য যে সভা আছে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সভা বলিয়াছেন, বিদেশীয় চা সকল জাহাজ হইতে তুলিবার সময় কষ্টম হাউসে পরীক্ষা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল চা-তে অন্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিবে সেগুলি বিলাতের ব্যবহারের জন্য রাখা হইবে না।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০১০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জুলাই। গত রাত্রিতে চিল ডাস সাহেব কমন্স বাটীতে এই কথার উল্লেখ করেন যে ক্রমে রাজস্ব কমিয়া আসিতেছে। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইহার উত্তরে বলেন, আয় ব্যয়ের যে আনুমানিক তালিকা করা হইয়াছে তাহার সংশোধন করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ইয়র্ক সায়ার এবং ডার্ব্বি সায়ারে ১৮ হাজার খনিখোদক ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ষ্টাফোর্ড সায়ারে যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তাহার শেষ হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জুলাই। এবার গমের চাস সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছে।

পারিস ১৩ ই জুলাই। ফিগেরো নামক সংবাদ পত্রে জাতি সাধারণ সভার বিরুদ্ধে প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে উক্তপত্র ১৫ দিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বারলিন ১২ ই জুলাই। প্রশিয়ার পূর্ব্বভাগে নূতন প্রাদেশিক আইন সংস্থাপন করাতে কৃষক দিগের বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

মাড্রিড ১২ই জুলাই। কার্লিষ্টদিগের সেনাপতি জেবিগেরে অনেক রেপবলিকান বন্দীকে গুলি করিয়া মারিয়াছেন। তিনি যুদ্ধ চালাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই জুলাই। চিকাগোতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছে বলিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

পারিস ১৪ ই জুলাই। এম ম্যাগনি লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করেন তাহা ৩৬২ জনের মত লইয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই জুলাই। জনরেবল ভি, এচ, সক সি, এচ, আই কিছুদিনের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাওয়াতে অনরেবল জে, আর বুলেন স্মিথ কলিকাতার বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ কমিসনর দিগের চেয়ারমান হইলেন।

১৩ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এম, ঝিল সাহেব ময়মন সিংহের অন্তর্গত আটিয়া সবডিবিজনের হেড কোয়াটারে একটী পোষ্ট আফিসের জন্য ভূমী গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস সারন বিভাগে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য ভূমী গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই জুলাই। অদ্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি অনরেবল এচ, এল, ডাম্পিয়র নিজ কার্য্য ভার এচ, জে, রেনোলস সাহেবের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

জে, মনরো সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্টিক্ট ও সেসন জজ এবং রাজসাহীর ডিষ্টিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

মনরো সাহেবের পদোন্নতি হওয়াতে ডব লিউ ওয়েভিল দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, এস আরমষ্টঙ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ই, জে, বার্টন প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইলেন কিন্তু আপাততঃ বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

আর এক রাম্পিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর জে, প্রাট সাহেব ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ ই জুলাই। পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ বিভাগের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু নবি·চন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

চন্দ্রাবণ বিভাগের সিকারপুর রিলিফ সার্কেলের ভার প্রাপ্ত কর্ণেল এস, এস, বোলডান প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

১। মধ্যে উত্তম বৃষ্টি হওয়াতে সকলে ধান্যাদি বুনিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি অনাবৃষ্টি নিবন্ধন মাঠ শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে অনেক স্থলের ধান্যগাছে পোকা ধরিতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। যদি আর কিছুদিন বৃষ্টি না হয়, তবে আমাদের বড় বিপদ। এ অঞ্চলে টাকায় অৰ্দ্ধমণ চাউল বিক্রীত হইতেছে। দুর্ভিক্ষ না হউক, অনেকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

২। শুনিলাম কটক হাইস্কুলের হেড মাষ্টর চণ্ডীবাবু পাটনাকলেজের অধ্যাপক হইয়া গেলে, উড়িষ্যার স্কুল সমূহের জএণ্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এজর সাহেব মহাশয় উক্ত পদাভিষিক্ত হইবেন। জএণ্ট ইন্‌স্পেক্টরী পদ না থাকিয়া উড়িষ্যার জন্য ৫০০ টাকা বেতনে একজন স্বতন্ত্র ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইবেন। চিন্তাশীল দেশহিতৈষী বিজ্ঞগণ স্কুলের ইনস্পেক্টর ও জএণ্ট ইনস্পেক্টরী পদের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া প্রস্তাবিত পদ উঠাইয়া দিয়া জেলার কমিটী ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরের সহ ডাইরেক্টর সাহেবের যোগ করিয়া দিলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ উক্ত ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত মতের মস্তকে একপদে নয় দুই পদেই আঘাত করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা মহামান্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল মহাত্মার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, তিনি উড়িষ্যার স্কুল সমূহের অনাবশ্যক ইনস্পেক্টরী পদের সৃষ্টি না করিয়া উক্ত পদের বেতন পাঁচ শত টাকায় তৎ প্রদেশের ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা পূর্ব্বনিয়মানুসারে (যাহারা বৃত্তি পাইবার যোগ্য নম্বর রাখিবে তাহারা সকলেই ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে,) বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উড়িষ্যার মহোপকার সাধন পুরঃসর অসীম মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করুন। জেলার মধ্যে ৪।৫টী ছাত্র বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে সকলেই নিরুৎসাহ হইয়াছেন। মফস্বলস্থ স্কুল সমূহের হতভাগ্য শিক্ষকগণের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় হউন। প্রার্থিত বিষয় সকল করিলে উড়িষ্যার যে কি পরিমাণে উন্নতি হইবে, তাহার উল্লেখ না করিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে থাকিবেন। আমি সাহস সহ বলিতেছি, উড়িষ্যার অকৃত্রিম বন্ধুগণ এ মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টে জানাইবার নিমিত্ত উড়িষ্যার ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করি। যখন কমিসনর সাহেব প্রদেশের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার উচ্চতম আসনে আসীন আছেন, তখন ইনস্পেক্টরী পদের সৃষ্টি করিয়া অনর্থক কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা আমরা সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় (ছাত্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা) স্থলে গবর্ণমেণ্ট মহোদয় বদ্ধমুষ্টি হইয়া উঠিতেছেন। আমরা ইহার মর্ম্ম সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। যদি ইংলণ্ডের কোন সন্তানকে পরিপোষণ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে নিতান্ত দরিদ্র উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অর্থে পোষিত না করিয়া অন্যবিভাগে প্রেরণ করুন। যদি উক্ত ইনস্পেক্টরী পদের সৃষ্টি করিয়া উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অর্থরাশি অনর্থক বিনষ্ট করিবার জিদ নিতান্তই বজায় রাখিতে বাসনা করেন, তবে আমরা উক্ত পদের সৃষ্টিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি উড়িষ্যাবাসীর মধ্যে কোন কৃতবিদ্যকে উক্ত পদ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম মহত্ত্ব প্রকাশ করুন। যদি উড়িষ্যায় তেমন উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় তবে কোন কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীকে উক্ত পদ প্রদান করিয়া ভারতের যথার্থ হিতৈষিতা প্রকাশ করুন। দেশীয় উপযুক্ত লোক থাকিতে কোন ইংরাজকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত নহে। শিক্ষকগণের আত্তনাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পুনরায় গবর্ণমেণ্ট মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

১০।৭।৭৪। } একান্ত বশম্বদ
দেহুড়দা। } শ্রীগোবৰ্দ্ধন ঘোষাল

রেলওয়ে কার্য্যোপলক্ষে এখানে ৪।৫ শত বাঙ্গালি বাস করেন, কিন্তু আক্ষেপের

বিষয় তাঁহাদের কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ গত আট বৎসরাবধি কোন উপায় অবলম্বন করা হয় নাই, এবং উপযুক্ত বিদ্যালয়াভাবে অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনাপন বালিকাদিগকে তদনুরূপ বিদ্যাদান করিতে পারেন নাই। এই সামাজিক অভাব দূরকরণাভিলাষে একটি সদাশয় ব্যক্তি কৃত সংকল্প হইয়া প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে বিগত ১ লা জুলাই ১৮৭৩ খৃঃ নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করত একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি অত্রত্য জমিদার শ্রীযুক্ত মির ইয়ার আলি সাহেব তিন মাসের জন্য তাঁহার একটী বাটী বিনকর প্রদান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

প্রথম মাসেই ছাত্রী সংখ্যা চতুর্বিংশতিটী হইয়াছিল, এবং যে পরিমাণে তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল সেই পরিমাণে স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ বিশেষ অভাব বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বাটীতে (গত অক্টোবর মাসে) বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়, অদ্যাপি তথায় রীতিমত উহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রচুর আয় না থাকায় অল্প বেতনে এক জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। অধ্যক্ষগণের সমবেত চেষ্টায় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ আশাতীত অর্থানুকূল্য করিয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণার্থ এখানকার ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ এক কালীন ১৬৪ টাকা দান করিয়া বঙ্গীয় সমাজকে বিশেষ রূপে ঋণী করিয়াছেন। তাঁহাদের এক সমযোপযোগী দান না পাইলে এই বিদ্যালয়টী এতদিন জীবিত থাকিতে পারিত না। তাঁহাদের বদান্যতাকে ধন্য।

গত নবেম্বর মাসে অত্রত্য নৈশবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত উক্ত বিদ্যালয়ের যোগ করিয়া বিশেষ হিত সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি। সাধারণের গোচরার্থে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম ষাণ্মাসিক আয় ব্যয় বিবরণ এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

আয়।		ব্যয়।	
সভ্যদিগের দান	৭৮৸০	পুস্তক ও দ্রব্যাদি ক্রয়	২৩৶১০
ছাত্রীদিগের মাসিক ।০ আনা হিসাবে) বেতন	৩০	অক্টোবর অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের বাটীর কর	২১
		কর্ম্মচারিদিগের বেতন	৮৫॥৶১০
		ক্ষুদ্র ব্যয়	৫৮৶১০
সমষ্টি।	১০৮৸০	সমষ্টি	১৩৫৸১০

ঋণ ২৭ ১০।

পুস্তকাদি প্রথমতঃ বিনা মূল্যে বিতরিত হইত আপাততঃ তাহা স্থগিত হইয়াছে।

ছাত্রীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত ডিসেম্বর মাসে এক পরীক্ষা হয়। পরীক্ষক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল। "বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া আমি অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছি। ছয় মাস কাল মাত্র ইহার সংস্থাপনা হইয়াছে এবং এই অল্পকাল মধ্যে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রীগণ কথা মালা প্রায় শেষ করিয়াছে, এবং কোটি অঙ্কের সঙ্কলন অবধি শিক্ষা করিয়াছে এরূপ উন্নতি আশাতীত পদে ব্যাখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত * * এরূপ নিয়মে শিক্ষা লাভ করিলে বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রীগণ (যাহাদের বয়ঃক্রম এইক্ষণে অনুমান ৭।৮ বৎসর) দেশীয় পরম্পরাগত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পিতা মাতা দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাহাদিগের বিবাহ দান করিলেও এই চারি বৎসর কাল মধ্যেই তাহারা অনায়াসে নারীদিগের প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান ধর্ম্ম লাভোপযোগী সাহিত্য ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা ও সজ্জবিজ্ঞান বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভে কৃত কার্য্য হইতে পারিবে।" •

ডিসেম্বর মাসে বালিকাদিগের সংখ্যা বিংশতিটী ছিল, ইহাদের বয়ঃক্রম অনু চারি বৎসর হইতে অনধিক আট বৎসর পর্য্যন্ত এবং ইহারা সকলেই সদ্বংশজাত আক্ষেপের বিষয় অনেক বালিকা এস্থানে অধিক দিন থাকিতে পায় না, তাহার কা যাহারা একবার স্ব স্ব পরিবার প্রের করেন একবৎসর অতীত না হইলে পুনর্ব্বা তাঁহাদিগকে আনিতে পারেন না, সুতর বালিকাদিগকে নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চি ও বিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এব পিতামাতার অর্থব্যয় শিক্ষকদিগের য ও পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়।

এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দৃষ্টে অত্রত ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি ইহার সাহায্যা গবর্ণমেন্টে অনুরোধ করিয়াছেন। ভরসা কা এই মহকুমার স্কুল ইনস্পেক্টর সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ফেলান্ মহোদয় স্বচক্ষে বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা দর্শন করিয়া প্রার্থিত মাসিক ২৫ টাকা সাহায্যের জন্য গবর্ণমেন্টে বিশেষ অনুরোধ করিবেন।

যদি প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাহায্য প্রদান করেন, যদি অভিভাবকগণ যেরূপাত্রী কন্যাদিগের উপযুক্ত রূপ বিদ্যাদানে পরাঙ্মুখ না হন এবং কৃতবিদ্য মহোদয়দিগের দয়ার স্রোত মন্দীভূত না হয় তাহা হইলে এই বিদ্যালয় বেহার প্রদেশে দৃঢ়মূল হইয়া অবলা অজ্ঞানাচ্ছন্ন কুমারীগণকে সংসার ধর্ম্মোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যা ও জ্ঞান রূপ অমৃত ফল প্রদান করিয়া দয়ালু ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের মহানুভাবকতা ও বামাকুল হিতৈষী বিদ্যানুরাগী মহাশয়দিগের সহৃদয়তার সুন্দর নিদর্শন স্বরূপ হইতে পারিবে

বিগত ২৮ এ জুন রবিবার প্রথম ষাণ্মাসিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদিগকে রূপার ফুল ও বিছা পুস্তকাদি পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে। তদুপলক্ষে মুঙ্গেরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জামালপুর বালিকা বিদ্যালয় ২ রা জুলাই ১৮৭৪ } নিতান্তবশম্বদ শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

পাঠক! যেলবণময় সংকীর্ণ খাতেরউপর সাতক্ষীরা অবস্থিত, মনে করিবেন না উহা কোন দৈবখাত। পূর্ব্বে নদী বা খাল একছত্রের সহিত সাতক্ষীরার কোন সংস্রবই

ছিল না। দেশহিতৈষী দেবনাথ বাবু ১২৪৮ সালে ঐ খাতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তদবধি উহা পবিত্র দেশহিতৈষিতা গুণের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। উহার একমুখ বরাবর উত্তরাভিমুখ হইয়া কলারোয়া গোপীনাথপুরের নিম্ন দিয়া যে প্রসন্নসলিল বেত্রবতী (বেতনা) নদী বেগবতী হইয়া তীরস্থিত লোকদের নিরন্তর স্বাস্থ্যবর্দ্ধন করিতেছে, তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্যমুখ দক্ষিণাস্য কুকুলিগ্রামের নিম্ন দিয়া টিকেটীর নদীর সহিত একতা পাইয়াছে। টিকেটীর এই নদী গাবফিঙ্গাড়র পাশদিয়া বক্রভাবে বেতদহার হাটখোলার দিকে প্রবহমানা হইয়া নানা শাখায় নানাস্থানী হইয়াছে।

সাতক্ষীরার বর্ত্তমান খাত খনন হইলে উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য দ্রব্য সকল এখানে আমদানি হইতে পারে ভাবিয়া দেবনাথ বাবু ১২৪৯ সালের প্রথমেই খাতের তীরে ইহার বর্ত্তমান বন্দর স্থাপনের সূত্রপাত করেন। প্রথমে দুই এক খানি সামান্য সামান্য কারখানা ও দুইচারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণি (দোকান) স্থাপন করিয়া সন্নিহিত জনপদ সকল হইতে দ্রব্যাদির আমদানী দ্বারা তাহাদের শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর সহিত বন্দরের সংস্রব অধিক না হইলে তাহাতে সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতে পারে না। তখন সাতক্ষীরা ও তন্নিকটবর্ত্তী জনপদ সকল হইতে কলিকাতা গমনাগমনের পথ এত দুর্গম ছিল যে স্থল ও জল উভয় পথে কলিকাতা যাত্রার নাম শুনিলে গমনকারির চক্ষু দিয়া জল পড়িত। যে স্থল বর্ত্ম অধুনা সাতক্ষীরা হইতে বসিরহাটের মধ্য দিয়া পরিশেষে কালীনাথ বাবুর প্রসিদ্ধ বর্ত্মে মিলিত হইয়া কলিকাতার পথ সুগম হইয়াছে, পুর্ব্বে সেই পথটী এত সংকীর্ণ ও নিবিড় জঙ্গল পরম্পরায় এমন দুর্গম ছিল যে পথ চলে কার সাধ্য? দুই হস্ত দ্বারা জঙ্গল সরাইয়া পথিককে পথ বাহির করিতে হইত। স্থলবর্ত্মের ন্যায় জলবর্ত্মও বিষম দুর্গম ছিল। তখন সাতক্ষীরা হইতে কলিকাতা যাইতে ইহার সুদূরবর্ত্তী মাছখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিয়া বুধহাটার নিম্ন দিয়া আশাশূনীতে পড়িতে হইত, তথা হইতে কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বড় বড় আবর্ত্তময়ী নদী পরম্পরা অতিক্রাণ দ্বারা হাসনাবাদে পড়িয়া তবে সুগম পথ পাওয়া যাইত। ছয় দিনের ন্যূনে পোঁছিতে পারা যাইত না। বলতলার বাঁকের এক এক সময়ের ভয়ঙ্কর জলাবর্ত্তকাহিনী হৃদয়ে আঘাত করিয়া অশ্রুজলকে আকর্ষণ করে? আরোহীর সহিত বড় বড় জল যান প্রায়ই জলনিমগ্ন হইতে শুনা যাইত। এখন আর এ বিভ্রাট নাই, দেবনাথ বাবুর আত্মজীবন দেশীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে উৎসর্গ বলিয়া এতদঞ্চলীয় লোকের সে বিভ্রাটতামসীর অবশেষ হইয়াছে। তিনি স্বকীয় খাত কুঁচে মোড়া ভেদ করিয়া সাঁকরার বামড়ে মিশাইয়া টাকীর নিকট ইছামতীর সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেড় বা দুই দিনে কলিকাতায় অবলীলাক্রমে যাওয়া যাইতেছে।

স্থলবর্ত্ম সুবিস্তৃত সুপরিষ্কৃত ও সরল হইয়া সাধারণের পক্ষে অতি সুগম হইয়াছে। এখন কোন অঞ্চলের দ্রব্যসামগ্রী আর এখানে আমদানী হইবার অসুবিধা নাই। যে সকল বণিকপোত ভাগীরথী ইছামতী প্রভৃতি স্রোতস্বতী সকল আন্দোলিত করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দ্রব্যাদির আমদানী করে, সেই সমস্ত বাণিজ্য পোত অধুনা সাতক্ষীরাতেও আসিতেছে। ইহার বর্ত্তমান বন্দর একটী বিস্তৃত সহর বলিলেও বলা যায়।

কলিকাতা যাইবার যে পথটী সাতক্ষীরা হইতে বসিরহাটে মিলিত, পথিকদিগের সুবিধার জন্য দেবনাথ বাবু উহার মধ্যে মধ্যে এক একটী কূপ খনন, একটী একটী পান্থবিপণি সংস্থাপন ও উভয় পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া দয়াগুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাদপগণ যথাকালে ফলভরে অবনত থাকে, গ্রীষ্মকালে পান্থগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উহার শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম অপনোদন করে, এবং ফলাশনে রসনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করে। বাহ্যবর্ত্ম অপেক্ষা ইহার অভ্যন্তরীণ বর্ত্ম আরো মনোহর, তৎসমস্তই ইষ্টকময়, বর্ষাকালেও তাহাতে পাদুকা ব্যবহার করা যায়, মৃৎবর্ত্ম জলবর্ষণে অতিশয় কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়া দিন দিন বর্ত্ম সকলের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার আভ্যন্তরিক গৃহসকল ইষ্টকময় অট্টালিকা। খড়ো ঘর প্রায় নাই বলিলেও হয়। এখানে একটী সুরম্য রাসমঞ্চ ও একটী বিস্তৃত দেবালয় আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পুর্ণিমার সময় রাস উপলক্ষে বিস্তর জাঁক জমক হইয়া থাকে। বৈদেশিক যাত্রী বিস্তর সমাগত হয় এবং কলিকাতা প্রভৃতি হইতে বহুবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য সামগ্রীরও আমদানী হইয়া থাকে। দেবালয়ে সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র ও তদীয় ভার্য্যা জনকনন্দিনীর মনোহারিণী প্রতিমূর্ত্তি আছে। বৈদেশিক আগন্তুকেরা এই স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করে। শায়েরে একটী রাজপ্রাসাদ ও অতিরিক্ত অনেকানেক অট্টালিকা ও আটচালা গৃহ আছে। মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় রাজপ্রাসাদে বাস করেন অন্যান্য গৃহ সকল অধুনা উকীল মোক্তারগণের আলয় হইয়া উঠিয়াছে। চোর ডাকাইতের অত্যাচার এরূপ নিরাকৃত হইয়াছে যে দোকানীদিগকে প্রায় বিপণি দ্বার বন্ধ করিতে হয় না। পথিক ও বণিকেরা পথিমধ্যে অপাবৃত স্থানে দ্রব্যসামগ্রী রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেও কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হয় না। এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য সকলের মধ্যে ধান্যই প্রধান, অন্যান্য দ্রব্য তাদৃশ উৎপন্ন হয় না, কেবল এগ্রিকল্চরাল সোসাইটীর আদর্শ স্বরূপ যে উদ্যানটী আছে তাহাতে দেশীয় বিদেশীয় নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী সুচারু উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তমোত্তম জলাশয় এখানে অনেক আছে, লবণময়

স্থান বলিয়া তাহাদের জল তাদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে এবং এখানকার বায়ুও স্বভাবতঃ অস্বাস্থ্যকর। এখানে চিকিৎসালয়, পোষ্ট আফিস, সোসাইটী, স্কুল, এসকলের উত্তম বন্দোবস্ত। বর্ত্তমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহোদয় কি শুভক্ষণে যে সাতক্ষীরায় পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। সাতক্ষীরার উন্নতির দিকে তাঁহার বিশেষ যত্ন তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে সাতক্ষিরায় পবলিক লাইব্রেরি ও ইংরাজি প্রাণনাথ স্কুলের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এই মহাত্মা যেরূপ উন্নত অন্তঃকরণের লোক তাহাতে বোধ হয় কিছুকাল এখানকার মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বিবিধ প্রকারে সাতক্ষীরার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী হুগলী শ্রীরামপুর, বালী, কোন্নগর প্রভৃতি স্থান সকল যেমন মনোহর বর্ত্তমানে সাতক্ষীরাও প্রায় তদ্রূপ। ইহার পূর্ব্বাবস্থা এক্ষণে উপকথা বা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই সাধু, তিনিই ধন্য এবং তাঁহারই জীবন সার্থক যিনি স্বদেশীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। দেবনাথ যে এ বিষয়ে একজন মহাত্মা তাহাতে অণুমাত্র ও সংশয় নাই। এই মহাত্মার মহীয়সী বুদ্ধিমত্তা গুণে সাতক্ষীরায় ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

পুঁড়া
২১ এ আষাঢ় } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
১২৮১ সাল

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১০ ই জুলাই

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	২১	
জঙ্গপুর ৮ মাইলেরমধ্যে	১৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৯	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৬	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৯	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১৩ ই জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২২	৩

বহরমপুর
১৩ ই জুলাই } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।
১৮৭৪

সন ১৮৭৪ ১০ ই জুলাই।
মাথাভাঙ্গা।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মহানা	১৪	
ভাতার পাড়া	১৩	
ভাতারপাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৪	
তথা হইতে কট ১ নং		
তথা হইতে সোনদাহির	১০	৬
তথা হইতে আলিকদহ	১৩	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৪	

বহরমপুর
১৩ ই জুলাই } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন
১৮৭৪

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চৌধুরী জামালপুর ১০
" " নৃত্যগোপাল নন্দী—রাইগঞ্জ ১০
" " গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চালিতাবাড়িয়া ১০
" " কিশোরচন্দ্র শুক—বদনগঞ্জ ১০
" " মহেশচন্দ্র সাহা—কৃষ্ণপুর ১০
" " বিপিনবিহারি মল্লিক গোবরডাঙ্গা ৫।০
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার গোবরডাঙ্গা ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ১২ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ২৭ এ জুলাই।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গ প্রদেশের শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের অধীনস্থ কএকটী পোষ্ট আফিসে লিখিত কএক ব্যক্তিদিগের নামে জামিনি টাকা আমানত আছে, অদ্যাপি তাহা কাহাকেও [illegible] হয় নাই।

যাহারা জমা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারিসান ও উত্তরাধিকারিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের পাওনার বিষয় শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের নিকট আবেদন করিবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের পাওনা টাকার স্বত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, এবং সেই টাকা গবর্ণমেন্ট খাতে জমা দেওয়া যাইবে।

জামিনি টাকার ফর্দ্দ ।

যে আফিসে জমা দেওয়া হইয়াছে।	যিনি জমা দিয়াছেন তাঁহার নাম ও কর্ম্ম	মবলক টাকা, আ, পা
বাঁকিপুর	বোলাকি লাল, পাটনা সিটি বিসিল্ডিং হাউসের কেরাণি	২১ ০ ১৫
বীরভুম	জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় আমোদপুরের পেয়াদা	২৯ ৷৶ ০
ভাগলপুর	শ্যাম সেব ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ৸৶ ১০
বর্দ্ধমান	কামীরুদ্দীন, টাভেলিং পোষ্ট আফিসের পেকারমেন	২৯ ৵০
কলিকাতা	সেক মেহোমেদ বক্স, কলিকাতা পোষ্ট আফিসের সর্টার	২২ ৶ ১৫
ঐ	কাসিম উদ্দি ঐ পেয়াদা	২৯ ৷৵ ৫
ঐ	কাসিম হোসেন ঐ ঐ	২৯ ৷৵ ৫
ঐ	মনিব উদ্দি ঐ ঐ	২৯ ৷৵ ৫
ঐ	গোলাম আবদার ঐ সর্টার	১৭ ৷৶
ঐ	আমিন উদ্দিন ঐ ঐ	৩৪ ০ ১০
ঐ	কালীলাল ওমেদওয়ার ঐ পেয়াদা	২৮ ৸৵ ৫
গয়া	দিগ্বিজয়চরণ পাল ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৪১ ।৵ ৫
হুগলী	মনিলাল সিং পেয়াদা	১১৭ ৵ ১৫
ঐ	সেক রূপ, ঘাটাল আফিসের পেয়াদা	১০২ ।০ ৫
ঐ	জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌহাটি আফিসের কেরাণি	১০৫ ।০ ১০
হাবড়া	লালা রমানন্দ নং ৩ ডিলিভারি পেয়াদা	২৯ ।৶ ৫
মালদহ	জগচ্চন্দ্র ঘোষ	২০ ৷৶০
মুঙ্গের	খুদিরাম ভট্টাচার্য্য মুঙ্গেরের পোষ্ট মাষ্টার	৭০ ৸৶ ১৫
মতিহারি	ভুরসি রায়, সিগৌলি আফিসের ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ৷/ ১০
ময়মনসিংহ	চুবা সেক সেরপুরের পেয়াদা	৪৮ ৶ ০
ঐ	নবকুমার চট্টোপাধ্যায় মুক্তাগাছার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১৬৫৵ ৫
ঐ	এম কাটান্থু পাকুলার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৩৫ /০ ১৫
ঐ	আনন্দচন্দ্র ঘোষ সেরপুরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১১৭ ৶ ০
নওগাঁ	বনোয়ারি লাল দে. হেড ওভারাসিয়ার	১১৭ ৶ ০
পুরুলীয়া	অমৃত বাহাদুর গঞ্জের পেয়াদা	২৮ ৸/ ০
ঐ	জহীর আলি, পুরণিয়া আফিসের মোহরার	২০৫৸৵ ১০
রঙ্গপুর	সরুপ উদ্দিন ওভারসিয়ার	২৯ ৶ ৫
মজফরপর	প্যারিমোহন ঘোষ, দরভাঙ্গা আফিসের কেরাণি	১১৭ ৶

৭ ই জুলাই ১৮৭৪ } আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল। বেঙ্গাল

বিজ্ঞাপন।

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব্ আসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ।৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্কৃপসান) মূল্য ১।০ ডাকমাসুল ৵০।

৩। গর্ভিণী বান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষার এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতে ছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

মুদ্রিত॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চুর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবা-

হিক্কা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৶ আনা হইতে ৮ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ॥ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মন্মথ রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অবীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদের ষ্টোম্যাকিক এলিকশরের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি"।

বি, এল, ঘোষ, এণ্ড কোং
সুন্দরবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা

—:০:—

সোমপ্রকাশ।

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা অনেক দিন বিদেশে ছিলাম, সম্প্রতি দেশে আসিয়া নিজগ্রাম ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। গত দুই বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে চাসের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। কৃষিজীবী মজুর ও স্বল্প আয়বান ভদ্র লোকেরা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকের দুই সন্ধ্যা আহার হইতেছে না। কাহার বা সকল দিন অন্ন জুটিতেছে না। এ বৎসর যদি সুবর্ষা না হয়, কত লোক যে মারা পড়িবে বলিতে পারি না। এ বৎসর এ অঞ্চলে বৃষ্টির গতি বড় ভাল দেখা যাইতেছে না। গত কয় সপ্তাহে ত কিছু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই। প্রখরতর রৌদ্রে বীজ ও আশুধান্য অনেক মরিয়া গিয়াছে। যেগুলি জীবিত আছে, তাহাও কীট দষ্ট হইয়া মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছে। আশুধান্য নির্ব্বিঘ্নে হইলে দরিদ্রদিগের অনেক স্বচ্ছল হইত, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ সপ্তাহে নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে না। যদি দুই চারি দিনের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হয়, কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা এ অঞ্চলের লোকের আর একটী বিষম কষ্ট দেখিলাম। দুই তিন বৎসর হইল এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে প্লীহা যকৃৎ ও জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। অনেকে কিছুমাত্র সঞ্চয় না থাকাতে ডাক্তার দেখাইতে পারিতেছে না, বিনা চিকিৎসায় ও হাতুড়িয়া চিকিৎসকের ভয়াবহ চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। হাতুড়িয়ারা প্লীহা ও যকৃতের দাগ দেয়। তাহাতে যে ভয়ঙ্কর ক্ষত হয়, অনেকের তাহার যাতনায় প্রাণ বিয়োগ হইতেছে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এতদিন কেহ উল্লিখিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম সম্প্রতি চাঁরনাতি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের যত্নে একটী উন্নতি বিধায়িনী সভা হইয়াছে। সভা উল্লিখিত দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগের হিত চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এস্থলে আমরা সভাকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। অনেক সভায় যেরূপ হইয়া থাকে, কেবল বাঙ্মাত্রে হিতচেষ্টা যেন পর্য্যবসিত না হয়।

—

কি স্বেচ্ছাচারিতা!!

ক্ষমতা উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তগত হইলে যেমন মঙ্গলের কারণ হয়, অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে পতিত হইলে তেমনি বহুল অনর্থের হেতুভূত হইয়া থাকে। অনুপযুক্ত ও গর্ব্বিত ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাচারিতা অতিশয় ভালবাসে। পদস্থ হইলে উহাদিগের সে স্বেচ্ছাচারিতার ইয়ত্তা থাকে না। তাহারা যা মনে করে তাই করিতে পারে, যাবতীয় কার্য্যে ক্ষমতা প্রদর্শন করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঐরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার নিবন্ধন সময়ে সময়ে কেবল যে প্রজাপীড়ন আইন লঙ্ঘন প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচার হয় এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টকেও তন্নিমিত্ত কলঙ্কভাগী হইতে হয়। ইহাদিগের যথেচ্ছাচারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের

[illegible] উৎপাদনের অন্যতর প্রধান স্থান। ইহাঁরা যেরূপে স্ব স্ব ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন, নেটিব পবলিক [illegible] তাহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গোদাবরী বিভাগে এক প্রাচীন জমীদার বংশ ছিলেন। ১৮৪৭ অব্দে বাকী খাজনায় ঐ জমীদারী বিক্রয় হয়, গবর্ণমেন্ট উহা ক্রয় করেন। এমন এক প্রাচীন জমীদার বংশ উৎসন্ন হইয়া যান এই ভাবিয়া তৎকালের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাসিক ৬ শত টাকা পেন্সন এবং একটী ক্ষুদ্র জমীদারী প্রদান করেন। ঐ জমীদারের পেদ্দাপুরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। তিনি সেখানে বাস করিতেন। প্রার্থনা করাতে গবর্ণমেন্ট সেটীও তাঁহাকে দিলেন, তবে এই কথা বলিয়া দিলেন যত দিন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন তিনি ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন। এই ভাবে প্রায় ২০।২৫ বৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিরা চলিয়া গেলেন, পঞ্জাবী স্কুলে শিক্ষিত উদ্ধত অবিমৃষ্যকারী যথেচ্ছাচারী কর্ম্মচারীরা গিয়া জুটিলেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের কোন কাজের জন্য কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর আবশ্যক হয়। পেদ্দাপুরের দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ বাটী সকলে ঐ প্রস্তর পাওয়া যায়, এই বলিয়া পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিরা কালেক্টরের নিকট আবেদন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা আনয়ন করিবার অনুমতি দিলেন। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অপেক্ষা করিলেন না এবং বর্ত্তমান দখলীকারকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তাঁহার ক্ষমতার সংকোচ হয়! তিনি তাহা করিবেন কেন? পবলিক ওয়ার্কের সাহেবেরা ত একে পায় আরে চায়, কালেক্টর সাহেব যে সকল প্রস্তর আনিবার আদেশ দিলেন, কর্ম্মচারিরা তাহা ছাড়া অন্য অন্য প্রস্তরও আনিতে আরম্ভ করিল। জমীদার প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন হইল। কালেক্টর ও রেবেণিউ বোর্ডকে জানাইলেন, তাহাও বিফল হইল। ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট অনধিকার প্রবেশ ও ক্ষতি পূরণের নালিশ হইল, জজ সাহেব মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। অবশেষে হাইকোর্টে আপীল করিয়া তিনি সুবিচার লাভ করিলেন। এই সকল মহাপুরুষের কার্য্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহারা প্রজাদের রাজভক্তি হ্রাস করিবার মন্ত্রস্বরূপ।

আমরা প্রধান রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই বিষয়টী একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। জমীদার যদি হাইকোর্টে জানাইতে না পারিতেন, কেমন অবিচার হইত। এটী একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। কর্ম্মচারিদিগের দোষে এইরূপ শত শত অবিচার হইয়া থাকে। এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক, জমীদার যদি গোঁয়ার হইতেন, তিনি অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া যদি দাঙ্গা করিতেন, লোক হত্যাদি কত অনর্থ ঘটিত। শেষে জমীদারই গবর্ণমেণ্টের কোপে পড়িয়া উৎসন্ন হইতেন। গবর্ণমেণ্টের প্রশ্রয় দোষই এই সমস্ত অনর্থের মূল। যে সকল কর্ম্মচারী এই প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের যথোচিত দণ্ড হয় না। যদি অপরাধানুরূপ দণ্ড হয়, তাঁহারা সাবধান হন, ভবিষ্যতে আর তাদৃশ কার্য্যে অগ্রসর হন না। গবর্ণমেণ্টের দণ্ড দেওয়া নাই, অতএব তাঁহাদিগের গর্ব্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার অধিকতর বৃদ্ধি না হইবে কেন? স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির অনুসারে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের যে বৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে কি প্রধান পুরুষদিগের সংশয় আছে? সকলে কি উপরে জানাইয়া অন্যায় প্রতীকারে সমর্থ হয়? অন্যায় ও অবিচার করিয়া দুর্ব্বলদিগকে দমনে রাখিয়া রাজ্য করা কি প্রধান পুরুষেরা শ্লাঘনীয় জ্ঞান করেন? উহাই কি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রভু শক্তি রক্ষার অবলম্বন স্তম্ভ? আমরা জানি অন্যায় ও অবিচার নিবারণ চেষ্টাই আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বল। সেই বলেই তাঁহারা এদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বদ্ধমূল হইয়াছেন। এখন যদি তাঁহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন হন, তাঁহাদিগের অবলম্বনস্তম্ভ ক্রমে ভগ্ন হইবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতি।

শান্তির সময়ে স্থিরভাবে কার্য্য করিয়া রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ কঠিন নয়। বিপদকালই রাজনীতিজ্ঞ দগের পরীক্ষার নিকষ স্বরূপ। ঐ সময়ে যাঁহারা অবিচলিত চিত্তে স্বাবলম্বিত পথে বিচরণ করিয়া সকল দিক রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহারাই পাকা দণ্ডনীতিজ্ঞ। লার্ড কানিঙ ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে এই রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আর এই দুর্ভিক্ষ কালে লার্ড নর্থব্রুক প্রদর্শন করিলেন। দুর্ভিক্ষের উপক্রম কালে ভারতবর্ষের সকলেই প্রায় ভীত হইয়া শস্যের রপ্তানী বন্ধ করা প্রভৃতি অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই শঙ্কিত ও ব্যস্ত হন নাই। তিনি নির্ভীক চিত্তে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রজা রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি যদি পাকা লোক না হইতেন, বাঙ্গালা দেশের

কত প্রজার যে অনাহারে মৃত্যু হইত-আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ আর একটী দুর্ভিক্ষ সময়ে আমরা সর জন লরেন্সেরও রাজনীতিজ্ঞতা দর্শন করিয়াছি। উড়িষ্যার লোক মরিয়া উড় কুড় উঠিয়া গেল। তিনি স্বচ্ছন্দে সিমলা শৈলের সুখ সমীরণ সেবনে কালাতিপাত করিলেন!! তিনি মোমের নাকের ন্যায় মন্ত্রীদিগের কথায় এদিক ওদিক ফিরিতেন, লার্ড নর্থব্রুক সেরূপ ফিরেন না। এই দুর্ভিক্ষে লার্ড নর্থব্রুকের প্রজাবাৎসল্যেরও সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। এস্থলে সর জন লরেন্সের সহিত ইহাঁর ব্যবহারগত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হইল। জন লরেন্সের প্রজার শরীর রক্ষার অপেক্ষা আত্ম শরীর রক্ষায় অধিকতর যত্ন ছিল। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ বহ্নি প্রজ্ব-লিত হইয়া দেশ দগ্ধ করিতেছে, তিনি সিমলা পর্ব্বতে বসিয়া স্বকর্ণে শুনিতে লাগিলেন, এক পদ পর্ব্বত হইতে নামিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে লার্ড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা পরি-ত্যাগ করিলেন, তথায় এবৎসরও গমন করিলেন না। যে কারণে এ প্রসঙ্গ উপ-স্থিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

সর রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণর হওয়াতে একটী নূতন বিষয় প্রকাশ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র সর জর্জ্জ কাম্বেল লার্ড নর্থব্রুককে রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন না। ইহাতে কাম্বেল সাহেব মনে মনে একটু বিরক্ত হন, এবং লার্ড নর্থব্রুককে অপ্রতিভ করি-বার জন্য যত শস্য দেশ হইতে রপ্তানী হইত তন্ন তন্ন করিয়া তাহার হিসাব সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া সকলকে তার প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু কত শস্য আমদানী হইল, সে বিষয়টী সকলের গোচর না করিয়া একপ্রকার গোলযোগ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। সার রিচার্ড টেম্পল সত্য গোপন করিতে ছেন না। তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত সাধার-ণের গোচর করিয়াছেন। লার্ড নর্থব্রুক রপ্তানী বন্ধ করেন নাই বলিয়া যাঁহারা অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার প্রতি দোষা-রোপ করেন, এই হিসাব দর্শন করিলে তাঁহাদের আর সে ভাব থাকিবে না ১৮৭৩ সালের নবেম্বরের প্রথম অবধি ১৮৭৪ সালের জুনের শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশ হইতে ২৪০০৭২ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কলি-কাতায় ৪৩৬২৭৩ টন আমদানী হই-য়াছে। রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে অনেক বলিয়াছেন, আমরাও অনেক বলিয়াছি, কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক গম্ভীর ও অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে সকলকেই তাঁহার প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—:•:—

লেভিন সাহেব।

ইংরাজজাতি স্বজাতির প্রতি অতি শয় পক্ষপাতী, এই দুর্নামটী ভারতবর্ষে দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়াছে। এ দুর্নাম অমূলক নয়। অনেক কার্য্যে তাহার পরীক্ষা হইয়াছে। সম্প্রতি আর একটী পরীক্ষাস্থল উপস্থিত হইয়াছে এ পরী ক্ষায় কি হয়, দেখিবার নিমিত্ত অনেকে উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। আমরা রঙ্গপু রের ভুতপূর্ব্ব জজ লেভিন সাহেবকে লক্ষ্য করিয়াই একথা কহিতেছি। কত দিন হইল তাঁহার অপরাধ প্রকাশ হই য়াছে; কিন্তু তাঁহার অপরাধের কি দণ্ড হইল এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না।

যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে তত্র লোকে অতি সাবধান হইয়া সে বিষয়ে কার্য্য করেন। অপরের বিচার করিবার সময় ববং অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু স্বসম্পর্কের কোন ব্যক্তির অপরাধ কিম্বা ত্রুটী দর্শন করিলে কঠোর ন্যায়া নুসারে তাহার বিচার করিবার প্রয়াস পান। কখনই সেই অপরাধীকে পক্ষ পুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করি বার চেষ্টা পান না। ক্ষমা প্রদর্শন কালেও আত্মীয়ের বিষয়ে কঠোর ন্যায়ানুগামী হইয়া থাকেন। এই রূপ ব্যবহারে লোকে প্রকৃত ন্যায়পরতা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে এবং নিঃস্বার্থ সত্য প্রিয়তা দর্শন করিয়া ধর্ম্মনীতির মহিমা বুঝিতে পারে। এই উন্নত ধর্ম্মনীতি, কি ব্যক্তি বিশেষ, কি গবর্ণমেণ্ট উভয়ের পক্ষেই সমান। গবর্ণমেণ্ট যদি এই রূপ অপক্ষপাতের দৃষ্টান্ত একবার প্রদর্শন করেন তাহা হইলে দেশ জুড়িয়া তাঁহা-দের সুখ্যাতি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একথা সকল সময় কর্ত্তৃপক্ষের স্মরণ থাকে না। যেখানে কোন এদেশী-যের সহিত কোন ইউরোপীয়ের বিবাদ ঘটিয়াছে, সেই খানেই এই ন্যায়পরতার মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে।

রঙ্গপুরের উকীলেরা লেভিন সাহেবের নামে যে আবেদন করেন তাহা পাঠক গণ অবগত আছেন। এই বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য জ্যাকসন সাহেব যে রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় কাহার অবিদিত নাই। জ্যাকসন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া কি স্থির করি য়াছেন তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু হাইকোর্টে যে বিচার হইয়াছে তাহাতে লেভিন সাহেবের দোষ এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার আদাল তের আমলারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি য়াছে সাহেব স্বয়ং কিছুই করিতেন

. . সমুদায় কার্য্য, তাঁহাদের হস্তে ফেলিয়া ... নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। ইহার অপেক্ষা ... অবহেলার অপর প্রমাণ ... হইতে পারে? এই প্রকার অনবধান-... জন্য সুরেন্দ্র বাবুর গুরুতর দণ্ড ... গিয়াছে কিন্তু লেভিন সাহেবের ... গুরুদণ্ড করা হইল? তাঁহাকে কি কেবল স্থানান্তরে বদলী করা হইল অথবা কিছু দিনের জন্য সস্পেণ্ড করা হইল অথবা চিরকালের মত গবর্ণমেন্টের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইল? যে সকল গর্ব্বিত ও ভ্রান্ত ইউরোপীয় সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ পাইয়া সমুদায় বাঙ্গালিকে অযোগ্য ও জঘন্য বলিয়া গালি দিয়াছিলেন তাঁহারা এখন কোথায়? ইংলিসমান না প্রথমে মহারুষ্ট হইয়াছিলেন এবং লেভিন সাহেবকে রঙ্গপুরের উকীলদিগের নামে অভিযোগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন? তিনি এখন কোথায়? আমরা এরূপ ভ্রান্ত মতাবলম্বী নহি। বাঙ্গলা দেশে যে জন্ম গ্রহণ করে সে সমুদায় দোষের, আর যে ইউরোপ খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করে, সে সমুদায় গুণের আকর আমাদিগের এ সংস্কার নাই। আমাদের চক্ষে সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ করাও যেরূপ সম্ভাবিত, লেভিন সাহেবেরও অপরাধ করা সেইরূপ সম্ভাবিত। উপসংহার কালে আমরা অনুরোধ করিতেছি গবর্ণমেণ্ট লেভিন সাহেব সংক্রান্ত সমুদায় কাগজ পত্র ত্বরায় প্রকাশ করুন। যে পর্য্যন্ত উহা প্রকাশিত না হবে, তাবৎ লোকে তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত দোষের আরোপ করিবে, ইহা যেন তাঁহারা বিবেচনা করেন।

সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

...যানকার আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ ...বদেশীয় রাজার সেখানে রাজত্ব ...ড় কঠিন কর্ম্ম। ভ্রম প্রমাদাদি ঘটিবার অধিকতর সম্ভাবনা। সেই ভ্রম প্রমাদাদির বিষয়ও সময়ে সময়ে এই সোমপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে উদার রাজনীতির উপর ব্রিটিশ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, তাহা চক্ষে দর্শন করা দূরে থাকুক তাহার বিষয় চিন্তা করিলেও হৃদয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হয়। আমাদের এরূপ বক্তব্য নয়, যে সর্ব্বস্থলে ও সকল বিষয়ে এই রাজনীতির যথাযথ অনুসরণ করা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা ও এই নীতির অবমাননার বহুল উদাহরণ নয়নগোচর হয়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজ্যের অভ্যুদয় অবধি যে এদেশের সুখসমৃদ্ধি ও শান্তির সুত্রপাত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? স্বাধীনতা ইংলণ্ডের প্রাণভূত, স্বাধীনতাই ইংরাজের প্রধান গৌরবের বস্তু। এই হেতু ইংরাজ জাতি যখন ভারতবর্ষকে করতলস্থ করিলেন, তখন প্রজাদিগের স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইল। এই কারণে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অবধি দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রজার নিজের মত অভিরুচি ও প্রবৃত্তির অনুসারে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইল। তাহার উপাদেয় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। বিকাশের অবসর পাইয়া ভারতবাসিদিগের নিদ্রিত চিত্তবৃত্তি সকল দেখিতে দেখিতে জাগ্রত হইয়া উঠিল; মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে আপনার কার্য্য আরম্ভ করিল; সকলেই আপন আপন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির অনুসারে নিজের ও সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

সকল বিভাগেই এই উৎসাহ স্ফূর্ত্তি ও উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে। যে সকল প্রদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন, তাহার ত কথাই নাই, দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যেও এই উৎসাহ ও উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। মুসলমান রাজাদিগের সময় এই সকল রাজাদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল তদ্বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মুসলমানদিগের সময় হিন্দু রাজারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী মুসলমানদিগের অনুগত ও তাহাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, অপর শ্রেণী মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া তাহাদিগের নিকটস্থ হইতেন না। যাঁহারা মুসলমান রাজাদিগের আনুগত্য করিতেন, তাঁহারা যেমন কখন কখন প্রসাদভাজন হইয়া উচ্চপদে অধিরূঢ় হইতেন তেমনি আবার সময়ে সময়ে তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া ধনে প্রাণে বঞ্চিত হইতেন। হিন্দুরাজাদিগকে অনুরক্ত রাখিলে যে কি উপকার হয় সুবুদ্ধি আকবর তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা হিন্দুদিগের মানবর্দ্ধন করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজেব হিন্দু রাজাদিগকে অপদস্থ করাই গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিতেন। যাঁহারা রাজদ্বেষী ছিলেন, তাঁহাদের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহাদিগকে চিরসমরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধিকার কাল অবধি সে ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্যের উন্নতি করিবার ভার দেশীয় রাজাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। ইহার উত্তম ফলও ফলিয়াছে। এখন প্রায় সকল রাজ্যেই উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। জয়পুর পাতিয়ালা

সিন্ধিয়া প্রভৃতির অধিপতিরা ক্রমেই স্ব স্ব রাজ্যের কল্যাণ সাধনে যত্নবান হইতেছেন। বোধ হয় কাশ্মীর এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। মহারাজ রণবীর সিংহ বিচক্ষণ ও সুযোগ্য মন্ত্রীদিগের মন্ত্রশক্তির বলে ক্রমেই নিজরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হইতেছেন। কয়েক বৎসর হইল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাশ্মীর রাজ্যের শাসন বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। তখন আমাদের এই শঙ্কা হইয়াছিল যে কালে কাশ্মীর রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যসাৎ করিবার সূত্রপাত হইতেছে। কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন কি শিক্ষা কি শাসন কি বাণিজ্য সকল দিকেই কাশ্মীররাজের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।" বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের হস্তে রেশমের কারবারের ভার সমর্পিত হওয়াতে যে উপকার লাভ হইয়াছে তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। শুনা যাইতেছে যে চীন দেশে মহারাজ একটী রেশমের কুঠী করিবেন এবং ইউরোপের স্থানে স্থানেও ঐরূপ কুঠী করিবার ইচ্ছা আছে। আর একটী আনন্দের বিষয় এই যে, মহারাজ এই সকল কার্য্যভার উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগের হস্তে দিবার সংকল্প করিয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর কৃতার্থতা ও যোগ্যতাই এই সংকল্পের কারণ। এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল। রাজা আপাততঃ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করুন, কিন্তু তাঁহার নিজ প্রজাদিগকে উপযুক্ত করিবার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। এই সকল উপায়ে যে কাশ্মীরের বিপুল ধনবৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের অন্যান্য রাজারা যদি এই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে দেশের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হয় সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই শ্রাবণ সোমবার।

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীতে দেশীয় জুতা লইয়া যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবল যে এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা এক বাক্যে সোসাইটীর সভ্যগণের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন এরূপ নয়, ইংলিশমান পিয়নিয়র ও নেটিব ওপিনিয়ন প্রভৃতি অনেক ইংরাজী সংবাদপত্রও এ বিষয়ে বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নেটিব ওপিনিয়ন লিখিয়াছেন, "এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যগণের ন্যায় ব্যক্তিরা যে এই সামান্য বিষয় লইয়া এত গোলযোগ করেন এটী অনল্প বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই, যাহাতে এরূপ ঘটনা আর কখন না ঘটে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এ দেশীয়েরা কোন মজলিসে গেলে যে জুতা খুলিয়া বসেন, তাহার কারণ এই, তাঁহাদিগকে গালিচা প্রভৃতি আসনে বসিতে হয়, সে জুতা খুলা কাহারও সম্মানের জন্য নহে, তাহাদের সামাজিক রীতানুসারেই জুতা খুলা ঘটিয়া থাকে, এমন অবস্থায় কোন ইংরাজ মজলিসে তাহাদিগকে জুতা পায় দিয়া যাইতে নিষেধ করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত হয় না।" ইংরাজেরা এদেশীয়দিগকে যত ভালবাসেন, দেশী জুতাতেই তাহার পরীক্ষা হইল।

ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সম্প্রতি ম্যাকমেহনের সহধর্ম্মিণী গাড়ি করিয়া বার্সেলিসের একটী গির্জ্জায় গমন করেন. গাড়ি হইতে নামিবার সময় তাঁহার পরিচ্ছদ গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া যাওয়াতে তিনি হেটমুখ হইয়া পড়িয়া যান, তথায় একজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ছিলেন, তিনি দৌড়াদৌড়ি তাঁহাকে তুলিতে গেলেন, কিন্তু মন্ত্রী যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাড়াতাড়ি স্বয়ং উঠিয়া বলিলেন "তোমরা মন্ত্রী যখন পতিত হও, এরূপ শীঘ্র উঠিতে পার না।" ম্যাকমেহনের সহধর্ম্মিণীর সদৃশ কথাই হইয়াছে।

লণ্ডন অতি আশ্চর্য্য নগর। উহার আয়তন ১১১ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। যে সকল সম্পত্তির বার্ষিক কর ধার্য্য আছে, তাহার মূল্য ২০ কোটি টাকা। গত বৎসর প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২২৮৫ ব্যক্তির জন্ম এবং ১৪৪৬ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। প্রতি সপ্তাহে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ৮৩৯ অধিক।

ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে এক্ষণ অবধি অর্দ্ধ ছটাক ওজনের চিঠি চারি আনা মাসুলে এখান হইতে জর্ম্মণিতে যাইবে ও এখানে আসিবে। এটী অল্প সুবিধা নয়।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপ নিবাসী সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় এতদিনের পর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্রেক নিবন্ধনই হউক বা গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের প্রতি অনুকূল হইয়াই হউক, অথবা কোন গুপ্তকারণেই হউক নবদ্বীপ প্রসূত শচীপুত্র গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ ব্রহ্মত্ব সংস্থাপনে যত্নবান ও দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কয়েকটি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বচনের স্বকপোলকল্পিত অর্থ অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ ব্রহ্মত্ব শাস্ত্রসম্মত বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।" আমাদিগের দেশে দেবতা হওয়া কঠিন নয়, দেবতা করিয়া তুলিবার লোকেরও অপ্রতুল নাই। সমাচারপত্রগুলি প্রতিবন্ধক না হইলে আমরা এতদিনে আরো কত নূতন দেবতা দেখিতে পাইতাম।

এক ব্যক্তি মুরশিদাবাদ হইতে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "দুঃখের বিষয় এই যে ইহাদিগের মধ্যে এক মহাত্মাও কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন নাই; যাহাদের বদান্যতাগুণে দেশে শত শত দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় অন্নসত্র প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহাদের নাম ভারতের সমুদয় অংশে সকল লোকেই গান করিতেছে,

[illegible] একটী ক্ষুদ্র পাবলিক [illegible] সম্প্রদায়ের সাহায্যদানে পরা- [illegible] কখনও বিশ্বাস হয় না । [illegible]ত্র প্রেরণে কোন গোলযোগ [illegible] আজি কালি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা [illegible] ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং [illegible]কেরা সাহায্যদানে শ্লথাদর হই- য়াছেন ।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন কোন কয়েদীর যদি বেতন ভিন্ন অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহাকে ঋণের জন্য কারারুদ্ধ রাখা হইবে না । ইহাতে বিচারপতিদিগের কিছু অধিক দয়া প্রকাশ পাইয়াছে ।

শ্যাম্প্লেন নামক একখানি আমেরিকান জাহাজ যত শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিয়াছে এত শীঘ্র আর কোন জাহাজ এপর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই । এখানি বোষ্টন নগর হইতে মান্দ্রাজে ৭৬ দিনে আসিয়াছে । বোষ্টন হইতে সচর চর এক শত দিবসের ন্যূনে আসা যায় না ।

আমেরিকার ন্যায় ইংরাজ স্ত্রীরাও পুরুষের অন্ন মারিবার চেষ্টায় আছেন । ইংলণ্ডে ছয়জন যুবতী বারিষ্টার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন । ইহাঁরা কিন্তু বারিষ্টার হইলে পুরুষের অপেক্ষা অধিক পসার করিতে পারিবেন । কারণ ইহাঁরা যে সকল ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিবেন, জজদিগের এমন ক্ষমতা হইবে না যে সহজে তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন ।

আমরা শুনিলাম ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান সম্পাদক ডাক্তার স্মিথ ১৮ ই জুলাই স্বদেশ যাত্রা করিবেন । শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন না । মান্দ্রাজ মেইলের সম্পাদক কাপার সাহেব কিছুদিনের জন্য ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিবেন, যেমন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া স্মিথ সাহেব তাহার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন ।

সম্প্রতি প্রিন্স বিসমার্ক বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন । এক ব্যক্তি তাহাকে গুলি করে, ভাগ্যক্রমে গুলি তাঁহার হস্তে লাগিয়া [illegible] । ঐ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে ।

মিউনিসিপালিটী সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে কোন মিউনিসিপালিটীর সুখ্যাতি শুনা প্রায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কোন মিউনিসিপালিটী ঋণে একান্ত অভিভূত কাহারও কার্য্যের কোন শৃঙ্খলা নাই, কেহ বা সকল অর্থের অপব্যয় করেন, কর প্রদাতাদিগের কোন উপকার হয় না, এইরূপ অভিযোগ প্রায়ই আমাদের শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করে. এমন অবস্থায় কোন মিউনিসিপালিটীর সুখ্যাতি শুনিলে বড় আনন্দ হয় । কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটীর গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ দর্শনে আমরা সেই সন্তোষলাভ করিলাম, সকল দিকেই উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এটী ষ্টারণেল সাহেবের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কেবল গৌরবের কেন ? লাভেরও হইয়াছে। কমিশনরেরা তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন । পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর উক্ত মিউনিসিপালিটীর অর্থের অনটন হইয়াছিল বটে; কিন্তু গত বৎসর প্রায় ৭৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে । অনেক মিউনিসিপালিটীতে কাজের লোক নাই বলিয়াই তাহার হীন অবস্থা ।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী ৬ই আষাঢ় লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় এক দরবার করিবেন ।

মান্দ্রাজের কোন সংবাদ পত্র লণ্ডন হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন, ইহাতে লিখিত হইয়াছে, আগামী শীত কালে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ দর্শনে আসিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । যাঁহারা ভারতবর্ষের কাজে থাকেন, তাঁহাদিগের ভারতবর্ষ দর্শন অতি আবশ্যক ।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রাণান্তেও কখন স্বহস্তে এক কলম লিখেন না । তিনি বলিয়া দেন, ক্ষিপ্রহস্ত লেখকেরা লিখেন, পরে তাহা ছাপা হয় । এটী কিছু নূতন ও অদ্ভুত কথা নয় । গণেশ ব্যাসদেবের লেখক ছিলেন ।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, এক্ষণে যত গুলি নূতন সূতার কল প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি সম্পূর্ণ হইলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি নাগপুর এবং অমরাবতীতে সর্ব্বশুদ্ধ অনুমান ৪১ টী কুঠী হইবে । ইহাদের মূলধন চারি কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা । এই সকল দর্শন করিলে এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে আশার সঞ্চার হয় ।

৬ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ।

মানুষের কখন কি অবস্থা ঘটে কাহার সাধ্য বলিয়া উঠে । শ্রীরামপুরের গোলোক নাথ রায়ের নাম বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, ইনি ডানিশ সেটেলমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন । ইহাঁর দানশীলতা দেশ বিখ্যাত, এজন্য ইহাকে অনেকে বাঙ্গালা দেশের দাতাকর্ণ বলিত । ইনি এই অসামান্য দান গুণে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন । মৃত্যু কালে ইহাঁর বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয় হয় এরূপ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান । এক্ষণে তাহার মৃত পুত্র প্রাণকৃষ্ণ রায়ের ঋণের জন্য তাহার বাসবাটীটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে । তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরা থাকিতে পায় এমন একটী স্থান নাই । সৌভাগ্যের সময়ে স্ত্রীলোকটী তাঁহার নথে যে মুক্তা গুলি পরিতেন তাহার এক একটীর মূল্য হাজার টাকা, তাহার পরিবার শাটী খানির মূল্য ৮ শত টাকা । এক্ষণে তাঁহার উপজীবিকা ভিক্ষা, তাঁহার সন্তানগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে । বিষয় রক্ষা করা উপার্জ্জন করা অপেক্ষা কঠিন কাজ । বিষয় অপদার্থের হাতে পড়িলে তাহার এই দশা ঘটিয়া থাকে ।

কোন সংবাদ পত্র বলেন, বোম্বাইর টার্ডি নামক একটী স্থানে সম্প্রতি এক ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে । অকস্মাৎ একজন কৃষকের মৃত্যু হয়, তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃত দেহ লইয়া গিয়া চিতার উপর তুলিয়া দিয়া ইহাতে অগ্নি প্রদান করে । যখন উহার চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিল, তখন ঐ মৃত ব্যক্তি " মলাম মলাম " বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু তখন আর তাহাকে রক্ষা করিবার সময় ছিল না, সে পুড়িয়া মরিল । যাহারা শব দাহ করিতে যায় বোধ হয় তাহারা মাতাল হইয়াছিল, না হইলে এরূপ ঘটনা হয় না । মৃত্যু হইল কি না প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন কার্য্য নয় ।

ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল,

নিউইয়র্কের সাইরেকিউজ নামক স্থানে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক উৎসব কালে এক গির্জ্জাতে বহুসংখ্য লোক সমবেত হন। হঠাৎ ফ্লোর কক্ষা-মেজে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ৪ জন হত এবং এক শত জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি পারিসের এক সুন্দরী যুবতী এক মকদ্দমায় লিপ্ত হন। এ নিমিত্ত তিনি একজন প্রধান উকীলের নিকট গমন করাতে উকীল নিজে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের ভার না লইয়া তাঁহাকে একটী বক্তৃতা লিখিয়া দেন, স্ত্রীলোকটী মকদ্দমা কালে সেই বক্তৃতা পাঠ করেন, জজ তাঁহার রূপলাবণ্য এবং কোকিল বিনিন্দিত স্বরমাধুরীতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ডিক্রি দিলেন! এমন অবস্থায় স্ত্রী বারিষ্টার হইলে কি আর রক্ষা আছে?

কয়েক জনের অপরাধে গ্রামশুদ্ধ লোককে দণ্ড দিবার রাজনীতি দিন কতক অন্তর্হিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার দেখা দিয়াছে। ইংলিসম্যান বলেন, ঝিলাম বিভাগে সিরওয়াল নামক পল্লীতে এক বৎসরের জন্য পল্লীবাসীদের ব্যয়ে এক জন সার্জ্জন ও চারিজন কনষ্টেবল রাখিবার অনুমতি হইয়াছে। গ্রামবাসীদের কয়েক জনের দুর্ব্যবহার নিবন্ধন এই আজ্ঞা হইয়াছে।

আমেরিকার সকলই আশ্চর্য্য, সকলই নূতন। সম্প্রতি তথায় টেলিগ্রাফযোগে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর কন্যা টেলিগ্রাফ লাইনের উভয় পার্শ্বে পুরোহিত লইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। তারে সংবাদ হইল পাত্র পাত্রী উভয়ে হস্তস্পর্শ করুন। তাঁহারা তারের দুই প্রান্তভাগ স্পর্শ করিলেন। পাত্রের পক্ষ হইতে টেলিগ্রাফ হইল "মিস ফ্র্যান্সিস। তুমি আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলে? উত্তর আসিল "করিলাম"। পরে ফ্র্যান্সিস টেলিগ্রাফ করিলেন, সামিবান! তুমি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলে? উত্তর আসিল "করিলাম" উভয়ে পরস্পরকে এই টেলিগ্রাফ করিলেন, সুখ দুঃখ আপৎ বিপদ সকল সময়েতাঁহারা জীবিত কালের মধ্যে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমেরিকার উন্নতি স্রোত যেরূপ বলবতী তাহাতে টেলিগ্রাফ দ্বারা বিবাহ হওয়া ত সামান্য কথা, টেলিগ্রাফ যোগে ক্রমে গর্ভাধান ও সন্তানের উৎপত্তিও হইবে।

শুনা যাইতেছে আগামী শীত ঋতুতে সার উইলিয়ম মিউর রাজস্ব মন্ত্রী হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন।

বরদার গুইকুমার কেবল গবর্ণমেণ্টের নয়, স্বজাতীয় আত্মীয় কুটুম্বদিগেরও বিরাগ ভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। মণিটর বলেন, সম্প্রতি তাঁহার আত্মীয়কুটুম্বগণ তাঁহার হুকা ও তাঁহার সহিত একত্র ভোজন বন্ধ করিয়াছেন। আমরা গুইকুমারের পরিণাম বড় ভাল বুঝিতেছি না।

সম্প্রতি আমেরিকায় দুচখো মহিষ বধের নিষেধক এক আইন প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের এখানে দুচখো গোবধের নিবারক একটী আইন হইলে আমরা ঘি দুধ খাইয়া বাঁচি।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চাউল প্রেরণ করেন, তাহার অনেকগুলি বস্তা চুরি যায়, গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের যত্নে সেগুলি ধরা পড়িয়াছে। দুষ্ট লোকদিগের এই এক মর্ম্ম।

৭ ই শ্রাবণ বুধবার।

জুলাই মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশের সাহিত্য সংক্রান্ত যে একটী প্রস্তাব দৃষ্ট হইল উহার লেখক একস্থলে লিখিয়াছেন, অনেকের সংস্কার বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম। উক্ত প্রস্তাব লেখক বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি ইহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে উহার কয়েকটী প্রদর্শিত হইল—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি
অহম্	অহম্মি	আমি
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
অদ্য	অজ্জ	আজ
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ ইত্যাদি।

লেখকের নিজেরই ভ্রম জন্মিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রাকৃত হইতে হইয়াছে বটে কিন্তু অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত হইতে হইয়াছে। এই কারণে লোকের উল্লিখিত প্রকার সংস্কার।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হওয়াতে জাপানের গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কেবল বাঙ্গালা দেশের সীমায় বদ্ধ নয়।

বিকট হাস্য সময়ে সময়ে বড় বড় চিকিৎসকের বিদ্যা বুদ্ধিকে পরাভব করিয়া ফেলে। লণ্ডন মেডিকাল রেকর্ড বলেন, সম্প্রতি এক ব্যক্তির গলার নলীর মধ্যে ফোড়া হইয়া গলা এরূপ ফুলিয়া উঠে যে ডাক্তারেরা সকলে জবাব দেন। রোগীর আত্মীয় পরিবার সকলে আসিয়া তাহার করপীড়নপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, ঐ ব্যক্তির একটী পোষা বানর ছিল, পরিশেষে সেও আসিয়া ঐরূপ কর পীড়ন করিয়া চক্ষে হস্ত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করে, ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে এত হাসিতে লাগিল যে ফোড়াটী ফাটিয়া গেল, সেও আরোগ্য লাভ করিল।

একজন ব্রহ্মদেশীয় যুবক বারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মদেশের এই প্রথম চেষ্টা।

২১ এ জুলাইর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে নূতন পথ প্রস্তুত ও পুরাতন পথের সংস্কার প্রভৃতি পরিদর্শনের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বহুসংখ্যক বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইল। ইনকম টেক্সের শতকরা এক টাকায় রাস্তা করা হইবে, এই বাক্যটীর

যে প্রকার ফল জন্মিয়াছিল, সেরূপ না হইয়া যদি বাস্তবিক রাস্তাঘাটগুলি হয় রেঙ্গুনের লোকের তাদৃশ কষ্টকর হইবে না।

গবর্ণর জেনরল ঢাকায় গমন করিলে তাঁহার সম্মানার্থ নগরের একাংশ আলোক ময় করা হইবে। খাজে আব্দুল গণির বাটীতে এক সভা হওয়া স্থির হইয়াছে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ "নর্থব্রুক হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করা হইবে। লর্ড নর্থব্রুক ইহার অপেক্ষাও অধিক সম্মানের পাত্র।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন, ২৩ এ জুন হঙকঙে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমি কম্পের সময় এক প্রকার শব্দ হইয়াছিল। ইহাতে অনেক গৃহের প্রাচীর ফাটিয়া যায় কার্ণিশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং গৃহ মধ্যস্থ কাচের যে সকল আসবাব ছিল সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়।

এদেশীয় লোকেরা প্রধানতঃ ধান্যোপজীবী। এক বৎসর ধান্য ভাল না জন্মিলে ইহারা প্রাণে মারা যায়, সেই ধান্যের চাসের উন্নতি বিষয়ে আমাদের প্রধান পুরুষেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা আপনাদের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, প্রজারা দরিদ্র হউক, অনাহারে মরুক তাঁহারা তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করেন না। ধান্যের চাস হউক না হউক তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে নীল চা অহিফেন প্রভৃতি জন্মাইয়া আপনাদের সুবিধা এবং বাণিজ্য দ্বারা ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করেন। আমরা অকারণ এই কথাগুলি কহিলাম পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না, ইংলিসম্যানে দেখা গেল রেবেনিউ বোর্ডের মেম্বর মণি সাহেব অহিফেনের চাস যেরূপ হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ এবং যাহাতে উত্তমরূপে এবং যথেষ্ট পরিমাণে অহিফেন জন্মে তাহার উপায় উদ্ভাবনার্থ গাজিপুরে গমন করিয়াছেন। কিসে ধান্যাদি চাসের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে যদি ইহাঁরা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করেন, অনেক উপকার সাধিত হয়।

আমরা শ্রাবণ মাসের "বান্ধব" প্রাপ্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের সভ্যতা বিষয়ের তুলনা করিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে আমরা উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কমলধর প্রস্তাবটীও মন্দ হয় নাই।

ইংলিসম্যানের একজন সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন, পবলিক ওয়ার্কের জন্য গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে যে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, সকলেই বলিতেছেন কর্ণেল ষ্ট্রাচি ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন।

১১ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৯২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনা করিলে এ সপ্তাহে ২৬ জন কম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩ জনের ওলাউঠায় ৬৬ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনগণের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

১১ ই জুলাই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৬৫৪৩০ টাকা আয় হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময় ৩৬৬২৫০ টাকা আয় হইয়াছিল এবার ৯৯১৭০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৬৫৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ১৭৯৫০ টাকা হইয়াছিল, ৮৬১০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু দিগম্বর মিত্র পীড়িত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ কলিকাতা হইতে প্রায় তিন মাস কাল বিদেশে বাস করেন, এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া গত শনিবার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত রবিবার কালিফর্নিয়া নামক এক খানি জাহাজের কার্পেণ্টার টরনবুল সাহেব সুরাপানে মত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে জাহাজে প্রত্যাগমন করে, প্রাতঃকালে দেখা যায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুরাপানের এই সকল বিষময় ফল দেখিয়াও লোকে সাবধান হয় না এই আশ্চর্য্য!

বালীর খালের উপর যে একটী ঝুলান সেতু আছে, তাহা নিতান্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র উহার সংস্কার করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। হুগলী বিভাগের এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র আপাততঃ উহার উপর দিয়া এক খানির অধিক গাড়ি না যায় তন্নিমিত্ত দুইজন দারবান রাখিয়া দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি ম্যাঙ্গেলোর হইতে কোচিন আর্গসে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় এক জন খৃষ্টান স্ত্রী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে, উহার কটিদেশ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত পক্ষীর ন্যায় এবং নিম্নদেশ মনুষ্যাকৃতি। ওয়েষ্টারন ষ্টার নামক সংবাদ পত্রেও একটী অদ্ভুত সন্তানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার স্বাভাবিক দুটী চক্ষু ভিন্ন কপালে আর দুটী চক্ষু আছে, একটী লাঙ্গুলের চিহ্ন আছে। আর একটী আশ্চর্য্য এই, সন্তানটী প্রতি ঘণ্টায় এক ইঞ্চ করিয়া বড় হয়। মাতা ইহাতে ভয় পাইয়া উহাকে একটী টবের মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, তাহাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। সিবিল সার্জ্জন মৃত দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন।

আমরা আষাঢ় মাসের আর্য্যদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম প্রস্তাবগুলি নিন্দনীয় হয় নাই কিন্তু ইহাতে আমরা অধিকতর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইবার ইচ্ছা করি। আর্য্যদর্শন কিছু নূতন দেখাইবার চেষ্টা করুন।

৮ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

অদ্য উল্টা রথ। এবৎসর প্রথম রথের দিবস মাহেশের রথ টানিতে দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ এই, রথখানি জীর্ণ এবং উহার দুই এক খানি চাকা মন্দ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শ্রীরামপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উহার সংস্কার করিতে বলেন। রথের অধ্যক্ষেরা উহার সংস্কার করেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট রথের কিছু পূর্ব্বে উহা দর্শন করেন এবং উক্ত সংস্কার তাঁহার মনোমত না হওয়াতে উহা টানিতে নিষেধ করেন, রথের

কাছি পর্য্যন্ত উঠাইয়া লইয়া যান। অধিকারীরা এ বিষয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে টেলিগ্রাফ যোগে জানান কিন্তু বুধবার কোন সংবাদ আইসে না। বৃহস্পতিবার রথ টানিবার হুকুম আসাতে কিয়ৎকাল রথ টানা হয়। আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ রথ সংস্কার তাঁহার অভিমত? সময় থাকিতে অধিকারীদিগকে সেগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই কেন? রথ টানিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সংস্কারটী মনোমত হইল না বলিয়া রথ টানা বন্ধ করিয়া দিলেন এটী কিরূপ ব্যবহার? কোন এক ছল করিয়া রথ টানা বন্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত, এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে না?

এবার পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ৫০ হাজার যাত্রী সমবেত হয়। ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রিদিগের বিষয়ে ভালরূপ বন্দোবস্ত হইলে বোধ হয় পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় না।

এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া এদেশীয় জমীদারেরা কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলের নিকটেই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেব নিজেই তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ডেলিনিউসের ফর্ব্বস সাহেবের নিকট সুখ্যাতি লইতে পারেন নাই। ফর্ব্বস সাহেব বিলাতে গিয়াই এক পত্রে লিখিয়াছেন "সরকার যদি জমীদারের প্রজাগণকে বাঁচাইয়া দেন, তবেই তিনি বড় সন্তুষ্ট; ইহার মধ্যে তিনি যদি আর কিছু লাভ করিতে পারেন, আরো ভাল। তাঁহাকে যদি তাঁহার দয়াবৃত্তি পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়, তিনি কেবল যে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রজাগণকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন না, এমন নয়, তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের সমাধি জন্য যে ব্যয় সে ব্যয় দানেও সম্মত হইবেন না।" ফর্ব্বসের ন্যায় দুই একজন সাহেব এদেশে আসিলেই প্রতুল!

বোম্বাইর পারসিদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে দাঙ্গা হয়, তদ্বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচরীভূত হওয়াতে তিনি বলিয়াছেন, এবিষয়ে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি পারসিদিগের অনুযোগ করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। পুলিস কমিশনর সাউটার সাহেব পূর্ব্বে সাবধান হন নাই বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। পারসিরা এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে মৌনী হইয়াছিল তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রশংসা করা হইয়াছে। সাউটার সাহেবের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে বটে কিন্তু এদিকে এই ঘটনার পরেই তাঁহার পদোন্নতি হইল? অপরাধী কর্ম্মচারিদিগের এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হওয়াতেই অনিষ্টের অধিক বৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি ভাস্তাড়ার নিকটে মণিপুর নামক স্থানে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামে জীবন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির অনেকগুলি ধান্য ছিল, এই দুর্ভিক্ষ সময়ে জীবন ধান্য বিক্রয় করিয়া কতকগুলি টাকা করে; ডাকাইতেরা সন্ধান পাইয়া প্রায় ২০। ২৫ জন একত্র হইয়া উহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার গঙ্গায় চাউল বোঝাই এক খানি নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে।

৯ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

উড়িষ্যা পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল, আমাদের রাজ্ঞীরপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমে ঋণজালে অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছেন। এখনই এই, ইহার পর রাজা হইলে কি করিবেন বলা যায় না।

আমাদিগের রাজ্ঞীর কনিষ্ঠা কন্যা বেট্রিসের পাণিগ্রহণার্থ বে কএকজন অভিলাষী হইয়াছেন। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্র তাহার অন্যতম।

জর্ম্মণিতে শবদাহ প্রথা এরূপ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে অতি অল্প কালের মধ্যে জর্ম্মণির ৮১ টী নগরে "শবদাহিনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, অতিবৃষ্টি নিবন্ধন এ বৎসর শম্বর লেকে লবণ প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ১লা নবেম্বর অবধি বোম্বাইয়ে একটী মেডিকল স্কুল খোলা হইবে, তদ্দেশীয় ভাষায় বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সুরাটের একটী বৃদ্ধা উদরাময় রোগাক্রান্ত হয় একজন ঔষধ বিক্রেতার নিকট একটী ঔষধ চাহিয়া পাঠায় এবং সেই ঔষধ দুগ্ধের সরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করে। অন্যরূপ স্বাদ বোধ হওয়াতে বৃদ্ধা পরীক্ষার্থ একটী বালককে উহার কিয়দংশ খাইতে দেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ের মৃত্যু হয়। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইল বৃদ্ধা যে ঔষধ চাহিয়া পাঠাইয়াছিল সে ব্যক্তি ভ্রম ক্রমে সে ঔষধ না দিয়া শাদা আর্সেনিক দিয়াছিল। একের সামান্য ভ্রমে দুইজনের মৃত্যু হইল!

উক্তপত্র বলেন, সম্প্রতি দ্বারকা হইতে কতকগুলি যাত্রী আসিতেছিল, গণ্ডলের নিকটে ডাকাইতে উহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। পুলিস ৩ জনকে সন্দেহ করিয়া উহাদিগকে গাছে টাঙাইয়া এরূপ গুরুতররূপে প্রহার করে যে উহাদের এক জনের মৃত্যু হয়। আমরা পুলিস কর্তৃক এইরূপ অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রায়ই শুনিতে পাই, ইহাদের শাসনের কি কোন উপায় নাই?

আমরা শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে "চার্ব্বাক দর্শন" নামে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, উহাতে লেখকের বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পাইয়াছে।

মুলমিনে পুনরায় ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে। বঙ্গদেশে এখন ম্যালেরিয়া জ্বরের বিলক্ষণ আধিপত্য, বোধ হয় ডেঙ্গু আর কিছু এ অঞ্চলে আসিতে পারিতেছে না।

রাজপুরুষদিগের অত্যাচার দমনে সাথ দেব বুঝি বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করেন। জাম খন্দির সর্দার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এক বৃহৎ রথ প্রস্তুত করিয়াছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছেন, সিমলার জল বায়ু অতিশয় দূষিত হইয়াছে শীঘ্র তথায় একটী ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে

আমরা হৃদয়ের সহিত ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ করি।

আমাদিগের সিমলাস্থ সহযোগী বলেন, ৺ অমরচন্দ্র সারখেল গত চারি বৎসর পর্যবা একৌণ্টাণ্ট জেনরল আফিসের প্রায় ৮ হাজার টাকা চুরি করিয়াছেন। এই টাকায় তিনি ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়াছেন এবং ভূসম্পত্তি করিয়াছেন। কঠিন পরিশ্রমের সহিত ইহার ৭ বৎসর মেয়াদ ও ২ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টা করিলে প্রায়ই এইরূপ হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা শতকরা		১০৪॥—১০৪॥৵০
৪॥	"	"	১০৬॥—১০৭
৪॥	"	"	১০৫৸—১০৫৸৵
৪॥	"	"	১০৫৸—১০৫৸৶
৫॥	"	"	১১০॥৶- ·১১০৸০

১০ ই শ্রাবণ শনিবার।

ইংলিসম্যান পেশোয়ার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় এরূপ গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে যে ৪। ৫ জন সর্দ্দিগরমি হইয়া মরিয়া গিয়াছে। পেশোয়ারে গ্রীষ্ম নিবন্ধন লোকের মৃত্যু হইতেছে, আমরা দক্ষিণে বৃষ্টির জন্য হাহাকার করিতেছি, মধ্যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া গেল।

সম্প্রতি তিনজন নাবিক গলের নিকট শীকার করিবার জন্য জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হয়। তীরে উঠিয়া তাহারা আর কিছু শীকার করিতে পারে নাই, তিন জন এদেশীয়কে শীকার করিয়াছে! ইংরাজেরা এদেশীয়দের জীবনকে পশুপক্ষীর জীবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে করেন।

আমরা কীটপতঙ্গ ইঁদুর প্রভৃতি দ্বারাই শস্যাদির ক্ষতি হইবার কথা শুনিয়াছি, কর্ণাটের কালেক্টর সম্প্রতি লিখিয়াছেন, কচ্ছপে ধান্যের বড় ক্ষতি করিতেছে।

লণ্ডনের ইউনাবর্সিটী কালেজের পুরস্কার দান কার্য্য ২৮ এ জুন সম্পন্ন হয়। এক যুবতী জুরিস প্রুডেন্স বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

নবাবগঞ্জের রিলিফ কমিটীর সভ্যগণ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের কষ্ট নিবারণার্থ প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছেন। কমিটী প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোককে আহার দিতেছেন।

রাণীগঞ্জের বাবু বিশ্বেশ্বর মালিয়ার অন্নসত্রে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোক আহার পাইতেছে।

বাঙ্গেলোরের দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ডে ২১৯৪৮ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

আজি কালি কলিকাতার দরিদ্রেরাও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বড় কষ্ট পাইতেছে, অন্যত্র হইতেও কলিকাতায় অনেক দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি আসিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাতনামা রায় রাজেন্দ্র মল্লিক প্রতিদিন প্রায় হাজার বারো শত লোককে অন্নদান করিতেছেন। বাবু ভগবতীচরণ মল্লিকের বাটীতেও প্রতিদিন প্রায় এক শত লোক আহার পাইতেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের ম্যান্সন হাউসে আর একটী সভা হয়, কাম্বেল ও মিউর সাহেব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। লার্ড মেয়র বলেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য উক্ত ফণ্ডে ১৫০০০০০ টাকারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছে। সালফোর্ড লিড্‌স্ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ফণ্ড হইয়াছিল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে, লার্ড মেয়র এই ফণ্ড বন্ধ করা উচিত কি না তদ্বিষয়ে লার্ড সালিসবরির মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন এই ফণ্ড খুলিয়া রাখা উচিত এবং যত দূর হয় চাঁদা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কাম্বেল সাহেবও ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কাম্বেল সাহেব বলেন, দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়া গেলেও বহুসংখ্য বিধবা অনাথ ও বৃদ্ধ গবর্ণমেণ্টের গলগ্রহ হইবে। ইহাদিগকে জীবিত রাখিবার জন্য কোন প্রকার দানের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এটীও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অন্যে এক টাকা দিলে গবর্ণমেণ্ট দুই টাকা দিবেন। যে সকল এদেশীয় জমীদার ও ধনিগণ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অর্থব্যয় করিয়াছেন, কাম্বেল সাহেব তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা করিতে বিস্মৃত হন নাই। যাহা হউক আবার শুনা যাইতেছে এই ফণ্ডে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যে সকল দরিদ্রকে প্রতিপালন করেন, ঐ টাকা উহাদিগের ভরণপোষণার্থ দেওয়া হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট না কি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ জন্য যে শস্য দান করিয়াছেন প্রকারান্তরে ব্যয় লাঘব ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয়, কিন্তু এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, পাছে গবর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করেন এই ভয়ে ইংলণ্ডের লোকেরা চাঁদা দানে প্রথমে বড় উৎসাহিত হন নাই। মাঞ্চেষ্টর এবিষয়ে আরো বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন। সেণ্ট্রাল কমিটীর চেয়ারম্যান শক সাহেবের পত্র পাইয়া লার্ডমেয়র যখন ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করেন যে তাঁহাদের দত্ত টাকা উক্ত কমিটী দ্বারা ব্যয়িত হইবে, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে কোন সম্পর্ক থাকিবে না, তখন সকলে চাঁদা দানে অগ্রসর হন, এমন অবস্থায় উক্ত টাকা গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রস্তাবানুসারে নিয়োজিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় না।। সেণ্ট্রাল কমিটীও এক্ষণে যদি গবর্ণমেণ্টের ঐ মতের পোষকতা করেন, ভারতবর্ষের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলে করপ্রদাতাদিগের ১০। ২০ লক্ষের ভার লাঘব হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা সে ভার লাঘব চাহি না, যেখানে ১০ কোটির কথা সেখানে ১০ লক্ষের সুবিধায় কি হইবে? এবিষয়ে হিন্দুপেট্রিয়ট বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট বরং জেনরল ফণ্ডে যে টাকা দান করিয়াছেন সেই টাকা ফিরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ও হিন্দু পেট্রিয়ট এ উভয়ের প্রস্তাবের কোনটীই আমাদের অভিমত হইতেছে না। আজি কালি যেরূপ দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন হইতেছে, তাহাতে এক দুর্ভিক্ষের শেষ হইলে বহুকাল আর নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই। যেরূপ ভাব তাহাতে হয় ত আগামী বর্ষেই অকাল উপস্থিত হইবে। আমাদের বিবেচনায় ভাবী দুর্ভিক্ষের জন্য ঐ টাকা মজুত রাখা অথবা ভবিষ্যতে যাহাতে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে না পারে, পুষ্করিণী ও খাল প্রভৃতি খনন দ্বারা জল সেচন কার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ ঐ টাকা নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য।

মরিসসের সংবাদ পত্রসমূহ বলেন, আকাশের ভাব অনুকূল বটে কিন্তু সম্প্রতি যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে ইক্ষুর বড় ক্ষতি করিয়াছে। অনেক চাউল খাওয়াতে এবং বিদেশের জন্য চাউল ক্রয় বন্ধ হওয়াতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক কমিয়াছে। সকলে অনুমান করিতেছে, চাউলের মূল্য শীঘ্র কমিয়া আসিবে।

১৮ ই জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় বীরভূম, হুগলী, নদীয়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নওয়াখালি, পাটনা, সাহাবাদ, ত্রিহুত, ভাগলপুর, কটক, হাজারিবাগ এবং লোহারডগায় সাধারণ চাউলের মূল্য কমিয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান মালদহ শ্রীহট্ট ত্রিপুরার পার্ব্বতীয় অংশ সারণ ও পুরীতে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে। এখনও বর্দ্ধমান বাকুড়া চাবড়া এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে বৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। ফরিদপুরে প্লাবন নিবন্ধন ছয় আনা আশু ধান্য নষ্ট হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

সংক্রান্ত সংবাদ।

মুরসদাবাদ অঞ্চলে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। আশুধান্য ষোল আনা জন্মিয়াছে। এক্ষণে বন্যা হইয়া নষ্ট না হইলেই রক্ষা। চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্র কমিতে পারে।

১লা জানুয়ারি অবধি ২৭ এ জুন পর্য্যন্ত চেরাপুঞ্জীতে ২০০ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

আসামে যে যে স্থানে আশুধান্য কাটা হইয়াছে, উত্তম ফসল জন্মিয়াছে। অন্যান্য স্থানের শস্যের অবস্থাও উত্তম। পাট এবং ইক্ষুর অবস্থা সন্তোষকর।

হাবড়া হিতকরী পাঠে অবগত হওয়া গেল শাঁথরাইল থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে ধান্যের বড় ক্ষতি হইত, মাটলের খাল কাটাইয়া দেওয়াতে জোয়ারের জল মাঠ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এবার কৃষকদিগের প্রচুর ধান্য পাইবার আশা জন্মিতেছে।

৫ ই জুলাই পর্য্যন্ত পঞ্জাবের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে জানা যায়, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, এবং বপন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

গত শনিবারে প্রকাশিত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, অনবরত অধিক বৃষ্টি এবং বন্যা নিবন্ধন কোন কোন বিভাগের শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পুনরায় বীজবপন করিতে হইবে। সাধারণো ধরিতে গেলে অন্যান্য বিভাগের শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। লোকের কষ্ট ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু বস্তির কার্য্যালয় সকলে ১৩৭৩ গোরক্ষপুরে ১৪৪০, বাস্তীয় ১৪ এবং হমীরপুরের রিলিফওয়াকে ১৬৯৭ এবং দরিদ্র নিবাসে ৪১৬ জন রহিয়াছে।

১৬ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্ট নিম্নে হইতেছে। মান্দ্রাজের সংবাদ ভাল। বোম্বাইয়ে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গুজরাট খান্দেস নাসিক এবং দাক্ষিণাত্যে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের উত্তর মধ্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। পাটনা এবং ভাগলপুরেও ঐরূপ। দক্ষিণ মধ্য বিভাগে বীজ রোপণের জন্য আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। মানভূম এবং সিংহভূমে বৃষ্টি হইয়াছে। ঢাকা সারণ ও চম্পারণে বন্যায় বড় ক্ষতি করিয়াছে। যাহা হউক সাধারণো শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও মন্দ বৃষ্টি হয় নাই, তবে বারণসী এবং জোয়ানপুরের স্থানে স্থানে বন্যায় কতক অনিষ্ট করিয়াছে। অযোধ্যার সংবাদ ভাল। পঞ্জাবে হিসার বিভাগ ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই সুবৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে সর্ব্বত্র সমানরূপে বারিবর্ষণ হইয়াছে। বিরারে ৬ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব রাজপুতনার অবস্থা উত্তম। পশ্চিম বিভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন। আসাম মণিপুর এবং নেপালের সংবাদ ভাল।

সিমলা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, ৩০ এ জুন অবধি তথায় অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টি ও কোয়াসা হইতেছে মাত্র।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত হইয়াছে, গঙ্গার উত্তর দিকস্থ বিভাগসমূহে যে জলপ্লাবন হয়, তাহা শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি করিয়া এক্ষণে কমিয়া আসিয়াছে। কোন কোন স্থানে ধান্যক্ষেত্র রক্ষা হইবে এমন আশা আছে। ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার জলও কমিয়া আসিতেছে। এবার নীলের বড় ক্ষতি হইয়াছে। গত বৎসর ১০৫০০০ মণ নীল জন্মিয়াছিল, এবার প্লাণ্টারেরা অনুমান করিতেছেন উর্দ্ধসংখ্যা ৮০০০০ মণ জন্মিবে। বস্তি প্রভৃতি স্থানে লোকে পুনরায় বীজ বপন আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে আবার গঙ্গার দক্ষিণ হইতে অনাবৃষ্টি এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের সংবাদ আসিতেছে। উত্তরে জলপ্লাবন দক্ষিণে শুকা এবারকার বর্ষার ভাব এইরূপ। বালেশ্বর হইতে মানভূম পর্য্যন্ত বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। মেদিনীপুরেও ঐরূপ, তবে সম্প্রতি তথায় একটু বৃষ্টি হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার অবধি আমাদের এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এই বার বুঝি বর্ষা আরম্ভ হইল। ধান্যের গাছগুলি শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছিল, এই বার [illegible] আশ্বাসিত হইয়াছে।

এ বৎসর প্রারম্ভ অবধি কলিকাতায় গড়ে [illegible] ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত ২০ কুড়ি বৎসরে [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে, গড়ে ধরিলে এবার প্রায় ১১ ইঞ্চ কম হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্লাবনে বড় ক্ষতি করিয়াছে। হামিরপুরে জুন মাসের প্রথমাবধি একটী দিনও ফাঁক যায় নাই, অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। গোরক্ষপুরের নিম্নভূমি সকল জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। গাজিপুর এবং আজিমগড়ও প্লাবিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই । আমেরিকায় জুলাই মাসের কৃষি বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ করে, এবার তথাকার তুলার অবস্থা তাদৃশ উত্তম নহে তবে সাধারণ্যে ধরিতে গেলে ১৮৭৩ অব্দের অপেক্ষা উত্তম জন্মিবে ।

পারিস ১৮ ই জুলাই । এম, রাউহারের দণ্ড বিষয়ে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা লইয়া ফরাসী মন্ত্রিদলে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ।

ইণ্টিরিয়রের মন্ত্রী এম, ফোটিন পদত্যাগ করিয়াছেন ।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই । সার হোপ গ্রাণ্টকে ভারতবর্ষের প্রধানতম সেনাপতিত্ব পদ দিবার যে প্রস্তাব হয়, তাঁহার বয়সের আধিক্য নিবন্ধন অনেকে তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন । মান্দ্রাজের কমাণ্ডার ইন চিফ এবং বোম্বাইর নূতন কমাণ্ডার ইন চিফ সার সি, ষ্টবলি সাহেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ৫ বৎসরের নিয়ম শেষ হইবার পূর্ব্বে সার হোপ গ্রাণ্টের বয়স ৭২ বৎসর হইবে ।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই । স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কালিষ্টরা মাডরিডের ৪২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কিউনেকা নামক স্থান অবরোধ করিয়াছে । গবর্ণমেণ্ট ১২৫০০০ অতিরিক্ত সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সমুদায় স্পেনে মার্শাল লা প্রচলিত করিয়াছেন ও কালিষ্টদিগের সমুদায় সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছেন ।

পারিস ১৯ এ জুলাই । ফরাসোদের মন্ত্রিগণের পরস্পর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । সোমবার একটি নূতন মন্ত্রিসভা হইবার সম্ভাবনা আছে ।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই । ২৩ এ জুন কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম হইয়া যে মেইল যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে ।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২১০০০০ টাকা গ্রহণ করা হয় ।

গমের মূল্য প্রতি কোয়ার্টারে এক টাকা করিয়া কমিয়াছে ।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই । রুশীয় রাজদূত কাউণ্ট সুবেলফ লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন ।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই । গত রাত্রিতে কমন্সবাটীতে বোর্ক সাহেব সার ডবলিউ লসটথার সাহেবের বাক্যের উত্তরে বলেন, দাস ব্যবসায় নিবারণের জন্য জানজিবরের সুলতানের সহিত যে সন্ধি করা হয়, সুলতানের সেই সন্ধি পত্রের নিয়মানুসারে কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে সন্ধি পত্রের বিরুদ্ধ কাজ করেন তাঁহার এমন অভিপ্রায় নয় ।

বারলিন ২০ এ জুলাই । প্রিন্স বিসমার্ককে যে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়, ইহাতে যে একজন পুরোহিত লিপ্ত আছেন বলিয়া ধৃত হন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ।

—•◦:◦•—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

১৭ জুলাই । ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল, হেয়ার সাহেব রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য বাঁকুড়ায় বদলী হইলেন ।

২০ এ জুলাই । সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিহারিলাল গুপ্ত মানভূমের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন ।

কাপ্তেন জে জনষ্টন কিছু দিনের জন্য নাগা পর্ব্বতের পোলিটিকাল এজেন্সির ভার পাইলেন

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, পি এল মেকলে এম এ, সি, এস, রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য বাকুড়ায় বদলী হইলেন ।

নিম্ন লিখিত ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টেরা পশ্চাল্লিখিত ডিষ্টিক্টে রহিলেন ।

জে—এচ, রিলি, হাবড়া ।

ডবলিউ, পি, ডেবিস—হাজারিবাগ ।

কাপ্তেন ডবলিউ এচ হিউস—বগুড়া ।

এম, বি, বসকেট—ত্রিপুরা ।

ডবলিউ, ডি প্রাট—হুগলি ।

আর এচ, জি আর্ভিন—বাকুড়া ।

জে, মাষ্টার—মালদহ ।

জি, এম, এস বিডসডেল । রঙ্গপুর ।

সি, জেনিঙস । সিলেট ।

এচ, এল, হারিস । যশোহর ।

২০ এ জুলাই । মৌলবী গোলাম কিবরিয়া কুমারখালির সব রেজিষ্টার হইলেন ।

জে, সট ক্লিফ ডবলিউ এচ এটকিন্সন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের কার্য্য করিবেন ।

সি এচ, টনি এম, এ, সটক্লিফ সাহেবের পদে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিবেন এবং বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা কার্য্যের প্রথম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন ।

পাটনা কালেজের প্রিন্সিপাল জে ডবলিউ ম্যাক্রিণ্ডল এম, এ. টনি সাহেবের পদে শিক্ষা কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন ।

পাটনা কালেজের অধ্যাপক এ, ই, ব্যাঙ্ক এম এ, ম্যাক্রিণ্ডল সাহেবের পদে শিক্ষা কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন ।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি ।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ ।

৩০ এ জুন । সারণের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজকিশোর নারায়ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৬ ই জুলাই । বাবু শ্যামচাঁদ রায় বি, এল, কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের সদর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন ।

বাবু বিহারিলাল মল্লিক কিছু দিনের জন্য যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন ।

দরভাঙ্গা উপবিভাগের অন্তর্গত লেহারা রিলিফ সার্কেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, এল, শাউয়াস কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

মুরশিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ডবলিউ বোলটন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২, ১৫৭, ৪১৭, এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন । উক্ত ডিষ্ট্রিক্টের মাজিষ্ট্রেট যেপর্য্যন্ত হেড কোয়ার্টার হইতে অনুপস্থিত থাকিবেন বোলটন সাহেব সেই পর্য্যন্ত কেবল এই সকল ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৬৯ অব্দের ১ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতা নগরীর জষ্টিস অব দি পিসের কার্য্য করিবেন ।

জি, ডবলিউ, ডব লউ বার্কে ।
সি, এচ, উইলসন ।
এফ, জেনিঙস ।
সাহেব জাদা ফরক সাহা ।

২১ এ জুলাই । মৌলবী খাদেম হোসেন চতুর্থ শ্রেণীর সুবার্ডিনেট জজ হইলেন । এবং রসিক লাল বসুর পদে চট্টগ্রামের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন ।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি ।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

গত ২৩এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে মেদিনীপুরের ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষ করিয়া তদ্রোগের নিদান সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইয়াছিল, অদ্য এই রোগের মনুষ্যায়ত্ত উপায় দ্বারা কত দূর নিবারণ হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বে কহিয়াছি ওলাউঠা রোগের কারণ দ্বিবিধ বিশেষ ও সহকারী। বিশেষ কারণ (বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই) সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থায় বিদ্যমান থাকে। প্রথমোক্ত অবস্থায় ওলাউঠা বিষ নিষ্ক্রিয় এবং শেষোক্ত অবস্থায় সহকারি কারণ সমবায়ে কার্য্যকারক অর্থাৎ রোগোৎপাদক হয়। এই বিষ সময়ে আপনি ধ্বংস হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার উদ্ভূত হয়। এই অবস্থাভেদ কেন ও কিরূপে হয় তাহা নিদানতত্ত্বজ্ঞেরা অদ্যাপিও স্থির করিতে পারেন নাই। বিশেষ কারণ ক্রিয়াকরণোন্মুখ হইলে সহকারী কারণের প্রাবল্য ও বহুলতা রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পাদন করে, আর উহার বিপরীতাবস্থা ঘটিলে রোগের বল তীব্র হইতে পায় না।

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ওলাউঠা রোগ নিবারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ওলাউঠা রোগের বিষ বা বিশেষ কারণ ধ্বংস করা, দ্বিতীয়তঃ সহকারী কারণকে নিদূরিত করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ওলাউঠা বিষের উৎপত্তি কিরূপে ও কোথা হইতে হয় তাহা অপরিজ্ঞাত থাকাতে উহার বিধ্বংসোপায়ও অবধারিত হয় নাই। তবে অন্যান্য (টাইফসজ্বর বসন্ত প্রভৃতি) বিষের প্রকৃতির সহিত ইহার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া সেই সেই বিষনাশক প্রক্রিয়া এবিষ নাশোদ্দেশেও ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দুর্গন্ধহারক দ্রব্য দ্বারা আবাসগৃহ বা তন্নিকটবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালীর (নর্দ্দামা) সংস্করণ, আবাসগৃহ পরিমার্জ্জন ও চূর্ণ বা মৃত্তিকা দ্বারা পরিলেপন, গৃহ মধ্যে স্থানে স্থানে অঙ্গার স্থাপন, ধুনা গুগগুলু এমন কি কাষ্ঠের ধূম ব্যবহার এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়া নানা প্রকারে কার্য্যকরী হইয়া ওলাউঠা বিষ নাশক হইতে পারে। অতএব ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি না হইতে হইতেই ঐ সকল ক্রিয়া করিবে তদ্ভিন্ন, স্থানান্তর হইতে ওলাউঠা রোগের সংস্রব নিবারণ এই রোগ নিবারণের অন্যতম উপায়। অনেক স্থান ওলাউঠার আবাস ভূমি নহে, কিন্তু বাণিজ্য দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদির সহযোগে উহার বিষ স্থানান্তর হইতে আনীত হওয়াতে ঐ ঐ স্থানে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মেদিনীপুর যদিচ তাদৃশ স্থান নহে তথাপি প্রায় প্রতি বৎসর জগন্নাথ যাত্রির সমাগম আরম্ভ হইলে ওলাউঠা দেখা দেয়। সচরাচর এই সহকারী কারণ বিশেষ কারণের সহায়তা করে। যদি জগন্নাথ যাত্রির গতায়াতের পথ পৃথক করিয়া দেওয়া যায় এবং উহাদিগের নগর প্রবেশের নিষেধ আজ্ঞা হয় তাহা হইলে ঐরূপে স্থানান্তর হইতে ওলাউঠা রোগ সংস্রবনিবারিত হইতে পারে পরন্তু ব্যবসা বা কোন কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ওলাউঠা গ্রস্ত দেশ হইতে যে সকল লোক আইসে তাহারা সর্ব্বতোভাবে যে বিষ আনয়ন করে তাহার প্রতীকার হওয়া দুর্ঘট। অপর সহকারী কারণ নানাবিধ, তন্মধ্যে তাপের ন্যূনাধিক্য বায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতা প্রভৃতি দুর্নিবার। ফলতঃ যে সকল কারণে জল বায়ু দুষ্ট হয় তাহা দূর করা সাধ্যায়ত্ত। গলিত আবর্জ্জনা নর্দ্দামা ও আঁস্তাকুড়স্থ নানা প্রকার পচা দ্রব্য, পুষ্করিণী ও কূপস্থ দূষিত জল প্রভৃতি গৃহস্থ স্বয়ং বা মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে দূর করিতে পারেন। মেদিনীপুরের জল স্বভাবতঃ উত্তম হইলে কি হইবে? অধিকাংশ জলে মলযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত এবং হরিদ্রা ও তৈলসিক্ত দেহ অবগাহিত হওয়াতে উহার উত্তমতা নষ্ট হইয়া যায়। চেষ্টা করিলে উক্ত পানীয় অবিকৃত রাখা দুরূহ হয় না। সঙ্কীর্ণ বাতায়ন বা বাতায়নবিহীন গৃহে বাস না করিয়া বিস্তীর্ণবাতায়ন বিশিষ্ট গৃহে বাস করা সকলেরই ক্ষমতায়ত্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেদিনীপুর বাসীরা প্রশস্ত বাতায়নের উপকারিতা অবগত নহে। এখানকার গৃহ কি কাচা কি পাকা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে সূর্য্য ও পবনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ থাকে না। বোধ হয় এই প্রধানতম কারণে ওলাউঠা ব্যতীত বসন্ত ও টাইফইড জ্বর প্রতিবৎসর বহুব্যাপকরূপে এখানে আবির্ভূত হয়।

পরিশেষে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইলে উহার তীব্রতা ও বহুব্যাপকতা নিবারণার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি বিশেষ ও সহকারী কারণ নাশক সাধ্যায়ত্ত উপায় সকল অবলম্বিত না হইয়া থাকে তবে তাহা তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি ওলাউঠাগ্রস্ত স্থান ত্যাগ করিতে সমর্থ তাহারা তৎস্থান যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। এমত স্থলে "যঃ পলায়তি স জীবতি" এ উপদেশ বাক্যটী গ্রহণ করা অতি আবশ্যক। ওলাউঠা রোগীর পরিধান বস্ত্র ব্যবহৃত শয্যা, এবং মল মূত্রাদি পুষ্করিণীতে ধৌত ও স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত করিয়া যাহাতে অন্যের সংস্রবে না আইসে তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। বস্ত্র ও শয্যা রোগীর গৃহে দুর্গন্ধ হারক দ্রব্য (কার্বলিক এসিড ক্লোরাইড অব জিঙ্ক ইত্যাদি) দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে এবং বিষ্ঠা ও বিষ্ঠাপাত্র দূরস্থ প্রান্তরে প্রোথিত করিবে।

ওলাউঠার উদ্ভবকালে কোন প্রকারে উদর ভঙ্গ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, এজন্য এসময় দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ ও বিরেচন ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। এই কালে সচরাচর উদরাময় জন্মিয়া থাকে, অনেক স্থানে উদরাময়ই উক্ত রোগের প্রথম লক্ষণ হয়। এই উদরাময় প্রথম হইতে নিবারিত হইলে (যাহা তখন সহজেই হইতে পারে) ওলাউঠা হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সামান্য ও সহজ সাধ্য পীড়া (উদরাময়) হইতে যে মারাত্মক ও দুশ্চিকিৎস্য ওলাউঠা উপস্থিত হইবে ইহা প্রায়ই কেহ মনে করে না, সুতরাং উদরাময় এই রূপে উপেক্ষিত হয় এবং পরিণামে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। ওলাউঠার আবির্ভাব কালে উদরাময় নাশক ঔষধ প্রত্যেক ব্যক্তির বাটীতে সঞ্চিত রাখা আবশ্যক। রোগোৎপত্তি হইলে তাহার চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ নিবারণের প্রতি বিধান করা অধিকতর প্রশংসনীয়, অতএব ওলাউঠার উদ্ভব হইলে তৎরোগাক্রান্ত পল্লীর প্রত্যেক বাটীতে উদরাময়ের অনুসন্ধানার্থ চিকিৎসকের ভ্রমণ করা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবাবস্থায় চিকিৎসক নিয়োগ না করিয়া উহার প্রারম্ভাবস্থায় নিযুক্ত করেন তাহা হইলে কথিতরূপ অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এ বৎসর মেদিনীপুর সহরে অন্যূন আড়াইশত লোকের জীবনান্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট একজন নেটিব ডাক্তার নিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগ নিবারণার্থ কোন উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের

বিষয় সম্প্রাপ্ত ওলাউঠা রোগ এখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

মেদনীপুর
৬ ই শ্রাবণ

বশম্বদ
শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা সবডিবিজনের অধীন জাম না প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামের লোক অতি দীন দুঃখী। অধিকাংশ লোকেই কৃষি কার্য্য ও দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে কৃষকদিগের দিনপাত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে। এখানে শস্যের মধ্যে কেবল ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাও শুদ্ধ বর্ষাজলের উপর নির্ভর করে। কৃষকেরা গত দুই বৎসর মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া রাজস্ব দিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে মহাজনেরাও টাকা দিতে পারিতেছে না সুতরাং তাহারা কৃষি কর্ম্ম করিবে কি, অন্নাভাবে মারা যাইতেছে। অধিকাংশ লোকেই একান্নভোজী হইয়াছে এবং কাহারও বা মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ উপবাস যাইতেছে। অনেকেই অতি স্বল্পমাত্র তণ্ডুলের সহিত শাক প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া কথঞ্চিৎ উদর পূর্ণ করিতেছে। যাহার অদ্যকার আহারের সংগ্রহ আছে সে কল্য কি খাইবে ভাবিয়া অস্থির হইতেছে তাহাতে আবার এ অঞ্চলে অদ্যাপি বৃষ্টি না হওয়াতে একবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও তাহাদের কোন উপায় করিয়া দেন নাই সুতরাং তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। দয়াবান গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে প্রজার জীবন রক্ষার জন্য নানা উপায় করিয়া দিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ অঞ্চলে তাদৃশ উপায় হয় নাই। প্রথমতঃ আমাদিগের কৃপালু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু যাহার যাহার ধান্য আছে, তাহাদিগকে সেই ধান্য কৃষকদিগকে বাড়ি দিবার জন্য অনুরোধ করেন ও সুশৃঙ্খলতার জন্য পঞ্চাইত নিযুক্ত করেন, কিন্তু ধান্যাধিকারী মহাজনগণ পঞ্চাইত নিযুক্ত হইতে দেখিয়া অর্থলোভেই হউক, কিম্বা পঞ্চাইতদিগের ভয়েই হউক ব্যস্ত হইয়া সকল ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কালনায় বর্দ্ধমানাধিপতির একটী সদাব্রত আছে, কিন্তু কালনা এখান হইতে ৮।৯ আট নয় ক্রোশ অন্তর সুতরাং তাহাতে এখানকার লোকের কিছুই উপকার প্রত্যাশা নাই। আমরা আমাদের নিজস্বর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট ক্রমশঃ দুই খান আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছি কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই যে প্রকার হয় পরে জানাইব।

একান্ত বশম্বদ—
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক।
জামনা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৭ ই জুলাই

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	২২	
নুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১৬	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২২	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২০ এ জুলাই বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৩	৪

বহরমপুর
২০ এ জুলাই
১৮৭৪

টি বেলী. সি, ই. প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
নদীয়া রিবার ডিবিজন

সন ১৮৭৪ ১৭ ই জুলাই।

মাথা ভাঙ্গা।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মহানা	১৬	
তাতার পাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৫	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে কট ১ নং	১৩	৪
তথা হইতে বোলমারি	১৫	৬
তথা হইতে আলিকদহ	১৫	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৫	৩

বহরমপুর
২০ এ জুলাই
১৮৭৪

বেলী সি, ই, প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম	১০
,, ,, রাজকৃষ্ণ রায়। শ্রীখণ্ড	১০
,, ,, দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০
,, ,, রাখালচন্দ্র রায়। গড়বেতা	১০
,, ,, ভোলানাথ ঘোষ। মৃজাপুর	৫॥০
,, ,, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	৫॥০
,, ,, হরেন্দ্র মোহন লাহিড়ী গয়হাটা গ্রাম	১০
,, ,, অমৃতনারায়ণ আচার্য্য। মুক্তাগাছা	১০

—:০:—

১৮৭৪ অব্দের জুলাই (১২৮১ সালের শ্রাবণ) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারিলাল সিংহ বাবু জমীদার উথরা।
,, ,, জানকীবল্লভ সেন—কাননগোটোলা
,, ,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পোয়াখালি
,, ,, লালমোহন চট্টোপাধ্যায়—দারজিলিং
,, ,, শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী—বেড়বল্লভপুর
,, ,, চন্দ্রকুমার মিত্র—হুগলী
,, ,, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ
,, ,, গণেশচন্দ্র বসু—বাখরগঞ্জ
,, ,, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়—রাজমহল
,, ,, গোপীনাথ চৌধুরী—ঝাড় গ্রাম
,, মুন্সি জিল্লার রহমন—বনয়ারি আবাদ
,, ,, ধরণিধর মিশ্র—সফলপুর
,, ,, বনয়ারিলাল নন্দী—বর্দ্ধমান
,, ,, গোলোকচন্দ্র কাননগো—শ্রীহট্ট
,, ,, হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—রাজগঞ্জ
,, ,, রাধাকিশোর শীল—ক্ষীরপাই
,, ,, হরনারায়ণ সিংহ—মালদহ
,, ,, দীননাথ সেন—ঢাকা
,, ,, মাধবচন্দ্র ভাদুড়ী—দিনাজপুর
,, ,, সুখেন্দুমোহন রায়—রোরাইল
,, ,, রামেশ্বর ঘোষ—গোপালনগর
,, ,, দুর্গাবর আচার্য্য—আগদাড়ি
,, আজিমুদ্দিন আহাম্মদ—গৈলাহবাসী

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১৯ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ৪ ঠা আগষ্ট।

মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৸ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গ প্রদেশের শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের অধীনস্থ কএকটী পোষ্ট আফিসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নামে জামিনি টাকা আমানত আছে, অদ্যাপি তাহা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই ।

যাহারা জমা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারিসেন ও উত্তরাধিকারিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের পাওনার বিষয় শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট আবেদন করিবেন, তাহা না করিলে তাঁহাদের পাওনা টাকার স্বত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, এবং সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট খাতে জমা দেওয়া যাইবে ।

জামিনি টাকার ফর্দ্দ ।

যে আফিসে জমা দেওয়া হইয়াছে ।	যিনি জমা দিয়াছেন তাঁহার নাম ও কর্ম্ম	মবলক
		টাকা, আ, পা
বাঁকিপুর	বোলাকি লাল, পাটনা সিটি রিসিভিং হাউসের কেরাণি	২১ ০ ১৫
বীরভূম	জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় আমোদপুরের পেয়াদা	২৯ ॥৶ ০
ভাগলপুর	শ্যাম সেব, ডিলিভারি পেয়াদা	৬২ ৸৶ ১০
বৰ্দ্ধমান	কামীরুদ্দীন, ট্রাভেলিং পোষ্ট আফিসের পেকারমেন	২৯ ৶০
কলিকাতা	সেক মেহোমেদ বক্স, কলিকাতা পোষ্ট আফিসের সটার	২২ ৶ ১৫
ঐ	কাসিম উদ্দি ঐ পেয়াদা	২৯ ॥৶ ৫
ঐ	কাসিম হোসেন ঐ ঐ	২৯ ॥৶ ৫
ঐ	মনিব উদ্দি ঐ ঐ	২৯ ॥৶ ৫
ঐ	গোলাম আবদাব ঐ সটার	২৭ ।৶
ঐ	আমিন উদ্দিন ঐ ঐ	৩৪ ০ ১০
ঐ	কালীনাথ ওমেদওয়ার ঐ পেয়াদা	২৮ ৸৶ ৫
গয়া	দিগ্বিজয়চরণ পাল ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৪১ ।৶ ৫
হুগলী	মণিলাল সিং পেয়াদা	১১৭ ৶ ১৫
ঐ	সেক ইশপ, খাটাল আফিসের পেয়াদা	১০২ ।০ ৫
ঐ	জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌহাটি আফিসের কেরাণি	১০৫ ।০ ১০
হাবড়া	লালা রমানন্দ নং ৩ ডিলিভারি পেয়াদা	২৯ ।৶ ৫
মালদহ	জগচ্চন্দ্র ঘোষ	২০ ॥৶০
মুঙ্গের	খুদিরাম ভট্টাচার্য্য মুঙ্গেরের পোষ্ট মাষ্টার	৭০ ৸৶ ১৫
মজঃফরপুর? মতিহারি	ভুবসি রায়, সিগৌলি আফিসের ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ॥/ ১০
ময়মনসিংহ	চুবা সেক সেরপুরের পেয়াদা	৪৮ ৶ ০
ঐ	নবকুমার চট্টোপাধ্যায় মুক্তাগাছার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১৬৫৶ ৫
ঐ	এম কাটামু পাকুলার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৩৫ /০ ১৫
ঐ	আনন্দচন্দ্র ঘোষ সেরপুরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১১৭ ৶ ০
নওগাঁ	বনোয়ারি লাল দে, হেড ওভারসিয়ার	১১৭ ৶ ০
পুরুলিয়া	অমৃত বাহাদুর গঞ্জের পেয়াদা	২৮ ৸/ ০
ঐ	জহীর আলি, পুরণিয়া আফিসের মোহরার	২০৫৸৶ ১০
রঙ্গপুর	স্বরূপ উদ্দিন ওভারসিয়ার	২৯ ৶ ৫
মজফরপুর	প্যারীমোহন ঘোষ, দরভাঙ্গা আফিসের কেরাণি	১১৭ ৶

৭ ই জুলাই } আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল ।
১৮৭৪ } বেঙ্গাল

বিজ্ঞাপন ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

ফায়ার ব্রিক ।

ফায়ার ক্লে ।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা } বরণ এণ্ড কোং ।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

—০—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ॥০ এবং তৎকৃত ভিষগ্‌বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ৶০ ।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একষ্ট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে । উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায় ।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাসুল ৶০ ।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাসুল ৵০।

ফ্যামিলি ট্রিটমেণ্ট ১৷০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এব ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতে ছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

মেলেরিয়ানাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃত্ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৷০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবর্বন মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাত্রায় মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। একারণ অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৷৷০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

আমরা সমাচার পত্রের অনুবাদক মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, তিনি উপেক্ষা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতব্য সোমপ্রকাশের প্রস্তাব বিবিধ সংবাদ ও প্রেরিত পত্রগুলির সবিস্তর অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। লোকে উপকার লাভের আশয়েই সমাচার পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনুবাদক মহোদয় যদি অনুবাদে বিমুখ হন, তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? অনুবাদকের আলস্য ও উপেক্ষা নিবন্ধন সাধারণের অনিষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না।

আমরা পর্জ্জন্যদেবকে মিতব্যয়ী অথবা কৃপণ ইহার অন্যতর কোন্ বিশেষণ দ্বারা সম্মানিত করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। উভাতে কতক অসারেরও লক্ষণ লক্ষিত হইল। গতসপ্তাহে এ অঞ্চলে গগনমণ্ডল নিয়তকাল মেঘমালায় আচ্ছন্ন ছিল, গর্জ্জনেরও ত্রুটি ছিল না, পূর্ব্বদিকের বায়ুও ঝড়ের ন্যায় প্রবল বেগে বহিয়াছিল। কিন্তু যে বৃষ্টি হয়, তাহা অণুবীক্ষণদ্বারা দেখিতে হইয়াছিল। মেঘরাজ কি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমাদিগের রাজপুরুষগণকে অপব্যয়শীল দেখিয়া কৃপণতা অবলম্বন করিলেন? যদি আর কিছুদিন এইরূপ বদ্ধমুষ্টি হইয়া থাকেন তাহা হইলেই ত প্রতুল। কৃষকদিগকে আর মাঠে যাইতে হইবে না। আমরা যদি কেবল দোষের কথাগুলি কহিয়া মৌনাবলম্বন করি, প্রত্যবায়ভাগী হইব, গুণের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। অল্প পরিমাণে যে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মহৎ উপকার হইয়াছে। মিয়মান বীচ ও আশুধান্যগুলি জীবন লাভ করিয়াছে। এস্থলে আরো একটী কথা বলা আবশ্যক। মেঘরাজ নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রস্থান করেন নাই। তাঁহার অনুচরেরাও ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ।

বঙ্গদেশের জমীদারেরা প্রজার উপর যতই অত্যাচার করুন এবং প্রজারা তাঁহাদের প্রতি যতই বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করুক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি জমীদারে ও প্রজায় যে এক সম্বন্ধ হইয়াছে, সহজে তাহার বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতা পুত্রে যেরূপ সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধও অবিকল সেইরূপ। পিতাপুত্রে যেমন সময়ে সময়ে অসৌহার্দ্দ জন্মে, তাহা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না, জমীদারে ও প্রজায়ও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। গত বৎসর পাবনার প্রজারা বিদ্রোহী হইল, এবৎসর আবার সেই পাবনার প্রজারাই এক জমীদারের প্রতি কেমন স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাবনার অন্তর্গত তাঁহার সাজাদপুরস্থ জমীদারীর প্রজাদিগের যে সাহায্য করেন, তন্নিমিত্ত প্রজারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া যে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাই এ বিষয়ের প্রধান নিদর্শন। প্রজারা লিখিয়াছে "দয়ালু মহাশয়! আপনি বিনা সুদে অগ্রিম টাকা দিয়া যে কি উপকার করিয়াছেন মূর্খ প্রজাদিগের তাহা বর্ণনা করা

সাধ্যাদের ঋণ। গত বৎসর আমরা দুষ্ট লোকের পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে এক কপর্দ্দকও খাজনা দি নাই। আপনি প্রথমে আমাদিগের ভ্রম ভঞ্জনে অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিছুতেই আমরা শান্ত হইলাম না দেখিয়া অবশেষে কর সংক্রান্ত মকদ্দমায় আমাদিগকে পরাজয় করিলেন। আপনার এমনি দয়ালু স্বভাব যে আমরা শান্ত হইবামাত্র আমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। আমাদিগের নামে যে সকল ডিক্রি হইয়াছিল, সেই টাকা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা দূরে থাকুক যাহাতে আমাদিগের রক্ষা হয় সেই উপায় করিলেন। এই জমীদারীতে প্রায় লক্ষ টাকা আদায় হয়, গত বৎসর আমরা উহার এক কপর্দ্দকও দি নাই। তথাপি আমাদিগকে বিনা সুদে অগ্রিম টাকা ও শস্য দিতেছেন এবং আমাদিগের উপকারার্থ সাজাদপুরে একটী অন্নসত্রও খুলিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনি প্রজার মঙ্গল সাধন করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করুন, ইত্যাদি।”

জমীদার ও প্রজার যদি পরস্পর স্নেহ বন্ধন না থাকিত, প্রজারা যেপ্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগের উপকার করা দূরে থাকুক, জমীদার তাহাদিগের মুখাবলোকনও করিতেন না। কেবল স্নেহের অনুরোধে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কেবল এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে এই প্রকার বাধ্যবাধকভাব জন্মিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শত্রুভাব জন্মে, তাহাতে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই দোষ আছে। জমীদারের দোষ এই, এদলের সকলেই সৎ সুশিক্ষিত ও ন্যায়ান্যায়বিবেকশালী নহেন। এদলের অনেকে নিতান্ত স্বার্থপর। তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে কি লওয়া উচিত ও কি লওয়া উচিত নয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। কতকগুলি বুঝিয়াও অত্যধিক লোভবশতঃ ন্যায় সীমার অতিক্রম করেন। তাহাতেই প্রজার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আমরা জানি অধিকাংশ প্রজা ন্যায্য দেয় দানে কাতর নয়। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলেই চটিয়া যায়। প্রজার দোষ এই, এই অত্যাচার নিবারণের যে ন্যায্য পথ আছে অজ্ঞতাবশতঃ ও কুলোকের মন্ত্রণায় তাহার পথিক হয় না। ঔদ্ধত্য বশতঃ অবৈধ আচরণ করিয়া বসে। তাহাতেই নানা প্রকার অনর্থ ঘটিয়া উঠে। বিদ্রোহী না হইয়া তাহারা একমত হইয়া যদি রাজদ্বারে জানাইয়া অত্যাচারের নিবারণ চেষ্টা করে, সহজে সৎ উপায় দ্বারা তাহারা কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হয়। মূর্খতা নিবন্ধন তাহারা তাহা করে না। তাহাই যত অনর্থের মূল হয়। এটী কিছু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ নয়। জমীদার ও প্রজার মূর্খতা দোষই ইহার কারণ। এ দোষের উন্মূলনের উপায় কি? জমীদার ও প্রজা উভয়কে কৃতবিদ্য করিয়া ইহার উন্মূলন করা হইবে, যদি এ আশা করা হয়, তাহা দুরাশা সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ যাহাতে পরস্পরের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য জন্মে, জমীদার ও প্রজা সাধারণ্যে তাদৃশ শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নয়। যদি সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা স্বল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই দীর্ঘকাল কি মধ্যে মধ্যে পরস্পরের শত্রুভাব চলিবে? এতন্নিবারণের একটী সহজ উপায় আছে। তদবলম্বনই শ্রেয়ঃ কল্প। সে উপায় জমীদারকে মধ্য স্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আমরা অনেক দিন অবধি এই সোমপ্রকাশে ইহার প্রসঙ্গ করিতেছি। এ উপায় অবলম্বিত হইলে প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে উপকারিতা তাহার সম্পূর্ণ ভোগ হইবে। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে গবর্ণমেণ্টও তন্মূলক বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। প্রতি বিঘা ভূমির উপস্বত্ব ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ও জমীদারের প্রাপ্য স্থির করিয়া যদি প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতবর্ষের বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের অনাস্থা।

পার্লিয়ামেণ্টের লার্ড ও কমন্স উভয় বাটীতেই ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের প্রতিনিধিগণ স্বাধীনভাবে স্বস্ব মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে উভয় বাটীতেই যথোচিত তর্ক বিতর্ক হইয়া পরে তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেরূপ হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নাই, ফসেট প্রভৃতি কয়েকজন ভারতবন্ধু ভিন্ন ভারতবর্ষের হইয়া দুই এক কথা বলেন এমন কেহ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের কোন বিষয় উত্থাপন হইলে তাহা প্রায় সভ্যগণের খবরে আইসে না। ভারতবর্ষের প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের যে এই রূপ ভাব সম্প্রতি তাহার আর একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের স্মরণ আছে, কিছু দিন হইল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে পবলিকওয়ার্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানার্থ একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব হয়। লার্ড মেও প্রস্তাবের [illegible] [illegible]পাত করিয়া যান।

তিনি তৎকালের ষ্টেটসেক্রেটারি ডিউক অব আর্গিলকে এক পত্র লিখিয়া বলেন, "ভারতবর্ষের পবলিকওয়ার্কের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ একজন পৃথক লোক নিযুক্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। পৃথক লোক হইলে তিনি তাঁহার সমুদায় সময় উক্ত বিভাগের উন্নতি বিধানার্থ ব্যয় করিবার অবসর পাইবেন। তাহাতে ঐ বিভাগের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এখন এক গবর্ণর জেনরলের হস্তে সমুদায় ভার ন্যস্ত আছে। তিনি কোন্ দিক দেখিবেন? আমি নিজে অত্যন্ত সবল ও পরিশ্রমী। প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারি, তথাপি আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। অতএব এ নিমিত্ত একজন স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করাই উচিত।" সেই অবধিই ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে পবলিওয়ার্ক বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র সভ্য নিয়োগের আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এই নিমিত্ত "ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল" নামে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্যও পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইয়াছে। উহা লইয়া ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বিলখানি লার্ড বাটী হইতে পাস হইয়া কমন্স বাটীতে গিয়াছে। সেখানে পাস হইলেই ইহা আইনরূপে পরিণত হইবে। লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট এই বিল সম্বন্ধে টাইমস পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন "ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিলের ন্যায় একটী গুরুতর বিষয় লার্ড বাটীতে তাড়াতাড়ি পাস হইয়া গেল, এ বিষয়ে রীতিমত তর্ক বিতর্ক হইল না। সুতরাং এই বিল সম্বন্ধে আমার যে সকল আপত্তি ছিল আমি তাহার উত্থাপন করিতে পারিলাম না। আমার নিজের দোষে যে আমি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারি নাই, তাহা নহে যাহা হউক, আমার আপত্তিগুলি সামান্য নয়। এই বিলখানি কমন্স বাটীতে যখন দ্বিতীয়বার পঠিত হইবে, তৎকালে কমন্স বাটীর সভ্যগণ সেই সকল আপত্তির শ্রবণে যত্নবান হইতে পারেন।" ষ্টেট সেক্রেটারি মার্কুইস অব সালিসবরি এই পত্র পাঠ করিয়া লার্ড বাটীতে আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছেন "লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষের বিষয় যথাযথরূপে আলোচিত হয় না এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে অনেক ভারতবর্ষীয়ের মনে কুসংস্কার জন্মিতে পারে। যৎকালে লার্ড বাটীতে এই বিলের বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন, এক্ষণে সংবাদ পত্রে তাঁহার আপত্তি করা ভাল হয় নাই। যদি তাঁহার আপত্তি ছিল, লার্ড বাটীতেই তাহার উত্থাপন করা উচিত ছিল। লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট যখন যে বিষয়ে বক্তৃতা করেন, সকলেই তাহা আনন্দ সহকারে শ্রবণ করেন। এমন অবস্থায় তিনি নিজে লার্ড বাটীর এক জন সভ্য হইয়া তথায় এই বিল সম্বন্ধে বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া যাহা তাঁহার বলিবার আছে তাহা কমন্স বাটীতে বলিবেন স্থির করিয়াছেন এটী অনল্প দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য বিলের সহিত তুলনা করিলে এ বিলখানি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তথাপি ইহা অনেক দিন পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত ছিল। ২৪ দিন এখানি সভায় উপস্থিত থাকিয়া পাস হইয়াছে। এস্থলে আর একটী বক্তব্য এই, আমি এই বিবেচনা করি, প্রথমে বিলখানি উপস্থিত করিলে লার্ডরা তত মনোযোগী হইবেন না, শেষে দিলেও তাঁহারা সে সময় চলিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের অধিক মনোযোগ ও যত্ন জন্মিবে বলিয়া আমি স্কটলণ্ডের চর্চ্চ পেট্রনেজ বিল এবং বিশপ্স পবলিক ওয়ার্শিপ বিল এ উভয়ের মধ্যস্থলে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল লার্ডদিগের সম্মুখে উপস্থিত করি। লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিলে সেগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এই জন্য এই সকল কথা কহিলাম"।

মার্কুইস অব সালিসবরি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যাহা কিছু বলুন, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ ভারতবর্ষের বিষয়ে যথাযথরূপে যে মনোযোগ করেন না, তাঁহার বাক্য দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। স্কটলণ্ডের চর্চ্চপেট্রনেজ বিল ও বিশপ্স ওয়ার্শিপ বিল, এ উভয়ের মধ্যস্থলে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল উপস্থিত করেন কেন? লার্ড সাণ্ডর্ষ্টের ঐ বিল সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল তিনি তাহা লার্ড বাটীতে না বলিয়া কমন্স বাটীতে বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহারই বা কারণ কি? তিনি যদি লার্ড বাটীতে বলিবার সুযোগ পাইতেন, তিনি কখন কমন্স বাটীতে বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না। তিনি সুযোগ পাইয়াও যদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, মহাসভার সভ্যগণের ভারতবর্ষের বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ নাই। তখন লার্ড সাণ্ডর্ষ্টের মনোযোগ ছিল না, এখন কোন কারণে মনোযোগ হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন বিষয় মহাসভায় উপস্থিত হইলে সভ্যগণের কেহ নিদ্রা যান, কেহ গল্প করেন, এটী কি সালিসবরি অস্বীকার করিতে পারেন? ভারতবর্ষের প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের যে এইরূপ ভাব এবং এই বিলখানি যে তাড়াতাড়ি যো সো করিয়া পাস করা হইয়াছে সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। টাইমস

[illegible] প্রভৃতি প্রধান প্রধান [illegible] সম্পাদকগণ এবিষয়ে লাড [illegible] পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। [illegible] যথার্থ লিখিয়াছেন, "বিল [illegible] তাড়াতাড়ি পাস হইয়াছে এই [illegible] বলিলে এই মনে হয়, টোরি সম্প্র[দায়] অথবা অন্য কোন অসদভিপ্রায়ে স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করিবার প্রতি[ব]ন্ধকতা করিয়াছে, তাহাতেই এমন একটী বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে তাড়াতাড়ি পাস হইল। এ বিষয়ের বিশেষ তর্ক বিতর্ক হইলে হয় ত তাহাদের অনিষ্ট হইত।"

—

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সংহার-

কর্ত্তা কে?

মহাবীর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রকীলপর্ব্বতে তপস্যা করিতে গেলেন। ইন্দ্রের উপদেশ অনুসারে মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করিলেন। পশুপতি তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার বল বীর্য্য পরীক্ষার্থ কিরাত বেশ ধারণ করিলেন এবং তিনি যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সৈন্য সামন্ত লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে এক দৈত্য বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের বধার্থ [illegible] [illegible] উপনীত হইল। এদিকে অর্জ্জুন তাহাকে জিঘাংসু জানিয়া তাহার প্রাণ সংহারার্থ শর ক্ষেপ করিলেন। ওদিকে কিরাতরূপী মহাদেবও তাহাকে শর প্রহার করিলেন। মহাদেবের শর বরাহ [illegible] বিদীর্ণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। অর্জ্জুনের প্রক্ষিপ্ত শর সেই স্থানে পতিত [illegible]। এখন সেই শর লইয়া উভয়ের [illegible] বিবাদ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন [illegible] এ শর আমার। আমার বাণেই [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মহাদেব [কহিলেন], না, এ বাণ আমার। আমার বাণেই উহার দেহাবসান হইয়াছে। উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রযুদ্ধ মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি যত প্রকার যুদ্ধ আছে, সব হইয়া গেল, শেষে মুষ্টামুষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ লইয়াও সেইপ্রকার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি। এখন পরস্পর মুষ্টা মুষ্টি না হইলেই মঙ্গল।

এ দৈত্যকে কে সংহার করিল? এই বিবাদ। সার জর্জ্জ কাম্বেল ইংলণ্ড হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, আমি সংহার করিয়া আসিয়াছি। সার রিচাড টেম্পল বলিতেছেন আমিই ইহার সংহারকর্ত্তা। কেবল এই দুই জনে বিবাদ নয়, আর একব্যক্তি মধ্যে আছেন। লাড নর্থব্রুক সেই তৃতীয় ব্যক্তি। তিনিও মনে করেন যে এই দুর্জ্জয় রিপুর দমন বিষয়ে তাঁহারও হস্তাবলম্বদান আছে। কিন্তু সার জর্জ্জ কাম্বেল ও তাঁহার সেনাপতি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি তাঁহাকে এ যশের অংশ ভাগী করিতে অভিলাষী নহেন। এখন দেশের লোকেরই বিষম বিভ্রাট। এখন আমরা কি স্থির করি, দেশের এত বড় শত্রুকে কে বিনাশ করিল? আর কাহাকেই বা আমরা কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি?

সার জর্জ্জ কাম্বেল দুর্ভিক্ষের উপক্র[মে] সেই উদ্যোগবান হন এবং যথাসময়ে উপায় বিধান করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পান। তিনি একে উষ্ণ প্রকৃতির লোক, তাহাতে আবার উড়িষ্যার কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। যথাসময়ে উপায় বিধান না করিলে যে অনিষ্ট ঘটে তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিয়াছিলেন। "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরিয়া উঠে।" তিনি দুর্ভিক্ষের নাম শুনিবামাত্র অতি শয় শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় লড নর্থব্রুক সিমলা পরিত্যাগ করিয়া আগমন করেন, তাঁহারই প্রার্থনানুসারে যথা সময়ে চাউল আমদানী করিবার আদেশ দেন; তাঁহারই উৎসাহ ও দৃষ্টান্তে নিম্নতন কর্ম্মচারিরা যথা সময়ে বদ্ধপরিকর হন, এ জন্য যে কিছু প্রশংসা তাহা তাঁহারই প্রাপ্য।

কাম্বেল সাহেব আরও কিছু প্রশংসার কাজ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অনেকগুলি পবলিকওয়ার্কের উদ্ভাবন, প্রতিসপ্তাহে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ, এবং মফস্বলের দুর্গম প্রদেশে শস্য বহনের উপায় বিধান করেন। তাঁহা হইতে যেমন এই প্রশংসার কাজগুলি হইয়াছে তেমনি একটী বৃহৎ অনিষ্টও ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের নাম শ্রবণমাত্র তিনি ভয়ে একান্ত বিহ্বল হন। তন্নিবন্ধন যে পরিমাণে দেশে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, একে আর করিয়া তুলিলেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এই কারণে লাড নর্থব্রুকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া যায়। লাড নর্থব্রুক বরাবর তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেছিলেন। সে বিশ্বাস ভঙ্গ হইল। তিনিও তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে অনিচ্ছু হইলেন, পদ পরিত্যাগের অভিলাষ জানাইলেন। লড নর্থব্রুক তথাস্তু বলিয়া সার রিচাড টেম্পলকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। সর রিচাড টেম্পল একে আর করিবেন না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। রিচাড টেম্পল অতি ভয়ে ভয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কমিশনরদিগকে, অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে ও অপরাপর লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই মুখে প্রবল দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় গোলদারেরা চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়াছিল, তন্নিবন্ধন চাউ-

সেও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। বেহারের প্রজারা স্বভাবতঃ অতিশয় দরিদ্র, সচ্ছলের সময়েও তাহাদের দুই বেলা অন্ন জুটা ভার। বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকের অনশনে দিন যাইতে ছিল শুনিয়া সর রিচার্ড টেম্পল ভয়ে কম্পিত হইলেন। কাজে কাজে তিনিও দুর্ভিক্ষের স্বরূপ বোধে অশক্ত হইয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে দুর্ভিক্ষের অতিশয় প্রকোপ হইয়াছে বলিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। শুনিবা লাড নর্থ ব্রুকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। টাউন হলে দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভা হইল। ইংলণ্ডে ম্যান্সন হাউসে কমিটী বসিল। একেবারে দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

কার্য্যের অতি সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন বলিয়া সর রিচার্ডের সুখ্যাতি আছে। তিনি সেই সুখ্যাতি রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গো অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভ মহিষ যেখানে যাহা কিছু ছিল সমুদায় সংগ্রহ করিলেন। যাহার একগুণ ক্ষতি হইল তাহার তিনগুণ ধরিয়া দিতে লাগিলেন। যাহার একগুণ বেতন ছিল তাহাকে দুইগুণ বেতন দিয়া সেই প্রদেশে লইয়া গেলেন। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। বাঙ্গালা ও বেহারের লোক, শুধু বাঙ্গালা বেহার কেন, ভারতবর্ষের লোক কখনও যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল। গাড়ি বোঝাই করিয়া টাকা চলিল, সহস্র গাড়ি পূর্ণ করিয়া শস্য চলিল, দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইল। গোলাদারেরা আর চাউল বদ্ধ রাখা বিফল দেখিয়া গোলা খুলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বাজার নরম হইয়া আসিল। এদিকে ক্রমে বর্ষার সমাগম হইল। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিরা ক্ষেত্রের কর্ম্মে গেল। দুর্ভিক্ষ ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইল। সার রিচার্ড টেম্পলের বোধ হয় দুঃখ রহিল যে তিনি বাহাদুরী দেখাইবার সময় পাইলেন না। শত্রুকে শর সন্ধান না করিতে করিতে সংবাদ পাইলেন যে শত্রু অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহার হাতের অস্ত্র হাতে রহিল, দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন এত রণ সজ্জা লইয়া কি করেন। গৃহস্থের অন্নপান প্রস্তুত, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দর্শন নাই, তাঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটে গবর্ণমেণ্টের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

সর জর্জ্জ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল ইহাঁদিগের অন্যতর যিনি আত্মস্তুতি হইয়া যাহা মনে করুন, অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় জর্জ্জ কাম্বেল রিচার্ড টেম্পল ও লার্ড নর্থব্রুক তিন জনেই ন্যূনাধিক ভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য যশের ভাগী। জর্জ্জ কাম্বেল ও রিচার্ড টেম্পল যে পরিমাণে যশোভাজন হইয়াছেন, তাঁহারা যদি দুর্ভিক্ষের স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হইতেন, এতদপেক্ষা অধিকতর যশোলাভ করিতেন সন্দেহ নাই। এস্থলে একটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। জর্জ্জ কাম্বেল ও রিচার্ড টেম্পল কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক বর্ণধার না থাকিলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেন সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক সমাচার ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

সম্প্রতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন হাইকোর্টে সাপ্তাহিক সমাচারের নামে মিথ্যাপবাদের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের এতদিন সংস্কার ছিল বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রকৃতি অতি ধীর কটূক্তি বিদ্রূপ তিরস্কার প্রভৃতি কিছুতেই কখন তাঁহার ধীরতা বিচলিত হয় না। কি প্রকাশ্য পত্রে কি আদালতে তাঁহাকে কখন আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই। অনেক কার্য্যে তাঁহার চটকাবিত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ অংশে তাঁহার ব্যবহার বরাবর অতি প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছে। সেই কেশব বাবু এতদিনের পর সেই চিরাবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম।

সাপ্তাহিক সমাচারের যে প্রেরিত পত্র খানি অবলম্বন করিয়া তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক কটূক্তি পূর্ণ পত্র তাঁহার নামে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখানে কেন গ্রাহ্য করিলেন? তিনি কি মনে করেন যে আদালতে জয় লাভ করিলেই তাঁহার এক্ষণে যে সম্ভ্রম ও সম্মান আছে, তাহার বৃদ্ধি হইবে? আমাদের এরূপ বোধ হয় না। সাপ্তাহিক সমাচারের প্রেরিত পত্রে যদি তাঁহার সম্ভ্রমের কিছু হানি হইয়া থাকে, আদালতে তাহার অধিকতর হানি হইবার সম্ভাবনা। আদালতে এ বিষয়ের যত আন্দোলন হইবে, ততই নানা প্রকার মিথ্যা জনরব উঠিবে। উপহাস রসিকেরা কতই অসঙ্গত উপহাস করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কত প্রকার অদ্ভুত তর্ক করিবে। হয়ত "কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইবার" ন্যায় অনেক গোপনীয় কুৎসা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কেশব বাবুর প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা আছে, এসকল ব্যাপার দ্বারা তাহার হ্রাস বিনা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রতিবিধানার্থ এই পথ অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আমরা তাহাকে পরামর্শ দিতেছি এবিষয়ে তাঁহার উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

লোকে মনে করিবেন আমরা সম্পাদক, আর একজন সম্পাদক বিপদে পড়িয়াছেন, দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ যত্ন পাইতেছি। তাহা নহে। আমরা উভয়ের হিতৈষী হইয়াই এ সকল বাক্যের প্রয়োগ করিতেছি। যদি কদাচিৎ ভ্রম বশতঃ কাহার গ্লানি সমাচার পত্রে প্রকাশ হয়, তাহার যথাযথ প্রতিবাদ করিয়া আত্মদোষ ক্ষালন চেষ্টাই সাধু জনের আদৃত শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট পথ। সেপথ পরিত্যাগ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বভাবের ক্রূরতা প্রকাশ পায়। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার অনুমোদন করেন না। এস্থলে সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদককেও আমাদিগের কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার সে পত্রখানি প্রকাশ করা বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। প্রথমতঃ এরূপ পত্র প্রকাশে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ ভিন্ন সাধারণের কোন উপকার নাই। দ্বিতীয়তঃ তরলমতি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য বালকদিগের এইরূপ পত্রাদি প্রকাশ করাতে সংবাদ পত্রের গৌরব হানি হয়। বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই সংবাদ পত্রের আরোপিত অপবাদ লোকে মিথ্যা ও বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করেন। অতএব বিনা পক্ষপাতে সম্পাদকদিগের সকল বিষয়ের দোষগুণ দর্শন করা কর্ত্তব্য। যদি কেবল দোষ কীর্ত্তন কিম্বা গুণ কীর্ত্তনের ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে লোকের শ্রদ্ধা থাকে না। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, উক্ত সম্পাদকের উচিত তিনি এই উদারনীতি অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত স্থলে কার্য্য করেন। এবিষয়ের যাহাতে সহজে মীমাংসা হয় তদুপায় অবলম্বন করাই বিধেয়। আদালতে এবিষয়ের মীমাংসা হওয়া উঁহাদের গৌরব ও সুখের নয়, এটী তিনি নিশ্চয় জানিবেন।

রাজকার্য্যে এদেশীয়দিগের বহুল নিয়োগ।

ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির অধিকার হইয়া অবধি অনেকগুলি গবর্ণর জেনরল হইয়া গেলেন। আমরা ইতিহাস গ্রন্থে কতকগুলির কার্য্য বৃত্তান্ত পাঠ করিলাম, কতকগুলির কার্য্য স্বচক্ষেও দর্শন করিলাম। কিন্তু ইহাঁদিগের অধিকাংশই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শনে শক্ত হন নাই। যাঁহারা প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া অথবা প্রজার উন্নতিতে উপেক্ষা করিয়া কেবল রাজকোষ পূরণে ব্যগ্র হন, তাঁহারা প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ নহেন। অনেকে এইরূপ ভাক্ত রাজনীতিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। লার্ড ডেলহাউসি এই দলের শিরোরত্ন। যাঁহারা রাজা ও প্রজা উভয়ের শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হন, তাঁহারাই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ। এ প্রকার রাজনীতিজ্ঞ দুইজন মাত্র গবর্ণর জেনরলের কথা আমাদিগের মনে পড়িতেছে, আর এক জনকে আমরা এক্ষণে ভারতবর্ষের শিরঃস্থানে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি। লার্ড বেণ্টিঙ্ক লার্ড কানিঙ ও লার্ড নর্থব্রুক এই তিন জন সেই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ গবর্ণর জেনরল। আমরা এই তিন জনেরই কথা কহিতেছি। লার্ড বেণ্টিঙ্ক ও লার্ড কানিঙের উল্লিখিত রাজনীতিজ্ঞতার বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। লার্ড নর্থব্রুকই আজি আমাদিগের লক্ষ্য। এই মহানুভব প্রায় প্রতিদিন এক একটী করিয়া উল্লিখিত উদার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইনি সম্প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, রেলওয়েতে ষ্টেসন মাষ্টার বুকিঙ ক্লার্ক প্রভৃতির পদে এদেশীয় যুবকদিগকে বহুল পরিমাণে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবল রেলওয়েতে কেন, রাজ্যের যাবতীয় বিভাগেই এই উদার আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া দেওয়া উচিত।

এদেশীয়েরা যদি সকল বিভাগে বহুল পরিমাণে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মহা মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের প্রথম মঙ্গল এই, অল্প ব্যয়ে সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়, প্রজারা স্বার্থ সম্বন্ধে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া গাঢ়তর অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রজার মঙ্গল এই, জীবিকার পথ প্রশস্ত দেখিয়া উত্তরোত্তর তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি ও আত্মোৎকর্ষ সম্পাদনে সমধিক যত্ন জন্মে। পঠদ্দশায় পুরস্কার দান বল, বৃত্তিবিধান বল, আর অন্য প্রকার উৎসাহ দান বল, জীবিকার উপায় বিধানের তুল্য লেখা পড়ার উৎসাহবর্দ্ধক আর নাই। এদেশে উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। ওকালতীতে সহজে ও স্বাধীনভাবে জীবিকার পথ হয় বলিয়া শত শত ব্যক্তি সেই দিকে ধাবমান হইয়াছেন। ভালরূপ লেখা পড়া না জানিলে এ পথের পথিক হইয়া কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এই অনুরোধে কত লোকের উদার শিক্ষা লাভ হইতেছে। লার্ড বেণ্টিঙ্ক যদি বিচারপতি পদ এদেশীয়দিগকে প্রদান করিয়া না যাইতেন, আজি কি গবর্ণমেণ্ট এত সুশিক্ষিত সুক্ষম বিচারশক্তিসম্পন্ন দক্ষ বিচারপতি দর্শনে অধিকারী হইতেন? এদেশীয়েরা এমন উপযুক্ত বিচারপতি হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কি একটা মহৎ লাভ হয় নাই?

উপসংহারে বক্তব্য এই, যাঁহারা ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির প্রভুশক্তি বদ্ধমূল করিবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এদেশীয়দিগকে বহুল পরিমাণে রাজ্যের যাবতীয় বিভাগে নিযুক্ত করেন। স্বার্থ সম্বন্ধ হইতেই প্রভুভক্তি জন্ম পরিগ্রহ করে, এবং

স্বার্থ সম্বন্ধ হইতেই উহা বদ্ধমূল হয়। অধিক কি স্বার্থ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হইয়া রাজা ও প্রজা উভয়কে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখে। এস্থলে এবিষয়টীরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এদেশে যাহাদিগের চিরকালের বাস, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া বিদেশীয়দিগকে বহুল পরিমাণে রাজপদ প্রদান করিলে নিতান্ত স্বার্থপরের কাজ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

১২ই শ্রাবণ সোমবার।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন, গত পূর্ব্ব সপ্তাহে যখন সর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় ছিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষ প্রদেশে ব্যয় করিবার জন্য সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর নিকট দুই লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোথায় এবং কিরূপে ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ না লিখিয়া দেওয়াতে কমিটী সে প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। রাজধানী পরিত্যাগের পূর্ব্বেও সর রিচার্ড দ্বিতীয় বার আট লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান, এবারেও উক্তরূপে আবশ্যক বিবরণ লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং কমিটী সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সর রিচার্ড কি আজিও পূর্ব্ব অভ্যাস ভুলিতে পারেন নাই? এখনও কি তিনি মনে করেন তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা চলিবে?

গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, আগামী ৪ ঠা আগষ্ট লার্ড নর্থব্রুক কলিকাতা হইতে আসাম যাত্রা করিবেন। গমন কালে ঢাকা কাছাড় এবং শ্রীহট্ট দর্শন করিয়া যাইবেন। ১৫ ই আগষ্ট শিলঙে উপনীত হইবেন। আগষ্টের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের অধিকারস্থ স্থানগুলি দর্শন করেন, কিন্তু কি কাজ হয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কাজকি কেবল আমোদ?

এ বৎসর মক্কায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার যাত্রী হইয়াছিল। তীর্থ যাত্রাটী আসিয়ার লোকদিগের একটি প্রধান রোগ।

যেমন অহিফেন লবণ প্রভৃতি এক একটী ব্যবসায় তেমনি প্রজাদিগের বিচার কার্য্যও আমাদের গবর্ণমেণ্টের একটী ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর মান্দ্রাজের হাইকোর্টের অধীনস্থ আদালত সমূহে গবর্ণমেণ্টের চারি লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। উক্ত বৎসর ১৯৩০০০০ টাকা আয় এবং বিচারপতিদিগের বেতনাদিতে ১৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। এ অংশে এরূপ লাভ না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে প্রজারা যাহাতে সুবিচার লাভে অধিকারী হয় গবর্ণমেণ্টের তাহা করাই কি উচিত নয়?

পুনার অধিবাসী বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে অন্যান্য স্থানের লোকদিগের অপেক্ষা উন্নতি পথে বিলক্ষণ অগ্রসর দেখা যাইতেছে। তাহারা স্থানে স্থানে এক একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যে স্থানের সভা সেই স্থানের অধিবাসীদের পরস্পর যে সকল বিবাদাদি উপস্থিত হইবে উক্ত সভা তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়, কিন্তু কাজ হইবার বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম রাজপুরের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যকে জয়পুরের রাজা জয়পুর মেডিকাল হলের কোমবাল এগ্জামিনার এবং মেডিকাল ষ্টোর কিপার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ দেশীয় রাজগণের অধীনে থাকিয়া স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন এটী বাঞ্ছনীয়। নীলাম্বর বাবু কাশ্মীরে থাকিয়া এদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলওয়েতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক গাড়ি হওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এদেশীয়ের এরূপ গাড়ি প্রার্থনা করেন কি না, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি এত দিন এদেশে আছেন, আজিও কি এটী জানিতে পারেন নাই? ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র গাড়ি নাই বলিয়া ভদ্রলোকেরা পারত পক্ষে রেলওয়েতে পরিবার পাঠান না।

হিন্দুপেট্রিয়টে দেখা গেল গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছে এদেশীয় ১৫৩ জন রাজার অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪১০০০ পদাতিক ও ৬৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৯ হাজার গোলন্দাজ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি ইহাতে ভীত হন? এদেশের দুই জন প্রতিবাসিতে ঐক্য নাই, ১৫৩ জন রাজার একবাক্য হইবার সম্ভাবনা কি?

কেবল ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদের নহে, ভারতবর্ষস্থ ফরাসীদিগেরও দেশী জুতার প্রতি বিলক্ষণ আক্রোশ দেখা যায়। পণ্ডিচরিতে এই নিয়ম ছিল আদালতে যাইতে হইলে দেশী জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইত। কিছু দিন হইল তত্রত্য একজন দেশীয় উকীল এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেশী জুতা পায় দিয়া জজদিগের সম্মুখে গমন করেন, তাঁহাকে এ নিমিত্ত তিরস্কার করা হয়। তিনি এ বিষয় ফ্রান্সে জানাইয়া জয় লাভ করেন। পণ্ডিচারির আদালত পুনরায় এবিষয়ের আপীল করেন। আপীল আদালত উকীলকে দেশী জুতা পায় দিয়া পণ্ডিচারির আদালতে ওকালতি করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা এত দিন জানিতাম, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই এই প্রকার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোলা পাড়া করে, উচ্চমনাদিগের এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি যায় না।

ইংলণ্ডে বিদ্যার যেমন গৌরব এমন বোধ হয় আর কুত্রাপি নয়। গোলড্স্মিথ যখন ইউরোপ ভ্রমণ করেন, তৎকালে তিনি যে সকল কষ্টে পড়েন সেই সকল কষ্টের বিষয় বর্ণন করিয়া তিনি এক পত্র সার জশুয়া রেণোল্ডস্কে, লিখিয়াছিলেন, সেখানি ৩৭০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

সেদিন গঙ্গায় প্রায় ২০ জন লোক এক নৌকা করিয়া মাহেশে উল্টা রথ দেখিতে যাইতেছিলেন, গঙ্গার মাঝ খানে গিয়া নৌকা খানি ডুবিতে লাগিল দেখিয়া আর এক খানি নৌকা উহার সাহায্যার্থ গমন করিল। আরোহীরা ইহাতে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল, নৌকা খানি ক্রমে উল্টিয়া পড়িল। উহাদের ১৬ জন জলমগ্ন হইয়া গেল। আর একখানি নৌকা আসিয়া চারি জনকে তুলিয়া লইল।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির হাবড়াস্থ এদেশীয় প্রধান পে ক্লার্ক মিথ্যা করিয়া কয়েকজন কল্পিত পেয়াদার বেতন লইয়া তাহা আত্মসাৎ করাতে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার বিচার হইতেছে। উপরিলাভ না হইলে চাকরী মিছা।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "জামালপুরে আপাততঃ অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতি অল্প দিবসের মধ্যে কতকগুলি দুঃখী লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। রোগ ক্রমে ভয়ানক হইবার সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির আর বড় প্রতাপ নাই, যখন ইহার তত আবশ্যকতা ছিল না তখন প্রচুর হইয়া এখানকার জীবনোপায় ভুট্টা শস্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মাইয়া এখন কোথায়

পলায়ন করিয়াছে। গ্রীষ্ম এতদূর প্রবল হইয়াছে, রাত্রে গৃহমধ্যে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ের ডাক্তার লোকোমোটিব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাম্পবেল সাহেব দুঃখী কর্ম্মচারিগণকে বিনা মূল্যে ঔষধদান ও চিকিৎসা করার এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের গতি কিরূপ নিম্ন লিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। পাইয়নিয়র দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রদেশ হইতে এই সংবাদটীর সংগ্রহ করিয়াছেন। এক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কতক চাউল প্রেরণ আবশ্যক হয়। গবর্ণমেণ্টের গাড়িতে ১৫ মণ করিয়া বোঝাই দিয়া চাউল পাঠান হয়। পথে ঘাস ও খড় না থাকাতে গাড়ির গরুগুলিকে ঐ চাউল খাইতে দেওয়া হইল। তাহারা ১০ মণ করিয়া খাইয়া ফেলিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে ৫ মণ মাত্র পৌঁছিল। গাড়িগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, গরুগুলিকে পুনরায় ১০ মণ করিয়া চাউল খাইতে না দিলে আর তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং ৫ মণ ছিল আর ৫ মণ বোঝাই দিয়া গাড়িগুলি ফিরাইয়া পাঠাইতে হইল!! অনেক স্থলের বন্দোবস্ত এই রূপই বটে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, ষ্টেটসেক্রেটারি ইণ্ডিয়া আফিসের জন্য একটী মিউজম ও একটী পুস্তকালয় করিবার নিমিত্ত সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

আমাদের এখানে সিমলা পাহাড় যেমন রাজপুরুষগণের মতে স্বাস্থ্যকর স্থান, ইউরোপে ইংলণ্ডের দক্ষিণস্থ ওয়াইট দ্বীপ সেইরূপ। ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, জর্ম্মণির যুবরাজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (আমাদের রাজ্ঞীর কন্যা) উক্ত দ্বীপে কিছুদিনের জন্য বাস করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন, ইঁহারা মধ্যে মধ্যে উইণ্ডসরে বকিংহাম প্যালেসেও থাকিবেন। ওয়াইট দ্বীপে অষ্ট্রিয়ার রাজ্ঞী ইঁহাদের প্রতিবাসী হইবেন, তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য শীঘ্র তথায় আসিতেছেন। ওয়াইট দ্বীপ দেখিয়া আমাদিগের এখানকার রাজপুরুষেরা সিমলাবাস শিক্ষা করিলেন? না, এখানকার রাজপুরুষদিগের দেখিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা ওয়াইট দ্বীপে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ বাস করা শিখিলেন?

১৮ এ জুলাইর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দৃষ্ট হইল, শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে আসামের প্রধানতম কমিশনরের অধীন হওয়া সম্বন্ধে হব হাউস সাহেব এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীহট্টের উপর এ পর্য্যন্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এবং রেবেনিউ বোর্ডের যে সকল ক্ষমতা ছিল, গবর্ণর জেনরলের হস্তে সেই সকল ক্ষমতা প্রদানই এই পাণ্ডুলেখ্যের উদ্দেশ্য। গবর্ণর জেনরল সময়ে সময়ে ঐ সকল ক্ষমতা কিম্বা উহার কোন ক্ষমতা প্রধানতম কমিশনরের হস্তে প্রদান করিবেন এবং ইচ্ছা করিলে ঐ ক্ষমতা তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিতেও পারিবেন।

উক্ত গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরী ব্রিটিশ ভারতের প্রধানতম কমিশনর অনরেবল আশ্লি ইডেন সাহেব, গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের এবং রেবেনিউ বোর্ডের সভ্য শক সাহেবকে সি, এস, আই উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল ঢাকায় যাইবেন বলিয়া তথায় মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্য অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাঁহার নামে একটী সাধারণ বাটী ও পুস্তকালয় করিবার জন্য সভা হইতেছে, সভা স্থলেই ৯ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। কিরূপে সম্মান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, সকলে সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। খাজে আবদুল গণি এই সকলের উদ্যোগকর্ত্তা। ইনি গবর্ণর জেনরলকে একটী ভোজ দিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করেন, তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজাগণ লার্ড নর্থব্রুককে যে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, এগুলি তাহার প্রমাণ।

এই কাল পর্য্যন্ত যিনি যিনি ফ্রান্স শাসন করিয়া গিয়াছেন, কেহই সকল দলকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু মার্শাল ম্যাকমেহন সকলকে তুষ্ট করিয়াছেন। ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ম্যাকমেহন যে ৬০ হাজার সৈন্যের কাওয়াজ দেখেন, তৎসম্বন্ধে নানা লোকের মনে নানারূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। কাওয়াজ হইয়া গেলে পর তিনি নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সৈন্যদিগের গোচর করেন "সৈন্যগণ! আমি তোমাদের রণ কৌশল ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। জাতি সাধারণ সভা ৭ বৎসরের জন্য আমাকে ফ্রান্সের শাসনভার দিয়াছেন, এই ৭ বৎসর কাল আমাকে সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। এ ভারটী শুদ্ধ আমার নয়, তোমাদের সকলেরই। আমরা জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াও কার্য্য করিব। আইনের ক্ষমতা এবং সম্মান সকল স্থলেই রক্ষা করিব।" বিপক্ষগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া দমনে রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। আহ্লাদের বিষয় এই, সকলেই ইহার অনুমোদন করিয়াছেন ও এই বাক্যগুলি পাঠ করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন।

পামার ("পামর" বলাই অধিকতর সঙ্গত) নামক এক ব্যক্তি যেমন অল্পে অল্পে বিষ পান করাইয়া লোকের মৃত্যু ঘটাইত, এবং তাহা স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়াই বোধ হইত, এইরূপে সে শাশুড়ী, এমন কি তাহার নিজ মাতাকে হত্যা করিয়া লাইফ ইন্সুয়ারান্স কোম্পানির নিকট হইতে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, ফ্রান্সে সেইরূপ আর ব্যক্তি বাহির হইয়াছে। ইহার নাম এম মরিয়। এ ব্যক্তি একবার বিবাহ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীধন লইত, পুনরায় বিবাহ করিত, আবার তাহাকে হত্যা করিয়া পুনরায় বিবাহ করিত। স্ত্রীধনের লোভে বিষপান করাইয়া স্ত্রী হত্যা করাই ইহার ব্যবসা ছিল। পামার তাহার একজন সহচরের কতকগুলি প্রাপ্য টাকা লোপ করিবার জন্য তাহাকে ঐরূপে হত্যা করিয়া ধরা পড়ে, এবং তাহার ফাঁসী হয়, এব্যক্তিও সম্প্রতি একটী স্ত্রীকে হত্যা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আজিও ইহার বিচারের শেষ হয় নাই।

জুলাই মাসের প্রথমে ফ্রান্সের স্থানে স্থানে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। হংস ডিম্বের ন্যায় এক একটী শিলা বর্ষণ হইয়াছিল। ফল এবং শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে, কৃষকেরা শস্য হানি দেখিয়া এত নিরুৎসাহিত হইয়াছে, যে তাহাদের অনেকে স্থানান্তরে গমন করিতেছে। শস্য হানিই জগতের বর্ত্তমান নিয়ম দেখা যাইতেছে।

১৪ ই শ্রাবণ বুধবার।

গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের জন্য স্থানে স্থানে যে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন অনেক স্থলে তাহা উদ্বৃত্ত হওয়াতে কোনরূপে সেগুলি বিতরণ করিয়া ফেলা হইতেছে। অনেক স্থানে চাউল ছড়াছড়ি যাইতেছে, অনেক স্থলে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। তত্ত্বাবধায়ক ত অনেক নিযুক্ত হইয়াছেন, তবে এরূপ ক্ষতি কেন? তত্ত্বাবধায়কেরা কি কেবল আপনাদিগের বেতন বুঝেন, এ সকল বুঝেন না?

১৮ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৩৭৮৪০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৩১২৫১০ টাকা হইয়াছিল। ১১৫৩২০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৩৪৩০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ১৬২৭০ টাকা হইয়াছিল। ৭১৬০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর আর একটী পৌত্র হইয়াছে। এটী লইয়া মহারাণীর বাইশটী পৌত্র ও দৌহিত্র হইল। ডিউক অব এডিনবরাও ৫। ৬ মাসের মধ্যে আর একটী এই সংখ্যায় যোগ করিবেন।

জুলাই মাসের ১৫ ই ১৬ ই পর্য্যন্ত রাজসাহী বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ৫। ৬ লক্ষ মণ চাউল খরচ হইয়াছে।

২৭ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে পঞ্জাবের মৃত্যু সংখ্যা ৫৭১২ হইতে কমিয়া ৫১৯০ হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বসন্তে ৫৭৭ লোকের মৃত্যু হয়, উক্ত সপ্তাহে ৪২৩ জনের বসন্তে মৃত্যু হইয়াছে।

হংলিসম্যান বলেন, বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় তিন মাসে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ৩ খানি ইংরাজী ১৯ খান আরব্য উর্দ্দূ ও পারস্য ৪ খানি সংস্কৃত এবং ১৫ খানি হিন্দী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকায় গবর্ণর জেনরলের গমন উপলক্ষে বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি করিবার জন্য ঢাকার মিউনিসিপালিটী এবং অনরেবল খাজে আবদুল গণি কলিকাতার পি, ডবলিউ ফ্লিউরি কোম্পানিকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্দ্দার আলী খাঁ কান্দাহার হইতে কাবুলের আমীরকে লিখিয়াছেন, পারস্যের শাহা সীস্থানে সৈন্য সমবেত করিয়াছেন। সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ রুশীয়দিগের উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি বোখারার রাজার নিকট গমন করিয়াছেন। উক্ত পত্রের পেশোয়ারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সামর্দ্দ খাঁ কতকগুলি অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া জেলেলাবাদে যাত্রা করিয়াছেন।

১৮ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ১৩ টী বৃদ্ধি হয়। উক্ত সপ্তাহে এবং উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৫ ও ১৯২ জনের মৃত্যু হয়। ১১ জনের ওলাউঠায় ৮৫ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

১৫ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব সম্প্রতি ম্যান্সন হাউসে এক বক্তৃতা কালে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে "এক্ষণে সকল দেশই ইংলণ্ডের বন্ধুতা প্রার্থনা করেন। যাহাতে শান্তিরক্ষা হয় ইংলণ্ড তাহা করিবেন। যাঁহারা ইংলণ্ডের বক্তৃতার উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদিগকে কেবল কতকগুলি শূন্যগর্ভ বাক্য বলিয়াই ইংলণ্ড সন্তুষ্ট থাকিবেন না, যাহাতে পৃথিবীর স্বার্থ সম্বন্ধ আছে এমন সকল বিষয়ে ইংলণ্ড হস্তার্পণ করিবেন এবং তন্নিমিত্ত তিনি পৃথিবীর নিকট দায়ী থাকিবেন। এক্ষণে যে সকল দেশে গোলযোগ আছে, যাহাতে তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ হয় এবং যে সকল দেশ কষ্টে পড়িয়াছে যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব পদ ও সম্মান লাভ হয় ইংলণ্ড তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিবেন।" এই বক্তৃতায় ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন তেজস্বিতার পরিচয় হইয়াছে, এটী অতিশয় আহ্লাদের বিষয়।

আগামী শনিবার শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্গত হইবে। তাহা হইলে এই নূতন প্রদেশটীর অধিবাসীর সংখ্যা ৪১২২০১১ হইবে।

অদ্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মুঙ্গের হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিবেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতায় আর এক জন মহাত্মা না কি একজনের স্ত্রীকে বাহির করিয়াছেন। পরদার হরণ করাই কি এক্ষণে কার মহাত্মের ধর্ম্ম?

১৮৭৩ অব্দে বঙ্গদেশে ৬ হাজারেরও অধিক শিশু জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বাখরগঞ্জেই মৃত্যুসংখ্যা অধিক। বাখরগঞ্জের জলপ্লাবন, ঢাকায় পদ্মা এবং ধলেশ্বরীতে নৌকা ডুবি হইয়া, ময়মনসিংহে ঝড়ে এবং শ্রীহট্টে জল প্লাবন নিবন্ধন ঐ সকল মৃত্যু ঘটনা হয়।

সাঁওতাল পরগণায় আর এক ভিতুমিথার আবির্ভাব হইয়াছে। ফ্রেণ্ডের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভাগ্রথ নামক একজন সাঁওতাল সাঁওতালদিগকে এই উপদেশ দিতেছে, সে তাহাদের জন্য যুদ্ধ করিবে। সে শীঘ্র তাহাদের রাজা হইবে, এবং তাহারাও সুখী হইবে। যদি ব্রিটিশ গোলার মাহাত্ম্য জানিতে পারিলে বোধ হয় এরূপ বুজরুকিতে যাইতেন না।

গোয়ালপাড়ায় জলপ্লাবন হইয়া ক্ষেত্র সকল ডুবিয়া যাওয়াতে শস্যের বড় ক্ষতি হইয়াছে। চাউলের মণ ৫॥। ৬ টাকা। যখন রাস্তা ঘাট ডুবিয়া ছিল, চাউল ৮ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইয়াছে।

গত বৎসর বঙ্গদেশে বিষপানে ১৬ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে একটী ঘটনা বিস্ময়াবহ। ভাগলপুরে একব্যক্তি আর এক জনের নিকট কিছু টাকা পাইত, সে টাকা দিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় টাকা চাওয়াতে সে তাহার পুত্রের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিয়া বলে, টাকা দিয়াছি। সে মিথ্যাবাদী হয় প্রমাণ করিবার জন্য ঐ দুরাত্মা উহার সেই সন্তানটীকে বিষ মিশ্রিত সন্দেশ খাওয়াইয়া হত্যা করে!! দিনাজপুরে দুটী স্ত্রীলোক তাহাদের উপপতির পরামর্শে বিষপান করাইয়া তাহাদের স্বামীকে হত্যা করে!

ভারতবর্ষের মধ্যে কোন ধর্ম্মেই তামাক খাওয়ার নিষেধ নাই, কেবল শিখদিগের ধর্ম্মে তাহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাবা কিন্তু অহিফেন ভাঙ্গ ও ভক্ষণ খায়। ইহাদের যে ৯ জন গুরু হইয়া যান, তাঁহারা তামাক খাওয়া নিষেধ করেন নাই। তামাক খাইলে আলস্যের বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহাদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ ইহার নিষেধ করেন। রাজা রণজিৎ সিংহ তাঁহার রাজত্বের চতু-

র্দশ বৎসরের সময় লাহোরে তমাক খাওয়ার নিষেধ করেন। তমাক খাওয়ার তখন এই দণ্ড ছিল, যাহারা তমাক খাইত তাহাদের ঠোঁট দুটী কাটিয়া দেওয়া হইত।

গত সপ্তাহে স্থানে স্থানে রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। চুনারের নিকট শকট চক্রে এক মহিষ পড়াতে অনেকগুলি মালগাড়ি রেলভ্রষ্ট হইয়া অনেক ক্ষতি হয়। হর্দ্দুইয়ের নিকট একটী সেতু ভগ্ন হইয়া মেইল ট্রেণ গমনের বিলম্ব হয়।

ডিস্পেন্সরির মূর্খ কম্পাউণ্ডর হইতে সময়ে সময়ে মহান্ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি জব্বলপুরের একজন কম্পাউণ্ডর ম্যাহট্রেট অব সিলবারের পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে একজনের চক্ষে নাইট্রিক এসিড দিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেবল কম্পাউণ্ডরের দোষ নয় ডাক্তার মহোদয়েরা স্পষ্ট করিয়া ঔষধের পাঁতি লিখেন না এটীও একটী কারণ।

মান্দ্রাজের মফলাজাতীয় একটী স্ত্রীলোক বড় সাহসিকতা দেখাইয়াছে। এক চোর উহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সে জানিতে পারিয়া স্বামীকে জাগরিত করে, স্বামী কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া স্ত্রীলোকটী এরূপ জোরে চোরের গলাটী ধরিল যে তাহার নড়িবার যো রহিল না। প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়াতে চোর ধরা পড়িল। নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, বিচারপতি ঐ স্ত্রীলোকটীকে ২৫০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

যে কোন উপায়ে কর গ্রহণ বিষয়ে দেশীয় রাজগণও বড় ফেলা যান না। কেহ দত্তক গ্রহণ করিলে সুজানগড়ের রাজা তাঁহার কর লইয়া থাকেন। যাহার যেরূপ অবস্থা তাহার নিকট সেইরূপ লন, কিন্তু হাজার টাকার কম কাহারও নিকট লন না। এই টাকা আদায়ের সময় নিম্নতন কর্ম্মচারিরাও আপনাদের পরিশ্রম পোষাইয়া লইতে ত্রুটি করেন না। তদ্ভিন্ন এমনও ঘটে যাহার যে সন্তানকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহা করান হয় এবং অনেকের সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে বলিয়া তাহাদিগকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, আকায়াবের নিকট ১৮ মণ ওজনের একটী কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছে।

আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্নিয়াতে একটী চুম্বক পাথরের গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষ্টোকস নামক এক ব্যক্তি ও তাহার আর কয়েক জন সহচর আমাদর নামক স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী গুহা দেখিতে পান। প্রায় এক মাইল সেই দিকে গিয়া পরিশেষে আর একটী গহ্বর দেখিতে পান। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উহাদের সঙ্গে যে কম্পাস ছিল তাহার সূচী অতি বেগে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহাদের শরীর ক্রমে শীতল হইয়া এক প্রকার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইবা মাত্র উহাদের এক জনের হস্তস্থিত একখানি কুঠার বেগে গিয়া একটী প্রস্তর স্তূপে এরূপ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল যে উহারা চারিজনে টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। আর এক জনের হস্তের একখানি ছুরিও ঐরূপে এক প্রস্তর স্তূপে গিয়া লাগিল। একজনের পায় লৌহ শলাকা যুক্ত জুতা ছিল, এক খণ্ড বৃহৎ চুম্বকের নিকট যাইবা মাত্র উহাতে একপ দৃঢ় সংলগ্ন হইল যে তাহাকে জুতার মায়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। তাঁহারা এইরূপে ১০ মিনিট কাল তথায় ছিলেন কিন্তু ক্রমে যাতনা বৃদ্ধি হওয়াতে এবং সমুদায় শরীর জড় পদার্থের ন্যায় হইতেছে দেখিয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন।

উড়িষ্যায় এবার বৃষ্টি বড় কম হইয়াছে। ধান্যের বীজগুলি শুকাইয়া যাইতেছে স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছে। জল সেচনের জন্য যে খাল ছিল তাহার জল এত তলায় গিয়া পড়িয়াছে যে তাহা হইতে ক্ষেত্রে জল সেচন কঠিন। শস্যাদির অবস্থা দর্শনে সকলে ভীত হইয়াছে। উড়িষ্যায় বৃষ্টি কম শুনিলেই আমাদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং বীডন সাহেবের নাম মনে পড়ে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, একজন বাঙ্গালী সেদিন ব্যাঙ্গেলোরে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, এদেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া এই ফল হইয়াছে, ইহারা ভণ্ড পাপাচারী নাস্তিক মাতাল এবং গোখাদক হইয়াছে। বক্তা বাঙ্গালিটীর বোধ হয় দুই চক্ষু নাই। তিনি অসৎ গুলিকেই দেখিতে পাইয়াছেন সৎ গুলিকে দেখিতে পান নাই।

ইংলিসমান বলেন, পুরী এবং কটক ও পুরীর রাস্তায় ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই বটে তাহার প্রতিনিধি তীর্থ যাত্রা আছে।

১৮৭৩ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১০৭২ জনের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। হাইদ্রাবাদ এবং রত্নাগুড়িতেই অধিক সংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

সমারসেট সায়ারের অন্তর্গত চিউমাগনা নামক স্থানে গত জুন মাসে ভয়ানক ভূমি কম্প হয়। একজন পণ্ডিত এতদ্দর্শনে এই অনুমান করেন, জুন মাসে যে ভূমিকম্প হয় তাহা প্রায়ই ভয়াবহ হইয়া থাকে। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জামেকায় ভূকম্প হইয়া ৩ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৭৭৩ অব্দের ৭ ই জুন গোয়াটিমালায় ভূমিকম্প হইয়া সান্টিয়াগো নগর সমুদায় অধিবাসীর সহিত ভূগর্ভে নিহিত হয়। ১৭৫৫ অব্দের ৭ ই জুন পারস্যে ভূমিকম্প হইয়া ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ অব্দের ১৯ এ জুন জাবা দ্বীপে ভূকম্প হইয়া ৪ শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লেভিন সাহেবের নামে যে কয়টী দোষের আরোপ হইয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে রঙ্গপুরে এই অনুসন্ধান হইবে। কমিশনের অনুসন্ধানে যেন " মাকড় মারিলে ধোকড় না হয়।"

তাজমহলের নীচে একটী নুতন সিঁড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধ হয় এই সিঁড়ি দিয়া মুরজিহানের কবরে যাওয়া যায়।

মান্দ্রাজেও স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে। মান্দ্রাজ মেইল বলেন, সম্প্রতি তিন চারিজন যুবতী মান্দ্রাজ মেডিকাল কালেজে পড়িবার জন্য আবেদন করেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রতি অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা নুতন দেওয়ানী কার্য্য বিধির স্থান বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়াছেন। ঋণের জন্য কারাবাস এবং ডিক্রির টাকা আদায়ের জন্য ভূমি বিক্রয় প্রধানতঃ এই দুটী বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হইবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইংলিসমান বারাণসীর এক পত্রে অবগত হইয়াছেন, বীজন গ্রামের রাজা ২০০ টাকা বেতনে একজন স্ত্রী ডাক্তার রাখিয়াছেন। তিনি ভদ্রলোকের বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইবেন। অবসর সময়ে তিনি অন্য লোকের চিকিৎসা করিয়াও উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকটী ইহার মধ্যেই নিজের একটী ডিস্পেন্সরি খুলিয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের অনেক নিম্নভূমির আশুধান্য সহসা জলবৃদ্ধি হওয়াতে নষ্ট হইয়াছে।

জয়পুরের রাজা নিজ রাজধানীতে একটী মুদ্রা যন্ত্র করিয়াছেন। ইহা হইতে একখানি পাক্ষিক গেজেট বাহির করা হইবে।

কিছু দিন হইল হাবড়ায় এক ব্যক্তি তাহার একজন প্রতিবাসীকে যে হত্যা করিয়াছিল, হাবড়ার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এলেন সাহেবের নিকট তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে।

হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট তত্রত্য কালেক্টরেটের ৫ জন আমলার উৎকোচ গ্রহণাপরাধে বিচার হইতেছে। উৎকোচ নিবারণ পক্ষে বিচারপতিগণ যদি একটু মনোযোগী হন, দেশের মহোপকার সাধিত হয়।

নিম্নলিখিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা	শতকরা	১০৪।—১০৪।৶০
৪॥	"	"	১০৬॥—১০৬৸
৪॥	"	"	১০৫৸—১০৫৸৶
৪॥	"	"	১০৫॥৶—১০৫৸০
৫॥	"	"	১১০॥৶—১১০৸০

১৭ ই শ্রাবণ শনিবার।

দুর্গামণি দাসী নামক যে একটী নববিবাহিতা বালিকার হত্যা বিবরণ ইতি পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, গত সোমবার জুরির বিচারে ব্রজনাথ তাহার স্ত্রী ও লক্ষ্মীনামক আর একটী স্ত্রীলোকের দোষ প্রমাণ হওয়াতে উহাদিগকে দায়রায় দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি আসামের একজন ইউরোপীয় চা-কর একজন কুলিকে এক রুলের দ্বারা প্রহার করে। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। শিলঙের ডেপুটী কমিশনর ঐ ব্যক্তিকে সেসিয়নে দিয়াছেন। কুলির কি যকৃৎ নাই? যকৃৎ স্ফীত হইয়া কুলির মৃত্যু হইয়াছে বলিলে ত সাহেবকে সেসনে যাইতে হইত না।

গত বুধবার গবর্ণমেণ্ট হাউসের পাকশালায় আগুন লাগিয়াছিল। পুলিষের যত্নে অগ্নি শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয়। অন্য কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেবল দেয়ালের কিয়দংশ ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। এবার ত বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই আগুন লাগিয়াছে গবর্ণমেণ্ট হাউস বাকি ছিল, তাহাতেও লাগিল!

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২৩ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মান্দ্রাজে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা উত্তম। সিন্ধুতে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে, এখনও নদীর জল কমে নাই। গুজরাট এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যে সকল স্থানে বৃষ্টির অভাব ছিল তথায় উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের উত্তর মধ্য এবং পশ্চিম বিভাগে বৃষ্টি হইতেছে, দক্ষিণ মধ্য বিভাগে অভাব রহিয়াছে, বিশেষতঃ উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরের স্থানে স্থানে শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে শস্য হানির সম্ভাবনা আছে। পঞ্জাবের সংবাদ ভাল। বিহার এবং মধ্য প্রদেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থাও ভাল। রাজপুতনা এবং মধ্য ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা ভাল। মহীসুরে বরং কিছু অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। নেপাল ও আসামের সংবাদ ভাল।

মধ্য প্রদেশে শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর, তবে সম্বলপুর বিলাসপুর ভান্দারা প্রভৃতি স্থানে আর কিছু বৃষ্টি হইলে বীজ রোপণের সুবিধা হয়। এবার শস্য ভাল হইবে এই আশায় অনেক স্থানের শস্যের মূল্য কমিয়াছে। সম্বলপুরে চাউল টাকায় ৩৫ সের বিক্রীত হইতেছে।

গত শনিবারের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় প্রায় তাবৎ বিভাগেই উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষকেরা ধান্যের বীজ রোপণ আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণ্যে শস্যের অবস্থা সন্তোষকর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। রিলিফ ওয়ার্ক সকল বন্ধ হইয়াছে। গোরক্ষপুরে বৃষ্টি হওয়া অবধি লোকের কষ্ট কমিয়াছে।

ইংলিসম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন দিনাজপুরে উত্তম বৃষ্টি হইয়া কৃষকদিগকে আশ্বাসিত করিয়াছে।

কৃষ্ণনগর হইতে এক ব্যক্তি হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, নদীয়া বিভাগে বৃষ্টির জন্য বড় কষ্ট হইয়াছে, প্রায় এক মাস কাল তথায় বৃষ্টি হয় নাই; আশুধান্য নষ্ট হইলে বড় কষ্ট হইবে।

গোস্বামী দুর্গাপুর হইতে এক ব্যক্তি সাপ্তাহিক সমাচারে লিখিয়াছেন, সেখানে নদীর জল যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, দুই চারি দিবস সেরূপ বৃদ্ধি হইলে দেশ প্লাবিত হইয়া সমুদয় ধান্য ডুবিয়া যাইবে। এদিকে

আবার বৃষ্টি না হওয়াতে আশু ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ জুলাই। ব্যারন লেসেপস ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার যে প্রস্তাব করেন, রুশীয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে সকলে একমত হইয়া প্রস্তাব করেন প্রিন্স লিওপোলডকে বার্ষিক ১৫০০০ টাকা দেওয়া হয়।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। গত কল্য ম্যান্সন হাউসে মন্ত্রিদগের যে সভা হয় তাহাতে বিদেশীয় রাজগণের সহিত সম্বন্ধ উপলক্ষ করিয়া ডিসরেলি বলেন, এক্ষণে যেমন অধিকতর আগ্রহ সহকারে ইংলণ্ডের বন্ধুতা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয় এমন পূর্ব্বে ছিল না যখন শান্তির জন্য আমরা ক্ষমতা সঞ্চালন করিব তখন যাহারা আমাদের বন্ধুতা প্রার্থনা করেন কেবল তাহাদিগকে শূন্যগর্ভ বাক্য বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না। ইউরোপস্থ দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে শান্তিস্থাপন এবং যে সকল দেশ মধ্যে নানা গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহার নিবারণ করিয়া দিয়া তাহাকে সমুন্নত করার বিষয়ে ইংলণ্ডের ক্ষমতা সঞ্চালনই তাঁহার অভিপ্রেত।

কার্লিষ্টরা যেরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড সকল করিতেছে তাহাতে সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। গারিবলাডি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সার চারলস জ্যাকসনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুলাই। কলিকাতা হইতে যে মেইল ৩০ এ জুন ব্রিণ্ডিসি হইয়া এবং ২৩ এ জুন সাউথ্যাম্পটন হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২০৩০০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই। পেন্সিলবানিয়াতে জলপ্লাবন হইয়া প্রায় দুই শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কার্লিষ্ট যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে। কার্লিষ্টদিগের অনেককে ধরিয়া বার্সিলোনায় বন্দীভূত করা হইয়াছে এবং বৈরনির্যাতনার্থ বন্দিদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইতেছে।

ম্যান্সন হাউস ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১২১৩০৮০ টাকা উঠিয়াছে। কমিটী আর এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন, কমিটী অক্টোবর পর্য্যন্ত বদ্ধ থাকিবে।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই। পারিসস্থ জর্ম্মণ রাজদূত ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন যদি সীমাস্থলে বিশেষ সতর্কতাসহকারে শান্তিরক্ষা করা না হয় জর্ম্মনি স্পেনের উত্তরে একদল সেনা প্রেরণ করিবেন।

ফরাসী আফিসরেরা কার্লিষ্টদিগকে সাহায্য করার বিষয়ে অস্বীকার করেন।

৬১০৫

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ জুলাই। জাহানাবাদ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, বোর্ডিলন সারণের অন্তর্গত সেওয়ান উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সেওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, রাইট জাহানাবাদের ভার পাইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার কিছুদিনের জন্য খুলনা উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং যশোহরের সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এক জে, কীন সাহেব রেণোল্ডস সাহেব বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেই প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৮ ই জুলাই। বাবু মধুসূদন রাস্তাবি পুরীর অন্তর্গত খুর্দ্দার সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৩ এ জুলাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচন্দ্র গুপ্ত কিছু দিনের জন্য সেওয়ান বিভাগের এবং তত্রস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই জুলাই। ত্রিহুতের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু অযোধ্যা দাস পদত্যাগ করিয়াছেন।

১৭ ই জুলাই। ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, বার্ণার কিছু দিনের জন্য ঢাকা এবং ফরিদপুরে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাওতাল পরগণার রিলিফ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরিমোহন সান্ন্যাল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ জুলাই। বালেশ্বরের অন্তর্গত ভদ্রক উপবিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ষ্টিবেন্স ১৮৭৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারা অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে এক জন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

২৮ এ জুলাই। বাবু বোলাকচাঁদ কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু রামপ্রসাদ চতুর্থ শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ এবং পাটনার দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

মহাশয়! গত ৩০ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর দানের যে এক তালিকা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে উক্ত রাণী মহোদয়ার কলিকাতার কমিটীতে প্রদত্ত ৫০০০ পাচ হাজার টাকার স্থলে ৫০০ পাচ শত টাকা লেখা হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আগামীতে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

আষাঢ় মাসের ৩১ এ পর্য্যন্ত প্রতিদিন যত লোক আহার করিয়াছে এবং ১ লা শ্রাবণ হইতে প্রতিদিন যত লোককে চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে লিখিয়া দিলাম অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বহু ব্যাপী পত্রের এক পার্শ্বে প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন। ৩১ আষাঢ় (রথের পূর্ব্বদিবস) রথ উপলক্ষে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে তদুপযুক্ত অন্ন প্রভৃতি পাক করিয়া ভোজন করান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া রথের দিন অর্থাৎ ৩২ অন্নসত্র বন্ধ ছিল এবং ১ লা শ্রাবণ অবধি ভোজন না করাইয়া প্রতি জনকে এক বেলার আহারের উপযুক্ত চাউল দেয়া হইতেছে।

১ লা আষাঢ়	৩০	১৫ ই আষাঢ়	১৮২৪
		১৬ ঐ	২৫৮১
২ রা ঐ	৪৫	১৭ ঐ	২৩৯৮
৩ রা ঐ	৬৬	১৮ ঐ	২৬৫৩
৪ ঐ	১৯২	১৯ ঐ	৩০০০
৫ ঐ	৫০০	২০ ঐ	৩৩৪০
৬ ঐ	৫৩৪	২১ ঐ	৩১৬৩
৭ ঐ	৮৫০	২২ ঐ	২২১৮
৮ ঐ	১২০৮	২৩ ঐ	২২৭৬
৯ ঐ	১২০০	২৪ ঐ	৩০০০
		২৫ ঐ	২৮৭৫
১০ ঐ	১২৬৫	২৬ ঐ	২৭৪০
১১ ঐ	১৮৮০	২৭ ঐ	৩৫৩৪
১২ ঐ	১৭৪১	২৮ ঐ	৩৮৭২
১৩ ঐ	১৩৮৭	২৯ ঐ	৩৪৮২
		৩০ ঐ	৪৬৮৯
১৪ ঐ	১৪৬৫	৩১ ঐ	৯৫৭২
			৬৯৫৮০

১ লা শ্রাবণ	১৫৯৭
২ ঐ	৩১১৪
৩ ঐ	৩৭৪৪
৪ ঐ	৪২৩৭
৫ ঐ	৫২৩৬
৬ ঐ	৫৭৬৪
৭ ঐ	৫৮৬১
৮ ঐ	৬০৩২
	৩৫৫৮৫
জের	৬৯৫৮০
	১০৫১৬৫

১২৮১ কস্যচিৎ দর্শকস্য।

পুটিয়া।

জামালপুর দাতব্য সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

জামালপুর দাতব্য সভা ঈশ্বর প্রসাদে নিরাপদে দুই বৎসর কাল অতিক্রম করিয়া অদ্য তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

গত দ্বাদশ মাস উক্ত সভা যেরূপ গুরুতর কার্য্য বহন করিয়াছেন তাহা পরদুঃখকাতর সহৃদয় মহোদয়গণের বিদিতার্থ পশ্চাৎ বিবৃত হইল।

জামালপুর একটী সামান্য রেলওয়ে ষ্টেষণ মাত্র। যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে এতদঞ্চলে আসিয়াছেন তাহাদিগকেই এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসী বলিলেও বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয় সমাজ হইতে বিদ্যা, জ্ঞান সভ্যতা ও ধর্ম্মাঙ্গ সম্বন্ধে এস্থলে যে সকল সদনুষ্ঠান হইয়াছে, দাতব্য সভা তন্মধ্যে পরিগণিত। ইহা হইতে কেবল যে দাতৃগণ যশ ও মান ভাজন হইয়াছেন এরূপ নহে, অত্রত্য পার্ব্বতীয় দুঃখী নরনারীগণ আশাতীত উপকার লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে ও হইতেছে। পরোপকারই যদি পুণ্যপদ বাচ্য হয় তাহা হইলে এই সভা স্থানীয় বঙ্গীয় সমাজের পুণ্যকীর্ত্তি স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইতে গত বৎসর ৪৫৫ জন নিরুপায় পুরুষ এবং ৯১ জন অনাথা বঙ্কালাবশিষ্ট স্ত্রীলোক সাহায্য পাইয়াছে।

তাহাদিগের মধ্যে ১৮৭ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত
১৫৭ " অন্ধ।
১০৮ " খঞ্জ
৬৬ " জরাজীর্ণ এবং পীড়া হেতু অকর্ম্মণ্য।
২৮ টী বিদ্যার্থী অসহায় বালক

যাহারা সম্বলবিহীন হইয়া কার্য্যগতিকে এতদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়া অর্থাভাবে স্বদেশ প্রত্যাগমনে অক্ষম হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ২৭ জন হিন্দু এবং ২ জন খৃষ্টানকে পাথেয় দান করা হইয়াছে।

প্রথম বর্ষাপেক্ষা গত বৎসর পাথেয় দান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পোঁছাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আনুকূল্য করা হইয়াছে। যাহারা সভার মাসিক বৃত্তিভোগী গত বৎসর তাহাদিগের ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১০ জন নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহারা জীবিত কি মৃত তাহার কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই, এবং ৭ জন গলিত কুষ্ঠ রোগী মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে প্রকৃত ঔষধ পথ্য পাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এই দুর্ভিক্ষ কালে জামালপুর অন্নসত্র হইতে দাতব্য সভার কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইয়াছে। তথাকার অধ্যক্ষগণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করাতে দাতব্য সভাকে সে ভার বহন করিতে হয় নাই। শেষোক্ত সভার অধ্যক্ষদিগের অনেকেই উল্লিখিত অন্নসত্রের সভ্য শ্রেণীভুক্ত। তজ্জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছিলেন যে যত দিন অন্নসত্র এখানে থাকিবে, তত দিন দাতব্য সভার পালিত অনন্যোপায় দরিদ্রগণও তথায় আহারাদি পাইয়া সেই কএক মাসের জন্য দাতব্য সভার কিছু ব্যয় লাঘব করিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কারণ এ সভা হইতে যাহারা মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে তাহারা সকলেই প্রায় প্রাচীন অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠরোগী জরাগ্রস্ত ইত্যাদি তাহাদের পক্ষে দূরদেশ হইতে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্নসত্রে উপস্থিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগীদিগকে তথায় (অন্নসত্রে) প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

দাতব্য সভার গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ সংক্ষেপে বিনির্দ্দিষ্ট হইল:

আয়।		ব্যয়।	
সংগৃহীত দান	২২১॥৶	দরিদ্রগণকে	১২৮॥৶
মূলধনের সুদ	৫৵৶১০	পাথেয়	১৮৵৫
	২২৭॥৵১০	সামান্য ব্যয়	৮৵৶৫
		সমষ্টি	২১৮৵১০

পূর্ব্বকার স্থিত ৭৩॥৵
সমষ্টি ৩০১৶১০ বর্ত্তমান স্থিত ৮২৸৵০

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫০ জন শীত পীড়িতকে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছিল। ইহারা পূর্ব্বোক্ত ৫৪৬ জন ভিক্ষুক মধ্যে পরিগণিত নহে। মাসিক হিসাবে গত বৎসর আয় গড়ে ১৮৸৶১০ এবং ব্যয় ১৭৸৵১৫ হইয়া গিয়াছে। সভ্য সংখ্যা ৫৮ জন মাত্র ছিলেন, তন্নিবন্ধন মাসিক আয় গড়ে ১৶ ন্যুন ও ব্যয় ৪৶১০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

এস্থানে যে সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সুসভ্য ভদ্রলোক বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই সদনুষ্ঠানের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে আয়োপযোগী কিঞ্চিৎ২ অর্থ দান করা যারপর নাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সমবেত যত্নে ও সাহায্যে সভার সংকীর্ণ দান ক্ষেত্র অচিরে প্রশস্ত হইতে পারে।

এতদুপলক্ষে অধ্যক্ষগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে সমস্ত দানশীল মহোদয়গণকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। ঈশ্বর সংস্থাপক ও দাতৃগণের আশা ও উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করুন।

জামালপুর দাতব্য সভা
২৫ এ জুলাই ১৮৭৪

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আপীলের নিয়ম না থাকিলে যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ছোট আদালতের অল্প মূল্যের মকদ্দমার আপীল প্রথা উঠাইয়া দিয়া অর্থাৎ আপীলী মকদ্দমার মূল্যের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া সিবল আপীল বিল " নামে যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপীল উঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে নিম্নতন আদালতের উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য। এটি অতি সার কথা। নিম্ন আদালতে আজিও এমন সকল বিচারপতি আছেন, যাহাদের বিচার দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন অবস্থায় আপীলের নিয়ম না থাকিলে অবিচার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে সন্দেহ কি? সম্প্রতি সামান্য মূল্যের মকদ্দমা সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি কেম্প সাহেবের একটী রায় প্রকাশ হইয়াছে। উহার দ্বারা আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। রায়টীর স্থূল মর্ম্ম এই " এই মকদ্দমাটী দ্বারা আপীলী মকদ্দমার মূল্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। এই মকদ্দমাটীর মূল্য ২ টাকা মাত্র। কিন্তু বিষয়টী অতি গুরুতর। মকদ্দমাটী এই—ফরিয়াদির বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কতক পতিত ভূমি আছে, তাহার উপর দিয়া একটী পথ আছে, ফরিয়াদির গরুবাছুর ঐ পথ দিয়া এক পতিত ভূমিতে গিয়া চরিয়া বেড়ায়। ফরিয়াদী ঐ পথের স্বত্ব প্রার্থনা করেন। মুন্সেফ আমীন পাঠাইয়া রাস্তার অবস্থা এবং ফরিয়াদী উহা বিশ বৎসর ভোগ করিতেছেন দেখিয়া উঁহার অনুকূলে ডিক্রি দেন। সুবর্ডিনেট জজের নিকট আপীল হওয়াতে তিনি এই ডিক্রি নামঞ্জুর করিয়াছেন। এ বিষয়ে সুবর্ডিনেট জজ যে আইন প্রদর্শন করেন তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। সুবর্ডিনেট জজ যাহা বলেন, তাহার সারভাগ এই " পতিত ভূমির উপর যে পথ আছে সে পথ দিয়া কেহ চলিয়াছে বলিয়া তাহার তাহাতে স্বত্ব জন্মিতে পারে না। " যদি এটী প্রকৃত আইন হয়, মফস্বলে কোন পথেই কাহার স্বত্ব হইতে পারে না, কারণ সেখানে সকল পথই প্রায় পতিত ভূমির উপর দিয়া হয়। সুবর্ডিনেট জজের আর একটী যুক্তি এই ' ফরিয়াদির গরু বাছুর যখন বর্ষাকালে এই পথ দিয়া যাতায়াত করে না, তাহার ইহাতে স্বত্ব হইতে পারে না। ' ইহার কারণ অতি স্পষ্ট, সে সময়ে ঐ ভূমি প্রায় ৬ ফীট জলময় হইয়া থাকে, সুতরাং সেদিকে গরুবাছুর প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন, কিছু দিন এই জন্য ব্যবহৃত হয় না বলিয়া তাহার লোপ হইতে পারে না। সুবর্ডিনেট জজের শেষ যুক্তী অতি চমৎকার। তিনি বলেন, মনে কর, এক ব্যক্তি একটী ময়দানে বাটী নির্ম্মাণ করিলেন, পূর্ব্বে ঐ স্থান দিয়া ঘোড়া পাল্কি যাইত তাহা বলিয়া কি এক্ষণে ঐ বাটীর ভিতর দিয়া ঘোড়া পাল্কি লইয়া যাওয়া হইবে? " আমি কিন্তু এই উদাহরণের সারবত্তা দেখিতে পাই না। মকদ্দমাটী অতি অল্প মূল্যের ইহা লইয়া উভয় পক্ষের ব্যয় বৃদ্ধি করা অনুচিত বিবেচনায় ইহার নিষ্পত্তি বিষয়ে আর বিলম্ব করিলাম না; নথি সকল পড়িয়া মুন্সেফের সহিত একমত হইয়া দেখিলাম যে ফরিয়াদী তাহার মকদ্দমার বিষয় উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব সুবর্ডিনেট জজের আজ্ঞা নামঞ্জুর করিয়া মুন্সেফের আজ্ঞাই অব্যাহত রাখা গেল। " সম্পাদক মহাশয় দেখুন এই সকল বিচারপতি থাকিতে আপীলের নিয়ম উঠাইয়া দিলে কি আর রক্ষা আছে?

১০ এ জুলাই }
১৮৭৪ } শ্রী—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৪ এ জুলাই।

মাথা ভাঙ্গা।

স্থানের নাম সর্ব্বকমতি জল।

	ফীট	ইঞ্চ
১ জ র মোহানা	১৫	৯
তাহেরপাড়া	১৫	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৬	
তথা হইতে কট ১ নং	২৩	
তথা হইতে বোলমারি	১৫	২
তথা হইতে আলিকদহ	১৫	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৬	১

কৃষ্ণনগর }
২৭ এ জুলাই } বেটী সি, ই, প্রতিনিধি
১৮৭৪ } এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বামকানাই মজুমদার দামুচর	১০
„ „ নবকুমার মাইতি—জটীনাগাড়ি	১০
„ „ মতিলাল দে—কলিকাতা	৫॥০
„ „ মহিমচন্দ্র বসু—আটিগ্রাম	৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা মফস্বলে মাস্থুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাস্থুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৬ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ১০ ই আগষ্ট।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

লোহ এবং প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইংলণ্ড দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টালি ইট

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ কব পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বর্ন এণ্ড কোং।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ৷৷০ এবং তৎকৃত ভিষগ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটু ক্ত মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাশুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হই-তেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাশুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাশুল ৶০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাশুল ৶০

ফ্যামিলি ট্রীটমেণ্ট ১৷৷০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ২৷৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাশুল ।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

—•—

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

——

স্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৶ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷৷০ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি"।

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং,
সুবরবন মেডিকেল হল;
ভবানীপুর কলিকাতা

—•—

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ।৶০। যাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৷৷৶। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রহ-ণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ শ্রাবণ সোমবার।

আমরা গতবার মেঘরাজকে কৃপণ বলাতে বোধ হয় কুপিত হইয়া মঙ্গলবার বায় শীলতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এখন আর আমাদিগের এ অঞ্চলে কৃষি কার্য্য বন্ধ নাই। মেঘরাজ যদি মধ্যে

মধ্যে এইরূপ কোপ প্রকাশ করেন, আমাদিগের পক্ষে উহা বর হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের হস্তে কি প্রকার ক্ষমতা দেওয়া উচিত?

এখন যে প্রণালীতে ভারতবর্ষের কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে অত্রত্য গবর্ণর জেনরলের স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই, তিনি ষ্টেট সেক্রেটারীর একান্ত পরাধীন। অনেকের চক্ষে এ অবস্থা শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহারা বলেন ইংলণ্ডে যাহারা বাস করেন এবং প্রতিদিন ইংলণ্ডের রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষে যাঁহারা অবস্থিতি করেন এবং ভারতবর্ষের প্রজাদিগের হৃদয়গত ভাব ও প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহাদিগের হইতে ভারতবর্ষের সুন্দর শাসন হইবার সমধিক সম্ভাবনা। অতএব যদি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিয়া গবর্ণর জেনরলের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহার কার্য্যপথে যে সমস্ত অন্তরায় আছে তাহা অন্তরিত করিয়া যদি তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অধিকতর শ্রেয়োলাভ হয়। গবর্ণর জেনরলের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের প্রদর্শিত অপর যুক্তি এই গবর্ণর জেনরলকে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি ও অত্যুচ্চ ক্ষমতাশালী বলিয়া ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সংস্কার আছে। সেই সংস্কার নিবন্ধন তাঁহার পদের এত গৌরব ও তাঁহার এত সম্ভ্রম। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের প্রজারা দেখিতে পায় যে তিনিও পরাধীন এবং ষ্টেট সেক্রেটারির মতনিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে সেই গৌরব ও সম্ভ্রমের হ্রাস হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়তঃ ষ্টেটসেক্রেটারির অধীন হইয়া কার্য্য করিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে অনেক সময় শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হয় এবং অনেক সময় অনেক নিরর্থক কার্য্যের অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিতে হয়। কারণ, ভারতবর্ষের প্রজাদের অবস্থা ও প্রবৃত্তি বিবেচনা করিয়া যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক বোধ হয় ইংলণ্ডে বসিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। কিম্বা এখানকার প্রজাদিগের চক্ষে যে সকল কার্য্য দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইংলণ্ডের চক্ষে তাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যদি গবর্ণর জেনরলের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা হয় এ সকল অনিষ্ট ঘটে না। যদি ষ্টেট সেক্রেটারিকে রাখিতে হয়, তাঁহার প্রতি কেবল সমুদায় কার্য্যের হিসাব লইবার ভার অর্পণ করাই বিধেয়।

গবর্ণর জেনরলের হস্তে যথেচ্ছ ক্ষমতা সমর্পণের অনুকূল যুক্তি গুলি এই গেল। ইহার প্রতিকূল যুক্তিও অনেক গুলি আছে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অনেক দোষ। আজি যেন লার্ড নর্থব্রুককে একজন সুধীর ও মহাশয় গবর্ণর জেনরল পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সকল সময়ে যে ইহাঁর সদৃশ মহানুভব গবর্ণর জেনরল পাওয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা কি? ভারতবর্ষের ইতিহাস অধিকসংখ্য স্বেচ্ছাচারী আত্মম্ভরি ও প্রজাবিদ্বেষী গবর্ণর জেনরলেরই পরিচয় দিয়া দেয়। সে সকল লোকের হস্ত হইতে রক্ষার উপায় কি? নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকিলে অবাধে শুভ সাধন করিবার যেমন সম্ভাবনা আছে, অবাধে অশুভসাধনেরও সেইরূপ সম্ভাবনা। বরং কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ ঘটনারই সমধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমরা দেখিতে পাই, আমাদের কর্ত্তারা যখন ইংলণ্ডে থাকেন, তখন ভারতবর্ষের প্রতি সদয় ও অনুকূলদৃষ্টি হন; কিন্তু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর এখানকার ইংরাজ সমাজের দূষিত বায়ু দুই এক মাস সেবন করিতে করিতে তাঁহাদের ভাবান্তর হইয়া যায়। ভারতবাসিদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ভাব চলিয়া গিয়া ঘৃণা ও অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারির সে দূষিত বায়ু সেবন করিতে হয় না, সুতরাং তাঁহার রাজনীতি দূষিত হইয়া অনুদার ও সংকীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করাতে ভারতবর্ষবাসিদের পক্ষে লাভ ভিন্ন অলাভ হয় না।

কোন কোন বিজ্ঞ সম্পাদক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারসময় ও বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিয়া এই আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা কোর্ট অব ডাইরেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করিতেন। এই অভিযোগ আমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ডাইরেক্টরেরা যে অধীনস্থ গবর্ণর জেনরলদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা দিতেন তাহার কারণ কি? তাহা কোন উন্নত রাজনীতির অনুরোধে নয়। সে সময়ে সংবাদাদি প্রেরণের অতিশয় অসুবিধা ছিল। তখন একটা সংবাদ পাঠাইতে ও তাহা আনিতে প্রায় সম্বৎসর কাল অতীত হইয়া যাইত, সুতরাং ততদিন সকল কার্য্য বন্ধ রাখা সম্ভাবিত নয়। এই কারণেই গবর্ণর জেনরলেরা এক প্রকার স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতেন। সম্প্রতি এক সপ্তাহের মধ্যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের মত জানিবার সুবিধা হই-

হইয়াছে। এখন আর গবর্ণর জেনেরলদিগের পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা নাই। বরং আমাদিগের বোধ হয় ইংলণ্ডের সহিত এই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে ভারতবর্ষের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। ইংলণ্ডের উদার রাজনীতি ও উদার মত এদেশে দিন দিন প্রবেশ করাতে এখানকার অনুদার ইংরাজ সমাজের দূষিত বায়ু ক্রমেই পরিষ্কৃত হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় ইংলণ্ডের সহিত এই সম্বন্ধ ছিন্ন করা উচিত নয়। বরং যাহাতে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাব হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিতে গেলে বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির পদ রহিত করিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভার একটী কমিটীর হস্তে সকল কার্য্যের হিসাব লইবার ভার অর্পণ করা বিধেয় হয়। ষ্টেট সেক্রেটারি এক জন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের লোক। তিনি সহজে ইহার ভ্রম প্রমাদ ও অন্যায় অত্যাচার প্রভৃতি সাধারণের গোচর করিতে ইচ্ছুক হন না। ডিউক অব আর্গাইলের কার্য্য প্রণালী ইহার প্রমাণ। আমরা যে কমিটীর প্রস্তাব করিতেছি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবেন না, সুতরাং তাঁহারা সমধিক সাহস সহকারে ও অপক্ষপাতে সকল প্রশ্নের মীমাংসায় সমর্থ হইবেন। তদ্দ্বারা অনেক অত্যাচারের দমন ও অনেক অশুভ অনুষ্ঠানের নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

নবাব নাজিম।

মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব মীর জাফরের বংশজাত। সেই বংশজাত বলিয়া ইনি বহুদিন অবধি ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া আপনার পেন্সন বৃদ্ধির চেষ্টায় গোলযোগ করিতেছেন। গোলযোগ করিয়া বিশেষ উপকার হউক না হউক, তিনি লোকের নিকট বিলক্ষণ উপহাসাস্পদ হইতেছেন। তাঁহার স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে লোকের বহুল মতভেদ আছে। সেদিন পার্লেমেণ্ট সভায় আমাদের অণ্ডর সেক্রেটারি লার্ড হামিল্টন বলিয়াছেন এবিষয়ে যত গোলোযোগ হইবে ততই তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাকে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহা অনুগ্রহ মাত্র। তাহাতে তাঁহার স্বত্ব কিম্বা অধিকার নাই। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক ইহার প্রতিবাদ করিয়া অনেক প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা অনুধাবন করিয়া দেখিলাম প্রমাণগুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। মীরজাফরের সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধি হয়। তদনুসারে ঐ কোম্পানি মীরজাফর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে কিছু কিছু দিবেন অঙ্গীকার করেন। সেই অঙ্গীকারের স্বরূপ কি? তাহার নিরূপণ করিতে হইলে ইতিহাসের শরণ লইতে হয়। অতএব বঙ্গদেশের ইতিহাসের ঐ অংশটীর একবার ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহাতে ভ্রম ভঞ্জনের সমধিক সম্ভাবনা আছে। মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের এইরূপ সন্ধি হয় যে পলাসীর যুদ্ধের দিন তিনি নিজ দলবল লইয়া সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ আসিবেন, এবং তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে নবাব করা হইবে। তদনুসারে তিনি ইংরাজদিগের সাহায্যে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইংরাজদিগের সাহায্যে যে কেবল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এরূপ নয়, ইংরাজদিগের বাহু বলে চিররক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের আয়ব্যয়ের ভার মুরশিদাবাদের নবাবেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিরা নবাবের নিকট ভাতা পাইতেন এইমাত্র। ১৭৬৫ অব্দে ক্লাইব বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ভার প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি এই কয় প্রদেশের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের ভার কোম্পানির হস্তে পতিত হইল। এই সময়েই নবাবের ভরণ পোষণ বিষয়ক প্রশ্ন উত্থিত হয়। তখন এই স্থির হইল আয় ব্যয় ও দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচারাদির ভার কোম্পানির নিজের হস্তে থাকিবে এবং ফৌজদারি মকদ্দমার বিচারের ভার নবাবের হস্তে সমর্পিত হইবে। এই আদালতের নাম নিজামত আদালত রাখা হইল এবং নবাবের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বার্ষিক ৪১০০০০০ লক্ষ টাকা দিবার কথা হইল। পরে নিজামত আদালত কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। ক্রমে কোম্পানি উক্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নবাবের উত্তরাধিকারিদিগকে বার্ষিক পেন্সন স্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মীরজাফরের সহিত কোন প্রকার স্থিরতর ও দৃঢ়তর সন্ধি বন্ধন হয় নাই। দৃঢ়তর সন্ধি হইলে পদে পদে তাহার নিয়ম ও প্রকরণের ভঙ্গ ও অন্যথাচরণ হইল কেন? বিশেষতঃ টাকার পরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। ১৭৭০ অব্দে উপরি উল্লিখিত টাকা কমাইয়া ৩২০০০০০ লক্ষ করা হইল। অবশেষে নবাবের মৃত্যুর পর আরও কমিয়া গিয়া ১৬০০০০০ টাকায় দাঁড়াইল। তদবধি মুরশিদাবাদের নবাবেরা সেই টাকা পাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান নবাব নিজের অমিতব্যয়িতা ও ব্যসনাসক্তি নিবন্ধন অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। সেই কারণে এক্ষণে পেন্সন

বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছেন। যদি অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করা যায় স্পষ্ট বোধ হয়, এই সকল ব্যক্তিকে যে অর্থ দান করা হয় তাহা অপব্যয় মাত্র। বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এই জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইয়া যায়। এদিকে ব্যয় সঙ্কুলন হয় না বলিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে অত্যধিক করভারে পীড়িত হইতে হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাজ্যাদি হরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ভরণ পোষণার্থ পেন্সনের বন্দোবস্ত করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হয়, না করিলে গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। কিন্তু নবাব নাজিমের সহিত সেপ্রকার সম্বন্ধ নয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহে রাজ্য পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই রাজ্য গ্রহণ করা হয়। এই জন্যই বোধ হয়, লার্ড হামিল্টন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের রাজ্যলাভ করা ইংরাজ রাজত্বের এক প্রকার কলঙ্ক স্বরূপ লার্ড হামিল্টন যথার্থ কথাই কহিয়াছেন লার্ড ক্লাইব বিশুদ্ধ ও ন্যায্য পথের পথিক হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দেওয়া আর বিশ্বাসঘাতকতা করা উভয়ই তুল্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই বিশ্বাসঘাতকতার অনুমোদন করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আজিও সেই বিশ্বাসঘাতকের উত্তরাধিকারিগণের আবদার আর ভাল দেখায় না। আজিও আর তাহার প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হয় না। অতএব নবাব নাজিমের আর গোলযোগ করা ভাল হয় না। এখন যাহা পাইতেছেন তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হউন এবং সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিয়া মিতব্যয়িতা অভ্যাস করুন। দোষ পরিত্যাগ ও মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে পেন্সন বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার কুলাইবে না। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি তাঁহার মত লোকের যত আয় বৃদ্ধি হইবে, ততই দুষ্ক্রিয়া ও অপব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

গবর্ণর জেনেরলের সভায় নূতন সভ্য নিয়োগ।

গবর্ণর জেনরলের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সমর্পণ প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটী লইয়াও দুটী দল হইয়াছেন। একদল কহিতেছেন, নূতন সভ্য নিয়োগে রাজ্যের বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে, আর একদল কহিতেছেন কিছু মাত্র উপকার হইবে না, অর্থের অপব্যয় হইবে এই মাত্র। কিছু মাত্র উপকার নাই, আমরা এ কথা বলি না। নূতন সভ্য যদি কেবল পবলিক ওয়ার্কের উন্নতি সাধন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। প্রথম রাজস্বমন্ত্রী জেমস্ উইলসন সাহেবই এবিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত। তাঁহার নিয়োগের পূর্ব্ব বৎসরের এবং তাহার পর কয়েক বৎসরের ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, স্বতন্ত্র রাজস্বমন্ত্রীর নিয়োগ দ্বারা বাস্তবিক কতক উপকার দর্শিয়াছে। ১৮৫৯ ৬০ অব্দে ৫০৪৭৫০০০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু পর বৎসর ৩৫৫১০০০০ টাকা ব্যয় কমিয়া আসে। তাহার পর বৎসর ৩০৪৪০০০০ টাকা কমে এবং তাহার পর বৎসর ৫৫০০০০ টাকা কম হয়। কেবল ব্যয় সংক্ষেপ নয় আয়েরও বৃদ্ধি হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনুমান ৫৪০০০০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনকম টাক্সই এই আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইহা দেশের আয় বৃদ্ধি কিম্বা উন্নতিসূচক নয় সত্য বটে কিন্তু একব্যক্তির প্রতি তত্ত্বাবধানের বিশেষ ভার থাকিলে যে সে বিভাগের উন্নতি সাধিত হয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে রাজস্বের যেরূপ উন্নতি হওয়া আবশ্যক তাহা হয় নাই। তাহার কারণ অন্য। রাজস্বমন্ত্রির অনবধানতা কিম্বা ঔদাসীন্য তাহার কারণ নয়। সকল বিভাগের ব্যয় নিয়মিত করিবার ক্ষমতা না থাকাই তাহার কারণ।

পবলিকওয়ার্কের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সভ্য নিয়োগে উপকার নাই এ কথা কিছু নয়, তবে এক আপত্তি এই, ভারতবর্ষের রাজস্বের যেরূপ অবস্থা তাহাতে নূতন সভ্য নিয়োগ করিয়া আর ব্যয় বৃদ্ধি করা বিধেয় নহে। কেবল একজন মন্ত্রির বেতন নয়, তাঁহার সঙ্গে একটী স্বতন্ত্র আফিসের ব্যয় দিতে হইবে। যদি পবলিকওয়ার্কের অপব্যয় নিবারণ দ্বারা নূতন সভ্য ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বেতন নির্ব্বাহ হইয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় তাহা হইলে নূতন সভ্য ও তাঁহার আফিসের ব্যয় দানে আপত্তি হয় না কিন্তু সে লাভ হইবে কি না? যদি হয়, কত দিনে হইবে, তাহার নির্ণয় নাই। অতএব এরূপ গুরুতর ব্যয়ভার স্কন্ধে লইয়া সংশয়ে আরোহণ করার অপেক্ষা যদি এমন কোন উপায় হয় অতিরিক্ত ব্যয়ও হইল না অথচ অভীষ্টসিদ্ধি হইল, তদবলম্বনই শ্রেয়ঃকল্প। এতদর্থ আমাদিগের প্রস্তাব এই, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার দলের যিনি সর্ব্বপ্রধান, সচ্চরিত্র কার্য্যদক্ষ ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া যাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁহার উপরে পবলিকওয়ার্ক বিভাগের অপব্যয় নিবারণের ভার সমর্পণ করা হউক। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দেওয়া হউক, যদি তিনি গবর্ণমেণ্টের লাভ দেখাইয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। আর, গবর্ণর জেনরলের যে সমস্ত প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, এটী যেন তাহার অন্যতম বলিয়া

সংরক্ষিত হয়। গবর্ণর জেনরলদিগের এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

যাঁহারা ভারতবর্ষে বরাবর ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম করিয়া সামান্য পদ হইতে অত্যুচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই উপরে উল্লিখিত কার্য্যভার সমর্পণের প্রস্তাব করিতেছি। তাহার কারণ এই, তিনি ইঞ্জিনিয়ার দলের উপার্জ্জনের ঘাঁত ঘুঁত সকলই জানেন। অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার কিরূপ এষ্টিমেট করিয়া কত আত্মসাৎ করেন, তাঁহার তাহা অবিদিত নহে। যিনি এইরূপে ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারদিগের গূঢ় কার্য্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উন্নত পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে ঐ বিভাগের অপব্যয় নিবারণের যেরূপ সম্ভাবনা আছে, নূতন লোক হইতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। যদি এই আপত্তি কর, যে ব্যক্তির দীর্ঘতর সংসর্গ নিবন্ধন ইঞ্জিনিয়ারদিগের সহিত সমদুঃখ সুখতা জন্মিয়াছে, তাঁহা হইতে পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের দোষ সংশোধন ও অপব্যয় নিবারণের সম্ভাবনা কি? এই নিমিত্ত আমরা কহিয়াছি সচ্চরিত্র বলিয়া যাঁহার সুখ্যাতি আছে। ইঞ্জিনিয়ার দলে সকলেই কিছু বদমায়েস নয়। এরূপ হওয়াও অসম্ভাবিত নহে, এক ব্যক্তি প্রথমে বদমায়েসী করিয়াছিল তাহার পর তাহা ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় সেই ব্যক্তিই এ কাজের যথার্থ উপযুক্ত। একটী প্রসিদ্ধ কথা ডাকাইতকে গোয়েন্দা না করিলে ডাকাইত ধরা যায় না। বিশেষতঃ উচ্চতম পদস্থ ব্যক্তির অসাধুতার সংশয় করা উচিত হয় না। সে সংশয় করিতে গেলে চলে না।

লাড নর্থব্রুক নূতন সভ্য নিয়োগের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এইরূপ একটী ব্যবস্থা করা বিধেয় হয়।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করেন কি না?

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের রাজস্ববিষয়ক যে কমিটী হয়, তাঁহারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারও ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সাক্ষিগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নয় ভারতবর্ষের যাহাতে কোন সম্পর্ক নাই, সে বিষয়ে ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ষ্টেট সেক্রেটারির এরূপ ক্ষমতা আছে, সে অর্থ গ্রহণ রহিত করিতে পারেন।

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যাহাতে ভারতবর্ষের কোন সংস্রব নাই, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ের ব্যয় ভারতবর্ষের খাতে খরচ লিখিয়া বহুবার গ্রহণ করিয়াছেন, এখনও গ্রহণ করিতেছেন, অথচ কমিটী কহিতেছেন, ইংলণ্ডের এরূপ ইচ্ছা নয় যে সেরূপ করিয়া ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাতে আমাদিগের একটী কথা মনে হইল, এক এক জনের এইরূপ স্বভাব আছে, তাহারা পরদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া জল গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্যের নিকটে সাহঙ্কার বাক্যে বলিয়া থাকে, মনেও আমরা পরের দ্রব্য স্পর্শ করি না। উল্লিখিত কমিটীর বাক্যগুলিও সেই প্রকার হইল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অর্থ লইতেছেন, অথচ বলা হইতেছে উক্ত গবর্ণমেণ্টের লইবার ইচ্ছা নাই। বাক্য ভঙ্গীতেও প্রকারান্তরে প্রমাণ হইতেছে, তাঁহারা ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কমিটী এই মাত্র বলিলেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের লইবার ইচ্ছা নয়। কিন্তু লইয়াছেন ও লইতেছেন কি না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। পূর্ব্বে অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের খাতে খরচ লিখিয়া যে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার আর আমাদিগের ইচ্ছা নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া এক্ষণে যে অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। এ অর্থগুলিতে ভারতবর্ষের বাস্তবিক উপকার সম্বন্ধ আছে কি না? কমিটী যদি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আর আমাদিগের আপত্তি থাকে না। কোন্ বর্ষে কত টাকা ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া লওয়া হয়, ১৮৬২ অব্দ হইতে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। ব্যয়ের ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

অব্দ	টাকা
১৮৬২	৭৬২৪৪৭৬০
১৮৬৩	৭২৫২৩১৭০
১৮৬৪	৬৮৯৪২৩৪০
১৮৬৫	৬৯৯৮৭৭০০
১৮৬৬	৬২১১১৭৮০
১৮৬৭	৭৫৪৫৫১৮০
১৮৬৮	৮৪৯৭৬২২০
১৮৬৯	১০১৮০১৭৪৭০
১৮৭০	১০৫৯১০১৩০
১৮৭১	১০০৮৩০০৩০

অনাবৃষ্টি।

প্রমাণবাদিরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রাধান্য পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিশেষ কারণ এই, মানুষের মন স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষের দিকে যেরূপ ধাবমান হয়, অন্য প্রমাণের দিকে সেরূপ হয় না। অন্য প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবার সময়ে মনের ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, মন যেন অগত্যা তদ্গ্রহণে সম্মত হইতেছে। এই কারণে

চার্ব্বাকাদি অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। আমরা বয়ঃক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিলাম কিন্তু বঙ্গদেশে কখন এপ্রকার অনাবৃষ্টি দেখি নাই। এই কারণে আমরা যখন পুরাণাদি গ্রন্থে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি বৃত্তান্ত পাঠ করিতাম, মনে হইত, পৌরাণিকেরা ঋষিগণের মাহাত্ম্য বাড়াইবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন। মন কোন ক্রমেই সেই শাব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকারে উন্মুখ হইত না। কিন্তু এখন বঙ্গদেশে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির উপক্রম দেখিতে পাইতেছি। বুঝি দেবরাজ শাব্দাদি প্রমাণে আমাদিগের অনাস্থা দেখিয়া সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি প্রত্যক্ষ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন। গত বৎসর বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই হয় এবৎসরও শ্রাবণ মাস গতপ্রায়, এখনও বঙ্গদেশে বৃষ্টি নাই, পত্রপ্রেরকেরা বৃষ্টি নাই বৃষ্টি নাই বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরাও বৃষ্টির অসঙ্গতি দেখিতেছি। অনেক স্থলে রোপণ কার্য্য বন্ধ আছে। কোন কোন স্থানে অতি কষ্টে রোপণ কার্য্য হইতেছে। পুষ্করিণীতে এ পর্য্যন্ত স্নান পানের যোগ্য জলের সংস্থান হইল না। যে পত্রের প্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

"সম্পাদক মহাশয়! আমি নদীয়া জেলার কাশীপুর, ডুবুরিয়া, কুচুলগাছ, জোকনাথপুর, দাটুদহ, মেহেরপুর ইত্যাদি গ্রাম সমূহ ভ্রমণ করিয়াছি, ধান্যের অবস্থা কোন স্থানে ভাল নয়, সকল স্থানের ধান্য শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আষাঢ় মাসের ১৫ ই হইতে এপর্য্যন্ত ভালরূপ বৃষ্টি হয় নাই। এদেশে আশু ধান্যের আবাদ অধিক হইয়া থাকে। নদীয়ার অন্যবিভাগ হইতে এই ভাগে ভুরি ভাদুই আউস হয়। গত বর্ষে এদেশে একরূপ ধান্য জন্মিয়াছিল বলিয়া এদেশের দুঃখী কৃষকেরা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। ইহার পর তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ আষাঢ় মাসে ধান্যের উত্তম অবস্থা দেখিয়া মহাজন ও কৃষকদের ঘরে যে সকল পুরাতন ধান্য মজুত ছিল তাহা বিক্রয় ও দাদন দিয়া ফেলিয়াছে। এখন ধান্যের মন্দ অবস্থা দেখিয়া সকলের মনে অতিশয় চিন্তার উদয় হইয়াছে। ভাবী আশঙ্কায় মহাজন ও কৃষকদের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দুই একদিন মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইলে অনুমান হয় আনা শস্য বাঁচিতে পারে অদ্য ৪। ৫ দিন হইল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে ও বৈশাখ মাসের ন্যায় মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু এক বিন্দু বারিবর্ষণ হইতেছে না। বিধাতা বুঝি এবার বর্ষাকালকে শরৎ কাল ঘটাইয়াছেন, নতুবা একরূপ ঘটিবে কেন? বৃষ্টি না হওয়াতে নীলকরদের আনন্দের পরিসীমা নাই। নীল এ বৎসর প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়াছে আষাঢ় মাসে ধান্যের অবস্থা অনুসারে চাউলের দর কমিয়াছিল। এখন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। নগনন্দিনী নাটক। ইতিহাসমূলক। ইহাতে লেখকের নাম নাই। নগনন্দিনীর আর একটী নাম ইন্দুমতী। গোবিন্দ রায় নামক একজন বৃদ্ধ রাজপুতের কন্যা ইন্দুমতী ইহার নায়িকা, এবং সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজীর হিন্দু সেনাপতি সমরেন্দ্র সিংহ ইহার নায়ক। গল্পটীর স্থূল তাৎপর্য্য এই—সমরেন্দ্র সিংহ ইন্দুমতীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হন, জেবুয়ার রাজা (ভীল) সুখনায়োগ ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার সতীত্ব নাশের জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পরে এই ঘোষণা করিয়া দেয় ৫ লক্ষ টাকা দিলে সে ইন্দুমতীকে প্রত্যর্পণ করিবে। ইহাতে ইন্দুমতীর পিতা গোবিন্দ রায় যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ৫ লক্ষ টাকা লইয়া যান কিন্তু সুখনায়োগ টাকাগুলি লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সমরেন্দ্র সিংহ এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া স্বয়ং এবং আর কতকগুলি সেনানী এবং গোবিন্দ রায়কে সঙ্গে লইয়া অশ্ব বিক্রয়ের ভাণ করিয়া ছদ্মবেশে জেবুয়া রাজ্যে গমন করেন এবং তাঁহাদের দেশ হইতে উত্তম সুরা আনিয়াছেন বলিয়া সেই সুরাপান করাইবার জন্য সুখনায়োগ ও তাঁহার পারিষদবর্গকে স্বীয় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। সুখনায়োগ ও তাঁহার পারিষদগণ সুরাপানে হতজ্ঞান হইলে গোবিন্দরায় সুখনায়োগের বক্ষস্থলে ছুরিকার আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা ও তাহার অনুচরগণকে বন্দীভূত করেন। পরে ইন্দুমতীর উদ্ধার ও তাহার সহিত সমরেন্দ্র সিংহের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়া নাটকের উপসংহার করা হইয়াছে।

দিন কত নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি হইয়াছিল তাহাতে নাটক দেখিলেই আমাদের স্বভাবতঃ ঘৃণার উদয় হইত। অনেক দিনের পর এই নাটকখানি হস্তগত হওয়াতে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। ইহার গল্পটী যেমন রচনাও তেমনি সামান্য ও নীরস। লেখক স্থানে স্থানে পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থ যে রসিকতা করিয়াছেন সেগুলি নিতান্ত পুরাণ, সুখনায়োগ ও চন্দ্রভানের কথা বার্ত্তায় সধবার একাদশীর বিলক্ষণ গন্ধ পাওয়া গেল। তবে ভোজন সিংহের চরিত্র বর্ণনটী অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়াছে। নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বোধ হইল লেখক অমিত্রাক্ষর পদ্য কিছু অধিক ভাল বাসেন। যাহা হউক লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন "তিনি এম, এও নন, বি, এও নন, বিদ্যালঙ্কারও নন, তর্কালঙ্কারও নন, রায় বাহাদুরও নন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও নন, তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি, সামান্যরূপ লেখা পড়া জানেন, অথচ তাঁহার একখানি নাটক না লিখিলেও নয়। তিনি এইরূপে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, নাটক খানি তদনুরূপ হইয়াছে।

২। [illegible] প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক কর্ত্তৃক রচনা করিয়াছেন। অল্পবয়স্ক বালকগণের পাঠোপযোগী কতকগুলি বিষয় পদ্যে লিখিত হইয়াছে। "প্রভাত ভ্রমণ" প্রভৃতি কয়েকটী রচনা আমাদের মিষ্ট লাগিল। এগুলি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকদিগের বিলক্ষণ শিক্ষোপযোগী হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের অধ্যয়নের জন্য যে পুস্তক প্রণীত হইয়াছে তাহাতে "নিকটিল" এরূপ মাইকেলি শব্দ প্রয়োগ আমাদের বিবেচনায় অনুচিত হইয়াছে।

৩। কাশীখণ্ড। মূল সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ সমেত। বাওয়ালি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ মণ্ডল ইহার প্রকাশ করিতেছেন। এ গ্রন্থের প্রশংসাস্থলে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই। এই মাত্র বক্তব্য, অনুবাদটী মূলের অনুগত হইতেছে। মূল কাশীখণ্ড স্কন্দপুরাণান্তর্গত ব্যাসকৃত বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু অনেকে ইহাকে ব্যাসকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন শঙ্করাচার্য্য এখানির রচনা করিয়া ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার এই যুক্তি দেন, পূর্ব্বে কাশী অতি সামান্যরূপ ছিল। কাশীতে শঙ্করাচার্য্যের গমন ও কাশীখণ্ডের রচনা অবধি উহার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কৃত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তিনি শৈবাদি মতের নিরাকরণ করিয়া অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আবার কাশীখণ্ডের রচনা করিয়া শৈবমতের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। তবে অন্যে কেহ রচনা করিয়া ব্যাসের নাম দিয়াছেন ইহা কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হয়। গ্রন্থরচনা করিয়া বড় লোকের নামে তাহা প্রচলিত করা এদেশের একটী রোগ ছিল।

৪। স্বভাব দর্শন। এখানি সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন। আজি কালি সংস্কৃত চর্চ্চা বিরল হইয়াছে, এ সময়ে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন কঠিন কর্ম্ম। ইহা বিবেচনা করিয়া যদি গ্রন্থের গুণ দোষ বিবেচনা করা সঙ্গত হয়, পদ্যগুলি উত্তম হইয়াছে বলিলে অসঙ্গত হয় না। যে ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, এখানি প্রথম সর্গমাত্র। ইহাতে প্রভাত মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন বর্ণন সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বাদক্ষণ এবং চত্তরার লোকেরা বাদক্ষণের শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে। তিনি ফিজাবাদে পলায়ন করিয়াছেন, তাহারা সে স্থানও আক্রমণ করিয়াছে। সকলে বলিতেছেন চত্তরার মীর আমানুল উল্ক ইহার অন্তরে আছেন।

লক্ষ্ণৌএর যে একজন এদেশীয় খৃষ্টান বলাৎকার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

গাজিপুরে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে এইরূপ অদ্ভুত জনশ্রুতি হইয়াছে। কমকল নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ কন্যা দুটী যমজ সন্তান প্রসব করেন। স্ত্রীলোকটী দিন দিন কৃশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এত খাদ্য দি তুমি কৃশ হইতেছে কেন? স্ত্রীলোকটী বলিলেন, সে সমুদায় খাদ্য ঐ দুটী সন্তান খাইয়া ফেলে আমি পাই না। তাঁহারা স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষও করিলেন। দর্শকগণ বলেন দুটীকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, তাহাদের নাম "হাকু ও ডাকু"। তাহাদের হইতেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ দুই একটী আষাড়ে গল্প উঠা ভাল। এমন গল্প পাইলে অনেকে ক্ষুধা তৃষ্ণা এককালে ভুলিয়া যায়।

গত সপ্তাহে শ্রীরামপুরের নিকট হরিপালে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। একজন চৌকীদার একজন ডাকাইতকে বড়শা দ্বারা বিদ্ধ করে, ঐ ব্যক্তি আহত হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী ইক্ষুক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে। আর একজন চৌকীদার তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রক্ত পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল পড়িয়া গিয়া লাগিয়াছে। সে সন্দিহান হইয়া তাহাকে শ্রীরামপুরের থানায় লইয়া যায়। তথা হইতে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হয়। ইতিমধ্যে তাহার কোন চিকিৎসা না হওয়াতে হুগলীতে গিয়া উহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতেছে। মূল ডাকাইতির অনুসন্ধান কি এই মৃত্যু ঘটনার অনুসন্ধানে পর্য্যবসিত হইল?

কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের ভূতপূর্ব্ব পিউনি জজ সার চারলস জ্যাকসনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি লার্ড ডেলহাউসির রাজনীতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

পিয়নিয়র বলেন, লাহোরের হাইকোর্ট সম্প্রতি এই মীমাংসা করিয়াছেন, কোন মকদ্দমায় জয়লাভ হইলে মক্কেলকে এত টাকা দিতে হইবে বলিয়া উকীলেরা যে কণ্ট্রাক্ট লিখাইয়া লন তাহা আইন সঙ্গত নহে। কোন দোষী ব্যক্তি যদি উকীলকে এই এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেয় যে যদি মুক্তিলাভ করি আপনাকে এত টাকা দিব। এটী ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ৩০ ধারানুসারে নিষিদ্ধ। মকদ্দমা কুড়াইয়া লওয়া যাহাদিগের ব্যবসায় তাহাদিগেরই বিভ্রাট ঘটিল।

বারিষ্টার ফিলিপস সাহেব প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপকের পদ পাইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাই কোর্ট ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

২৫এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯২২৩০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ৩৩০৯৭০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ১৬১২৬০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত

সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ২৬১২০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ১৬৬১০ টাকা হইয়াছিল এবৎসর ৯৫১০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আজীজন নাহার বলেন, সিকন্দার গ্রামে তরিতুল্লা মণ্ডলের ১১৫ বৎসর বয়স হইয়াছে। যেগুণে এব্যক্তি এত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে, সম্পাদকের সে বিষয়টি বিশেষ করিয়া লেখা উচিত ছিল। তাহা অনেকের উপদেশক হইত সন্দেহ নাই।

কমন্স বাটীতে একটী আশ্চর্য্য ঘড়ি আছে। এটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১২ বৎসরের মধ্যে ইহাতে ১ এক সেকেণ্ড তফাত হইয়াছে।

কমন্স বাটীতে বায়ু বীজনের এক প্রকার কল করা হইয়াছে। উহাতে সর্ব্বদা শীতল বায়ু পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতি মিনিটে ৬০ অবধি ৯০ গ্যালন পর্য্যন্ত বায়ু আইসে।

সমাজদর্পণ লিখিয়াছেন, ২৪ এ আষাঢ় বৈকালে সুলতানপুর প্রভৃতি গ্রামের মাঠে রাখালেরা গরু চরাইতেছিল এবং কৃষকেরা চাস করিতেছিল এমন সময় তাহারা প্রথমে কামানের ন্যায় শব্দ শুনিল, পরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাষ্পরাশি দেখিতে পাইল। প্রথমে বোধ হইল যেন মেঘ উঠিতেছে, পরে সেই সকল মেঘকে অগ্নিময় বোধ হইতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ কামানের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিময় মেঘ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল, দেখিয়া উহারা ভয়ে গ্রামমধ্যে দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। পশু পক্ষীরাও পলাইতে লাগিল। ঐ মেঘ দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে বিদ্যুতের ন্যায় উত্তর পূর্ব্ব কোণে শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে যাইতে লাগিল। সম্মুখস্থ বড় বড় বাড়ী ও গাছ উড়াইয়া লইয়া গেল। জল হইতে একখান নৌকা তীরে উড়াইয়া ফেলিল। জলাশয়ের জল পর্য্যন্ত উপরে তুলিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলিল। ১২৪৪ সালের চৈত্রমাসে বেলেঘাটা হইতে এইরূপ অগ্নিময় বায়ু দক্ষিণমুখে বেগিয়া ডাঙ্গা পর্য্যন্ত যায়। ঐ বায়ু সানের ঘাট পর্য্যন্ত উরড়াইয়া ফেলে

২০ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

বোম্বাইর একখানি সংবাদপত্র বলেন, বোম্বাইর কয়েকজন ধনী রেসম ও পশমের সুতা কাটিবার কয়েকটী কল করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বোম্বাইর লোকেরা বাণিজ্য যেমন বুঝেন, ভারতবর্ষের অন্য স্থানের লোকে সেরূপ বুঝেন না। বাণিজ্য ভাল বুঝেন বলিয়াই বোম্বাইর এত উন্নতি।

পঞ্জাবে ক্রমে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে। ৪ ঠা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে তথায় ৪৭৭৯ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ৫১৯৬ লোকের মৃত্যু হয়। বসন্তে মৃত্যু সংখ্যাও অনেক কমিয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাব গেজেটে দেশীয় ভাষার এক সংবাদ পত্রের একজন সম্পাদকের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, বেতন ৩০ টাকা লিখিয়া দেওয়া হয়। ইংলিসম্যান এতদ্দর্শনে লিখিয়াছেন, "দেশীয় সংবাদ পত্র সকল "রাবিসে" পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা যে বিস্মিত হই, সম্পাদকদিগের বেতন দর্শন করিলে আর সে বিস্ময় থাকে না।" ইংলিসম্যান বড় অযথার্থ কথা বলেন নাই অল্প পয়সায় কাজ সারিবার চেষ্টা দেশীয়দিগের একটী প্রধান রোগ। অল্প পয়সায় কাজ ভাল হয় না এটী অতি অল্প লোকে বুঝেন। বলিতে কি এক ব্যক্তিকে ৩০ টাকা বেতন দিয়া মিলের ন্যায় পোলিটিকাল ইকনমি অথবা বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রস্তাব লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা স্থূল বুদ্ধির কাজ আর কি আছে? ৩০টী টাকা লইয়া একজন ভদ্রলোক সংসারের চিন্তা করিবে, না, গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজনীতির দোষ গুণ চিন্তা করিয়া ভাল ভাল প্রস্তাব লিখিবে?

মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্ট সম্প্রতি এই এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, যদি কেহ জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টরি করিতে অসম্মত হন অথবা তদ্বিষয়ে অনবধানতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। কলিকাতায় এইরূপ নিয়ম হইলে জন্ম মৃত্যুর যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহা সমধিক পরিশুদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

গত জুলাই মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২১৮২৪০০ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর ঐ জুলাই মাসে ১৭৩-৯২৩০ পাউণ্ড রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে ক্রমে চা-প্রভৃতিরই চাসের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। ধান্যাদি চাসের সেই সেকেলে অবস্থাই রহিল।

জব্বলপুর হইতে ৩ রা আগষ্ট টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, একটী সেতু ভগ্ন হওয়াতে জি আই, পি, রেলওয়ের আরোহীদিগকে অর্দ্ধমাইল পথ হাটিয়া এবং ৭ মাইল ট্রলিতে যাইতে হইতেছে। এপ্রেলের পূর্ব্বে বোধ হয় সেতুটী পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে না।

গত জুলাই মাসে ১৮২৮৪ লোক ভারত বর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শন করিতে যান। দেশীয়দিগের মধ্যে ১৫১৯৬ পুরুষ এবং ২৬৮৩ স্ত্রীলোক, ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩১০ জন পুরুষ এবং ৯২ জন স্ত্রীলোক গমন করেন।

অদ্যকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দৃষ্ট হইল ঠগী ও ডাকাইতি নিবারণার্থ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনরলের আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু রাজচন্দ্র দাস ৪০ বৎসরের অধিককাল সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কাজ করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন

যশোহরের অন্তর্গত আলীপুর থানার অধীন দেয়াপাড়া হইতে এক ব্যক্তি বরিশাল বার্ত্তাবহে লিখিয়াছেন, তথায় পদ্ম বিলা নামে একটী বিল আছে। পদ্মবন থাকাতেই উহার ঐরূপ নাম হয়। একটী বৃদ্ধা মুসলমান জাতীয় স্ত্রীলোক ডোঙ্গা করিয়া উহার মধ্যে গিয়া জলমগ্ন হয়। দুর্ব্বল বলিয়া উঠিতে পারে না, মৃতপ্রায় হইয়া

দাঁড়াইয়া থাকে। ক্ষণকাল পরে এক জলৌকা আসিয়া উহার গলায় এমন করিয়া জড়াইয়া ধরিল যে দুই এক দণ্ডকাল পরেই তাহার মৃত্যু হইল। জলৌকাটী ১॥ হস্ত দীর্ঘ দশ অঙ্গুলী উহার বেড়!!

উক্ত ব্যক্তি আরো লিখিয়াছেন, জয়পুর গ্রামস্থ কোন এক পরামাণিক এক কচ্ছপ ক্রয় করিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া যায়। কচ্ছপ শুড় বাড়াইয়া উহার দক্ষিণ কর্ণ কামড়াইয়া ধরে। পরামাণিক যাতনায় উহাকে ঘাড় হইতে ফেলিয়া দেয়। কচ্ছপ উহার কর্ণ মূলসহ ছিঁড়িয়া লইয়া ভূতলে পতিত হয়। ঐ ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের চিহ্ন মাত্র নাই।

আমরা এপ্রেল মাসের কলিকাতা জর্নাল অব মেডিসিন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ও একটী ওলাউঠা রোগীর আরোগ্য বিবরণ দৃষ্ট হইল। বর্দ্ধমানে সাংক্রামিক জ্বর সংক্রান্ত প্রস্তাব চলিতেছে। কলিকাতা জর্নাল অব মেডিসিনে বর্দ্ধমানের জ্বর সংক্রান্ত যে প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, বাবু দিগম্বর মিত্র রেলওয়ে হইয়া জলপথ বন্ধ হওয়াই উক্ত জ্বরের অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করেন, ইহাতেও ঐ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, সাহেবেরা শালী দিগকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগিনী দিগকে স্ত্রী জ্ঞান করেন। আমাদের মহারাণীর স্বামী সম্পর্কে তাঁহার ভাই হইতেন। ব্রহ্ম দেশের রাজা সহোদরা বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই, নিজে রাজা হইয়া ভগিনীকে রাণী না করা সঙ্গত হয় না। ভগিনী থাকিতে আর এক জন রাণী হইবে এ কখন সহ্য হইতে পারে না। বর কন্যার সম্বন্ধের বিবেচনা বিষয়ে আর্য্যজাতি যেমন অার কোন জাতি এমন নয়।

২১ এ শ্রাবণ বুধবার।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, অনরেবল বেলি ও হবহাউস সাহেব শীঘ্র সিমলা গমন করিবেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষাকালে যাওয়া কেন? সিমলা গমনব্রতটী কোন রূপে প্রতিপালন কি ইহার উদ্দেশ্য?

ঢাকায় যে ষ্টাম্প চুরি যায় তাহার অনুসন্ধানার্থ ২৪ পরগণার জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বার্ণার সাহেব তথায় গমন করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশীয় সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, মান্দালাইয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা দর্শনে লোকে যে ভীত হইয়াছিল, তাহাদের সে ভয় অপনীত হইয়াছে।

ত্রিহুতে শস্যবহনের জন্য যে সকল টাটু আনা হয়, এক্ষণে দুর্ভিক্ষের শেষ হওয়াতে সেগুলি নিতান্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। দারজিলিঙ নিউস বলেন, ছয় ডজন টাটু ৫০ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। একদলের অবিমৃষ্যকারিতায় এই ক্ষতি হইল। হয় ত আর এক দলকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। নুতন করের সৃষ্টি করিয়া এ ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবার উপযুক্ত লোক আমাদিগের গবর্ণমেণ্টে অনেক আছেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি এই আজ্ঞা দিয়াছেন, আলাহাবাদের মিউর কালেজে শারীর বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকের কতকগুলি সবগ্রেড করা হইবে, এগুলি এদেশীয়েরা পাইবেন। মাসিক বেতন ২৫০ টাকা, ৫ বৎসরে ৩৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

দারজিলিং নিউস বলেন, গত তিন সপ্তাহ অবধি তথায় আকাশের ভাব যেরূপ তাহাতে এবার উত্তম চা জন্মিবে বোধ হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, ভূতপূর্ব্ব আমীর আজীম খাঁর পুত্র সর্দ্দার মহম্মদ করিম খাঁ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। বোধ হয় তাহার ফাঁসী হইবে। কাবুলে জনশ্রুতি এই, কাবুলের আমীর সিয়ার আলী খাঁ দুই এক দিনের মধ্যে সৈন্য সহিত কান্দাহারে গমন করিবেন। তিনি মহম্মদ জাকুব খাঁর অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

চীন দেশে এই রীতি আছে যদি কোন উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার মাতাকে হত্যা করে, তাহার এই দণ্ড হয়, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। প্রতিবেশীরা তাহার উন্মত্ততার বিষয় পুলিষে না জানাইলে তাহাদেরও কিছু কিছু দণ্ড হয়।

সম্প্রতি সালকিয়ার এক ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে প্রহার করে, প্রহার করিবামাত্র স্ত্রী লোকটী পড়িয়া মরিয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

গত সোমবার বৈকালে ৯ জন এতদ্দেশীয় এক খানি নৌকা করিয়া গঙ্গায় যাইতেছিলেন, পোর্ট কমিশনরদিগের ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া সেখানি জলমগ্ন হয়। সেই সময় একজন ইউরোপীয় গঙ্গা পার হইতেছিলেন, তিনি একজনকে তুলিয়া লন, আর আর কয়েক জনের কি হইল জানা যায় নাই।

গত সোমবার প্রাতঃকালে একখানি নৌকা হাবড়া হইতে পারে আসিতেছিল, উহাতে ১৪ জন আরোহী ছিল, ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া সেখানি জলমগ্ন হয়, ১১ জনকে তুলিয়া লওয়া হয়, ৩ জনকে পাওয়া যায় নাই। ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া মধ্যে মধ্যে নৌকা মারা পড়ে, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিবারণার্থ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার নিমিত্ত বিশেষ বিধি করা উচিত।

২৫ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৮৫ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এসপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ২০ কম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫ জনের ওলাউঠায় ৮৫ জন জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"ডায়মণ্ড-হারবর সবডিবিজনের স্থানে স্থানে দরিদ্র প্রজাদিগের অত্যন্ত অন্ন কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ এখন পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয় নাই। বর্ষার আধিক্য হইলে প্রজাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।"

নদীয়া জেলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—" লাটুদহনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মকরচন্দ্র পাল চৌধুরী সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের সংস্থাপিত নূতন প্রেসিডেন্সি কালেজের ক্লক ঘড়ির মূল্য স্বরূপ ৪০০০ চারি সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বাবু দান বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছেন। শুনিলাম, উক্ত পালচৌধুরী গত জুন মাসে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের সাহায্যার্থ এককালে ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত স্বীয় বাটীতে দীন দুঃখী ও অন্ধ ব্যক্তিগণকে নিত্য আহার দিতেছেন। ইহাঁর সংস্থাপিত স্কুলটীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

২২ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

প্রিন্স বিসমার্কের গ্লানি করা অপরাধে ডাক্তার ইওয়ালডের ৩ সপ্তাহ কারাদণ্ড হইয়াছে।

চেষ্টার কোরাণ্ট নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ওয়েবার্টনে ৮ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, অতিরিক্ত পান দোষই ঐ বালকটীর মৃত্যুর কারণ। আট বৎসরের ছেলের এরূপ পানদোষের কথা ত কখন শুনা যায় নাই। আমাদিগের অকালমৃত নব্য বাবুদিগের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠে।

অতিবৃষ্টি নিবন্ধন বোম্বাইর অনেকগুলি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। মালাবার উপকূলেও বৃষ্টি নিবন্ধন অনেকগুলি সেতু ভাসিয়া গিয়াছে। কারাওয়ানুনে অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হওয়াতে বহুসংখ্য লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণে করমণি এবং কিলিয়র নদী প্লাবিত হইয়া বহুসংখ্য গৃহ ও বৃক্ষাদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

সেদিন লণ্ডনস্থ স্কচদিগের পশুগণের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন দিবসে আর্থর ট্রিবিলিয়ান নামক এক ব্যক্তি এক নূতনবিধ প্রস্তাব করিয়া সভ্যগণকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, পশুগণের প্রতি অত্যাচার নিবারণ যদি সভার উদ্দেশ্য হয়, উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ঘোড় দৌড় এবং কপোত হরিণ বরাহাদি শীকারে যে আমোদ করেন সভার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব অগ্রে ইহাদিগের পশুজাতির প্রতি দয়া ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সভ্যগণ বিভ্রাট দেখিয়া পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হয় নাই এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটী গোলমাল করিয়া দিয়াছেন।

কচের রাওয়ের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মাসিক হাজার টাকা বেতনে বরদার সেসন জজ হইয়াছেন।

কাপ্তেন হল নামক যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া গুজরাটে তিন জন দেশীয় সওয়ারকে গুলি করিয়া হত্যা করেন, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হইতেছে। তিনি সেখানে আপাততঃ পাগলা গারদে থাকিবেন। ইউরোপীয় [illegible]ত এদেশীয়ের হত্যা ঘটনার কারণানু[illegible]ন প্রবৃত্ত হইলে প্রায়ই হত্যাকারীর উন্মত্ততা অথবা হত ব্যক্তির যকৃৎ বৃদ্ধিরূপ কারণের ভাণ শুনিতে পাওয়া যায়। এস্থলে যদি ঐ রূপ কারণ ঘটিয়া থাকে, হত্যাকারীকে দুই এক সপ্তাহ গারদে রাখিয়া পেন্সন দিলেই ঐ রোগের শান্তি হইবে।

বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের ন্যায় পন্না কোটার রাজাও ঋণ জালে বিলক্ষণ জড়াইয়া পড়িয়াছেন। রাজা যাহাদের নিকট ঋণী, পোলিটিকাল এজেণ্ট তাহাদিগকে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা উকীল দ্বারা তাহাদের প্রাপ্য বিষয় জানাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্যসনাসক্তিই এদেশের ঐশ্বর্য্যবানদিগের বহু বিপদের কারণ।

মিরর শুনিয়াছেন ইংলিসম্যানের সম্পাদক বাক্লে সাহেব কিছুদিনের বিদায় লইয়াছেন। জে, ডবলিউ ফরেল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন। ফরেল সাহেব বহুকাল অবধি ইংলিসম্যানে লিখিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতার জজ, কামিনী এবং লক্ষ্মীমণি বেওয়া নামক যে তিনজন অলঙ্কারের লোভে দুর্গামণি দাসী নামক একটী বালিকার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়, এবং যে মকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল, গত কল্য হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসনে উহার বিচার হইয়া বিশেষ জুরির বিচারে উহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে। বারিষ্টর রবার্ট এলেন সাহেব আসামীর এবং কৌন্সিল কেনেডি এবং ম্যাগ্রেগার সাহেব ফরিয়াদির পক্ষ সমর্থন করেন। কগ্‌স্‌ ওয়েল সাহেব জুররদিগের অগ্রণী ছিলেন। এই মকদ্দমা শুনিবার জন্য আদালত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু জুরির রায় শুনিয়া দর্শকগণ অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হন।

গত শনিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্যারীচরণ দাস ও সার্কিস উভয়ে বিবাদ হয়। সার্কিস ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করে, প্যারী পকেট হইতে একখানি "ছুরোজার" বাহির করিয়া তদ্দ্বারা উহার গলায় আঘাত করে। অনতিবিলম্বেই তাহার মৃত্যু হয়। প্যারীও পলায়ন করে। সেই দিন রাত্রি ১১ টার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনান এবং ইনস্পেক্টর মোরিয়ার্টি সাহেব শাঁখারিটোলার একবাটীতে হত্যাকারীকে ধৃত করেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পোর্ট কানিঙ কোম্পানি কানিঙের চাউলের কলটী উঠাইয়া দিয়া তথায় পাটের কারখানা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এটী সৎ পরামর্শই হইয়াছে। চাউলের কলে কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইল মাত্র।

২৩ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

গত বুধবার লার্ড নর্থব্রুক ঢাকায় উপনীত হন। মিটফোর্ড হাসপাতাল ও বাতুলালয় দর্শন করিয়া লালবাগে যান। রাত্রিতে রোটাস নামক জাহাজে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত একত্র আহার করেন। বৃহস্পতিবার পিলখানা কালেজ এবং ঢাকার অন্যান্য বিদ্যালয় দর্শন করেন। সন্ধ্যাকালে তত্রত্য জলের কলের মূল প্রস্তর প্রোথিত করেন। রাত্রিতে খাজে আবদুল গণির বাটীর মজলিসে যান। অদ্য প্রাতঃকালে আসাম যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। গত ৫ ই আগষ্ট জনরেবল নারায়ণ বাসুদেবের বাটীটী অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া, তাঁহার এবং আর কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার অনেক দিবস পূর্ব্বে ইনি বোম্বাই কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছিলেন।

কারাণ দোয়নামক এক একজন পোষ্ট আফিসের পেয়াদা রেজিষ্টরি করা চিঠি হইতে নোট চুরি করা অপরাধে অভিযুক্ত হয়, কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৩ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। উহার প্রতি ৬ টী অপরাধের অভিযোগ করা হয়, একটীর এই দণ্ড হইল, আর পাঁচটীর এখনও বিচার হইতেছে। কারাণ বড় পাকা লোক! কতক গুলি চাকুরের সর্ব্বগ্রাস করা মত। তাহারা বলে, এককালে সমুদায় গিলিয়া ফেল। মনিব যদি টানাটানি করে, বড় জোর গুঁড়িটে বাহির করিয়া লইবে, অন্ততঃ ডাল পালা গুলো উদর মধ্যে থাকিয়া যাইবে। বোধ হয়, কারাণ সেই দলের লোক।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও প্রথম আর্ট পরীক্ষা ৩০ এ নবেম্বর এবং বি, এ, পরীক্ষা ২৮এ ডিসেম্বর হইবে। ৩১ এ অক্টোবরের মধ্যে প্রথম দুই পরীক্ষার এবং ২৮ এ নবেম্বরের মধ্যে বি, এ, পরীক্ষার আবেদন পাঠাইতে হইবে।

গোলাঘাটের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর লিখিয়াছেন শালিধান্য কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলবৃদ্ধি হইয়া মাজুলী এবং আর তিনটী বিভাগের আশুধান্য এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বস্তিতে এবার আশুধান্য উত্তমরূপ জন্মিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি কোন ব্যাঘাত না ঘটে, এত শস্য জন্মিবে যে বহুকাল সেরূপ জন্মে নাই।

এডেনের চতুর্দ্দিকে পানীয় জল পাওয়া যায় না। গত সেপ্টেম্বর মাস অবধি তথায় বৃষ্টি হয় নাই। অনেক স্থানেই এবার পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

কডেলোরের এক ডাকাইত যাহার বাটীতে ডাকাইতি করে, মশালের দ্বারা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ডাকাইতদিগের ডাকাইতী অপরাধ ভিন্ন উহাদিগের নিষ্ঠুরতার স্বতন্ত্র দণ্ড হইলে বোধ হয় নিষ্ঠুরতার অনেক হ্রাস হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা শতকরা	১০৪৷—১০৪৷৵০
৪৷৷	" "	১০৬৷৷—১০৬৸
৪৷৷	" "	১০৫৸—১০৫৸৵
৪৷৷	" "	১০৫৷০—১০৫৷৵০
৫৷৷	" "	১১০৷০—১১০৷৵০

২৪ এ শ্রাবণ শনিবার।

রুশীয়ার সম্রাট তাঁহার কুলাঙ্গার ভ্রাতুষ্পুত্র ডিউক নিকোলাসকে যাবজ্জীবন ককেসস্ পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। খিবা যুদ্ধে তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যে সম্মানাদি দেওয়া হয়, তাহাও কাড়িয়া লইয়াছে

যাহাতে স্ত্রীলোকেরা পালিয়ামেণ্ট মহাসভায় স্বাধীন ভাবে মত ব্যক্ত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ক একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে। ডিসরেলি সাহেব এই বিলের পোষকতা করেন, এই অনুরোধ করিয়া ইংলণ্ডের ১৮ হাজার স্ত্রীলোক স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। ডিসরেলি সাহেবের উহার অনুমোদন করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে সভ্যতার অপমান করা হইবে।

কিছু দিন হইল একজন লবণের বণিক রেবেণিউবোর্ডের নিকট ভূমিপথে লইয়া যাইবে বলিয়া পাঁচ শত মণ লবণ খোলসা দিবার পরয়ানা প্রার্থনা করে। পরয়ানা গ্রাহ্য হয়, কিন্তু সে তাহা লইয়া যায় নাই। পরে সে নৌকা করিয়া লবণ চালান দেয়। বালীর নিমক চৌকীতে গমন করিলে তাহাকে পরয়ানা দেখাইতে বলা হয়। সে বলে উহা বোর্ডে রহিয়াছে। বালীর সব ইনস্পেক্টর উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেন। বণিকের পাঁচশত টাকা এবং চারি জন মাঝির ৩০০ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। লবণ ক্রোক করা হইল এবং নৌকাখানি বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। বণিকটী অবোধ বটে। বিষয় বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী গল্প মনে হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এক ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করেন। একখানি সনন্দ লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন। ব্রাহ্মণ বাটী চলিলেন। পথি মধ্যে নদী পার হইতে হয়। নদীর নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণের স্নান করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিলেন, স্নান করিয়া অপবিত্র কাগজ কেমন করিয়া স্পর্শ করিবেন। শেষে এই স্থির হইল, সনন্দের পাঠটী অভ্যাস করিয়া কাগজখানি ছিড়িয়া ফেলা হউক। তাহাই করা হইল। গমস্তার কাছে গিয়া সেই সনন্দের ভূমি চাহিলেন। গমস্তা সনন্দ দেখাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ সনন্দের পাঠ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। গমস্তা হাসিয়া কহিলেন আপনি উত্তম সনন্দ আনিয়াছেন, এ সনন্দে ভূমি পাওয়া যায় না।

আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার অনুরোধ জানাইয়া নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি আমাদিগের নিকটলিখিয়া পাঠাইয়াছেন। " কলিকাতা ও রামনগর ৩৭ ক্রোশ। তথা হইতে মাটুদহ ডাক ঘর ৫ ক্রোশ। একুনে ৪২ ক্রোশ। তন্মধ্যে ৩৭ ক্রোশ শিয়ালদহ হইতে রামনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে রাস্তা আছে। ইহাতে কলিকাতার পত্রাদি কি নিয়মে পাইতে পারা যায়? সোমবারের সোমপ্রকাশ শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এক আধ বার নয়, প্রতি বারের সংবাদ পত্র এই নিয়মে আমাদিগের হস্তগত হয়।" এরূপ হইবার কারণ কি? ডাক ঘরের কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, মফস্বলের কোন কোন ডাক ঘরের ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারেরা সমাচার পত্র খুলিয়া পড়িয়া থাকেন।

তাহাতেই যাহাঁর কাগজ, তাঁহার পাইবার বিলম্ব হয়। প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ কোন ঘটনা হয় নাই ত ?

" শান্তি রক্ষা করা পুলিষের প্রধান কার্য্য কিন্তু এই ডায়মণ্ড হারবরের অন্তর্গত ঘাটেশ্বরা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, ইহাতে গত ৮। ৯ মাসের মধ্যে অনুমান ৮। ৯ টী সিঁধ হইয়া গিয়াছে। "

" হুগলী প্রদেশের বেতা, যডপু, মুবাড়, নারায়ণপুর, বাদনান্, মুলগ্রাম, কাঞ্চনতলা, কাদিপাড়া, মহেশ্বরপুর, লবাশন, আম ডিয়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহে আমি কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকি। ধনে খালীর থানার পথ হইতে এই সকল গ্রাম পর্য্যন্ত একটীও সুগম পথ নাই। স্থানীয় গবর্ণ মেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত না থাকাতে তত্রত্য জন সমূহ অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশ ও বেহারের সর্ব্বত্র রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ হইয়াছে, দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই দুঃখ প্রকাশার্থ একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, যদ্যপি রিলিফ ফণ্ড, কিম্বা রোডসেস্ ফণ্ডের খরচ হইতে মণ্ডলাস্, বেতা, কুক্ডি, এবং সনহাট হইতে বাদনান্ পর্য্যন্ত, একটী শাখা পথ আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের চির দুঃখ মোচন, এবং যে সকল লোক এই দুর্ভিক্ষ সময়ে কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগেরও দুঃখ নিবারণ ও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। "

বাবু শিবচন্দ্র সরকার এই দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাদিগের হিতার্থ ১০। ১২ টী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। ময়ূরাক্ষী নদীর প্লাবন নিবারণ নিমিত্ত ঐ নদীর ধারে ধারে বাঁধ দিয়াছেন, এবং নিজ গোলা হইতে ধান্য দিতেছেন ও আপনি জামীন হইয়া দেওয়াইতেছেন; আর যে সকল প্রজার হালের গরু নাই তাহাদিগকে গরু কিনিয়া দিতেছেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনা উপবিভাগের মধ্যগত নৈহাটি দেবীপুর শ্রীরামপুর মেহের পুর হোগলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের লোক দিগের অতিশয় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক।

বসুরহাট হইতে এক ব্যক্তি এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐ উপবিভাগের অন্তর্গত যে সকল গ্রাম আছে, তত্রত্য লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষাদি সৎ বিষয়ে অনুরাগ নাই, সুরাপানাদি অসৎ ক্রিয়ায় বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। আজি কালি বঙ্গদেশের অধিকাংশ গ্রামের এই অবস্থা। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, সম্পাদকেরা কোন্ অঙ্গে ঔষধ দিবেন ?

এক ব্যক্তি বগুড়ার কোন কোন রাজপুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রসঙ্গ করিয়া এই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন " আমরা অত্যাচার সহ্য করিবার জন্যই বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তাহা ত আমাদের সঙ্গের সঙ্গী। এখানে কত উকীল বাবু ও মোক্তার বাবু আঘাত খাইলেন, অপমানিত হইলেন। আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, পিট পাতিয়ে রয়েছি। নৈমিত্তিক কাজে আক্ষেপ বা অনুতাপ কি ? "

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণে তাহা সন্তোষকর। যে সকল স্থানের ভূমি প্লাবিত হইয়াছিল তথায় পুনরায় বীজ বপন করা হইয়াছে এবং ফত্তেগড় আলীগড় মোরাদাবাদের স্থানে স্থানে ভিন্ন অন্যত্র বড় ক্ষতি হয় নাই। বিজনোর এবং বেরিলির নিম্ন ভূমিতে তুলার কতক অনিষ্ট হইয়াছে।

৩১ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টে জানা যায়, তাবৎ বিভাগের শস্যের অবস্থা সাধারণে সন্তোষকর। দক্ষিণ ও মধ্য বাঙ্গালায় অল্প বৃষ্টি নিবন্ধন যে আশঙ্কা হইয়াছিল, কতক পরিমাণে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে মুলতানে যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে, বহুকাল সেরূপ হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের বিষয়ে বিশেষরূপে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, এসপ্তাহে সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এমন সময় যেরূপ বৃষ্টি হয় তদপেক্ষা কম হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং ছোটনাগপুরে এত কম বৃষ্টি হইয়াছে যে নাবি শস্যের ক্ষতি হইয়াছে এবং আমন ধান্য রোপণেরও ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। গত দুই তিন দিবস ধরিয়া কলিকাতার চতুর্দ্দিকে যে বায়ু বহিয়াছিল তাহাতে অনেক উপকার হয়। বৃষ্টির অল্পতা এবং জলপ্লাবন নিবন্ধন যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা ধরিলেও আশু ধান্য মন্দ জন্মে নাই। কোন কোন স্থানে উত্তম জন্মিয়াছে, কোন কোন স্থানে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, সেরূপ জন্মে নাই গড়ে ধরিতে গেলে সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে। সাধারণের বিশ্বাস এই, পর্জ্জন্যদেব যদি শেষ কুলাইয়া দেন, অতি উত্তম শস্য জন্মিবে। দিনাজপুরে পাট কাটা হইতেছে, পাট উত্তম জন্মিয়াছে। জলপ্লাবন নিবন্ধন শস্যাদির যেরূপ ক্ষতি হইবাছিল বলিয়া ভীত হওয়া গিয়াছিল বাস্তবিক তত দূর ক্ষতি হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩ রা আগষ্ট। শ্রীযুক্ত টি, টি, এলেন সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত জে, টুইডি সাহেব কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণা এবং হুগলীর দ্বিতীয় অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কার্য্য করিবেন

শ্রীযুক্ত টি, ওয়াল্টন কিছু দিনের জন্য ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, ডি, [illegible] প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের [illegible] করিবেন

শ্রীযুক্ত জে, এফ, কে, হেউইট [illegible] দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে [illegible] ষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের [illegible]

শ্রীযুক্ত ডবলিউ [illegible] জন্য চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৪ ঠা আগষ্ট। মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকায় বহিলেন।

মালদহের বিশেষ কার্য্য ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র

সন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালে ক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩ রা আগষ্ট। আর, এম টাউন্‌স্‌ন্দ বি, এ, সি এস, প্রথম শ্রেণীতে শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

মৌলবী দায়ুদ আবদুল্লার মৃত্যু হওয়াতে নিম্নতর বিচারপতিদিগের নিম্নলিখিত রূপ পদোন্নত হইল।

প্রথম শ্রেণীতে গয়ার সুবর্ডিনেট জজ
মৌলবি এমদাদআলী।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—যশোহরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার।

তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রিপুরার সুবর্ডিনেট জজ বাবু উমাচরণ কাস্তগিরি।

নেত্রকোণার মুন্সেফ বাবু নন্দকুমার বসু চতুর্থ শ্রেণির সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

৪ ঠা আগষ্ট। বাখরগঞ্জের সবডেপুটী কলেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাখ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল যিনি সাওতাল পরগণায় রহিয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জুলাই। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ডিস্ক উণ্ট শতকরা ৩ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে অদ্য ৭৬০০০০ এবং গত কল্য ২৮৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্সের জন্য ৩৪৭০০০০ টাকা লওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা আগষ্ট। সার চারলস ষ্টেবলি বোম্বাই কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট। ভূমধ্যস্থ সাগরস্থ ব্রিটিশ সেনাদলকে বার্সিলোনায় যাইতে আজ্ঞা করা হইয়াছে।

কর্ম্মণ প্রজা রক্ষার্থ জর্ম্মণের সেনাদল উত্তর স্পেনে যাইতেছে।

লণ্ডন ৩ রা আগষ্ট সন্ধ্যাকাল। অদ্য ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী বলেন, তাঁহাদের প্রথমে এই সংস্কার ছিল, যে ভার ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য তাহা অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাঁহারা সাক্ষীদিগের মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ইংলিস ডিপার্টমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে অন্যায় পূর্ব্বক ভারতবর্ষের স্কন্ধে কোন ভার নিক্ষেপ করেন। যে কোন ব্যয়ভারের সহিত ভারতবর্ষের কোন স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, সে ব্যয় দানে অস্বীকার করিবার ষ্টেট সেক্রেটারিরও ক্ষমতা আছে।

আমাদিগের পঞ্জাবসীমা—ডেরা এস্মাএলখাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। অদ্য শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই বর্ষারাজ বিশেষরূপে রাজত্ব করিতেছেন। এই বর্ষার জলে দুর্ভিক্ষানলও নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে। সমতল পঞ্জাবে প্রায় বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই ঋতুরই একাধিপত্য। গত বৎসর এ সময়ে এখানে প্রায় এক দিনও বৃষ্টি দেখি নাই, কিন্তু এ বৎসর আজি কালি আমরা যেন বর্ষাপ্রধান বঙ্গদেশে রহিয়াছি। এই শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই এখানে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আরও অধিক বারিবর্ষণ হইবার সম্ভাবনা আছে। শুনিলাম এরূপ বর্ষা এখানে অনেক কাল হয় নাই। এই বর্ষায় এখানকার কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। আষাঢ় মাসেও দুই দিন দুই পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরে এখানে প্রায় এক দিনও "লু" চলে নাই।

২। ২৭ এ ও ২৮ এ আষাঢ় সন্ধ্যার পর উত্তর পশ্চিম কোণে এখানে আমরা ধূমকেতু দর্শন করিয়াছি। ক্ষুদ্র ও তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। এখানকার লোকে একে কুসংস্কারাপন্ন, তাহাতে এই ধূমকেতু দর্শন করিয়া কোন দৈব দুর্ঘটনা হইবার আশঙ্কা করিতেছে। তৃতীয় ভাগ চারুপাঠে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানের সুখের তারতম্য প্রস্তাবে যথার্থই লিখিয়াছেন যে স্থলে অজ্ঞানেরা নানা ভয়ের আশঙ্কা করিয়া অসুখী হয়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সেস্থলে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন। দুই জনে এককালে এক স্থানে স্বর্গ ও নরক উভয়ই দর্শন করেন।

৩। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে যে সকল বাঙ্গালী আসিয়াছেন বা অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহারা খরমুজ নামক ফল ভক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে যেরূপ সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট খরমুজ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দেখি নাই। কাবুলের প্রসিদ্ধ সর্দ্দা যেরূপ সুমিষ্ট ও সুস্নিগ্ধ, এখানকার খরমুজও প্রায় সেইরূপ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এখানকার লোকে প্রায় খরমুজ খাইয়াই দিনপাত করে। আজি কালি এখানে আঞ্জির নামক ডুমুর জাতীয় এক প্রকার ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার লোকে এই ফলও আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। উহা রুটির উপকরণ হয় কিন্তু বাঙ্গালীর উপযোগী আম্র ও তরকারি এখানে কিছুই নাই, সুতরাং আমাদের পক্ষে এস্থান বড় কষ্টদায়ক।

৪। এবার সিন্ধুনদ এরূপ প্লাবিত হইয়াছে এবং ডেরাইস্মাইল খার ছাউনীর দিকের কূল এরূপ ভাঙ্গিতেছে যে এখানকার সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন যে যদি নদের আরও বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ছাউনীর ও নগরের অনিষ্ট হইবে। পূর্ব্বে নাকি ডেরাইস্মাএল খা নদের নিকট ছিল, জলস্রোতে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন নগরের আর চিহ্নমাত্রও নাই। ডেরা ফতেখাও পূর্ব্বে একটী সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রসিদ্ধ নগর ছিল, সিন্ধুনদের প্লাবনে ইহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন দেখিলাম ডেরা ফতেখা একটী যৎসামান্য গ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বসমৃদ্ধির চিহ্নমাত্রও নাই।

৫। সৈনিক পুরুষদিগের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। ইহাদের যেমন অন্যের প্রাণের উপর দয়া নাই আপনাদের প্রাণের উপরও সেইরূপ দয়া নাই। কএকদিন হইল ডেরাগাজী খার এক জন কাপ্তেন সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সামান্য কারণে মনোমালিন্য হওয়াতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বন্দুকের দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। ডেরাইস্মাইল খাঁরও একজন সিপাহী কোন সামান্য কারণে ঐরূপে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গুলি উরুভেদ করিয়া চলিয়া গেল সুতরাং মৃত্যু হয় নাই। হাঁসপাতালে নীত হইয়া চিকিৎসার অধীনে রহিয়াছে। সৈনিক পুরুষদিগের এরূপ ঘটনা প্রায় মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।

৬। এই সময়ে সিন্ধু নদের জলবৃদ্ধি হইয়া প্রায়ই প্রতিবৎসর দুর্ঘটনা ঘটে এবারও কএক

দিন হইল এক খানি নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে অনেক গুলি মনুষ্যের মৃত্যু হইয়াছে।

৭। মুলতানের সিবিল বিভাগীয় এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়র লালা নারায়ণ দাস মুলতান হইতে বদলি হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে এক জন সাহেব আসিয়াছিলেন, সাহেব বদলি হইয়া গিয়াছেন। লালা নারায়ণ দাস পুনরায় মুলতানে আসিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে নারায়ণ দাসকে তিন স্থানে বদলি করা হইল। এক স্থানে এক মাসেরও অধিক থাকিতে পান নাই। এরূপ হইলে কোন ব্যক্তি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে পারে না, এক স্থানে অন্যূন এক বৎসর না থাকিলে কোন ব্যক্তি সে স্থানের কার্য্য সুন্দররূপে বুঝিতে পারেন না। এইরূপেই দেশীয় লোকের দুনাম হয়।

৮। সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ের কার্য্য শতদ্রুর সেতু ব্যতীত মুলতান হইতে ভাওলপুরের নিকট খানপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রায় শেষ হইয়াছে। এই অংশটী শীঘ্র খুলিতে পারে।

৯। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান নগরে দেখিয়াছি এখানেও দেখিলাম কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমে প্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বজনগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত শবের সহিত যায়। যাহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে তাহারা শ্মশান পর্য্যন্ত গমন করে। তার পর কএকদিন ধরিয়া মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা বা বিশেষ আত্মীয়ের নিকট সকলে দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য গমন করে। ইহা এ অঞ্চলের অবশ্য পালনীয় রীতির মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের বীরভুমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এবারে বীরভুমের যে কতস্থানে ডাকাইতি হইল গেল, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। শুনিয়াছি কয়েক মাস মধ্যে ৪০। ৫০ টী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এ সব কার্য্য কি কর্তৃপক্ষের গোচর হয়?

২। বনয়ারী আবাদের মহারাজ এ দুঃসময়ে অনেকগুলি কার্য্য করিলেন। তাহাতে এ অঞ্চলের লোকের অন্নকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। সংপ্রতি প্রায় দুই শত শ্রমজীবী লোক বনয়ারী আবাদের রাস্তায় কার্য্য করিতেছে।

৩। এদিকে বৃষ্টি একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভূমি শুষ্ক, চাষা মৃতপ্রায়। বুঝি বা আগামী বারেও দুর্ভিক্ষ হয়।

৪। বনয়ারীআবাদে বিসূচিকা পীড়া দেখা দিয়াছে।

১৮ ই শ্রাবণ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী।

মহাশয়! বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী লইয়া যে এক বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার যে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের গোচর করিবার ইচ্ছা হইল। এই কারণে আমি সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শিক্ষাকার্য্যের ডাইরেক্টর আটকিন্সন সাহেব সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক ভূগোল ও মেন্সুরেশন প্রভৃতি প্রবেশিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষ লব্ সাহেব প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ লোকে ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একে ত তাহাই তাহাদের পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, আবার পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত করা উচিত হয় না।

আমার বিবেচনায় পাঠ্য কিম্বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই স্মৃতি শক্তিকে ভারাক্রান্ত করা হয় না। পাঠনার দূষিত রীতিই সেইরূপ বোধ হইবার কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনা ও পরীক্ষার রীতি দেখিয়া আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে ইহাতে যত সময় ব্যয় হয়, ফল তাহার দশভাগের এক ভাগও হয় না। আমার বিশ্বাস এই প্রবেশিকা পরীক্ষার যে সকল বিষয় ও যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যায়, অথচ বালকেরা আপনাদিগকে ভারাক্রান্ত বোধ করে না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে যে অকারণ সময়ের অপব্যয় হয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠদ্দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একজন যুবাপুরুষের মনে কি কি পদার্থের সঞ্চয় করিয়া দেওয়া উচি[illegible] এই প্রশ্ন উদিত হইলেই এই মনে হয় যাহা সর্ব্বাগ্রে তাহার চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় অ[illegible] যাহাতে সে সকল বিষয়ে স্বাধীন ভাবে [illegible] করিতে শক্ত হয় তাহার উপায় করিয়া দে[illegible] কর্ত্তব্য। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকেন ব[illegible] ও যৌবন বিষয় সংগ্রহের সময় এবং প্রৌঢ়া[illegible] সেগুলির পরিপাক করিবার সময়। এ[illegible] সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সংসারে প্রবিষ্ট হইলে [illegible] কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন লোকের আর নূতন [illegible] বিষয় সংগ্রহের সময় থাকে না। অতএব ৫ ব[illegible] অবধি ২৫ বৎসর এই কালের মধ্যে যত জ্ঞাতব্য বিষয় মনুষ্যের মনে সংগ্রহ করা সম্ভব তাহার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া উচিত। আর এরূপ শক্তিরও সঞ্চয় করিয়া দেওয়া উচিত যে প্রৌঢ়াবস্থায় নিজের নানা প্রকার বিষয় সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য জন্মে।

এক্ষণে বক্তব্য এই, চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও তত্ত্বসংযুক্ত বিষয় সংগ্রহ এই দুটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তত আপত্তি নাই কিন্তু সেগুলি বালকদিগের কেবল স্মৃতি শক্তির গ্রাহ্য করিয়া না দিয়া তাহাদের চিন্তাশক্তির গ্রাহ্য করিয়া দেওয়া উচিত। বিষয় গুলিকে পরস্পর অসংলগ্ন ও শৃঙ্খলাবিহীনরূপে উপস্থিত না করিয়া নিয়মাধীন সুসংলগ্ন ও শৃঙ্খলাপরিপূর্ণ করিয়া উপস্থিত করিলে তত ভার বোধ হয় না। আমি পাঠদশাতে থাকিয়া যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি তাহা এই, নিয়ম ও শৃঙ্খলাপূর্ণ দশটী বিষয় শিক্ষা করিতে ভার বোধ হয় না বরং আনন্দ হয়। কিন্তু তদ্বিহীন একটী বিষয়ও শিক্ষা করিতে ভার বোধ হয়। এস্থলে আমাকে দুঃখিত হইয়া বলিতে হইতেছে যে প্রস্তাবিত প্রণালীর উপযোগী পুস্তক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে লোকের মত পরিবর্ত্তিত না হইলে পুস্তক রচনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে না।

ফল কথা এই, নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালী পরিবর্ত্তিত না করিয়া সন্নিবেশিত করিতে গেলেই বালকদিগকে ভারাক্রান্ত করা হইবে। [illegible]সন সাহেব যদি পারেন বর্ত্তমান শিক্ষা[illegible] পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করুন। তদ্ভিন্ন উপাদেয় ফল লাভের আশা নাই। বর্ত্তমান স্কুল গুলিকে "মানসিক হত্যালয়" বলিলেও হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে যখন বিদ্যালয়ে [illegible] করা যায় তখন তাহাদিগকে কেমন প্রকৃ[illegible]

শিক্ষিত ও চতুর দেখা যায়। কিন্তু দুই এক বৎসর অভ্যস্ত না হইতে হইতে তাহাদের সেই প্রফুল্লতা প্রতিভা চতুরতা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমুদায় লোপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় নির্বোধ হইয়া পড়ে। আহার করিয়াই স্কুলে যাওয়াতে আর ১০ টা অবধি ৪ টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করাতে যেমন এক দিকে উদরের অজীর্ণতা দোষ জন্মে, তেমনি অপর দিকে অনিচ্ছাক্রমে কতকগুলি রসহীন বিষয় শিখিতে শিখিতে মানসিক অজীর্ণতা দোষও উপস্থিত হয়। এই রূপে চিরদিনের মত বালকটীর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। বাস্তবিক আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিষয় ভাবিতে গেলে আর বালক বালিকাদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ক্রমেই স্কুলের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও অনেকে এই মতাবলম্বী আছেন। আমরা কয়েক জনের নাম করিতেছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ৺ দ্বারকনাথ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কালীচরণ ঘোষ, ডাক্তর চন্দ্রকুমার দে, বাবু রামতনু লাহিড়ী ইঁহারা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কেবল বুদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হইবার ভয়ে নয়, ধর্ম্মনীতি দূষিত হইবারও ভয় আছে, কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় কয়জনের গৃহে পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুবিধা আছে? সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেককে বাধ্য হইয়া সন্তানদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে হয়। এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আতব্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্যে ভয় নাই। শিক্ষা প্রণালীই দূষিত। যত্ন পাইলে শিক্ষা প্রণালীর যে উৎকর্ষ সাধিত হয় আমি তাহার প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের গৃহস্থিত ক্ষুদ্র স্কুলটীর উল্লেখ করিতেছি। মহেন্দ্র বাবু নিজের সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য নিজের বাটীতে একটী নিজের মনোমত স্কুল করেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে তাহাতে ৭। ৮ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে "বোটানি" "কিমিয়া" "শারীর বিদ্যা" প্রাকৃতিক ভূগোল" প্রভৃতির স্থূল স্থূল তাৎপর্য্যগুলির শিক্ষা দেওয়া হইত। বালকেরাও অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক সমুদায় শিখিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বুদ্ধিপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে পারিলে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।

শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৩১ এ জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	২২	
নুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	১৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৪	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২০	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৫	
ডাক্তারপাড়া	১৪	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৪	৬
তথা হইতে কট ১ নং	২১	৬
তথা হইতে বোলমারি	১৪	২
তথা হইতে আলিকদহ	১৪	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৫	
জেলিঙ্গী।		
মোহানায়	৮	

সন ১৮৭৪ সালের ৩ রা আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২০	

বহরমপুর ৩ রা আগষ্ট ১৮৭৪ } টি, বেরী সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ দাস—সর্ব্বরি	১০
ঐ ঐ মুরারিলাল সিংহ কাশিয়াডাঙ্গা	১০
কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা	১০
ঐ ঐ উমেশচন্দ্র দেব—হরিনাভি	৫॥০
ঐ ঐ কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর	৫॥০
ঐ ঐ দুর্গানাথ জলাপাত্র শিলিগুড়ি	৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা মফস্বলে মাস্তুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাস্তুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৯ সংখ্যা।

" প্রবক্তনাং প্রক্কানিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ২ রা ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ১৭ ই আগষ্ট।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিযাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ॥০ এবং তৎকৃত ভিষগ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একষ্ট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাশুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাশুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাশুল ৶০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাশুল ৶০।

ফ্যামিলি ট্রিটমেন্ট ১॥০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্তিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪॥০ মূল্যে বিক্রয় হইতে ছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাশুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

—

স্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৶ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ॥০ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সত্ত্বর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র-দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক্ এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল;
ভবানীপুর কলিকাতা

—•◎•—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। একন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩॥ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দাম ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সোমপ্রকাশ।

২ রা ভাদ্র সোমবার।

আমরা বাঙ্গালা সমাচার পত্রের অনুবাদক মহোদয়কে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তিনি সোমপ্রকাশের প্রস্তাব কয়টী পাঠ করিয়া অন্য অন্য অংশের পাঠে যেন বিরক্ত না হন। বিবিধ সংবাদ সংবাদদাতার পত্র ও প্রেরিত পত্র মধ্যে

এরূপ অনেক বিষয় থাকে, তাহা কর্তৃপক্ষের গোচর করা একান্ত আবশ্যক হয়। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি এবারেও কহিতেছি, অনুবাদকের আলস্য ও উপেক্ষা দোষে সাধারণের অনিষ্ট হয় এটী উচিত হয় না।

অনর্থক মকদ্দমা-কারির দণ্ড।

দেওয়ানী কার্য্য বিধির সংশোধক আইনের যে এক পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, তাহার একটী ধারায় আছে যে ব্যক্তি অনর্থক মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আদালতের সময় নষ্ট করিবে, সমুদায় খরচ তাহারই স্কন্ধে পতিত হইবে। ইহার উদ্দেশ্যটী ভাল সন্দেহ নাই। যথাযথরূপে কাজ হইলে এতদ্দ্বারা বিশেষ ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ তদনুসারে কাজ হওয়া কঠিন। হয় ত লাভের মধ্যে এই হইবে, কোন ভদ্র লোক প্রকৃত মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বিচারপতির দোষে যদি জয়লাভ করিতে না পারেন, তাঁহারই ঘোরতর বিপদ ঘটিবে।

এ অনর্থের নিবারণার্থ এইরূপ একটী উপায় করা উচিত। কোন ব্যক্তি অকারণ মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, বিচারপতির যখন এ প্রকার সন্দেহ জন্মিবে, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য মকদ্দমাকারির যে গ্রামে বাস, সেখানকার পাঁচজন ভদ্র লোকের উপরে সে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের ভার দেন। তাঁহারা যদি তাহাকে দোষী বলিয়া লিখেন, উল্লিখিত অর্থদণ্ড হইবে, আর যদি নির্দ্দোষ বলেন, মুক্তি লাভ হইবে।

রাজপুরুষেরা আইন করিলেন বটে কিন্তু ইহার ফল বিচারপতিদিগের হস্তগত। তাঁহারা যদি অনর্থক মকদ্দমার নিবারণ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলেই উহার বাস্তবিক নিবারণ হইবে, আর যদি তাঁহারা শ্লথাদর হন, মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের ন্যায় আইন করামাত্র সার হইবে। বিচারপতিরা যাহাতে শ্লথাদর না হন, ব্যবস্থাপকদিগের তাহারও একটী উপায় বিধান আবশ্যক। বিচারপতিরা পাছে আলস্যে কালক্ষেপ করেন, এই আশঙ্কা করিয়া যেমন মাসে মাসে কে কত মকদ্দমা করিলেন, তাহার ফর্দ্দ লওয়া হয়, এ বিষয়েরও সেইরূপ কে কত অনর্থক মকদ্দমাকারির দণ্ডদান করিলেন তাহার ফর্দ্দ লইয়া তাগাদা করা কর্ত্তব্য। সহজে কেহ রাম নাম লয় না।

লার্ড নর্থব্রুকের প্রতি লোকের ভক্তি।

লার্ড নর্থব্রুক এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহাতে ভারতবর্ষের ভাগ্য লক্ষ্মী চির স্থিরপদ হন এবং সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চিরন্তন উপায় ও সবিশেষ উন্নতি লাভের দ্বার চির উন্মুক্ত হয়। কিন্তু প্রজারা তাঁহার প্রতি যে প্রগাঢ় ও অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন. ভূত কোন গবর্ণর জেনরলের প্রতি সেরূপ করেন নাই, তাহার কারণ কি? তিনি কি এমন কিছু জাদু জানেন যে সকল লোকেই তাঁহার কুহকে মুগ্ধ হইতেছেন? আমরা জানি, তাঁহার ইন্দ্রজাল বিদ্যা নাই। তাঁহার কেবল কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে তাহার মোহিনী শক্তিতেই সকলে মোহিত হইয়াছেন। যে যে কাজ তাঁহার হাত দিয়া হইতেছে, তাহার প্রত্যেকেই সেই সেই গুণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রজাবাৎসল্য ও প্রজাহিতৈষিতাই তন্মধ্যে প্রধান। দ্বিবিধ উপায়ে এই প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় হইতেছে। এক, যাহাতে প্রজার অনিষ্ট হয়, তাহার নিবারণ। দ্বিতীয়, যাহাতে ইষ্ট হয় তৎ সম্পাদন। তাঁহার যে আর একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহাতেই প্রজারা অধিকতর প্রীত ও অনুরক্ত হইয়াছে। সকলের সহিত মিশিবার তাঁহার একটী ইচ্ছা আছে। তিনি সর্ব্বদা অমায়িকভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রজারাও তাঁহাকে অনধিগম্য ও অপর জ্ঞান না করিয়া আত্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রধান রাজপুরুষদিগের এটি অতি মহৎ ও মহোপকারক গুণ। ইহা কল্পতরুপ্রায় হইয়া ইচ্ছাময় ফল ফলিয়া থাকে। পূর্ব্বকার ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদলের এ গুণটী বিলক্ষণ ছিল। মধ্যে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহারা পঞ্জাব শাসন করিয়া শাসনপদ্ধতি শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মে যে, প্রজাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করিয়া যত বলপূর্ব্বক শাসন করা হইবে, ততই শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে। তাঁহাদিগের গর্ব্বের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বুদ্ধির কলুষভাবই এ সংস্কারের মূল। তাঁহারা শাসনপ্রণালীর এমনি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন যে, প্রজারা একান্ত বীতরাগ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহারের পর লার্ড নর্থব্রুকের উল্লিখিত গুণ প্রকাশ পাওয়াতে উহার সমধিক শোভা হইয়াছে। আমাদিগের এক্ষণকার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, মহানুভব লার্ড নর্থব্রুক যে প্রজারাগবীজ বপন করিয়া গেলেন, অনুবর্ত্তী প্রধান পুরুষেরা যেন তাহার উন্মূলন না করেন। যে কারণে এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে তাহা এই;—

ঢাকায় "নর্থব্রুক হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব হয়, তাহার ভূমি ক্রয় করিবার জন্য মুক্তাগাছার জমীদার বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ঢাকার কমিশনর সাহেবের

হস্তে ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু মোহিনীমোহন দাস ঐ বাটীর নির্ম্মাণার্থ ১০ দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। রাজা কালীনারায়ণরায় চৌধুরী বাহাদুর লাড´ নর্থব্রুকের স্মরণার্থ ২০ হাজার টাকা দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন এই টাকায় "কালী নারায়ণ রায় ফণ্ড" নামে একটী ফণ্ড হইবে। শেষ কিস্তির টাকা দিতে না পারাতে যে সকল জমীদারী বিক্রয় হইয়া যায় এই টাকা হইতে সেই বাকি খাজনা দেওয়া হইবে, লাড´ নর্থব্রুক যে স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, সেই স্থানে রায় কালীনারায়ণের পুত্র "নর্থব্রুক ঘাট" নামে একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিবেন, ইহার অপেক্ষা ভক্তি প্রকাশের উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি আছে? গর্ব্বিত উদ্ধত নিষ্কর্দয় রাজপুরুষেরা যেরূপ বিবেচনা করুন, প্রজার এপ্রকার ভক্তিভাজন হওয়া যে শ্লাঘার বিষয় তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থলে আমাদিগের একটী মনের ভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল। মহানুভব লাড নর্থব্রুক পাছে অকালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান, এই আমাদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

মধ্যে একবার জনশ্রুতি হয় লাড´ নর্থব্রুক পদত্যাগ করিবেন। ক্রমে সে জনশ্রুতি অন্তর্হিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে ষ্টেটসেক্রেটরির সহিত লাড´ নর্থব্রুকের মতভেদ এই জনশ্রুতির কারণ। এটী অন্তর্হিত হইতে না হইতে আর একটী, আবার সেটী অন্তর্হিত হইতে না হইতে আর একটী, এইরূপে বটরক্ষের শিকড়ের ন্যায় ক্রমেই নানা বিষয়ে উভয়ের মতভেদ বৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি অণ্ডর সেক্রেটারি লাড হামিল্টন পার্লেমেণ্ট মহাসভায় বর্ত্তমান বর্ষের বজেট উপস্থিত করিবার সময় বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বজেট সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারির তিনটী অভিপ্রায় আছে। প্রথম, তিনি ঋণ করিয়া পবলিকওয়ার্কের শ্রীবৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করেন না। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষে সাধারণের যে পবলিকওয়ার্ক হইবার সম্ভাবনা, তাহাই হওয়া উচিত। তৃতীয়, ভারতবর্ষের জন্য যদি ঋণ করিতে হয়, তাহা ভারতবর্ষেই করা কর্ত্তব্য। লাড নর্থব্রুক ইহার বিপরীতবাদী। তিনি বলেন ঋণ করিয়াই উহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঐ সকল কার্য্য দ্বারা ভবিষ্যতে অর্থ সংগ্রহ হইবে এবং সমুদায় ব্যয় উঠিয়া যাইবে।

এই একটী প্রধান মতভেদ। কাহার মতটী সঙ্গত, যদি এবিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, ষ্টেটসেক্রেটারির অনুমোদন করিবারই আমাদিগের ইচ্ছা হয়। আমরা পূর্ব্বে একবার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। লাড´ নর্থব্রুক যে মনোরথ করেন, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। আমরা উদাহরণ স্থলে জলসেচনার্থ উড়িষ্যার খাল খনন কার্য্যটীকে গ্রহণ করিলাম। ঐ সকল কার্য্যে কিরূপ লাভের সম্ভাবনা, তাহা উহাদ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। বঙ্গদেশের ন্যায় যে দেশে বর্ষে বর্ষে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেখানে টাক্স দিয়া লোকে খালের জল লইবে কেন? অতএব ঋণ করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে গেলে কেবল ঋণেরই বৃদ্ধি হইবে

পুনঃ পুনঃ এইরূপ মতভেদ দর্শন করিলেই সহজে লাড নর্থব্রুকের পদত্যাগ রূপ অনিষ্ট শঙ্কা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের পদত্যাগ কিরূপ এক কথার উপর নির্ভর করে তাহা স্মরণ হইলে সেই আশঙ্কার আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদিগের মনোগত কথা এই তিনি যেরূপ ধীর ও প্রজাহিতৈষী এবং তাঁহার প্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি আমাদের ইচ্ছা এই যে তিনি নিয়মিত কাল অপেক্ষাও অধিক দিন রাজত্ব করেন।

সিবিল সর্ব্বিসের প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষের অপব্যয় নিবারণের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সকলের সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয়ের দিকেই দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাহা দেখিলে বোধ হয় ভারতবর্ষের যেন সেই একমাত্র অপব্যয়ের দ্বার, অন্য অপব্যয়দ্বার নাই। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে অপব্যয় আছে বটে কিন্তু সে ব্যয় নিয়মিত নয়, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সে ব্যয় বন্ধ করা যায়। সুতরাং লোকে সেদিকে বড় মনোযোগী হন না, কেবল সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় সঙ্কোচ করিবারই পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অপব্যয়ের যে আর একটী অতি বিশাল দ্বার মুক্ত আছে, সে দিকে কাহার দৃষ্টি নাই। সেদ্বার সিবিল সর্ব্বিস। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি প্রায় প্রত্যেক ষ্টেটসেক্রেটারি ও প্রত্যেক বক্তা মিলিটারি সর্ব্বিসের ব্যয় বাহুল্যের অভিযোগ ও উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সিবিল সর্ব্বিসের বিষয়ে হস্তার্পণ তাঁহাদিগের উচিত বলিয়া বোধ হয় নাই। যদি অপক্ষপাতচিত্তে বিবেচনা করা যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কেবল মিলিটারি সর্ব্বিস কেন সিবিল সর্ব্বিস বিভাগেও অনেক অপব্যয় হইয়া থাকে। ১৮৫৯ অব্দে ব্রাইট সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থানে তাঁহার বক্তৃতার কয়েক পঙক্তি অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"এ জগতের আর কোন বিভাগে বোধ হয় এত বেতন দেওয়া হয় না। এ বিভাগে বিষয় বুঝিয়া পরিমিতরূপে ব্যয় করিবার চেষ্টা কখনও করা হয় নাই, কেবল কিরূপে আমাদের দেশের কতকগুলি লোক প্রচুর বেতন পাইয়া সুখে বাস করিবে এবং বিপুল অর্থসঞ্চয় করিয়া গৃহে আসিয়া সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় থাকিবে, সেই চেষ্টাই বরাবর করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের কর্ম্মচারিদিগকে এত বেতন দেওয়া হয় কেন, তাহার কি কোন যুক্তি আছে? কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ অতি দূরবর্ত্তী স্থান, লোকে সেখান হইতে প্রায় বৃদ্ধ ও জীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আইসে। এখন আর সে দিন নাই। আর যদি জলবায়ুর দোষের কথা বল, লোকে সচরাচর এ বিষয়ে যেরূপ বলিয়া থাকে আমি তাহার দশ ভাগের এক ভাগও বিশ্বাস করি না।"

কোন্ হৃদয়শালী ব্যক্তি ব্রাইট সাহেবের বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন না করিবেন? ব্রাইট সাহেব ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বিষয়ের দোষোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আজিও সেই বিষয় তদবস্থ আছে। সিবিলিয়ানেরা সচরাচর যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সে সকল কার্য্য কি অন্য উপযুক্ত অচিহ্নিত কর্ম্মচারির দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সুন্দর রূপে সম্পাদিত হয় না? অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদলে কি উপযুক্ত লোকের অপ্রতুল আছে? যখন সিবিলিয়ান ভিন্ন অন্য কর্ম্মচারী মিলিত না, সিবিলিয়ানেরাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, তখন কার কথা স্বতন্ত্র। সে সময়ে লোকের প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষে কেহ সহজে আসিতে চাহিত না। সুতরাং অধিক বেতন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন কি দেশীয় কি বিদেশীয় অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদলে বহুদর্শী বিজ্ঞ ও উপযুক্ত লোক অনেক পাওয়া যায়। এত প্রবীণ ও বহুদর্শী লোক থাকিতে বর্ষে বর্ষে এক এক ঝাঁক অর্ব্বাচীন যুবাপুরুষ ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন কি? সেই সমস্ত অপরিণত বুদ্ধি অনভিজ্ঞ যুবাপুরুষের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার সমর্পণ করা কি বিধেয় হয়? তাহাতে ক্ষতি বিনা কি লাভ আছে? আমাদিগের মতে সিবিল সর্ব্বিস প্রথা এক কালে রহিত করা উচিত। তাহাতে ভারতবর্ষের ইষ্ট বিনা অনিষ্ট নাই। যে কারণে এ প্রথার সৃষ্টি হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিলেও এ প্রথাটী রহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য লোকের প্রয়োজন হয়। তাঁহারা প্রলোভন প্রদর্শনার্থ সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করেন। প্রথম প্রথম ডাইরেক্টরেরা আপনাদিগের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র জামাতা প্রভৃতিকে দলে দলে ভারতবর্ষে ধন সঞ্চয়ার্থ প্রেরণ করেন। এই ভাবে কিছু দিন গেল। পরিশেষে অনেক কষ্টে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। আজিও সেই প্রণালী চলিতেছে। এখন সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাই, সে ডাইরেক্টর নাই, ভাই ভাগিনেয় জামাইপ্রভৃতি প্রতিপালন করিবার এখন তেমন পথও নাই। তবে আর সে প্রণালী কেন? আমরা এ প্রণালী অনুন্মূলিত রাখিবার আর কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাই না। প্রয়োজনের মধ্যে কেবল এই দেখিতে পাই, কতকগুলি লোকের অতুল সম্পদ লাভের পথ করিয়া দেওয়া হইতেছে। কতকগুলি লোকের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অসুবিধা করিয়া দেওয়া কি বিধেয় হয়? আমরা মহাসভার ভারতহিতৈষ সভ্যদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা মহাসভায় এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া এ অপব্যয়ের দ্বারটী রুদ্ধ করিবার যেন চেষ্টা করেন।

বরদার গুইকুমার।

অসার ও অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে কেমন বিড়ম্বনা হয়, গুইকুমারের কার্য্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যের ব্যবস্থা নাই, কার্য্যের শৃঙ্খলা নাই, অত্যাচারই একাধিপত্য করিতেছে। এই সকল বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলে বিশৃঙ্খলা কারণের অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত হন। কিছু দিন হইল কমিশনরেরা অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব মত গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গুইকুমারকে এক বৎসরের সময় দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে যদি তিনি আপনার রাজ্যের শাসন কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া যাহাতে রাজ্যের শাসন কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, সে চেষ্টা করিবেন। গুইকুমার কতকগুলি দুষ্ট মন্ত্রীর দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন। গবর্ণর জেনেরল সেই মন্ত্রীদিগকে বিদায় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বরদার গুইকুমার যে নানা দোষে দোষী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যে শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সে বিষয়েও সংশয় রহিতেছে না। কিন্তু এ স্থলে আমাদের মনে একটী রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উদয় হইল। মিত্ররাজগণের অপরাধের বিচার ভার

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত কি না? এই প্রশ্ন। গুইকুমারের প্রতি যে গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার অত্যাচার কি অবিচার করিবেন, তাহা আমরা বলিতেছি না। আমরা কেবল এই কথা বলিতেছি বিবাদ স্থলে যে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার অন্যতর পক্ষের বিচারের ভার গ্রহণ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজগণকে আপনার অধীনস্থ বলিয়া বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। সুতরাং সাধারণ প্রজার ন্যায় তাঁহাদের বিচার কার্য্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা ও বিধেয় হয় না। বিশেষতঃ লার্ড ডেলহাউসির দুর্ব্যবহার অবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বগ্রাসী বলিয়া দুর্নাম রটিয়াছে। অতএব তাঁহারা যত অপক্ষপাতে বিচার করিবার চেষ্টা করুন না কেন, লোকে দুরভিসন্ধির আরোপ করিবে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে অপরের দ্বারা সেই বিচার হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ যদি পার্লিয়ামেণ্টের একটী বিশেষ কমিটীর দ্বারা এ বিষয়ের বিচার হয়, তাহা হইলেও লোকের অবিশ্বাস জন্মে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাদীর ন্যায় আপনাদের বক্তব্য কমিটীর গোচর করিবেন। কমিটী বিচার করিয়া যে ব্যবস্থা করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগের এই প্রস্তাবের অনুসারে কার্য্য করেন, সকল দিক রক্ষা হয়। তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়, অথচ অযশোভাগী হইতে হয় না।

এখনও দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই।

এদেশ সর্ব্বশস্যাঢ্য হইলেও একান্নভুক্ত থাকিবার প্রথা ও বাল্য বিবাহ প্রভৃতি অনেকগুলি কারণে দরিদ্র বহুল হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্র বংশে জন্ম অথচ দরিদ্রতাতে হীনজাতীয় শ্রমজীবিদিগের অপেক্ষাও শোচনীয়দশাগ্রস্ত, এরূপ লোক এদেশে অধিক। তাহার কারণ এই বাল্যবিবাহের অনুগ্রহে অকালে অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্ম পরিগ্রহ করে। সেগুলির ভরণ পোষণার্থ অসময়ে পাঠ সমাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে হয়। তাদৃশ অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বিপুল অর্থ উপার্জ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে কিছু অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহাতে অন্য সময়েই সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। এবৎসর তাহাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গত কয়েক মাস বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গত কয়েক মাস তাহাদেরও উঞ্ছ বৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রথম তাহারা লোকের নিকট ঋণ কিম্বা ভিক্ষা করিয়া সংসার চালাইয়াছিল। ক্রমে তাহাদিগের ঋণ ও ভিক্ষা উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কারণ এ বর্ষে সকলেরই অল্পাধিকভাবে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত। সকলেই প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ লোকের আর সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই। অতএব সেই সকল হতভাগ্যের দিন চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি থানায় থানায় কিছু কিছু শস্য প্রেরণ করিতেছেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যে কোন স্থানে যাইতে হউক তাহাতে যাহাদিগের লজ্জা বোধ না হয়, তাহারা দলে দলে গিয়া চাউল আনিতেছে। তাহাদের কতক কষ্টের নিবারণ হইতেছে। কিন্তু আমরা যাহাদের কথা কহিতেছি, তাহারা অশুভক্ষণে ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। সুতরাং মুষ্টি ভিক্ষার নিমিত্ত থানায় যাওয়া তাহাদিগের বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। তাহারা অনাহারে মরিতেছে না সত্য; কিন্তু প্রায় একবেলা কখনও বা একদিন দুই দিনও অনাহারে যাইতেছে। অনেকে দরিদ্রদিগকে পশুর ন্যায় দলে দলে মরিতে না দেখিলে দুর্ভিক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং সাহায্য করা আবশ্যকও মনে করেন না। তাঁহারা ইহাদিগকে সাহায্য দান করা আবশ্যক মনে না করুন, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অনাহারে শুষ্ক ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া ক্রমে অবসন্ন হইতেছে। এরূপ স্থলে যদি সাহায্যদান আবশ্যক না হয়, কোন স্থানে আবশ্যক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উদিত হইতেছে এই শ্রেণীর লোকদিগকে সাহায্য করিবার উপায় কি? আমরা পূর্ব্বে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এখনও সেই প্রস্তাব করিতেছি। ইহাদের জন্য গ্রামস্থ কোন ভদ্র লোকের বাটীতে যদি চাউল প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ইহারা অনায়াসে সেখানে গিয়া আনিতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীতে কতক কতক অনর্থের আশঙ্কা আছে। প্রথমতঃ অনেক অলস ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে জীবিকা লাভের সুবিধা দেখিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া নিত্য নিত্য উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাহার হস্তে গবর্ণমেণ্টের শস্য বিতরণের ভার থাকিবে তাঁহার দুর্ব্যবহার করা আশ্চর্য্যের নয়। অতএব এই অনিষ্টের নিবারণ করিয়া সাহায্য দান করিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধিতে ইহার একটী সদুপায় আছে বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট গ্রামবাসিদিগের কয়েক জনকে একটী কমিটীরূপে নিযুক্ত করুন। ঐ কমিটী গ্রামের মধ্যে [illegible]. প্রকার ভদ্রবংশীয় দরিদ্র লোকের সংখ্যা

কত তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করুন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রেরিত তালিকা সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন ডেপুটী কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করুন। সেই কর্ম্মচারির অনুসন্ধানে কমিটীর তালিকা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইলে কমিটীর নিযুক্ত কোন ভদ্র লোকের বাটীতে কিছু কিছু শস্য প্রেরণ করুন। সেই শস্য বিতরণের নিমিত্ত সপ্তাহের একটি কি দুটী দিন নির্দ্ধারিত হউক। সেই নির্দ্ধারিত দিনে নির্দ্ধারিত সময়ে গ্রামের জমাদার কিম্বা অন্য কোন পুলিষ কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত থাকিয়া প্রতি দিন যত চাউল বিতরণ হয় তাহার একটী স্বতন্ত্র তালিকা গ্রহণ করিবে এবং সেই তালিকা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবে। মাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই তালিকা থাকিবে। পরে কমিটী সপ্তাহে সপ্তাহে কিম্বা মাসে মাসে এক একখানি হিসাব পাঠাইবেন। মাজিষ্ট্রেট সেই উভয় হিসাবের ঐক্য করিয়া দেখিবেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে উল্লিখিত দরিদ্রদিগের রক্ষা হইবে অথচ গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত চাউলের অপব্যয় হইবে না। যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট কোন প্রকার সাহায্যদানের উপায় অবলম্বন না করিলে আমরা যে শ্রেণীর কথা বলিলাম, তাহাদের কষ্ট নিবারণের উপায় দেখা যাইতেছে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। সোণাপুর থানায় যে চাউল বিতরিত হইতেছে যাহারা তাহা আনিতেছে, তাহারা আমাদিগকে দেখাইল অর্দ্ধেক ধান আর অর্দ্ধেক চাউল। গবর্ণমেণ্টের কি প্রজাদিগকে ধানে ভাতে খাওয়াইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহাই কি পূর্ণ করিতেছেন? যে পরিমাণে চাউল দেওয়া হইতেছে, যদি তাহা হইতে ধান বাছিয়া ফেলা হয়, তাহাতে অর্দ্ধাশন হয় না। ঢেঁকিতে ফেলিয়া ধান পরিষ্কার করিতে গেলে চাউল চূর্ণ হইয়া যায়। চাউলগুলি নিতান্ত জীর্ণ, ঢেঁকির আঘাত সয় না। ধান্যশূন্য চাউল দিলে কি ভাল হয় না? "কাণা গরু বামুনকে দান" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, গবর্ণমেণ্টের চাউল বিতরণে তাহারই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

সুশিক্ষার প্রধান ব্যাঘাত কি?

আজি কালি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভর্ৎসনা করা এক প্রকার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত যুবকেরা এমনি উপহাস ও তিরস্কারের আস্পদ হইয়াছেন, যেন তাঁহাদের কিছুমাত্র পদার্থ বা কোন মূল্য নাই। সকলেই বলেন যুগপৎ অধিকসংখ্যক বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা করাতেই বিকৃত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যুবকগণের কেবল স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত হয় তাহাদের চিন্তাশক্তির কিছুমাত্র উন্মেষ হয় না। পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন যে এই ফল উপন্ন হয়, এরূপ বোধ হয় না। আমাদের সংস্কার এই এখন যে সকল পাঠ্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত না করিয়া তদপেক্ষা দশগুণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভাবিত। পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা শিক্ষাপ্রণালী অধিক নিন্দনীয়। ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষের দিকে যদি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান পাঠ্য বিষয় সকলের মধ্যেই তদুপযোগী অনেক বিষয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শিক্ষা দিবার সময় কাহারও সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষকেরা নিজে চিন্তাবিহীন প্রণালীতে শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহারা সেই প্রণালীতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল সমুদায় বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। স্ব স্ব কার্য্যে অধিকাংশ শিক্ষকেরই উৎসাহ বা আগ্রহ নাই। নিরুৎসাহ ও অবসন্ন ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রেরাও নিরুৎসাহ এবং অবসন্ন ভাবে শুনিয়া থাকে। এইরূপে দিন দিন দেশের শিক্ষার বড় দুরবস্থা হইতেছে। মূল কারণ অন্বেষণ না করিয়া "ক্রাম" "ক্রাম" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে?

শিক্ষা বিভাগের যেরূপ দুর্দ্দশা, বেতনের যেরূপ অল্পতা তাহাতে সুবুদ্ধি চিন্তাশীল ও নিপুণ লোক পাইবার আশা নাই। যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র বুদ্ধি বিদ্যা থাকে তাঁহারা প্রায় অন্যান্য বিভাগে গমন করেন যাঁহাদের অন্যান্য বিভাগে যাইবার সুবিধ হয় না, তাঁহারাই প্রায় শিক্ষাবিভাগে পড়িয়া থাকেন। অল্প বেতনে কার্য্য করিতে হয় বলিয়া সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট হন এব বিরক্তি ও নিরুৎসাহের অবতার স্বরূপ হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করেন।

আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও শিক্ষকদিগের বিরক্তি ও অসন্তোষই শিক্ষার এ অবনতির মূল কারণ। এই কারণ যত দি দূর না হইবে, ততদিন এই দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। এখনকার ৭। ৮ টী পাঠ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তে যদি তিনটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় আ শিক্ষকদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর না ক হয়, তাহা হইলে শিক্ষার এই হীনাব থাকিবে। গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের লোক বিশেষ করিয়া এই কারণটীর অনুধা করিয়া দেখা উচিত।

ইহা দেখিলে পুত্র কন্যাদির শিক্ষার প্র লোকে কিরূপ উদাসীন তাহা বুঝিতে প যায় যদি সকলে পুত্র কন্যাদির সুশিক্ষ জন্য ব্যস্ত হইতেন তাহা হইলে এ বিভাগে কখন এরূপ দুরবস্থা থাকিত না কন্যাদি বিদ্যালয়ে যাইতেছে এইমাত্র জেই লোকে সচরাচর নিশ্চিন্ত থাকেন। সেখানে গিয়া তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব করিবার উপযুক্ত হইতেছে কিম্বা চিন্তা বিহীন অপদার্থ হইয়া যাইতেছে তাহা কে অনুসন্ধান করেন না। অনেকে মকদ্দমায় আমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে অনায়াসে

শত মুদ্রা ব্যয় করিতে পারেন কিন্তু পুত্র কন্যাদির শিক্ষার মাসে ৩। ৪ টী টাকা ব্যয় করাকে অপব্যয় মনে করেন। যাবৎ লোকের মনের এই ভাবের পরিবর্ত্তন না হইবে তাবৎ শিক্ষা বিভাগের দুরবস্থা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞানবিকাশিনীর প্রগল্ভতা।

আমরা জ্ঞানবিকাশিনী পত্রিকার প্রগল্ভতা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি যাহাদিগের বুদ্ধি বিবেচনা অল্প ও কোন ... করিবার ক্ষমতা নাই, তাদৃশ ব্যাপিকা ... লোকেরা যেমন একটী ছল ধরিয়া পাড়ার ... লোকের সহিত ঝগড়া করিয়া বেড়ায়, জ্ঞানবিকাশিনীও সেইরূপ সোমপ্রকাশের সহিত ... প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ২৩ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে ?" এই শীর্ষক দিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয় তাহাই জ্ঞানবিকাশিনীর ... হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে যে যে যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, জ্ঞানবিকাশিনীর তৎখণ্ডনের ... হয় নাই। তিনি কেবল গ্রাম্যজনোচিত উপহাসরসিকতা ও গালিধারা বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যে যুক্তি খণ্ডনের দিকে ... নাই, যাঁহারা জ্ঞানবিকাশিনী পাঠ করেন, তাঁহারা এই নিম্নের উদ্ধৃত অংশ ... দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"যাহা হউক আমরা এ বিষয়ের প্রতি ... প্রবৃত্ত হই নাই, তবে এই মাত্র বলি আমাদের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ... ই। যে গুলি তৎ সদৃশ দেখা যায়, তাহাও ... জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এত জটিল ... হইতে ঐতিহাসিক সমাচার সংগ্রহের চেষ্টা নিষ্ফল।"

জ্ঞানবিকাশিনী যদি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কেবল কি গালি ... প্রয়োজন?

আমরা অধিকতর দুঃখিত হইলাম যে ... বিকাশিনীসম্পাদক সোমপ্রকাশের সে প্রস্তাব ভালরূপে পড়েন নাই, তাহার তাৎপর্য্য বোধেও সমর্থ হন নাই। তাঁহার নিজের লেখাদ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন "সম্পাদক (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) কায়স্থদিগকে অপদস্থ করিবার যত্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মতে চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পঞ্চ বংশ ভিন্ন আর কেহই কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তান নয়।"

জ্ঞানবিকাশিনী সোমপ্রকাশের কোন অংশ পড়িয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পঞ্চবংশ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছেন? না বুঝিয়া এরূপ লেখা অতি অনুচিত কর্ম্ম। যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছেন, সোমপ্রকাশ তাঁহাদিগের মতে আস্থাবান্ নহেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ নির্ণয় সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য কি জ্ঞানবিকাশিনী তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। এটীও আমাদিগের অনল্প ক্ষোভের বিষয়। পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? তাঁহারা কি ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন? তাঁহাদিগের পরিশ্রম কি পণ্ড হইতেছে? ইতিহাসের রচনা কি বিফল হইয়াছে? আর্য্যজাতি প্রথমে কোন্ দেশে ছিলেন? তাহার পর কোন দেশে যান? কি কি কর্ম্ম করেন? এ গুলির অনুসন্ধানে কি কোন ফল নাই? ইতিহাসের সৃষ্টিতে ও ইতিহাসের পাঠে কি জগতের অভ্যুদয় হয় না? পূর্ব্বকার ঘটনার অনুসন্ধানে যদি কোন ফল থাকে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ নির্ণয়ের ফল আছে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের আর একটী দুঃখের বিষয় এই জ্ঞানবিকাশিনী সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কোন বিষয়েরই প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত নহেন। জ্ঞানবিকাশিনীর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, "যে দিন হইতে সোমপ্রকাশের প্রাচীন মাননীয় সম্পাদক অবসর লইয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমরা উহার নানা বিষয়ে এমতি দেখিয়া আসিতেছি।" সোমপ্রকাশ সম্পাদক যে সোমপ্রকাশের কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, জ্ঞানবিকাশিনী তাহা কিরূপে জানিলেন? সোমপ্রকাশে কি তাহার কোন প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল? সোমপ্রকাশের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইল। যে দিন সোমপ্রকাশের জন্ম হয়, সেই দিবস যে ব্যক্তি উহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করেন, এখনও তিনিই সম্পাদক আছেন। এই ১৭ বৎসরের মধ্যে কোন নূতন ব্যক্তি সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে মধ্যে কিছু দিন সম্পাদক শরীরের অস্বাস্থ্যনিবন্ধন পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতেও তিনি অনেক প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার সহকারিরা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। এক্ষণে তিনি স্বদেশে আসিয়াছেন, বরাবর যেমন সোমপ্রকাশের কাজ করিতেন, এখনও তেমনি করিতেছেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সোমপ্রকাশে তাঁহার অধিক সময় ব্যয়িত হইতেছে। মনোযোগও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আর অন্য ঝঞ্ঝাট নাই। তিনি আর সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহাতে বিশেষ রূপে চিত্তসন্নিবেশ করিয়াছেন। এ সমস্ত সংবাদ বিশেষ রূপে না জানিয়া জ্ঞানবিকাশিনীর উল্লিখিত প্রকার বাক্ প্রয়োগ অতি অসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

উপসংহার কালে বিনয় সহকারে জ্ঞানবিকাশিনী সম্পাদককে আমরা একটী অনুরোধ করিতেছি তিনি সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, এখন একবার স্থির চিত্তে অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহাতে কোন সার কথা আছে কি না? বাঙ্গলাসমাচার পত্র সকল এইরূপ অসার প্রস্তাবে পরিপূরিত হয় বলিয়াই জন সমাজে ইহার এত অগৌরব। যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, সে বিষয়ের বিশে-

যজ্ঞ ঞা হইয়া হস্ত ক্ষেপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয়না। তাহাতে কেবল আপনার অনভিজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষের পরিচয় দেওয়া হয়।

নূতন পুস্তক।

১। মৃণ্ময়ী। কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ (১)। বঙ্কিম বাবু কৃত কপালকুণ্ডলায়, কপালকুণ্ডলার জলমগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত লিখিত হয়, ইহাতে জলমগ্ন হওয়ার পর অবধি তাহার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে। পুস্তকখানি হস্তগত হইবামাত্র আমরা নামটী পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া ভাবিলাম এখানিও বুঝি বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল। আর এক জন নূতন অপরিচিত ব্যক্তির নাম দর্শন করিলাম। অপরের নাম দেখিয়া আমরা অধিকতর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যতই পড়িতে লাগিলাম, ততই আমরা প্রীতি ল'ভ করিতে লাগিলাম। ইহাতে স, রচনাচাতুরী, স্বভাববর্ণন প্রভৃতি অনে গুলি গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। দু একটী স্বভাববর্ণন অতি উত্তম হইয়াছে। কপ, কুণ্ডলার পাঠকগণ তাহার জলমগ্ন হওয়া পাঠ করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে পা. ই, ক্ষুণ্ণ মনে ছিলেন, এখানিতে তাঁহারা প্রা পার শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ ও এ।।ন্তপ্রকুল্ল হইবেন সন্দেহ নাই। ইহাতে নবকুমারের পদ্মাবতীকে স্ত্রীরূপে পুনর্গ্রহণ, পদ্মাবতীর মৃত্যু, কাপালিকের মৃত্যু, নবকুমারের সখা উমাপতির সহিত কপালকুণ্ডলার ভগিনী মুক্তকেশীর বিবাহ, কপালকুণ্ডলার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, ও পরে তাঁহার সহিত নবকুমারের পুনর্মিলন প্রভৃতি এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মাবতীর চরিত্রে গ্রন্থকার একটী নূতন ঘটনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পদ্মাবতীর সদৃশ সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত ব্যভিচারিণীর স্বামীর (এস্থলে স্বামিশব্দে নবকুমারের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্বামী বুঝিতে হইবে) অনুগ্রহ লাভের বিষয় কখন শুনা যায় নাই, কিন্তু গ্রন্থকার এস্থলে তাহা ঘটাইয়াছেন। নবকুমার যেরূপ অবস্থায় পদ্মাবতীকে গ্রহণ করেন, তাহাতে বোধ হয় পাঠকগণের তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে প্রবৃত্তি হইবে না, বরং সন্তুষ্ট হইবেন। পদ্মাবতীর চরিত্রের প্রতিবাক্যে প্রতি পঙ্ক্তিতে সারগর্ভ উপদেশ সকল নিহিত হইয়াছে। মধ্যে পদ্মাবতীর মৃত্যুঘটনায় বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ হইয়াছে। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার পুনর্মিলনটী যেন কিছু তাডাতাডি করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আমরা যে ইহার এত সুখ্যাতি করিলাম, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা কি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, কিছুমাত্র দোষ নাই? দোষ নাই আমরা এ কথা বলিতেছি না। পড়িতে ভাল লাগে, পাঠকালে হৃদয়স্থিত নির্জ্জীব ভাব সকল উত্তেজিত হয়, এবং পড়িতে ইচ্ছা হয়, এরূপ "নবেলকে" যদি ভাল বলা সঙ্গত হয়, আমাদের মতে মৃণ্ময়ী ভাল হইয়াছে। পাঠকগণ কপাল কুণ্ডলা পাঠে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, এখানি পাঠ করিলে ভগ্নমনোরথ হইবেন না।

প্রত্যেক প্রসঙ্গের শীর্ষস্থানে ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষার এক একটী কবিতা দেওয়াতে গ্রন্থকারের যেন কিছু অধিক বিদ্যার পরিচয় দেওয়া অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার সঙ্গে সংস্কৃত ভিন্ন ইংরাজী প্রভৃতি শোভা পায় না।

২। হেম-নলিনী নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার গল্পটী এই—উদয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীর সিংহের পুত্র হেমচন্দ্র ইহার নায়ক, উদয়পুরের বর্ত্তমান রাজা যশোবন্ত সিংহের কন্যা নলিনী ইহার নায়িকা। যশোবন্ত অকস্মাৎ রণবীরের জীবন হরণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করেন এবং সগর্ভা রাণীকে ছলনা ক্রমে ভিখারিণী বেশে বিদায় দেন। হেমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমুদায় জানিতে পারেন এবং পূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ছদ্মবেশধারি ব্রহ্মচারী, তাঁহার পুত্র, যশোবন্ত সিংহের সেনাধ্যক্ষ ভীমবাহু এবং ভূতপূর্ব্ব রাজবয়স্য ইন্দ্রদমন প্রভৃতির সাহায্য পুনরায় রাজ্য লাভের চেষ্টায় থাকেন। নলিনীর সহিত হেমের প্রণয় হয়। কিন্তু শিকাবতীর রাজপুত্রের সহিত নলিনীর বিবাহের উদ্যোগ হওয়াতে হেমের হিতৈষী ব্রহ্মচারী নলিনীকে এক প্রকার ঔষধ সেবন করান। অভিপ্রায় এই, ঔষধের গুণে নলিনী মৃতপ্রায় হইলে উহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া উহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসিবে, উহারা সেই অবসরে নলিনীকে হরণ করিবে। তাহাই ঘটিল। নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসা হয়, হেমচন্দ্র তাহার কিছুই জানিতেন না, হঠাৎ নলিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বিষ লইয়া শ্মশানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে মৃত দেখিয়া বিষ পান দ্বারা আত্ম হত্যা করিলেন, কিঞ্চিৎ পরে নলিনীর চৈতন্য হইল, এবং তিনিও হেমচন্দ্রের ঐ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হস্তস্থিত অবশিষ্ট বিষ পান দ্বারা আত্ম হত্যা করিলেন। পরে সকলে আসিয়া এই সকল দুর্ঘটনা দর্শনে শোকার্ত্ত হইলেন, সৈন্যগণ কর্ত্তৃক যশোবন্তের বন্ধন এবং তাঁহার দণ্ড দানে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে।

৩। তারাবাই। এখানি ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত রাজপুত রমণী তারাবাইর লোকাতীত সাহস ও বীরত্ব সহকারে পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ এবং পরিণামে তাঁহার সহগমন বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই বিদিত আছেন। লেখক সেই সকল বৃত্তান্ত নাটকাকারে ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। নাটক প্রণয়ন আজি কালি লোকের একটী

(১) শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ আনা।

বেগে দাঁড়াইয়াছেন। তারাবাইর লেখকও সেই বেগে আক্রান্ত হইয়া ইহার রচনা করিয়াছেন। নাটকাকারে না লিখিয়া তারাবাইর বৃত্তান্ত সোজাসোজী গদ্যে লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত।

৪। দুঃখমালা। (ভ্রাতৃবিয়োগে ভগিনীর খেদ) কোন হিন্দু মহিলা ইহার রচনা করিয়াছেন। পুস্তকের নাম দ্বারাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ শ্রাবণ সোমবার।

কাবুলে একটী যুদ্ধ প্রধূমিত হইতেছিল, এক্ষণে প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, পারসীক গবর্নমেণ্ট আয়ুব খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আবদুল রহমন খাঁ ১২ হাজার সৈন্য লইয়া হুমায়ুন নদী পার হইয়া কাবুলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গবর্নমেণ্টের অর্থের কিরূপ অপব্যয় হয় এবং গবর্নমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীই বা কিরূপ, নিম্নলিখিত বিষয়টী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। সিন্দিয়ান বলেন, ইণ্ডস ভ্যালি রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ইংলণ্ড হইতে তন্নিমিত্ত মাল মসলা সকল করাচিতে প্রেরিত হয়। মাল মসলা আসিলে পর স্থির হইল, রেলওয়ে হইবে না। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য কলিকাতায় প্রেরণের আজ্ঞা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে দ্রব্যগুলি বোম্বাইতে আসিতেছে, তথা হইতে কলিকাতায় আসিবে। ইংলণ্ড হইতে করাচি, করাচি হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ঐ সকল দ্রব্য আনিতে যে ব্যয় পড়িবে, তাহা বোধ হয় উহার মূল্য ছাড়াইয়া উঠিবে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার উইণ্টার সাহেব এক প্রকার বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, গমনশীল ট্রেণের আরোহিদিগের কোন বিষয় জানাইবার প্রয়োজন হইলে তদ্দ্বারা গার্ডকে জানাইতে পারিবে। এটী যেমন সহজ তেমনি অল্পব্যয়সাধ্য। ইহাতে বিলক্ষণ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

শুনা যাইতেছে আগামী অক্টোবরের ১৫।১৬ ই গঙ্গার সেতুর পূর্ব্ব ভাগটী সম্পূর্ণ হইবে এবং ঐ সেতুর উপর দিয়া বাণিজ্য কার্য্য চলিতে থাকিবে। হউক না হউক শুনিলেও আনন্দ হয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতার বিখ্যাতনামা বাবু শিবচন্দ্র গুহ রবিবার প্রাতঃকালে ৫ ঘটিকার সময় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি একজন অকপট ধার্ম্মিক ছিলেন। প্রথমে এক হাউসে সামান্য আসিষ্টাণ্ট হন। ক্রমে স্বীয় ক্ষমতায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইনি গবর্নমেণ্টের অনেকগুলি অবৈতনিক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যাদিতে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার বারো মাসে তের পার্ব্বণের বাধ ছিল না। ইহাঁর ৮৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বিশেষ সুখের বিষয় এই ইনি প্রপৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া সমুদয় পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

বোম্বাই গেজেট সিন্ধু হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, সীমাস্থিত প্রদেশ সকলে জলপ্লাবন হইয়া নগর পল্লী সকল ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। জেকোবাবাদের শিবির পর্য্যন্ত ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। সৈন্যগণ বাঁধ দিয়া নগর রক্ষার্থ প্রাণপণ করিতেছে। এদিকে বৃষ্টির নিমিত্ত হাহাকার।

লণ্ডনে যে "জাতিসাধারণ প্রদর্শনী" খোলা হইয়াছিল, সেটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে লর্ড নর্থব্রুককে টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

২৭ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

পঞ্জাবের নূতন লেপ্টেনণ্ট গবর্নর সম্প্রতি তাঁহার শাসনাধীন তাবৎ স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। পঞ্জাবে যত লেপ্টেনণ্ট গবর্নর হইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই প্রথমে এই কার্য্য করিলেন। বোধ হয় ইঁহা হইতে অনেক নূতন হইবে, সবে ত দেশ ভ্রমণ ইহার পর পর্ব্বতবাস প্রভৃতি আছে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] পবলিক ওয়ার্কের একজন দেশীয় সব ওবরসিয়রকে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে পদচ্যুত করা হইয়াছে। দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের পক্ষে এই নিয়ম করিলে পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে। দুই এক জন দেশীয় কর্ম্মচারীর উপর তদ্বী করিলে কিছুই হইবে না।

মান্দ্রাজের ট্রামওয়েতে বিলক্ষণ কার্য্য চলিতেছে, লোকেও ইহাতে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। তত্রত্য অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়া উক্ত লাইন বাড়াইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। আমাদিগের কলিকাতার মিউনিসিপাল ট্রামওয়ে কি চির নিদ্রাভিভূত থাকিবে?

কোন বদমায়েসকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে গবর্নমেণ্ট হইতে যে পরয়ানা বাহির হয়, তাহাতে লিখিত থাকে "মৃত বা জীবিত যে অবস্থায় হউক উহাকে ধরিয়া আনা হয়।" এইরূপ লেখা থাকাতে অনেকে মনে করে, গবর্নমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াও তাহার মৃত দেহ আনিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এই সংস্কার নিবন্ধন [illegible] যদিও অন্য কোন অনিষ্ট [illegible] নাই, কিন্তু দুই এক স্থলে এমন [illegible]টিয়াছে, গ্রেপ্তার কারীরা উহার [illegible] মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অপরাধী [illegible] সত্য সত্যই হত্যা করিয়া আনি[illegible]ছে। এই জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট [illegible] প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, ঐরূপ পরয়ানা হইতে "মৃত বা জীবিত" এ দুই শব্দ উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে পরয়ানার ভাষাটি পরিষ্কৃত বাঙ্গালায় লিখিবার আজ্ঞা হইলে ভাল হয়।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, উইনিদা[illegible] একটী স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ লা আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হ[illegible] সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৩৭৮০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ২৮৮৯০০ টাকা আয় হইয়াছিল। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৮৪২০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ১২৮৪০ টাকা হইয়াছিল।

জুলাই মাসের কমার্শিয়াল গাইডে লিখিত হইয়াছে, গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এবৎসরের জুলাই মাসে ...১২৬৫ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হয়। তুলা সুতা প্রভৃতিরই আমদানী অধিক। কলিকাতা হইতে ১৩৬১৭৭৮ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। গনিব্যাগ গোচর্ম্ম পাট ক্যাষ্টরওয়েল মসিনার তৈল পোস্ত দানা রেসম এবং চায় বাণিজ্যেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু অপরিস্কৃত তুলা চাউল এবং অহিফেনের বাণিজ্য কম হইয়াছে।

২৮ এ শ্রাবণ বুধবার।

সার রিচার্ড টেম্পল লার্ড নর্থব্রুকের সহিত শ্রীহট্টে যাত্রা করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, এক্ষণ অবধি ষ্টেট রেলওয়ের ডাইরেক্টরের হেড কোয়াটার আগ্রায় হইবে। আগ্রা হইতে যে সকল ষ্টেট রেলওয়ে হইতেছে সে গুলির তত্ত্বাবধানের বিশেষ সুবিধা হইবে।

১লা আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে মৃত্যু স... ১৯ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ২০৪ জনের ... ৭ জনের ওলাউঠায় ৮৯ জনের জ্বরে এবং ... অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হ... ।

গত সোমবার সন্ধ্যাকালে ডাক্তার শশিভূষণ লাহিড়ি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ও আর তিন জন পুরুষ নৌকা করিয়া সাতরাগাছি যাইতেছিলেন। গঙ্গার সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া নৌকা খানি জলমগ্ন হয়। সেতুতে যে সকল মজুর কাজ করিতেছিল তাহারা পূর্ব্বোক্ত তিনটী পুরুষকে তুলিয়া লয়, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার কন্যা তাহার স্ত্রী এই তিন জনকে পাওয়া যায় নাই।

ওয়াইমান কোম্পানির পেয়াদা আট আনা পয়সা চুরি করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দুই মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

২৯ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ তত্রত্য স্কুল ও কালেজ সমূহ এক স...হের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

গলেতে একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী লাঙ্গুল আছে। উহার বয়স প্রায় তিন মাস হইল। ঐ লাঙ্গুলটী বিধাতা দিয়াছেন, না, সমাচার পত্রসম্পাদকেরা দিলেন?

মিরর বলেন বরদায় একটী সভা হইয়াছে, তাহার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছে এমন বস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করিবেন না।

আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর বঙ্গদেশীয় নেটিব সুবর্ডিনেট সিবিল সর্ব্বিসের একটী বিশেষ ক্লাস খোলা হইবে। ইহার প্রবেশার্থীদিগকে ২৬ এ আগষ্টের পূর্ব্বে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল থোয়েট সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যিনি যে কয় বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন তাহারও এক এক খানি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

সম্প্রতি লণ্ডনের লার্ড মেয়র কলিকাতার সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে আর দুই লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আর চাঁদা সংগ্রহের প্রয়োজন কি না? কমিটী এই লিখিবেন স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগের হস্তে যে টাকা আছে তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

ভুবনের নানা স্থান হইতে ওলাউঠার এবং পশুপীড়ার সংবাদ আসিতেছে।

ইংলিসম্যান বলেন আগামী বৎসরে কটকে অর্দ্ধেক হারে রথ্যাকর সংগ্রহের আজ্ঞা হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সার হেনিরি ডুরাণ্ডের দুইখানি প্রতিকৃতি আসিতেছে। একখানি কলিকাতায় এবং আর এক খানি লাহোরে থাকিবে।

উক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল কাবুলের আমীর সিয়ার আলী তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রের ... সেনানীকে বন্দী করিয়া ফাঁসি দিয়াছেন। আমীর শিয়ার আলীর স্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি একদিন আমীরকে জিজ্ঞাসা করেন যাকুব খাঁ যদি ইংরাজদিগের সাহায্য লাভে সমর্থ হয় আবদুল জানের কি উপায় হইবে? আমীর বলেন কিছু মাত্র ভয় নাই। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ইংরাজেরা কখনও আমাকে প্রতারণা করিবেন না। এবং যাকুব খাঁকেও সাহায্য করিবেন না।

কলম্বোর একজন ইউরোপীয় তত্রত্য এক ব্যক্তির অপমান করাতে তত্রত্য পুলিস উহার দুই শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের এক জন দেশীয় স্কুল মাষ্টার তাহার একটী ছাত্রের ভগিনীর হস্ত হইতে দুই গাছ সোণার বালা হরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষকগণ কি ক্রমে এই সকল উপায় অবলম্বন আরম্ভ করিলেন? বেতনের যে বন্দোবস্ত না করিয়াই বা কি করেন?

একজন মাদ্রাজী একটি ... চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। মেথটী কি সোণার?

গোয়ালিয়রের রাজার বিষ্ণুনাথ নামক এক জন মন্ত্রী উক্ত রাজ্যে বিবাহের কর করিয়াছেন বলিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ১৫০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। যেমন রাজা মন্ত্রীটী তাহার উপযুক্ত হইয়াছেন।

৩০ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

সিন্ধুর ন্যায় সুরাটেও জল ... হইয়াছে।

গাজিপুরের ... একটী ... হইয়া ... ও গরু ... পাইয়াছে।

প... রাজা তাঁহার নিজ রাজ্য মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন

কোন কাণ্ডিডিয়া বৈদ্য যদি তাঁহার রাজ্য মধ্যে কাহারও চিকিৎসা করে তাহাকে দণ্ড গ্রস্ত হইতে হইবে। মজঃফরপুরের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা। গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

আউড এক্সেলসর বলেন, গত ৭ ই আগষ্ট শুক্রবার লক্ষ্ণৌএর কোর্ট অব ওয়াডের আবদুল্লা নামক একজন চাপরাসীর স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার মুখটী ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ, হস্ত পদাদি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুষারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কপোল দেশের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৩ হস্ত পরিমিত দুটী শৃঙ্গ আছে। চক্ষু দুটী বৃষের ন্যায় এটী ৫। ৬ মিনিট কাল জীবিত ছিল মাত্র। মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুই একটী সংবাদ না থাকিলে গ্রাহক বৃদ্ধি হয় না।

ইংলিসম্যান বলেন আমীর খাঁর স্ত্রী এবং কন্যা তাঁহার মুক্তির জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্নরের নিকট যে আবেদন করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্নরের ষ্টেট প্রিজনরের বিষয়ে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তিনি ঐ আবেদন পত্র গবর্নর জেনরলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্নর জেনরল আমীর খাঁর মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত বুধবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক খানি লবণের নৌকা রেলওয়ে কোম্পানির কেবিনে ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এক ব্যক্তি রাধানগর হইতে লিখিয়াছেন:—

এক ক্ষীরপাই, রাধানগর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে অতিশয় অনাবৃষ্টিনিবন্ধন হৈমন্তিক ধানের সম্পূর্ণ ক্ষতি লক্ষিত হইতেছে। কোন কোন মাঠে অদ্যাপি রোপণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কোন কোন মাঠের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে সামান্য জল ছিল তাহা সেচন করিয়া কতক অংশ আবাদ হইয়াছে। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে সকল পুষ্করিণীতে ২০। ২২ হাত জল থাকিত, আজি কি না সেই সকল পুষ্করিণীতে একহস্ত প্রমাণও জল নাই। সুখের বিষয় এই মধ্যে মধ্যে যে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আশুধান্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তণ্ডুল দিন দিন মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রজাবৎসল দয়াবান গবর্নমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে এত দিন যে অত্রত্য অধিবাসিগণের কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা কথনাতীত। ক্ষীরপাই ও রাধানগর এই স্থানদ্বয়ে দুটী অন্ন সত্র খোলা হইয়াছে। প্রায় ৪০০ শত লোক আহার পাইতেছে। উহারা মধ্যে মধ্যে বস্ত্রও পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দুস্থ তন্তুবায়দিগকে সূত্র প্রদত্ত হইতেছে। উপায় বিহীন নিরন্ন ভদ্র ব্যক্তিরাও টাকা প্রাপ্ত হইতেছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সম্প্রতি আমাদের এই আথা নগর গ্রামে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তাহা এই, ১ টী মুসলমান জাতীর স্ত্রীর ৩ টী সন্তান হয়। তন্মধ্যে ২ টী পুত্র ও একটী কন্যা। প্রসবের কিছু কাল পরে ৩ টীরই মৃত্যু হইয়াছে।

অপর আমাদের এ অঞ্চলে এবার আশু ধান্য অপর্য্যাপ্ত হইয়াছে এবং হৈমন্তিক ধান্য যে উত্তম রূপে হইবে তাহার লক্ষণ এক্ষণ হইতেই লক্ষিত হইতেছে। আগামী ২ মাস এই রূপে বৃষ্টি হইলে সমুদায় মনোরথ সফল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রিলিফ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

৩১ এ শ্রাবণ শনিবার।

আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা সাধারণের গোচরার্থ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

"২৪ পরগণার অন্তর্গত বসুরহাট সব ডিবিজনের অধীন কয়দরপুর গ্রাম নিবাসী পরম দয়াবান্ হিতব্রত পরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ কোচ মহোদয় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত করাল কালের আস্যগত প্রায় সেই সমস্ত জনগণের সাহায্যার্থ প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৴৷৹ অর্দ্ধ সের পরিমিত তণ্ডুল প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের দুর্লভ জীবন রক্ষা করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা সাধন করিতেছেন এমন নহে, ১২৭৮ সালের আশ্বিন মাসে যখন প্রবল বন্যা আসিয়া বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থান আক্রমণ করিয়া দীন হীন জনগণের আবাসাদি সমুদয় সলিলসাৎ করিয়াছিল সেই সমস্ত নিরুপায় জনগণ প্রবল সলিলে সমাক্রান্ত হইয়া অন্ন বস্ত্রের নিবন্ধন যার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, এবং বাসস্থানের অভাব বশত বৃক্ষাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ চাতকের বারি ধারা প্রার্থনার ন্যায় কাতরতা নিবন্ধন বারংবার ঈশ্বর সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছিল, তখন অনাথ শরণ করুণাহৃদয় মহোদয় গ্রাম নিবাসী দুঃসহদুঃখ ভার সম্পন্ন দীন পরিবারগণকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান দ্বারা তাহাদিগের সেই অসহ্য দারানল যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছিলেন।

"জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পুর গ্রামের সুবিখ্যাত জমীদার বং শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে চিকিৎসা বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি দাতব্য আলয় স্থাপন করিয়া অনাথ দরিদ্র গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অকাতরে ঔষধ করিয়া যে মহোপকার সাধন করিয়া তদ্দর্শনে কোন্ ব্যক্তি সাধুবাদ প্রদান করিবেন? কিছু দিন অতীত হইল গ্রাম দিগের করুণানিধান্ গবর্নমেণ্ট কৃপা ক এই ঔষধালয়ের সাহায্যার্থ ঔষধ প্রদা করিয়াছেন। আবার " এতি বসন্ত বাবু কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তকগুলি অস্ত্র প্রদা করিয়াছেন।"

"গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহে সোমপ্রকাশে মেদিনীপুরস্থ সুপ্রসি ডাক্তার বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র ওলাউঠা রোগের নিদান সংক্রান্ত যে প্রবন্ধটী লিখি য়াছিলেন তাহাতে উল্লেখ ছিল "সংক্রাম দোষই ওলাউঠা রোগ সঞ্চারের প্রধানতম কারণ।" এই সারগর্ভ যুক্তিটী বাস্তবিক অভ্রান্তরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

সংপ্রতি "পুরী" হইতে প্রত্যাগত একজন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোক এখানে আসিয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির জীবন শেষ হইয়াছিল। তাহার জীবনাবসানের দুই এক দিনের মধ্যেই এখানকার অধিবাসী দিগের মধ্যে দুই তিনটী লোক উক্ত রোগা গ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

যত দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথ যাত্রির পথ নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন এখানকার লোককে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে

মেদিনীপুর সহরের মধ্যে জগন্নাথ যাত্রিদিগকে প্রবিষ্ট না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। নগরের বহির্ভাগ দিয়া একটী স্বতন্ত্র রাস্তা করিয়া দেওয়া তত কঠিন ব্যাপার নহে। তাহাতে পথিকদিগের বিশেষ ক্ষতি নাই। অথচ নগরস্থ লোকের প্রভূত মঙ্গল সম্ভাবনা। যে সকল অনিষ্টকর কারণের উচ্ছেদ করা সাধ্যায়ত্ত, তাহার জন্য যত্নশীল হওয়া বিশেষ আবশ্যক।"

"আমাদিগের এই বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরচন্দ্র ভক্ত মহোদয় সামান্য আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়াও খাটাইয়া বীরভূম জেলার রাইপুর পরগণার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের জীবনোপায় বিধানার্থ আপনার বদান্যতার ও দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অপরিসীম দানশীলতার বিষয় অবগত হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই দুঃসময়ে মাসিক ২০০০ হাজার লোকের অধিক ব্যক্তিকে ক্রমাগত ৩ তিন মাস কাল অনুমান ২৭। ২৮ হাজার লোককে কাজ দিয়া প্রতিপালন এবং তদ্ভিন্ন ৫০০০ হাজার টাকার ধান্য দাদন করা সামান্য আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়।"

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১০ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বেঙ্গল আফিস হইতে শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক যে অতিরিক্ত রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় পূর্ব্বসপ্তাহ অপেক্ষা বর্ত্তমান অঞ্চলে শস্যাদির অবস্থা অপেক্ষাকৃত উত্তম। উক্ত বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বীজ রোপণের জন্য আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। স্থানে স্থানে রোপণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশু ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। অন্যান্য শস্যের অবস্থাও মন্দ নহে। নদীয়াতে বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্যের এত ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় সিকি শস্যও পাওয়া যাইবে না। আমন ধান্যেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। ২৪ পরগণায় আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। মুরসিদাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বৃষ্টির অভাবে আমন ধান্যের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। চম্পারণে বৃষ্টির অভাবে অনেক শস্য শুকাইয়া যাইতেছে। রোপণ কার্য্যও চলিতেছে না। অন্যান্য বিভাগ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সন্তোষকর। ঐ সকল বিভাগে আশুধান্য উত্তম জন্মিয়াছে এবং বর্ত্তমান শস্য সকলও উত্তম জন্মিবে বোধ হইতেছে।

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ জুলাই। টি, জে, সি, গ্রাণ্ট পুনর্ব্বার কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

৫ ই আগষ্ট। এচ, জে, নিউবেরি, সি, এস, প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোলোকচন্দ্র রায়কে নওয়াখালি হইতে চট্টগ্রামে বদলী করিবার যে আজ্ঞা হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

১১ ই আগষ্ট। সহকারী কমিসনর ডবলিউ, ও, এ, বেক্ট রঙ্গপুরে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ১৮২৫ সালের ৯ এবং ১৮৩২ শালের ৭ আইন অনুসারে উক্ত বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ওয়াড দিনাজপুর সেসন বিভাগের অতিরিক্ত সেসন জজ হইলেন।

অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর এ [illegible] কসবট জলপাইগুড়িতে [illegible] এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই আগষ্ট। [illegible] বাবু তারিণীচরণ সরকার পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসের ভার পাইলেন।

হাজারিবাগের সিবিল সারজন ই, এ, বার্চ নিজ কার্য্য ভিন্ন তত্রত্য [illegible] হাসপাতালের ভার পাইলেন।

৮ ই আগষ্ট। সি, এল, হ্যারিসন সবডেপুটী অহিফেন এজেণ্টের পঞ্চম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

৬ই আগষ্ট। কাপ্তেন এচ, ভি, রবেল ১৮৭০ সালের ৫ আইন [illegible] কলিকাতা বন্দরের উন্নতি [illegible] একজন কমিসনর হইলেন।

[illegible]

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি

[illegible] বিভাগ।

১০ ই আগষ্ট। বাবু নন্দকুমার বসু বর্দ্ধমানের দ্বিতীয় [illegible] হইলেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট। [illegible] কালে বলেন, [illegible] বাঙ্গালার [illegible] আমার [illegible] সকলের [illegible] ইউরোপের [illegible] উন্নতি করিয়া [illegible] প্রস্তাব করা হইবে না এবং [illegible] কার্য্যাদি [illegible] হইবে না। [illegible] কোন [illegible] স্বাধীনতা আছে। [illegible] ঐ সকল গোলযোগের [illegible] আমার [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] হস্তক্ষেপ না করেন [illegible] শীঘ্র এই সুফল ফলিবে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে [illegible] গোলযোগ বারবার সম্ভাবনা। [illegible] সুলতান আমার [illegible] তিনি তাহার কোন [illegible] সন্ধিপত্র [illegible] হইয়াছে। [illegible] বর্ষের [illegible] রাছে। [illegible] পূর্ব্ব [illegible] তাহার অধীনস্থ [illegible] পরিশ্রমে এই সুফল ফলিয়াছে। [illegible]

...দের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহা তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন।

ফিংমাসে যে গোলযোগ হয়, ফ্রান্স উহার এক পক্ষ অবলম্বনার্থ অগ্রসর হন, কিন্তু জর্ম্মণী ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই, তটস্থভাবে আছেন

লণ্ডন ৮ই আগষ্ট। জুলাই মাসে গ্রেট ব্রিটন হইতে ২১ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এক কোটিরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩২ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ই আগষ্ট। বারোন টমাস গডন সি, এস, আই উপাধি পাইয়াছেন।

বোম্বাগনাতে বারুদ দগ্ধ হয়, অনেককে অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা হত হইয়াছে।

আমাদিগের দেহুড়দাঙ্গ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। বালেশ্বরের উত্তরভাগে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্য নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতে বিশেষশঙ্কা করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম। একণে অতিবৃষ্টি জনিত বন্যাজল উপস্থিত হইয়া মাঠ ঘাট পূর্ণ করিয়া শস্য সমূহের বিনাশের সম্ভাবনা করাতে আমাদের পূর্ব্ব আশঙ্কা তিরোহিত না হইয়া অধিকতর বৃদ্ধি হইতেছে। এখনও জল বন্ধ হয় নাই। প্রায় প্রতি দিন বৃষ্টি হইতেছে। যে সকল মাঠে বন্যা জল প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, বর্ষাধিক্য জন্য সে সকল মাঠ জলমগ্ন হওয়াতে নূতন রোপিত ধান্যগাছগুলি নষ্টপ্রায় হইয়াছে। শস্যের দুরবস্থা দেখিয়া শস্যের মহাজনেরা ধান বাড়ি দিতে সম্মত হইতেছেন না। তজ্জন্য অনেককে অন্নের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। কিন্তু কথা হইয়াছে মফস্বলের অনেকে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের অনেকাংশ ধান্য গাছ পচিয়া গিয়াছে।

২। কাঁথি এলাকার শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ নাইত মহাশয় একটী দশবর্ষীয় বিধবা বালিকার পুনরুদ্বাহ জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতেছেন। নবকৃষ্ণ বাবুর সচ্চেষ্টা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদন জন্য ভদ্র লোক মাত্রের সাহায্য করা আবশ্যক।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। শ্রাবণ শেষ হইতে বায়ু আকাশের বৃষ্টি দ্বার এখনও রুদ্ধ রহিল। ভূমি প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া উঠিল। চারাগুলি মৃতপ্রায়। এ লক্ষণগুলি কি ভাবী দুর্ঘটনাজ্ঞাপক নহে?

২। যাহাতে প্রজাক্ষয় নিবারিত হয়, তৎপ্রতি রাজার সাধ্য পক্ষে সচেষ্ট হওয়া বিধেয়। আমাদের দেশে যে কয়েকটী মহাপীড়ায় উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিবিধানে গবর্ণমেণ্ট একরূপ উদ্যোগশীল আছেন। কিন্তু বর্ষে বর্ষে সর্প দংশনে লোক যে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতীকার সাধনে গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত উপেক্ষমাণ দেখা যায়। সর্পদষ্ট হইলে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োজিত হয়, এরূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হইল না। তবে এ সম্বন্ধে যে সকল উপায় আছে, তাহাই অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। সর্পকুলের বিনাশ চেষ্টা কিছু অসঙ্গত কার্য্য নহে। এই বিনাশ কার্য্য অনায়াসসাধ্য। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এ বিষয়ে যেরূপ পুরস্কার দান ব্যবস্থা আছে, তাহাই সাধারণে আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা অতি সামান্য ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি। বর্ষাগমে বীরভূমের অনেক স্থলে মহা সর্প ভয় হয়।

৩। বর্দ্ধমান জেলায় তণ্ডুল ঋণ দান প্রথা বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ কার্য্যে মধ্য শ্রেণীর লোকের অল্প উপকার সাধিত হয় নাই। সাহায্য দান কার্য্যটী বীরভূমে তাদৃশ বহুলতা সহকারে বিস্তারিত হয় নাই। তবে গবর্ণমেণ্টের এ ত্রুটিটী কোন কোন জমিদার পরিপূরিত করিয়া দিয়াছেন। শুনিলাম, কীর্ণাহারের জমিদার শিবচন্দ্র বাবু অকাতরে আপন প্রজাবর্গকে ধান্য ঋণ দান করিতেছেন। শুনা যাইতেছে এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রায় দশ সহস্র টাকার ধান্য দাদন করিয়াছেন। ধন্য শিবচন্দ্র বাবুর দানশৌণ্ডতা। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার একবার সংবাদও লইলেন না।

৪। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে সব রেজিষ্টরী আফিস স্থাপন করিতেছেন। এরূপ এক একটী কার্য্যালয় প্রতি থানায় করিলে ভাল হয়। এ থানায় এরূপ একটী আফিস কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা কর্তৃপক্ষের একবার অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

৫। কাটোয়া উপবিভাগের সাহায্য কার্য্যের বন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। এ দিকে এ কার্য্যের এরূপ বহুল অনুষ্ঠান না হইলে দেশের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। এজন্য আমরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

৬। যে মুসলমান যুবক ক্রোধান্ধ হইয়া আপন পত্নীর প্রাণ সংহার করে, সে হতভাগ্য বর্দ্ধমানের সেসনে অর্পিত হইয়াছে। এই অবসরে আমাদের প্রতিজ্ঞাত হত্যা বিবরণ আপনার পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি। আপন ভার্য্যাকে নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত দেখা প্রায় হয় স্বামি মাত্রেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা। হতভাগ্য যুবক সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপন স্ত্রীকে তমাকে এক খানি বস্ত্র ক্রয় করিয়া দেয়। এই ব্যবহারে তাহার জননী মহাকুপিত হইয়া উঠে। এ দুঃসময়ে (দুর্ভিক্ষ সময়ে) বস্ত্র ক্রয়ে ব্যয়াধিক্য জননীর অসহনীয় হয়। এই সামান্য কারণে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হয়। আপন পত্নীর এ সময়ে প্রগল্ভতা দেখিয়া হতভাগ্যের ক্রোধের সঞ্চার হয়। ক্রমে সেই ক্রোধ ভীষণ ভাব ধারণ করে। তখন জ্ঞানশূন্য লোমহর্ষণ কার্য্য করিয়া ফেলে।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়সমীপেষু

সরমা-বিলাপ।

(১)

যে দেশেতে মনোরমা সরমা তটিনী
কবি কল কল ধ্বনি,
হইয়াছে দ্রুত বেগে পশ্চিম গামিনী
পূর্ব্ব উত্তর দক্ষিণে, বেষ্টিত ভূধরগণে
প্রাচীরে বেষ্টিত যথা রাজনিকেতন,
নিবারিতে শত্রু আগমন
আহা! প্রকৃতি সুন্দরী
উল্লাসে সুবেশে,
সেদেশে প্রকাশে।
হবে বলে প্রকৃতির প্রিয় বাস স্থান,
স্বহস্তে বিধাতা করিলা নির্ম্মাণ।

(২)

কি দুখে মলিন মুখ দেখিয়া তাহার
আজ প্রাণ ফেটে যায়!
কে জানে কারণ এর, জিজ্ঞাসিব কারে
কেবা দিয়া সদুত্তর, জুড়াইবে এ অন্তর
অথবা, মনের দুঃখ প্রকাশিতে নারি,
ভাবিতে নয়নে বহে বারি।
বুঝি বিধাতা এবার

হলেক বিমুখ,
অনেক অসুখ
ঘটিয়াছে প্রিয়তমা সে ভূমীর ভালে।
নাহলে জড়িত কেন দুঃখ জালে।

(৩)

অই যে শাখীর শাখে বিহঙ্গের দল
বসি করিতেছে রব,
কূজন তো নহে, শুধু রোদন এ সব।
অই যে স্রোতের জল বহিতেছে অবিরল
এ নহে বিশুদ্ধ বারি, শুধু অশ্রু জল,
কাঁদিতেছে পদার্থ সকল
হায়! সে ভূমীর তরে,
ভূধর, ভূচর,
খেচর নিকর,
সকলে মনের দুখে রোদন করিছে,
মলিন আকার সবাই ধরিছে।

(৪)

এই তো সরমা নদী রমা সহচরী,
যার সুমধুর ধ্বনি
শুনিলে শ্রুতিযুগ, হৃদয় অমনি
অপার আহ্লাদ পেয়ে, আমোদে বিভোর হয়ে
নাচিত, বাদিলে যথা বীণা বীণাপাণি,
আনন্দে মগন চক্রপাণি।
এখন সে মধুরতা নাই,
হায় মধুরতা নাই।
বিনিয়ে বিনিয়ে
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
চলিছে, বলিতে নিজ অন্তরের কথা
বৃদ্ধে সাগরে ব্রহ্ম পুত্র যথা।

(৫)

কহিছে কাতর স্বরে ব্রহ্মপুত্র প্রতি
দুখে হইয়া কাতর,
"অভাগীর নিবেদন শুন নদ বর!
দীন বলে একবার, কর যদি উপকার,
রহিবে চরণে দাসী বাধা চিরকাল,
ভুলিবে না কৃতজ্ঞতা জাল।
আমি পড়েছি বিপদে,
বল নাই, বুদ্ধি নাই,
কোথা যাই, ভাবি তাই
কাহারে বলিলে দুখ, পাইব উদ্ধার,
বুঝিতে যাতনা কে আছে আমার?

(৬)

"বিস্তীর্ণ পর্ব্বত মালা চারি যুগ হতে
দেখ আছে বর্ত্তমান,
বঙ্গ আসামের সীমা করিয়া বিধান,
স্বভাব কল্পনা করি, ভিন্ন ভিন্ন বেশধরি,
দুই দেশে দুই বেশে করিছে বিহার,
ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ব্যবহার,
ভিন্ন সৃষ্টি বিধাতার।
স্বাধীন, অধীন,
যখন যেমন—
চিরদিন ভিন্ন আছে বাঙ্গালা আসাম,
"বাঙ্গালী" "আসামী" ও ভিন্ন দুই নাম

(৭)

"কুক্ষণে বাঙ্গালা দেশে আসিল ক্যাম্বেল
লয়ে শাসনের ভার,
সদা পরিবর্ত্তনের স্বভাব তাহার।
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই যায়, করে হেন অভিপ্রায়,
জুড়িতে শ্রীহট্টে কেন চায় আসামেতে
লাভ কিছু আছে কি ইহাতে?
সব হইবে বিফল,
ভীষণ, বিজন
গহন কানন—
সিংহ শার্দ্দূলের ভয়ে কে যাবে তথায়?
আপন ইচ্ছায় মরিতে কে চায়।

(৮)

"বাঙ্গালী দুর্ব্বল জাতি ঘৃণিত জগতে,
চির পরাধীন তাতে।
দিয়াছে সর্ব্বস্বধন বিদেশীর হাতে।
তথাপিও মুক্তি নাই, নিপীড়ন সর্ব্বদাই,
অপরাধ নাই তবু সহে নির্যাতন।
কোন জাতি নিরীহ এমন?
যাক! তাতে দুঃখ নাই,
ভুলিল সকল—
আছিল কেবল
নামটি, তাহাও বিলোপ করিতে হরন,
ক্যাম্বেলে কি বঙ্গে করিল প্রেরণ?

(৯)

"এই দুঃখে নিরন্তর দহিছে অন্তর,
আর না পারি সহিতে
আসিয়াছি তোমারে যাতনা জানাইতে,
সদয় হইয়া তুমি, যদি কর অনুগামী,
পশিয়া জলধি গর্ভে ত্যজি এ জীবন,
সাধ নাই থাকিতে এখন।
কিম্বা মিশিয়া সাগরে,
ছাড়িয়া এসিয়া,
ভাসিয়া ভাসিয়া,
যদ্যপি টেমস নদী পাই দেখিবারে,
যাব তার সহ লণ্ডন নগরে

(১০)

"যথা রাণী বিক্‌টরিয়া স্বর্ণাসনে বসি
রঙ্গে করেন শাসন,—
কসেট প্রভৃতি যথা বঙ্গ বন্ধুগণ,
তথায় প্রবেশ করি, সকল কাব ঘরে ঘরে
কহিব হৃদয় খুলে মনোদুখ যত,
ঘুচাইতে ক্যাম্বেলের মত।
ও গো ভারতজননি!
দিও না যন্ত্রণা,
শুনো না মন্ত্রণা,
করো না শ্রীহট্টে আর বঙ্গ কোল ছাড়া,
কি ফল আঘাত মৃত দেহে খাড়া।

এ অঞ্চলে যেরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইহা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই ভীত হইয়াছেন, হৃৎকম্পকর ওলাউঠা রোগে অদ্যাপি লোক মরিতেছে। এখানকার রেলওয়ে ডাক্তারখানায় চারি জন বাঙ্গালি ডাক্তার আছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে মফস্বলে আর একজনকে মুঙ্গের রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে চিকিৎসা করিতে হয়, আর একজনকে সতত চিকিৎসালয়ে উপস্থিত থাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট যিনি থাকেন তাঁহাকে এ ষ্টেশনস্থ সকল লোকের দ্বারে দ্বারে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে সকল সময়ে ভ্রমণ করিতে হয়। কেরাণী ও মিস্ত্রি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ এখানে অন্যূন ৫০০ শত দেশীয় লোক রেলওয়ের অধীনে কর্ম্ম করেন। একটী মাত্র ডাক্তার দ্বারা এত লোকের সুচারু সাহায্য কিরূপে হইতে পারে মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন

বোর্ড অব এজেন্টদের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁহারা দয়া প্রকাশ করিয়া অন্ততঃ দুই মাসের জন্য আর একজন সুযোগ্য মেডিকেল ডাক্তার পাঠাইয়া অত্রস্থ নিরুপায় কর্ম্মচারিদিগকে অভয় দান করুন।

এ বিষয়ে আমাদের মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। এ সময়ে যাহাতে চারিদিগের জলনির্গমের প্রণালীগুলি একটু পরিষ্কার ও প্রশস্ত হয় তাহা শীঘ্র করা উচিত। ইহা অনন্ত দুঃখের বিষয় যে অল্পকাল বৃষ্টি হইলেই সমস্ত বাঙ্গালি টোলা, [illegible] কোয়ার্টারের সন্নিহিত নওয়াগাছি [illegible] গের গৃহ দ্বার, অপরিষ্কার [illegible] যায়। ইহার উপর "[illegible]" আর রক্ষা নাই, [illegible] জল বাহির করা দূরে থাকুক, পাড়ার [illegible] কর্দ্দমময় জল রাশি [illegible] প্রবেশ করে তজ্জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। দিবসে ৮।১০ ঘণ্টা অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরও আমাদিগকে কোন কোন

হ' এ .বশ্রাম শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাচ'ড়ে জল " বন্ধ করিবার জন্য ব্যতি ব্যস্ত হইতে হয়।

দুঃখী বাঙ্গালিদিগের প্রতি মিউনিসিপালিটির এত নির্দ্দয়তা কেন? বারম্বার আবেদন করিলেও যখন তাঁহারা আমাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না, তাহার কারণ কি? দেশীয় কোন স্থানের সম্ভ্রান্ত লোককে কমিশনর পদে নিযুক্ত করা হয় না কেন? তাঁহাদের মধ্যে এ হতভাগ্যদের পক্ষ সমর্থনকারী কি কেহ নাই? যাঁহারা দিবা কিছু না করিয়া অসহ্য কবভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই গৃহদ্বার বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাঁহাদেরই গতায়াতের পথ সংস্কার হয় না, তাঁহাদেরই বাস স্থানের চতুঃপার্শ্বে দূষিত জল রাখিয়া প্রাণনাশক নানা রোগের উৎপত্তি করিতেছে, ইহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত আছেন? এখানে ইতি পূর্ব্বে এত রোগ ছিল না, এখনই বা কেন তাহার প্রাদুর্ভাব হইল, প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ তদন্ত করুন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দুঃখী লোক মাত্রেই কাতর, আবার ওলাউঠা ও বসন্তাদি ভয়ানক মারাত্মক রোগের আক্রমণ তাহাদের সহ্য হয় না। আমাদের মিউনিসিপালিটির সভাপতি মহানুভব শ্রীযুক্ত নিউবারি সাহেবের উপরে আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তিনি একবার এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে আমাদের আর আক্ষেপ করিতে হয় না।

সম্পাদক মহাশয়! অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের দুঃখের কথাগুলি কর্তৃপক্ষের গোচরার্থ পত্রিক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া আনান্দিত করিবেন।

জামালপুর ৭ ই আগষ্ট ১৮৭৪ } একজন বশম্বদ। শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায় ডুকান্তে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৭ ই আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	২৪	
ধ্রুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১৭	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১৬	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২০	৪
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২১	৩
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৭	৯
তাতারপাড়া	১৫	৯
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৭	
তথা হইতে কট ১ নং	২৩	৪
তথা হইতে বোলমারি	১৩	৩
তথা হইতে আলিকদহ	১৬	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৭	৩
জেলিঙ্গী।		
মোহানায়	১০	

সন ১৮৭৪ সালের ১০ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৫৩	৪

বহরমপুর ১০ আগষ্ট ৮৭৪ } টি, বেটী সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনারায়ণ পাল মেদনীপুর	১০
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোয়াখালী	১০
" " রাধাগোবিন্দ রায়—দিনাজপুর	১০
" " লাল মোহন চট্টোপাধ্যায় দারজিলিং	১০
" " ব্রজনাথ ঝা—ঠাকুর গাঁ	৫॥০
" " মুকুন্দলাল বর্ম্মা—বহরমপুর	১০
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর	৫॥০
" " অভয়কুমার সেন—জাহানাবাদ	৫॥০
" " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া	৫॥০
" " মধুসূদন দত্ত—কলিকাতা	৫॥০
" " সদানন্দ মিশ্র—বড়বাজার	৫০॥
উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরি	১০
" " রামজয় মজুমদার—ময়মনসিংহ	১০
" " অক্ষয়নারায়ণ সভূজী বোহিণী	৫॥
" " গোপীনাথ চৌধুরী—ঝাড়গ্রাম	১০
" " চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ শ্রীরামপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ও যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৯ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ২৪ এ আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট

জল সেচন বিভাগ।

কসাই বিভাগের জন্য মেদিনীপুরে এক জন ভাল গুদাম সরকারের প্রয়োজন। ১ হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। মাসিক বেতন ৩৫ টাকা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট প্রশংসা পত্র সহ আবেদন করিতে হইবে।

মেদিনীপুর
১৫ ই আগষ্ট
১৮৭৪

জেমস কিথার সি, ই
এগ্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
কসাই বিভাগ।

—০—

এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে চুচুড়ার সারদা প্রসাদ কুণ্ড এবং আদ্যনাথ কুণ্ড এবং বাবুগঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ড, বাবুগঞ্জে রামকমল কুণ্ড এবং সারদা প্রসাদ কুণ্ড, কলিকাতা বাবুগঞ্জ, এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্যান্য অনেক স্থান এবং রিলিব গঞ্জে প্রেমচাঁদ কুণ্ড এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এবং কলিকাতা বাবুগঞ্জ থাকরিয়া এবং মুঙ্গের বিভাগের অন্যান্য স্থান, সমস্তিপুর এবং ত্রিহুত জিলার পাকরীতে কার্ত্তিকচরণ দে এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এই সকল ফারমে ১২৮১ সালের ১ লা বৈশাখ অবধি বাবু আদ্যনাথ কুণ্ড আর অংশীদার নাই।

স্বইনো লা এণ্ড কোং
সলিসিটার্স।

—০—

সুশ্রুত।

" প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা। ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵১০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ।৶০। যাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ॥৶। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

—০—

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল
কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

জি সি ঘোষ এণ্ড কোং

মফস্বল এজেণ্ট।

নং ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকল রকম দ্রব্যাদি অতি সতর্কে ও সত্বরে মফস্বলে প্রেরণ করা যায়।

টাকা—নগদ।

প্যাকিং ও ডাক মাসুল ব্যতীত সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন লওয়া যায়।

—০—

মৎপ্রণীত " নির্ব্বাসিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানার্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ সাল

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ পাইলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দোকানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট

[illegible] নিমিত্ত চতুষ্কোণ [illegible]

[illegible] ব্রিক।

[illegible]

[illegible] ও অন্যান্য যে সকল [illegible] নিমিত্ত উপর্য্যুক্ত উক্ত মেক্স করা [illegible] ইল এবং যায়াব ব্রিক প্রভৃতি [illegible] ইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন [illegible] কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত [illegible]।

[illegible] } ববণ এণ্ড কোং।
[illegible] ট্রীট }

—•—

[illegible] ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের [illegible] মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী [illegible] ডাক মাসুল ॥০ এবং তৎকৃত ভিষগ্‌ [illegible] মূল্য [illegible] ডাকমাসুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের [illegible] মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৵০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হই-[illegible]। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট [illegible]।

[illegible] বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া [illegible] ডাক মাসুল /০

[illegible] বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাসুল ৶০।

[illegible] বাবু বি এ, কৃত বন্ধতরু ১, ডাক [illegible]

[illegible] ট্রিটমেণ্ট ১॥০।

[illegible] লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টো-
[illegible] } পাধ্যায়।

—◦◦—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ [illegible] কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনেরেল এনাটমি সাধারণ [illegible] বিদ্যা এবং অস্থিবর্ণজ্ঞ বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা [illegible] মূর্ত্তি সহিত ৪॥০ মূল্যে বিক্রয় হইতে [illegible] এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০ জুলাই } হিন্দুহষ্টেল লালবাজার
১৮৭৪। }

সোমপ্রকাশ।

✓ ৯ ই ভাদ্র সোমবার।

পাঠকগণ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় সংক্রান্ত বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। হিন্দুদিগের হিতার্থই এ বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব সমুদায় হিন্দুরই এ বিষয়ে সাহায্যদান করা আবশ্যক। যাবৎ আমাদিগের স্ত্রীগণ বিদ্যাবান্ না হইতেছেন, তাবৎ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজের অর্দ্ধ স্ত্রী। যে সমাজের সেই অর্দ্ধ মূর্খ রহিল সে সমাজকে সম্পূর্ণ সৌভাগ্যশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা ন্যায়ানুগত হয় না। যাহার শরীরের অর্দ্ধ বিকল হয় সে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। আমাদিগের সমাজের পুরুষেরা এইগুলি বুঝিয়া যাবৎ স্ত্রীগণকে বিদ্যারূপ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তুলিতে না পারিবেন তাবৎ কখন সৌভাগ্যশালী হইতে পারিবেন না। তাঁহারা রমণীগণকে এক্ষণে যে স্বর্ণময় অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিত করিতেছেন তাহাতে বাহ্য আকার সৌষ্ঠব হয় বটে কিন্তু গর্ব্বাদি প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন অন্তঃকরণ নিতান্ত বিকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহারা যদি বিদ্যারূপ অলঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করেন তাঁহাদিগের আকার ও মন উভয়েই অপূর্ব্ব শ্রী সম্পন্ন হইবে স্ত্রী জাতির মূর্খতা মূলক কত অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে, অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। স্ত্রীলোকের শিক্ষাদান বিষয়ে হিন্দুদিগের যে প্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, সহজে তাহা অপনীত হইবার নহে। অল্পে অল্পে তাহা দূর করিতে হইবে। তাঁহারা যেরূপে বুঝেন সেইরূপে বুঝাইয়া কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে স্ব স্ব কন্যাদির প্রেরণে সম্মত নহেন। বাটীতে শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া যদি শিক্ষাদান চেষ্টা করা হয় সমধিক কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে। মিশনরিরা এই রূপে অনেক কাজ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করা তাঁহাদিগের এক রোগ আছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কয়েকটী স্ত্রীলোককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে লোকে চটিয়া যান। ঐ রোগটী না থাকে অথচ যদি ঐ উপায় অবলম্বিত হয়, অভীষ্টসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় কমিটীর মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান লোক আছেন, তাঁহারা যত্নবান হইলে আমাদিগের প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হওয়া কঠিন হয় না।

—••◦•—

নীলকর মীরিস সাহেব ও ইংলিশম্যান।

যশোহর জেলার একজন নীলকর মীরিস সাহেবের নামে এতদিন প্রধানতম বিচারালয়ে এক মকদ্দমা চলিতেছিল। এতদিন উহার নিষ্পত্তি হয় নাই বলিয়া আমরা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি নাই। সম্প্রতি সে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মতামত প্রকাশ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ঘটনাটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

নীলকর মীরিস এক দিবস পাঁচু নামক একজন ডাকের পেয়াদাকে প্রহার

করেন। পেয়াদা তাঁহার নামে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে অভিযোগ উপস্থিত করে। সে অভিযোগ প্রথমে অগ্রাহ্য হয়। কিছুদিন পরে পাঁচু আবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে পূর্ব্ব মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবার পর মীরিস সাহেব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ কুঠীতে লইয়া পুনরায় গুরুতর প্রহার করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে মীরিস সাহেবের দুই মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মীরিস সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করেন। প্রথমে বিচারপতি মরিস ও বিচারপতি ফিয়ার সাহেবের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে চিফ জষ্টিস সার রিচার্ড কাউচ সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিচার করেন। মরিস সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় আপীল গ্রাহ্য করিবার মত করেন কিন্তু চিফজষ্টিস ও ফিয়ার সাহেব তাঁহার বিচারে সম্মত না হইয়া আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং যশোহরের মাজিষ্ট্রেটের কৃত সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষের যুক্তি ও বিচারপ্রণালী দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে সংস্কার জন্মিয়াছে তদ্বিষয়ও পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক হইল। মরিস সাহেব বলেন, পাঁচু বিধু ও মধু নামে দুই জন সাক্ষী উপস্থিত করে, তাহারা কল্পিত সাক্ষী। তাহারা পূর্ব্বাপর সমুদায় মিথ্যা কথা কহিয়াছে। অপর দিকে মীরিস সাহেব আপনার দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনীপতিকে যে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করেন তাঁহারা বলেন মীরিস মারপীটের সময় ১১। ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী লোকনাথপুর নামক স্থানে ছিলেন, এই কারণে তাঁহার বিবেচনায় আপীল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিচারপতি ফিয়ার ও চিফ জষ্টিস অন্য প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঁচুর দুইজন সাক্ষী যে কল্পিত তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু মীরিস সাহেবের সাক্ষীদিগকেও তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই। চিফজষ্টিসের মতে কতকগুলি কারণে এই ঘটনাটী সত্য বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ একজন সামান্য ডাকের পেয়াদা যে একজন নীলকর সাহেবের নামে এত বড় মকদ্দমা সাজাইবে তাহা সম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয়তঃ সে যে সন্ধ্যার সময় আহত হইয়া এক রাত্রির মধ্যে সমুদায় সাজাইয়া প্রাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে শক্ত হয় এরূপ বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ নীল

ব লোকেরা যে মীরিস সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে এরূপ গুরুতর প্রহার করিযাছে তাহাও বোধ হয় না।

আমরা পূর্ব্বে যখন মীরিস সাহেবের দণ্ডের কথা শ্রবণ করি তখন যশোহরের মাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেবের উপরে আমাদের ভক্তি জন্মে। তিনি স্বজাতিপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া অবিচার করেন নাই, আমাদের এই সংস্কার হয়। প্রধানতম বিচারালয়ে কি হয় আমারা এত দিন এই প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম। এক্ষণে প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার দর্শনে সেই ভক্তি দৃঢতর বদ্ধমূল হইয়াছে। ইংলিশমান সম্পাদক এ বিষয়ে বড় গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমাদের মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণ কি এত নিষ্ঠুর এত নির্ব্বোধ ও এত ভীরু যে একজন সামান্য পেয়াদাকে এরূপ প্রহার করিবে? আহা! ইংলিশমান সম্পাদক কি সরল লোক!! তাঁহার মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণ যে কেমন ধার্ম্মিক কেমন দয়ালু! তিনি আজিও তাহা জানিতে পারিলেন না!! নীল করি কাণ্ডের সময় বোধ হয়, তিনি এখানে ছিলেন না!! ঐ সময়ে তাঁহার মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণের ধার্ম্মিকতা ও দয়ালুতার দীপ্তি অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংলিশমান বলেন, এই বিচারে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। কারণ যখন পাঁচুর উভয় সাক্ষীই কল্পিত বলিয়া স্থির হইল, তখন কেবল পাঁচুর কথায় মীরিস সাহেবের তিন জন সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষী বলিয়া অগ্রাহ্য করা ও তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করা কোন ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নহে। এ কথা আপাততঃ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। পাঁচুর দুই জন সাক্ষীর যে কল্পিত সাক্ষী হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরাও বুঝিতে পারিতেছি, কারণ নীলকর সাহেব যখন আপনার কুঠীর মধ্যে লইয়া গিয়া পাঁচুকে প্রহার করেন তখন সাহেবের লোক ভিন্ন পাঁচুর লোকের সেখানে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, সাক্ষী না হইলে মকদ্দমা হয় না বলিয়া পাচু দুই জন সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে মীরিস সাহেব যে বলিলেন তিনি সে সময়ে ১১। ১২ ক্রোশ দূরে ছিলেন, ইহার অর্থ বুঝিতে মফস্বলের লোকের অধিক বিলম্ব হয় না। প্রত্যেক জমীদার প্রত্যেক মারপিটের মকদ্দমায় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি বাস্তবিক তিনি সেই ১১। ১২ ক্রোশ পথ দূরে ছিলেন এরূপ হয়, সেরূপ হইবারও অসম্ভাবনা নাই। তিনি ভৃত্যদিগকে প্রহার করিবার অনুমতি ও শিক্ষা দিয়া স্বয়ং দূরে গমন করিয়াছিলেন

ইংলিশমান সম্পাদকের তৃতীয় বাক্য এই, চিফ জষ্টিস সহরে সহরেই ভ্রমণ করেন, তিনি মফস্বলের লোকদিগের প্রকৃতি জানেন না। মরিস সাহেব অনেক দিন মফস্বলে ভ্রমণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যশোহর জেলাতেই তিনি বহুদিন ছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত ছিল। ইংলিশমান যে কারণে উচিত বলিয়াছেন, সেই কারণেই আমরা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তিনি যখন যশোহরে ছিলেন তখন নীলকর সাহেবের সহিত তাঁহার প্রণয় হওয়া অসম্ভাবিত নয়। প্রণয়ী ব্যক্তির দোষ কি সহজে দেখিতে পাওয়া যায়? ইংলিশমান সম্পাদক মরিস সাহেবের দোষ যে দেখিতে পাইতেছেন না, ইহাই কি তাহার প্রমাণ নয়?

আমরা ইংলিশমান সম্পাদককে একটী হিত কথা বলি। তাঁহার যদি স্বজাতির ইষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করুন। দোষী ব্যক্তিকে অপরাধের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় ইষ্টসিদ্ধি হয় না। তাহাতে দোষী ব্যক্তির অনিষ্ট করা হয়। ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরাই ত নীলকরদিগের মাথা খাইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রশ্রয় দেওয়াতেই ত নীলকরেরা অতিশয় দুরাত্মা হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা অবশেষে ইংলিশমান সম্পাদককে একটী সৎপরামর্শ বলি। তিনি এ প্রকার বিপরীত পথের পথিক না হইয়া তাঁহার মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণকে অত্যাচার হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিন। তাঁহারা অত্যাচার না করিলে কেহ নালিশ করিবে না, দণ্ড হইবে না, ইংলিশমান সম্পাদককেও তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ এত ক্লেশ পাইতে হইবে না।

আফগানিস্থান ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

নিবিষ্টচিত্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশ সংগ্রাম করিয়া করতলস্থ করিতে হয় নাই। এদেশীয় রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও অনৈক্যই তাঁহাদের অভ্যুদয়ের কারণ। শত শত বৎসর ভারতভূমি বিবাদ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের বাসস্থান ছিল বলিলে হয়। আকবরের সময় ভিন্ন আর প্রায় সকল সময়েই মুসলমান রাজ্য অরাজক ও অত্যাচারের আস্পদ হয়। এই গোলযোগ ও অরাজকের সময়ে ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহাদের রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছা না থাকিলেও এ দেশীয় রাজা ও নবাবদিগের কুটিল রাজনীতি চক্রে পড়িয়া অনিবার্য্য বেগে তাঁহাদিগকে সেই দিকে নীত হইতে হইয়াছে। যখন তাঁহারা সেই দিকে নীত হইলেন তখন তাঁহাদিগের লোভ বৃদ্ধি হইল। সেই লোভ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা একটী বিশেষ রাজনীতির উদ্ভাবন করিলেন। তাহার নাম সবসিডিয়ারি এলায়েন্স। লর্ড হেষ্টিংস এই রাজনীতির জন্মদাতা। লর্ড ওয়েলসলি ইহার নাম করণ করেন। এই রাজনীতির বলেই ইংরাজেরা ভারতবর্ষের সমুদায় রাজাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই রাজনীতির বলেই আজি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার গুইকুমারকে সামান্য প্রজার ন্যায় তিরস্কার ও অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই নীতির অনুসরণ করাতে এক দিকে যেমন ইংলণ্ডের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছে, অপর দিকে ইংলণ্ডকে তেমনি নানা প্রকার গোলযোগ বিবাদ ও কলহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ডেলহাউসির সময়ে এই নীতির কিছু সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাহার পর দিন দিন ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, তাঁহারা আর এই নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিলাষী নহেন। আফগানিস্থান এই পরিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

বহুদিন অবধি আফগানিস্থানে বিদ্রোহ ও বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া আছে। দোস্ত মহম্মদের সন্তানগণের পরস্পর একবার ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সে সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসীন ছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলেন "কাহাকেও কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। যিনি জয়লাভ করিবেন, তাঁহাকেই তৎকালের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করা হইবে।" এই নীতির অনুসারেই বর্ত্তমান আমীর সিয়ার আলি যখন তাঁহার ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া কাবুলের অধীশ্বর হইলেন তখন লর্ড লরেন্স তাঁহাকেই কাবুলাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি এই ভাবেই কার্য্য করিতেছেন কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখন আর এই নীতির অনুসরণ করা উচিত নয়। বস্তুতঃ এই উদাসীন ভাব আর বহুদিন চলিবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে কাবুলের সকল গোলযোগ চুকিয়া গিয়াছে। সিয়ার আলি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যাকুব খাঁর বিবাদের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন! সিয়ার আলি কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা খাঁকে কাবুলের অধিপতি করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যাকুব খাঁ তন্নিমিত্ত বিরক্ত। সিয়ার আলি যাকুব খাঁকে হিরাটের গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দূরে রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু

বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারেন নাই। যাকুব খাঁ নির্জ্জনে কেবল আপনার দল বৃদ্ধি ও কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছেন। সিয়ার আলি যেমন এক দিকে ইংরাজদিগের সাহায্যের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, যাকুব খাঁ অপর দিকে রুশীয়দিগের সাহায্য লাভের আশা করিতেছেন। সিয়ার আলি যত দিন জীবিত আছেন, ততদিন বোধ হয় এইরূপ ভাবেই যাইবে; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আবার যে আফগানিস্থানে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন এই উদাসীন নীতি চলিবে কি না সন্দেহ। রুশিয়ানেরাও যদি এই উদাসীন নীতি অবলম্বন করেন এবং আফগানদিগকে ঘরের বিবাদ ঘরে মিটাইতে দেন তাহা হইলেই এই নীতি ফলোপধায়িনী হইবে। নতুবা রুশিয়া হস্তার্পণ করিলে বোধ হয় ইংলণ্ডকেও হস্তার্পণ করিতে হইবে। বাহিরে ইংলণ্ড ও রুশিয়ার যেরূপ বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় পরিণামে রুশিয়ানেরাও এই নীতির অনুসরণ করিতে পারেন। তবে আমাদের এই মনে হয় যে নিতান্ত উদাসীন না থাকিয়া উপদেশ ও সৎ পরামর্শ দান দ্বারা সৎপথে আনিবার চেষ্টা করা ভাল। আসিয়া এককালে জগতের ধর্ম্ম ও সভ্যতার জন্মভূমি ছিল, কিন্তু বহুদিন ইহা অজ্ঞান ও অসভ্যতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইংলণ্ড ও রুশিয়া উভয়েই সেই দুরবস্থা দূর করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন যদি সদ্ভাব ও প্রীতিপূর্ব্বক সেই কার্য্যটী সম্পন্ন করা হয় তাহা হইলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হয়।

গবর্ণমেন্টের শাসন প্রণালী ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

মান্দ্রাজের এক ব্রাহ্মণ যুবক ইংলণ্ডের বেডফোর্ড নামক নগরের এক সভায় ভারতবর্ষের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। উক্তস্থানের লাড মেয়র ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন "ভারতবর্ষ অতি কঠিনরূপে শাসিত হইতেছে। জমীদারেরা নানা রূপ করদ্বারা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু ভূমির উন্নতিও হয় নাই, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিরও বৃদ্ধি হইতেছে না।" ইহাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা লোকের মনে যে এরূপ কুসংস্কার জন্মাইয়া দেয় এটা বড় দুঃখের বিষয়। লার্ড মেয়র এই সকল কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যুবক বক্তৃতা কালে এ কথারও উল্লেখ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ইউরোপীয়ের পরিবর্ত্তে দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উক্ত সম্পাদক বিষম চটিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এটি বহুকাল সাধ্য অগ্রে দেশীয়দিগের ক্ষমতা সরলতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান হউক, বাস্তবিক গুণবান ও বিশ্বস্ত লোক সকল দেখা দিক, তাহার পর দেশীয়েরা অধিক সংখ্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।"

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক হাজার এদেশে বাস করুন, এদেশের সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন বলিয়া হাজার অভিমান করুন, তথাপি তিনি বিদেশী লোক। তিনি যে কখন এদেশের অভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারিবেন, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। লার্ড-মেয়র যে কথাগুলি কহিয়াছেন, তাহার একটীও অযথার্থ নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কঠিনরূপে যে ভারতবর্ষ শাসন করেন তন্নিবন্ধন জমীদারেরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে যে বাধ্য হন, সে কথা কি অযথার্থ? আমরা এই দুর্ভিক্ষকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিলাম। আমাদিগের বাঙ্গলাদেশে বাস। আমরা বাঙ্গলা দেশের বিষয় ভাল জানি, এই নিমিত্ত বাঙ্গলাদেশের কথাই কহিতেছি। এখানকার লোকে ভূমি বড় ভাল বাসেন, কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হলেই তালুক ক্রয় করিয়া বসেন। ইঁহারা এ বিষয়ে এমনি ব্যগ্র ও আগ্রহবান যে আপদ বিপদের নিমিত্ত নগদ সঙ্গতি রাখেন না। অধিক কি অনেকে স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া তালুক কিনিয়া থাকেন। সেই ক্রীত তালুকের আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের খাজনা দেওয়া ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা হয়। যদি দৈবী আপদ উপস্থিত হয়; সুতরাংই তাঁহাদিগকে অত্যাচারের শরণাপন্ন হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের সূর্য্যাস্তকালে নীলাম হইবার আইন আছে, আপৎকালেই হউক আর অনাপৎকালেই হউক, তাঁহারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য করেন না। অন্যবিধসঙ্গতিশূন্য তালুকমাত্রজীবী উল্লিখিত তালুকদারদিগের প্রজাপীড়নাভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? এত দারুণ দুর্ভিক্ষকালে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিতে গেলেও পীড়ন করা হয়। তাহাদিগের দিন চলে না। তাহারা কোথা হইতে খাজনা দেবে। তালুক মাত্রজীবী তালুকদারের প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় না করিলেও তালুক রক্ষা হয় না। এই কারণে কাজে কাজেই অত্যাচার ঘটিয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট আপদ বিপদ বিবেচনা করিয়া যদি কিঞ্চিৎ শিথিলভাবে কাজ করেন

তাহা হইলে এ অত্যাচার ঘটনা হয় না। গবর্ণমেণ্ট ভাবেন জমীদারেরা লাভ পান এ অবস্থায় সেই লাভ হইতে তাঁহারা [illegible] দিবেন। তন্নিমিত্ত আইনের দ্বারা বল প্রকাশের প্রয়োজন কি? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এটী ভাবেন না, বাঙ্গালাদেশের অনেক জমীদার [illegible] যে লাভ পান, তাহা তাঁহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহেও সর্ব্বতোভাবে পর্য্যাপ্ত হয় না, তাঁহাদিগের সঞ্চয় রাখিবার সম্ভাবনা কি?

ভূমির উর্ব্বরতা গুণবৃদ্ধি যে হয় নাই, সেটীও অযথার্থ কথা নহে। গবর্ণমেণ্ট আপনার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, জমীদারেরাও স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা কে করে? যাহারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে, ভূমিতে তাহাদিগের কোন স্বার্থ নাই। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ভূমিতে তাহাদিগের স্বার্থ জন্মিবার কোন প্রকার চেষ্টাও করেন নাই।

এদেশীয়েরা অগ্রে উপযুক্ত হউন তাহার পর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইবেন, ইহারা আজিও উপযুক্ত হন নাই, ভারতদ্বেষী স্বার্থপর ইউরোপীয়দিগের মুখে একথা ত আমরা শৈশবাবধি শুনিয়া আসিতেছি। এ ছল কি কোন কালে অপনীত হইবে না? ঈশপের নেকড়িয়া বাঘ পর্ব্বতের নির্ঝর জল পান করিয়া মেষ শাবকের জল ঘোলা করিলি বলিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়াছিল, এ ছল কি সেইরূপ ছল হইতেছে না? এদেশীয়েরা সকল বিভাগেই যোগ্যতার পরিচয় দিলেন তথাপি কি ইহাঁদিগের অযোগ্যতা সপ্রমাণ হইবে না? ফ্রেওঅর [illegible] এদেশীয়দিগের বাস্তবিক গুণবত্তা সরলতা ও দক্ষতার আর কি প্রমাণ চান? তিনি যদি এদেশীয় কোন অসৎ কর্ম্মচারির দোষ প্রদর্শন করেন, আমরাও শত শত ইউরোপীয়ের দোষ দেখাইয়া দিব। ভাল মন্দ সকল জাতিতেই আছে।

বঙ্গদেশীয় পুলিষের এত দুরবস্থা কেন?

সকল লোকেই কথোপকথনের কালে বলিয়া থাকেন এবং সম্পাদকেরাও লিখিবার সময় লিখিয়া থাকেন, বঙ্গদেশের পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের তুল্য জঘন্য স্বভাব ও ঘৃণার্হ লোক আর নাই। পুলিষ এই শব্দটীর উচ্চারণ করিলেই যেন সকল প্রকার দুষ্কার্য্য স্মরণ হয়। নিমচাঁদ তারাচাঁদ প্রভৃতি কতকগুলি চাঁদের হাতে সেই সংস্কার আরও দৃঢ় বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা ভাল লোক আছেন তাঁহারা চোরাগাভির সঙ্গে কপিলার ন্যায় অসতের মধ্যে পড়িয়া মারা যাইতেছেন। পুলিষের কর্ম্মনীতি যে জঘন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি? যাহাদের হস্তে দুষ্কর্ম্মকারিদিগের দমনের ভার তাহারা একান্ত দুষ্কর্ম্মশীল হইলে দেশের শান্তি রক্ষার উপায় কি? এই প্রশ্ন অনেক দিন অবধি অনেকে করিতেছেন।

ইতি পূর্ব্বে শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে আমরা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি এ বিভাগ সম্বন্ধেও সেই যুক্তি প্রদর্শন অসঙ্গত নয়। শিক্ষা বিভাগে উপযুক্ত লোক না থাকাতে উহার দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। শিক্ষকদিগের বেতন যেরূপ ব্যবস্থা তাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সেই দিকে লইয়া যাওয়াই দুষ্কর। যাহাদের কিছু বুদ্ধি কিম্বা বিদ্যা আছে তাঁহারা প্রায় অন্যান্য বিভাগে গমন করেন। সুতরাং কতকগুলি অনন্যোপায় বুদ্ধি ও বিদ্যা বিষয়ে হীন ব্যক্তিই এই বিভাগে পড়িয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই সুশিক্ষার প্রধান ব্যাঘাত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুলিষ বিভাগেও কর্ম্মচারিদিগের বেতন ব্যবস্থা এ বিভাগের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের বেতন ব্যবস্থা বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। একটী থানার সর্ব্বপ্রধান জমাদারের বেতন হয় ৮ ১০ কিম্বা ১২ টাকা। একজন উপযুক্ত সব ইনস্পেক্টরের বেতন ৫০ অবধি ১০০ এক শতের মধ্যে। পুলিষের কর্ম্মচারিদের কার্য্য কিরূপ গুরুতর তাহাও একবার স্মরণ করুন, পরিশ্রম কত তাহাও বিবেচনা করুন। বিবেচনা করিয়া বলুন এরূপ অবস্থায় নীচ জঘন্য ও সমাজের হেয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সেদিকে যাইবার সম্ভাবনা আছে কি না? হয় ত কেহ কেহ বলিবেন ভদ্র লোক নিযুক্ত করিলে এ বিভাগে কার্য্য চলে না। একটী ইংরাজী প্রবাদ বাক্যে বলে " এক চোর ধরিতে অপর একটী চোরকেই নিযুক্ত কর! " এ প্রবাদের স্থূল ভেদ আছে। যদি সকল স্থলে এ প্রবাদ খাটাইতে যাওয়া যায় ' চোরে চোরে মাসতুত ভাই " এ দেশীয় প্রবাদ বাক্যটীর উপায় কি হইবে? যাহারা এক বিষয় বদমায়েস তাহারা অপর সকল বিষয়ে যুধিষ্ঠির হইবে তাহা কে বলিল? তাহারা যে উৎকোচে ভুলিবে না, দুষ্কর্ম্মীর সহিত মিশিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে না কিম্বা নিজের অভ্যস্ত দুষ্ক্রিয়ার আচরণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যে ভদ্র লোক নিয়োগের কথা বলিতেছি ভদ্র শব্দের অর্থ অলস কিম্বা নির্ব্বোধ নয়। [illegible] জ্ঞানী সতর্ক ও চতুর আমাদিগের অভিপ্রেত। তাদৃশ ব্যক্তিরা এবিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে না কেন?

আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে এই দুই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিয়াছি। শিক্ষা এবং শান্তিরক্ষা এই দুইটীই দেশের মধ্যে প্রধান কার্য্য। কিন্তু এই দুই বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনাস্থা আছে। যখন আয় ব্যয়ের সমতা করিবার কথা উপস্থিত হয়, এবং কোন কোন বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করা হয় তখন এই দুটী বিভাগ মনে পড়ে এবং এই দুই বিভাগের কর্ম্মচারিদের অন্নের দুই একটী গ্রাস কমাইবার চেষ্টা করা হয়। রাজস্ব বিভাগে গমন কর, সেখানকার এক একজন কেরাণীর বেতন পুলিষের একজন ইনস্পেক্টরের বেতন অপেক্ষা অধিক। অন্য অন্য বিভাগে গমন কর, সে স্থানেও প্রচুর বেত

নের ব্যবস্থা আছে। সেই জন্যই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকে সেই দিকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু হতভাগ্য পুলিষ কর্ম্মচারী ও শিক্ষকদিগের দুরবস্থা কে দেখিবে? দেশের লোক এবিষয়ে উদাসীন. গবর্ণমেণ্টও উদাসীন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি এই দুর্দ্দশা নিবারণের উপায় না করিলে এই দুই বিভাগের কলঙ্ক কখনই ঘুচিবে না।

—•◎•—

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অভিন্ন ভাব হইবার দুটী প্রতিবন্ধক।

ইংরাজদিগের অধিকারে ভারতবর্ষের যেমন নানা বিষয়ে সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, বিদেশীয় কোন রাজার অধিকার কালে ভারতবর্ষের ভাগ্যে কখন এরূপ ঘটে নাই বটে কিন্তু ইহার যে প্রকার সৌভাগ্যশালী হইবার সম্ভাবনা, দুটী মহৎ অন্তরায় মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে তাহা হইতেছে না। আমরা যে সৌভাগ্য লাভের কথা কহিতেছি ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যাবৎ অভিন্ন ভাব না হইবে তাবৎ তল্লাভ সম্ভাবিত নহে। এই অভিন্ন ভাব হইবার পথে দুটী প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। এক, ইংরাজ জাতির গর্ব্ব, দ্বিতীয়, এ জাতির স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যে উচ্চ হইয়া উঠেন ও সকল বিষয়ে ইংরাজদিগের সমকক্ষ হন, গর্ব্ব প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন অনেক ইংরাজে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের অপরাধের যে বিচার করিবেন, ইহাও উহাদিগের সহ্য হয় না। বাক্যে ও কার্য্যেও ভারতবর্ষীয়দিগের অবমাননার চেষ্টার ত্রুটি নাই। একজন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অত্যাচার করিল, তাহাকে নির্দ্দয় প্রহার করিল, পশু মারণে তাহাকে মারিয়া ফেলিল, তাহার যথাপরাধ দণ্ড হইল না। বিচার কালে গর্ব্ব আসিয়া বিচারপতিদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। তাহাদিগের মনে হইল ইংরাজেরা কুকর্ম্ম করে, ইংরাজ অপরাধির দণ্ড করিলে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবে। ইংরাজেরা কুকর্ম্ম করে, ভারতবর্ষীয়েরা এটী জানিতে পারিলে ইংরাজ জাতির প্রতি তাহাদিগের অভক্তি জন্মিবে। অভক্তি জন্মিলে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। গর্ব্ব নিবন্ধন কোন কোন বিচারপতির মনে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হয়, একজন ইংরাজে ও একজন ভারতবর্ষীয়ে কখন সমান হইতে পারে না। ইংরাজের জীবন বহু মূল্য, ভারতবর্ষীয়ের জীবন অকিঞ্চিৎকর। পশুতুল্য স্বল্পপ্রাণ একজন ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ বধ করিয়াছে বলিয়া একজন ইংরাজের প্রাণ দণ্ড হওয়া সঙ্গত হয় না। জুরির বিচারস্থলে জুরর্দিগের মনে প্রায় এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। গর্ব্বমূলক এই প্রকার ভাবের উদয় হওয়াতে কেবল যে ন্যায়ে জলাঞ্জলি দেওয়া সাক্ষাৎ চারের মস্তকে পদাঘাত করা এবং ইংরাজ র সমদর্শিতা খ্যাতির বিলোপ করা হয় এরূপ নয়, ভারতবাসিদিগের মনে একটী প্রবল বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন্ হৃদয়শালী ব্যক্তি গর্ব্বের এরূপ কার্য্য দেখিয়া সুস্থ: মনে থাকিতে পারে?

স্বজাতি পক্ষপাতিতার যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহ ও ইহার সহোদরের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। স্বজাতি পক্ষপাতী ইংরাজেরা মনে করেন, ভারতবাসিদিগের উন্নতি হইলেই তাঁহাদিগের জাতির অবনতি হইল। ভারতবর্ষীয়েরা যদি সকল রাজকার্য্যে সমাধিকার ও সমপ্রবেশ হয় তাহারা যদি উচ্চ উচ্চ রাজপদগুলি হস্তগত করিয়া লয়, তাহা হইলেই ত যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে অন্ন করিয়া খাইতেছিল, তাহাদিগের অন্ন মারা গেল। এই কারণে ভারতবর্ষীয়দিগের রাজপদ সম্বন্ধে কোন প্রকার উন্নতি লাভ প্রসঙ্গ হইলে স্বজাতি পক্ষপাতী ইংরাজেরা অমনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের মনে কি প্রকার ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা? ইহাতে ইংরাজজাতির প্রতি অনুরাগের না বিরাগের সঞ্চার হয়? ইহাতে মনে সুহৃদ্ভাব, না, বিদ্বেষ ভাবের উদয় হয়? স্বজাতি পক্ষপাতিতার একটীমাত্র অনিষ্ট ফল নয়, আর একটী বিষম অনিষ্ট আছে। স্বজাতি পক্ষপাতিরা অপরাধিকে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দেয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম ও সৎ বিচারের পথ রোধ করা হয়। তন্মূলক দেশ মধ্যে অত্যাচার অবিচার ও অরাজক কাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে।

আমাদিগের অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার প্রধান কারণ এই, ইংলিশমান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া উভয়ের অনুচিত আচরণ। পাঠকগণ! স্থানান্তরে যে দুটী প্রস্তাব প্রকটিত হইল, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। একজন প্রকৃত অপরাধির পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বজাতিপক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়াছেন। আর একজন এদেশীয়দিগের উন্নতি পথে কণ্টক বিরোপণ করিয়া স্বজাতির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন

ওজন ও মাপ।

বাঙ্গালা দেশের ভাষা ব্যবহার ও আচারাদি দর্শন করিলে এখানকার সমুদায় লোককে এক দেশের লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ওজন ও মাপ সম্বন্ধে ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে এক দেশী বলিয়া আর সংস্কার থাকে না। হুগলীর লোকেরা যখন ওজন ও মাপ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কয়, সেখানে যদি তৎকালে ২৪ পরগণার লোক উপস্থিত থাকে সে ব্যক্তি ভর্তৃগৃহে গমন কালে বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনের ন্যায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। এইরূপ বর্দ্ধমান বীরভূম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের ওজন ও মাপ সম্বন্ধে কথোপকথন পরস্পরের বুঝিবার ক্ষমতা হয় না এতন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধা ঘটে। বিশেষতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়িগের পক্ষে এটী অত্যন্ত ক্লেশের হয় এক দেশ দেশের যাবতীয় নিয়মেই অভিন্ন ভাব আছে। এ অংশে যে প্রকার ভিন্ন ভাব থাকে সেটীও উচিত হয় না, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে এই বিসদৃশ ভাবের দূরীকরণ চেষ্টা

পান দেখিতে পাই, কিন্তু শূলবেদনার ন্যায় কয়েকদিন পরেই আবার তাহার নিবৃত্তি হয় দেখিতে পাই। যাহা হউক গবর্ণমেন্টের মনোযোগী হইয়া এবিষয়ের একরূপতা সম্পাদন কর্ত্তব্য। উপেক্ষা করা বিধেয় নয়।

ওজন ও মাপ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের আর একটী কর্ত্তব্য আছে। যত ব্যবসাদার ও দোকানদার আছে তাহাদের মাপের ও ওজনের সের বাটখারা প্রভৃতি যাহা আছে সেগুলি গবর্ণমেন্টের লোকদ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া উচিত, আর দণ্ডের একটী ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে একরূপ আদেশ দেওয়া উচিত যে তাহারা সেই চিহ্নিত সের বাটখারা প্রভৃতি ভিন্ন [illegible] অচিহ্নিত ব্যবহার না রাখে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যাহাতে মাপ ও ওজন হয় দোকানে তাহা তিন প্রকার [illegible]ক। একের দ্বারা দোকানদার দ্রব্য ক্রয় করে, দ্বিতীয় দ্বারা [illegible] বিক্রয় করে [illegible] গবর্ণমেন্টের কোন লোক দেখিতে চাহিলে তৃতীয়টী দেখাইয়া থাকে। ইহাতে যে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইতেছে না। দরিদ্রেরা দ্রব্য কিনিতে গেলেও ঠকিয়া আইসে বেচিতে গেলেও ঠকে। ইহার তুল্য ক্ষোভের বিষয় আর নাই। একে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহাদিগের দিন চলা ভার, তাহার উপর আবার এই উপদ্রব।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মাপ ও ওজনের একতা সম্পাদন করা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত যে স্থানের যে মাপ ও ওজন আছে তাহাতে গবর্ণমেন্টের চিহ্ন দিয়া উল্লিখিত প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। সকল দোকানদারে সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে কি না মধ্যে মধ্যে তাহার অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

সুবৃষ্টি

৭ ই ভাদ্র আমাদিগের এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। যদি বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হইয়া থাকে, লোকের যে মহা-আতঙ্ক হইয়াছিল, আপাততঃ তাহার শান্তি হইল। এবার চাস না হইলে জীবন রক্ষা হইবে না ভাবিয়া অধিকাংশ লোকে একান্ত হতাশ হইয়াছিল। তাহাদিগের বিলক্ষণ উৎসাহ জন্মিয়াছে।

গত বৎসরের অনাবৃষ্টি আর এবৎসরের এত দিনের এই অনাবৃষ্টি দ্বারা এক বিষয়ের পরীক্ষা হইল। পূর্ব্বে এতদিন বৃষ্টি না হইলে হিন্দুরা স্বস্ত্যয়ন শান্তি করাইতেন, মুসলমানেরা নমাজ পড়িতেন ও মিশনরিরা প্রেয়র করিতেন, কিন্তু এবারে তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠান দেখিলাম না, তাহার কোন সংবাদও শুনিলাম না। এটী লোকের নাস্তিকতার না তত্ত্বদর্শিতার পরিচয়? বাঙ্গালা দেশের সকল লোকেই কি রাতারাতি তত্ত্বদর্শী হইয়া উঠিল? ঈশ্বর নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা বৃষ্টি হইবার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, প্রার্থনা ও স্বস্ত্যয়ন শান্তির বশীভূত [illegible] তিনি আপনাকৃত সেই নিয়মে হস্তক্ষেপ করেন না। বাঙ্গালা দেশের সকল লোকেই কি এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন? তত্ত্বজ্ঞের মত কাহারও ত দেখিলাম না। কেন বৃষ্টি হইতেছে না? কি উপায়েই বা বৃষ্টি হইবে? কয়জন লোক তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? এ দিকে শুনিতে পাই, বৃষ্টি হইতে বিলম্ব হওয়াতে অনেকেই স্ত্রীলোকের ন্যায় সাশ্রু নয়নে হতোস্মি করিয়া বাক্ষেপ করিয়াছেন।

নূতন পুস্তক।

১। অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থ উপার্জ্জন করা এক এবং তাহার রক্ষা ও যথাযথ ব্যবহার করা আর এক পদার্থ। উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা করা ও যথাযথ ব্যবহার করা কঠিন। অনেকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন বটে কিন্তু কিরূপে তাহার রক্ষা ও তাহার উন্নতি করিতে হয় এবং কোন কোন বিষয়ে ব্যয় করিলে ভাল হয় তাহা না জানাতে সময়ে সময়ে নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা সুখী হইতে পারেন না। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে অর্থোপার্জ্জন যেমন আবশ্যক ইহার রক্ষা ও যথাযথ ব্যবহার জানাও তেমনি প্রয়োজনীয়। সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মানুষের এগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত। বালকদিগের শিক্ষার যে সকল অঙ্গ আছে, এগুলিও তাহার অন্যতর হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইউরোপের সুসভ্য দেশ মাত্রেই বালকদিগকে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিদ্যালয়ে এবিষয়টীর বিশেষ রূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই, এদেশে সভ্যতা আছে, বিদ্যালয় আছে, নানারূপ শিক্ষা আছে, কিন্তু এমন একটী গুরুতর বিষয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না। অধুনাতন নর্ম্মাল ও অন্যান্য বাঙ্গলা স্কুলে ইহার কথঞ্চিৎ শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তদুপযোগী ভাল পুস্তক নাই, যাহা কিছু আছে, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি সম্ভাবনা অল্প। এটী একটী প্রধান অভাব। আমরা উপরে যে পুস্তক খানির নাম করিলাম তদ্দ্বারা এই অভাবটীর পূরণ হইয়াছে। আমরা এখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। এখানি কয়েক খানি ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার সঙ্কলন বিষয়ে গ্রন্থকারের যে বিশেষ পরিশ্রম হইয়াছে, ইহা পাঠ করিয়া তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইল। ইহার রচনা প্রণালী যেমন উৎকৃষ্ট ভাষাও তেমনি সরল হইয়াছে। এখানি ছাত্র বৃত্তি পাঠার্থিদিগের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। এখানির আর একটী গুণ এই, ইহার অবয়ব নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য গ্রন্থকার ইহার মূল্য ॥০ আনা স্থির করিয়াছেন।

২। সঙ্গীত এবং নানা দেশীয় স্বর লিপি প্রণালী। এখানি ইংরাজীতে লিখিত। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সঙ্গীতের তুল্য বিদ্যা আর নাই। এক সময় এই ভারতবর্ষে এই সঙ্গীতের

বহুল প্রচার ছিল। আর্য্যগণ ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে তাহার লোপ হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে এদেশের সঙ্গীতের বিষয় দর্শন করিলে কখন যে এদেশে ইহার উন্নতি ছিল এমন বোধ হয় না, এমন অবস্থায় সেই লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা ও কোন রূপে তাহার উন্নতি সাধন দ্বারা তাহার পুনরুদ্ধার চেষ্টা যদি কেহ করেন, তিনি বাস্তবিক আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। অতএব লোকনাথ বাবু যে আমাদিগের ধন্যবাদার্হ তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে আফ্রিকা মিসর সিরিয়া গ্রীস আমেরিকা আরেবিয়া চীন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত প্রণালীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, এবং সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত দেশীয় সঙ্গীতের স্বর লিপির সহিত ঐ সকলের তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে লোকনাথ বাবুর বিলক্ষণ পরিশ্রম অনুসন্ধিৎসা এবং সঙ্গীত বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। সতী চরিত্র। শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস ইহার প্রণেতা। ইহাতে একটী সতীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কষ্টে সৃষ্টে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কিছু মাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। না আছে ভাষার লালিত্য, না আছে রচনা চাতুরী, না আছে কল্পনা শক্তির পরিচয়, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সতীর গল্প লেখা হইয়াছে এই মাত্র। লেখক সতীকে সতী গুণবতী রূপবতী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন বটে কিন্তু সেই গুণের আতিশয্য নিবন্ধন তাঁহার কথা বার্ত্তাগুলি স্থানে স্থানে নিতান্ত জেঠামি হইয়া উঠিয়াছে। গল্পটীর পূর্ব্বাপর বড় সঙ্গতিও নাই। অনৈসর্গিক বর্ণনও বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল।

৪। গীতহার। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে নানা রাগ রাগিণী সংযুক্ত নানা বিষয়ক কতকগুলি বিশুদ্ধ সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানগুলি বিলক্ষণ ভাব পূর্ণ ও মিষ্ট হইয়াছে। আজি কালি স্থানে স্থানে যে সঙ্গীত বিদ্যালয় হইতেছে, এখানি সেই সকল বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২রা ভাদ্র সোমবার।

কিছু দিন হইল কামানের গোলা ছুড়িলে বৃষ্টি হয় এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের পরীক্ষার্থ উত্তরপাড়া'র বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০০ পাঁচশত টাকা পুরস্কার দান অঙ্গীকার করেন, কিন্তু কাম্বেল সাহেব সেবিষয়ে তত মনোযোগী হন নাই। সম্প্রতি ফ্যামিলি হেরালডে লিখিত হইয়াছে, চিকাগোর অধ্যাপক এডওয়ার্ড পাউয়ার্স সাহেব এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৩০টী যুদ্ধের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কামানের শব্দে বায়ু সঞ্চালিত হইলে বৃষ্টি হয়। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যত বড় বড় যুদ্ধ বা যত অধিক গোলা বর্ষণ হইয়াছে তাহার শতকরা ৬০ টীতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছে। গোলা বর্ষণের পর যে বৃষ্টি হয় তাহা প্রায় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। অনেক দেশে অনাবৃষ্টি কালে যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে বৃষ্টি হইয়াছে। কি গ্রীষ্ম কি শীত কি শরৎ কি হেমন্ত সকল ঋতুতেই এই রূপে বৃষ্টি হইতে পারে। যাহা হউক আজি কালি এ দেশের যেরূপ অনাবৃষ্টির কাল পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ একটী উপায় যদি ফলোপধায়ী হয়, অশেষ মঙ্গলের হয় সন্দেহ নাই। আমাদের ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন আজি কালি অনেক কৃত্রিম সবারেণ (বিলাতি মুদ্রা বিশেষ মূল্য ১০ টাকা) চলিতেছে। এগুলিতে স্বর্ণের ভাগ অতি কম থাকে, প্লাটিনম নামক ধাতুই অধিক। এ দেশীয়দিগের অলঙ্কারপ্রিয়তাই কি এই কৃত্রিমকারিদিগের জননী।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মধ্য প্রদেশে ১১০৯ বন্য জন্তু হত হয়। এই সকল জন্তু বধের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১০৩০০ টাকা ব্যয় পড়ে।

এদেশের কয়েক ব্যক্তি যথা নিয়মে না করিয়া একেবারে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট কয়েক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যাহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে না দিয়া আবেদন পত্র একেবারে উপরিতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাদের সে আবেদনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে না। ইহাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অপমান হয় সত্য। কিন্তু যেখানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারিদিগের প্রতিকূল আবেদন উপরে পাঠাইতে অনিচ্ছু হইবেন, সে স্থলে কি উপায় হইবে?

এলাহাবাদের হাইকোর্টে অনেক মকদ্দমা পড়িয়া থাকাতে সেই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য মার্কুইস অব সালিসবরি উক্ত হাইকোর্টে কিছুদিনের জন্য একজন অতিরিক্ত জজ নিয়োগের আজ্ঞা দিয়াছেন। এই নিয়োগকালে তিনি বলিয়াছেন এরূপ অতিরিক্ত জজ নিয়োগের আবশ্যকতা হওয়া অতিশয় দুঃখের বিষয়। উক্ত হাইকোর্টের চিফজষ্টিস সম্প্রতি মফস্বল ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন বলিয়া মার্কুইস অব সালিসবরি বলিয়াছেন যিনি যে দেশের ভাষা জানেন না, তাঁহার মফস্বল ভ্রমণে বিশেষতঃ এমন সময় যখন কোর্টে অত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে তখন তাঁহার এ ভ্রমণে কি ফল হইবে বলিতে পারি না। ভারতবর্ষ কর্তৃপক্ষদের মধ্যে মধ্যে এইরূপ তিরস্কার করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়।

গবর্ণর জেনরল ১০ ই আগষ্ট শ্রীহট্টে উপনীত হন। বৈকালে প্রধান প্রধান অধিবাসিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিন প্রাতঃকালে চা-ক্ষেত্র দেখিতে যান। প্রত্যাগমনকালে চাকরদিগের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হয়। কর্ণেল কিটিঙের সহিত ১০ টার সময় শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করেন, ১২ ই আগষ্ট ৪ টার সময় শিলচরে উপনীত হন। ৫॥ ঘটিকার সময়

নগরের ও মণিপুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১৩ ই আগষ্ট সিলেটে যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপের যাবতীয় পোষ্ট আফিসের আয় প্রায় ১০০০০০০০০ টাকা এবং ব্যয় ৯৫০০০০০০০ টাকা সমশুদ্ধ ১৮০০০০ কর্মচারী আছে। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৩১০০০ ফ্রান্সে ২৭০০০ এবং জর্ম্মণিতে ৮০০০৯।

সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে যে ঋণেরও বৃদ্ধি হয় নিম্নলিখিত তালিকাটী দর্শন করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। ব্যাক্সটার সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ১৮৪৮ সালে সভ্য জগতের রাজা সমূহের গড়ে ১৭০০০০০০০০০ টাকা ঋণ ছিল, এক্ষণে প্রায় ৪৬৮০০০০০০০০ টাকা হইয়াছে। ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল লণ্ডনে একটী যুবতী নাচিতে নাচিতে মাথার শির ছিঁড়িয়া রক্ত স্রাব হইয়া মারা পড়িয়াছে। ইনি গান গাইলে বোধ হয় হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার অনেক টাকা অপব্যয় হইয়াছে। পিয়নিয়র সময়ে সময়ে এই অপব্যয়ের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত পত্র সম্প্রতি লিখিয়াছেন এক ব্যক্তি ত্রিহুতে কতক শস্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত কণ্ট্রাক্ট লয়। পরে আর দুই জন ঠিকাদার লক্ষ টাকা লাভ দিয়া উহার নিকট এ কণ্ট্রাক্ট কিনিয়া লয়। এই দুই জন ঠিকাদার প্রত্যেকে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে।

২৭ এ জুলাই রাত্রিতে ভাটপাড়া গ্রামে বলরাম সরকারের ঘাটে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন পথিক মুসলমান ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক একটী কন্যা সঙ্গে করিয়া উক্ত রাত্রিতে ঐ ঘাটে অবস্থিতি করে। রাত্রি ১১।১২ টার সময় একজন কৈবর্ত্ত জাতীয় দুর্দান্ত যুবক [illegible] ঐ স্ত্রীলোকটীকে নিদ্রাবস্থাতে ঘাটের অন্য একটী কুঠারীতে লইয়া গিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটী যাতনায় হতচেতন হইয়াছিল। দুরাত্মারা কি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইল?

টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল কমন্স সভায় পাস হইয়া গিয়াছে। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, গবর্ণর জেনরলের সহিত পরামর্শ না করিয়া মাকুইস অব সালিসবরি এই বিল অনুসারে উক্ত পদে কোন লোক নিয়োগ করিবেন না। যখন গবর্ণর জেনরলের অমতে বিল পাস হইল, তখন তাঁহার অমতে লোক নিয়োগেরই বা আটক কি?

দিন দিন প্রকৃতির কি বিপর্য্যয়ই ঘটিতেছে। ইংলণ্ড ত এত শীতপ্রধান দেশ কিন্তু তথায় আজিকালি এরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে যে লোকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তথায় ৮২ এবং ফ্রান্সে ৯২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্রে পারদ উঠিতেছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ঢাকার গণি মিঞা সাহেব স্বীয় সাহাজে রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে ঢাকাতে আনয়ন করেন। তাঁহার আগমন সময়ে তোপধ্বনি করা হয়। আসানুল্লা সাহেবের দিলখোষ নামক বাগানে বাসা দেওয়া হইয়াছে। এবং তাঁহাকে ২৫ টী খাসী ও ৬০ মণ চাউলের একটী সিধা দেওয়া হইয়াছে। বীরচন্দ্রের যখন মুসলমানের আতিথ্য স্বীকার করা হইয়াছে, তখন কেবল খাসীর উপর দিয়া যায়, উপরে না উঠে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

একজন বহুদর্শী আফিসর এদেশের ভূমির মূল্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোন কোন বিভাগ উর্ব্বরতা গুণে অন্যান্য অনেক স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সকল স্থান ৭০ বৎসর হইল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের শাসনাধীন থাকিয়া এই ফল জন্মিয়াছে যে ঐ সকল স্থানের ভূমির মূল্য পাঁচ বৎসরের খাজনার তুল্য হইয়াছে মাত্র গ্রেট ব্রিটেনে ৩০ বৎসরের খাজনা ধরিয়া ভূমির মূল্য স্থির হয়। গবর্ণমেণ্ট এদেশের ভূমির উপর অধিক করভার নিক্ষেপ করিতেছেন কি না ইহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

ভারতবর্ষের কোন কোন বিভাগে অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক হওয়াতে দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈবী বিপদ সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া লোক সংখ্যার হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ নিমিত্ত কোন রূপ উপায় উদ্ভাবনের জন্য যত্নবান হইয়াছেন। বিহারের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আসাম প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সিবিলিয়ান হালিস সাহেব এরূপে উপনিবেশ সংস্থাপনে সন্তুষ্ট না হইয়া উপনিবেশ সংস্থাপনের একটী নূতনবিধ উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন একজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত আফিসরকে মনোনীত করিতে হইবে। যিনি পল্লীগ্রামের রীতিনীতি এবং কৃষিকার্য্যের বিষয় ভালরূপ জানেন এবং দেশস্থ সকলেই তাঁহাকে সম্মান করেন, এরূপ হওয়া চাই। তিনি আপনার মনোমত দুইজন সহকারী ও একজন দেশীয় সার্জ্জন সঙ্গে লইবেন এবং একশত ঘর গৃহস্থ সঙ্গে লইয়া উপনিবেশ স্থলে গমন করিবেন। প্রথমে প্রতি গৃহস্থকে ২৫ একার করিয়া ভূমি দিতে হইবে। এই ২৫ একার ভূমি যদি রীতিমত আবাদ করিতে পারে, ৫ বৎসর পরে আর ২৫ একার ভূমি দেওয়া হইবে। এইরূপে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই প্রকৃত কাজ হইবে। এক্ষণে যে সকল পতিত ভূমি আছে তথায় এই উপনিবেশ হইবে। উপনিবেশীদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা দ্বারা উহাদিগকে প্রেরণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া না করিলে এ কাজ হইবে না। ইহাতেই ত এ প্রস্তাবের উপাদেয়তা গেল।

গবর্ণমেণ্ট ক্রমে দেশীয় সেনাদিগের উপর বিশ্বস্ত হইতেছেন। আলাহাবাদের ৩৩ গণিত দেশীয় পদাতিক দলে স্নাইডার রাইফল দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি একটী আশ্চর্য্য যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধ্যাপক টিণ্ডাল ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাতে এরূপ ভয়ানক উচ্চ শব্দ হয় কেহ কখন সেরূপ শব্দ শুনেন নাই। যে সকল সমুদ্র তীরে বিপদের সম্ভাবনা, এটী সেই স্থানে রাখা হইবে। নাবিকেরা এই শব্দ শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবে।

৩রা ভাদ্র মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, অযোধ্যায় রাজপুত্তদিগের কন্যা হত্যাকাণ্ড ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। গত বৎসর প্রায় ছয় শত পল্লীর লোক সংখ্যাতে দেখা গিয়াছে, ৪ বৎসর বয়সের বালক বালিকার মধ্যে বালিকার সংখ্যা শত করা ৪৬ জন হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের সোখাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশ্মীরানেরা কাসগার পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে এবং পথিকদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে পুলিষ ও সরাই করিয়াছে। তাসখণ্ডস্থ রুশীয় গবর্ণর কাসগার নদীর তীরে ব্যারিক সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী আশ্চর্য্য বিচার হইয়া গিয়াছে। একজন দৈনিক পুরুষের একটী বিড়াল হত হয়। একজন ভৃত্যকে উহার হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাণ্টোনমেণ্ট ইনস্পেক্টর কতকগুলি পুলিষ কর্ম্মচারী হাসপাতালের ইনস্পেক্টর জেনরল সকলে হত্যাস্থলে গমন করেন। যথারীতি অনুসন্ধান হয়, মৃতদেহ পরীক্ষা হয়, যথারীতি আসামীর নামে দরখাস্ত করা হয়। বিচারে ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। একজন এদেশীয়ের জীবন অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের একটী বিড়ালের জীবন শত গুণে মূল্যবান

ইংলিসমান পাঠে অবগত হওয়া গেল ১২ ই আগষ্ট পুলিষ এক ব্যক্তিকে চিতপুর হাসপাতালে ধরিয়া আনে। উহার অপরাধ এই, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটী সর্পের দ্বারা আপনাকে দংশন করাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা পাইয়াছিল। ইহার কারণ এই, ঐ ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে বহুদিন কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমে রোগের যাতনাবৃদ্ধি হয়। এদেশীয় অনেকের সংস্কার আছে, সর্প দংশনে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়। সে ঐ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে একটী গোক্ষুর সর্প ধরিয়া আপনার ঘরে আনিয়া রাখে প্রাতঃকালে ঐ সর্পের নিকট হস্ত লইয়া যাওয়াতে সে দংশন করে, পরে ঐ ব্যক্তি স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যায়। তাহার পুত্র সন্ধ্যাকালে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া পুলিষে সংবাদ দেয়। পুলিষ আসিয়া ঐ সর্পটী এবং ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেল, উহার বামহস্তের অঙ্গুলীর মধ্যস্থান দষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানটী ফুলিয়াছে মাত্র। ঐ স্থানে কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া ২২ ঘণ্টার পর উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৮ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯৭৫২০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ২৮৮৮০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ২০৬৬০ টাকা আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২১৯৯০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ১২৭৬০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ৯২৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা ৯ম সংখ্যা পূর্ণশশী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রবন্ধগুলি মন্দ হয় নাই। পদ্যগুলিও মিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে কয়েকজন কুকি কলিকাতায় আসিয়াছিল। উহাদিগকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য লোক বনিতে সমাগত হয়। শুনা গেল খাজে আবদুল গণি উহাদিগকে তাঁহার সুসজ্জিত বৈটকখানা দেখিতে দিয়াছিলেন। এই সকল লোকের অবস্থার উন্নতি ত্রিপুরার রাজার যত্নের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী বলেন উত্তর ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। ওয়াজিরাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইয়াছে। আর দুই তিন মাইল মাত্র বাকী আছে, বোধ হয় এই সপ্তাহের মধ্যেই চিনাব পর্য্যন্ত গাড়ি যাইতে পারিবে।

বোম্বাইয়ে নারায়ণ বাসু দেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

দূত বলেন, রঙ্গপুরের কালেক্টর জজ লেভিন সাহেবকে সিবিল সর্বিস হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য হাইকোর্টের জজেরা আদেশ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠী ভাদ্র বুধবার।

আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম সিন্ধিয়ার রাজা [illegible] মধ্যে বিচার প্রণালীর সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি স্বীয় রাজ্যটিকে ১৬টী সুবায় বিভক্ত করিয়াছেন, এক একটী সুবার বিচার [illegible] একজন সুবাদারের উপর থাকিবে। তাঁহারা ২৫ হাজার টাকা মূল্যের মকদ্দমা পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারিবেন। তদপেক্ষা অধিক টাকার মকদ্দমা হইলে দেওয়ানী কোর্টের জজ পণ্ডিত রাম রাওয়ের নিকট তাহার বিচার হইবে। প্রধান ফৌজদারী আদালতে মেজর এম্ ফিলোজ বিচার করিবেন। তাঁহার আর দুই জন সহকারী থাকিবেন। অন্যান্য দেশীয় রাজগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে বিচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

সুতার কল কেবল বোম্বাইয়ে নহে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইতেছে। আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলের জন্য ১৮ হাজার টাকায় কতকটী কল আনাইয়াছেন, ইহাতে পালকের সুতা কাটা হইবে। কয়েদীরা এই কলে কাজ করিবে। এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে, যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবে পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য সেণ্ট্রাল জেলেও ঐরূপ কল আনা হইবে। এ চেষ্টাটী প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

১ ই আগষ্ট লর্ড নর্থব্রুক সিমলাতে উপনীত হইয়াছেন।

৬ ই আগষ্ট কাবুলে ভূমিকম্প হয়। ভূমি কম্পের সময় এক প্রকার শব্দ হইয়াছিল।

এ বৎসর সিমলা পর্ব্বত রাজপুরুষগণের বিরূহ কাতর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সে কষ্ট বোধ হয় অধিককাল স্থায়ী হইবে না। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্য প্রধানতম সেনাপতি ইহার মধ্যেই তথায় উপনীত হইয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন, ইয়ারখন্দে যাইবার পথে ককসার নামক সেতুটী ভগ্ন হইয়া বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছিল, সেটির সংস্কার করা হইয়াছে এবং এক্ষণে ঐ রাস্তা দিয়া বণিকেরা স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন।

কোন সভ্যতা সম্পন্ন স্থান দর্শন করিলে এবং সভ্য লোকদিগের সহিত মিশ্রিত হইলে তদ্দেশীয় রীতি নীতির অনুকরণে স্বভাবতই প্রবৃত্তি জন্মে, বিলাসিতা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। শ্যামের রাজা ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া অনেক সভ্য হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি ত্রিহুতের রাজা গবর্ণর জেনরলের গমন উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় তিনি একখানি দেশীয় নৌকায় আগমন করেন। কিন্তু যাইবার সময় নৌকায় যাওয়া তাঁহার অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়, একখানি ষ্টীমার ভাড়া করিয়া যাইতেছেন।

পিয়নিয়রের প্রধানতম সম্পাদক অনুপস্থিত থাকাতে এক জন সিবিলিয়ানের হস্তে উহার সম্পাদকতা ভার অর্পিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, গ্রেণ নামক যে এক জন বারিষ্টার কিছুদিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনি পুনরায় স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত না হইয়া কেবল স্বার্থবিশেষের অনুরোধে ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করে, তাহাদের গতিক এইরূপ।

পিয়নিয়র লিখিয়াছেন মফস্বলে দেউলিয়া আইন প্রচলিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। মফস্বলের সামান্য ব্যবসায়ীরা একটু গোল যোগে পড়িলে তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যাহাতে উহারা এই আইনের সহায়তা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

৫ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

শ্যামদেশের রাজা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদিগের রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া যান। এক্ষণে স্বীয় রাজ্যমধ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, রাজা একটী ষ্টেট কাউন্সিল স্থাপন করিয়াছেন, উহার সভ্যগণকে মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে যথা যোগ্য বেতন দেওয়া হইবে। উহাঁরা প্রতি সপ্তাহে সভা করিয়া রাজকার্য্য করিবেন। এতদ্ভিন্ন এক ঘোষণা দ্বারা প্রজাবর্গকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অপরাধি ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিবার বিষয়ে তাঁহারা যেন পুলিষের সাহায্য করেন। যাহারা অপরাধিদিগকে পুলিষের হস্তে অর্পণ করিতে উপেক্ষা করিবে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। একটী প্রিবিকাউন্সিল করিবারও রাজার ইচ্ছা আছে। এতদ্ভিন্ন টেলিগ্রাফ লাইন এবং শাসন কার্য্যের উন্নতি বিধায়ক অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানেরও কল্পনা হইতেছে।

গত জুন মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ৪৭৯৬০৬ টাকা মূল্যের ৩৫৬২৪ মণ তুলা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছে।

আগামী বর্ষে পুরীতে অর্দ্ধেক হারে এবং ঢাকাতে সম্পূর্ণ হারে রথ্যাকর সংগৃহীত হইবে।

৫ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ব্রহ্মদেশে যথা সময় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া শস্যাদির অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছে।

নিজামের রাজ্য দিয়া যে ষ্টেট রেলওয়ে হইতেছে উহা আগামী ১লা নবেম্বর ওয়াড়ি হইতে হাইদ্রাবাদ এবং সেকন্দ্রাবাদ পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় পূর্ব্বে এদেশ হইতে যত অপরিষ্কৃত পাট বিদেশে রপ্তানী হইত এখন অনেক কম হইতেছে। ১৮৭২ অব্দের মে মাসে ইংলণ্ড আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে ৪০০২১৫ হান্দর পাট রপ্তানী হয় ১৮৭৩ অব্দের মে মাসে ২৬৭৩৮২ হান্দর এবং গত মে মাসে ২০৯৩৫২ হান্দর মাত্র রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষ এক্ষণে পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। গত মে মাসে ৪৪৭১১৭ গাণি ব্যাগ রপ্তানী হয়, কিন্তু পূর্ব্বে ইহার রপ্তানী অনেক কম ছিল। এদেশ হইতে পাট নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানী বৃদ্ধি এবং এখানে পাটের কলের সংখ্যা বৃদ্ধিই বিদেশে অপরিষ্কৃত পাটের রপ্তানী কমিয়া যাইবার কারণ বোধ হয়।

ফেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া বলেন, বগুড়া হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, স্থানীয় পুলিষের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন মুসলমান অপরাধীর এইরূপে দণ্ডবিধান করেন. কতকগুলি কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কুকুরগুলি গিয়া ঐ ব্যক্তিকে কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করে!! এটী কি সত্য? যদি সত্য হয় কুকুর দংশনে লোকের কিরূপ কষ্ট হয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের শরীরে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলে হয় না।

গঙ্গায় এক তাড়া চিঠি পাওয়া গিয়াছে। চিঠিগুলিতে টিকিট দেওয়া ছিল, সেগুলি খুলিয়া লইয়া কেহ ফেলিয়া দিয়াছে। যে ব্যক্তি এরূপ করিয়াছে সে এখনও ধৃত হয় নাই। টিকিট দিয়া চিঠি প্রেরণে লোকের বিশ্বাস ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন ফসেট সাহেবের জন্য চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৮০০ টাকা উঠিয়াছে

আগামী শীতকালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল অশ্ব প্রদর্শনী মেলা হইবে তাহাতে পুরস্কার দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

জলপ্লাবন নিবন্ধন গোয়ালপাড়ায় পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৩টী মুদ্রাযন্ত্র আছে। গত বৎসর এই সকল মুদ্রাযন্ত্র হইতে ৫৭৯ খানি পুস্তকাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৬ ই ভাদ্র শুক্রবার।

সম্প্রতি বোম্বাইর বিচারপতি মেরিয়ট পুত্রের উপর পিতার স্বত্ববিষয়ক নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিটুবাই নামে একটী স্ত্রীলোক স্বামীর অত্যাচারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া তিনটী সন্তান লইয়া মিশনরিদিগের শরণাগত হন। এ বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচারপতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সন্তান তিনটী পিতারই থাকিবে, উহাতে মাতার কোন স্বত্ব নাই। এ মীমাংসাটী এদেশের শাস্ত্রানুসারিণী হইয়াছে। "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রঃ" মাতা ভস্ত্রার স্বরূপ পিতারই পুত্র।

নন্দীডুগের এক ব্যক্তি ঘরে আগুন দিয়া তাহার পিতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করে। উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। এরূপ সৎপুত্রের এইরূপ দণ্ডই উচিত।

মান্দ্রাজে বিধবা ও অনাথদিগের যে একটী ফণ্ড আছে, উহার ১২ হাজার টাকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এনিমিত্ত ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারির নামে নালীশ করিবার কথা হইতেছে। মানুষের চরিত্র বিচিত্র। কেহ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করে আর কেহ সেই অর্থ লইয়া আপনার ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করে।

সেকেন্দ্রাবাদের ছোট আদালতে একটী আশ্চর্য্য মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। দুই জন বিবি এক স্থলে নিমন্ত্রণে যান। দুই জনেরই গাউন প্রায় একবিধ। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া উভয়েরই এই সন্দেহ হয়, নিমন্ত্রণ স্থলে অমুক আমার গাউনটী বদলাইয়া লইয়াছে। সহজে এ বিষয়ের মীমাংসা না হওয়াতে ইহা আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। বিচারপতি বিপদে পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদের শুনা আছে, এক জন মাতাল বাবু গুরুর বাটীতে গিয়া এক খানি পা ফেলিয়া আইসে। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্যদিগের উপর পার জন্য মহা তম্বী করিয়াছিল। মেম সাহেবেরা নিমন্ত্রণে গিয়া হাত পা ফেলিয়া আইসেন নাই ইহাই বথেষ্ট।

কুর্গের রাজার নিকট একজন জুয়াচোর গিয়া বলে তাহাকে যত টাকা দিবে সে তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিবে। রাজা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে ২৫০০ টাকা দেন। সে যে কেমন টাকাগুলি দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছে বোধ হয় তাহা আর পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। রাজা এক্ষণে উহার নামে নালীশ করিয়াছেন। ইহারই নাম প্রকৃত রাজবুদ্ধি।

পাতিয়ালার রাজা নিজ রাজ্যের প্রত্যেক তহসিলে এক একটী চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন। দেশীয় রাজারা বাসনাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে এসকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন এটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির ফল সন্দেহ নাই।

আদালার বাবুদিগকে ক্রমে কলিকাতার রোগে পাইতেছে। তাঁহারা তথায় নাট্যশালা সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়াছেন।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল চীনের বহুসংখ্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

চীন হইতে আর ৩১ জন ছাত্র বিদ্যা শিক্ষার্থ আমেরিকায় গমন করিতেছে।

ভারত সংস্কারক বলেন, মথুরানাথ সরকার নামক একব্যক্তি রাজপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবার মানসে রঙ্গপুরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হরিহর বাবুর হস্তলিখিত এক খানি কৃত্রিম নিয়োগ পত্র প্রস্তুত করে কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে পুনরায় একখানি ভূদেব বাবুর কৃত্রিম নিয়োগ পত্র লইয়া কাশীগঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে যায়। কিন্তু তথাকার সব ইনস্পেক্টর বাবু দ্বারকানাথ বাগচীর কৌশলে ধৃত হয়। ইহার তিনমাস কারাদণ্ড হইয়াছে। চাকরীর বাজার গরম হওয়াতেই এই সকল জুয়াচুরি আরম্ভ হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

টাকা শতকরা

৪			১০৩৶—১০৩৷/
৪॥	১৮৭০	(১৮৮৫)	১০৬॥—১০৬৸০
৪॥	১৮৭১	(১৮৮৪)	১০৭৸০—১০৭৸০
৪॥	১৮৭৯	([illegible])	১০৪॥০—১০৪৸০
৫॥	১৮৫৯-৬০	(১৮৭৯)	[illegible]—১০৯৸৶

৭ ই ভাদ্র শনিবার।

কলিকাতায় একখানি ফার্সী ভাষার সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গুইকুমারের বোধ হয় চৈতন্য হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি অসৎ কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন তাহারা যেন তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ না করে। তিনি দাদাভাই নাওরোজীকে দেওয়ান এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং উপরে লিখিত ব্যক্তিদিগকে যে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই গুলি লার্ড নর্থব্রুককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কেবল লোক ছাড়াইয়া অব্যাহতি নাই, প্রচারের শোধন আবশ্যক।

মিরাটের টাইম্স সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট চাঁদ খাঁ বাহাদুর সংস্থাপিত একটী হিন্দু হষ্টেলের জন্য মাসিক ২০০ দুই শত টাকা দানে অনুমতি দিয়াছেন।

গত বুধবার বড়লাট লার্ড নেপিয়র সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সকলে সিমলা জুটিতেছেন।

তুর্কির সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স [illegible] দলের একজন সব লেপ্টেনাণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়স ৭ সাত বৎসর মাত্র। এদেশের [illegible] বৎসরের বালকের সহিত [illegible] পান করে।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:— ২৯ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার [illegible] জেলার [illegible], নাকাশিপাড়া থানার অধীন [illegible] গ্রামে একটী গাভি একটী বৎস প্রসব করে। ঐ বৎসটীর দুটী মুখ চারিটী কর্ণ, দুটী মুত্র দ্বার, পা চারখানি। দুঃখের বিষয় এই গাভী ও বৎস উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১৩ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্ট লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর সকল প্রদেশের অবস্থা সন্তোষকর। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বৃষ্টি অল্প হইয়াছে বিশেষতঃ দক্ষিণ মধ্য বিভাগ পাটনা এবং রাজসাহীর স্থানে স্থানে বৃষ্টির বড় প্রয়োজন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিভাগ এবং দক্ষিণ বিভাগের অবস্থা ভালকটক ও বালেশ্বরে জলপ্লাবন হইয়াছে। কিন্তু শস্যাদির বড় ক্ষতি হয় নাই। পঞ্জাবে ও মুলতানে জলপ্লাবন কমিয়া আসিয়াছে কিন্তু পেশোয়ারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও নদীর জল বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষরূপে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই এ সপ্তাহে সাধারণে বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধেক বিভাগে এ সময় যত বৃষ্টি হয় তদপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে অনেক স্থানে বৃষ্টি এত অল্প হইয়াছে যে আমন ধান্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নদীয়াতে এত কম বৃষ্টি হইয়াছে বোধ হয় আমন ধান্য অর্দ্ধেকও জন্মিবে না। মুঙ্গের এবং সারণের স্থানে স্থানে শস্য ডুবিয়া গিয়াছে, জল কমিয়া না গেলে কত ক্ষতি হইবে বলা যায় না। ভাগলপুর ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যায় উত্তম এবং যথাসময়ে বৃষ্টি হইয়াছে। রাজসাহী কুচবিহার ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আশু ধান্য কাটা হইয়াছে। তথায় আশু ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। পূর্ণিয়াতে ভাদুই শস্য উত্তম জন্মিয়াছে। বগুড়ায় প্রচুর পরিমাণে আশুধান্য জন্মিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণের সংবাদ ভাল। প্লাবন নিবন্ধন মির্জ্জাপুর ব্যাণ্ডা হমিরপুরে কতক ক্ষতি হইয়াছে এবং অধিক বৃষ্টি নিবন্ধন বারাণসী আজমগড় এবং ফতেগড়ে কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। এদিকে বস্তি গোরক্ষপুর এবং আসিতে বৃষ্টির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। কালডনস এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া যাবতীয় প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন, যে সকল নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্যায় হয় নাই এবং এই বলিয়া উহার উপসংহার করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস এই যে, শীঘ্র তাহারই জয় লাভ হইবে।

সার জেমস লিণ্ডসের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ১৭ ই আগষ্ট। ইটালি এবং বেলজিয়ম স্পেনের অধিকার স্বীকার করিয়াছে। মার্শাল বেজিন কলোনে উপনীত হইয়াছেন। কাউণ্ট জার্নাক লণ্ডনে ফরাসী দূত হইয়াছেন। কার্লিষ্টরা মাড্রিড এবং সারাগোসা রেলওয়ে কাটিয়া দিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। বিশপ সরের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ ই জুলাই যে মেইল কলিকাতা হইতে সাউথাম্পটন হইয়া যায় গত কল্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

গত কল্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১২১০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। মার্শাল বেজিনের স্ত্রী বলিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভিন্ন তাহার অন্য কেহ সাহায্যকারী ছিল না। দড়ির সিড়িদ্বারা মার্শাল বেজিনের পলায়নের যে জনরব উঠে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১২ ই আগষ্ট। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জাহানাবাদ উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক উক্ত বিভাগে শ্যামবাজার ইউনিয়নে একটী পুষ্করিণী খননার্থ ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই আগষ্ট। বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় কিছু দিনের জন্য মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। বাবু শশিশেখর দত্ত যিনি এই কার্য্যে ছিলেন, তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

১৪ ই আগষ্ট। সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, এ, কিসার কিছুদিনের জন্য যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন এচ, বি, পর্ভিস উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

ময়মনসিংহের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন সার্জ্জন জি, সি, শা, উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

সার্জ্জন মেজর টি, ম্যাথিউ শ্রীহট্টের সিবিল সার্জ্জন হইলেন।

১৪ ই আগষ্ট। জে, মার্টিন সাহেব কলিকাতার উপনগরের একজন অতিরিক্ত মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৪ ই আগষ্ট। ত্রিপুরার নিম্ন লিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল প্রাপ্ত হইলেনঃ—

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাকান্ত দাস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনী কুমার দত্ত তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের সুবর্ডিনেট জজ বাবু দিগম্বর বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য বাকুড়ার সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই আগষ্ট। সার্জ্জন এচ, ডবলিউ হিল এম, বি, পুরীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিপুরার সদর মুন্সেফ বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার তৃতীয় সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, পি মলক ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২,১৫৭,৫১৭ এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ ই আগষ্ট। মুন্সী গোলাম রসুল বীরভূমের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

নাটুদহ হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

গত ২৬এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে কেহ লিখিয়াছেন যে নাটুদহ নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী প্রেসিডেন্সি কলেজে.

একটী ঘড়ির মূল্যস্বরূপ ৪০০০ চারি সহস্র টাকা এবং বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার সাহায্যার্থ এক কালীন ১০০০ একসহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে দীন দুঃখী বহুতর লোক নিত্য আহার করিতেছে।

১। প্রথমোক্ত দুটী দান ব্যতীত তাঁহার আরো অনেক দান আছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ স্থিতিকাল পর্য্যন্ত মাসিক ১০০ এক শত টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য দিতেছেন।

২। উক্ত পালচৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত জমিদারির মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ নিঃসহায় উপায় বিহীন যত লোক বাস করে তাহাদিগকে বিনা মূল্যে ধান্য দিয়াছেন। এরূপ লোকের সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন নয়।

৩। অধিকারস্থ সমস্ত কৃষককে ধান্য ঋণ দিয়া নিরুপদ্রবে রাখিয়াছেন। এরূপ লোকের সংখ্যা সপ্তত্রি সহস্রের ন্যূন নহে।

৪। কালেক্টর সাহেবের বিশেষ জন্যে অন্য অন্য জমিদারের অধিকারের মধ্যেও নিঃসহায় দিগকে বিনা মূল্যে এবং কৃষকদিগকে ঋণ স্বরূপ ধান্য দিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ উভয়বিধ লোকের সমষ্টি বিংশতি সহস্রের ন্যূন নহে।

৫। নিজ নাটুদহের ব্রাহ্মণদিগের এবং অন্যান্য সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণে যার পর নাই উপকৃত হইয়াছেন। ঐ কার্য্য এবং সাধারণের গতিবিধির সুবিধার জন্য যে সকল রাস্তা করিয়াছেন তাহাতে বহুসংখ্য মজুর লোক কর্ম্ম করিয়া উপযুক্ত বেতন পাইয়া সুখী হইয়াছে।

আর যে লিখিত হইয়াছিল বহুতর দীন দুঃখীকে নিত্য আহার দান করা হইতেছে। এটী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে নয়, অথবা এ নিমিত্ত পৃথকরূপে কোন অন্নসত্র খোলা হয় নাই। কি প্রজা কি কর্ম্মচারী কি অতিথি সমাগত ব্যক্তি মাত্রকেই যত্নের সহিত আহার দেওয়া ইহাঁদিগের নিত্য কর্ম্ম। কথিত বাবুর পিতামহ ৺প্রাণকৃষ্ণ পাল চৌধুরী মহোদয়ের সময় অবধি ঐরূপ অন্নদান এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

রাইপুরে একটী বৈশ্য বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীর লোকে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিবে, ইহাই এতৎ স্থাপনের উদ্দেশ্য। সেখানকার অন্যতর জমিদার বাবু নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ এ অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্যোগী। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মহাত্মা বাবু শিতিকণ্ঠ সিংহ রাইপুরের ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে রাইপুরে অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার অকাল মৃত্যু নিবন্ধন সেই উন্নতি পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইবে আমাদের এরূপ আশঙ্কা হয়। কিন্তু নরেন্দ্র বাবুর অমায়িকতা দয়াশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ দেখিয়া আমাদের সে আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছে

২। দেখিলাম, ভাগলপুর বিভাগের যে যে জমিদার এ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন, আমাদের ছোট লাট সাহেব তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিয়াছেন। আর তাঁহারা বিশেষ রূপে সম্মানিত হইবেন কি না তাহা তাঁহার বিবেচনাধীনে আছে। এটী অতি বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। এরূপ উৎসাহ বাক্য অনেক সৎকার্য্যে প্রবৃত্তির উদ্দীপক হয়। দুর্ভিক্ষ অবসান প্রায়। অন্যান্য বিভাগের কোন কোন জমিদার কিরূপ কার্য্য করিলেন, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। আমরা জানি, বীরভূমের অনেক জমিদার অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অনুসন্ধান লইলেন না। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

৩। রামনগর স্কুলের ছাত্র সম্বন্ধে নাওগ্রাম থানার সব ইনস্পেক্টর যে বিগর্হিত কার্য্য করেন, তাহার তিনি উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছেন। শুনিয়াছি সেই অপরাধে তাঁহাকে আপন কার্য্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ক বৃত্তান্ত আষাঢ় মাসের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়।

৪। বীরভূমের প্রধান স্থান সিউড়ি অঞ্চলে সুচারুরূপে বৃষ্টি পাত হইয়াছে। রোপণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। তবে বীরভূমের অন্য কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। ভূমি কঠিন হইয়াছে। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। শ্রাবণ মাস শেষ হইল, এখনও অনেক স্থলে কিছুমাত্র কৃষি কার্য্য হইল না। আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ বলিতে হইবে। ঈশ্বরের কোপদৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি, বিপদে বিপদে আমাদের দেশ উৎসন্ন হইল।

৩১ এ শ্রাবণ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে হুগলীজেলায় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ইহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটী সভা আছে। কতিপয় দেশীয় এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই সভার সভ্য। ইহাদিগের এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস একক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টী চলিতেছে। সভা কর্ত্তৃক প্রস্তুত নিয়মাবলী অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিদ্যালয়বাটীতে বাইশটী ছাত্রী স্বচ্ছন্দরূপে থাকিতে পারেন। প্রথমে ছাত্রী সংখ্যা সপ্তদশ ছিল, এক্ষণে বিংশতি। একটী অসুস্থতা প্রযুক্ত চলিয়া যান, এবং তাঁহার বন্ধু একাকিনী থাকিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। একটী আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বাটী গিয়াছেন এবং একটীর বিবাহ হওয়াতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে যে বিংশতি ছাত্রী আছেন তন্মধ্যে চারিটী বিবাহিতা। তাঁহাদিগের স্বামীরা কেহ কেহ ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছেন, কেহ কেহ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পাঁচটী বিধবা এবং চারিটী অবিবাহিতা। ইহাদের বয়স নয় হইতে দ্বাবিংশতি পর্য্যন্ত।

চারিটী ছাত্রী মাসিক ১০ টাকা করিয়া বেতন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন। সকলকেই সাধারণ ও সঙ্গীত ও সূচিকর্ম্ম বুনান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকলেই বিদ্যালয় বাটীর সমুদায় নানাপ্রকার গৃহকর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত যত্ন প্রদর্শন করেন এবং কেহ কেহ বা রন্ধনশালায় বিদ্যালয়স্থ মহিলাগণের আহারের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

অদ্যাপি এরূপ অবস্থার কেহ প্রবেশার্থী হন নাই যাঁহার পক্ষে সাধারণ নির্দ্ধারিত মাসিক বেতন (২১০) অধিক মনে করিয়াছেন। কোন দরিদ্র অবস্থায় প্রবেশ করেন নাই।

ছাত্রীগণের উন্নতি দেখিলে এরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনের ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক বোধ হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় যে তাঁহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা হইতে উপকার লাভ করিতে তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছুক। তাঁহারা বিদ্যালয়ের নিয়ম

[illegible] সুচারুরূপে প্রতিপালন করেন এবং এখন বিবেচনা করা যায় তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ কঠিন নিয়মাদির বশবর্ত্তী হন নাই তখন তাঁহাদিগের নিয়ম পালন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মতে ছাত্রীবৃন্দ জ্ঞান এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত আশাজনক।

বিধবাদিগের জন্য ছটী বৃত্তি আছে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীরা পরে শিক্ষয়িত্রী হইবেন। এক্ষণে [illegible] বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীদিগের বয়স [illegible] মধ্যে। নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা এই বৃত্তি দিয়াছেন।

[illegible] মিস কার্পেন্টরের দ্বারা ছটী বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার নাম "মিস কার্পেন্টর বৃত্তি"। অনরেবল এ হবহাউস ও বাবু কালীমোহন দাস একটী বৃত্তি দিয়াছেন, যাহার নাম "ইংরাজি ও বাঙ্গালা বৃত্তি"। অনরেবল এ হবহাউস ও বাবু দুর্গামোহন দাস ঐ নামক আর একটী দিয়াছেন।

[illegible] শ্যামমোহিনী একটী দিয়াছেন যাহার নাম "শ্যামমোহিনী বৃত্তি"। নবেম্বর ও জুলাই মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের আয়ের তালিকা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

ইংরাজ ভদ্রলোকগণ প্রদত্ত মাসিক চাঁদা	৯২৫
বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ প্রদত্ত	১২৯০
[illegible] বেতন	২১১৭/০
[illegible] টাকা	১২২১।৫
এককালীন দান	৩৭৫৯
	৯৩১২॥/৫

ইহার মধ্যে খরচ বাদ ৪৫৫৫॥/১৫ বক্রী আছে। [illegible] শিক্ষয়িত্রী বেতন না লইয়া কার্য্য করাতে অল্প মাসিক ব্যয় ৫০০।৫৫০ টাকার অধিক হয় নাই। যিনি এরূপ সহৃদয়তার সহিত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ও তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি আগামী [illegible] শিক্ষাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন তখন একজন পারদর্শী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত [illegible] কিছু টাকার প্রয়োজন হইবে। অতএব বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণের নিকট হইতে যতদূর সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে [illegible] জন্য সভা নিতান্ত ইচ্ছুক। [illegible] বর্ত্তমান বৎসরের পর বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব [illegible] সম্পূর্ণরূপে তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তজ্জন্য সভ্যগণের প্রার্থনা যে, যেসকল বাঙ্গালি ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বাসনা করেন তাঁহারা অবৈতনিক সম্পাদক মিসস ফিয়ারকে তাঁহাদিগের ইচ্ছা জানাইবেন। তাঁহার ঠিকানা "ওলড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা"। যাহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা হয় চাঁদা দিবেন নচেৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রী পাঠাইবেন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৪ ই আগষ্ট।

নদীর নাম — সর্ব্বকম্মতি জল।

ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	২৫	
সুবপুর ও মাইলের মধ্যে	১৮	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৭	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৯	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২১	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহনা	১৯	৬
তাকার পাড়া	১৮	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৯	
তথা হইতে কট ১ নং	২৩	৬
তথা হইতে বোলমারি	১৮	৪
তথা হইতে আলিকদহ	১৮	৫
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৯	৬
মোহানায়	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ১৭ ই আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৫	১০

বহরমপুর ১৭ ই আগষ্ট ১৮৭৪ } টি, বেটি সি ই, প্রতিনিধি এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ঐ ঐ রাজমোহন দাস চৌধুরী ফরিদপুর	১০
ঐ ঐ শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেতবল্লভপুর	৫॥০
জিনাতুল্লা তহশীলদার আখানগর গ্রাম	৫॥০
ঐ ঐ যাদবচন্দ্র বড়ুয়া—আসাম	১০

১৮৭৪ অব্দের আগষ্ট এবং ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা গোপীলাল পাড়ে—পাকোড়
শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বড়ুয়া—গৌহাটী।
ঐ ঐ যদুনাথ দত্ত—হোসেঙ্গাবাদ।
ঐ ঐ মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়া।
ঐ ঐ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঝিনিয়া দহ
ঐ ঐ গঙ্গানারায়ণ মজুমদার গোস্বামিখণ্ড।
ঐ ঐ যজ্ঞেশ্বর পাহাড়ী—ক্ষীরপাই।
ঐ ঐ গৌরীকান্ত সেন উকীল দৌলত খাঁ।
ঐ ঐ ইন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারি মুরাদপুর।
ঐ ঐ আনন্দনাথ বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ।
ঐ ঐ ভুবনমোহন সিংহ—মজবোল।
ঐ ঐ মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাণ্ডিলপাড়া।
ঐ ঐ তারণব্রহ্ম মজুমদার বেলিয়াগ্রাম।
ঐ মহম্মদ ছাবেদ—দৌতেশ্বর।
ঐ ঐ পঞ্চানন লাহিড়ী—খাজুরাগ্রাম।
ঐ ঐ উপেন্দ্রনাথ মুস্তফী চন্দননগর বাগবাজার।
ঐ ঐ উৎসবচন্দ্র মৈত্র—বগুড়া।
ঐ ঐ যোগেন্দ্রনাথ রায়—চুয়াডাঙ্গা।
ঐ ঐ নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—ডিহিরি।
ঐ ঐ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাশ্মীর।
শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা।
জেমস লায়েল কোং—বহরমপুর।
গোয়ালন্দ জ্ঞানবিকাশিনী সভা।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪[illegible] সংখ্যা।

প্রবঞ্চনা প্রজ্ঞানিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সম্ভবতী স্বনিমদ্বনী ন হীয়তা। *

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ১৬ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ৩১ এ আগষ্ট

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। যাঁহার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাকঘরে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ৷৷০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে পুস্তকের মূল্য ভিন্ন ৴০ এক আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। তবে যিনি এককালে ১০ খান অথবা তাহার অধিক পুস্তক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না। আট আনার হিসাবে প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। তাহার যে ডাক মাশুল লাগিবে, তাহা আমি নিজ হইতে দিব। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, ৴১০ আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরিত হইলে গৃহীত হইবে না। বিদেশের কোন গ্রাহক অথবা কলিকাতার গ্রাহকগণ কলিকাতার যে স্থানে পুস্তক পাইতে কহিবেন, লোক দ্বারা সেই খানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ সাল ৪ ঠা ভাদ্র। শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

প্রোফেসর উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩য় বার মুদ্রিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০০ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য ১২৷৷০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩২ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, জি, এম, সি, বিকর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে চুচুড়ার সারদা প্রসাদ কুণ্ড এবং আদ্যনাথ কুণ্ড এবং বাবুগঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ড, বাবুগঞ্জে রামকমল কুণ্ড এবং সারদা প্রসাদ কুণ্ড, কলিকাতা বাবুগঞ্জ, এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্যান্য অনেক স্থান এবং বিলিব গঞ্জে প্রেমচাঁদ কুণ্ড এবং ভুবনচাঁদ কুণ্ড, এবং কলিকাতা বাবুগঞ্জ খাকরিয়া এবং মুঙ্গের বিভাগের অন্যান্য স্থান, সমস্তিপুর এবং ত্রিহুত জিলায় পাকরীতে কার্ত্তিকচরণ দে এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এই সকল কারবারে ১২৮১ সালের ১ লা বৈশাখ অবধি বাবু আদ্যনাথ কুণ্ড আর অংশীদার নাই।

মুইনো লা এণ্ড কোং
সলিসিটার্স।

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক প্রভৃতি স্বত্ত্বের সহিত বন্ধক থাকাতে বন্ধকীপত্রের মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ত্ব আগামী ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেসর্স মেকেঞ্জি লায়েল কোং দ্বারা একসচেঞ্জ হালে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। যথাঃ—

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ২ য় ভাগ। ২, মেঘনাদবধ কাব্য, এক খণ্ডে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই) ৩, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা কাব্য। ৫, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ৬, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৭, কৃষ্ণকুমারী নাটক, (এক্ষণে ছাপা নাই) ৮, পদ্মাবতী নাটক। ৯, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১০, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১১ একেই কি বলে সভ্যতা ?

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার ৭ [illegible] নং কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীট মেং এ, সেণ্ট জন কারুথর্স উকীলের আফিসে প্রাপ্তব্য।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট [illegible] লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাক মাশুল ৴০ এক আনা।

লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল
কলিকাতা।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বাবুগঞ্জ পটারি [illegible]

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত [illegible] দ্রব্য আবশ্যক হয় [illegible] প্রস্তুত করিয়া দেওয়া [illegible]।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি [illegible] প্রস্তুত আছে।

মেজ [illegible] নির্ম্মিত [illegible] এবং উহার [illegible] ও বেঞ্চ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল উহা যেখিয়াছে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল উহা।

ফাযার ব্রিক।

ফাযার ক্লে।

বাটীর নক্সা, ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত দ্রব্য করা যাইবে, টাইল এবং ফাযার ব্রিক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ৷৷০ এবং তৎকৃত ভিষগ্ বন্ধু মূল্য ১ ডাকমাসুল ৵০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৵০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিত প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল ৴০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বপ্নভঙ্গ ১ ডাক মাসুল ৵০।

ইন্দ্র বাবু প্রকাশিত রত্নাকর ১, ডাক মাসুল ৵০

ক্যাম্বেল টিটমেন্ট ১৷৷০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—◇—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনেরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিয়লজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।৴০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ১০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দেওয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩৷৷ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই ভাদ্র সোমবার।

যে সে ব্যক্তিকে দলিল পত্রাদির সব রেজিষ্টর পদ প্রদান করাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তদ্বর্ণন করিয়া নদীয়া জেলার কতকগুলি প্রজা একখানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছে, যথা স্থানে উহা প্রচারিত হইল। প্রেরিত পত্রের লিখিত বিষয়টীর তত্ত্বানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আর ইহাও কর্ত্তব্য, যে সকল ব্যক্তির সব রেজিষ্টর পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে কোন ক্রমে তৎপদ প্রদান করা না হয়। লোক মনোনীত করিবার দোষে অনেক আইন বিফল ও অনেক আইনের বিষময় ফল ফলিয়া থাকে।

—•••—

নীলকরদিগের গুণের পরিচয়।

নীলকর মিয়ার্স সাহেবের কারাদণ্ড হওয়াতে নীলকর মহলে হুলস্থূল পড়িয়াছে। যেন ভীমরুলের চাকে ঘা লাগিয়াছে। নীলকরদিগের লিখিত পত্রে পত্রে ইংলিসমান ছাইয়া যাইতেছে। সম্পাদকও ক্রোধে অধীর হইয়া ঐ সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। ইহারা ক্রমে পাঁচু ও তাহার সাক্ষিগণকে ছাড়িয়া সমুদায় বাঙ্গালি জাতিকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। একজন নীলকর লিখিয়াছেন, "জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য মফস্বলের ব্যবসায়, চিফ জষ্টিস ও জষ্টিস কিয়ার ইহা শুনিয়া কি বিস্মিত হইবেন? এই সকল জালকারী ও মিথ্যা সাক্ষীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক, কিছু দিলেই ইহাদিগকে পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে সত্য কথা মিলে না, যে পর্য্যন্ত স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে সেপর্য্যন্ত ইহারা শপথপূর্ব্বক যা ইচ্ছা তাই বলিতে পারে।" সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া এইরূপ অনেক বকিয়াছেন। ভদ্র লোকের সে সকল কথায় উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তবে এই একটী কথা, যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, কাহারা ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির কলঙ্কস্বরূপ, আমাদিগের অঙ্গুলী অগ্রে এই সকল মহাপুরুষের দিকে অগ্রসর হয়। যে দুই একজন অন্য সাহেব মিয়ার্স সাহেবের কারা দণ্ডের অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন, সম্পাদক তাহাদিগকে সহস্র মুখে গালিবর্ষণ করিয়াছেন।

ক্ত পত্রে মিয়ার্স সাহেবের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। সিন্দুরীর সিরেক সাহেবের এক পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম এই, যখন মারপীট হয়, মিয়ার্স সাহেব তখন ঘটনাস্থলে ছিলেন না, লোকনাথপুরে ছিলেন। অতএব তাহা হইতে মারপীট হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা গতবারে এ কথার উত্তর দিয়াছি, পুনরায় কহিতেছি অনেক জমীদারের

১৬ কিম্বা ৩২ দাড় বিশিষ্ট পান্সী আছে। তাহার কল্যাণে তাঁহারা এক স্থানে দাঙ্গা করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘটনা স্থল হইতে বিশ ক্রোশ দূরে গিয়া কোন আদালতে হয় ত মকদ্দমা করিতেছেন। সেখানকার বিচারপতি সাক্ষ্য দিলেন যে ব্যক্তি বেলা একটার সময় এখানে মকদ্দমা করিয়াছেন, তাহার ১১ টার সময় বিশক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে দাঙ্গা করিবার সম্ভাবনা কি? মিয়ার্স সাহেবের সম্বন্ধে এরূপ হওয়া কি অসম্ভাবিত? ইংলিসমান সম্পাদক কি এই কথা বলিতে চান, ইউরোপীয়েরা ধার্ম্মিক, অতএব জুয়াচুরি ও অত্যাচারপ্রভৃতির নামগন্ধ জানেন না? নীলকরপ্রধানপ্রদেশে শ্যামচাঁদ প্রভৃতির যে প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার মূল কে? নীলকরদিগের আমলারা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে কি তাহার সৃষ্টি করিয়াছিল? প্রজাদিগকে কুটীতে ধরিয়া নিয়া যে বন্ধন ও প্রহারাদি করা হইত, নীলকরেরা কি তাহার কিছুই জানিতেন না? ইউরোপীয় মতের কথা আমরা বড় বলিতে পারি না, আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কিন্তু অনুমতিদাতা ও পাপকর্ত্তার বড় ইতর বিশেষ করেন নাই “প্রযোজয়িতা অনুমন্তা কর্ত্তা চেতি সর্ব্বে স্বর্গনরকফলভোক্তারঃ”। অত্যাচার ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত হইলে নীলকরেরা কি তাহার জোগাড় করিতেন না?

বর্ত্তমান লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পলকে আমাদিগের অনুরোধ এই, তিনি এই সময়ে সাবধান হউন। নীলকর প্রধান প্রদেশে পুনরায় যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, আমরা তাহার লক্ষণ দেখিতেছি। পাপীর পক্ষসমর্থন, এটী বড় অমঙ্গল লক্ষণ। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়েও নীলকরেরা এইরূপ একতাবদ্ধ ছিলেন এবং ইংলিসমান সম্পাদক তাহাদিগের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে সাবধান হইলে সহজে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

এই প্রস্তাব লেখা সাঙ্গ হইলে আমরা অপরের প্রেরিত এতৎসংক্রান্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রাপ্ত হইলাম। ইংরাজী সমাচার পত্রের ইউরোপীয় সম্পাদকেরা দেখুন, তাঁহারা পাপির পক্ষসমর্থন করিয়া এদেশীয়দিগের মন কেমন বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। এখনও আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পাপীর পক্ষসমর্থন হইতে বিরত হউন। পাপীর পক্ষসমর্থন করিয়া কেহ কখন ভব্য হইতে পারে না।

ইংলিস ম্যান ও মিয়ার্স সাহেব।

মনে করি ইংরাজদিগের প্রতি সদ্ভাবের সহিত কথা কহি এবং যাহাতে প্রজাদিগের মনে রাজভক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করি। [illegible] ইংলিসমানের ন্যায় দুই এক জন স্বজাতিপক্ষপাতী ইংরাজ তাহা করিতে দেন না। উক্ত সংবাদ পত্র এক মিয়ার্স নীলকরকে লইয়া যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। এত বাড়াবাড়ি কেন? আমরা যশোহর হইতে সমাগত কোন বিজ্ঞ বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে মিয়ার্স সাহেবের প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছে সে সমুদায় সত্য, তবে পাছে, উপযুক্ত সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে নাই [illegible] তাহারা পাছে, তাহার পক্ষ ও সাহেবের বিপক্ষ হইয়া কেহ সাক্ষ্য দিতে সাহস করে? [illegible] ২৬ এ আগষ্টের ইংলিসমানে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট মিয়ার্স সাহেবের এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র ও তাহার সহিত কতকগুলি লোকের জবানবন্দি প্রকাশ করা হইয়াছে। [illegible] যে মারপিটের দিন কুঠীতে ছিলেন না, তাহাই প্রমাণ করা সেই জবানবন্দিগুলির উদ্দেশ্য। সেই সাক্ষীদের বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ ইংলিসমান ও তাঁহার ইংরাজ [illegible] দিগের মত এই যে “নেটিব” সাক্ষ্যের [illegible] অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। নেটিবদের মত প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক জগতে দ্বিতীয় জাতি নাই। তবে নেটিবদের সাক্ষ্য দ্বারা মিয়ার্স সাহেবের কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইল কেন? [illegible] নিজের [illegible] বিশেষ সাক্ষাদাতাদিগের সকলেই মিয়ার্স সাহেবের অধীনস্থ লোক, সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে আমরা অনুরোধ করি, যেন হঠাৎ ভুলিয়া না যান, বিশেষ সতর্ক ভাবে যেন ন্যায্য বিচার করিবার চেষ্টা করেন।

ইংলিসমান মনে করেন, তাঁহার জাতিভায়ারা একেবারে স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন। দুষ্কর্ম তাঁহাদের কোষ্ঠিতে লেখে নাই। তাঁহার ২৭এ আগষ্টের “চক্ষে দেখা” স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক কি বলেন? আমাদের ঠিক বিপরীত সংস্কার। আমাদের মত এই যে, ভারতবর্ষবাসী ইংরাজেরা করিতে পারেন না এমন দুষ্কর্ম [illegible] নাই। বিশেষ খুন, এ কার্য্য [illegible] সমানের সম্পাদক একটি ক্রোড় [illegible] করিতে পারেন। এই [illegible] আমাদিগকেই তাহা ও তাঁহা [illegible] ইচ্ছা হইবে তবে [illegible] একটা কথা আছে [illegible] বক্স, তাহা [illegible] ধর্ম্মের কোন [illegible] [illegible] না। [illegible] যদিও [illegible], ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের ভাবনা উদয় হইলেও নিবৃত্ত হয় না। বিকৃত ম্যাকসন রক্ত হস্ত পদকে

আস্থব করিয়া তুলে। বিশেষ নেটিবের পৃষ্ঠের সহিত সেই হস্তপদের যে কি বিকৃত সম্বন্ধ বলা যায় না। সে পৃষ্ঠ দেখিলে হস্ত পদ কোন প্রবোধ মানে না। ইহার একটী মাত্র ঔষধ আছে।

"দুষ্ট স্য লাঠ্যৌষধং"

আমরা এরূপ অভদ্র ও জঘন্য ইংরাজদিগকে যখন দুই এক ঘা উত্তম মধ্যম দিতে শিখিব, তখন আমাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে। সম্ভ্রম কেন পৃষ্ঠের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া "গুড নাইট" বলিতে হইবে।

নীলকরদিগের অকৃতজ্ঞতা।

নীলকরেরা বঙ্গদেশ হইতে প্রতিপালিত হইতেছে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার দূরে থাকুক, বাঙ্গলাদেশের উপরে আবার অত্যাচার। ইহাদিগের তুল্য অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? ইহাদিগের জ্বালায় প্রজারা আপন আপন ভূমিতে স্বেচ্ছামত শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। কেহ কোন অংশে নীলকরের আজ্ঞার ব্যাঘাত করিলে তাহার আর নিস্তার থাকে না। তাহাকে বন্ধন করিয়া কুঠিতে লইয়া যাওয়া হয়, যার পর নাই প্রহার করা হয়, আরো নানা প্রকার অত্যাচার করা হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে পূর্ব্বকার নীলকরদিগের যে সমস্ত অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রজার ভিটায় পুকুর কাটা, তাহার পরিবারের প্রতি অত্যাচার, এবং তাহার বধ পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইয়াছিল। মধ্যে দণ্ড ভয়ে তাহারা কিঞ্চিৎ শান্ত ছিল, পুনরায় পূর্ব্ব রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তবে আমাদিগের আহ্লাদের বিষয় এই, স্মিথ সাহেব সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। মিয়ার্স সাহেবের মকদ্দমা দ্বারা অনুমান হইতেছে, স্মিথ সাহেব নীলকরদিগের গূঢ় অত্যাচার বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন। আমরা প্রস্তাবান্তরে অনুরোধ করিয়াছি, সর রিচার্ড টেম্পলের এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত। তিনি কমিশন নিয়োগ করিয়া হউক, আর অন্য প্রকারে হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করুন।

নীলকরেরা যে দেশের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, সেই দেশের প্রজার উপরে অত্যাচার, উহাদিগের এতাবন্মাত্র অকৃতজ্ঞতা নয়, ঐ দলের কোন কোন ব্যক্তি নীলকর মিয়ার্সের মকদ্দমার প্রসঙ্গ করিয়া জাতিসাধারণে বাঙ্গালিদিগকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা স্বার্থপর জুয়াচোর প্রভৃতি বলিয়া অকারণ গালি দিয়াছে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে। নীলকরেরা কি আত্মদৃষ্টান্তে সমুদায় বাঙ্গালিকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, স্বার্থপর ও জুয়াচোর দেখিলেন? আমরা ত বাঙ্গালিদিগকে জাতি সাধারণে ঐ সকল দোষে দূষিত দেখিতে পাই না। তবে কতকগুলি বাঙ্গালি ঐ দোষে দূষিত দৃষ্ট হয় যথার্থ। তাহারা কিরূপ লোক, তাহাদিগের ঐ প্রকার হইবার কারণই বা কি, নীলকরেরা তবে শ্রবণ করুন। তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ অশিক্ষিত। না জানে তাহারা সংস্কৃত, না জানে ইংরাজী। সৎ উপায়ে হউক, আর অসৎ উপায়ে হউক, কোনরূপে অর্থ উপার্জ্জন করা মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য, ইহাই তাহারা জানে। মানুষের আর কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহারা তাহা জানে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বল, জুয়াচুরি বল আর স্বার্থ সাধন বল, অর্থের নিমিত্ত তাহারা সমুদায় কাজ করিতে পারে। নীলকরদিগের এ দেশে আগমন, এদেশের কতকগুলি মূর্খ জমীদারের প্রাদুর্ভাব ও গবর্ণমেণ্টের আইন তাহাদিগের উল্লিখিত স্বভাবের অনুরূপ কার্য্যের অনুশীলন দ্বারা সেই স্বভাবকে দৃঢ়তর ও পরিপক্ক করিয়া তুলিয়াছে। ঐ সকল লোক সচরাচর নীলকর ও জমীদারদিগের চাকুরী স্বীকার করে। মূর্খ জমীদার ও নীলকরেরা যা করিতে বলে, তাহারা তাই করে, ক্ষণকালের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করে না। প্রভুদিগের উপদেশই তাহাদিগের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভয়ের অপেক্ষা তাহাদিগের চাকরীর ভয় প্রবল। প্রভুর কথা না শুনিলে চাকরী থাকে না, সুতরাং তাহারা যেমন উপদিষ্ট হয়, তেমনি করে। গবর্ণমেণ্টের আইনেও কতকগুলিকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা করিয়া তুলিয়াছে। পাঁচুর মকদ্দমাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পাঁচু প্রথম নালিশ করিল, সাক্ষী ছিল না বলিয়া অগ্রাহ্য হইল। তাহাকে সুতরাং সাক্ষী সাজাইয়া পুনরায় নালিশ করিতে হইল। আমরাও অনেক মকদ্দমা দেখিয়াছি, অনেকে যথার্থ কথা কহিয়া মকদ্দমা পান নাই।

পক্ষান্তরে আমরা দেখিয়াছি ১৯ আইন হইবার পূর্ব্বে ভদ্র বাঙ্গালিরা প্রাণান্তেও আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতেন না। তাঁহাদিগের দুটী শঙ্কা ছিল। প্রথম, যদি বিস্মরণ অথবা ভ্রম প্রযুক্ত দুই একটী মিথ্যা বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হয়, নরকগামী হইতে হইবে। দ্বিতীয়, দুর্নাম শঙ্কা। কতকগুলি ব্যবসায়ী সাক্ষী ছিল, তাহারা আদালতে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিত। ভদ্র লোকেরা যদি সাক্ষ্য দিতে যান, লোকে তাঁহাদিগকেও এই ব্যবসায়ীর দলে গণনা করিবে। তখন কেবল ধর্ম্মভয় নয় লোক গঞ্জনারও ভয় প্রবল ছিল। কোন ভদ্র লোক আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাহার নিন্দা ও তাহাকে উপহাস করিত। এক্ষ

দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে ভদ্র বাঙ্গালিদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য দান বিষয়ে অতিশয় ঘৃণা আছে। ১৯ আইন হইবার পরেও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এড়াইতে পারিলে ভদ্র বাঙ্গালিরা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যান না। যাহাদিগকে যাইতে হয় অগত্যা যাইতে হয়, না গেলে দণ্ড আছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দান বিষয়ে এদেশীয়দিগের অতিশয় ঘৃণা আছে, ইহাদিগের ব্যবহার দ্বারাই যে কেবল ইহা প্রতীয়মান হইতেছে এরূপ নহে, এদেশের শাস্ত্রকারেরাও ইহার বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মঘ্না যে স্মৃতা লোকে
যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নাশ্চ
তে তে স্যুর্ব্রুবতো মৃষা॥

যে সকল সাক্ষী মিথ্যা কথা কহে, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রী বালক ঘাতী ও মিত্রদ্রোহীর যে লোকে বাস হয়, তাহাদিগেরও সেই লোকে বাস হইয়া থাকে।

যঃ পরার্থেঽপহরতি
স্বাং বাচং পুরুষাধমঃ।
আত্মার্থে কিং ন কুর্য্যাৎ সঃ
পাপী নরকনির্ভয়ঃ॥
অর্থাবৈ বাচি নিয়তাঃ
বাঙ্মূলা বাগ্‌ বিনিঃসৃতাঃ।
যস্তু তাং স্তেনয়েৎ বাচং
স সর্ব্বস্তেয়কৃৎ নরঃ॥

যে অধম পরের নিমিত্ত আপনার বাক্য অপহরণ করে অর্থাৎ সকল কথা স্পষ্ট করিয়া না বলে, নরকনির্ভয় সেই পাপাত্মা আপনার নিমিত্ত কি না করিতে পারে। যে বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে বাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হয়। বাক্য তাহার মূল। যে ব্যক্তি সেই বাক্য অপহরণ করে অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া [illegible] তাহার সর্ব্বপ্রকার চুরি করা হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার চৌর্য্যের যে পাপ তাহার সেই পাপ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালিদিগের প্রতি স্বার্থপরতার যে দোষারোপ করা হইয়াছে, ইহার পর অন্যায় আর নাই। অনেক বাঙ্গালি পরের নিমিত্ত ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছেন। অনেকে অজস্র দান অন্যের বৃত্তি বিধান ও অতিথি শালা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। নীলকরদিগের বোধ হয় তাহাদিগের ক্ষুদ্রপ্রাণী ক্ষুদ্রাশয় আমলাদিগের চরিত্র দর্শন করিয়া এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে এদেশের সমুদায় বাঙ্গালি স্বার্থপর। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই নীলকরদিগের আমলারা তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের আদর্শ, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা যেন এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন। যখন নীলকর সম্বন্ধে কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে, সেই সিদ্ধান্তের অনুসারেই যেন সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ষ্টেট সেক্রেটারির অন্যায় ব্যবহার।

সময়ে সময়ে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে দুই একটী আজ্ঞা প্রচার করেন, তদ্দর্শনে এই মনে হয়, ইংলণ্ডের স্বার্থসম্বন্ধ থাকিলে তাঁহারা ভারতবর্ষের ইষ্টানিষ্টের বিষয়ে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন। ইংলণ্ডের লাভ সম্ভাবনা হইলে ভারতবর্ষের ক্ষতি বৃদ্ধির বড় গণনা করেন না। ভারতবর্ষের ক্ষতি করিয়া যদি ইংলণ্ডের লাভ হয় তাহাতে তাঁহারা বিমুখ হন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে যদি ঐ দ্রব্য ইংলণ্ডে পাওয়া যায়, এরূপ হয়, তাহা হইলে উহা এদেশে ক্রয় করিবার যো থাকে না। ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট ইণ্ডেণ্ট করিয়া ইংলণ্ড হইতে উহা আনিতে হয়। এ সকল বিষয়ে ষ্টেটসেক্রেটারির হস্তক্ষেপ করাতে যে কত অনিষ্ট ঘটে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ঐ সকল দ্রব্য এদেশে ক্রয় করিলে অল্প সময়ে ও অল্প মূল্যে উহা পাওয়া যায়, অথচ এদেশের বাণিজ্যেরও সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। পূর্ব্বে এই নিয়মটী কিছু শিথিল ছিল। পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য অতি শীঘ্র আবশ্যক হইত সেগুলি এখানে ক্রয় করা হইত। এখন একটী সামান্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইলেও ইংলণ্ড হইতে আনাইতে হয়। উহা আনিতে দেড় বা দুই বৎসর অতীত হইয়া যায়। গত ১৫ই মে এক বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব্ব নিয়মটী রহিত করিয়া এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, শীঘ্র দরকারি হউক আর নাই হউক কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে আফিসরদিগকে তন্নিমিত্ত ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট অবশ্য ইণ্ডেণ্ট করিতে হইবে। এ আজ্ঞাটী কেমন অসঙ্গত, সময়ে সময়ে উহার ভঙ্গ করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সম্প্রতি কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আফিসিয়াল গেজেটখানি বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। প্রেসের অধ্যক্ষ ১৮ মাস পূর্ব্বে কাগজের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট ইণ্ডেণ্ট করিয়াছিলেন, উহা এ পর্য্যন্ত পঁহুছিল না। সমুদায় কাগজ নিঃশেষিত হইল, এক খানিও কাগজ ছিল না। গেজেট বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী এক কারমে কাগজের নিমিত্ত টেলিগ্রাম করিলেন। তাঁহারা নিয়মিত সময়ে কাগজ যোগাইতে লাগিলেন। গেজেট ছাপা হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় ছয়মাস কাল অতীত হইলে পর ষ্টেট সেক্রেটা-

ষ্টেট সেক্রেটারির অবলম্বিত উল্লিখিত নীতি যে কেমন গর্হিত, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। ষ্টেটসেক্রেটারির এতদূর করা উচিত হয় না। এ গুলি কিছু অধিক বাড়াবাড়ি। এই বাড়াবাড়ি দেখিয়াই বোধ হয় অনেকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের স্বার্থ অনুসন্ধান করিয়াই ষ্টেট সেক্রেটারির সমুদায় কার্য্য করা কর্ত্তব্য

বাঙ্গালাদেশের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের একটী উপায়।

গ্রাম্য ও অশিক্ষিত লোকেরাই কেবল অশ্লীলতা ভালবাসে, কিন্তু সভ্য ভদ্র ও বিজ্ঞ লোক মাত্রেই ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা অশ্লীলতা দোষকে কাব্য শাস্ত্রের একটী প্রধান দোষ বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জুগুপ্সা ব্রীড়া ও অমঙ্গল ব্যঞ্জক ভেদে অশ্লীলতা দোষ তিন প্রকার সংস্কৃতের আলোচনার অভাব ও শিক্ষাকার্য্যের দুরবস্থা নিবন্ধন এক্ষণে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের অশ্লীতা দোষকে দোষ বলিয়া বোধ নাই। বাঙ্গলাদেশের কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্যোগবান হইবা এই অশ্লীলতা দোষের নিবারণার্থ একটী সভা করিয়াছেন। ইহা আমাদিগের অতিশয় আনন্দের হইয়াছে। যাহাতে কেহ অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও অশ্লীল গান ও বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে না পারে, সভ্যেরা সেই চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু দেশমধ্যে যে একটী প্রধান অশ্লীল ব্যবহার বিজৃম্ভমাণ হইতেছে, সে দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশের পরিচ্ছদ পরিধান সেই অশ্লীল ব্যবহার। বঙ্গদেশীয়েরা যেপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন, তাহাতে বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাঁহাদিগের অঙ্গ সকল অনাবৃত প্রায় থাকে। এই দিগের বর্ণিত জুগুপ্সা* ব্যঞ্জকতা ও ব্রীড়াব্যঞ্জকতারূপ উভয়বিধ দোষের যুগপৎ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত সভার সভ্যগণের এতন্নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টাবান হওয়া উচিত।

এতন্নিবারণের তিনটী উপায় আছে। প্রথম, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকের রুচি পরিবর্ত্ত করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। দ্বিতীয়, গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধায়ির দণ্ড বিধানের আইন করা। তৃতীয়, তন্তুবায়েরা যাহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারে, তাহার আইন করা। প্রথম উপায়টী স্বল্পকালসাধ্য অথবা অনায়াসসাধ্য নহে। বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা না হইলে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের দোষ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয় উপায়টীও আমাদিগের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না। ইহাতে অনেকের দণ্ড বিধান করিতে হইবে, অনেকের মনে ক্লেশ জন্মিবে, গবর্ণমেন্ট অত্যাচার করিতেছেন বলিয়া অনেকের সংস্কার হইবে। তৃতীয় উপায়টীই আমাদিগের অধিকতর উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যে তাঁতি পাতলা সরু কাপড় বুনিবে, তাহার দণ্ড হইবে, দণ্ডের টাকার পরিমাণ করিয়া যদি এই প্রকার একটী আইন করা হয়, অনায়াসে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান রীতি রহিত হইয়া যায়।

সমাজের লোকেরা আমাদিগের এই প্রস্তাবে কি বিরক্ত হইলেন? আমরা তাঁহাদিগকে চটের মত মোটা কাপড় পরাইবার পরামর্শ দিতেছি না। যাহাতে সমুদায় অবয়ব দেখা যায় এমন সরু ও পাতলা কাপড় তাঁহারা না পরেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা ঘন ও সূক্ষ্ম সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিলে কি বিলাসিতা রক্ষা ও অশ্লীলতা দোষের পরিহাররূপ উভয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না? বিজ্ঞ লোকেরা এই প্রকার বস্ত্রেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা শিশুপাল বধ কাব্যের একটী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ অভিনিবিষ্ট চিত্তে

> ত্রপাঁর্দসীমপি ঘনা
> মনল্পগুণকল্পিতাং।
> প্রসারয়ন্তি কুশলা
> শ্চিত্রাং বাচং পটীমিব॥

মাঘ কবি কোমল অথচ অধিকসংখ্য সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রকার বস্ত্র কি হৃদয়হারী নয়? কাপড় পরা হইল অথচ সমুদায় অঙ্গ দেখা যাইতে লাগিল যদি এরূপ হয়, কাপড় পরিবার ফল কি? তাদৃশ বস্ত্রে বস্ত্রশব্দও অন্বর্থ হয় না।

উপসংহার কালে আমরা পুনরায় উল্লিখিত সভাকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে বাঙ্গালাদেশ হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান রীতি রহিত হয়, সভ্য যেন সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা পান। পশ্চিম দেশের লোকেরা ত বাঙ্গালা দেশের লোকের ন্যায় এমন জঘন্য পাতলা কাপড় পরেন না।

দুর্ভিক্ষে কে লাভবান হইল?

এরূপ এক দল আছে, তাহারা পরের বিপদ খুঁজিয়া বেড়ায়। ঐ সময় তাহাদিগের উপার্জ্জনের সময়। লোকের ঘরে আগুন লাগিল, ঐ দল সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্থ গৃহের দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সে হতবুদ্ধি হইয়া দেখিতেছে। আর সর্ব্বল ঘর কিরূপে রক্ষা পাইবে, তাহার চেষ্টায় বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে। ও দিকে উল্লিখিত দল তাহার বহিঃক্ষিপ্ত দ্রব্য সামগ্রী ক্রমে সরাইতে আরম্ভ করিল। রাজা সমরে পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হইলেন। বিপক্ষ সেনাগণ তাঁহার রাজ্য লুঠ করিতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার কপট আত্মীয়গণ গুপ্ত মণি মুক্তা প্রবলাদির হরণ আরম্ভ করিল। পলায়িত রাজা যে ঐ সকলের সাহায্যে জীবন ধারণ করিবেন সে পথও ঘুচিয়া গেল। একটী খুন হইল। খুন করিয়াছে বলিয়া যাহার উপর সংশয় হইল, সে প্রস্থান করিল। দারোগার ভয়ে তাহার পরিবার সর্ব্বও বাটী ত্যাগ করিল। লোকে বিপদে আত-

হরণ করিয়া লইল। এই দেশ সাধারণ বিপদ রূপ দুর্ভিক্ষে একদল লাভবান হইয়াছে, এখনও হইতেছে। সে দল কে? ব্যবসায়িরা সেই দল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানদারেরা তন্মধ্যে প্রধান। আমরা উঁহাদিগের তণ্ডুল বিক্রয় ব্যাপারটীকে এ প্রস্তাবের উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। এই এক তণ্ডুল বিক্রয়ে উঁহাদিগের ত্রিবিধ লাভ। প্রথম, বাজারে যে চাউলের যে দর উঁহারা তাহার অপেক্ষা অধিক দর লয়। দ্বিতীয়, ভাল চাউলের সহিত মন্দ চাউল মিশাইয়া ভাল চাউলের দরে বিক্রয় করে। তৃতীয়, ওজনে কম দেয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রভাবে অনেকের দিন আনা দিন খাওয়া হইয়া উঠিয়াছে। পরিবারের আহারোপযোগী চাউল কিনিতে পারে অনেকের প্রতি দিন এরূপ উপার্জ্জনও হয় না। তাহার উপরে এই উপসর্গ। তণ্ডুল বিক্রয়ের ন্যায় এই উপসর্গের নিবারণও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইহার নিবারণে অনেকের বিশেষ লাভ হয় সন্দেহ নাই। এ ১কলের নিবারণ কঠিন কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে বাজারের অবস্থা দর্শন ও এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার একটী নিয়ম করিলেই অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এ অনুসন্ধানের ভার কাহার উপরে দেওয়া হয়? যদি পুলিসের সামান্য কর্ম্মচারির হস্তে ভার সমর্পণ করা হয়, তাহাদিগের উপার্জ্জনের আর একটী পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা ক্ষতে ক্ষারের ন্যায় অধিকতর ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তন্নিমিত্ত আমাদিগের অভিপ্রেত এই, পুলিসের প্রধানতম কর্ম্মচারী অথবা মাজিষ্ট্রেটেরা মধ্যে মধ্যে ইহার অনুসন্ধান করেন।

—ooo—

পৈতা পরিলেই ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না।

আমরা দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া শুনিতেছি আমাদিগের বাসগ্রামের অদূরবর্ত্তী কোদালিয়া ও হরিনাভির কতিপয় কায়স্থ যুবক পৈতা পরিয়াছেন। আমরা এতদিন মৌনাবলম্বী হইয়া জল কতদূর গড়ায় দেখিতেছিলাম। দেখিলাম অনেক দূর গড়াইয়াছে। আর অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া উচিত হয় না। সুতরাং আমাদিগকে লেখনী গ্রহণ করিতে হইল। ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম পরিচয়দান উল্লিখিত যুবকদিগের পৈতা ধারণের উদ্দেশ্য। ইহাতে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় হইল, অথবা আর কিছুর পরিচয় হইল আমরা তাই ভাবিতেছি। পৈতাধারী কায়স্থ যুবকদিগকে আমাদিগের গুটি কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। পৈতা পরিলেই কি লোকে ক্ষত্রিয় হয়? চৈত্র মাসে কাওরা হাড়ি গোয়ালা প্রভৃতি পৈতা পরিয়া সন্ন্যাস করে, তাহারা কি ক্ষত্রিয় হয়? দ্বিতীয় কথা এই, এখন চৈত্রমাস নয়, এ ভাদ্র মাসে পৈতা পরিবার এত ধূম কেন? কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, বিচার মুখে আমরা যেন স্বীকার করিলাম। যাহারা বাস্তবিক কায়স্থ, তাহারা যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে, এক দিন শোভা পায়। কিন্তু যাহারা মূলে কায়স্থ নয়, তাহাদিগের এ অভিমান কি ধৃষ্টতার কার্য্য নহে? বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে? অগ্রে নির্ণয় করিয়া পৈতা পরিবার চেষ্টা করিলে কি ভাল হইত না? আমরা একটী বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। যাঁহারা পৈতা পরিয়াছেন, তাঁহাদিগের পিতা পিতামহ প্রভৃতি দাস ঘোষ দাস বসু প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া সর্ব্বকাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, এখন কুলতিলকেরা বর্ম্মা এই উল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করিলে তাঁহাদিগের পিতা পিতামহাদি তাহা গ্রহণ করিবেন কি না? পিণ্ড দানের কথা থাকুক, তাঁহাদিগের মৃত পিতা পিতামহাদি তাহাদিগকে নিজ পরিবার বলিয়া চিনিতে পারিবেন কি না? বসুর পুত্র বর্ম্মা! চিনিবার পথই বা কি রহিল? তবে আনন্দের বিষয় এই, আমাদিগের প্রতিবেশিগণের আর কোন উন্নতি দেখিতে পাই না এই এক উন্নতি দেখিলাম। কাহার হইতে কায়স্থ!! কায়স্থ হইতে ক্ষত্রিয়!! স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। আমরা সেই ক্ষত্রিয় দেখিতে পাইলাম, এটী আমাদিগের সামান্য আনন্দের বিষয় নয়।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণমপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" মনু ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব কহিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমে ক্রমে ক্রিয়া লোপ হেতুক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর লিখিত হইয়াছে, "মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ" মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল, এক্ষণে আর ক্ষত্রিয় নাই, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ কহিতেছেন, অথচ আমরা নূতন ক্ষত্রিয় দেখিতেছি। এই নূতন ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়দিগের রীতির অনুসারে যে ক্রিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে কি না? এও আর এক প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন এই, শাস্ত্রে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলে না, তবে যাঁহারা পৈতা লইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় সন্তান এ কথা কে বলিয়া দিল?

—ooo—

মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপরতা।

স্বার্থ মানুষের এমনি প্রিয় পদার্থ যে ইহার কোন রূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা হইলে আর তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এদেশে সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের দুর্ভাবনার আর সীমা নাই। তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজী বর্ষের প্রারম্ভে এদেশে মাঞ্চেষ্টর হইতে যে সকল বস্ত্রাদি আইসে তাহার আমদানী শুল্ক রহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট এক আবেদন করেন, ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তর এই উত্তর দিয়াছেন, এতৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম আছে, তাহার সংশোধনার্থ আগামী শীতকালে এক কমিটী করিবার সম্ভাবনা আছে। বস্ত্রাদির অধিক শুল্ক গ্রহণ করা হয় তাঁহাদের এমন বোধ হয় না। অপর উহার যেরূপ বাজার দর ধরিয়া শুল্ক গ্রহণ করা হয়, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বরং ঐ সব বস্ত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। মাঞ্চেষ্টরের বণি

দাগের সুবিধার নিমিত্ত যদি এদেশীয় বণিক দিগের কোন অনিষ্ট করা হয়, ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের কল্যাণদ্বেষী বলিয়া নিন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র ব্যবসায় এদেশের উন্নতির একটী প্রধান সাধন ছিল। মাঞ্চেষ্টরী বস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উহার লোপ ও তন্মূলক ভারতবর্ষের উন্নতি হ্রাস হইয়াছে। প্রায় সমুদায় তাঁতির অন্ন উঠিয়াছে এবং অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ীর অন্ন মারা গিয়াছে। এদেশে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের পুনর্বার উন্নতি হয়, সেটী কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শ্লাঘার বিষয় নয়? আমরা কবে তবে স্বাধীনতা শিক্ষা করিব? দেশের ধনবান লোকেরা আর কতকাল কেবল গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ গণিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিবেন? তাঁহারা কি উদ্যোগবান ও অধ্যবসায়শালী হইবেন না? তাঁহারা যদি দৃঢ়ব্রত হন, কেবল কাপড়ের ও সুতার কল কেন, নানা বিষয়ের কল হইয়া ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ স্বল্পকালমধ্যে রূপান্তর পরিগ্রহ করে এবং চতুর্দ্দিকে উন্নতির স্রোত বহিতে থাকে।

কেবল এক চাকরীর উপরে
নির্ভর করিলে আর
চলে না।

বিধাতা এদেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের প্রতি বড়ই প্রতিকূল। ইহাদের অদৃষ্ট অতি মন্দ। কৃতবিদ্য যুবকগণ আশা করিলেন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া বড় বড় কর্ম্ম করিবেন, তাহার কত বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কাম্বেল সাহেব এদেশে দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, ইহাঁরা কি করেন, ৭০।৮০ টাকা যাহা হয়, এক একটী কর্ম্ম লইয়া কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন ভাবিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন বোধ হইতেছে না। গত মার্চ্চ মাসের নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ফল দর্শনে লেপ্ট নেণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে ইংলিসম্যান যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখা গেল তাঁহাদের সে গুড়েও বালি পড়িতেছে। ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, মার্চ্চ মাসের পরীক্ষায় দুই শত ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব পরীক্ষায় ১৭৬ জন উত্তীর্ণ হয়। সমুদায়ে ৩৭৬ জন কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এদিকে উচ্চ শ্রেণীর ৩৭৫ টী এবং নিম্ন শ্রেণীর ১০০ টী কর্ম্ম আছে মাত্র। ইহাতে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৫ টী কর্ম্ম খালি হইবে। যদি সমুদায় কর্ম্মই ইহাদিগকে দেওয়া যায় তাহা হইলেও গত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিতে হইলে ১৩।১৪ বৎসর লাগিবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন, এমন অবস্থায় এত নম্বর পাইলে উহারা কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইবে, এরূপ একটী নিয়ম করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অথবা এরূপ একটী নিয়ম করা আবশ্যক, যতগুলি কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে দেওয়া যাইবে, উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ততগুলি ছাত্র কর্ম্ম পাইবেন মাত্র। পরীক্ষার নিয়মগুলিও কঠিন করা হইয়াছে। পূর্ণ নম্বরের তৃতীয়াংশ নম্বর থাকিলেই উত্তীর্ণ হইত, এক্ষণে তিন ভাগের দুই ভাগ নম্বর অর্থাৎ ৬০ পূর্ণ নম্বর হইলে ৪০ নম্বর রাখিতে না পারিলে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। আমরা বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। কর্ম্মের সংখ্যা কম, কর্ম্মার্থির সংখ্যা নিতান্ত অধিক। ইহাঁদিগেরও পণ চাকরী ভিন্ন আর কিছু করিব না।

বিবিধ সংবাদ।

৯ ই ভাদ্র সোমবার।

দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের পুনঃপুনঃ অনুযোগে সাপ্তাহিক রিপোর্টের কলেবর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও আশানুরূপ কাজ হইতেছে না। সংবাদ প্রেরিত ও পুলিস সংক্রান্ত নিয়মগুলি ত স্পর্শ করাও হয় না। বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলিরও যথাযথ অনুবাদ করা হয় না। দেশীয় সংবাদ পত্রে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলন হয় না, এবং ইহাতে বড় ভাল কথা থাকে না, এইটী দেখানই কি রবিন্সন সাহেবের উদ্দেশ্য? না লোকে যে বলে তিনি একজন অর্দ্ধশিক্ষিত ফিরিঙ্গী যুবকের হস্তে সমুদায় কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহাই সত্য?

পুনাতে এবৎসর একটী অশ্ব প্রদর্শনী মেলা হইবে। আজি কালি অশ্ব জাতির উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে নানা অনুষ্ঠান হইতেছে, গবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ দান করিতেছেন। এদেশে গো বংশের ক্রমে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে, যাহা আছে তাহাও নিতান্ত নির্জীব প্রায়। গো বংশের রক্ষার্থ কোন প্রকার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান উচিত।

কলিকাতার বিশপ আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত সিমলায় থাকিবেন। ধর্ম্ম যাজকেরা ক্রমে বিলাসী হইয়া উঠিলেন।

সিমলায় বর্ষে বর্ষে যে শিল্প প্রদর্শনী মেলা হয় এবার তাহা না হইয়া ফার্সিথ সাহেব কাশগোর হইতে যে সকল নূতন পদার্থ আনিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইবে।

গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে ৫৬৬৯ মাইল রেলওয়ে রাস্তা খোলা হয়। ইহাতে ৩৩৩৮১৬২২ টাকা আয় এবং ১৮৮৫৮৯৮৫ টাকা ব্যয় হয়। ১৪৫২২৬৩৮ টাকা লাভ থাকে।

ইংলণ্ডে "রেলওয়ে রক্ষিণী সভা" নামে একটী সভা হইয়াছে যাহাতে আরোহীদিগের কোন বিপদ আপদ না ঘটে, রেলের কার্য্যাদি সুন্দররূপে চলে এবং পথ্যাদি লইয়া যাইবার ভাল বন্দোবস্ত করা হয়, সভার এইগুলি উদ্দেশ্য। এদেশে দেশীয় আরোহীদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী একটী সভা হয় আমাদের ইচ্ছা।

সেণ্টপিটর্স বর্গের সংস্কৃতের অধ্যাপক মিনায়াফ পালি ভাষা শিক্ষার্থ সিংহলে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি রুশীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য পালি ভাষার পুস্তক সকল সংগ্রহ করিবেন।

সেণ্ট লুইসে মিসিসিপি নদীর উপর যে প্রকাণ্ড সেতু [illegible]

৪ ঠা জুলাই উহা খোলা হইয়াছে। এই সেতুটীর নির্ম্মাণে ৬ বৎসর তিন মাস কাল লাগিয়াছে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক একজনের উপর ১১০ টাকার এক ডিক্রি পান। ডিক্রি পাইয়া তাঁহার বাটী নিলাম করেন। বাটীটী ৪০ টাকায় বিক্রীত হয়। সরিফের এবং অন্যান্য সরকারী ব্যয় দিয়া ব্যাঙ্ক পাঁচ আনা পাইয়াছেন। যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

তুলার বাজার হঠাৎ নরম হওয়াতে বোম্বাইর বণিকগণ চিন্তিত হইয়াছেন। এক জন ইংরাজ বণিক দেউলিয়া হইয়াছেন।

১৫ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪১৮৪৪০ টাকা আয় হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময় ২৪৫৩১০ টাকা আয় হয়। এবৎসর ১৭৩০৯০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ১৭৯০০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর উক্ত সপ্তাহে ১৭৯১০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ৩৭৮০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমেরিকার স্ত্রীগণের উন্নতি যেমন এমন আর কুত্রাপি নয়। সম্প্রতি কুমারী রেবেকা রবার্টস নামে একটী স্ত্রীলোক আমেরিকায় আন্টিয়ক কালেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশেও ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ রীতি ক্রমে দেখা দিতেছে। সে দিন মান্দ্রাজ ট্রামওয়ের কোচমানেরা বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করে। এ নিমিত্ত গাড়ি বন্ধ হয়।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, কাবুলের প্রায় প্রত্যেক সর্দ্দার আমীরের উপর অসন্তুষ্ট। অনেকে পীড়াদির ভাণ করিয়া আমীরের দরবারে যান না, কেহ কেহ বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড় ইচ্ছুক নন। কাবুলের গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ পরিবর্ত্ত হয় সকলেরই এই ইচ্ছা।

বোম্বাই গেজেট মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন; ভিজিগলের নিকট ডাকাইতেরা [illegible] ৫ শত রেজিষ্টরি করা চিঠি লুঠ করিয়া লইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিল। দস্যুদিগের এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

মান্দ্রাজে গত বৎসর স্কুলের সংখ্যা ২৩৭৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ৫৬৮৬২ বৃদ্ধি হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যাই অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১৫৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এ বৎসর প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্থানীয় ফণ্ড বোর্ড অথবা মিউনিসিপালিটী হইতে ৪০৮১ স্কুলের সাহায্য দেওয়া হয়।

১০ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম তাঞ্জোর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, গত ছয় মাসের মধ্যে তথায় এক বিন্দুও বারিবর্ষণ হয় নাই। পুষ্করিণী প্রভৃতি শুকাইয়া গিয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক বোম্বাইর নারায়ণ বাসুদেবের মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। এই সকল গুণেই তিনি এদেশের এত প্রেমাস্পদ হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের গতিই স্বতন্ত্র। সম্প্রতি উতকামুণ্ডে ২০০ দুই শত একার ভূমি বিক্রয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দেন। এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন। তিনি কেবল বিজ্ঞাপনের উপর বিশ্বাস করিয়াই উহা ক্রয় করেন। ক্রয় করিয়া ভূমি মাপিয়া দেখেন ২৫ একার মাত্র হইল! তিনি এক্ষণে কমিশনরের নিকট টাকা পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এক্ষণে কাহার দোষে এরূপ হইল তাহার অনুসন্ধান হউক, এ দিকে ওবেচারা ঘরের টাকা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াক।

রসাপাগলার ভূতপূর্ব্ব প্রিন্স গোলাম মহম্মদের স্মরণার্থ একটী দাতব্য হাসপাতাল ও একটী ডিস্পেন্সরি স্থাপনের জন্য স্থান মনোনীত হইয়াছে। ভূমি এবং দ্বিতল একটী বাটীর জন্য ১৬ হাজার টাকা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যান্য সরঞ্জামে আর ৯ নয় হাজার টাকা লাগিবে।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুগণ একত্রিত হইলেই লাম্পট্য পরনিন্দা বৈরনির্য্যাতন ও উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কথোপকথন করিয়া থাকেন। রাজকুমারের বক্তৃতা দ্বারা বোধ হইতেছে, [illegible] অতিশয় হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দোষগুলি যদি হিন্দু সাধারণ হইত, মনু ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং, এরূপ লিখিতেন না।

লণ্ডন নগরে ৩২১৯ জন পুরুষ এবং ২৬০৮ জন স্ত্রী সঙ্গীত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে।

ইউরোপীয় সভ্যতা কেমন চমৎকার নিম্নলিখিত বিষয়টী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। একটী ইউরোপীয় যুবক ইংলিসম্যানে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তিনি অবিবাহিত। কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে ভাড়াটিয়ার ন্যায় থাকিতে চাহেন। দ্বাবিংশতি বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম না হয়, উক্ত বাটীতে অন্ততঃ এরূপ তিনটী অবিবাহিতা যুবতী থাকা চাই। তিনটীই ভগিনী হইলে আরো ভাল হয়। উহাদের ভ্রাতা থাকিলে হইবে না। ভ্রাতা থাকিলে বিরক্ত করিতে পারেন। তিনটীকেই একচেটিয়া করা ইহার অভিপ্রেত।।

উৎকল হিতৈষিণীতে লিখিত হইয়াছে, কেন্দ্রাপাড়া সব ডিবিজনে কোন স্ত্রী অভিন্ন কলেবরের যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। দুটীর কটিদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত জোড়া। উভয়ের দুই হাত, কিন্তু চারি খানি পা। দুই জনের দুই মস্তক পরস্পর সংলগ্ন। বালিকাটী বালকের বাম ভাগে অবস্থিত।

১১ ই ভাদ্র বুধবার।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, সম্প্রতি দক্ষিণ আরকটে একটী অমানুষিক নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একটী শেল্ফের উপর কিছু পয়সা রাখে, কিয়ৎক্ষণ পরে সে পয়সা দেখিতে পায় না। [illegible]

জানি না, ইহাতে সেস্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পয়সা কি হইল তাহাকে বলাইবার জন্য তাহার হস্তদ্বয় তৈলসিক্ত বস্ত্র দ্বারা দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়! স্ত্রীলোকটীর শরীর এরূপ পুড়িয়া গিয়াছিল যে তাহাকে দুই মাস কাল হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিতে হইয়াছে। সেসময়ে ঐ দুরাত্মার বিচার হইতেছে। এক পয়সায় বাঁচে ও এক পয়সায় মরে অনেক ক্ষুদ্রাশয় এরূপ আছে।

ভূমি কম্প সম্বন্ধে নানা জাতির নানা রূপ সংস্কার আছে। অস্ম হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই, অনন্ত দেবের মস্তকে পৃথিবী আছে, পৃথিবীর ভারে অনন্ত দেব কাতর হইলে যখন এক মস্তক হইতে অন্য মস্তকে পৃথিবী ধারণ করেন সেই সময় ভূমি কম্প হয়। আর্ম্মেণীয়দিগের বিশ্বাস এই, পৃথিবী একটী বৃষের পৃষ্ঠে আছে, মক্ষিকা বৃষের গায়ে বসিলে সে যখন মস্তক নাড়ে তখন ভূমিকম্প হয়।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, এম এ, উপাধি ধারী চারলস টর্ণর নামে উয়ারউইক সায়ারের একজন ইংরাজ ডবলিউ এচ স্মিথ কোম্পানির দোকানে কয়েকদিন পুস্তক দেখিতে যান, কিন্তু আসিবার সময় কয়েক খানি পুস্তক লইয়া আইসেন। তিন চারি দিবস পরে দোকানের কেরাণী অনুসন্ধান করিয়া ঐ এম, এ, মহাশয়কে ধরে। তিনিও চুরি স্বীকার করেন, কিন্তু বাদিগণ ভদ্রতা করিয়া মকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এমন কর্ম্ম আর করিবেন না। বাঙ্গালি কৃতবিদ্যদিগের অনেক দোষ আছে বটে কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে আজিও কেহ এম, এ, চোর দেখা দেয় নাই। লেখা পড়ার কেমন গুণ, বিদ্বান লোকের কৃত দুষ্কর্ম্মের মধ্যেও একটু ধর্ম্মভাব থাকে। এম, এ, ভায়া চুরি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মিথ্যা কহেন নাই, চুরি করা স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৭৩। ৭৪ অব্দের পঞ্জাবের তুলার রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অনেক কম জমিতে তুলার চাস করা হইয়াছে। গুরুদাসপুরে পঙ্গপালে এবং কর্ণেলহিসার ও লুধিয়ানায় বৃষ্টিতে ক্ষতি করাতে তুলা কমিয়া গিয়াছে। কেবল জলন্ধরে উত্তম তুলা জন্মিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি মাঞ্চেষ্টরের বণিক সভার এক অধিবেশনে বোর্ড অব ডাইরেক্টরেরা যাহাতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলের সুবিধা হয় তন্নিমিত্ত আমেদাবাদ হইতে আজমীর পর্য্যন্ত এক রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব করেন। মার্কুইস অব স্যালিসবরির নিকট আবেদন করিবার জন্য এক কমিটী হইয়াছে। এরূপ একটী রেলওয়ে হইলে বাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ গিনিতে ৫১৩২১ উপনিবেশী গমন করিয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের প্রধানতম আদালতে প্রবেশার্থী প্লীডারদিগের পরীক্ষায় একজন প্লীডার বড় একটী কৌতুকাবহ উত্তর দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বোধ কর এক জন নোট জাল করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ফরিয়াদির পক্ষের উকীল, তুমি কি প্রমাণ করিবে? উকীল বলিলেন, যে সকল ব্যক্তি উহাকে নোটে স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে তাহাদিগকে আনাইয়া সাক্ষ্য দেওয়াইব। প্রশ্ন—বোধ কর, যখন সে নোটে স্বাক্ষর করিয়াছিল তখন সেখানে কেহ উপস্থিত ছিল না, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? উত্তর—কেন? যাহারা শপথ করিয়া বলিবে তাহারা স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে এমন সকল লোক আনিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইব!! আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাদুর্ভাব কিরূপ ইহা হইতে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতে পারে।

গত সোমবার জাস এ, আল ডিস্ এম, এ, বঙ্গদেশীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ছাত্রদিগের পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরাজদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালি ছাত্রদিগের সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে অধিক ক্ষমতা আছে।

১২ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত শনিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাদের আফিসের অদূরে গঙ্গায় এক খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া ৩০ জনের জীবন নাশ হয়। প্রায় ৫০ জন স্ত্রীপুরুষ এবং ১৫ টী গরু ঐ নৌকায় কলিকাতায় যাইতেছিল। গরু কয়টী সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল। নৌকায় অধিক লোক লওয়া না হয় তাহার তদারক করিবার নিমিত্ত নদীতে পুলিষ সৈন্য না আছে?

গত মার্চ্চ মাসে হুগলী পাটনা ঢাকা কটক এবং গৌহাটীতে যে নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হয়, উক্ত পরীক্ষা দানার্থ ৪২৩ জন অনুমত হন, কিন্তু পরীক্ষা স্থলে ৩৮৫ জন মাত্র উপস্থিত হন এবং পরীক্ষা দেন। ইহার মধ্যে ৬৭ জন উচ্চ শ্রেণীতে এবং ১৩২ জন নিম্ন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুরোধে আর একজনকে নিম্ন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয়। সমুদায়ে ২০০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জন আসাম বাসী।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, আগামী ডিসেম্বরের ১০। ১৫ দিন হইলেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শীতকালীন ভ্রমণ আরম্ভ হইবে। গ্রীষ্ম কালে পর্ব্বতবাস, শীতকালে দেশ ভ্রমণ এক্ষণে বর্ষাকালে দেশীয় রাজা রাজড়ার বাটীতে ভোজ খাওয়া ও নৃত্য গীতাদির আমোদ সম্ভোগের একটী ব্যবস্থা করিলেই ভারতবর্ষ শাসনের চূড়ান্ত হয়।

গত বৎসর অযোধ্যার ৭০ জন ধনবান ব্যক্তি প্রায় ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া উক্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন।

আমীর সিয়ার আলী ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপহার দিবার জন্য উৎকৃষ্ট রেসমের কয়েক খানি কার্পেট প্রস্তুত করাইতেছেন।

* তেল দাও সিঁদুর দাও ভবী ভিজ ভুলিবার নয়।

তুর্কিস্থান গেজেটে এক কৌতুকাবহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে, একটী কুকুর বিক্রীত হইবে। উহাকে ক্যাঞ্জিস্থান হইতে আনা হইয়াছে। কুকুরটী অতিশয় বুদ্ধিমান, অঙ্ক বুঝিতে পারে এবং এক রাশি কাগজের মধ্য হইতে এক খানি নির্দ্দিষ্ট কাগজ বাহির করিতে পারে। গণিত শাস্ত্রের কোন অধ্যাপক বোধ হয় শাপভ্রষ্ট হইয়া কুকুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

মাল্রাজের রেবেণিউ বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের পেয়াদা মাত্রকেই লাল রঙের কটি বন্ধন দেওয়া হউক, এবং লাল রঙই গবর্ণমেণ্টের রঙ বলিয়া ঘোষিত হউক। গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন অন্য কোন পেয়াদা লাল রঙের কটি বন্ধন পরিধান করিলে সে দণ্ডনীয় হইবে। ইহাতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই প্রকার বায়ুতেই ভারতবর্ষের অনেক টাকা উড়াইয়া দেয়।

ভাউনগরের একজন দেশীয় শিল্পী একটী ক্লকঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছে সে সমুদায় ভারতবর্ষ-জাত। এটী অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতবাসিদিগের ভারতবর্ষের প্রতি এই প্রকার প্রেম না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।

জর্ম্মণ সংবাদ পত্র সমূহ বলিতেছেন, রুশীয়ার সহিত চীনের শীঘ্র একটী যুদ্ধ হইবে। কাসগারই এই বিবাদের মূল। চীনেরা বহু দিন পূর্ব্ব হইতে এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

হাইকোর্টের আপীল বিভাগে ছয় জন অতিরিক্ত অনুবাদকের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদিগকে বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইবে।

১৮৭৪ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ ব্রহ্মে ৬৩১০২৩৯০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, এবং ৬৪৭৬০১৯৬ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। এই উভয় বিধ বাণিজ্যকার্য্যের জন্য ১০০০৩৩-১৮ টন বোঝাই ২৩৯৭ খানি জাহাজ ব্রিটিশ ব্রহ্মে আইসে এবং ৯৮৫১১৯ টন বোঝাই ২৪৯১ খানি জাহাজ তথা হইতে বিদেশে গমন করে।

১৫ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৮ জনের মৃত্যু হয়, ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যু সংখ্যা এ সপ্তাহে ১৯ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০ জনের ওলাউঠায় ৮৫ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হয়।

গত মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় চিতপুর রাস্তায় একটী এদেশীয় বৃদ্ধা এক খানি গাড়ি চাপা পড়িয়া গুরুতর রূপে আহত হয়। উহার জীবনসংশয়। গাড়ীওয়ালা ধৃত হইয়াছে।

১৩ ই ভাদ্র শুক্রবার।

জলপ্লাবন নিবন্ধন রাজমহলে বড় ক্ষতি হইয়াছে।

লাড হবার্ট কোচিনের রাজাকে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি আগামী মাসে কোচিন গমন করিবেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরলদিগের স্বাধীনতা নাই, তাহাতেই এই, আর স্বাধীনতা থাকিলে লাড হবার্ট কি করিতেন বলা যায় না।

সম্প্রতি মহীসুরে কাদান নামক এক স্থানে ভূমি কম্প হইয়া যাবতীয় কূপের জল অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভূমি কম্পের সময় একরূপ শব্দ হইয়াছিল।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের পোষ্ট আফিস এই নিয়ম করিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে সাউথ্যাম্পটন দিয়া যে সকল সংবাদ পত্র এদেশে আসিবে, তাহার মাসুল পূর্ব্বের ন্যায় দিতে হইবে না, এক পেনি (আড়াই পয়সা) দিলেই হইবে। এদেশ হইতে যত সংবাদ পত্র ইংলণ্ডে যায় তাহারও মাসুল কমান আবশ্যক।

পালমাল গেজেটে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত হইয়াছে। ডাক্তারদিগের এই একটী চিকিৎসা প্রণালী আছে কোন রোগীর শরীরে রক্ত না থাকিলে অন্যের শরীর হইতে রক্ত লইয়া তাহার শরীরে প্রবেশিত করিয়া দিয়া তাহার শরীর পোষণ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু এই রক্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হইলে বড় বিপদ ঘটে। উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, আমেরিকার সিমসন নামক এক ব্যক্তি যক্ষ্মা রোগে মৃত প্রায় হয়। ডাক্তার হপকিন্স তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি অন্যের শরীরের শোণিত তাহার শরীরে প্রবেশিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা পান। প্রথমে সিমসনের বন্ধুবান্ধবের শোণিত প্রার্থনা করাতে তাহার অসম্মত হয়, তিনি অন্য উপায় না পাইয়া সিমসনের একটী ছাগল ছিল, সেইটী আনিয়া তাহার রক্ত উহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। সিমসন ছাগলের রক্তে পুষ্ট হইয়া যে ছাগলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে, ডাক্তার স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। মৃতপ্রায় সিমসন ঐ রক্তে পুষ্টি লাভ করিয়া শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ডাক্তার সাহেবকে গুঁতাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। ডাক্তার বিপদ দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সিমসন গিয়া ছাগলের ন্যায় কবাটে ঢু মারিতে লাগিল। কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলে এমন সময় তাহার শাশুড়ী সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াতে সে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে এক গুঁতা মারিয়া মেঝিয়াতে ফেলিয়া দিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে মেঝিয়াতে সবুজ রঙের নানা রূপ ফুল কাটা কার্পেট বিছান ছিল, সেই সকল ফুল খাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে কৌশল করিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তাহার ছাগলের ন্যায় চীৎকারে পাড়ার লোক বিরক্ত হইয়া উঠিল। সিমসনের অবস্থা দর্শনে এবং তাহার স্ত্রীর তিরস্কারে ডাক্তার অপ্রতিভ হইয়া তাহার একজন হৃষ্ট পুষ্ট আইরিশ ভৃত্যকে অনেক টাকা ঘুস দিয়া তাহার শরীর হইতে রক্ত লইয়া পুনরায় সিমসনের শরীরে পুরিয়া দিলেন। সিমসন এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার সেই ছাগুলে

স্বভাব সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একজনকে গুঁতাইয়া বসে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

টাকা শত করা		
৪	"	১০৩৶—১০৩।০
৪॥	১৮৭০ (১৮৮২)	১০৬—১০৬।০
৪॥	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫॥—১০৫৸০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৪৵—১০৪।০
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৶—১১

১৪ ই ভাদ্র শনিবার।

আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—

“গত ২৩ এ আগষ্ট শনিবার বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব ফরিদপুরে আগমন করেন। বেলা চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত ষ্টিমারে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমভিব্যাহারে প্রথমে বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করে, তিনি অতি সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের ঈদৃশ যত্ন ও ভক্তির নিমিত্ত ধন্যবাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন। সার রিচার্ড টেম্পল সাহেবের সহিত সেক্রেটরি বারনার্ড ও ডাইরেক্টর সাটক্লিফ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া আনন্দিত হইয়া গিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বঙ্গবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহা পরিদর্শন এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির একটী মুসলমান ছাত্রের দরিদ্রাবস্থা অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বারনার্ড সাহেব তাহাকে তিনটী মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর মহানুভব সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব সকল আদালত ও জেল দর্শন করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইত্যবসরে বারনার্ড ও সাটক্লিফ অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও বালিকার সংখ্যা তত অধিক ছিল না তথাপি তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদনের ত্রুটি হয় নাই। সন্ধ্যার সময় সার রিচার্ড টেম্পল মাজিষ্ট্রেট সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে ফরিদপুর সহর দেখিতে বহির্গত হন। সবিশেষ যত্ন ও সমধিক পরিশ্রমের সহিত নগরটী সুশোভিত হইয়াছিল। প্রত্যেক গৃহ দ্বারে মঙ্গল ঘট সংস্থাপিত হইয়াছিল, কদলী বৃক্ষ ও দেবদারু সুন্দর সুন্দর গেট প্রস্তুত ও তদুপরি পুষ্প মালা পরিবৃত করিয়া পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল এবং প্রত্যেক গৃহ সম্মুখে বিচিত্র চন্দ্রাতপ অল্প সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে নাই। সে দিবস সমুদায় নগরটীতে আলোক দেওয়া হইয়াছিল। ফলে এই ক্ষুদ্র দেশ বাসীরা রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে কোন মতেই পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারা যথা সাধ্য শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে।”

বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সোর থানার অধীন কোন গ্রামে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের এক নরাধম ও তাহার খুড়ী উভয়ে তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলে! জজ সাহেব মহোদয়, উভয়ের ফাঁসীর হুকুম দিয়া হাইকোর্টে জানাইয়াছেন। হাই কোর্টের মঞ্জুরী আইসে নাই।

ময়ুর ভঞ্জ এলাকার কোন স্থানে ৬০ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৪০ হাত গভীরতা বিশিষ্ট এক খণ্ড ভূমি অকস্মাৎ ফাটিয়া গিয়াছে। আগ্নেয় গিরির উৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ ত নয়?

আমাদের এ অঞ্চলে (দেহুডদা প্রভৃতি স্থানে) আশ্চর্য্য জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রথমতঃ ছর্দ্দী হইয়া শিরঃপীড়া হয়, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বরের প্রবলতা প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত জ্বরের প্রবলতায় অনেকে জর্জ্জরীভূত হইতেছে। ৫। ৬ দিন কেবল লঙ্ঘন দিয়া কেহ কেহ সারিতেছে, কাহাকেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিয়া জ্বর মুক্ত হইতে হইতেছে। এক এক ঘরের তাবৎ পরিবার শয্যাগত; এমন পরিবার নাই, যাহাদের ২। ১ একজন শয্যাগত না হইয়াছে। এই সূত্রে অনেকে কম্পজ্বরগ্রস্ত হইতেছে। স্কুলের কার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে।

অতিবৃষ্টি জন্য যে সকল ধান্য গাছ পচিয়া গিয়াছিল, অনেকে তত্তৎস্থলে নূতন গাছ রোপণ করিতেছে। ফলতঃ এ বৎসর এ অঞ্চলের অনেক স্থলে উত্তম ধান্য হইবে না।”

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২০ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃষ্ণ শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় [illegible] সিন্ধুতে অত্যন্ত জল প্লাবন হইয়া করাচি এবং হাইদ্রাবাদের শস্যের অনেক ক্ষতি করিয়াছে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে বৃষ্টির অল্পতা নিবন্ধন শস্য হানির আশঙ্কা করা হয়, বৃষ্টি হইয়া সে সকল স্থানে শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বর্দ্ধমান রাজসাহী পাটনার স্থানে স্থানে শস্য রোপণের জন্য আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন অন্যান্য স্থানে ও অন্যান্য বিভাগের সংবাদ ভাল। ঢাকার নদীর জল কমিয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় প্লাবন হইয়াছিল, কিন্তু আমন ধান্যের অবস্থা উত্তম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গোরক্ষপুর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবে রোটক জলন্ধর এবং লাহোরে বৃষ্টির প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানের শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। ব্রিটিশব্রহ্ম প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের সংবাদ মন্দ নয়।

বঙ্গদেশের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে সমুদায় বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইয়াছে তবে পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা অধিকাংশ স্থানে কম বৃষ্টি হইয়াছে। তুলনা করিয়া দেখিতে ১৮৭৩ অব্দের ২৮এ জুলাই হইতে ১৫ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত হুগলী বিভাগে ১১ নদীয়ায় ২৩ মুরসিদাবাদে ১০ এবং ত্রিহুত বিভাগে ৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হয় কিন্তু ১৮৭৪ অব্দের ২৭ এ জুলাই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ঐ সকল বিভাগে যথাক্রমে ৬.৯.১.৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টির অল্পতা নিবন্ধন আমন ধান্যের বিষয়ে লোকের বড় আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছে। আমন ধান্যের জন্য শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। অনেক স্থলে রোপণ কার্য্য আজিও হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে ধান্যের চারাগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। রাজসাহী কুচবিহার ঢাকা চট্টগ্রাম পাটনা ভাগলপুর উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরে শস্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে শীঘ্র বৃষ্টি হইলে উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। ঢাকায় নদী সকলের জল যদি ক্রমেই কমিয়া যায় অনেক ক্ষতি হইবে। রাজসাহী কুচবিহার ঢাকা চট্টগ্রাম এবং পূর্ণিয়ায় আশু ধান্য কাটা হইতেছে। উক্ত ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। কেবল দুই এক স্থানে বৃষ্টির অল্পতা এবং প্লাবন নিবন্ধন কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

৬ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আসামের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, কাছাড় দুরঙ নওগাঁ শিবসাগরে বৃষ্টির প্রয়োজন অন্যান্য বিভাগের সংবাদ সন্তোষকর।

গত সপ্তাহে মধ্য ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক নদীর জল প্রায় ১২ ফীট বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে সেতু এবং হোলকর ষ্টেট রেলওয়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ইন্দোরে ২৮ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদিগের আগ্রাস্থ সহযোগী পেয়োনিয়ার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, কোহাট নোশার এবং নাশিরাবাদে অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া শস্যের [illegible] [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই আগষ্ট। হুগলীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত বিভাগের রিলিফ আফিসর হইলেন।

২১ এ আগষ্ট। বগুড়ার নিম্ন লিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা উক্ত বিভাগে রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জি, এচ, এটকিন্সন।

জে, নিউজেণ্ট।

এফ, আর, এস, কলিয়র।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পুর্ণিয়া বিভাগে রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ডায়মণ্ডহারবরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

কাপ্তেন এল লুইস কিছুদিনের জন্য ছোট নাগপুর ষ্টেটের ম্যানেজর হইলেন।

এচ, জে নিউবেরি কিছুদিনের জন্য পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ, ও ক্লার্ক সি. এস (যিনি বিশেষ কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইয়া ত্রিহুতে গিয়াছিলেন) চম্পারণের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহাবাদে বদলী হইলেন।

২৪ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইলেন।

ই. গ্রে জজ।

ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, আর. কেমিয়ন।

বাবু ভূপেন্দ্র সিংহ গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।

মির্জ্জা কোস্ত মহম্মদ।

সব রেজিষ্টার বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদার নওয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটির বাইস চেয়ারম্যান হইলেন।

নাটোরের অন্যতর জমীদার বাবু সারদা প্রসাদ শুকল ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট রোড-সেস কমিটির অন্যতর সভ্য হইলেন।

রিবর্স টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ আগষ্ট। সাওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সিরাজুল হক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

মৌলবী আবদুসামদ।

বাবু পার্ব্বতীচরণ মজুমদার।

„ প্রসন্নচন্দ্র সেন।

২৪ এ আগষ্ট। বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি ডায়মণ্ড হারবরে সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মতিপুর সার্কেলের সহকারী রিলিফ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকুড়ার কর্ণেল পি এল, মেকলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এল, বেয়ার সি, এস. দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪২ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন

মেদিনীপুরের কেনাল বেবেনিউর ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

রিবর্স টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। ২১ এ ও ২৮ এ জুলাই যে মেইল ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৫১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। অষ্ট্রিয়া স্পেনের অধিকার স্বীকার করিয়াছে।

আগামী অক্টোবর মাসে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ ভ্রমণার্থ যাত্রা করিবেন। তিন ছয়মাস কাল ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিবেন।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। লিবরপুল এবং মাঞ্চেষ্টরের তুলার বাজার নরম যাইতেছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৫০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

আমাদিগের পঞ্জাব-সীমা ডেরা ইস্মাএল খাঁ স্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। এবার শ্রাবণ মাসে আমরা এখানে বর্ষাপ্রধান বঙ্গদেশ অপেক্ষাও অধিক বর্ষা সম্ভোগ করিয়াছি। আমার শেষ পত্র লিখিবার পরে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় ও শেষ সপ্তাহেও এখানে যথেষ্ট বারিবর্ষণ হইয়াছে। এইরূপ অসাধারণ বারিবর্ষণ হওয়াতে এখানে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। নিম্ন ভূমিতে যে সকল শস্য হইয়াছিল ক্ষেত্র ডুবিয়া যাওয়াতে তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অসংখ্য গৃহ পতিত হইয়াছে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ কখনই এরূপ বর্ষা সহ্য করিতে পারে না। আবার এই বর্ষার জলের সহিত পুর্ব্বে যে লুনী নাম্নী স্রোতস্বতীর বিষয় লিখিয়াছিলাম তাহার প্রবল স্রোত মিলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী পাঁচ ছয় খানি গ্রাম একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে গো মহিষ ছাগ মেষ কত নষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। অনেক মনুষ্যও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে কিন্তু কোন গ্রামে কত মনুষ্য নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা আজিও জানিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত সঞ্চিত শস্য প্লাবিত হইয়া কৃষকদিগের ভবিষ্যৎ আহার নষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি পান্থশালার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ এই বলিলে বুঝিতে পারিবেন যে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ৪। ৫ মাস হইল নিজে যে বাড়ী থাকিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ছাদ একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় পতিত হইয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাঁচিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু নদের জল প্লাবনেও তীরবর্ত্তী অনেক গুলি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। শুনিয়াছি ডেরাগাজী খাঁতেও এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক বর্ষা হইয়াছে। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের বিষয় বিশেষ বলিতে পারি না। তবে গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাঠে অবগত হইয়াছি যে এবার পঞ্জাবের প্রায় সকল স্থানেই যথেষ্ট বর্ষা হইয়াছে।

২। গত বৎসরের ন্যায় এবারও সিন্ধু নদের তীরে প্রতি রবিবারে স্নানের মেলা হয়। ৩। ৪

তৃপ্ত একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক অনেক লোকের সহিত স্নান ও সন্তরণ করিতে করিতে জলমগ্ন ও স্রোতমুখে কোথায় যে নীত হই য়াছে তাহার সন্ধান হইল না। অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত দেহের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল তথাপি পাওয়া যায় নাই। অনেকে কহিতেছে যে তাহাকে কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হউক, পিতা মাতার সেটী একমাত্র সন্তান ছিল সুতরাং মনে করুন তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিরূপ শোচনীয় দুর্বিষহ বিপদ যখন প্রতি বৎসর এই রূপ দুর্ঘটনা ঘটে এবং যখন সিন্ধুর স্রোত ভয়ানক প্রবল তখন স্নানের মেলার সময় পুলিসের লোক উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করিলে বোধ হয় এরূপ শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে না।

৩। কএক দিন হইল এক ব্যক্তি স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ যুক্ত হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে। এখন তাহারা বিচারের অধীনে আছে শুনিলাম অনেক দিন হইতে স্বামী সন্দেহ করিয়া স্ত্রীকে সর্ব্বদা প্রহার করিত কিন্তু স্বচক্ষে কিছুই প্রত্যক্ষ করে নাই। নিজে সন্দেহ করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া এইরূপ নাসিকা ছেদন করিয়াছে।

৪। উজীবি দস্যু কর্ত্তৃক ত্রাবণ নামক নিকট বর্ত্তী একটী গ্রামে তিনটী ভয়ানক হত্যা হই য়াছে। কএকজন দস্যু রাত্রিকালে কোন বণি-কের গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া বণিককে তাহার স্ত্রীকে ও কন্যাকে (গ্রীষ্ম প্রযুক্ত সকলেই এ সময়ে অনাবৃত ছাদোপরি শয়ন করে) খণ্ড খণ্ড করিয়া ও গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরদিন পুলিষ তদন্ত করিল ও মৃতদেহ হাঁস পাতালে আনিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত হত্যাকারীর কোন সন্ধান হয় নাই। সেই গ্রামে ৩। ৪ দিন হইল একটী যুবতী মুসলমান কন্যাকে রাত্রিযোগে কয়ানবী দুই খণ্ড করিয়া কোন ব্যক্তি কাটিয়া গিয়াছে। তাহারও মৃত দেহ হাঁস পাতালে দেখা গেল। শুনিলাম এই স্ত্রীলোকটী ব্যভিচারিণী ছিল এবং তাহার উপপতি কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। যাহা হউক, হত্যাকারীর কোন সন্ধান হয় নাই।

৫। অ- ও হতের সংবাদ শ্রবণ করুন:—

(ক) কএক দিন হইল বাজারে অনেক লোকের মধ্যে একজন পাঠান একজন মুসলমান কি বিক্রেতার সহিত দেনা পাওনার জন্য বচসা করিতে করিতে ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ বিক্রেতার উদর মধ্যে এরূপ জোরে এক খানা তীক্ষধার ছুরি প্রবেশ করিয়া দিল যে সে তৎক্ষণাৎ ছটফট করিতে করিতে মরিয়া গেল। সে স্থলে অনেক লোক থাকাতে হত্যাকারী পাঠান ধরা পড়িল। বিচারে তাহার ফাসি দণ্ড হইয়াছে। পাঠান দিগের কি ভয়ানক প্রকৃতি। ইহারাই আবদুল্লার ও সিয়ার আলির জাতি। (খ) নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন দুইটী ভ্রাতা কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা বাণিজ্য করিত, কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত ঐশ্বর্য্য পাইয়া নিয়মিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এ ব্যক্তিও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। ইহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিল। স্বামীর মৃত্যুতে প্রায় ২০। ২৫ হাজার টাকার অধিকারিণী হইল। উপপতির প্ররোচনায় ও পরামর্শে এই স্ত্রীলোকটী স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে দূর করিয়া দিল। এই স্ত্রীলোকটি বিষয়ের ও অর্থের অংশ পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিল। অনেক মকদ্দমা ও বিচারের পর আদালত কর্ত্তৃক টাকার ও বিষয়ের অংশ প্রদত্ত হইল। হিংসা ও লোভ মানুষকে নষ্ট করে। ছোট ভ্রাতার স্ত্রী ও তাহার উপপতি পরামর্শ করিল যে যেরূপে হউক, বড়ভায়ের স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিলে টাকার ও বিষয়ের অংশ দিতে হইবে না, এইরূপ স্থির করিয়া যে দিন মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল সেই দিন রাত্রিতে কৌশলে বিষপান করাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তৎপর দিন তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রতিবাসি মণ্ডলের ও ক্রমে ক্রমে থানাদারের গোচর হইলে সকলের মনে ইহার মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ হইল। সেই জন্য মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার খানায় নীত হইল। পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশ হইল যে বিষ-পানে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং অপর স্ত্রীলোকটি ও তাহার উপপতি মারিয়া ফেলি-য়াছে এই সন্দেহ করিয়া বিচারার্থ লইয়া গেল, বিচারে দুই জনেরই মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে, শীঘ্রই ফাঁসী হইবে। কিন্তু এই হত্যা কেহ যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অথচ ইহা নিঃসন্দেহ অনুমিত হইয়াছে যে হত্যা ইহা-দের দ্বারাই কৃত হইয়াছে। বিচারপতি এই অনু মানের ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিয়াছেন কিন্তু আপনাদের কলিকাতায় রজ-কর্ম্মকারের গৃহে দুর্গামণির মৃতদেহ ও অলঙ্কার পাওয়া গেল, সাক্ষী গোলাব বেওয়ার সাক্ষ্য যদিও গোলমেলে ছিল তথাপি রজ ও তাহার স্ত্রী যে দুর্গামণিকে হত্যা করিয়াছে সহজ বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই এই সংস্কার ও অনুমান মনোমধ্যে যুগপৎ উদয় হয়, অথচ ভাল প্রমাণ অভাবে দোষী মুক্তি পাইল, আর এখানে হত্যা-কারী প্রকৃত দণ্ড পাইল। মিরর সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে হত্যা মনুষ্যের অগোচর গূঢ়তম অন্ধকারেও হইতে পারে, আবার বহু-লোকের সমক্ষেও হইতে পারে, শেষোক্ত প্রকার হত্যা প্রায় ক্রোধ হইতে হয়, কিন্তু যেখানে লোভ বা হিংসা হত্যা করায় সেখানে প্রায় লোকের অজ্ঞাতসারে অন্ধকারেই হয়।

৬। ১৫। ১৬ দিন হইল সন্ধ্যার পর এক ব্যক্তি সিন্ধুনদের তীর হইতে স্নানাদি করিয়া একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, সে সময়ে রাস্তায় আর লোকের সমাগম ছিল না। এই ব্যক্তির সহিত কোন কোন ব্যক্তির শত্রুতা ছিল তাহারা সর্ব্বদাই ইহাকে মারিবার চেষ্টায় থাকে। সে দিন তাহার অনুসরণ করিয়া রাস্তার পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকে। যখন সেই পথ দিয়া যায় ৩। ৪ জনে মিলিয়া ভয়ানক প্রহার ও দংশন করিয়া-ছিল। সে ব্যক্তির চীৎকারে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন কোন ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া দেখিল প্রহারকারী পলাইয়াছে, সে ব্যক্তি অচৈতন্য পড়িয়া আছে। অনেক শুশ্রূষার পর চৈতন্য পাইল এবং চিকিৎসাদির দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। প্রহারের সময়ে গ্রামস্থ লোকে না আসিলে সে ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিত। প্রহারকারীর মধ্যে দুই জন অর্থদণ্ডে ও কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মহাশয়! আমরা এই দুর্বৃত্ত নররাক্ষসদিগের মধ্যে অবস্থিতি করি-তেছি সুতরাং আমরা কম বাহাদুর নহি।

৭ ভাদ্র }
১২৮১ }

আমাদিগের মুক্তাগাছাস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন;—

গত ১৭ ই আগষ্ট সোমবার দুই প্রহর ২ টার সময় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব এই ময়মনসিংহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্রত্য জজ সাহেব কালেক্টর সাহেব পুলিষ ইনস্পেক্টর প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া যথো-চিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে সদর স্থানে লইয়া আইসেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য কয়েক জন ইউরোপীয় ছিলেন। উক্ত দিবস ৩॥০ টার

সময় হইতে ক্রমান্বয়ে কালেক্টরী ফৌজদারী কাছারী দর্শন করিয়া গির্জ্জা লাইন কবরখানা জেলখানা এবং সহরের সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আইসেন। তৎপরদিবস (১৮ ই আগষ্ট) মঙ্গলবার স্থানীয় জমিদারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পর দিবস বুধবার প্রাতঃকাল ৫॥০ টার সময় মুক্তাগাছায় গমন করিয়া অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জামালপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন।

প্রথমে সকলেই বিবেচনা করিয়াছিল যে তাঁহাকে উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণেই পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাঁহার হাস্য বদন, গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আহ্লাদসহকারে যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণের পতাকা উড্ডীন করিয়া সহরের অপূর্ব্ব শোভা সংবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

—০⊙০—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। বীরভূম প্রদেশটী কিছু অল্পায়তন নহে। এখানে যে একটীও উপবিভাগ নাই, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। অনেকে অত্যাচারিত হইলে বিচারালয় সমধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে প্রতীকার বিধানে অশক্ত হয়। বিচার সম্বন্ধে দেশের এরূপ অবস্থা অতি শোচনীয় বলিতে হইবে। বীরভূমের স্থানে স্থানে উপবিভাগের সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া আমরা অনেকবার সংবাদ পত্রে লিখিলাম। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা কিছুতেই ঈপ্সিত বিষয় সাধনে সমর্থ হইল না। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী বহু ব্যয় সাপেক্ষ। আজি কালি গবর্ণমেণ্টের মহা অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত। এ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে এ নূতনবিধ ব্যয় ভার নিক্ষিপ্ত করিতে চাহি না। তবে বীরভূমের এ অভাবটী অন্যরূপে দূরীকৃত হইবার যে উপায় আছে আমরা তাহার একান্ত পক্ষপাতী। সংপ্রতি লাভপুর থানায় একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হইয়াছেন। স্থানে স্থানে এরূপ অবৈতনিক কর্ম্মচারীর কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সিদ্ধ হয়। এখন বীরভূমে লেখা পড়ার বহুল চর্চ্চা হইয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক কৃতবিদ্য উচ্চপদের লোক রহিয়াছেন। সদাশয় সহকারে আহূত হইলে অনেকেই এ পদ যে আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্থলে আমরা কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম;

১। পাঁচথোপী—কালী বাবুর কৃতবিদ্য পুত্রেরা।

২। কুলগুঁা—দীনবন্ধু বাবু বা জানকী বাবু।

৩। সাঁইথা—জীবন বাবুর আত্মা প্রিয়নাথ বাবু।

৪। কীর্ণহার—শিবচন্দ্র বাবু।

৫। সুপুর—ভিন কড়ি বাবু।

৬। সুরুল—রামতারক বাবু বা হরিমোহন বাবু।

৭। রাইপুর—বাবু বিষ্ণু চন্দ্র ঘোষ।

৮। বড়া—বাবু বিপিনবিহারী মিত্র।

৯। ধল্লা—বাবু মাখনলাল ঘোষ।

২। দেখিলাম, বীরভূমের রোড শেস সভায় আর কয়েকজন সদস্য রূপে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। এই নূতন নির্ব্বাচিত সদস্যগণ জমিদার শ্রেণী ভুক্ত। এবংবিধ সভায় অন্য শ্রেণীর লোকও উপবিষ্ট আছেন, তাহা আমাদের দেখিবার বাসনা। জমিদারেরা কি সর্ব্বসময়ে প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন?

৩। রাইপুরের বালক বিদ্যালয়ের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়াছে। এখন ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান হইতে হইয়াছে। এটী বহুকালের স্কুল, ইহার চরমাবস্থা এত জঘন্য হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক, ডেপুটী ইনস্পেক্টর বিষ্ণু বাবু একটু দয়া প্রদর্শন করিলে আরো কতক দিন ইহার কার্য্য অব্যাহত রূপে চলে। বিষ্ণু বাবুর নিকট এই অনুরোধ, সকল মেম্বর লইয়া একটী সভা করুন। তাঁহাদের বিষয় বিশেষে মনোমালিন্য থাকিলেও এ সৎকার্য্যে যে তাঁহাদের অনাস্থা হইবে, তাহা ত আমাদের বোধ হয় না। ফল কথা, এ স্কুলটীর অবস্থা ভাল দেখিতে পাইলে, আমরা বিষ্ণু বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিব।

৪। শুনা যাইতেছে আগামী ১৫ ই ভাদ্র হইতে তণ্ডুল বিতরণ কার্য্য বন্ধ হইবে। ইহাই যদি প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে এ সিদ্ধান্তটী পরিণামদর্শিতার অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় নাই বলিয়া দুর্ভিক্ষ ভীতি লোকের হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কার্য্য ক্ষেত্র হইতে গবর্ণমেণ্ট অপসৃত হইলে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট দয়ার কার্য্যে এত মুক্তহস্ত হইয়া শেষে অল্পের জন্য কেন কলঙ্কভাগী হইতে যান?

২২ এ আগষ্ট

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

মহাশয়! মহামতি কাম্বেল সাহেব যখন সব ডিবিজনের বেতনভোগী সব রেজিষ্টর তুলিয়া দিয়া থানায় থানায় এক এক জন সব রেজিষ্টর নিয়োগের আইন করেন, তখন সকল লোকের মনে এই আহ্লাদ হইয়াছিল যে বাড়ীর নিকট সব রেজিষ্টর হইল, আর দুঃখ কি। সেই সময়ে অনেক মহাশয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন এই আইন যেরূপ হউক লোক নিয়োগের দোষে কালে ইহাতে বিষময় ফল প্রসব করিবে। এক্ষণে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। নদীয়া জেলার রাণাঘাট সব ডিবিজনের অধীন কয়েক থানায় সাবেক কাজি ও অশিক্ষিত জমিদার সকল ঐ সবরেজিষ্টরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ। একে জমিদার তায় আবার সব রেজিষ্টরী ক্ষমতা। একবার হলিডে সাহেব নীল কুঠীর সাহেবদিগকে মেজেষ্টরী ক্ষমতা দেন। এ ক্ষমতাও তদ্রূপ। মনে করুন কতক গুলি প্রজার জমা খুব পাকা। সেই জমাগুলি কাচাইবার জন্য জমিদার সব রেজেষ্টর কতক গুলি মেয়াদি কবুলাত আপন আপনে রেজিষ্টরি করাইয়া রাখিলেন। পরে ঐ মেয়াদ অন্তে জমা গুলি খাস দখল করিলেন। অনেক প্রজার জমা পাকা আছে বটে কিন্তু দলিল পত্র পাকা নাই। সব রেজিষ্টর জমীদার এ সুযোগ ও এ লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর আর অনেক অনেক অস্ত্র তাঁহার হাতে রহিল। সব রেজিষ্টর সকলি করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম সব রেজিষ্টর হইলে ইংরাজি জানা নিতান্ত আবশ্যক। কই এই সকল সব রেজিষ্টর ত ইংরাজি জানেন না। তবে তাঁহাদিগের মুহুরিরা জানেন। এমত সকল লোককে গবর্ণমেণ্ট সব রেজিষ্টর মকরর করিয়া কি লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। আর ঐ সকল থানায় কি এক্ষণে বিদ্বান নিরপেক্ষ লোক নাই, যে ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ স্বার্থপর জমীদারকে সব রেজিষ্টারের পদ দেওয়া হইল? মহামতি বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আমাদিগের সানুনয় প্রার্থনা যে এই সকল সব রেজি-

উপরে অবসর দিয়া বিদ্বান ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া নিযুক্ত করেন। নতুবা দুর্ভিক্ষে যে সমস্ত লোক বাস ত্যাগ না করিয়াছে, ঐ সকল সব রেজিষ্ট্রের দৌরাত্ম্যে তাহারা বাস ত্যাগ করিবে।

মহাশয়, কথায় বলা এক, কাজে করা আর এক অনেকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া লোককে উপদেশ দেন বটে কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। মান্দ্রাজ বিভাগের একখানি দেশীয় সংবাদ পত্র সম্প্রতি বিলোপ দশা প্রস্ত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহার সংশোধনার্থ নানাবিধ উপদেশ দিতেন। কিন্তু নিজের ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে সেই সকল নীতির অনুগামী হইতে না পারাতে বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার একজন অতি বিশ্বাসী মুহুরি ছিল, সেই ধূর্ত্ত সরকারদিগের সহিত যোগ করিয়া তাহার এক মাত্র সম্বল সেই সংবাদ পত্রের আয়, তাহার বিজ্ঞাপনের টাকা ও গ্রাহকদিগের টাকা আত্মসাৎ করিয়া উহার সর্ব্বনাশ করিত। তাঁহার খাতা পত্রের দিকে বড় দৃষ্টি ছিল না, সে বিষয়ে তত ক্ষমতাও ছিল না। ঐ ধূর্ত্তের চাটু বাক্য শ্রবণে তিনি মোহিত হইতেন, ইহকাল পরকাল ভুলিয়া যাইতেন, তাহাকে অতি বিশ্বাসী ও পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন, সে ভিতর ভিতর প্রভুর সর্ব্বনাশ করিত। গবর্ণমেণ্ট যেমন পব্লিক ওয়ার্কের মুখ খুলিয়া দিয়া জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করেন এবং অর্থের অনটন উপস্থিত হইলে প্রাণান্ত পরিশ্রমী মুন্সেফ ও মাজিষ্ট্রেটদিগের কিছু বেতন কর্ত্তন করিয়া অথবা শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি হইতে ২। ৫ হাজার টাকা বাচাইয়া ব্যয় সংকুলানের চেষ্টা পান, ইনিও সেইরূপ বড় টানাটানি আরম্ভ হইলে যাহাদের হইতে তাঁহার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা এমন সকল কর্ম্মচারিদিগের অতি সামান্য বেতনেরও কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া ব্যয় সংকুলানের চেষ্টা পাইতেন। একদিকে তিনি দুই টাকা বাচাইতেন, ওদিকে তাহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণ ১০ টাকা আত্মসাৎ করিত। এইরূপে বাস্তবিক ভদ্র ও কাজের লোক যাহারা ছিল, তাহাদের কাজে অপ্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল, আয় কমিয়া যাইয়া পরিণামে কাগজ খানি উঠিয়া গেল। সুখের বিষয় এই, এখন সম্পাদকের চৈতন্য হইয়াছে। তিনি সমুদায় বিষয় জানিতে পারিয়া সেই বিশ্বাসী মিত্রকে পুলিসের হস্তে দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। এ বিষয়টী অনেক সম্পাদকের উপদেশক হইবে। অগ্রে নিজের উপদেশক হইয়া পশ্চাৎ পরের উপদেশক হওয়া উচিত।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২১ এ আগষ্ট।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	২৫	
সুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১৮	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৭	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১০	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২২	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৮	৯
ভাতার পাড়া	১৭	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৮	৬
তথা হইতে কট ১ নং	২৭	৫
তথা হইতে বোলমারি	২০	৪
তথা হইতে আলিকদহ	২০	৫
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২০	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২৪ এ আগষ্ট বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৫	৪

বহরমপুর
২৪ এ আগষ্ট
১৮৭৪

টি, বেটি সি ই. প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন কুণ্ড হাট খোলা	১০
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরি	৫॥০
„ „ জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী পীরগাছা	১০
„ „ অন্নদা প্রসাদ বসু—রাজমহল	১০
„ „ দীননাথ সেন—ঢাকা	১০
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—কান্দী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াস্ত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

১৭ শ ভাগ। ৪২ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৩ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ৭ ই সেপ্টেম্বর।

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিশেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। যাঁহার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাকঘরে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ।০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে পুস্তকের মূল্য ভিন্ন /০ এক আনা ডাক মাসুল দিতে হইবে। তবে যিনি এককালে ১০ খান অথবা তাহার অধিক পুস্তক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বতন্ত্র মাসুল লাগিবে না। আট আনার হিসাবে প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। তাহার যে ডাক মাসুল লাগিবে, তাহা আমি নিজ হইতে দিব। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবার করিবেন, ।১০ আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরিত হইলে গৃহীত হইবে না। বিদেশের কোন গ্রাহক অথবা কলিকাতার গ্রাহকগণ কলিকাতায় যে স্থানে পুস্তক পাঠাইতে কহিবেন, লোক দ্বারা সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ সাল ৪ ঠা ভাদ্র। শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

আমার অধিকারী [illegible] লোক [illegible] মূল্য আছে। ঐ পদে অধিকারী কার্য্যে পটু ও আইনজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব। মাসিক বেতন ১৫ পনর টাকা। কার্য্য দক্ষতার প্রশংসিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইবে। আহারীয় দ্রব্যাদি এবং ভৃত্য সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। যদি কেহ এই পদাকাঙ্ক্ষী হন, প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইবেন। পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ জাতি হওয়া আবশ্যক।

১২৮১ সাল ১১ ই ভাদ্র। শ্রীগুরুগোবিন্দ চৌধুরী ষ্টেষণ সেহারাগঞ্জ কৃষ্ণপুর গ্রামে বাসস্থান।

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী।

এই অভিনব নাটক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বৌণস একাডেমিতে আমার নিকট এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিপ্রায়—নীতি সম্বন্ধে।

এই নাটক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে ইহাতে অশ্লীলতার নাম মাত্রও নাই এবং নীতিতে পরিপূর্ণ। এইরূপ নাটকের অভিনয়েই দেশের উপকার হয়। যে অভিনয় দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ এবং সুনীতি লাভ করা যায়, সেই অভিনয়ই ভদ্র সমাজের দর্শনীয়। আজ কাল কতকগুলি কুৎসিত নাটকের অভিনয় দ্বারা সাধারণ লোকের রুচি কলুষিত হইয়াছে। এজন্য বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ নাটকের অভাব বোধ হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু সেই অভাব পূরণ করাতে ভদ্র সমাজে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সুলভ সমাচার।

ইহাতে নীতিপূর্ণ অনেক বিষয় আছে এবং যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান, ডেলিনিউস

এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় এই কথার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটক খানি রচিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

কুলীন কন্যারাও যে সতীত্বের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে, এ গ্রন্থে তাহাও লক্ষিত হয়। গ্রন্থ নিবিষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই সাধু।

ভারত সংস্কারক।

রস, চরিত্র ও রচনা সম্বন্ধে।

কমলিনী দীননাথের প্রণয় অতি নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র কমলিনী এবং দীননাথের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের প্রণয় অতি পবিত্র এবং তাহাতে লাম্পট্যের লেশ মাত্রও নাই। কুলীন জয়রামের চরিত্রও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফটিক চাঁদের বদমায়েসি, বেচারামের সততা এবং দীননাথ কর্ত্তৃক কমলিনী হৃত হইয়াছে, এই বিশ্বাস হওয়াতে জয়রামের পরিবারের কলঙ্কাশঙ্কা শোক প্রকাশ এবং অবশেষে দীননাথের

প্রকৃত, ইহার এক একটীই অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিসহর পত্রিকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কয়টী প্রধান দীননাথ তারানাথ বেচারাম ঘটকচাঁদ জয়রাম পুরুষগণ। কমলিনী কুমুদিনী ও চিন্তা—স্ত্রীগণ।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

পুস্তক খানির লেখা সাধারণ্যে উত্তম এবং আড়ম্বরশূন্য হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস।

নাটকখানি অতি সুললিত ও শুদ্ধ ভাষায় লিখিত। অধুনা এরূপ নাটক অতি বিরল-প্রচার। রচনাটী কবিসুলভ কৌশলময়।

কুলীন কন্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্র নায়ক দীননাথ কমলিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়, বিশুদ্ধ, পবিত্র, কমলিনীর চরিত্র সরলতাময়। তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি আচরণে সরলতা, কমলিনী সরলতা নির্ম্মিতা। তারানাথের স্ত্রী কুমুদ আমোদময়ী। কুমুদ যেখানে যায় সেই খানেই যেন আমোদরাশি ছড়াইতে থাকে।

এডুকেশন গেজেটের

চক্ষুক ডাঙ্গাস্থ লেখক।

কুমুদিনীর প্রফুল্লতা ও রহস্যপ্রিয়তা তারানাথের মিত্রভাব বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মভাব উন্নত শিক্ষা ও কৌশল, জয়রামের মর্য্যাদা বোধ, তাহার স্ত্রীর বাৎসল্য ও কমলিনীর প্রণয় ও সতীত্ব ধর্ম্ম তাহাদের চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

কবি নাট্য নিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় নিপুণতা আছে। বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথাগুলিও অনুরূপ বোধ হইল। দীননাথের অভিনব বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

(শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩য় বার মুদ্রিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০০ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য ১২॥০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩২ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রী-বিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, জি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

কলিকাতা।

এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে চুচুড়ার সারদা প্রসাদ কুণ্ড এবং আদ্যনাথ কুণ্ড এবং বাবুগঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ড, বাবুগঞ্জে রামকমল কুণ্ড এবং সারদা প্রসাদ কুণ্ড, কলিকাতা বাবুগঞ্জ, এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্যান্য অনেক স্থান এবং রিলিব গঞ্জে প্রেমচাঁদ কুণ্ড এবং ভুবনচাঁদ কুণ্ড, এবং কলিকাতা বাবুগঞ্জ থাকরিয়া এবং মুঙ্গের বিভাগের অন্যান্য স্থান, সমষ্টিপুর এবং ত্রিহুত জিলার পাকরীতে কার্ত্তিকচরণ দে এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এই সকল কারবারে ১২৮১ সালের ১ লা বৈশাখ অবধি বাবু আদ্যনাথ কুণ্ড আর অংশীদার নাই।

স্মইলো লা এণ্ড কোং

সলিসিটার্স।

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক প্রভৃতি স্বত্বের সহিত বন্ধক থাকাতে বন্ধকীপত্রের মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ব আগামী ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেঃ মেকেঞ্জি লায়েল কোং দ্বারা একস্চেঞ্জ হালে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। যথা:—

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ২ য় ভাগ। ২, মেঘনাদবধ কাব্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৩, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা কাব্য।৫, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ৬, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৭, কৃষ্ণকুমারী নাটক, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৮, পদ্মাবতী নাটক। ৯, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১০, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১১, একেই কি বলে সভ্যতা?

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার ৭/॥ নং কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মেং এ, সেন্ট জন কারুথর্স উকীলের আপিসে প্রাপ্তব্য।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন-

লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা } বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ।০ এবং তৎকৃত ভিষগ্ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ⁄০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ⁄০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত বর্ণলতা ১ ডাক মাসুল ⁄০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাসুল ⁄০।

ক্যামিলি ট্রিটমেন্ট ২।০।

কলিকাতা লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টো
হিন্দুহষ্টেল } পাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে. উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০ জুলাই }
১৮৭৪। } হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

যন্ত্রস্থ।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ⁄০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ।৶০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ॥৶। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

—০:০:০—

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
১৮৭৪ সাল }

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

আমাদিগের সংবাদদাতা ও পত্রপ্রেরকেরা সমাচার পত্রের অনুবাদক মহোদয়ের উপেক্ষা দর্শন করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে বারবার অনুরোধ করেন, আমারাও তাঁহাকে বারবার ত্যক্ত বিরক্ত করিতেছি। অনুবাদক মহোদয় স্বয়ং যেন আমাদিগের সংবাদদাতৃ ও পত্রপ্রেরকগণের পত্রগুলি পাঠ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিবে না।

—০০০—

আমরা এবারেও ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না। ভাদ্রমাস অতীত হইতে চলিল আজিও অনেক স্থানে আমন ধান্য রোপণ যোগ্য বৃষ্টি হয় নাই। চাসের সময় গিয়াছে। ইহার পর বৃষ্টি হইলে ধান্যের পক্ষে কি উপকার দর্শিবে? যে সকল স্থানে গত বৎসর চাস হয় নাই, এবারেও চাস হইল না, সেখানকার লোকের বিপদের সীমা নাই। এখন অবধি তাহাদিগের রক্ষার উপায় বিধান আবশ্যক হইতেছে। নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠ করিলেই রাজপুরুষেরা বুঝিতে পারিবেন, সেই সেই স্থানের লোকেরা কিরূপ বিপদাপন্ন হইতেছে।

"মহাশয়! জেলা হুগলীর অধীন ষ্টেষণ খনিয়াখালির এলাকা মাখালপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহের প্রায় চতুঃসীমা চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আমরা অনেকগুলি কৃষিজীবী ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকি। ১৪ ই ভাদ্র গত হইল এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইল না ইহার পরে হইলেও কোন উপকার নাই। কৃষিজীবীদিগের ক্লেশের কথা লিখিয়া কি জানাইব। আমাদের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। গবর্ণমেন্ট হইতে চাউল কর্জ্জ দিবার যে নিয়ম হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে এই সময়ে আমাদিগকে চাউল কর্জ্জ না দিলে অচিরাৎ আমাদিগকে অন্নাভাবে শমন সদনে গমন করিতে হইবে। চাউল কর্জ্জ পাইবার জন্য কালেক্টর ও কমিসনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন উপায় করিলেন না। একে ত জঠরানল প্রজ্বলিত, তাহাতে আবার জমিদারগণ রাজস্বের নিমিত্ত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! অধমদিগের প্রতি দয়া করিয়া একবার প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া যদি কোন উপায় করিয়া দেন তবেই মঙ্গল, নতুবা হতভাগ্যদিগের মরণ অবধারিত, নিবেদন।

শ্রীনলিনাক্ষ রায়
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি।
মাখালপুর।"

রুশিয়া ও ইংলণ্ডের
বিদেশাধিকার।

ইংলিসম্যান সম্প্রতি এই শিরো-

নাম দিয়া একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, রুশিয়া চারিশত বৎসরে আসিয়ার যে শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই, ইংরাজেরা এক শত বৎসরে ভারতবর্ষের তদপেক্ষা অধিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। আর, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ যে শাসন করেন তাহা ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য নয়, ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্ত। আমরা জানিতাম ধর্ম্মের গোঁড়ারাই এই রূপ মুখভারতী ভাল বাসেন, এখন দেখিতেছি বিজ্ঞ বিজ্ঞ সম্পাদকেরাও সেই রোগ হইতে মুক্ত নন। ইংরাজদিগের পক্ষে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি বলা এবং ডিকেন্সের নিকলাস নিকলবি নামক নভেলের বিখ্যাত স্কুল মাষ্টারের গোস্ত সবরণের উপদেশ এই উভয় সমান। যাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ বৃত্তান্ত না জানেন, তাঁহারা ইংলিসম্যানের এই মুখ ভারতীতে ভুলিতে পারেন; কিন্তু ব্রিটিশ আধিকারের আদি অন্ত মধ্য কালের বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহারা কখনই এই হেঁদো কথায় ভুলিবেন না। জিজ্ঞাসা করি ক্লাইব জুয়াচুরি করিয়া যখন বঙ্গদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, তখন কি বঙ্গদেশের মঙ্গলার্থই তিনি বঙ্গদেশ লইতেছেন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল? সে সময়ে কি ভারতবর্ষের শত শত দরিদ্র প্রজার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল? তাহার পর হেষ্টিংস ওয়েলসলি হার্ডিঞ্জ ডেলহাউসি প্রভৃতি এক এক জন কি ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন এইরূপ জপ করিতে করিতে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন? যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্ত ভারতবর্ষ অধিকার করা হইয়াছে তবে ভারতবর্ষীয়দিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল কেন? তবে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিকবিভাগে উচ্চপদে আরূঢ় হইতে দেওয়া হয় না কেন? তবে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষের অর্থ যায় কেন? তবে চেষ্টা পাইয়া দেশীয়দিগকে উন্নত পদ হইতে বঞ্চিত করা হয় কেন?

ইংলিসম্যান রুশিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তুলনা করিয়া যে অহঙ্কার করিয়াছেন তাহাও শোভা পাইতেছে না। তাহাতে কেবল তাঁহার অসারতা প্রকাশ পাইতেছে। অধিকার কালে উভয়ের রাজ্যের প্রজাদিগের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়, সাইবিরিয়া মরুভূমি ও হিম প্রধান দেশ তথাকার অধিবাসীরা বর্ব্বর বিশেষ বলিলে হয়, তাহাদের সহিত ভারতবর্ষবাসিদিগের তুলনা করা উচিত হয় নাই। ইংলণ্ড একেবারে ধনধান্য পূর্ণ ও সভ্যতালোক সম্পন্ন একটী দেশ ক্রোড়ে পাইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় এক শত বৎসরে যে এই উন্নতি হইয়াছে ইহা কি অধিক? ইহাতে আবার গৌরব কি? জিজ্ঞাসা করি এক শত বৎসর ত ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, এই দীর্ঘ কালে সহস্রের মধ্যে কয়জন লেখা পড়া শিখিয়াছে? আজিও কতগ্রামে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই ইংলিসম্যান কি তাহা জানেন? অহঙ্কারে আর ফল কি? প্রস্তুত ক্ষেত্রে সকলেই বীজ বপন করিয়া অনায়াসে ফল উৎপাদন করিতে পারে। ইংলিসম্যানের সেই প্রস্তাবটী লিখিবার কারণ এই যে একজন রুশীয় লেখক সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী প্রসঙ্গ করিয়া ইংলণ্ডকে তিরস্কার করিয়াছেন। বিদেশীয়েরা মধ্যে মধ্যে এই রূপ মতামত প্রকাশ করিলে ভারতবাসিদিগের অনেক মোসোসাহেবের সম্ভাবনা আছে।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি।

ধর্ম্মের শিক্ষা এক প্রকার এবং রাজনীতির শিক্ষা আর এক প্রকার। ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিস্পৃহ ও নিষ্কাম হইবার উপদেশ প্রদান করে এবং শান্তভাব অবলম্বন করিতে বলে। রাজনীতি রাজ্যবৃদ্ধি ও ধন বৃদ্ধির পরামর্শ দেয় এবং যুদ্ধাদিতেও প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই চিরকাল উভয়ের স্বতন্ত্রতা বিধানের চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল অবধি আর্য্যগণ এই সদযুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজারা কেবল রাজ্য শাসন করিতেন ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই ছিল। সুসময়ে এই নীতি অবলম্বিত হওয়াতে ইউরোপে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অমানুষ কাণ্ড ঘটিয়াছে, যে রুধির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহার ঘটনা হয় নাই। দণ্ড ভয় প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার বোধ হয় পৃথিবীতে কিছুই নাই। এক্ষণে প্রায় সমুদায় সভ্য গবর্ণমেণ্টই “ ষ্টেট ” ও “ চর্চ্চ ” এ উভয়ের স্বতন্ত্রতা বিধানের উপায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সুসভ্য ইংলণ্ড আজিও “ ষ্টেট চর্চ্চ ” প্রথা প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। ষ্টেট চর্চ্চের অর্থ কিছু বিশদ করিয়া বলা উচিত হইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী যেরূপ সৈন্যবিভাগের পুলিষ বিভাগের ও অন্য অন্য বিভাগের নিয়ম ও শাসন প্রভৃতি করিয়া থাকেন তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধেও মধ্যে মধ্যে নিয়মাদি করেন। অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় এ বিভাগেও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। [illegible] হইলে তাঁহারা সের বেতনাদি [illegible]।

এই প্রথার অনুকরণ করিবার জন্য

বহু দিবসাবধি ইংলণ্ডে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। প্রতিবাদীরা বলেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্রমেই লোকের মতভেদ বৃদ্ধি হইতেছে এইরূপ অবস্থায় রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করা উচিত নহে। আয়র্লণ্ডে রোমান্ কাথলিকের সংখ্যা অধিক সুতরাং সে প্রোটেষ্টাণ্টেরা এরূপে অর্থ ব্যয় করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু। ভারতবর্ষে যে এই আপত্তি অধিক বলবতী তাহা বলা বাহুল্য। অতএব সেই আপত্তি করিয়া আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আমাদের দেশে সাধারণ রাজস্ব বলিলে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান পারসি বৌদ্ধ এই সকলের ধন বুঝায়। এই রাজস্ব হইতে বর্ষে বর্ষে ১৬ লক্ষ টাকা খ্রীষ্টান পাদরিদিগের বেতনাদিতে ব্যয়। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে গির্জ্জা প্রভৃতি নির্ম্মাণের নিমিত্ত রাজকীয় ধনাগার হইতে সাহায্যও করা হইয়া থাকে। মধ্যে কাম্বেল সাহেব সাঁওতালদিগকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য মিশনরিদিগের সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছিলেন।

আর কতদিন এরূপ অবিচার চলিবে? ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবৎ কার্য্য লোকের স্বাধীন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বদান্যতার আয়ত্ত করিয়া রাখা উচিত। উপাসকেরা যদি আপনা আপনি ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্মের নির্ব্বাহ এবং আপনারা আপনাদের প্রচারক ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন, তাহা হইলেই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয়। শূন্য কোষ সম্মুখে রাখিয়া উপদেশ দিবার জন্য এক এক দিগ্গজ বিশপকে বেতন দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? ইংলণ্ডে [illegible] সম্প্রদায় ভিন্ন কি অন্য স্বাধীন [illegible] সম্প্রদায় নাই? তাঁহারা কি [illegible] হইতেছেন? আমাদের [illegible] দিয়া বিশপ মিলমানের ন্যায় আরও দুই চারিটী বিশপ আনয়ন করুন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। আমাদের অর্থে অপরের উদর পূর্ণ করা হয় কেন? একটী আহ্লাদের বিষয় এই এখানকার মিশনরিদিগের মধ্যেও অনেকে ক্রমে এই আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। এইরূপে যদি লোকের মত ও ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয়, বোধ হয় স্বল্প কাল মধ্যেই ভারতবর্ষের অর্থের এ অপব্যয় নিবারণ হইয়া আসিবে।

বাঙ্গালিরা অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য নহেন।

আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল গবর্ণর ও লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদে নূতন প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বাধিকার মধ্যে অন্ততঃ এক একবার ভ্রমণ করিয়া আইসেন, কিন্তু তাহার ভ্রমণে যে কি ফল হয় আমরা তাহা জানিতে পারি না। সুতরাং আমাদিগের মনে হয় নূতন প্রদেশ দর্শন ও তজ্জন্য প্রমোদসুখসম্ভোগ করাই তাঁহাদিগের সে ভ্রমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি লার্ড নর্থব্রুকের ভ্রমণে অতি উপাদেয় ফল উৎপন্ন হইতেছে। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেই স্থানের লোকেই তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গোয়ালপাড়া হইতে কতকগুলি লোক সেই ভক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে এক খানি দীর্ঘতর পদ্যময় পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা অন্য অন্য বিষয়ের সঙ্কোচ ও সংক্ষেপ করিয়াও সেই পত্র খানিকে স্থানান্তরে স্থান দান করিলাম।

বঙ্গদেশীয়েরা লার্ড নর্থব্রুকের প্রতি যে অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আপাততঃ দুটী মহোপকার লাভ হইল। প্রথম, বঙ্গদেশীয়েরা যে অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য নহেন তাহা স্থির হইল। দ্বিতীয়, বাঙ্গালিদিগের প্রতি স্নেহ ও সৌজন্য প্রদর্শন ইহাঁদিগকে বশে রাখিয়া সুখে রাজ্য করিবার উপায় ইহা জানা হইল। যে সকল রাজপুরুষের মনে বাঙ্গালিরা অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য বলিয়া সংস্কার ও সংশয় আছে, তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখুন, বাঙ্গালিরা বাস্তবিক উক্ত দোষে দূষিত নহেন. যে রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে উক্তদোষে দূষিত মনে করেন, সে তাঁহাদিগেরই দোষ। তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের স্বভাব জানেন না। যাঁহারা বাঙ্গালিদিগকে এক গুণ ভাল বাসেন, বাঙ্গালিরা তাঁহাদিগকে শত গুণ ভাল বাসেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি শতগুণ ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে সমস্ত রাজপুরুষ বাঙ্গালিদিগকে অসভ্য মনে করিয়া সঙ্গিনের ভয় প্রদর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক শাসন করিবার নীতি অবলম্বন করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাঙ্গালিরা অসভ্য নহেন। ইহাঁরা উল্লিখিত শাসন প্রণালীতে সন্তুষ্ট থাকেন না। লার্ড নর্থব্রুক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া ইহাঁদিগকে বশে রাখিয়া সুখে রাজ্য করিবার যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গেলেন উত্তর কালের রাজপুরুষেরা যেন সেই নীতি অবলম্বন করেন। তাহা হইলে তাঁহারা সুখী ও যশস্বী হইবেন, বাঙ্গালিরাও সুখী ও চিরভক্তিপাশে বদ্ধ থাকিবেন।

বঙ্গদেশে শস্যাদের কতক পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বঙ্গদেশের যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রকৃতি যেন রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। কেবল যে লোকের মনের

নাদ মন্যভাব প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হইয়াছে একপ নয়, দেশের জল বায়ু বৃষ্টি ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতি আর প্রকার হইয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রায় সকল বিষয়েই পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইতেছে। কেবল দুই বিষয়ের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। সে দুটী বিষয় এই, খাদ্য দ্রব্য, আর সেই খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রকার। সুন্দর বন প্রভৃতি অরণ্যময় স্থানে যে নূতন আবাদ হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এক ধান্যের লোভে সেখানে গিয়া লোকে বাস করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই ধান্যের উৎপাদনার্থ অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হয় না, সুতরাং ব্যয়ও অধিক লাগে না। আলস্যপ্রিয় অপদার্থ লোকেরাই প্রায় সেই সকল স্থানে প্রথম বাস করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা অনুমান হইতেছে, বঙ্গদেশে এরূপে প্রথম বসতি হইয়াছে। ধান্যই ঐ বসতির মূল। ধান্যজাত অন্ন বঙ্গদেশীয়দিগের প্রধান জীবনাবলম্বন। বঙ্গবাসিরা প্রথম বাস কালে যে খাদ্য দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন আজিও তাহাই অপরিবর্ত্তিত ভাবে চলিতেছে। ওদিকে আর সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তনও আবশ্যক হয়। এ পরিবর্ত্তন না হওয়াতে বোধ হয় পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভূমিও দীর্ঘ তর কাল কেবল এক ধান্য উৎপন্ন করিয়া করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তাদৃশ উৎপাদিকা শক্তি নাই। অধিকাংশ ভূমি ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সেই সেই ভূমিতে আর পূর্ব্বের মত ধান্য জন্মে না। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে বঙ্গদেশে শস্যের প্রকার ভেদ ও শস্যোৎপাদনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশীয়েরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ ধান্যে ও তণ্ডুলে প্রস্তুত হয়। যব গোধূম জাত দ্রব্যজাত তন্মধ্যে প্রায় প্রবেশাধিকার পায় না। কিন্তু যব গোধূম জাত দ্রব্য ধান্য জাত দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর। বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। এখানে সচরাচর যব গোধূম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং মহার্ঘ্য বিক্রীত হয়। তন্নিবন্ধন সেই দরিদ্রদিগের যব গোধূমজাত দ্রব্য ভক্ষণ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অল্পসংখ্য লোকে তজ্জাত দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। তাহাও সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করিবার দোষে বিগুণ হইয়া উঠে। সেই সকল দ্রব্য ঘৃতে পাক করা হয়। ঘৃতপক্ক হওয়াতে উহার তাদৃশ পুষ্টিকারক গুণ থাকে না। সহজে পরিপাক হয় না। উহা আবার কিঞ্চিৎ পর্য্যুষিত হইলে উহা হইতে উপকার লাভ দূরে থাকুক বিলক্ষণ অপকার হয়।

একণে আমাদিগের বক্তব্য এই, এদেশের যে ব্যক্তি প্রতিদিন যে পরিমাণে আহার করেন, ধান্য ও যব গোধূমের সহিত তাহার তুল্য অর্দ্ধ ভাগ হওয়া উচিত। এক চেটিয়ার অনেক দোষ। ধান্য এদেশকে এক চেটিয়া করিয়া রাখাতে পীড়াদি নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে। অতএব প্রতিগৃহস্থের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা পরিজনগণের খাদ্য দ্রব্যের অর্দ্ধেক তণ্ডুলে ও অর্দ্ধেক যব গোধূমে প্রস্তুত করিয়া দেন। যে গুলি যব গোধূমে প্রস্তুত হইবে, সে গুলি যেন ঘৃত পক্ক না হয়। ঘৃত পক্ক দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে বিষময় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বাজারের প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্য যেন কোন রূপে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পায়।

এদেশের লোকেরা যব গোধূম ব্যবহার আরম্ভ করিলে কৃষকদিগের তদুৎপাদনে যত্ন জন্মিবে। তাহা হইলে উহার একণে এদেশে যে মহার্ঘতা আছে তাহা দূরগত হইবে সন্দেহ নাই। এতন্মূলক এদেশের আর একটী মহোপকার লাভ হইবে। যে যে উচ্চ ভূমিতে একণে ধান্য ভাল জন্মিতেছে না, তাহাতে যব গোধূমাদি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হউক। তাহা করিলে বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা। প্রথম, শস্যের প্রকার ভেদ ও শস্যোৎপাদনের প্রণালীভেদ হওয়াতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয়, সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি দোষে ধান্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে যে অনিষ্ট হয় তাহা দূরীকৃত হইবে। যব গোধূমাদির উৎপাদন রীতি প্রবর্ত্তিত হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিবার রীতি আপনা হইতে হইয়া উঠিবে। এক্ষণে জমীদারেরা ক্ষেত্রে কূপ ও পুষ্করিণ্যাদি খননে উন্মুখ হইতেছেন না, তাহার কারণ এই, বঙ্গদেশে কদাচিৎ অনাবৃষ্টি হয়। কবে অনাবৃষ্টি হইবে বলিয়া যদি তাঁহারা ক্ষেত্র মধ্যে কূপাদি খনন করিয়া দেন তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রজারা সে ব্যয় দিতে সম্মত হইবে না। কিন্তু যদি যব গোধূমের চাস আরম্ভ হয়, সর্ব্বদা জলের প্রয়োজন হইবে, তখন কূপাদি খনন করিয়া দিলে প্রজারা তাহার ব্যয় দিতে কাতর হইবে না। ঐ কূপাদি হইতে কেবল যব গোধূমাদি নয়, অনাবৃষ্টিকালে ধান্যেরও সবিশেষ উপকার দর্শিবে।

প্রজা কৌন্সিলারেরাও কি স্বাধীন অবস্থা পাইবেন ?

কাম্বেল সাহেব বুদ্ধিমান অধ্যবসায়বান শ্রমক্ষম ও ক্ষমতাবান ছিলেন। তাঁহার ধাতুও কিঞ্চিৎ উগ্র ছিল। অন্যে কার্য্য কালে বাধা দেয়, তিনি ইহা ভাল বাসিতেন না। তিনি স্বয়ং স্বাধীন হইয়া কার্য্য কালে যেমন সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, অন্যে বাধা দিলে সেরূপ পারিতেন না। তিনি স্বয়ং কার্য্যকালে যে স্বাধীনতা ভাল বাসিতেন, অন্যকেও সেই স্বাধীনতা দানে একান্ত উৎসুক ছিলেন। মাজিষ্ট্রেটদিগকে স্বাধীনতা প্রদানার্থ তাঁহার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছিল। কেবল কার্য্যে স্বাধীনতা দান চেষ্টা নয়, ঐ স্বাধীনতা আদালতের অনুকূল [illegible] করিয়াছিলেন। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, [illegible] তাঁহারা সেই স্বাধীনতা [illegible] ব্যায় প্রজা কৌন্সিলারদিগকে [illegible] করিয়াছে? [illegible] ইচ্ছামত [illegible]

ইচ্ছা হইল রাত্রিতে গ্রামে চৌকী দিতে গেল, ইচ্ছা না হইল গেল না। তাহারা রাত্রিকালে গৃহে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া রহিল, কি গ্রাম রক্ষার্থ বহির্গত হইল, তাহারও কেহ অনুসন্ধান লয় না। পূর্ব্বে পুলিসের লোকেরা রাত্রিতে আসিত, চৌকিদার গ্রামে বাহির হইয়াছে কি না তাহার তত্ত্ব করিত। চৌকিদারকে গ্রাম মধ্যে না পাইলে তাহার দণ্ড বিধানও করিত। এখন আর সে সকল বড় দেখিতে পাই না। পুলিসের লোকেরা ধূমকেতুর ন্যায় বহু দিন অন্তর এক একবার দেখা দিতেন, এখন সে দেখাও আর প্রায় দেন না। আমাদিগের গ্রামের কথা আমরা বলিতেছি। রথের দিন রাত্রিতে পুলিসের লোকেরা একবার আমাদিগের গ্রামটীকে চরণরেণু দ্বারা পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর আমাদিগের গ্রামের ভাগ্যে তাঁহাদিগের পাদপদ্মের আঘাত ঘটিয়া উঠে নাই।

একণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, যে সে কর্ম্মচারিকে স্বাধীনতা দান কি সুখের ও উপকারের হয়? সকলের কি স্বকর্ত্তব্য জ্ঞান আছে? সকলের যদি সে জ্ঞান থাকিত তাহলে ভাবনা ছিল না। বিদ্বান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সময়ে সময়ে সে জ্ঞান হইতে চ্যুত হন। চৌকীদারেরা ত সামান্য মূর্খ লোক। ইহাদিগের জ্ঞান কি? ইহারা যত টুকু পরিশ্রম বাঁচাইতে পারে তাহাই লাভ জ্ঞান করে। এরূপ লোককে স্বাধীনতা প্রদান করিলে কি নিস্তার আছে? যাঁহারা পর পর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা দূরদর্শী লোক, তাঁহারা মনুষ্যের চরিত্র বিশেষ রূপে জানিতেন। কয়জন কাম্বেল সাহেব ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন? অধিকাংশ লোককেই দণ্ড ভয় প্রদর্শন দ্বারা স্বকর্ত্তব্য পথে নিয়োজিত রাখিতে হয়

উপসংহারে সোনাপুর থানার সব ইন্সপেক্টরকে আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি তিনি যেন একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

নূতন পুস্তক।

১। স্বর্ণলতা নাটক (১)। ইহার গল্পটীর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা। [illegible]

স্থূল তাৎপর্য্য এই—স্বর্ণলতা এক কুলীন কন্যা। ইহার ভ্রাতা বিপিনের বন্ধু চারুচন্দ্র নামক এক বংশজ যুবকের সহিত ইহার প্রণয় হয়। কিন্তু কৌলীন্য প্রথানুসারে জলধর নামক একজন মূর্খ মাতাল কুলীনের সহিত ইহার বিবাহ দেওয়া হইবে স্থির হয়। বিপিনের ইচ্ছা চারুচন্দ্রের সহিত স্বর্ণলতার বিবাহ দেন। এ বিষয়ে পিতার মত না হওয়াতে তিনি একদিন গোপনে ভগিনী ও চারুচন্দ্রকে লইয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করিলেন। ইচ্ছা সেই খানেই উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এদিকে দেশে কুলীন মহাশয়েরা জনরব তুলিয়া দিলেন চারু স্বর্ণলতাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস বিপিন এই সংবাদ পাইয়া তাহার মাতুলকে বলিলেন, দেশের কুলীনদিগের হাতে পায় ধরিয়া মত করিয়া চারুর সহিতই স্বর্ণের বিবাহ দেওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া স্বর্ণ ও চারুকে লইয়া তাহার মাতুল দেশে আসিলেন। কিন্তু কুলীনদিগের মত না হওয়াতে একঘরে হইবার ভয়ে জলধরের সহিতই স্বর্ণের বিবাহ হয়। চারুচন্দ্র এই সংবাদে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, ও দিকে স্বর্ণলতা ফুল শয্যার দিবসেই জলধর কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া বিষপান দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন।

এদেশে মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা না থাকাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে কৌলীন্য প্রথার দোষ কীর্ত্তন করিয়া তৎপ্রদর্শন এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হওয়াতে কুলীনদিগের চরিত্রবিষয়ক রাশি রাশি পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, আমরাও সে সকল পড়িয়া পড়িয়া এক প্রকার বিরক্ত হইয়াছি। দেবেন্দ্র বাবুও এদেশে মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে কয়েকজন কুলীনের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। যেরূপ চিত্র করা হইয়াছে, তাহাতে কুলীনেরা কিরূপ; এটী বুঝা যায় বটে; কিন্তু ভাল রঙ ফলাইতে এবং যথাস্থানে ছায়া ও আলোকের তারতম্য সন্নিবেশ করিতে পারেন নাই। আমরা নাটকখানি নিস্তব্ধ ভাবে পাঠ করিলাম, পাঠকালে আমাদের হৃদয়ে ক্রোধ হাস্য করুণ প্রভৃতি কোন রসেরই উদয় হইল না। আমরা অবিচলিত চিত্তে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। স্বর্ণলতা ও চারুচন্দ্রের প্রণয়টী পবিত্র হইলেও উহা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে পরিতোষ জন্মিতেছে না। যে স্ত্রীলোক বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রণয়ীর হাতে ধরিয়া টানাটানি করে এবং পিতা মাতাকে গোপন করিয়া স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে বিয়ে পাগলা মেয়ে ভিন্ন আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। তাহার চরিত্র এদেশীয় রমণীগণের চরিত্রের আদর্শ হয় ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। স্বর্ণলতার চিত্রটী আমাদের ভাল লাগিল না। লজ্জাই স্ত্রীলোকের প্রধান সৌন্দর্য্য, লজ্জাশূন্য স্ত্রীলোক সহস্র রূপবতী ও গুণবতী হইলেও সহৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিতান্ত কুরূপা দেখায়। কালিদাসের শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি সলজ্জ প্রণয় ভাব প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় আলোপন প্রভৃতি দর্শনে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও মোহিত হইয়াছেন। শকুন্তলা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় সাশ্রু নয়নে যখন কণ্বের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, এবং বাল্য কালের সহচরীসহচরীগণ সহকার তরু হরিণ শিশু প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং তাহাদের বিরহ চিন্তায় যেরূপ কাতরতা ও ক্রন্দন করেন; তাঁহার সেকালের সেই ভাব দর্শনে কাহার হৃদয় [illegible] শকুন্তলাকে স্নেহ [illegible] কাহার ইচ্ছা না হয়? শকুন্তলার সেই সলজ্জ প্রণয় ভাব এবং [illegible] হৃদয়ের কোমলতা [illegible] সাধারণের চিত্তাকর্ষণ [illegible] এই সকল গুণই [illegible] ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীতে [illegible] হইবার কারণ নয়। জর্ম্মাণের প্রধান পণ্ডিত ও কবি গেটে এই সকল গুণেই শকুন্তলার নামে গলিয়া গিয়াছিলেন।

... । পদ্য পাঠাবলী (১)। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ইহাতে জ্ঞান ও নীতিগর্ভ উপদেশ পূর্ণ কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্যগুলি সরল হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে কবিত্ব শক্তির তেমন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। নব্য পরিশ্রম আলস্য প্রভৃতি প্রবন্ধ ভিন্ন কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা ও জগন্নাথের রথ, তাজমহল, আগ্নেয় গিরি, বেলুন প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ ই ভাদ্র সোমবার।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভা বহু দিন নিদ্রিতাবস্থায় আছেন বলিয়া নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন দুঃখ করিয়াছেন বটে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সভা যত দিন নিদ্রা যান ততই ভাল, কারণ সভা জাগরিত হইলে একটী না একটী অনিষ্ট করিয়া বসিবেন? আইনে আইনে লোকে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এত চেষ্টা করিতেছেন সর্ব্বসাধারণে এত অনুযোগ করিয়াছেন রেলওয়ের অত্যাচার কিছুতেই নিবারিত হইতেছে না। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে এক এক গাড়ির এক একটী কামরায় ১০ জন করিয়া বসিবার নিয়ম আছে, কিন্তু সে নিয়ম কাগজে লেখা আছে মাত্র, আরোহী তুলিয়া দিবার সময় গুড়ের নাগরী বোঝাই করিবার ন্যায় তাহাদিগকে বোঝাই করিয়া দেওয়া হয়। এভিন্ন কর্ম্মচারিদিগকে দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা গবর্ণর জেনরলের ন্যায় হইবেন। আরোহীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি তাহাদের কিছু মাত্র লক্ষ্য থাকে না। এ অবস্থা অতি শোচনীয় সন্দেহ নাই।

অনরেবল রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের আবেদনানুসারে মৃত অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাবতীয় বিষয় যাই ...

শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ গুহ এ উভয়ের প্রদেয়।

কোর্টের নিয়োজিত একজন রিসিবরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আফিসিয়াল ট্রষ্টি ফাগুসন সাহেব রিসিবর হইয়াছেন।

কন্ডিয়েনপেটা নামক স্থানে একটী হস্তী আছে। গত সপ্তাহে মাহুত ঐ হস্তীটীকে এক স্থানে লইয়া যায়, সন্ধ্যা কালে মাহুত সুরাপানে বিচেতন প্রায় হইয়া পড়িয়া থাকে, হস্তী ইহা দেখিয়া উহাকে অতি যত্নে শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তিশালায় লইয়া আইসে এবং সেই খানে রাখিয়া দেয়। মাহুতের আত্মীয়গণ উহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশেষে তাহাকে হস্তিশালায় ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পায়। ইহার অপেক্ষাও হস্তীর বুদ্ধি চাতুর্য্যের অনেক কথা শুনা গিয়াছে।

লণ্ডনের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি ওয়াশিংটনের ট্রেজরি বিভাগে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য উক্ত বিভাগের ৪০০ চারি শত স্ত্রীলোক কেরাণীকে কর্ম্মে জবাব দেওয়া হয়। তাহাদের কর্ম্মে জবাব হইল এই সংবাদ শুনিবা মাত্র ১৪ জন স্ত্রী কেরাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে চিকিৎসক আনাইয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়।

নিম্নলিখিত শোচনীয় ঘটনাটী দ্বারা বর্ত্তমান পুলিসের কার্য্য প্রণালী পরিস্ফুট হইবে। হাবড়া হিতকরী লিখিয়াছেন বাবড়ার অন্তর্গত সাত ঘরায় এক পুষ্করিণীতে শিবচন্দ্র কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তির এক বৎসর বয়স্ক এক দৌহিত্রীর মৃত দেহ ভাসিতে দেখা যায়। কন্যাটীর মাতা সন্ধ্যা কালে উহাকে দোলায় শুয়াইয়া আহার করিতে যায়, আসিয়া দেখে কন্যা নাই, সে রাত্রে অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাইল না, পরদিন পুষ্করিণীতে মৃত দেহ দেখিতে পাইয়া পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া মৃত কন্যার পিতা মাতাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যান। পুলিস ইনস্পেক্টর মাতাকে এক কুঠারীতে এবং পিতাকে আর এক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। প্রাতঃকালে দেখা গেল মাতা রক্তাক্তকলেবরে মৃত প্রায় পড়িয়া আছে। গলায় ছুরির আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। সুখের বিষয় এই স্ত্রীলোকটী অনেক সুস্থ হইয়াছে। হিতকরীর সম্পাদক কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে হাসপাতালে গিয়া স্ত্রীলোকটীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছে, ইনস্পেক্টর বলে কে এই হত্যা করিয়াছে যদি তুমি স্বীকার না কর, তোমাকে ফাঁসী দিব" এবং আরো অত্যাচার করিবার ভয় প্রদর্শন করা হয়, তাহাতেই সে নিজে এইরূপে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ রূপে এই ঘটনাটীর সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

বারাণসীতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া অনেক গৃহ পতিত এবং ন্যূনাধিক ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলাহাবাদেও ঐ রূপে অনেক গৃহ পতিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশে সচরাচর অধিক বৃষ্টি হয় না বলিয়া ঘরের ছাদ ভাল করিয়া করা হয় না। জল নির্গমের পথও ভাল নয়। তাহাতেই কিছু অধিক বৃষ্টি হইলেই ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

অবজার্ব্বার বলেন আগামী ডিসেম্বর মাসে ডফ্লাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া ৪২ গণিত আসামের এবং ৪৪ গণিত শ্রীহট্টের দেশীয় পদাতিক দলে স্নাইডর রাইফল দেওয়া হইবে।

গত কল্য প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় লার্ড নর্থব্রুক শিয়াল দহ ষ্টেসনে উপনীত হন। রবিবারে তোপধ্বনি আইন বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার আগমনে তোপধ্বনি করা হয় নাই। অদ্য প্রাতঃকালে একটী তোপ ধ্বনি করা হইবে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের ভবিষ্যৎ অপব্যয় নিবারণের এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পবলিক ওয়ার্ক গুলি কতদূর লাভজনক তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। উক্ত সম্পাদক বলেন এইটী জানিতে পারিলেই ব্যয় কমিয়া আসিবে এবং আমাদিগের শাসন কর্ত্তৃগণের পবলিক ওয়ার্কে ব্যয় করিবার ইচ্ছা কমিয়া আসিবে। লার্ড সালিসবরির

শাসন কালে এই ইচ্ছা অধিকতর প্রধূমিত হইয়াছে। সালিসবরি ইহাকে যদি ক্রমে প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন তাহা হইলে হত ভাগ্য ভারতবর্ষীয়গণ ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে। ইণ্ডিয়ান ষ্টেসমান যথার্থ কথাই কহিয়াছেন।

গত কল্য উইলিয়ম ক্যাম্পিলনামক এক ব্যক্তি ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল, এই অপরাধে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত দিন কারাদণ্ড হইয়াছে। কাশীতে যদি এই নিয়মটী প্রচলিত হয় অনেকে স্বচ্ছন্দে পথ চলিয়া বাঁচেন।

কশীয়াতে দশজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রী বিদ্রোহসূচক ঘোষণা প্রচার করাতে রাজ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে এক দল লোক আছে তাহারা পীড়া হইলে ঔষধ খায় না, তাহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তাহাদের মতে ঔষধ সেবন করিলে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস করা হয়। পাগলামী এক আকারের নয়।

দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চাউল সংগ্রহ করেন তাহার দুই লক্ষ মণ আকারাবে পড়িয়া রহিয়াছে। আরও কোথায় কত পচিয়া যাইতেছে কে তাহার খবর লয়? যাঁহারা নষ্ট করিলেন তাঁহাদিগকে ত ফল ভোগ করিতে হইবে না, তাঁহাদিগকে ফলভোগ করিতে হইলে এরূপ হইত না।

১৭ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বরদার গুইকুমারকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রাজ্য শাসনের উন্নতি বিধানার্থ যে ১৮ মাস সময় দিয়াছেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঐ ১৮ মাসের জন্য দাদাভাই নাউরোজীকে তাঁহার দেওয়ান স্বরূপ নিয়োগের অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টকে আসামের অন্তর্গত করাতে শ্রীহট্টের অধিবাসীরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আবেদনটী অসঙ্গত হয় নাই। গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করেন আমাদের ইচ্ছা।

কলিকাতার টাঁকশালার অধ্যক্ষ টাকশাল ও অন্যান্য আফিসের কার্য্য শিক্ষার জন্য কলিকাতার শিক্ষানবিশদিগের একটী স্কুল করিবার প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখেন। গবর্ণর জেনরল ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। কিরূপে ইহা করা উচিত তাহার বিবেচনার্থ এক কমিটী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের ডেরা ইস্মেইল খাঁর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী শীঘ্র ৯ হাজার সওয়ার লইয়া আকুব খাঁর সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিবেন। ওদিকে আকুব খাঁও বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হিরাট হইতে যাত্রা করিয়াছেন। পিতাপুত্রে যুদ্ধ মুসলমান জাতিতে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন জাতিতে দেখা যায় না।

বিএনার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সভা উত্তম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সাংক্রামিক পীড়া দিগ নিদানাদির অনুসন্ধানার্থ জাতিসাধারণ বোর্ড নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই ডাক্তার হইবেন। বিএনাতে এই সভা থাকিবেন। যে সকল গবর্ণমেণ্ট ইহার সংস্রবে থাকিবেন, তাঁহারা ইহার ব্যয় দিবেন। বোর্ড এক কমিটী নিযুক্ত করিবেন। এই কমিটী কোথায় কিরূপ ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হয় তাহার অনুসন্ধানার্থ এসিয়া ও আফ্রিকায় এক এক আড্ডা করিবেন এবং যে সকল স্থানে ডাক্তার নাই, সেখানে ডাক্তার প্রেরণ করিবেন।

বোম্বাই গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত বৎসর টাইমস পত্রের লাভ ১৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। প্রিন্সিপাল ওয়ালটার সাহেবের সমুদায় ব্যয় বাদে ৭ লক্ষ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। এ ভিন্ন ইহার আর দশ বার জন অংশীদার আছেন।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, কলিকাতা হইতে পোর্টব্লেয়ারে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠান হইয়াছে, যে সকল পুরুষ কয়েদী ২০ বৎসর এবং স্ত্রীকয়েদী ১৬ বৎসর আছে, তাহারা যদি এই কালের মধ্যে সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়মে বদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে হাই কোর্ট আগামী ২২ এ সেপ্টেম্বর অবধি ২১ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ছুটীর মধ্যে ৬ ই অক্টোবর ইনসলবেণ্ট কোর্ট খোলা হইবে। হাইকোর্টের আদিম বিভাগের আফিস সকল ৫ ই অক্টোবর হইতে ১৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। ইনসলবেণ্ট কোর্ট ৯ ই হইতে ১৬ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৮ ই ভাদ্র বুধবার।

সিনক্লেয়ার সাহেবের মকদ্দমায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাই কোর্ট একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। সিনক্লেয়ার সাহেব ম্যাকডোনাল্ড নামক একজন সাহেবের প্রতি অত্যাচার করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। এ নিমিত্ত তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যে দিন তাহাকে আদালতে লইয়া যাওয়া হয় সে দিন রবিবার, সেই দিবসেই ক্যাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে মোচলকা দিবার, না দিলে ছয়মাস কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন। সিনক্লেয়ার সাহেব ও বিচার রবিবার হইয়াছে বলিয়া তাহা অবৈধ হইয়াছে এই আপত্তি করিয়া জুডিসিয়াল কমিশনরের নিকট আপীল করেন তিনি ইহার অবৈধতা স্বীকার না করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হন। পরে হাই কোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্ট বলিয়াছেন, এদেশে রবিবারে কোন মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিবার কোন বাধা নাই। তাঁহারা বলেন, এমন বিষয় ঘটিতে পারে যে রবিবারে তাহার অনুসন্ধান ও বিচার করা কেবল আইন সঙ্গত হয় এমন নয়, তাহা করা মাজিষ্ট্রেটের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সিনক্লেয়ার সাহেবের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর পোষ্ট আফিসের একজন ডাক

পোষ্টাপা চিঠি হইতে নোট চুরি করিয়াছিল বলিয়া নদীয়ার জজ রিচার্ডসন সাহেব উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান ইনস্পেক্টর বাবুর যত্নে এ ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে। ডাক বিভাগের উপরিতন কর্ম্মচারিরা যদি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কাজ করেন অনেক চুরির নিবারণ হয়।

গত জুলাই মাসে কলিকাতার উপনগরে ৮২৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৩ জনের ওলাউঠায় এবং ৩২০ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১১ জন খৃষ্টান ৩১৭ জন মুসলমান এবং ৪৯৬ জন হিন্দু।

২২ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৭৩০৭০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ৩১০৮৪০ টাকা লাভ হয়। এ হিসাবে ৬২২৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে ঐ সপ্তাহে ১৭০৮০ টাকা আয় হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময় ১৭৮৫০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ৭৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং নিউস বলেন, তথায় রথ্যা কর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সম্পাদক এজন্য চা-করদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন তাঁহারা এই বেলা রাস্তা ঘাটের প্রতি একটু যত্নবান হন, তাহা হইলে এই কর হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন।

২৯ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৭ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা নয় জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭ নয় জনের ওলাউঠায় এবং ৮০ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

১ লা এপ্রেল অবধি আগষ্ট পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের জন্য ৩০১২১৯০ টাকা এরূপ প্রস্তাবে ক্ষতি হইয়াছে।

হাবড়ায় এক জন দেশীয় গণক আছে। একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকের কিছু টাকা চুরি যায়। মেম সাহেব ঐ গণকের নিকট গমন করেন। গণাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় গাছের উপর হইতে এক সর্প পড়িয়া উহার গলা জড়াইয়া ধরে, মেম সাহেব অচেতন হইলেন। অনেক কৌশল করিয়া সর্পটীকে অপসারিত করিয়া বধ করা হয়। মেম সাহেব রক্ষা পাইয়াছেন। এরূপ কতকগুলি ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালি সাহেব আছেন, তাঁহারা যীশু খৃষ্টকেও মানেন, এবং বিপদের সময় শীতলা মনসা ও পঞ্চানন প্রভৃতিকেও পূজা দেন।

সহচর পাঠে অবগত হওয়া গেল গত সপ্তাহে সুখচরে একটী গর্ভবতী ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ দিন বৈকালে উহাদের উঠানে একটী সর্প বহির্গত হয়। স্ত্রীলোকটী দেখিয়া তাহার স্বামীকে সর্পটী মারিয়া ফেলিতে বলে। স্বামী সর্পের নিকট যাইবামাত্র সর্পটী গর্জ্জন করিয়া উঠে। তখন সে কহিল উহা বাস্তু সর্প, উহাকে মারা হইবে না। সর্পটীও একটী গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। উহারা সচরাচর গৃহের বাহিরে শয়ন করে, কিন্তু সে দিন স্ত্রীলোকটীর ভয় হওয়াতে সে সে রাত্রি ঘরের মধ্যে শয়ন করিল। গভীর রাত্রিতে ঐ কাল সর্প আসিয়া স্ত্রীলোকটীর একটী অঙ্গুলী একেবারে গিলিয়া ফেলে। উহার কিঞ্চিৎ পরেই স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হয়। কুসংস্কারের এইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। নীতি শাস্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন "সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।"

নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, চীন দেশে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ফরাসী জর্ম্মণ ও রুশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ডাক্তার জেমস হিণ্টন শ্রবণ শক্তির বিষয়ে এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এমন অনেক কার্য্য সচরাচর করা হয় যাহাতে শ্রবণ শক্তির অনিষ্ট হয়। তিনি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমেই বলিয়াছেন, স্কুলে সচরাচর বালকদিগের জোরে কান মলিয়া দেওয়া হয়, এটী উচিত নয়। এই রূপে কান মলিয়া দেওয়াতে অনেক বালক বধির হইয়া যায়। যে সকল শিক্ষক কান মলা ভাল বাসেন তাহাদের এটী দর্শন করা কর্ত্তব্য।

এদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণের রাজ্যে যে সকল পোলিটিকাল আফিসর আছেন, তাঁহারা যাহাতে এদেশের রীতি নীতি প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হন, গত বৎসর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। এবার ষ্টেট সেক্রেটারি ঐ সকল আফিসরকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য স্থির করিয়াছেন। ভাষা শিক্ষা বিষয়েই তাঁহার অধিকতর জিদ। লার্ড সালিসবরি বলেন, সম্ভ্রান্ত দেশীয়দিগের সহিত ভালরূপে কথা বার্ত্তা কহিতে পারগ হইবার জন্য ঐ সকল আফিসরের তত্তৎ দেশীয় ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করা উচিত।" তাঁহারা সেই সেই স্থানের ভাষা জানেন না, সেই সেই স্থানের রাজারাও ইংরাজী জানেন না, উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ সঙের মত বসিয়া থাকেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে বসিয়া থাকিয়া পরস্পরের উপরে পরস্পর চটিয়া উঠিয়া যান। পরস্পরের মনে পরস্পরকে জড় বলিয়া সংস্কার জন্মে। এতন্মূলক অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

দূত পাঠে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতা শিকদার বাগান নিবাসী কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতামহী গত ২৭ এ শ্রাবণ ১১৩ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি ১০৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বয়ং অন্ন পাক করিয়া ভোজন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, প্রাচীন লোকেরা এত শক্তিবিশিষ্ট ও দীর্ঘজীবী কেন, নব্য দল সে বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

ব্যাবেরীয় সেনাদলের একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন, তিনি একদা এক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে। প্রথমে তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলেন,

কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি তখনও জীবিত আছে। তিনি জোরে তাহাকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দেওয়াতে তাহার চেতনা হইল। সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার নিকট নস্য আছে কি না। নস্য নাই, এই কথা শুনিবামাত্র সে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অচেতন হইয়া পড়িল। তখন ডাক্তার নস্যের অনুসন্ধানার্থ কিয়দ্দূরে গিয়াই এক ব্যক্তির নিকট তমাকের নস্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই নস্য আনিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেওয়াতে সে চেতনা প্রাপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি কোন সংবাদ লইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল আসিবার সময় তাড়া তাড়ি নস্য আনিতে ভুলিয়া যায়, তাহাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। অহিফেন সেবীদের অহিফেনের অভাবে এরূপ হওয়ার কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু নস্য কিম্বা তমাকের অভাবে অচেতন হইবার কথা কখন শুনা যায় নাই।

১৯ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

নীলকর মিয়াস সাহেবকে লইয়া কেবল ইংলিসম্যান নহেন, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যদি ক্ষমতা থাকিত ইহাঁরা এতদিন চিফ জষ্টিস এবং ফিয়ারকে পদচ্যুত করিতেন। ফ্রেণ্ড কহিয়াছেন, উক্ত দুই জন বিচারপতির এই বিশ্বাস হইয়াছে যে অনেক সম্ভ্রান্ত নীলকর বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য অনায়াসে মিথ্যা কহিতে পারিবেন উঁহারা এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে ইউরোপীয় সমাজের সম্মানের বড় হানি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যেরূপে মিয়াস সাহেবের বিচার করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আদালত সমূহ পক্ষপাত শূন্য হইয়া সুবিচার করিতে সমর্থ আমাদের এমন বিশ্বাস হয় না।" যিনি যাহাই বলুন, মিয়াস সাহেবের প্রেসিডেন্সি জেলে গণিব্যাগ বুনাতে অনেক কাজ হইয়াছে।

বীজনগ্রামের রাজা বারাণসীতে একটী স্ত্রীচিকিৎসালয় স্থাপন করাতে বিস্তর উপকার হইয়াছে। মিস ব্রিঙ্ক (এম, ডি) নামক একজন আমেরিকার স্ত্রীডাক্তারের অধীনে এই চিকিৎসালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন বহুসংখ্য ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা আইসে। এত রোগী আইসে যে যাহারা ডিস্পেন্সারিতে আসিতে পারে না, মিস ব্রিঙ্ক তাহাদের বাটীতে যাইবার অবসর পান না। আর তিন চারি জন স্ত্রী ডাক্তার হইলে তবে সমুদায় কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

ইংলিসম্যান বলেন, সার রিচার্ড টেম্পল ৭ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

শুক্রবার সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় লার্ড নর্থব্রুক মেও নেটিব হাসপাতাল খুলিলেন। তাহার পর উক্ত হাসপাতালে রোগীদিগকে লওয়া হইবে।

গত সপ্তাহে সাগুহেডের নিকট মেরি গ্রাণ্ট নামক ষ্টীমার খানি জলমগ্ন হয়। কেহ কেহ বলিতেছেন ৮ জন দেশীয় আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে।

নাগ পঞ্চমী উপলক্ষে জব্বলপুরে মহাসমারোহ হয়। ঐ দিবস লোকে সর্পকে দুগ্ধ ও বস্তা খাওয়ায়। এ সমারোহের অঙ্গ পলোয়ানদিগের কুস্তী। জমীদারদিগের সন্তানেরাও ইহাতে লিপ্ত হন, এবং কখন কখন বড় বড় পলোয়ানদিগকেও হারাইয়া দেন। এদেশের জমীদার সন্তানগণকে কিন্তু পাঁচ ফিরিতে শয়ন করিতে হইলেও চাকরের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সম্প্রতি বারাণসীতে এক ব্যক্তি আপনি আপনার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এ ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া আপনার একটী মূর্ত্তি গড়াইয়া উহা গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দাহ করেন। এ ব্যক্তির কিছু ধন আছে, কিন্তু উত্তরাধিকারী নাই, এই জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। এদেশেও আমরা দুই এক জনের জীবিতাবস্থায় তাহার শ্রাদ্ধ করিবার কথা শুনিয়াছি।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১৮৭২-৭৩ অব্দে বোম্বাইর গবর্ণর সার পি ওডকাউসের ভ্রমণার্থ ৫৫১৩০ টাকা ব্যয় হয়। যাহাদিগকে এই ৫৫ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে, এ ভ্রমণে তাহাদের কি লাভ হইল তাহাদিগকে বলা উচিত।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ২৬ টী তুলা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কোম্পানি আছে। ইহাদের মূলধন . কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

২০ এ ভাদ্র শুক্রবার।

১৮৬৩ অব্দ অবধি গত ১০ বৎসরের মধ্যে প্রিবি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটী কলিকাতা হাইকোর্টের মীমাংসিত মকদ্দমার ১৬৭ টী আপীলের নিষ্পত্তি করেন। উহার মধ্যে ৮৭ টী আপীলে হাইকোর্টের কৃত মীমাংসার অন্যথা অথবা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ৮০ টীতে তাহাদের কৃত নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখিয়াছেন। অনেকের সংস্কার এই, বাঙ্গালিরা সুবিচার হইলে আর লোকে এত অর্থ ব্যয় ও এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রিবি কাউন্সিলে আপীল করিতে আইসে না। জুডিসিয়াল কমিটী এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে এদেশের আপীলের বিচার করেন। এই জন্যই অধিকাংশ স্থলে আপীল কারীর জয় লাভ হইতে দেখা যায়।

গত বুধবার চাঁদনীর চকে একজন মুদী ক্রেতাদিগকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছিল, হঠাৎ দোকান ঘরের ছাদটী পড়িয়া গিয়া ঐ ব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হয়। উহাকে মেয়োনেটিব হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিন্তু উহার জীবন সংশয়। আরো কয়েক জনের বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছে। ঐ গৃহটী বহুদিন অবধি নিতান্ত জগ্নাবস্থায় রহিয়াছিল। মিউনিসিপালের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি এ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন না?

শুনা যাইতেছে অক্টোবরের ১৫ ই ১৬ ই এর মধ্যে লার্ড নর্থব্রুক দার্জ্জিলিঙ্গে যাইতেছেন না। কিন্তু ইলিন ও হবহাউস সাহেব অদ্যাই যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁদের পর্য্যন্ত বাস কতু যদি কিছু অধিক।

পায়নিয়র বলেন, ১১ এ আগষ্ট প্রাতঃকালে দিল্লীতে অনেকবার ভূমি কম্প হয়।

অযোধ্যায় একব্যক্তি অসাবধানভাবে এত কাতর হইয়াছিল যে গোপনে রেলের উপর শয়ন করিয়া শকট চক্রে আত্মহত্যা করিয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা শতকরা			১০৩॥—১০৩॥৶
৪॥	১১৭০	(১৮৮২)	১০৬—১০৬।০
৪॥	১৮৭১	(১৮৮৪)	১০৫॥০—১০৫৸০
৪॥	১৮৭২	(১৮৭৯)	১০৪।০—১০৪॥৶
৫॥	১০৫৯-৬০	(১৮৭৯)	১০৯৮—১০৯৮৶

১ এ ভাদ্র শনিবার।

১৮ ই অগষ্টের হিন্দুহিতৈষিণীর প্রেরিত পত্রের উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, বাবু রামদাস সেন যখন কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান, তৎকালে সোমপ্রকাশে তাহার প্রতিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে এই কথা বলা হয়, কায়স্থেরা ত উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় হইয়া আর কি বাড়িবে? অতএব এ বিফল চেষ্টা কেন? আমরা রামদাস বাবুর সে চেষ্টার অনুমোদন বা প্রশংসা করি নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ নির্ণয় সংক্রান্ত এ প্রস্তাব আমাদিগের নিজের নয়, কাশীর এক ব্যক্তি ঐ প্রস্তাবের কর্ত্তা। সোমপ্রকাশে ইহার আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্য এই, এই আন্দোলনমূলক যদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আবিষ্ক্রিয়া হয়। কায়স্থ জাতিকে অপদস্থ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়।

এই লেখাটুকু সাঙ্গ হইলে পর এক ব্যক্তি ১৯ এ ভাদ্রের একখানি অমৃতবাজার পত্রিকা আনিয়া আমাদিগের হস্তে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, সম্পাদক উচ্চভাবে আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই উচিত বোধ করিলাম। আমরা যদি অমৃতবাজার পত্রিকার গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি, আমাদিগের শরীর অপবিত্র হইবে। যাহা হউক দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আবিষ্ক্রিয়া হইবে মনে করিয়া আমরা প্রস্তাবটীর আন্দোলন করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। কেবল গালিধারা বর্ষণ দেখিলাম। বঙ্গদেশ আজিও কি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া আছেন। অন্য দেশ হইলে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেন, এখানকার সমাচার পত্র সম্পাদকেরা গালি দিয়া বাহাদুরী দেখাইলেন।

ইংলিসম্যান বলেন, গঙ্গার জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বক্সর এবং দানাপুর জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

কাবুলে আজি কালি বড় বড় কামান প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি আমীরের তোপখানায় ফরাশী রীত্যনুসারে একটী বৃহৎ কামান প্রস্তুত হইয়াছে, উহার গোলা দুই কোশ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। আমীর কামানটী দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কামানটী কিন্তু কিছু অধিক ভারি হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

২১ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, মান্দ্রাজে বৃষ্টির কিছু অল্পতা আছে, বোম্বাইর সংবাদ ভাল, বঙ্গদেশের দক্ষিণ মধ্য বিভাগে এখনও বৃষ্টির অভাব আছে, উত্তর ত্রিহুতের কোন কোন স্থানের সংবাদ মন্দ। দক্ষিণ ত্রিহুত ও পশ্চিম বাঙ্গালার অবস্থা উত্তম। পূর্ব্ব বাঙ্গালার শস্যের অবস্থায় ক্রমে উন্নতি হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বারাণসী এবং ঝাঁসিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়।

বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষরূপে লি(খি)য়াছে, সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু অনেক পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এসপ্তাহ অল্প বৃষ্টি হই(য়া) উপকার হইয়াছে, বটে কিন্তু অনেক স্থানে আমন ধান্যের রোপণ কার্য্য শেষ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। হুগলীতে আশু ধান্য এবং পাটের অবস্থা ভাল। কিন্তু আমন ধান্যের রোপণ কার্য্য সকল স্থানে সম্পন্ন হয় নাই। হাবড়াতেও বৃষ্টির অতিশয় প্রয়োজন, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে সমুদায় ধান্য নষ্ট হইবে। নদীয়াতে চতুর্থাংশ মাত্র আমন ধান্য রোপিত হইয়াছে, মুরসিদাবাদে শস্যাদি কিরূপ হয় সংশয় আছে। তবে গত তিন চারি দিন ধরিয়া তথায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। ত্রিহুতে শীঘ্র ভাল বৃষ্টি না হইলে ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। মধুবনীতে যে সকল স্থানে জলসেচন করা হয় তদ্ভিন্ন আর সকল স্থানের ধান্য নষ্ট হইয়াছে, মানভূমে শস্যের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছে। আগামী বর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইবে বলিয়া অনেকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। এখনও যদি সুবৃষ্টি হয়, বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক স্থানের শস্য ভাল হইবে এমন আশা করা যায়। অত্যধিক বৃষ্টি এবং জলপ্লাবন নিবন্ধন উড়িষ্যার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। রাজমহলেও প্লাবন নিবন্ধন বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম জন্মিয়াছে, অনেক স্থানে পাট উত্তম জন্মিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ আগষ্ট। মার্শল ম্যাকমেহন ব্রিটানি হইতে প্যারিসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন সেখানে তাহার আহ্বানার্থ বিশেষ আড়ম্বর হয় নাই। ম্যাকমেহন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিবেন।

আগামী কল্য ব্রসেলসস্থিত আন্তর্জাতিক সভার কার্য্য শেষ হইবে।

এবৎসর ইংলণ্ডে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পিকাডোর রক্ষার্থ কাটেলোনিয়া হইতে একদল রণনিপুণ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা সেপ্টেম্বর। সিসিলি দ্বীপে বদমায়েসের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তথায় কতকগুলি সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। মাউণ্ট এটনা হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ আগষ্ট। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পূর্ণিয়া বিভাগে রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৫ এ আগষ্ট। ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দিলওয়ার হোসেন আহম্মদ গণ্ডক বাঁধের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ চম্পারণে রহিলেন।

জে, বি, ওয়ার্গান কিছু দিনের জন্য কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ এচ বার্ব্বার কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

হুগলী বিভাগের সরবে রেজিষ্টরি কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিরহাটে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৩১ এ আগষ্ট। এ ব্রেয়ার সাহেব নওয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

জি, এম, এম রিড্‌স্‌ডেল কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

এ, এফ, সি বোল্‌ট্‌ কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিমাই চরণ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান বিভাগের কেশেড়ার চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

মেদিনীপুরের সিবিল সার্জ্জন মেজর আর, জি, ম্যাথিউ কিছু দিনের জন্য দারজিলিঙের সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ আগষ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গোপালচন্দ্র দে দক্ষিণ সুবর্ণান টাউন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব দাস বেতিয়ার চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ আগষ্ট। ত্রিপুরার পর্ব্বত প্রদেশের প্রতিনিধি পোলিটিকাল এজেণ্ট কাপ্তেন ই, জি, লিলিওষ্টন বি, এ, ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১ লা সেপ্টেম্বর। এস, বি, রচফেট (ঘিনি রেলওয়ে পুলিষের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরলের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন) ১৮৫১ অব্দের ৫ আইনের ৬ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন তিনি সেই পর্য্যন্ত এই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। সে দিন আরগুণে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে দস্যুরা দুই জন গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হয়। শুনিলাম, দুই স্থান হইতেই যথাসর্ব্বস্ব লইয়া বদমায়েসেরা প্রস্থান করে। ২। ১ জন গৃহবাসীকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিয়া গিয়াছে। পুলিষ অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, এ কার্য্যে পুলিষ কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সবিশেষ জানিয়া বারান্তরে লিখিবার মানস রহিল। আরগুণ গ্রাম খানি বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। কাটোয়া উপবিভাগের এলেকার অধীন।

২। অদ্য ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহ। পর্জ্জন্যদেবের এ দিকে এখনও অনুকূল দৃষ্টি পড়িল না। কৃষি কার্য্য সমস্তই বন্ধ। চাবা গুলি বিবর্ণ। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এবারে এদিকে কিছু মাত্র ফসল জন্মিল না। তবেই ত দেশ উৎসন্ন গেল। এক দুর্ভিক্ষের ধাক্কা না সামলাইতেই আবার সেই বিপদ দ্বারদেশে উপস্থিত। এবারে ত গবর্ণমেণ্ট প্রজা বাৎসল্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। আগামী বারে কি উপায়ে যে বাঁচিয়া যাইবে, এই চিন্তাতেই সকলে আকুল হইয়াছে। মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, এ দিকের বৃষ্টির অবস্থা কি কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়া থাকে?

৩। বনয়ারী আবাদ অঞ্চলের স্থানে স্থানে জ্বর দেখা দিয়াছে। এজ্বরকে সাংক্রামিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহার নাশশক্তিও তাদৃশ বলবতী নহে। তবে উপযুক্ত চিকিৎসাভাবে লোকের অপরিসীম ক্লেশ হইতেছে। এদিকে বনয়ারী আবাদ ভিন্ন কোন স্থানেই চিকিৎসা শালা নাই। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তণ্ডুলের দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ লোকে নিঃসম্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসা সম্বন্ধে ব্যয় করিয়া উঠে, তাহাদের কিছু মাত্র সামর্থ্য নাই। এমন অবস্থায় স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের কঠোর হস্ত হইতে প্রজা রক্ষা করিয়া যশোভাজন হইলেন। কিন্তু এখন বিনা চিকিৎসায় যে অসংখ্য লোক শমন ভবনে গমন করিবে তাহার প্রতীকার বিধানে মনোযোগী হইলে রাজার প্রকৃত কাজ করা হয়। অন্ততঃ অল্প কালের জন্য এদিকে স্থানে স্থানে ডাক্তার খানা স্থাপিত হইলেও লোকের ভূরি উপকার দর্শে। এস্থলে আমাদের একটী বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হইল। সেটী এই, তালিবপুরের জমিদার বহমান সাহেবের একটী চিকিৎসা শালা সংস্থাপনের অভিলাষ আছে। এ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। এ সময়ে এ কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে লোকের অল্প উপকার সাধিত হয় না। মুন্সী সাহেব এ শুভ কার্য্যে আর গৌণ করিতেছেন কেন?

৪। কোন বিষয়ে অভাব দেখিলে সেই অভাব দূর হইবে বলিয়া আমরা সংবাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি না পড়িলে আমাদিগকে যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। আমরা বনয়ারী আবাদ ডাকঘর সম্বন্ধে অনেকবার সংবাদ পত্রে লিখিলাম। দুঃখের বিষয় এই কর্ত্তৃপক্ষ তাহার একবারও অনুসন্ধান ত লইলেন না। যে দিন হইতে এখানকার ডাকঘরটী শাখা কার্য্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই দিন হইতে পত্র প্রেরণ বিষয়ে লোককে নিরতিশয় ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। যথা সময়ে পত্র পাওয়া যায় না। অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। তাহাতে যে লোকের কত ক্ষতি হয়, তাহা সহৃদয় পাঠক অনুভব করিয়া লউন। আমরা জিজ্ঞাসা করি এখানকার ডাকঘরকে কাটোয়ার অধীন করিবার প্রয়োজন কি? আমুদপুরের অধীন করিলে লোকের কোনরূপ আপত্তি থাকে না। আমাদের বিশেষ অনুরোধ বাঙ্গল বার্ত্তা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী এ বিষয়ের এক বার অনুসন্ধান লয়েন।

১৫ ই ভাদ্র
১২৮১ সাল

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড নর্থব্রুক গবর্ণর
জেনরল বাহাদুরের গোয়া-
লপাড়া নগরীতে শুভা-
গমনোপলক্ষে
উপহার।

১। দুখের দিনেশ উদিল আসি।
বিনাশি দুঃখের তিমির রাশি॥

নরগণ যত,
আমোদেতে রত,
নৃত্য গীত প্রমত্ত সবে তায়।
নর নারীগণ,
কে করে গণন,
সুখের সলিলে ভাসায় কায়॥
২। জয় জয় নর্থব্রুক নৃমণি।
সহস্রামিনে উঠে জয়ধ্বনি॥
যত নর নারী,
হয়ে সারি সারি,
ভক্তি পুষ্পে পুজিছে তোমায় হে।
করুণা বিকাশ,
এ নগরে আসি,
পদরজঃ দেহ নগর দেহে॥
৩। বন ত্যজি এ নগরী শোভিল।
রক্ত পতাকা সিন্দুর পরিল॥
নানা আভরণ,
খচিত কাঞ্চন,
স্বীয় অঙ্গেতে ধারণ করিল।
কর্তৃপক্ষগণ,
জানি মানি জন,
সৈরিন্ধ্রী পদেতে বরিত হৈল॥
৪। সবে সাজায় মনের মতন,
যেন বাসরে করয়ে যতন॥
মলিনতা যত,
হইল বিগত,
বিকাশিছে বিমল বিভা কায়।
ধবল পতাকা,
যেমন বলাকা,
চৌদিকে বিমানে উড়িয়া যায়॥
৫। বাজিছে বাজনা মধুর রবে।
পুলকে পুরিত মানব সবে॥
নগরী শোভায়,
ইন্দ্র লাজ পায়,
আহা মরি কিবা শোভা ধরেছে।
আজি কি উৎসব,
যেন দুর্গোৎসব,
পথেতে প্রমোদ স্রোত চলেছে॥
৬। দীন হীন প্রজাকুল কাতরে।
ডাকিছে তোমায় প্রভো স্ব স্বরে॥
মনে বড় আশা,
ঘাটবে পিপাসা,
তোমায় দর্শন করিয়ে এবে।
ক্ষুদ্র এ নগর,
দীন হীন নর,
তাই কি ঘৃণিবে প্রভো এ সবে॥

৭। জনক সদনে সন্তান প্রায়।
সকলে সমান করুণা চায়॥
তারতম্য করি,
দয়া পরিহরি,
কনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি ঘৃণিবে।
আমাদের বল,
রোদন কেবল,
পদযুগ কেহ নাহি ছাড়িবে॥
৮। বলিবারে প্রতিনিধি তোমায়।
আমাদের মানস নাহি যায়॥
তুমি হে রাজন,
ভারত তারণ,
তোমার কৃপায় ভারত সুখী।
শিষ্টের পালন,
দুষ্টের দমন,
করিয়ে তুষিছ যতেক দুখী॥
৯। তব আগমনের আয়োজন।
করে নগরী করিয়ে যতন॥
দীন দুঃখী যত,
হয়ে সমবেত,
এল গ্রহণ করিতে তোমায়।
নাই কোন ধন,
করিতে অর্পণ,
এই উপহার হে তব পায়॥
১০। ভাসিছে নগরী সুখ সলিলে
গ্রীষ্মেতে জুড়ায় যেন অনিলে॥
দুর্ভিক্ষের ক্লেশ,
হইল যেন শেষ,
হুলুস্থূল উপস্থিত নগরে।
কেহ নাচে গায়,
কেহ বেগে ধায়,
উঠে তরঙ্গ সুখের সাগরে॥
১১। করিছে কীর্ত্তন কীর্ত্তনিয়াগণ।
শোভিছে তাহে নর্ত্তকী নর্ত্তন॥
লৌহিত্যে লোহিত,
করিছে মোহিত,
রক্ত পতাকা বিশ্বের আভায়।
নীলিমা প্রভায়,
বিমিশ্র শোভায়,
অপূর্ব্ব রূপে বসুধা ভুলায়॥
১২। ধরে হৃদয়ে রক্ত নীলাসন।
ত্বদীয় উপবেশন কারণ॥
লৌহিত্য আপনি,
মনে ধন্য গণি,
হাসিছে তরল হৃদে আমোদে।

তীরভূমি ধন্যা,
হয়ে লোকারণ্যা,
হয়েছে শোভিত স্বীয় আহ্লাদে॥
ভূমিস্বামী ধনী যত এসেছে।
আনন্দ বাজার তটে লেগেছে॥
বড় আশা মনে,
তব দরশনে,
পবিত্রতা লাভ করি যাইবে।
দিয়ে দরশন,
পুরাও মনন,
স্বর্গ বাস ফল তারা পাইবে॥
১৪। অসংখ্য দর্শক আসি জুটিল।
আনন্দ কাননে কুসুম ফুটিল॥
করী সারি সার,
পৃষ্ঠেতে আমারি,
স্বর্ণরোপ্য খচিত রক্তাসন।
যত বাজিরাজি,
কাবুলের তাজী,
ধরে পৃষ্ঠেতে পর্য্যাণ সুশোভন॥
১৫। সাজিছে পোলিস প্রহরী যত।
ধরিছে বন্দুক কিরীচ কত॥
ভাতি ভানু করে,
ঝক মক করে,
ভানু যেন ভূতলেতে নেমেছে।
সেলামী করিতে,
তোমায় বরিতে,
এক দৃষ্টে সবে চেয়ে রয়েছে॥
১৬। সেজেছে ঘাটলা কেমন সাজে।
দুই দিগেতে নহবত বাজে॥
রক্তিম বসন,
করি আচ্ছাদন,
গুম্বজ উপরেতে শোভা পায়।
দিনকর কর,
ত্যজিয়া অম্বর,
শ্যামল নীরদ জলে লুকায়॥
১৭। নবীন রচিত কুঞ্জ যেমন।
শোভিছে ঘাটলা মঞ্চ তেমন।
পতাকার গতি,
সহ সদাগতি,
বিতরে অপূর্ব্ব শোভা অম্বরে।
মনে করি আশা,
হবে তব আসা,
ঢেকেছে বস্ত্র রক্তিম অম্বরে॥
১৮। আ মরি নগরী কি শোভা ধরে।
লোকারণ্য এ নগরে না ধরে॥
করে করে ধরে,
উঠে ধরাধরে,

আবাল বৃদ্ধ ধৈরয না ধরে।
দেখিবার তরে,
চলেছে সত্বরে,
বরিষার বারি যেন না ধরে ॥
১৯। নবীন রঙ্গের সং দেখাইব।
নর বানর করি নাচাইব ॥
ভাওনা আইছে, (১)
গাওনা গাইছে,
নদ হ্রদে নাও কত ভাসিছে।
মুখস পরিয়া
লাঙ্গুল ধরিয়া,
হই হই রবে সবে নাচিছে ॥
২০। রমিত চৌদিকে মনোহারিণী।
সতত দুঃখিত দুঃখ বারিণী ॥
বার বণ্ কুল,
করি কুল কুল,
দিতেছে হুলুধ্বনি বার বার।
কুল বধূগণ,
খুলি বাতায়ন,
দেখিছে সবে হয়ে অনিবার ॥
২১। মনোভাব কে বা পারে দমিতে।
নানা ভাব মনে হয় ভাবিতে ॥
নগর উপর,
পর্ব্বত শিখর,
ন শিরোন্নত করিল নগরী।
হেরিবার তরে,
মহামতি বরে,
উঠিল যেন উচ্চ শির করি ॥
২২। এদেশেতে দীননাথ উদিল।
সশঙ্কিত দিননাথ হইল ॥
যেন দিবাকর,
প্রদানিতে কর,
প্রসারিছে স্বীয় কর নিকর।
ভয়ে ভীত হয়ে
ক্ষণে রয়ে রয়ে,
সম্বরিছে অম্বরে স্বীয় কর ॥
২৩। পার্ব্বতীয় লোক আমরা সকল।
প্রদানিব ফুল ফল কেবল ॥
লতা পাতা দিয়ে,
তোমারে তোষিয়ে,
বিদায় করিব প্রভু তোমায়।
যে দেশে যেমন,
পাইবে তেমন,
লও বিদুরের ক্ষুদ দয়ায় ॥
২৪। দশমী দিবসে যথা তটিনী।
আমোদ প্রমোদে মন তোষিণী।

(১) আসাম দেশের অভিনয়।

প্রফুল্ল হৃদয়ে,
উত্তেজিত হয়ে,
যায় সবে তটিনীর তটেতে।
আমোদে মাতিয়া,
দিন কাটাইয়া,
বিসর্জ্জিয়া দেবী যায় ঘরেতে ॥
২৫। সহষ মনে করি আগমন।
বিমর্ষ ভাবে করিব গমন ॥
করিতে সান্ত্বনা,
মনের যাতনা,
কোলাকোলি করে যেন সবেতে।
জ্বালিয়া আলোক,
নিবারিব শোক,
তোমার বিরহ বেদনা ওহে। ॥
২৬। তপন তাপিত হয়ে চলিছে।
বিরহ জ্বালায় যেন জ্বলিছে ॥
দিগ বধূগণ,
বিরস বদন,
কুমুদের সখা দেখ আসিল।
উদিল গগনে,
তব দরশনে,
সহস্র নয়ন তারা মেলিল ॥
২৭। জ্বলিছে অসংখ্য দীপ নগরে।
করিছে কীর্ত্তন কত নাগরে ॥
রাজপথ যত,
দীপ কত শত,
জ্বালিয়া করিছে আলোকময়।
নগরী যেমন,
করিতে দর্শন,
মেলিছে অসংখ্য নয়নচয় ॥
২৮। আপনি আতস বাজি পুড়িল।
দেখিতে গগনে যেন উঠিল ॥
অভাবে দর্শন,
হইল পতন,
ভস্মীভূত হয়ে প্রাণ ছাড়িল।
অগ্নির উত্তাপে
বাজির প্রতাপে,
বিরহ যন্ত্রণা যেন বাড়িল ॥
২৯। জয় জয় ওহে ভারতপ্রভু।
আসাম অরণ্যে ভুলনা কভু ॥
দীন জনগণ,
নাই কোন ধন,
ভিখারী কাঙ্গালী সব এসেছে।
এই উপহার,
বাক্য ময় হার,
গেঁথে সবে সমর্পিতে এসেছে ॥

৩০। এ কুচিবর্ত্তী হয়ে সবারে
ভুল না ভুল না প্রভু আসামে ॥
আমরা সবাই,
এই ভিক্ষা চাই,
এ উপহার করিবে গ্রহণ
ভক্তি রসে ভাসি,
সুভাষায় ভাষি,
করে তারিণী প্রসাদ বচন।
৩১। কাঙ্গালীগণ কর জোড়ে কয়,
আসামে যেন রেল রোড হয়।
তব আগমন,
করিয়ে স্মরণ,
দুঃখিত কাঙ্গালী সব চলিবে।
উন্নতি সাধন,
হবে বিলক্ষণ,
দুর্ভাগা আসাম তবে তরিবে ॥
৩২। চির কাল আশীর্ব্বাদ করিবে।
আসাম বাসীরা সুখে ভাসিবে
ধন্যবাদ দিবে,
সদা নাম নিবে,
অক্ষয় হইবে তব সুনাম।
ভিখারিরা কয়,
মনে যেন রয়,
পূর্ণ হয় যেন এ মনস্কাম ॥
সমাপ্ত।

২৯ এ আগষ্ট ১৮৭৪ } শ্রী—

সবিনয়নিবেদনং মিদং—

মহাশয়! সকলেই অবগত আছেন মেদিনীপুর হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত একটী খাল হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পথিকদিগের [illegible] গমন কৃষকদিগের কৃষি [illegible] প্রভৃতি বিষয়ের যে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মেদিনীপুরে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প হইবার ইহা একটী প্রধান কারণ। ইহার নিমিত্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। অল্পদিন হইল কলিকাতা হইতে একটী ষ্টীমার এখানে গমনাগমন করিতেছে। তাহাতে লোকে দ্রব্যাদি লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে একবার নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়া থাকে। কয়েক দিবস হইল উক্ত ষ্টীমারে একটী অতি শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ষ্টীমারের প্রতি লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধি হইয়াছে। আর একদিন এই ষ্টীমারে ক লস্কার

যাইতেছিলাম রূপনারায়ণ নদের সম্মুখে ...নের নিকট সূর্য্য অস্ত হয় এবং রাত্রে জাহাজ সেইস্থানেই অবস্থান করিয়াছিল। আমার নিকট একটি ব্যাগ ছিল, তাহার উপর সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের পর ব্যাগটীকে বালিস করিয়া ষ্টীমারে শয়ন করিয়া রহিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি ব্যাগ নাই। দেখিয়াই একবারে হতবুদ্ধি হইলাম এবং চতুর্দ্দিকশূন্য দেখিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ তাহাতে অন্যূন ১০ দশ হাজার টাকার দলিল ও তমসুক এবং নগদ ৫৪ টী টাকা ছিল। তাহা আমার নিজের নহে, মুনিবকে কি বলিব এবং তিনিই বা কি মনে করিবেন এই চিন্তায় আমার রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ বোধ করিলাম এবং চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল। আমি এইরূপ অবস্থায় বিস্তর আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিলাম এবং সকলকেই অনুনয় পূর্ব্বক উক্ত বিষয় জানাইলাম কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান হইল না। অবশেষে একজন বুদ্ধিমান লোকের উপদেশে ও সেইস্থলের আসিষ্টাণ্ট ওভরসিয়র শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র চৌধুরি মহাশয়ের যত্ন ও ভদ্রতায় যে স্থানে ষ্টিমার ছিল তথায় জাল ফেলায় ব্যাগ, জালের সহিত জল হইতে উত্থিত হইল। তাহার ভিতর দেখা গেল প্রায় সমুদায় কাগজ ও ৩। ৪ সের পরিমাণে একখণ্ড পাথরীয়া কয়লা আছে। কেবল মাত্র তিন খানি দলিল ও নগদ ৫৪ টী টাকা নাই। সেই সময়ের আমার হৃদয়ের ভাব সহৃদয় মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়! এই শোকাবহ ঘটনাটী কিরূপ ভয়ঙ্কর ইহা অপেক্ষা পথিকদিগের দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ইহাতে কে সাহস করিয়া ষ্টীমারে যাইতে ইচ্ছা করে? অতএব সকলের সতর্কতার নিমিত্ত আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি যে যেপর্য্যন্ত [illegible] দের অবাধে এই সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্য [illegible] মনোযোগী না হন বিশেষতঃ [illegible] বহিষ্কৃত না করেন [illegible] ষ্টীমারে চৌকির নিমিত্ত একজন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত না করেন সে পর্য্যন্ত যেন ইহাতে কেহ আরোহণ না করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন আর কেহ কখন এরূপ বিপদে না পড়েন।

১০ এ আগষ্ট ১৮৭৪ মেদিনীপুর

শ্রীসমসুদ্দীন মল্লিক
মেদিনীপুর কেনেলের পথিক
সাং [illegible] পং [illegible] জিলা
মেদিনীপুর।

—o—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৮ এ আগষ্ট।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩১	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২১	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৪	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৩	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৪	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২৩	
ডাক্তার পাড়া	১৯	৬
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৯	৬
তথা হইতে কট ১ নং	৩২	৬
তথা হইতে বোলমারি	২৫	৯
তথা হইতে আলিকদহ	২৫	৯
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২৭	৯
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১২	

সন ১৮৭৪ সালের ৩১ এ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৩	১১

বহরমপুর ৩১ এ আগষ্ট ১৮৭৪

টি, বেটি সি ই, প্রতিনিধি এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভৌমিক দাসপুর	১০
” ” গণেশচন্দ্র বসু—দৌলত খাঁ	১০
” ” মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভেলিনীপাড়া	১০
” ” রাজ রাজ দীপ—গোয়ালন্দ	৫॥০
” ” মথুরামোহন পাল চৌধুরী বালিডাঙ্গা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু যদুলাল মল্লিক—পাথুরেঘাটা	১০
” ” হরচন্দ্র চৌধুরী—কলিকাতা	১০
” ” রাধাকিশোর শীল—কীরপাই	১০
” ” মহাভারত রায়—কলিকাতা	৫॥০
” ” হরিমোহন মজুমদার—	৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াস্ত চিঠি, মনি অডর, টিকিট অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ৩০ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ১৪ ই সেপ্টেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। যাঁহার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাকঘরে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ৷৷০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে পুস্তকের মূল্য ভিন্ন /০ এক আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। তবে যিনি এককালে ১০ খান অথবা তাহার অধিক পুস্তক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না। আট আনার হিসাবে প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। তাহার ৫০ ডাক মাশুল লাগিবে, তাহা আমি নিজ হইতে দিব। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, ৴১০ আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরিত হইলে গৃহীত হইবে না। বিদেশের কোন গ্রাহক অথবা কলিকাতার গ্রাহকগণ কলিকাতার যে স্থানে পুস্তক পাঠাইতে কহিবেন, লোক দ্বারা সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ সাল
৪ ঠা ভাদ্র

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও শ্রীবৎস চিন্তা গীতাভিনয় নামক দুইখানি পুস্তক আমি প্রণয়ন করিয়া বি পি যন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছি, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই উহা অভিনয় করিতে পারিবেন না।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সাং উলুবেড়ের অন্তঃপাতী
কুলেশ্বর।

আমার জমিদারী সেরেস্তায় দেওয়ানী পদ শূন্য আছে। ঐ পদে জমিদারী কার্য্যে পটু ও আইনজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব। মাসিক বেতন ১৫ পনর টাকা। কার্য্য দক্ষতায় প্রশংসিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইবে। আহারীয় দ্রব্যাদি এবং ভৃত্য সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। যদি কেহ এই পদাকাঙ্ক্ষী হন, প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইবেন। পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ জাতি হওয়া আবশ্যক।

১২৮১ সাল
১১ ই ভাদ্র

শ্রীগুরুগোবিন্দ চৌধুরী
ষ্টেষণ লেছবাগঞ্জ
কৃষ্ণপুর গ্রামে বাসস্থান।

প্রোফেসর উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩ য় বার মুদ্রিত এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০০ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য ১২॥০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩২ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্ত্রীচিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রী বিদ্যা, বাল চিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলী, জি. এম. সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত [illegible] চিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক গ্রন্থ [illegible] স্বত্বের সহিত বন্ধক থাকাতে [illegible] মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক [illegible] স্বত্ব আগামী [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] [illegible] প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় যথা—

১ মেঘনাদবধ কাব্য, ১ [illegible]

২, মেঘনাদবধ কাব্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৩, তিলোত্তমাসম্ভব [illegible] ৪, বীরাঙ্গনা কাব্য [illegible] য়াছে। ৫, চতুর্দ্দশপদী [illegible] ব্রজাঙ্গনা কাব্য, (এক্ষণে [illegible] কুমারী নাটক, (এক্ষণে [illegible] পদ্মাবতী নাটক। ৯, [illegible] বুড়োসালিকের ঘাড়ে রোঁ [illegible] বলে সভ্যতা।)

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার [illegible] কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মেঃ এ, সেণ্ট জন কারুথর্স উকীলের আপিসে প্রাপ্তব্য।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা ... সেক্স ষ্ট্রীট ক্যানিঙ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাসুল ৴৹ এক আনা।

কলিকাতা ... হিন্দুহষ্টেল ... } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

স্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

... ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ... ডাক মাসুল ।৹ এবং তৎকৃত ভিষগ্‌বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ৶৹।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একষ্ট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৶৹ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।৹ ডাক মাসুল /৹

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাসুল ৶৹।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাসুল ৶৹।

ফ্যামিলি ট্রীটমেণ্ট ১৷৹।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবিজ্ঞান বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷৹ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/৹ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার।

—•○•—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয় ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩৷৷ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবরডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

—•○•—

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

—○:○:○—

ইংরাজী জুতা।

দুর্গা পূজার সময় ব্যবহার জন্য অতিশয় সস্তা।

ক্যাল এণ্ড কোং

১২৬ ও ১২৭ রাধাবাজার।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

ভারতবর্ষে কি এত নির্লজ্জ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ইউরোপীয় আছেন?

এ জগতে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও নির্লজ্জ লোক অনেক আছে বটে কিন্তু যাহারা দোষী ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় তাহাদিগের তুল্য কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নির্লজ্জ কেহ নয়। আমরা ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় দলে এই প্রকার লোকই অধিক দেখিতে পাইতেছি। এতদিন তাহাদিগের হৃদয় কঞ্চুকে আবৃত ছিল, নীলকর মিয়ার্স সেই আবরণ তুলিয়া দিয়াছেন। অনেক ইউরোপী। তাঁহার স্বপক্ষ হইয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

যাঁহারা আবেদন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নির্লজ্জ বলিলাম তাহার কারণ এই, নীলকর মিয়ার্স পাঁচুর উপরে যে অত্যাচার করিয়াছেন, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? দূরবর্ত্তী মফস্বলের প্রবল লোকেরা দুর্ব্বলদিগের প্রতি যে এই প্রকার দৌরাত্ম্য করে, তাহা কে না জানেন? আমরা স্বচক্ষে এরূপ অনেক

গ্রাম দেখিয়াছি, সেখানকার তালুক-দার কোন ব্যক্তিকে একটী অসঙ্গত আদেশ করিলেন, সে ব্যক্তি তৎসম্পাদনে অনিচ্ছু অথবা অসমর্থ হইল। তালুকদার লোক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনাইলেন। কখন স্বহস্তে কখন বা লোকদ্বারা তাহাকে নানা প্রকার অপমান করিলেন। সে কেবল উচ্চস্বরে ঈশ্বরকে ডাকিল, এবং যতক্ষণ শরীরে জ্বালা রহিল, ততক্ষণ রোদন করিল। তাহাতেই যে প্রতীকার হইল। সে যে রাজদ্বারে জানাইয়া প্রতীকার করে এমন সাহস হইল না। সে চেষ্টা করিতে গেলে লাভের মধ্যে এই হয়, তালুকদার তাহাকে পুনরায় ধরিয়া আনিয়া দ্বিগুণতর প্রহার ও নানা প্রকার অত্যাচার করেন যদি কেহ কোন রূপে সহ্য করিতে না পারিয়া আদালতে উপস্থিত হন, তাহার কৃতার্থতা লাভ হয় না। আদালত আইনের অধীন। আইন সাক্ষী ব্যতিরেকে মকদ্দমা করিতে নিষেধ করে। উল্লিখিত তালুকদারের বিপক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দেয় গ্রামের কোন ব্যক্তিরই এমন সাহস হয় না।

পাঁচুর বিষয়ে যে ঐ প্রকার ঘটনা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে সমস্ত ইউরোপীয় সেই দোষী মিনার্সের স্বপক্ষ হইয়া আবেদন করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কেমন অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিনার্স যদি উহাদিগের আবেদনে মুক্ত হন পাঠকগণ দেখিবেন, নীলপ্রধান প্রদেশে পাঁচু মিনার্স-কাণ্ডের নিত্য অভিনয় হইবে। তাহা হইলে কেবল যে শাসনপ্রণালী হীনবল ও প্রজারা চির অসুখিত হইবে এরূপ নয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর এত যে প্রতাপ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইনের এত যে মহিমা ও এত যে আগ্রহ দণ্ড তর

সমুদায় বিফল হইয়া যাইবে। অধিক কি, নীল প্রধান প্রদেশে সেই পূর্ব্ববৎ অরাজক কাণ্ড বিজৃম্ভমাণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। যে সকল ইউরোপীয় সেই অরাজক কাণ্ড ঘটাইবার মূল হইতেছেন এবং যত্ন পাইয়া পুরাণ পাপিগণের প্রশ্রয় বর্দ্ধনে উৎসুক হইতেছেন, তাঁহারা যে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও নির্লজ্জ সে বিষয়ে সংশয় কি? কাণ্ডজ্ঞানহীন না হইলে কেহ কখন ধনজনসম্পন্ন একটী প্রধান দেশের এরূপ অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন না।

যদি কেহ এ কথা বলেন, এদেশে যে সকল ইউরোপীয় আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই মফস্বলের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানেন না। তাঁহারা বিচারপতিদিগের রায়ে দেখিতেছেন, পাঁচু যে যে সাক্ষির দ্বারা আপনার মকদ্দমা সপ্রমাণ করিয়াছে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা যখন মিথ্যা সাক্ষী হইল, তখন মিনার্সের বিচার আইন সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং অবিচার হইয়াছে। অবিচারের প্রতিবাদ দূষণাবহ নহে। ইহার উত্তর দান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যান, সে কি কাণ্ডজ্ঞানহীন নহে? আইনে নির্দ্দোষ হইলেই লোক বাস্তবিক নির্দ্দোষ হয় না। যে যথার্থ নির্দ্দোষ, সেই বাস্তবিক নির্দ্দোষ। যে বিচারপতি আপনার প্রত্যয়ে কে ধর্ম্মতঃ দোষী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও আইনে দোষী হইল না বলিয়া ছাড়িয়া দেন, সেটি দ্বারা তাঁহার বিচার বিক্রয় করা হয় সন্দেহ নাই। ধার্ম্মিক বিচারপতিরা প্রাণান্তেও সে কাজ করেন না। তাঁহারা আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া যদি তিরস্কৃত অথবা পদচ্যুত হন, তাহাও স্বীকার করেন।

যদি বলেন, ইউরোপীয়েরা মিনা-

র্সের নির্দেশমতা [illegible] করিবে ম-নিমত্ত আবেদন করিতেছেন না, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে অব্যহতি দেন, ইহাই তাঁহাদিগের আবেদনের উদ্দেশ্য। আবেদনের যদি এ উদ্দেশ্য হয়, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না। দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডের মধ্যে [illegible] দণ্ডের গৌরব থাকে না। অনুগ্রহ করিলেই অপরাধী তাহার পুরস্কারের [illegible] [illegible] নিষ্কৃতি হইল। [illegible] এবং [illegible] সম্মান করিয়াছেন যে এই ভাবিয়া উল্লসিত হইয়া উঠে। অন্যান্যের মনের গতিই এইরূপ। অপরাধীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে আর একটী বিষম অনিষ্ট দোষ ঘটিয়া উঠে। প্রত্যেক অপরাধীই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যখন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন তখন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কি করিবেন? তিনি যদি তাহাদিগের বেলা অনুগ্রহ না করেন, স্বদেশ ও স্বজাতি পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার প্রতি লোকের বিজাতীয় বিরাগ হইবে। আর সকলের প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে, আদালত বিচারপদ্ধতি ও দণ্ড প্রণালী সমুদায়ই বিফল হইয়া যাইবে। ফ্রান্সের মার্শেল বেজিন রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দী হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে মুক্ত করিবার অভিলাষে [illegible] মেহনের নিকটে গমন করেন। [illegible] সরকারে [illegible] [illegible] আছে, আপনি [illegible] তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। [illegible] বলেন, আমি [illegible] এবং পরাধীন, আমার [illegible] কোন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা নাই। তাহার পর বেজিনের স্ত্রী এই প্রার্থনা করেন, বোজন যে দ্বীপে কারারুদ্ধ আছেন, রক্ষিগণ সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে সেই দ্বীপে

সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় সম্প্রতি মাকমেহন তাহাতেও অসম্মত হইলেন। শেষে বেজিনের স্ত্রী গোপনে নানা প্রকার উপায় করিয়া বেজিনকে কারাগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন কিন্তু মাকমেহনের নিকটে কোন ক্রমে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। দণ্ড প্রণয়ন পক্ষে ঐ প্রকার দৃঢ়তা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা না থাকিলে রাজ্য রক্ষা হওয়া কঠিন।

আবেদনকারী ইউরোপীয়গণ কি এই আশঙ্কা করেন মিঃ সেন মুক্তিলাভ অথবা দণ্ডের লাঘব না হইলে নীলকরদিগের মফস্বলে বাস করা দুষ্কর হইবে? দরিদ্র প্রজারা নীলকরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই বাঁচিয়া যায়, তাহাদিগের আর নীলকরদিগের উপরে অত্যাচার করিতে হয় না। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে নীলকরদিগের যে দুর্দ্দশা হয়, সে অল্প কাঠখড়ে হয় নাই। দেশশুদ্ধ লোক, মিশনরিগণ, সম্পাদক দল ও গ্রাণ্ট সাহেব সকলে লাগিয়াছিলেন, তাই হইয়াছিল। ভগবতী সকল দেবতার তেজোগ্রহণ করেন, তবে মহিষাসুর বধ হয়।

আমরা আবেদনকারিদলে কয়েক জন বাঙ্গালিরও নাম দেখিলাম আজিও এরূপ কতকগুলি বাঙ্গালি আছেন, তাঁহারা ধানগাছ দেখেন নাই. বোধ হয় ইহাঁরা সেই দলের লোক হইবেন। তাহাতেই নীলকরদিগকে বশিষ্ঠ দেবের জ্ঞান করিয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে ইহাদিগকে " পোড়া পেটের দায়ে হরিনামের মালা ধারণ করিতে হইয়াছে।"

এই প্রস্তাবটীর লিখন সাঙ্গ হইলে আমরা সংবাদ পাইলাম, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আবেদনকারিদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সংবাদটী পাইয়া আমাদিগের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইল, সর রিচার্ড টেম্পলের অধিকারে বঙ্গদেশ সুখে থাকিবে। ইনি শাসন প্রণালী ও রাজনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপনার ক্ষমতা প্রদর্শনে উৎসুক নহেন। ইহাঁর কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা আইন ও আদালতের সম্মাননা রক্ষা করাই অধিক ভাল বাসেন। যথেচ্ছাচারপ্রিয় বলিয়া ইহাঁর বিষয়ে আমাদিগের যে একটী সংস্কার ছিল, আজি তাহা অন্তর্হিত হইল।

—•••—

সমাচার পত্রের সংবাদদাতা ও সম্পাদকদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য।

লিবারপুলের বাইস চান্সেলর সম্প্রতি একটী বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন এটী সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের জানা অতি আবশ্যক। লিবারপুল লিডার নামক সংবাদ পত্রে সিবিল সর্ব্বিস এসোসিয়েসন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জবাব দিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট উপনীত করা হয়, তিনি সংবাদদাতার নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন, আমিই উহার নিমিত্ত দায়ী। পীড়াপীড়ি করাতে কিছুতেই তিনি সংবাদদাতার নাম বলিতে চান না। অবশেষে অনেক বিচারের পর বাইস চান্সেলর মীমাংসা করিলেন, সম্পাদক নাম বলিবার জন্য বাধ্য নহেন।

এতদ্দ্বারা সমাচার পত্রের সংবাদদাতৃগণের সহিত সম্পাদকদিগের যে কিরূপ সম্বন্ধ ও পরস্পরের যে কি কর্ত্তব্য তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্পাদকের কর্ত্তব্য তিনি প্রাণান্তেও সংবাদদাতার নাম প্রকাশ না করেন, সংবাদদাতারও কর্ত্তব্য তিনি অলীক ও হিংসাদ্বেষ পূর্ণ সংবাদ দিয়া সম্পাদককে বিপদগ্রস্ত ও সংবাদপত্রের গৌরব বিনষ্ট না করেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সংবাদ পত্রের উন্নতি ও অবনতি অনেক অংশে সংবাদদাতৃগণের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের অধিকাংশ সংবাদদাতার ও অধিকাংশ সম্পাদকের সে জ্ঞান নাই। সংবাদদাতারা যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া পাঠান, কতকগুলি বাজারে পত্রিকা হইয়াছে, অম্লানবদনে সে সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অধিকাংশ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের সংবাদদাতা ও সম্পাদক না জানেন বাঙ্গলা, না জানেন ইংরাজী, না জানেন অন্য ভাষা। জানিবার মধ্যে কেবল গালি দিতে জানেন। রচনাপ্রণালীর সৌষ্ঠব যেমন, গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও তেমনি। তাঁহারা মীমাংসা কার্য্যে এমনি পটু, সাক্ষাৎ জৈমিনি বলিলে হয়। পেনালকোড আছে, তাই রক্ষা। তাহা না থাকিলে ঐ মহাপ্রভুরা হয়ে কুকুরের ন্যায় দেশের সমুদায় ভদ্র লোককে দংশন করিতেন। বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের যে কিছু সম্মান লাভ হইয়াছিল ও হইতেছিল, ঐ মহাপুরুষদিগের হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিল। অন্যের কথা থাকুক, আমাদিগের উৎসাহদাতা গবর্ণমেণ্টও ঐ সকল মহাপুরুষের গুণ দেখিয়া অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেবের সময়ে এই অনাদরের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে কার্য্যেও উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তাহে সপ্তাহে বাঙ্গলা সমাচার পত্রের যে অনুবাদ হইয়া থাকে, আমরা তাহার এক খণ্ড করিয়া পাইতাম। গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকদিগকে তাহা দেওয়া বন্ধ

রূপে নিন্দা করিবার নিমিত্তই কেবল এ আড়ম্বর করা হইয়াছে। অধ্যক্ষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, পত্র মধ্যে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ বাহুবাড়ম্বর বা প্রয়োজন কি? প্রশ্নের কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির যদি বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের আকাঙ্খা হইয়া থাকে, উক্ত অধ্যক্ষের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে কি হয় না? তন্নিমিত্ত সমাচার পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কারণ কি? এই সকল দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে পত্র প্রেরকের বিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ আছে, তিনি হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশেই পত্রখানি আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন এরূপ পত্র সমাচার পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করা উচিত হয় না।

সর রিচার্ড টেম্পলের
রাজনীতি।

সর রিচার্ড টেম্পল কি প্রকার রাজনীতি অবলম্বন করেন, বঙ্গদেশের লোকে উদগ্রীব হইয়া এতদিন সেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এত দিনের পর ইহা বিষয়ের সেই সংশয়জনিত ঔৎসুক্যের অবসান হইল। নীলকর মিয়াসের দণ্ড হইয়া যে সকল ব্যক্তি আবেদন করেন, লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে উঁহাদের সেক্রেটারি তাহার যে উত্তর দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজনীতি পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই পত্রখানি আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দর্শন করুন।

"আপনারা ২৫ এ আগষ্টের পত্রে লিখিয়াছেন" "মিয়াস সাহেব যে নির্দ্দোষ অনেকের বাক্যে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। নথিতে তাহাদের সাক্ষ্য না থাকাতে সুতরাং তাহারা চিফ জষ্টিস ও জষ্টিস ফিয়ারের নিকটেও উপস্থিত হয় নাই। যদি হাইকোর্ট একপ সাক্ষ্য পাইতেন, বিচার অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই।" লেপ্টেনন্ট গবর্ণর উপরি উক্ত বিষয়টী পাঠ করিয়া আপনাদের আবেদন ও ঐ সকল সাক্ষ্যের বিষয় চিফ জষ্টিস ও জষ্টিস ফিয়ারের বিবেচনার্থ অর্পণ করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা ঐ সকল কাগজ পত্র বিশেষতঃ শিবেক শপথ পূর্ব্বক যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত মীমাংসার কোন প্রকার পরিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছু হন কি না? তাহারা ইহার উত্তরে লেপ্টেনন্ট গবর্ণরকে বলিয়াছেন তাঁহারা ঐ সকল কাগজ পত্র দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত মীমাংসার কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ করেন না, এবং মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ঠিক হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহারা যে মত প্রকাশ করেন, এখনও তাঁহাদের মত সেইরূপ আছে।

আপনাদের ৮ ই সেপ্টেম্বরের পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই, নজীর বিশ্বাস যশোহরের জজের নিকট যে আপীল করে এবং জজ সাহেব তাহাকে মুক্ত করিয়া যে রায় প্রকাশ করেন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তাহা পাঠ করিয়াছেন। নজীর বিশ্বাস ও মিয়াসের অপরাধ ভিন্ন প্রকার, এমন অবস্থায় মিয়াসের দণ্ড ও নজীরের মুক্তি লাভ অসঙ্গত হয় নাই।

লেপ্টেনন্ট গবর্ণর আপনাদের আবেদন ও অন্যান্য কাগজ পত্র বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সমুদায় দেখিয়াছেন, ঐ সকল কাগজ পত্রে এমন কিছুই নাই যাহার বিষয় হাইকোর্টের জজেরা বিবেচনা করেন নাই। হাইকোর্ট যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের সংস্কার জন্মিয়াছে। তিনি মিয়াসকে ক্ষমা করিবার অথবা তাহার দণ্ড কিছু কমাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং তিনি আপনাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

আমরা সর রিচার্ড টেম্পলের বিষয় যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে কার্য্য দক্ষতা ক্ষিপ্রকারিতা ও ক্লেশসহিষ্ণুতাদি বিষয়ে তিনি কাম্বেল সাহেবের হইতে ন্যূন নহেন। বরং কোন কোন অংশে তিনি কাম্বেল সাহেবকে পরাভব করিয়াছেন। কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহার আহার আহার নিদ্রা থাকে না, যানেরও অপেক্ষা হয় না। তিনি সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া পদ ব্রজে বহুদূর গমন করিতে পারেন। কাম্বেল সাহেবের সহিত তাঁহার আর একটী গুণগত বহু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কাম্বেল সাহেব বিষম একগুঁয়ে ও অতিশয় উদ্ধত ছিলেন; তিনি আপনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। আইন আদালত বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সর রিচার্ডের ব্যবহারে তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। ইনি আইন আদালতের সবিশেষ সম্মাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, মিয়াসের বিষয়ে আমরা তাঁহার যে ব্যবহারের পরিচয় পাইলাম, ইহা যেন চারীনা হইয়া যেন স্থায়িত্বলাভ প্রাপ্ত হয়, আমাদিগের এই প্রার্থনা। আমাদিগের অপর প্রার্থনা এই, কার্য্য কালে তাঁহার যেন এই কথাটী মনে হয় যে, জগদীশ্বর বঙ্গদেশের মঙ্গলার্থ তাঁহাকে বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন। এই মনে করিয়া যদি তিনি সকল কাজ করেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা সচরাচর গর্ব্ব করিয়া যে এই কথা বলিয়া থাকেন, ইংরাজজাতি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থই ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিয়দংশে সে গর্ব্ব চরিতার্থ হয়, বঙ্গদেশও তাঁহার অধিকার কালে সর্ব্বতোভাবে সুখী হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী কথা বলা আবশ্যক হইল। আমরা নীলকর মিয়াসের বিষয়ে অনেক কথা কহিলাম। অনেকে মনে করিবেন, আমরা

মিয়ার্সের দণ্ডে আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমরা জানি তাঁহার দণ্ডে আমাদিগের আহ্লাদের কোন কারণই নাই। আমরা সচরাচর লোকের কথা কহিতেছি লোকে জানে শত্রুর দমনে আনন্দ জন্মে। মিয়ার্সের সহিত আমাদিগের কখন কোন প্রকার সম্পর্ক হয় নাই সুতরাং শত্রুতা জন্মিবার সম্ভাবনা কি ? যদি বল জাতিবৈর আছে, তাহাও সম্ভাবিত নহে। জাতিজ্ঞান ব্যতিরেকে জাতিবৈর হয় না। মিয়ার্স ইংরাজ ফরাস জর্ম্মণ কি পর্তুগাল আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমাদিগের এত কহিবার কারণ এই, আমরা বঙ্গদেশের অবস্থা জানি। বঙ্গদেশ অন্য দেশের ন্যায় নয়। এখানকার লোকেরা অন্য দেশের মত স্বহস্তে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া অত্যাচারির দণ্ডদানে সমর্থ নয়। সুতরাং প্রবল ব্যক্তিরা নির্ভয়ে অত্যাচার করে। প্রবল ব্যক্তিদিগের যে কিছু রাজদণ্ডের ভয় আছে এই মাত্র। সেত রাজদণ্ড যদি অনুকূল হইয়া তাহাদিগের প্রশ্রয় বর্দ্ধন করে, দুর্ব্বলের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না।

সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষার উপায়।

এদেশে সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ কত তাহা স্থির করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন অবধি চেষ্টা করিতেছেন। ইহার অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার বুহলার, বর্ণেল সাহেব বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং আরো অনেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার ফলও অতি সন্তোষকর হইয়াছে। এই স্থির হইয়াছে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ অনেক অধিক। খৃষ্টের মৃত্যুর দ্বাদশ শতাব্দীর পরের গ্রন্থ সকল পাওয়া গিয়াছে, উহার পূর্ব্বের গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না। যে কয়েকখানি অতি প্রাচীন কালের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, উহা "ইণ্টার ন্যাশনাল কনগ্রেস অব ওরিএণ্টালিষ্ট" সভায় প্রদর্শন করিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন

কত যে সংস্কৃত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আমরা অলঙ্কারাদি গ্রন্থে অনেক গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই, কিন্তু এখন আর তাহার অধিকাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষ যদি সুসভ্য ইংরাজ জাতির হস্তগত না হইত, উহারও আবার অধিকাংশ এতদিনে বিলুপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কত স্থান হইতে কত কষ্ট করিয়া গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা মুদ্রিত করিয়া তাহার রক্ষার উপায় বিধান করিতেছেন। এত গ্রন্থ যে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সংস্কৃতের অনুশীলন হ্রাসই তাহার প্রধান কারণ। তাহাই যদি প্রকৃত কারণ হইল, সংস্কৃত চর্চ্চার ক্রমে হ্রাস হইতে চলিয়াছে। ইহার চর্চ্চা না থাকিলে কেবল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া উহার রক্ষা দুঃসাধ্য। চর্চ্চা না থাকিলে লোকের অনুরাগ থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের অনুরাগও ক্রমে কমিয়া আসিবে। অনুরাগ কমিলে এখন যে পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইতেছে, এগুলি কোন কারণে বিনষ্ট হইলে উহা যে পুনরায় মুদ্রিত হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প। ফলতঃ গ্রন্থ মুদ্রণ সংস্কৃত রক্ষার প্রকৃত উপায় নয়। উহার চর্চ্চাই উহার রক্ষার প্রকৃত ও প্রধান উপায়। সেই উপায়টীর অবলম্বনে সবিশেষ যত্নবান হওয়া আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ই, বি, কাউয়েল সাহেব উহার একটী উৎকৃষ্ট পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কয়েকজন মিশনরি প্রবল হইয়া ঐ পথে কতক কণ্টক ক্ষেপণ করিয়াছেন। কাউয়েল সাহেবের ইচ্ছা ছিল ইংরাজী বিদ্যালয় মাত্রে সংস্কৃত পাঠনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়। মিশনরিদিগের যত্নে উহা ঐচ্ছিক হইয়াছে। ঐচ্ছিক হইলে অভীষ্ট লাভ সম্ভবনা নাই। গবর্ণমেণ্টের যদি সংস্কৃত অবিলুপ্ত দেখিতে ইচ্ছা থাকে, এই আদেশ করুন, যাবতীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের পাঠনা অবশ্য করিতে হইবে, কেবল নীচের দুই এক ক্লাসে বাঙ্গালা থাকিবে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষাদানের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা শিক্ষা হউক। ইংরাজী বিদ্যালয়েও যদি প্রতিবৎসর এক গ্রন্থের আলোচনার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেও আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা ফলোপধায়ী হইবার সম্ভাবনা নয়। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গ্রন্থের পাঠনা রীতি প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

আমরা গ্রামে না বনে বাস করিতেছি।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বাসের অনেক সুখ ছিল। এখানে অল্প ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। লোকের বড় ভাবনা চিন্তা ছিল না। [illegible] প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিতে হইত [illegible] সকলেই প্রায় আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে কাল [illegible] জল বায়ুর কোন দোষ [illegible] পীড়াও এখনকার মত [illegible] প্রকাশ করিত না। লোক সকল বিলক্ষণ সবল ও পুষ্টাঙ্গ ছিল। এখন সে সমুদায়ের বিপর্য্যয় হইয়াছে। এখন আর তেমন বলিষ্ঠ পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। জল বায়ু দূষিত হইয়া গিয়াছে। পীড়া নিত্য বিরাজ

[illegible]য়াছে। মাথার ঘাম পায়ে না পড়িলে আর জীবিকা সংস্থান হয় না। [illegible] লোকেই প্রায় রোগ শোক ও যাতনাগ্রস্ত হইয়াছে। এই সকল উপদ্রবের উপরে আর একটী উপসর্গ ঘটি[illegible]। গ্রামগুলি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ [illegible]ছে। কখন বাঘে খায় সাপে খায় শৃগালে খায় তাহার নিশ্চয় নাই [illegible] বাটীর বাহির হইতে শঙ্কা [illegible]। আমরা পূর্ব্বে কখন গ্রাম মধ্যে [illegible] জঙ্গলের এ প্রকার প্রাদুর্ভাব দেখি [illegible], গ্রামের জল বায়ু দূষিত হওয়াতে [illegible] ইহার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বন জঙ্গলে গ্রামসমূহ পূর্ণ হইয়া যাই[illegible]ছে কিন্তু কাহারই ইহার উন্মূলন চেষ্টা দেখিতেছি না। না আছে গ্রামের লোকের চেষ্টা, না আছে পুলিসের চেষ্টা, না আছে মাজিষ্ট্রেটদিগের চেষ্টা। গ্রামগুলি পরিষ্কার থাকিলে কেবল যে শৃগাল ব্যাঘ্রাদি থাকিবার স্থান পায় না এরূপ নয়, পীড়াও বোধ হয় আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। আর এ বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য [গ্রা]মগুলি যদি বনে পরিপূর্ণ হইয়া বহির্জ[গ]ত হইলে অরণ্যে আর গ্রামে কি বৈলক্ষণ্য হইল? অতএব গ্রামমধ্যগত বন জঙ্গল গুলির উন্মূলন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন কি [illegible]ী ও উদ্যোগী হইয়া এ কার্য্যটী সম্পন্ন করেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে। যেখানে মিউনিসিপালিটী [আছে]ন, সেখানকার মিউনিসিপালিটীর [illegible] উঁহারা আলস্য শয্যা পরিত্যাগ [করিয়া] এই কার্য্যটীর নিমিত্ত অন্ততঃ [illegible] প্রবোধবান হন। আর যেখানে [মিউনি]সিপালিটী নাই, সেখানকার পুলি[স] [illegible] কর্ত্তা উদ্যোগবান হইয়া এ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া তুলেন। পুলিস গ্রামস্থ প্রতিগৃহস্থকে এই আদেশ দিন, তাহারা আপন আপন বাটীর চতুঃসীমাস্থ বন জঙ্গল এক সপ্তাহের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। এখন চাস উঠিয়াছে, কৃষক ও মজুরদিগের অবসর হইয়াছে, এখন লোক পাওয়া কঠিন হইবে না। কৃষকেরাও এখন স্বচ্ছন্দে আপন আপন বাটীর সীমা পরিষ্কার করিতে পারিবে। পুলিস স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না এই এক আপত্তি আছে। এ আপত্তির খণ্ডনার্থ আমরা এই পরামর্শ দিতেছি, গ্রাম্য পুলিস কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা আপনাদিগের উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এবিষয়ের রিপোর্ট করিয়া অনুমতি গ্রহণ করেন।

বিবিধ সংবাদ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অযোধ্যায় যেমন বন্য জন্তু ও সর্পভয় এমন আর কোথাও নয়। ১৮৭৪ অব্দে তথায় সর্প দংশন ও বন্য জন্তু হইতে [illegible] জনের মৃত্যু হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শনিবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, কপূরতলার রাজা এক্ষণে অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শীঘ্র রাজ্য ভার গ্রহণ করিবেন একথা ইতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি প্রতি দিন নিয়মিত রূপে ব্যায়ামাদি করিয়া থাকেন।

ডফ্‌লারা ব্রিটিশ রাজ্য হইতে কয়েক জনকে ধরিয়া লইয়া যায়। উহাদিগের উৎপাত এবং ঐ বন্য জাতি মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ রাজ্যে যে উপদ্রব করে তাহার নিবারণার্থ উহাদিগের অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিবার যে প্রস্তাব হয় গবর্ণর জেনরল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। উহারা যদি সহজে ঐ সকল ব্রিটিশ প্রজাকে ছাড়িয়া দেয়, উহাদিগের কিছু দণ্ড অথবা বন্দীদিগকে যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার পূরণ হয় এমন কোনরূপ দণ্ড করা হইবে।

মান্দ্রাজ টাইমস এই অদ্ভুত বিষয়টী লিখিয়াছেন। নিগাপাটামের কিঞ্চিৎ দূরে এক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করে। কয়েক জন দেশীয় যুবক একত্র হইয়া সেসিয়ন করিয়া উহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এ ব্যক্তি দোষী কি না তাহা স্থির করাই এরূপ করিবার কারণ, কিন্তু শেষে ইহা গুরুতর হইয়া উঠিল। ঐ ব্যক্তি দোষী স্থির হইলে উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইল, এবং সত্য সত্যই উহাকে সেই স্থানে ফাঁসী দেওয়া হইল। এই সেসিয়নের জজ ও জুরেরা এক্ষণে কারারুদ্ধ আছেন।

বোর্ড অব এজেন্সির আজ্ঞানুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজর কেবল হাবড়া বিভাগে ২৫ টাকা বেতনে ছয় জন দেশীয় গার্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। উহারা এক্ষণে কেবল মাল গাড়ি চালাইবে, আরোহী ট্রেণ চালাইবে না। এদেশীয়েরা যে উক্ত কার্য্যে অপটু নয়, রামগতি বাবু তাহা নল হাটী ও বাঙ্গলা রেলওয়েতে দেখাইয়াছেন। তবে একটী কথা এই, নিতান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না।

গত বুধবার বেলা চারি ঘটিকার সময় এক খানি নৌকা গঙ্গার সেতুর মধ্য স্থানের কুকরের ভিতর এক খানি ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া মারা যায়। একজন ভিন্ন আর সকলের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দিবস আর এক খানি নৌকা সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া মারা যায়। উহার এক প্রাণীও জীবিত নাই। বৃহস্পতিবারও ঐ সেতুর মধ্য স্থানে একটী ষ্টীমার এক নৌকার উপর গিয়া পড়ে, মাঝি জলে পড়িয়া যায় কিন্তু রক্ষা পাইয়াছে। গঙ্গার মধ্য স্থানের কুকরের মধ্যে এইরূপ দুর্ঘটনার বিষয় প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি এটী লোক মারিবার ফাঁদ করিলেন?

আমেরিকার বল বুদ্ধি নাশ হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। সিনসিনেটাই গেজেট বলেন, আমেরিকায় অহিফেনের একাধিপত্য হইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী হলেই

ইহার আধিপত্য অধিক। আবার দরিদ্রদিগের অপেক্ষা শিক্ষিত ও ধনবান সম্প্রদায়ই ইহাতে অধিকতর আসক্ত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় যে অহিফেন আমদানী হইত, এক্ষণে তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক আমদানী হইতেছে। এখন বর্ষে বর্ষে তথায় ২৫০০০০ পাউণ্ড অহিফেন আমদানী হয়। ডাক্তারেরা বলেন ইহার তৃতীয়াংশ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় মাত্র। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত। চীনেরা ত অহিফেনের কল্যাণে উৎসন্ন হইয়াছে।

অন্যে যদি আমাদিগের উপর অত্যাচার করে, পুলিষ তাহার নিবারণ করেন, কিন্তু পুলিষ অত্যাচার করিলে তাহার নিবারণ কর্ত্তা কে? টাইমস অব ইণ্ডিয়া পুলিষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে এক অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিরারে এক হত্যাকাণ্ড হয়। চারিজনকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া ধরা হইল। এবং তাহারা যে হত্যা করিয়াছে এটী স্বীকার করাইবার জন্য তাহাদিগকে গুরুতররূপে প্রহার করা হইল। উহাতে একজনের মৃত্যু হওয়াতে সে আত্মহত্যা করিয়াছে এই বলিয়া রিপোর্ট করা হইল। আর তিন জন, অনির্ব্বচনীয় ও নানাবিধ কুৎসিত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও স্বীকার না করাতে ইনস্পেক্টর তাহাদিগকে স্বীকার করাইবার জন্য এক নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিলেন। তিনি উহাদিগকে বাঁধিয়া এক ঘরের মধ্যে রাখিয়া উহাদিগের স্ত্রীকে সম্মুখে আনিয়া বলিলেন "যদি তোমরা এই হত্যার বিষয় স্বীকার না কর এবং যাহা শিখাইয়া দি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহা না বল, তোমাদের সম্মুখে তোমাদের স্ত্রীগণের সতীত্ব নাশ করিব।" তাহারা নিরুপায় হইয়া এবং স্ব স্ব প্রাণ দিয়াও স্ত্রীগণের সতীত্ব রক্ষার্থ শপথ পূর্ব্বক তাহাতেই স্বীকার করিল। মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইনস্পেক্টরের আদেশানুমত জবানবন্দী দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটের উহাদিগকেই প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া বিশ্বাস হইল। এমন সময় ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃত হত্যাকারী আন্তরিক যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া স্বয়ং গিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট হত্যার বিষয় স্বীকার করিল। এরূপ না হইলে ঐ হতভাগ্য নির্দ্দোষদিগের ফাঁসী হইত সন্দেহ নাই। তারাচাঁদ প্রভৃতি হাবড়া হইতে বদলী হইয়া কি বিরারে গিয়াছে?

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটী অনুষ্ঠান দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, আগামী ১০ এ সেপ্টেম্বর সিবিল আপীল বিলের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিবার জন্য সমুদায় বঙ্গবাসীর এক সভা হইবে। মফস্বলের জমীদারেরা এ সময় কিস্তির টাকার জন্য ব্যস্ত আছেন বলিয়া মাসের শেষে সভা করা স্থির হইয়াছে। প্রধান প্রধান লোকদিগের সভাস্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইষ্ট সসেক্স নিউসে একটী কৌতুকাবহ বিবাহ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ফোকিংটনে এক যুবক ও যুবতীতে বিবাহ হয়। আর্চডিকন ফিলপট এই বিবাহ দেন। অঙ্গুরী পরাইবার সময়েই বিপদ উপস্থিত হয়। কন্যাটির দুটী হস্তই নাই। সুতরাং অঙ্গুরীয়টী তাহার পায়ের অঙ্গুলে পরাইয়া বিবাহ হয়। কন্যাটী পায়ের অঙ্গুলে কলম ধরিয়া রেজিষ্টারিতে স্বাক্ষর করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষে এক টাকা মূল্যের এক প্রকার পোষ্টেজ ষ্টাম্প আসিয়াছে। এগুলি শীঘ্র বাহির হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ৬১৩৬৪৮৪০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। ১৮৭৩ অব্দে ঐ সময় ৪৭৫১১২২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়।

পিয়নিয়র বলেন, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ও রাজপুতনার জন্য রাজ কোটের রাজকুমার কালেজের ন্যায় ইন্দোরেও একটী কালেজ করিবার কল্পনা হইতেছে।

২৪ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

পেশোয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি কোয়াটে দিয়া এ পর্য্যন্ত উভয় দলে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মহম্মদ দিন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

বরদার গুইকুমার গবর্ণর জেনরলের পত্র পাইয়া অবধি ভালরূপ বাধাইয়া দিয়াছেন। কি বিচার কি রাজস্ব কি পুলিস সকল বিষয়েই উন্নতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। দণ্ডভয় অব্যবস্থিতচিত্তদিগের সৎপথের পথিক করিবার এক মাত্র উপায়।

১৯ এ আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৯২১৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৭৭০০০ টাকা হইয়াছিল [illegible] হিসাবে ৩৫১৭০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে ঐ সপ্তাহে ১৩৮৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ২৫৭৭০ টাকা হইয়াছিল। ১১৯০০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

পূর্ণিয়া হইতে এক ব্যক্তি হিন্দুহিতৈষীতে লিখিয়াছেন, ভুলাগঞ্জ গ্রামে চামার জাতীয় এক পরিবারের মধ্যে ৭ সাতটী লোক আছে। উহারা সকলেই বাক্শক্তি হীন। উহারা কেবল ইঙ্গিত দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করে। উহাদের এরূপ হইবার কারণ এই, প্রথমে এক বোবা জন্ম গ্রহণ করে। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বাক্শক্তিহীন এক কন্যাকে বিবাহ করে। উহাদের যে কয়টী সন্তান হইয়াছে সকলেই বাক্শক্তিহীন। উহারা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

চনি আলো লিখিয়াছেন, [illegible] জেলার [illegible] কোচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরা [illegible] পরিধান করে না, বুকে [illegible] থাকে।

[illegible]

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় [illegible] ইংরাজদিগের বিশ্রাম গৃহ আছে, কিন্তু কানপুরের ওদিকে [illegible] বিশ্রাম গৃহ নাই। এ নিমিত্ত হাইকোর্টের একজন উকীল আক্ষেপ করিয়া ইংলিসম্যানে লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর একজন লিখিয়া

ছেন, বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের পর উক্ত রেলওয়েতে এদেশীয়দিগের বিশ্রাম ঘর আর থাকিবে না। এটি যদি সত্য হয় ইহার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনেক সময় এদেশীয়কে পরিবার প্রভৃতি লইয়া রেলওয়েতে অনেক দূর দেশে গমন করিতে হয়, এমন অবস্থায় তাহাদের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গৃহের একান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বদা অধিকসংখ্য এ দেশীয় গমনাগমন করেন না, বলিয়া ইহাতে তাদৃশ লাভ নাই যদি এই আপত্তি করা হয়, প্রত্যেক আরোহী ট্রেণে দুই চারি খানি করিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ি থাকে, উহার সকল গাড়ি কিছু লোকে পরিপূর্ণ হয় না, কখন কখন দুই একজন মাত্র আরোহী যুটে, তাহা বলিয়া কি প্রথম শ্রেণীর গাড়ি রাখা হইবে না? ঐ দুই একজন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইবেন, রেলওয়ে কোম্পানি কি এরূপ ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইবেন?

কর্ম্মচারিদিগের বেতন পাইবার সময় উপস্থিত হইবামাত্র। টাকা আফিসের কর্ত্তার হাতে থাকিতে থাকিতেই উত্তমর্ণগণ হাইকোর্টের ডিক্রী লইয়া তাহাদিগের বেতন ক্রোক করে। আজি কালি কলিকাতায় এই রীতিটী অতি প্রবল হইয়াছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজের একজন জজ এই মীমাংসা করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত না বেতনের টাকা তাহার হাতে আইসে সে পর্য্যন্ত তাহা ক্রোক হইবে না। ঋণছেচ্ছুদিগকে কোন রূপে পারা ভার বলিয়াই অগ্রে ক্রোক করিবার রীতি হইয়াছে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন মার্কারা নামক স্থানে গত তিন মাস ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, একবারও বিশ্রাম নাই। তন্নিমিত্ত তথায় এরূপ শীত হইয়াছে যে সর্ব্বদা আগুন লইয়া থাকিতে হয়। সম্প্রতি তথায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাস অনবরত বৃষ্টিতে কত বৃষ্টি হইল তাহার পরিমাণ করা কর্ত্তব্য। এবার শস্যের বহু বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। কোথায় অতিবৃষ্টি কোথায় বা অনাবৃষ্টি।

কলিকাতার বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়, গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এ বৎসর আগষ্ট মাসে ৪৮২৩০০ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ১০২৭১৩১ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। তুলা ডাইল চাউল মহিষের চর্ম্ম অহিফেন তিসি ও রেসম এই গুলি কম এবং রেশমী কাপড় গনিব্যাগ গোচর্ম্ম পাট ও চিনি অধিক রপ্তানী হইয়াছে। শুল্কেও ৫৪১৫৪৭ টাকা কম আদায় হইয়াছে।

বরিশাল দেওয়ানী আদালতের উকীল বাবু রসিকচন্দ্র বসুর সঙ্কলিত মাসিক দেওয়ানী নজীর সংগ্রহের এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। প্রিবি কাউন্সিল ও হাই কোর্টের আপীল বিভাগ যে সকল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন রসিক বাবু তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতেছেন।

বাবু আনন্দমোহন বসু (যিনি বারিষ্টার হইয়াছেন) এই সেপ্টেম্বরের শেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল মেদিনীপুর জিলার কোন কোন স্থানের কাম্বেলি পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের প্রতি "পাউণ্ড" রক্ষার ভার দেওয়া হইতেছে। ইহারা পাঠশালা ও খোয়াড় রক্ষা উভয় কার্য্যই করিবেন এবং তন্নিমিত্ত স্বতন্ত্র বেতন পাইবেন বেতন স্বতন্ত্র পান আর না পান, কাজ কিন্তু এক

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, জিলনের প্রণালীর নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে কতকগুলি নররূপী রাক্ষস বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা মৎস্যের ন্যায় মানুষ ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রন্ধন করিয়া খায়। ইহাদিগকে দূরীকৃত করিবার জন্য এচিন হইতে ওলন্দাজদিগের একদল সৈন্য গিয়াছে কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহারা ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল হাইদ্রাবাদের নিজাম বিলাতের একটী কুঠি হইতে ১০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিতেছেন এই টাকায় তিনি পবলিক ওয়ার্কের উন্নতি সাধন করিবেন।

২৬এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

মুরীরা আজি কালি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা সিন্ধু রাজ্যে কতকগুলি পল্লী লুণ্ঠন করিয়াছে।

আগামী বর্ষে নদীয়া পূর্ণিয়া ও মুরসিদাবাদ বিভাগে সম্পূর্ণ হারে এবং ভাগলপুর ও বালেশ্বরে অর্দ্ধেক হারে রথ্যা কর সংগৃহীত হইবে।

আগামী ১২ই অক্টোবর সোমবার বিভাগীয় আসিষ্টাণ্ট একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিষ ও অহিফেন বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

সার রিচার্ড টেম্পলের ভাবগতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, প্রজা রঞ্জন বিষয়ে ইঁহার কতক চেষ্টা আছে। তিনি বলিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক যদি দারজিলিঙ গমন করেন, তাহা হইলে তিনি আর তথায় যাইতেছেন না। তিনি বোধ হয় একবার মেদিনীপুরে যাইবেন।

আগামী ৬ই অক্টোবর জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের (যাহারা ড্রয়িঙ সরবেয়িঙ ও ভূগোলের প্রশংসা পত্র পাইতে ইচ্ছা করেন) পরীক্ষা কৃষ্ণনগর কালেজ যশোহর জিলা স্কুল এবং কলিকাতা সেনেট হাউসে গৃহীত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে ৭৮৭৬৮৪০৫ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৬৮০০৫৫০৫ টাকার হইয়াছিল। এ বৎসর ১৬৫২০৮১৫৬ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়, গত বৎসর ১৫৯৭০৫৭০২ টাকার হইয়াছিল। আমদানী শুল্কে ৯৩৫৭৯৫২ টাকা এবং রপ্তানী শুল্কে ১৬৬৪৮৫৪ টাকা সংগৃহীত হয়। গত বৎসর আমদানী শুল্কে ৮৮৪৩১০২ এবং রপ্তানী শুল্কে ২০১০৮৫৫ টাকা আদায় হইয়াছিল।

কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, উহাদের জন্য হগ সাহেব সেণ্ট্রাল ফ্যামিন রিলিফ কমিটীর নিকট ৫০ হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। কমিটী ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। কমিটী

বলিয়াছেন, আরো সাহায্য করা যদি আবশ্যক বোধ হয় পরে তাহাও করিবেন।

"একটী স্ত্রীলোক" এই স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র ইংলিসম্যানে প্রচারিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, এদেশে আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় আফিসে গুণবতী স্ত্রী লোকদিগকে কর্ম্মকাজ দেওয়া না হয় কেন? অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকের স্বামী মূর্খ ও উপার্জ্জনে অক্ষম, এমন অবস্থায় স্ত্রীদিগকে কর্ম্মকাজ দিলে তাহাদের আর কষ্ট থাকে না, অন্যথা তাহাদিগকে ক্ষমতা থাকিতেও কষ্ট পাইতে হয়। যে পুরুষ ভায়ারা গোছ গাছ করিয়া অন্ন করিয়া খাইতেছিলেন, এইবার বুঝি তাঁহাদিগের অন্ন উঠে।

২৯এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৭ লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যাও ঐ রূপ। ইহার মধ্যে ৮ জনের ওলাউঠায় ৭৯ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন যাহারা কাহারও মৃত্যু দেখিবার আশা করিয়া সার্কস দেখিতে যান, তাহারা একদিন গঙ্গার সেতুর উপর গিয়া দাড়াইলেই সে আশা চরিতার্থ করিতে পারিবেন। এটী বড় অযথার্থ কথা নয়। গত সপ্তাহের মধ্যে ঐ সেতুতে লাগিয়া ৬।৭ খানি নৌকা মারা যায় এবং প্রায় ২৪।২৫ জনের মৃত্যু হয়।

এক ব্যক্তি একজন অক্ষর প্রস্তুতকারী ৮০০ আট শত টাকা জুয়াচুরি করিয়া ধৃত হয়। আলীপুরে উহার বিচার হইতেছে। অন্যান্য জুয়াচোরের সহিত ইহার কিছু বিশেষ আছে। ইহার পিতা পিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত সকলেই ঐ রূপ কার্য্য করিয়া আন্দামানের শোভা বর্দ্ধন করেন। এ ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। এ এই সময় হইতেই পিতৃ পিতামহের ব্যবসা শিক্ষা করিতেছে। যাহার ৩।৪ পুরুষ আন্দামানে বাস, আন্দামানেই তাহার জন্মস্থান, সে এখানে থাকিতে পারিবে কেন?

উত্তর পূর্ব্ব সীমায় জঙ্গাযুদ্ধে চারি দল দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রেরণের আজ্ঞা হইয়াছে।

এদেশের মিশনরিরা কেবল পরের ছেলে বাহির করিয়া বেড়ান, বিলাতের মিশনরিরা পরের স্ত্রী বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৩০ বৎসর বয়স্ক একজন ফ্রিচার্চ্চ মিশনরি একজন ৪০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী ৫ পাঁচটী ছেলের মা!!

১৮৭২-৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে ৪২০০ উপনিবেশী ত্রিনিদাদে গমন করে। জাহাজে ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়।

মেজর জেনরাল সার হেনরি নর্ম্যাণ শীঘ্র বিলাত যাইতেছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এ দেশীয় সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ লার্ড নর্থব্রুক ও লার্ড নেপিয়র যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা লার্ড সালিসবরির সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

বোম্বাই পুলিস ১৮৫৭ অব্দের আর এক জন বিখ্যাত বিদ্রোহীকে ধরিয়াছেন। ইহার নাম আবদুল রসফ। এ ব্যক্তি বিদ্রোহ কালে স্বহস্তে বহুসংখ্য ইউরোপীয় এবং তন্মধ্যে কাপ্তেন ডাউলাস এবং লেপ্টেনণ্ট ফ্রেজরকে হত্যা করে। বরদায় ইহাকে ধরা হয়। এক্ষণে দিল্লীতে ইহার বিচার হইতেছে।

বোম্বাইর ট্রামওয়ে চলিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে প্রায়ই দুই একটী মানুষ মারা পড়িতেছে। সে দিন আর এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এসিয়া মাইনরে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত দেহ সকল রাস্তা ঘাটে বহু দিবস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, তাহাদের সমাধি করিবার লোক ছিল না। ফার্নসওয়ার্থ সাহেব বলেন, এক পল্লীর ৫০। ৬০ ঘর গৃহস্থের মধ্যে এক শত লোকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন ইহার মধ্যে ছয়টী পল্লী আছে, কিন্তু উহার পাঁচটীতে একটীও অধিবাসী নাই। ষষ্ঠটীতে ৩০ ঘর গৃহস্থের মধ্যে ৩ ঘর মাত্র আছে। গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে এবার বঙ্গদেশেও অনেকে এই কাণ্ড দর্শন করিতেন।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী আকুব খাঁর অভিমুখে হিরাটে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য সৈন্য সমবেত করিতেছেন, এদিকে সৈন্যগণ বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতেছে। আমীরের চতুর্দ্দিকেই বিপদ দেখা যাইতেছে।

২৭এ ভাদ্র শুক্রবার।

ওয়াসিংটন গার্জিয়ান নামক সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষ কম্পোজ করিবার একটী কল আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই কল দ্বারা তিনি নিজের এক খানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন।

৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টি হয় যে তাহাতে বহুসংখ্য বাটী পড়িয়া যায় এবং ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদিগের আত্মীয় সহযোগী সুলতান হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, একজন এদেশীয় পোষ্ট মাষ্টার ও তাহার একজন পেয়াদা উভয়ের বাটীতে প্রায় চারি শত ডাকের চিঠি পাওয়া যায়। পোষ্ট মাষ্টার বাবুর চিঠিগুলির মধ্যে ৬০০ টাকার অঙ্ক নোট ছিল। উভয়ের কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি ও পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

স্পেক্টেটর পত্রে একটী অত্যাশ্চর্য্য এবং কৌতুকাবহ আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে। চিকাগোর ইলিশা গ্রে নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা টেলিগ্রাফ যোগে সঙ্গীতের স্বর এবং সুরগুলি [illegible] সহস্র ক্রোশ দূরে প্রেরণ করা [illegible] তথায় ঐ সুরগুলি স্পষ্টরূপে শুনা যায়। গ্রে সাহেব যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, মানুষের স্বর টেলিগ্রাফযোগে প্রেরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তাহা হইলে আমরা এক দিন ভারতবর্ষে বসিয়া আটলান্টিক সমুদ্রের উপর দিয়া টেলিগ্রাফযোগে আমেরিকানদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিব।

পার্ব্বতীপুর হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত একটী

শাখা রেলওয়ে খোলা হইবে। এ নিমিত্ত ভূমি ক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হই-য়াছে। ঐ রেলওয়েটী দিনাজপুরের ১১ টী গ্রাম এবং রঙ্গপুরের ২৫ টী গ্রাম হইয়া যাইবে।

সেদিন গড়ের মাঠ দিয়া একজন ফিরিঙ্গি যাইতেছিল, এমন সময় দুই জন আসিয়া উহাকে ধরে এবং উহার ঘড়ি চেন প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সমুদায় কাড়িয়া লয়। গবর্ণর জেনরলের বাটীর সম্মুখে গড়ের মাঠে এরূপ কাণ্ড নিতান্ত আশ্চর্য জনক।

বোম্বাইর দুটী সম্ভ্রান্ত যুবক সিবিল সার্বিস এবং এম, ডি পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

আগামী সোমবার রেওয়ারি হইতে আলওয়ার পর্যন্ত রেলওয়ে খুলিবে।

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী বলেন অপর সিন্ধুতে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয় সার উইলিয়ম মিয়ার ওয়েদার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠনাতে ইণ্ডস ব্যালি রেলওয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইবামাত্র নুতন রেলওয়ে আরম্ভ হইল, এ খানে তাহার বিপরীত কেন?

আমরা দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, বহরমপুরের অন্যতর জমীদার বাবু পুলিনবিহারী সেন ১৯ এ ভাদ্র মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার অনেককে অন্নদান করা ছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা শতকরা			১০৩।৶—১০৩॥৶
৪॥	১৮৭০	(১৮৮৫)	১০৬—১০৬।০
৪॥	১৮৭১	(১৮৮৪)	১০৫॥০—১০৫৸০
৪॥	১৮৭২	(১৮৭৯)	১০৪।৶০—১০৪॥
৫॥	১৮৫৯-৬০	(১৮৭৯)	১০৯৸৶—১১০

২৮ এ ভাদ্র শনিবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত গড়বেতা সব ডিবিজনের এলাকার অধীন [illegible] নগর, খুনবেড়া, ভোলবনী, কুলবনী, খামার বেড়ে, কেওটাডা, পাঁচারোল প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ওলাউঠা, বসন্ত ও মেলেরিয়া-এই তিনটীই মহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাগুক্ত স্থান সকলে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কেহই কম নয়। এই গ্রাম সমূহের মধ্যে বা সন্নিকটে সুচিকিৎসক দূরে থাকুক একজন সামান্য হাতুড়ে ডাক্তার পর্য্যন্তও নাই। সুতরাং চিকিৎসাভাবে অনেকেই অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। এখানকার ৩ ক্রোশ দূরে গড়বেতায় ২।১ জন নেটিব ডাক্তর আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আনিয়া দেখান সকলের সাধ্যায়ত্ত হয় না। এ প্রদেশবাসীদিগের অধিকাংশই দরিদ্র, এমন কি নিরন্নের সংখ্যাই অধিক, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে। এক্ষণে প্রজাবৎসল দয়াবান গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই অত্র স্থান সমূহের জন্য অন্ততঃ বর্ত্তমান পীড়া ত্রয়ের তিরোভাব পর্য্যন্ত একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন। নতুবা আমাদিগের নিস্তার নাই। আশা করি আপনিও আমাদিগের পত্র খানি যথা স্থানে প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, তথায় এক্ষণে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। কাগজগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ও নিতান্ত সৌখীন ইউরোপীয়দিগের মনোমত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিসে কালেক্টরী কাছারীতে স্কুলে ও দোকানে ব্যবহৃত হইতেছে। এই প্রথম আরম্ভ, ইহার পর সৌখীন লোকের ব্যবহারোপযোগী কাগজও প্রস্তুত হইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা আছে।

আমরা শুনিলাম ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও একজন ব্রাহ্ম মিশনরি গত কল্য হাই কোর্টে সাপ্তাহিক সমাচারের প্রকাশক ও সম্পাদকের নামে ১০ হাজার টাকার দাবীতে গ্লানির নালীশ করিয়াছেন। সহজে এ বিষয়ের মীমাংসা না হওয়াতে আমরা দুঃখিত হইলাম।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের [illegible] [illegible] খাঁর সহিত যোগ দিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া আমীর সিয়ার আলী তাহার ভ্রাতা মহম্মদ হাসান খাঁকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি আরো লিখিয়াছেন, অাকুব খাঁ পারস্যের সাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি কতক টাকা ও কতকগুলি ঘোটক পাঠাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক্ষণে অনেক ভাল আছেন।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২ রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগ কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, কেবল ত্রিচিনপলি ও মালাবার ভিন্ন মান্দ্রাজের আর সকল স্থানেই বৃষ্টির অল্পতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমুদায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এক্ষণে আরো কিছু বৃষ্টির প্রয়োজন। সিন্ধুতে যে প্লাবন হয় তাহা কমিয়া যাইতেছে। শস্যাদির অবস্থা উত্তম। বঙ্গদেশের সমুদায় দক্ষিণ মধ্য বিভাগে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমন ধান্যের পক্ষে বড় উপকারী হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্থানে স্থানের সংবাদ বড় অশুভ। উত্তর বাঙ্গালার অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। দক্ষিণ ত্রিহুতে বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং কেবল জলন্দর ও হিসার ভিন্ন পঞ্জাবেও উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগের সংবাদ ভাল। বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে, আশু ধান্য কোন কোন স্থানে কিছু কম কোন কোন স্থানে কিছু বেশি হইয়াছে। সাধারণ্যে সমান হইয়াছে। কিন্তু এদিকে বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সি ও রাজসাহী বিভাগ এবং ঢাকা মুরসিদাবাদ ও ত্রিহুতে বৃষ্টির অভাবে আমন ধান্যের বড় অনিষ্ট হইতেছে। ইহার অবস্থা এরূপ যে একেবারে নষ্ট না হউক অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ত্রিহুতে এখনও ছয় সাত সপ্তাহ বৃষ্টির প্রয়োজন এবং এ বৃষ্টি যদি প্রচুর না হয়, প্রায় সর্ব্বত্রই আমন ধান্য অনেক কম জন্মিবে। শুনা যাইতেছে, ৩ রা ও ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান হুগলী রঙ্গপুর দরভাঙ্গা মজফরপুর বেতীয়া সাহাবাদ হুগলী এবং জলপাইগুড়িতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্জাবের আফিসিয়াল রিপোর্টে জানা যায় গুর্গাঁও, কার্ণাল হিসার রোহতক জিলা, [illegible] [illegible]

রাট, মন্টগমরি এবং ডেরাগাজি খাতে বৃষ্টির অতিশয় প্রয়োজন। মজফরগড়ে প্লাবন জন্য অনিষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা সেপ্টেম্বর। এস, এস, ইয়র্ক সায়ার নামক যে জাহাজ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিল, এলজিয়াসের নিকট উহাতে আগুন লাগিয়াছে। অর্দ্ধেক পুড়িয়া গিয়াছে, ক্রমে আগুনের তেজ বাড়িতেছে।

মাড্রিড ৪ঠা সেপ্টেম্বর। আবালার মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

সাগাষ্টা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন।

কার্লিষ্টেরা পিকাডি আক্রমণে ক্ষান্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। রিপনার মার্কুইস রোমান কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

ইয়র্ক সায়ার জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়াংশ দ্রব্য রক্ষা হইয়াছে। এখনও জ্বলিতেছে কিন্তু আগুনের তত তেজ নাই।

কার্লিষ্টেরা বিলবোয়া আক্রমণের উদ্যোগে আছে।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে কার্লিষ্টেরা গিটারিয়া নগরে জর্ম্মণদিগের কামানের জাহাজে গোলা বর্ষণ করে, তাহারাও নগর মধ্যে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর। ফ্রান্সের দক্ষিণে নেজে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। জেণ্ডার মেরির মধ্যবর্ত্তিতায় ১৯জন দাঙ্গাকারী আহত ও একজন হত হয়। অন্যান্য স্থানেও গোলযোগ হইতেছে, উহারাও ধৃত ও দণ্ডিত হইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিলিজের নগরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধেক নগর নষ্ট হইয়াছে। ৩ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পারিস ৮ ই সেপ্টেম্বর। ইউনিবাস নামক সংবাদ পত্রে মার্শাল সিরানোর মানিসূচক প্রস্তাব প্রকাশিত হয় বলিয়া উক্ত পত্র দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জর্ম্মণ ও অষ্ট্রিয়ার দুই জন মন্ত্রীই মাড্রিডে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ই সেপ্টেম্বর। গত আগষ্ট মাসে গ্রেট ব্রিটন হইতে ২০৫০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। উক্ত মাসে তথায় ৩২৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ আগষ্ট। এফ, জে, মার্শডেন কিছুদিনের জন্য কলিকাতার পুলিষ মাজিষ্ট্রেট সিলার সাহেবের কার্য্য করিবেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদির কটকে বদলী হইলেন।

বাবু মন্মথ কুমার বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়া সাতক্ষীরা উপবিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক জাহানাবাদের মুসলমান অধিবাসীদের গোরস্থানের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এ, ডবলিউ কক্রেন কিছু দিনের জন্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

দিনাজপুর এবং রঙ্গপুর বিভাগে রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

দিনাজপুর—লেপ্টনণ্ট এ, ডবলিউ প্রাউড ফুট, সি, এস, জে, পোলেন সি, এস জে, এচ কেম্নন সি, এস, ডবলিউ এচ, হার্সলি সি, এস, মাইকেল ফিনুকেন সি এস, এ, ডবলিউ স্ক্যানল্যান, জে, পি স্মাইড, টি ডবলিউ টুইডি, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন চন্দ্র, বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী, বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, বাবু জগদীশনাথ রায়, বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়।

রঙ্গপুর—জি, এম, ভাবাণ্ট সি, এস, বাবু ব্রজ কান্ত রায়, বাবু রতনলাল ঘোষ, বাবু অক্ষয় কুমার সেন, বাবু ব্রজমোহন রায়।

নিম্নতর শাসন কার্য্যের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নত হইল—

প্রথম শ্রেণীতে—বাবু অভয়চরণ মল্লিকের পদে ডবলিউ ও রলি সাহেব।

ডবলিউ আর পোগসন সাহেবের পদে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—বাবু শ্রীনাথ ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র কর।

তৃতীয় শ্রেণীতে—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ শ্রেণীতে—বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, মৌলবী মাফিজুদ্দীন।

বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের পদে এচ বার্টে সাহেব বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের রাজস্ব বিভাগের হেড আসিষ্টাণ্টের কার্য্য করিবেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে ডবলিউ জি ব্লাক, মৌলবী আহম্মদ—বাবু শীতলনাথ বসু ডবলিউ বি, মার্টিন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা নিম্নতর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন—

বাবু কালীনাথ দে, বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন, বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা পশ্চাল্লিখিত স্থানের রোড সেসের কার্য্য ভার পাইলেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মালদহ। বাবু দ্বারকানাথ সেন—মেদিনীপুর বাবু শ্রীন[illegible] চন্দ্র—দিনাজপুর। বাবু বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়। রঙ্গপুর। বাবু কালীকিঙ্কর সেন—পাবনা।

বেগুসরাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, এ, উইলকিন্স বাবাসত উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] কার বেগুসরাই উপবিভাগের ভার পাইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক [illegible] সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৯ এ আগষ্ট। এফ, জে, মার্শডেন ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট

...দের অধীনস্থ প্রদেশের মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন। ইনি আরো উক্ত আইনের ... ধারানুসারে কলিকাতার জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। বাবু চন্দ্রমোহন সেন বি এল, কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার পাঁচ পুকুরিয়ার প্রথম মুন্সেফ হইলেন।

বাবু শুধাংশু ভূষণ রায় বি, এল, কিছুদিনের জন্য বঙ্কুড়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৮ ই সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কটকের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায় চৌধুরী।

" [illegible] গুপ্ত।

" [illegible] বিদ্যাসাগর।

চাক্তাবিবাদের সহকারী কমিশনর এচ, এম, টি বন সি, এস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। কিছু দিন হইল বনয়ারী আবাদে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য জন্য যথা সময়ে এক খানি আবেদন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রেরণ করা হয়। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। এ বিদ্যালয়টী এখানকার বাজ সংসারের ডাক্তার বাবু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রগাঢ় যত্নের ফল। ইহার স্থাপন বিষয়ে ইনিই প্রধান উদ্যোগী। ডাক্তার শ্রেণীর লোককে প্রায়ই স্বতন্ত্র ধাতুর দেখা যায়। তাঁহাদের দেশহিতকর কার্য্যে বড় একটা রুচি থাকে না। আমাদের অবিনাশ বাবু সে দলের অন্তর্নিবিষ্ট নহেন। দেশের অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধনে বিলক্ষণ আগ্রহ ও তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দেশের উপকার বিধানের স্থল উপস্থিত হইলেই তাহাতে হস্তাবলম্ব দান করা তাঁহার প্রিয় অভ্যাস। এখন অবিনাশ বাবুর নিকট প্রার্থনা এই, বালিকা বিদ্যালয়টীর কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

২। এ দিকের আকাশের ভাব পূর্ব্ববৎ অননুকুল। ভাদ্র মাস শেষ হইতে যায়, এখনও অনেক ভূমি অকৃষ্ট ও তৃণপূর্ণ রহিল। মধ্যে মধ্যে যৎসামান্য বর্ষণে ভূমি আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতায় তাহা আবার বিশুষ্ক হইয়া যায়। ভূমিতে কিছু মাত্র জল সঞ্চিত হইতে পায় না। আর বৃষ্টিপাত হইলে কোনই উপকার দর্শিবে না। অধিকাংশ স্থলেই বীজগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, পুনরায় মহাবিপদ যে নিকটবর্ত্তী তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। গবর্ণমেণ্ট এই বেলা সতর্ক হইয়া রণসজ্জায় সসজ্জ হউন। এখন আমাদের প্রার্থনা এই গবর্ণমেণ্ট বনয়ারী আবাদ অঞ্চলে একজন নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। কর্ম্মচারী অনুসন্ধান করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা কর্তৃপক্ষের গোচর করিবেন।

৩। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্যকৃত স্কুলের বিল মাসে মাসে পাস হইবার নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। এ সম্বন্ধে আমরা অনেক বার সংবাদ পত্রে লিখি, এত দিনে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া আমাদের অপরিসীম হর্ষ হইল। শিক্ষা বিভাগে অনেকগুলি বিষয়ের সংশোধন হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি মাইনার ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যে সমুদায় বিষয় অবধারিত আছে, সে সকল পরিবর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পঞ্জাব পরই আগামী বর্ষের পাঠনা আরম্ভ হয়। এই সময়ে আমাদের বর্ত্তমান ছোট লাট সাহেবের সে দিকে নয়ন আকৃষ্ট হইলে আমাদের অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

৪। গ্রাম্য সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এ সকল কর্ম্মচারীতে কৃতবিদ্যতা ও বংশ মর্য্যাদার সমাবেশ থাকা আবশ্যক। আমাদের বীরভূমে যে কয়েকজন সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এখনও কোন অভিযোগ শুনিতে পাই নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত উভয় গুণসম্পন্ন আছেন। এ সকল কার্য্যালয় নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদের সুবিধা জন্যই সংস্থাপিত হয়। বীরভূমের প্রায় প্রতি থানায় এক একজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছেন। কেবল শাখালীপুরের থানার অধিবাসীদিগকে পূর্ব্ববৎ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এ থানায় এখনও এ কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল না। কার্য্য উপস্থিত হইলে এ থানার অধিবাসীদিগকে সুরুল দৌড়িতে হয়। সুরুল এ থানার অধিকাংশ স্থল হইতে ৮। ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গবর্ণমেণ্ট কি কারণে যে এখানে আফিস সংস্থাপন করিতেছেন না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

৫। আগামী ১ লা অক্টোবর হইতে বনয়ারী আবাদ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

২২ এ ভাদ্র }
১২৮১ সাল }

আমাদিগের জামালপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

আমাদিগের শিশু বিদ্যালয় বালিকাবিদ্যালয় শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় বালকদিগের জন্য নীতি সভা দাতব্য সভা ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি উত্তম চলিতেছে। অল্প দিবস হইল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দিননাথ মজুমদার মহাশয় এখানে আগমন করিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতাদি শুনিতে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হইতেছে।

জামালপুর অন্নসত্রে গত ৪॥ মাসের মধ্যে প্রায় ১১০০০ দুঃখী লোক আহার পাইয়াছে। ইহার জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে কোন অর্থ সাহায্য লওয়া হয় নাই, কেবল স্থানীয় ভদ্র লোকদিগের দ্বারা অন্নসত্রের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে।

এতদঞ্চলে গঙ্গার জল এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে মুঙ্গের ও তৎসন্নিকটস্থ অনেক দরিদ্র লোকের গৃহ দ্বার জলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারা গৃহাভাবে পথে পথে ঘুরিতেছে। কেহ কেহ রাস্তার উপর বা বৃক্ষ তলে অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে। এই সকল অনন্যোপায় ব্যক্তিদিগকে মিউনিসিপালিটি হইতে কিছু কিছু অর্থানুকূল্য করা যার পর নাই আবশ্যক।

এস্থানে ওলাউঠা জনিত মৃত্যু সংখ্যা এখন অনেক কমিয়াছে।

এবার ভুট্টাশস্য সকল স্থানে সমান জন্মে নাই। নিম্ন স্থানগুলির ত কথাই নাই, উচ্চ ভূমির উপর যাহা রোপিত হইয়াছিল তাহার প্রায় ৮০ আনা পরিমাণ ভাল হইতেছে। ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযোগী চাউল অদ্যাপি ৪ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে।

আবার ঘোগা ষ্টেষনের সন্নিহিত কায়কায় নূতন রেলকম্পানী গঙ্গাগর্ভে যায় যায় হইয়াছে। গত বৎসর এই লাইন নির্ম্মাণ করিতে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এখনও আবার

কতকগুলি টাকার প্রাপ্ত আরম্ভ হইতেছে। ঠিকাদার বরণ কোম্পানির যথেষ্ট লাভ, তাঁহাদেরই বা দোষ কি? গঙ্গার স্রোত ফিরিয়েছে। তথায় জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে টেলিগ্রাফের খুটিগুলি ডুবিয়া গিয়াছে, কুম্ভীরাদি জল জন্তুগণ লাইনের নিকট বিচরণ করিতেছে, শকট হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গের ষ্টেষণের অতি নিকটে এমন কি প্রায় ১০০ শত হস্ত দূরে মহাজনদিগের বৃহৎ বৃহৎ নৌকাগুলি ভাসিতেছে।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১৯ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার আমরা "জয়নগর মজিলপুর নাট্যশালায়" বাবু উমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাট্যশালাটী জয়নগরের বিখ্যাত [illegible] চাঁদনীতে হইয়াছিল। "বিধবাবিবাহ নাটক খানি অতি [illegible] গ্রন্থ। বঙ্গদেশের [illegible] করুণরসপ্রধান এই প্রথম নাটক। [illegible] আছে বিধবাবিবাহ নাটক যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন ইহা [illegible] হইয়াছিল। আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে "জয়নগর মজিলপুর নাট্যশালার" সভ্যগণ তত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কৃতকার্য্য না হইবার তিনটী কারণ [illegible] হইয়াছে (১) নাটকখানির [illegible] ভাল অনেক স্থল পরিত্যক্ত হইয়াছে। (২) দর্শকদিগের গোলযোগ এবং অভদ্রতা প্রকাশ। (৩) সভ্যগণের এই প্রথম উদ্যম।

১ম কারণে আমাদিগের বক্তব্য এই সেই সমুদায় অংশ যদি অভিনীত হইত তাহা হইলে তাঁহারা কতক কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, বোধ হয় তাঁহারা উক্ত অংশ অভিনয় করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে অসুবিধা হেতু অক্ষম হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষী মনে করি না। তবে এই মাত্র বলি যে তদ্দ্বারা নাটক খানির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে এবং নাটকখানিকে হত্যা করা হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ২ কারণ দর্শকদিগের দোষ। এ প্রদেশে নাট্যশালার এই প্রথম উদ্যোগ, সুতরাং বহুলোকের সমাগম হইবে বিচিত্র কি? দ্বার রক্ষকগণ লোকের স্রোত অবরোধ করিতে পারেন নাই যদিও বহুলোকের (তন্মধ্যে ভদ্রও অনেক) সমাগম হইয়াছিল, তত্রাপি নিস্তব্ধ ভাবে ভদ্ররূপে বসিয়া থাকা অসম্ভব নয়। উপবেশন স্থলে বেঞ্চ দেওয়া হয় নাই এটীও গোলযোগের একটী প্রধান কারণ। পূর্ব্বে সাবধান হইলে এরূপ বোধ হয় হইত না। ৩য় কারণের বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে এই মাত্র তাঁহাদের প্রশংসা করিতে হয় যে সভ্যগণের এই প্রথম উদ্যম। ইহাতে যতদূর হইয়াছে তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি আশাতীত হইয়াছে। প্রধান অভিনেতার মধ্যে কীর্ত্তিরাম ঘোষ ও মন্মথের অভিনয় কতক ভাল হইয়াছিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র অভিনেতার মধ্যে রামদেব বাচস্পতি বৈষ্ণব ও গণকের অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পদ্মাবতী ও সুলোচনার অভিনয় সকলের অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর হইয়াছিল। সুখময়ী অনেকাংশে সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। নাপ্তিনীর অভিনয় ভাল হয় নাই। বাদ্যের বিষয়ে বক্তব্য এই, বাদকদিগের অনেকেরই সুরবোধ নাই। ভবানীপুরের একটী ভদ্রলোক না আসিলে তাঁহাদিগকে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হইত। "তবে আমি ডুবে মরি" নামক প্রহসন অবশেষে অভিনীত হয়। ইহার অভিনয়টী নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

হরিনাভি }　　অনুগত
২৩ এ ভাদ্র ১২৮১ }　　শ্রীঃ—

সম্পাদক মহাশয়! আদিম কালে আর্য্য জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পরে অনুলোম ও প্রতিলোম সংযোগে নানা প্রকার বর্ণ সঙ্করের উদ্ভব হয়। এই কালে ব্যবস্থাপকেরা সঙ্কর জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা বা জীবিকা কল্পনা করেন। তদবধি সেই সেই বৃত্তি উহাদিগের জাতি ব্যবসায় বাচক হইয়া আসিয়াছে। কোন বিষয়ের চর্চ্চা ও অনুসরণ পুরুষানুক্রমে করিলে তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা জন্মে। বোধ হয় এই উদ্দেশে প্রাচীন আর্য্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয় এক এক জাতির অনুসরণীয় করিয়া দিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি ধারাবাহিকরূপে কুল পরম্পরা চলিয়া আসায় তত্তৎ বিষয়ের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে দেখা যায়। কালক্রমে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা বৃত্তি বলবতী ও রাজ কর্ত্তৃক প্রজার জীবিকা পূর্ব্ববৎ নিয়ন্ত্রিত করিবার নিয়ম রহিত হইয়া গেল। আপন আপন রুচি ও সুবিধা অনুসারে একজাতি অন্য জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। তখন স্বকীয় জাতি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির উপযোগিনী যোগ্যতা লাভ না করিলেও আর কোন ক্ষতি হইল না। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীতে তিন প্রকার লোক দেখা দিল।

১। বংশানুক্রম বৃত্তির অনুসারক। ২ ভিন্ন জাতীয় বৃত্তির অবলম্বী। ৩ কৌলিক ব্যবসার নামধারী।

শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের লোক হইতে ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য সাধনের বিলক্ষণ বিঘ্ন জন্মিল, যাহারা স্বকীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় জাতি নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় আশ্রয় করে, তাহারা অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধন করিলেও করিতে পারে বটে কিন্তু অবলম্বিত ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সম্পাদনে অক্ষম হয়। পক্ষান্তরে অপর যাহারা পৈতৃক ব্যবসায় সম্পাদনের অযোগ্য অথচ তচ্ছায়াধিষ্ঠিত হইয়া স্বকীয় জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহারা কেবল পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত ব্যবসায় বিষ্ব করে এমত নহে, তদ্দ্বারা সমাজ সাধারণে্য ঘোর অনিষ্ট হয়। যাজক ও মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ, আচার্য্য প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নানা প্রকার শিল্পী ও বৈদ্য উক্ত দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভূত। চিকিৎসক বা বৈদ্য সমাজের সহিত অতি গুরুতর সম্বন্ধে বদ্ধ অতএব অদ্য তদ্বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

হিন্দু জাতির মধ্যে একটি বিশেষ কুরীতি এই যে একজন উপার্জ্জনক্ষম হইলে তাহার আত্মীয় বর্গ তৎ ভাগ্যোপজীবী হয়। এই হেতু আমাদিগের সমাজে সচরাচর বিদ্বান ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির আত্মীয়গণ অনেক স্থলে আলস্য পরতন্ত্র, সুতরাং বিদ্যা বিহীন ও উপার্জ্জনে বিরত হইয়া থাকে। এইরূপ বৈদ্য বিদ্যা ও জ্ঞান বিষয়ে বিখ্যাত ও অর্থোপার্জ্জন ক্ষম হইলে তাঁহার ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণ অনেক স্থলে শ্রম বিমুখ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও চিকিৎসা ব্যবসায় যথোচিত শিক্ষা করে না। কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা কত দিন স্থির থাকে? কাল ক্রমে তাদৃশ [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন সংসার ভার [illegible] ন্যস্ত হয়, তখন তাহাদিগের [illegible] নিরাশ্রয় প্রয়োজনীয় [illegible] ফলতঃ এদিকে বিদ্যা ও ব্যবসা শিক্ষা [illegible] হয় নাই, অতঃপর তাহা শিখিবার সময় ও সুবিধাও নাই, অথচ লোকের নিকট স্বীয় সামর্থ্যন্যূনতা ব্যক্ত না হইয়া অবশ্য অর্থ লাভ হয়, এই চিন্তা ও চেষ্টা হইতে থাকে।

আর এক শ্রেণীর লোক স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া যৎসামান্য চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং দুই চারিটী মাত্র ঔষধ সংগ্রহ করিয়াই চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করে। সমাজের নিম্ন শ্রেণী ও শ্রমজীবি দলের মধ্যে ইহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক। কারণ ইহারা শিক্ষিত চিকিৎসক অপেক্ষা অল্প অর্থে সন্তুষ্ট হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে উক্ত উভয় শ্রেণীর চিকিৎসকেরা যশোলাভ করেন, মরিয়া গেলে পীড়িতের পরমায়ু নাই বলিয়া স্থির হয়। যাহা হউক, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে এরূপ চিকিৎসকেরা সর্বাকে বঞ্চনা করিয়া আপন আপন জীবিকা উপার্জন করে। চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্যক অধ্যয়ন ও উক্ত ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ না করিয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা আর চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করা উভয়ই তুল্য। ধন্বন্তরি এক স্থানে কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি গুরু মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সেই বৈদ্য, তদ্ভিন্ন অপর সকলে তস্কর।" স্থানান্তরে বলিয়াছেন "যে বৈদ্য চিকিৎসা কর্ম্মে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট মান্য হইতে পারেন না। নৃপতি কর্তৃক তাঁহার প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত।"

হায়! অতি প্রাচীন কালে আয়ুর্ব্বেদের কি গৌরব ছিল, রাজার দৃষ্টি ইহার প্রতি কত দূরই নিক্ষিপ্ত হইত। অতি পুরাতন কালে আর্য্য সমাজে চিকিৎসা কার্য্য কুশল বৈদ্য অধ্যয়নহীন হইলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইত, কিন্তু এক্ষণে চিকিৎসকের বস্তুল [illegible] গ্রহণ মাত্র করিয়া অথবা চিকিৎসা ব্যবসায়ের ভাণ করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ ও সহস্র লোকের প্রাণ নাশ করিলেও বাস্তবিক দণ্ডিত হইতে হয় না। রাজা তাদৃশ তস্কর ও হত্যা কারীকে দণ্ড দেন না, প্রত্যুত প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইনকম ট্যাক্সের সময়ে ঐ শ্রেণীর লোকের উপরেও ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল। ইহা সামান্য শোকের বিষয় নহে, যে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য রাজার রাজ্যে এইরূপ ব্যবসায়ী অনায়াসে বিচরণ করে। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশে অশিক্ষিত ব্যক্তি চিকিৎসা কার্য্যে অথবা ঔষধ বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইলে রাজনিয়মে দণ্ডিত হয়। এই ভারতবর্ষ শতাধিক বর্ষ সুসভ্য গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন থাকিল, প্রজার ধন মান প্রাণ রক্ষার্থে নানা প্রকার বিধি বদ্ধ হইল, অথচ এক শ্রেণীর চোর ও হত্যাকারী অদ্যাপি অপরাধী বলিয়া ধরা পড়িল না।

মেদিনীপুর
৩ রা সেপ্টেম্বর
১৮৭৪। } একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ[illegible]

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৪ ঠা সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩৪	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২০	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২১	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২৫	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২৪	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২১	৬
ডাক্তার পাড়া	২১	
তথা হইতে কাট বোলিয়া	৩৪	৬
তথা হইতে কট ১ নং	২৭	৭
তথা হইতে বোলমারি	২৮	৪
তথা হইতে আলিকদহ	২৭	৯
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২৭	৯
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১৩	

সন ১৮৭৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১৮	৩

বহরমপুর
৭ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৪ } টি, বেটি সি ই, প্রভিনিসি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুপ্ত
স্বরূপকাটি স্কুল ১০
" " তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়—কটক ১০
" " জানকী বল্লভ সেন
কাঙ্গুরগোটোলা ১০
" " যাদব কিশোর আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ [illegible]সিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে [illegible] করা যায় না। [illegible]নোট, হুণ্ডি, [illegible] মনি অডর, ইহার [illegible] হয়, তিনি সেই উপ[illegible]ন। যাঁহারা টিকি[illegible] আধ আনা মূল্যের [illegible]ল্যের টিকিট প্রেরণ করি[illegible] নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে [illegible]নিষ্ক[illegible] হইলে অবশি[illegible]য়া। যখন যিনি [illegible] তাহা যেন রেজিষ্ট[illegible] ও আপনার নাম [illegible] দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষ[illegible]

যাঁহাদিগের নূতন [illegible] হইয়া আসিবে সোমপ্র[illegible] তাঁহাদিগের নামোল্লেখ [illegible] স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে [illegible] হইলেও একমাস কাল প্রত[illegible] তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে, শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

৭ ম ভাগ। ৪৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৮১। ৬ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ২১ এ সেপ্টেম্বর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বঙ্গদেশবাসিগণ উপস্থিত থাকিয়া নূতন সিবিল আপীল বিল সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের কাউন্সিলে আবেদন করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করেন এই অভিপ্রায়ে আগামী ৩০ এ সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন গৃহে এক সভা করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
অনরেরি সেক্রেটারি
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান
এসোসিএসন

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নুতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৹ ডাকমাসুল ।৶৹। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৷৶৷ প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী।

এই অভিনব নাটক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ট্রেণিঙ একাডেমিতে আমার নিকট এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিপ্রায়—নীতি সম্বন্ধে।

এই নাটক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে ইহাতে অশ্লীলতার নাম মাত্রও নাই এবং নীতিতে পরিপূর্ণ। এইরূপ নাটকের অভিনয়েই দেশের উপকার হয়। যে অভিনয় দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ এবং সুনীতি লাভ করা যায়, সেই অভিনয়ই ভদ্র সমাজের দর্শনীয়। আজ কাল কতকগুলি কুৎসিত নাটকের অভিনয় দ্বারা সাধারণ লোকের রুচি কলুষিত হইয়াছে। এজন্য বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ নাটকের অভাব বোধ হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু সেই অভাব পূরণ করাতে ভদ্র সমাজে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সুলভ সমাচার।

ইহাতে নীতিপূর্ণ অনেক বিষয় আছে এবং যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান, ডেলিনিউস

এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় এই কথার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটক খানি রচিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

কুলীন কন্যারাও যে সতীত্বের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে এ গ্রন্থে তাহাও লক্ষিত হয়। গ্রন্থ নিবিষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই সাধু।

ভারত সংস্কারক।

রস, চরিত্র ও রচনা সম্বন্ধে।

কমলিনী দীননাথের প্রণয় অতি নির্ম্মল ও পবিত্র, কমলিনী এবং দীননাথের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের প্রণয় অতি পবিত্র এবং তাহাতে লাম্পট্যের লেশ মাত্রও নাই। কুলীন জয় রামের চরিত্রও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফটিক চাঁদের বদমায়েসি, বেচারামের সততা এবং দীননাথ কর্তৃক কমলিনী হৃত হইয়াছে, এই বিশ্বাস হওয়াতে জয়রামের পরিবারের ক্ষণস্থায়ী শোক প্রকাশ এবং অবশেষে দীননাথের উন্মত্ততা, ইহার এক একটীই অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হালিসহর পত্রিকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কয়টী প্রধান দীননাথ তারানাথ বেচারাম ফটিকচাঁদ জয়রাম পুরুষগণ কমলিনী কুমুদিনী ও চিন্তা—স্ত্রীগণ।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

সোম প্রকাশ।

পুস্তক খানির লেখা সাধারণতঃ উত্তম এবং আড়ম্বরশূন্য হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস।

নাটকখানি অতি সুললিত ও শুদ্ধ ভাষায় লিখিত। অধুনা এরূপ নাটক অতি বিরল-প্রচার। রচনাটী কবিসুলভ কৌশলময়।

কুলীন কন্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্র নায়ক দীননাথ। কমলিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়, বিশুদ্ধ, পবিত্র, কমলিনীর চরিত্র সরলতাময়। তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি আচরণে সরলতা, কমলিনী সরলতা নির্ম্মিতা। তারানাথের স্ত্রী কুমুদ আমোদময়ী। কুমুদ যেখানে যায় সেই খানেই যেন আমোদরাশি ছড়াইতে থাকে।

এডুকেশন গেজেটের চতুর ভাবাপন্ন লেখক।

কুমুদিনীর প্রফুল্লতা ও রহস্যপ্রিয়তা। তারানাথের মিত্রভাব বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মভাব উন্নত শিক্ষা ও কৌশল, জয় রামের মর্য্যাদা বোধ, তাহার স্ত্রীর বাৎসল্য ও কমলিনীর প্রণয় ও সতীত্ব ধর্ম্ম তাহাদের চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

কবি নাট্যনিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় নিপুণতা আছে। বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথাগুলিও অনুরূপ বোধ হইল। দীননাথের অভিনয় বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও শ্রীবৎস চিন্তা গীতাভিনয় নামক দুই খানি পুস্তক আমি প্রণয়ন করিয়া বি পি যন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছি, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই উহার অভিনয় করিতে পারিবেন না।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সাং উলবেড়ের অন্তঃপাতী
ফুলেশ্বর।

আমার জমিদারী সেরেস্তায় দেওয়ানী পদ শূন্য আছে। ঐ পদে জমিদারী কার্য্যে পটু ও আইনজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব। মাসিক বেতন ১৫ পনর টাকা। কার্য্য দক্ষতায় প্রশংসিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইবে। আহারীয় দ্রব্যাদি এবং ভৃত্য সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। যদি কেহ এই পদাকাঙ্ক্ষী হন, প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইবেন। পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ জাতি হওয়া আবশ্যক।

১২৮১ সাল } শ্রীগুরুগোবিন্দ চৌধুরী
১১ ই ভাদ্র } ষ্টেষণ গোহরাগঞ্জ
} কৃষ্ণপুর গ্রামে বাসস্থান।

প্রোফেসর উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩ য় বার মুদ্রিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০

এ নিমিত্ত ইংলিসম্যানে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াও ইহাঁদের রাগ পড়ে নাই। " ত্রিহুতের একজন ২৩ বৎসরের নীলকর " এই স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ইংলিসম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যে আইন আছে, তাহা তুলিয়া দিবার জন্য রাজ্ঞীর নিকট আবেদন প্রেরণার্থ অবিলম্বে চাঁদা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ইহার ইচ্ছা, ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের বিচার ইংলণ্ডের আইন অনুসারে এবং জুরির দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহার এরূপ ইচ্ছা হওয়া অসম্ভাবিত নয়। ইনি ২৩ বৎসরের নীলকর, দরিদ্র প্রজাদিগের উপর হয় ত এই ২৩ বৎসর ধরিয়া অবাধে শ্যামচাঁদ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। এখন মিয়ানের বিচার দর্শনে সেই শ্যামচাঁদ প্রয়োগে অভ্যস্ত হস্তের পাছে সঙ্কোচ করিতে হয় এই আশঙ্কায় কি ভীত হইয়াছেন?

—০—

অসৎ জমীদারের কি কিছুতেই চৈতন্য হইবে না।

এই দুর্ভিক্ষে অনেকের অনেক প্রকার শিক্ষা হইল। অলসেরা পরিশ্রম করিতে শিখিল। অমিতব্যয়িরা মিতব্যয়িতার শিক্ষা লাভ করিল। যে জমীদারের ভাল মন্দ বুঝিবার অল্পমাত্রও ক্ষমতা আছে, প্রজা যে কেমন সামগ্রী এবার তিনি [illegible] প্রজাই অনেক জমীদারের একমাত্র অবলম্বন। প্রজার নিকটে যতক্ষণ খাজনা পান, ততক্ষণ তাঁহাদিগের চলে খাজনা বন্ধ হইলেই তাঁহাদিগের হাত পা বন্ধ হইয়া যায়। এবার এই দুর্ভিক্ষের প্রভাবে অনেক প্রজার গৃহে অন্ন নাই। অনেক প্রজা জমীদারকে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে নাই। অনেক জমীদারই অন্ধকার দেখিয়াছেন। যে সকল জমীদারের এবার শিক্ষালাভ হইল, প্রজা যে কেমন সামগ্রী বোধ হয় অনেককাল তাঁহাদিগের মনে থাকিবে। বোধ হয় তাঁহারা আর প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে উন্মুখ হইবেন না। কি আশ্চর্য্য! জগতের কি বিচিত্র ভাব! যে কৃষকদল অলস জমীদার ধনবান ও অন্য অন্য শ্রেণীর অবলম্বন, যো পাইলে কেহই তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে বিমুখ হন না। যাহাদিগের এদেশে বাস, তাঁহারাই যে কেবল অত্যাচার করেন এরূপ নয়, বিদেশ হইতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারাও কম নন। তাঁহাদিগের অধিকতর অত্যাচার পটুতা দৃষ্ট হয়। কৃষকদলের সহিত তাঁহাদিগের অণুমাত্র সমদুঃখসুখতা নাই। কৃষকেরা উৎসন্ন হউক, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি নাই। কৃষকেরা সম্পন্ন হউক তাহাতেও তাঁহাদিগের লাভ নাই। তাঁহাদিগের স্বার্থলাভ হইলেই হইল।

এই দুর্ভিক্ষে জমীদার দলের শিক্ষালাভ হইল, তাঁহারা কৃষকদিগের উপরে অত্যাচারের ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, আমরা এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তে উপস্থিত হইল। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে একজন জমীদারের অত্যাচার সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, তাহাতে যে সমস্ত অত্যাচারের কথা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে সজীবের কথা দূরে থাকুক নির্জ্জীব ব্যক্তিরও হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। আমরা পত্রখানি স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম, কিন্তু জমীদারের নাম ও পত্রের শেষ অংশ পরিত্যক্ত হইল। পাঠকগণ! ঐ পত্রের উপরিভাগে "বিদ্রোহ" এই কয়টী অক্ষর লিখিত আছে।

যাঁহারা জমীদারপক্ষপাতী, তাঁহারা বলিবেন, জমীদার অপরাধী এ কথা কে বলিল? প্রজারাই অপরাধী। তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের বিপক্ষতা করিতেছে, জমীদার কি করেন, স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাকে অগত্যা প্রজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এ আপত্তির খণ্ডনার্থ আমাদিগের একটী বক্তব্য আছে। জমীদার অত্যাচার না করিলেও প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের বিপক্ষ হয়, এটী যদি সিদ্ধান্ত বাক্য হইত, তাহা হইলে জমীদার ও প্রজার নিত্য কলহ কোলাহল আমাদিগের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইত সন্দেহ নাই। বঙ্গ দেশে যে সমস্ত সাধু সদাশয় জমীদার আছেন, তাঁহাদিগের কয়জনের সহিত প্রজার বিরোধ হইতেছে? তাঁহারাও অত্যাচার করেন না, প্রজারাও ধর্ম্মঘট করিতেছে না। তবে যে প্রজারা ধর্ম্মঘট করে, তাহার কারণ জমীদারের অত্যাচার, ইহাই কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? এই কারণেই আমরা উপরে কহিয়াছি, অসৎ জমীদারের কি কিছুতে চৈতন্য হইবে না?

ঐ সকল অসৎ জমীদারের চৈতন্য সম্পাদনের উপায় কি? এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার গুইকুমারের বিষয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, দুরাত্মা জমীদারের বিষয়েও সেই উপায় অবলম্বন করুন। যে জমীদারের সর্ব্বদা প্রজার সহিত বিরোধ হইবে, গবর্ণমেণ্ট অগ্রে তাহাকে সাবধান করিয়া দিন, তিনি যদি স্বচরিত্র সংশোধন করেন, ভাল, অন্যথা তাঁহার বংশে যিনি সচ্চরিত্র হইবেন, জমীদারীর কর্তৃত্ব ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইবে। আর যদি তাঁহার বংশে সচ্চরিত্র না পাওয়া যায়, তাঁহার জমীদারী নিলাম-

বরের জিম্মা হইবে। যতদিন তাঁহার বংশে সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত লোক না মিলিবে, তত দিন জমীদারী রিসিবরের হস্তে থাকিবে, সচ্চরিত্র উপযুক্ত লোক মিলিলেই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই উপায় হউক, আর অন্য উপায় হউক একটী অবলম্বিত না হইলে দুরাত্মা জমীদারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ সম্ভাবিত নহে।

লণ্ডনস্থ ইংরাজ সমাজের একটী গূঢ় চরিত্র।

১৮৭৩ অব্দে লণ্ডনে ১০৭ জনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্দ্বারা লণ্ডনস্থ ইংরাজ সমাজের একটী গূঢ় চরিত্র প্রকাশিত হইতেছে। যদি হিন্দু সমাজের চরিত্রের সহিত তাহার তুলনা করা যায় তাহা অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। বাহিরে ইংরাজ সমাজের দানের যেরূপ ধুম ধাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, এমন বদান্য সমাজ আর নাই। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, ইহার তুল্য কৃপণ ও স্বার্থপর সমাজ আর নাই। বিনা পরিশ্রমে ঐ সমাজের নিকটে কেহ যে এক মুষ্টি অন্ন পাইবেন সে আশা নাই। সে আশা থাকিলে এত বড় সমৃদ্ধিসম্পন্ন লণ্ডন নগরে অনাহারে লোকের মৃত্যু হইবে কেন? পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজের প্রকৃত বড় চমৎকার। বাহিরে উহার দানের কিছুমাত্র ধুম ধাম নাই। কিন্তু উহার অভ্যন্তর দানশক্তিতে পরিপূর্ণ। যাহার খাটিবার শক্তি নাই, সে ব্যক্তিও সমাজের গুণে লণ্ডন নগরবাসির ন্যায় অনাহারে বিপদ্যমান হয় না। এ সমাজে কত যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি কর্ম্মেই দান ও ভোজনের বিধি। তদ্ভিন্ন অতিথি সেবা ও নিত্য মুষ্টি ভিক্ষা দান। অতিথি ও ভিক্ষুক হতাশ হইয়া যে গৃহস্থের গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার অধর্ম্মের পরিসীমা থাকে না যেখানে এরূপ নিয়ম, সেখানে দরিদ্র প্রতিবেশির অনাহারে বিপদ্যমান হইবার সম্ভাবনা কি? হিন্দু সমাজের আর একটী বিশেষ গুণ এই, কোন প্রতিবেশীর যথা সময়ে আহার হয় নাই শুনিলে পার্শ্বস্থ গৃহস্থ কাতর হইয়া তাহার আহারের উপায় বিধানে যত্নবান হন।

শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ করিয়া তাহাদিগের যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছেন, দান তন্মধ্যে একটী প্রধান কর্ম্ম। কোন শাস্ত্রকে সেই দানের মাহাত্ম্যবর্ণনে বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরীণ দানশক্তি এত অধিক যে ইহা কয়েকটী অনর্থের হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছে। অলস দলের ক্রমশ বৃদ্ধি তাহার অন্যতর। এই কারণে হিন্দু সমাজে অলস ও অপদার্থ দলের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অন্য কোন সমাজে সেরূপ নয়। অপর অনিষ্ট এই, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদির যে প্রকার ব্যবস্থা ও দানের যে প্রকার নিয়ম পদ্ধতি করা হইয়াছে, তাহাতে অনেককে ক্ষমতারিক্ত দান করিতে হয়। তাহাতে অনেকে দৈন্য দশাগ্রস্ত ও একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিত্যদান ব্যবস্থা থাকাতে এদেশীয়েরা ইংরাজদিগের ন্যায় সাময়িক বাহ্য দানের আড়ম্বরে সমর্থ হন না।

ইংরাজ ও হিন্দু সমাজের উন্নতি ও অবনতির কারণও এতদ্দ্বারা নির্ণীত হইতেছে। ইংরাজ সমাজের লোকেরা স্বার্থপর হইয়া স্বাধীনভাবে সমুদায় কার্য্য করেন। যিনি অনলস অধ্যবসায়বান ও মিতব্যয়ী হন, তিনি অনায়াসে আপনার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন, সামাজিক নিয়ম তাঁহার প্রতিবন্ধকতাচরণে শক্ত হয় না। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের স্বাধীন ও স্বার্থপর ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহাদিগকে সমাজের সকলকে লইয়া জড়িয়া থাকিতে হয়। তাঁহারা কাহাকে এক পয়সা দিবেন না মনে করিলে সে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। সামাজিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া অগত্যা দিতে হয়।

কোন সমাজ ভাল, কোন সমাজ মন্দ তাহার বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। আমাদিগের এই বলা অভিপ্রেত, ইংরাজজাতি পরের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত যেরূপ যত্নবান অন্য কোন জাতি এরূপ নয়। ইহারা অন্য দেশের কষ্ট নিবারণার্থ কত সভা করেন ও কত অর্থব্যয় করেন, কিন্তু উহাঁদিগের ঘরের লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এরূপ কারণে কি হয় না লণ্ডনের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী সভা হউক। সভা প্রতি গৃহস্থের অবস্থার অনুসন্ধান করুন। কাহার কিরূপে চলে কে খাটিতে পারে বা না পারে, এই সকল অনুসন্ধান করিয়া যাহার শ্রম করিবার শক্তি নাই ও কোন প্রকার আয় নাই, সভা তাহার আহার, দানের একটী ব্যবস্থা করুন। এরূপ করিলে আর কাহাকে অনাহারে বিপদ্যমান দেখিতে হইবে না।

[illegible] ইউরোপীয় [illegible]
[illegible]
ঘটিতেছে।

এক নীলকর [illegible] আমাদিগকে অনেক [illegible] নীমাংসায় প্রবৃত্তি [illegible] ইউরোপীয় দল হইতে [illegible] অনিষ্ট ঘটিতেছে [illegible] প্রধান। আমরা [illegible] প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম অনিষ্ট, দরিদ্র প্রজাগণের উপরে অত্যাচারের বৃদ্ধি।

সুখ বহুল দেশে দরিদ্রের উপরে অত্যাচার করিবার লোকের অপ্রতুল নাই। দরিদ্রেরা দয়ারই পাত্র, অত্যাচারের পাত্র নয়। স্বার্থসাধন কালে মূর্খদিগের এ বিবেচনা থাকে না। একটু বাঙ্গলা জানিলে, দুই চারিটী জমা খরচের অঙ্ক কষিতে পারিলে, দুই চারি পাত ইংরাজী পড়িলে অথবা দুই চারিটী ইংরাজী কথা কহিতে পারিলেই মূর্খতা দূর হয় না। যাহার ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই, সেই মূর্খ। সে মূর্খ বঙ্গদেশে বিস্তর আছে। একে তাহাদিগের জ্বালায় দরিদ্রদিগের জীবন ভার হইয়াছে, তাহার উপরে আবার বাজে ইউরোপীয় দল আসিয়া জুটিয়াছে। এ দলের এদেশের প্রতি দয়া মায়া নাই। ইহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আইসে। যে কোন উপায়ে হউক, অর্থ উপার্জ্জন হইলেই স্বদেশে চলিয়া যায়। দেশের প্রতি মন পড়িয়া থাকে। সঙ্গতি করিয়া কবে দেশে যাইব সর্ব্বদা এই চিন্তা। সুতরাং অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে অধিকতর ব্যগ্রতা জন্মে। ন্যায্য পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে কাল বিলম্ব হয়। সে বিলম্ব সহ্য হয় না। কাজে কাজেই অত্যাচার করিতে হয়। ইউরোপীয় অত্যাচারির অত্যাচার ও এদেশীয় অত্যাচারির অত্যাচার উভয়ের বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এদেশীয়েরা যাহার অত্যাচারী হউক, তাহাদিগের প্রকৃতি নম্র, অত্যাচারেরও প্রকৃতি নম্র হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দিগের প্রকৃতি উগ্র, তাহাদিগের কৃত অত্যাচারও উগ্রতর হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অনিষ্ট, এদেশীয়দিগের প্রাপ্য রাজপদ হরণ। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, এদেশীয়েরাই এদেশীয় রাজপদের প্রধানতম অধিকারী। কিন্তু বাজে ইউরোপীয়েরা তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ইংরাজেরা যদি গ্রাস করে, তাহা তত দুঃখের হয় না। জয়নিবন্ধন তাহাদিগের কিয়দংশে অধিকার জন্মিয়াছে। অন্য অন্য ইউরোপীয়ের তাহাতে অধিকার কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উচ্চ রাজপদগুলি এদেশীয়দিগের মুখের গ্রাস, ইউরোপীয়েরা সেগুলি প্রায় কাড়িয়া লইয়াছে। সিবিলপদগুলি উহারা প্রায় এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে।

তৃতীয়, আইন ও আদালতের প্রতি অবজ্ঞা। ইউরোপীয়েরা প্রবল এদেশীয়েরা দুর্ব্বল। প্রবল ও দুর্ব্বলের সংসর্গ নিয়ত কাল শ্রেয়স্কর হয় না। দুর্ব্বল যত দিন প্রবলের অনুগত হইয়া রহিল, যত দিন তাহার অত্যাচার সহ্য করিল তত দিন এক প্রকার চলিয়া গেল। কিন্তু দুর্ব্বল যে দিন প্রবলের আনুগত্য পরিত্যাগ করিল, যে দিন তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে অনিচ্ছু হইল, সেই দিনই বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রবলের সহিত বিরোধে দুর্ব্বলেরই সচরাচর বিপদ ঘটিয়া থাকে। সে বিপদের প্রায় প্রতীকার হয় না। বোধ কর একজন ইউরোপীয় কোন এদেশীয়কে একটী অসঙ্গত কার্য্য করিতে বলিল, সে তাহা করিল না, ইউরোপীয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গুলি করিল আদালতে অভিযোগ হইল, বিচারও হইল, কিন্তু জুরির বিচারে হত্যাকারী ইউরোপীয় অব্যাহতি পাইল। সাধারণ লোকের আইন ও আদালতের প্রতি অবজ্ঞা হইল। গবর্ণমেন্টের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিল।

চতুর্থ, ধর্ম্মনীতির উন্মূলন। এদেশে যখন হিন্দুর রাজত্ব ও হিন্দু আচার ব্যবহারে লোকের সবিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, তখন ধর্ম্মনীতির বড় অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ছিল না। এখন যে এদেশে অধিকসংখ্য ধর্ম্মনীতিভ্রষ্ট লোক দৃষ্ট হয়, সংসর্গ দোষ তাহার প্রধান কারণ। মুসলমানদিগের অধিকার কালে যবন সংসর্গ বলে অনেক দোষ হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয়। মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির স্রোত সমধিক বেগে ঐ সময়েই প্রবাহিত হইয়াছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি এত যে প্রবল হয়, যবন জাতির অত্যাচার তাহার অন্যতর কারণ। অনেককে ধনমান রক্ষার্থ অগত্যা উহার শরণ লইতে হইত। এখন আবার বাজে ইউরোপীয়দিগের সংসর্গ প্রভাবে ধর্ম্মনীতি বন্ধন শ্লথ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কতক তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অসৎ পথগামী হইতেছে। কতক স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া ধর্ম্মনীতিতে জলাঞ্জলি দিতেছে, কতক তাহাদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার্থ ছল চাতুরী প্রভৃতি নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করিতেছে। এস্থলে একটী বিচিত্র কাণ্ডের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। বাঘে বাঘে কুকুরে কুকুরে শৃগালে শৃগালে দেখা হইলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। স্বজাতির প্রতি এরূপ আক্রোশ হিংস্র পশু জাতির ধর্ম্ম, মানুষের ধর্ম্ম নয়। কিন্তু ভাগ্যবশত ইউরোপীয়দিগের গুণে সেই পশুধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিলক্ষণ আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এই বঙ্গদেশের লোকেই ঐ ইউরোপীয়দিগের অর্থদাস হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় আপনাদিগের বন্ধুবান্ধব সুহৃদ্গণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা উল্লিখিত সংসর্গ প্রভাবে এমনি পশুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, যে আপনাদিগের বন্ধুবান্ধবের অনিষ্ট সাধন করিয়া সে কি কুকর্ম্ম করিতেছে, সে বোধ নাই। পাঠকগণ এটা কি বিচিত্র কাণ্ড নয়? এই বিচিত্র কাণ্ড ঐ বাজে ইউরোপীয়দিগের সংসর্গের ফল।

পঞ্চম, অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। স্বার্থ হানি ও স্বজাতির অনিষ্ট দর্শন করিলে উক্ত ইউরোপীয়দিগের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। সে সময়ে লোক লজ্জা ও ধর্ম্মভয় দূরগত হয়। পাপির পক্ষ সমর্থনে ও উৎসাহদানে কিছুমাত্র সংকোচ হয় না। অজ্ঞ লোকেরা এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া যে তৎপথের পথিক হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

—•—

লার্ড নর্থব্রুকের শাসন কাল।

গৃহস্থ ভাল হইলে তাহার পরিবার ভাল হয়, গৃহস্থ মন্দ হইলে তাহার পরিবারও মন্দ হয়, এদেশে এই একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে। লার্ড নর্থব্রুকে ইহার অক্ষরার্থতঃ অনুগত হইতেছে। তিনি নিজে ভাল তাঁহার অধীনস্থ সকলেই ভাল হইয়াছেন। তাঁহার এই শাসন কালে সকল বিষয়েরই ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজনীতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। সকলই মঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমভাবে প্রজার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন গুণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, কিসে প্রজার মঙ্গল হয়, সেই চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরাও এই সকল চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কথা কি দেখিলে বোধ হয় বিচার স্রোতও যেন ফিরিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পলের ব্যবহার বৃত্তান্ত দর্শন করিলেই আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট রূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ আজি একটী বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

যাহার সহিত সমদুঃখসুখতা না থাকে তাহার গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, এটী মনুষ্যের স্বাভাবসিদ্ধ। কিন্তু সেই গুণ উজ্জ্বলতর হইয়া যখন সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় তখন চিরপ্ররূঢ় সংস্কারের বিরোধী হইলেও অগত্যা লজ্জায় পড়িয়া তাহা স্বীকার করিতে হয়। কাম্বেল সাহেবের এদেশীয়দের সহিত তাদৃশ সমদুঃখসুখতা ছিল না, তাঁহার এই সংস্কার ছিল এদেশীয় জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিরা প্রজা ও দুঃস্থব্যক্তিদিগকে পীড়ন করিতেই কেবল বিলক্ষণ পটু, কিন্তু তাহাদের উপকারার্থ এক পয়সাও ব্যয় করেন না। তিনি বরাবর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তবে গত দুর্ভিক্ষ সময়ে যখন এদেশীয় ধনবান ও জমীদারগণ মুক্ত হস্তে প্রজাগণের সাহায্য দানে অগ্রসর হন, তখন কেবল তাঁহারা মুখে ইহাঁদের একটু সুখ্যাতি শুনা গিয়াছিল। কিন্তু টেম্পল সাহেবের সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তিনি এদেশীয়দিগের গুণ দর্শনে অন্ধ নহেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে তিনি এই গুণজ্ঞভাব পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ব্যয়ে যে সকল সাধারণ হিতকর কার্য্য করিতেছেন, গত কয়েক বৎসর তাহার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ গত কয়েক বৎসর দেশীয় জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিগণ বহু ব্যয়ে অনেকগুলি সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১৮৭১ অব্দে উক্তরূপ কার্য্যের সংখ্যা ৪৬ এবং ব্যয় সংখ্যা ৫৪৮০০ টাকা, ১৮৭৩ অব্দে কার্য্যের সংখ্যা ১৬৩ এবং ব্যয় সংখ্যা ১৬-৯৭১৫ টাকা হয়। ঢাকার জলের কার্য্যে মুক্তাগাছার রাস্তায় ময়মনসিংহের সেতুতে এবং দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে জমীদারেরা যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন সে টাকা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৮৭১ অব্দে সাধারণ হিতকর কার্য্যে যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহার অধিকাংশ পুষ্করিণী ও কূপ খননার্থ ব্যয় করা হইয়াছে। নাটুদহের বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী একটি পুষ্করিণীর খননার্থ ১০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। যাঁহারা দানশীল ও দরিদ্রদিগের উপকারার্থ এই সকল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এইরূপ দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। ২৪ পরগণা, যশোহর কটক বাখরগঞ্জ ভাগলপুর মুঙ্গের দিনাজপুর ও পাটনা প্রভৃতি স্থানকে তিনি এ বিষয়ে অগ্রসর না দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ত বলিতে এই সকল স্থানেও তিনি ঐরূপ সদনুষ্ঠান সকল দর্শন করেন, তাঁহার অভিলাষ।

—•—

নূতন পুস্তক।

১। তত্ত্বোপন্যাস (১)। কণাদ গোতম যাদি প্রণীত দর্শন শাস্ত্র হইতে তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া এখানি সংস্কৃত গদ্যে বিরচিত হইয়াছে।

২। দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী (২)। প্রথমে

(১) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম প্রণীত। কলিকাতা নেলতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৮ সংখ্যক ভবনে সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

(২) শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং ভবনে বিচিত্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল সংস্কৃত আছে। তাহার পর তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ।

৩। বিষ্ণু বৈবেদ্য বিচার (৩)। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী শূদ্রেরাও বিষ্ণুকে অন্ন ভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, এখানি তাহার প্রতিবাদ।

৪। জ্ঞানরত্ন (৪)। এক ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপাদন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

২০ এ ভাদ্র [illegible]।

সর রিচার্ড টেম্পল [illegible] প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] দিন মাত্র ছিলেন, তৎপরেই পুনরায় দুর্ভিক্ষ প্রদেশে গমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী বর্দ্ধমান মেদিনীপুর এবং [illegible] স্থলে বাঁধ [illegible] পরিদর্শন করিয়া মুঙ্গেরে গমন করিবেন। সর রিচার্ড টেম্পল দুর্ভিক্ষ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া সে বিষয়ে আন্তরিক পরিশ্রম করিয়া [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি তাঁহার উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতার হ্রাস হয় নাই। সর রিচার্ড লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি লোকের যেরূপ বিপরীত ভাব ছিল, কয়েকটী প্রজারঞ্জক কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তে হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে তিনি যখন যখন যে সকল স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সকল স্থানের লোকেরা তাঁহার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, তিনিও তদনুরূপ অমায়িক ব্যবহার করিয়া [illegible] মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালা কটক টেম্পল সাহেবের [illegible] কাল [illegible] হইবে বলিয়া আমাদের [illegible] জন্মিয়াছে।

গত মঙ্গলবারে গবর্ণর জেনরল [illegible] রাজা রমানাথ ঠাকুরকে [illegible] উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ [illegible] সংগ্রহ করিয়াছিলেন [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিলিফ কমিশন [illegible] মুক্ত হস্তে চাউল [illegible] তাহাতে এ [illegible]

(৩) [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৪) শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত। কলিকাতা [illegible] চাঁদ [illegible] পাথুরী যন্ত্রে মুদ্রিত।

বোধ হইতেছে, কিন্তু এ সময় তাঁহাদের একটু মিতব্যয়ী হইয়া কার্য্য করা উচিত।

গত মঙ্গলবার ব্রহ্মদেশীয় রাজদূতগণের গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইহাঁরা ইংরাজী ফরাসী উভয় ভাষাই কহিতে পারেন। ইহাদের দৌত্য কার্য্যের উদ্দেশ্য এখনও জানা যায় নাই।

গঙ্গার সেতুতে যে দলে দলে লোক মারা যাইতেছে, এইবার বোধ হয় তাহার নিবারণার্থ কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে। সে দিন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ষ্টীমার খানি ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাঁচিয়া গিয়াছে। বজ্‌রা খানি এক প্রকার চূর্ণ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তৎকালে সে ষ্টীমারে ছিলেন না। সিডনি স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন, একজন বিশপ না মরিলে আর রেলওয়ে দুর্ঘটনা নিবারিত হইবে না। এবার যখন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ষ্টীমার লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল তখন এবিষয়ে একটা উপায় হইবে এমন আশা জন্মিতেছে।

বঙ্গদেশের অহিফেনের ৬ বারের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের ৫ মাসের শুল্কে যেরূপ কৃত করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৩২৫৪৪৩০ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অহিফেনে ১৪৮০৯৬০ টাকা এবং মালওয়ার অহিফেনে ২০৯৩৫৭০ টাকা হইয়াছে।

গেজেটে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে দেখা গেল গবর্ণর জেনরল শ্রীহট্টের শাসন ভার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন। আর একটী বিজ্ঞাপন দ্বারা শ্রীহট্টকে আসামের প্রধানতম কমিশনরের অধীন করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে রেবেনিউ বোর্ড ও বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

ফরাসীরা সেগন হইতে কোচিন চীনের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার উদ্যোগে আছেন।

পূর্ব্বে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে নিয়ম ছিল দুই শত টাকার অধিক টাকার মকদ্দমা রুজু করিতে হইলে প্রতি টাকার দুই আনা করিয়া মকদ্দমা রুজুর ফী দিতে হইত। গত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দুই আনা কমাইয়া এক আনা ফী নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহাতে আদালতের বিশেষ কার্য্য বৃদ্ধি এবং ২৩০৪৯ টাকা লাভও হয়। এই ফল দর্শন করিয়া এক্ষণে সেই এক আনাই অবধারিত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতেও যদি, এরূপ ফী কমাইয়া দেওয়া হয়, মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তন্মূলক আয় বৃদ্ধিও হইতে পারে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সাত মাসে লণ্ডনে ১৩৯৭৬৩ টন পাট আমদানী হয়, গত বৎসর ১৬৮৯৯৪ টন আমদানী হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ক্রমে যতই বস্ত্রাদির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, ততই তুলা ও পাটের রপ্তানী কমিতে থাকিবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নাসরির ঘিল্‌জিয়াই জাতি এবং মিয়ান খেইল, সুলিমান খেইল, ইহারা সকলেই আমীরকে রাজস্ব দানে অসম্মত হইয়াছে। তাহারা প্রায় ৪০ সহস্র লোক সমবেত হইয়া আমীরের সৈন্যের গতি রোধ করিবার চেষ্টায় আছে। ওদিকে সেনাগণের বেতনের জন্য বিদ্রোহ সম্ভাবনা, এ দিকে প্রজাদিগের এইরূপ বিদ্রোহিতাচরণ, আমীরের এইরূপ একটীর পর একটী বিপদ উপস্থিত হইতেছে। কাবুলে বোধ হয় শীঘ্র একটী মহান্‌ বিপ্লব ঘটিবে।

মার্শাল বেজিনের পলায়ন লইয়া ফ্রান্সে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। অনেকে অনেক রূপ কহিতেছেন। তিনি কিরূপে পলায়ন করিলেন তাহার যাথার্থ্য নিরূপণার্থ ফিগেরো সংবাদ পত্রের এক জন সংবাদদাতা বেজিনের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে বেজিনের স্ত্রীর বুদ্ধি কৌশলে তিনি পলায়ন করিয়াছেন ইহাই উপলব্ধি হয়, কিন্তু অন্যান্য সংবাদ পত্র ইহা বিশ্বাস করেন না। মার্শাল বেজিন যে কারারক্ষকদিগকে উৎকোচ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন অনেকের বিশ্বাস এই। এ নিমিত্ত কারারক্ষকদিগকে ধরা হইয়াছে। যাহা হউক, সিংহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাকে আর এখন ধরা বড় সহজ নয়, কিন্তু না ধরিলেও ম্যাকমেহনের নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য শাসন সহজ নয়। ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মার্শেল বেজিন ও তাহার স্ত্রী এক্ষণে ব্রসেলসে আছেন, শীঘ্র লণ্ডনে আসিবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সন্ধি তাহাতে মার্শল বেজিন স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে লণ্ডনে থাকিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ের পর্য্যালোচনার্থ যখন প্রথম মহা আড়ম্বরের সহিত রাজস্ব কমিটীর অধিবেশন হয়, তখন আমরা না হই, অনেকে ভাবিয়াছিলেন, এই বার ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইবে। কমিটী না জানি এবার কি কাণ্ডই করিয়া বসিবেন। কিন্তু শেষে এত ধূম ধাম এত আড়ম্বরের পর পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় ফল হইল। কমিটী বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই সার সংগ্রহ করিলেন, ইংলণ্ড অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের এক পয়সা গ্রহণ করেন না এবং যদিও কখন কিছু গ্রহণ করেন, তাহা অন্যায় নহে, কারণ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যের একটী প্রধান অংশ, অতএব ইংলণ্ডের ব্যয়ভার বহন করা অন্যায় নহে। এ বাক্যটী মন্দ কৌতুকাবহ নহে। কেবল ব্যয় ভার বহন করিবার সময়েই ভারতবর্ষ প্রধান অংশ, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ের সময় ইংরাজেরা এরূপ স্বীকারে সম্মত নহেন। তখন ভারতবর্ষ মরিসস প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বিবেচিত হয়। ইংলিসম্যান যথার্থই বলিয়াছেন, “কমিটী প্রথমে মহা পরাক্রান্ত সিংহের ন্যায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু যাইবার সময় নির্জীব মেষশাবকের ন্যায় গমন করিলেন।”

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সেতারার ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্রকে রাজোপাধি ও অন্যান্য রাজ চিহ্নদানে অসম্মত হওয়াতে মহারাষ্ট্রীয়েরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। এ দিকে লার্ড নর্থব্রুক প্রাচীন বংশ সকলের মর্য্যাদা রক্ষায় বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, ওদিকে সার পি ওডহাউস প্রাচীন রাজবংশের মর্য্যাদা লোপের চেষ্টায় রহিয়াছেন, এটী অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

বীরভূমের রিলিফ আফিসর ওডোনেল সাহেব যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমানের অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। শস্যাদির অবস্থা অতি মন্দ, জমীদারেরা খাজনা আদায় করিতে পারিতেছেন না, তাহারা কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়াছেন। জমীদারেরা এ নিমিত্ত যাহাতে সেপ্টেম্বরের কিস্তি জানুয়ারি ও মার্চ্চ এই দুই কিস্তিতে লওয়া হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

পারিসের গমিলিন নামক এক ব্যক্তি জলমগ্ন জাহাজ ও নৌকাস্থ ব্যক্তিদের রক্ষার্থ এক প্রকার পরিচ্ছদের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। আজি কালি গঙ্গায় অনেক লোক মারা যাইতেছে। যাহাদের নৌকা করিয়া গঙ্গায় সেতু সন্নিহিত হইয়া যাইবার প্রয়োজন হইবে, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে উহার এক একটী পরিচ্ছদ প্রদান করেন।

৩১ এ ভাদ্র মঙ্গলবার ।

টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে লিখিত হইয়াছে, এই শীতকালে পালিয়ামেণ্টের অন্যতর সভ্য ইষ্টউইক সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করিবেন । ভারতবর্ষ দর্শনার্থ তাঁহার আসা নয়, তিনি ইষ্টইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রতিনিধি স্বরূপ আসিবেন । লণ্ডনে উক্ত এসোসিএসনের একটী বাটী হয় তাহার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করাই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য ।

গত সোমবার জয়পুরে প্রথম রেলওয়ে এঞ্জিন প্রবেশ করে । রাজা এঞ্জিন চালাইয়াছিলেন ।

সিন্ধুর প্লাবন অতি ভয়ানক হইয়াছে । এই প্লাবনে বহুসংখ্য পল্লী এক কালে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে । কত শস্য নষ্ট হইয়াছে । জল কমিয়া গেলেও অন্যান্য শস্যের সুবিধা দেখা যায় না কারণ ভূমি সকল অনেক দিন জলে ডুবিয়া থাকাতে তাহাতে নানা প্রকার বন্য গাছ জন্মিবে । সমুদায় বাঁধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । সেওয়ানের প্লাবন দর্শনে একজন দেশীয় আফিসর বলিয়াছেন, নোয়ার পর এরূপ প্লাবনের কথা কখন শুনা যায় নাই । কালেক্টর আজ্ঞা দিয়াছেন সেওয়ানে বর্ত্তমান বর্ষের কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের খাজনা আদায় যেন আপাততঃ করা না হয় । প্রজাদিগকে অগ্রিম টাকাও দেওয়া হইতেছে । বিধাতা ভারতবর্ষের প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছেন দেখা যাইতেছে ।

সুলতানপুরের ভূতপূর্ব্ব নিজাম মির্জ্জা আগাআলী খাঁ দেড়লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা দিয়াছেন, ইহার মাসিক সুদ ৫৭৫ টাকা । এই টাকা মুসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে এবং দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করা হইবে । ইনি দাতব্য বিষয়ে আরও দুই একটী জমীদারী দিবেন এমন সম্ভাবনা আছে, উহার উপস্বত্ব হইতে দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ হইবে । মির্জ্জা আলীর বদান্যতার বিষয় অনেকে পরিজ্ঞাত আছেন । ইহাঁর ন্যায় দানশীল ব্যক্তি মুসলমান সমাজে অল্প দেখিতে পাওয়া যায় ।

৫ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩১৪১৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৪০০১৮০ টাকা আয় হইয়াছিল । এহিসাবে এ বৎসর ৩৬৪৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে । জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ১৭২৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৮৫১০ টাকা আয় হইয়াছিল । এবৎসর ১২৩০ টাকা কম আয় হইয়াছে ।

৮ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ৩৩৫ জনের মৃত্যু হয় । কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে লোক সংখ্যা কম, কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক ।

বোম্বাইয়ে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈশ্য মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে ।

গয়ার অন্তর্গত নওদার মুন্সেফের পদটী উঠিয়া গিয়াছে । মকদ্দমার অল্পতাই ইহার কারণ । অনেক স্থানেই মকদ্দমার সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে । পূর্ব্বে আলিপুরে চারি জন মুন্সেফ ছিলেন, এক্ষণে দুই জন মাত্র আছেন, তাঁহারও আবার পদপ্রদানের প্রয়োজন হইতেছে না । মকদ্দমা ও বিচার পতির সংখ্যা কমিতেছে, কিন্তু উকীলের ছড়াছড়ি ।

সকচরে লিখিত হইয়াছে, মৃত বাবু শিবচন্দ্র গুহের শ্রাদ্ধোপলক্ষে কাঙ্গালিদিগকে চারি আনা করিয়া বিদায় দেওয়া হয় । একজন জুয়াচোর দুটী বিদায় লইবার জন্য একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থ প্রদর্শন করিয়া বলে সেটী তাহার পুত্র, তাহাকেও একটী সিকি দিতে হইবে । নিকটস্থ একজন চৌকীদার বস্ত্র উত্তোলন করাতে তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ রামবিড়াল দেখা গেল । দুটী সিকির নিমিত্ত ইহাকে মিশার সাহেবের নিকটে যাইতে হইয়াছে ।

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক বড়বাজার পাঠশালা সভার পঞ্চদশ ও সপ্তদশ অধিবেশনে যে দুটী বক্তৃতা করেন উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । উহার এক খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে । আমরা দুটী বক্তৃতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি ।

১ লা আশ্বিন বুধবার ।

পিয়নিয়র কানপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তথায় যেরূপ জলপ্লাবন হইয়াছে, এমন আর পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই । ওরক্ষা ভাসমান সেতুটী বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে ।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, উপর সিন্ধুর সীমাতে ভয়ানক উপদ্রব হইয়া গিয়াছে । ডাকাইতেরা প্রায় সকল লুণ্ঠন করিয়া পর্ব্বতে পলায়ন করে, কিন্তু যথা সময়ে সংবাদ পাওয়াতে কতকগুলি ব্রিটিশ অশ্বারোহী সৈন্য উহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া উহাদিগকে ধৃত করিয়াছে । উহাদিগের এক্ষণে বিচার হইতেছে । গবর্ণমেণ্ট এত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই সীমার শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না । শুষ্ক কাষ্ঠ ও মূর্খ ভাঙ্গে, তবু নোয় না ।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের [illegible] হওয়াতে তথা হইতে কলিকাতায় চিঠি পত্র ও কাগজ আসিতে বিলম্ব হইয়াছে । এ জগতের সমুদায়ই বিচিত্র । [illegible] কোন স্থানে বন্যা কোন স্থানে পানীয় জলের অভাব. এরূপ বিচিত্র কাণ্ড [illegible] আশ্চর্য্যের [illegible]

আমেরিকাবাসীরা এক একটী অদ্ভুত কাণ্ড না লইয়া [illegible] । কিছু দিন হইল, তাঁহার [illegible] আত্মা আকর্ষণ করিয়া [illegible] হইতে [illegible] এক [illegible] বাইবেল [illegible] করেন । [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

৫ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় [illegible] মৃত্যু হয় । ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে [illegible] মৃত্যু [illegible]

[illegible] জুমাদার [illegible]

[illegible] সাহেবের [illegible] কথা [illegible]

সম্প্রতি কণ্টোনমেণ্টের [illegible] স্বাধিক কার্য ছিল ।

[illegible]

[illegible] বর্ণ বিশিষ্ট একটী [illegible] জন্মিয়াছে । দুই আনা [illegible] । এ যে এক নূতন [illegible] ।

[illegible] বলেন, কাবুলে বড় অরাজক কাণ্ড ঘটিতেছে । [illegible] আলীর সৈন্যগণ লোকের বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক

লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা প্রতিদিনই এইরূপ করিতেছে। অত্যাচারিত ব্যক্তিদের প্রতি সুবিচার হইতেছে না। একনায়ক তন্ত্রের অনেক দোষ।

মফস্বল আদালতে উকীল মোক্তারদিগের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্ট কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। নিয়মগুলি গত বুধবারের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৬১ খানি পুস্তক, ক্ষুদ্র পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার পুস্তকই অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৭৬১ খানি পুস্তকের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় ১৭২ পুস্তক ১৫১ পুস্তিকা এবং ৮১ খানি সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের গবর্ণর জেনরল লার্ড নর্থব্রুক শীঘ্র "আরল" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। লার্ড নর্থব্রুক উচ্চপদ ও উপাধি লাভের একান্ত যোগ্য পাত্র।

শুনা যাইতেছে আগামী বর্ষে যশোহর ও ২৪ পরগণায় সম্পূর্ণ হারে রথ্যা কর গৃহীত হইবে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিমিত্ত দুই খানি রেলওয়ে সেলুন গাড়ি নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ইহাতে ১৮ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত গাড়ি প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এ একটী নূতন আবদার। এই সকল আবদারে শাসন কর্ত্তৃগণ হইতে ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দকেরও উপকার নাই। ইহারা কেবল দরিদ্র ভারত বর্ষীয় প্রজাদিগের বহুশ্রমার্জ্জিত অর্থে নিজ নিজ ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিতে আইসেন। বিশেষতঃ মান্দ্রাজের গবর্ণর লার্ড হবার্টকে আমাদের কিছু খাম খেয়ালী রকম বলিয়া বোধ হইতেছে। সেদিন তিনি কোচিন দর্শনার্থ গমন করিবেন বলিয়া রাজাকে সংবাদ দেন, সম্প্রতি আবার বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার যাওয়া হইবে না। তাঁহার যাওয়া না যাওয়ার সংবাদ দিতে দুটী ফুলস্কেপ কাগজ নষ্ট হইল মাত্র, কিন্তু রাজা হয় ত তাঁহার আহ্বানার্থ ৪০। ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইল।

জজিসদিগের সভাপতি হগ সাহেব এক মাসের বিদায় লওয়াতে সেদিন রবার্টস সাহেব তদুপলক্ষে জজিসদিগের সভায় বলেন "হগ সাহেব যদি "ঝড়" পাঠাইয়া না দেন তাঁহার বিদায় দানে আমি সম্মত হইতে পারি, নতুবা নয়"। হগ সাহেব দুইবার বিদায় লইয়া বিলাত গমন করেন দুই বারই এখানে ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল। রবার্ট সাহেব এই উপহাসরসিকতার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তিরস্কার খাইয়া থাকেন।

সর জন ষ্ট্রাচি পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা হত্যা নিবারণার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি এতন্নিবারণার্থ যে সকল আইন করেন উহা ইটা সেকেট সাহারণ এবং অন্যান্য পরগণায় প্রচলিত করিয়াছেন। সর জন ষ্ট্রাচির শাসন কালে বোধ হয় এই মহানিষ্টকর প্রথাটী এককালে উন্মূলিত হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সমুদায় শ্রীরামপুর বিভাগে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমন ধান্যের রোপণ কার্য্য উত্তম রূপ চলিতেছে।

জে, সি হল নামক যে সাহেব দুইজন এদেশীয়কে হত্যা করে, এবং উন্মত্তাবস্থায় হত্যা করিয়াছে বলিয়া কিছুদিন ইংলণ্ডের বাতুলালয়ে বাস যাহার দণ্ড হয়, উহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে ৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই তিন হাজার টাকা রাজকোষ হইতে না লইয়া হত ব্যক্তিদের স্ত্রী পুত্র গণের নিকট হইতে লইলেই সুবিচারের পরা কাষ্ঠা হয়।।

সায়দ তুর্কি বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি মস্কটের বণিকগণের উপর ইনকম টাক্স ধার্য্য করেন। তাঁহারা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি আর কিছু না বলিয়া যাবতীয় বণিককে ধরিয়া আনিয়া ২৪ ঘণ্টা কয়েদ করিয়া রাখেন। তাঁহারা এক্ষণে টাক্স ও তাহাদের ধরিয়া আনিবার খরচ সমুদায় দিয়াছেন। সায়দ তুর্কি কেবল ইনকম টাক্স স্থাপিত করিলেন না, বিদ্রোহ বীজও বপন করিয়াছেন।

৩ রা আশ্বিন শুক্রবার।

সম্প্রতি নরউইচে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া ২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অনাবৃষ্টির নিবারণ যেরূপ, রেলওয়ে দুর্ঘটনার নিবারণও সেরূপ নয়, তবে ইহার নিবারণ না হয় কেন?

দিল্লীগেজেট সংবাদ পাইয়াছেন, এবার কুমায়ুন ও গারওয়ালে ৪০০০০০ পাউণ্ড চা জন্মিবে। যদি কম বৃষ্টি হইত এ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে চা জন্মিত। ইংরাজদিগের স্বার্থ লইয়া ভারতবর্ষে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বৃষ্টি কম না হইলে তাহাদের চা ভাল জন্মে না, এদিকে আবার কম বৃষ্টি হইলে ধান্য হয় না, আমরা অনাহারে মারা যাই।

ব্যারণ আন্‌সেল্‌ম্‌ রথচাইল্‌ড্‌ '২০ বিশ কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এখানকার কেহ বিশ কোটি টাকা বোধ হয় স্বপ্নেও দেখেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার প্রভাবে কুকুরের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে ইহার অপেক্ষাও একটী চমৎকার মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক ষাঁড়ের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ষাঁড়টী এক জনের একটী গরুকে গুঁতাইয়া হত্যা করে, এই তাহার অপরাধ। ইহার নামে রীতিমত নালিশ ও সমন বাহির হইয়া গ্রেপ্তার ও পরে বিচার হইয়া এই দণ্ড হয়। মানুষের ৭২ বৎসর অতীত হইলে বালকের মত ব্যবহার হয়, ফ্রান্সের সভ্যতা বোধ হয় বাওত্তরে দশা পাইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা শতকরা		১০৩।৶—১০৩।০
৪॥ ১৮৭০	(১৮৮৫)	১০৬।০—১০৬।০
৪॥ ১৮৭১	(১৮৮১)	১০৫॥০—১০৫৸০
৪॥ ১৮৭২	(১৮৭৯)	১০৪।৶০—১০৪৷৷
৫॥ ১৮৫৯-৬০	(১৮৭৯)	১০০

৪ঠা আশ্বিন শনিবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২০ এ ভাদ্র শুক্রবার নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের মহিষী পীতাম্বরী দেবী প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। স্বামিবিয়োগের পর হইতে ভরণ পোষণার্থ যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। তথাপি তিনি বিস্তর অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি দরিদ্র সন্তান তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ও তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কতকগুলি নিরুপায় ভদ্র মহিলারও তিনি একমাত্র অবলম্বন ছিলেন।

আমরা জামালপুরের পত্রে জানিতে পারিলাম, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে জামালপুর ষ্টেষণে অনধিক ১৫। ১৬ টী বাটীতে রজনীযোগে চুরি হইয়া গিয়াছে। জামালপুর বাসিরা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করিবার যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা উত্তম কল্প হইয়াছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এত দিনে পর্জ্জন্য দেব আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। গত ২৪ এ ভাদ্র হইতে প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হইতেছে। কৃষকগণ প্রফুল্ল চিত্তে কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সুচারুরূপে শস্য জন্মিবে, আমাদের এ আশা নাই। ভাদ্র মাসে সর্ব্ব স্থলের রোপণ কার্য্য শেষ হইবে না।

২। সংপ্রতি উদ্ধানপুরে একটী শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। উদ্ধানপুর ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। শব দহনের একটী প্রধান আড্ডা। এ দিকের সমস্ত মৃতই প্রায় এই স্থানে নীত হয়। কয়েক দিন হইল এক দূরবর্ত্তী জনপদ হইতে তথায় কয়েক ব্যক্তি এক মৃত দেহ লইয়া যায়। সৎ কার্য্য সমাপনানন্তর তাহারা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ভ্রমবশতঃ এক জনের নিদ্রাবেশ হয়। পাক স্থল হইতে একটু দূরে সে শয়ন করে। এই অবসরে একটী সর্প তাহাকে দংশন করিল। সেই দংশনে সে চৈতন্যশূন্য হয়। কিছুক্ষণ পরে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। এরূপ অপমৃত্যু সংবাদ পুলিসে দিতে হয়, তাহা ঐ হতভাগ্য মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের জানা ছিল। তাহারা যথারীতি ঐ সংবাদ পুলিসে প্রেরণ করিল। পুলিস যে কিরূপ জিনিস্ তাহা বোধ হয় আপনার বিলক্ষণ জানা আছে। একে একে দিন যাইতে লাগিল, পুলিস কর্ম্মচারীর দেখা নাই। সুতরাং মৃতদেহটী কিরূপ অবস্থাপন্ন হইল তাহা আপনিই স্থির করিয়া লউন। গলিত মাংসের দুর্গন্ধে লোকের অসহনীয় ক্লেশ হইল। শুনিলাম, ৫। ৬ দিন পরে ঐ দেহের সৎকার্য্য হয়। উদ্ধানপুর কাটোয়া উপবিভাগের এলেকার অধীন।

৩। বনয়ারী আবাদের অদূরে খাড়েরা-নামে এক স্থান আছে। এ স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। দলাদলি স্রোত সে গ্রামে বহমান আছে। সংপ্রতি তথায় একব্যক্তির মৃত্যু ব্যাপার লইয়া মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। একজন মুসলমানের মৃত্যু হইলে যথা সময়ে সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের স্কন্ধে হত্যাপরাধ নিক্ষেপ করিয়াছে। পুলিস ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতেছেন। শুনিলাম মৃতদেহটী সমাধি হইতে উত্তোলিত হয়। পুলিস এখনও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ কাণ্ডের ফল আপনাকে জানাইবার মানস রহিল।

৪। এ দুঃসময়ে প্রায় সকল স্থানেই জমিদার প্রজা রক্ষার এক এক উপায় করিয়াছেন। শুনিলাম বনয়ারি আবাদের নিকটবর্ত্তী এক জমিদার প্রজাদের কোনই হিত সাধন করেন নাই, পরন্তু কয়েকজন প্রজার সঙ্গে মহা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জমিদার মহাশয়ের এ কার্য্যটী ভাল হইতেছে না। রাজা ও আবাদের নিকটে একটু শ্লথ করেন এই আমাদের অনুরোধ।

৫। অদ্য আমাদের ছোট লাট বাহাদুর কাটোয়া পরিদর্শন করিতে আসিবেন এরূপ সংবাদ আছে। উঁহার আগমন সংবাদ আমরা অকস্মাৎ শুনিলাম। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। আমাদের ছোট লাট যে দিকে গিয়াছেন, সেই দিকে অধিবাসীদিগকে [illegible] মধুর আলাপনে আপ্যায়িত করিয়া আসিয়াছেন। কাটোয়া মহকুমার অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কেন [illegible] ধনশালী সম্ভ্রান্ত পুরুষ আছেন। ছোট লাটের অকস্মাৎ আগমনে সকলেই মুগ্ধ হইতে পারেন। যাহা হউক, আমাদের ছোট লাট বাহাদুর কাটোয়ায় কি কি কার্য্য করিয়া যান, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আপনাকে পাঠাইবার অভিপ্রায় রহিল।

২৯ এ ভাদ্র
১২৮১।

—০—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।
সংক্রান্ত সংবাদ।

১৪ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, যে স্থানে বৃষ্টির একান্ত অভাব [illegible] হইয়া শস্যাদির অনেক উপকার হইয়াছে অনেক ধান্য রোপণ কার্য্য [illegible] সম্পন্ন হইতেছে। যদি এখনও [illegible] মত বৃষ্টি হইতে থাকে, [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্বত্র [illegible] [illegible] প্রানের [illegible] হইয়াছে। [illegible] পাওয়া যায় নাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] না।

ইউরোপীয় সমাচার।

মাদ্রিদ ৯ ই সেপ্টেম্বর। পিকাড়িতে পরাভূত হইয়া কার্লিষ্টেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। উহারা এবাগর হইতেও দূরীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। সম্প্রতি গ্রেট ইষ্টারণ রেলরোডে দুই খানি ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়া ১৯ জন হত ও ৩০ জন আহত হয়।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। বোলটনের তুলার কারখানায় ৩০ হাজার কর্ম্মচারী বেতন কমাইবা দেওয়াতে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১১৩০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৮ ই আগষ্ট ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায়, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

এফ, এস, মির্জ্জাপুর নামক জাহাজ বোম্বাইয়ে ৭০০০০ টাকার স্বর্ণ ও ৭৭০০০০ টাকার রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যাইতেছে।

আমেরিকার কৃষি সভার সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, এবার অনাবৃষ্টি এবং অতিশয় উত্তাপ নিবন্ধন তুলা অনেক কম জন্মিবে।

পারিস ১৪ ই সেপ্টেম্বর। মার্শাল ম্যাকমেহন ফ্রান্সের উত্তর বিভাগ সকল পরিদর্শন করিতেছেন।

অর্থাল ডিস ডিবাটস নামক সংবাদ পত্রে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, উহাতে লিখিত হয়, যাহারা রিপবলিকান নয়, তাহারা সকলেই রাজ বংশের প্রতি অনুরক্ত। এই লেখার জন্য সম্পাদককে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১১ ই আগষ্ট সাউথ্যাম্পটন হইয়া যায় গত কল্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

প্যালবেষ্টনের কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমান করেন এবার আমেরিকায় ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩৭০০০০০ গাইট তুলা জন্মিবে, ওলিয়ান্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুমান করেন, এ অপেক্ষাও কম জন্মিবে।

—০ঃঃঃ০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৭ ই সেপ্টেম্বর। যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে উক্ত বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। জে, ওয়াড সি, এস সেপ্টম্বর মাসে দিনাজপুরে সেসিয়ন করিবার জন্য পুনরায় তত্রত্য অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। পশ্চিম সার্কেলের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছুদিনের জন্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, আর মিডলটন হুগলী বিভাগে কাণানদীর সহিত সরস্বতীর সংযোগের জন্য এবং বইচি হইতে বৈদ্যপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, জে, লাইবসে মালদহে ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দেবী প্রসাদ মুঙ্গেরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জে, সি, বিসি সাহেব কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এ, উইকস্ সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এচ, বার্থার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। এফ, এ, চিসেষ্টার চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, জে, মরে সাহেব সারণে বদলী হইলেন এবং সেওয়ান উপবিভাগের ভার পাইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ ই সেপ্টেম্বর। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের অন্তর্গত ভোটমারির মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এচ কেম্বুন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। ফরিদপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য ঢাকার সদর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু বোলাকচাঁদ পূজার বন্ধের পর দেওয়ানী আদালত খুলিলে ত্রিহুতের সুবডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বসীরহাটের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দারজিলিঙের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর ডবলিউ এচ, পেজ মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

—◆◆◆—

উপহার।

পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্র
উপাধ্যায় মহাশয়
সমীপেষু।

রেখো, গুরো, নিজ পদে, এই ভিক্ষা তব কাছে,
একান্ত যাইবে যদি,
উত্তরি স্নেহের নদী,
ধর, যতনের ধন, এই প্রীতি উপহার
যে তরু আশ্রয় করি,
এত কাল ছিনু, মরি!
সে তরু বিলীন হ'ল, কালের কঠোর করে!
আশ্রিত লতিকাবলী—
হারায় জীবন কলি,
বিদ্বান আদর্শ তুমি, যশের আকরে মণি,
(গভীর বারিধি সম)
রতনের শ্রেষ্ঠতম,
পুলকে পূর্ণিত হেরি প্রীতি পূর্ণ কলেবর,—
কল্পনা বিমল জলে,
ছায়া হেরি প্রতিপলে,
যাও গুরো, যথা ইচ্ছা, সুখী হও অতঃপর।

উত্তরপাড়া রাজকীয় ইংরাজি
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

—◆◆◆—

ভারতবর্ষীয় সভা সাধারণের গোচরার্থ নিম্ন লিখিত পত্রখানি আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন—

সবিনয় নিবেদন—

সিবিল আপীল বিল নামে যে একটি অভিনব আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হওনার্থে মহামান্য গবর্ণর জেনরল হুজুর কৌন্সলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত রাইসরয় গবর্ণর জেনরল হুজুর কৌন্সলে আবেদন করণ জন্য কি করা কর্ত্তব্য, ইহা বিবেচনার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষেরা বঙ্গপ্রদেশবাসী ভদ্র ভদ্র লোককে আহ্বান করিয়া আগামী ৩০ এ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ভারতবর্ষীয় সভার গৃহে এক অধিবেশন করিবেন।

উক্ত পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য এ পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ বিবৃত আছে যথা—

"যে স্থলে কোন মকদ্দমার দাবি দুই শত টাকার অধিক নহে এবং যে স্থলে প্রথম আপীল আদালত সদর আদালতের সহিত এক মত হইবেন, সে স্থলে তাহার আর খাস আপীল হইবে না।

কিন্তু কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে খাস আপীলের বাধা হইবে না। যথা—

যে স্থলে ডিক্রীকর্ত্তা আদালত আপীল করা উচিত বিবেচনা করিবেন এবং যে স্থলে ঐ আদালত মকদ্দমার ভাব গতিক দেখিয়া কেবল টাকার পরিমাণ ধরিলে অন্যায় হওয়া বিবেচনা করিবেন, কিম্বা যে স্থলে কোন মকদ্দমায় সাধারণের ইষ্টানিষ্ট জড়িত থাকায় সুবিচার জন্য তাহার দ্বিতীয় আপীল হওয়া আবশ্যক বোধ করিবেন।

প্রথম আপীল আদালত দ্বিতীয় আপীল করিতে পারিবার অনুমতি দিবার পরিবর্ত্তে ঐ মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা সুবক্তার বর্ণন করিয়া হাইকোর্টের অভিমত জন্য পাঠাইতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষেরা পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া এই মনে করিয়াছেন, যে উহার নিম্নরূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না হইলে বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইবে।

১।—কারণ মফস্বল আদালত বিশেষতঃ যে সকল জেলা জজের হস্তে প্রথম আপীল পাতিত হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রীতিমত আইনের চর্চ্চা থাকে না এবং মফস্বলে জন সমাজের মতামত প্রকাশক সংবাদ পত্রাদির শাসন না থাকায় সুশিক্ষিত উকীলেরাও অত্যা[illegible]হত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন না।

২।—যখন মফস্বলের এইরূপ অবস্থা, তখন গবর্ণর জেনেরল হুজুর কৌনসলের ভূতপূর্ব্ব [illegible] মেম্বর একথা যথার্থ বলিয়াছেন যে, আপীলের নিয়ম থাকাতেই অজদিগের হস্ত হইতে লোকের রক্ষা হইবার অনেক সম্ভাবনা। হাইকোর্টে আপীল হইলে যদি নিষ্পত্তি রদ হয় এবং তজ্জন্য তথা হইতে তিরস্কার পাইতে হয় এই আশঙ্কাটি জজদিগের সকল মকদ্দমায় সতর্ক ও সাবধান থাকার পক্ষে [illegible] করে।

৩।—দুই শত টাকার অনধিক পরিমাণের মকদ্দমার খাস আপীল না হইবার নিয়ম [illegible] থাকিলে অনেক দুঃখী লোকের সর্ব্বনাশ হইবে কারণ অনেকের পৈতৃক ভদ্রাসন সমেত সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ও দুই শত টাকা হইবে না।

৪।—আর কেবল দুই শত টাকার অনধিকের নিয়মটী দূর না করিলে খাজনার অধিকাংশ মকদ্দমারই হাইকোর্টে আপীল হওয়া বন্ধ হইবে, এবং তজ্জন্য জমিদার ও রাইয়ৎ উভয় পক্ষেরই ভয়ানক অনিষ্ট হইবে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাকী খাজনার মকদ্দমাতেও এমন সকল আইনের কূট তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, যে হাইকোর্ট ভিন্ন তাহার মীমাংসা হওয়া কঠিন।

৫।—নিম্ন আদালতের সমস্ত প্রথম আপীল আদালতের এক মত হইলে অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় আপীল না হইবার নিয়মটি হইলে জেলার জজেরা ক্রমে নিরুদ্যম ও [illegible] তৎপর হইয়া পড়িবেন এবং [illegible] অধস্তন [illegible] মধ্যে অনুরাগ [illegible] গের সংগ্রাম [illegible] মকদ্দমার নিষ্পত্তি [illegible] করিতে পারিবে। কারণ অস্তুত বিচার করা উপায় [illegible] অবনত থাকিবেন।

৬।—[illegible] কোন কোন বিশেষ স্থলে খাস আপীল হইবার বিধি আছে [illegible] লোকের [illegible] মকদ্দমার [illegible] আপীল হওয়া উচিত [illegible] স্থির হইতে পারে, কেবল এক [illegible] কখন সেরূপ হইতে পারে না, বিশেষতঃ ঐরূপ আদালতের [illegible] স্থলে কেবল [illegible] পাঠ হইবে কি উকীল কৌনসলরা তর্ক বিতর্ক করিতে পাইবেন বিলের মধ্যে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। আর যখন খাস আপীলের সংখ্যা ন্যূন করাই প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য হইতেছে তখন সকলেরই অনুভূত হইতেছে [illegible] উপরোক্ত খাস আপীল [illegible] তৎপক্ষে [illegible] কার্য্যকারী হইবেক এমন বোধ হয় না।

৭।—[illegible] তাৎপর্য্যটি গবর্ণমেণ্ট সাধারণ [illegible] প্রতিবোধী [illegible] এবং [illegible] সম্পাদকেরা এ দেশীয় [illegible] কলিতেছে, তখন [illegible] অন্যায়।

৮।—[illegible] হাইকোর্টের [illegible] অনেক সময় নষ্ট হয় বলিয়া যে [illegible] আপীল সম্বন্ধে [illegible] প্রকার নিয়ম বদ্ধ করা হইতেছে তাহা অন্যায়। [illegible] উক্ত জজেরাই [illegible] খাস আপীল [illegible] বিচার [illegible] খাস আপীল [illegible]

[illegible]

[illegible] সহায়তা [illegible] ঐ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

শ্রী[illegible]।

[illegible]

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

[illegible]

[illegible] হইয়া, [illegible] এবং [illegible] বোধ হয় [illegible] আসিতে [illegible] যে কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

কারণ পল্লীগ্রামের মধ্যে ঐ বপাল অতিশয় সুস্থান বলিয়া গণ্য, ইহাতে মুন্সেফী আদালত পুলিষ প্রভৃতির বহুকাল অবস্থ ও নিবন্ধন দূরস্থ ব্যক্তি বর্গের অবস্থিতির কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, সকলে আনন্দের সহিত আসিয়া রেজিষ্টরি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত এবং তাহাতে ব্যক্তিবর্গের ক্লেশ নিবারণার গবর্ণমেন্ট যে নূতন সব রেজিষ্টরির আইন প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছিল। এক্ষণে এক অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা যে সাধারণের অতিশয় ক্লেশপ্রদ ঘটনা তাহা সকলেই অম্লান বদনে স্বীকার করিবেন। মহাশয়! চবিপালের ৫ মাইল অন্তর কৃষ্ণনগর থানা এবং তাহার শেষ সীমা ১১। ১২ মাইল পর্য্যন্ত স্থানের কার্য্য অত্র স্থলে নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে ঐ কৃষ্ণনগর থানাটীর রেজিষ্টরি কার্য্য বাক্‌সা গ্রামে নির্ব্বাহ হইবেক, এরূপ আদেশ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! ইহাতে যে কিরূপ কষ্ট হইবেক, তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঐ বকসা গ্রাম কৃষ্ণনগর থানার শেষ সীমা হইতে প্রায় ২৪। ২৫ মাইল অন্তর। তথায় যাহারা রেজিষ্টরী করিতে যাইবে তাহাদিগের অন্ততঃ তিন দিন কাল সময় নষ্ট ও তাহাতে বহু ব্যয় হইবেক তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। কি আশ্চর্য্য! কোথায় শ্রীরাম পুরে রেজিষ্টারি কার্য্য থাকায় লোকের কষ্ট হইত এক্ষণে গবর্ণমেন্ট সে কষ্ট নিবারণের জন্য এবং অনর্থক প্রজাপুঞ্জকে বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য হইতে উদ্ধারার্থ আইন সৃষ্টি করিলেন এবং এত দিন তাহাদের সুখে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে কি উদ্দেশে একেবারে দুঃখ সাগরে লোকদিগকে নিমগ্ন করিলেন, তাহার কিছুই কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কবপ এখানকার রেজিষ্টার সাহেব অনুপযুক্ত লোক নহেন ও কাহাকেও বৃথা কষ্ট প্রদান করেন না। তথাপ এরূপ দুর্ঘটনা হওয়া সমূহ দুঃখের বিষয় তাহার সন্দেহ নাই। অর উক্ত স্থানের প্রজাদিগের বাটীর নিকটে চবপালের রেজিষ্টরি আফিস থাকাতেও এই এলাকা পার হইয়া অন্ততঃ ৭। ৮ ক্রোশ দূর বাক্সা গ্রামে যাইয়া রেজিষ্টারি কার্য্য করিতে হইবে তদপেক্ষা বরং শ্রীরামপুরে রেজিষ্টারি আফীস স্থাপনের অনুমতি হইলে লোকের সুবিধা হইত, কারণ তথায় যাইবার পথ সুগম, লোকের পীড়া না থাকিতে অশক্ত হইলে সামান্য ব্যয়ে যানাদির দ্বারা গমন করিতে পারিত এবং তথায় থাকিবারও উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইত। এক্ষণে কৃষ্ণনগর থানার অধীন হতভাগ্য প্রজাপুঞ্জের প্রতি গবর্ণমেন্টের সকরুণ নেত্র পতিত হউক। পূর্ব্বমত ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আমাদের কষ্ট নিবারণ হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কারণ এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও এপিডেমিক জ্বরে প্রায় অনেকেই নিঃস্ব হইয়া ভূম্যাদি বিক্রয় করিতেছে, তাহাতে বাক্সা গ্রামে রেজিষ্টারির কার্য্য প্রচলিত থাকিলে টাকের দামে মনসা বিক্রয় হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এই উপলক্ষে গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়াছি, যত দিন ইহার শুভ সমাচার প্রাপ্ত না হইব তত দিন আমরা রেজিষ্টরি কার্য্য হইতে বিরত হইলাম, সভ্য গবর্ণমেন্ট মাত্রেই প্রজাপুঞ্জের সুখ সাধনে যত্নবান হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১২৮১ সাল } কতকগুলি প্রজা।
২৮ এ ভাদ্র } সাং রাজবলহাট

—∞—

মহাশয়! আজি কালি বঙ্গভাষা ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এই কথা সকলেই স্বীকার করেন। ঐ উন্নতির সহিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট পুস্তকও রচিত হইতেছে। নাটক কাব্য বিজ্ঞান প্রভৃতি সোপান সমূহে পদ বিক্ষেপ করিয়া বঙ্গভাষা ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছেন। এটী অতিশয় সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা অল্প ও অপকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে এ কথাও অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু "টিকটী পড়িলেই পাটকেলটী পড়ে" গ্রন্থকারগণ যত অপকৃষ্ট ভাব ধারণ করিতেছেন যতই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছেন সমালোচকগণও ততই আপনাদিগের নামের অর্থ ও গৌরব পরিত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক আমাদের দেশের গ্রন্থকার যত অপকৃষ্ট থাকুক না কেন সমালোচক তাঁহা হইতে অল্প অপকৃষ্ট নহেন একথা চন্দ্র সূর্য্যবৎ প্রত্যক্ষ। ফলতঃ আজি কালি গ্রন্থে স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় নাই বলিলেই হয় তাহাতে আবার যদি কাহার গ্রন্থে কিছু মাত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহার আদর থাকে না। এক্ষণে লোকের চক্ষে ধূল মুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পিক পকেট করিতে পারিলেই বাহাদুরী নচেৎ কোন দুর্ভাগ্য যদি মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া বালকগণের পাঠোপযোগী কোন পুস্তক লেখেন, সমালোচক অমনি বালকদিগকে উপদেশ দিবেন, তোমরা চারি আনা দিয়া এ পুস্তক না কিনিয়া আট পয়সা দিয়া তাস কিনিয়া খেলা করিও। অনেক পরিমাণে উত্তম ফল ফলিবে। সমালোচনার উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থের দোষ গুণের যথার্থ বিচার করা। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমালোচকগণ সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁরা এক্ষণে ডাক্তার গোল্ড স্মিথের উপদেশ অনুসারে চলিতেছেন। এক্ষণে পুস্তকের স্রোত যে প্রকার বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে সমস্ত পুস্তকের বিষয় দূরে থাকুক নাম পর্য্যন্ত মনে করিয়া রাখা লোকের পক্ষে দুরূহ হইবেক। তজ্জন্য এই পুস্তক স্রোত বন্ধ করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সমালোচনা অথবা গ্রন্থকর্ত্তাকে পুস্তক লিখিতে নিবারণ করা তন্মধ্যে একটী উপায়। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচকেরা সে উপায় কতক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, আপন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা কর, আর গালি খাও আর ওয়ালটরস্কট রণলড প্রভৃতি হইতে ভাব চুরি কর আর কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছি বলিয়া চীৎকার কর। আবার দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সম্প্রদায়স্থ সমালোচকগণের মধ্যে কাহার কপালে উক্ত প্রকার জয় পত্র বাধা থাকাতে তাঁহারা যাহাকে যাহা বলেন সাধারণে বিচার না করিয়া তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন, এইটী আরও অনিষ্টের মূল।

শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে "স্বর্ণলতা" নাটক এই প্রকার আশ্চর্য্য ভাবে সমালোচিত হইয়াছে। যে ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় সমালোচকের সময় অথবা তাঁহার পুস্তকে স্থানের অভাব ছিল। আধ্যাত্মিক দর্শনের অবিষয় বিজ্ঞানের অবিষয় কেবল কবিদিগের দৃষ্টির বিষয় মানব প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব যাহা প্রকটন করা নাটক প্রণয়নের উদ্দেশ্য ইহাতে তাহা আছে কি নাই সে বিষয়ে একটী কথাও না বলিয়া মনোনীত করিয়া বিবাহ করা এই পুরাকাল হইতে প্রচলিত সুপ্রথাকে ইং কোটশিপ বলিয়াই ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার ত্রুটী সহজেই মার্জ্জনা করিতে পারি, যেহেতু তাঁহার হাতে অনেক কাজ, পুস্তক খানি পাঠ করিতে সময় পান নাই, তজ্জন্য নাটক প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ, ইহাতে আছে কি না জানিতে পারেন নাই, অথচ সমালোচনা করাও চাই এই জন্য বিজ্ঞাপনে লিখিত মনোনীত পরিণয় এই বাক্যটী প্রাপ্ত হইয়াই কোটশিপ বলিয়াছেন। কিন্তু অন্ততঃ বিজ্ঞাপনটী সমস্ত পাঠ করা তাঁহার উচিত ছিল, তাহা হইলে সম্যক রূপে বুঝিতে পারিতেন, যে হেতু তৎপরে লেখা আছে

" বিশেষ যখন] ভিন্ন দেশীয় বৃক্ষ সকল বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ রূপে তেজস্কর হইতেছে তখন আমাদের দেশীয় লতাটী বধ করিলে যে কিছুই হইবে না তাহা কখন মনে হয় না।" এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি? আমাদের দেশের লতা কাহাকে বুঝাইতেছে। আমরা সমালোচক মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাল পুস্তক খানিই যেন পাঠ করেন নাই তজ্জন্য তন্মধ্যে কি আছে না আছে জানিতে পারেন নাই কিন্তু এটী ত তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে এই প্রকার মনোনীত পরিণয় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল কি না? গান্ধর্ব্ব বিবাহ কাহাকে বলে?

ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ॥ মনুঃ।

অর্থাৎ বরকন্যার পরস্পর অভিমতানুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ঐ প্রথানুযায়ী যে বিবাহ হইত তাহাকে কি সমালোচক ইংরাজী কোর্টশিপ্ বলিবেন? এবং অর্থ লোভে অথবা কন্যার অসম্মতিতে পিতা অথবা অন্য অভিভাবকের সম্মতিতে নানা প্রকার অনিষ্টের মূল কৌলীন্য প্রথানুসারে মূর্খ, মাতাল, বৃদ্ধ পাত্রের সহিত সর্ব্বগুণসম্পন্না পাত্রীর বিবাহকে কি দেশের সুপ্রথা কহিবেন? তবে যদি আমাদের সমালোচক মহাশয় এপ্রথাটীকে কোর্টশিপ বলেন তাহা হইলে মনোনীত পরিণয়কেও কোর্টশিপ বলুন, অথবা স্বর্ণলতালেখক সিধ কাটীর সাহায্য না লইয়া স্বীয় কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে চাল কাটিয়া উঠাইয়া দিন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

১২৮১ } একান্ত বশম্বদ
৩১ এ ভাদ্র } শ্রীঅরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিদ্রোহ।

মহাশয়! সত্য হউক কিম্বা কাল্পনিক হউক, মনুষ্যের সুখ যখন কোন ঘটনা বা বস্তু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তখন মনুষ্য সেই সুখ স্বপদে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়, সেই চেষ্টার নাম বিদ্রোহ। বিদ্রোহ নানা প্রকার। নিজ সুখের জন্য যখন কোন মনুষ্য সাংসারিক বিষময়ী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে আত্ম হত্যা করে তাহাকে আত্মবিদ্রোহী কহে; নিজ সুখের জন্য যখন কোন মনুষ্য সুপথ হইতে কুপথে গমন করে তখন তাহাকে ঈশ্বরবিদ্রোহী কহে, নিজ সুখের জন্য যখন কোন মনুষ্য সন্তরণ দিয়া সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে, কিম্বা অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে সুপক্ক শুভ্র কেশে কলপ দেয়, তখন তাহাকে স্বভাববিদ্রোহী কহে; যখন কোন রাজাকে পদচ্যুত করিবার অভিলাষে প্রজাপুঞ্জ অস্ত্র ধারণ করে, তখন তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী কহে। ইত্যাদি।

সত্য সুখ স্থাপন করিবার জন্যই হউক, কিম্বা কাল্পনিক সুখ স্থাপন করিবার জন্যই হউক, মনুষ্যের বিদ্রোহের ফল সচরাচর ভয়ানক হইয়া থাকে (১) এইরূপ বিদ্রোহে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য জাতির আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, প্রাচীন রোমক ও গ্রীক রাজ্য এক সময়ে ধ্বংস হইল; এইরূপ বিদ্রোহেই ১৬৮৮ খৃ অব্দে ইংলণ্ড নরশোণিতে আপ্লুত হইয়াছিল। প্রজাগণের ধন মান ধর্ম্ম গিয়াছিল, এইরূপ বিদ্রোহে প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন এত দিনের কনাণী জাতি ছারখার হইল, এই রূপ বিদ্রোহে মুসলমানেরা দিল্লীর অধীশ্বর হইয়াছিল, এবং এই রূপ বিদ্রোহেই ভারতবর্ষ ইংরেজদের হস্তগত হইল। কি বড় কি ছোট সকল স্থানেই এই রূপ বিদ্রোহ ঘটিয়া থাকে। কোন রাজ্যেশ্বর সংক্রান্ত কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সংক্রান্ত হইলে তাহা ইতিহাসে গ্রথিত হইয়া কিছুদিন এই নশ্বর জগতে দেদীপ্যমান থাকে, এবং কোন সামান্য ব্যক্তি সংক্রান্ত হইলে তাহা জলাঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎই বিলীন হইয়া যায়। এই শেষোক্ত প্রকার বিদ্রোহের একটী দৃষ্টান্ত বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী, দামোদর নদী তীরস্থিত * * * কোন পল্লীগ্রাম ত্রয়ে একটী ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। যাহা রাজবিদ্রোহ মধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ * * নিবাসী সনাঢ্য জমীদার বাবুর বিপক্ষে উপরিউক্ত গ্রামত্রয়ের প্রজা সমূহে বিদ্রোহভাব ধারণ করিয়াছে। উক্ত তিন খানি গ্রামে এক্ষণে রাজা প্রজায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। সংগ্রাম অস্ত্রে নয়, কাগজে, এবং ধর্ম্মাধিকরণই যুদ্ধক্ষেত্র। এ যুদ্ধে উকীলগণ মহারথী, তাহাদিগকে বাক্যে যুদ্ধ করিতে হয়, এবং যাঁহার ভুবনবিজয়ী গলা অনেক সময় তিনিই সমরে জয়লাভ করেন, তজ্জন্য তিনিই অনেকের স্পৃহণীয়। এ যুদ্ধে মোক্তারগণ রথীর স্বরূপ, কিন্তু অনেক সময়ে তাহারা মহারথিগণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এ যুদ্ধে পেয়াদারা দৌত্য নির্ব্বাহ করে এবং সাক্ষিগণ পদাতিক স্বরূপ। যুদ্ধে পক্ষের টাকা অধিক সেই পক্ষই সচরাচর জয়ী হয়, শারীরিক বলের কিঞ্চিন্মাত্রও আবশ্যকতা নাই এবং মানসিক বুদ্ধিরও অত্যন্ত প্রয়োজন টাকা এ উভয়ের কার্য্য করে।

এক্ষণে উক্ত গ্রামত্রয়ের লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। একটী রাজার অপরটী প্রজার। কতকগুলি প্রজা রাজার পক্ষে গিয়াছে, অবশিষ্ট সকল প্রজা সাধারণ অনুশাসন প্রণালী স্থাপন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। রাজা তাহা কোন প্রকারেই করিতে দিবেন না, প্রজারা অবশ্যই করিবে। সাহসিক প্রজারা রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, রাজা সেই রূপই ব্যবহার করিবেন। ইহাই 'বিবাদের মূল'। প্রথমতঃ যাহাতে এ বিবাদ সহজে মিটিয়া যায়, উভয় পক্ষই তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি সামান্য বিষয়ের জন্য সে বিবাদ মিটিল না, ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে বর্দ্ধমানের যুদ্ধক্ষেত্রে—দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতে—উভয় পক্ষই নিজ দলবল লইয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এ যুদ্ধে রাজা ধনবান প্রজারা ধনহীন। কিন্তু রাজা যে কর্ম্ম দশ টাকায় করিবেন, প্রজারা সেই কর্ম্ম এক টাকায় করিতে পারে। রাজার টাকায় সত্যবাদী বলী প্রস্তুত টাকায় [illegible], প্রজার সেনা কথায় বশীভূত। রাজার [illegible] টাকা ছড়াইয়া সেনাপতি পদাতি [illegible] অবলীলাক্রমে আনিতেছেন প্রজারা কৃতাঞ্জলি করিয়া কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া [illegible] রণক্ষেত্রে আনিতেছে। রাজগৃহ [illegible] উত্তর পশ্চিম বাসী লোক কর্ত্তৃক রক্ষিত। প্রজাদের গৃহ প্রজারা স্বয়ংই রক্ষা করিতেছে। প্রজারা কষ্টসহ ও দৃঢ়, রাজা সুখী ও ভোগবিলাসী। প্রজারা নিজের কর্ম্ম নিজেই করিয়া থাকে, রাজা তাঁহার কর্ম্ম অপর লোককে দিয়া করাইয়া থাকেন। রাজা [illegible] করিয়া বর্দ্ধমানের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন, প্রজারা পদব্রজে বর্দ্ধমান গমন করিয়া থাকে। রাজার শিবির [illegible] নূতন নির্ম্মিত, প্রজাদের [illegible]। পাচক ব্রাহ্মণ রাজার রন্ধন করে, প্রজাদের রন্ধন প্রজারা [illegible] রাজার রন্ধন বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুণ্ড, [illegible] ডিম ভাজা, প্রজাদের ব্যঞ্জন আলুভাতে এবং চিঙ্গড়ী মাছ দিয়া আমড়া চড়চড়ী। রাজার আহারান্তে ভৃত্যে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে, প্রজাদের

---

(১) কোন কোন সময়ে বিদ্রোহের অন্তিম ফল শুভকর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রথম উৎপত্তির অবস্থায় কোন বিদ্রোহই মঙ্গলদায়ক নহে।

আহারাবসানে আপনাদিগের উচ্ছিষ্ট আপনা-রাই পরিষ্কার করিয়া থাকে। রাজা আহা-রান্তে শিবির দ্বারে চৌকির উপর বসিয়া ভৃত্যধৃত পাত্র হইতে মন্দ মন্দ পতিত কুসুম সুবাসিত সলিল হস্তে লইয়া আচমন করেন প্রজারা আহারান্তে বাঁকার ঘাটে গিয়া আচমন করে। রাজার সহিত বর্দ্ধমান জেলা শুদ্ধ লোকেরই আলাপ, সকলেই তাঁহার অনুগ্রহা-কাঙ্ক্ষী। প্রজাদের সহিত কাহারও আলাপ নাই কিন্তু তাহাদের প্রতি অনেকেই দয়া করিয়া থাকে।

এই ভীষণ সংগ্রাম গত মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২১ টী সম্মুখ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ২১ টী যুদ্ধে রাজাই প্রথমে অগ্রসর হন এবং প্রজারা আপনাদিগকে রক্ষা করে। একটী ভিন্ন এই সমস্ত যুদ্ধেই প্রজারা জয়ী হইয়াছে। রাজার হার জিত একই কথা, কারণ তাহার ইহাতে অর্থের ব্যয় ভিন্ন আর কোন ক্ষতি নাই। প্রজাদের জয়েও ক্ষতি। প্রজারা কায়িক পরিশ্রমে আপনাদের জীবনো-পায় সংগ্রহ করে। জয় হউক আর পরাজয় হউক, যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে জীবনোপায় সংগ্রহ করা হয় না, তজ্জন্য তাহাদের পরিবার বর্গ এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনাহার জনিত কষ্ট পায়। ইহাতে জয়েও তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি। রাজার প্রতিবৎসর দশ সহস্র টাকা সঞ্চয় হইত, না হয় যুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া ৫ হাজার টাকা জমিল। ইহাতে অপর কোন ক্ষতি নাই। একণে প্রজারা জিতিয়া জিতিয়া হারিতেছে, এবং রাজা হারিয়া হারিয়া জিতিতেছেন।

এই সকল ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া প্রজারা নিতান্ত ভীত ও হতাশ হইয়া আপনা দের ধন, মান, ধর্ম্ম, জীবন রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া উক্ত জমীদারের সমস্ত উৎপীড়ন ও দুষ্ক্রিয়ার বিষয় বিবৃত করিয়া কারুণ্যরস পূর্ণ হৃদয় বিদারক একখানি উর্দ্দো দরখাস্ত গবর্ণ-মেণ্টে প্রেরণ করে। এই আবেদন পত্র পাঠ করিলে নরশোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। শরীর কাঁপিতে থাকে, মন বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হয় এবং সহৃদয় ব্যক্তির নয়ন অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া ধরাতলকে প্লাবিত করে। সেই আবেদন পত্র পাঠ করিয়া কে না বলিবে, যে উক্ত গ্রামত্রয় শ্রীশ্রীমতী মহারানীর রাজ্যের বহির্ভূত নয়? কে না বলিবে যে উক্ত গ্রাম ত্রয়ের জমীদার রোমের সম্রাট, দিল্লীর বাদসা পারস্যের সাহার ন্যায় যথেচ্ছাচারী নয়? কে না বলিবে উক্ত গ্রাম ত্রয়ে লোকের মান নাই, ধন নাই, ধর্ম্ম নাই? * * *

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১১ ই সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩০	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২৩	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৫	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২০	৩
তাতার পাড়া	২০	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	২০	
তথা হইতে কট ১ নং	৩১	২
তথা হইতে বোলমারি	২৬	৩
তথা হইতে আলিকদহ	২৬	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২৬	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১২	৬

সন ১৮৭৪ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৫	১০

বহরমপুর ১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ } টি, বেটি সি ই. প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিবাব ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকা-শের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দত্ত হোসেনাবাদ	৫॥০
ঐ ঐ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় শুকপুকুরিয়া	৫॥
ঐ ঐ বংশীধারি সিংহ—রাঘবপুর	১০
ঐ ঐ জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী—মগরা	১০
ঐ ঐ জেম্‌স লায়েল কোং—বহরমপুর	১০
শ্রীমহারাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর	১০
শ্রীক্ষেত্রমণি দেবী—গাবরডাঙ্গা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সংযুক্ত অগ্রিম বার্ষিক ১০ যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮১। ১৩ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ২৮ এ সেপ্টেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমান জেলার অধীন গলসিয়া থানার অন্তর্গত বেকুট্যা গ্রামবাসী আমার হতভাগ্য প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সামন্ত যিনি ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমান পুলিষে সব ইনস্পেক্টর ছিলেন তাঁহার পুত্র বনয়ারিলাল সামন্ত তাহার বয়স অনুমান ১৭ বৎসর, গৌরবর্ণ এবং যিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা পাঠ করিতেছিলেন, অদ্য ১০ দশ দিবস হইল তিনি বর্দ্ধমান হইতে অকারণে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার সহিত একটি পয়সাও নাই, কেবল ২ দুই খানি মলিন পরিধেয় বস্ত্র। সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। অনেক অনুসন্ধানে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি আপনার দয়াতে পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ের কোন সন্ধান পান তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বপ্রিয় সোমপ্রকাশ মধ্যে অথবা বর্দ্ধমান কালেক্টরি আদালতের হেড রাইটর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংবাদ দিলেই চিরক্রীত হইব নিবেদনমিদং।

বর্দ্ধমান ১২৮১ ২ রা আশ্বিন | বশম্বদ শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

কাকিনীয়ার বার্ষিক মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ২৫ শে তারিখ হইতে কাকিনীয়ার রাজবাটীর বার্ষিক মেলা আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সওদাগর, কাঁসা, ও অন্যান্য যাবতীয় দোকানদারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। ক্রেতা বিক্রেতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বিধান করা যাইবেক। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য আবশ্যক এবং মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে কাকিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা উচিত মূল্যে ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে মেলার আরম্ভ দিবসের পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদারদিগের যাহাতে কোন অংশে ক্ষতি না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

১২৮১ সাল ১লা আশ্বিন | শ্রীনন্দকুমার নিয়োগী হেডমুন্সী কাকিনীয়া রাজবাটী।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমক্ষত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাসের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয় কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। একন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৷৷ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরভাঙ্গা জেলা নদীয়া | শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷০	／০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	／০
২ য ভাগ নীতিসার	৶০	／০

দুই ভাগ নীতিসার একত্রে লইলে ডাকমাশুল ／০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাশুল বেলওয়ে স্টেশনে ডাক লাগিবে। আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। বিদেশ টিকিট পাঠাইলে উক্ত কাজন, ১০ আধ আনা, মূল্যের টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ
কাশীপুর বসু।

বাল্য বিবাহ নাটক।

মূল্য ৷৷০ আনা কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

শ্রীকেদারনাথ রায়।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও শ্রীবৎস চিন্তা গীতাভিনয় নামক দুই খানি পুস্তক আমি প্রণয়ন করিয়া, বি পি যন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছি, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই উহার অভিনয় করিতে পারিবেন না।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সাং উলুবেড়ের অন্তঃপাতী
কুলেশ্বর।

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, জি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক ;)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা, কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সকল প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইংলণ্ডদেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবিজ্ঞান বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতে ছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার।

ইংরাজী জুতা।

দুর্গা পূজার সময় ব্যবহার জন্য অতিশয় সস্তা।

কার্ণ এণ্ড কোং
১২৬ ও ১২৭ রাধাবাজার।

যন্ত্রস্থ "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি রায় দাস এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত বিজ্ঞাপনটি এই স্থলে গ্রহণ করিলাম। বিজ্ঞাপনটীর তাৎপর্য্য এই, যদি কোন ব্যক্তি কিম্বা ভারতবর্ষের দেওয়ানী বিভাগের কোন কর্ম্মচারী কোন বিষয়ের আবেদন ইংলণ্ডেশ্বরী অথবা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা যে যে নিয়মে করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ অব্দের ২১এ আগষ্টের এক বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা তাহা সাধারণের গোচর করেন। সে নিয়মগুলি এই, পর্য্যায় ক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের হস্ত দিয়া ঐ সকল আবেদন প্রেরিত না হইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ ও তদ্বিষয় বিবেচনা করিবেন না। যিনি রাজ্ঞীর কিম্বা ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট কোন আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস কিম্বা কর্ম্ম করেন, উহা সেই গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই সকল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আবেদন সম্বন্ধে স্ব স্ব মত ও হেতুবাদ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই নিয়ম থাকিতেও অনেকে ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট সেগুলি আবেদন কর্ত্তাদিগের নিকট ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পুনরায় এই সকল নিয়ম সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। অতঃপর যাঁহারা এখান হইতে ইংলণ্ডে কোন বিষয়ের জন্য আবেদন করিবেন, তাঁহারা যেন যথা নিয়ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া উহা প্রেরণ করেন।

এদেশীয় সংবাদ পত্রের অনুবাদ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব।

বাঙ্গলা উর্দ্দু প্রভৃতি সমাচার পত্রের

যে অনুবাদ হয়, ১৮৭২ অব্দে উহার এক এক খণ্ড সম্পাদকদিগকে দিবার নিয়ম হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই নিয়ম রহিত করিয়াছেন। কেন এ নিয়ম হইল, কেন বা ইহা রহিত হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, সে কারণ ব্যক্ত নাই। ভারতসংস্কারক প্রস্তাব করিয়াছেন, সম্পাদকেরা একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া পূর্ব্ববৎ এক এক খণ্ড পাইবার চেষ্টা পান। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত নহি। এক এক খণ্ড পাইয়া আমরা ত কোন লাভ দেখিতে পাই না। পাইয়া যখন লাভ জ্ঞান নাই, না পাইলে ক্ষতি জ্ঞান হইতেছে না। লাভের মধ্যে এই যখন উহা পাঠ করি, বিরক্ত হইতে হয়। পাঠকালে দেখিতে পাই, অনুবাদক স্থানে স্থানে আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, একে আর করিয়াছেন। যে বিষটী অবশ্য অনুবাদ করা উচিত, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে এরূপ ঘটনা হয়, সম্পাদক যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে ভাবে গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজকর্ম্মচারির গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, অনুবাদক সে যুক্তি সে ভাব ও গুণের অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দোষের অংশের অনুবাদ করিলেন। সেই অংশটুকু পাঠ করিয়া রাজপুরুষ ও অন্য অন্য ইউরোপীয়ের এই সংস্কার জন্মিল, বাঙ্গলা সমাচার পত্রে কেবল গবর্ণমেণ্টের ও লোকের নিন্দাই প্রকাশ হয়, সম্পাদকদিগের ভাল ও গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। বাঙ্গলা সমাচার পত্রগুলি অতি জঘন্য। অনেক বার এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন ও ঘোরতর বিচার হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অনুবাদকের দোষেই এরূপ অপবাদের প্রধান কারণ। যাহা হইতে অকারণ এ প্রকার অপবাদ হয়, আমাদিগের এক একবার ইচ্ছা হয়, সে জঘন্য অনুবাদ প্রথা এককালে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু পরক্ষণে মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে, অনুবাদ নিয়মটী রহিত হওয়া উচিত হইতেছে না। অধিকাংশ প্রজাই ইংরাজী জানেন না; গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদয়িতব্য তাহাদিগের যে সমস্ত দুঃখ আছে, বাঙ্গলা উর্দ্দু প্রভৃতি সমাচার পত্র তাহা জানাইবার এক মাত্র উপায়। অনুবাদক আর যত অনুবাদ করিতে পারুন না পারুন, সেই দুঃখের বিষয়গুলির যদি অনুবাদ করেন, তাহা হইলেও মঙ্গল।

অতএব আমাদিগের প্রস্তাব এই. বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা এক বাক্য হইয়া যাহাতে অনুবাদের দোষ সংশোধন হয়, সেই চেষ্টা করুন। সংশোধনের উপায় এই, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরাজী তিন বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন একজন বাঙ্গালি নিযুক্ত করুন এবং অর্থের কিঞ্চিৎ মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এই আদেশ দিন যে প্রস্তাবগুলির নিতান্ত সংক্ষেপে অনুবাদ করিলে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ হয়, বিস্তারিতরূপে তাহার অনুবাদ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে এখন এরূপ উপযুক্ত বাঙ্গালি মিলা কঠিন নয়। গবর্ণমেণ্ট সমাচার পত্রে স্বাধীনতা দান করিয়া যখন দেশের উপকার সাধন করিবার ও আপনারা লাভবান হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন অনুবাদের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত ভাল বাঙ্গালি নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপের আশয়ে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত করিয়াছেন, উহাতে যদিও কিঞ্চিৎ ব্যয় সংক্ষেপ হয়, কার্য্য ভাল হয় না, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। অবশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, বাঙ্গলা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের অনুবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু করা কর্ত্তব্য হয়, আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তদনুরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

—০:০—

ভারতবর্ষের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ হইতেছে কি না?

বিধাতা যাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল হইয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চতুরগ্রগামিতা প্রভৃতি গুণ দেন নাই এবং যাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ ও শিক্ষাকার্য্যে স্বাভাবিক অনিচ্ছা আছে, তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নহে। উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিম বাসী সাঁওতাল ও মুসলমান প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। উড়িষ্যার অধিকসংখ্য লোক কেবল বিষয় বিভবে নয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বিষয়েও নিতান্ত দরিদ্র। বুদ্ধি না থাকিলে শিক্ষাকার্য্যের গুণ ও মহিমা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না। কি সাংসারিক বিষয় কি আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই উন্নতি লাভ হয় না, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা ইহা বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে বুদ্ধি এমন পদার্থ নয় যে স্থির ও সঙ্ক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ইহার সর্ব্বদাই ক্রমিক উন্নতি লাভার্থ সবিশেষ উৎসুকতা ও ব্যগ্রতা জন্মে। ইহা বদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না ও থাকিতে পারে না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার বুদ্ধি প্রশস্ত তাহার অবস্থা অপ্রশস্ত নয়। উড়িষ্যাবাসীরা বুদ্ধির প্রখরতা নাই বলিয়া অতিশয় দীনাবস্থ হইয়া আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল অনেক অংশে উড়িষ্যার সহোদর। যে কতগুলি লোকের কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, তাহাদিগের শিক্ষা কার্য্যে অনুরাগ নাই। কোনরূপে কিছু অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিলেই

তাহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। সাঁওতালদিগের ত কথাই নাই। মুসলমানদিগের বুদ্ধি আছে, শিক্ষার উপযোগী উপকরণও আছে, কিন্তু শিক্ষা কার্য্যে তাহাদিগের স্বভাবতঃ ইচ্ছা নাই। কোন বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে পরিশ্রম করিতে হয়, মুসলমানেরা পরিশ্রম করিতে ভালবাসে না। আলস্য বিলাসিতা ও সৌখীনতা তাহাদিগের অতি স্নেহের পদার্থ। সুতরাং তাহাদিগের অধিকসংখ্যা লোকের অবস্থার উন্নতি নয়ন গোচর হয় না।

মুসলমানের নয়, উত্তর পশ্চিম ও উড়িষ্যাবাসীর নয়, সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয়দিগের নয়, তবে কি বঙ্গদেশবাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ হইতেছে? এস্থলে বঙ্গদেশের বিপক্ষেরা রোষাবিষ্ট চিত্তে আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ হইতেছে, আমরা একথা বলি না। যাহার বলে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ হয়, বঙ্গদেশের অনেকের সে উপকরণ সামগ্রী আছে। কেবল কয়েকটী প্রতিবন্ধকে ইহাদিগকে সে অভীষ্ট লাভ করিতে দিতেছে না। সেই গুলির গণনা করাই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম প্রতিবন্ধক গবর্ণমেণ্ট। বাঙ্গালিরা যে পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার মূল, আবার ইহাদিগের শিক্ষা যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না গবর্ণমেণ্টই তাহার কারণ। নৈষধকার শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন, অধ্যয়ন অর্থবোধ আলোচনা ও অধ্যাপনা এই চারিটী উপাধি না হইলে বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। আমরাও তেমনি বলিতেছি, শিক্ষার অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ফল লাভ না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। নীতি শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি কর্ম্মের বাধ্য। কার্য্যে যত উহার বিনিয়োগ করা হয়, ততই উহার বিকাশ হইতে থাকে। পক্ষান্তরে ফল দর্শন না হইলে উহার তেজোচ্ছ্বাস হইয়া যায়। শিক্ষাবলে যাহার যেমন ক্ষমতা জন্মিতেছে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যে প্রবেশাধিকার দিতেছেন না। তাহাতে অনেকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। যাহার যেমন প্রবৃত্তি গবর্ণমেণ্টের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ অনেকের তদনুরূপ শিক্ষালাভেরও পথ বদ্ধ হইয়া আছে। সংগ্রাম বিদ্যা শিক্ষা বিষয়টী পাঠকগণ একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয়দিগকে এ বিষয়ে অধিকার দেন না; সুতরাং ইহাদিগের বল বীর্য্য ও সাহসাদি বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়া আছে। কেবল পাত কত গ্রন্থ মুখস্থ করাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে কয়েক পাতা গ্রন্থ মুখস্থ করাই বাঙ্গালিদিগের এক্ষণকার শিক্ষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। স্বদেশে ও স্বগৃহে বসিয়া নিরুৎকণ্ঠ ও নিস্তব্ধ ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করা সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভের ফল নয়? যে শিক্ষিতের বুদ্ধি বন্যাবারির ন্যায় সর্ব্ববিষয়ব্যাপিনী হয়, তাহার শিক্ষাই শিক্ষা। বঙ্গদেশের কয় জন শিক্ষিতের বিদেশ গমনে সাহস জন্মে? কয় জনের পোতাধিরোহী হইয়া সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা হয়? বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ দ্বার রুদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া এই সকল ব্যাঘাত জন্মিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বিদেশ গমনে কাহাকে নিষেধ করেন না, সমুদ্র পথে যাইতেও কাহাকেও বাধা দেন না, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? যদি কেহ এই আপত্তি করেন, এই নিমিত্ত আমরা কহিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এসকল বিষয়ে বাধা দেন না বটে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে বাধা দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনেক কাজ করিতেছেন, যে ইহাদিগের বুদ্ধি ইচ্ছানুরূপ খেলিতে পাইতেছে না। অনেক বিষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। সুতরাং বিদেশ গমনাদি বিষয়েও সঙ্কোচ ভাব দূরগত হইতেছে না।

বঙ্গদেশীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক জলবায়ুর দোষ। জলবায়ুর দোষে এদেশীয়দিগের শরীর কষ্টসহ শ্রমপটু ও দুঃখসহিষ্ণু হয় না। সুতরাং কোন কার্য্যে প্রায় অধ্যবসায় থাকে না। অধ্যবসায় ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ সাধ্যায়ত্ত নহে। জলবায়ুর দোষে আমাদিগের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে আমরা যদি ক্রমে আহার দ্রব্য ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা তাহার অপনয়ন চেষ্টা পাই অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি, কিন্তু আমাদিগের সে চেষ্টা নাই। আমাদিগের সেই মান্ধাতার সময়ের যে খাদ্য দ্রব্য ছিল তাহাই রহিয়াছে, যে পরিচ্ছদ ছিল, তাহাই আছে। পরিবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি লোকের কেবল বিলাসিতা ও সৌখীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। উহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। উহাতে শরীরের বলিষ্ঠতা শ্রমপটুতা ও ক্লেশসহিষ্ণুতাদি গুণ জন্মে না। রোমকেরা যত দিন বিলাসবিমুখ হইয়া সামান্য অশন বসনে পরিতৃপ্ত ছিল, তত দিন রোমে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হয়। যেমন তাহারা বিলাসী হইয়া উঠিল, অমনি রোমের শ্রী হ্রাস হইতে লাগিল।

তৃতীয় প্রতিবন্ধক আচার ব্যবহারাদি। বঙ্গদেশের আচার ব্যবহারাদি দেখিতে এমনি উগ্রমূর্ত্তি যে ইচ্ছামত কাহার কিছু করিতে সহসা ভরসা হয় না। যেমন এক ব্যক্তির ইচ্ছা হইল সমুদ্র পথে ভ্রমণ ও নানা দেশ দর্শন

করিয়া নানা বিষয় অবগত হন এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া স্বদেশের চির কল্যাণ সাধন করেন। কাহার ইচ্ছা হইল নানা দেশে নৌবাণিজ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন এবং সেই অর্থদ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে মনোরথ মনে উদিত হইয়া মনেই লীন হইয়া গেল। আমরা যদি যত্নবান হই, এ অংশেও কৃতকার্য্য হইতে পারি। আমাদিগের যত্ন নাই সুতরাং আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। আমাদিগের সমাজ দুর হইতে দেখিতে উগ্রমূর্ত্তি বটে কিন্তু যত উহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, ততই উহা শান্ত ভাব অবলম্বন করে। যাহাতে দেশের অনিষ্ট হয়, এমন সকল নিষিদ্ধ কাজ ত সমাজে চলিত হইয়া গিয়াছে, আর যাহাতে ইষ্ট হয়, যত্ন পাইলে না চলিবে কেন? আমরা সুরাপানকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। বোধ হয় সুরার তুল্য এদেশের অপকারকারী আর কোন পদার্থ নাই। শাস্ত্রকারেরা ইহার স্পর্শ পর্য্যন্তের নিষেধ করিয়াছেন। সেই সুরা ত সমাজ মধ্য বিলক্ষণ চলিয়াছে। কোন মাতাল কুলীনের সমাজ মধ্যে অনাদর আছে? বহুল অনর্থের হেতুভূত মদ্য যদ সমাজ মধ্যে চলিল, সমুদ্র পথে ভ্রমণ কি চলে না? চলিতে পারে। কেবল এদেশীয়দিগের সম্পূর্ণ শিক্ষার বিরহে সৎ সাহস জন্মিতেছে না, তাহাতেই চলিতেছে না। তবে উহা চলিত করিবার একটী প্রণালী আছে। মদ যেমন ক্রমে চলিয়াছে, তেমনি ক্রমে চলিত করিতে হইবে। একেবারে চলিত করিবার চেষ্টা পাইলেই বিভ্রাট হইবে সন্দেহ নাই।

অর্দ্ধ ইংরাজী অর্দ্ধ নবাবী রাজত্ব।

মানুষের সৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টিকে পরাভব করিয়াছে। বিধাতা কটু কষায়াদি ছয় রসের সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত হইলেন, কিন্তু কবিগণের ছয় সংখ্যায় তৃপ্তি জন্মিল না, তাঁহারা শৃঙ্গার বীর করুণাদি নয় রসের সৃষ্টি করিলেন। বিধাতা স্থাবর জঙ্গমভেদে মনুষ্য পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতাদি নানা প্রকার সৃষ্টি করিয়া সকলেরই অবয়ব নিয়ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানুষ নিজ সৃষ্ট বস্তুতে নিয়মিত অঙ্গ দিয়া তুষ্ট নয়। অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমনুষ্য অর্দ্ধস্ত্রী অর্দ্ধমৎস্য অর্দ্ধনর অর্দ্ধ নারী মানুষ এই রূপ অদ্ভুত আকারের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রবাদ আছে বিশ্বামিত্র যখন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন নারিকেল জাতীয় বৃক্ষে মানুষ ফলাইয়াছিলেন। বিধাতা কার্য্য কারণ ক্রমে সৃষ্টির নিয়ম করিয়াছেন। মানুষের সৃষ্টির নিয়ামক অনুমান ও কল্পনাশক্তি। এ শক্তির ইয়ত্তা নাই। এ শক্তি অতি অদ্ভুত, সুতরাং সৃষ্টিও অতিশয় অদ্ভুত হইয়া উঠে। ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে এইরূপ অদ্ভুত রাজনীতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দেশের রাজনীতি আইনরূপ রজ্জুতে সকলকে বদ্ধ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। অবিচার ও অত্যাচারের আধিপত্য নাই। সকলেতে সমভাব। ইংরাজেরা যখন এদেশে আগমন করেন, সেই সুখময় রাজনীতি সঙ্গে করিয়া আনিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, নবাবী রাজনীতি আর এক প্রকার। নবাবের ইচ্ছাই সর্ব্বে সর্ব্বা। নবাবের ইচ্ছাই আইন নবাবের ইচ্ছাই আদালত। নবাব যাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, ভাগ্যলক্ষ্মী আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল; যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন, তাহার পৃথিবী বাস ঘুচিয়া গেল। ইংরাজেরা এই অদ্ভুত রাজনীতির মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইলেন। তদ্গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইলেন। কিন্তু একেবারে স্বদেশের রাজনীতির মায়াও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই ভারতবর্ষে অর্দ্ধ-ইংরাজী অর্দ্ধ নবাবী রাজনীতি সঙ্কাপন্ন হইয়াছে। পাঠকগণ যদি রাজপুরুষদিগের কৃত আইনের অনুগত ও আইন বহির্ভূত প্রদেশ বিভাগটীর বিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য পরিস্ফুটরূপে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।

এখন রাজপুরুষদিগের নিকটে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশে হউক আর কার্য্য লাঘবের অনুরোধে হউক, যে অভিপ্রায়ে তাঁহারা আইন বহির্ভূত প্রদেশের সৃষ্টি করুন, তাহাতে যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় কি না? যদি যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত না হয়, স্বার্থের অনুরোধে অধর্ম্ম করা রাজার উচিত কি না? যেখানে এক জনের ইচ্ছার উপরে নির্ভর, সেখানে কি সম্পূর্ণ সুবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে? মানুষের মন ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ ও ক্রোধ লোভাদির একান্ত বশীভূত। আইন বহির্ভূত প্রদেশে সৈনিক পুরুষেরাই প্রায় কর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহারা ভিন্ন ধাতুর লোক। তাঁহাদিগের অধিকাংশে বিচারপতির সমুচিত ধৈর্য্যাদি গুণ দুর্লভ। আইন প্রভৃতিতেও তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি হইতে সুবিচার লাভের আশা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। যাঁহারা চিরকাল আইন অভ্যাস করিয়াছেন, এবং আইনের অনুগত প্রদেশে দীর্ঘকাল কার্য্য দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, যখন দেখা যাইতেছে, তাঁহারাই সকল সময়ে সুবিচার করিতে পারিতেছেন না, তখন যাঁহাদিগের সে অভ্যাস নাই, সে বিচারপটুতা নাই, তাঁহাদিগের নিকটে যে সুবিচার লাভ হইবে, সে সম্ভাবনা কি?

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিয়াছি, আইনের অনুগত প্রদেশে অবিচার হইলে রাজপুরুষদিগের নিকটে আবেদন করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সুবিচার লাভের যেমন আশা থাকে, আইন বহির্ভূত প্রদেশে তেমন থাকে না। আইন বহির্ভূত প্রদেশের কর্ত্তারা যে বিষয়ের যে মীমাংসা করেন, তাহাই চূড়ান্ত হয়। তাঁহাদিগের কথার উপরে কথা কয়, কাহার এরূপ ক্ষমতা নাই। কথা কহিলেই বিপরীত ফল ফলে। আমার কথার উপরে কথা এত বড় যোগ্যতা এই ভাবিয়া আইন বহির্ভূত প্রদেশের কর্ত্তারা ক্রোধে এককালে অধীর হইয়া উঠেন।

সভ্য ও অসভ্য ভেদে অবিচার কৃত পাপের কিছু বৈলক্ষণ্য হয় না। তবে লৌকিক ফলের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যেরা অবিচার হইলে রাজদ্বারে জানাইয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা পায়। পক্ষান্তরে অবিচার জন্য অপকার অসভ্যের হৃদয়মধ্যে গ্রথিত হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলেই সে তাহার পরিশোধ করিবার চেষ্টা পায়। সাঁওতাল প্রভৃতি প্রদেশে মধ্যে মধ্যে যে গোলযোগ হয়, অবিচারজনিত অত্যাচার তাহার প্রধান কারণ। অপর অনিষ্ট এই, আইনের অনুগত প্রদেশের লোকের সহিত গবর্ণমেন্টের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মে, আইন বহির্ভূত প্রদেশের সহিত সেরূপ হয় না। ঘনিষ্ঠভাব না হইলে পরস্পরের হিত সাধন চেষ্টা বলবতী হয় না। আইনবহির্ভূত প্রদেশের সহিত গবর্ণমেন্টের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা নাই সুতরাং তাহাদিগের উন্নতি সাধনের তাদৃশ চেষ্টাও নাই। তাহাদিগের উন্নতি রাজপুরুষদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদি কোন রাজপুরুষের ইচ্ছা হইল, তিনি কিছু উন্নতি সাধন করিলেন। হয় ত তাহার পর যিনি কর্ত্তা হইলেন, তাঁহার সে ইচ্ছা হইল না তাহাদিগের উন্নতি সেই স্থানেই রুদ্ধ হইল। আইন বহির্ভূত প্রদেশের এপ্রকার অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের শীর্ষ স্থানে এক মহানুভাব ব্যক্তি বিরাজ করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি উল্লিখিত অদ্ভুত অর্দ্ধ ইংরাজী অর্দ্ধ নবাবী রাজনীতি রহিত করিয়া সর্ব্বত্র একবিধ নীতি প্রবর্ত্তিত করেন। সাঁওতাল প্রভৃতি আইনের অনুগত হইলে তাহারা কেবল যে সুবিচার লাভে সুখিত হইবে এরূপ নয়, ক্রমে তাহারা উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইবে সন্দেহ নাই। যে দেশ সুশাসিত না হয়, তাহার উন্নতি হয় না।

-০%০-

এখন নূতন শাস্ত্রীয় মত
প্রচারে ফল কি?

মনুষ্যের নূতন মত প্রচার করিবার ইচ্ছাটী নূতন নয়। এই ইচ্ছা চিরকাল মানুষের হৃদয়ে আধিপত্য করিতেছে। মানুষের মন সতত নূতন চায়, তাহার সঙ্গে গর্ব্বের যোগ আছে। অতএব নূতন মত প্রচার করিবার ইচ্ছা যে বলবতী হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এ ইচ্ছাটী সর্ব্বদেশসাধারণ। এ ইচ্ছা থাকাতে জগতের অভ্যুদয় লাভ হইয়াছে। আমাদিগের দেশে প্রাচীন ও নব্য দুটী সম্প্রদায় চির প্রসিদ্ধ আছে। নব্য সম্প্রদায়ের কাজই এই তাঁহারা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়া নূতন মত প্রচার করিয়া থাকেন। এদেশে যে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে ঐ ইচ্ছাই তাহার মূল। দর্শনকারদিগের সকলেরই নূতন নূতন মত। ধর্ম্মসংহিতাকার ঋষিগণও কম নন। তাঁহারাও প্রায় নূতন নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এ প্রকার নূতন মত প্রচারে উপাদেয় ফল ফলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন আমরা নূতন শাস্ত্রীয় মত প্রচারের কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। এখন যিনি যত নূতন মত প্রচার করুন, কেহ তাহাতে আস্থাবান হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহবিষয়ক পরাশরের যে বচনটী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নূতন আবিষ্ক্রিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিধবা বিবাহ চলিত হইলে দেশের যে কি মঙ্গল হয় তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু কয় ব্যক্তির সেই বচনে আস্থা জন্মিয়াছে? এদেশের লোকের স্বভাব এই যে ব্যবহার দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে, কেহ তদ্বিরুদ্ধ একটী বাক্যও কর্ণে স্থান দান করেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহারা এখন নূতন শাস্ত্রীয় মত প্রচারে যত্নবান হন, তাঁহাদিগের সে যত্ন বিফল হয় সন্দেহ নাই। তবে এ পণ্ড শ্রম কেন?

যদি বল, অন্য ফল হউক না হউক কতক গুলি গ্রন্থ বিরচিত হয়। সে অংশেও বা কৈ আমাদিগের মনোরথ সফল হয়। নবদ্বীপ [illegible] গোস্বামী যে একটী নূতন মত প্রচার করেন, কয়েকজন প্রতিবাদী হইয়া কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার ৩। ৪ খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সেই সেই গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালা দেশের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইল, আমাদিগের এরূপ বোধ হইল না। তত্তৎ গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, যাহারা পাঠ করেন তাঁহাদিগের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। নবদ্বীপ গোস্বামী যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সুব্যবস্থা কি অব্যবস্থা হইয়াছে, প্রতিবাদকারিরা যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা সদুত্তর কি অসদুত্তর হইয়াছে, তাহার বিচারে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা উপরে কহিয়াছি, একালকার লোকের নূতন শাস্ত্রীয় মতে আস্থা নাই অতএব উহার বিচার বিফল সন্দেহ কি?

—০—

চাক্ষেত্রগুলি মঙ্গলের না
অমঙ্গলের ক্ষেত্র?

কিছু দিন হইল, চাক্ষেত্রে এক ব্যক্তি হত হয়। ছিবেল্ল নামে এক ব্যক্তির উপরে হত্যাপরাধ দেওয়া হইয়াছিল [illegible] সে ব্যক্তি

সম্প্রতি জুরির বিচারে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কে হত্যা করিল, তাহা স্থির হইল না বটে কিন্তু এক ব্যক্তি যে হত হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। হত্যাকারী স্থির না হওয়াতে কেবল যে গবর্ণমেণ্ট কলঙ্কভাজন হইলেন এরূপ নয়, চাক্ষেত্রের কুলিদিগের অবস্থা যে অতিশয় শোচনীয় তাহাও সপ্রমাণ হইল। এই ঘটনা হইতে আমাদিগের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে, চাক্ষেত্রগুলি মঙ্গলের না অমঙ্গলের ক্ষেত্র? কুলিসংগ্রহ আরম্ভ করিয়া যদি যাবতীয় বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এই সংস্কার দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির কোন ক্ষমতা নাই, যাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ, তাহারাই মজুরী করিয়া দিনপাত করে। কুলিরা এমনি নির্ব্বোধ যে উহাদিগকে পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ কুলি উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়। ঐ অঞ্চলের লোকের স্বভাবতই বুদ্ধি অল্প, নীচ লোকের ত কথাই নাই। উহারা যে কেমন নির্ব্বোধ আমরা কুলি সংগ্রহের একটী বৃত্তান্ত বলি, তাহা হইলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে এক একটী কুলি সংগ্রহের আড্ডা ও কতকগুলি কুলি ব্যবসায়ী আছে। ব্যবসায়িরা লোক সংগ্রহ কালে এই বলিয়া তাহাদিগকে লোভ দেখায় যে তাহাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না, কর্ম্মস্থলে গিয়া অধিক খাটিতেও হইবে না, অথচ অধিক বেতন পাইবে। নির্ব্বোধ লোকেরা সচরাচর অলস হইয়া থাকে। তাহাদিগের অর্থ লোভও স্বভাবতঃ অধিক। অধিক খাটিতে হইবে না অথচ অধিক বেতন পাইবে, এ লোভ সম্বরণ করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা ব্যবসায়িদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্মত হয়। মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে গিয়া কুলিদিগের সম্মতি জানাইবার একটী নিয়ম আছে। তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া পাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলে, তাহা হইলেই ত বিপদ, এই ভাবিয়া উহাদিগকে ব্যবসায়িরা আপনাদিগের মনোমত কথা শিখাইয়া দেয়। তাহার পর তাহারা সেইরূপ অবিকল বলিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়। একজন বাজে ইউরোপীয় অথবা ফিরিঙ্গিকে কিছু দিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহারা যদি এদিক ওদিক করিয়া কিছু বলে কল্পিত সাহেব অমনি বেত লাগাইয়া দেয়। সুতরাং ভয়ে আর এদিক ওদিক করে না, যেরূপ শিখাইয়া দেওয়া হয়, তাহাই অবিকল বলিতে অভ্যাস করে। তাহার পর যখন প্রকৃত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নীত হয় পূর্ব্ব প্রহার মনে পড়ে সেই ভয়ে শিক্ষার অনুরূপ কথাগুলি বলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাতে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া দেন।

কুলিরা যে অনন্ত অগাধ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতে চলিল, অতঃপর তাহার সূত্রপাত হয়। এক এক গৃহে শতশত কুলির অবস্থান অসময়ে অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য ভোজন, অলস ভাবে কালযাপন, জাহাজে গমন এই প্রকার নানা কষ্ট উপস্থিত হয়। সে যে কিরূপ দুঃসহ কষ্ট, কুলির মৃত্যু সংখ্যা দ্বারাই পাঠকগণ তাহা অনুমান করিয়া লউন। এইরূপ অসহ্য কষ্ট ভোগের পর তাহারা চা-ক্ষেত্রে নীত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের ক্লেশের অবসান হইল, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। দুঃখ দুর্দ্দিন দূরগত হইয়া সুখ শশধরের উদয় হইবে বলিয়া এত দিন তাহারা যে মনোরথ করিয়াছিল, এখন ক্রমে তাহা অস্তমনে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দেশে দুসন্ধ্যা আহার মিলুক না মিলুক, তাহাদিগের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল, তাহা দূরে প্রস্থান করিল। পশুর মত খাটনি আরম্ভ হইল। খাটনির সঙ্গে সঙ্গে পশুর ন্যায় নির্দ্দয় প্রহার উপরিলাভ হইতে লাগিল। বলীবর্দ্দের হলবাহির নিকটে যেমন পদে পদে অপরাধ হয়, স্বার্থপর ধনলুব্ধ চা-করদিগের নিকটে কুলিদিগের তেমনি পদে পদে অপরাধ। অপরাধের ফলও হাতে হাতে হইয়া থাকে। অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ লোকেরা স্বভাবতঃ অলসকাতর হয়। চা-করেরা তাহাদিগকে যতদূর খাটাইতে চান তাহারা ততদূর খাটিতে পারে না; সুতরাং চা-করদিগের স্বার্থ হানি হয়। তাহাদিগের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কুলির শরীরে শিলাবৃষ্টির ন্যায় ঘুসি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নির্জ্জীব প্রায় কুলি সজীব ইউরোপীয় ঘুসি কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে। সেই নিদারুণ প্রহারে কাহার তৎক্ষণাৎ চা-ক্ষেত্রপ্রাপ্তি হয়, কাহাকে বা হাঁসপাতালে যাইতে হয়। অত্যাচারের প্রতীকারেরও কোন উপায় নাই। প্রথমতঃ রাজদ্বারে জানাইবার কাহার সাহস হয় না। কেহ সাহসী হইয়া জানাইলেও প্রমাণ হইল না বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। আমরা কল্পনা বলে এই কথাগুলি কহিতেছি, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। ১০। ১১ বৎসর হইল, আমাদিগের বাসগ্রামের এক ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকার লোভে পড়িয়া আসামের চা-ক্ষেত্রে গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত ফিরিল না।

চা-ক্ষেত্র হইতে ভারতবর্ষের কি কি অনিষ্ট হইতেছে, পাঠকগণ একৈকক্রমে তাহা একবার গণনা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ কুলিদিগের দারুণ দুর্দ্দশা, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ, তৃতীয়তঃ অত্যাচার প্রতীকার হয় না, চতুর্থতঃ হত্যাদির সুবিচার হয় না। পঞ্চমতঃ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক। চা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের লোকের কোন উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার কেহ চা খায় না। এই কারণেই আমরা উপরে কহিয়াছি, ভারতবর্ষের চাক্ষেত্র গুলি মঙ্গলের নয়, অমঙ্গলের ক্ষেত্র। চা উৎপাদনের বর্ত্তমান প্রণালী যতদিন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তত দিন চাক্ষেত্রগুলি অমঙ্গল ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। যে যে স্থানে চা ক্ষেত্র হইয়াছে। অগ্রে সেই সেই স্থানে উপনিবেশ করা হউক। অনেক স্থানে উপনিবেশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টাবান্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আরো অধিকসংখ্য লোক লইয়া তত্তৎ স্থানে বাস করাইবার চেষ্টা করুন এবং যে প্রণালীতে অহিফেন উৎপাদন করিতেছেন

চার উৎপাদন বিষয়েও সেই প্রণালী প্রবর্ত্তন করুন। উপনিবেশিরা স্বাধীনভাবে চা উৎপাদন করুক। চা-করেরা তাহা ক্রয় করিয়া লইবে। এরূপ হইলে সমুদায় আপদের শান্তি হইবে এবং চাক্ষেত্রগুলি অনুকক্ষের না হইয়া মঙ্গল ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

রোডসেসের রাস্তা।

যে যে স্থানে রাস্তার কর হইয়াছে সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব তাহাদিগের যে কতকালের বন্ধু ছিলেন বলা যায় না। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে পাপ করে তাহার ফল নরকভোগ, আর যে পুণ্য করে, তাহার ফল স্বর্গভোগ হয়। যে পাপ পুণ্য উভয় করে পর্য্যায়ক্রমে তাহার উভয় ফলভোগ হইয়া থাকে। রোডসেসের ফণ্ড হইতে গ্রামমধ্যে যে রাস্তাগুলি হইয়াছে, এই বর্ষাকালে তাহাতে গ্রামবাসিদিগের পাপের ফল নরক ভোগ ইহলোকেই হইয়া যাইতেছে, মৃত্যুর পর তাঁহারা একেবারে স্বর্গসুখভোগে নির্বৃত হইতে পারিবেন। এ কেবল কাম্বেল সাহেবের বন্ধুতার ফল। তিনি কতকালের বন্ধু ছিলেন, তাই তাঁহার কল্যাণে গ্রামবাসিরা লোকান্তরের নরক যন্ত্রণার হস্ত এড়াইলেন।

পরিহাস থাকুক, প্রকৃত কথা এই, গ্রাম মধ্যে যে পুরাণ পথগুলি আছে, তাহাতে বর্ষাকালে এক প্রকার চলা যায়, পায়ে তেমন কাদা লাগে না, কিন্তু রোডসেস ফণ্ড হইতে মাটি দেওয়াতে তাহাতে চলা ভার হইয়াছে। চলিবার সময়ে মনে হয়, "নায়ের কড়ি দিয়া ডুবে পার হওয়া হইতেছে।" রোডসেস হইয়াছে বলিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে রাস্তাসম্বন্ধে গ্রামমধ্যে কিছু করা যদি গবর্নমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, যদি পারেন, গ্রামের পথগুলি পাকা করিয়া দিন, আর তত দূর যদি করিয়া উঠিতে না পারেন প্রজারা যে রোডসেস দিতেছে, তাহা গবর্নমেণ্টের কোষভুক্ত হউক। উহা গবর্নমেণ্টের আরো একটি আয়ের পথ হউক, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদিগকে ঘরের পয়সা দিয়া যেন আর নরকভোগ করিতে না হয়।

বিবিধ সংবাদ।

৬ই আশ্বিন সোমবার।

দিল্লী গেজেট বলেন সম্প্রতি আর একজন ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। ইহার নাম সোরাব খাঁ। এ ব্যক্তি ইনলাণ্ড কষ্টম বিভাগে কর্ম্ম করিত।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, সার ষ্টিফেন গ্লিনের উইল দ্বারা গ্লাডষ্টোন সাহেব যাহাতে বার্ষিক ৩০০০০০ টাকা আয় হয় এমন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

আগামী নবেম্বর মাসে হাইদ্রাবাদ ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, উত্তর পাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী পরলোক গত হইয়াছেন। ইনি দানশীলা ধার্ম্মিকা ও অতিশয় দয়াবতী ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজে একটী মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। কলিকাতার টাকশালার মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পরচেজ সাহেব মাসিক একশত টাকা বেতনে ইহার শিক্ষক হইয়াছেন। ইহাতে দেশীয় ইউরোপীয় ফিরিঙ্গি সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতবর্ষের প্রতি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র বয়নের কল স্থাপনার্থ এক কোম্পানি হইয়াছেন। ইহাদের মূল ধন ৩০ লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য এক শত টাকা। এই অংশের তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষের দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মূল ধন ৩০ লক্ষ টাকার অর্দ্ধেক ইহার মধ্যেই উঠিয়াছে। অক্টোবর মাসে ঐ রূপ আর একটী কোম্পানি হবার সম্ভাবনা আছে। এক ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে এদেশের তাঁতিরা মাটী হইল।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, যাহারা গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে পেন্সন পাইবেন, তাহাদের মৃত্যু দিবস পর্য্যন্ত পেন্সন দেওয়া হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী ৮ই অক্টোবর নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

এই শীত কালে সার সালারজঙের কলিকাতায় আসিবার কথা আছে।

গত আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন বন্দর হইতে ৩১২৫২৫ হান্দর তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

আমাদিগের আগ্রাস্থ সহযোগী বলেন, যমুনার জল পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে।

নাইনিতালের মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণ আজ্ঞা দিয়াছেন, রবিবার কেহ বাজী পোড়াইতে পারিবে না। রবিবার ইংরাজেরা পবিত্র দিবস বলিয়া জ্ঞান করেন বলিয়া সকলকে তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে এ মন্দ বিচার নয়। ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানিরা ত সে পবিত্রতা রক্ষা করেন না?

সাঁওতালদিগের মধ্যে একটী মিতু মিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। এ ব্যক্তি আপনাকে দেবতা বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পুলিষ এ ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন। ধৃত হইলেই দেবত্ব ঘুচাইবেন।

সম্প্রতি এক আমেরিকান ব্রিচলোডিং কামানের পরীক্ষা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সাত মাইল দূর হইতে গোলা ছোড়া যায়। মানুষ মারিবার উপায়ের আবিষ্কারে বুদ্ধিশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে।

গত শুক্রবার একটী মুসলমান বালক ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে গাড়ি চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৪৮১৭০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৩৯০৭২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ৪২৪৪০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ১৭৪৯০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ১৮০৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ৫৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

গবর্নর জেনরল ইণ্ডিয়া গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্রিটিশ ব্রহ্মে গাঁজা ভাঙ

সিদ্ধি প্রভৃতির রপ্তানী নিষেধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অহিফেনের উল্লেখ নাই কেন?

ভারতবন্ধু ফসেট সাহেবের জন্য এ দেশে যে চাঁদা হইতেছিল এ পর্য্যন্ত উহাতে ৩৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নেটিব হাসপাতাল নির্ম্মাণ কালে রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর ঐ বাটীর কয়েকটী ঘর গঙ্গাযাত্রিদিগের জন্য রাখা হইবে এই নিয়ম করিয়া ৫ হাজার টাকা চাঁদা দেন। বাবু ছটুলালের এক্সিকিউটরেরাও ঐ অভিপ্রায়ে আর ৪ হাজার টাকা চাঁদা দেন। গঙ্গাযাত্রিদিগের বলিয়া কয়েকটী ঘরও এ নিমিত্ত পৃথক হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষেরা না কি যাহারা ঐ সকল ঘরে থাকিবে, তাহাদিগের নিকট ভাড়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এটী যদি সত্য হয়, সত্য প্রতিপালনটী বিলক্ষণহইল।

৭ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

মান্দ্রাজে এখনও জলপ্লাবন হইতেছে। কমলাপুর নদীর প্লাবন নিবন্ধন গত বুধবার মেইল আসিতে বিলম্ব হয়। পশ্চিমেও প্লাবনের প্রাদুর্ভাব বড় কম নয়। উনাওয়ে প্লাবন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন লক্ষ্ণৌএর কমিশনর তথায় গমন করিয়াছেন।

আর্গস পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ত্রিচিনপলিতে এক ব্যক্তি টাকার শোকে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি স্বীয় সরল প্রকৃতি ও ধার্ম্মিক পিতৃব্যের প্রতারণা করিয়া এবং স্বীয় প্রভুর অপহরণ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, চোরে যে সমুদায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাই তাহার উন্মত্ততার কারণ। সে মৌনভাবে সর্ব্বদা বসিয়া থাকে এবং এক একবার “আমি পাপ কার্য্য করিয়া যে স্ত্রীপুত্রের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিলাম তাহারা কি সে পাপভাগী হইবে?” এই কথাবলে। অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থের ও উপার্জ্জকের পরিণাম প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ফ্রান্সের একজন মজুর তাহার স্ত্রীকে গুরুতর রূপে প্রহার করে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, ইহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৪০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। কোন দেশের কোন ফৌজদারী আইনে এরূপ দণ্ডের কথা শুনা যায় নাই।

রাজার বাগানের ব্রজনাথ কর্ম্মকার ও কামিনী দাসীর বিচার হাইকোর্টের অধীন ফৌজদারী সেসিয়নে হইয়া গিয়াছে। হত্যাপরাধ গোপন করা ও অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করা অপরাধে উঁহাদের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। ভারতবর্ষে যত অদ্ভুত বিচারের দৃষ্টান্ত আছে, ব্রজ ও কামিনীর মকদ্দমার বিচার তাহার অন্যতর।

বরিশাল বার্ত্তাবহের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, মেহেরপুরের অন্তর্গত বসিরাম পুরের সখাতুল্লা মণ্ডলের স্ত্রী ৬। ৭ মাস কাল গর্ভাবস্থায় জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া উপর্য্যুপরি এক মাস এগার দিবসে কয়েকটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। ১৮ ই শ্রাবণ একটী কন্যা ২ রা ভাদ্র একটী পুত্র, এবং ২৭ এ ভাদ্র না কন্যা না পুত্র একটী সন্তান প্রসব করে। সন্তানগুলি অত্যল্পকাল জীবিত ছিল। প্রসূতী অদ্যাপিও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই।

এক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিয়াছেন, যাঁহাদের ঘরে ইন্দুরের উপদ্রব আছে, তাঁহারা সরাপের বোতলের কর্ক ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া উহা ঘৃতপক্ক করিয়া যেখানে ইন্দুর আইসে সেই খানে ছড়াইয়া রাখিবেন, ইন্দুরেরা উহা খাইয়া মরিয়া যাইবে। যিনি ইন্দুর রোগের এই ঔষধ বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যদি মশা ও ছারপোকা রোগের এক একটী ঔষধ বলিয়া দিতে পারেন এই বর্ষাকালে অনেক দরিদ্র বাঁচিয়া যায়।

ব্রহ্মদেশে ধান্য উৎপাদন জন্য কতকগুলি বণিক মিলিয়া এক কোম্পানি হইয়াছেন। ইহাদের মূলধন দুই লক্ষ টাকা। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বোধ হয় ইহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিলাতের স্ত্রীলোকেরা বাজি রাখিয়া ক্রিকেট খেলিতে ও সন্তরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে একত্র হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে এবং অনেকে বাজির টাকা মারিতেছে।

কেপ কলোনিতে বিস্তর স্বর্ণ উঠিতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এক ব্যক্তি ১৪০ আউন্স এবং অন্য এক ব্যক্তি ১১১ আউন্স স্বর্ণ পাইয়াছেন। অনেকে পায় নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে উৎসাহ পাইয়া আবার তথায় গিয়াছে।

৮ ই আশ্বিন বুধবার।

ভারতবর্ষকে ক্রমে চা-ক্ষেত্র করিয়া তুলা হইয়াছে। এখানে এখন বিস্তর চা জন্মিতেছে। আজ্ঞা হইয়াছে, ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে আর চীনের চা দেওয়া হইবে না। যেগুলি এখন মজুত আছে তাহা নিঃশেষিত হইলেই উহাদিগকে ভারতবর্ষীয় চা দেওয়া হইবে। এ দিকে দারজিলিঙে বহুসংখ্য নুতন নুতন চা বাগান হইতেছে, যে পুরাতন বাগানগুলি আছে তাহারও আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। এখন ত আমাদিগকে অর্দ্ধেক দিন কুইনাইন খাইয়া থাকিতে হইতেছে, ইহার পর বোধ হয় অবশিষ্ট কয়েক দিন চা ও অহিফেন খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। প্রজারা না খাইলে কেবল সেনাগণ খাইয়া কত শেষ করিবে?

লার্ড নর্থব্রুক এবার দারজিলিঙ যাইতেছেন না, সার রিচার্ড টেম্পলের একবার তথায় যাইবার সম্ভাবনা আছে। যে হউক এক জন গেলেই দারজিলিঙের সম্মান রক্ষা হয়।

আন্দামান দ্বীপসমূহের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে তথায় যে সৈন্য আছে, তাহা আর পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। আর এক রেজিমেণ্ট দেশীয় সৈন্য তথায় রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কানপুরের ভাসমান সেতুটী পুনরায় খোলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপর দিয়া কাজ চলিতেছে। অযোধ্যার দিকে যে রাস্তা গিয়াছে তাহা প্লাবিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান ভারতবর্ষের বাণিজ্যে ক্রমে চাতুরীর বৃদ্ধি দর্শনে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বণিকগণ যেরূপ সরল ও সৎ ছিলেন এক্ষণে তদপেক্ষা অনেকাংশে অসৎ হইয়া পড়িয়াছেন। মন্বন্তর বলিয়া কি সকলেরই উপরি লাভের চেষ্টা জন্মিয়াছে?

কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের ভাড়া কমাইয়া দিলে আরোহী ও বাণিজ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানিদিগকে অনুরোধ করেন। মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি তদনুসারে ইহার পরীক্ষায় প্রথমে প্রবৃত্ত হন। ভাড়া কমাইয়া দেওয়াতে উক্ত কোম্পানি বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন। উক্ত রেলওয়েতে ১৮৭৩ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৪১০০৪ আরোহী গমন করে। কিন্তু ১৮৭২ অব্দে ১২৩২৭০৫ জন আরোহী হয় মাত্র। ১৮৭৩ অব্দে ১৩৮২৪৫ টন কিন্তু ১৮৭২ অব্দে ১৮৪৫৬০ টন বাণিজ্য দ্রব্য রেলযোগে প্রেরিত হয়। অন্যান্য রেলওয়ে কোম্পানিরও এই নীতি অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

বোম্বাই গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এত দিনের পর রাণী রুক্মবাই বরদার কারা গৃহের ভাবৎ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি

লাভ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে মেইল ট্রেণে ক্রোচে যাত্রা করিয়াছেন। রাণী এক্ষণে এত দুর্ব্বল যে তিনি সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তিনি যাইবার সময় পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেরি এবং সার পি ওডহউস ও লার্ড নর্থব্রুককে শত শত সেলাম দিয়া যান।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের অনুরোধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারীর পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। প্রসন্ন বাবু এক্ষণে মাসিক তিন শত টাকা পাইতেছিলেন, এক্ষণ অবধি তিনি এডুকেশনাল সার্ব্বিসের চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত হইলেন, এবং মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা বেতন পাইবেন। এটীও সার রিচার্ড টেম্পলের উদারতা অপক্ষপাতিতা এবং গুণগ্রাহিতার অন্যতর উদাহরণ। প্রসন্ন বাবুর প্রতি অতি অবিচার হইতেছিল, টেম্পল সাহেব তাহা অপনীত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৭ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ১৮ কম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ জনের ওলাউঠায় ৭১ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

৯ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সভা বাজারের রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরকে এই স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহাকে স্বয়ং দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে না।

গত জুলাই মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ২৬১৬২০ টাকা মূল্যের ১৮৭০৫ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

গত ২১ এ সেপ্টেম্বর দারজিলিঙ রাইফল বলণ্টিয়ার দলের কাপ্তেন এ, এম, ম্যাকডোনালড মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতি সজ্জন ছিলেন। দারজিলিঙ নিউসের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্যামিন রিলিফ কমিটী ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটীকে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং আর্চ বিশপ ষ্টীন্সকে তাহার অধীনস্থ অনাথদিগের জন্য ৩০৭০ টাকা দিয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে প্যারী মোহন দাস নামক যে ব্যক্তি সার্কিস নামক একজনের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিটী অপরাধের অভিযোগ হয় তন্মধ্যে গুরুতর আঘাত। এই অপরাধে উহার তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। প্যারীর পক্ষে সকলেই দয়া প্রদর্শন করেন। প্রথম ব্র্যান্সন সাহেব তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া স্থির হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া টাকা ফিরাইয়া দেন। লো সাহেব পক্ষ সমর্থন করেন। জুররদিগের মধ্যে ৮ জন এদেশীয় ছিলেন। জুররেরা তাহাকে অপরাধী বলেন, কিন্তু ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্যারীর প্রতি সর্ব্বসাধারণে সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাক্ষ্য দান কালে কোন কোন বিষয় গোপন করা অপরাধে দয়া ও তাহার স্বামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ইংলিসমান বলেন সেণ্ট্রাল ফ্যামিন রিলিফ কমিটীর হস্তে চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের দান সর্ব্ব শুদ্ধ ২৬০৪৬৭৯ টাকা সঞ্চিত হয়, ইহার মধ্যে ১৭৩৬৮১৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে ২৭৯৮৩৬৭ টাকা কমিটীর হস্তে মজুত আছে এবং ৬৯৪৯৫ টাকা আজিও আদায় হয় নাই।

সর রিচার্ড টেম্পল যখন নদীয়াতে ভ্রমণ করিতে যান, নগরবাসীরা তাঁহার নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন, যে নবদ্বীপকে যে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তিনি তদ্বিষয়ে আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন। ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরেরাও এই আবেদনের সপক্ষতা করেন। টেম্পল সাহেব এই আবেদন পাইয়া সে আজ্ঞা রহিত করিয়া দিয়াছেন। নবদ্বীপ নদীয়া জিলারই অন্তর্গত রহিল। টেম্পল সাহেব এই কার্য্যটী দ্বারা বহু সংখ্য লোকের ধন্যবাদাহ হইয়াছেন।

এ বৎসর অহিফেন হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩৮০৬৩৮৬০ টাকা আয় হইয়াছে। যাহা হইতে এত আয় তাহার উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যত্ন জন্মিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই তিন কোটি লাভের জন্য ভারতবর্ষের ২০ কোটি লোকের অনিষ্ট করা হইতেছে।

বহুসংখ্য ডাকাইত নেপালের সীমা পার হইয়া আসিয়া চাম্পারণে উপদ্রব করে। সম্প্রতি কতকগুলিকে ধরিয়া দারজিলিঙে পাঠান হয়, কিন্তু এরূপ আটক করিয়া রাখা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাদের একজন নেপাল সেনাদলের একজন কর্ণেল। ইহাদিগের উপদ্রব মূলকই কি জনরব উঠিয়াছে যে নেপালে যুদ্ধ হইবে?

আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সিকিমে ২ হাজার একার ভূমি আছে। এই ভূমিতে সিঙ্কোনার চাস হয়। গত বৎসর দ্বিবিধ সিঙ্কোনার চারা রোপণ করা হয়। প্রথম প্রকারের ২৪৭০০০ এবং শেষোক্ত প্রকারের ১২২০০০ চারা রোপণ করা হইয়াছে। দেশের যেরূপ ভাব হইতেছে তাহাতে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে বোধ হইতেছে।

১০ ই আশ্বিন শুক্রবার।

পূর্ব্বে এদেশে চরসের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। যখন সুরা এদেশে তাদৃশ লব্ধপ্রবেশ হয় নাই, তখন চরসই ইয়ার দলের এক মাত্র অবলম্বন ছিল। এখন সকল বিষয়েই উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং চরস আর সভ্য সমাজে আদর পান না, মদ গাঁজা প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, লণ্ডনে ৮০ হাজার মণ চরস পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার বাণিজ্য যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। ইহার বাণিজ্য কমিয়াছে বটে কিন্তু মদ গাঁজার বাণিজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে এ সামান্য ক্ষতি পূরণ হইয়া ও গবর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ থাকে।

সাজিহানপুর বিভাগে অতিবৃষ্টি ও প্লাবননিবন্ধন লক্ষ্ণৌ হইতে বেরিলি গমনাগমনের ব্যাঘাত হইয়াছে।

বরদার গুইকুমার লক্ষ্মীবাইর প্রণয়ে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গুইকুমার সম্প্রতি লক্ষ্মী বাইর জন্য একটী রৌপ্যময় দোলা প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। দোলা যে শিকলে ঝুলিবে তাহাতেই ৪ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। স্বভাব না মলে যায় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগচ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করা—

৪		১০৩—১০৩।০
৪॥	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬।—১০৬॥০
৪॥	১৮৭২ (১৮৮১)	১০৫॥—১০৫৸০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৪।০—১০৪।৵
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০২৸-১০২৸৵

ফৌজদারি আদালতে অপরাধিদিগের বিচার কালে তাহাদিগকে অতি সাবধানে রাখা উচিত। তাহারা কিছুমাত্র সুযোগ পাইলেই বিপদ ঘটে। সে দিন মান্দ্রাজের অন্তর্গত কাদ্দির মাজিষ্ট্রেট একজন এবি সিনিয়ানের ৩ মাসকারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন। দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সে সম্মুখস্থ এক খানি চৌকী লইয়া বিচার পতির মস্তকে আঘাত করে।

১১ ই আশ্বিন শনিবার।

আলোয়ারের রাজার একটী রৌপ্যময় টেবল আছে। এই টেবলে ১৪ জন বসিয়া সচ্ছন্দে আহার করিতে পারে। টেবলটী নিরেট।

বাঙ্গালোর ও মান্দ্রাজের মধ্যস্থিত মান্দ্রাজ রেলওয়ে প্লাবিত হইয়াছে। রাত্রিতে ট্রেণ যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। এবার অধিকাংশ স্থান হইতে প্লাবন সংবাদ আসিতেছে।

গত মঙ্গলবার অবধি কলিকাতার হাই কোর্ট দুই মাসের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

ঢাকায় নর্থব্রুক জলফণ্ডে ৭০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। আর ১০ হাজার টাকা হইলেই জলটী নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

শ্বেতবর্ণ কাক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সিংহল দ্বীপের এক ব্যক্তি একটী শ্বেতবর্ণ কাক পাইয়াছে। অনেকে পয়সা দিয়া ঐ কাক দেখিতেছে। যাহারা দেখিতেছে তাহাদিগের মধ্যে কি কেহ রাজা হয় নাই?

—০০০—

গোবরাছড়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

আজি আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কুচবিহার শিরোভূষণ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তৌফি মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ও সহধর্ম্মিণীর আরোগ্য সম্পাদন করিয়া ২০ এ ভাদ্র শুক্রবার স্বীয় আবাসে উপনীত হইয়া অনুগত প্রজাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন। প্রজাগণ সানন্দ চিত্তে, বৈকুণ্ঠ বাবুর জয়ধ্বনি দিয়া আমাদের কর্ণযুগলের বধিরতা সম্পাদন করে, তৎকালে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে কোন দৈব মহোৎসবেও সেরূপ হয় না। প্রজাদিগের এমন অকৃত্রিম ভক্তি ও অনুরাগ এবং ভূম্যধিকারীর স্বার্থশূন্য ও সস্নেহ ব্যবহার আমি অল্প মাত্র জমীদারে দেখিয়াছি। প্রজার বিদ্যাদান বিষয়ে ইঁহার গাঢ়তর অকপট যত্ন ও অনুরাগ আছে, ইনি নিজের বিদ্যালয়ের জরীপ শিক্ষার উপযোগী কম্পাস্ স্কেল, চেন প্রভৃতি এবং পদার্থ বিদ্যা শিক্ষার জন্য যেরূপ তাপমান যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ যন্ত্র সচরাচর কোন উচ্চতম বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলি অচিরে কুচবিহারের যাবতীয় স্কুলের অগ্রগণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

—০০—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সে দিন (২৯ এ ভাদ্র) আমাদের ছোট লাট বাহাদুর কাটোয়া পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ১১ টার সময় তাঁহার বাষ্পীয় পোত কাটোয়া ঘাটে উপনীত হয়। প্রধান রাজপুরুষদের চরণরেণু মফস্বলে প্রায় পতিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজভক্তি প্রদর্শনের সুযোগ মফস্বলবাসীদের ভাগ্যে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। বহুকাল ব্যবধানের পর এক একবার সেই অবসর সমুপস্থিত হইলে তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ বেগ ধরে না। হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কাটোয়াবাসীদের হৃদয়ে যে সেই আনন্দ লহরী সমুদিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের প্রতিকার্য্যেই পরিস্ফুট রূপে প্রকাশমান হয়। আপন আপন আবাস বাটী পরিমার্জ্জন সাধন করেন। রাস্তাগুলি যথারীতি পরিস্কৃত হয়। আম্র শাখা রচিত এক এক খণ্ড পুষ্পমালা প্রতি গৃহের সম্মুখ ভাগে দোদুল্যমান থাকে। কদলী বৃক্ষ সহকৃত বারিপূর্ণ এক একটী কলস দ্বার দেশের উভয় পার্শ্বকে পরিশোভিত করে। আহা! সে দিন কাটোয়া কি অনুপম শোভা ধারণ করে!! যে দিকে নয়ন পরিচালিত হয়, সেই দিকেই আনন্দ ধ্বনির উল্লাস ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হয় নাই। স্ত্রীজনের আনন্দ ব্যঞ্জক "উলু উলু" ধ্বনি, বালক বৃন্দের উচ্চ নাদ, পুরজনের "হৈ হৈ" রব, বাদ্যকরদের বাদ্যধ্বনিতে নগরী মহাকোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠে। বলিতে কি, কাটোয়াবাসীদের তাৎকালিক মুখশ্রীতে উৎসাহ উল্লাস ভিন্ন আর কিছুই প্রতিফলিত হয় নাই। এই উৎসবময় সময়ে (প্রায় সাড়ে বারটার সময়) আমাদের লাট বাহাদুর জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করেন। কিয়ৎক্ষণ নগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া কাছারীর দিকে আগমন করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবু ও মুন্সেফ বলরাম বাবুর সঙ্গে দেশের অবস্থাবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। তদনন্তর তথাকার অন্নসত্র দেখিয়া প্রীত হয়েন। অনন্তর স্কুল গৃহে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া আপন পোতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রায় দুইটার সময় তাঁহার বাষ্পীয় তরণী বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করে। শুনিলাম কাটোয়ায় কোন দরবার করা হয় নাই। এ অঞ্চলের অনেক গুলি সম্ভ্রমশীল মহামনা পুরুষ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে নাই।

২। অদ্য আবার একটী ডাকাইতি সংবাদ লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি। এবারে আপনাকে কত যে ডাকাইতি সংবাদ দিয়াছি তাহা কি আপনার স্মরণ হয়? বীরভূমে ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ স্থানে এবারে প্রায় ৬০। ৭০ টী ডাকাইতি হইয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে দস্যুরা ধৃত হয় নাই। কোন কোন স্থলে মহামতি পুলিস কর্ম্মচারীরা এ কাযগুলি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দিয়াছেন। এই সব দেখিয়া ইংরাজ শাসন এত শ্লথভাব ধারণ করিল কেন এই প্রশ্ন মনোমধ্যে সময়ে সময়ে উদিত হয়। অদ্যকার ডাকাইতি কাণ্ডের বৃত্তান্ত

এই, বনগ্রামী আমাদের অনতিদূরে আমগাছে নামে এক খানি পল্লী আছে। তথাকার একজন বণিকের গৃহ বদমায়েসদের দুরভিসন্ধি সাধনের স্থল হয়। শুনিলাম তাহারা আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে চরিতার্থ করিবার জন্য এক নূতনবিধ উপায় অবলম্বন করে। যখন নিশীথ সময় উপস্থিত, সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তখন তাহারা একে একে অধিবাসীদের বহির্দ্বার শৃঙ্খল বদ্ধ করে (বাহিরের দরজায় শিকল লাগাইয়া দেয়) এইরূপে কিয়ৎ পরিমাণে নিঃশঙ্ক হইয়া তাহারা বণিকের গৃহে প্রবেশ করে। একজন গৃহবাসিনী স্ত্রীলোককে মসাল দ্বারা নানা স্থান দগ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপ প্রহার ব্যাপার দেখিয়া আর আর গৃহবাসীরা নিতান্ত ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। এমন কি একটী কথা কহিয়া উঠে তাহাদের এ সাহস হয় নাই। তখন দুষ্টমতি দস্যুরা যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। যথারীতি পুলিষ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কাজে কত দূর করিয়া উঠেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৫ ই আশ্বিন }
১২৮১ }

—০—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট দ্বারা জানা যাইতেছে, মান্দ্রাজের শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। সিন্ধুতে বন্যার জল কমিয়া যাইতেছে। বোম্বাইর অধিকাংশ বিভাগে সুবৃষ্টি হইয়াছে, এবং কোন কোন বিভাগে যদিও আরো বৃষ্টির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাধারণতঃ শস্যাদির অবস্থা ভাল। বঙ্গদেশের [illegible] প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে এবং [illegible] উপকার হইতেছে। মধ্য [illegible] অনাবৃষ্টি নিবন্ধন [illegible] আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে [illegible] হইয়াছে। [illegible] শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। কিন্তু এখনও তিন চারি সপ্তাহ কাল যদি আকাশের ভাব অনুকূল থাকে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১২ ই। ১৩ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃষ্টি শেষ হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ শস্য মন্দ জন্মিবে না, তবে আর কিছু বৃষ্টি হইলে আরো ভাল জন্মে। অন্যান্য বিভাগের সংবাদ ভাল।

১৬ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলেন, এক্ষণে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। আর এক পক্ষের মধ্যে যদি একবার ভালরূপ বৃষ্টি হয়, অতি উত্তম শস্য জন্মিবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিনিবন্ধন বেরিলি বিভাগের নিম্নভূমির শস্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

৬ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, শস্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। কোন কোন বিভাগে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন আছে, হিসারের সংবাদ বড় ভাল নয়, অনাবৃষ্টি জন্য এখানে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুরের সংবাদ সন্তোষকর নহে, বৃষ্টির অভাবে বড় অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। পেশোয়ারে ভাল শস্য জন্মে নাই। মজঃফরগড়ে প্লাবননিবন্ধন বিস্তর শস্য হানি হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। ৩ ই টার ন্যাসনাল কনগ্রেস নামক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

বোলটনের তূলার কারখানায় কর্ম্মচারিদিগের ধর্ম্মঘটের যে কথা লিখিত হয়। মধ্যস্থ দ্বারা তাহার মীমাংসা চেষ্টা হইতেছে।

নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, নিউ ওর্লিন্সের বিদ্রোহিরা বশীভূত হইয়াছে।

পারিস ১৭ ই সেপ্টেম্বর। বেজিনের পলায়ন বিষয়ে যাহারা সহায়তা করে, তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। গবর্ণর মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কর্ণেল বেলেটি এবং পত্নী, প্লাণ্টিনের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে, এবং দুই জনের সামান্য দণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ সেপ্টেম্বর। কার্লিষ্টরা বলিতেছে, রুশীয় সম্রাট সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করিয়া ডনকার্লসকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

জর্ম্মণেরা শেলেসউইগ হইতে অনেক ডেনকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

মার্শাল ম্যাকমেহন পারিসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ সেপ্টেম্বর। মেসচসেট্স নদীর নিকটস্থ একটী তূলার কারখানায় আগুন লাগিয়া ৪০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ সেপ্টেম্বর। রিপবলিকানদিগের অধ্যক্ষ ল্যাসাবণা মোরিওনিস এবং সিক্লেস একত্র মিলিয়া কার্লিষ্টদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

—০◉০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। এচ জে নিউবেরি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে পাটনার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি, জে, সি গ্রাণ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন—

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ আর লার্ম্মিন।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর ডি হাইন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ কিছু দিনের জন্য পটুয়াখালি উপবিভাগের ভার পাইলেন।

এচ, বিবরেজ কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

জে, এফ, ব্রাডবরি কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাবু রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরে বন্দোবস্ত কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর নব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা রিলিফ কার্য্যের জন্য হুগলীতে বদলী হইলেন।

মানভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিহারি লাল গুপ্ত।

দিনাজপুরের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্র নাথ হাজরা।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ সেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইকরাম রসুল কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রাপাড়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর। বেঙ্গল পুলিষের হারিস সাহেব কিছু দিনের বিদায় লইয়া ১২ ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ব্বিসের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ এ সেপ্টেম্বর। বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার অন্তর্গত পাঁচপুকুরিয়ার প্রথম মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

জেলা ২৪ পরগণার অধীন মেটেবুরুজ আউট পোষ্টের অন্তঃপাতী মুদিয়ালী, ফতেপুর, রামেশ্বরপুর, রামনগর, পাহাড়পুর, বামদাসআটী, সন্তোষপুর, পদিরআটী, ধোবাপাড়া কাঙ্কুলী, কাটালবেড়ে প্রভৃতি গ্রামের দরিদ্র ও উপায় বিহীন গৃহস্থগণ বর্ত্তমান সময়ে দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন অতিশয় অন্ন কষ্টে পড়িয়াছে। অনেকেরই দুই সন্ধ্যা আহার চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য স্থানের দুস্থ প্রজাগণ জমীদারের বা ধনাঢ্য লোকের নিকটে কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করিতেছে। কিন্তু এখানে তাদৃশ ধনী লোক নাই এবং এক এক খানি গ্রামে চারি পাচজন জমীদারের অধিকার থাকায় প্রজা রক্ষার্থে কেহই যত্নবান হয়েন নাই, সুতরাং ঐ সকল গ্রামবাসী দুঃখী নিরুপায় লোকেরা এখন উপায়হীন হইয়া পড়িয়াছে। দয়াশীল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের আর রক্ষা নাই। অতএব জেলা ২৪ পরগণার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর পীকক সাহেবের নিকট প্রার্থনা এই যে, উক্ত গ্রামগুলের দুঃখী নিরুপায় প্রজাগণের প্রাণরক্ষার্থে কিঞ্চিৎ চাউল মেটেবুরুজ আউট পোষ্টে অথবা তত্রত্য কোন ভদ্রলোকের নিকট অর্পণ করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করেন।

১৮৭৪ } অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
১৫ ই সেপ্টেম্বর } শ্রীতারিণীচরণ পাল
মুদিয়ালী। } শ্রীকৃষ্ণবিহারী দেব
শ্রীরামলোচন দত্ত
শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ
শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ দিগের আদিপুরুষ কে?

মহাশয়! আপনার ২ রা ও ২৩ এ আষাঢের সোমপ্রকাশে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদি পুরুষ সংক্রান্ত যে দুইটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহার উত্তর সাধ্য মত নিম্নে দিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বিখ্যাত পত্রে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

১ উত্তর। বঙ্গদেশীয় দক্ষিণ রাঢী কায়স্থেরা সর্ব্বশুদ্ধ ৮৩ ঘর। ইঁহারা দেশরীত্যনুসারে কুলীন, ভাঙ্গা মৌলিক ও মৌলিক এই ৩ ভাগে বিভক্ত। ইঁহাদের ব্যবসা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থদের মত লিপি কার্য্য, ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা নয়। যেমন ব্রাহ্মণের যজন, বৈদ্যের চিকিৎসা বণিকের বাণিজ্য, তেমনি কায়স্থের লিপিকর্ম্ম। উভয় প্রদেশে ব্রাহ্মণ বণিক ও কায়স্থের ব্যবসা একরূপ। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বৈদ্য জাতি না থাকায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে চিকিৎসা করিয়া থাকেন; যদি কোন কায়স্থ পরিচারক হন, সে অন্য কারণ বশতঃ, জাতীয় কর্ম্ম বলিয়া নয়; যেমন কোন ব্রাহ্মণ পাচকের কর্ম্ম করিলে "ভাত রাঁধা" ব্রাহ্মণ জাতির ব্যবসা হইতে পারে না।

রাজা আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতির নিকট ৫ জন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে উক্ত দেশীয় রাজা শ্রীদক্ষ শ্রীভট্ট নারায়ণ শ্রীশ্রীহর্ষ শ্রীবেদগর্ভ, শ্রীছান্দোগ্য নামে ৫ জন ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সমারোহে বঙ্গে প্রেরণ করেন। তাহাদিগের সহিত কেবল ৫ জন সামান্য ভৃত্য আইসে নাই। অগ্নি পুরাণানুসারে ৫ জন কায়স্থ তাঁহাদিগের ৫ জনের রক্ষক স্বরূপ আসিয়াছিলেন। যেমন সচরাচর বড় লোকের সঙ্গীদের নাম প্রকাশ পায়, ভৃত্যদের কোন কথা থাকে না, তেমনি কায়স্থ কৌস্তুভে উক্ত ৫ জন রক্ষকের নামই লিখিত হইয়াছে।

২। সত্য, উত্তর পশ্চিম দেশীয় ১৩ ঘর কায়স্থ মধ্যে কেহ ঘোষ বসু বা মিত্র নামে আখ্যাত নন, এরূপ উপাধি তাহাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু উক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুখ বন্দ্য কি চট্ট আছেন? আর যে ৫ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার কি ঐরূপ উপাধি ছিল? ঘোষ বসু মুখ বন্দ্য প্রভৃতি উপাধিগুলি কল্পিত এবং কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন "যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন, তাঁহারা অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সাধারণে উপাধ্যায় উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন সেই উপাধ্যায় উপাধির সহিত চট্ট মুখ বন্দ্য প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক সমাচার কি ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির বেলা এ প্রকার কিছু ঘটাইতে পারেন?" উত্তর, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি কখন উপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছেন আপনি বলিতে পারেন? যদি তাহা না পাইয়া থাকেন তবে কি প্রকারে কায়স্থেরা ঘোষোপাধ্যায় মিত্রোপাধ্যায় উপাধি পাইবেন? অপর কোন জাতির রাজা কি রায় ভিন্ন অন্য কোন রকম উপাধি নাই, যাহা ঐরূপ সংযোজিত হইতে পারে। আর আপনি কি মুখ বন্দ্য চট্ট গঙ্গ ব্যতীত পঞ্চম ব্যক্তির বেলা এ প্রকার কিছু ঘটাইতে পারেন। তিনি ঘোষাল হইলেন কেন।

৩। কোন লোক অপরের সহিত তুলনা করিতে হইলে আপনাকে তাহার শ্রেষ্ঠ তুল্য বা নিকৃষ্ট কহে। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ বা তুল্য নন। যখন নিকৃষ্ট তখন দেবতা তুল্য পূজনীয় ব্রাহ্মণের দাসত্ব দেবব্রাহ্মণ ভক্ত কায়স্থ যে স্বীকার করিবেন ইহা বিচিত্র কি? উত্তর পশ্চিমের কায়স্থেরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, আর তাঁহাদিগকে পূজনীয় ও সেবার পাত্র বলিয়া মানেন তবে কেমন করিয়া বলিবেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের দাস নহেন? আপনি বলিয়াছেন যে "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা ভদ্র লোকের গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু দাসত্ব বড় গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না।" হিন্দু ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় সম্ভ্রম করিতে বলিয়াছে, না, তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছে? যখন শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে সকল বর্ণের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন কেমন করে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থ বা শূদ্র বলিতে পারেন, যে আমি ব্রাহ্মণকে সম্ভ্রম করি কিন্তু তাঁহার দাস বলিয়া আপনাকে স্বীকার করি না। শিষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি গুরুকে সম্ভ্রম করা, না,

তাঁহার সেবা করা? যখন সেবা করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল, তখন তিনি কেমন করিয়া ব্রাহ্মণের দাস হইলেন না? আর বক্তব্য এই এখন দাস শব্দ যেরূপ অপমানসূচক বোধ হয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা যখন উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন উহা সম্মানসূচক চিহ্ন ছিল, কারণ সেই প্রাচীন কালে রাজাধিরাজেরাও ব্রাহ্মণের সেবা করা সম্মানের কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দাস শব্দ গ্রহণ দ্বারা কায়স্থেরা পূজনীয় ব্রাহ্মণদের সেবকের মান পাইলেন।

রাজা ইচ্ছা করিলে নীচ জাতিকে উচ্চ করিতে পারেন, তাহার উদাহরণ আপনার উল্লিখিত চিত্তপাবন, ভূইহার ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এবং এখনকার রাজপুতনা দেশে আধুনিক রাজপুতগণ। কিন্তু ইঁহারা পুরাতন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত্র দলভুক্ত হইতে পারেন নাই তাঁহারা এক স্বতন্ত্র দল হইয়া আছেন। আদিশূর ব্রাহ্মণদিগের বশবর্ত্তী হইয়া নীচ কাকারদিগকে চিত্তপাবন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের মত এক স্বতন্ত্র কায়স্থজাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার বা ব্রাহ্মণদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে তাহাদিগকে পুরাতন কায়স্থদের সমকক্ষ করেন। "জাতি হারালে কায়েতꣳ নয়" "জাতি হারালে বৈষ্ণব"। বঙ্গদেশে কায়স্থ হওয়া সহজ নয়, কারণ কিছু গলদ থাকিলে তাঁহাদিগের কুলকারিকাতে ধরা পড়ে।

৫। আদিশূরের সময় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং কায়স্থদিগেরও সেই পরিমাণে অধোগতি হইয়াছিল। তাঁহারা বোধ হয় তখন ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন এবং ঐ ৫ জন নবাগত কায়স্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ দলভুক্ত হইবার সময় তাঁহাদিগের আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা অবস্থানুসারে কর্ম্ম না করিলে তাঁহারা হুকুল হইতেন। স্বদেশ প্রত্যাগমন তাঁহাদিগের বন্ধ হইয়াছিল এবং বঙ্গীয় কায়স্থদিগের আচার গ্রহণ না করিলে তাঁহাদিগের দলভুক্ত হইতে পারিতেন না। পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণের ১০ দিন ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচের নিয়ম ছিল, এখন সে রকম নাই। কারণ উত্তর পশ্চিমের কায়স্থেরা ১০ দিন অশৌচ লন এবং অশৌচ গ্রহণের কাল নির্দ্দেশ দ্বারা জাতিগত শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতার পরিচায়ক নয়, তবে লালা কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদের তুল্য নয় কেন? যদি তেজস্বী পুরুষেরা প্রাণান্তেও নিজ আচার ত্যাগ করিয়া লঘুতা স্বীকার না করেন, তবে তাহারা কি কখন উচ্চ জাতির আচার গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দেন? এরূপ আচার পরিবর্ত্তন কোন ক্ষত্রিয় কি করিয়াছেন? লালা কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ নন, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণের ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন কেন? এটী কি তাঁহাদের তেজস্বিতার পরিচায়ক?

৬। বঙ্গদেশীয় ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদানের রীতি নাই যথার্থ। কিন্তু উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কি ঐ রূপ চলন আছে? যদি না থাকে তবে পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের কি রকমে বিবাহ হইয়াছিল? হয় তাঁহারা বিবাহিতা স্ত্রী সঙ্গে আনিয়াছিলেন, না হয় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। যদি প্রথম অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানেরা কি রকমে বিবাহ করিলেন। উত্তর পশ্চিম হইতে কন্যা আনাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, না, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন? যদি প্রথম রকমে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ সময় হইতে তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হন? আর যদি শেষোক্ত রকমে বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাঁহারাও কায়স্থদিগের মতন হইলেন। কিন্তু যদি বলেন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের সহিত উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে আপনার কথা ইতিহাসমূলক নহে। আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরাও তাহা অনুমোদন করিবেন না। কল্পনা ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে অবশ্য বোধ হইবে যে বঙ্গীয় ও উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে ও কায়স্থে কায়স্থে সে সময়ে বিবাহ হওয়া তত অসম্ভব নয় যত আপনি মনে করিতেছেন। কারণ প্রাচীন কালে ভিন্ন জাতি মধ্যে বিবাহ প্রথা যখন চলিত ছিল তখন ভিন্নদেশবাসী স্বজাতি মধ্যে বিবাহ যে অসম্ভব ইহা বোধ হয় না।

৭। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ব্যতীত আর কোন্ কুলাচার্য্য তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন? আর তাঁহার কথা যে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য তাহারই প্রমাণ কি? আপনার মতে অন্যান্য কুলাচার্য্যেরা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে উচ্চ করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্য ছিলেন, তিনি কায়স্থদিগের কোন ধার ধারিতেন না, এ কারণ যথার্থ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। আপনার অনুমান যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? ইহা ত হইতে পারে যে ধ্রুবানন্দ ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্য হওয়াতে কায়স্থদিগের কুলকারিকা লিখিবার সময় অধিক ধনের অভিলাষ করিয়াছিলেন, এবং তাহা পূর্ণ না হওয়াতে রাগে অন্ধ হইয়া তাঁহার ক্ষমতানুসারে উক্ত জাতির গ্লানি করিয়া গিয়াছেন। কিম্বা তিনি কায়স্থদিগের বিষয় কিছু জানিতেন না। যদি সত্যানুসন্ধান পুরাবৃত্ত পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে এক জনের উপর নির্ভর করা উচিত হয় না। দশ জনের সেই বিষয়ে মত কি জানা আবশ্যক। তাঁহাদের সকলকার যদি এক মত হয় তাহাই প্রমাণ। এ কারণ ধ্রুবানন্দের মত অগ্রাহ্য এবং অন্যান্য কুলাচার্য্যদিগের মত বিশ্বাসযোগ্য।

ইহা সত্য যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৩ ঘর লালাকায়স্থদের মধ্যে দত্ত উপাধি কাহার নাই। যেমন উক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুখ বন্দ্য চট্ট এবং গঙ্গ নামে খ্যাত কেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নবাগত কায়স্থ মহাশয়েরা বঙ্গদেশীয় প্রথানুসারে এক এক উপাধি ধারণ করেন, এবং কুলাচার্য্যদিগের শুদ্ধ পুরুষোত্তম না লিখিয়া পুরুষোত্তম দত্ত লিখিবার কারণ এই যে, দত্ত উপাধি যোগ থাকায় পুরুষোত্তম যে কোন বংশের আদিপুরুষ তাহা নির্ণয় হইতেছে। আর আপনি পুরুষোত্তম দত্ত নামের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আর ৪ জন কায়স্থের নাম কিরূপে দশরথ বসু মকরন্দ ঘোষ বিরাটগুহ ও কালিদাস মিত্র হইল? এস্থলে কুলাচার্য্যদিগের লেখা স্বকপোলকল্পিত না হইয়া আপনার কথাই হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত কুলীন হইতে না পারার কারণ তাঁহার অবিনয়প্রকাশিতা। অপর ৪ জন কায়স্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তেজীয়ান থাকায় তিনি তাঁহাদের ব্যবহার অপমান সূচক জ্ঞান করিয়া বলিয়াছিলেন "দত্ত কার ভৃত্য নয় শুন মহীপাল" এক সঙ্গে সবে মোরা থাকি চিরকাল।" এই সাহঙ্কার বাক্য দ্বারা আরো প্রতীত হইতেছে যে উক্ত ৫ জন ভৃত্য ছিলেন না। দত্ত মহাশয় "আপনাকে নীচ জাতি জানিয়া কখনই প্রকাশ্য রাজসভায় অনুগ্রাহক ব্রাহ্মণদিগের মুখের উপর ভৃত্য নহি, এই গর্ব্ব করিতে সাহস পাইতেন না। আর দাস হইয়া ঐরূপ গর্ব্বিত বাক্য বলিল এবং ব্রাহ্মণেরা চুপ করিয়া রহিলেন, একি বিশ্বাসযোগ্য? যাহাকে তাঁহারা উচ্চ করিলেন সে ব্যক্তি ও রকম কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিলে

তাহাকে অনায়াসে অপদস্থ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তাহাকে কায়স্থ দলভুক্ত রাখিলেন, কেবল কৌলীন্য মর্য্যাদা তাহাকে দিলেন না। ইহা দ্বারা উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত অবিনয়ের জন্য কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইলেন না।

কায়স্থ কৌস্তুভ ঠিক, কি, আইন আকবরি ঠিক আমি জানি না কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কোন খানি আপনার মতের পোষকতা করিতেছে না। বল্লাল সেন যে আদিশূরের পুত্র নন বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরা পর্য্যন্ত তাহা জানে আর আদিশূরের পর পালবংশ এবং তৎপরে যে সেনবংশ বঙ্গে রাজত্ব করে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যাহা কিছু গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল কায়স্থদিগের বিষয়ে নয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের সকল বিষয়েই। আমাদের দেশে ইতিহাস নাই, একারণ অতি গুরুতর বিষয়েও গোলযোগ। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগকে কায়স্থ বলেন না, আমি স্বীকার করি না। তাঁহারা ইহাদিগকে ক[illegible]স্থ বলেন, তবে আপনাদের তুল্য জ্ঞান না করিতে পারেন। যেমন উক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ দিগকে আপনাদের নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন (১)।

৩১ এ ভাদ্র }　　　　কোন কায়স্থ।
১২৮১ }

(১) এ পত্রখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। পত্রপ্রেরক পাছে মনে করেন, তিনি যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা মৌনাবলম্বী হইয়া আছি, এই কারণে এখানি প্রকাশ করিতে হইল। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, পুনরায় কহিতেছি কোন প্রামাণিক গ্রন্থগত প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া ও কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার নয়। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, পত্র প্রেরক অনেক স্থলে আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই এবং স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষের অপলাপ ও কতকগুলি অসঙ্গত বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন। মনু ক্ষত্রিয় জাতির উপরেই লোক রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু পত্র প্রেরক বলেন পাঁচজন কায়স্থ রক্ষক হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণে যদি এরূপ বচন থাকে, তাহা মনু বিরুদ্ধ, অতএব কল্পিত। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা কেবল এক শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাসত্ব বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পত্রপ্রেরক যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও ব্রাহ্মণের দাস। এটীও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাহা হউক, এরূপ অসঙ্গত বাক্য ও বাক্‌ছল পূর্ণ পত্র প্রকাশে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। এ প্রকার পত্র প্রকাশে পাঠকগণের বিরাগ ভিন্ন অন্য কোন ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। স।

প্রয়াগ।

১। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে প্রসিদ্ধ প্রয়াগ তীর্থ। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে লিখিত আছে "অন্যত্র কৃত পাপ বারাণসীতে ও বারাণসী কৃত পাপ প্রয়াগে নষ্ট হয়।" এই নিমিত্ত প্রয়াগ সমস্ত তীর্থের রাজা। নাগরাজ বাসুকি ইহার অধিপতি। গঙ্গাতীরে একটি মন্দির ও ছাদ বিশিষ্ট পরম কৌশল নির্ম্মিত একটি সুন্দর ঘাট তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। মন্দির মধ্যে পঞ্চফণা বিশিষ্ট অতি সুন্দর প্রস্তরময় বাসুকি মূর্ত্তি। গত নাগপঞ্চমীর দিন তাহার মেলা হইয়া গিয়াছে। সে দিন বহু দূর দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী এখানে সমাগত হয়

রামায়ণ মতে রাম পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসী হইয়া এখানে ভরদ্বাজাশ্রমে আগমন করেন। তিনি যে খানে গঙ্গাপার হন সেই স্থানকে এখনও "রাম ঘাট" বলে। পূর্ব্বে ঐ স্থানেই গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গম ছিল। কিন্তু এক্ষণে সঙ্গম স্থান রামঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ সরিয়া আসিয়াছে।

এলাহাবাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভূমি পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে ছিল। ক্রমে স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলে ঐ সকল স্থান কেবল বর্ষাকালে নদীর জলে মগ্ন হইত। সাত আট বৎসর হইল একবার নদীর জল উঠিয়া নগরের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করে। তাহাতে লোকের বিস্তর ক্ষতি ও কষ্ট হয়। পুনর্ব্বার এরূপ অনিষ্টাপাত না হয় এ নিমিত্ত এখন জল স্রোত হইতে কিছু দূরে বিস্তীর্ণ বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বাঁধের অপর পারেও পশুপালক ও দরিদ্র কৃষিজীবীদিগের গৃহ ও বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ অবধি গঙ্গার জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে বাঁধের নিকট পর্য্যন্ত জল আসিয়াছে। এখন গঙ্গার শোভা চমৎকার! পরিসর দুই ক্রোশেরও বোধ হয় অধিক। কুটীর প্রভৃতি যে খানে যাহা ছিল, গঙ্গার গর্ভসাৎ হইয়াছে, কেবল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল বিস্তীর্ণ জল রাশির উপর শাখা বিস্তার করিয়া সন্তরণ দিতেছে।

২। বর্ত্তমান এলাহাবাদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ক্রোশ, বিস্তারেও তিন ক্রোশ বা তদধিক। কিন্তু বলিতে গেলে এলাহাবাদ একটি নগরের নাম না বলিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের নামই বলা উচিত। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অনাতনিকট [illegible]স্থিত ক্ষুদ্র পল্লী লইয়া এলাহাবাদ নগর। মধ্যের ভূমি সকল কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। পল্লী সকলের মধ্যে দুই একটি সমৃদ্ধ বটে, কিন্তু সাধারণে বিলক্ষণ দরিদ্র। এই নিমিত্ত ঐ নগরের আর একটি নাম ফকিরাবাদ!!

৩। এখানকার লোক সংখ্যা অধিক নহে। কাশীর এক তৃতীয়াংশ লোকও এখানে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন আগ্রা হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনা হয় তখন কর্ত্তৃপক্ষেরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া কেন যে এলাহাবাদকে মনোনীত করিলেন তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন দুইটি বৃহৎ নদীর সঙ্গম স্থলে স্থাপিত বলিয়া এখানে বাণিজ্যের সুবিধা বিলক্ষণ আছে। সেই নিমিত্তই কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হয়। কিন্তু এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে নৌপথ বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। কাশীতে যেরূপ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এখানে তাহার কিছু মাত্র নাই। যাহা কিছু আছে তাহা রেলওয়ে সম্বন্ধে। মধ্যে কাশী হইতে লক্ষ্ণৌ এক্ষণ দিয়া রেলওয়ে হওয়াতে এ ব্যবসায়েরও অবনতির আশঙ্কা আছে। যাহা কিছু থাকিবে তাহাও এখনকার প্রস্তাবানুসারে নাগপুর হইতে কালকাতা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে একেবারে যাইবার সম্ভাবনা।

৪। আমরা কাব্য গ্রন্থে গঙ্গা ও যমুনাজলের বর্ণগত বিশেষ লইয়া সঙ্গমের যে অপূর্ব্ব শোভার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, দেখিয়া তাহার কিছুই উপলব্ধ হইল না। সঙ্গমের উপরেই পরিখা বেষ্টিত প্রকাণ্ড প্রস্তরময় দুর্গ। গঙ্গা ও যমুনা উভয় পার্শ্বে তাহার পাদ মূল ধৌত করিতেছে। প্রচণ্ড বেগে গভীর শব্দে তরঙ্গমালা প্রস্তর প্রাকারে আঘাত করিতেছে, যেন পুষ্প পরিলিপ্ত করিতেছে। সম্রাট আকবর এই দুর্গটি নির্ম্মাণ [illegible]। এখানকার প্রাচীন লোকেরা কহেন যে দুর্গের মধ্যে কয়েকটি সেনাদের ভিন্ন আর সমস্তই মুসলমানদিগের নির্ম্মিত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দুর্গের সম্মুখ ভাগটি ভবন সাহেবের উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত। গত শত বৎসরের শিক্ষা ও চেষ্টার পর ইউরোপের বিজ্ঞান বল সে দিন যাহা উদ্ভাবিত করিল মুসলমান সম্রাট

দিগের সময়ে তাহা এদেশে বিদিত ছিল, ইহা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। আমাদের বোধ হয় দুর্গের সম্মুখ ভাগটি ইংরাজ নির্ম্মিত।

৫। দুর্গের মধ্যে হিন্দুদিগের তীর্থ পাতাল পুর। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০ হাত বিস্তার ৩৬ হাত এবং গভীরতা প্রায় ১২ হাত। ৩৬০ টি প্রস্তরময় স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ রক্ষিত হইয়াছে। ৬১ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত বিস্তৃত একটি সুড়ঙ্গ দিয়া ইহার প্রবেশ দ্বার। অভ্যন্তর ভাগ নিবিড় অন্ধকারময়। সেখানে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি কতক গুলি ভগ্ন—দুইটি শিব লিঙ্গ ও একটি অক্ষয় বট আছে। একটি শিব লিঙ্গ ঈষৎ লোহিত বর্ণ ও তাহার উপর অস্ত্রাঘাত চিহ্ন আছে। প্রবাদ এই যে সম্রাট আরঙ্গজেব ঐ শিব লিঙ্গের উপর অস্ত্রাঘাত করেন। তাহাতে তখন প্রবল বেগে শোণিত ধারা নির্গত হইয়াছিল। অক্ষয় বট শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ। লোকে বলে এই সুড়ঙ্গ দিয়া গয়া ক্ষেত্রে যাওয়া যায়। এক মহাবীর ঐ সুড়ঙ্গ রক্ষা করিতেছেন। কেহ উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনি অস্ত্রে অস্ত্রে তাহার দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম "কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস" ই দীপনির্ব্বাপক সুড়ঙ্গর রক্ষিতা মহাবীর। হিন্দুরা এ পাতালপুরকে আপনাদের তীর্থ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটি বৌদ্ধদিগের একটী বিহার মাত্র। দেবমূর্ত্তি গুলির অধিকাংশই বৌদ্ধ দেব। বট বৃক্ষ মূলে বসিয়া বুদ্ধ তত্ত্ব চিন্তা করিতেন বলিয়া বটও বৌদ্ধদিগের পবিত্র বৃক্ষ ও সেই নিমিত্ত এখানেও আস্পদ লাভ করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের পরাজয় ও নির্ব্বাসনের পর হিন্দুরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার বিহার ভূমিও আপনাদের দেবাগার ও তীর্থ স্থান করিয়া লইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৬। পাতালপুরের অনতিদূরে অশোকের প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানকার লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। মুসলমান রাজাদের সময়ে এটি স্থান চ্যুত হইয়া ভূম ভাবে পতিত ছিল। কর্ণেল স্মিথ সাহেব এটিকে আনাইয়া দুর্গের মধ্য স্থলে স্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভের উপর অনেক গুলি নাগরাক্ষর ক্ষোদিত আছে।

৭। কয়েক দিবস হইল এখানে উকিল হনুমান প্রসাদের বাটীতে কসেট মেমোরিয়েলের নিমিত্ত এক সভা হয়। নগরের কয়েকটী সর্ব্ব প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনে পাঠান স্থির হইয়াছে। অর্থ সংগৃহীত হই তেছে

৮। লক্ষ্ণৌতে সামরিক উদযোগ হইতেছে শুনিয়া এখানকার লোকের আশঙ্কা হইয়াছে শীঘ্রই নেপালের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইবে। ইংলিসম্যানের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতাও এটি লিখিয়াছিলেন। কি ঘটনা হইবে বলা যায় না।

এলাহাবাদ
১৫ ই সেপ্টেম্বর } শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৮ ই সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩০	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২০	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২৯	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২২	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২৫	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২৯	
ভাতার পাড়া	২৯	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	২০	
তথা হইতে কট ১ নং	৩২	৬
তথা হইতে বোলমারি	২৫	
তথা হইতে আলিকদহ	২৬	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২৭	
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২১ এ সেপ্টেম্বর বহরমপুরগঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ইঞ্চ
১১

বহরমপুর
২১ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭৪ } টি, বেটি সি ই, প্রতিনিধি এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমনাথ দত্ত—মজীলপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর ৫৷৷০
" " চিন্তামণি চৌধুরী—কাঁথি ১০
" " গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সেরপুর ১০
" " শ্যামচাঁদ পাল—দারজিলিঙ ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ।　　　　৪৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম সাম্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮১। ২০ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ৫ ই অক্টোবর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং সাম্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার নিকট রক্ত আমাশয় রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ একটী আবিষ্কৃত হইয়া আছে। তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অল্প বা দীর্ঘ কালের পীড়া ও রক্তযুক্ত হইলে এক যোড়া সেবন করিলে নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে। পীড়িতগণ আপন আপন বয়সের সহিত রোগের বিবরণ বিশেষরূপ লিখিয়া মাত্র /০ এক আনা ডাকমাসুল সহ আমার নিকট পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্রসহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবেন।

বৈদ্যপুর পোষ্টাফিস ভায়া বৈঁচি ৮ ই সেপ্টেম্বর। ৭৪ — শ্রীকৃষ্ণধন নন্দী চৌধুরী থানা কালনা জেলা বৰ্দ্ধমান।

সটীক দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছে শেষে অনুবাদও আছে। মূল্য ৪ টাকা, কমিসন ২৫ টাকার হিঃ। পটোলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাকৃত যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বসাট।

—০:০—

কোদালিয়া বঙ্গ-বিদ্যালয়।

কোদালিয়া ও চাঙ্গড়িপোতার সুকুমার মতি বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ পূর্ব্বে পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার বিলোপ হওয়াতে অত্রত্য শিশুদিগের শিক্ষার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে। এই অভাব পূরণার্থ গত ১০ ই আগষ্ট হইতে ৺ নীলকমল বসু মহাশয়ের বাটীতে এই নূতন বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ টী বালক সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহাদিগের অধ্যাপনার্থ তিন জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রদিগের সুচারুরূপ শিক্ষার নিয়মাদি অবলম্বিত হইয়াছে এবং যাহাতে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। এই বিদ্যালয়ে ত্বরায় যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যায়, তজ্জন্যও প্রার্থনা করা যাইবে। এক্ষণে দেশবাসী সর্ব্ব সাধারণের নিকট সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা স্ব স্ব শিশুগণকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ ও ইহার উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্যদান পূর্ব্বক বিদ্যালয়টীকে চিরস্থায়ী ও আমাদিগের শুভাভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

বালকগণের বেতনের নিয়ম।

১ ম ও ২ য় শ্রেণী	৷৷০ আনা
৩ য় ও ৪ র্থ	।৶ "
অন্যান্য	।০ "

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয় ১৪ ই আশ্বিন ১২৮১ সাল — শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।

—০:০—

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিবেদিতেছি হরিশযন্ত্র নামে যে একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল, সম্প্রতি কোন কারণ বশতঃ তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব আমি ৺ কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের (হরিশযন্ত্র) নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র শারদীয় পূজার পর স্থাপন করিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মাদৃশ দীনহীন জনের দ্বারা এই কার্য্যটী সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, অতএব দেশ বিদেশস্থ কার্য্যপ্রিয় বদান্য, বিদ্যোৎসাহী মহোদয় জনগণ সমীপে আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি বদান্য বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ আমার এই সদনুষ্ঠানে একজন লুপ্তপ্রায় কবির নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয়কীর্ত্তি প্রচারে পরাঙ্মুখ হইবেন না, এই হতভাগ্য জনও ভগ্নাশ হইবে না

পরন্তু এস্থলে ইহাও নিবেদ্য যে সকল মহোদয়গণের নিকট পুস্তক, ও মুদ্রাঙ্কণ এবং মিত্র প্রকাশ পত্রিকার মূল্য প্রাপ্য আছে তাঁহারা এ সময়ে প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিবেন। কিন্তু দিব বলিয়া যেন উপেক্ষা না করেন ইহা আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীকালিদাস মিত্র।
ঢাকা পাবুর বাজার

—০০—

প্রায় ৮।১০ বৎসর হইল যিনি আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার সাবিন্ বিজনী নগরে গিয়া রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমুদ নারায়ণ ভুপ বাহাদুরকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহার নাম ধাম অজ্ঞাত থাকায় এই জ্ঞাপন পত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, তিনি কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১২৩ নং বাটীতে আসিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

—০০—

কাকিনীয়ার বার্ষিক মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন

করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ২৫ শে তারিখ হইতে কাকিনীয়ার রাজবাটীর বার্ষিক মেলা আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সওদাগর, কাঁসারী, ও অন্যান্য যাবতীয় দোকানদারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। ক্রেতা বিক্রেতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বিধান করা যাইবেক। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ভার শাক এবং মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে কাকিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা উচিত মুল্যে ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে মেলার আরম্ভ দিবসের পুর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদারদিগের যাহাতে কোন অংশে ক্ষতি না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

১২৮১ সাল ১লা আশ্বিন } শ্রীনন্দকুমার নিয়োগী হেডমুন্সী কাকিনীয়া রাকব টী।

—০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মুল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।৹	/৹
১ ম ভাগ নীতিসার	৶৹	/৹
২ য় ভাগ নীতিসার	৶৹	/৹

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /৹ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মুল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, অর্দ্ধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

—

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, জি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মুল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

—০—

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ৸৹ আনা ডাক মাসুল /৹ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—

মৎপ্রণীত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মুল্য ৸৹ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

—০:০:০—

ইংরাজী জুতা।

দুর্গা পুজার সময় ব্যবহার জন্য অতিশয় সস্তা।

ক্যাশ এণ্ড কোং
১২৬ ও ১২৭ রাধাবাজার।

—

সুশ্রুত॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মুল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶৹ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মুল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নুতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ৸৹ ডাকমাসুল ।৶৹। যাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ॥৶। প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ।

২০ এ আশ্বিন সোমবার।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে যেরূপ আকাশের ভাব হইয়াছিল, তাহাতে আমাদিগের এই আতঙ্ক উপস্থিত হয়, বুঝি এবারেও আমাদিগের এ অঞ্চলে শস্য না হয়। কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বরুণ-

দেব যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছেন, এখন যদি পবনদেব প্রতিকূল না হন, অনুমান হয় আমাদিগের এ অঞ্চলে অর্দ্ধ শস্য জন্মিবে। আমরা অর্দ্ধ শস্য জন্মিবে অনুমান করিতেছি তাহার কারণ এই, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস চাষের মুখ্য সময়। ঐ দুই মাস অনাবৃষ্টিতে অতিবাহিত হয়। অসময়ে রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ধান গাছের সমুচিত বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। গাছগুলি সম্যক্‌ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ না হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ অনেক ভূমি পতিত আছে। রৌদ্রে বীজ মরিয়া যাওয়াতে তত্তৎ ভূমিতে রোপণকার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, জগদীশ্বরের কৃপায় যদি অর্দ্ধমিত শস্য জন্মে, তাহা হইলেও দেশ রক্ষা হয়।

বাঙ্গালাদেশের একটী উপদেশ লাভ।

সকলে বলেন, মান্দ্রাজ বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে বোম্বাই ও বাঙ্গলা দেশের অনেক নীচে পড়িয়া আছে, কিন্তু তত্রত্য দুই জন হিন্দু যুবকের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতেছে, মান্দ্রাজ অতঃপর কেবল যে বাঙ্গালাদেশের উপরে উঠিতে চলিল এরূপ নয়, মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালাদেশের একটী উপদেশ লাভ হইল। মান্দ্রাজের দুইজন হিন্দু যুবক কিরূপে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় দেখিবার ও শিখিবার নিমিত্ত মাঞ্চেষ্টরে গমন করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালা দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছি, কৈ আমাদিগের ত এমন মনে হইতেছে না। এখানকার যুবকেরা এতদ্দেশসুলভ আলস্য দোষে প্রায় লিপ্ত হইয়া থাকেন। অলসের যে কাজ তাহাতেই অনুরক্ত হন। যাহাতে দৃঢ়তর শ্রম উৎসাহ অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতাদির প্রয়োজন, সে দিকে বড় যান না। কেহ নূতন ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া গেলেন। কেহ কেরাণিগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। যিনি বড় উৎসাহ ও অধ্যবসায় শক্তির পরিচয় দিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতে প্রায় কাহাকে উন্মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা নূতন ধর্ম্ম প্রচার ও নূতন গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া বুদ্ধি বৃত্তির চালনা করিতে হয়, তাহাতে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, পাঠকগণ কি এই মনে করিতেছেন? এরূপ মনে করিবেন না। সংগ্রহ কার্য্যে যে ক্লেশ হয় তাঁহাদিগের সেই ক্লেশ জন্মে মাত্র। জগতে নানা ধর্ম্ম আছে। সকল ধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিলেই একটী নূতন ধর্ম্ম হইয়া গেল। গ্রন্থেরও অভাব নাই। নৈপুণ্য সহকারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেই অনায়াসে গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। কেরাণিগিরি অথবা তৎ সদৃশ কর্ম্মের ত কথাই নাই।

বাঙ্গালা দেশের কৃতবিদ্য যুবকেরা এইরূপ আলস্যে কালক্ষেপ না করিয়া যদি মান্দ্রাজের উল্লিখিত যুবকদ্বয়ের প্রদর্শিত পথের পথিক হন, বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষা করিয়া তত্তৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হন, আপনারা সুখিত হইতে পারেন, দেশকেও সুখী করিয়া তুলিতে পারেন।

বাজে ইউরোপীদল ও গবর্ণমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টরাজপুরুষেরা ইউরোপীয়দল সম্বন্ধে এত দিন যে রাজনীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগকে দূর হইতে দর্শন করিয়া তাহাদিগের গুণদোষ বিচার করিতেন। তাহাদিগের অন্তরের কথা এত দিন ইহাঁরা জানিতেন না। কতকগুলি সচ্চরিত্র ইউরোপীয়কে দেখিয়া ইহাঁদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, ইউরোপীয়মাত্রেই ভদ্র লোক। তাঁহারা এদেশের মঙ্গলার্থই এদেশে আসিয়াছেন। এখন এদেশীয়েরা যত তাহাদিগের অন্তরের কথা জানিতেছেন, তত ইউরোপীয় বলিয়া সাধারণের যে ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। এখন অনেক ইউরোপীয় ধর্ম্মের অবতার না হইয়া পাপের অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। দিন দিন যত নীলকর চা-কর কাফিকর প্রভৃতি বাজে ইউরোপীয়দিগের দলবৃদ্ধি হইতেছে ততই উহাদিগের পাপাশয়তার পরিচয় হইতেছে।

পক্ষান্তরে প্রধান রাজপুরুষদিগের অনেকের এই সংস্কার ছিল, ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মনীতিজ্ঞান প্রবল। উহাদিগের কখন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না। উহারা কখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে না। তবে যে মধ্যে মধ্যে এদেশীয়দিগের সহিত গোলযোগ হয়, সে ইউরোপীয়দিগের দোষে নয়, এদেশীয়দিগের দোষে ঘটিয়া থাকে। এদেশীয়েরা অসভ্য। ইহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। তাহাতেই ইহারা ইউরোপীয়দিগের সহিত অকারণ বিরোধ করে। কোন কোন প্রধান রাজপুরুষ মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের বিদ্যা বুদ্ধি জানিতেন, কিন্তু এই ভাবিয়া তাহাদিগের দোষ দেখিয়াও দেখিতেন না, যদি ইউরোপীয়দিগের দোষ প্রকাশ হয়, যাবতীয় ইউরোপীয়ের

প্রতি এদেশীয়দিগের অশ্রদ্ধা জন্মিবে। তাহা হইলে মফস্বলে ইউরোপীয়দিগের বাস করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এই রূপ নানা কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দলের প্রতি বরাবর সুহৃদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে রাজনীতি অপরিবর্ত্তিত রাখা বিধেয় হইতেছে না। তবে মধ্যে মধ্যে উক্ত ভাব পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু তাহা জলের রেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয় মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট উঁহাদিগের প্রতি শত্রুভাব প্রদর্শন করুন, আমরা এ পরামর্শ দিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট জাতি ও বর্ণ এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া ভেদ না করিয়া সমভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন করেন, এই আমাদিগের পরামর্শ।

আমরা যে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, তাহার কয়েকটা কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, আমরা মনে করিয়াছিলাম, নীলকর মিয়াসের দণ্ডে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের লজ্জা হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। বরং বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। আমরা শুনিলাম মিয়াস কারামুক্ত হইলে মিয়াসের বান্ধবগণ তাহাকে মহাসমারোহে একটা ভোজ দিবেন!! মিয়াসের বান্ধবগণের এত উল্লাস কেন? মিয়াস কি ওয়াটরলুর যুদ্ধ জয় করিয়া আইলেন? রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়দিগের মফস্বলে বিচার না হয় এই চেষ্টা জন্মিয়াছে। এই চেষ্টা সফল হইলে উঁহাদিগের একাদশ বৃহস্পতি হয়। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিবেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না। অভিযোগ হইল, প্রমাণ হইল না বলিয়া জুরেরা মুক্ত করিয়া দিলেন। যে স্থানে এমন সুবিধা, সেখানে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা মফস্বলে তাহাদিগের অপরাধের বিচার না হয়, এ চেষ্টা না করিবেন কেন?

দ্বিতীয় কারণ, আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতেছি, চা-প্রধান প্রদেশে হত্যাকাণ্ড হইতেছে, কিন্তু জুরির বিচারে অপরাধী অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতেছে। সেদিন একটা হত্যাকাণ্ড অমনি অমনি গেল। কে হত্যা করিল স্থির হইল না। আবার ঐরূপ একটী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। জুরির বিচারে যে অপরাধীর দণ্ড হইবে, এ সম্ভাবনা অল্প। আমরা গতবারে লিখিয়াছি কুলিরা পশুর তুল্য অতি নির্ব্বোধ। তাহারা যে বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কিয়দ্দিন পরে বন্ধু বান্ধবের নিকটেও তাহার আমূল বৃত্তান্ত অবিকল বলিতে পারে না। তাহাদিগের পূর্ব্বাপর সংগতি জ্ঞান নাই, কালজ্ঞান ও দূরত্বের জ্ঞান নাই। সেই কুলি সাক্ষী যে হাইকোর্টের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে বারিষ্টরদিগের জটিল ও কুটিল প্রশ্নের আনুপূর্ব্বিক উত্তর দান করিবে, তাহা কি সম্ভাবিত হয়? হাইকোর্টে তত লোকের মধ্যে সাক্ষ্য দিতে গেলে অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তিরও শরীর কাঁপিয়া উঠে। কুলিরা কোথায় আছে। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে মফস্বলে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা কি? জুরির বিচারের নিয়ম থাকিলে গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল প্রজাদিগকে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের হস্ত হইতে কোন ক্রমে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃগণ।

আমরা শুনিতে পাই, ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃগণ পরস্পরপরাধীন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণরেরা গবর্ণর জেনরলের এবং গবর্ণর জেনরল ষ্টেটসেক্রেটারির অধীন। অনেকে মধ্যে মধ্যে গবর্ণর জেনরলের স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাবও করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্য দেখিয়া ইহাঁদেগের কোন প্রকার পরাধীনতা আছে এরূপ ত বোধ হয় না। যাঁহার যেমন স্বভাব যেরূপ রুচি যে প্রকার প্রবৃত্তি, তিনি সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। উপরে কেহ নিবারণ কর্ত্তা অথবা উপদেশদাতা আছেন, এরূপ অনুমান হয় না। যাঁহার পরোপকার করা স্বভাব ও প্রজার কল্যাণ সাধনে রুচি, তিনি প্রজার মঙ্গলার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার ক্লেশ স্বীকার ও পরিশ্রমের অবধি নাই। আবার যাঁহার প্রজার মঙ্গলকার্য্যে অরুচি আমোদ প্রমোদেই রুচি, তিনি তদনুরূপ আচরণ করিতেছেন। ফলতঃ সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছার অনুসারে কার্য্য করিতেছেন বলিবার কেহ উপরে আছেন, কার্য্য দেখিয়া ত এমন বোধ হয় না।

আমরা শাসনকর্ত্তৃগণের দেশভ্রমণ ব্যাপারটীকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ লার্ড মেও, লার্ড নর্থব্রুক, লার্ড হবার্ট ও সর রিচার্ড টেম্পলের ভ্রমণকাণ্ডটী দর্শন করুন। লার্ড মেওর ক্ষণকাল বিশ্রাম ছিল না, লার্ড হবার্টেরও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ইহাঁদিগের ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? ভ্রমণে কি বা ফল হইয়াছে, পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। লার্ড মেওর অধিকাংশ সময় ভোজে ও মৃগয়ায় ব্যপনীত হইত এবং লার্ড হবার্টের সময় দেশ ভ্রমণের আমোদে ও ভোজে পর্য্যবসিত হইতেছে। লার্ডমেও প্রজার উপকার চিন্তার বড় সময় পাইতেন না। লার্ড হবার্টের সে চিন্তার অবসর ও সে মন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রজার উপকারের মধ্যে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদিগের শোণিত শোষণ করিয়া যে কর গৃহীত হইতেছে, তাহা

লাডদিগের প্রমোদ সুখভোগের ব্যয়ে বিনিয়োজিত হইয়াছে ও হইতেছে। অপর লাভ এই, সংগৃহীত করের এইরূপ অপব্যয় হইয়া অকুলান হওয়াতে নূতন করের আয়োজন করিতে হয়।

পক্ষান্তরে সর রিচার্ড টেম্পল যেন নাটাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। লাড নর্থব্রুকও ভ্রমণ কার্য্যে উদাসীন নহেন। কিন্তু লাড মেও ও লাড এবার্টের ন্যায় ইহাঁদিগের ভ্রমণের উদ্দেশ্য নয়। ইহাঁদিগের প্রজাবাৎসল্য ও প্রজার হিতসাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে, ফলও তদনুরূপ হইতেছে। ইহাঁরা কাজ-ছাড়া একক্ষণও থাকেন না, কাজছাড়া এক পাও ফেলেন না। ইহাঁদিগের ভ্রমণের অন্য ফলের কথা দূরে থাকুক, প্রজার রাজভক্তি যে দিন দিন দৃঢ় বদ্ধমূল হইতেছে, সে বিষয়ে বিসম্বাদ নাই।

পাঠকগণ দেখুন, ভারতবর্ষের অর্থের অপব্যয়রূপ অনিষ্ট সাধনে শাসন-কর্ত্তৃগণের কেমন স্বাধীনতা আছে। তবে কি কেবল ইষ্টসাধন বিষয়ে পরাধীনতা? লেপ্টেনন্ট গবর্ণর গার্ণর ও গবর্ণর জেনরলেরা কোন মঙ্গল প্রস্তাব করিলেই কি ষ্টেটসেক্রেটারি প্রতিবাদী হন? তিনি কি উহাঁদিগের স্বৈরবিহারাদির প্রতিবাদী নন? ইহার নিবারণের কি কোন উপায় হয় না? কাহার ভ্রমণে কত ব্যয় লাগিল, কাহার ভ্রমণে কি ফললাভ হইল, মধ্যে মধ্যে ষ্টেটসেক্রেটারি যদি শাসন কর্ত্তৃগণের নিকটে তাহার ফর্দ্দ লন, তাহা হইলে কি উল্লিখিত দোষের শান্তি হয় না? শাসনকর্ত্তৃগণের যথেচ্ছাচারিতা দর্শন করিয়াই আমরা গবর্ণর জেনরলের স্বাধীনতা দান প্রস্তাবের বিরোধী হই। এখন স্বাধীনতা নাই তাহাতেই এই, স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর রচনা অতি-চমৎকার। রাজ্ঞী আছেন, তাঁহার মন্ত্রিগণ আছেন, লাডদিগের ও সাধারণ লোকের সভা আছে। সকলেই পরস্পর পরাধীন, কেহ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। এই শাসন প্রণালীতে যাঁহারা চিরশিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াই যে স্বেচ্ছাচারী হন, এটী অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মানুষের স্বভাবই দুর্জ্জয়।

লিবিন সাহেব।

রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লিবিন সাহেবের বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হন, তাঁহারা যে সকল লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একজন যে সাক্ষ্য দিয়াছে, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি বলিয়াছে "কোন এক মকদ্দমায় সেরেস্তাদার হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। এ বিষয় লিবিন সাহেবকে বলাতে তিনি বলিলেন "যদি তুমি টাকা দিতে না পার, মকদ্দমা হারিবে।" উকীলেরা যাহা বলেন, সেরেস্তাদারকে ইনি তাহা লিখিয়া লইতে দেখিয়াছেন। কোন কোন সময় কোন মকদ্দমায় কি করা কর্ত্তব্য সেরেস্তাদার লিবিন সাহেবকে বলিয়া দিয়াছেন। কখন কখন তিনি লিবিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই নিজে হুকুম জারি করিয়াছেন। উকীলদিগের বক্তৃতা কালে তিনি তাঁহাদিগকে থামিতে বলিতেন, লিবিন সাহেব সে সময় কোন কথাই বলিতেন না। এ প্রদেশে সাধারণ লোকের সংস্কার এই, উমাচরণ সেনই প্রকৃত জজ, লিবেন সাহেব তাঁহার সেরেস্তাদার মাত্র।"

কি ভয়ঙ্কর কথা। সেরেস্তাদারকে উৎকোচ না দিলে মকদ্দমায় হার হইবে, জজ স্বয়ং এই কথা বলিলেন!! এটী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সামান্য অপদার্থের কথা নয়। লিবিন সাহেব অপদার্থ হউন, তাহাতে আমাদিগের বিস্ময় জন্মিতেছে না। আমরা অহোরাত্র অসংখ্য অপদার্থ বেষ্টিত হইয়া আছি। আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় এই, এমন অপদার্থ লোক কিরূপে জজের পদ প্রাপ্ত হইলেন? পদ প্রাপ্ত হইয়াই বা কিরূপে এত দিন পদস্থ রহিলেন? লিবিন সাহেব কি অন্ধকরণ মন্ত্র জানিতেন? যিনি মফস্বলের বিচারপতিদিগের বিচারপদ্ধতি দর্শন করিতে যাইতেন, তিনি কি লিবিন সাহেবের নিকটে গিয়া অন্ধ হইয়া যাইতেন? কেবল মফস্বলের বিচারপতিদিগের কার্য্যদর্শী বিচারপতিকে নয়, যে শাসন প্রণালীর গুণে লিবিন সাহেবের সদৃশ অপদার্থ ব্যক্তিরা উচ্চপদ লাভে সমর্থ হন, তাহাকেও শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।

গবর্ণমেণ্ট লিবিন সাহেবের বিষয়ে কি করিলেন, জানিবার জন্য দেশের যাবতীয় লোক নিতান্ত উৎসুক হইয়া আছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই লিবিন সাহেবের মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে সেই ঔৎসুক্যের সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? কমিশন যে মীমাংসা করিলেন, তাহা শীঘ্র প্রচার করিয়া দিয়া দেশের লোককে ঔৎসুক্যযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিন।

সিবিল আপীল বিলের প্রতিবাদার্থ সভা।

সিবিল আপীল বিলের প্রতিবাদ করিয়া লাড নর্থব্রুকের নিকটে আবেদন করিবার অভিপ্রায়ে গত বুধবার ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক প্রধান লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনরেবল দিগম্বর মিত্র সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা

নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে আপীল রহিত হইলে যে যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহার গণনা করিয়া এক এক বক্তৃতা করেন। এই সোমপ্রকাশে বহুবার সেই সেই অনিষ্টের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব পুনরায় তদুল্লেখের প্রয়োজন হইতেছে না।

আবেদনকারিদিগের গবর্ণর জেনরল হয় মফস্বল আপীল আদালতের অবস্থার সংশোধন করুন নতুবা হাইকোর্টে আপীল করিবার অনুমতি দিন। এই প্রার্থনাটী বড় সরস হইয়াছে। আমরা গবর্ণর জেনরলের বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। যখন লিবিন সাহেব প্রভৃতি মফস্বল আপীল আদালতের বিচারপতিগণ সম্মুখে আস্ফালমান রহিয়াছেন, তখন লার্ড নর্থব্রুক এই কথা বলিতে পারিবেন না যে মফস্বল আপীল আদালতের অবস্থা উৎকৃষ্ট, বিচারপতি সকল উপযুক্ত, ঐ আদালতে বিচার হইলেই সদ্বিচারের চূড়ান্ত হইবে, হাইকোর্টে আর আপীলের প্রয়োজন নাই। অতএব আবেদন কারিদিগের আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ বিজ্ঞ লোক, যাহাতে জমীদার ও প্রজা সকলেরই অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, তিনি যে সে বিষয়ের অনুমোদন করিবেন, স্বপ্নেও আমাদিগের এরূপ মনে হয় না।

নূতন পুস্তক।

১। বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার ১৮৭৩ অব্দের সাংবৎসরিক বিবরণ। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, উক্ত বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছে। শিক্ষকগণের পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধায়কের যত্নই ইহার মূল। ১৮৭২ অব্দের ডিসেম্বরের শেষে উক্ত বিদ্যালয়ে ৪৩৩ ছাত্র ছিল। ১৮৭৩ অব্দের ডিসেম্বরের শেষে ৩৭৮ ছাত্র হয়। এ হিসাবে গত বৎসর ৫৫ জন ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর বালক দত্ত বেতন এবং গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সাহায্যে সমুদায়ে ৪৯২০॥ টাকা সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে ৪৭২৫।৶০ ব্যয় বাদে ১৯৫৴০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৫৮৮॥৶। উপরি উক্ত হিসাবে প্রত্যেক বালকের প্রতি গড়ে মাসিক ৸৶১৫ ব্যয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রতি বালকের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের ৴১০ আনা ব্যয় লাগিয়াছে। এ বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার অন্যান্য সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্যালয় অপেক্ষা অল্প ব্যয় ভার বহন করেন। এই বিদ্যালয়টীতে বালকগণের বেতন অল্প নয়। ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ইংরাজী স্কুলের বেতন যেরূপ এখানে বালকগণকে সেইরূপ বেতন দিতে হয়। তদ্ভিন্ন যে পল্লীতে বিদ্যালয়টী আছে সেই পল্লীতেই ইহার প্রতিযোগী আরও কয়েকটী স্কুল আছে। সেই সকল স্কুলের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণও এই স্কুলের বালকগণকে স্ব স্ব স্কুলে লইয়া যাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। ইহাতেও যে এই স্কুলের ছাত্র ও আয় বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাই ইহার শ্রেষ্ঠতার ও উন্নতির পরিচায়ক। ১৮৭১ অব্দে উক্ত বিদ্যালয়ে কয়েকটী বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল।

প্রথম, পূর্ব্বে অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় সাহিত্যবিষয়ক পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল। গত বৎসর সে নিয়ম তুলিয়া দিয়া ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষার ন্যায় করা হইয়াছে, অর্থাৎ সাহিত্য পরীক্ষার কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যে সকল বালকের বয়স কিছু অধিক হইয়াছে এবং যাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ নিয়ম উপকারজনক হইতে পারে কিন্তু সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে এ নিয়মটী উপকারজনক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। যাহাতে বালকগণের প্রকৃত উপকার হয় তাহা তুলিয়া দিয়া যাহাতে কেবল সময় নষ্ট ও প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না, এমন সকল বিষয় প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ১৮৭২, ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ অব্দের অবৈতনিক বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল, ১৮৭২ অব্দের গদ্য রামের রাজ্যাভিষেক, পদ্য কুসুমাবলী, বাঙ্গলা ব্যাকরণ (ছন্দ ও অলঙ্কার সহিত) বাঙ্গলা রচনা, এবং ভূগোল ও অঙ্কাদি অধিক পরিমাণে ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ অব্দে প্রকৃত লিখন ও শুদ্ধ বানান, জটিল হাতের লেখা পাঠ, ব্যাকরণ কিছুই নাই, রচনা নাই, ভূগোল ও অঙ্কও অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জটিল হাতের লেখা পাঠ, এটী কাযেলী রীতি। ইহাতে বালকগণের সময় নাশ ভিন্ন অন্য কোন উপকার দেখা যায় না। যাহা হউক, উপরে বালকগণের যেরূপ পাঠের বিবরণ লিখিত হইল সে নিয়ম অব্যাহত থাকিলে বালকগণের প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে সমূহ ব্যাঘাত জন্মবে, তন্নিবন্ধন বিদ্যালয়ের অবনতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়।

দ্বিতীয়, বৃত্তি দান বিষয়ে পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম ৯ জন ৫ বৎসর কাল বিনা বেতনে কোন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইত। গত বৎসর নিয়ম করা হইয়াছে, ঐ ৯ জনের মধ্যে প্রথম চারি জন ৫ বৎসর বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে, তদ্ভিন্ন ঐ কয় বৎসর মাসিক ২॥০ টাকা নগদ বৃত্তি পাইবে। পল্লী গ্রামের বালকগণের অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে তাহাদের নগদ বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক বোধ হয়। অনেকের অবস্থা এরূপ যে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পাইলেও বাসা খরচ বা অন্যান্য কারণে তাহাদের পড়া শুনা করা ঘটিয়া উঠে না। এমন অবস্থায় তাহাদের নগদ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া উচিত বোধ হয়। কিন্তু কলিকাতার বালকদিগের মাসিক ২॥০ টাকা নগদ বৃত্তিতে তাদৃশ লাভ জ্ঞান নাই। আমা

দের বিবেচনায় ঐ টাকায় ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে বালকগণ সমধিক উৎসাহিত হইবে সন্দেহ নাই। একণে ৯ টী মাত্র ছাত্রবৃত্তি আছে, যদি ঐ টাকায় আর দুই তিনটী বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যে সকল ভাল ছাত্র ২। ৪ নম্বরের জন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা যদি ঐ বৃত্তি পায়, অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

২। নব মালিকা (১) অশোক বনে সীতা, অশ্বত্থামার বিলাপ এইরূপ কতকগুলি বিষয় পদ্যে রচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি নিতান্ত মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহাতে চিন্তা-শক্তি ও কবিত্ব শক্তির তাদৃশ বিকাশ দেখা গেল না।

৩। বরদা চরিত। অর্থাৎ বনিতা বিয়োগ বিলাপ (২) জগৎ বাবু স্বীয় সহধর্ম্মিণী বরদার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া এখানি লিখিয়াছেন। পদ্যগুলিতে জগৎ বাবুর কবিত্ব শক্তির প্রকাশ না হউক, তিনি যে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে লিখিয়াছেন এটী প্রকাশ পাইয়াছে

৪। চিত্র বিদ্যা, প্রথম ভাগ (৩)। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে চিত্র বিদ্যার যেরূপ চর্চ্চা এবং আর্য্যগণের হস্তে ইহা যেরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই, একণে সেই বিদ্যা ভারতবর্ষে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। একণে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার্থ যেমন বিদ্যালয় সকল আছে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার সেরূপ স্কুল নাই। কলিকাতায় যে একটী আর্ট স্কুল আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। যদি শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে। এখানি ইংরাজী অনভিজ্ঞ দেশীয় ছাত্রগণের প্রথম চিত্র-বিদ্যা শিক্ষার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। এরূপ প্রকৃতির পুস্তক এই নূতন দেখা গেল। কিন্তু বিদ্যালয়ে গুরূপদেশ ভিন্ন কেবল বাটীতে এখানি দেখিয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে ২০ খানি চিত্র লিখিত হইয়াছে, আমাদের চক্ষে উহা তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। যাহা দেখিয়া প্রথমে শিক্ষা করিতে হইবে তাহা উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত

(১) শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র বসু ইহার প্রণেতা। ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নাগ প্রণীত, কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া দীঘীর পূর্ব্ব হরিপালের লেন ৭ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা।

বিবিধ সংবাদ।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।

পাঠকগণের স্মরণ আছে গত বারে আমরা লিখিয়াছিলাম নেটিব হাসপাতালে কয়েকটী ঘর গঙ্গাযাত্রিদিগের জন্য রাখিবার কথা হয় কিন্তু একণে ঐ ঘরের ভাড়া লইবার কথা হইতেছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা এক সভা করিয়া ৩ তিনটী ঘর গঙ্গা যাত্রিদিগের জন্য পৃথক রাখা স্থির করিয়াছেন। উহার ভাড়া লওয়া হইবে না।

মিয়ার্স সাহেবের মকদ্দমার ব্যয় দানার্থ কতকগুলি প্রধান বণিক ও উকীল ১০ টী করিয়া মোহর চাঁদা দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে মিয়ার্স সাহেব যে দিন মুক্তি লাভ করিবেন সেই দিন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে মহাসমারোহে ভোজ দিবেন। বাজে ইউরোপীয় দলে কি এত দুই কাণ কাটা আছে?

সার পি ওডহাউস আজ্ঞা দিয়াছেন, বোম্বাইর সদর রাস্তা দিয়া কেহ শব লইয়া যাইতে পারিবে না। নেটিব ওপিনিয়ন ইহাতে বিরক্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সার পি ওডহাউস শেষে কি জীবন্তদিগকে ছাড়িয়া মরা লইয়া পড়িলেন?

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লার্ড নর্থব্রুক যে সামান্য জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত কল্য তিনি ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন।

প্লাবনবিভ্রক্রন মাক্দ্রাজ রেলওয়েতে নাইট ট্রেণ বন্ধ হইয়াছিল, একণে খোলা হইয়াছে।

আগামী নবেম্বর মাসে বত্তিসারে যে অশ্ব-মেলা হইবে, তাহাতে পুরস্কার দানার্থ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ২ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবাদি লইয়া এইরূপ একটী অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক।

কেবল ডিবেন্স সাহেব হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এমন নয়, আসামের আর একটী হত্যাকাণ্ড বিচারার্থ শীঘ্রই হাইকোর্টে আসিতেছে। এস্থলে একজন চা-কর পদাঘাত দ্বারা একজন চৌকীদারকে হত্যা করেন। ডিবেন্স সাহেবের মকদ্দমার বিচার যেরূপ হইয়াছে, এটীও সেরূপ হইবে কি না বলা যায় না, কিন্তু দুই চারিটী এরূপ বিচার হইলে চা-করেরাই আবার পূর্ব্বকার নীলকর হইয়া উঠিবেন।

১৮৭৩-৭৪ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সাধারণ হিত কর কার্য্যে ২২৯১৭৫ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

মাদ্রাজ মেইল বলেন, ভিজিগাপটমের একজন দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। যাহাদের আদৌ ধর্ম্ম ভাব নাই, কথায় কথায় তাহাদিগের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বিচিত্র নয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বরদার মৃত খন্দেরাওয়ের স্ত্রী রাণী যমুনা বাই মলহর রাওয়ের নামে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন যে মলহর রাও তাঁহার সমুদায় অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য যে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, গুইকুমারকে প্রতিবর্ষে রাণীকে ৩৬ হাজার টাকা দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একণে তত্রত্য রেসিডেণ্টকে আজ্ঞা দিয়াছেন, এই বৃত্তি ভিন্ন রাণীর অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রেসিডেণ্ট এই আজ্ঞাটী মলহর রাওয়ের গোচর করিয়াছেন। মলহর রাও নিজ দোষেই গবর্ণমে-

ন্টের নিকট একজন সামান্য প্রজার ন্যায় অপমানিত হইতেছেন।

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতার উপনগরে ৯৩২ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৬৭ এবং জ্বরে ৪০২ জনের মৃত্যু হইয়াছে;

২৯ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪১৪৮৩০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ৩৯৩৫৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ২১২৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ১৮১৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৮৯৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ৭৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, সেদিন গুইকুমারের একটী স্বর্ণময় কামান বরদার রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গুইকুমার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ইহাকে পূজা করিয়া কামান খানার অধ্যক্ষকে সম্মুখে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাকে একটী শিরস্ত্রাণ উপহার দেন। কামানটী খাটি সোণার। চুঙিটী ইস্পাতের এবং চাকা প্রভৃতি রূপার। গুইকুমারের এইরূপ দুটী কামান আছে। ইহাতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সোণা ও ৭ লক্ষ টাকার রূপা আছে। গুইকুমার যদি চাসা হইতেন, সোণার কাস্তে গড়াইতেন সন্দেহ নাই।

ইডেন সাহেব ব্রিটিশ ব্রহ্মের লোকদিগের উন্নতি সাধন জন্য দেশীয় ভাষায় এডুকেশন গেজেট নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচারের আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইবে। এখানি ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় হইবে বটে, কিন্তু ইংরাজী অক্ষরে হইবে। ইহাতে টেলিগ্রাম সংবাদ প্রস্তাব ও প্রেরিত পত্রাদি থাকিবে। এদেশের লোকের হিত সাধন বিষয়ে ইডেন সাহেবের সবিশেষ যত্ন আছে।

উড্রুক সাহেব আবার কলিকাতায় আসিতেছেন। ইহাঁর ইচ্ছা ছিল আর এদেশে আসিবেন না, প্রিবি কাউন্সিলে কার্য্য করিবেন। কিন্তু এখানকার আদালতের ন্যায় প্রিবিকাউন্সিলেও উকীল বারিষ্টারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে হইতেছে।

জগতে যত বড় লোক দেখা যায় তাঁহাদের অধিকাংশই প্রায় অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রমে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়টে অনেকগুলি বড লোকের পূর্ব্ব পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কলম্বস একজন তন্তুবায় ছিলেন, পঞ্চম সেক্সটস হাঁস চরাইতেন, ফার্গুসন, বরণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ মেষপালক ছিলেন, হোমর ভিক্ষুক, ইশপ ক্রীত দাস, বার্জ্জিল রুটিওয়ালার পুত্র, পোপ এক বণিক পুত্র ছিলেন। এইরূপ আরো অনেকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কেশব বাবুর কল্যাণে আমরা ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি এক পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্র দেখিলাম। সম্প্রতি "প্রতি ধ্বনি" নামে আর একখানি এক পয়সার সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে। "প্রতিধ্বনি" ক্ষণস্থায়ী, এ প্রতিধ্বনির অবস্থা সেরূপ না হয় আমাদের ইচ্ছা।

বোম্বাই গেজেট অধ্যাপক ফসেট সাহেবের আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তির একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেদিন ব্রাইটনে ফসেট সাহেবের এক বক্তৃতা হয়। তিনি কি বক্তৃতা করিবেন তাহা সংবাদ পত্রে রিপোর্ট করিবার জন্য এক ব্যক্তি ব্রাইটনে গমন করেন। বক্তৃতার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি ফসেট সাহেবের নিকট গিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিবেন তাহার স্থূল স্থূল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ফসেট শুদ্ধমাত্র তাৎপর্য্যটী না বলিয়া যাহা তাঁহার বক্তব্য ঐ ব্যক্তির নিকট আমূলতঃ তাহা বলিলেন। রিপোর্টার সমুদায় লিখিয়া লইলেন। কয়েক দিন পরে যখন তিনি বক্তৃতা করিলেন, তখন সেই লেখার সহিত মিলাইয়া দেখা হইল, কেবল একস্থানে একটী শব্দের পরিবর্ত্তে সেই অর্থসূচক আর একটী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে মাত্র।

পবলিক ওয়ার্কের জন্য গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত মেম্বর নিয়োগ স্থির হইয়া গিয়াছে। তবে আবশ্যক বোধ করিলে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা কমাইতে পারিবেন।

১৪ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

গত রবিবার সার রিচার্ড টেম্পলকে কলিকাতায় দেখা গিয়াছিল, গত কল্য তিনি আবার সাহেবগঞ্জে যাত্রা করিয়াছেন। টেম্পল সাহেব এক দণ্ড স্থির থাকেন না।

গিধোড় হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, গুইকুমারের গায়ক অধ্যাপক মাউলাবক্স বরদার গিধোড় রাজবাটী হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে ইহার তুল্য কিম্বা ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক কেহ নাই। ইনি সঙ্গীত বিষয়ে যেমন পটু, সেতার, বীন, জলতরঙ্গ যন্ত্রাদি বাদন পক্ষেও তেমনি সক্ষম। ইউরোপীয় যন্ত্রাদি বাদন বিষয়েও ইহার বিলক্ষণ পটুতা আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে ইনি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কর্ণাট দেশে ইহার জন্ম। কলিকাতাস্থ হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের সহিত মিলিয়া সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই তাহার কলিকাতায় আসিবার কারণ।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের বোখারাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বোখারার আমীর তাহার পুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রুশীয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের পিতা পুত্রে যেমন সদ্ভাব এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সহকারী কমিশনর ও অন্যান্য নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগের পরীক্ষার জন্য আসামে একটী কমিটী হইয়াছে।

২২ এ সেপ্টেম্বর হঙকঙ্ এবং মেকেওতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি জাহাজ মারা গিয়াছে, কতকগুলি জাহাজ কোথায় গিয়া পড়িয়াছে সন্ধান হইতেছে না। বিস্তর টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। প্রায় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, শনিবার অবধি হঠাৎ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লুপ লাইনের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। বন্যাবেগে পুল প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া প্রায় ২০ ক্রোশ রাস্তা অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। একণে কডলাইন দিয়া লক্ষ্মীসরাই হইয়া মাল ও আরোহী সকল তিন পাহাড় রাজমহল প্রভৃতি ষ্টেসনে যাইতেছে। কয়েক দিবসের জন্য নলহাটী মুরার রাজগাঁ পাকোড় বাজাপুর এবং বাহোরাতে মাল ও আরোহী লইয়া যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

সার রিচার্ড টেম্পল সাহেবগঞ্জে দুর্ভিক্ষ কর্ম্মচারিদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া রিবেলগঞ্জে গমন করিবেন, সারণ হইতে কারাগোলা আসিবেন এবং ১০ ই অক্টোবর তথা হইতে দারজিলিঙ যাত্রা করিবেন। তিন সপ্তাহ কাল দারজিলিঙে থাকিয়া জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার হইয়া নবেম্বরের ১০। ১৫ ই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। পরে বালেশ্বর কটক এবং পুরী পরিদর্শনার্থ গমন করিবেন। অবশেষে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সেসিয়ন আরম্ভ করিবার জন্য ডিসেম্বরের প্রথমে পুনরায় কলিকাতায় আসিবেন।

গত বৃহস্পতিবার বোম্বাইয়ে পোর্ট কেনিঙ কোম্পানির এক অধিবেশন হয়। সভাপতির ১৮৭৪ অব্দের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর চাউলের কারবারে কোম্পানির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অংশিদারগণ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পোর্ট কানিঙ কোম্পানি বহুকাল ধরিয়া বহুব্যয় ও যত্ন করিয়া চাউলের কল করিলেন; কিন্তু কেবল এক চুরি, কার্য্যের বিশৃঙ্খলা এবং কোম্পানির ক্ষতি বৃদ্ধি বিষয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিশ্চেষ্টতাতে তাহাদের এই ক্ষতি হইল। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি চাউলের কলে প্রথম প্রথম যে তুষ বাহির হইত, তাহার অর্দ্ধেক চাউল অর্দ্ধেক তুষ কিন্তু পাছে কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিয়া বিরক্ত হন, এই জন্য সেই তুষ সমুদায় খালে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আমরা একজন বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিয়াছি একটী গুদামে হাজার বস্তা চাউল ছিল, গুদামের ছাদটী এক স্থানে ফুটা হইয়া চাউল ভিজিয়া যায়, কেহ তাহার তত্ত্ব লয় না, অনেক দিন পরে একজন সাহেব কর্ম্মচারী গুদামে গিয়া দেখেন চাউল পচিয়া গিয়াছে। তখন সে চাউলের অবস্থা যেরূপ তাহাতে কিছু অল্প মূল্যে তাহা অনায়াসে বিক্রয় করা যাইতে পারে কিন্তু পাছে তাহারা তত্ত্বাবধান করেন না বলিয়া কোম্পানি তাহাদিগকে দোষী করেন এই ভয়ে তিনি সমুদায় চাউল খালে ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দেন, এবং নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগকে বলিয়া দেন এবিষয় কেহ প্রচার করিলে তাহার কর্ম্ম যাইবে। সুতরাং তাহারাও কেহ প্রকাশ করে না। যাহাদের কার্য্যের গতি এইরূপ তাহাদের ব্যবসায় করিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? কোম্পানি যদি চুরির নিবারণ ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন লাভবান হইতে পারিবেন। চাউলের কলই রাখুন আর উহা তুলিয়া দিয়া পাটের কলই করুন আমরা যাহা কহিলাম তাহা না করিলে কোন কালেও লাভ করিতে পারিবেন না।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, সম্প্রতি কাছাড়ে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে চার অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে।

১৫ ই আশ্বিন বুধবার।

সম্প্রতি লাহোরের ডেপুটী কমিশনর এই এক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, একজন মাজিষ্ট্রেট আর এক বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পরেন কি না? মীমাংসার্থ পঞ্জাবের হাইকোর্টে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

অমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত সোমবার সন্ধ্যাকালে অনাইর বাবু যোগীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরায় ঘোড়া হইতে পড়িয়া এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন যে অনতিপরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৯ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৩ জনের মৃত্যু হয়। উহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৫ জনের ওলাউঠায় ৮৭ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত রবিবার বৈকালে মিউনিসিপাল হত্যালয়ের উত্তরে এক চালের উপর প্রায় ১০ হাত দীর্ঘ এবং একটী বৃহৎ বাঁশের ন্যায় স্থূল একটী সর্প দেখা যায়। হত্যালয়ের অধ্যক্ষ গুলি করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলেন।

সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতে এই একটী প্রশ্ন উত্থিত হয়, কোন ডাক্তার তাহার দর্শনী টাকার জন্য নালীশ করিতে পারেন কি না? একজন দেশীয় ডাক্তার ১০ বারের দর্শনী ২০ টাকার জন্য এক ব্যক্তির নামে নালীশ করেন। কণ্ট্রাক্ট আইনের ৭০ ধারানুসারে ডাক্তার ২০ টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন।

কাম্বেল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি প্রজাদের বড় অনুকূল ছিল না। এদেশীয়েরা ভালরূপ লেখা পড়া শিখেন তাঁহার মনোগত ছিল না। তিনি কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কালেজের উচ্চতম শ্রেণীগুলি তুলিয়া দিয়া উহাকে এক প্রকার হাই স্কুল করিয়া যান। সম্প্রতি ঐ উভয় স্থানের অধিবাসীরা কালেজ দুটীকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিবার জন্য টেম্পল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। টেম্পল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি অনুদার নহে। আমাদিগের মনে হইতেছে তিনি আবেদনকারিদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

একজন প্রাচীন জর্ম্মণ শৃগাল ও কুকুরের দংশনের এই ঔষধটী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন। দংশনের পরেই উক্ত ভিনিগার ও উষ্ণ জলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া পরে কয়েক বিন্দু মিউরিএটিক এসিড ক্ষত স্থানে দিলেই বিষ শূন্য হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের সেসিয়নে ১১ জন বিশেষ জুরি অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া উহাদের প্রত্যেকের ৮০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

পাটের উৎপত্তি ও ব্যবহারাদি বিষয়ে বাবু হেমচন্দ্র কর যে এক সুবিস্তৃত রিপোর্ট

লিখেন, ষ্টেটসেক্রেটারি উহা পাঠ করিয়া তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এদেশীয়দিগকে যাহাতে দাও, তাহাতেই ইহারা কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন, এটী তাহার অন্যতর উদাহরণ।

মেক্সিকোতে এক প্রকার ভয়ানক শিরঃ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। উহার দ্বারা আক্রমণের এক ঘণ্টা পরে রোগীর মৃত্যু হয়।

মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্মরণার্থ কোন রূপ চিহ্ন স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ইহার মধ্যে ৬ ছয় হাজার টাকা উঠিয়াছে।

সাপ্তাহিক রিপোর্ট বিতরণ বন্ধ করাতে যে অনিষ্ট হইয়াছে, ন্যাশনাল পেপর তৎপূরণে যত্নবান হইয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ অবধি উক্ত পত্রে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। এটী ন্যাশনাল পেপরে না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে করিলে সম্পাদক ইহা হইতে লাভবান হইতে পারেন।

পারিসের স্ত্রীগণের ন্যায় বিলাসিনী ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় স্ত্রী জগতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদিগকে না করান যায় এমন কাজ নাই। কিছুদিন হইল পারিসে "একটী বিউটী ইন্সুরান্স" কোম্পানি অর্থাৎ সৌন্দর্য্য রক্ষিণী সভা হয়। সম্প্রতি একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন, সদ্যোহত পশুর শোণিত পান করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহাতে পারিসের রমণীগণ প্রতিদিন কসাইখানায় গিয়া শোণিত পান আরম্ভ করিয়াছেন।

দেশহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, সাহজাদপুরের অন্তর্গত কোন গ্রামের এক মণ্ডলের বাটীতে এক খাসি বধ করিয়া ১৪ জনে উহার মাংস বিভাগ করিয়া লয়। মণ্ডলের কন্যা আপনাদের মাংসের চর্ব্বির মধ্যে কয়েকটী মুক্তা পাইয়াছে। সাহাজাদ পুরের পুলিস সব ইনস্পেক্টর উহার কয়েকটী লইয়া বন্ধুবান্ধবগণকে দেখাইতেছেন। যখন গজমুক্তার কথা শুনা যায়, তখন অজমুক্তার অসম্ভাবনা কি?

নিউইয়র্কের শবদাহ সভা শবদাহের নিমিত্ত একটী গৃহ প্রস্তুত করিবার উদ্যোগে আছেন। গৃহের দেয়ালগুলি লৌহময় হইবে। ঐ গৃহে তাপমান যন্ত্রের ১০০০ ডিগ্রি উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা শবদাহ করা হইবে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে শব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

১৬ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, মধ্য প্রদেশের সিওনির সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ইবান্স সাহেব দুটী নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি তত্রত্য জেল সমূহের ইনস্পেক্টরকে এই কথা লিখিয়াছেন যে তিনি বহুদিন ধরিয়া দেশীয় কতকগুলি ঔষধের পরীক্ষা করিতেছেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, চাঁপা ফুলগাছের ছাল কুইনাইনের তুল্য জ্বরঘ্ন ও বলকারক। আর একটী ঔষধ পেঁপেয়ার আঠা। ইহার ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃত প্রভৃতির নিবারণ হয়। এ দুটী তাঁহার পরীক্ষাসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশে আজি কালি জ্বর ও প্লীহার যে প্রকার প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এ দুটী যদি বাস্তবিক জ্বরঘ্ন হয়, বিশেষ উপকার দর্শে সন্দেহ নাই।

ডেঙ্গু আবার ঢাকায় দেখা দিয়াছেন। বঙ্গদেশে যিনি একবার পদার্পণ করেন, সহজে ইহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

লার্ড নর্থব্রুক একবার হাজারিবাগে গমন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ছোট নাগপুরের সর্দ্দারেরা সেই খানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মান্দ্রাজের রেবরেণ্ড বর্গেস সাহেব ছোট ছোট ব্রাহ্মণ বালককে খ্রীষ্টান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেদিন আর একটী ছেলে ধরিয়া খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করাতে পুনরায় তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মিশনরি সাহেবের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে হয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষে ১১ কোটি ব্রাহ্মণ এবং ৪ কোটি মুসলমানের বাস, খ্রীষ্টানের সংখ্যা ২ লক্ষ মাত্র, এমন অবস্থায় মিশনরিরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন বোধ হয় না। তাহাদের উপর লোকের যাহা একটু শ্রদ্ধা ছিল ছেলেধরা রোগের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে তাহারও লোপ হইতেছে।

যে সকল স্ত্রী কয়েদী দুর্দ্দান্ত, তাহাদের দণ্ডের জন্য হাতকড়ি দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। অনেক স্ত্রী লোক সহজে কাজ করিতে চায় না।

১৮৬৮ অব্দে জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ফটোগ্রাফ লইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া তখন উহা পরিত্যক্ত হয়। এক্ষণে পুনরায় ঐ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে ১৮০০ টাকা ব্যয় হইতে পারে। প্রতি বর্ষে আন্দামানে পাঠাইবার জন্য আলীপুর জেলে প্রায় ৫।৬ শত কয়েদী প্রেরিত হয়।

কলিকাতা মেডিকল কালেজে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিবার যে চেষ্টা হয় তাহাতে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ছাত্রী মিলাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস হইল, ছয়জন ধাত্রীকে পরীক্ষা দানার্থ আহ্বান করা হয়। ছয় জনের মধ্যে ৩ জন উপস্থিত হয়, তাহারাও ভালরূপ পরীক্ষা দিতে পারে নাই।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, মুঙ্গীর ইউরোপীয় পোষ্টমাষ্টার বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে ধৃত হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আশুধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে, আমন ধান্যের অবস্থাও উত্তম।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, অধিবাসীরা যদি দুইলক্ষ টাকা দেন, গবর্ণমেণ্ট গাজিপুরে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শাখা করিয়া দিতে পারেন। অনেক দিন অবধি গাজিপুরবাসিরা এই চেষ্টা পাইতেছেন।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাজিহানপুরে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্য পল্লী বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। নগর মধ্যে ৫৮০০ কাঁচা এবং ৫৮২ অপেক্ষাকৃত

দৃঢ় নির্ম্মিত বাটী পড়িয়া গিয়াছে। বাটী ভাঙ্গিয়া পড়াতে ৪৮ জন হত হইয়াছে, ৮ জন জলমগ্ন ও ১০ জন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির কি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ রূপ ঝড় ঐ সকল প্রদেশে বোধ হয় কখন হয় নাই।

সেদিন বোম্বাইর অন্তর্গত টানার পাচ জনের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

পুনাতে একজন ফকীর এক নূতন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। এ ব্যক্তি এক অগ্নিকুণ্ড করিয়া তদুপরি আপনি হেট মুণ্ড হইয়া ঝুলিয়া দেহটীকে সিদ্ধ করিতেছে। দর্শকগণের নিকট এক টাকা করিয়া লওয়া হইতেছে। র মারণের শম্বুক শূদ্র কি উক্ত ফকীর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

সম্প্রতি বিহারের এক হিন্দু কৃষক ভাঙ খাইয়া উন্মত্ত হইয়া একজনকে হত্যা ও গুরুতর রূপে ১৩ জনকে আঘাত করে। ইহাদের মধ্যে চারি জনের জীবন সংশয়। অবশেষে এ ব্যক্তি স্বীয় তলবার সহিত পুলিসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। এক ভাঙের গুণ এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট গাঁজা গুলি প্রভৃতি এইরূপ অনেকগুলির উৎসাহ দিতেছেন।

বোম্বাইর হিন্দু অধিবাসীরা এ সময় মহা ধূম ধাম করিয়া গণপতি পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েক দিন ধরিয়া গণপতির পূজা হয়। জ্যোৎস্না আসিয়া গণপতির গাত্রে না লাগে এই অভিপ্রায়ে এক রাত্রি ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিবার কারণ এই, তাঁহারা বলেন, একদা গণপতি ইন্দুর চড়িয়া যাইতেছিলেন, চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। যাহার যেমন অবস্থা তদনুসারে কেহ ৫ কেহ ১০ দিন পূজা করিয়া গণপতিকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করে।

ব্রহ্মদেশেও শব দাহের চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি ব্যাটেবিয়ায় এক সভা হয়। ইহাতে অনেকেই শবদাহের পক্ষপাতী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জবাবদিহি না থাকিলে মানুষের যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি স্বভাবতই বলবতী হয়। এই কারণে ইংলণ্ডের ও এদেশের ইউরোপীয়গণের ব্যবহারগত এত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রিন্স অব ওয়েলসও যদি একজন কুলীকে একটী চপেটাঘাত করেন, তাঁহাকে তন্নিমিত্ত একজন সামান্য মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এখানে একজন সামান্য ইউরোপীয় যদি একজন সম্ভ্রান্ত দেশীয়কে হত্যা করে সে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এখানকার বিচার প্রণালী কিরূপ তাহা আর পাঠকগণকে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই, নিম্নে যে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে তদ্দ্বারা পাঠকগণ ইংলণ্ডের বিচার প্রণালীর বিষয় বুঝিতে পারিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের একজন জজ অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে সম্মুখস্থ একজন গাড়োয়ানকে চাবুক মারেন। সে বিলাতী গাড়োয়ান, সহজে ছাড়িবে কেন? সে জজের নামে সমন বাহির করিল। জজ প্রথমে ত হাজির হইবেনই না পরে হাজির হইতে হইল। কোর্টে গিয়াই তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সে পাজি গাড়োয়ান কোথায়, আমি তাহাকে কয়েদ দিব"। সে সময় অন্যান্য বিচারপতি অন্য একটী গৃহে থাকাতে তাঁহাদের ক্লার্ক বলিলেন, আপনার কথায় আমি উহাকে কয়েদ দিতে পারি না"। জজ বলিলেন, আমিও একজন বিচারপতি, তুমি আমার কথা শুনিবে না কেন? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অন্যান্য বিচারপতিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র জজ আরক্ত নয়নে বলিলেন "আমি তোমাদের একজন সমপদস্থ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার নামে সমন বাহির করিলে কেন? তাঁহারা বলিলেন, আপনি অপরাধী, আপনার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা বিচার আরম্ভ করিলেন এবং ঐ জজের ৫০ টাকা জরিমানা করিলেন। জজ বলিলেন আমি জরিমানা দিব না। বিচারপতিরা বলিলেন তাহা হইলে জেলে যাইতে হইবে। জজ কোন রূপে জরিমানা দিতে স্বীকার না করাতে তাহাকে একজন পুলিষ কনষ্টেবলের হস্তে সমর্পণ করা হয়, কোর্টের যাবতীয় লোক জজের পশ্চাতে করতালি দিতে থাকে।"

১৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।

দেশীয় রাজগণ ক্রমে গবর্ণমেণ্টের দেখা দেখি ঋণ জালে জড়িত হইতেছেন। পদ্মকোর্টের রাজার ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে।

৯ ই আগষ্ট জাপন সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এরূপ ঝড় ৩০ বৎসরের মধ্যে হয় নাই।

ফরিদপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—"এক দিবস গত হইল এ প্রদেশে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া আশু ও আমন ধান্যের অনিষ্ট করিয়াছে বৃষ্টি জলে পদ্মা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নদী পূর্ণ হইয়া শস্যক্ষেত্র একেবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রই অদ্যাপি জলে ডুবিয়া আছে। জল প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে, হ্রাস পাইতেছে না, সুতরাং ভবিষ্যতে আমন ধান্যের আশা অধিক করিতে পারা যায় না। মধ্যে চাউলের দর কিছু কমিয়াছিল কিন্তু পুনর্ব্বার চড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যে চাউলের মণ ৩।০ টাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহা ৪ টাকায়ও পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার এখানে জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। এমন গৃহ নাই যেখানে দুই একজন জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী নাই। পল্লীগ্রামে আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। একে ফরিদপুর নিম্ন প্রদেশ, তাহাতে আবার এখানকার সর্ব্বসাধারণ লোকের মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহ, বৃষ্টি জলে অনেকের গৃহ আর্দ্র ও প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ হওয়াতে জ্বররোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ পয়ঃপ্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিপানগুলি জলে পরিপূরিত, তথায় গুল্ম ও বৃক্ষপত্র পচিয়া বায়ুকে দূষিত করিতেছে। অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল বঙ্গজল বহির্গত করিয়া দিবার নিমিত্ত অধিক যত্ন করিতেছেন এবং অনেক কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এখানে একটী মাত্র ঔষধালয় ছিল না, সম্প্রতি দুইজন মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র আসিয়া একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা অল্প মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

অত্রত্য ও অন্যান্য প্রদেশস্থ ধনাঢ্য জমিদারদিগের আনুকূল্যে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যত্নে এখানে একটী নূতন জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। তাহা প্রায় শেষ হইয়াছে। লেঃ গবর্নর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব এই গৃহ দর্শনানন্তর জমিদারদিগের ঈদৃশ বদান্যতার নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুযোগ্য ও বহুদর্শী লোক। অনেক দিবস হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

এখানকার পোষ্ট আফিসে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সময় পত্র হারা যায় এবং [illegible] সময়ে পত্র পাওয়া যায় না। বোধ হয় উপর্য্যুপরি পিয়ন পরিবর্ত্তন ও তাহাদের [illegible] ইহার কারণ।

১৮ই আশ্বিন শনিবার।

আসামের যে একজন চা-কর একজন চৌকীদারকে হত্যা করে এবং যে মকদ্দমা হাইকোর্টে আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া লেখা হয়, ইংলিসম্যান বলেন, জুডিসিয়াল কমিশনর সে মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরাও ইহার অধিক কিছু আশা করি নাই। মিছামিছি নালীশ রুজু করিয়াছে বলিয়া ফরিয়াদিকে ফাটকে দেওয়া হয় নাই, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে।

পাটনায় শীঘ্র একটী সভা হইবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তথায় যাইতেছেন। ডুমরাওণের রাজা এবং পাটনা বিভাগের যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ইংলিশম্যান পিয়নিয়র প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদক আছেন, ইহাঁরা এত দূর স্বদেশীয়পক্ষপাতী ও এদেশীয় বিদ্বেষী যে, কোন ইউরোপীয় এদেশীয় কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া আদালতে গিয়া যদি মুক্তিলাভও করে, তথাপি ইহাঁরা সন্তুষ্ট হন না। ইহাদের অভিপ্রায় এই, এদেশীয়দিগকে ত ইউরোপীয়ের নামে নালীশ করিতে দেওয়াই উচিত নয়, যদিচ নালীশ করে, অপরাধী ইউরোপীয় আদালতে উপস্থিত হইবামাত্র জজ উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টিফিন ঘরে লইয়া গিয়া যদি দুই চারিটী কথা কহিয়া জল খাওয়াইয়া তাহাকে গাদিতে তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই ঠিক বিচার হয়, তাহা হইলেই ইহারা সন্তুষ্ট হন। চা-কর ষ্টিবেন্স সাহেব হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিল, হত্যাকাণ্ড মধ্য হইতে উড়িয়া গেল, পিয়নিয়র ষ্টিবেন্সের নামে নালীশ করিয়া বৃথা তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইল কেন বলিয়া মেঘগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেশীয় পুলিষ কর্ম্মচারিরা তাহার এই কষ্টের মূল, ষ্টিবেন্স সাহেবের ক্ষতি পূরণ করা কর্ত্তব্য। পিয়নিয়র বলেন, “ষ্টিবেন্স সাহেব ২১ বৎসরের যুবক মাত্র, তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, এখানে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু নাই, অতএব তিনি নির্দ্দোষ!!” এই জন্য পিয়নিয়রের এত দয়া হইয়াছে।

গত রবিবার কলিকাতার বাবু মুরলীধর সেনের বাটীতে এক সভা হয়। বিলাত প্রত্যাগত হিন্দুযুবককে পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যায় কি না, যদি করা যায়, তাহাকে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লওয়া উচিত? এই বিষয়ের মীমাংসার্থ ঐ সভার অনুষ্ঠান হয়। এ সভা করিবার কারণ এই, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু মাধব চন্দ্র সেনের পুত্র বাবু রাজকৃষ্ণ সেন সম্প্রতি বারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করাতে তাঁহার পরিবারবর্গ গোলযোগে পড়িয়াছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও কয়েকজন বৈদ্য সভাস্থলে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে তর্ক বিতর্ক হয়। শ্রাদ্ধের সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যেরূপ বিচার হয়, এ তর্কও প্রায় সেইরূপ হয়, সুতরাং কোন ফল হয় নাই।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম গত কল্য বৃহস্পতিবার কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু সাতকড়ি দত্ত মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজি কালি দেশীয় ডাক্তারদিগের মধ্যে ইহার ন্যায় উপযুক্ত লোক অতি অল্প দেখা যায়। ইহার ৫২ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

—০—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২৯ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, মান্দ্রাজের সংবাদ সন্তোষকর। বোম্বাইর সংবাদও মন্দ নয়, তবে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন কতক অনিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশেও সাধারণ্যে বৃষ্টি হইয়াছে, তবে বর্দ্ধমান হুগলী এবং সারণ ও ত্রিহুতের স্থানে স্থানে আমন ধান্যের বিষয়ে কতক আশঙ্কা আছে। অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, উনাও ও লক্ষ্ণৌএ প্লাবন নিবন্ধন কতক ক্ষতি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের সংবাদ মন্দ নয়।

বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, আগষ্ট মাসে অনাবৃষ্টি জন্য বড় আশঙ্কা উপস্থিত হয় কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র তিন সপ্তাহ কাল উত্তম বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। কৃষকেরা রোপণ কার্য্য শেষ করিয়াছে। এখনও স্থানে স্থানে রোপণ কার্য্য চলিতেছে। বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ পাটনা ও রাজসাহী বিভাগে স্থানে স্থানে আমন ধান্য বিষয়ে যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, একণে সে আশঙ্কা কতক দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু এখনও শস্যের ভদ্রাভদ্র আকাশের প্রতিকূল ও অনুকূল ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে যে সকল স্থানে রোপণ কার্য্য অনেক বিলম্বে হইয়াছে, সেখানে কিছু দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইলে তবে কতক শস্য হইতে পারে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে যদিও শস্যের অবস্থার কতক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক আশঙ্কা আছে। অধিকাংশ বিভাগে অনেক ধান্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় ভাল জন্মিবে। কিন্তু সারণ ও ত্রিহুতের স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ শস্য হানির আশঙ্কা আছে। পাটনা রাজসাহী উড়িষ্যা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্লাবন নিবন্ধন নিম্নভূমির ধান্যের কতক ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বিভাগে যে সকল স্থান ডুবিয়াছিল, সে সকল স্থানে পূর্ব্ব রোপিত ধান্যের গাছ কতক বাঁচিয়াছে, এবং যথায় মরিয়া গিয়াছে সেখানে পুনরায় নূতন বীজ রোপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থানে কতক শস্য পাওয়া যাইবে। এখনও অনেক স্থানে আশু ধান্য কাটিতেছে, উহা উত্তম জন্মিয়াছে। সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে আমন ধান্যও মন্দ জন্মিবে বলিয়া বোধ হয় না।

কামরূপ ও মঙ্গলদীপে ১০ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই কাছাড় ও শিবসাগরে বাতাস হওয়াতে কতক শস্য হানি হইয়াছে। আসামের অন্যান্য স্থানের সংবাদ ভাল।

১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঐ সময় পর্য্যন্ত পঞ্জাবের হিসার রোটাক অমৃতসর এবং সিয়ালকোটে বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টি হইয়া লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুরের শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে। স্থানে স্থানে আজিও পশু পীড়া রহিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ সেপ্টেম্বর। ডিসরেলি সাহেবের আয়ারলণ্ডে যাইবার কথা ছিল কিন্তু পীড়া হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়াছে।

বির্জ্জিলিতে টিয়াস এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন তিনি এম কাশিমীর পেরিয়াবের সাহায্যে রেপবলিকান গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবেন।

লণ্ডন ২৮ এ সেপ্টেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলস ইংরাজ ফ্রিমেসনদিগের গ্রাণ্ড মাষ্টার হইয়াছেন।

রুশীয় সম্রাট সত্য সত্যই ডন কার্লসের প্রতি সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ১ লা সেপ্টেম্বর ব্রিণ্ডিসি হইয়া এবং ২৫ এ আগষ্ট সাউথ্যাম্পটন হইয়া যায়, উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য লিবারপুলে এডিনবরার ডিউকের গমন উপলক্ষে আফিস প্রভৃতি এবং বাজার বন্ধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। পারস্যরাজ অর্দ্মণ হইতে ৬০ হাজার চেসপট ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যে এক টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয় তৎসম্বন্ধে বার্লিন হইতে এই বলা হইয়াছে যে গত ১৮ মাসের মধ্যে পারস্যে যে সকল বন্দুক দেওয়া হইয়াছে সেগুলি পুরাতন এবং তাহা কোন বিদেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধার্থ নহে।

ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, আগামী বর্ষে ব্যাবেরিয়ার রাজা ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আসিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ সেপ্টেম্বর। জে, ওকিনিলি ভাগলপুরের সেসিয়ন বিভাগের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

এচ, জে, নিউবেরি কিছু দিনের জন্য পুর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত চট্টগ্রামে রহিলেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ মতিহারির সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

২৩ এ সেপ্টেম্বর। মহান্ত রামকৃষ্ণ রামানুজ দাস পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

কাম্বেল মেডিকল স্কুলের রেসিডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন উমেশচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য সাহাবাদের অন্তর্গত ডুমরুণের চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

২৬ এ সেপ্টেম্বর। ঢাকার কমিশনরের পারসনাল আসিষ্টাণ্ট বাবু অভয়চন্দ্র দাস ঢাকার একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। জে, এ, হপকিন্স কিছু দিনের জন্য হুগলী এবং চুঁচুড়ার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিবেন।

জে, ক্রফড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৬ এ সেপ্টেম্বর। লোহারডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এল, জে, এচ, গ্রে ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের (উপনিবেশ আইন) ৮৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। ইনি মুন্সেফের ক্ষমতাও পাইয়াছেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। লোহারডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এল, জে, এচ, গ্রে ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর জে, টি, বারোনা সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ক্রফড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের জামালপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

এতদঞ্চলে গত বৃহস্পতিবারাবধি প্রতি দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে, আরো অধিক বর্ষণ হইলে আমন ধান্য ও অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সাত দিনের বৃষ্টিতে পর্ব্বতবাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি ভয়ানক বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে, এবং গঙ্গার জল রাশি এত অধিক স্ফীত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ভাগলপুর মহকুমার প্রায় সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া এই বৃষ্টি প্রচুর বর্দ্ধিত হইয়াছে, অধিকন্তু সাঁওতাল পরগণার অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। একারণ রামপুরহাট ও বাহোয়া ষ্টেষণ দ্বয়ের মধ্যস্থিত অন্যূন ২৫ ক্রোশ লাইনে আপাততঃ ট্রেণ চলা বন্ধ হইয়াছে। হাওড়া হইতে যে সকল ট্রেণ প্রতিদিন জামালপুরে আসিত তাহা এখন রামপুরহাট পর্য্যন্ত আসিয়া স্থগিত থাকে, এবং বাহোয়া ষ্টেষণ হইতে স্বতন্ত্র ট্রেণে লোক গমনাগমন করিতেছে। কলিকাতার ডাক আজিকালি কর্ডলাইন দিয়া এখানে অনেক বিলম্বে পৌঁছিতেছে। লুপ লাইন দিয়া যে সমস্ত ট্রেণ পূর্ব্বপ্রদেশে গতায়াত করিত তাহা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। তন্নিবন্ধন অনেক মহাজনের বিশেষতঃ কোম্পানির অতিশয় ক্ষতি হইতেছে।

কএক দিবসাবধি এখানে যে সকল চুরি হইতেছিল তন্নিবারণার্থ সমস্ত ভদ্রলোকে সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, জামালপুর পুলিষ ইনস্পেক্টর সাহেবের পীড়িতাবস্থায় চোরেরা তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে এবম্বিধ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতে না পারে তন্নিমিত্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মাননীয় লকুড সাহেবের ন্যায় সুবিজ্ঞ বিচারপতির লেখনী হইতে উক্ত বাক্যগুলি নিঃসৃত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। পুলিষ ইনস্পেক্টর সাহেব যে সময়ে পীড়াজনিত স্বীয় গুরুতর কার্য্যভার বহনে অপারক ছিলেন, সে সময়ের জন্য একজন সুদক্ষ ইনস্পেক্টর তৎপদে প্রেরিত হন নাই কেন? তাহা হইলে ত কতকগুলি দরিদ্র লোকের

অবাধে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইত না। এতদুপলক্ষে দুইজন পুলিষ কনস্টেবলের চৌর্য্যাপরাধে ১॥০ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অত্রত্য পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ইহা আমাদের অনুরোধ।

১৯ এ সেপ্টেম্বর এখানে একজন ব্রাহ্মের ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎকালে কতিপয় নামধারী হিন্দুবংশাবতংস সুরাদেবীর প্রসাদে উন্মত্ত হইয়া অত্যন্ত গোল যোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয় ব্রাহ্মদের ধৈর্য্যগুণে তাহার পরিণাম দুঃখ জনক হয় নাই।

তৎপরদিবস এস্থানে একটি প্রজাসাধারণ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র প্রজাদের দুঃখক্লেশ রাজকর্ণগোচর করা ও সামাজিক উন্নতি সাধন ও পরস্পরের ঐক্য সম্পাদন উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

গত বুধবার কলিকাতা আর্য্যরীতিনীতি রক্ষিণী সভায় অন্যতর উপদেষ্টা গুপ্তিপাড়া নিবাসী মান্যবর শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রশাস্ত্রানুমোদিত সাকার দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি (এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শতাধিক ভদ্র লোক সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতপোষক যুক্তি ও প্রমাণাদি যত কেন অসাময়িক ও অসমীচীন হউক না কিন্তু নির্জ্জীব হিন্দুসমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহার যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় তজ্জন্য তিনি ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইহার ন্যায় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আলস্যাকর টোল ছাড়িয়া যদি নিঃস্বার্থভাবে স্বধর্ম্মলোপাশঙ্কায় ধর্ম্মপ্রচারব্রতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে যে মধুময় ধর্ম্মস্রোত পুনর্ব্বার বহমান হইয়া পাপ অশান্তি ও অনৈক্যের বীজ সকলকে দূর করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ কি? যিনি যাহাই বলুন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজ ধর্ম্মশূন্য হইয়া কোনকালে পূর্ব্ব গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

গত কল্য আমাদের প্রজাবৎসল ছোট লাট সাহেব বাক্লমহলে যাত্রা করিয়াছেন।

জামালপুর
২৯ শে সেপ্টেম্বর

—•—

আমাদিগের পঞ্জাব সীমা—ডেরা ইস্মাএলখাঁ স্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। অদ্য আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, আপনারা দুর্গোৎসবানন্দ সম্ভোগের উপযোগী আয়োজন ও সজ্জা করিতেছেন, আমরা হিন্দুস্থানের এক সীমায় সিন্ধুর পর পারে অবস্থিতি করিতেছি এবং বাল্যকালে এই সময়ে স্বদেশে যেরূপ আশা ও আনন্দ হৃদয়কে উল্লাসিত করিত, স্মরণ পথে তাহা উদয় হইয়া মনকে অস্থির করিতেছে, মনে হইতেছে অঋণী (অনৃণী) ও অপ্রবাসী হইয়া দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন আহার করিয়া আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া থাকার অপেক্ষা বুঝি সুখের অবস্থা আর নাই। এখানে আর গ্রীষ্মের রাজত্ব নাই। রাত্রিকালে অনাবৃত প্রাঙ্গণে ও গৃহের ছাদোপরি শয়ন করা যায় না এবং অধিক বর্ষা হওয়াতে এবার এখানে জ্বর রোগেরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মৃত্যুও সংঘটিত হইতেছে। এ অঞ্চলে শিশুরই অধিক মৃত্যু হয়। তাহার কারণ শিশুদিগের পীড়া হইলে যেরূপ নিয়মে রাখিতে হয় ও চিকিৎসা করিতে হয় ইহারা তাহা জানে না। ইংরাজী চিকিৎসার উপর ইহাদের আজিও বিশ্বাস হয় নাই। হাকিমী চিকিৎসা করায় কিন্তু অধিকাংশ হাকিম আমাদের দেশের গোবৈদ্যদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এ অঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেক নগর জন শূন্য হইয়া যায়।

২। আমার শেষ পত্র লিখিবার পর একটী কুম্ভীরে একজন রজককে লইয়া গিয়াছে। কুম্ভীর ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা ও পুরস্কারের প্রলোভন পর্য্যন্ত প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটীও কুম্ভীর ধৃত হয় নাই।

৩। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানকার পাঠানেরা অস্বাভাবিক ব্যভিচারে আসক্ত। এ অঞ্চলে রাসধারী নামক যাত্রায় অল্পবয়স্ক বালকগণকে কৃষ্ণ রাধিকা ও সখী সাজাইয়া নৃত্য গীত করায়। অল্পদিন হইল দুই জন পাঠান সিপাহি একটী স্ত্রীরূপী রাসধারী বালকের উপর আসক্ত হওয়াতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয় ও বিদ্বেষ বুদ্ধির প্ররোচনায় অপূর্ণমনোরথ পাঠান সেনা অপরকে বন্দুক দ্বারা মারিতে কৃতসংকল্প হয়, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়াতে আপনি গুলি খাইয়া মরিতে গিয়াছিল। গুলি ঠিক স্থানে না লাগিয়া উরুভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সে ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা হইয়াছে, এবং বিচারের অধীনে আছে। পিনালকোডে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে অস্বাভাবিক ব্যভিচারের গুরুতর দণ্ড লিখিত আছে। এ অঞ্চলে এই দোষের প্রাদুর্ভাব হইলেও প্রকাশ ভয়ে দণ্ডও হয় না। অধিকাংশ লোক যে এ দোষে লিপ্ত আদালতের তাহা প্রায় গোচরীভূত হয় না।

৪। বঙ্গদেশের আবর্জ্জনার স্বরূপ এখানে যে দুই একটী বাঙ্গালী আছে তাহার মধ্যে কেহ রাত্রিদিন মদ খাইয়া ভোঁ হইয়া থাকে। আচরণে কুকুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। কেহ অধন্য ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক লইয়া পশুকেও লজ্জা দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ রাত্রিদিন গুলি ও চণ্ডুর দোকানে পড়িয়া আছে। ইহারা ইংরাজ কর্তৃক পঞ্জাব আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল। সেই জন্য অন্ন করিয়া খাইতেছে। এখন আর সে কাল নাই। পূর্ব্বে যে কর্ম্ম বাঙ্গালীতে নির্ব্বাহ করিত এখন সেই কর্ম্ম ভালরূপে ও অল্প ব্যয়ে পঞ্জাবী কর্তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে। একজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ৫ টাকা বেতন দিলে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অনেক অবস্থার চাকুরীর লোভে পশ্চিমে আসিতেন, এখন আর সে কাল নাই। এই সীমাস্থ ডেরাইস্মাএল খায় এক শত টাকার অপেক্ষায়ও অধিক বেতনের কর্ম্মক্ষম অনেক দেশীয় লোক এখানে ও অন্য স্থানে কর্ম্ম করিতেছে। সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী ইংরাজীতে ইহাদের বেশ অধিকার হইয়াছে। আমাদের দেশে যখন বিএ এমএ তাহারা চাকুরী বিনা টো টো করিয়া বেড়াইতেছেন তখন অল্প শিক্ষিত তাহারা কি করিবেন? এই বেলা স্বহস্তে কোদালি ও লাঙ্গল ধরিতে আরম্ভ না করিলে উপার্জ্জনাভাবে মারা যাইতে হইবে।

৫। এ স্থানের সীমাস্থিত উজীরীদিগের সহিত অত্রস্থ কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ইহাদিগের অত্যাচার হইতে এখানকার লোক মুক্ত হইল। পার্ব্বতীয় উজীরীদিগের জামিন স্বরূপ ৩৫ জন উজীরীকে ডেরাইস্মএল খায় রাখা হইয়াছে। টাক ও বন্নুর রাস্তায় আর উজীরি দস্যুর ভয় থাকিবে না, কিন্তু উজীরিরা অসভ্য মূর্খ এবং অবিশ্বাসী। ইহারা উজীরী মুসলমান ছাড়া অন্যান্য মুসলমানকেও কাফের জ্ঞান করে সুতরাং ইহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা উচিত নহে। পেশোয়ারের কমিসনর জেন

রল পলক সাহেব যেরূপ দক্ষতার সহিত পেশোয়ারের সীমাস্থিত খাইবার জাতির অত্যাচার হইতে সে স্থানকে অনেকাংশে মুক্ত করিয়াছেন অত্রস্থ কমিসনর সাহেব সেইরূপ ডেরাইস্মাএল খার সীমাকে যদি উজীরিদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারেন তবে পঞ্জাব সীমা অনেক নিরাপদ হইবে।

৬। আগামী নবেম্বর মাসে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বন্নু হইয়া এখানে আসিবেন এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে এবং তদুপযুক্ত আয়োজন হইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সর্ব্বার্থ সাধিনী সভা।

নগর ও নগরীতে যে সকল সর্ব্ব সাধারণ হিত কর কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, তাহাতে আমরা যতদূর আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি, পল্লীগ্রামে তাদৃশ অনুষ্ঠান দেখিলে ততোধিক সমুৎসাহিত ও আপ্যায়িত হই, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যত দিন পর্য্যন্ত পল্লী সকল সভ্যতা সলিলে প্লাবিত না হইতেছে, তত কাল ভারতের কল্যাণ কল্পলতার অঙ্কুর সম্ভাবিত নহে। এই কারণেই আমরা পল্লীজাত নগরপ্রবাসী যুবকগণের এককালীন নগর বাস প্রবৃত্তি এবং স্বীকারের সর্ব্বথা প্রতিবাদ করিয়া থাকি। অদ্য যে নিমিত্ত এই সংক্ষেপ ভূমিকার ভিত্তিপাত করিলাম, ত্বরায় তদীয় অবতারণ করি, তাহা এই।

জেলা হুগলির অন্তঃপাতী মহকুমা হাওড়া সবডিবিজন মোং মহিষরাখা থানা বাগনানের মধ্যে পরস্পর প্রতিবেশবান্ সাং হারফ সাং বাজালপুর সাং পুরনাল সাং আগুনশী নামে চারিটী গণ্ডগ্রাম আছে, উহা চিরকাল "হারফ বাজালপুর" নামক একটী ক্ষুদ্র সমাজরূপে প্রসিদ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ অনরেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় এই হারফ বাজালপুরেরই অন্যতম প্রতিবেশী গ্রাম সাং আগুনশীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের অতীব দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ভাদ্র রবিবার উল্লিখিত হারফ বাজালপুরে "সর্ব্বার্থ সাধিনী" নামে একটী সভার সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার যদিও সম্প্রতি কেবল আনুষ্ঠানিক সজ্জায় জন্মগ্রহ হইয়াছে মাত্র তথাপি অনুমান হয়, অচিরে প্রকৃত সভার স্বভাব ও আকৃতি সমুদ্ভাবিত হইবেক। সভ্যগণ সমুচিত আগ্রহ এবং প্রযত্নবান আছেন। অতীত রবিবার ইহার দ্বিতীয় তৃতীয় ও আনুষ্ঠানিক অধিবেশন পুরনালগ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র করের বৈটকখানায় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সভ্যেরা স্বীয় সংকল্প সাধনে বিলক্ষণ নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

এই সভাটী আপাততঃ সামান্যাকারে প্রকাশ হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা কালে অসামান্য কার্য্য সংসাধন হইবার উদ্দেশ আছে। সভ্যেরা সম্ভাবনা করিতেছেন, ইহারে কলিকাতা ভারতবর্ষীয় সভার সম্ভাবিত শাখা "মহিষরাখা এসোশিয়েসনের" শাখা করিবেন সুতরাং এই সর্ব্বার্থসাধিনী সময়ে মহামান্য ভারতবর্ষীয় সভার প্রশাখা হইবে। অতএব আমরা অতি আগ্রহ সহকারে শ্রীশ্রী ৺ নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, ভক্তিব দ্বারকানাথ বাবুর জন্মভূমি সাং হারফ বাজালপুরের এই প্রস্তাবিত "সর্ব্বার্থ সাধিনী" যথার্থতঃ সর্ব্বার্থ সাধিনীই হউক। এ বিষয়ে আমাদের আরও যাহা কিছু বক্তব্য আছে, পরে প্রকাশিত করিব।

উপরি ভাগে প্রসঙ্গ সংগতি ক্রমে আমরা মহিষরাখা এসোশিয়েসনের সম্ভাবনার নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব সেই বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইতেছে। মহিষরাখা এসোশিয়েশনের এই সম্ভাবনা—

ঐ নূতন সবডিবিজনের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক মানস করিয়াছেন, ওখানে "মহিষরাখা এসোশিয়েশন" সংস্থাপন করিবেন। বোধ হয় পূজার বন্ধের পরেই উহার সুত্রপাত হইবেক। অনুষ্ঠান পুস্তকে স্বাক্ষর হইতেছে। ফলতঃ অভিনব মহিষরাখা সবডিবিজনটী যৎসামান্য স্থান নয়, ইহা অবিতীর্ণধর্ম্মা রাজা রামমোহন রায়, অস্থিব বাবু রমাপ্রসাদ রায় এবং অনরেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়গণের জন্মভূমি। অতএব এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে মহিষরাখা এসোশিয়েসনের প্ররোপিত বীজটী যে অচিরে বলবান হইয়া উঠিবে, তাহার সংশয় মাত্র নাই। অধিকন্তু এই প্রদেশে প্রাতঃস্মরণীয় অধুনা স্বর্গবাসী মৃত হরুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনতি পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীঃ—

—০—

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রার্থনা পত্রখানি মহামান্য বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মহোদয়ের সমীপে প্রদানার্থ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু মহামতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সত্বর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় লেখক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রাগুক্ত মহাত্মা দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছেন, এক স্থানে অধিক কাল স্থিরতররূপে অবস্থিতি করেন না। সুতরাং উহা তৎসমীপে প্রেরণে বিরত হইয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি সংবাদপত্ররূপ মহত্তর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সামান্য পুষ্পকীটসকল পুষ্পরূপ মহত্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লোক আরাধ্য দেবতার শিরোদেশ প্রাপ্ত হয়। অথবা—"রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূরতীর্থ দরশনে।" বোধ হয়, এই উপায়ে লেখক অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ও সর্ব্বসাধারণের অধিকতর উপকার হইবে।

মহামান্য মহাশয়!

ভারতবর্ষের নানা স্থানে গবাদি পশু অতি মারাত্মক নানা রোগে ও বিষপ্রদান কারক মুচিদিগের নিষ্ঠুর হস্তে অকালে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। তন্নিবন্ধন কৃষিজীবীদিগের জীবনোপায়ের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গবাদির সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ আর এক্ষণে সংশয় করেন না। গত ২।৩ বৎসর হইল উহা মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরেরও বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনুবন্ধন মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত মহিমবর রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে গবাদির মারাত্মক পীড়ার নিবারণোদ্দেশে বহুসংখ্যক পুস্তক রাজব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। উক্ত পুস্তকে অনুসন্ধানকারী বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান চিকিৎসকের মত সঙ্কলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে যত দূর জানা গিয়াছে, বোধ হয় অন্য লোকের চেষ্টায় তত দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের এত দূর চেষ্টা ও এত মনোযোগ বিধানের পরও নিষ্ঠুর মুচিদিগের হস্ত হইতে নিরাশ্রয় গো সকল রক্ষা পাইতেছে না। ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য একান্ত স্বার্থপর [illegible] বিক্রেতৃগণ এখনও গোপনে [illegible] তাহাদিগকে বিষ যোগাইতেছে।

এই ময়মনসিংহ জেলায় [illegible] নসীরাবাদ সহরেই এখনও [illegible] জাতির পরমশত্রু, বহুসংখ্যক [illegible] বেশধারী বহুসংখ্যক অধম [illegible] বিক্রেতা অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা প্রকাশ্যভাব চামার

বিক্রেতাদিগের সহায়তা বলে গোপনে গোপনে এই সকল বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। যদি পুলিষের লোককে জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, এই সকল মুচি অনেক বারই ধৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক নির্দ্দোষ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিষ না হইলে প্রায়ই বিষবিক্রেতা ও মুচিগণ দণ্ডের হাত হইতে এড়াইয়া যায়, সুতরাং প্রকৃত ঘটনা যথাযথরূপে অবধারিত বা প্রকাশিত হয় না। ৬ মাসমধ্যে এক সহরের মধ্যেই বিষ খাইয়া ন্যুনাধিক ২৫। ৩০ টা গরু অসময়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষদান কালে প্রায়ই মুচিদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং মনে কেহ বুঝিতে পারে না যে, উহা বিষ খাইয়া মরিয়াছে। গবাদির প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে অনেকেই অসমর্থ বা অনভিজ্ঞ। সুতরাং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহা পীড়াতেই মরিয়া থাকিবে এই বলিয়া অনেকে মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দেন।

বেণিয়ারা দারমোজ সেঁকো প্রভৃতি বিষ বিক্রয় করে এবং মুচিরা গোপনে উহা লইয়া কদলীপত্রে করিয়া কিম্বা ঘাসের উপরে ছড়াইয়া দিয়া গরুকে খাওয়ায়। তাহাতে বলদ বা গাভীগণের তলপেটে হঠাৎ বেদনা হয়, তজ্জন্য পিছনের পা ও সিং দিয়া তলপেটে গুতা মারে। মুখ দিয়া ফেনা পড়ে, কখন কখন তরল ভেদ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইয়া সচরাচর ২। ৪ ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া যায়। বিষের প্রকার বিশেষে শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু হয়।

এতৎসম্বন্ধে জিলার শান্তিরক্ষক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি বিহিত আদেশ প্রদান পূর্ব্বক আইন অনুসারে অপরাধীদগের কঠিন শাস্তির বিধান করিলেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। যদি মাজিষ্ট্রেট মহোদয় সমুদয় মুচিকে তলব দিয়া মুচলকা গ্রহণ করেন ও মুচিগণ যাহার এলাকায় বাস করিতেছে সেই ভূম্যধিকারীকে অপরাধিগণকে ধরিয়া দিতে ও অপরাধ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত করেন, তাহা হইলেই সহজে স্বাভাবিক উপ-[illegible] হয়।

অতএব প্রার্থনা যে মাননীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible]নিদর্শিত [illegible] ঔষধের ব্যবস্থাপূর্ণ [illegible] সংখ্যক পুস্তক বিতরণ করিয়া যেরূপ নিরাশ্রয় [illegible] প্রজাদিগের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন তদ্রূপ গো জাতির ও সাধারণ মানব [illegible] জন্য অন্ত্যজদিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে বাক্‌শক্তি হীন জীবদিগকে রক্ষা করুন।

নির্দ্দিষ্টভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহাশয়ের সমীপে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে উহার সারাংশ অনুবাদ যেন গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করেন।

৩০ এ ভাদ্র ১২৮১ সাল } গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ময়মনসিংহ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৫ ই সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশিব নীচে	২৮	
নুরপুর ও মাইলের মধ্যে	১৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৩	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২০	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২২	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৩	৯
ভাঙ্গার পাড়া	১৭	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৯	
তথা হইতে কট ১।২	৩১	৯
তথা হইতে বোলমারি	২২	
তথা হইতে আলিকদহ	২৩	২
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২২	২
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২৮ এ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৪	৮

বহরমপুর ২৮ এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ } টি, এইচ উইল্স সি ই. একজি· কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নাথু মিশ্র—কলিকাতা	৫॥০
" ডবলিউ মেয়ার্স সাহেব কলিকাতা	১০
" " আবদুল বারি সর্দ্দার—কলিকাতা	৫॥০
" " বনয়ারিলাল নন্দী চৌধুরী বৈদ্যপুর	১০
" " যদুনাথ দত্ত—হোসেনাবাদ (১)	১০

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছ মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

---

(১) ৬ ই আশ্বিনের সোমপ্রকাশে ভ্রম বশতঃ ১০ টাকার স্থলে ৫॥০ টাকা হইয়াছে।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

" প্রবসতা প্রজ্ঞানিষ্ঠিতায় পার্থিবঃ সন্তুষ্টো অনিমন্ত্রণে ন স্থীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৭ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ১২ ই অক্টোবর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১০০ টাকা পুরস্কার।

সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা করসা শ্যামবর্ণ, লম্বা আন্দাজ ৫॥ ফুট, একহারা মুখ লম্বা। পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনার হস্তে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে। বয়স আন্দাজ ৩২ কি ৩৩ বৎসর হইবে। কথা পূর্ব্ব দেশের মত আড় আছে। তাহার বাটী যশোহর জেলায় ও জাতি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি ইহাকে মালসমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি
২৪ এ আশ্বিন } শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।
১২৮১ সাল

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ লা মে তারিখে ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫৭ অফ ৪৮০ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৭৮৩ অফ ৭৮৩৬ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩১ অফ ১৫৯০৯ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯২ অফ ১০৩৮৫ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১৩৩৯৯ অফ ২৫৬৮৭ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৩৪৫ অফ ২৮৩৬ নং এক কেতা ১৪০০

সন ১৮৫৪। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অফ ৪২৯৩৭ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৪ অফ ৩৮৬১২ নং এক কেতা ১৫০০

১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট কাঠের বাক্স ১ টা ও তাহার মধ্যে বেঙ্কের খালাসি বান ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেন্টের করেন্সি নোট।

এল ৫০ নং ৩৯৭০৯। ৩৯৭১০। ৩৯৭১১। ৩৯৭১২ নং ৪ কেতা ১০০ হিসাবে ৪০০ টাকার মধ্যে এক কেতা ১০০ টাকা খরচ বাদে তিন কেতা...... .... ৩০০

এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং এক কেতা ... ৫০

৩৫০

ইহা সেওয়ায় খুচরা নোট ও নগদ ... ৪০৪

৭৫৪

কোং কাগজের সুদের চেক এক কেতা ৮২
" " " এক কেতা ৫০
" " " এক কেতা ২৮

১৬০

দলিল এক তাড়া ৫। ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাতা, পুরাতন কার্পেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৪০০ টাকার কোং কাগজের অঙ্ক নম্বরের ২৮৩ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও করেন্সি নোটের এল ০৫৯ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ৩১৭১০ স্থলে ৩৯৭১০ হইবে।

ও সুদের চেক তিন কেতার ১৬০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

" বংশ রত্নাকর " নামক বটী।

জনৈক জ্যোতির্বিদ যোগাচারী ব্রাহ্মণ মহাত্মার স্বচিরানুভূত বন্ধ্য মহৌষধ। ঋতু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ও সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাসুল একণে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভাস্তবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে; তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা, বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরাজী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাই-তেছে যে আমার এলাকাস্থ আলোবা নামক বাৎসরিক মেলা গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বন্ধ ছিল। এবার নিয়মিত সময় (রাস পূর্ণিমা) উপলক্ষে উক্ত মেলা হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক। ইতি

১২৮১ সাল
তাং ১৫ ই আশ্বিন } শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় জমিদার। জিলা—দিনাজপুর ষ্টেষণ ঠাকুর গাঁ।

সটীক দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, পুথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছে, শেষে অনুবাদও আছে। মূল্য ৪ টাকা, কমিসন ২৫ টাকারাহঃ। পটোল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাকৃত যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বরাট।

—০:০—

রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার নিকট রক্ত আমাশয় রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ একটী আবিষ্কৃত হইয়া আছে। তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অল্প বা দীর্ঘ কালের পীড়া ও রক্তযুক্ত হইলে এক মোড়া সেবন করিলে নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে। পীড়িতগণ আপন আপন বয়সের সহিত রোগের বিবরণ বিশেষরূপ লিখিয়া মাত্র /০ এক আনা ডাকমাসুল সহ আমার নিকট পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্রসহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবেন।

বৈদ্যপুর পোষ্টাফিষ ভায়া বৈঁচি ৮ ই সেপ্টেম্বর। ৭৪ } শ্রীকৃষ্ণধন নন্দী চৌধুরী থানা কালনা, জেলা বর্দ্ধমান।

—০—

প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল যিনি আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জিলার সামিল বিজনী নগরে গিয়া রাজা শ্রীল শ্রীযুত কুমুদ নারায়ণ ভুপ বাহাদুরকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহার নাম ধাম অজ্ঞাত থাকায় এই জ্ঞাপন পত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, তিনি কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১২৩ নং বাটীতে আসিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

—◆—

কাকিনীয়ার বার্ষিক মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ২৫ শে তারিখ হইতে কাকিনীয়ার রাজবাটীর বার্ষিক মেলা আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সওদাগর, কাঁরী, ও অন্যান্য যাবতীয় দোকানদারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। ক্রেতা বিক্রেতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বিধান করা যাইবেক। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য আবশ্যক এবং মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে কাকিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা উচিত মূল্যে ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে মেলার আরম্ভ দিবসের পুর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদারদিগের যাহাতে কোন অংশে ক্ষতি না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

১২৮১ সাল ১লা আশ্বিন } শ্রীনন্দকুমার নিয়োগী হেডমুন্সী, কাকিনীয়া রাজবাটী।

—◆—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

—◆—

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সুতিকা পেটের পীড়া আমজ সুত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইরূপে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩।০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরভাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

—◆—

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

যেরূপ বরাবর হইয়া থাকে দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামীবার অবধি সোমপ্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে।

---

১০০ টাকা পুরস্কার।

নীতিশাস্ত্রকারেরা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির গৃহে স্থান দিবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনেকে নানা কারণে সেই নিষেধের প্রতিপালনে সমর্থ হন না। সময়ে সময়ে তাহার ফল ভোগও হইয়া থাকে। আমরা দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, সম্প্রতি ঐ নীতি বাক্যের একটী উদাহরণ স্ফূর্তি ঘটিয়াছে। আমাদিগের বাসগ্রাম সংলগ্ন হরিনাভি গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচাঁদ ঘোষের ঈশ্বর সেন নামে এক ভৃত্য গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গবর্ণমেণ্টের কাগজ নোট ও নগদে অনেকগুলি অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, উক্ত বাবু তাঁহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। পাঠকগণ সোমপ্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠে এতৎসংক্রান্ত একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। তাহাতে চোর ঈশ্বর সেনের অবয়বাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যদি কেহ ইহার সন্ধান করিতে পারেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা উক্ত বাবুর নিকটে সংবাদ পাঠাইলে পুরস্কার পাইবেন।

ডাক কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা।

অন্যতর সোমপ্রকাশ গ্রাহক নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা উহা ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথে উপনীত করিলাম। তাঁহারা পত্রখানি পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন

"আমি মেদিনীপুরে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তত্রাপি বরা নিয়মে সোমপ্রকাশ অর্থাৎ মঙ্গলবারেই প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু বারুইপুর এলাকায় আসিয়া অবধিই কখন বৃহস্পতিবার কখন শুক্রবার কখন বা শনিবারে এমন কি কখন কখনও এক সপ্তাহের পর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অদ্য ১ লা অক্টোবর হইল এ পর্য্যন্ত ২১ এ সেপ্টেম্বরের সোমপ্রকাশ পাইলাম না। মহাশয়! পাঠাইতে বিস্মৃত হইবেন বোধ হয় না। বোধ করি ডাকঘরের মহাত্মাদিগেরই হইতে এরূপ বিলম্ব হয়। মহাশয় যদি ইহার একটী কোন সদুপায় না করেন তাহা হইলে আমাদের মত বিদেশস্থ গ্রাহকগণের সংবাদ পত্র লওয়া অপেক্ষা না লওয়াই শ্রেয়ঃ। কেবল যে সংবাদ পত্র পাইতে এরূপ বিলম্ব হয় তাহা নহে পত্রাদিও ঐরূপ বিলম্বে আসিয়া থাকে।"

রবিবার সোমপ্রকাশের সমুদায় কাজ শেষ হয়, সোমবার অতি প্রত্যূষে ডাকের সমস্ত কাগজ সোণাপুর ডাকঘরে যায়। তাহার পর বেলা ৯ টার সময় মাতলা রেলগাড়িতে কলিকাতার ডাকঘরে প্রেরিত হয়। এরূপ স্থলে কখন বৃহস্পতি কখন শুক্র কখন শনিবারে এরূপ অনিয়মে সোমপ্রকাশ গ্রাহকের হস্তগত হয় কেন? আমরা ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণটী আমাদিগের দুর্ব্বোধ হইল বটে; কিন্তু ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বোধ নয়। কর্ম্মচারিরা তাঁহাদিগের লোক। উঁহাদিগের ভাব ভঙ্গি তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। উল্লিখিত পত্র খানিতে একবার তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাত হইলেই দোষের প্রতীকার হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী সংবাদ পত্রের অনুবাদ।

আমরা দেখিয়া বড় সন্তোষলাভ করিলাম, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা বাঙ্গালা সমাচার পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন। ইহাঁরা যদি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া নিয়মিতরূপে অনুবাদ করেন, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত অনুবাদকের অপেক্ষা ইহাঁদিগের কৃত অনুবাদ যে শত গুণে উৎকৃষ্ট হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাঁরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলা লিখনের ভাব ভঙ্গী প্রভৃতি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। তবে ইহাঁরা বরাবর নিয়মিতরূপে অনুবাদ করেন কি না, সেই এক সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে স্বার্থসম্বন্ধ না থাকে, নূতনত্ব ব্যপগত হইলে তাহাতে প্রায় অরুচি জন্মিয়া থাকে। এই কারণে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট একজন সম্পাদককে মনোনীত করিয়া তাঁহার উপরে ভার সমর্পণ করুন, এতন্নিমিত্ত তাঁহার একজন সহকারী নিযুক্ত করিবার ব্যয়ের আনুকূল্য করুন, এবং তাঁহাদিগের যে কয় খণ্ডের প্রয়োজন হইবে, তাহা ক্রয় করিয়া লউন। আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদককেই মনোনীত করিতেছি। তাঁহার বিষয়ে বোধ হয় বিসম্বাদ কাহারও অমত নাই। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তাদি এতৎকার্য্যের উপযোগী অনেকগুলি গুণ আছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগের কেবল যে ব্যয়ের লাঘব হইবে এরূপ নয়, কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। যে সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের মনোনীত হইবেন, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টে এই প্রস্তাব করেন, গবর্ণমেণ্টের এক পয়সা লইবেন না, নিয়মিতরূপে অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের যে কয় খণ্ডের প্রয়োজন, তাহা বিনা মূল্যে দান করিবেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপরে কত সন্তুষ্ট হইবেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। হয় ত তাঁহার "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ হইয়া

যাইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এরূপ বদান্যতা গুণগ্রহে যেমন পটু বোধ হয় এমন আর কেহ নন।

কেবল এক অর্থদণ্ডে প্রবলের দমন হয় না।

উদ্ধত ও অত্যাচারী ইউরোপীয়দিগের শাসন কোন রূপেই হইতেছে না। যেরূপ বিচার প্রণালী তাহাতে কখন যে হইবে এমন বোধ হয় না। ইউরোপীয়েরা অধিকাংশ বিচারপতির চক্ষে দোষী বলিয়া বিবেচিত হয় না। যদি বা দোষ প্রমাণ হইল, সামান্য অর্থ দণ্ড দ্বারা তাহার শাসন করা হইল। ধনশালী ইউরোপীয়দিগের সামান্য ২০। ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে কি হইবে? তাহাতে তাহাদের অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র।

শোলাপুরের এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের আফিসের ইবান্স নামক এক জন একাউণ্টেণ্ট তাঁহার একজন ভৃত্যকে অন্যায় করিয়া গুরুতররূপে প্রহার করে। বেতন প্রভৃতিতে সাহেবের নিকট তাহার ৯০ টাকা পাওনা থাকে। সে নালীশ করিয়া ডিক্রি পাইল। সাহেব আপীল করিয়া মকদ্দমা জিতিলেন। ভৃত্য মকদ্দমার রায় শুনিয়া ফিরিয়া আইসে। আদালতের বাহির হইতে না হইতে সাহেব আসিয়া তাহাকে ধরিলেন, এবং ধমকাইতে ও গালি দিতে লাগিলেন। সে বলিল, আমি পুনরায় ইহার আপীল করিব। ইহা শুনিয়া সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। সে রক্তাক্তকলেবর হইয়া বিচারপতির নিকট দৌড়িয়া গেল। যাইতেছে এমন সময়েও সাহেবের ঘুসি ও লাথি চলিতে লাগিল। বিচারপতি দুইজন সিপাহীকে উহাকে আদালতের বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের নিকট নালীশ হইল। কালেক্টর ইবান্স সাহেবের ৩০ টাকা জরিমানা করিলেন। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ৩০ টাকা দণ্ডে ইবান্সের সদৃশ লোকের প্রকৃত শাসন হইতে পারে কি না?

এদেশের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি কোন দুর্ব্বলের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেন, বিচারপতি কি কেবল ৩০ টাকা দণ্ড করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিতেন? তাঁহার অপমানের ও তাঁহার লাঞ্ছনার কি ইয়ত্তা থাকিত? ইউরোপীয়দিগের বেলায় বিচারপতিদিগের মন ও হাত কাঁপিয়া যায় কেন? সেই এক হাত হইতে এদেশীয়দিগের বেলায় এক প্রকার ও ইউরোপীয়দিগের বেলায় অন্য প্রকার দণ্ডের আজ্ঞা বহির্গত হয়, তাহার কারণ কি? এদেশীয় দরিদ্র ব্যক্তিরা সর্ব্বাংশে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল। উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে এদেশীয়েরাই নানা প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিবাদকালে সমভাবে উভয়ে মুষ্টামুষ্টি করিতে পারে এদেশীয়দিগের এমন শারীরিক বল নাই। দরিদ্রদিগের লোকবল ও অর্থবলও ইউরোপীয়দিগের সমান নয়। দুর্ব্বলের একমাত্র বল রাজা। কিন্তু অধিকাংশ বিচারপতি যে বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাজা দুর্ব্বলের বল না হইয়া প্রবলের বল হইয়া উঠিয়াছেন।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, যাবৎ এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের পক্ষে সর্ব্বাংশে তুল্যরূপ বিচার প্রণালী না হইতেছে, যাবৎ ইউরোপীয় বিচারপতিগণ স্বজাতিপক্ষপাতিতা পরিত্যাগ করিয়া সমভাবে বিচার বিতরণ না করিতেছেন, তাবৎ এদেশের মঙ্গল নাই। তাবৎ উদ্ধত ও অত্যাচারী ইউরোপীয়দিগের দমন হইবার সম্ভাবনা নাই।

কাম্বেল সাহেবের পাঠশালা।

কাম্বেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলি গবর্ণমেণ্টের অপব্যয়ের আর একটী স্থল হইয়াছে। সর জর্জ্জ কাম্বেল অতিশয় খেয়ালে ছিলেন। অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ লইবেন, এই চেষ্টা ছিল। কিন্তু "খেয়ালের চাউল উলুবনে পড়িয়াছে।" প্রথম যখন এই সকল পাঠশালা হইবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে আমরা মূল যুক্তি ধরিয়াই কহিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" হইবে। এখন আমরা কার্য্যে দেখিয়া দেখিতে পাইতেছি তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদিগের এ অঞ্চলে যে সকল পাঠশালা আছে, তাহার কোনটীতে মাসিক এক টাকা কোনটীতে বা মাসিক দুই টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। এ সাহায্যে গুরুমহাশয়দিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এ সাহায্য লাভ না হইলে কি গুরুমহাশয়েরা আপনাদিগের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন? এ টাকাগুলি কি জলে বিসর্জ্জন করা হইতেছে না? এই সকল পাঠশালার তত্ত্বাবধানার্থ সব ডেপুটী পদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদিগের বেতনের টাকাগুলিও কি বৃথা বৃথা যাইতেছে না?

আমরা আর একটী অনিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। উড্রো সাহেবের কল্পনা অনুসারে যে সমস্ত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, একণে সেই সেই পাঠশালা ও তত্রত্য পণ্ডিতদিগের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। উড্রো সাহেব নিয়ম করিয়া-

ছিলেন, এক একজন পণ্ডিত সপ্তাহের মধ্যে ৩ টী করিয়া পাঠশালা দেখিবেন। তাঁহারা প্রতিপাঠশালায় সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন করিয়া যাইতেন। গুরু মহাশয় ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ও শিক্ষা গ্রহণ করিবার রীতি পদ্ধতি শিখাইবার অবসর পাইতেন। এখন তাঁহাদিগের প্রতি যে আদেশ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রাণান্ত হইতেছে, সেই সকল পাঠশালারও কিছু হইতেছে না। এখন তাঁহাদিগের প্রতি প্রতিদিন পাঁচটী করিয়া পাঠশালা দেখিবার অনুমতি হইয়াছে। পাঠশালার কাজ করা দূরে থাকুক, পাঁচটী পাঠশালায় এক এক বার পদধূলি দেওয়াই কঠিন। পাঠশালাগুলি নিকট নিকট নয়, এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ অন্তর। পাঠশালাগুলি বসিল কি না, এই সংবাদ লওয়াই যদি এ আদেশের উদ্দেশ্য হয়; আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, যে সকল ব্যক্তি ডাকঘরের কর্ম্ম করিয়া সত্বর গমনাগমন অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদিগকেই নিযুক্ত করা হউক। তাহাদিগকে ৬। ৭ টাকা বেতন দিলেই যথেষ্ট হইবে। উহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় সংক্ষেপ হইবে, ভদ্র সন্তান পণ্ডিতগুলিও দৌড়াদৌড়ির হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পলের নিকটে বক্তব্য এই, কাম্বেল সাহেবের উল্লিখিত পাঠশালাগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন। কাম্বেল সাহেবের কীর্ত্তি অবিলুপ্ত রাখা যদি তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত হয়, আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি তদনুসারে কাজ করুন, কতক ফল দেখিতে পাইবেন। গুরুমহাশয়দিগকে মাসিক ১ টাকা ২ টাকা দিবার নিয়ম রহিত করিয়া এই নিয়ম করুন, যে যে গুরুমহাশয় আপন আপন পাঠশালার সবিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে উন্নতি বিবেচনা করিয়া ৫০ অবধি ১০০ পর্য্যন্ত টাকা বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হইবে। এপ্রকার পুরস্কারের নিয়ম হইলে অনেকে চেষ্টা পাইয়া নূতন নূতন পাঠশালা বসাইবেন, এবং পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলিরও উন্নতি সাধনে সবিশেষ যত্নবান হইবেন। সব ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাখিবার প্রয়োজন নাই। ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরাই ঐ সকল পাঠশালার পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দান করিবেন। এরূপ করিলে কাম্বেল সাহেব পাঠশালা সম্বন্ধে যে ব্যয় দিবার নিয়ম করিয়াছেন, সেই টাকাতেই অনেক কাজ হইবে সন্দেহ নাই।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার রাজনীতি।

কেহ শুনুন না শুনুন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক নূতন নূতন রাজনীতি প্রচারে পরাঙ্মুখ নহেন। তিব্বত প্রদেশ চীনেশ্বরের অধীন। সেখানে ইংরাজেরা সহজে প্রবেশপথ পান না। ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কও নাই। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ইহাতে বিরক্ত হইয়া লিখিয়াছেন, চীনেশ্বর যদি সহজে ইংরাজদিগের সহিত সম্পর্ক না করেন, ইস্পাত তাঁহাদিগের লেখনী ও বারুদ কালী হইবে।

তাঁহার এই বাক্যটী আমাদিগকে লার্ড ডেলহাউসির ও ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের রাজনীতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে সম্মত নয়, তাহাকে ভয় প্রদর্শন বা বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য? আমরা উক্ত পত্রের সম্পাদককে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলরাম অতিশয় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি, সে যাহার নিকটে দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাকে মূল্য দেয় না। বিক্রেতারা ক্রমে ক্রমে তাহার এই গুণ জানিতে পারিল। সে কোন দ্রব্য চাহিলে বিক্রেতারা তাহাকে দেয় না। তাহার দ্রব্যে প্রয়োজন, সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ভয় প্রদর্শন অথবা বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাহার বিষয়ে কি ব্যবস্থা দিবেন? তাহাকে দণ্ডবিধির হস্তে সমর্পণ করিবেন, অথবা তাহার অত্যাচারের অনুমোদন করিবেন? এখন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, তিনি চীনেশ্বরকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার যে উপদেশ দিতেছেন, সেটী কেমন দেখাইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বাইবল পাঠনার একজন প্রধান উদ্যোগী। গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ যে অর্থ ব্যয় করেন, তিনি তদ্বিষয়ে উৎসাহদানে অনুৎসুক নহেন। এই সকল দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টের পরম ভক্ত বলিয়া আমাদিগের সংস্কার ছিল। কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহাতে সে সংস্কারের বৈপরীত্য হইল। খৃষ্ট ডানি গালে চড় মারিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া অনিচ্ছু ব্যক্তিকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার উপদেশ দিতেছেন। এই সকল উপদেশদাতার গুণেই কি সময়ে সময়ে বিদেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হয় না? যেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ, সেইখানেই কি অধিকাংশ ইংরাজ ন্যায়ান্যায় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যান? ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদকের এই উদার গুণ দর্শন করিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে সময়ে সময়ে এই ভাবের উদয় হয়, যদি উক্ত সম্পাদককে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা করিয়া তাহার হস্তে নিরঙ্কুশ প্রভুশক্তি

সমর্পণ করা যায় এবং ইংলিসমান সম্পাদককে তাঁহার মন্ত্রী করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং ভারতবাসিরা যার পর নাই সুখী হয়!!

চীনের সম্রাট বিদেশীয়দিগের সম্বন্ধে যে তিব্বতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার প্রশংসা করি না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক হইলে উভয় দেশেরই উন্নতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। সম্রাট এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষী নন। তাঁহার একমাত্র অসভ্যতাই কি ইহার নিদান? না, আর কোন কারণ আছে? তিনি দেখিতে পান, ইংরাজেরা বাণিজ্য সম্পর্কে যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই খানেই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। সে দেশ পূর্ব্ব স্বামীর হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বাঙ্গলাদেশই তাহার একটী প্রধান নিদর্শন। চীনেশ্বর নিজদেশেও ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সেই কারণে তিনি তিব্বতে বিদেশীয়ের প্রবেশ দানে সমুৎসুক নহেন। কেওমব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া যাহাতে চীনেশ্বরের ভয় না থাকে এমন কি কোন উপায় করিতে পারেন? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিন যে কোন বিবাদ উপস্থিত হউক, তিব্বত চীনেশ্বরের হস্ত হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। তাহা হইলে বোধ হয় সম্রাট সম্মত হইতে পারেন। এইরূপ সৎউপায়ে কার্য্য সাধন কি প্রশংসনীয় নয়?

ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধি।

গত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গ লইয়া অত্রত্য ইংরাজী সংবাদ পত্রে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্প্রতি একজন সিবিল ইঞ্জিনিয়র ভিহিরি হইতে টাইমসে এক পত্র লিখিয়াছেন, তন্নিবন্ধন ইংলণ্ডেও এ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে অতিশয় প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাদিগের রক্ষার্থ কি করা উচিত? এই গুরুতর প্রশ্ন আজি না হউক, কিছুকাল পরে উত্থিত হইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, এদেশীয়েরা বাধ্য হইয়া বাল্যবিবাহ করেন। ইঁহাদিগের ধর্ম্ম এরূপ যে পরিণীত পত্নী দ্বারাই হউক আর দত্তক গ্রহণ করিয়াই হউক একটী পুত্র সংগ্রহ চাই। সুতরাং জন সংখ্যা যে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই অধিক খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সুতরাং দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদিগের কষ্ট বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহারা অতিশয় অজ্ঞ, খাদ্য দ্রব্যের অভাব বা অল্পতা জনিত কষ্ট হইলেই মনে করে শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধির যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অমূলক নয়। প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি না হইলে যে দারুণ কষ্টবৃদ্ধি হয়, তাহাও অসঙ্গত নহে। কষ্ট বৃদ্ধি হইবার বিশেষ কারণ এই, অল্পবয়সে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হওয়াতে অনেক সন্তানই অপদার্থ হয়। অসার অপদার্থেরা কেবল পৃথিবীর ভার ভূত। এখন কি উপায় হয়? ইংলিসমান সম্পাদকের সদৃশ মহাত্মারা যে উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা ত নিতান্ত নৃশংস। বিপৎকালে সাহায্য করিয়া কাজ নাই, অনাহারে মৃত্যু হইয়া লোক কমিয়া যাউক, যাহার শরীরে কিঞ্চিৎ দয়া আছে, তিনি এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব করিতে পারেন না। বাল্য বিবাহের নিষেধ অথবা অবস্থাভেদে বিবাহের বিশেষ রীতি প্রচলিত করাও সত্বরিত নহে। আমাদিগের বুদ্ধিপথে দুটী উপায় আবির্ভূত হইতেছে। প্রথম, উপনিবেশ সংস্থাপন। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক, ভারতবর্ষে যে ভূমি আছে, তদুৎপন্ন শস্যে ইহাদিগের ভরণ পোষণ হইয়া আরো উদ্বৃত্ত হইতে পরের। এখন সেই ভূমির অধিকাংশ অকৃষ্ট পতিত আছে। যাহার আবাদ হইয়াছে তাহারও অনেক ভূমি এদেশীয়দের অবশ্য প্রয়োজনীয় নয় এমন সকল শস্যের উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইতেছে। যদি সেই সকল ভূমিতে আমাদিগের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা হয় এবং পতিত ভূমি সকলের আবাদ করা হয় কোন ভাবনা থাকে না।

আমরা যে উপনিবেশের কথা কহিলাম, ইহা ভারতবর্ষে নূতন নহে। ভারতবর্ষে বরাবর উপনিবেশ করিবার রীতি ছিল। প্রধান নীতিকার কৌটিল্য বলেন "ভূতপূর্ব্বমভূতপূর্ব্বং বা জনপদং পরদেশাপবাহেন স্বদেশাভিষ্যন্দবমনেন বা নিবেশয়েৎ"। উপনিবেশ দুই কারণে ও দুই প্রকারে হয়। এক লোকশূন্য স্থানে নূতন বসতি করাইবার ইচ্ছা হইলে অন্যস্থান হইতে লোক আনিয়া সেই খানে বাস করাইতে হয়। দ্বিতীয়, যে স্থানে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়, সেস্থান হইতে লোক লইয়া অন্য স্থানে বাস করাইতে হয়।

শাস্ত্রকারেরাই যে কেবল উপনিবেশের কথা কহিয়া গিয়াছেন, এরূপ নয়, কার্য্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষেই আর্য্যজাতির উপনিবেশের রীতিতে বসতি হইয়াছে। তাহার পর বাঙ্গালাদেশে বাস উপনিবেশের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এখন সুন্দর বনে যে সকল নূতন আবাদ হইতেছে, সেখানেও ঐ রীতি অনুসৃত হইতেছে।

তবে এক কথা এই, যাহারা পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদিগের কিছু প্রলোভন চাই। এদেশে অপদার্থের সংখ্যাই অধিক। অপদার্থেরা যেখানে জানিতে পারে অল্প শ্রমে অধিক উপার্জ্জন হয়, সেইখানেই দৌড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে যে যে স্থান পতিত আছে, গবর্ণমেণ্ট সেই সেই স্থানের জমীদারের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে অর্থ সাহায্য দ্বারা উপনিবেশ করিবার চেষ্টা করুন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

:০:

"ভোজন বিচার।"

এই নামের একখানি গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজন নিষিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বলেন, আমি বেদ যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহাতে উচ্চবর্ণের নীচ বর্ণের হস্তে অন্ন খাওয়া উচিত কি না তাহার বিধি নিষেধ দেখি নাই। স্মৃতি শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য স্পৃষ্ট অন্ন ভোজনের নিষেধ নাই, প্রত্যুত বিধি আছে। পরাশর সংহিতার একাদশ অধ্যায় হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—

ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ
তদ্গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্য কব্যেষু নিত্যশঃ॥

ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদি ক্রিয়াবান ও শুচিব্রত হয়, যাগযজ্ঞাদি কালে ব্রাহ্মণাদি তাহার গৃহে ভোজন করিবে।

ব্রাহ্মণাদির শূদ্রান্ন ভোজনও যে বিহিত, তাহারও প্রমাণ ঐ পরাশর সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।

ব্রাহ্মণাদি শূদ্রের মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভোজন করিবে।

তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রান্ন ভোজনের যে নিষেধ দৃষ্ট হয়, আমাদিগের গ্রন্থকার তাহার এই মীমাংসা করিয়াছেন, যে সকল শূদ্র অতি পাপিষ্ঠ কদর্য্য ও অতি নীচকর্ম্মা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না। ইহারও অনেকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদাস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥
ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতঞ্চৈব সংস্পৃষ্টঞ্চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণাবলীঢ়ঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেবচ॥
ইত্যাদি

মত্ত ক্রুদ্ধ ও আতুর ব্যক্তির অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। যে অন্নে কেশ অথবা কীট পতিত হইয়াছে, অথবা কেহ ইচ্ছা করিয়া যাহাতে পদক্ষেপ করিয়াছে, সে অন্ন ভোজন করিবে না। ভ্রূণহত্যাকারী ব্যক্তি যে অন্ন দর্শন করে, রজস্বলা স্ত্রী যে অন্ন স্পর্শ করে, পক্ষিতে যে অন্ন খায় ও কুকুরে যে অন্ন স্পর্শ করে তাহা ভোজন করিবে না। ইত্যাদি।

গ্রন্থকার এই আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যে জাতি ও বর্ণভেদে আহারাদি ব্যবস্থা নয়, ক্রিয়াভেদে ভোজনাদির বিধি নিষেধ। শূদ্রও যদি সৎক্রিয়ান্বিত হয়, সে ব্রাহ্মণতুল্য হয়। তাহার অন্ন নিষিদ্ধ নয়। আর ব্রাহ্মণ যদি অসৎ ক্রিয়ান্বিত হয়, সে শূদ্র তুল্য হইয়া যায়। এখন আর সৎক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ অন্ন বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বিধেয় হয় না। তিনি স্ববাক্য সমর্থনার্থ যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা তাহার কয়েকটী এস্থলে গ্রহণ করিলাম। যথা—

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥
শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান ব্রাহ্মণোভবেৎ
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্র প্রত্যবরোভবেৎ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্ণবং ঘোরং যদি শূদ্রোঽপি তীর্ণবান্
তস্মৈ দানং প্রদাতব্যমপ্রমেয়ং যুধিষ্ঠির॥
ন জাতির্দৃশ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ
ইত্যাদি।

বৈশম্পায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, এই বিশ্ব একবর্ণ ছিল, কর্ম্মক্রিয়া ভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য হইয়াছে। শূদ্রও যদি গুণবান ও সচ্চরিত্র হয় সে ব্রাহ্মণ হয়, আর ব্রাহ্মণও ক্রিয়াহীন হইলে শূদ্রের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। শূদ্রও যদি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ ঘোর সমুদ্র পার হয়, তাহাকে অপরিমিত দান দিবে। হে রাজন! জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না, গুণই কল্যাণকারক। ইত্যাদি।

এখন লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত দল আর পুরাণ আচার ব্যবহার ও পুরাণ রীতিতে সন্তুষ্ট নহেন। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, যাঁহার মনে যে বিষয়ের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছা হয়, তিনি অমনি শাস্ত্র বচন প্রমাণ দিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা পান। এ চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ শাস্ত্রকারকে হত্যা করা হয়। যে গ্রন্থকার যে অভিপ্রায়ে যে বচন লিখিয়া গিয়াছেন, পরিবর্ত্তনকারিদলের অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধি হয় না, সুতরাং বুঝিয়াও বুঝেন না। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ একরূপ অসংখ্য বচন আছে; তাহার মীমাংসাও আছে। মীমাংসা প্রণালী প্রদর্শনার্থ মীমাংসা শাস্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পরিবর্ত্তন কারিদলের অনেকে সে মীমাংসার দিকে যান না, যে বচনগুলি স্বমতের অনুকূল বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলি উদ্ধৃত হয়, আর যেগুলি প্রতিকূল বোধ হয়, সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। তাঁহারা প্রায় মীমাংসার প্রকৃত পথে পদার্পণ করেন না। সে পথের পথিক হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি কঠিন হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ যে সকল ব্যক্তির আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে যে প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, আজ দুই চারিটী সংস্কৃত বচন শুনিয়া তাহার অন্যথা হইবে যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে লিখিয়াছি, পরিবর্ত্তনকারিদলের অনেকে আপনাদিগের মতের অনুকূল বচনগুলিই উদ্ধৃত করেন, প্রতিকূল বচনের নাম গন্ধ করেন না। আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি, পাঠকগণ দর্শন করুন ভোজন বিচার গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ দাস নাপিত গোপালাদি

অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
তথা, বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসংকোচনং তথা
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং॥
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
তথা ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপিচ
ভৃগ্বগ্নিপতনৈশ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা। ইত্যাদীনির্দ্দিশ্য, এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, দাস গোপালাদির ভোজ্যান্নতা ও শূদ্র কৃত পাক ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া কলির প্রথমে মহাত্মা পণ্ডিতগণ ব্যবস্থাপূর্ব্বক ঐ সকলের নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা পরিবর্ত্তনোৎসুক দলকে একটী পরামর্শ দিতেছি, তাহাই করুন। দুই চারিটী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া একপ গ্রন্থ প্রচারের পণ্ডশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্থানে স্থানে এক একটী সভা করুন। সেই সেই সভায় দেশের প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া এই প্রস্তাব করুন, কলির প্রথমে পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যেমন পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, উঁহারাও তেমনি এক্ষণকার দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত করুন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। মনুর সময়ে এই নিয়ম ছিল, পুরুষের বিদ্যা ও বয়ঃক্রম হইয়া পরিবারের ভরণপোষণ ক্ষমতা না জন্মিলে তাঁহারা দার পরিগ্রহ করিতেন না, তাহাতে দম্পতীগণ সুখী হইত, সন্তানগণও বলিষ্ঠ ও ঐ রীতিতে কার্য্যক্ষম হইত। এখন সে রীতির পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বিবাহ হয়। কতক গুলি রুগ্ন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে; তাহারা চির অসমর্থ ও পরগলগ্রহ হইয়া সংসারের কণ্টক হয়। অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও সাংসারিক কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। এই প্রকার বিষয় সকলের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক কেবল এক গ্রন্থ প্রচার দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরস্পরের সাহায্য বল ব্যতিরেকে এ বিষয় সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। পরিবর্ত্তনোৎসুক দল সেই চেষ্টা করুন, কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২০এ আশ্বিন সোমবার।

মান্দ্রাজের ডেপুটী কালেক্টর মহম্মদ যসুফ মান্দ্রাজের একজন মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন লর্ড হবার্টের এ গুণটী আছে।

বোরেসেন সাহেব সাওতাল পরগণায় গিয়া অতি অল্প কালমধ্যে বহুসংখ্য সাওতালকে খৃষ্টান করিয়াছেন। গত চারি মাসের মধ্যে প্রায় ১৪ শত লোককে তিনি খৃষ্টান করিয়া অনেক গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গর্ব্বের কোন কারণ দেখিতে পাই না। দুর্ভিক্ষ সময়ই মিশনরিদিগের এদেশীয়দিগকে খৃষ্টান করিবার মরসুম সময়। দুর্ভিক্ষ কালে যে সে মিশনরি দরিদ্র ইতর লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে পারেন।

লক্ষ্ণৌ উইটনেস বলেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মজুরদিগের বেতনগত বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। আমেরিকার একজন চাষা ক্ষেত্রে খাটিয়া মাসিক ৮০ টাকা পায়, কিন্তু ইংলণ্ডে একজন চাষা ৩২ অবধি ৬৪ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

চিরাপুঞ্জীর রাজা বোরসিং পুত্র কলত্র সহ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সমুদায় পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ১৩৯১০৩২০০০। ইহার মধ্যে এসিয়ায় ৭৬ কোটি, ইউরোপে ৩০ কোটি, আফ্রিকায় ২০ কোটি আমেরিকায় ৮৪ কোটি এবং অষ্ট্রেলিয়া পোলিনেসিয়াতে প্রায় ৫ কোটি লোকের বাস।

ইউনাইটেড ষ্টেটস ইকনমিষ্ট বলেন, পৃথিবীতে এক্ষণে যত তুলা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক মজুত আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কলে বর্ষে বর্ষে এক্ষণে ২৫০০৮০০০০০ পাউণ্ড তুলা লাগে, কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিক ও অন্যান্য দেশে সমুদায়ে ২৮৫০০০০০০০ পাউণ্ড তুলা জন্মে।

ব্রহ্ম দেশের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে এপর্য্যন্ত ৭০৮০৫ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

কটকের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সার রিচার্ড টেম্পল যখন উড়িষ্যায় গমন করিবেন, তখন তত্রত্য লোকেরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে আগামী ১৩ই অক্টোবর মঙ্গলবারে গবর্ণর জেনরল হাজারিবাগে যাত্রা করিবেন।

এথিনিয়ম বলেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে একবক্তৃতা করেন তাহাতে খশিয়া পর্ব্বতবাসিদিগের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এই জাতির স্ত্রীলোকেরাই বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহাদের হস্তে সমুদায় সম্পত্তি রক্ষিত হয় এবং উত্তরাধিকার নিয়মও স্ত্রীদিগের মধ্যে আবদ্ধ। স্ত্রীলোকই স্বামী মনোনীত করিয়া লয় এবং ইচ্ছা করিলে স্বামী পরিত্যাগও করিয়া থাকে। ইহারা যাবতীয় কাজ কর্ম্ম করে, পুরুষেরা কেবল বসিয়া খায় মাত্র। ভারতবর্ষের ভদ্রলোকেরা নীচ বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করেন, সচরাচর তাহাদিগের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাঞ্চেষ্টরের যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে আইসে উহার আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, যদি আমদানী শুল্ক উঠিয়া যায় বোম্বাইর বণিকগণের তাহাতে আপত্তি না করিয়া মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের সমকক্ষতা লাভের চেষ্টা করিলেই হইতে পারে, অর্থাৎ আমদানী শুল্কের ন্যায় রপ্তানী শুল্কও তুলিয়া দিতে পারিলেই হইবে। গল্পে শুনা আছে একব্যক্তির মাথার চুল অর্দ্ধেক পাকিয়া যায় আর অর্দ্ধেক কাঁচা ছিল। তাহার বৃদ্ধা ও যুবতী দুই স্ত্রী। যুবতী পাকা চুলগুলি ও বৃদ্ধা কাঁচা চুলগুলি তুলিয়া দিল। ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যানের পরামর্শে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ঐ দশা ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু চন্দ্রকুমার রায় কাশীপুরে একটী শব দাহের স্থানের জন্য সুবর্বন মিউনিসিপালিটীর হস্তে তদুপযোগী ভূমি প্রদান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে মহারাজ জঙবাহাদুর আর একবার ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন। তিনি ৯ই অক্টোবর বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন।

২১ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

ডেরাইস্মাইল খাঁতে সিন্ধুনদীর উপর যে নৌসেতু হইতেছিল, ১লা অক্টোবর উহা খোলা হইয়াছে।

চীনদেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বাষ্পীয় যন্ত্র হইয়াছে। ইহাতে যে প্রকারের ইচ্ছা সেই প্রকারের কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

গত বৎসর অযোধ্যায় সর্প দংশনে এবং বন্য পশুদ্বারা ৭২৯৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

সাউথ আফ্রিকান মেইল বলেন, সংপ্রতি কেপ কোষ্টে একখানি অতি বৃহৎ হীরক পাওয়া গিয়াছে। এতবড় হীরক আর কখন দেখা যায় নাই। এখানি ওজনে ২৯০ ক্যারাট হইবে। এখানি কাটিয়া পালিশ করিবার জন্য আমষ্টর্ডামের বিখ্যাত কারিকর হারবাষ্টার নিকট পাঠান হইয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা সদর কোর্টের একজন জজকে (ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র) একখানি পেনাল কোড ও একটী ফৌজদারী আইন প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। এজন্য তাহাকে চারি মাসের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। এদেশের রাজাদিগের এ প্রকার চেষ্টার কথা শুনিলে আহ্লাদ জন্মে।

বঙ্গদেশের ন্যায় সিন্ধুতেও আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের জন্য রিলিফ কার্য্যে অসংখ্য অর্থ ব্যয় করা হইতেছে।

আজি কালি বরদায় পশুযুদ্ধের বড় প্রাদুর্ভাব। হস্তী গণ্ডার মহিষ প্রভৃতিকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া দর্শকগণ আমোদ করিতে থাকেন। মলহররাও যেখানকার রাজা, সেখানে পশু যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি?

গবর্নমেণ্ট রাউলপিণ্ডির অশ্বমেলায় পুরস্কারার্থ ৪ চারি হাজার টাকা দিয়াছেন।

১৮৭৩-৭৪ অব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ১০৪৯০১২ একার ভূমিতে জল সেচনার্থ খালাদি খনন করা হয়। ইহাতে ২৬৫৭৮৪৪ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ইহা দ্বারা শস্যাদির পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত শনিবার গ্রেট ন্যাসনাল থিএটরে পুরুবিক্রম নাটকের সুন্দর অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

২৬ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৯৩৯৫০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪৫৯০২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ৬৫০৬০ টাকা কম আয় হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ২০১৪০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ২৫৫৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবার ৫৪২০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

হাবড়া হিতকরী বলেন, কিছুদিন হইল সহদেব লো নামক তদ্দেশ্য এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে মাজিষ্ট্রেটিতে নীত হয়। উহাকে সেসিয়নে সোপরর্দ্দ করা হইয়াছে।

হাবড়ার অন্তর্গত কাকড়াকুলি গ্রামের উমাচরণ ভট্টাচার্য্য নামক একজন দুরাত্মা তাহার মাতাকে হত্যা করে। উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমেই ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। তাহার ৩৪ লক্ষ টাকা দেনা হইয়াছে। মন্ত্রিবর্গ শীঘ্র এই ঋণ পরিশোধার্থ কমন্স বাটীতে প্রস্তাব করিবেন। ইনি ক্রমে চতুর্থ জর্জ্জ হইয়া উঠিলেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেষণে দুইখানি মালগাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ৫। ৭ খানি গাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ষ্টেষণ মাষ্টারের এক শত টাকা জরিমানা এবং একজন পাইণ্টস ম্যানের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড দিয়াছেন।

এত দিন মঙ্গলবার ইংলণ্ডে মেইল যাইত, এক্ষণ অবধি শুক্রবারে যাইবে।

১ লা এপ্রেল অবধি সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের জন্য ৩৮২৯৩৭০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। দরিদ্র ভারতবর্ষকে ইহা সহ্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষের টাকায় কাহারও দয়া মায়া নাই।

পিকিনে একখানি পুস্তক বিক্রয়ার্থ আছে। পুস্তকখানি ৬০১৯ খণ্ডে বিভক্ত। এখানি চীন ভাষার প্রাচীন ও নব্য সাহিত্য সংগ্রহ। এখানি সম্রাট কাঙহির রাজত্ব কালে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা মুদ্রিত করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। এক্ষণে উহার এক কাপির মূল্য ৪০০০০ টাকা।

মান্দ্রাজের মেরিন আফিসের ছাদের উপর একটী বৃহৎ ঘড়ি রাখা হইতেছে। ঘড়ির এক পৃষ্ঠ সমুদ্রের দিকে অপর পৃষ্ঠ নগরের দিকে থাকিবে। সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর হইতে উহা দেখা যাইবে।

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, মালদহের অন্তর্গত কাণসাটে এক চোর এক গৃহস্থের ৬০ টাকা মূল্যের একটী বলদ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মাঠের মধ্যে তমাক খাইবার ইচ্ছা হওয়াতে চকমকি ঠুকিয়া আগুন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাছে গরুটী পালায় এই ভয়ে উহার দড়ি কোমরে বাঁধিয়া চকমকি ঠুকিতেছিল। চকমকির শব্দে গরু ভীত হইয়া প্রাণ পণে দৌড়িতে লাগিল। ৬০ টাকার গরু, কেমন দৌড় পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। চোরও সেই সঙ্গে হেঁচড়াইয়া যাইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ চীৎকার করিল, পরে তাহার মৃত্যু হইল। গরুটী যখন আপন প্রভুর বাটীতে গিয়া পহুছিল, তখন চোরের মৃত্যু হইয়াছে। পুলিষ আসিয়া তদারক করিয়া সকল বিষয় জানিতে পারিয়া প্রস্থান করিলেন। ঈশ্বরই চোরের দণ্ড দিয়াছেন, পুলিষ আর অধিক কি দিবেন?

হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেন, উচ্চেদ শীল ব্রাহ্মদিগের পত্র দ্বারা বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা আসাম ও নওগার পত্র দ্বারা এক বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়াছি, সম্প্রতি পত্র দ্বারা আর একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই রেজষ্টরি হইবে। আমেরিকা নিতান্ত উন্নত, তথায় টেলিগ্রাফ যোগে বিবাহ হয়, ব্রাহ্মেরা তত দূর হইতে পারেন নাই বলিয়া এখন পত্র দ্বারা বিবাহ হইতেছে।

২২ এ আশ্বিন বুধবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ইংলণ্ডে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মৃত হইয়াছে। গত কল্য টেলিগ্রাফ যোগে কলিকাতায় এই শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে।

১৮ ই অক্টোবর কলিকাতার লর্ড বিশপ আলাহাবাদে উপনীত হইবেন।

ঢাকার সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, তথায় এবার শস্যের অবস্থা অতি উত্তম। সকলে

সম্ভাবনা করিতেছেন, উচ্চ ভূমির শালিধান্য সচরাচর যেরূপ জন্মে, তদপেক্ষাও অধিক জন্মিবে।

ইংলিসমান বলেন, গঙ্গার সেতু প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল ১৩ই অক্টোবর ঐ সেতুর উপর দিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া চাকদিগের যাত্রা করিবেন।

সর রিচার্ড টেম্পল দারজিলিঙ যাইতেছেন। শনিবার তিনি কারাগোলায় উপনীত হইবেন। কিন্তু টেম্পল সাহেবের দারজিলিঙ যাওয়া বড় সুবিধার হইবে না। কারণ দারজিলিঙের রাস্তার তিনটী সেতু জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

ইন্দোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ১ লা অক্টোবর রাজদ্রোহী সাদত খাঁর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসী দর্শনার্থ বহু সংখ্য দেশীয় ও ইউরোপীয় সমবেত হইয়াছিল। এ ব্যক্তি নির্ভীকচিত্তে ফাঁসী কাষ্ঠে মস্তক প্রদান করে, অন্তিম কাল পর্য্যন্তও বলিয়াছিল, সে নির্দোষ।

সুলতানপুরের ডেপুটী কমিশনর তত্রত্য উকীলদিগের বক্তৃতা শ্রবণে অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, এখানকার উকীলেরা মক্কেলদিগের সন্তোষের জন্য মিছামিছি কতকগুলা বকিয়া বিরক্ত করেন। উকীলেরা বলেন অধিকক্ষণ না বকিলে মক্কেলেরা মনে করে, তিনি কিছুই করিলেন না, অধিক বকিয়াও যদি মক্কেল মকদ্দমায় হারিয়া যায়, সে উকীলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না, বলে তিনি ত পরিশ্রমের ক্রটী করেন নাই, আমার অদৃষ্ট ক্রমে আমি মকদ্দমা হারিলাম। উত্তর পশ্চিমের লোকেরা এমনি নির্ব্বোধ বটে।

২৭ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৫ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২২ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। উহার মধ্যে ৬ জনের ওলাউঠায় ১০০ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সেদিন তথায় একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অতিশয় বৃষ্টি ও ঝড় হওয়াতে পর্ব্বতের এক দিক ভাঙ্গিয়া একটী বাটীর উপর পতিত হয়। বাটীটী একবারে চূর্ণ হইয়া যায়, গৃহস্বামীর একটী কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

২৩ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, এবার বঙ্গদেশে ৮০ হাজার মণ নীল জন্মিয়াছে।

ডফ্লা যুদ্ধের জন্য পঞ্জাবে অনেক কুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদিগকে খাদ্য বস্ত্র ভিন্ন মাসিক ৮ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

রায় লছমীপত সিংহ বাহাদুর ৬৮১০৮ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করেন সমুদায় প্রজাকে বীজ ধান্য প্রদান করেন এবং খাজনা আদায় বন্ধ করেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন "ঈশ্বর যে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, মানুষ পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে কি ছিল? সম্পাদক এই বলিয়া ইহার উত্তর দানে অস্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বড় মিষ্ট উত্তর হইয়াছে।

বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন গত বৎসর তথা হইতে ১৩৫৭৩২৭ মণ চাউল রপ্তানী হয়। ইহার অধিকাংশ কটকের উৎপন্ন।

১৮৭৩ অব্দে কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ১১৫৫৭ লোকের মৃত্যু হয়। কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিলে হাজার করা ২৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে হাজার করা ৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতার স্বাস্থ্য অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছে।

আগামী ১ লা নবেম্বর অবধি বাখরগঞ্জ নওয়া খালি চট্টগ্রাম পাটনা গয়া সাহাবাদ ত্রিহুত সারণ চম্পারণ জলপাইগুড়ি এবং লোহারডগায় রথ্যাকর আইন প্রচলিত হইবে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, মান্দ্রাজের অনেকগুলি ধনী মুসলমান কলিকাতা মাদ্রাসার ন্যায় তথায় কেবল মুসলমান যুবকদিগের শিক্ষার্থ একটী কালেজ করিবার জন্য চাঁদা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবার জন্য লেখা হইয়াছে। লর্ড হবার্টের শাসনকালে তাহাদের এ চেষ্টা সহজেই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা।

জাপানরাজ এক বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তথা হইতে আর চাউল রপ্তানী হইবে না।

বঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির এক অভিনব কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়ার এক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, নিবিড় অরণ্য আকাশ হইতে জল আকর্ষণ করে ইহার প্রমাণার্থ লেখা হইয়াছে, ১৮৬২ অব্দের পূর্ব্বে সাণ্ডিয়াগোতে বর্ষে বর্ষে এক[illegible] করিয়া বর্ষা হইত, তাহাতেই শস্যাদি জন্মিত কিন্তু উক্ত বর্ষে আগুন লাগিয়া সমুদায় বন পুড়িয়া যাওয়াতে একণে তথা আর বর্ষা হয় না। এখানে ক্রমে সুন্দর বন পরিষ্কৃত হইতেছে, ইহাই কি বঙ্গদেশে বৃষ্টির অল্পতার কারণ?

অমৃত বাজার পত্রিকায় এই শোচনী ঘটনাটী লিখিত হইয়াছে। মহকুমা বসিরহাট ষ্টেষণ হাড়য়ার অন্তর্গত আদুলিয় নিবাসী হরিশ্চন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ১১ ই আশ্বিন কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করিতে যাইতেছিলেন, তিনি পাল্কিতে ছিলেন সঙ্গে একজন দ্বারবান ছিল। বাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ গিয়াছেন এমন সময় ৩০। ৩৫ জন আসিয়া আক্রমণ করে। বেহারারাও দ্বারবান পলায়ন করে। তিনি অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ডাকাইতদিগের পায় ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র হস্তদুটী কাটিয়া দেয়, তাহাদের পদতলে মস্তক অবনত করিবামাত্র তলবারের এক আঘাতেই মস্তকটী শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছেন।

আগামী কল্য প্রাতঃকালে সার জঙ্গ বাহাদুরের কলিকাতায় আসিবার কথা আছে। তাঁহার সম্মানার্থ ১৯ টী তোপধ্বনি করা হইবে।

গত সপ্তাহে গোয়াতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক শস্য বিশেষতঃ ধান্য সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়েও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭০ অব্দে সিংহলের আয় ১২৯০৯১৮০ টাকা এবং ব্যয় ১১৭৬২৫৮৫ টাকা উদ্বৃত্ত ১১৪৬৫৯৫ টাকা।

২৪ এ আশ্বিন শুক্রবার।

অন্কবেনাণ্টেড সার্ব্বিসে একশত টাকার অধিক বেতন ভোগী কত ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী আছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার এক তালিকা চাহিয়াছেন। আরও ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা যায় কি না তাহা দেখিবার জন্যই কি এই অনুষ্ঠান?

হিন্দু রঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে রাজা পরেশ নারায়ণ রায় বাহাদুরের পেস্কার গোবিন্দনাথ সেন গত ৮ ই আশ্বিন বোয়া-

লিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ৩১ এ আষাঢ় ইনি ক্ষিপ্ত শৃগালের দ্বারা দষ্ট হন। দাদা ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বোয়ালিয়াতে আসিয়া জল দেখিয়া ভয় পান। তিনি এবিষয় তাঁহার আত্মীয়গণকে বলেন, তাঁহার মৃত্যুর অন্য কোন লক্ষণ ঘটে নাই। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শৃগালের ন্যায় ৩। ৪ বার ডাকিয়া উঠেন। পরে বলেন, আমার ঐ রূপ ডাকিবার ইচ্ছা নাই কিন্তু সহসা ঐ শব্দ হইয়া পড়িতেছে। কিয়ৎক্ষণ আর আর কথা বার্ত্তার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেক শৃগালদষ্ট ব্যক্তির শৃগালের ন্যায় শব্দ করিয়া মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক মৃত্যু ঘটনার বিষয় কখন শুনা যায় নাই।

সম্প্রতি একজন ফরাসী বেলুন আরোহী এক দিন বেলুনে উঠিবার উদ্যোগ করিয়া দেখেন, সেদিন সমুদ্র মুখে ঝড় হইতেছে। অনেকে সেদিন বেলুন চালাইতে নিষেধ করেন, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহাই স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে কতকগুলি লোক বিদ্রূপ করাতে তিনি সস্ত্রীক বেলুনে উঠিয়া দড়ি কাটিয়া দিলেন। বায়ুবেগে বেলুন সমুদ্রের দিকে চলিল। বেলুন সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের উপর উড়িয়া বেড়ায়। পর দিন জলে পতিত হয়। নিকটে একখানি জাহাজ ছিল তাহাতেই তাহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগচ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করা:—

৪		১০৩৵—১০৩৷৵
৪৷	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬—১০৬৷০
৪৷	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫৷—১০৫৸০
৪৷	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৪৵—১০৪৷৵
৫৷	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৸৵—১১০

২৫ এ আশ্বিন শনিবার।

মফস্বলের দেওয়ানী আদালত সকল ১০ ই অক্টোবর হইতে ১১ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ মৌলা বক্সের যে কথা কহিয়াছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এক দিবস মজলিস করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করান হইবে। এই সভায় অনেক ইউরোপীয়কেও নিমন্ত্রণ করা হইবে।

যশোহরের সব ইনস্পেক্টর গোপালচন্দ্র সিংহ নীলমণিনাথ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ এবং তাঁহার একটী সুন্দরী কন্যার সতীত্ব নাশের অপরাধে অভিযুক্ত হন। ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

মিরর পত্রে লিখিত হইয়াছে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মৃত্যু হইয়াছে।

আমেরিকার দেখাদেখি ইংলণ্ডও বেলুন প্রস্তুত করিবার বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। ইংলণ্ডে এক নূতন প্রকার বেলুন প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহা উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা চালিত হইবে।

আমরা সে দিন মশা ও ছারপোকার ঔষধের জন্য ক্ষোভ করিয়াছিলাম, আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্র আংশিক সে ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। ইহাতে লিখিত হইয়াছে কর্পূরের ধূমে মশক বিনষ্ট হয়। ইহার পরীক্ষা কঠিন নয়।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, “ বারুইপুরের পশ্চিমস্থ শাসন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় যত্নে ও উৎসাহে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া অনাথ দরিদ্র বালকদিগের মহোপকার করিয়াছেন। তিনি পিতৃহীনের পিতা, রুগ্নের চিকিৎসক ও পথ ভ্রান্তির প্রদর্শক স্বরূপ ইত্যাদি। ”

—০:০:০—

আমাদিগের জামালপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

রামপুরহাট ও নলহাটী ষ্টেষণের মধ্য স্থিত পাগ্‌লা নামক যে সেতুটী অল্পদিন হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর দিয়া গত সোমবার অবধি ট্রেণ সকল অতি শয় সতর্কতার সহিত গমনাগমন করিতেছে। এখনও ভয়ের বিষয় দূর হয় নাই বটে কিন্তু লাইনের ধারে যেরূপ জলরাশি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ উহার পূর্ণ সংস্করণ হইবার উপায় নাই। শারদীয় পূজার পূর্ব্বে লুপলাইন খোলা হওয়াতে সাধারণের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে।

২। এতদ্দেশে সাধারণতঃ তিন প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়।

১ ম। ষাটি অর্থাৎ এ ধান্য ৬০ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়, আমরা ইহাকে আশু ধান্য বলিয়া থাকি, ভাদ্র মাসে ইহার চাষ উত্তম হইয়াছে।

২ য় জোক্সা। ইহা আষাঢ় মাসে রোপিত ও কার্ত্তিক মাসে সুপক্ক হয়।

৩ য় সারিয়ান্। ইহা শ্রাবণ মাসে রোপিত ও অগ্রহায়ণ মাসে পরিপক্ক হয়।

যদ্যপি নৈসর্গিক কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, তাহা হইলে এবার বেহারদেশ বাঁচিয়া যাইবে। খরকপুর, গিরিধর, দুর্গাপুর, সাহ্‌রানপুর, রতনপুর প্রভৃতি কৃষি প্রধান স্থান সমূহে উত্তম চাষ হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানে অতি সুবাসিত মিহি চাউল প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে এই কয়েকবিধ উৎকৃষ্ট। গন্ধুলসার, সহরি, দুলানিয়া, কাজরি, বাঁশ ফুল, গন্ধকেশর, সীতাসার ইত্যাদি। মধ্যবিত্তের এ সকল চাউল সকলে পায় না।

৩। এ বৎসর মৌয়া ফুল প্রচুর জন্মিয়াছে। মৌয়া গাছ কদম্ব বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহার পত্রও তদ্রূপ। এই ফুল চোঁয়াইয়া এক প্রকার নিকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়। অনেকে তাহা পান করিয়া পশুত্ব লাভ করে। ঐ ফুল শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। উহা কোন কোন স্থানে টাকায় ৩/ মণ পাওয়া যায়। দুঃখী লোকেরাই অন্নাভাবে উহা পাক করিয়া উদর পূর্ত্তি করে। মৌয়া ফল কাঁচা বাদামের ন্যায়, তাহা হইতে এক প্রকার ঘন তৈল নিঃসৃত হয়। উহা টাকায় /১০ সের পাওয়া যায়। দরিদ্র লোকেরা ঐ তৈলে রন্ধনাদি করিয়া থাকে। সহরের মধ্যে ঐ তৈল কিঞ্চিৎ মহার্ঘ্য।

৪। বেহারবাসিদিগের মধ্যে [illegible]

বিবাহ প্রচলিত আছে। ৬। ৭ বৎসর বয়সে অনেকের বিবাহ হয়। ইহাদের এরূপ সামাজিক শাসন যে যদবধি জায়াপতী পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তদবধি তাহারা পরস্পরের সহিত সহবাস করা দূরে থাকুক মুখাবলোকন করিতে পাবে না। আমাদের উন্নত মনা সভ্যাভিমানী বঙ্গবাসিগণ এই অসভ্য অনক্ষর জাতির নিকট প্রাগুক্ত গুরুতর নিয়মটী শিক্ষা করুন।

৫। যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচ বর্ণোদ্ভব, তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে ইচ্ছামত পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নী বা অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের বৃদ্ধ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু হইলে উহারা গীত বাদ্য সহকারে সেই শবদেহকে শ্মশানে লইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সংসারের সুখ (যদি কিছু থাকে) সম্ভোগ করিয়া চলিয়া গেল তাহার জন্য শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করা অকর্ত্তব্য।

৬। যাহারা শ্রেষ্ঠ হিন্দু বর্ণোদ্ভব তাহাদের সমাজ বন্ধন প্রথা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ইহারা পঞ্চায়েত দ্বারা সুশাসিত হয়। যদি কেহ ইহাদের মধ্যে সুরাপান বা ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে সমাজচ্যুত হয়। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের বাবুরা উক্ত মহা পাতকে নিমগ্ন থাকিয়াও অম্লানবদনে দলাদলির ঘোঁটে প্রধান পাণ্ডা হইয়া দাঁড়ান। কি পরিতাপের বিষয়! দলাদলির মুখ্য মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা কেবল নৈবেদ্য ও হুঁকা লইয়া টানাটানি করিতেছেন, দ্বেষহিংসা ও অনৈক্যের বিষময় বীজ স্বদেশ বৎসলতার বক্ষে বপন করিয়া আপনারা অশেষ ক্লেশভাজন হইতেছেন।

৭। ভারতবর্ষীয় সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানির অধীনস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের হিতসাধনোদ্দেশে একটী প্রকাণ্ড সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার নাম "এমাল গেমেটেড্ সোসাইটী"। ইহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র এলাহাবাদ। নিম্ন লিখিত কএকটী প্রধান প্রধান ষ্টেষণে উহার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গাজিয়াবাদ, টুণ্ডলা, কানপুর, আলাহাবাদ, জব্বলপুর, মির্জ্জাপুর, বক্সার, দানাপুর, জামালপুর, রামপুরহাট, সাহেবগঞ্জ, এসান্‌সোল, মধুপুর, মওয়াদি, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান, এবং হাবড়া।

সভার উদ্দেশ্যগুলি আপনার পাঠকদিগের অবগতির জন্য পশ্চাৎ বিবৃত হইল।

১। সমস্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণের সাধারণ অবস্থার উন্নতিসাধন করা।

২। কোন দুর্ঘটনা বশতঃ কোন সভ্য কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহাকে সাহায্য দান করা।

৩। শ্রমজীবী ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ বন্ধন।

৪। সভ্যদিগের উপর কার্য্যগতিকে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা।

৫। সভ্যদিগের পরস্পরের কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করা।

৬। রেলওয়ে কোম্পানির বিপক্ষে বিদ্রোহাচরণ নিবারণ করা।

৭। সভ্যদিগকে অপরাপর বিষয়ে সাহায্য করা।

৮। কোন সভ্যের হঠাৎ মৃত্যু বা অঙ্গবৈকল্য হইলে তাহাকে যথোচিত সাহায্য করা।

৯। সভ্যদিগের কেহ বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাকে আনুকূল্য করা।

১০। ১১। তাহাদের উপকারার্থ একটী পেন্সিয়ন্ ফণ্ড ও আর একটী লাইফ্ ইন্সুরান্স ফণ্ড সংস্থাপন করা।

১১। সভ্যদিগের বিধবা স্ত্রী এবং অসহায় বালক বালিকাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড করা।

ভারতবর্ষ, ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও আন্দামান দ্বীপস্থ যে কোন রেলওয়ের যে কোন কর্ম্মচারী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন ও মাসিক ন্যূন ২ টাকা চাঁদা দিবেন তিনিই উক্ত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় অন্যধর্ম্মাবলম্বী রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের জন্য সভার দ্বার উন্মুক্ত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। "একতাই বল" এই মহাবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম ইউরোপীয়েরা যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন তেমন আর কোন জাতি পারেন নাই। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালি বাবুরা সুরাপান ও স্ত্রীস্বাধীনতা দিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের এই অত্যুৎকৃষ্ট গুণটীর যদি অনুকরণ করিতে শিক্ষা করেন তাহা হইলে অচিরে বঙ্গভূমি নূতন শ্রী ধারণ করিতে পারে। কিন্তু হায়! এমন যে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ তাহার মধ্যেও অনৈক্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষকে ছারখার করিতেছে। সমাজসংস্কারক মহাশয়গণ সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা করুন।

৪ ঠা আশ্বিন
১৮৭৪

আমাদিগের মজিলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার তায়মণ্ড হারবরের এলেকা মথুরাপুর থানার অধীন চাঁদপালা নিবাসী মাজ্জীর গাজি নামক এক মুসলমানের উদারতা দয়ালুতা ও বদান্যতার কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইয়াছি, এ ব্যক্তি এবারের দুর্ভিক্ষহেতু আপন প্রজাদিগের নিকট পাওনা ২০০০ টাকা খাজনা এবং ধান্য ও নগদ কর্জ্জা টাকা কিছুই চাহেন নাই, বরঞ্চ এবৎসর ধান্য দিয়া তাহাদিগের চাষ করাইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বৈশাখ মাস হইতে ধান্য দিয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছেন। আপনার গোলার ধান্য নিঃশেষ প্রায় দেখিয়া নিজে খত দিয়া অন্যের নিকট হইতে ধান্য আনিয়া দরিদ্রদিগকে দিতেছেন। ইহা ভিন্ন নগদ টাকাও কর্জ্জ দিতেছেন কিন্তু ঐ ধান্য ও টাকার খত পত্র বা জামিন লইতেছেন না। তদ্ব্যতীত দরিদ্রদিগের পালনের জন্য আপন বাটী হইতে গবর্ণমেন্টের ডেড়ী

পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মহাশয়! পরের দুঃখ দেখিয়া কাতর হয় মুসলমান জাতিতে এরূপ লোক অতি অল্প; কিন্তু এ ব্যক্তির ন্যায় দয়ালু ও পরোপকারী কেবল মুসলমান জাতিতে নয়, অন্য জাতিতেও বিরল, অতএব এই মাজীর গাজি বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই। আমরা প্রার্থনা করি, যেন গাজীর চিরজীবন এইরূপ সৎকর্ম্মে মতি থাকে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টের যে এক অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, কয়েক স্থান ভিন্ন আর সমুদায় স্থানের শস্যের অবস্থা অতি সন্তোষকর। এ সপ্তাহ আকাশের ভাব বড় অনুকূল গিয়াছে। কোন কোন স্থানে প্লাবন নিবন্ধন কতক অনিষ্ট হইয়াছে, কোন কোন স্থলে বৃষ্টির অভাবে কৃষকেরা সকল স্থানে ধান্য রোপণ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু যে স্থানে রোপণ করিয়াছে তথায় উত্তম জন্মিবে। নদীয়াতে শস্যের মূল্য অতিশয় অধিক হইয়াছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদিগকে একশত বর্গ ফীট মাটির কাজে দুই সের করিয়া চাউল দেওয়া হইতেছে, তথাপি ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। সারণে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শস্যের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে।

৫ ই অক্টোবরের পর এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সম্প্রতি যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তথায় ৭ হইতে ১৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্য আশার অতিরিক্ত জন্মিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং হুগলীতে কতক শস্যের হানি হইয়াছে। সেপ্টেম্বরের শেষে দাতব্যোপজীবী এবং মজুরের সংখ্যা ৬ লক্ষ ছিল। ১৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইতে পারে। কেবল বর্দ্ধমানে ও হুগলীতে বন্ধ হইবে না।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কৃষ্ণানদী প্লাবিত হইয়াছে। অনেক পল্লীতে পাঁচ ফীট জল দাড়াইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসীরা তিন দিবস অনাহারে থাকে। তবে কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পঞ্জাবের সংবাদ এই, হিসাবে বৃষ্টির অভাবে শস্য শুকাইয়া যাইতেছে। অমৃতসরেও বৃষ্টির প্রয়োজন। লুধিয়ানা এবং সিয়ালকোটেও বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। স্থানে স্থানে এখনও পশু পীড়ার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমাদিগের বাসগ্রামের অতি নিকট দিয়া যে গবর্ণমেণ্ট ফোর্ট ফণ্ডের রাস্তাটী বরাবর দক্ষিণ গড়িয়া রাজপুর হরিনাভি মালঞ্চ বারুইপুর হইয়া কুল্পী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে সেই রাস্তাটী দুচিকিৎসা বিরহে শীর্ণকলেবর হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাস্তার এ দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। গত বৎসর এইরূপ জঘন্য হইয়া যাওয়াতে স্থানে স্থানে খোওয়া ফেলা হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে দু এক মাইল সংস্কৃতও হইয়াছিল। সংস্কৃত হইয়াছিল বটে কিন্তু নাম মাত্র। যদি নামমাত্র না হইত তবে এবৎসর আবার এরূপ জঘন্য হইবে কেন? যদি কেহ কলিকাতা হইতে দক্ষিণ বারুইপুর পর্য্যন্ত আইসেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে রাস্তাটির স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে কর্দ্দমময় হইয়া আছে। কোন গাড়ওয়ান এই রাস্তা দিয়া গাড়ি লইয়া যাইতে সহজে সম্মত হয় না। সম্পাদক মহাশয়! এই রাস্তাটীর প্রতিবৎসর এই রূপ দুর্গতি হয়, ইহার নিবারণ কি গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই করিতে পারেন না? যে যে স্থানে গর্ত্ত কিম্বা খাত হইয়াছে কেবলই সেই সেই স্থানে খোওয়া ফেলিয়া দেওয়া আর রাস্তাটী যেমন অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখা সমান কথা। কারণ, দুই দিন পরে আর এক স্থানে ক্ষত হইয়া যাইবে এবং দেখিতে দেখিতে আর এক স্থানে হইবে এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইহার পূর্ব্বাবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে। তখন কি গবর্ণমেণ্ট পুনরায় "তালি দিয়া দিবেন" না আর কিছু করিবেন? তখন যদি কেহ তাঁহাদিগকে জানায়, তাঁহারা বলিবেন, রাস্তা এই সেদিন সংস্কৃত হইয়াছে, আবার কেন? তাঁহারা সচ্ছন্দে উচ্চ অট্টালিকায় বসিয়া এই কথা বলিলেন কিন্তু আমরা যাই কোথায়? আমাদের যে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। শুনিয়াছি এ দিকের একজন ওবরসিয়র আছেন, কৈ তাঁহাকে কখনত এ প্রদেশে দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে যখন সোণাপুর ষ্টেষণের নিকটে ওবরসিয়র থাকিতেন তখন রাস্তার অনেক সুবিধা হইত ও ছিল। কিন্তু ৩। ৪ বৎসর হইতে চলিল সে আড্ডাটী উঠিয়া গিয়াছে এবং রাস্তারও দুর্গতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি গবর্ণমেণ্টের সকল দিকে অপব্যয় হইতেছে। এই এক সামান্য রাস্তাতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে অপরের ১০ টাকা খরচ করিলে চলে সেখানে গবর্ণমেণ্টের ১০০ টাকা লাগিবে। এইরূপে কত অর্থ অপব্যয় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। গরুর গাড়িতে রাস্তার অত্যন্ত ক্ষতি করে। উক্ত রাস্তা দিয়া প্রায় প্রত্যহই ১০০। ১৫০ গরুর গাড়ি যাতায়াত করে। গরুর গাড়ি যাইবার এক পার্শ্বে স্বতন্ত্র একটী স্থান করিয়া দিলে আমাদের মতে ভাল হয়। বোধ করুন ১০০। ১৫০ গরুর গাড়ি, প্রতি গাড়িতে ২০। ৩০ মণ বোঝাই, এত গাড়ি যে রাস্তা দিয়া প্রত্যহ গমন করে সে রাস্তার কি আর শ্রী ছাঁদ থাকে, বরং রাস্তাটী ক্রমে নিম্ন হইতে থাকে। অনেক স্থানে রাস্তার প্রকৃত জল বাহির হইবার পথ নাই, সুতরাং রাস্তায় জল দাঁড়াইয়া উহাকে কর্দ্দমময় এবং ক্রমেক্রমে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলে। এই রাস্তাটীতে অনেক উত্তম উত্তম শকট স্প্রিংবিহীন হইয়া গিয়াছে। কোন কোনটীর চক্র কর্দ্দমে পতিত হওয়াতে চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এইরূপ অনেক কথা আমরা শুনিতে ও দেখিতে পাই।

মহাশয়! কলিকাতা হইতে শকটারোহণে আসিতে হইলে প্রাণ যায় যায় হয়। একবার গর্ত্ত একবার উচু এক বার নীচু এই রূপ এমাগত শকটখানি উঠিতে ও পড়িতে থাকে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগের দেশের প্রতি [illegible] কৃপানেত্রে চাহিবেন না? [illegible] উদ্বৃত্ত টাকা আছে তাহা [illegible]। কেবল ট্যাক্স দিয়া [illegible], আমাদের [illegible] হয় না? তাহাতে আবার এরূটী যে সময় [illegible] তাহাও

এইরূপ হইয়া থাকিল, গ্রাম সকলের মধ্যের রাস্তার ত কথাই নাই। বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক জললে পরিপূর্ণ ও রাস্তা কর্দ্দমময় হয়, কে দেখিবে কে পরিষ্কার করিবে? মিউনিসিপালিটীর টাকা থাকিলে এ সব তদারক হইত; কিন্তু বেগলাওয়ালারা সমুদায় টাকা নিঃশেষিত করিয়াছে ও আর্নি না আদিও করিতেছে কি না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইলে আমরা কৃতার্থ হই।

হরিনাভি
১ লা অক্টোবর শ্রীঃ—
১৮৪৭

মহাশয়! বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের পত্র প্রেরকগণ সাধারণের অনিষ্টজনক যে সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া প্রতীকার বিধান মানসে বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে আন্দোলন করেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কি জন্য এত অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রদর্শন করেন? কর্ত্তৃপক্ষ কি এক বারও ভাবেন না যে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলিই মফস্বলবাসী দুঃখী ও দুর্ব্বল প্রজাগণের দুঃখ জানাইবার প্রধান উপায়? যে জন্য এই কথার উল্লেখ হইল তাহা এই—ডায়মণ্ড হারবর সবডিবিজনের অন্তঃপাতী সুলতানপুর থানার অধীন কুলপী রোডের দক্ষিণস্থ এই অঞ্চলটীর রাস্তা ঘাটের অভাব জনিত শোচনীয় অবস্থার বিষয় "সোমপ্রকাশ" ও "ভারতসংস্কারক" এই দুই খানি সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সম্বাদপত্রে আন্দোলন হইয়াছে দেখিয়াছি কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূক্ষেপও নাই, যে নিদ্রা সেই নিদ্রা। যাহা হউক, এক্ষণে বলিবার আর অধিক কিছুই নাই, কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে এই বর্ষাকাল থাকিতে থাকিতে এতদঞ্চলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিশ্চন্ত থাকিতে পারেন তাহা হইলে রাস্তা ঘাটের অভাব বশতঃ আমাদিগকে যে জীবনান্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বারম্বার অবগত করিয়া আমরা আর কস্মিন কালে তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিব না।

২। গত বর্ষের অনাবৃষ্টি হেতু অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় এ প্রদেশেও বিলক্ষণ শস্য হানি হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পৌষ ধান্য ভিন্ন এ প্রদেশে অন্য কোন শস্য উৎপন্ন হয় না এবং অত্রত্য লোকদিগেরও কৃষি কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন নাই। এ বৎসর এতদঞ্চলের সাধারণের কত দূর কষ্ট হইয়াছে তাহা মনুষ্য মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। বাস্তবিক প্রতি গ্রামে অন্বেষণ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে দুই চারি ঘর সম্পন্নতর গৃহস্থ ব্যতিরেকে আর সকলেই সপরিবারে এক বেলা আহার করিয়া বৎপরোনাস্তি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। কাহার কাহার বা দিন দিনান্তর অনাহারে যাইতেছে। তন্মধ্যে নিরাশ্রয় অক্ষম দীন দুঃখিগণ ও ঠিকা মজুরি করিয়া যাহারা দিন পাত করে, এই দুই শ্রেণীর লোক একে বারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কুল্পীতে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কুল্পীর নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের বিলক্ষণ উপকার হইতেছে বটে, কিন্তু রাস্তাঘাট না থাকাতে দূর গ্রামবাসীদিগের কোন উপকার দর্শিতেছে না। অতএব এ প্রদেশস্থ আর দুই চারি স্থানে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। এই ত গেল অক্ষম দীন দুঃখিগণের পক্ষে, কিন্তু ঠিকা মজুরদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট ত এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র মনোযোগী হন নাই। এত দিন যা হইয়াছেন তাহাতে বড় ক্ষতি হয় নাই। কারণ চাষের কর্ম্ম ছিল। কিন্তু এক্ষণে চাষের কর্ম্ম ফুরাইয়াছে। এই সময়ে ইহারা খাটিয়া খাইতে পারে এমত কোন সুব্যবস্থা করিয়া না দিলে এই হতভাগ্যগণের অনেককে শীঘ্র শমন ভবনে গমন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রজা রক্ষার জন্য যে এত যত্ন করিলেন, শেষ এই হতভাগ্যদিগের হইতে তাঁহাদিগকে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবেক। অতএব গবর্ণমেণ্ট এই বেলা সতর্ক হইয়া এ প্রদেশস্থ কোন কোন গ্রামে যে সঙ্কীর্ণ ও মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন পথ আছে সেই পথগুলির সংস্করণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে অনেক সুবিধা হইতে পারিবে।

৩। এই করঞ্জলি ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে দুই খানি আফিঙ্গের দোকান আছে। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী অনেক গুলিখোর ও আফিঙ্গ সেবন কারী ব্যক্তি এই গ্রামে সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার সঙ্গে অনেক বদমাএস লোকেরও সমাগম হয়। তাহাতে গ্রামের মধ্যে চুরি প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার লোক একে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন তাহার উপর আবার এই সকল অত্যাচার। সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি এখানকার কতিপয় ভদ্র লোক এই আফিঙ্গের দোকান দুইটী কুলপীর হাটে অথবা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন সাধারণের সমনীয় প্রকাশ্য স্থানে উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা করিয়া ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদিগের উপায়ান্তর নাই। আমরা প্রার্থনা করি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগের উক্ত আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে প্রজারঞ্জন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

৪। এ প্রদেশের ধান্যের অবস্থা এক্ষণে সন্তোষকর। মধ্যে বিলক্ষণ বাদল হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি প্রচুর হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে একটু বৃষ্টি হইলেই এ প্রদেশে উত্তম শস্য জন্মিবে প্রত্যাশা করা যাইতেছে।

করঞ্জলি
২৭ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭৪

কিয়দ্দিবস হইল, আমি কার্য্যানুরোধে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়া সব্ডিবিজনে গমন করিয়াছিলাম। এখানে গত দুই বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দরিদ্রদিগের দুর্দ্দশা অবলোকন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান অপেক্ষা বোধ হয়, অত্রত্য দুঃখিদিগের অবস্থা সমধিক শোচনীয়। এক প্রহর হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত পল্লীগ্রাম দিয়া ভ্রমণ করিলে স্থানে স্থানে হাজার হাজার লোক গবর্ণমেণ্টের চাউল পাইবার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে, দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের পরিধেয় মলিন ও শতধা ছিন্ন, অঙ্গে তৈলাভাব, শুষ্ক কেশ বাতাসে উড়িতেছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, স্কন্ধ বাহির হইয়া উঠিয়াছে, শরীর পঙ্কিল ও দুর্ব্বল। তাহাতে উৎসাহ লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, হইবেই বা কেমন করিয়া, দুই বৎসরকাল অনাবৃষ্টি এবারও তাই। দরিদ্রদিগের মধ্যে মধ্যে শিশু সন্তানগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে। আহা! দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ ক্ষুধার অসহ্য বেদনায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। ইহা দেখিয়া কি জনক জননীর প্রাণ বাহির হয় না? তাহারা ত নিকটে আছে? কিন্তু তাহারা কি করিবে। পিতা কোন কোন দিন কর্ম্ম পাইয়া অতি কষ্টে দিনান্তে ৮ টী পয়সা হাতে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরিবারে অনেকগুলি বালক বালিকা, তাহাতে আবার

এই দারুণ দুর্দ্দৈব; ঐ পয়সা কমীতে কি হইবে?

দরিদ্রদিগের আধুনিক দুরবস্থার বিবর পর্য্যালোচনা করিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল। কিন্তু গ্রামবাসী কতকগুলি ভদ্র লোক মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা শান্তিপ্রদ বটে। আমাদিগের দয়ালহৃদয় গবর্ণমেন্ট প্রতিপল্লীতে এক একটী চাউলের ভাণ্ডার করিয়া দিয়াছেন। দুঃখিগণ তথা হইতে প্রত্যহ চাউল পায়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব অদ্য প্রায় ১২। ১৩ দিন হইল কাটোয়ায় পদার্পণ করিয়া তথাকার দুরবস্থা ৫ ঘণ্টা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক উক্ত ভাণ্ডারগুলিতে অধিক চাউল পাঠাইতে তত্রত্য দক্ষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র বসুকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম ডেপুটি বাবু দীন দুঃখী দিগের হিতের জন্য বিশেষ যত্নবান আছেন। তিনি প্রায়ই পল্লীগ্রামে গমন করিয়া তাহাদিগের ক্লেশ নিবারণ জন্য নানা প্রকার উপায় করিয়া দেন।

পথিমধ্যে যতগুলি চাউলের ভাণ্ডার দেখিলাম তন্মধ্যে চাণ্ডুলী নামক গ্রামের ভাণ্ডারটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য পল্লীতে চাউল যায়। শুনিলাম এই গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মিত্র অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের দুঃখ দূর করিতেছেন সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি নিশ্চয়ই এই সকল মহাত্মাদিগের যত্নে এবার দুর্ভিক্ষের অশেষ যন্ত্রণা হইতে লোক কথঞ্চিৎ মুক্ত হইয়াছে। ধন্য টেম্পল সাহেব! ধন্য ভগবান বাবু! তোমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিদিগের এইরূপ কার্য্যই করা উপযুক্ত। তোমরা যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে চিরস্মরণীয় হইবে।

এ অঞ্চলে পূর্ব্বে বিন্দু মাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আগামী বৎসরের অভাব দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ৬। ৭ আনা পরিমাণ ধান্যোৎপত্তির আশা করা যাইতে পারে।

দুর্ভিক্ষষ্টীট নং ২। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।	একান্ত বশম্বদ শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

মৃত মহাত্মা ডাক্তর সাতকড়ি দত্তের প্রতি।

এ মহানগরী তোমা ভুলিবে কেমনে,
গুণের সাগর ওহে, ভিষক সুজন!
ন্যায় ধর্ম্ম সত্য পথ ধরিয়া যতনে,
ধীর ভাবে চালাইতে জীবিকা আপন।
ধন্বন্তরি জেনেছিল তোমারে সবাই
তোমারে পাইলে রোগী হইত নির্ভয়,
দীনের ছিলেহে তুমি পিতা বন্ধু, ভাই।
অমায়িক মিষ্ট ছিল তোমার হৃদয়।
শান্ত ভাবে বিচরিলে তুমি হে ধরায়,
তাই এত গুণ তব গায় কত জনে।
জগৎ জননী এবে লইয়া তোমায়
দিন সুখময়ী শান্তি, চাই এক মনে।

কলিকাতাবাসিনঃ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২রা অক্টোবর। একখানি বারুদ বোঝাই বজরা রিজেণ্টস কেনালের নিকটে পুড়িয়া গিয়াছে।

আমু ডারিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জাকোজেন টৌকিমেন রুশীয়ার প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে।

লণ্ডন ৩রা অক্টোবর। গত কল্য রিজেণ্টস কেনালের নিকট যে বারুদের বজরা পুড়িয়া যায়, উহাতে কেনালের সেতুটী উড়িয়া যায়, এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা অতিশয় ভীত হয়। অতি নিকটবর্ত্তী বাটী সকলও নষ্ট হয়। ৫ ক্রোশ দূর হইতে ইহার শব্দ শুনা গিয়াছিল। তিন জনের জীবন নষ্ট হইয়াছে মাত্র; কিন্তু বিস্তর টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ই অক্টোবর। ইজিপ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, নাইল নদীর জল ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় সকলেই প্লাবনের আশঙ্কা করিতেছেন। জিগজ্যা কেনালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। নাইল নদীর জল বৃদ্ধি সম্বন্ধে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে জল ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।

বার্লিন ৬ই অক্টোবর। বার্লিনস্থ ফরাসী রাজদূত কাউণ্ট আর্ণিম রাজকীয় পত্রাদি গোপন করাতে বিসমার্কের পরামর্শে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মুক্তির জন্য আবেদন করা হয় কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। আর্ণিম বলেন, তিনি ঐ সকল পত্রাদির বিষয় কিছুই জানেন না।

পারিস ৬ই অক্টোবর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি ডনকালসের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়; তাহাতে তিনি আহত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১লা অক্টোবর। এফ, ডবলিউ ডি, পাটারসন প্রথম শ্রেণীতে যশোহরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এচ, হ্যাগাড কিছুদিনের জন্য তাজপুর উপবিভাগের ভার পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন—

তাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এ, ওয়েস সাহেব।

চম্পারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ ফিডিয়ান।

সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. জি ডে সাহেব।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সুপুলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে জি মেণ্ডিস প্রথম শ্রেণীতে নদীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ভাগলপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, স্মিথ রাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জে, আর কার্ণাক তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনরের কার্য্য করিবেন। ইনি লোহারডগার সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, জে, জি কাবেল জামুই উপবিভাগের ভার পাইলেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম, ফেমুকেন মুঙ্গেরে বদলী হইলেন।

ই, জে, বার্টন কিছুদিনের জন্য বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সি, এফ ম্যাগ্রাথ কিছুদিনের জন্য বগুড়ায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সাওতাল পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী হোসেন আলী জাগনপুরে বদলী হইলেন।

টি, এম, কাফউড সাহেব কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট জে, এ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য ১৮৬৭ অব্দের ৫ আইনের (ভাড়াটিয়া গাড়ি সম্বন্ধীয় আইন) ২ ধারানুসারে হুগলী ও চুচুড়ার মিউনিসিপালিটীর কণ্ট্রোলার ও রেজিষ্টার হইলেন।

২৪ পরগণা এবং হুগলীর প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ জে, টুইডি কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম ঢাকা বাখরগঞ্জ এবং ত্রিপুরার অতিরিক্ত জজ এবং অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন। ইনি ফরিদপুরে থাকিয়া তথায় সেসিয়ন করিবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে বাবু ব্রজনাথ লাহিড়ী কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলিকাতার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইলেন।

জে, ক্রফড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২ রা অক্টোবর। এফ, ডবলিউ ডি পিটম্যান যেনি যশোহরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

৩ রা অক্টোবর। লোহারডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এল, জে এচ গ্রে সাহেব ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪২, ১৫৭, ৪১৭ ও ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

৫ ই অক্টোবর। জে, আর কার্ণাক (যিনি লোহারডগার সহকারী কমিশনর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র (যিনি মুঙ্গেরে রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন) পুনরায় সেই পূর্ব্ব পদে গমন করিয়াছেন।

সাওতাল পরগণার অন্তর্গত মুনকার রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত বাবু অমৃত লাল পাল বি, এল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরায় যেমন মুন্সেফ ছিলেন সেই পদ গ্রহণে অনুমতি পাইয়াছেন।

৬ ই অক্টোবর। বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল বি, এল, কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্তনিটোলার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪২, ১৫৭, ৪১৭, এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যিনি মালদহে বদলী হইয়াছেন তথায়) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

জে, ক্রফড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২ রা অক্টোবর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	২৩	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১০	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২০	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৪	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৪	৬
আভার পাড়া	১৫	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৭	৬
তথা হইতে কষ্ট ১ নং	৩১	৯
তথা হইতে বোলমারি	২০	৩
তথা হইতে আলিকদহ	২০	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২১	
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	

সন ১৮৭৪ সালের ৫ ই অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২৩	

বহরমপুর
৫ ই অক্টোবর
১৮৭৪

টি, এইচ উইক্স সি ই.
একজি- কিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুর স্বাধীন ত্রিপুরা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত—কলিকতা ৫৷০
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল খাঁ-মেদিনীপুর ১০
" " নবীনচন্দ্র সরকার—শোলাদানা ১০
" " ভগবতীচরণ লাহা—কলিকাতা ১০
" " কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শান্তিপুর ১৬

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৮১। ১৭ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৪। ২ রা নবেম্বর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সভ্যসমাজকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে "গর্ভিণী বান্ধব" নামক মহৌষধের বাক্স (যাহাতে ২ প্রকারের ঔষধ ১ সপ্তাহ করিয়া ২ কৌটাতে) প্রস্তুত আছে। ইহা সুসেন সংহিতোক্ত ও অস্মদ্বংশের চিরানুভূত ও পূর্ব্ব পরম্পরা পরিপ্রাপ্ত। ইহা অমোঘ-বীর্য্য ও সদ্যঃফলদ। ইহার প্রভাবে ২। ৩ দিবস পর্য্যন্ত ছট ফট করিতেছে এমত গর্ভিণী ২ প্রহরের মধ্যে বেদনা শান্তি পাইয়া সুস্থ হয় এবং কাল পূর্ণ করিয়া সুখপ্রসবিনী হয়। চিকিৎসক ও ডাক্তর মহাশয়েরা ইহার অব্যক্ত প্রভাব অনুভব করিবেন। আমাশয় গর্ভাশয় ও মূত্রাশয় বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রান্ত্র এ সকলের বৈলক্ষণ্য শমন করিয়া স্বাস্থ্যকর হয়। গর্ভিণীদিগের অবশ্য সেব্য। এক বাক্সের মূল্য ৬ টাকা, প্যাকিং চার্য্য ও মাশুল ৷৷০ আনা, মোট ৬৷৷০ টাকা ইহার সহিত মুদ্রিত ব্যবস্থা পত্র প্রেরিত হইবেক।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ
সংস্কৃত মেডিকেল হল
লক্ষ্মীকুণ্ড, বনারস।

—o—

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ।৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৷৷৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

—o—

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

১০০ টাকা পুরস্কার।

ঈশ্বর সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা ফরসা শ্যামবর্ণ, লম্বা আন্দাজ ৫। ফুট, একহারা মুখলম্বা। পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনায় হস্তে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে বয়স আন্দাজ ৩১ কি ৩৩ বৎসর হইবে, কথা পূর্ব্ব দেশের মত অভ্যাস আছে। তাহার বাটী যশোহর জেলায় ও জাতি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি ইহাকে মালসমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি
২৫ এ আশ্বিন } শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।
১২৮১ সাল

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ লা মে তারিখে ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫৭ অফ ৪৮০ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৭৮৩ অফ ৭৮৩৬ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩১ অফ ১৫৯০৯ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯২ অফ ১০৩০৫ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১৩৩৬৯ অফ ২৫৬৮৭ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৬৪৫ অফ ২৮৩৬ নং এক কেতা ১৪০০

সন ১৮৫৪। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অফ ৪২৯৬৭ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৪ অফ ৩৮৬১২ নং এক কেতা ১৫০০

১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট কাষ্ঠের বাক্স ১ টা ও তাহার মধ্যে বেঙ্কের খাতাদি বান ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেণ্টের কারেন্সি নোট।

এল ৫০ নং ৩৯৭০৯। ৩৯৭১০ ৩৯৭১১। ৩৯৭১২ নং ৪ কেতা ১০০ হিসাবে ৪০০ টাকার মধ্যে এক কেতা ১০০ টাকা খণ্ড বাদে তিন কেতা ৩০০

এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং এক কেতা ৫০

৩৫০

ইহা সেওয়ায় খুচরা নোট ও নগদ ৪০৪

৭৫৪

কোং কাগজের সুদের চেক এক কেতা ৮২
" " " এক কেতা ৫০
" " " এক কেতা ২৮
১৬০

দলিল এক তাড়া ৫ ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাতা, পুরাতন কার্পেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৬০০ টাকার কোং কাগজের অঙ্ক নম্বরের ২৮১ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও করেন্সি নোটের এল ০৫৯ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ১১৭১০ স্থলে ৩৭৭১০ হইবে।

ও সুদের চেক তিন কেতায় ১৬০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

জনৈক জ্যোতীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বচিরানুভূত বরদ মহৌষধ। ঋতু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাসুল এককালে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভ স্থবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার এলাকান্ত বালাখা নামক বাৎসরিক মেলা গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বন্ধ ছিল। এবার নিয়মিত সময় (রাস পূর্ণিমা) উপলক্ষে উক্ত মেলা হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক। ইতি

১২৮১ সাল
তাং ১৫ ই আশ্বিন } শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় জমিদার। জিলা—দিনাজপুর ষ্টেশন ঠাকুর গাঁ।

সটীক দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, পুথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছে. শেষে অনুবাদও আছে। মূল্য ৪ টাকা, কমিসন ২১ টাকার হিঃ পটোলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাকৃত যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বরাট।

—০:০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না. মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে. আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

দুই সপ্তাহের পর আজি, আমরা পুনরায় সোমপ্রকাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আজি কোথায় সোমপ্রকাশ পাঠকগণকে সপ্রেম আলিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় পরিতোষ সম্পাদন করিবে তাহা না হইয়া দারুণ জল প্লাবন ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের অশুভ সংবাদ লইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে উপনীত হইতেছে। ৩০ এ আশ্বিন বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিষম ঝড় হইয়া গিয়াছে। বিস্তর অনিষ্ট হইয়া লোকের যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের এ অঞ্চলে ঝড় হইয়াছিল, কিন্তু তত অনিষ্ট হয় নাই। আমরা বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর হইতে এতৎসংক্রান্ত যে কয়খান পত্র পাইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পাঠ করিলে পাঠকগণ ঝড়ের স্বরূপ বোধে সমর্থ হইবেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মেমারি ও মানকরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উহা ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকাল ৯ টার সময় ঝড় আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকাল ৫ টা পর্য্যন্ত

থাকে। ৭ টার সময় পুনরায় বায়ু প্রবল বেগে বহিতে থাকে এবং বেলা তিনটার সময় উহার নিবৃত্তি হয়। বর্দ্ধমান ষ্টেষণের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বর্দ্ধমানের বাজার নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার খাদ্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন হইয়াছিল। ডাকঘর ও অনেক পাকা বাড়ীর ছাদ ভাঙ্গিয়া যায়। ঘরের দ্বার জানলা সার্সি প্রভৃতি চুর্ণ হয়। বৃক্ষাদি পতিত হইয়া রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়াছিল। বাতাস এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে মানকরের নিকট আরোহিপূর্ণ একখানি গাড়ি উলটিয়া পড়ে। অনেকের হাত পা মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কি না সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বর্দ্ধমানের চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদায় স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে। লোকের মৃত্যু সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু যেরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে লোকের হাত পা ভাঙ্গা ও মৃত্যু হওয়া অসম্ভাবিত নয়। বর্দ্ধমানে প্রথম ম্যালেরিয়া তার পর দুর্ভিক্ষ এক্ষণে আবার ঝড়, পরে কি দৈব ঘটনা ঘটে বলা যায় না। পাঠকগণ সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ ও ইউরোপীয় সম চারস্থলগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন, দেখিতে পাইবেন এবার কত স্থানে কত ঝড় ও কত জলপ্লাবন হইয়াছে।

এখনও পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ কার্য্যে বিরত হন নাই। গত শনিবার অবধি ৩। ৪ দিন এ অঞ্চলে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। আকাশের ভাব দেখিয়া শঙ্কা হইতেছে পবনদেব পাছে বা পুনরায় অনুগ্রহ করেন। আর বৃষ্টির প্রয়োজন নাই। এখন বৃষ্টি হওয়াতে কেবল অপকার। শ্রাবণ মাসে এই বৃষ্টি হইলে বিস্তর উপকার হইত। এক কাঠাও ভূমি পতিত থাকিত না। এবার সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে অনেক স্থলে অনেক ভূমি পতিত আছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া দেবতারাও দেখি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারে কথঞ্চিৎ পার আছে, কিন্তু দেবতাদিগের স্বেচ্ছাচারে পার নাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পর্জ্জন্যদেবকে বশে রাখিয়া কি স্বপ্রয়োজন সাধন করিয়া লইতে পারেন না?

নানা সাহেব।

বঙ্গদেশের ঝড় ও নানা সাহেবের বন্দীভাব তুল্যরূপ ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ৩। ৪ বৎসর অন্তর ঝড় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, নানা সাহেবও ৩। ৪ বৎসর অন্তর ধরা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ৩। ৪ জন নানা সাহেব ধরা পড়িলেন, মুক্ত হইয়াও গেলেন। আবার এক নানা সাহেব ধরা পড়িয়াছেন।

পিয়নিয়র লিখিয়াছেন, ২১ এ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যাকালে মহারাজ সিন্ধিয়া একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। বিটূরের নানার একজন মুন্সী এই পত্র লিখেন। ইহাতে নানা সাহেব সিন্ধিয়ারাজকে ভ্রাতৃভাবে লিখেন যে, বহুকাল জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে তিনি মৃত্যু কামনায় হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন। সিন্ধিয়ারাজ এই পত্র পাইবামাত্র যে স্থানে নানা অবস্থিতি করিতেছিল, ২০০ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন পূর্ব্বক স্বয়ং তাহাকে ধরিয়া বন্দীভাবে আনয়ন করেন। নানা সিন্ধিয়ার অপেক্ষা ১০। ১১ বৎসর অধিকবয়স্ক। কিন্তু তাহাদিগের বাল্যকালে পরস্পরে সাহচর্য্য ছিল সিন্ধিয়া তাহাকে ধরিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। তদ্ভিন্ন বাল্যকালের কয়েকটী সামান্য ঘটনার বর্ণন করাতে তাহাকে প্রকৃত নানা সাহেব বলিয়া সিন্ধিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সে সকল ঘটনা অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। সিন্ধিয়া রাজবাটীতে উপনীত হইয়া ৩ হাজার সৈন্যকে রাজবাটী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া পোলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল অগবরণকে সংবাদ দিলেন। অগবরণ আসিয়া বন্দীর জবান বন্দী গ্রহণ করিলেন। নানা সাহেব এইরূপ জবানবন্দী দিলেন, তিনি বাজীরাও পেশোয়ারের পুত্র, তিনি বিটূরের নানা সাহেব বলিয়া খ্যাত। তিনি বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের অধিনায়কতা করেন। ঘাটে যে সকল হত্যাকাণ্ড হয় এবং পরে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট বালক বালিকা গণকে যে হত্যা করা হয়, তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না। হাবলক সাহেব সসৈন্যে আসিয়া কানপুর পুনরায় অধিকার করিলে পর তিন মাস কাল পর্য্যন্ত তিনি কানপুরের ৫ ক্রোশের মধ্যে ছিলেন। পরে নেপালে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া ভূটান প্রস্থান করেন। সেখানে ৭ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। প্রায় ৫ বৎসর গত হইল তিনি আসামে গমন করেন, তথায় গৌহাটীর এক জন ইউরোপীয় আফিসরের আশ্রয়ে ফকীরের বেশে কালযাপন করিতেছিলেন। তথা হইতে বোরসি তৎপরে গোয়ালিয়রে আইসেন। ইহার পূর্ব্ব দিবসেই তিনি গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন। পোলিটিকাল এজেণ্টের নিকট নানা সাহেব স্বয়ং এই জবান বন্দী দেন। মুন্সীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মুন্সী বলেন ১০ মাস পূর্ব্বে তিনি নানা সাহেবকে ফকীর বেশে বোরসিতে দেখেন। তৎকালে তাঁহার কোন কর্ম্মকাজ না থাকাতে তিনি তাঁহার অধীনে চাকরী স্বীকার

করেন। সিন্ধিয়াকে যে পত্র লেখা হয়, তাহা নানা তাহাকে বলিয়া দেন, তিনি লিখিয়া ছিলেন মাত্র। এই চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে ঐ ফকীর বেশধারী ব্যক্তিকে তিনি জানিতেন না। নানা সাহেব সিন্ধিয়ার নামে একজন মহারাষ্ট্রীয়। তিনি সিন্ধিয়ার শরণাপন্ন হইয়াছেন, সিন্ধিয়া যদি তাঁহাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন তাঁহার মৃত্যু দণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া সিন্ধিয়া প্রথমে তাঁহাকে পোলিটিকাল এজেণ্টের হস্তে সমর্পণ কালে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে যাহাতে তাঁহার মৃত্যু দণ্ড না হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিভূ থাকিতে হইবে। পরিশেষে নানারূপ প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া সিন্ধিয়া বিনা সর্ত্তে নানা সাহেবকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ২২ এ অক্টোবর তাহাকে সিন্ধিয়ার ২০০ টী ন্য সমভিব্যাহারে দিয়া মোরার কাণ্টনমেণ্টে পাঠান হয়। তথায় একণে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। মুন্সীকেও একটী পৃথক কারাগৃহে রাখা হইয়াছে। নানা সাহেব একণে বলিতেছেন সে একজন সামান্য ফকীর মাত্র, আদেশ করিলে সে ইহার প্রমাণ দিতে পারে। সিন্ধিয়াকে যে পত্র লেখা হয় এবং পোলিটিকাল এজেণ্টের নিকট যে জবানবন্দী দেওয়া হয় সে সমুদায় আমূলতঃ মিথ্যা। যে সময় পত্র লিখিতে বলে এবং জবানবন্দী দেয় তখন সে ভাঙের নেশায় অভিভূত ছিল। উহাকে দেখিয়া বোধ হয় উহার বয়স ৪০ বৎসরের অধিক নয়, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু আছে, মস্তকের কেশ গুলিও দীর্ঘ, উহার এক গাছিও শ্বেত বর্ণ হয় না। কেহ কেহ বলিতেছেন উহার কেশ ও শ্মশ্রু কলপ দেওয়া, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ ব্যক্তি দীর্ঘে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফীট হইবে, মুখে বসন্তের দাগ আছে। কে সাহেবের বাক্যানুসারে নানা সাহেবের বয়স ৫০ বৎসর হওয়া উচিত, কিন্তু ইহাকে দেখিলে ৪০ বৎসরের অধিক বোধ হয় না। বিশেষ প্রমাণ সত্ত্বেও এই সকল কারণে তাহাকে প্রকৃত নানা সাহেব বলিয়া অনেকের সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক কেহ কেহ বলিতেছেন নানার বয়স ৪৫ বৎসরের অধিক হইবে না। তদ্ভিন্ন এদেশীয়দের আকৃতি দেখিয়া বয়স নির্ণয় সুকঠিন। সিপাহী বিদ্রোহ কালে হত্যা কাণ্ড হইতে যে চারি জন রক্ষা পান, কর্ণেল মাউব্রে টমসন তাহার অন্যতর। এই ব্যক্তিই প্রকৃত নানা সাহেব কি না পরীক্ষা করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাকে মোরারে আসিতে বলা হইয়াছে। এদিকে বন্দীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করা হইতেছে। এক জন আফিসর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর তাহাকে দেখিয়া আইসেন। তাহার আহারের সময় একজন আফিসর উপস্থিত থাকেন। বোধ হয় এ ব্যক্তিকে শীঘ্র আগ্রায় পাঠান হইবে।

বন্দীভূত ব্যক্তি প্রকৃত নানা সাহেব কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সিন্ধিয়ারাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্র ও একান্ত অনুগত। প্রধান গবর্ণমেণ্টের অমতে নানা সাহেবকে তাঁহার আশ্রয় দিবার ক্ষমতা নাই। যদি আশ্রয় দেন, তিনিও নানা সাহেবের ন্যায় বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এটী বুঝিতে না পারা নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ। নানা সাহেব এত নির্ব্বোধ, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, বন্দীকৃত ফকিরের মনে ভাঙের জোরে এই উদয় হয়, সিন্ধিয়ার সহিত নানা সাহেবের সৌহার্দ্দ ছিল, নানা সাহেব বলিয়া পরিচয় দিলে যথেষ্ট সমাদর করিবেন। এই ভাবিয়া উল্লিখিত প্রকার পত্র লেখা হয়। মুন্সিও ফকিরের একজন ভাঙ খোর চেলা। ফকিরের মন্ত্রেই তাহার মত। ফকির যেমন তাহাকে উপদেশ দেয়, সে তেমনি কাজ করে।

দ্বিতীয়, নানা সাহেবের বয়স ৫০ বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু বন্দীকৃত ফকিরের বয়ঃক্রম চল্লিশের ঊর্দ্ধ নয়। বন্দীকৃত ব্যক্তি যে নানা নয়, এটী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এদেশের জল বায়ু ও আহারাদির দোষে অল্পবয়স্কদিগকে অধিকবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অধিকবয়স্ককে অল্পবয়স্ক বলিয়া প্রায় বোধ হয় না।

তৃতীয়, বন্দীভূত ব্যক্তি প্রথমে জবানবন্দী দেয়, আসামে কিছুকাল এক জন ইউরোপীয় আফিসরের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিল, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে প্রকৃত নানা সাহেবের এরূপ সাহস হইবার সম্ভাবনা নাই। জানিয়া শুনিয়া কেহ ব্যাঘ্র ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করে না। আসামে ইউরোপীয়ের আশ্রয় ভিন্ন কি অন্য আশ্রয়ে থাকিবার স্থান নাই?

চতুর্থ, নানা সাহেবের নেপাল গমনে অকৃতার্থ হইবার কারণ কি? সেই স্থানে তাহার যাইবারই সমধিক সম্ভাবনা। সেখানে তাহাকে কেহ চিনিত না। বিশেষতঃ নেপাল অরণ্যময় স্থান। তাদৃশ স্থানে অপরাধী ব্যক্তিদিগের আশ্রয় লাভ দুর্ঘট নয়। সাধারণ লোকের সংস্কার এই, নানা সাহেব নেপালেই গমন করিয়াছেন, যদি জীবিত থাকেন সেই খানেই আছেন।

যাহা হউক, আমাদিগের বক্তব্য এই, নানা সাহেবের নামে যেন নিরপরাধ ব্যক্তিবধ হত না হয়। আজি যদি এই ফকিরকে বধ করা হয়, আর কালি

প্রকৃত নানা সাহেব দেখা দেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অযশের ও অধর্ম্মের পরিসীমা থাকিবে না। প্রকৃত নানা সাহেবের দণ্ড হয়, এটী কাহারও অপ্রার্থনীয় নহে। নানা সাহেব ভারতবর্ষের শত্রু। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহিদলে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। এখানে যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা কিছু কালের নিমিত্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। উহা আজিও প্রকৃত পথগামী হয় নাই। নানা সাহেব বিদ্রোহী সিপাহী দলে মিলিত হওয়াতে রাজপুরুষদিগের ভারতবাসিদিগের উপরে এমনি অবিশ্বাস জন্মে যে আজিও তাহার সংশোধন হইতেছে না।

—০:৪:০—

দুর্ভিক্ষের উদ্বৃত্ত চাউল।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষার্থ গবর্ণমেন্ট যে চাউল সংগ্রহ করেন, আবশ্যক ব্যয় হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, সে চাউলের কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় লইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সহিত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের যে পত্র লেখালেখি হইতেছে, তাহা শনিবারের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সিতে যে চাউল মজুত আছে তাহা ভিন্ন ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গণনা করিয়া দেখা হয়, ৯০ হাজার টন চাউল আছে। ইহার মধ্য হইতে আর ২২।২৩ হাজার টন ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় ৭০ হাজার টন আছে। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলেন, এ চাউল অল্প অল্প পরিমাণে স্থানে স্থানে আছে, সে সমুদায় পুনরায় একত্র সংগ্রহ করিতে গেলে অনেক ব্যয় ও অনেক নষ্ট হইবে, অতএব সে সমুদায় যে যে স্থানে আছে, সেইখানেই বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। যদি অক্টোবর ও নবেম্বরে বিক্রয় করা হয়, ঐ ৭০ হাজার টনে অন্ততঃ ১৮০০০০০ টাকা উঠিতে পারে। যে দরে চাউল কিনিতে হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে ইহা সামান্যমাত্র বটে; কিন্তু এই ১৮ লক্ষ টাকাও কম নয়। গবর্ণমেন্ট যে চাউল সংগ্রহ করেন, তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইয়াছে, কত অপব্যয় হইয়াছে, কত নষ্ট হইয়াছে তথাপি এত চাউল উদ্বৃত্ত হইল, ইহাতে গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনাধিক কত চাউল আনিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেন্ট যতই নষ্ট করুন, দুর্ভিক্ষে যে একজনেরও মৃত্যু হয় নাই, সে জন্য গবর্ণমেন্ট প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এই ৭০ হাজার টন চাউল বৃথা নষ্ট হইলেও তত ক্ষোভের হইবে না, কিন্তু যদি চাউলের অভাব হইয়া লোক মারা যাইত ক্ষোভের পরিসীমা থাকিত না। এত অতিরিক্ত চাউল আমদানী করাতে আমরা লার্ড নর্থব্রুককে সম্পূর্ণ দোষী করিতে পারি না। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর প্রভৃতি যেরূপ ব্যগ্র ও ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দুর্ভিক্ষের স্বরূপ নির্ণয়ের অবসর পান নাই। যাহা হউক আমাদিগের বক্তব্য এই, এখনও লোকের সচ্ছল হয় নাই। অনেক স্থলে চাউল ৩।৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। মহার্ঘ্য চাউল কিনিয়া কিনিয়া অনেকে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের কষ্টের অবসান হইতে অন্ততঃ আর একমাস লাগিবে। আর একমাসের ন্যূনে নূতন হৈমন্তিক ধান্য হইবে না। গবর্ণমেন্ট এই একমাসের মধ্যে উদ্বৃত্ত চাউলগুলি যে যে স্থানে চাউল মহার্ঘ্য বিক্রয় হইতেছে সেই সেই স্থানে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করুন। তাহা করিলে অনেকে দুর্ব্বিষহ জঠর জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবে সন্দেহ নাই।

রক্ষাগৃহে চুরি।

"স্বয়মসিদ্ধঃ পরান্ কথং সাধয়তি" যে ব্যক্তি আপনি অসিদ্ধ, সে পরকে কিরূপে সিদ্ধ করিবে। যাহারা দেশের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা আপনাদিগকেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না, এটি অতিশয় লজ্জার কথা। সম্প্রতি বারুইপুরের থানায় একটী চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহাই আমাদিগের এ সলজ্জ কথা বলিবার কারণ। চৌর্য্য বৃত্তান্ত এই:—

খাতের নামে একজন কনষ্টেবল ১৬ ই অক্টোবর (৩১ এ আশ্বিন) রাত্রিতে বারুইপুর পুলিস ষ্টেষণ গৃহের মালখানার সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুরাতন টাকা ও মোহর প্রভৃতি অনুমান ৬০০। ৬৫০ টাকার দ্রব্য চুরি করে এবং থানার পশ্চিম আম্র বাগানে পুতিয়া রাখে। পরে ঐ ব্যক্তি বারুইপুরের তায়েদ কনষ্টেবল ওয়াজেদ আলিকে ঐ চুরির কথা সমুদায় বলে। সে ব্যক্তি ঐ চুরির অংশ লইয়া ১৯ এ অক্টোবর কতক মাল সমেত পলায়ন করে। ঐ রাত্রি আড়াইটার সময় নেজামতদার হেড কনষ্টেবল গোপালচন্দ্র দালাল রেলে গেল এবং সব ইনস্পেক্টর বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থলপথে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যাদবপুর ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিলে ৪ জন এক গাড়ীতে উঠে। হেড কনষ্টেবল সন্দেহ করিয়া ঐ কয় ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিল, চোর নাম ধাম ভাঁড়াইল, কিন্তু হেড কনষ্টেবল তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করাতে চোর ধরা পড়িল। হেড কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এবং রেলওয়েতে উঠিয়া শিয়ালদহে চলিয়া গেল। পরে ৮ টার গাড়িতে চোর সমেত ফিরিয়া আসিয়া বারুইপুরে

ষ্টেষণে গিয়া অবশিষ্ট মাল এক আম্র গাছ তলা হইতে বাহির করিয়া দিল। এক্ষণে চোর একরার করিয়াছে, বিচারাধীনে আছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, চোর পলাইতে পারে নাই। গোপালচন্দ্র জমাদারের বাহাদুরী আছে। ঐ ব্যক্তি পুলিস কার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত লোক। উহাকে উন্নত পদ প্রদান করিয়া উহার ও অন্য অন্য পুলিস কর্ম্মচারির উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

নীলকরদিগের অত্যাচার যাইবার নয়।

বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকের এই সংস্কার আছে, বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনন্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরদিগের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাহাদিগের অত্যাচার নাই। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নয়। নীলকরদিগের অত্যাচার যেমন ছিল, তেমনি আছে, বিশেষের মধ্যে এই, উহা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। নীলকরেরা যে প্রকার বিশাল অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কাজে কাজেই উহাদিগকে অত্যাচারী হইতে হয়। অত্যাচারী না হইলে কোন ক্রমে চলে না। অত্যাচার কার্য্যে উহাদিগের উৎসাহ লাভও হইয়া থাকে।

অত্যাচারী না হইলে উহাদিগের চলে না, আমরা একথা কহিলাম কেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। নীলকরেরা যে যে স্থানে আবসথ গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানকার সমুদায় ভূমি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কোন জমীদারের জমীদারী পত্তনি কোন জমীদারের জমীদারী বা ইজারা লওয়া হইয়াছে নীলকরেরা ইহা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, প্রজাদিগের স্বত্বের জমীও ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। এত জমি আবাদ কিরূপে হয়? এত ভূমির চাষ কার্য্য সম্পন্ন করে তাঁহারা এত লোক কোথায় পাইবেন? সুতরাং প্রজার উপরে অত্যাচার হয়। প্রজারা অগ্রে নীলকরদিগের ভূমিতে নীল বপন না করিয়া আপনাদিগের ভূমিতে ধান্যাদি বপন করিতে পারে না।

এ অত্যাচারের বিষয় রাজ দ্বারে জানাইয়া প্রতীকার করিবারও উপায় নাই। ইউরোপীয় বিচারপতিরা নীলকরদিগের দোষ দেখিতে পান না স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় বলিয়া নীলকরদিগের প্রতি তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ স্নেহ আছে। স্নেহের চক্ষে গুণ বিনা দোষের আবির্ভাব হয় না। বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিচারপতি ও ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টরেরা যখন কোন মকদ্দমার তদারক করিতে যান, প্রায় নীলকরদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীলকরের উপরে যদি কাহার কোন প্রকার মনের বিরুদ্ধ ভাব থাকে, অতিথি সৎকার সময়ে তাহা অন্তরিত হইয়া যায়। মানুষের স্বভাব এই, যাহার নিকটে উপকার লাভ হয়, মন আপনা হইতেই তাহার প্রত্যুপকারে প্রবৃত্ত হয়। তাদৃশ বিচারপতির নিকটে অপক্ষপাত বিচার লাভের সম্ভাবনা কি? মিবাসের অপরাধের বিচারকর্ত্তা স্মিথ সাহেবের ন্যায় পক্ষপাতশূন্য বিচারপতি এক্ষণে দুর্লভ।

পলিবিয়স রোমের লোকের তদানীন্তন ভাব দেখিয়া ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় কহিয়াছিলেন, রোমের লোক হইতেই রোমের ধ্বংস হইবে, আমরাও তেমনি নীলকর ও নীলপ্রধান প্রদেশবাসী প্রজাদিগের ভাব দেখিয়া কহিতেছি, নীলকর হইতেই বঙ্গদেশ উৎসন্ন হইবে। তবে লোক হিতৈষী রোমকেরা মধ্যে মধ্যে প্রবল দোষের দমনার্থ যেমন এক একটী আইন করিতেন তেমনি গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ এক একটী আইন করেন, কোন বিচারপতি নীলকরদিগের সহিত কোন প্রকার সংসর্গ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে যদি কিছু মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের আর একটী কাজ করা কর্ত্তব্য, নীলপ্রধান প্রদেশের মধ্যে মধ্যে এদেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এদেশীয় বিচারপতিরা এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে নীলকরদিগের অত্যাচার ব্যাপারগুলি যেমন বুঝিতে পারেন, ইউরোপীয় বিচারপতিরা সেরূপ বুঝিতে পারেন না। এদেশীয় বিচারপতিগণ বুঝিতে পারেন বলিয়াই নীলকরেরা প্রায় তাঁহাদিগকে নীলপ্রধান প্রদেশে থাকিতে দেন না। দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই গবর্ণমেণ্টও মোহিত হইয়া তাহাতে অনুমোদন করেন।

চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ আচরণ কর্ত্তব্য নয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা আছে, প্রজার ধর্ম্ম আচার ব্যবহার ও চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা থাকাতেই তাঁহারা ভারতবর্ষে সুখে রাজত্ব করিতেছেন। কোন কোন অবিমৃষ্যকারী উদ্ধত কর্ম্মচারির দোষে যখন ঐ প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ হইয়াছে, তখনই এক একটী বিপদ ঘটিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, কোন দেশের লোকেই ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারগত চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ আচরণ সহ্য করিতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি ইহা লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সক্রেটিস গ্রীসদেশের মঙ্গল চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির বিরুদ্ধকারী বলিয়া তাঁহার হেমলক বিষপান দণ্ড হয়। এক ধর্ম্ম লইয়া ইউরোপখণ্ডে কত তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কত নিরপরাধ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অধিকাংশ ইউরোপীয় বাইবেলের বিরুদ্ধ একটী বাক্যও শ্রবণগোচর করিতে সম্মত নহেন। বিশপ কোলেঞ্জো নিজ সংস্কারের অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দণ্ডিত হইলেন। মেজবিল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া স্বপদে বঞ্চিত হইলেন। আজিও লোকে ১৮৫৭ অব্দ বিস্মৃত হয় নাই। এক টোটা ঐ অব্দের বিষম বিদ্রোহ কাণ্ডের প্রধান সাধন। এই সমস্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তথাপি যে রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে এদেশীয়দিগের চিরন্তন সংস্কারের

বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

সম্প্রতি হাজারিবাগের জেলের মধ্যে একটী বিদ্রোহ ঘটনার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। তত্রত্য ব্রাহ্মণ কয়েদিদিগকে পিত্তলের থাল ও লোটা দেওয়া হইত। উহা কাড়িয়া লইয়া মৃন্ময় পাত্র দিবার আজ্ঞা হয়। এই আজ্ঞাই ঐরূপ গোলযোগের মূল। হিন্দুদিগের সংস্কার এই, যে মৃন্ময় পাত্রে একবার ভোজন করা যায়, দ্বিতীয় বার সেই পাত্রে ভোজন করিতে নাই। এ সংস্কার অমূলক নয়, শাস্ত্র ইহার মূল। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন "শারীরৈর্মলৈঃ সুরা ভর্মদ্যৈর্বা যদুপহতং তদত্যন্তোপহতং সর্ব্বং লৌহভাণ্ডমপৌত্রকপং শুদ্ধ্যেত মণিময়মশ্মময়মব্জময়ঞ্চ সপ্তরাত্রং মহীখননেন শৃঙ্গদন্তাস্থিময়ঞ্চ তক্ষণেন দারুময়ং মৃন্ময়ং জহ্যাদিতি।" মল দূষিত হইলে মৃন্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিবে। এই শাস্ত্র মূলক এদেশের ব্যবহারও এই হিন্দু মত্রে মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করে না। মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করা মুসলমানদিগের ব্যবহার। তদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে মৃন্ময় পাত্র হিন্দুদিগের ব্যবহার্য্য নয়। হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহার পরস্পর বিরুদ্ধ। এমন অবস্থায় বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সে কার্য্য করাইবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নয়। কেবল এই হাজারিবাগের জেলের এই বিষয়টী নয়, কয়েদিদিগের ধর্ম্ম সংস্কারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা করাতে ভারত বর্ষীয় জেলে মধ্যে মধ্যে এরূপ বিদ্রোহ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। এদেশের রীতি নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উদ্ধতস্বভাব কতকগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সকল অনর্থের মূল।

—০—

নূতন পুস্তক।

১। অপূর্ব্ব সহবাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রথম খণ্ড (১)। ইহাতে চিতোরের অধিপতি মহারাজ উদয় সিংহের রাজ্য বিজয়ের বিশ্বাসঘাতকায় আকবর কর্ত্তৃক উদয় সিংহের বন্দীকরণ, তাঁহার বীরপত্নী সঙ্গা কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার সাধন, মতি বিবির সহিত উদয় সিংহের বনে পলায়ন এবং সেখানে তাঁহার কর্ত্তৃক মতিবিবির শিরশ্ছেদন, যবনগণ কর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রমণ, রাজপুত রমণীগণের অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ, যবনকর্ত্তৃক চিতোর নগরের বিনাশ, পরিশেষে বনে গিয়া উদয় সিংহের সহিত প্রজাগণের এবং সঙ্গার মিলন, ইত্যাদি ঘটনাগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অপূর্ব্ব সহবাসকর্ত্তা ইতিপূর্ব্বে অপূর্ব্ব কারাবাস নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অপূর্ব্বকারাবাস অপেক্ষা এখানিতে গ্রন্থকারের রচনাশক্তির বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইল। স্থানে স্থানে বিরক্তি জন্মিলেও ইহার অধিকাংশ স্থল পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম।

২। আনন্দকানন, অথবা মদনের দিগ্বিজয়, দৃশ্য কাব্য (২)। গ্রেট ন্যাশনাল থিএটারে অভিনীত হইবার উদ্দেশে এখানি লিখিত হইয়াছে। পদ্যগুলি কোমল ও মিষ্ট হইয়াছে। লেখকের যে পদ্য লিখিবার ক্ষমতা আছে, আনন্দকানন তাহার পরিচয় দানে সমর্থ।

৩। ভারতে যবন (৩)। এখানিও গ্রেট ন্যাশনাল থিএটারের জন্য রচিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয়ই আছে। ইহাতে মুসলমানগণের ভারতবর্ষের প্রতি অত্যাচার ও আর্য্য সন্তানগণের স্বাধীনতা লাভার্থ নিশ্চেষ্টতা এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা হইয়াছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্যগুলি আমাদের মিষ্ট লাগিল। হৃদয়স্থিত নিদ্রিত ভাব সকলকে জাগ্রত করিবার পক্ষে পদ্যগুলির কতক উপযোগিতা আছে

৪। সিমলা শৈল সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিয়মাবলী দ্বিতীয় সংস্করণ। যে নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা পুস্তকে লেখা মাত্র সার না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় আমাদিগের ইচ্ছা।

৫। ভূগোলসার (৪) ইহাতে ভূগোলের প্রথম জ্ঞাতব্য স্থূলস্থূল বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে। এখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয়স্থ অল্প বয়স্ক বালকদিগের বিলক্ষণ পাঠোপযোগী হইয়াছে।

৬ মিত্র প্রকাশ। কবিবর ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর অবধি এখানি বন্ধ ছিল। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কালিদাস মিত্র এক্ষণে পুনরায় উহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

৬। তারাচরিত (৫)। লেখিকা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বিখ্যাত নামা বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারীর সহধর্ম্মিণী। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে তারা বাই নামক নাটকের সমালোচনা কালে বলিয়াছিলাম, এখানি নাটকাকারে না লিখিলে ভাল হইত। লেখিকাও একদা উক্ত নাটক পড়িতে ছিলেন, তাঁহার স্বামী ইহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কেমন পড়িলে?" তিনি বলেন "গ্রন্থকার যদি নাটক না লিখিয়া আখ্যায়িকা লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।" শুনিয়া তিনি বলিলেন "তুমিই কেন লেখ না" সেই বাক্যানুসারে তিনি রাজস্থানীয় ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বিখ্যাত সৌন্দর্য্যসম্পন্না রাজপুত পত্নী তারার চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। আমরা এখানি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। স্ত্রীলোকের সুকোমল লেখনী হইতে স্ত্রীলোকের চরিত্র বর্ণন কেমন সুন্দর মিষ্ট ও কোমল হয় তারা চরিত তাহার উত্তম পরিচয় দিয়াছে।

(১) কলিকাতা বাল্মীক যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা

(২) শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর প্রণীত, ৭ নং উইলটার্ডিঞ্জ রোড সাহিত্য সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৶ আনা।

(৪) শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ কোঙর সঙ্কলিত, ওয়েলিংটন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক আনা।

(৫) শ্রীমতী [illegible] প্রণীত রায় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ॥৹।

৭। ভারত মাতা (৬)। এখানি ন্যাশনাল থিএটারে অভিনীত হইয়াছে। স্বাধীনতা বিহীন হইয়া ভারতের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, সংক্ষেপে ইহাতে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানি অভিনয়ের যোগ্যই হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্রাকার বটে কিন্তু লেখাটী উত্তম হইয়াছে।

৮। পৌত্তলিকতাপনেতা (৭): ইহাতে লেখক ঈশ্বর আরাধনার্থ প্রতিমাদি পূজার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা পাইয়াছেন। আজি কালি ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রতিমাদির প্রতি লোকের যেরূপ ভক্তি দাড়াইয়াছে তাহাতে লেখকের আর এ গ্রন্থ প্রচারের কষ্ট পাইবার প্রয়োজন ছিল না।

৯। কবিতাবলি প্রথম ভাগ (৮)। অল্পবয়স্ক বালকগণের শিক্ষোপযোগী নীতিগর্ভ কতকগুলি বিষয় পদ্যে লিখিত হইয়াছে। পদ্যগুলি সরল ও মিষ্ট হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

গত শনিবার গবর্ণর জেনরল সার জঙ্গ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ ২১ টী তোপধ্বনি করা হয়।

এবার মরিসসে ঝড় হইয়া ইক্ষুর বড় অনিষ্ট করিয়াছে। ঝড়ের পূর্ব্বে ১০০০৯০ টন চিনি হইবে অনুমান করা হয় কিন্তু এক্ষণে অনুমান করিয়া দেখা হইয়াছে ৮০০০০ টনের অধিক হইবে না।

কলিকাতায় লাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিএসন ত্রিবেন্স সাহেবের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আসামের পুলিস তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তাহার অনুসন্ধান করাইবার মানস করিয়াছেন। পুলিসকে দমনে রাখিতে পারিলে ইউরোপীয়দিগের সকল অপরাধের শান্তি হইয়া যায়, পন্থা মন্দ নয়।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন। কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।/০ আনা।

(৭) কুমার খালি মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৮) শ্রীযুক্ত [illegible] রায় প্রণীত, বি, পি, ম, যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৶ আনা।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত পাক্ষিক বিশেষ বিবরণ আর প্রকাশ না করিয়া অক্টোবরের শেষে রিলিফ কার্য্যের আরম্ভ অবধি তদ্বিষয়ক একটী সাধারণ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দেওয়া হয়। যে পর্য্যন্ত হৈমন্তিক ধান্য না হইবে সে পর্য্যন্ত লোকের কষ্টের অবসান হইবে না। অতএব রিলিফ কার্য্য আরো কিছু দিন খোলা রাখিলে ভাল হইত।

২৮ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বাবেরিয়ান টেলিগ্রাফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী এক আশ্চর্য্য উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা দ্বারা নানা ভাষায় লেখা সহি প্রতিমূর্ত্তি প্লান ম্যাপ প্রভৃতি টেলিগ্রাফ যোগে পাঠান যাইতে পারে।

২৯ এ আগষ্ট এটনা পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়, আজিও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। পর্ব্বতের তিনটী মুখ দিয়া ধাতু নিস্রাব বহির্গত হইয়া অতি দূরে গিয়া পড়িতেছে।

শুনা যাইতেছে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী আলাহাবাদ হইতে স্থানান্তর করা সার জন ষ্ট্রাচির অভিপ্রেত, এ বিষয়ের জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজধানীটী এককালে সিমলায় লইয়া গেলে ভাল হয়। তাহা হইলে আর বারবার স্থানান্তর করিবার দায় স্বীকার করিতে হয় না।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে নরউইচের নিকট একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া [illegible] জন হত এবং ৮০ জন আহত হইয়াছে।

২৯ এ আশ্বিন বুধবার।

এক প্রকার [illegible] মাংস ভক্ষণ করে পৃথিবীতে এরূপ উদ্ভিদ আছে, বিজ্ঞানবিদেরা ইহা স্থির করিয়াছেন। এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, উহার পুষ্পের উপর মক্ষিকা বসিবা মাত্র পত্রগুলি বদ্ধ হয়, মক্ষিকাটী হজম হইলে পুনরায় পুষ্পটী বিকশিত হয়। মানুষ গরু নিকটে গেলে ধরিয়া ভক্ষণ করে এমন বৃক্ষ আফ্রিকাতে আছে বলিয়া একজন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে ডাক বিভাগে নিয়ম ছিল, ১৫ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারিরা ক্রমে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ২০ এবং ২০ হইতে ক্রমে ৩০ পর্য্যন্ত পাইত। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষেরা সে নিয়ম রহিত করিয়া ১৫ ২০,৩০ টাকা বেতনের সীমা করিয়াছেন। কেহ আর ক্রম বৃদ্ধি পাইবে না, ১৫ হইতে ২০ এবং ২০ হইতে ৩০ এইরূপে তাহাদের পদোন্নতি হইবে। যাঁহারা ১৫ হইতে বা ২০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ বা ৩০ টাকা আজিও পান নাই, তাহাদেরও সেই ১৫ ও ২০ টাকা বেতনের নিয়ম করা হইয়াছে।

৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

দুই জন ফরাসী পণ্ডিত দুইটী অদ্ভুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলজিয়ারের নিকট একটী নিম্ন স্থান আছে, একজন ফরাসী ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে জল আনিয়া সেখানে একটী বৃহৎ সমুদ্র করিবেন প্রস্তাব করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে জল আনিয়া একটী নূতন সাগরের সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

কোলাপুরের রাজারাম হাই স্কুলটী খোলা হইয়াছে। এই স্কুলটীর নির্ম্মাণে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। স্কুলটী কোলাপুরের রাজার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

বিদ্রোহী সাদত খাঁ মৃত্যু কালে এক বিষম গোলযোগ বাধাইয়া গিয়াছে। "আমি আমার প্রভু হোলকারের আজ্ঞা পালন করিয়া এই বিপদে পড়িয়াছি" সে মৃত্যু কালে এই কথাগুলি বলে। এক্ষণে সার মাধবরাও তাঁহার প্রভুর নির্দ্দোষতা প্রমাণার্থ [illegible] হইয়া বেড়াইতেছেন। সাদত খাঁ বোধ হয় শনিবারের মড়ার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে।

১৮৭২ সালে বেঙ্গল বাতুলালয়ে যত বাতুল ছিল, তাহার শতকরা ২০ জন অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া পাগল হয়। হিন্দু বাতুলের তৃতীয়াংশ এবং মুসলমানদিগের একাদশ অংশ ঐ কারণে পাগল হয়।

জাপানের পাল্কী বাহকদিগের ন্যায় দ্রুতগামী বাহক বোধ হয় কোন দেশে নাই। ইহারা সাত ঘণ্টায় ১৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিতে পারে। ইহার মধ্যে আবার বিশ্রাম করা আছে।

বোম্বাইর একজন পারসি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে

তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহার বন্ধু গণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য স্থলে ডোবার প্রণালী আছে। ইহার এক পারে ডোবার অপর পারে কালে নগর। ইতি পূর্ব্বে এই ডোবার প্রণালীর নিম্ন দিয়া একটী জলবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। এক্ষণে এটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে মহা আন্দোলন চলিয়াছে। কতক গুলি রেলওয়ে কোম্পানি ইহা সম্পন্ন করিবার জন্য ২৯ বৎসর সময় চান, কিন্তু আর এক কোম্পানি ৩০ বৎসর সময় এবং অগ্রে চারি কোটি টাকা চাহিয়াছেন। ইহারা প্রথমে ডোবর এবং কালে নগরের উপকূল হইতে দুইটী নিম্নাভিমুখ সুড়ঙ্গ করিবেন, পরে চলুভাবে সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নে যোগ করিয়া দিবেন। এটী যদি সম্পন্ন হয়, পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রধান কাণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

জেনরল মরিন্ নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার বিষের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার ন্যায় তীব্র বিষ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাদ্বারা জগতের সমস্ত জীব নষ্ট করা যাইতেপারে। ইহার নাম অসমিয়াম। ইহার একসের পরিমাণ বিষ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে সহস্র ক্রোশের মধ্যে যে কেহ ঐ বায়ু সেবন করিবে তাহারই মৃত্যু হইবে। জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কি এ বিষের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে?

যশোহর কন্দর্পপুর হইতে এক ব্যক্তি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিয়াছেন, কৈশবপুরের অন্তর্গত কন্দর্পপুরের উত্তরাংশ স্থিত বিলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী খাল আছে। গত ১০ ই আশ্বিন বেলা অনুমান ১১ টার সময় তথা হইতে দুটী অগ্নিময় গোলক উঠিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কখন পৃথক কখন আবার একত্রিত হইয়া স্তম্ভাকার ধারণপূর্ব্বক ধূমোদ্গীরণ করিয়াছিল। কখন মহাশব্দ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথক হইয়াছিল। এই প্রকারে বায়ুভরে চলিতে লাগিল। তাহার প্রভাবে বায়ু প্রবল হইয়া ঐ স্থানের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গ্রাম মাগুরা ডাঙ্গা হইতে উক্ত কৈশবের অন্তর্গত মধ্যকুল গ্রাম পর্য্যন্ত প্রস্থে দুই রশি ভূমির গৃহ ও বৃক্ষাদি সমুদায় ভূতলশায়ী করিয়াছে। ইহার পর কোন দিকে গিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট করদ রাজ্য সকল হইতে ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সকল রাজ্যের জন্য ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। এ হিসাবে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক লাভ ২৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। যত করদ রাজ্য আছে তন্মধ্যে মহীসুর হইতে অধিক কর আদায় হইয়া থাকে। রাজা ও নবাবদিগকে বার্ষিক ১৭৪৯৮৯০০ টাকা পেন্সন দেওয়া হয়। যাঁহারা এইরূপ পেন্সন পাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগের অধিকাংশই মুসলমান।

আমাদের পূর্ব্বকার শাসনকর্ত্তৃগণের ব্যবহারগত বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। তাঁহারা এদেশীয়দের প্রীতি ভাজন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে চাহিতেন, ইহাঁরা প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশে রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতে চান। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে লার্ড ক্লাইব এক ছড়া মুক্তার হার দেন। একজন কালেক্টর সাহেব ঐ দেবীকে বহু মূল্য একটী মুকুট দিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি বশতঃ নয়, হিন্দু প্রজাগণের সন্তোষের জন্য ঐ রূপ করিয়াছিলেন।

১১ আশ্বিন শুক্রবার।

জুয়াখেলা নিবারক আইন বহরমপুর মুরসিদাবাদ বালুচর আজিমগঞ্জ জঙ্গীপুর এবং বালিয়াঘাটায় প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রদেশেই এ আইনটী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

জমীদারদিগকে সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্টে যে কিস্তি দিতে হয় দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দিনাজপুরের সাতজন জমীদারকে উহা হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। উহাদিগের নিকট হইতে বিলম্বে কিস্তি লওয়া হইবে। উহারা দুর্ভিক্ষ কালে প্রজাদিগকে অগ্রিম অর্থ ও চাউল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পদে পদে প্রজারঞ্জকতার পরিচয় দিতেছেন।

লার্ড নর্থব্রুক দরভাঙ্গার বাবু গোবর্দ্ধন লালকে রায়বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছেন।

বরদার গুইকুমারের ক্রমে সৎপথে মতি দেখা যাইতেছে। তিনি সম্প্রতি শিক্ষাকার্য্যের জন্য মাসিক আর ৫০০ টাকা দায় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক সিমলাবাসের রীতি তুলিয়া দেন কি না তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, সে সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। সেক্রেটারি প্রভৃতিকে তাঁহাদের আফিসের জন্য গৃহাদি ভাড়া করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুকও সিমলাবাসে মোহিত হইলেন?

সার জঙ বাহাদুর কলিকাতা হইতে কিয়দ্দিবসের জন্য কাটামুণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া পরে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

ফ্রান্সে কালিওপ নামক একটী বাষ্পীয় যন্ত্র পরীক্ষিত হইতেছে, কোয়াসার সময় সমুদ্র পথে বহুদূর হইতে ইহার শব্দ শুনা যাইবে। লিখিত হইয়াছে ৪১ মাইল দূর হইতে ইহার শব্দ শুনা যায়।

গত সোমবার সর রিচার্ড টেম্পল দারজিলিঙে উপনীত হইয়াছেন।

১ লা কার্ত্তিক শনিবার।

কলিকাতার যে একজন মহান্ত চাপাতলার এক সূত্রধরের স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারা দণ্ড হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ কালে হাবড়ায় যে সকল চাউল সংগৃহীত হয়, উহার একটী চাউলের গোলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একজন আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র [illegible] হইয়া প্রাণত্যাগ করে, গবর্ণমেণ্ট [illegible] স্ত্রীকে সাড়ে চারিহাজার টাকা [illegible] ছেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের [illegible] আনীত ৩২৪৭১৬ টন শস্য নিয়োজিত হইয়াছে।

গত ১১ মাসের মধ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি হইতে ২১৮২২৯ টন শস্য রপ্তানী এবং কলিকাতা বন্দরে ৪৫৮৭৩০ টন শস্য আমদানী হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে যে ট্রেণ চিঠিপত্র যায় আরাব নিকট উহাতে আগুন লাগে। অনেক গুলি চিঠিপত্র এবং মেইল পুড়িয়া যায় এবং অগ্নি নির্ব্বাণ কালে যে জল দেওয়া হয় তাহাতে ভিজিয়া নষ্ট হয়।

গত বৎসর বোম্বাইস্থ কয়েদীর সংখ্যা ২০৭৭৩০ ছিল। উহার মধ্যে ৮০ জন জেল হইতে পলায়ন করে।

কৃষ্ণা নদী প্লাবিত হওয়ায় ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে। উলুর নামক নগরটী একবারে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহস্র হইবে। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে তাহাদিগের খাদ্য লইয়া দেওয়া হইতেছে। কৃষ্ণানদী ও অনলিক্টন কেনালের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশ জলময় হইয়া গিয়াছে।

গত সোমবার রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে জয়পুর পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

৩ রা কার্ত্তিক সোমবার।

গিবেন্স সাহেবের মকদ্দমায় যে ব্যয় হইয়াছে তাহার পূরণার্থ অসামে চাঁদা হইতেছে। ইউরোপীয়েরা এতক্ষণে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মকদ্দমার খরচটী তুলিয়া লইতে পারিলে অধিক বাহাদুরী হইত।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং ব্রহ্মের বন্দর সকল হইতে ১৮৭৩৬৮০ হন্দর তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে এপ্রেল মে জুন এই তিন মাসে ভারতবর্ষের রেলওয়ে সমূহে ২২৮১৯৯৮০ টাকা লাভ হইয়াছে। গত বর্ষে ঐ সময়ে ১৭৩৬৭৩৯০ টাকা লাভ হইয়াছিল।

শনিবার সন্ধ্যাকালে গঙ্গার সেতু খোলা হয়। বহু সংখ্য লোক উক্ত দিবস সেতু দিয়া গমনাগমন করে। শনি রবি ও সোম এই কয়বার মাসুল লওয়া হয় নাই। মঙ্গল বার হইতে যথা নিয়ম মাসুল গ্রহণ করা হইবে।

৪ ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অদ্য সার জঙ্গ বাহাদুর কলিকাতা হইতে নেপাল যাত্রা করিবেন। গমন কালে তাঁহার সম্মানার্থ ১৯ টী তোপধ্বনি করা হইবে।

লর্ড মেওর শাসন কালে কয়েক জনের অপরাধে সর্ব্বসাধারণের যে দণ্ডের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তদনুসারে রাউলপিণ্ডির কয়েকটী পল্লীর কয়েক জনের অপরাধে সমুদায় পল্লীবাসীর ব্যয়ে তথায় অতিরিক্ত পুলিষ কর্ম্মচারী রাখা হইয়াছে। অমৃতসর বিভাগের একটী পল্লীতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাকেই বলে “পরাপরাধেন পরস্য দণ্ডঃ।”

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্রিম মুক্তার ন্যায় এক্ষণে হীরকও সাধারণ্যে চলিত হইতে চলিল।

বোম্বাই গেজেট বলেন, গত ফরাসী প্রুশিয়া যুদ্ধে যে ব্যয় ও যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার এক তালিকা প্রকাশ হইয়াছে। এই তালিকা অনুসারে দেখা যায় উক্ত যুদ্ধে জর্ম্মণদিগের ৭ এবং ফরাসীদিগের ২২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে ১২৯২৫০ জর্ম্মণ সৈন্য হত হয়। ইহাদের মধ্যে কতক যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং অবশিষ্ট হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে।

উক্ত পত্র বলেন, লাডকের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাশ্মীরের রাজার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, তথায় অকস্মাৎ ৩০ জন মানুষ আসিয়াছে, ইহারা অতিশয় দীর্ঘ কর্ণগুলি খরগোসের ন্যায়, দেখিতে ভয়ানক, এক প্রকার দুর্ব্বোধ ভাষায় কথা কয়, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহারা মেঘ হইতে নামিয়াছে। কলির আরম্ভে দেবতারা মর্ত্ত্যে গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে আরম্ভ করিলেন?

৫ ই কার্ত্তিক বুধবার।

পুনাতে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অনেক গৃহ বৃক্ষাদি পতিত এবং অনেকের মৃত্যুও হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বরদা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, ১৯ ই অক্টোবর গুইকুমারের নব বিবাহিতা স্ত্রী রাণী লক্ষ্মী বাই নির্ব্বিঘ্নে এক সন্তান প্রসব করিয়াছেন। গুইকুমার যখন লক্ষ্মী বাইকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে এ সন্তানটী গুইকুমারের অথবা লক্ষ্মী বাইর পূর্ব্ব স্বামীর, কাহার সন্তান বলা সঙ্গত হয়?

বঙ্গোপসাগরে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তবে এই সংবাদ আসিয়াছে যে অনেকগুলি জাহাজ ও মানুষ মারা পড়িয়াছে।

কাবুলের আমীর পীড়িত হইয়াছেন। কয়েক দিবসাবধি তাঁহার পরিবার ও চিকিৎসক ভিন্ন আর কাহাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় নাই। আবদুল জানের মাতা ইহাতে ভীত হইয়া যাহাতে সর্দ্দার যাকুব খাঁ এই পীড়ার সংবাদ না পান তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন।

২২ এ সেপ্টেম্বর হঙ কঙে যে ভয়ানক ঝড় হইয়া যায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিপক্ষ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কোন নগর আক্রান্ত হইলে আক্রমণের পর তাহার যেরূপ শ্রী হয়, ঝড়ের পর উক্ত নগর অবিকল সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। ঘর প্রাচীর বড় বড় বৃক্ষাদি পড়িয়া স্তূপাকার হয়। রাস্তা ঘাট বন্ধ। বন্দরস্থ যাবতীয় জাহাজ ভাঙ্গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কত টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

৬ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

আজিকালি নইনিতালে হুলস্থুল পড়িয়া

গিয়াছে। উক্ত বৈষণ জজে জজে ছাইয়া গিয়াছে। সর রিচার্ড কাউচ সার রবার্ট ষ্টুয়ার্ট টর্ণার পা‍ণ্টিক্রেক্স ফিয়ার প্রভৃতি সকলেই তথায় আনন্দে অবসর কাল অতি বাহিত করিতেছেন।

কালনা হইতে এক ব্যক্তি ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, ঝড় হইয়া ভাল ভাল গৃহাদি পতিত হয় নাই বটে কিন্তু বাহির বাটী বাগান গবাদি বিস্তর নষ্ট হইয়াছে। বৃক্ষাদি পতিত হইয়া রাস্তা ঘাট অগম্য হইয়া উঠে। গঙ্গা সে সময় ঠিক সমুদ্রের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

গবর্ণর জেনরলের হাজারিবাগে অবস্থান কালে অনরেবল বেলি ও ইঙ্গলিস সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

দুর্ভিক্ষ জন্য গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ ও ব্রহ্ম হইতে যে চাউল সংগ্রহ করেন একণে উহার ৬০০ ০০০ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের হস্তে রহিয়াছে, নবেম্বর ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এই তিন মাস ধরিয়া নীলামে বিক্রয় করা হইবে। শীঘ্র বিক্রয় হইলেই ভাল হয়। কিছুদিন এইরূপ থাকিলে ঐ সকল চাউলের পাখা হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে।

যেদিন যে ঝড় হয় তাহাতে কলিকাতার একটী বৃদ্ধা স্বীয় কুটীর চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, ১৮৭৩ অব্দের ২০ এ নবেম্বর অবধি ৭৪ অব্দের ৩০ এ সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অনুমান ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভ্যানিটি ফেয়ার নামক সংবাদপত্র বলেন লার্ড নর্থব্রুক শীঘ্র কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। ডিসরেলি সাহেব ইহার মধ্যেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। লার্ড হোয়ার্ণ ক্লিফ তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএ একটী হিন্দুর বাটীতে একটী গোক্ষুরা সর্প দৃষ্ট হয়। গৃহস্থ সর্পটীকে মারিতে নিষেধ করে, এবং তাহাকে বাস্তুদেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া যেমন চুম্বন করিবে অমনি সে দংশন করে, পরক্ষণেই তাহার মৃত্যু হয়। কুসংস্কারের এইরূপ বিষময় ফল অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

সম্প্রতি আগ্রায় একজন মুসলমান স্ত্রীলোক আত্মহত্যার মানসে একখানি গমনশীল ট্রেণের সম্মুখে পতিত হয়। কিন্তু শকট চালকের চেষ্টায় তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। স্ত্রী লোকটীর ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে যাহাতে পাটের চাসের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে, আমেরিকাতেও এই চেষ্টা হইতেছে। সমুদায় পৃথিবীকে কি পাটময় করা হইবে?

সম্প্রতি একজন মান্দ্রাজী একজনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে একখানি অস্ত্র লইয়া তাহার নিকট গমন করে, সে এক অন্ধকার গৃহে নিদ্রিত ছিল, হত্যাকারী অন্ধকারে ভ্রম ক্রমে তাহার গলায় না মারিয়া এক অস্ত্রাঘাতে তাহার পা দুখানি কাটিয়া ফেলে। উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

৮ ই কার্ত্তিক শনিবার।

অযোধ্যায় যেমন হত্যাকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব এমন বোধ হয় আর কুত্রাপি নয়। গত বৎসর তথায় ৪৩ জনের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হয়। ইহার মধ্যে ২১ জনের লক্ষ্ণৌ বিভাগে এবং ১৫ জনের সীতাপুরে ঐ দণ্ড হয়।

বর্দ্ধমান ও রাণীগঞ্জের মধ্যে যে টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট হইয়াছিল উহা সংস্কৃত হইয়া কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু মেদিনীপুর হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত যে ডাইরেক্ট লাইন নষ্ট হইয়াছে তাহা এখনও সংস্কৃত হয় নাই। বোম্বাই হইয়া সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে।

১৯ এ অক্টোবর লাহোরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। উহা প্রায় দেড় মিনিট কাল স্থায়ী ছিল, কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, কোচিন ষ্টেটে একজন ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্বক্তার ভাণ করিয়া বেড়াইতেছে। এ ব্যক্তি বলিতেছে, ইহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিবে সে সমুদায় বলিয়া দিতে পারে। সে বলিয়াছে ৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে আর ইংরাজদিগের অধিকার থাকিতেছে না। ভারতবর্ষীয় যাবতীয় রাজগণ তখন সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। " এই ভবিষ্যদ্বাণীটীই তাহাকে বাতুলালয়ে প্রেরণ করিবে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, দক্ষিণ আর্কেটে জলপ্লাবন হইয়া ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে। কোটাকালন নামক এক পল্লীতে ৪২০৬ গবাদি ও বহুসংখ্য টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় এক ব্যক্তির স্ত্রীর পীড়া হয়। একজন তদ্দেশীয় ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করেন। পরে পুরস্কার প্রার্থনা করাতে সে বলিল আমার আর কিছুই নাই, এই স্ত্রীটী আছে, লও। সে সেইরূপই করিল। তাহার বাটীতে গমনাগমন আরম্ভ করিল। প্রতিবেশীরা তিরস্কার করাতে স্ত্রী পুরুষে একদা রাত্রিতে নিকটস্থ এক বনে গিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে।

১০ ই কার্ত্তিক সোমবার।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, সার রিচার্ড কাউচ অবসর গ্রহণ করিলে মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারপতি সার ওয়ালটার মর্গান বঙ্গদেশের হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস হইবেন এবং জষ্টিস মার্কবি অথবা জে, গ্রেহাম সার ওয়ালটরের পদাভিষিক্ত হইবেন

দীল্লি গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, আমীর সিয়ার আলী আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। আজ্ঞা দিয়াছেন পঞ্চাশটী পরিবারকে এক এক জন করিয়া সৈনিক দিতে হইবে। তাহা না হইলে ৩ শত করিয়া টাকা দিতে হইবে। যে নূতন সৈনিক হইবে সে যদি পলায়ন করে তাহার আত্মীয়গণকে সাড়ে চারিশত টাকা দিতে হইবে। সিয়ার আলী এই সকল কারণে প্রজার বিরাগ ভাজন হইতেছেন।

ইংরাজেরা পৌত্তলিকতা বিষয়ে ক্রমে হিন্দুদিগকে পরাভব করিতেছেন। ইংলণ্ডের দেখাদেখি কলিকাতার একদল রোমান ক্যাথলিক একজন পুরোহিত সঙ্গে করিয়া গোয়ার সেণ্ট জেবিয়রের গির্জ্জায় তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁদের কেবল গয়ায় পিণ্ডদান অবশিষ্ট রহিল।

২২ এ অক্টোবর টাইমস অব ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পান অল্‌ড্‌ষ্টেন নামক জাহাজ মেলবোরণ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল বঙ্গোপসাগরে ঝড় হইয়া জাহাজ খানি মারা যায়। উহাতে দেড়শত ঘোটক ছিল, সেগুলি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

১১ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অযোধ্যায় যেরূপ চুরি হয় তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। গত বৎসর তথায় ৭২ হাজারেরও অধিক চৌর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হয়। উহার পূর্ব্ব বৎসরের চুরির সংখ্যা ৮০ হাজার। ইহার মধ্যে শত করা ৮৩ টী চুরি ধরা পড়ে।

উইনিদাদে সিঙ্কোনা চাষের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

১২ ই কার্ত্তিক বুধবার।

আগামী বর্ষে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর আয় ৩২৭৯০৫৭ এবং ব্যয় ৩০৪৪৬৫৪ টাকা অনুমিত হইয়াছে। এ হিসাবে ২৩৪৩৯৩ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

জলপ্লাবন নিবন্ধন মান্দ্রাজ রেলওয়েতে গমনাগমনের এবং মান্দ্রাজের উত্তর দক্ষিণ পণ্ডিচারি ও নেলোরের মধ্যবর্ত্তী টেলিগ্রাফ লাইনে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। নেলোরের গুদাম প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে। ঝড় জলপ্লাবন আজি কালিকার নিত্য ঘটনার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গঙ্গার সেতুর উপর আজি কালি লোকের অত্যন্ত ভিড় হইতেছে।

২০ এ অক্টোবর পেশোয়ারে দুইতিনবার ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, লোক সকলকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রিলিফ কার্য্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যায় হৈমন্তিক শস্য উত্তম জন্মিয়াছে বলিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ৩১ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহের রিলিফ কার্য্য বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে দুই একটী সামান্য রিলিফের বন্দোবস্ত নবেম্বর পর্য্যন্ত রাখা হইবে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে আরো কিছুদিন কিছু অধিক পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হইবে। ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের মজুত আছে। নবেম্বরের শেষে সাহায্যদান কার্য্য বন্ধ করিলে ভাল হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, গত কয়েক দিবস ধরিয়া নানা সাহেবের বন্দীকরণ সম্বন্ধে যত সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনাবধি এক বিষয়ে এত সংবাদ প্রেরণ কখন ঘটে নাই। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসে এত ভিড় হয় যে কর্ম্মচারিদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ইনি প্রকৃত নানা হইলে হয়।

কলিকাতা হইতে টাইমস অব ইণ্ডিয়া এই টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের দুই একজন জজকে ব্যবস্থাপক সভায় নিযুক্ত করিবেন কি না বিবেচনা করিতেছেন। ইনি আরো সংবাদ পাইয়াছেন ইবিনিঙ ষ্টার নামক জাহাজের দুই জন এদেশীয় ভিন্ন আর সকলেই জল মগ্ন হইয়াছে।

১৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

পুলিষের অত্যাচার কিছুতেই কমিতেছে না। সেদিন একজন দেশীয় পুলিষ কর্ম্মচারী বলপূর্ব্বক একটী স্ত্রীলোককে থানায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে। উহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

জব্বলপুরে সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ দুই পঙক্তি দন্ত সহিত একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসবের দুইঘণ্টা পরে সন্তানটির মৃত্যু হয়।

আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্ব ভুটান দুয়ার কামরূপ দুরঙ নওগাঁ শিবসাগর এবং লক্ষ্মীপুরে ভূমির যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার ১৭ অংশের একাংশ টাকা স্থানীয় রাস্তাদি এবং শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। আমরা ভূমির রাজস্বের অংশ চাহি না, রাস্তার জন্য যে টাক্স দি, সেই টাকায় দুই চারি ঝোড়া মাটি রাস্তায় দিলেই সন্তুষ্ট হই।

ডফ্লা যুদ্ধের যাবতীয় সৈন্য ১০। ১৫ নবেম্বর পর্য্যন্ত নারায়ণপুরে উপনীত হইবে। আটশত মহিষ একশত অশ্বতর এবং ৪০ টী হস্তী যাইতেছে।

গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, গত ঝড়ে মেদিনীপুরে দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সেণ্ট্রাল জেলের প্রস্তরের দেয়াল পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। চাউলের গোলার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, এক দিবসের মধ্যে যে চাউল ১৭ সের টাকায় ছিল তাহা টাকায় ৮ সের দাড়াইয়াছে।

১৫ ই কার্ত্তিক শনিবার।

সম্প্রতি গোয়া জেল হইতে যে সকল কয়েদী পলায়ন করে, উহারা দলবদ্ধ হইয়া পল্লীবাসিদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

পুনাতে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে রাস্তার উপর চারিফুট জল দাঁড়াইয়াছিল। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

মান্দ্রাজের তিনজন স্কুল মাষ্টার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার আশয়ে মিথ্যা করিয়া রেজিষ্টারি বহিতে ছাত্র সংখ্যা অধিক করিয়া লিখিতেন। ইহারা অবশেষে ধরা পড়িয়াছেন। শিক্ষা বিভাগেও ক্রমে এইরূপ শোচনীয় দশা ঘটিতে আরম্ভ হইল।

গত মে মাসের ঝড়ে যে সকল নাবিক জলমগ্ন হয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উহাদের সাহায্যার্থ ৬ হাজার টাকা ব্যয় করেন। একখানি জাহাজ রেঙ্গুণ হইতে দুই শত কুলি লইয়া আসিতেছিল, সেখানি কোথায় গেল, কি হইল, এপর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কুলির জাহাজের সংবাদ কে লয়?

পালমাল গেজেট বলেন, প্রেষ্টউইক বাতুলালয়ে সম্প্রতি একজন বাতুলের মৃত্যু হয়। উহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, উদর মধ্যে প্রায় ১৮৪১ টী পদার্থ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৮০। ৯০ টী নানা রকমের প্রেক, ৫ টী পিত্তলের প্রেক, ৯ টী পিত্তলের বোতাম, একটী পিন, ১৪ খণ্ড কাচ, ১০ টি পাথরের নুড়ি, তিন গাছি দড়ি, একখণ্ড চর্ম্ম একখণ্ড সীস, এইরূপ আরো অনেকগুলি পদার্থ আছে। সমুদায় ওজনে প্রায় ৬ সের হইবে। এই খানেই ব্রহ্মার অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়াছিল।

১০ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪০৬২৮৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৪২০১৪০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ৪২৭৪০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ২১৭৪০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ২৬১৮০ টাকা হইয়াছিল এবার ৫২৪০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি কাপ্তেন ব্যারিঙের সমভিব্যাহারে ৪ ঠা নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। হাজারিবাগে গবর্ণর জেনরল প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই, তথায় যে ইউরোপীয় সেনাদল ছিল তাহাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিকাল কালেজের ইংরাজী বিভাগে ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বিশ্ব বিদ্যালয় সভা এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ছাত্রগণ মেডিকাল কালেজের ইংরাজী বিভাগে পড়িতে পাইত, এক্ষণে এই নিয়ম হইতেছে, প্রথম আর্ট পরীক্ষা না দিলে কেহ তথায় পড়িতে পাইবেন না। ইহাতে এই এক লাভ হইবে, ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষায় অপেক্ষাকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উক্ত কালেজে প্রবেশ করিলে অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে পারিবে, ইংরাজী লেক্‌চর সকল বুঝিতেও তাদৃশ কষ্ট হইবে না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া যে সকল ছাত্র তথায় গমন করে, তাহারা ইংরাজী লেক্‌চর ভাল বুঝিতে পারে না, অধ্যাপকগণ বহুকাল অবধি এই আক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা ক্লাশেও যাহাতে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ছাত্রগণ প্রবেশ করে তাহারও একটী উপায় বিধান কর্ত্তব্য।

২৮ এ অক্টোবর মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তথায় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া অনেক স্থান প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বিলোরে অতিশয় প্লাবন হইয়াছে। চেঞ্চার পপাপ্পি যত্রাবতি পলার এবং পেনেয়ারের সেতু ভাসিয়া গিয়াছে।

সিন্ধুনদীর প্লাবন হইতে জেকোবাবাদ রক্ষা করিবার জন্য একটী বাঁধ নির্ম্মাণার্থ ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এই এক পাচ লক্ষে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তবেই মঙ্গল।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"ভয়ঙ্কর ঝড়"।

কি বিপদ! মহাশয়! আমরা বাস্তবিক দেবতার কোপেই পড়িয়াছি। আমাদের রাজপ্রতিনিধি দয়াময় শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সহস্রাক্ষ সংস্রশীর্ষ সহস্র ভুজ হইলেও বোধ হয় আর আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। নানা উপদ্রববশতঃ এক এক দেশ ক্রমশই উৎসন্ন হইবে। কেন না সৃষ্টি সংহারের নিমিত্ত জগদীশ এক একজন সংহারকর্ত্তাকে ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত করিতেছেন। আর কি দেশ রক্ষা হয়? না আমরাই বাঁচি?

প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ দয়াময় গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাকে এক প্রকার নিস্তেজ করিয়াছেন এবং জ্বরাসুরের দমনার্থও রাজ্যের স্থানে স্থানে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তাহার নিধনের চেষ্টায় আছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কোন বিষয়ের ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈববিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কয় দিক রক্ষা করিতে পারেন, কয় দিকই বা রক্ষা করিবেন। আমরাই বা বিপদ বার্ত্তা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কতই জানাইব? তাই বলি তিনি সহস্র চক্ষে আমাদিগকে দেখিলে ও সহস্র হস্তে আমাদিগকে রক্ষা করিলেও আর আমাদের নিস্তার নাই ও এ যাত্রা রক্ষা নাই।

অল্প দিন হইল, আমাদের এখানকার গবর্ণমেণ্ট দাতব্য দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত অন্নসত্রটি একবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ঔষধালয় ও রোগি সংক্রান্ত অন্নসত্রটী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এখনও এপ্রদেশের জনসমূহ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের হস্ত হইতে সম্যক প্রকারে মুক্ত হয় নাই। এখনও বহুব্যাপক জ্বরের করাল কবল হইতে সকলে পরিত্রাণ পায় নাই। অন্নের জন্য এবং প্রাণের জন্য সকলেই বিব্রত। তায় আবার পবন ও বরুণ দেবের ভীষণ অত্যাচার, এ অত্যাচারে আর রক্ষা নাই।

গত ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার শারদীয় পূজার পূর্ব্ব পঞ্চমীর প্রত্যুষে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রায় সমস্ত দিন এবং রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত মন্দ মন্দ বাতাসের সহিত বৃষ্টি হয়। তাহাতে কাহারও বড় একটা ক্ষতি হয় নাই। সকলেই এক প্রকার কষ্টে সৃষ্টে জীবন রক্ষার্থ আহারের উপায় বিধান করিয়া রাত্রি ১০ টার পর স্ব স্ব গৃহে সুষুপ্ত অবস্থায় ছিল। ইহা দ্বারা প্রভঞ্জন সৃষ্টি বিনাশের বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়া বরুণদেবকে সহায় করিয়া উত্তর দিক হইতে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ ব্যক্তি সমূহকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভীম পরাক্রমে এবং সিংহনাদসম ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ুরূপ গভীর হুহুঙ্কার গর্জ্জনে অনবরত কল্পান্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সংসারকে একবারেই টলটলায়মান করিয়া তুলিল।

এইরূপ অপ্রতিহত প্রবল পরাক্রমে রাত্রি ১০ টা অবধি পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঝড় বহিয়া অবনী মণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কি, কৃত্রিম কি স্বাভাবিক যাবতীয় সামগ্রী লণ্ডভণ্ড ও ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। বড় বড় বাঁশ ঝাড়, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর ও কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি পবন দেবের প্রবল প্রতাপে কম্পান্বিত কলেবরে নতশিরা হইয়া এবং অশ্বত্থ দি বৃক্ষ সমূহ কর শাখা প্রসারণ করিয়া করযোড় পূর্ব্বক প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তথাপি প্রভঞ্জন তাহাতেও দুর্দ্দিত না করিয়া তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন ও বহু শাখা প্রশাখা ভগ্ন পূর্ব্বক স্বস্থান ভ্রষ্ট করিয়া ২। ৩ রশি অন্তরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ একবারে উৎপাটিত ও খণ্ড খণ্ড হইয়া

পথিকের পথ অবরোধ করিয়া এ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া রহিয়াছে।

নিদ্রিত বা জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল মনুষ্যের শরীরে দেওয়াল ও চপ্পর ভাঙ্গিয়া পড়িয় ছিল এবং ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি বলিয়া যাহারা পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল কেবল তাহারাই বিপাকে পড়িয়া একবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমত গৃহ নাই যে গৃহে কোন না কোন রূপ অপকার হয় নাই। এমন উদ্যান নাই যাহা বৃক্ষশূন্য হইয়া যায় নাই এবং এমন ব্যক্তি নাই যাহার বিশেষ বা সামান্য ক্ষতি হয় নাই। প্রায় সকলই ভগ্নগৃহ হইয়াছে বলিলেই হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সে সমুদায়ই বিকৃত ভাবাপন্ন ও তৃণ ভ্রষ্ট হইয়া কঙ্কালবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লোকের দুরবস্থার আর পরিসীমা নাই।

মহাশয়! এদেশের প্রজাগণ সাধারণতঃ দীন দশাপন্ন ও নম্র, তাহাতে আবার দুর্ভিক্ষের উপসংহার না হইতে হইতেই এই দৈব বিড়ম্বনা উপস্থিত। ইহাতে তাহাদিগকে যে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। এই ঝঞ্ঝা বাতে যে গৃহ প্রভৃতিই ভগ্ন হইয়াছে এমত নহে, জীবনাধার ধান্য চারা সকল সমুদয় নষ্ট না হউক যাহা ফুলিয়া ছিল ও যাহা শস্য গর্ভ হইয়াছিল তত্তাবতের ও ইক্ষু সমূহের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

একে এইরূপ প্রবল বাত্যা তাহাতে অজস্র বৃষ্টি পাতে মাঠ ময়দান খাল ঝিল বিল নদ নদী তড়াগ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলে একাকার হইয়াছে। এমনি দুঃসময় যে এ সময়ে মজুর ও তৃণ পর্য্যন্ত পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এখন মনুষ্য যায় কোথায় বা থাকে কোথায় কিছুই সংস্থান নাই। এই ঝড় বৃষ্টির উপদ্রব সামলাইতে অন্ততঃ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইবে। হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা!

আমরা মধ্যে মধ্যে ১০। ১২ বৎসর অন্তর দেশোপপ্লবকারী দুরন্ত এক একটা ঝড় ও জল প্লাবন ঘটিতে দেখিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঝড় অপেক্ষা এই ঝড় অত্যন্ত প্রবল। অশীতিপর বর্ষীয়ানদিগের মুখে শ্রবণ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা কোন কালে বা এ যোগে এরূপ দেশ ব্যাপী ঝড় ও জল প্লাবন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই।

১২৭১ সালের ঝড় দিবা ভাগে হওয়াতে অনেকেই সাবধান ও ঝড়ের সময় ইতস্ততঃ পলাইয়া ও প্রতিবাসীর আশ্রয় লইয়া ও পরস্পরের দুঃখ দর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত এ ঝড়ে কেহ ঘরের বাহির হইতে ও কোন স্থানে যাইতে কি পরস্পরের দুঃখ দর্শন করিতে পারে নাই। রাত্রি বলিয়া গো মনুষ্য প্রভৃতি অনেকেই অনুপায় হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ছিন্ন ভিন্ন কত স্থানে যে কত শত পশু পক্ষী হত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ঝটিকা নিবৃত্তির পরক্ষণেই তত্ত্বানুসন্ধান জন্য আমি স্বয়ং স্বগ্রামে বহির্গত হইয়া কেবল ২টি মাত্র অনাথ স্ত্রীলোককে বহু প্রযত্নে কাষ্ঠ পাষাণ স্তূপ সরাইয়া মৃত্যু মুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ যাহারা মরিয়া গিয়াছে তাহাদের ত আর কথাই নাই, যাহারা আহত হইয়াছে তাহারা এপর্য্যন্ত জীবিত আছে।

মহাশয়! পবন দেবের একটী অন্যতর নাম জগৎ প্রাণ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এস্থলে তিনি জগৎ প্রাণ নহেন, প্রাণ ঘাতক মনুষ্য ঘাতক, পশু ঘাতক, তাঁহার বিচার নাই, ও ইহাতে তাঁহার প্রশংসাও নাই। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন। কেন না

"কোলেতে শুইয়া যে বা নিদ্রায় অবশ।
তাহারে মারিলে হয় কত বড় যশ॥"

যখন জগৎ প্রাণ বলিয়া আমরা প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা গিয়া থাকি, তখন তিনি সুষুপ্ত অবস্থায় অনেককে বিনাশ করিয়া ভারি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছেন। দণ্ড ভয় থাকিলে কখনই এরূপ করিতে পারিতেন না। আধিপত্য নাই, কিছু বলিবার যো নাই, কিছু করিবারও যো নাই তিনি একজন দেবতা। তাঁহার অত্যাচার সমূহ দর্শন করিলে রাগে, শোকে, দুঃখে অধীর হইতে হয়। বোধ হয় এবার তাঁহার যুগ প্রলয় করিবারই সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।

এই ত ৩০ এ আশ্বিনের অবস্থা। তায় এবার গণ্ডোপরি বিস্ফোটক। গত ২ রা কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যার পরক্ষণেই পুনর্ব্বার বরুণদেব সসজ্জ হইয়া রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত মুষলধারে বারি বর্ষণ করাতে যাহাদের গৃহগুলি কঙ্কালবৎ দণ্ডায়মান ছিল সে গুলিও ভূতলশায়ী হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কাজেই বিপন্ন হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের সাহায্য নিমিত্ত এ সময় গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন না কোন বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, তদ্ভিন্ন তাহাদের উপায়ান্তর নাই।

অতএব আমরা বদান্যবর গবর্ণমেণ্টের সমীপে সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় করুন, আর যে পর্য্যন্ত প্রজাগণের সংস্থানের উপায় না হয় সে পর্য্যন্ত এদেশের "হাউস" অর্থাৎ চৌকীদারী টাকসটী একবারে উঠাইয়া দিউন।

১৮ ই অক্টোবর ১৮৭৪ বদনগঞ্জ জেলা বৰ্দ্ধমান	একান্তবশম্বদ শ্রীহারাধন দত্ত বদনগঞ্জ রিলিফ কমিটীর মেনেজার।

এ যাত্রা আপনাদের সহিত যে সাক্ষাৎ করিব এরূপ আশা ছিল না। ৩০ এ আশ্বিনের বৃহস্পতিবারের প্রবল ঝড় আমাদের সকল আশাই নির্ম্মূল প্রায় করিয়াছিল। কেবল ঈশ্বরের অনুকম্পায় প্রাণে বাঁচিয়াছি মাত্র। ২৯ এ আশ্বিন বুধবারের শেষ রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল অবধি বৃষ্টি ও পূর্ব্ব উত্তরের বায়ু বহিতে থাকে। দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রায় সমানভাবেই যায়। তৎপরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমে বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর হইতে ৭১ একাত্তরের ন্যায় ঝড়। রাত্রি ১১ টার পর হইতে পশ্চিম দিগের বায়ু বহিয়া একবারে মহা প্রলয় উপস্থিত করে, এবং লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া ভোর ভোর বেলায় স্থগিত হয়।

তৎকালে মনুষ্য মাত্রেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল। এক পরিবারভুক্ত স্ত্রী পুরুষ সমস্তই একত্র জড় সড় ও এ ঘর হইতে ওঘর এবং আর্ত্তনাদ ও ত্রাহি ত্রাহি শব্দে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে। তৎকালে বায়ুর ভয়ঙ্কর শন শন শব্দ ও বৃক্ষাদির মড় মড় ও গৃহাদির কট কট এবং ধপ ধাপ শব্দে শরীরে যে শোণিতের সঞ্চার ছিল এরূপ বোধ হয় না। এখনও সেই কথা মনে পড়িয়া শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে। লোকের ঘর দ্বার এবং দ্রব্যাদি কিছুই নাই। সঞ্চিত শস্যাদি যাহা ছিল তাহা এবং মূল্যবান বস্ত্র ও দলিলাদি কত যে ঘর চাপা পড়িয়া ও ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মফস্বলে বিশেষতঃ এ প্রদেশে পাকা বাড়ী করওয়া বহু ব্যয় সাধ্য ও কষ্টকর। লোকে কাচা বাড়ীই উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাদের একত্র অনেক গুলি লোকের বাস এবং মফস্বলে এরূপ মজবুদ কাচা বাড়ী অতি বিরল। গত একাত্তরের ঝড়ে যে সকল গৃহ পতিত হয় নাই এবারে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপরের ক্ষতির কথা কি বলিব আমার নিজের গৃহ ও দ্রব্যাদি এবং ধান্য (যাহা হামারে ছিল এবং যাহা এবৎসর পাওয়া যাইত) ও খাজনা ইত্যাদিতে প্রায় ২। ৩ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ভীষণ ঝড় ৭১ একাত্তরের ৫। ৬ গুণ অধিক। বয়োবৃদ্ধেরা এরূপ ঝড় ও ঝড়ের সহিত এরূপ বৃষ্টি কখন দেখেন নাই এবং কেহ কখন শুনেন নাই। বাস্তবিক ঝড়ও যত বৃষ্টিও তদনুরূপ। সেই রাত্রির বৃষ্টিতে ৩। ৪ হাত জল দাঁড়াইয়াছিল।

দেশের দুরবস্থা দূরে থাকুক আপন আপন গৃহ ও পরিবারাদির দুরবস্থা দেখিলে স্তম্ভীভূত হইয়া থাকিতে হয়। কি উপায় হইবে কি করা যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। একে ত বৃষ্টির জলে দেশ ডুবিয়াছিল তাহার উপর আবার কেলেঘাই নদীর ৩ স্থানে ৫। ৬ রশি আন্দাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একেবারে শয়লাপ হইয়াছে। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বাড়ীতে যাইতে পারিতেছে না। গৃহাদি পতিত হইয়া ত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আবার প্রস্তুত প্রায় ধান্যও নষ্ট হইল সুতরাং জীবিতেরা যে কি উপায়ে প্রাণ ধারণ করিবে তাহা ঈশ্বরই জানেন অনেকের পরিধান বস্ত্র সার, অনেকের আবার তাহাও নাই। লোকের দুর্দ্দশায় দুঃখ ও অশ্রু বিসর্জ্জন অথবা সাহায্য করে এরূপ লোক এখানে কেহই নাই। ইহাকেই জীবন্মৃত্যু বলে। এ অঞ্চলে ইতর জন্তু ও পশুপক্ষ্যাদির ত কথাই নাই গরু মানুষ যে কত মরিয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় হয় নাই। ইহার মধ্যে মৃত জীবের ও বৃক্ষের ডাল ও গলিত পত্রে জল এরূপ দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, তিষ্ঠান দায়। না জানি অদৃষ্টে আরও কত দুর্গতি আছে। শুনিলাম নারায়ণ গড় খটনগর দাতুন শীপুর কাথি অঞ্চলেও এইরূপ ঝড় ও ঝড়ে অনেক মানুষ মরিয়াছে।

—০ঃ০ঃ০—

মেদিনীপুর " সাইক্লোন "।

সম্পাদক মহাশয়! গত ২৯ এ আশ্বিন শেষরাত্রি হইতে এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ৩০ এ প্রাতঃকালে উত্তর দিগ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে থাকে ও সামান্য বৃষ্টি হয়। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে দুই প্রহর ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সামান্যরূপ বায়ু বহিয়াছিল, তখন আকাশ মেঘাবৃত। ইহার পর হইতে পুনরায় সামান্য বৃষ্টি পতিত এবং অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে বায়ু বাহিত হইতে লাগিল। এ বায়ু এক্ষণে উত্তর পূর্ব্বের। ক্রমশঃগগন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির বৃদ্ধি এবং বায়ুর প্রবলতর বেগ। দুই একটী সামান্য বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখা ভূপতিত হইতে লাগিল। এক্ষণে বায়ুকে আর ঝড় না বলিয়া থাকা গেল না। ইহার শন্ শন্ শব্দ ও ঘূর্ণবেগ ১২৭১ সালের প্রবল বাত্যাকে স্মৃতিপথে উদিত করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রচ্ছন্ন ভাবে সমাগতা, সূর্য দেব সমস্ত দিনের মধ্যে কর জাল একবারও বিস্তার করিতে অবসর পান নাই। এই কালে আকাশ চন্দ্রমা ও তারকা শূন্য এবং নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় পৃথিবী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, প্রাণিগণের দৃষ্টিপথ একবারে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, রাত্রির বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রবলতার বৃদ্ধি হইল। বায়ুর সে বৎসরের সেই ভীষণ নিনাদ এক্ষণে হৃদয়কে আবার কম্পিত করিল, সকলে বধির প্রায়, এমন কি দশ হাত দূরস্থ লোকের বাক্য শ্রুতিগোচর হইল না, এক গৃহে কি হইতেছিল গৃহান্তরের লোক তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকেন। অজস্র প্রবল বৃষ্টি ও তীব্র বেগ ঝটিকা দেখিয়া প্রলয় কাল উপস্থিত বলিয়া এক এক বার মনে হইতে লাগিল। রাত্রি ৩ টার পর ঝটিকা ও বৃষ্টি শমিত হইলে গৃহ (ইষ্টক নির্ম্মিত) মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখি প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ, প্রথমতঃ বোধ হইল নালী অবরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যখন দেখিলাম বাটীর বাহিরও জলময় তখন আমার উক্ত ভ্রম দূর হইল। চতুর্দ্দিক হইতে মনুষ্য কোলাহল শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই কোলাহল যে কাতরতা ও ক্রন্দন সম্ভূত তাহা কাহারও বলিয়া দিতে হইল না। ক্রমে রজনী অবসান হইল। অদ্য কাক কুক্কুটাদির রব প্রভাত সূচনা করিল না, একমাত্র ঘটিকাই উহা বলিয়াছিল।

প্রত্যুষে বাটীর বাহির হইয়া দেখিলাম পৃথিবী যেন শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া বসন ভূষণ ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে রোদন করিতেছেন। বট অশ্বথ আম্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল সমূলে ধরাশায়ী, মৃন্নির্ম্মিত অধিকাংশ গৃহই এবং ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ ভূপতিত হইয়াগিয়াছে, বিস্তর মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি ঘর চাপা, বাত্যাহত ও স্রোতে ভাসিয়া মরিয়াছে। পশু পক্ষ্যাদির সংখ্যা কে করিবে? পুলিশ মৃত মনুষ্যের গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চাল দেওয়াল উত্তোলন করিয়া মৃতপ্রায় ও মৃত দেহ বহির্গত করা হইতেছে।

বৃক্ষ সমূহ যে ভাবে পতিত হইয়াছে তাহাতে এই অনুমিত হয় যে, উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর পশ্চিম দিগ হইতে বায়ু বাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে (৩১ এ প্রাতঃকালে) বায়ুর গতি উত্তরাভিমুখে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই অত্রস্থ চারিটী পল্লী দ্বারি-বান্ধ, চিড়িমারসাই, বক্সীবাজার, পাটনাবাজার ঝড় বৃষ্টি ভিন্ন আর একটী অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা হইতে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর টাউনের বক্ষে বহুদিন হইতে একটী পয়ঃপ্রণালী ছিল। বর্ষাকালে উহার দ্বারা বহুদূর হইতে জল আসিয়া কংশাবতীতে পতিত হইত। ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যালেট সাহেব উহার সংস্কার করিয়া খাল খনন করিয়াছিলেন। মনুষ্যের গতায়াতের জন্য ইহার উপর স্থানে স্থানে সেতু নির্ম্মিত হয়। সেতু মধ্যস্থ খালে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী জল রাখিবার জন্য উক্ত সেতুতে কপাট দেওয়া হইত। কএক বৎসর অতীত হইল একবার বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন খাল ছাপিয়া জল পল্লীতে উঠিয়াছিল। উক্ত সাহেব বহু যত্ন ও কষ্টে বহুসংখ্যক কএদী ও মজুর দিয়া উক্ত কপাট উত্তোলন করিয়া লোকের গৃহাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি ঐ সেতু মুখে আর কপাট সংলগ্ন থাকিত না, সুতরাং খালও পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই বৎসর সাধারণ জলকষ্টের সময় এখানকার মিউনিসিপালিটির দৃষ্টি উহাতে পতিত হয় এবং অনেকগুলি অর্থব্যয় করিয়া ইহার পুনঃসংস্কারও করা হয়। কএকটী সেতু গহ্বর সংকীর্ণ করিয়া তাহাতে কপাট সংস্থাপিত করিয়া আবাসীদিগের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত খালে জল সঞ্চয় করা হইয়াছিল। গতকল্য রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন কএক ঘণ্টার বৃষ্টিতে এই খালে এত ভয়ানক জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে কপাটের উপরিস্থ সংকীর্ণ পথ দিয়া উহার সম্পূর্ণ নিগমন সাধন হইতে পারে নাই সুতরাং সেতুর উপর ও পার্শ্ব দেশ দিয়া ঐ জল অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পার্শ্বস্থ স্রোত পল্ল্যাভিমুখে অত্যুচ্চ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া লোকের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষ, গৃহ ও দ্রব্যাদি যাহা সম্মুখে পাইল তাহা ভাসাইয়া লইয়া গেল। যে সকল মনুষ্য ও পশ্বাদি ঘরের বাহির হইয়াছিল তাহারা স্রোত বেগে ভাসিয়াগেল, যাহারা গৃহাভ্যন্তরে ছিল তাহারা অনেকে দেওয়াল চাপা পড়িল। শুনিলাম ইহাদের মধ্যে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। হায়! একে প্রবল বাত্যা ও ঘোরতর বৃষ্টির ভয়ে স্বকীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতর স্থান আশ্রয় করিতে যাইতে ছিল তাহারা যে কোথায় গিয়াছে সেই কালস্বরূপ জল স্রোতই তাহা বলিতে পারে। অপর, সেতু সন্নিহিত কএকটী গৃহ এপ্রকার ভাসিয়া গিয়াছে যে তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই দুর্ঘটনা বশতঃ অন্যান্য পল্লী অপেক্ষা এই পল্লীচতুষ্টয়ে গৃহাদি পতনের ত কথাই নাই, মনুষ্য ও গবাদির মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক।

এই জল প্লাবনের ২। ৩ ঘণ্টার মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় ২। ৩ স্থানের সেতু ও তৎপার্শ্বস্থ রাস্তা ভাঙ্গিয়া খালের জল প্রচুর পরিমাণে বিনির্গত হইলে যে স্রোত পল্লী ভাসাইতেছিল তাহা নিবৃত্ত হইল। যদি আর কিয়ৎকাল খালের জল স্রোতরূপে নির্গত হইতে না পারিত তাহা হইলে এই সকল পল্লীর যে কি দুরবস্থা হইত তাহা অনুভব করা যায় না।

সম্পাদক মহাশয়! চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন ও হাহাকার রব শ্রবণ করিয়া এবং লোকের দুরবস্থায় পরা কাষ্ঠা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ সহায়তা করেন এবং এই দুর্ঘটনা সম্ভূত অপরাপর অবস্থা পশ্চাৎ অবগত করিব।

মেদিনীপুর ৩১ এ আশ্বিন ১২৮১ } বশম্বদ শ্রীভূঃ—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই অক্টোবর। রেবরেণ্ড আর রবিন্সন রেবরেণ্ড জে রবিন্সনের অনুপস্থিতি কালে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গলা অনুবাদকের কার্য্য করিবেন এবং ১৮৬৭ সালের ২৫ আইনের ১৮ ধারানুসারে যে সকল পুস্তকের হিসাব রাখিতে হয় তাহাও করিবেন।

২০ এ আগষ্ট। সি, সি কুইন প্রথম শ্রেণীতে হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। ইনি আরো হুগলী ও চুচুড়ার মিউনিসপালিটীর ১৮৬৬ অব্দের ৫ আইনের (বি, সি) ২ ধারানুসারে কণ্ট্রোলার ও রেজিষ্টার হইলেন।

২৭ এ অক্টোবর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ ত্রিহুতের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

এচ, স্যাবেজ রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এফ, মিয়াস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সি, সি, কুইন সাহেব হুগলী ও চুচুড়ার মিউনিসপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইলেন।

২০ এ অক্টোবর। সি, সি কুইন সাহেব কিছু দিনের জন্য হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট রোড সেস কমিটীর বাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিবেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ অক্টোবর। সি সি কুইন সাহেব, যিনি হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২, ১৪২, ১৫৭ ৪১৭ এবং ৫২১ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন

২৩ এ অক্টোবর। মুঙ্গেরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাইকেল ফিন্নুকেন ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

২৭ এ অক্টোবর। উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের টাঙ্ক রবর্ট মেজর জে. ই লণ্ডসে ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন। ইনি আরো প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই অক্টোবর। লার্ড জন উইলিয়ম কে স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য ইণ্ডিয়া আফিসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন

মার্শাল ম্যাকমাহন উত্তর রেপবলিকান সেনাদল সহ ইব্রো নদী পার হইয়া ন্যাগাডিয়া অধিকার করিয়াছেন।

মিশর হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাইল নদীর জল ক্রমে কমিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। স্পেনের রাজদূত ডক ডিকাজের নিকট এক পত্র দিয়া ফরাসীদিগের কর্তৃক কার্লিষ্টদিগের সাহায্যদানের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নীলষ্টারের ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই অক্টোবর। আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবার উত্তর কারোলিনায় শতকরা ২ এবং দক্ষিণ কারোলিনায় শতকরা ৪ এবং আলাবামায় শতকরা ৬ টন তুলা কম জন্মিবে। আর্কনসাস, টেক্সাস এবং টেনিসেস ফোরিডা এবং জর্জিয়ায় কতক বৃদ্ধি হইয়াছে। মিসিসিপি এবং লুসিয়ানার তুলার অবস্থা সমান রহিয়াছে

লণ্ডন ১৯ এ অক্টোবর। [illegible] দ্বীপসমূহ [illegible] উপরে [illegible] ছেন

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। গত [illegible] লণ্ডন নগর [illegible] খণ্ড [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] টেলিগ্রাফ [illegible] দুর্ঘটনা হইয়া [illegible]

লণ্ডন ২৩ এ অক্টোবর। [illegible] ছেন, [illegible] সংখ্যা না হইলে [illegible] প্রকাশ করিবেন।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর। রুমানিয়ার [illegible] করিবার বিষয়ে [illegible] রুমানিয়ার [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বলিয়া পোর্টিক [illegible] জর্মাণ [illegible] হইয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা আনন্দ সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত নুতন পুস্তক ও পত্রিকাগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

অপূর্ব্বসংবাদ। আনন্দকানন। ভারতেস্বরম। শিমলা শৈলে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিয়মাবলী। ভূগোলসার। মিত্রপ্রকাশ। তারাচরিত্র। কবিতাবলি। কাশীখণ্ড (দ্বিতীয় সংখ্যা) ভারতমহিমা। আমার নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না। শুক্ল যজুর্ব্বেদ বাজসনেয়ি সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা। বৈষ্ণব ব্রত দিন নির্ণয়। আমতণ্ডুল দিয়া বিষ্ণুপূজা করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম। হিন্দু মিউজিক। সেকাল আর এ কাল।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জনকীবল্লভ সেন কাঁকুনগোটলা	১০
ঐ ঐ মহেন্দ্রনাথ মল্লিক—পাথুরিয়াঘাটা	৫॥০
ঐ ঐ যোগেন্দ্রনাথ রায়—দিনাজপুর	৫॥০
ঐ ঐ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিকশুই	১০
ঐ ঐ গিরিশচন্দ্র মজুমদার—কলিকাতা	৫॥০
ঐ ঐ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—ঐ	৫॥০
ঐ ঐ গোলোকচন্দ্র দত্ত—দত্তগ্রাম	১০
ঐ ঐ গঙ্গানারায়ণ মজুমদার গোস্বামিখণ্ড	১০
ঐ ঐ আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ	১০
ঐ কুমার দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব—স্বাধীনত্রিপুরা	১০
ঐ মুন্সি মহম্মদ মকিম মিয়া—বাদাইখাড়া	৫॥০

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৫ এ অক্টোবর।

নদীর নাম		জলের কম ও জল।
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌহাটের নীচে	১৬	৩
নুরপুর ও মাইলের মধ্যে	৫	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
২৯ মাইলের মধ্যে	১১	৬
জঙ্গিপুর হৈতে বহরমপুর		
৪১ মাইলের মধ্যে	১৫	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১১	৫
কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১৪	৬
মাথাভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৬	৩
ডাক্তার পাড়া	৫	৬
তথা হইতে কাট বোলিয়া	১০	
তথা হইতে কট ১ নং	১০	
তথা হইতে বোলমারি	১০	
তথা হইতে আলিকদহ	১০	৩
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১১	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	৩	

সন ১৮৭৪ সালের ২৬ এ অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১৩	৭

বহরমপুর
২৬ এ অক্টোবর
১৮৭৪

টি, এইচ উইলি সি ই,
একজি- কিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ২৪ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৪। ৯ ই নবেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

---

১০০ টাকা পুরস্কার।

ঈশ্বর সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা ফরসা শ্যামবর্ণ, লম্বা আন্দাজ ৫॥ ফুট, একহারা মুখ লম্বা। পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনায় হস্তে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে। বয়স আন্দাজ ৩২ কি ৩৩ বৎসর হইবে। কথা পূর্ব্ব দেশের মত আড় আছে। তাহার বাটী যশোহর জেলায় ও জাতি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি ইহাকে মালসমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি
২৪ এ আশ্বিন
১২৮১ সাল

শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ লা মে তারিখে ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫২ অফ ৪৮০ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৯৮৬ অফ ৭৮৩৬ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩১ অফ ১৫৯০৯ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯২ অফ ১০৩০৫ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১৩৩৬৯ অফ ২৫৬৮৭ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৩৪৫ অফ ২৮৩৬ নং এক কেতা ১৪০০

সন ১৮৫৪। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অফ ৪২৯৬৭ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৪ অফ ৩৮৬১২ নং এক কেতা ১৫০০

১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট কাষ্ঠের বাক্স ১ টা ও তাহার মধ্যে বেঙ্কের খালাসি বাম ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেন্টের করেন্সি নোট।

এল ৫০ নং ৩৯৭০৯। ৩৯৭১০। ৩৯৭১১। ৩৯৭১২ নং ৪ কেতা ১০০ হিসাবে ৪০০ টাকার মধ্যে এক কেতা ১০০ টাকা খরচ বাদে তিন কেতা........................ ৩০০

এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং এক কেতা ... ৫০

৩৫০

ইহা দেওয়ার খুচরা নোট ও নগদ ... ৪০৪

৭৫৪

কোং কাগজের সুদের চেক এক কেতা ৮২
" " " এক কেতা ৫০
" " " এক কেতা ২৮

১৬০

দলিল এক তাড়া ৫ । ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাতা, পুরাতন কার্পেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৪০০ টাকার কোং কাগজের অফ্ নম্বরের ২৮৩ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও কারেন্সি নোটের এল ০৫৯ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ৩১৭১০ স্থলে ৩৯৭১০ হইবে।

ও সুদের চেক তিন কেতায় ১৬০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

অনেক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বচিরানুভূত বরদ মহৌষধ। ঋতুস্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাস্থল একুনে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার এলাকাস্থ আলাখা নামক বাৎসরিক মেলা গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বন্ধ ছিল। এবার নিয়মিত সময় (রাস পূর্ণিমা) উপলক্ষে উক্ত মেলা হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক। ইতি

১২৮১ সাল, তাং ১৫ ই আশ্বিন } শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় জমিদার। জিলা -- দিনাজপুর ষ্টেষণ ঠাকুর গাঁ,

---

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাস্থল /৹ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সুতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাসের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাস্থল টাকা [illegible]ইলে রীতিমত [illegible] পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৭ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাস্থল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।৹	/৹
১ ম ভাগ নীতিসার	৶৹	/৹
২ য় ভাগ নীতিসার	৶৹	/৹

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাস্থল /৹ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাস্থল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোনাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ কার্ত্তিক সোমবার।

এবারেও সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্থলে ৩০ এ আশ্বিনের ঝড়ের বৃত্তান্ত ঘটিত কয়েকখানি পত্র প্রচারিত হইল। পত্রগুলি পাঠ করিলে অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হয়। অনেকেই নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে [illegible] মেদিনীপুর বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান [illegible]। একেই ঐ সকল প্রদেশের লোকের স্বচ্ছল নাই, তাহার উপরে এই দারুণ বিপৎপাত। অপরের সাহায্য লাভ ব্যতিরেকে তাহারা আপনা হইতে যে এই উৎকট বি[illegible] হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার সম্ভাবনা অল্প। বালেশ্বরের অন্তঃপাতী দেহুর

দায় পত্রপ্রেরক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হইয়া, আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এই অনুরোধ করিয়াছেন। "এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা।" গবর্ণমেণ্টকে পাঁচ ভূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজত্ব করিতে হইতেছে। আজিও তাঁহারা দুর্ভিক্ষের দায় হইতে পরিত্রাণ পান নাই, আবার এই ঘোর আপদ। আমরা তাঁহাদিগকে কতই বা অনুরোধ করিব, কতই বা তাঁহারা অনুরোধ রক্ষা করিবেন। আবার এ বিবেচনাও করি, তাঁহারা রক্ষা না করিলে অশরণ দীন প্রজাগণকে কে রক্ষা করিবে? তাঁহারা যখন প্রজার রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যে উপায়ে হউক, তাঁহাদিগকেই রক্ষা করিতে হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আপৎকালে সাহায্য দান বিষয়ে অনভ্যস্ত নন। ১২৭১ অব্দের ঝড়ের সময়ে তাঁহারা আমাদিগের এ অঞ্চলে সাহায্য দান করিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এস্থলে একটী কথা আমাদিগের বলা আবশ্যক হইল ভাল লোক দেখিয়া সেই সাহায্য দান কার্য্যে নিয়োজিত করা হয়। যাঁহারা ভার প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা যেন গবর্ণমেণ্ট দত্ত অর্দ্ধ অর্থ উদরসাৎ না করেন। সাহায্য দান কার্য্য সাঙ্গ হইলে কে কি পাইল, তাহার অনুসন্ধান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে বোধ হয় বদমায়েসির অনেক দমন হয়।

—o—

সিন্ধিয়া ও নানা সাহেব।

সিন্ধিয়া ২৭ এ অক্টোবর গোয়ালিয়রে এক দরবার করিয়া নানাসাহেবের বিষয় লইয়া এই বক্তৃতা করেন, নানা সাহেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আমরা উচ্চপদ লাভ করিয়াছি সত্য কিন্তু তিনি যেমন প্রথমে শপথ করিয়া পরে তাহা ভঙ্গ করিয়া কানপুরে ইউরোপীয় ও তাহাদের সন্তানগুলিকে হত্যা করেন, তেমনি তাঁহার প্রতি এক রূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। গৃহবিবাদে আমাদের রাজ্যের বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু সে সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের অনেক সাহায্য করেন। নাও সাহেব পেশোয়ার হইতেই ১৮৫৭ অব্দে গোয়ালিয়রে এক বিদ্রোহ ঘটনা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করেন। নানা সাহেব উভয় গবর্ণমেণ্টেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন। এই কারণে আমরা উঁহাকে গোয়ালিয়রের রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।"

নানাসাহেব স্বইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক যখন বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষ সমর্থনের কিছুই নাই। তাঁহার অপরাধানুরূপ দণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু সিন্ধিয়া আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত যে বক্তৃতাটী করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিতান্ত অরুচিকর হইয়াছে। নানা সাহেবের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের উপকারক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও উপকারক, এরূপ স্থলে তাঁহার আত্মশুদ্ধির চেষ্টা না পাইয়া মৌনাবলম্বী থাকাই উচিত ছিল, তিনি অশুদ্ধের ক্ষালন চেষ্টা পান কেন? বোধ হয় তাঁহার অন্তঃকরণ প্রসন্ন নয়; সেই তাঁহাকে এইরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে গোহদের রাণা কিরাত সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টাটী যেরূপ হয় সিন্ধিয়ার স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা সেইরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নানা সাহেবের অপরাধ গুরুতর করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে কি সিন্ধিয়া এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে নানা সাহেব পূর্ব্বে শপথ করিয়া পশ্চাৎ তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন? বিদ্রোহকারিতা অপরাধের অপেক্ষা এ অপরাধ কি গুরুতর? আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নূতন নয়। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সংস্থাপয়িতা শিবজীই কতবার স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষেরাও কি এই দোষে লিপ্ত নন? অপর, নানা সাহেবের উপরে ইউরোপীয় স্ত্রী বালক বালিকা হত্যা অপরাধের যে আরোপ করা হইয়াছে তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষ। নানাসাহেব হত্যার আজ্ঞা দিয়া সেই আজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, সিন্ধিয়া কি এরূপ কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? বিদ্রোহিরা কানপুর অধিকার করিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক যখন অবস্থান করে, তৎকালে তত্রত্য বাঙ্গালিদিগকে ধরিয়া নানা সাহেবের সম্মুখে উপনীত করা হয়। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেন। তাঁহাদিগেরই এক ব্যক্তির মুখে আমরা শুনিয়াছি, বিদ্রোহিশিবিরে সমুদায়ই বিশৃঙ্খল ব্যাপার, নানা সাহেব বিদ্রোহিদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বিদ্রোহিরা তাঁহার সকল কথা শুনিত না। যে আজ্ঞা তাহাদিগের মনোমত হইত, তাহাই পালন করিত, আর যে আজ্ঞা মনোমত না হইত তাহা যে কেবল অগ্রাহ্য করিত এরূপ নয়, "অকর্ম্মা" বলিয়া গালি দিয়া তাঁহার উপর নানা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এরূপ স্থলে নানা সাহেবের আজ্ঞানুসারে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সহসা বলা বড় কঠিন।

পাঠকগণ কি মনে করিতেছেন আমরা নানা সাহেবের অপরাধের লঘুতা সম্পাদনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই-

[illegible] নয়। আমরা তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া দোষের অনুমোদন করিতেছি না, তাঁহাকে সাধু মহাশয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ও চেষ্টা পাইতেছি না। আমরা কেবল সিন্ধিয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শনার্থ এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বলিতে কি তাঁহার বক্তৃতাটী সঙ্গত অনোচিত হয় নাই; তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিতান্ত উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহা হউক, উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই বন্দীকৃত ব্যক্তি যদি প্রকৃত নানা সাহেব না হয়, সিন্ধিয়ার অংশে রোদন সার হইল।

দেশীয় রাজগণের ক্রমে স্বাধীনতা লোপ।

দেশীয় রাজগণের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল, কিয়দংশে কোন কোন প্রধান রাজপুরুষের অত্যধিক লোভে আর কিয়দংশে রাজগণের নিজ দোষে তাহা লোপ হইতে চলিল। দেশীয় রাজগণের অধিকাংশের সুশিক্ষা হয় না। তাঁহারা অল্প বয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া উঠেন। উপরে কেহ শাসনকর্ত্তা ও হিতোপদেশ দিবার লোক থাকেন না, সদা অসৎ লোকের সংসর্গ ও অসৎ লোকের উপদেশ শ্রবণ, অল্প দিনের মধ্যে বিষম বিলাসী স্বেচ্ছাচারী ও বাসনাসক্ত হইয়া পড়েন,

যৌবনং ধনসম্পত্তি
প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায়
কিমু যত্র চতুষ্টয়ং।

এপ্রকার লোকের মঙ্গল কোথায়?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে দিন বরদার গুইকুমারকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, তিনি স্বচরিত্র সংশোধন না করিলে তাঁহার রাজ্য থাকিবে না। কাঠিয়াবার প্রদেশের এক জন জায়গীরদার নিজ আমলা প্রভৃতির প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করাতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন, সাবধান না হওয়াতে তাঁহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন, এই প্রকার একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন, কোন রাজা প্রধান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার রাজ্যের কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

এ সমুদায়গুলিই মন্দ লক্ষণ। প্রধান গবর্ণমেণ্ট যখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন স্বাধীনতা কোথায় রহিল? প্রধান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে যখন নিজ রাজ্যের ভূমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন স্বাধীনতা কোথায়? রাজগণের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল সন্ধি হয়, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, মিত্ররাজগণের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী সন্ধির এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি পাঠকগণ দর্শন করুন। ১৮০৪ অব্দের ২৭ এ ফেব্রুয়ারি সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "পক্ষান্তরে কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের পক্ষে এই অঙ্গীকার করিলেন মহারাজের জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব অধীন সর্দ্দার ও ভৃত্য প্রভৃতির বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ঐ সকলের বিষয়ে মহারাজ যা ইচ্ছা তাই করিবেন। **** কোম্পানির কোন কর্ম্মচারী সিন্ধিয়ার রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না ইত্যাদি।"

এপ্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র সম্মুখে থাকিতে মিত্ররাজগণের রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করা অন্যায় সন্দেহ নাই। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না হয়, অথচ উচ্ছৃঙ্খল অব্যবস্থিত রাজগণের শাসন হয় এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করাই উচিত। আমাদিগের বিবেচনায় সে উপায় এই, দুর্ব্ব্যবহারপরায়ণ যে রাজা পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেও সাবধান না হইবেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার বংশে যে ব্যক্তি উপযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাকে তৎপদ প্রদান করা হইবে। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টের নিস্বার্থভাব পরিচয় হয়, দুর্ব্বুদ্ধি রাজগণের সৎপথে প্রবৃত্তি হয় এবং রাজবংশের উপযুক্ত লোকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়। এরূপ একটা উপায় না করিলে অনেকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্বার্থপরতা দোষের আরোপ করিবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ ও বঙ্গদেশের উন্নতি।

ইংরাজ অধিকারে বঙ্গদেশের কোন বিষয়ে উন্নতি হয় নাই যদি আমরা এ কথা বলি, এখন শত শত ব্যক্তি আমাদিগের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন, আমরাও প্রত্যাখ্যাত হইব। পাঠকগণ যদি একে একে গণনা করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, নানা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। প্রথমে পুলিস ধরুন। বর্ত্তমান পুলিসের সংস্রবে দোষ আছে বটে কিন্তু পূর্ব্বকার পুলিসের অপেক্ষা যে শত গুণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে বিসংবাদ নাই। মুসলমানদিগের অধিকার কালের কথা দূরে থাকুক, আমরা এই ইংরাজ অধিকারে বাল্য কালে দেখিয়াছি, গ্রামের মধ্যে যাঁহাদিগের সঙ্গতি ছিল, তাঁহারা চোর ও ডাকাইতের ভয়ে রাত্রি কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। আমরা গ্রাম মধ্যে কয়েকটী ডাকাইতী হইতেও দেখিয়াছি। এখন

ডাকাইত দল উন্মূলিত হইয়াছে বলিতে হয়। চৌর্য্যেরও তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই। দ্বিতীয়, বিচার কার্য্য। একার্য্যটীও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও যতদূর উৎকৃষ্ট হইবার হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই অধিকাংশ বিচারপতিরই সদ্বিচার কার্য্যে সবিশেষ যত্ন জন্মিয়াছে। এক্ষণে অধিকাংশ যোগ্য লোক বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়, ২০ বৎসর পূর্ব্বে বিচার কার্য্য বিষম বিড়ম্বনা স্বরূপ ছিল। যাহার অর্থবল, তাহারই মকদ্দমায় জয় লাভ হইত। পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে বিচার বিক্রয় হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন। পূর্ব্বে রাস্তার অতিশয় দুরবস্থা ছিল। বর্ষাগমে অনেক রাস্তা এরূপ হইত যে উরুদঘ্ন পঙ্ক অতিক্রম না করিয়া গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাইত না। এখন কেবল পাকা রাস্তা বলিয়া নয়, চতুর্দ্দিকে রেলওয়ে হইয়াছে, আর লোকের গমনাগমনের ক্লেশ নাই। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে সকল লোকেরই ঘরের কাছে প্রায় হাট বাজার হইয়া উঠিয়াছে। জমীদার ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিদিগের দৌরাত্ম্য ও অনেক কমিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে জমীদারের কর্ম্মচারিরা কিরূপ অত্যাচারী ছিল, একটী গল্প বলি পাঠকগণ শ্রবণ করুন। একজন জমীদার গমস্তাকে এক চিঠি লিখিলেন, তাঁহার এক ক্ষেত্রে ধান্য কাটিতে হইবে, ৫০ জন মজুরের প্রয়োজন। গমস্তা এই সূত্র পাইয়া কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি যত ব্যবসায়ী লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, জমীদারের হুকুম হইয়াছে, তোমাদিগকে ধান্য কাটিতে যাইতে হইবে। তাহারা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা ব্যবসায়ই জানে, ধান্য কাটা তাহাদিগের অভ্যাস নাই, বিশেষতঃ ধান্য কাটিতে গেলে তাহাদিগের ব্যবসায় বন্ধ হয়। তাহারা গমস্তার সহিত বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। গমস্তা প্রত্যেকের অবস্থা বুঝিয়া কিছু কিছু লইয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন এবং জমীদারের নিকটে লিখিলেন এখন সকলেরই ধান্য কাটিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তালুক হইতে এখন কৃষকদিগকে পাঠাইতে হইলে তাহাদিগের অনিষ্ট হয়। জমীদার দয়ালু; প্রজাদিগের অনিষ্ট হইবে শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং অন্য লোক লইয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন। এখন আর এ প্রকার অত্যাচারের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। এগুলি ইংরাজ রাজত্বের মহিমা সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দিকে ত এই উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের দুর্ভিক্ষ এই উন্নতির মধ্যে যে একটী বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে, পাঠকগণ যদি একবার তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, বঙ্গদেশ প্রকৃত পক্ষে উন্নতিশালী হয় নাই। আমরা উপরে যে উন্নতিগুলির বর্ণন করিলাম, এগুলি বাহ্য উন্নতি, ইহার অভ্যন্তরীণ উন্নতি অন্তঃসার শূন্য। দেশের সাধারণ সমৃদ্ধিই প্রকৃত উন্নতির সূচক। সে সমৃদ্ধি আমরা কৈ দেখিতে পাই না। এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এক বৎসর শস্য না হওয়াতে সকল লোকেই প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি হস্তাবলম্বদান না করিতেন বঙ্গদেশেও উড়িষ্যার অভিনয় হইত সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশ যখন এক বৎসরের দুর্ভিক্ষের আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তখন ইহার উন্নতি কি? এই দুর্ভিক্ষে যে গ্রামের পনর আনা তিন পাই লোকের অসচ্ছল হইল, সে গ্রামকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি সঙ্গত হয়? আহার বিহারাদি বিষয়ে সাধারণ লোকের অণুমাত্র উন্নতি লক্ষিত হয় না। গত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসিদিগের যে সামান্যরূপ অশন বসন ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল, এখনও তাহাই আছে। বিশেষের মধ্যে এই হইয়াছে, পূর্ব্বে স্বল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত লোক বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদে ছিল, তাহাদিগের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, এখন তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এখন সেই পূর্ব্বকার অন্ন ব্যঞ্জন চলিতেছে। তখন অল্প পরিশ্রমে সেইগুলির সংগ্রহ হইত, এখন তাহার সংগ্রহার্থ অধিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তখনকার মত কাহার দেহ প্রায় সবল ও নীরোগ নয়। অধিকাংশ লোকেই রোগে শোকে চিন্তায় জর্জ্জর হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার যুবা পুরুষদিগের শরীর দেখিলে দুঃখ উপস্থিত হয়, মনে হয় এই শরীরে ইহারা কেমন করিয়া দীর্ঘজীবী হইবে।

মফস্বলের বিচার প্রণালী।

মফস্বলের বিচার প্রণালী কেমন, অর্থি প্রত্যর্থি সাক্ষিগণের কেমন কষ্ট, তাহাদিগের কষ্টের নিবারণ বিষয়ে বিচারপতিগণের অনেকের কেমন ঔদাসীন্য এক গোপালচন্দ্র দেব মকদ্দমা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মকদ্দমা বৃত্তান্ত এই, হাবড়া মিউনিসপালিটির সরকার গোপালচন্দ্র দেব নামে চৌর্য্যের অভিযোগ করেন। পুলিস ১৮৭৪ অব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রিকেট সাহেবের নিকটে আসামীকে চালান দেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আসামীর হাজতের হুকুম দিয়া বলিলেন ২৯ এ অক্টোবর মকদ্দমা হইবে। ঐ

দিবস সাক্ষিদিগকে আনিবার অনুমতি করিলেন। প্রতিবাদীর মোক্তার জামীন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন কোন ব্যক্তিকে ১৫ দিনের অধিককাল হাজতে রাখা আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন এবং বলিলেন, ভাল তুমি আপীল কর মুখে মুখে ঐ প্রার্থনা করা হইয়াছিল। প্রতিবাদীর এক বন্ধু ৫ ই অক্টোবর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন, তিনি গোপালচন্দ্র দেকে হাজত দিবার যে অনুমতি করিয়াছেন, তাহার এক খানি নকল দেন। নকল সে দিন দেওয়া হইল না।

বাবু নরসিংহ দত্ত প্রতিবাদীর পক্ষ হইয়া সেসন জজের নিকটে জামীনের প্রার্থনা করিলেন। জজ প্রিন্সেপ সাহেব এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, বাবু নরসিংহ দত্ত যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা সত্য কি না? যদি সত্য হয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিম্ন লিখিত তিনটী বিষয়ের কি কারণ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায় করেন? প্রথম, জবানবন্দী না লইয়া সাক্ষিদিগকে কি হেতু দেওয়া হাইকোর্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়, মকদ্দমা প্রমাণ হইল না, অথচ প্রতিবাদিকে হাজতে দেওয়া হইল। তৃতীয়, প্রতিবাদিকে ১৫ দিনের অধিক হাজতে রাখা ফৌজদারী আইনের ২৯৪ ধারার বিরুদ্ধ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উহার এই উত্তর দিলেন, তাঁহার নিকটে ৭৬ টী মকদ্দমা রুজু ছিল। ২৮ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ সকল মকদ্দমা করিবার দিন ছিল, কাজে কাজেই তাঁহাকে ২৯এ গোপালের মকদ্দমা করিবার দিন স্থির করিতে হয়। সাক্ষিদিগের জামীন লইয়া ঐ দিবস আনিতে বলা হইয়াছিল। গোপালচন্দ্র যে অপরাধ করে, তাহার জামীন হয় না বলিয়া তাহাকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাদিকে জামীন দিয়া মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন, তিনি বলিলেন তাঁহার উপরে ট্রেজরির ভার ও মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতিত্ব প্রভৃতি অনেক কার্য্য ভার, তাঁহার কিছু মাত্র অবসর নাই। তিনি এ বিষয় মাজিষ্ট্রেটকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন ইত্যাদি।"

এই হেতুবাদ শুনিয়া জজ এই আজ্ঞা দিলেন রিকেট সাহেবকে অবিলম্বে এই মকদ্দমা করিতে হইবে। ১৮ ই অক্টোবরের পর প্রতিবাদিকে হাজতে রাখা আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

রিকেট সাহেব যে কয়টী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটীও তাঁহার আইনলঙ্ঘনকারিতা দোষের লঘুতা সম্পাদনে সমর্থ নহে। তিনি যে কার্য্য ভারের উল্লেখ করিয়াছেন, সচরাচর অধিকাংশ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপরে তাহা বিন্যস্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা অবলীলাক্রমে ঐ সকল কার্য সম্পন্ন করেন। আর যাঁহারা অলস-প্রকৃতি, তাঁহারাই কেবল অনবসর প্রভৃতি নানা আপত্তি করিয়া থাকেন। আমরা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, গল্পে ও আমোদ প্রমোদে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ করেন না, করিতেও পারেন না। লোকের কষ্টেও তাঁহাদিগের কষ্ট বোধ নাই। সুতরাই তাঁহারা কার্য্য শেষ করিতে পারেন না। কাজেই মকদ্দমা জমিতে থাকে। অর্থি প্রত্যর্থি সাক্ষিগণের কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

রিকেট সাহেবের লোকের কষ্টে যে কষ্ট বোধ ও স্বকর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, তাঁহার কার্য্য দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। তিনি গোপালচন্দ্র দেকে কি যুক্তিতে হাজতে দিলেন? তিনি সাক্ষির জবানবন্দী লইলেন না তবে কিরূপে জানিলেন যে গোপাল দোষী? যদি বল তাঁহার পুলিসের উপরে বিশ্বাস আছে, তাহাতেই তিনি গোপালকে হাজতে দিয়াছেন; সেটী বলা সঙ্গত হয় না। সে বিশ্বাস থাকিলে পুনর্ব্বার সাক্ষী লইবার প্রয়োজন কি? আইনে সে বিশ্বাস করিতেও বলে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই গোপালের জামীনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না কেন? মকদ্দমাটী জামীন লইবার যোগ্য কি না, তিনি তাহার বিচার করিলেন না, তবে কিরূপে জানিলেন, মকদ্দমাটী জামীন লইবার যোগ্য নয়। তৃতীয় প্রশ্ন যেদিন নকল লইবার প্রার্থনা করা হইল, সে দিন নকল দেওয়া হইল না কেন?

এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার স্বকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে যত্ন নাই, লোকের দুঃখেও দুঃখ বোধ নাই। গোপাল যদি বাস্তবিক অপরাধী না হয়, তাহাকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হইল। এক জনকে অকারণ কষ্ট দেওয়া অনুচিত, বিচারপতির এ বিবেচনা না থাকাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাহাতে সুবিচার হয়, লোকের কষ্ট না হয়, গবর্ণমেন্ট সেই চেষ্টা পাইতেছেন। সেই নিমিত্ত নানা প্রকার আইন করিতেছেন। কিন্তু কেবল আইন করিলে কি হইবে? যাঁহারা আইনের অনুসারে চালাবেন, তাঁহারা যদি আইনকে পদতলে মর্দ্দন করেন আইনে ফল কি? বিচারপতিদলে আজিও অনেক তামা মেক আছে। গবর্ণমেন্ট সে গুলির সংশোধন করুন। পেন্সন ফণ্ডে কিছু অর্থ বৃদ্ধি করিয়া সে গুলিকে বিদায় না দিলে মঙ্গল নাই।

গবর্ণমেন্টের আর একটী কাজ করা কর্ত্তব্য, তাঁহার অধস্থ বিচারপতিদিগের

কার্য্য দর্শনের যে প্রণালী করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ করিয়া তুলুন ঐ প্রণালী যাহাতে নামমাত্র না হইয়া ফলোপধায়িনী হয়, তাহা করুন। উহাই বিচারচক্রকে প্রকৃত পথে প্রবর্ত্তিত করিবার প্রকৃত উপায়। ঐ প্রণালী প্রকৃত প্রস্তাবে ফলোপধায়িনী হইলে অনেক পুরাণ পাপী আপনা হইতেই পেন্সন লইয়া দূরে প্রস্থান করিবে।

মহান্ত ও তীর্থস্থান।

মহান্তদিগের ব্যভিচারদোষ প্রকাশ হইবার মরসুম পড়িয়াছে। তারকেশ্বরের মহান্ত যে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতে কলিকাতায় ঐরূপ একটী কাণ্ড উপস্থিত হয়, সেদিন আবার কটকে একজন মহান্তকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন।

আমরা মহান্তদিগের উপরে অনেকের যেরূপ মনের ভাব ও আক্রোশ দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা তাহাদিগকে নখে পাইলে দুই খান করিয়া ফেলেন। এরূপ ভাব হইবার একটী বিশেষ কারণ আছে। তাঁহাদিগের সংস্কার এই মহান্ত হইলেই তাহাদিগের কামক্রোধাদি মনুষ্যধর্ম্ম থাকে না। তাহারা এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠে। এই সংস্কার আছে, অথচ তাঁহারা কার্য্যে বিপরীত দেখিতে পান, সুতরাং ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের উল্লিখিত সংস্কারটী যে ভ্রমমূলক যদি তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন, মহান্তদিগের উপরে তত রোষ ও অসন্তোষ থাকে না। মনুষ্য হইয়া মনুষ্যধর্ম্ম বর্জ্জিত হইবে বিধাতার এ নিয়ম নয়। ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত প্রবল। প্রাচীন কাল অবধি উহার দমন চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। কত স্থানে কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন নাই। জিনোর শিষ্য ষ্টোইক এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন উহাদিগের মত এই মানুষ কোন প্রকার ইন্দ্রিয় বিকারে বিচলিত হইবে না। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণের ইন্দ্রিয়জয় চেষ্টা সুপ্রসিদ্ধ। আর্য্যেরা অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এক ইন্দ্রিয় জয় চেষ্টাই এ সমুদায়ের মূল। ইন্দ্রিয় দমন ব্যতিরেকে মানুষের ঐহিক পারত্রিক কোন কালেই মঙ্গল নাই। ইহা স্থির করিয়া প্রাচীন কালের লোকেরা ইন্দ্রিয় দমনার্থ নানাবিধ উপায়ের সৃষ্টি করেন। মনু যে দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তাহার অন্যতম।

প্রাচীন কালের লোকেরা ইন্দ্রিয় জয়ের এই প্রকার নানা চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পথের পথিক হইয়া এ চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। এক কালে প্রকৃতি ধর্ম্মের উন্মূলন সে পথ নয়। এই অংশেই তাঁহাদিগের ভ্রম জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যদি প্রকৃতির পরিপোষণ ও তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া তাহাকে নিয়মিত পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। দারপরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই তাঁহাদিগের প্রধান ভ্রম হইয়াছে। যে যে সম্প্রদায় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারাই কলঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান দণ্ডি সম্প্রদায় ও মহান্ত প্রভৃতি তাহার প্রধান নিদর্শন। ইউরোপ খণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে এই কলঙ্কিত দলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি ছিল।

যাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া মদ্য মাংস ধাতুক্ষয় করেন, দারপরিত্যাগী হইয়া তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ চলিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ঘৃত দধি দুগ্ধ নবনীত প্রভৃতি নিত্য ভোজন ও মাদক সেবন করেন, তাঁহাদিগের দারত্যাগী হইয়া জিতেন্দ্রিয় থাকিবার সম্ভাবনা কি? একজন কবি কহিয়াছেন:—

"বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো যে চাম্বুপর্ণাশনাস্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ। শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাস্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরং॥"

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি কেবল জল ও বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিতেন, তাঁহারাই স্ত্রীলোকের সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছেন আর যাঁহারা ঘৃত দধি দুগ্ধ ও উত্তম অন্ন ভোজন করিতেছেন, তাঁহাদিগের যদি ইন্দ্রিয় দমন হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতও সাগর পার হইতে পারে।

মহান্তদিগের প্রায় সুশিক্ষা ও পরিণাম দর্শন নাই, পক্ষান্তরে বিলক্ষণ রাজভোগ ও মাদক সেবন আছে, তাহারা যদি অজিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দেয় তাহাতে বিস্ময় কি? তীর্থযাত্রা তীর্থ দর্শন ও তীর্থ স্থানে অবস্থানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও মহান্তদিগের উদ্দীপন বিভাব হইয়াছে। আমাদিগের স্ত্রীগণের স্বাধীনতা নাই। মনু কহিয়াছেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

বাল্যকালে পিতা যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোককে রক্ষা করে। স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই।

আমাদিগের স্ত্রীগণ স্বতন্ত্র হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিপদেই তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার বাধা দেন। কিন্তু তীর্থ স্থলে সে বাধা কিছুই থাকে না। তীর্থ স্থানের ভোগবিলাসী পাণ্ডাদিগের সর্ব্বদা সেই রমণীগণের দর্শন ও স্পর্শন হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগের ব্যভিচার দোষ প্রকাশ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় কি না? আমাদিগের দেশের লোকেরা যখন তারকেশ্বরের মহান্তের উপরে ক্রোধাগ্নি বমন করেন, তৎকালে আমরা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের ভাব দর্শন করি, এবং এই ভাবিয়া দুঃখিত হই যে কি আশ্চর্য্যের বিষয়, মহান্তের উপরে ক্রোধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আপনার উপরে ক্রোধ করাই কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা কেন তাদৃশ পাষণ্ডগণের নিকটে আপনাদিগের স্ত্রীগণকে প্রেরণ করেন? কেনই বা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন

ঘরে বসিয়া কি ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না? আমরা তীর্থ স্থানের যেরূপ কাণ্ড দেখিয়াছি, সেখানে গিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় না হইয়া অধর্ম্মেরই সঞ্চয় হয়। যে সকল ব্যক্তির জিতেন্দ্রিয়তাদি গুণে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত এক একটী দেবালয় তীর্থ স্থান হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিরাও যে সেইরূপ সচ্চরিত্র হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি?

নূতন পুস্তক

১। সেকাল আর একাল (১)। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। এখানি যেমন কৌতুকাবহ তেমনি উপদেশগর্ভ হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু সে কালের অবস্থার সহিত এ কালের অবস্থা এবং তখন কার উন্নতি অবনতির সহিত তুলনা করিয়া এক্ষণকার উন্নতি অবনতির অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণকার যে নব্য সম্প্রদায় ইংরাজী সভ্যতা মিশ্রিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার আহার বিহার প্রভৃতির একান্ত পক্ষপাতী, আমাদিগের অনুরোধ তাঁহারা অভিনিবেশপূর্ব্বক একবার এখানি পাঠ করেন।

২। কেরাণী দর্পণ নাটক (২)। বর্ত্তমান সময়ের কেরাণীদের দুর্দ্দশার বিষয় বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য। লেখক অনেকাংশে সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আজি কালি নাটক অভিনয়ের প্রবৃত্তি হওয়াতে বিদ্যালয়ের বালকদিগের পড়া শুনায় অমনোযোগ নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্তি ও তন্মূলক চরিত্র দোষ [illegible] একটী সামান্য কেরাণী [illegible] অপমান ও কষ্ট স্বীকার এবং ইংরাজদিগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের স্বজাতীয় এবং অন্যান্য স্বজনদিগের প্রতি একান্ত পক্ষপাতিতা ও এদেশীয়দের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং প্রতারণা করিয়া এদেশীয়দিগের অর্থ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা, আনুষঙ্গিক এগুলিরও বর্ণন করা হইয়াছে।

৩। সাবিত্রী নাটিকা (৩)। মহাভারতে সাবিত্রী ও সত্যবানের যে উপাখ্যান আছে, নাটকাকারে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। আজি কালি সচরাচর যে সকল নাটক দেখা যায়, এখানিও সেইরূপ।

৪। হিন্দু মিউজিক (৪)। ইতি পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সঙ্গীত বিষয় লইয়া হিন্দু পেট্রিয়টের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় যে আন্দোলন হয়, তাহাই পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ১২ ই সেপ্টেম্বরের হিন্দু পেট্রিয়টে ক্লার্ক সাহেবের হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক রিপোর্টের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়, ক্লার্ক সাহেব কলিকাতা রিভিউ পত্রে এক প্রস্তাব লিখিয়া উহার উত্তর দান করেন। ইহাতে মার্টিনিয়ারের প্রিন্সিপাল আর্লাডিস সাহেবের সহিত ক্লার্ক সাহেবের ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর পত্রে বিচার উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান লেখক ক্লার্ক সাহেবের সেই প্রস্তাবের দোষ গুণ বিচার করিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ে ক্লার্ক সাহেবের যে সকল ভ্রম আছে, ইহাতে সুন্দররূপে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাতে লেখকের হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত।

(২) "মহত্বের এই কি কাজ" প্রণেতার দ্বারা প্রণীত, কলিকাতা সাহিত্য সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

(৩) শ্রীহরিনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত, কুমারখালি মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷০ আনা।

(৪) হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসে মুদ্রিত।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম আনন্দ মোহন বসু মহাশয় সংস্কৃতে সম্মানসূচক উপাধি ও ৪ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এফ, সি ডফিস সাহেব পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ জন্য ২ হাজার এবং এফ, এচ, ফিশার ও জি, এ স্মিথ সাহেব উর্দ্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু প্রত্যেকে হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন।

১৬ ই অক্টোবর বঙ্গদেশের রিলিফ কার্য্যে ১১৪৬৪৭ লোক নিযুক্ত ছিল। যাহারা বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইতেছিল তাহাদিগের সংখ্যা ২১৩২৩২।

বোম্বাই গেজেট বলেন, যে মাসে বরদার গুইকুমার লক্ষ্মী বাইকে বিবাহ করেন, আজিও ৭ মাস পূর্ণ হয় নাই তাহার পুত্র হইল। এই পুত্রটী সুরাটের এক তন্তুবায়ের ঔরসজাত। লক্ষ্মীবাই যখন গর্ব্ভবতী গুইকুমার সেই সময় তাহাকে বিবাহ করেন। রেসিডেণ্টও এই পুত্রটিকে গুইকুমারের পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গুইকুমারের পারিষদবর্গ প্রভৃতিও নানা গোলযোগ বাধাইয়াছেন। অনেকে দুর্গোৎসব উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে যাইতে সম্মত হন নাই। গুইকুমার সকল বিষয়েই আপনার বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় দিলেন।

নানা সাহেবের সম্বন্ধে ১৮৫৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞাপন দেন, যিনি তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, সে যদি কোন বিদ্রোহী হয় তাহাকে ক্ষমা করাও হইবে। এত প্রলোভনেও নানা সাহেব ধরা পড়িতেছে না, এটী অল্প আশ্চর্য্যের নয়।

জন্য একটী কৌতুকাবহ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বাণিজ্যের অবস্থা দিন কত অতিমন্দ যায়, ইহা দেখিয়া কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক পরামর্শ করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে এই ভাবে এক খানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিল, "যে সকল অবিবাহিত যুবতীকে [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তথায় বিদ্রোহীদিগের সহিত তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইবে"। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবামাত্র যাহাদের ঐরূপ কন্যা সকল অবিবাহিত ছিল তাহারা উহাদের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া ফেলিল, ১০। ১৫ দিবসের মধ্যে অসংখ্য বিবাহ হইয়া গেল, বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন জন্য নানা দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া বাণিজ্যের মন্দভাব

তিরোহিত হইল। যে ব্যক্তি ঐ বিজ্ঞাপনের মূল, শেষে সে ধরা পড়িল, এবং তাহার ১৫ দিন কারাদণ্ড হইল। ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞাপনে লোকে কি বিশ্বাস করিয়াছিল? ইহাতে কশিয়ার বিদ্যা বুদ্ধির এক প্রকার পরিচয় হইল।

১৮ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন সার্জ্জন মেজর রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র মৃত ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পদে মেডিকল কালেজে মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আগামী বৎসরের জন্য বাবু দিগম্বর মিত্র কলিকাতার শরিফের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

১লা এপ্রেল অবধি অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের দরুণ ৪৬৬৪৩৮০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

আগামী কল্য প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় গবর্নর জেনরল বাবুঘাটে উপনীত হইবেন। তাঁহার আগমন সূচক ২১ টী তোপধ্বনি হইবে।

সিমলা হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছিল তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রস্তুত করা বড় কঠিন। এই টুকু প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ৩ বৎসর লাগিবে।

পূজার বন্ধে কলিকাতা এক প্রকার বড় লোক শূন্য হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ক্রমে পরিপূরিত হইতেছে। বুধবার গবর্নর জেনরল আসিবেন, বৃহস্পতিবার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল আরলের আসিবার সম্ভাবনা আছে। নইনিতাল হইতে জষ্টিস ফিয়ার আসিয়াছেন। হুইটলি ষ্টোক্স ৮ ই এবং হবহাউস ১০ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত আসিবেন। অনরেবল ইলিস এবং ও এচসন সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। অনরেবল মিস বেরিওও আসিতেছেন।

১৭ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫২ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৩ জনের মৃত্যু হয়, এ হিসাবে ৪৯ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ জনের ওলাউঠায় ১১২ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত সপ্তাহে মান্দ্রাজের কোন চিঠি পত্র বা কাগজ আইসে নাই, তথায় জলপ্লাবন নিবন্ধন প্রায় ৫। ৬ টী সেতু ভগ্ন হইয়াছে ইহাই তাহার কারণ।

মান্দ্রাজে টিকবরণের ন্যায় একটী ছোট মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ফরিয়াদি বলিতেছে সে আসামীর পুত্র, সে তন্নিমিত্ত তাহারঅংশ ৬৫ হাজার টাকা পাইবে। তাহার মাতা ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ বলিতেছে সে বাস্তবিক আসামীর পুত্র, কিন্তু তাহাকে আর একজনের পুত্র বলিয়া আসামী বহুসংখ্য সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেদিন মুসলমানদিগের রমজানের সময় মুসলমানেরা নাচ দিবার জন্য বোম্বাইর গ্রাণ্ট রোড থিএটার বাটীটী ভাড়া লন। গৃহস্বামী ভাড়া দিবার সময় মনে করিয়াছিলেন, কোন রূপ বক্তৃতা বা উপাসনাদির জন্য ভাড়া লওয়া হইতেছে, এই জন্য ভাড়া দেন, পরে প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিয়া কয়েকজন পুলিষ কর্ম্মচারিকে গৃহ দ্বারে রাখিয়া দেন, বলিয়া দেন কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। যথা সময়ে প্রায় ৬৫ জন নর্ত্তকী একজন ইংরাজ উকীল সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া এ ব্যাপার দেখেন, এবং ইংরাজ উকীলটি কণ্ট্রাক্টের আইন প্রদর্শনদ্বারা পুলিষমানদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অপ্রতিভ হইয়া নর্ত্তকীগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

সম্প্রতি সিংহলের একটী স্ত্রীলোক বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গের নালীশ করিয়া কলম্বোর ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে ৪৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

হোলকারের রাজ্যে সাদত খাঁর ন্যায় আর একজন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। ইনি সাদত খাঁর পিতৃব্য পুত্র। হোলকরের রাজ্য কি বিদ্রোহীদিগের বাসা?

১৯ এ কার্ত্তিক বুধবার।

৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত ৩ মাসের মধ্যে পঞ্জাবে ৬০ খানি পুস্তক ৫২ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং ৪৮ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয় বাটীর উপরে রাখিবার জন্য ৩২ হাজার টাকায় ইংলণ্ড হইতে একটী ঘড়ি আনিতেছেন।

এ বৎসর ১ লা এপ্রেল অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৩৮৮৭৫৯ টন লবণ আমদানী হইয়াছে, ইহাতে ২৭৩৮৯৫৪০ টাকা মাশুল আদায় হয়। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৯২১৫১ টন আমদানী এবং ২৭৬৫৫৪৯০ টাকা শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছিল।

বোম্বাই গেজেট বলেন, গোয়াতে ক্রমেই গোলযোগ চলিতেছে। সেদিন সাগমের এক রেজিমেণ্ট হইতে ১০ জন ইউরোপীয় সৈন্য অস্ত্রাদি সহিত পলায়ন করিয়াছে। পার্ত্তিম জেল হইতে কয়েদীরা পলাইয়া যে স্থানে গিয়া আছে, ইহারাও সেই স্থানে গিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। ইহারা কানকোলিম ষ্টেষণ হইতে আর দুই জন অস্ত্রধারী সৈন্যকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

বোম্বাইর ডাক্তার পেস্তনজী নাউরোজীর স্ত্রী শিরেণবাই, সম্প্রতি গুজরাট্টীয় ভাষায় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। লার্ড চেষ্টার ফিল্ড তাঁহার পুত্রকে যে সকল পত্র লেখেন, এখানি তাহার অনুবাদ। বোম্বাইর পারসি স্ত্রীরা ক্রমে বিলক্ষণ উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছেন। ইহাদের মধ্যে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন এমন স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়।

গত সোমবার বাবু আনন্দমোহন বসু কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বহু সংখ্য বন্ধু তাঁহার অভ্যর্থনার্থ বাবুঘাটে তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি ষ্টীমার হইতে নামিলে সকলে তাঁহাকে সাদরে

সম্ভাষণ পুরঃসর গ্রহণ করেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, তিনি ইংলণ্ডে যে চারি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই কালের মধ্যে তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। তিনি যেরূপ সরল ও অমায়িক স্বভাব লইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন সেই স্বভাব লইয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, তিনি কোট হ্যাট পরিয়া আইসেন নাই। যাহা হউক আনন্দমোহন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতার টাঁকশালে প্রায় ২ লক্ষ টাকার সিকি প্রস্তুত করা হইতেছে। এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদি বুদ্ধিমান হন ইহা হইতে কিছু বুঝিয়া লইতে পারেন।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল, ব্রিটিশ ব্রহ্মে ইন্দুরের দৌরাত্ম্যে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। গতবৎসর ও এই সকল ইন্দুরের উৎপাতে অনেকগুলি গ্রামের ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন বহুসংখ্য লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ইহাদিগের জন্য রিলিফ কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। শুনা যায় ব্রহ্মদেশে বিস্তর বাঁশ গাছ আছে, ইন্দুরে বাঁশের ফল খাওয়াতে না কি তাহাদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। মূষিকের উপদ্রব ঈতির মধ্যে পরিগণিত।

রঙ্গপুরের লিবেন সাহেবকে লইয়া যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়, তাহাতে সেরেস্তাদার উমাচরণের অংশ অভিনীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রধান অভিনেতা লিবেন সাহেবের যবনিকা পতন হইল না। উমাচরণের দুই বৎসর কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। কিন্তু কমিসনরেরা আজিও লিবেন সাহেবের বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না। তবে কেহ কেহ কহিতেছেন, পেন্সনের কালপর্য্যন্ত ক সম্পেও কর হইয়াছে। পেন্সনের কাল পূর্ণ হইলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বলা হইবে। ইহার অর্থ এই, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচ্যুতি হইল, তাহার শত গুণ অধিক অপরাধে লিবেন সাহেবকে সসম্মানে পেন্সন দিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা স্থির হইল।

মিয়ার্স সাহেবের কারাদণ্ডের অবসান হইয়াছে। তিনি এক্ষণে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। মিয়ার্স বোধ হয় এক্ষণ হইতে উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষের ত অবসান হইল, কিন্তু বোধ হয় দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে সহজে ছাড়িয়া যাইতেছে না। সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল শীঘ্র আমাদিগকে একটি "দুর্ভিক্ষ কর" ভার বহন করিতে হইবে। এই "ফেমিন ট্যাক্সের" গল্প শুনিয়া আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে। এ করভার সামান্য নয়। প্রথমে ৫ কোটি টাকা ঋণ করিলেই দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইবে এই অনুমান করা হয়, কিন্তু গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, এ নিমিত্ত ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। শত করা ৪ টাকার হার সুদ ধরিলেও বর্ষে বর্ষে এই ৬ কোটি টাকার সুদ ২৪ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি হইবে। এই টাকা পরিশোধের উপায় কি? ইহার জন্য একটী নূতন ট্যাক্স স্থাপন দ্বারা যদি প্রজাগণকে পীড়ন করা হয়, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে দরিদ্র প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা দূর হইয়া তাঁহাকে নিন্দনীয় ও প্রজার একান্তবিরাগভাজন হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ টাকা নিজ হইতেই দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখা যাউক গবর্ণমেণ্ট এই টাকা পরিশোধার্থ কি উপায় অবলম্বন করেন।

কলিকাতায় আবার ট্রামওয়ে চালাইবার প্রস্তাব হইতেছে। এবার মিউনিসিপালিটী দ্বারা না হইয়া অপরের দ্বারা চালান স্থির হইতেছে।

আমরা এ সপ্তাহে "দি ষ্টুডেণ্ট নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি প্রতি সোমবার পাটনা হইতে প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক প্রথম সংখ্যা বিনা মূল্যে সাধারণকে দিয়াছেন। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় ও ষ্টুডেণ্ট অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী বিষয় সকল সন্নিবেশিত থাকিবে। এ সংখ্যায় কতকগুলি নীতিগর্ভ ও সাহিত্য সংক্রান্ত উপদেশ কতকগুলি সংবাদ ও কয়েকটী প্রহেলিকা দৃষ্ট হইল। এখানি স্থায়ী হইলেই সুখের হয়। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২॥ টাকা মাত্র।

গোয়ালন্দ রেলওয়ে কোম্পানির বড় ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা গত বৎসর পদ্মার কিয়দংশ বাঁধিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসর আরো যাইবার সম্ভাবনা।

কাবুলে কেবল মানুষ হইতে বিপৎপাত নহে, দৈব বিপৎপাতেরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ১৮ ই অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত এই চারি দিন পর্য্যায়ক্রমে তথায় ভূমি কম্প হয়। প্রথম দিবসেই বড় ক্ষতি হয়। ঐ দিবস বহু সংখ্য বাটী পতিত ও অনেকের মৃত্যু হয়। ২৯ এ অক্টোবর রাত্রি ১০ টার সময় এমন ভয়ানক ভূকম্প হয় যে আমীর ভীত হইয়া নিজ শয্যা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানে গমন করেন। পর দিন তিনি বেলা ৯ ঘটিকার সময় সেই খানে দরবার করেন, সে সময় আবার ভূমি কম্প হয়। তৎকালে যে সকল সর্দ্দার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমীরকে বলিলেন, সাহা সুজার সময়, যখন ইংরাজেরা কাবুলে ছিলেন, তখন একবার এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভূমি কম্প হয়। ইহাতে কাবুলীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া দিবারাত্রি ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে। আমীর বহুসংখ্য ছাগ বলি দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ভূমি কম্পে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে উহাদিগকে ঐ ছাগ দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে অন্যরূপ সাহায্য করিবারও আজ্ঞা হইয়াছে।

সম্প্রতি খান্দেশে একটি ভয়ানক হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। চারি জন এক ব্যক্তিকে অস্ত্র ঘাত ইষ্টকাঘাত প্রভৃতি নানারূপ নিষ্ঠুর আঘাতে হত্যা করিয়া নিকটস্থ রেলের উপরে তাহার মৃত দেহ রাখিয়া হত্যাপরাধ রেলওয়ে কোম্পানির স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, ধরা পড়িয়াছে। হত্যার কারণ এই, ঐ চারি জন হত ব্যক্তির স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহার স্বামী থাকিতে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া তাহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া ঐরূপে হত্যা করে। পৃথিবীতে যত হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয়, স্ত্রীলোকই তাহার অধিকাংশের মূল।

গত অক্টোবর মাসে ১৫১৫১ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় চিত্র শালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩৭০ পুরুষ এবং ১৬৭ স্ত্রী। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে ১২৪৮৬ পুরুষ এবং ২১১৮ স্ত্রীলোক।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার উপনগরে ৮৭৭ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৪১ জ্বরে ৩৭০ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

২০ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হইলাম, লার্ড নর্থব্রুক শীঘ্র শীঘ্র ইউরোপে যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয় তাহা অমূলক নহে।

গত কল্য লার্ড নর্থব্রুক কাপ্তেন বেরিঙের সমভিব্যাহারে হাজারিবাঘ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ব্যয় সংক্ষেপ করিবার মানসে সম্প্রতি প্রায় দুই শত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে জবাব দিয়াছেন। হাতীপোষা আর ইউরোপীয় পোষা সমান।

দরজিলিঙের কাপ্তেন ম্যাকডোনাল্ডের একটী দাঁত তুলিবার প্রয়োজন হয়। এ নিমিত্ত ক্লোরো ফরম সেবন করান হয়। ক্লোরোফরমের পরিমাণ কিছু অধিক হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকের ডাক্তারী চিকিৎসার নামে গায়ে জ্বর আইসে।

কলিকাতার একজন দোকানদার বেঙ্গল সেক্রেটারিএট প্রেস হইতে অপহৃত কতকগুলি সীসের অক্ষর ক্রয় করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার চারি মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। চোরের কি দণ্ড হইল? চোর কি গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতেছে?

দুর্গাপূজার তিন দিবস কলিকাতার বিখ্যাত নামা বাবু তারকচন্দ্র প্রামাণিক প্রায় ২০ হাজার দরিদ্রকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়াছেন এবং পয়সা দিয়াছেন। তারক বাবুর দরিদ্রদিগের প্রতি যেমন দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কাহারও নয়। দরিদ্রদিগকে দান করা ইহাঁর নিত্য-ব্রত।

সেদিন কটকে পরস্ত্রী গমনাপরাধে আর একজন মহান্তের বিচার হইয়া গিয়াছে। এ ঘটনাটী ততদূর গুরুতর না হইলেও সর্ব্বসাধারণে মহান্তের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইলে কি হয়, এবার মহান্ত মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সেদিন সিবিল সার্জ্জন গ্রিণ সাহেব শ্রীরামপুরের একটী সর্পদষ্ট স্ত্রীলোককে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের ক্যাথলিক চর্চ্চের নিকটবর্ত্তী একটী বাগানে স্ত্রীলোকটীকে সর্পে দংশন করে। স্ত্রীলোকটী দুই দিবস অচেতন থাকে। গ্রিণ সাহেব প্রথমে কার্ব্বলিক এসিড ক্ষতস্থানে দেন, পরে ১৫ মিনিট অন্তর অর্দ্ধগ্লাস ব্রাণ্ডির সহিত ১৫ ফোটা হার্টসহরণ মিশাইয়া সেবন করান, পরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। ফ্রেণ্ড বলেন, যে সর্পে দংশন করে সেটী গোক্ষুর সর্প, কিন্তু সাপটীকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে গ্রিণ সাহেব বলিয়াছেন, সর্পটী বিষম বিষধর। দংশনের পর দেখা গেল, এক ইঞ্চেরও অধিক অন্তরে দুটী দাঁত রহিয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, সর্পটী বোড়া, গোক্ষুরা নহে। গ্রিণ সাহেব বলুন, তিনি গোক্ষুরা বলিয়া বাহবা লইতে পারেন। বোড়া সাপে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় না। ডাক্তার গ্রিণ যে তাহাকে আরোগ্য করিয়াছেন তাহার চিহ্ন এই, সে দুই দিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া চৈতন্য লাভ করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় কোনরূপ চিকিৎসা না করিলেও তাহার চৈতন্যের লোপ হইত না, ১৫ মিনিট ও এক ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ গ্লাস করিয়া ব্রাণ্ডি একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে দেওয়া হইয়াছে, সে যে দুই দিন পরে চৈতন্য লাভ করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট, বোধ হয় সর্পে দংশন না করিলে তাহাকে এমন অবস্থায় আর চৈতন্য লাভ করিতে হইত না। যাহা হউক দুই এক মাস না গেলে স্ত্রীলোকটী আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

শনিবারের গেজেটে উত্তর পশ্চিম কালের স্থান সকলের নামের একটী সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর একটী নূতন রীতি অবলম্বন করিয়া ঐ সকল স্থানের নাম বানান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

বোম্বাইর অন্তর্গত জাঠ নামে একটী রাজ্য আছে। এমরাত রাও তাহার জায়গীরদার। তিনি আমলা প্রভৃতির বেতন ও অন্যান্য লোকের প্রাপ্য টাকা দিতেন না। গবর্ণমেণ্টে নালীশ করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। এই সকল অন্যায় ব্যবহারের নিবারণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুন পুনঃ সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য না হওয়াতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অবশেষে উক্ত স্থানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ষ্টেটসেক্রেটারি ইহার অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন যে সকল দেশীয় সর্দ্দারকে প্রজার মঙ্গলার্থ যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা যদি তাহার যথা[illegible] বিনিয়োগ না করেন, তাঁহাদিগের [illegible] দণ্ড হইবে। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে তাঁহারা যেন সাবধান হন। " দেশীয়

রাজা ও সর্দ্দারদিগের যে একটু স্বাধীনতা ছিল তাঁহারা নিজ নিজ দোষে তাহা হারাইতেছেন।

গঙ্গার উপর যে সেতু হইয়াছে, উহাতে ৩৩৫০ টন (প্রায় লক্ষ মণ) লৌহ এবং ২২১০ টন (৬৩ হাজার মণ) বাহাদুর কাষ্ঠ লাগিয়াছে। ব্যয় ১৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। সেতুর মধ্যে মধ্যে যে সড়ক আছে তাহার মধ্যে দিয়া নৌকাদি যাইবে। জাহাজ যাইবার জন্য সেতুর মধ্য স্থানের কিয়দংশ এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলে সেই অংশটী টানিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। এক এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই অংশটী টানিয়া একটু দূরে লইয়া যাওয়া হইবে। সেই সড়ক দিয়া জাহাজ যাইবে। তৎকালে সেতুর উপরে লোক জন চলা সুতরাং বন্ধ থাকিবে।

ইয়র্কশায়ারে এক ব্যক্তি এক প্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা ইনি ১০ মিনিটের মধ্যে প্রবল বায়ুর সময় শূন্যে প্রায় আট ক্রোশ গমন করিয়াছেন। শূন্য পথে উঠিয়াছেন নামিয়াছেন স্থিরভাবে ছিলেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন। এত দিনের পর বুঝি রাসেলাসের [illegible] মনোরথ পূর্ণ হইল।

২১ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

গোয়ালিয়রের [illegible] সাহেব [illegible] বাহাকে [illegible] উহাকে [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

গত বুধবার ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রধান প্রধান বণিকগণ মার্কুইস অব সালিসবরির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এই প্রার্থনা করেন, ভারতবর্ষে ম্যাঞ্চেষ্টরের যে সকল বস্ত্রাদি আমদানি হয় তাহার শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়। সালিসবরি উহার এই উত্তর দেন "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সকল দ্রব্যের শুল্ককে চিরস্থায়ী আয়ের অংশ স্বরূপ বিবেচনা করেন না, সময়ে ইহা তুলিয়া দিতে পারেন। তবে আপাততঃ ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এ শুল্ক এক্ষণে ত্যাগ করা যাইতে পারে না"। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা তাহাদের বস্ত্রাদির শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টও তাহাদের সেই স্বার্থপর প্রস্তাবের এককালে অনমুমোদন না করিয়া হাত রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন। বস্ত্রের মাসুল উঠিয়া গেলে আমাদিগের লাভ। তবে যে আমরা উহার প্রতিবাদ করি, তাহার কারণ এই গবর্ণমেণ্ট যদি মাসুল ত্যাগ করেন, অর্থের অনটন হইবে, অনটন হইলেই আমাদিগের স্কন্ধে গুরুতর করভার নিক্ষেপ করিবেন।

প্রায় এক সপ্তাহ কাল মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ ছিল, কিন্তু গত কল্য মান্দ্রাজের চিঠি পত্র এবং সংবাদ পত্রাদি কলিকাতায় আসিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, মধ্য প্রদেশে যত মেলা হইবে তাহাতে অক্ট্রাই কর গ্রহণ করা হইবে না। এটী মেলার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রে দেখা গেল, এক নূতন বিধ ব্রিচলোডারের সৃষ্টি হইয়াছে, উহার গুণ এই, অন্যান্য বন্দুকে যেমন অসাবধানতা বশতঃ মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে ইহাতে সে সম্ভাবনা নাই। শীকারীরা এই বন্দুক পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

কোচিন আর্গস বলেন, সম্প্রতি তথায় এক ব্যক্তি আসিয়াছেন, তাঁহার বয়স ১১০ বৎসর হইবে। তিনি বলিতেছেন, তিনি ত্রিবাঙ্কুরের একজন রাজবংশীয়। তিনি উক্ত রাজবংশের গৃহ বিবাদের সময় ত্রিবাঙ্কুর পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। বার্দ্ধক্যনিবন্ধন তিনি দেশ ভ্রমণে অসমর্থ হইয়া পুনরায় স্বদেশে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজবাটীতে আছেন, তিনি যে উক্ত রাজবংশের একজন তাঁহার কথা বার্ত্তায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

২৮ এ অক্টোবরের ১২ দিনের পর গুইকুমার নব কুমারে নামকরণ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার নাম করণার্থ উৎসবে অনুমতি দিয়াছেন বটে কিন্তু উক্ত কুমারকে গুইকুমারের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এ জন্য গুইকুমারের মনে তাদৃশ আনন্দ নাই। জনশ্রুতি এই লর্ড নর্থব্রুক গুইকুমারকে এই টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, "লক্ষ্মীবাই সংক্রান্ত বিষয়গুলি এত সন্দেহ পূর্ণ যে মলহররাও উক্ত নবকুমারকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে অনেক সময় লাগিবে।" অর্থাৎ এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন না, এবিষয়ের বিশেষ তদন্ত করিয়া পরে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন। গুইকুমার গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত ভীত দুঃখিত ও ভগ্নান্তঃকরণ হইয়াছেন। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। এখন কাতর হইলে কি হইবে?

গত শনিবার কলিকাতায় উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজরা নামক একজন মিউনিসিপাল ওবারসিয়ার কয়েকটী মিউনিসিপাল মকদ্দমা চালাইতেছিলেন, একটী মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াই তিনি হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু সেই রাত্রিতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করা:—

৪		১০২৸০—১০৩৷০
৪॥	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬—১০৬৷০
৪॥	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫॥—১০৫৸০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৸৴—১০৪
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৸৴—১১০

২২ এ কার্ত্তিক শনিবার।

সম্প্রতি কতকগুলি লোক কোহাট হইতে পেশোয়ারে যাইতেছিল, পথি মধ্যে একদল পার্ব্বতীয় আসিয়া উহাদিগকে ধরে, এক জনকে হত্যা করে এবং কয়েকজন সিপা-

দিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। আফগান স্থানের গোলযোগই এই সকল দৌরাত্ম্যের মূল বোধ হয়।

সম্প্রতি লাহোরের নিকটস্থ একজন ইউরোপীয় পেন্সনভোগী সুরাপানে মত্ত হইয়া তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। সে পানোন্মত্ত হইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট ব্রাণ্ডি কিনিবার জন্য টাকা চায়। সে তাহা দেয় নাই এই তাহার অপরাধ। সুরাকে যাহারা জীবনের সার জ্ঞান করেন, তাঁহারা যেন এই উদাহরণগুলি মনে রাখেন।

সেদিন বোম্বাইর অন্তর্গত শকরের এক জন ইউরোপীয় একজন জেল চাপরাসির এক পাটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দেন। উঁহার এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। এটী লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলিতে হইবে! একজন এদেশীয়ের এক পাটি দাঁতের মূল্য কি এক শত টাকা?

আমদাবাদে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। উহাতে তত্রত্য জৈনদিগের মধ্যে হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বর কন্যাকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি নানারূপ অত্যাচারও করা হইতেছে।

মোরার হইতে পিয়নিয়র সংবাদ পাইয়াছেন, ৩০এ অক্টোবর একজন বিখ্যাত আফিসরের সহিস হঠাৎ আসিয়া বলে সে নানা সাহেবের একজন বন্ধু এবং কাণপুরে সে ৭ জন ইংরাজ আফিসরকে স্বহস্তে হত্যা করে। তাহাকে ক্ষমা করিলে সে নানা সাহেবকে চিনিয়া দিতে পারে। এইরূপ অনেক কাণ্ড ও কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইবে। হয় ত শেষে পর্ব্বতের প্রসব কাণ্ড হইয়া উঠিবে।

—০ঃ০ঃ০—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১৯ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগকৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, বোম্বাইয়ে শস্যাদির অবস্থা ভাল। বঙ্গ দেশে ধান্যের অবস্থা বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র সন্তোষকর। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে ঝড়ে শস্যের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যার সংবাদ ভাল। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া এবং হাইদ্রাবাদের সংবাদ মন্দ নয়। মান্দ্রাজ রাজপুতনা ও ব্রিটিশ ব্রহ্মের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

উত্তর পশ্চিমে কেবল ঝাঁসি পরগণা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। ঝাঁসিতে বৃষ্টির অভাবে ভাল শস্য হয় নাই।

পঞ্জাবে শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদে লিখিত হইয়াছে, গুবগনে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। হিসারের যে সকল স্থানে জল সেচনের উপায় নাই, তথাকার শস্য সমুদায় নষ্ট হইয়াছে। কোটাকে বৃষ্টির অভাবে শস্য শুকাইয়া গিয়াছে। সিয়াল কোট এবং গুজরাণ ওয়ালাতে আরো বৃষ্টির প্রয়োজন।

—০ঃ০ঃ০—

মুর্শিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—

গত ১০ এ আশ্বিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে অতি ভয়ানক ঝটিকা ও তৎ সহ বৃষ্টি হওয়াতে মনুষ্য মাত্রের গমনাগমন রোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য সেই দিবস শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাশীমবাজারের বাটীতে অন্যান্য দিনের ন্যায় চাউল লইতে কাঙ্গালি উপস্থিত হইতে পারে নাই। কেবল ৩০০ শত অনাথ কাঙ্গাল (যাহারা রাজ বাটীর চতুর্দ্দিগে ছিল তাহারাই) তণ্ডুল লয় কিন্তু সেই বিশুদ্ধ দয়ার পরমাণু নির্ম্মিতা দীনপালিনী যখন দেখিলেন যে অন্যান্য দিনের ন্যায় কাঙ্গালি উপস্থিত হইতে পারে নাই তখন তিনি এক কালে গর্ভস্থ সন্তান আহারাভাবে ক্ষুধার্ত ও দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলে জননীর যেরূপ মনের ভাব হয় তদবস্থাপন্ন হইয়া স্নান ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় মন্ত্রী অশেষ গুণাগ্রগণ্য অসাধারণ বুদ্ধিমান শ্রীযুক্ত বাবু রাজীব লোচন রায় বাহাদুরকে আদেশ করিয়া কতিপয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে সেই ভয়াবহ ঝড়ের সময় খাগড়া বহরমপুর সৈদাবাদ ও কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে স্থানে পাঠাইয়া আহারীয় প্রদান পূর্ব্বক যখন সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জীবন রক্ষা করেন, তখন [illegible] ব্যক্তি মাত্রেই ভক্তি রসে আর্দ্র হৃদয় ও বাষ্পাকুল নয়ন হইয়া ছিলেন। তৎপরে রাজধানীতে সংবাদ হইল যে ঝড়ের প্রবল প্রবাহে কাঙ্গাল দিগের বস্ত্র সকল নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিবস্ত্র প্রায় হইয়াছে। দুঃখী লোকের এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র [illegible] বাজারে বহুতর বস্ত্র ক্রয় পূর্ব্বক নবমী পূর্ব্ব দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ৩। ৪ দিন প্রায় ১৪। ১৫ হাজার কাঙ্গালকে বস্ত্র দান করা হইয়াছে। এই বস্ত্র রাজ বাহাদুর [illegible] স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছেন [illegible] মহাশয়। এই বস্ত্র দান সমাপ্ত হইলে পর [illegible] একটী [illegible] শোভা হইয়াছিল তা আপনি অনুভব করিবেন। যে সমস্ত স্থান ৩। ৪ দিবস পূর্ব্বে কাঙ্গালগণ [illegible] কেবল দুঃখ ভূমি বোধ হইত। সেই সমস্ত স্থানে কাঙ্গালিগণ যখন উদর [illegible] আহার করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করিল তখন যেন উহা আনন্দ ভূমি হইয়া উঠিল এবং যখন তাহারা বারবার উচ্চস্বরে মহারাণীর [illegible] হউক এই শব্দে কাশীমবাজার প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল তখন মনুষ্য মাত্রেই যেন [illegible] সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গড়বেতা ডিবিজনের অন্তর্গত শ্যামপুর রাধানগর [illegible] পাই চন্দ্রকোণা ছত্রগঞ্জ ঘাটাল প্রভৃতি স্থানের আপামর সাধারণ জনগণের কি পর্য্যন্ত যে দুরবস্থা করিয়াছে তাহার বর্ণনা করা সুকঠিন। কোন ব্যক্তিরই গৃহাদি আস্ত নাই। ঘর চাপায় অনেকগুলি মনুষ্য ও গবাদি পশুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] ঝড় [illegible] একাত্তরের আশ্বিনের ঝড় অপেক্ষা অনেক প্রবল। ঝটিকাঘাতে বৃক্ষাদি [illegible] গমনাগমনের পথ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এরূপ দুর্গন্ধ

পূরণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস আছে।

লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উক্ত বৃহস্পতিবার দিবা দশ ঘটিকা হইতে ঝড় অধিক প্রবল হইয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ছাড়িয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ফসলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। কোথাও চারিআনা কোথাও অর্দ্ধেক হইবে।

২৮।১০।৭৪। } একান্ত বশম্বর ঝড়পীড়িত
দেহুড়দা। } শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল।

কি ভয়ানক ঝড়!

৩০ এ আশ্বিনের রজনী মেদিনীপুর জেলাবাসী ব্যক্তিগণের পক্ষে কি অশুভক্ষণে প্রভাত হইয়াছিল। ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল অবধি সামান্যতঃ বৃষ্টি অবিরত হইয়া দিবা দুই প্রহর ৭ক ঘন্টার পর হইতে অল্প অল্প বাতাস হইয়া আকাশ মণ্ডল নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হয়। বাতাস ক্রমশঃ প্রবল হইয়া দিবা অবসান কাল হইতে ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠে। রাত্রিকালে ঘোরতর অন্ধকার ও নিরন্তর বৃষ্টি ধারা ও গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর এক একটী শব্দ হইতে লাগিল বোধ হইল যেন প্রলয় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ ঈশান কোণ হইতে (যেন সাক্ষাৎ ঈশান সৃষ্টি লোপ করিবার জন্য সংহার মূর্ত্তিতে) তৎপরে কিয়ৎকাল পশ্চিম দিগ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এতদঞ্চলের বৃক্ষ সমূহ ও নানাবিধ দ্রব্য পরিপূরিত মৃণ্ময় গৃহ মাত্রেই ভূপৃষ্ঠশায়ী হইয়াছে কতক অট্টালিকাও একেকালে ভূমিসাৎ হইয়াছে অসংখ্য গো ও বহুসংখ্য মনুষ্যকে অকালে কালের করাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছে। নদী সকলের মধ্যে আরোহিগণ ও বোঝাই দ্রব্য সমেত অনেক নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। রাত্রি দুই প্রহর এক ঘন্টার পর পবনদেব ক্রমে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহাশয়! পরিতাপের বিষয় কি জানাইব স্মরণ করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! কোন কোন গৃহস্থ সমুদয় ঘর ভগ্ন হইলে কেবল এক ঘরের ভিতর স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারসহ আশ্রয় লইয়াছিল। কি দৈব বিড়ম্বনা। ঝড়ের প্রবল বেগে সে গৃহের দেওয়াল পতিত হইলে সকলে একেকালে সজীব সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন গৃহস্থের পুত্র পিতা মাতার সম্মুখে, পিতা মাতা পুত্র সম্মুখে, স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে, স্বামী স্ত্রী সম্মুখে প্রভু ভৃত্য সম্মুখে এবং ভৃত্য প্রভুর সম্মুখে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। যে দিগে কর্ণপাত করা যায় হাহাকার শব্দ ভিন্ন আর কিছু শুনা যায় না। মহাশয়! অধিক কি পর দিন প্রাতঃকালে ঘরের বাহির হইয়া আপনার গৃহাদি আপনিই চিনিতে পারি না। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখি সকলই অভিনব বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন কোন মরুভূমিতে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পৃথিবীর শোভাও এক প্রকার চমৎকার বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যেন প্রবল বায়ু সহ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন শরীরে লজ্জায় গ্রীবাবনত করিয়া বিষাদে মগ্ন হইয়াছেন।

১২৭১ সালের সাইক্লোন অদ্যাপি লোকের অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তজ্জনিত অপকার সকল এ পর্য্যন্ত শুধরে নাই, তাহার উপর আবার তদধিক সাইক্লোন, ইহাতে নিস্তারের উপায় কি? এত দুঃখের পরেও যদি অবশিষ্ট লোক সকল মৃতাবশেষ গবাদি সহ ভগ্ন চাল আশ্রয় করিয়া কষ্ট সৃষ্টে দিনপাত করিতেছিল কোজাগর পূর্ণিমার দিবস হইতে ৫ দিন দিবা রাত্রি অনবরত বৃষ্টি হইয়া সকলে নিরাশ্রয় ও অন্নবিহীন হইয়াছে। জগদীশ্বরের মনে কি এই ছিল?

দুর্গোৎসব উপলক্ষে এক সম্প্রদায় যাত্রাকার মণ্ডলঘাট হইতে এখানকার রাজবাটীতে আসিতেছিল, কেলেঘাই নামক নদী মধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইয়া ৫৩ জন সম্প্রদায়ের লোক ও ৪ জন দাড়ি মাঝির মধ্যে ২৫ জন বিনষ্ট, ১৮ জন মাত্র কৌপীন বস্ত্র পরিধানে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

খণ্ডরোষ্ট গ্রাম
জেলা মেদিনীপুর।

ইউরোপীয় সমাচার।

বারলিন ৩০ এ অক্টোবর। ১৩ ই জুলাই কিসিঞ্জেনে এডওয়ার্ড কলমান নামক যে ব্যক্তি প্রিন্স বিসমার্ককে হত্যা করিবার চেষ্টা পায় অদ্য উহার বিচারের শেষ হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলিয়াছে, রোমান ক্যাথলিকদিগের উপরে প্রিন্স বিসমার্কের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার জন্য তিনি ঐ চেষ্টা করেন কারণ তিনি নিজে একজন রোমান ক্যাথলিক। এ ব্যক্তির ১৪ বৎসর কারারুদ্ধ হইয়াছে, ইহার পর আর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিষের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে।

খোকাণ্ডের খাঁ তুর্কিস্থানের গবর্ণরকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন তথায় যে বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছিল তাহার নিবারণ হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা নবেম্বর। ২ রা অক্টোবর কলিকাতা হইতে যে মেইল স্টিমশিপ হইয়া যায়, উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১০০০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা নবেম্বর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কার্লিষ্ট এবং রেপবলিকানেরা এক্ষণে নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে।

পারিস ২৯ এ অক্টোবর। ফ্রান্স এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অষ্টিয়া রুশীয়া ও জর্ম্মণি রুমানিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করিবার যে সংকল্প করিয়াছেন ফ্রান্সের তাহাতে অমত নাই।

বার্লিন ২৯ এ অক্টোবর। সম্রাট উইলিয়ম বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, জর্ম্মণির সহিত বিদেশীয় রাজগণের কোন গোলযোগ নাই. বিদেশীয় রাজগণের সহিত এই বন্ধুতাই শান্তি রক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ। উপসংহারকালে সম্রাট বলিলেন, জর্ম্মণি যে ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কোন বিদেশীয় সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য নয়, অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিনিযোজিত হইবে।

অত্যন্ত পীড়া বশতঃ কাউন্ট আর্ণিমকে জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ অক্টোবর। মিঃ এফ, বারলিনি এম, এ কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, জে, কেণ্ডার মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী ফরিদপুরে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রবকালী মুখোপাধ্যায় ঢাকায় রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এ, সি ম্যাকাবিচ ফরিদপুরে রহিলেন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, এ সাসরাম বিভাগের ভার পাইলেন

জে, কেনিডি প্রেসিডেন্সি বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ বি ওলডহাম কিছুদিনের জন্য

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রাজমহলের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর্থর হ মিলটনকে গবর্নমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসৃত করা হইল।

এ, ডবলিউ পাল বি, এ, সি, এস, কিছু দিনের জন্য দবভাঙ্গা বিভাগের ভার পাইলেন।

৩ রা নবেম্বর। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, এ, ওয়েস, পাটনায় রহিলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ বি, স্কাইন চট্টগ্রাম বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, গিলন, চট্টগ্রাম বিভাগে রহিলেন

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, আর এচ, কোলিয়র রঙ্গপুর বিভাগে রহিলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, জে, এচ ফেস্তন আটিয়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

আটিয়া বিভাগের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, বিলি ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ডবলিউ আর মিলার ঢাকার একজন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী হোসেন আলী কিছু দিনের জন্য সাওতাল পরগণায় সেটেলমেণ্ট আফিসরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, রাইলি ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী কুমার সেন ঢাকার সদর ষ্টেষণে রহিলেন

২৭ এ অক্টোবর। কটক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইলেন।

৩ রা নবেম্বর। বাবু ভুবনমোহন রায় মুন্সীগঞ্জ শাখা রোড সেস কমিটীর চেয়ারমান হইলেন।

স্কুল মাষ্টর বাবু কালীকান্তের নাম মুন্সীগঞ্জ শাখা রোড সেস কমিটীর অবৈতনিক সভ্য হইলেন

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩০ এ অক্টোবর। জে, কেনিডি (যিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন, এবং যশোহরে আছেন) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩ রা নবেম্বর। ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল হাই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ বি, মিলার (যিনি ঢাকা বিভাগের একজন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৩০ এ অক্টোবর।

নদীর নাম — সর্ব্বকমতি জল।

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	১৬	৩
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১০	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৭	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৩	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৭	৩
তাতারপাড়া	৪	৬
তথা হইতে হাটবোলিয়া	৯	
তথা হইতে কট ১ নং	১৯	৪
তথা হইতে বোলমারি	৮	৬
তথা হইতে আলিকদহ	১২	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১২	৩
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২	

সন ১৮৭৪ সালের ২ রা নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১৫	৬

বহরমপুর
১০ নবেম্বর
১৮৭৪

} টি, এইচ উইল্ক সি ই, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

১৮৭৪ অব্দের নবেম্বর (১২৮১ সালের কার্ত্তিক) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় দেহুড়দা

- „ „ অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—উলা।
- „ „ কিনুসিংহ রায়—নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
- „ „ ললিতমোহন রায়—চকদীঘী।
- „ মৌলবী আবদুল মহম্মদ—শ্রীহট্ট।
- „ „ কৃষ্ণমোহন মিত্র—জয়নগর।
- „ „ ঈশানচন্দ্র রায়—উকীলাবাদ।
- „ মুন্সি গোলাম আলীমিয়া চৌধুরী সাহেব মাদারিপুর।
- „ „ ললিতমোহন সরকার—শ্রীপুর।
- „ রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র খণ্ডকইগড়।
- „ „ মহানন্দ রায়—সুবর্ণপুর।
- „ „ বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
- „ „ নবকুমার চৌধুরী—থানা লাড়ু।
- „ „ চন্দনকুয়া দ্বারকানাথ চক্ররায় জমীদার শাহবন্দর
- „ „ রাজনারায়ণ কোঙর—বোসড়া।
- „ পণ্ডিত হৃদয়নাথ দাস—মেদনীপুর।
- „ „ নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর।
- „ বাকিপুর বাঙ্গালা বুকক্লবের সেক্রেটারি
- „ মুন্সি এমদাদ বারি মোক্তার—ত্রিপুরা।
- „ „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়—শুখপুকুরিয়া।
- „ „ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চাপরা।
- „ „ কার্ত্তিকচরণ সিংহ জমীদার—মধুপুর।
- „ কেশবদাস গোলাপচাদ হুগর বালুচর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপদ ঘোষাল - বিক্রমগঞ্জ	৫॥০
„ „ শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলাশপুর।	৫॥০
„ „ নবীনচন্দ্র গুপ্ত—যাধপুর	১০
„ „ ইন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারি বর্দ্ধমান।	১০
„ „ নন্দিনাথ বড়ুয়া—আসাম	১০
„ „ মথুরামোহন রায়—কলিকাতা	১০
„ রাচ পবলিক লাইব্রেরি	১০

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

"২ কাগজের স্থলের চেক এক বেটা ৮০
" " " এক কেটা ৫০
" " " এক কেটা ২৮
১৬০

নলিন এক তাড়া ৫ ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাব ও ছাতা, পুরাতন কাপেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৪০০ টাকার কোং কাগজের অঙ্ক নম্বরের ২৮৩ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও কবেন্সি নোটের এল ৩৯ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ৩১২১০ স্থলে ৩৯৭১৩ হইবে।

ও স্থলের চেক তিন কেতা ১৬০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

"বংশরত্নাকর" নামক বটী।

কনৈক জ্যোতিষ সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার বহিরাগত বন্ধ্য মহৌষধ। ঋতু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাসুল একত্রে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসঞ্চারে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা রহবর্তী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

হেমনলিনী।
(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট বানিস্ত লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার
চিন্তুরত্নের } শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়॥
কলিকাতা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

সুশ্রুত॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১১ নং বাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অঙ্কআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ।৶০। যাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ॥৶। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। যাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১লা অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের অনভিজ্ঞতা।

একজন পশ্চিম দেশীয় অধ্যাপক ছাত্রদিগকে অমরকোষ পড়াইতেছিলেন। নারিকেল শব্দের পর্য্যায় উপস্থিত হইলে একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল নারিকেল বৃক্ষ কি প্রকার? অধ্যাপক উত্তর দিলেন, দক্ষিণ দেশ প্রসিদ্ধ লতা বিশেষ। যে বিষয় জানা না থাকে, তাহাতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে গেলে প্রায়ই এইরূপ কৌতুককর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের কেবল বাক্যে নয়, কার্য্যেও সময়ে সময়ে এইরূপ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাক্যগত অনভিজ্ঞতায় বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তাহাতে কৌতুক জন্মে, এই মাত্র। কিন্তু কার্য্যগত অনভিজ্ঞতায় বহুল অনর্থ উৎপন্ন হয়। ১৮৫৭ অব্দের টোটাব্যাপার নীলকরি কাণ্ড ও পাবনার প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি এই অনভিজ্ঞতার ফল। সেদিন

হাজারিবাগের জেলের হিন্দু কয়েদিদিগকে মৃণ্ময় পাত্রে ভোজন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেটীও এই অনভিজ্ঞতার ফল। ১৮৫৮ অব্দের ১১ই মে সেণ্ট জেমস হালে এক সভা হয়, তাহাতে লোর্ড সাহেব বলিয়াছিলেন (১) শিখেরা ভারতবর্ষীয় নয়! (২) ভারতবর্ষীয়েরা মিশনরিদিগের নিকটে সন্তানের শিক্ষা দানার্থে সবিশেষ যত্নবান! (৩) ভারতবর্ষীয়েরা লার্ড কানিঙের উপরে অতিশয় বিরক্ত!!

সেদিন বাঙ্গালাদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সোসিয়াল সায়েন্স কন্গ্রেস সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি কৌতুকাবহ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে প্রকার প্রজা বৃদ্ধি হইতেছে, তদুপযোগী শস্য জন্মিতেছে না। তাহাতেই দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে। এই মত সম্প্রতি প্রচরদ্রূপ হওয়াতে ইহার প্রতিকারার্থ অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিতেছেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবও তদ্বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশান্তরে উপনিবেশ সন্নিবেশ কতকগুলি লোকের মত। কাম্বেল সাহেব তন্মত প্রাংকষ্ট। তিনি বলেন, যাহাতে অধিকতর অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়োজন, ইউরোপীয়েরা সেই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের গৃহকার্য্য সম্পাদন কে করে? ইংরাজীতে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগকে উঁহাদিগের গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রায় এই, তাহা করিলে ভারতবর্ষীয়দিগের দেশান্তরে উপনিবেশ করা হইল, অথচ তাহাদিগের জীবিকার সংস্থান হইল। কি চমৎকার অভিজ্ঞতা! তিনি ভারতবর্ষে অনেক দিন বাস করিলেন, বাঙ্গালাদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাজ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এদেশের লোকের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীর লোক। ইহাঁরা ইউরোপীয়দিগের গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন সর জর্জ্জ কোন্ অভিজ্ঞতাবলে ইহা স্থির করিলেন? ভারবর্ষে জাত্যভিমান প্রবল। উচ্চজাতীয়েরা প্রাণান্তেও নীচ কর্ম্ম পরের গৃহমার্জ্জনাদি করেন না। আর, নীচ শ্রেণীর যে সকল লোক ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাও শিক্ষা বলে আপনাদিগকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া পৈতৃক নীচ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যে ইউরোপে গিয়া ইউরোপীয়দিগের গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? যাঁহারা স্বদেশে নীচ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা পর দেশে গিয়া সেই নীচ কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, কাম্বেল সাহেব কোন্ অভিজ্ঞতার চক্ষে ইহা দর্শন করিলেন? আমাদিগের বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে কাম্বেল সাহেবের বহুকালের যে সংস্কার ছিল, তাহাই মুক্তদ্বার হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ভারতবাসিদিগকে বুদ্ধি ও বলবীর্য্যাদি সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, অতএব ইহাদিগকে নিকৃষ্ট গৃহকর্ম্ম ভিন্ন অন্য উচ্চ কর্ম্ম দিবার তাঁহার ইচ্ছা জন্মিবে কেন? তিনি যত দিন লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তত দিন নিকৃষ্ট ভাবেই ইহাদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সবডেপুটি পদের ও কাম্বেলি পাঠশালার সৃষ্টি তাহার প্রধান প্রমাণ। যাহা হউক, যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন তাঁহারা এই বেলা সাবধান হউন। কাম্বেল সাহেব যদি তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়া আইসেন, তিনি এক্ষণে বক্তৃতাকালে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, হয় ত তাঁহাদিগের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়া যাইবে! অনেকে ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনরল গবর্ণর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া গেলেন বটে কিন্তু কাম্বেল সাহেবের মত এমন ক্ষুদ্র মন কাহারই দেখা যায় নাই। তিনি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া তাঁহার অধীনস্থ যাবতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আপনার অধ্যবসায়শীলতা ক্ষিপ্রকারিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন বটে কিন্তু কোন বিষয়েই মহামনস্কতার পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন নাই, এটী বড় দুঃখের বিষয়।

-০:০-

প্রজা না স্বার্থ রাজার প্রধান।

রাজা ও প্রজা উভয়ের যে প্রকার সম্বন্ধ, তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রাজার অন্য কোন স্বার্থই প্রজার কল্যাণ অপেক্ষা প্রধান নয়। প্রজাই রাজার সম্পত্তি, প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, প্রজার পালন রাজার পরম ধর্ম্ম। কিন্তু আবকারি সম্বন্ধে ইদানীন্তন রাজগণের যেরূপ বন্দোবস্ত দেখা যায়, তাহাতে প্রজার মঙ্গল অপেক্ষা রাজার অন্য স্বার্থ প্রধান এই জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। অহিফেন সেবনে চীনেরা উৎসন্ন হইতেছে, তাহাদিগের বলবীর্য্যাদি সমুদায় ক্ষয় পাইতেছে, অধিক কি তাহারা অহিফেনসেবী হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে রহিত ও নিতান্ত অপদার্থ হইয়া যাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন চীন দেশে কেহ অহিফেন উৎপাদন করিতে পারিবেন না। তাঁহার এ চেষ্টাটী প্রজার হিতার্থ সন্দেহ নাই। এচেষ্টা দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হয়, তিনি আপনার রাজস্বলাভ অপেক্ষা প্রজার মঙ্গল প্রধান জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু

কার্য্যে সেরূপ বোধ হয় না। তাঁহার ঐ আজ্ঞা বাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে, কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। তিনি অহিফেন ঘটিত রাজস্ব লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং তাঁহাকে স্বকৃত আজ্ঞার অনুরূপ কার্য্য সম্পাদনে অশক্ত হইতে হইতেছে।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা কর্ত্তব্য। তাঁহার একার চেষ্টাতে কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবনা নাই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ নিতান্ত আবশ্যক। বোধ কর চীনেশ্বর নিজ রাজ্যে অহিফেনের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথায় অহিফেন বিক্রয় করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রজাগণের যে অনিষ্ট হইতেছিল, তাহাই হইতে লাগিল, তবে তাঁহার নিজ রাজ্যমধ্যে অহিফেনের উৎপাদন রহিত করিয়া কি ইষ্টলাভ হইল? তিনি যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিক্রয় চেষ্টার প্রতিরোধ করেন, এখনই তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠিবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্যটী প্রশংসনীয় নয়। মিত্র রাজার অধীনস্থ প্রজার রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগেরও হস্তাবলম্ব দান কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ অংশে নিজ প্রজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহারও একবার বিবেচনা করা হউক। প্রথমে উদাহরণ স্বরূপ ১৮৭১—৭২ অব্দের আবকারি ও অহিফেনের আয় প্রদর্শিত হইতেছে। অহিফেনে ৮০৩৮৫০০০ টাকা এবং আবকারিতে ২৩৫১১০০০ টাকা আয় হয়। আয়টী যেমন বিপুল প্রজার অনিষ্টও এই পরিমাণে তেমনি বৃহৎ। বিপুল অনিষ্ট না করিলে এ আয় হয় না। সকল দেশেই আবকারি ঘটিত আয় আছে বটে, কিন্তু এদেশে মাদক সেবনে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটে অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। উষ্ণপ্রধান দেশ মাদক সেবনের যোগ্য স্থান নহে। এখানে মাদক সেবনে বুদ্ধি বিদ্যা শরীর অর্থ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক মাদক সেবন করে, তাহারা কেবল লক্ষ্মীছাড়া হয় এরূপ নয় অধিক কাল জীবিত থাকে না। কেবল এই মাত্র অনিষ্ট নয়, মাদকসেবিদিগের অনেকে এক কালে সকল কাজের বাহির হইয়া যায়। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বাতুলালয়ের রিপোর্ট দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, উন্মত্ত দলের অধিকাংশের মাদক সেবনই উন্মাদের কারণ। আমরা ১৮৬৫ অব্দের বাতুলালয়ের রিপোর্ট হইতে কত লোক কোন মাদক সেবনে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ তাহা দর্শন করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ১৮৬৫ অব্দে কটক ঢাকা দলন্দা ময়দাপুর ও পাটনায় গাঁজা খাইয়া ৩৮৯ জন মদ্যপানে ৩৪ অহিফেনে ১৭ এবং চরসে ১ জন উন্মত্ত হয়। প্রতি বর্ষের রিপোর্টে এইরূপ মাদকসেবনে উন্মত্তের নূতন নূতন সংখ্যা দেখিতে পাইবে।

ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের প্রধান প্রধান দেশে আবকারির বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি আছে বটে কিন্তু আসিয়া খণ্ডে উহার যেরূপ অনিষ্টকারিতা দৃষ্ট হয়, ইউরোপ খণ্ডে সেরূপ হয় না। ইউরোপ খণ্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে মাদক সেবনে বরং উপকার হয়। এদেশে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। বিশেষতঃ এখানে মাদক সেবনের একটী প্রধান দোষ এই, যাহারা মাদক সেবন আরম্ভ করে, তাহারা নিয়ম রাখিতে পারে না। শীঘ্র মাতাল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ইউরোপ খণ্ডে মাদক দ্রব্য নিত্য ভোজ্য মধ্যে পরিগণিত। অতএব নিয়ম রক্ষা করা তত্রত্য লোকের পক্ষে কঠিন হয় না। এদেশে মাদক সেবন কোন ক্রমে সহ্য হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উহাকে ব্যসন মধ্যে পরিগণিত করিয়া উহার সেবন বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুরাপানের ত কথাই নাই। শাস্ত্রে সুরাপান মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ।"

শাস্ত্রকারেরা সুরাপায়ীর সংসর্গ করিতেও বারণ করিয়া গিয়াছেন।

অতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ন্যায় কতকগুলি অহিফেন ক্ষেত্র ও সুরার আলয় করিয়া মাদকসেবী প্রস্তুত করিতেছেন। মাদক সেবননিবন্ধন প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া তাঁহারা তাহা এক বারও দেখিতেছেন না।

ইহার প্রতীকারের উপায় কি? আমাদিগের বুদ্ধিপথে এই একটী সহজ উপায় উপস্থিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এদেশে অহিফেন উৎপাদন পরিত্যাগ করুন এবং এই আজ্ঞা দিন কেহ গাঁজা ও সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, দণ্ডনীয় হইবে। এই সঙ্গে এই আর একটী আজ্ঞা দিতে হইবে, কেহ ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার্য্য সুরা ও ঔষধের উপযোগী অহিফেন ভিন্ন অন্য মাদক দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবে না। এরূপ ব্যবস্থা করিলে অনেকের মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

এ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের যে আয়ের ক্ষতি হইবে, তাহার উপায় কি? সে আয়ও সামান্য নয়, প্রায় ১১ কোটি টাকা। গবর্ণমেণ্ট অন্য উপায়ে সে আয় সংগ্রহ করুন।

বোধ কর একজন গৃহস্থের মাসিক ৫০০ টাকা আয় ছিল, তাহার ব্যয়ও ৫০০ টাকা, দৈবাৎ ১০০ টাকা আয় কমিয়া গেল, সে ব্যক্তি সেই আয় বৃদ্ধির কোন সদুপায় অবলম্বন করিবে, না, প্রতিবেশী কোন ধনী গৃহস্থকে বিষপান করাইয়া তাহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবে?

গবর্ণমেণ্টের ঐ অর্থের ক্ষতিপূরণের তিনটী উপায় আছে। এক, যে ব্যয় না করিলেও চলে তাহা পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় ব্যয় সংক্ষেপ করা। তৃতীয় নূতন কর করা। (১) ইংলণ্ডে সৈনিক ব্যয় বলিয়া ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যে ৪ ৬০৩১৪০৸/১ টাকা লওয়া হইয়া থাকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা ত্যাগ করুন। (২) সৈন্য পূর্ত্তকার্য্য ও রাজপুরুষদিগের সিমলাবাসের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করুন (৩) সম্পত্তির উপরে কর এবং বিলাস দ্রব্য বস্ত্র ও লবণের উপরে কর বৃদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট ৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করুন, এসকল বিষয়ে করবৃদ্ধি হওয়াতে প্রজার যদি কষ্ট বৃদ্ধি হয় তাহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তথাপি প্রজার ধন প্রাণ ও সুনীতির সংহার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা অন্যদিগের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যেমন গবর্ণমেণ্টের বিধেয় নহে।

— ০৪০ —

কুলির প্রতি অত্যাচার।

গত বৎসর কলিকাতা হইতে ৫৬ খানি জাহাজে প্রায় ২৪১৬৯ উপনিবেশী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করে। পূর্ব্বাপেক্ষা গত দুই বৎসরে উপনিবেশীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত বৎসর কলিকাতার ডিপোতে ২৯২৬৭ কুলি সংগৃহীত হয়। কুলি সংগ্রহকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। উপরি উক্ত কুলিদিগের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১০৯৯৯, অযোধ্যার ৫৮২৩ বিহারের ৫১৯৬, মধ্য বাঙ্গালার কেবল ১১১২ জন মাত্র। পঞ্জাব মধ্য প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বাঙ্গালা ও বেহারের কুলিরা মরিসসে যাইতেই অধিক ইচ্ছুক। বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বটে কিন্তু তথা হইতে কুলি বড় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই বোধ হয়, তাহারা আসাম ও কাছাড়ের চা-ক্ষেত্রে মজুরি করিতে পারে, সুতরাং তাহারা দূরদেশে গমন করিবে কেন? কুলিদিগের প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা হয়, কুলির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কুলিদিগের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা হয় না। প্রলোভন দেখাইয়া একবার রেজিষ্টরি করাইতে পারিলে আর নিস্তার থাকে না। তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম, কলিকাতার ডিপো হইতে বিহার অঞ্চলের একটী স্ত্রীলোক অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে, রাস্তায় ৫।৭ জন লোক আসিয়া তাহাকে টানাটানি করিতেছে, সে তাহার অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কোন ক্রমে যাইতে স্বীকার করিতেছে না। রাস্তায় ৩।৪ শত লোক জমিয়া গেল. পরিশেষে ডিপোর লোকেরা উহাকে পাঠশালায় ছেলে ধরিয়া লইবার ন্যায় লইয়া যাইতে লাগিল। সে যেরূপ কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইল। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, ওরূপ ঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে। একবার নাম রেজিষ্টরি করাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না। যখন কলিকাতার ভিতরে এই, বাহিরে গেলে তাহাদের উপরে যে অধিকতর অত্যাচার হইবে তাহার সন্দেহ কি? কেবল আইন করিলে ও মিনিট লিখিলে ও সভায় বক্তৃতা করিলে এ অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। সাধু সদাশয় দয়ার্দ্রহৃদয় ব্যক্তির উপরে তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণই এ অত্যাচার নিবারণের প্রধান উপায়।

— —

এদেশীয়দিগকে প্রধান পদদান
[illegible]

এদেশীয়েরা সচরাচর এই আক্ষেপ করেন, ভারতবর্ষ যদি কোন দেশীয় রাজার অধীন হইত, এক্ষণে ইউরোপীয়েরা যে সকল প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিয়া আছেন, এদেশীয়েরা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতেন সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান ইহার এই উত্তর দিয়াছেন "ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি এদেশীয় শাসন প্রণালী ইংরাজী শাসন প্রণালীর ন্যায় উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এদেশীয়দিগের প্রধান প্রধান পদগুলি না পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ইংরাজী শাসন কার্য্য যদি উৎকৃষ্টতর নীতি অনুসারে সম্পাদিত, ইহার উদ্দেশ্য সকল মহত্তর এবং যে নীতি অনুসারে শাসন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বিজ্ঞ ইংরাজেরাই বুঝিতে পারেন, এরূপ প্রমাণ হয় তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ইংরাজীতে শিক্ষিত এদেশীয় বাবুদিগকে শাসন কার্য্যের প্রধান প্রধান পদ দেওয়া উচিত হয় না।"

ইংরাজী শাসন প্রণালী যে উৎকৃষ্ট আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভারতবর্ষে যে শাসন প্রণালী [illegible] হইতেছে, ইংলণ্ডের [illegible] অপেক্ষা [illegible]

অধিক উপযুক্ত আমরা একথা স্বীকার করি না। ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যানের এ অংশে ভ্রম জন্মিয়াছে। এদেশের যে সকল ব্যক্তি উদার শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চতর যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এদেশের প্রজার সহিত ব্যবহার সম্পর্কে যেমন উপযুক্ত, ইংরাজেরা সেরূপ নহেন। এদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এদেশের সর্ব্বসাধারণের মনের ভাব রীতি নীতি প্রভৃতি সহজে বুঝিতে পারেন, ইংরাজেরা বহুচেষ্টা পাইয়াও তাহা বুঝিতে পারেন না। ইংরাজদিগের অন্য অন্য অংশে এদেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রাধান্য থাকুক আমরা যে বিষয়ের কথা কহিতেছি, সে বিষয়ে এদেশীয়দিগের প্রাধান্য আছে ইংরাজেরা এদেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার সম্পর্কে যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই, আমরা তাহার দুটী প্রমাণ দিতেছি। প্রথম, যে সমস্ত ইংরাজ রাজপুরুষ প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাঁহাদিগের অধিকাংশের কার্য্যে [illegible] দেশের লোকে সন্তুষ্ট নহেন। [illegible] সাহেব ও মেও [illegible] বক্তৃতা [illegible] ইহার নিদর্শন। [illegible], অধিকাংশ প্রধান রাজপুরুষের এদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের অভিজ্ঞতা [illegible], তাঁহাদিগের [illegible] পরের মুখে ঝাল খাইতে হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সন্তোষজনক হয় না।

যাঁহাদিগের চিত্ত অনুদার, এদেশীয়দিগের কর্তৃত্ব এখন যাঁহাদিগের একান্ত অসহ্য, যাঁহাদিগের মনে এদেশীয়দিগকে বিজিত ও আপনাদিগকে জেতা বলিয়া অভিমান আছে, তাঁহারাই এদেশীয়দিগকে অনুপযুক্ত জ্ঞান করেন। তাহারও একটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে

ডাক্তার গ্রিণ সাহেবের হস্তে শ্রীরামপুরের চিকিৎসা ভার সমর্পিত আছে, এক্ষণে একজন হিন্দু মেডিকেল অ্যাফিসরের হস্তে ঐ ভার ন্যস্ত করিবার কথা হইতেছে। ইহাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, তথায় গ্রিণ সাহেবকেই রাখা উচিত। গ্রিণ সাহেবকে তথায় রাখিবার পক্ষে ফ্রেণ্ডের যুক্তি এই, তথায় বহুসংখ্য লোকের বাস, তাহার মধ্যে অনেক ইউরোপীয়ও আছেন।

ইউরোপীয়েরা চিকিৎসা বিষয়েও যে এদেশীয়দিগের অধীন হন, ফ্রেণ্ডের অভিমত নহে। ফ্রেণ্ডের আবার ভারতদ্বেষী এইরূপ অনেক ফ্রেণ্ড আছেন। তাঁহারাই এদেশীয়েরা অনুপযুক্ত অনুপযুক্ত বলিয়া হুজুক তুলিয়া দেন। কিন্তু যাঁহাদিগের চিত্ত ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন তাঁহারা একথা বলেন না, তাঁহারা এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দিবারই অনুরোধ করিয়া থাকেন। একজন ইতিহাস লেখক ইংরাজ লার্ড কর্ণওয়ালিসের রাজনীতির পর্য্যালোচনাকালে লিখিয়াছেন “লার্ড কর্ণওয়ালিস যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তাহাতে তাঁহার বহুজ্ঞতার পরিচয় হইয়াছে বটে কিন্তু একটী মহৎ ভ্রমাত্মক কার্য্য দ্বারা ব্যবস্থাগুলি হতশ্রী হইয়াছে, তিনি এদেশীয়দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেশের সমস্ত রাজকার্য্যের ভার কোম্পানির সিবিল সর্ব্বাণ্ট দগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ফৌজদারী সম্বন্ধে দেশীয় কর্ম্মচারির মধ্যে কেবল এক দারোগা রহিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ২৫ টাকা মাত্র। দেওয়ানী কার্য্য ভার মুন্সেফের উপরে সমর্পিত হইল। তাঁহারও আবার বেতন ছিল না। তিনি মকদ্দমার কমিসন পাইতেন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় বিচারপতির বেতন মাসিক ২৫০০ টাকা হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জেতৃগণের অধিকারে কয়েকটী কার্য্য ভিন্ন প্রায় সমুদায় কার্য্যেই এদেশীয়দিগের অধিকার ছিল। ইহাঁরা মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত পাইতেন। কিন্তু ১৭৯৩ অব্দের দূষিত রাজনীতি এদেশীয়দিগের সমুদয় আশাপথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিল”। ইত্যাদি।

উদারচেতা লার্ড বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদে অধিষ্ঠিত হন, তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের এদেশীয়দিগের প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার দর্শনে দুঃখিত হইলেন এবং অবিলম্বে ইহাঁদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হয় নাই। এদেশীয়েরা নিজগুণে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি যদি ইদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় হইতেন, আজি কি সভ্যদেশীয়েরা এদেশীয়দিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেন? ফল কথা এই, কতকগুলি অভিমানী ক্ষুদ্রাশয় ইউরোপীয়ের বিদ্বেষ প্রভাবে ভারতবর্ষের মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও যে তাহাদিগের বাক্যে মোহিত হন, এটী অতিশয় ক্ষোভের বিষয়। এ বিষয়ে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই, কেবল এই এক বক্তব্য, ভারতীয় ভারতবাসীদিগের পৈতৃক বাসস্থান ইহারা উপযুক্ত হইয়াও কতকগুলির বিদ্বেষ প্রভাবে সেই পৈতৃক স্থানের উচ্চপদে বঞ্চিত হইতেছেন, এটী কেমন অন্যায় কাজ গবর্ণমেণ্ট যেন একবার এ বিষয়টী বিবেচনা করেন।

আনন্দমোহন বসু ও কৃতবিদ্য দলের ভ্রম।

বাবু আনন্দমোহন বসুর ন্যায় সুবুদ্ধি লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অল্প

দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কেহ আজিও র‍্যাঙ্গলার হইতে পারেন নাই। তিনি নূতন ঐ উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি না। পাঠদশা অবধি তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এ কিছু তাঁহার নূতন পরিচয় নয়। আমরা তাঁহার বুদ্ধির এই প্রশংসা করিতেছি, যে তিনি তাঁহার পূর্ব্বগত ইংলণ্ডপ্রত্যাগত ভ্রাতৃগণের ন্যায় ফিরিঙ্গি সাজিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হন নাই এবং "ভুটি বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালিদিগের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন নাই।

আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাই, পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালি সিবিল সর্ব্বান্ট ও বারিষ্টর হইয়া এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের উল্লিখিত দুর্ব্ব্যবহার নিবন্ধন বিজ্ঞ অবিজ্ঞ সকল লোকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যদি বল পরিচ্ছদে আইসে যায় কি? তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ যেন ভিন্ন হইল, মন ত ভিন্ন হয় নাই। যে সকল বাঙ্গালি ইংলণ্ডে যান নাই, তাঁহারা যেমন বাঙ্গালা দেশের শুভচিন্তা করেন, উঁহারাও তেমনি চিন্তা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশের প্রতি উঁহাদিগের স্নেহের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, তবে দোষ কি?

দোষ এই, তাঁহারা যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে এদেশের লোকের সহিত তাঁহাদিগের পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ পরিচ্ছদ দেখিয়াই তাঁহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ঈশপের গ্রন্থে ময়ূরপক্ষধারী দাঁড়কাকের প্রসিদ্ধ গল্পই আছে। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনই বা কি? আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কি কুৎসিত? তাহা পরিয়া কি ভদ্রসমাজে যাওয়া যায় না? ইংরাজেরা কি সে পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করেন?

পরিচ্ছদের কথা ত এই গেল, তদ্ভিন্ন, তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের কাছে থাকেন না, বাঙ্গালিদিগের সহিত মিশেন না, বাঙ্গালিদিগের কোন বস্তু ভাল বাসেন না। এরূপ অবস্থায় পরস্পরের সৌহার্দ্দ ও প্রণয় থাকিবার সম্ভাবনা কি? এরূপ ব্যবহারে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মন ঔদাসীন্য অবলম্বন করে সন্দেহ নাই। এদেশের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিরাই ইহার নিদর্শন। এদেশীয়েরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন না; উঁহারাও এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতে চান না। পরস্পরের ভাব ও ব্যবহার দেখিয়া পরস্পরের সুখ দুঃখে পরস্পরের অণুমাত্র সমদুঃখসুখতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ব্যতিরেকে পরস্পর সমদুঃখসুখতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতির এমন নিয়ম নয়। দূরদেশবাসী পুত্রেরও প্রতি পিতার স্নেহের ন্যূনতা হইয়া আইসে। অপরের কথা দূরে থাকুক।

এই এক বিষয় বলিয়া নয়, অনেক বিষয়ে কৃতবিদ্য দলের বুদ্ধির অল্পতার পরিচয় হইতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকেই আমরা আর একটী উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করেন। সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্ম সংস্কারকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাঁহার সেগুলি সম্পূর্ণ ছিল। তাঁহার বুদ্ধি যে কেবল অগাধ ছিল এরূপ নয়, তাঁহার বিলক্ষণ দূরদর্শিতা ছিল। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মটীকে বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতিকে মূল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। শ্রুতিকে মূল করিলেই ঈশ্বরকে মূল করা হইল। যে ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম কহিতেছেন এরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেই ধর্ম্মই জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও স্থায়ী হইয়াছে। একে একে সমুদায় ধর্ম্মের মূল অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে, ঈশ্বর সেই সেই ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা বলেন, ঈশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ করিয়াছেন। বাইবলে আছে ঈশ্বর মুসাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের নিকটে গিয়া সমুদায় জানিয়া আইসেন। চৈতন্য ও লুথর প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছেন, তাঁহারাও মূল ধর্ম্ম ছাড়িয়া যান নাই। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরোপদিষ্ট বলিয়া সকলের আদৃত ছিল, তাঁহারা যদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মসংস্কার চেষ্টা পাইতেন, কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

আমাদিগের কৃতবিদ্য দলের অপরিণামদর্শী কতকগুলি লোক সেই মহামনা দূরদর্শী রাজার প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইয়া সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যুক্তির ধর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মটীও এত স্বল্পকাল মধ্যে বাল্য যৌবন জরা অতিক্রম করিয়া মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়া কখন যায় এইরূপ হইয়াছে। যুক্তির ধর্ম্ম কখন সংসারে বদ্ধমূল হয় না। মানুষের বুদ্ধিভেদে যুক্তি ভিন্ন. ঐ যুক্তি আবার দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কারণে যুক্তির যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হয়, ধর্ম্মেরও তেমনি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হইতে থাকে। ক্ষণিক ধর্ম্ম কখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। যুক্তি যাহার মূল, তাহার

প্রায় এই দশা ঘটিয়া থাকে। ব্রিটিশ আইন তাহার প্রমাণ। ঐ আইনের মূল যুক্তি, দিনদিন উহার কতই পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে।

আমরা ত অনেক বকিলাম, পাঠকগণ কি সার সংগ্রহ করিলেন? আমাদিগের বাক্যের সার এই, মূল বক্তব্য এই, আমাদিগের কৃতবিদ্য দলের যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা নূতনবিধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতাদিগের ন্যায় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদিগের সমাজের কপাট দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। তাহার উদ্ঘাটন করিতে হইবে। সেই উদ্ঘাটন ভার কৃতবিদ্য দলের উপরেই পতিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সমাজ মধ্যে থাকিয়া ও সমাজের লোকের সহিত মিশিয়া ক্রমে সমাজটীকে উদার ভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অণু মাত্র সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া আমরা এতদিন [illegible] হতাশ হইয়াছিলাম। সম্প্রতি বাবু আনন্দমোহন বসু যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে কতক আশার সঞ্চার হইয়াছে। [illegible] বাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান লোকেরা যদি [illegible] প্রদর্শিত পথের পথিক হন, কাল ক্রমে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২৯এ কার্ত্তিক সোমবার।

নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে খোলাতে সার [illegible] জঙ্ সূতা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের জন্য "হাইদ্রাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইবিঙ কোম্পানি" নামে একটী কোম্পানি করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। এই কোম্পানির মূলধন [illegible] লক্ষ টাকা। টাকাগুলি সংগৃহীতও হইয়াছে। উক্ত কলে যত তুলা লাগিবে সে তুলার শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না। এই গুলিই প্রকৃত উন্নতির পথ। এদেশে এক একটী তুলার কারখানা হইতেছে আর মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে।

আমীর সিয়ার আলীর সহিত যাকুব খাঁর যে বিবাদ হইতেছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে। যাকুব খাঁ কাবুলে গমন করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, একজন মুসলমান তাহার একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া এক কামড়ে তাহার নাসিকাটী একবারে তুলিয়া লইয়াছে। পরে স্ত্রীলোকটীর চীৎকারে সে নিজেই দয়ার্দ্র হইয়া তাহার সান্ত্বনা করে এবং পর ক্ষণেই স্বয়ং পুলিষে গিয়া সংবাদ দেয়। কমিশনরের বিচারে উহার ১৫ দিন কারা বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। একটী নাকের মূল্য পনর দিন কারাবাস!

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, বোম্বাইর একজন ডাক্তার গোয়ার এক খানি সংবাদ পত্রের গ্রাহক। একদা তিনি ঐ কাগজখানি পাইয়া খুলিয়া দেখেন উহার মধ্যে তাঁহার [illegible] কাগজের মূল্যের একখানি বিল ও [illegible] খান পত্র রহিয়াছে, ডাক্তার ইহা [illegible] মাত্র ঐ কাগজ সহিত বিল ও চিঠি বোম্বাইর পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট প্রেরণ করেন, তিনি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। দোষ হয় সম্পাদককে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সংবাদ পত্রের মধ্যে কেবল তাহার অতিরিক্ত সংখ্যা ও গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা ভিন্ন যদি আর কিছু লিখিয়া দেওয়া হয়, ৫০ টাকা দণ্ড হইবার নিয়ম আছে। সেদিন মান্দ্রাজে ঐরূপ এক জনের দণ্ড হইয়াছে। যাহারা নিয়ম না জানিয়া ঐরূপ করে, তাহাদিগের লঘু দণ্ড হওয়া উচিত। জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের লাঘব গৌরব আছে।

আজি কালি এদেশে "বাবুর" এরূপ প্রাচুর্য্য হইয়াছে যে, একটি পিরাণ গায় দিতে পারিলেই বাবু হওয়া যায়। যে দিকে দেখ কেবল বাবু। কেবল নামে নয় সম্পর্কেও বাবু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে "দাদা বাবু" "কাকা বাবু" পর্য্যন্ত হইয়াছে, কেবল "বাবা বাবু" আজিও হয় নাই। যাহা হউক এই "বাবু" কোথা হইতে আসিল, ইহার মূল কি? সে বিষয়ে কাহারও বড় অনুসন্ধান দেখা যায় না। সম্প্রতি ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন "বাবু" বাবা হইতে এবং বাবা বাপ (পিতা) হইতে হইয়াছে পূর্ব্বে আমীরদিগের সন্তানেরা এবং রাজকুমারেরা বাবা উপাধি পাইতেন। কালক্রমে বাবা শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় বাবু শব্দে পরিণত হইয়াছে। মৃত বাবু দীনবন্ধু মিত্র বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাব্বী পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার মূল বাহির করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পত্র প্রেরক বাবু শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে। বাবু শব্দে যে কিছু উঁচু দরের জিনিস বুঝায় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজি কালি বাবু শব্দটী এক প্রকার গালি হইয়া উঠিয়াছে। বাবু বলিলেই যেন অতি অসার পদার্থ বুঝা ইয়া যায়।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতা ছোট আদালতের বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সংবাদেরা যে ডফ্লা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহার মূল এইরূপ লিখিত হইয়াছে। উক্ত জাতি বর্ষে বর্ষে আসামে আগমন করিত। একবার আসামে আসিয়া তাহাদের এক প্রকার কাশির পীড়া হয়। এই পীড়া লইয়া তাহারা দেশে যায় এবং সেখানে অনেকের সেই পীড়ায় মৃত্যু হয়। ইহাতে তাহারা এই মনে করে যে আসামে গিয়া তাহাদের এই পীড়া ও এইগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে, অতএব আসাম হইতেই এক্ষতি পূরণ কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তাহারা ১৮৭৩ অব্দের ১২ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে তিন শত লোক সমবেত হইয়া আসামের একটী পল্লী আক্রমণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ বালকে প্রায় ৪০ জনকে স্বদেশে ধরিয়া লইয়া যায়।

আমেরিকার মেসচুটেস দেশের অন্তর্গত উইকেণ্ডনে একটী ভাসমান দ্বীপ আছে। উক্ত স্থানে ১২৫০ মাইল প্রশস্ত মনমনাক নামে একটী হ্রদ আছে, তাহাতে আড়াই মাইল প্রশস্ত একটী দ্বীপ ভাসিয়া রহিয়াছে। এটী গত যে মাসে ভাসিতে ভাসিতে প্রায়

এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গিয়াছিল। দুই এক দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিল। ইহার ভূমি অতিশয় কঠিন। ইহার উপর অনেক লোক ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই দ্বীপে নানা প্রকার গাছ আছে। শুদ্ধ এইটী বলিয়া নয় ও অঞ্চলে আরো কতকগুলি ভাসমান দ্বীপ আছে। শুনা যায়, চীন দেশে বহুসংখ্য ভাসমান বাগান আছে। এদেশে ঘটী বাটী চুরির ন্যায় সেখানে বাগান চুরি হয়। এক-জনের বাগান আর একজন ভাসাইয়া অন্যত্র লইয়া যায়।

ম্যানিল্লাতে ৩ রা সেপ্টেম্বর একবার ঝড় হইয়া কতক শস্যাদির অনিষ্ট হয়, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল ১৮ ই সেপ্টেম্বর আবার ঝড় হইয়া তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। এক দিনে দুই তিন বার জ্বরের ন্যায় ঝড়ও বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার হইতে লাগিল। আজি কালি যেরূপ অকালের ভাব দেখা যাইতেছে, এখা নেই বা আবার কি হয় বলা যায় না।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, মান্দ্রাজে ড্রেণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে ক্লার্ক সাহেবকে আনাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ড্রেণের বিষয়ে ক্লার্ক সাহেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, গত বুধবার নানা সাহেব লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া আগ্রায় উপনীত হয়। তাহার [illegible] ছয় জন বন্দুকধারী ইউরোপীয় সৈনিক ছিল।

ইংলিসম্যানের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, পুলিসের নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে আসামীদিগকে তলব করিবার পুর্ব্বে সেই স্থানে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। অন্যান্য বিষয়ের বেলায় মাজিষ্ট্রেটকে পুলিষের উপরেই অনুসন্ধানের জন্য অধিক নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু পুলিষের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান পুলিষ দ্বারা সম্পন্ন হইলে তাহাতে সত্য নির্ব্বাচন কঠিন হয়। এমন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বয়ং তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমরাও পত্রপ্রেরকের বাক্যের অনুমোদন করিয়া কহিতেছি, পুলিষের কৃত অত্যাচারের অনুসন্ধান পুলিষের দ্বারা করান কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে। জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।

ইংলিসম্যান বলেন, সার রিচার্ড টেম্পলের দারজিলিঙে যাইবার জন্য ১০ ই ১১ ই ও ১২ ই নবেম্বর এই তিন দিনের জন্য ডাক বসে। এই তিন দিন সামান্য ভৃত্যাদিগের জন্যও প্রথম শ্রেণীর ডাক গাড়ির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, লেপ্টনন্ট গবর্ণর এবং তাঁহার একজন সেক্রেটারিকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে ১৬০০ টাকা করিয়া দিয়া দুই খানি গাড়ি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এ সকল ব্যয় কি করপ্রদাতাদিগের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া হইবে?

৩১ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৯৮৯১০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৫০৯১১০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ১১০১৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৬৫০০ টাকা আয় হয় গত বৎসর ঐ সময় ৩২৬৪০ টাকা হইয়াছিল, এবার ৬১৩০ টাকা কম হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার শুনিয়াছেন, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কলিকাতায় প্রায় এক শত খানি অধিক দুর্গাপ্রতিমা পূজা হইয়াছে। পল্লী গ্রামে ত আমরা ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। ব্রাহ্ম মিশনরিরা প্রাদুর্ভূত হইয়া দিন কত হিন্দু ও খৃষ্ট উভয় ধর্ম্মকেই ঢোঁড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম মিশনরিরা কি এক্ষণে ঢোঁড়া হইলেন? হিন্দু ধর্ম্মের কি নূতন অনুরাগ হইল?

২৫ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্টের দেখা দেখি দিনকত দেশীয় রাজগণও সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির স্থাপনের যে হুজুক তুলিয়াছিলেন, মধ্যে উহা কিছু থামিয়াছিল, পুনরায় আবার উহা দেখা দিতেছে। এই শীত কালে মহারাজ সিন্ধিয়া গোহদে একটী শিক্ষা শিবির করিতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সেদিন একজন এদেশীয় দুর্ভিক্ষ প্রদেশে যে সকল মহিষ লইয়া যাওয়া হয়, উহার ১২ টী ১॥ দেড় টাকায় ক্রয় করেন। সেগুলি লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই খোয়াড়ে ৫ টীর মৃত্যু হয়। মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা দিলেন, ক্রেতাকে ঐ মৃত মহিষগুলিকে স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ ব্যক্তির একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া সে গুলিকে ফেলিতে ২॥ আড়াই টাকা ব্যয় পড়ে। আমরা শুনিয়াছিলাম, এক বাবু এক ব্যক্তিকে ৷৹ আনার জল খাবার আনিতে পাঠান। জল খাবার আনিবার সময় পথে বৃষ্টি হওয়াতে সে দেড় টাকা দিয়া পাল্কী ভাড়া করিয়া বাটীতে আসিল। আট আনার জল খাবার আনিতে গিয়া দেড় টাকা যেমন পাল্কী ভাড়া, দেড় টাকায় ১২ টী মহিষ কিনিয়া তেমনি আড়াই টাকা বাজে খরচ।

অষ্ট্রেলেসিয়ান বলেন, সম্প্রতি মেলবোরণে গিবসন নামক একজন সাহেবের একটী মেরিণো মেষ ৫৮০ গিনিতে বিক্রীত হইয়াছে।

১৮৭৩-৭৪ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৪৩৯৮৯১১৯৬ টাকার বাণিজ্য হয়। গত বৎসর অপেক্ষা দুই কোটি টাকার অধিক বাণিজ্য হইয়াছে। উক্ত বৎসর ১০৬৯৮০-৯৪৩ টাকার তুলা রপ্তানী হয়, পূর্ব্ব বৎসর ৯৯৬৭৭২২৬ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছিল।

গত জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৪৭ খানি পুস্তক ৯ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং ১৩ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়।

রুশীয় রণতরি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কাষ্ঠময় জাহাজগুলির পরিবর্ত্তে লৌহ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছেন। রুশীয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের ত্রুটী ছিল ক্রমে তাহার সংশোধন হইতেছে। কেবল আত্মরক্ষার্থ রুশিয়ার যে এ আয়োজন আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

কুষ্ঠিয়া পোষ্ট আফিসের একজন পোষ্টমাষ্টার [illegible]তিক কতকগুলি রেজিষ্টারি চিঠি চুরি করাতে এবং কতকগুলি চিঠি যথা স্থানে পৌঁছিয়া না দেওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারদাও হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের [illegible] সংবাদদাতা বলেন, আমীর সি[illegible] যাকুব খাঁকে কাবুলে লইয়া [illegible]

পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তথায় যাইতে সম্মত নহেন। তাহার কারণ এই, তাঁহার এই ভয় হয় পাছে আমীর আর কতককগিকে যেমন করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহাকেও কারারুদ্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি এমনি অসার?

গত রবিবার রাত্রিতে শিবপুরের বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক মেডিকাল কালেজের একটী ছাত্র দেওয়ালী বলিয়া ছাদের উপর আলো জ্বালিতে জ্বালিতে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত হয়। উহাকে এক্ষণে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে কিন্তু উহার জীবন সংশয়।

অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক মেডিকল কালেজের মিলিটারি ক্লাশের একটী ছাত্রের একটী রক্ষিত বেশ্যা ছিল। ঐ বেশ্যাটীর ভগিনী একদিন রাত্রিতে তাহার সহিত দেখা করিতে আইসে। তাহাকে দেখিবামাত্র অধর ক্রোধে অধীর হইয়া "তুমি আবার আসিয়াছ" এই বলিয়াই তাহাকে প্রহার করে। মাজিষ্ট্রেট মার্শডেন সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হয়। দোষ প্রমাণ হওয়াতে অধরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস কারাবাস ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। পাঠদশাতেই যখন এই, বিষয় কর্ম্ম হইলে এ ব্যক্তি কি করিয়া উঠে বলা যায় না।

২৬ এ কার্ত্তিক বুধবার।

করাচিতে একটী কাপড়ের কল হইতেছে। বোম্বাইর ফিন্‌লে কোম্পানি ইহা করিতেছেন।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সেদিনকার ভয়ানক বৃষ্টিতে নেপালের অন্তর্গত ইলামে এক খণ্ড ভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার সার রিচার্ড টেম্পল নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ভ্রমণ করিয়া দারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সার টি মাধব রাওর পুত্র আনন্দ রাও ইন্দুরের সহকারী কমিশনর হইয়াছেন।

মহম্মদ যাকুব খাঁ, ২ রা নবেম্বর কাবুলে উপনীত হন। তাঁহার সমভিব্যাহারে এক শত সওয়ার ও ক[illegible] পারিষদ ছিল। তিনি আমীরের নিকট অসম্মানিত হন নাই।

সে দিন কাবুলে যে ভূমি কম্প হইয়া যায় তাহাতে সাত সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও অনেক স্থানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পিয়নিয়র বলেন, দুর্ভিক্ষ প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এখনও আপন আপন বেতন ভিন্ন বিনা মূল্যে প্রচুর পরিমাণে চাউল লইতেছে। যে চাউল উদ্বৃত্ত হইয়াছে, যে কোনরূপেই হউক, তাহা ফুরাইয়া দিতে পারিলেই লেঠা চুকিয়া যায়।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সেতারার রাজাকে তাহার পৈতৃক প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেন, কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক আপাততঃ ঐ আজ্ঞা রহিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজ্ঞীর আদেশক্রমে দেশীয় রাজগণের দত্তক পুত্রেরা পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিতেছেন, কিন্তু ডেলহাউসির সময় সেরূপ ছিল না, তিনি দত্তক বলিয়া সেতারার রাজাকে পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। সেতারার রাজা আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়া এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কি আজিও ডেলহাউসিকে ভুলিতে পারেন নাই?

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণ ভিন্ন অন্য ছাত্রেরাও পরীক্ষা দিয়া মেডিকল কালেজের বাঙ্গলা বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত, এক্ষণে আর সে নিয়ম থাকিতেছে না, এখন অবধি বাঙ্গলা ও মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ভিন্ন আর কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। ক্যাম্বেল মেডিকল স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়াছে, তাহার হ্রাস করাই ইহার উদ্দেশ্য বোধ হইতেছে।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন, কালীঘাটের এক মহাত্মা একটী গৃহস্থ কন্যাকে ব্যভিচারিণী করিবার চেষ্টা পায়, স্ত্রীলোকটী তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে দুর্বৃত্ত তাহাকে বেত্রাঘাত করে। মৌলবী আবদুল লতিফ উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাদণ্ডের অনুমতি দিয়াছেন।

টালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বৈষ্ণবঘাটা গ্রামের ঈশ্বর ঘটক ও আর দুই ব্যক্তি ৫০০ টাকা পণ লইয়া এক ইতর জাতীয় কন্যার সহিত একজন ব্রাহ্মণের বিবাহ দেয়। ধরা পড়াতে দুই ব্যক্তি সেসিয়নে সোপর্দ্দ হইয়াছে, তৃতীয় ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।

২৭ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সার রিচার্ড টেম্পল ১৪ ই কিম্বা ১৫ ই নবেম্বর প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যাগমন করিবেন। কলিকাতায় এক দিন মাত্র থাকিয়া পুনরায় কটকে যাত্রা করিবেন।

২৫ এ নবেম্বর কলিকাতায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে। এ সভায় গবর্ণর জেনরল উপস্থিত থাকিতেছেন না, কারণ তিনি চম্পারণ যাত্রা করিবেন।

২ রা নবেম্বর বিজিগাপত্তনে ঝড় হইয়া গিয়াছে। আরো কত স্থানের ঝড়ের সংবাদ পাওয়া যাইবে বলা যায় না।

মেডিকেল কালেজে ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পদে ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক হওয়াতে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন "কোন্ যুক্তি অনুসারে তাঁহাকে এই পদ দেওয়া হইল আমরা বুঝিতে পারি না। ডাক্তার পামর ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র অপেক্ষা চারি বৎসরের সিনিয়র।" আমরা ইংলিসম্যানকে হওয়ার যুক্তি বুঝাইয়া দিতেছি, সিনিয়র জুনিয়র বিবেচনা না করিয়া যোগ্যতা বিবেচনা করিয়াই এইরূপ নিয়োগ হইয়াছে। ইংলিসম্যান কি সমুদায় উচ্চ পদগুলি স্বজাতীয়ের এক চেটিয়া করিতে চান?

আরাকান নিউস বলেন, সেদিন আকায়াবে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

হাকিম নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার স্ত্রীকে দাত্রের আঘাতে হত্যা করে, পরে তাহার স্ত্রীর এক ভগিনী নিদ্রিত ছিল, সেই অবস্থায় তাহাকে হত্যা করে, স্ত্রীর ভ্রাতা সেই সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহাকেও হত্যা করে, পরে একটী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। পুলিষ আসিয়া অনেক পীড়াপীড়ি করাতেও দ্বার খুলিয়া দেয় না, এই কথা বলে যে কেহ তাহার সম্মুখে যাইবে তাহাকে হত্যা করিবে। হেড কনষ্টেবল ইহা শুনিয়া দুই জন পুলিষ কর্ম্মচারিকে দ্বার ভাঙ্গিতে বলে এবং আপনি গুলিপোরা একটী বন্দুক লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়। দ্বার ভাঙ্গিবামাত্র সে বেগে আসিয়া সেই দাত্র দ্বারা যেমন কনষ্টেবলকে আঘাত করিবার উপক্রম করে, কনষ্টেবল অমনি গুলি করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। কনষ্টেবলের এই সাহসিকতার জন্য তাহাকে পুরস্কার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৩১এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৭ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এ হিসাবে এ সপ্তাহে ১২ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭ জনের ওলাউঠায় ও ৮৯ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

ত্রিহুত চম্পারণ সারণ গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে জল নিকাশের ভাল সুবিধা না থাকাতে বর্ষে বর্ষে বিস্তর ধান্য নষ্ট হয়, অনেকে বলেন, খালের দ্বারা জল নির্গমনের বন্দোবস্ত করাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কারণ প্লাবন হইলে লোণা জল উঠিয়া সমুদায় ভূমিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য খালের পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ড্রেণেজ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের এক ব্যক্তি সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের কতক গুলি চাউল গোপনে নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে ধরা পড়ে। কেহ কেহ এবিষয় পুলিষে জানাইবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পুলিষে জানান একজন প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতে তিনি নৌকা খানি ডুবাইয়া দিতে বলেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব মাত্র আছে তাহার দশাই এই।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, রাণীগঞ্জের ইকুইটেবল কোল কোম্পানির ২৪ নং কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়াছে। এই সংবাদে কোল কোম্পানির অংশিদারেরা বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

১৮৭২-৭৩ অব্দে চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশে যত রাজস্ব সংগৃহীত হয় ১৮৭৩-৭৪ অব্দে তদপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছে। কিন্তু আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ৪০ চল্লিশ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে। সীমাস্থলে যে পুলিষ রাখা হইয়াছে তাহাদিগের জন্যই এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি দর্শনে সার রিচার্ড টেম্পল ভীত হইয়াছেন। কারণ এই পর্ব্বত প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের আর একটী ভার বৃদ্ধি করা হইল, এ ভার কতদিন বহন করিতে হইবে বলা যায় না। এক্ষণে ত এই ৪০ হাজার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহার পর ব্যারিক ও আফিসরদিগের জন্য অন্যান্য বাটী নির্ম্মাণেরও প্রয়োজন হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া টেম্পল সাহেব তত্রত্য কমিশনরকে বিশেষ মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। সার রিচার্ড ত মিতব্যয়িতার পরামর্শ দিলেন কিন্তু সে মিতব্যয়িতার উপযোগিতা অতি অল্প লোকে বুঝিয়া থাকেন, কারণ ভারতবর্ষের টাকা "গৌরীসেনের" টাকা।

এক্ষণে গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া বিস্তর লোক গমনাগমন করিতেছে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে প্রতি দিন অন্যূন ৫০ হাজার লোক সেতুর উপর দিয়া গতায়াত করিতেছে। কর করিবার নিমিত্ত যদি এ গণনা করা হয়, উহাতে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। এখন অনেকে কৌতুক দেখিতে যাইতেছে।

সার ডাউলাস ফর্সিথ কাশগার হইতে যে সকল অদ্ভুত পদার্থ আনিয়াছেন কলিকাতা জেলহাউসি ইনষ্টিটিউটে তাহার প্রদর্শন হইবে।

অতিবৃষ্টি নিবন্ধন সম্প্রতি দার্জিলিঙে অনেক গুলি ভূখণ্ড পতিত হয়, তাহাতে অনেকের জীবন নষ্ট হইয়াছে।

২৮ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

জলপ্লাবন নিবন্ধন মান্দ্রাজের জি আই পি রেলওয়ের গাড়ি চলিতে বিলম্ব হয়। এক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ বিলম্বের জন্য কোম্পানির নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন। কোম্পানিকে তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইয়াছে। এ ক্ষতি পূরণ করা বরুণ দেবের কর্ত্তব্য ছিল।

মান্দ্রাজের "বিধবা ও অনাথ ফণ্ডের" সেক্রেটারির তহবিল তছরূপ অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি বৎসর কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে, জরিমানা না দিলে আর দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। "বিধবা ও অনাথ ফণ্ডের" ভার উপযুক্ত লোকের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। ইনি একজন ইউরোপীয়।

সম্প্রতি ব্যাঙ্গলোরে একজন দেশীয়ের মাটির ছাদ ভাঙ্গিয়া গৃহস্থিত একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেল হত ব্যক্তি স্ত্রীলোকটীর উপপতি, উহার স্বামী সে রাত্রি বাটীতে ছিল না, স্থানান্তরে গিয়াছিল। দৈবের কার্য্য অতি বিচিত্র।

ইন্দুরে পুনরায় ব্রহ্মদেশের কারেন পর্ব্বতের অধিকাংশ ধান্য নষ্ট করিয়াছে। এদিকে টঙ্গুতে শোঁয়া পোকায় প্রায় ২৪০ একার ভূমির ধান্য নষ্ট করিয়াছে। মানুষের আর মঙ্গল দেখা যায় না, কীট পতঙ্গ অবধি বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

সম্প্রতি চীন দেশে যে ঝড় হয়া বায় তাহা কাণ্টনে তাদৃশ প্রবল হয় নাই বটে কিন্তু হিয়ঙশান এবং মুলুক বিভাগে ভয়ানক প্রবল হইয়াছিল; হিয়ঙশানের এক একটী পল্লী একেবারে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। মেকেওর নিকটে টমস একটী পল্লীতে প্রায় এক গৃহস্থের বসতি ছিল, উহার চিহ্ন মাত্র নাই, সে

পল্লীটী কোন স্থানে ছিল এখন চিনিবার যো নাই। কেহ কেহ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন অন্যূন লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, ইহার অপেক্ষাও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। চীনেতে ঝড়ে লক্ষ লোকের মৃত্যু কাবুলে ভূমিকম্পে সাত হাজার লোকের মৃত্যু, ইত্যাদি ঘটনায় বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, মানুষের সংখ্যা কমান ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইয়াছে।

সম্প্রতি আমেদাবাদের এক লাইব্রেরিতে অধ্যাপক বহলার ছয় শত বৎসরের কতকগুলি তাল পত্রের পুঁথি পাইয়াছেন। এগুলির সহিত মান্দ্রাজের পুঁথির প্রভেদ এই, এগুলি তেড়েটের পাতে লিখিত, মান্দ্রাজের পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত পুরুপাতে লৌহ লেখনী দ্বারা লিখিয়া সেই লেখার উপর কালী দেওয়া হইয়াছে। জৈন ধর্ম্মের ৪৫ খানি পুস্তক টীকা সহিত পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার এক খানি অভিধান পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে এ পর্য্যন্ত কেহ জানে নাই এমন ১১ হাজার অধিক শব্দ আছে।

শুনা যাইতেছে, এই মাসের শেষে বর্দ্ধমানের রিলিফ কার্য্য বন্ধ করা হইবে। সম্প্রতি যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর কিছু দিন রিলিফ কার্য্য রাখা আবশ্যক বোধ হয়।

বোম্বাই গেজেট ১১ ই নবেম্বর বরদ হইতে টেলিগ্রাম পান, গোমবার রেসিডেণ্ট সাহেবকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা হয় এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। রেসিডেণ্ট নানা কারণে গুরু কুমারের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। এ কারণ যদি তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকে, নিতান্ত নির্দ্ধ [illegible] হইয়াছে, [illegible] নিষ্কৃতার [illegible] করিতে হইবে। “ গুরু মহাশয় যদি [illegible] একজন [illegible] [illegible] নাই ”। রেসিডেণ্টের [illegible]

গত বার [illegible] হইয়া [illegible] করিয়াছে।

মহারাজ হোলকর আর এক বৎসর কাল তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সার টি, মাধব রাওকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যে দুই বৎসর তিনি কাজ করিয়াছেন তাহাতে রাজা অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সার মাধব রাও যে রাজার মন্ত্রী হইবেন তাঁহারই উন্নতি হইবে।

গবর্ণর জেনরলের কলিকাতা হইতে যাত্রার যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়া এই নিয়ম হইয়াছে তিনি ২৫ এ নবেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতিত্ব করিয়া সেই দিন সন্ধ্যা কালে যাত্রা করিয়া ৪ ঠা ডিসেম্বর পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। সোণাপুর চাপরা মতিহারি মজঃফরপুর দরভাঙ্গা এবং বহর এই স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিবেন।

গত ঝড় নিবন্ধন মেদিনীপুরের লোকের এত কষ্ট হইয়াছে যে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট কলিকাতার রিলিফ কমিটীর নিকট ২ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত কমিটী বলিয়াছেন লণ্ডন কমিটীর অনুমতি বিনা এত টাকা দিতে পারেন না। আমাদিগের পত্র প্রেরকগণও ঐ কষ্টের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে রিলিফ কমিটির অবিলম্বে সাহায্য দান কর্ত্তব্য। এক বিপদ নিবারণার্থ সংগৃহীত অর্থ অপর বিপদে প্রদত্ত হইলে বাস্তবিক দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই বিপদের সময়ে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম পথ চলে না।

৩ রা ৮ ই নবেম্বর মুরাদপুর নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য নামক ২৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এ ব্যক্তির প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা ছিল, পরে তাহার লোপ হওয়া হানি ব্রাহ্ম হন, তাহাতেও ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারিত না হওয়াতে এক্ষণে খৃষ্টের আশ্রয় লইয়াছেন। ধর্ম্মান্তর অবলম্বন ইহার ব্যবসায় বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষস্থ প্রচলিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কেও যে ইনি প্রকাশ করিবেন আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকাঃ—

৪ ১০২৮—১০৩
৪৷৷ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০৬—১০৬৷৷০
৪৷৷ ১৮৭১ (১৮৮৪) ১০৫৷৷—১০৫৸০
৪৷৷ ১৮৭২ (১৮৭৯) ১০৩৸৵—১০৪
৫৷৷ ১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯) ১০৯৷৷৵—১০৯৮৵

২৯ এ কার্ত্তিক শনিবার।

গবর্ণর জেনরল বোম্বাইর একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ যে লণ্ডনস্থ “ ওরিএন্টাল কন্‌গ্রেসে ” পাঠাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে লণ্ডন এথিনিয়ম যাহা লিখিয়াছেন আমরা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। এথিনিয়ম লিখিয়াছেন, ইনি যখন কিছু বলিবার জন্য উত্থিত হইয়াছিলেন তখন সভা মধ্যে কেবল গোলযোগ হইতে লাগিল কাহারও কিছু মনোযোগ ছিল না, তিনি একখানি কাগজ হইতে সংক্ষেপে এই ভাবে বলিলেন “ ভারতবর্ষে কালিদাস নামে একজন কিম্বা দুইজন কবি ছিলেন, যদি দুইজন হন, তাঁহারা সমকালের লোক, তাঁহাদের এক স্থানেই বাস, পরস্পরের একইরূপ কল্পনাশক্তি এবং একই নাম ছিল ”। এ ব্যক্তি কি এই আষাঢ়ে গল্প বলিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া (৫০০০ মাইল পার হইয়া) গিয়াছেন।

টাইমসের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বলেন, সেদিন জর্ম্মাণির যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স ফ্রেডারিক উইলিয়মকে চাপেলের গ্রামার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুবরাজ স্বয়ং সস্ত্রীক পুত্রকে লইয়া গিয়া প্রধান শিক্ষক দ্বারা যথারীতি তাঁহার পরীক্ষা করাইয়া ভর্ত্তি করিয়া দেন। আসিবার সময় বলিয়া আইসেন, তাঁহাকে যেন রাজপুত্রের ন্যায় সম্বোধন করা না হয় সামান্যতঃ তাঁহার নাম প্রিন্স উইলিয়ম বলিয়া ডাকা হয়, এবং অন্যান্য সাধারণ বালকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহার প্রতিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করা হয়, রাজপুত্র বলিয়া যেন কোন রূপ ইতর বিশেষ করা হয় না।” এদেশের যে সকল ধনী ব্যক্তি কিম্বা স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয়েরা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্কুলে প্রেরণ করেন এবং মাষ্টারেরা সেই সকল বালকের প্রতি সাধারণ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিলে

অর্থাৎ সেক্রেটারির পুত্রের বর্ণজ্ঞান না হইলেও তাঁহাকে প্রোমোশন না দিলে বিরক্ত হন এবং আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করেন, তাঁহারা জর্ম্মণির যুবরাজের দৃষ্টান্ত দর্শন করুন।

এডুকেশন গেজেট বলেন, খসিয়া পাহাড়ে কুষ্ঠ রোগ অতিশয় প্রবল। বিশেষতঃ উপত্যকা ভূমিতে ঐ রোগ আরো অধিক। তত্রত্য অধিবাসীরা উক্ত রোগ ও তাহার লক্ষণ বিলক্ষণ বুঝে। তাহাদের বিশ্বাস, শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইয়া কুষ্ঠাদি পীড়া জন্মে। তাহারা কুষ্ঠকে শুভ্র বিন্দুযুক্ত পোকার পীড়া কহে। বসন্তকে গহ্বররূপী পোকার এবং হামকে ছোট পোকার পীড়া বলে। ঐ সকল পীড়ার চিকিৎসা বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাহারা আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে ঐ সকল কীটের অবস্থান নিরূপণ করে এবং তাহাদিগকে বাহির করিয়া ফেলে, এইরূপে পীড়া আরোগ্য করে।

:::::

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

বর্দ্ধমান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলের আমন ধান্যের অবস্থা মন্দ নয়। গড়বেতা ও মেদিনীপুরের অবস্থাও ভাল, তবে গত ঝড়ে ও বৃষ্টিতে হৈমন্তিক শস্যের বড় ক্ষতি করিয়াছে। ক' [illegible] শস্যের অবস্থা বড় মন্দ, অনেক [illegible] হইয়াছে। যশোহরে কেবল ঝিনদা ব্যতীত আর সর্ব্বত্রের সংবাদ ভাল। রাজসাহীতে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। মানভূমে এখন শস্যের অবস্থা ভাল, আকাশ অনুকুল থাকলে উত্তম শস্য জন্মিবে। ফরিদপুরে মন্দ শস্য জন্মে নাই, ধান্য কাটা চলিতেছে। সাহাবাদে বৃষ্টি নিবন্ধন অধিক ক্ষতি হয় নাই। দরভাঙ্গায় উত্তম জন্মিয়াছে। বৃষ্টি নিবন্ধন রবি শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। মধুবনীতে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, যে সকল রবি শস্য অঙ্কুরিত হয় নাই বৃষ্টিতে তাহার বড় ক্ষতি করিয়াছে। বালেশ্বরে বৃষ্টি নিবন্ধন নিম্ন ভূমির ধান্যের অনিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ্যে শস্যের অবস্থা ভাল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রবিশস্যের অবস্থা উত্তম।

২৫ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা উক্ত সপ্তাহে শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। শিয়ালকোর্ট ভিন্ন আর কোথায় বৃষ্টির অভাবের কথা শুনা যায় নাই। অনেক স্থানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

উদ্ধৃত

দুর্গোৎসব।

পূজা উপলক্ষে সমুদায় বঙ্গদেশ দুই সপ্তাহ অবকাশ ও আমোদ ভোগ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি ও কর্ম্মচারিগণের অদ্যাপিও কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় আইসে নাই। পাঠকদিগের অনুগ্রহে আমরাও দুই সপ্তাহ বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। পূজার পর আত্মীয়গণের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ ও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব, অতএব আমরা তাঁহাদিগের সহিত পুনর্মিলনে আহ্লাদ প্রকাশ ও তাঁহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

পূজার অবকাশ ও তন্নিবন্ধন আমোদ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রার্থনীয় কি না? ইহাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে? কয়েক বৎসর হইল আমাদিগের দেশের কতকগুলি উষ্ণমস্তিষ্ক উৎকর্ষকারি যুবক পূজার আমোদের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন এই উপলক্ষে বিস্তর অর্থের অপব্যয় এবং অনেক কুব্যবহার হইয়া থাকে। তাঁহারা ইউরোপীয়দিগকে জানাইতেন যে দুর্গা পূজা উপলক্ষে [illegible] সমুদায় দেশ পাপসাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু ক্রমশঃ এই দলের অস্তিত্ব লোপ অথবা তাঁহাদিগের মতের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের চারিদিগে রেলওয়ে হওয়াতে অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা সম্বৎসর পরিশ্রম করেন তাঁহারা এই অবকাশ উপলক্ষে নানাস্থান দর্শন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত লিখিয়া কেরাণির হস্ত স্পন্দহীন প্রায় হইয়াছে। বণিক প্রত্যহ বাজারের দর জানিয়াছেন এবং ক্ষতি না হইয়া কিছু লাভ হয় এই কারণে এক মুহূর্ত্ত কালও অলস থাকেন নাই। যাঁহাদিগের হস্তে বিচারের ভার এবং এই কার্য্যে যাহাদিগকে আমলা ও উকীলের স্বরূপ সাহায্য করিতে হয় তাঁহাদিগের কষ্ট তাঁহারাই জানেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কাহারও পশ্চাতে নহেন, এদেশে এই শ্রেণীর লেকের লাভ অল্পই হয়। কিন্তু যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাহাদিগকে নিয়মিত সময়ের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয় তাঁহারা পরিশ্রম কাহাকে বলে তাহা জানেন। তাহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কালের অবসর অতিশয় সুখকর হয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পূজার অবকাশ নিতান্ত প্রার্থনীয়। পূজা আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত পুনর্মিলনের এক মাত্র সময়। যাহারা কার্য্যোপলক্ষে দূরে বাস করিতে বাধিত হন তাঁহারা এই সময়ে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই মিলনে কি সুখ নাই? প্রাচীন গ্রীকগণ ওলম্পীয় ভোজ উপলক্ষে শত্রুতা বিস্মৃত হইতেন, বিজয়ার আলিঙ্গন উপলক্ষে অনেক বিবাদ ভঞ্জন হয় একথা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? ইহা কি লাভের নহে? পূজার সময়ে সকলেরই ব্যয় হয়। যাঁহারা দুর্গোৎসব করেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই অধিকতর ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু যে উৎসব উপলক্ষে আগন্তুক ব্যক্তি মাত্রেই ভোজন করিতে পান, যে সময়ে দুঃখি লোকেরা উত্তম খাদ্যের মুখাবলোকন করে, সে উৎসবকে কপটবেশি বকধার্ম্মিকেরা অন্যায় বলিতে পারে, কিন্তু যিনি উদার নেত্রে সমুদায় দর্শন করেন, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা না থাকিলেও এই দানের অনুমোদন করিতে হয়। যে সময়ে দরিদ্রের পক্ষে লোকের অবারিত দ্বার সে সময় প্রার্থনীয় নহে, ইহা কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট লোকে বলিতে পারেন না।

উৎকর্ষকারীদিগের শেষ তর্ক এই, যে পূজার সময়ে নানাবিধ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান মিরার ও তদ্দলস্থ কোন কোন ব্রাহ্মের মত এই। সম্প্রতি উক্ত পত্র বলিয়াছেন "এই সময়ে যে কুসংস্কারজনিত উপধর্ম্ম ছদ্মতা ও ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হয় তাহাতে মন আত্যন্তিক দুঃখ ভোগ করে। নব্য বাঙ্গালিগণ আমোদের বিষ ত্যাগ করিয়া কি তাহার মধু পানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না?" দুর্গোৎসব সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত লোকদিগের দ্বারা হয় না। যাহারা এই উৎসবের প্রতি বিশ্বাস করে তাঁহারা সাধারণের সমক্ষে সুরাপান করা [illegible] থাকুক, এ সময়ে [illegible] প্রকার মাদক [illegible] তাঁহারা বাটীতে আনয়ন করিতে দেন না। [illegible] এই উপলক্ষে মাতালের দল আমোদ [illegible] লন। তাঁহারা সকল ছুটিই এই প্রকারে অ[illegible]

হিত করেন। খৃষ্টের জন্মতিথি ও মহরম উপলক্ষেও ঐরূপ আমোদ হয়। ব্রাহ্মগণ যে দিবস নগরকীর্ত্তন করেন গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত দিবস যাবতীয় কার্য্যালয় বন্ধ করিতেন মাতাল মহাশয়গণ সে দিবসও যথারীতি আমোদ করিতেন। এটী উৎসবের দোষ? না ব্যক্তি বিশেষ অবকাশ পাইলেই এই প্রকারে সময় অতিবাহিত করে? দুর্গোৎসব ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যের উৎসাহ দান করে এটী আমরা এই প্রথম শ্রবণ করিলাম। লিবার অবশ্যই ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত এই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অল্প ইউরোপীয় ইহাতে বিমোহিত হইবেন। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার একজন বড়দরের ব্রাহ্ম? তিনি কেশব বাবুর উত্তরাধিকারী, এই ব্যক্তি সম্প্রতি নব্য বঙ্গালিদিগকে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহারা এক হস্তে গোমাংস ও অপর হস্তে বিয়ারের বোতল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করেন। কিন্তু একজন সিবিলিয়ান তৎক্ষণাৎ বলিয়াছেন যে এই দোষারোপ সম্পূর্ণ অলীক। ব্রাহ্ম প্রধানেরা স্বদেশীয়দিগের এই প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যাহারা স্বদেশীয়দিগকে এই অনুগ্রহ করেন, দেশবাসিগণ তাঁহাদিগকে কোন নেত্রে দর্শন করিবেন, তাহা কি আমাদিগের বলিয়া দিতে হইবে? মিরার ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের অস্তিত্বলোপ এবং ব্রাহ্মমন্দির ভূমিসাৎ হইলেও দুর্গোৎসব থাকিবে। আমাদিগের জাতীয় আমোদ শীঘ্র যাইতেছে না,—যাওয়াও প্রার্থনীয় নহে। তবে পেচকেরা চীৎকার করিবে, বাটীর গৃহিণীরা এই অলক্ষণ সূচক পক্ষীর মুখবন্ধ করিবার উপায় জানেন। স, চ,

—০ঃ০ঃ০—

A সর জর্জ্জ কাম্বেল।

সর জর্জ্জ কাম্বেল যতদিন এদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, কল্পনার বেগবত্তা এবং কল্পকারিতার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা লোককে চমৎকৃত ও আন্দোলিত করিতে এক দিনের জন্য ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অকালে ভারত পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন, এখন লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য [illegible] করিবার অবসর পাইয়াছে। তাঁহার প্রিয় একটী অনুষ্ঠান তাঁহার উত্তরাধিকারীদ্বারা [illegible] হইতেছে দেখিয়া বঙ্গবাসী তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে এবং এই বঙ্গহিতৈষী স্বদেশে গিয়া কি করিতেছেন জানিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে। সার জর্জ্জ আমাদিগের নিকট বিদায় লইবার সময় বলিয়া যান তিনি ইংলণ্ডে গিয়া আমাদিগের হিতচিন্তা করিতে বিস্মৃত হইবেন না। তিনি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলে যখন স্থান লাভ করিয়াছেন, তখন এ অঙ্গীকার যে প্রতিপালন করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেখানকার পদ তাদৃশ উন্নত না হওয়াতে আমরা তাঁহার কার্য্য বিবরণ অবগত হইতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি অন্য প্রকারে আমাদিগের নিকট আত্মপরিচয় দান করিতে উদযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার লেখনী এবং প্রকাশ্য সভাস্থলে তাঁহার কণ্ঠ আমাদিগের জন্য পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছে। গত ৬ ই অক্টোবর গ্লাসগোর সামাজিক বিজ্ঞান সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ ও যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করাই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমাদিগের পাঠকগণের স্মরণ আছে, সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি সর জর্জ্জ কাম্বেলের ঐকান্তিক অনুরাগ, এইজন্য এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স আসোসিয়েসনের সভাপতিপদ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে এদেশের কল্যাণ সূচক একটী আকাশভেদী বক্তৃতা করেন। এখন তিনি গ্লাসগোর সামাজিক বিজ্ঞান সভার বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি হইয়াছেন এবং এখানে তাঁহার কার্য্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া সুসম্পন্ন করিতেছেন।

বিলাতে লোকদিগের স্বাধীনতাবৃদ্ধি হেতু ভৃত্য পাওয়া দুর্লভ হওয়াতে তিনি এদেশীয়দিগকে আদরের সহিত সেই পদে বরণ করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"ভারতবাসীরা আমাদিগের সহিত এক বংশোৎপন্ন বটে, কিন্তু তাহারা শারীরিক বল বিক্রমে হীনতর। যাহাহউক তাহাদিগের বেশ বুদ্ধি আছে এবং পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে তাহারা এদেশে আসিয়া সুস্থশরীর ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইউরোপের অপেক্ষা ভারতের শ্রমজীবীদিগের মূল্য অল্প, অতএব এখানে তাহাদিগকে অনায়াসে আনয়ন করা যাইতে পারে।"

ভারতবর্ষের শিল্প কার্য্যের উপযোগিতা বিষয়ে তাঁহার মত এইঃ—

"বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, ভারতবাসীরা এদেশীয়দিগের অপেক্ষা কলের কার্য্যে নিকৃষ্ট নহে। ডণ্ডী এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের শ্রমজীবীদিগের ন্যায় তাহাদিগের হস্ত সুনিপুণ, তাহাদিগের এ কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ, পুরুষ স্ত্রীলোক বালক সকলে আনন্দচিত্তে কার্য্য করে। ভারতবর্ষের শিল্পকার্য্যের পরিশ্রম এদেশের পরিশ্রমের সহিত ভয়ঙ্কর প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপলক্ষে তিনি বলেনঃ—

"কানাডা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষের হস্তে আমরা আত্মশাসনভার সমর্পণ করিতে পারি না। আমরা হয়ত কোন কালে সে দেশকে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য করিতে পারি, কিন্তু সে সময় এখন বহুদূরস্থ। একণে দেশীয়দিগের হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় মিউনিসিপালিটী ব্যতীত অন্যবিধ রাজ্য সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা যদি স্বদেশের এবং ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে চাই তবে তাহা এই যে বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতার সহিত ভারতবর্ষকে একাধিপত্য দ্বারা শাসন করিতে হইবে।"

তিনি এক সাধারণ উপকার সূত্রে স্বদেশ এবং ভারতবর্ষকে মিলিত করিতে চান, তাহার উপায় এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"যে দেশে যাহার আধিক্য, তাহা অবাধে অন্য দেশে প্রবাহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যাহাতে স্বাধীন বাণিজ্য চলে, তিনি তাহার সপক্ষ। ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং নিয়মিত অধিবাসীর প্রাচুর্য্য এবং উষ্ণদেশীয় সূর্য্যোত্তাপ ও বৃষ্টিপাতে তথাকার ভূমি অতি উর্ব্বরা, কিন্তু তথায় মূলধন, বিজ্ঞান এবং উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাব। শেষোক্ত তিনটী বিষয়ে অন্য কোন দেশ গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্য ও মনুষ্যের কায়িক শ্রম, যদি ব্রিটনীয় মূলধন, বিজ্ঞান কৌশল ও অধ্যক্ষতার সহিত সংমিলিত হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারে। ভারতবর্ষে এদেশীয় মূলধন সঞ্চারিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা প্রচুররূপে হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ শুনা যায়। সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ মূলধন যেরূপ যায়, ভারতবর্ষে সেরূপ যায় না। এ বিষয়ের সুবিধা বিধানার্থ যাহা আবশ্যক তাহা এইঃ—ভূমি সম্বন্ধীয় স্বত্বের উৎকৃষ্ট

জল ব্যবস্থা, বিচারের উৎকৃষ্টতর নিয়ম, কার্য্যাধ্যক্ষেরা অধিকতর সাধু হয়, এজন্য ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য নিয়মের সংশোধন, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য দেশে ইউরোপীয় অধিবাসের সুযোগ প্রদান, তাহা সুসাধ্য করিবার উপায় উপনিবেশীদিগের সন্তানগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে উৎকৃষ্টতর সামাজিক যোগ সংস্থাপন।

বক্তৃতাটী অতি সুদীর্ঘ, আমরা আবশ্যক বিবেচনায় তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাব মাত্র প্রকাশ করিলাম। সার জর্জ্জ এই বক্তৃতা দ্বারা একটী অনল্প আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ইংলিসম্যানের একজন লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—"সারজর্জ্জ কাম্বেলের মতে নিম্ন শ্রেণীর লোকে বিদ্যা শিক্ষা করাতে নীচ প্রবৃত্তিমূলক কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, হিন্দুস্থানে অসংখ্য লোক আছে, তাহাদিগকে বাটীর চাকররূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার প্লাসগোর বক্তৃতা পাঠের পর মোটে এই সংস্কার জন্মিল যে তাঁহার বিদ্যা ও ক্ষমতা যথেষ্ট আছে, দুঃখের বিষয় বিচার শক্তি, বিজ্ঞতা এবং সামান্য বুদ্ধি অংশে তিনি নিতান্ত হীন।" টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন "সার জর্জ্জের রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা ও ক্ষমতা অতি উচ্চ বলিয়া যাহাদের ভ্রম ছিল, এই বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক অতিরিক্ত ব্যয়ে ডুবাইয়া আপনার অক্ষমতা বুঝিয়াছেন, এখন লোকরঞ্জনার্থ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে স্কটলণ্ডে তাঁহার লাভ হইতে পারে, কমন্স হাউসে পদশূন্য হইলে তিনি সভ্য মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ভাল করিবার যদি কিছু ক্ষমতা থাকে, তদপেক্ষা মন্দ করিবার ক্ষমতা অধিক আছে। তাহার পক্ষে কৌন্সিলে থাকাই উপযুক্ত। কিন্তু অভীষ্ট সাধনের সুযোগ হইলে তাঁহার তিলার্দ্ধ তথায় থাকিবার ইচ্ছা নাই। লর্ড সালিসবরির দুরদৃষ্ট, এরূপ লোককে অবীনস্থ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

সার জর্জ্জ কাম্বেলের বক্তৃতার আর অধিক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাহাকে এদেশের লোকে অনেক দিন চিনিয়াছেন। তিনি এদেশের বন্ধু বটেন, কিন্তু জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয় "এরূপ বন্ধু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।" ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের জন্য এদেশীয়েরা অজ্ঞান হীনাবস্থ ও পশুর মত থাকিবে এবং ইংরাজেরা সকল বিষয়ে প্রধান থাকিয়া ইহাদিগকে শাসন করিবেন, এই শাসন আবার সম্পূর্ণ একাধিপত্যরূপ ধারণ করিবে, ইহাই তাঁহার মনোগত বাসনা। তিনি চান এদেশীয়দিগকে কুলী, মজুর, বাটীর ভৃত্য, ও কলের শ্রমজীবী করিয়া ইংরেজ প্রভুদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন, ইংলণ্ডের মূল ধন আনিয়া এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য সকল স্বদেশে লইয়া যাইবেন এবং ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর স্থান সকলে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করাইবেন, ইহা হইলে ভারতবাসীদিগের দুঃখ দৌর্ভাগ্যের অবধি থাকিবে না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে তাঁহার স্বজাতীয়েরাই তাঁহার অযুক্ত উক্তের প্রতিবাদ করিতেছেন এবং ভদ্র ইংরাজগণের মধ্যে তাঁহার ধাতুর লোক বড় অধিক নাই।

ভা সং

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। জে এফ, কে হেউইট সি, এস, কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

আর এচ এ বস কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

এচ, এ ডি ফিলিপস উড়িষ্যা বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর কিছু দিনের জন্য মাণিকগঞ্জ বিভাগের ভার পাইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত উক্ত বিভাগে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, স্যাবেজ রঙ্গপুর বিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী পুরীতে রহিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্বিস নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টের মেহরপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রমেশচন্দ্র দত্ত বনগাঁ বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর মারিণ্ডিন মধুবনী বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী নদীয়ার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

বাবু জগদ্বন্ধু গুপ্ত কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

১০ ই নবেম্বর। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ জে, মনরো।
লেফ্টেনণ্ট কর্ণেল ডবলিউ টি ফেগন।
জি ই ম্যানেস্তি।
বাবু মদনচন্দ্র সরকার।

কুমিল্লা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর অন্যতর সভ্য হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইলেন।

বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।
বিষ্ণুপুর মিডল ক্লাশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু হরিশ্চন্দ্র দাস।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। এচ, এ, ডি ফিলিপস যিনি উড়িষ্যা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৭ ই নবেম্বর। জে কার্ণিক যিনি গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ ই নবেম্বর। বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নড়াইলের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু নীলমণি নাগ কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের অন্তর্গত ভোটমারির মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিছু দিনের জন্য পাটনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৮ শ ভাগ। ২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৮ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ২৩ এ নবেম্বর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ দিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল উট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল উট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা, } বর্ণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট }

—০০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপ-
যোগী গ্রন্থ।

পুস্তক	মূল্য	ডাক মাশুল
[illegible] শিক্ষা	।০	/০
১ম [illegible] পাঠ	৵০	/০
২য় [illegible] পাঠ	৵০	/০

উক্ত [illegible] একত্র লইলে ডাকমাশুল [illegible] আনা লাগিবে। যিনি যে কোন গ্রন্থ যদি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। [illegible] রেলওয়ে সোণারপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার

আমরা পূর্ব্বে বারুইপুরের থানার অলঙ্কার চুরির যে সংবাদ লিখিয়াছিলাম, ২৫ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার আলিপুরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বীচ সাহেবের নিকটে তাহার বিচার হইয়া তাহের কনষ্টেবল ওয়াজেদ আলীর দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। প্রথম চোর থানের কনষ্টেবলের দোষ প্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ওয়াজেদ আলী মালসহ রেলওয়ের যাদবপুর ষ্টেষণে মাল সমেত ধরা পড়ে, সেই গোপালচন্দ্র দালালের উন্নত পদলাভ হইয়াছে। তাঁহার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু আমাদিগের এই একটু অসন্তোষ জন্মিতেছে যে তাঁহার বেতনের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি যে প্রকার চতুরতার সহিত চোর ধরিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পদোন্নতি বেতন বৃদ্ধি ও নগদ টাকা পুরস্কার এই তিনই হওয়া উচিত। যাহা হউক, আমরা ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সটলওয়ার্থ সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও যেন সাহেবের দৃষ্টি থাকে।

ভারতবর্ষের ভূমির কিরূপ বন্দো-
বস্ত হইলে ঠিক হয়।

ভূমি আফিমেন ও লবণ এই তিনটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান আয় স্থান। ইহার মধ্যে আবার ভূমি প্রধান। ভূমিতে ২০ কোটি টাকারও অধিক আয়। প্রধান আয় স্থান বলিয়া ভূমির উপরে অধিক করভার ন্যস্ত না হয় এবং ভূমি ভূস্বামিদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া না যায়, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন আছে। বোম্বাইতে পূর্ব্বে ভূমির যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ছিল। সম্প্রতি তাহার সংশোধন করিয়া মধ্যবিধ করে পুনরায় বন্দোবস্ত হইতেছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূস্বামিরা অপরিমিতব্যয়শীল। ব্যয়ের দোষে তাঁহারা সচরাচর অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উত্তমর্ণেরা ডিক্রী করিয়া তাঁহাদিগের তালুক বিক্রয় করিয়া লয়। এরূপে তালুক বিক্রয় না হয়, গবর্ণমেণ্ট হইতে সে চেষ্টা হইতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাংশে ভূমির সুচারু বন্দোবস্ত নাই, সেই হেতু সময়ে সময়ে ভূমিঘটিত নানা প্রকার অত্যাচার ও উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

কোন্ স্থানে ভূমির কিরূপ বন্দোবস্ত আছে, সে বিষয়টী অগ্রে পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। লার্ড করনওয়ালিস বঙ্গদেশে দশ বৎসরের নিয়মে বন্দোবস্ত করেন। উহা পিটের মন্ত্রিত্বকালে তাঁহার যত্নে চিরস্থায়ী বলিয়া পরিগৃহীত হয়। বারাণসী বিভাগেও ঐ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পঞ্জাবে গ্রামওয়ারী বন্দোবস্ত। এক এক গ্রামের দেয় খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৩০ বৎসরের নিয়মে ঐ বন্দোবস্ত করা হয়। মান্দ্রাজে জমীদারী রাইয়তী ও গ্রামওয়ারী এই তিন প্রকার বন্দোবস্তই আছে বোম্বাই ও বেরারে রাইয়তী বন্দোবস্তই প্রধান।

এখন কোন্ বন্দোবস্তের কি দোষ তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রজার সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই। প্রজারা জমীদারের ইচ্ছাধীন। জমীদারেরা ইচ্ছামত প্রজাদিগকে ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং ইচ্ছামত ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তন্মূলক নানাপ্রকার অত্যাচারও হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে

মৌরস স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা অল্পই আছে, অধিকাংশ প্রজারই ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ব নাই। জমীদার ঠিকা হারে জমী বিলি করিয়া থাকেন। সেই কারণে নানা প্রকার বাবের ও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন প্রকার স্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়া ভূমিতে প্রজার মমতা নাই। সুতরাং তাহারা ভূমির উন্নতি সাধনার্থ যত্ন করে না। জমীদারেরও ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন নাই। তাঁহার খাজনার সহিত সম্বন্ধ। খাজনা হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রথম যখন এই স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে করন্ওয়ালিসের সহিত শোর সাহেবের বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি অনুমান বলে এই কথা বলেন, জমীদার এক খাজনা লইয়া প্রজার উপরে নানা প্রকার উপদ্রব করিবেন। তাহাই ঘটিয়াছে।

তবে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাটী ভাল হয় নাই? উহা কি বঙ্গদেশের অনিষ্টের কারণ হইয়াছে? এ বন্দোবস্তটী ভাল হয় নাই, আমরা একথা বলি না। যে সময়ে এ বন্দোবস্ত করা হয়, সে সময়ে ইহার অতি উপাদেয় ফললাভ হইয়াছিল। লার্ড করন্ওয়ালিস আসিয়া দেখিলেন, রাজস্বের অতিশয় দুরবস্থা। উহার বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে। কর সংগ্রহের অতিশয় বিশৃঙ্খলা ছিল, তদ্বিষয়ে কাহারও যত্ন ছিল না। স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে ভূমির উন্নতি সাধন চেষ্টা না হউক রাজস্বের সংগ্রহ বিষয়ে জমীদারের যত্ন জন্মিল। সমুদায় সুশৃঙ্খল হইয়া আসিল, দেশও ক্রমে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিল। শোর সাহেব যে দোষ গুলি ঘটিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যদি তাহার প্রতীকার করিয়া এ বন্দোবস্ত করা হইত, বঙ্গদেশের যে কি অপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ হইত বলা যায় না। ঐ সকল দোষের প্রতীকারের উপায় নাই এমন নয়, যাঁহারা ঐ বন্দোবস্তের স্থায়িতা ও অস্থায়িতা লইয়া বিবাদে মাতিয়া উঠেন, তাঁহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত তৎকালে উপায়টী দেখিতে পান নাই। জমীদারকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তই সেই উপায়। প্রজার অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বাদ দিয়া ভূমিতে যে উপস্বত্ব হইবে, তাহার কিয়দংশ খাজনা আদায়ের বেতন স্বরূপ জমীদারকে দিয়া আর কিয়দংশ গবর্ণমেণ্ট লইয়া যদি প্রজার সহিত একটী স্থিরতর পাকা বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে জমীদারদিগের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ভূমিতে আমার বলিয়া প্রজার মমতা জন্মে, সুতরাং ভূমির উন্নতি সাধন বিষয়ে উহাদিগের প্রাণপণ চেষ্টা জন্মে ভূমির উন্নতি হইলে তন্মূলক বাণিজ্যেরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

রাইয়তী ও গ্রামওয়ারী বন্দোবস্তেরও অনেকগুলি দোষ আছে। প্রথম দোষ এই, ঐ বন্দোবস্ত স্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। ত্রিশ বৎসর অন্তর উহার পরিবর্ত্তের কথা আছে। সুতরাং উহাতে প্রজার মমতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় দোষ এই, খাজনা আদায় করিবার লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে না। তাহাদিগের প্রজার প্রতি মমতা থাকে না। নিম্নম ব্যক্তিদিগের অধিকতর নির্দ্দয় ভাবে প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের জমীদারেরা প্রজাপীড়ন করেন বটে, কিন্তু বন্দোবস্তের স্থায়িতানিবন্ধন প্রজার প্রতি তাঁহাদিগের মমতা আছে। প্রজারা বিপদে পড়িলে তাঁহারা ব্যস্ত হন এবং যথাসাধ্য সাহায্য দান করেন। কিন্তু গ্রামওয়ারী ও রাইয়তী বন্দোবস্তে প্রজারা সে সাহায্য লাভ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা উপরে যে বন্দোবস্তের কথা কহিলাম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পঞ্জাব মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি সকল স্থানেই ঐ একবিধ বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। তাহা করিলে আর গবর্ণমেণ্টকে ভূমিঘটিত উপদ্রবে বিব্রত হইতে হইবে না। দেশেরও অত্যধিক অভ্যুদয় লাভ হইবে। এই সঙ্গে আর দুটী বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এক, ঋণগ্রস্ত তালুকদারদিগের ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়, দায়াদগণ তালুক বিভাগ করিয়া না লইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত। দেশের মধ্যে কতক গুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন বংশ থাকা আবশ্যক। যে দেশে তাদৃশ লোক না থাকে, সে দেশ সৌভাগ্যশালী ও সভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ঋণের নিমিত্ত তালুক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও দায়াদগণের অংশ করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকিলে ঐ অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ঋণ পরিশোধের বিষয়ে এই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, উত্তমর্ণেরা ঋণের নিমিত্ত তালুক বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তালুকের উপস্বত্ব হইতে ঋণ পরিশোধ হইবে। তালুকদার উপস্বত্বের কিয়দংশ আপনার ন্যায্য খরচের নিমিত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ উত্তমর্ণকে দিবেন। তালুক বিভাগের বিষয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত, দায়াদগণ তালুক অংশ করিয়া লইতে পারিবেন না, তালুকের উপস্বত্ব ভোগী হইবেন এইমাত্র। তালুকের দান বিক্রয়াদির ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। তালুকের উন্নতির নিমিত্ত যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবে, উপস্বত্ব হইতেই তাহা সম্পাদিত হইবে, অবশিষ্ট যে উপস্বত্ব থাকিবে তাহাই দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইবেন। ঋণ পরিশোধের বিষয়ে বক্তব্য এই, তালুকদারেরা যদি স্বয়ং উত্তমর্ণদিগের সহিত

বন্দোবস্ত না করেন, গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া বন্দোবস্ত করাইয়া দিবেন। এরূপ হইলেই ভূমির বন্দোবস্তটী ঠিক হয় এবং সকল বিষয়ে মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই।

কয়েকটী প্রশ্ন।

এখানকার ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা নিথাসের মকদ্দমা লইয়া যে প্রকার তুমুল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদ পত্র টাইম্‌স বিচারপতিদিগের উপরে যে অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা একটী অপ্রকাশিত বাস্তবিক ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিতেছি, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নও করিতেছি, এবং এই অনুরোধ করিতেছি টাইম্‌স ও এখানকার ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা প্রশ্নগুলির যথোচিত মীমাংসা করুন এবং অপক্ষপাত চিত্তে বলুন, কাহার উপরে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত হয়। ঘটনাটী এই;—

যশোহরের একজন নীলকরের মাথু নামে (নামগুলি কল্পিত) একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী একদা নিমুর উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে। নিমু মাজিষ্ট্রেটের আদালতে গিয়া মাথুর নামে অভিযোগ করিল। নিমু কোন প্রকার তদ্বির না করাতে মকদ্দমা অমনি যবেস্থানে রহিয়া গেল। হাইকোর্টে মকদ্দমার নথী গেলে সেখানকার বিচারপতিরা নিমুর মকদ্দমার কোন প্রকার নিষ্পত্তি না দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটকে মকদ্দমা করিতে বলিলেন। মাজিষ্ট্রেট নিমুকে আনাইলেন। মকদ্দমার ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ওদিকে মাথু গোপনে নিমুকে ডাকাইয়া বলিল, তুমি মকদ্দমার ক্ষান্ত হও, তোমাকে ২০ টাকা দিব। নিমু ২০ টাকার লোভ পাইয়া রাজীনামা দিল। সে মকদ্দমার এইরূপে শেষ হইল। নিমু কয়েক দিন পরে সেই ২০ টাকা আনিতে গেল। মাথু সে বার তাহাকে গুরুতর প্রহার করিল। শরীরের অনেক স্থানে প্রহারের চিহ্ন হইল। নিমু এই নূতন মারপিটের আবার নূতন নালিশ করিল। সাহেবের কুঠিতে মারপিট হয়। সেখানে সাহেবের লোক ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সাহেবের লোকেরা সাহেবের বিপক্ষে বলিবে কেন? সুতরাং নিমুকে নূতন সাক্ষী সাজাইয়া লইয়া যাইতে হইল। ২০ টাকা আনিতে গিয়া সে যে মার খায়, কিসে কি হইবে এই ভয়ে সে কথা মুখে আনিল না। মাজিষ্ট্রেট একজন ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টরকে নীলকরের কুঠিতে মকদ্দমার তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। সে কয়েক দিন কুঠিতে বাস করিল এবং দিব্য আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া আসিয়া এই রিপোর্ট দিল, মারপিট সমুদায় মিথ্যা। নিমুর গায়ে মারের দাগ ছিল, এখন তাহার কি উপায় হয়, সুবুদ্ধি ইনস্পেক্টর তাহার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া রিপোর্ট মধ্যে লিখিলেন, নিমু অতি লম্পট স্বভাব, সে কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া মার খাইয়া আসিয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট এ হেতুবাদে ও এ রিপোর্টে তুষ্ট হইলেন না। মাথু যে নিমুকে প্রহার করিয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি উপস্থিত সাক্ষির জবানবন্দী লইয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন। মাথু অপরাধী ও তাহার কারা দণ্ড হইল।

এখন আমাদিগের প্রশ্নগুলি এই মাথু ও নিমু ইহার মধ্যে অধিক দোষী কে? মাথু নিমুকে প্রহার করিয়া প্রথম শান্তিভঙ্গ করিল, উৎকোচ দিবার অঙ্গীকার করিয়া কুপথে তাহার প্রবৃত্তি লওয়াইল, উৎকোচ দিয়া পুলিস ইনস্পেক্টরকে মিথ্যা রিপোর্ট করাইল এবং মকদ্দমার দিন অম্লান বদনে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রকৃত ঘটনার অপলাপ করিল। পক্ষান্তরে, আদালতে সাক্ষী না লইয়া গেলে মকদ্দমা হয় না, প্রকৃত সাক্ষী উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা নাই। নিমু অগত্যা মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া লইয়া গেল। ঘটনাটী সত্য বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি মাথুকে দায়ী করিলেন। আমাদিগের মূল প্রশ্ন এই, এরূপ স্থলে কাহার উপরে অসন্তোষ হওয়া উচিত? কাহার প্রতারণা মিথ্যাবাদিতা ও অন্যায়কারিতা অধিক প্রকাশ হইল? এখানকার ইংরাজী সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের কি এই মত, মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা মফস্বলে যে ইচ্ছা সেই অত্যাচার করুক, এদেশীয়েরা বোবা হইয়া তাহা সহ্য করুক এবং পিঠ পাতিয়া দিয়া মার খাকু। ঘটনাটী প্রকৃত, নিমুকে মারা হইয়াছে যথার্থ, দণ্ডটীও যথার্থ হইল। এরূপ স্থলে সাক্ষ্য মিথ্যা হইয়াছে বলিয়া কি মাজিষ্ট্রেটের উপরে অসন্তোষ হওয়া উচিত? আইনে প্রকারান্তরে মিথ্যা সাক্ষী সাজাইতে কহিতেছে। মাজিষ্ট্রেটের উপরে না হইয়া সেই আইনের উপরেই অসন্তোষ হওয়াই কি উচিত নয়? আমরা আইনের দোষ দিলাম বটে কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে কোন রূপে এরূপ বোধ হয় না যে, যে আইনে সদ্বিচারের প্রতিবন্ধকতা করিবে সে আইন অবশ্য পালনীয় হইবে। অবিচার না হয়, এই নিমিত্ত আইনের সৃষ্টি। যাঁহারা নিতান্ত সাহসহীন, তাঁহারা অবিচার হইতেছে মনে বুঝিতে পারিয়াও আইনের অক্ষরার্থ লইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্য বিষয়ে যথোচিত সাহস সম্পন্ন, যেটী যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন তাঁহারা তাহাই করেন; আইন পালন

হইল কি না হইল সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না। আমাদিগের শেষ প্রশ্ন এই যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অনুগত হইয়া এইরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাদৃশ ব্যক্তিরা সন্তোষের না অসন্তোষের ভাজন ?

জুয়াখেলা।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন। রাজ্যের যত কিছু উচ্চ কর্ম্ম এই তিন শ্রেণীরই হস্তগত ছিল। এই তিন শ্রেণী হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সৎক্রিয়ার যথাবিধি প্রতিপালন হইত। কাল বিপর্য্যয়ে বর্ণ বিপর্য্যয় হওয়াতে এখন আর সে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। তাহাদিগের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নূতন নূতন উচ্চ শ্রেণীর লোক হইয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন। দেশের যে কিছু উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ কাজ এই তিন শ্রেণীতেই নিবদ্ধ হইয়া আছে বলিলে হয়। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর মধ্যে এরূপও কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষা নাই, কোন প্রকার বিষয় কর্ম্ম নাই, উচ্চবংশজাত বলিয়া অভিমান বশতঃ মজুরি প্রভৃতি করাও নাই। তাহাদিগের অবকাশ যথেষ্ট। এরূপ লোকের অবসরকাল সচরাচর মাদক সেবন ও জুয়া খেলা প্রভৃতি অনার্য্য কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ঐ ব্যসনাসক্তি কেবল যে উহাদিগেরই বিনাশের কারণ হয় এরূপ নয় সময়ে সময়ে প্রতিবেশিগণেরও বিপদের কারণ হইয়া থাকে। আমাদিগের বাসগ্রামের সন্নিহিত হরিনাভি, রাজপুর প্রভৃতি গ্রামে অন্যতর ব্যসন জুয়াখেলার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি। আমরা কয়েকবার উহার উন্মূলন চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু এ অঞ্চলে জুয়া খেলা নিবারণের আইন প্রচলিত না থাকাতে আমাদিগের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি এ অঞ্চলে জুয়াখেলা নিবারণের আইন (১৮৬৭ অব্দের ২ আইন) প্রচলিত হইয়াছে।

আইন ত প্রচলিত হইল, কিন্তু ইহার ফল পুলিস কর্ম্মচারিদিগের হস্তগত। তাঁহারা যদি মন দেন, তবেই ইহার নিবারণ হইবে, অন্যথা "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" আইন না হইয়াও যে ফল হইয়াও সেই ফল। আমরা সোণাপুর প্রভৃতির থানার সব ইনস্পেক্টরদিগকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন জুয়াখেলার নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হন। যত্নবান হইলে কেবল যে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে এরূপ নয়, তাঁহারা এ প্রদেশের হিতকারী বলিয়া যশোভাগী হইতে পারিবেন।

মফস্বলের প্রজা ইউরোপীয় ও গবর্ণমেণ্ট।

এক দুরন্ত ব্যাঘ্র গ্রাস করিবার অভিলাষ করিয়া একটী নিরীহ মেষকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে, এক দয়ালু শীকারী পুরুষ বন্দুকে গুলি পুরিয়া মেষের রক্ষার্থ তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ব্যাঘ্র শীকারির ভয়ে মেষকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না, লোভ প্রযুক্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়াও যাইতে পারিতেছে না। যদি কোন গুনিপুণ চিত্রকর এইরূপ একটী ছবি আঁকিয়া সোমপ্রকাশ পাঠকগণের সম্মুখে উপনীত করেন, তাহা হইলে পাঠকগণ "মফস্বলের প্রজা ইউরোপীয় ও গবর্ণমেণ্ট" এই শীর্ষকাঙ্কিত আমাদিগের এই প্রস্তাবটীর তাৎপর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের মফস্বলের প্রজারা মেষ সদৃশ নিরীহ, দুরন্ত ব্যাঘ্র তুল্য তত্রত্য ইউরোপীয়েরা তাহাদিগের সংহারে উদ্যত হইয়াছে এবং দয়ালু গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্নবান হইয়াছেন। আমরা অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এরূপ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম কেন? বোধ হয় পাঠকগণ এতক্ষণ মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্ফুটবাদী হইতে হইল।

কিছু দিন হইল, আসামের চাকেজে একজন কুলি হত্যা হয়। ডিবেঞ্জকে হত্যাকারী বলিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের অগ্রে উপনীত করা হইয়াছিল। জুরির বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় পাঠকগণ এ সংবাদগুলি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ডিবেঞ্জের মুক্তিলাভের পর লাণ্ড হোলডার্স সভা এই ভাবে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করেন, পুলিস অকারণ ডিবেঞ্জকে কষ্ট দিলেন কেন? সে বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। বোধ হয়, এ সংবাদটীও পাঠকগণের স্মৃতিপথে মুদ্রিত আছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঐ আবেদনের এই উত্তর দান করিয়াছেন, আসাম এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীন নয়, চিফ কমিশনরের অধীনস্থ হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, চিফ কমিশনরই ঐ অনুসন্ধানের অধিকারী, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অধিকারী নহেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যেন আপাততঃ ঘোড়ার আপদ বালাই বানরের ঘাড়ে চাপাইলেন, কিন্তু লাণ্ড হোলডার্স সভা ছাড়িবার পাত্র নন, কমিশনরকে ধরিয়া আবার টানাটানি আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পার পাইতেছেন না, তাঁহাকে আবার আবর্ত্তে পড়িতে

হইবে। অতএব টালমটাল করিয়া না কাটাইয়া গবর্ণমেন্টের একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন না করিলে গবর্ণমেন্ট নিস্তার পাইতেছেন না। সে নির্দ্দিষ্ট নীতি এই, ইউরোপীয় বলিয়া গবর্ণমেন্টের আজিও যে একটু টান আছে তাহা পরিত্যাগ করুন, এবং লাণ্ড হোলডার্স সভাকে স্পষ্টাক্ষরে বলুন, গবর্ণমেন্ট অতঃপর মফস্বলবাসী ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয়কেই সম ভাবে সমচক্ষে দর্শন করিবেন। এদেশীয়ের যে আদালতে বিচার হয়, ইউরোপীয়েরও সেই আদালতে বিচার হইবে। এদেশীয়ের যেমন আদালত ও ইউরোপীয়ের হাইকোর্ট এ প্রভেদ থাকিবে না। পুলিষ এদেশীয়ের অপরাধের যেরূপ অনুসন্ধান করেন, ইউরোপীয়ের অপরাধেরও সেইরূপ অনুসন্ধান করিবেন। পুলিষ এদেশীয়ের অপরাধের অনুসন্ধানকালে অত্যাচার করিলে যেমন তাহার বিচার হয়, ইউরোপীয়ের বেলাও ঐরূপ বিচার হইবে, কিন্তু যেখানে এরূপ দেখা যাইবে পুলিষ কেবল নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কোন প্রকার অত্যাচার করেন নাই, সেখানে গবর্ণমেন্ট তাহার কার্য্যের অনুসন্ধান করিবেন না। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ফিবেকেন্সের বিষয়ে পুলিষ আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কাবড়ার পুলিষ যেরূপ নিরপরাধ ঈশ্বর নাপিতকে হত্যাকারী বলিয়া সাজাইয়াছিলেন, এস্থলে সেরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা [illegible] একজন পুলিষ কর্ম্মচা- [illegible] ঘটনা হয়, এখানে [illegible] সম্ভাবনা কি? [illegible] পুলিষ হত্যাকারী [illegible] পারিলে দোষী হন, অএতব আপনার দোষ ক্ষালনার্থ ফিবেকেন্সের স্কন্ধে দোষক্ষেপ করিয়াছেন। তাহা সম্ভাবিত নহে। পুলিষ বাস্তবিক অপরাধী ইউরোপীয়কেই দোষী করিতে সাহসী হন না, আর যার গায়ে কোন প্রকার গন্ধ নাই, তাহাকে দোষী করিতে কি সাহস হয়? পুলিষ যথার্থ দোষী বোধ করিয়াই ফিবেকেন্সকে অপরাধী করিয়াছিলেন, জুরির বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন, তাহাতে পুলিষের অপরাধ কি? আমরা সহজে এই বুঝিতে পারি পুলিষের সে চেষ্টা হইলে অপর একজন কুলিকেই হত্যাকারী বলিয়া সাজাইয়া লইতেন, কখন সাদার গাছে গা ঘষিতে যাইতেন না। তবে কি জুরির বিচার অন্যায় হইয়াছে? জুরির বিচার অন্যায় কি ন্যায় হইয়াছে, ফিবেকেন্স বাস্তবিক দোষী কি নির্দ্দোষ আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই, সে বিচারের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। লাণ্ড হোলডার্স সভা যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারই গুণ দোষ বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত।

ফিবেকেন্স নিরপরাধ, পুলিষ অত্যাচার করিয়া [illegible] এই কারণে [illegible] সভা ফিবেকেন্সের পক্ষ [illegible] গবর্ণমেন্টকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহাই কি সভার এ বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতু? না, আর কোন নিগূঢ় কারণ আছে? যদি প্রথমোক্ত হেতুটীই বাস্তবিক হেতু হয় অত্যাচারকারী পুলিষকর্ম্মচারির নামে আদালতে অভিযোগ করিলেন, না কেন? তাহা হইলেই ত সহজে ফিবেকেন্সের ক্ষতি পূরণ হইয়া আসিত। সভা তাহা না করিয়া যখন গবর্ণমেন্টকে অনুসন্ধান করাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের একটী গূঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় সে অভিপ্রায় এই, গবর্ণমেন্ট যদি ধূম ধাম করেন, তাহা হইলে পুলিষ কর্ম্মচারীরা ভীত হইবেন। ইউরোপীয়দিগকে যথার্থ অপরাধী বলিয়া জানিতে পারিলেও আর সেদিকে যাইবেন না। তাহা হইলেই ইউরোপীয়দিগের মফস্বলে একাধিপত্য হয়। পুলিষের আর উচ্চ বাচ্য করিবার যো থাকে না। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করেন। প্রজাদিগেরও ঘাড় মুড় নাড়িবার পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি এইটী বাস্তবিক লাণ্ড হোলডার্স সভার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ত তাঁহারা "টাইরেন্ট" (অত্যাচারী) হইয়া উঠিলেন। প্রাচীন ও ইদানীন্তন উভয় কালেই সকলদেশে কতকগুলি করিয়া টাইরেন্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহারা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারেন নাই। জগদীশ্বরের এমন নিয়ম নয় যে কেহ অত্যাচারী হইয়া সংসারের সকলকে অসুখী করিয়া অধিক দিন নিশ্চিন্ত মনে ক্ষেপণ করিতে পারে। এক একটী সূত্র হয়া সমুদায় অত্যাচারির সংহার হইয়াছে। এদেশীয়দিগকে দমনে রাখিয়া মফস্বলের ইউরোপীয়দিগের একাধিপত্য করিবার যদি বাস্তবিক মানস হইয়া থাকে, তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা কোন ক্রমেই পূর্ণ হইবে না। এক একটী অচিন্তনীয় হেতু ঘটিয়া উঠিবে, প্রজারা ক্রমে সাহসী হইবে, গবর্ণমেন্টকেও স্বজাতি স্নেহ ছেদন করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রজা রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদিগের ইউরোপীয় পাঠকগণ যখন এই প্রস্তাবটী পাঠ করিবেন, মনে করিবেন, আমরা ইউরোপীয়দিগের উপরে বিদ্বেষ পরবশ হইয়া এইরূপ প্রস্তাব লিখিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। এদেশীয়দিগের সহিত যাহাদিগের

স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, আমরা মফস্বলবাসী সেই ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত সর্ব্বদা শুনিতে পাই, যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, আমাদিগের সেই চেষ্টা। সেই কারণে আমরা গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিয়া থাকি। গবর্ণমেণ্টের কৃত আইন ও গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত বিচারপতিগণের তুলাদণ্ডতা ও সমদর্শিতা ব্যতিরেকে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

—◆—

আমীর সিয়াব আলী যাকুব খাঁ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সমাচার পত্র সম্পাদকেরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যাকুব খাঁর সহিত কাবুলের আমীর সিরারআলীর মিলন সংবাদ লইয়া মহাব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা প্রতিদিনই এতৎসংক্রান্ত এক একটি নূতন সংবাদ পাইতে লাগিলাম। আজি শুনিলাম সিরারআলী যাকুব খাঁর নিকটে উভয়ের মিলন প্রস্তাব করিয়াছেন, কালি শুনিলাম, যাকুব খাঁ তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। ত... পর স বাদ আইল, যাকুব খাঁ কাবুলে উপনীত হইয়াছেন, আমীর তাঁহার প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রদর্শন ও নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন। পিতা পুত্রে সদ্ভাব হইবে শুনিয়া এক একবার আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মিয়াছে বটে কিন্তু আমরা বরাবর সসংশয় হৃদয়ে সংবাদগুলি পাঠ করিয়াছি। যাকুব খাঁর এত অবাধ্যতার পর আমীর যে এত সরল হইবেন, সেবিষয়ে আমাদিগের অতিশয় সন্দেহ ছিল। ইংলিসম্যান শুক্রবার তারে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছে। তারের সংবাদটী এই, আমীর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যাকুব খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। আমরা যখন এই সংবাদটী পাঠ করিলাম, আমাদিগের মনে বিস্ময়ের তাদৃশ আবির্ভাব হইল না। ই তহাসে পাঠ করিয়া ও কার্য্য দেখিয়া মুসলমানদিগের বিষয়ে আমাদিগের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, এটী তাহার বিপরীত ঘটনা নহে। মুসলমানদিগের পিতাপুত্রের পরস্পর একপ ব্যবহার নূতন নয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে নিরাস করা কাবুলে নূতনও হইতেছে দোস্ত মহম্মদ স্বয়ংই জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া আমীর সিয়ার আলিকে রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান আমীরও যাকুবকে পরিত্যাগ করিয়া আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

আমীর যাকুবকে পরিত্যাগ করিয়া আবদুল্লাকে রাজ্যাধিকারী করিতেছেন, এ কার্য্যটী উচিত হইতেছে কি না তাহার বিচার করা আমাদিগের পক্ষে সুবিধার নয়। যাকুব অপদার্থ ও রাজ্যরক্ষায় অশক্ত, আবদুল্লা উপযুক্ত, এই বলিয়া আমীর যাকুবকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত ও আবদুল্লাকে রাজ্যে অধিকৃত করিতেছেন, অথবা আমীর আবদুল্লার মাতাকে অধিক ভাল বাসেন উঁহার অনুরোধে এই কাজ করিতেছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। অবগত হইলেও আমাদিগের যেরূপ সংস্কার তাহাতে ঐ কার্য্যটী বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা সকল বিষয়েই সমুদায় পুত্রের সমাংশিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু রাজ্যের বিষয়ে জ্যেষ্ঠাধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকেরা স্বেচ্ছানুসারে এ শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয় না। রাজা দশরথ কেকয়ীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভরত তাহা গ্রহণ করেন নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে সে রামও নাই সে ভরতও নাই। মুসলমানেরা রাজ্যের নিমিত্ত ভ্রাতার প্রাণবধ ও ভ্রাতার চক্ষুঃ উৎপাটন প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা রাজ্য সম্বন্ধে যে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার যুক্তিসিদ্ধ একটী কারণ আছে নৈসর্গিক সংস্কার এই রাজ্যে জ্যেষ্ঠেরই যেন জ্যেষ্ঠের অধিকার হয়। একপ স্থলে জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিতে গেলেই তাহার মনঃ ক্ষোভ হয়। সে অল্পে ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সেই অগ্নি প্রবল হইয়া রাজ্যকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। এই কারণে আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিতে গেলে যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়, যাকুব খাঁ ও আমীরের ব্যবহারে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে।

আমাদিগের দেশে একটী চির প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে "শনিবারের মড়া দোসর চায়।" আমীর নিজে ত বিপদে পড়িতেছেন, আবার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকেও টান পাড়িয়াছেন। প্রথম, তারে এই সংবাদ আইসে, লার্ড নর্থব্রুকের প্ররোচনায় যাকুব খাঁ কাবুলে যান। তাহার পর আবার সংবাদ আসিয়াছে, "লার্ড নর্থব্রুকের প্ররোচনা" এই যে বাক্যটি লেখা হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ পাকা লোক, রাজনীতিজ্ঞতা বিষয়ে তাঁহার যে প্রকার দক্ষতা আছে, তিনি যে এ বিষয়ে লিপ্ত হইয়া কাঁচা কাজ করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। প্রথম সংবাদ পাঠ কালেই আমাদিগের এ বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু কথা এই, একপ জনরব উঠে কেন? "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।" এই একটী পাকা কথা আছে। বোধ হয় এ প্রকার জনরব উঠিবার কোন হেতু আছে এখনও তাহা প্রকাশ হয় নাই। আমাদিগের বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ দোষ দূষিত রাজনীতিই ইহার মূল।

ভারতবর্ষ রুশিয়ার এক লক্ষ্য হইয়াছে। কাবুলের আমীর অন্তরায় স্বরূপ মধ্য স্থলে থাকিলে রুশিয়া সহসা ভারতবর্ষের সীমা প্রদেশে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না। সেই ভাবিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমীরের রক্ষার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু গৃহ বিবাদের নিষ্পত্তি না হইলে আমীরের রক্ষা নাই। তাহাতেই লোকে অনুমান করে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুলের গৃহ বিবাদের শেষ নিবারণ নিমিত্ত উহার আভ্যন্তরীণ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তন্মূলক

বৃষ্টি হওয়াতে শ্রীহট্ট গোয়ালপাড়া এবং আসামের অন্যান্য স্থানের শস্যের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে। কেবল গারো পর্ব্বতের তুলায় কতক ক্ষতি হইয়াছে।

কিছুদিন হইল বোম্বাইর মুসলমানদিগের সহিত তত্রত্য পারসিদিগের যে ঘোরতর দাঙ্গা হয়, সে সময় বোম্বাই গেজেট পারসিদিগের অনেক সহায়তা করেন, সেই উপকার স্মরণ করিয়া তত্রত্য পারসিরা উক্ত সম্পাদককে দিবার জন্য ১০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন, আর ১০ হাজার টাকা তুলিবেন চেষ্টায় আছেন। পারসিরা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, দরভাঙ্গা রেলওয়ে করা অনর্থক হইয়াছে, কারণ ইহাতে যদিও অনেক শস্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু গরুর গাড়ি এবং নৌকায় করিয়া তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক শস্য লইয়া যাইতে পারা যাইত, এবং তাহাতে নিতান্ত বিলম্বও হইত না। যদি লাভ না হয় রেলওয়ে কোম্পানি আপনা আপনিই হাত গুটাইবেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমীর সিয়ার আলী তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যাবতীয় পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কারণ সেদিনকার ভূমিকম্পে অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল ১৫ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রি দুইটা ৪৫ মিনিটের সময় বকিঙহাম প্যালেসে ডিউক অব এডিনবরার সহধর্ম্মিণী এক রাজপুত্র প্রসব করেন। লোকে সচরাচর পুত্র কন্যা প্রসব করে, ইনি রাজপুত্র প্রসব করিয়াছেন। কোনটের বর্ত্তমান ডিউক আর্থর আলবার্টের জন্মকালে ডিউক অব ওএলিঙটন রাজকীয় ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্র, না কন্যা হইয়াছে" ধাত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "রাজপুত্র হইয়াছে। ডিউক ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। আমাদের এদেশীয় কোন পুর্ব্বকার ধনি বংশীয় একটী স্ত্রীলোক তিন চারিটী সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার প্রধান প্রধান রাজপদে অধিষ্ঠিত হন, একদা তাঁহার গর্ভাবস্থায় কোন সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার তিনি কি সন্তান প্রসব করিবেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "এবার একটী ছোট খাট দেওয়ান প্রসব করিব।" আমাদিগের রাজ্ঞীবধূ তেমনি একটী "রাজপুত্র" প্রসব করিয়াছেন

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বৈঠকখানায় এক মজলিস হইয়া অধ্যাপক মৌলা বক্সের সঙ্গীত হয়। কলিকাতার প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক ইউরোপীয় উপস্থিত হন, মৌলাবক্সের সঙ্গীত, তাঁহার বীণা বিশেষতঃ জলতরঙ্গ বাদন শ্রবণে সকলেই যার পর নাই সন্তোষ লাভ করেন। রাজা যতীন্দ্র মোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সৌজন্য দর্শনেও দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে অতিশয় দুঃখিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিনিয়র গবর্ণমেন্ট প্লীডার বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সিপাহি বিদ্রোহের সময় আলাহাবাদে মুন্সেফ ছিলেন। ইনি সেই বিদ্রোহকালে যেরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অনেক ইংরাজ আফিসরেও দৃষ্ট হয় না। এই জন্য ইনি "যোদ্ধা মুন্সেফ" এই উপাধি পান। তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গোরক্ষপুরে ইহাকে একটী জায়গীর প্রদান করেন। ইনি যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সাহসিক তেমনি অমায়িক স্বভাব সরল ও সদালাপী ছিলেন। তৎকালের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক টাউনসেণ্ড সাহেব ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "আমরা প্রয়োজন হইলেই বাঙ্গালিদিগকে ধমকাইতে ছাড়ি না। কিন্তু ভারতবর্ষে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি যদি কোন জাতি থাকে সে জাতি বাঙ্গালি। একজন অতিভীত স্বভাব সামান্য কায়স্থকে লইয়া সামান্য ক্ষমতা দিয়া তাহাকে ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রেরণ কর, সে যদি কি পঞ্জাবী কি শিখ কি মহারাষ্ট্রীয় কি হিন্দুস্থানী সকলকেই এতদূর বশীভূত করিতে না পারে যে তাঁহারা তাহার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে সে প্রকৃত বাঙ্গালি নহে।"

এবার বোম্বাইয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থির সংখ্যা ১১১৫ হইয়াছে।

২ রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের পবলিকওয়ার্কের জন্য যে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের কথা হয়, শুনা যাইতেছে, ইংলণ্ডের রেলওয়ে সমূহের ইনস্পেক্টর কাপ্তেন টাইলার আর, ই, সেই পদে মনোনীত হইতেছেন।

৭ ই নবেম্বর লার্ড ও লেডি নর্থব্রুক উতকামণ্ড হইতে প্রত্যাগমন যাত্রা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের লোক দিগের বড় ভাগ্য তাঁহারা বড় আমুদে শাসন কর্ত্তা পাইয়াছেন।

১২ ই নবেম্বর পেশোয়ার হইতে এই টেলিগ্রাম আসিয়াছে "আমীরের সহিত যাকুব খাঁর সদ্ভাবের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য। যাকুব এক্ষণে কাবুলে আছেন। আমীর তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন। কিরূপে এই সদ্ভাব হইল তাহা জানা যায় নাই। যাকুব খাঁ আমীরের উত্তরাধিকারী হইলেন বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণা করা হয় নাই। যতদিন সে ঘোষণা না হইতেছে, ততদিন এ সদ্ভাব বদ্ধমূল হইবে বলিয়া প্রত্যয় জন্মিতেছে না।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের অধীনে এত দিন [illegible] একটী পদ ছিল। [illegible] সাহেব ঐ পদে ছিলেন। এক্ষণে এদেশে [illegible] বিলক্ষণ উন্নতি হওয়ায় ঐ পদটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। [illegible] হয়, গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা [illegible] যায়, কিন্তু [illegible] অনেক স্থলে [illegible] হয়।

একদিকে নানা [illegible] গোলযোগ করা হইতেছে, ওদিকে [illegible] তাঁহার মৃত্যু [illegible] এমন একজন সাক্ষী উপস্থিত। দিল্লী গেজেটে এক পত্র প্রকা-

শিত হইয়াছে, উহাতে লিখিত হইয়াছে, নানা সাহেব যখন কানপুরের হত্যা কাণ্ডের পর প্রস্থান করেন, তাঁহার সহিত অনেক গুলি সহচর ছিল, সিটরাত সিং নামক এক ব্যক্তি ঐ সঙ্গে ছিল। এক বৎসর গত হইল আজিমগড়ে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঐ ব্যক্তি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে বলে, নেপালের জঙ্গল মধ্যে "টেরাই জ্বরে" নানা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। সে নিজে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া আসিয়াছে যাহা হউক সিন্ধিয়ার সম্মানার্থ দুটী তোপ বৃদ্ধির জন্য যেন এক জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলান না হয়। হিন্দুপেট্রিয়ট যথার্থ বলিয়াছেন, এটী ক্রমে তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিল।

গত শুক্রবার কুক কোম্পানির আফিসের রিচার্ড গ্রেসার নামক একটী কর্মচারীর আশ্চর্য্যরূপে মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি যথা নিয়ম গিয়া কাজ করিতেছিল, হঠাৎ পীড়া বোধ হইল, এক গ্লাস জল চাহিল কিন্তু জল দিবার পুর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইল। এ ব্যক্তির যক্ষ্মা রোগ ছিল।

সাপ্তাহিক সমাচার তাঁহার কোন পাঠকের নিকট হইতে এই সংবাদটী সংগ্রহ করিয়াছেন "হরিনাভি নিবাসী উপবীতধারী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দেব গত বুধবার ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতিমা করিয়া সমারোহে পূজা করিয়াছেন। উহার কুল পুরোহিত ও উক্ত গ্রামবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।" আমরাও এ সংবাদ শুনিয়াছি। যাহা হউক, উমেশ বাবু যমকে ফাঁকি দিলেন দেখিতেছি। তিনি কায়স্থ হইয়া পৈতা গলায় দিয়াছেন, যম দূত আসিয়া তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিবেক না। যম ও চিত্রগুপ্ত পূজা পাইয়া প্রসন্ন হইলেন তাঁহারা আর গা ঘামাইয়া [illegible] অনুসন্ধান করিবেন না।

[illegible] বাবুরা নাকি এবার তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএর এক সংবাদপত্র বলেন, ইহাতে অনেক ব্রাহ্ম চাঁদা দিয়াছেন। কেশব বাবুর এত বক্তৃতা কি ভস্মে ঘি ঢালা হইল ?

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিলাতে এক স্থানে বক্তৃতা কালে বলেন, ব্রাহ্মগণ হইতে ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে তত্রত্য অনেক সংবাদ পত্র বলেন, তাহা কিরূপে সম্ভবে ১৮৩০ অব্দে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হয়, কিন্তু ১৮২৯ অব্দে সহমরণ প্রথা উঠিয়া যায়। মিরর ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন, তাহাতেই ইহা ব্রাহ্ম কীর্ত্তি বলা যায়।" আমাদিগের মতে কিন্তু আদিশূরই প্রকৃতপক্ষে এই যশোভাগী হইতে পারেন, ব্রাহ্মদের ইহাতে তত অধিকার নাই; কারণ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, রামমোহন রায় সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতর বংশ সম্ভূত, সেই রামমোহন রায় সাহায্য করিয়া সহমরণ তুলিয়া দেন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, সহমরণ প্রথার উন্মূলন জন্য যশ ব্রাহ্মগণের, না আদিশূরের, কাহার পাওয়া উচিত হয়। আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ না আনিলে আর রামমোহন রায়ের জন্ম হইত না। দুঃখের বিষয় এই কেশবগণ নিজের কিছু কীর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া অবশেষে পরের কীর্ত্তি লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন।

আশাণ্টি যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয় তাহার ৮০ লক্ষ টাকা গত বর্ষের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে, অবশিষ্ট টাকা এ বৎসরের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইবে। ইহাতেই রক্ষা হইতেছে না, আবার ডফ্লা যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে।

আমরা অনেক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক দেখিয়াছি, ইংলিসম্যান সম্পাদকের ন্যায় ভারতদ্বেষী সম্পাদক কিন্তু দেখি নাই, ইহার মুখে আমরা কখন বাঙ্গালির খাটি প্রশংসা শুনিলাম না। বাবু দিগম্বর মিত্রের কলিকাতার শেরিফের পদে মনোনীত হওয়া সম্বন্ধে উক্ত সম্পাদক দেশবিখ্যাত সর্ব্বজন পরিচিত দিগম্বর বাবুর অপ্রশংসা করিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু উহার মধ্যে আবার একটু লিখিবার ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, লিখিয়াছেন "এ পদ এদেশীয়দিগকে দেওয়া উচিত, যদি এটী স্বীকার করা যায় তবে দিগম্বর বাবুকে দেওয়া উত্তম হইয়াছে।" "যদি এটী স্বীকার করা যায়" এক কথাতেই উঁহার এদেশীয়দিগের প্রতি কেমন স্নেহ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

৩ রা অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত সোমবার সর পি ওডহাউস স্বগণ সহিত পুনা হইতে বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত সোমবার কলিকাতা হাইকোর্ট খুলিয়াছে।।

মান্দ্রাজের কৃষ্ণাপ্রদেশের যে সকল লোক জল প্লাবন নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে খাদ্যাদি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য তত্রত্য কালেক্টরকে লিখিয়াছেন।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, ব্রিটিশ সীমার অতি নিকটে নেপালের মধ্যে ইলাম নামক স্থানে একটী বৃহৎ শিক্ষা শিবির স্থাপিত হইয়াছে। নেপালীয়েরা বলিতেছে আগামী বর্ষে ভূটান আক্রমণ করা হইবে।

পিয়নিয়র গৌহাটী হইতে ১৩ ই নবেম্বর টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, জেনরল ষ্টাফোর্ড সসৈন্যে নারায়ণপুর যাত্রা করিতেছেন। গত কল্য কলিকাতা হইতে দুই খানি ষ্টীমার সৈন্য সহিত ছাড়িয়াছে।

গাজিপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবৎসর বারাণসী বিভাগে ৪৯০০০ মণ অহিফেন জন্মিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ১৬০০০ মণ অহিফেন অধিক জন্মিয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, রাউল পিণ্ডির একজন মেডিকাল আফিসর সুরাপানে মত্ত হইয়া রোগী দেখিতেন এবং কোন কোন রোগীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারও করিতেন, এ নিমিত্ত উঁহার বিচার হই-

তেছে। চিকিৎসক ও পুরোহিত অসৎ হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

যাকুব খাঁ আমীরের নিকট উপনীত হইলে আমীর তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া অনেক ক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। পরে তিনি অন্তঃপুরে গমন করেন। ২ রা নবেম্বর রাত্রিতে আমীর তাঁহাকে নিজ শয্যাগৃহে ডাকিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথন করেন। সর্দ্দার আবদুল্লা জানের মাতা ভিন্ন সে স্থলে আর কেহ উপস্থিত ছিল না।

৭ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৬ লোকের মৃত্যু হয়, এবার ২৯ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ জনের ওলাউঠায় ১২১ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ এ নবেম্বর হাবড়ায় যে সেসিয়ন বসিবে, তাহাতে বিচার করিবার জন্য জে, ওকিনিলি হুগলী সেসিয়ন বিভাগের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত পদ্মকোটা রাজ্যের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ত্রিচিনপলির কালেক্টর এবং তত্রত্য পোলিটিকাল এজেণ্টকে লিখিয়াছেন তাঁহারা দুই তিন মাস তথায় থাকিয়া ঐ রাজ্যের শাসন কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তদ্বিষয় [illegible] দেশীয় রাজারা সকলেই কি [illegible] মুড়াইয়াছেন ?

কলিকাতায় আজি কালি [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলিকাতা [illegible], মালেরিয়ার কি সেখানেও অধিষ্ঠান হইল ?

শুনা যাইতেছে, আপাততঃ গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া গমনাগমন জন্য মাসুল লওয়া হইবে না।

গত শুক্রবার রাত্রিতে জানবাজার ষ্ট্রীটের নিকট টমাস স্কট নামক এক ব্যক্তি (এ ব্যক্তি এক্ষণে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নুর মহম্মদ নাম লইয়াছে) একজন খালাসিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে।

রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে যে আগুন লাগিয়াছিল, আজিও তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই। বহুদূর হইতে অগ্নি শিখা দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে খনির উপরিস্থ ভূমি অকস্মাৎ ভূগর্ভে পতিত হইতেছে।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দুটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামক দুটী বালক প্রশ্ন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে পোষ্ট আফিসের একজন সাহেব কর্ম্মচারিকে উৎকোচ দিবার চেষ্টা করে. তাহারা সাহেবকে বলে ১০ টাকা নগদ দিবে এবং ৪৯০ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিবে। উক্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া এবিষয় তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর গোচর করেন। এ বিষয় পুলিশে জানাইয়া রাখা হয়। যখন উক্ত বালক দুটী প্রশ্ন লইবার আশায় পোষ্ট আফিসে গমন করিয়া টাকা দেয় সেই সময় পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইহারা এক্ষণে হাজতে আছে, মাজিষ্ট্রেট ইহাদিগের জামীন লন নাই। উক্ত বালক দুটীই সাউথ সুবরবান স্কুলের ছাত্র বলিয়া ইংলিসম্যানে লিখিত হয়, কিন্তু উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উক্ত স্কুলের ছাত্র বটে কারণচন্দ্রকে তিনি জানেন না। যেমন রোগ তাহার উপযুক্ত ঔষধ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যদি একরূপ ঔষধ প্রয়োগ হয়, এ রোগের শান্তি হইয়া আইসে।

"কাশ্মীর" নামক এক খানি নূতন কাষ্ঠময় জাহাজ সম্প্রতি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় পথে একটী খড়্গী মৎস্য (সোর্ডফিশ) দ্বারা আক্রান্ত হয়। মৎস্যটী জাহাজের তাম্র ও কাষ্ঠভেদ করিয়া তাহার খড়্গ প্রায় এক ফুট ঊর্দ্ধে তুলিয়াছিল।

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার কেন্দ্রিয় রিলিফ কমিটীর এক সভা হইয়া মেদিনীপুরের মাজিষ্টেটের প্রার্থনানুসারে এক লক্ষ টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮৭২ মাইল রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। ইহাতে ৯৭০০০-০০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। এহিসাবে প্রতি মাইলে ১৬৫৩৫০ টাকা ব্যয় হয়। এ ভিন্ন আর ১০৫০ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। গত বৎসর ৩১২ মাইল খোলা হইয়াছিল।

সম্প্রতি বিলাতের সামাজিক বিজ্ঞান সভায় মিসকার্পেণ্টর "ভারতবর্ষের চরিত্র সংশোধন এবং শিল্প বিদ্যালয়" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। এদেশে কারাগারে কয়েদিদিগের চরিত্র সংশোধনের কোন রূপ উপায় নাই ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন শিল্প কার্য্য শিক্ষা এদেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ করা উচিত। তিনি আরো প্রস্তাব করিলেন, এক্ষণ অবধি ১৪ বৎসর বয়সের ন্যূনবয়স্কদিগকে কারাগারে প্রেরণ কর্ত্তব্য নয়, এক্ষণে ঐ বয়সের যাহারা দুষ্কার্য্য করিয়া দণ্ড পাইয়াছে এবং যে সকল বালক অভিভাবক ও উপায় বিহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানের অধীন কোন গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে প্রেরণ কর্ত্তব্য। এদেশে অল্পবয়সে উপায়হীন লোকের সংখ্যা অধিক। উহাদিগের কোন উপায় হইলে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হয়।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, বিধবাবিবাহের আইন হইবার পর অবধি বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ দুইশত বিধবা বিবাহ হইয়াছে।

অযোধ্যার একজন পুলিষ ইনস্পেক্টর তাহার একজন উপরিতন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে ৫০০ টাকা উৎকোচ দিবার চেষ্টা করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

৫ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সেদিন বেরিলিতে একজন মিশনরি ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, বহুসংখ্য লোক তথায় সমবেত হইয়া তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল। একজন পুলিসম্যান উহাদিগকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। উহার একবৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহাঁরা

চোর ডাকাইত ধরিতে পারেন না, ভদ্রলোক লইয়াই যত টানাটানি।

গোয়ার সেনাদল হইতে যে সকল সৈন্য পলায়ন করে, তাহারা অনেকগুলি ও দেবালয় লুণ্ঠনের পর ব্রিটিশ রাজ্যে ধৃত হইয়াছে।

কৃত্রিম মুদ্রা করা অপরাধে সিংহলের একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল জাপান সমুদ্রের উপকূলে একটী তোয়েল মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। উহার উদর মধ্যে একটী চামড়ার ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। উহার ভিতর ১০ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল সাক্ষীরা যে জবানবন্দী দিত, বিচারপতিরা তাহা সাক্ষিদিগকে শুনাইতেন। হাই কোর্ট সম্প্রতি এনিয়ম উঠাইয়া দিয়াছেন। বিচারপতিদিগের অমনোযোগ বশতঃ একরূপ স্থলে যদি অন্যরূপ হয়, সে অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি?

এক ব্যক্তি সিবিল মিলিটারি গেজেটে লিখিয়াছেন, নানা সাহেব বলিয়া যে ব্যক্তিকে ধরা হইয়াছে, গোয়ালিয়রের লোকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নানা সাহেব। নানাকে ধরিয়া দেওয়াতে সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার কর্ম্মচারিদিগের অনেকে নানাকে চিনে। এই ব্যক্তিই যে প্রকৃত নানা এ কথা তাহারা শপথ পূর্ব্বক বলিবে। এ দিগে নানাকে ধরিয়া দিয়াছেন বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ না কি সিন্ধিয়ার উপর বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছে। নানাকে লইয়া দিন কত এইরূপ কৌতুক চলিবে।

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা হইতে ডাণ্ডিতে ২৮ লক্ষ মণ পাট রপ্তানী হইয়াছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের ইচ্ছা উতকামুণ্ডে মান্দ্রাজের রাজধানী হয়। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ স্থানে পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৬ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

মহারাজ হোলকরের কাপড়ের কলে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কয়েক খণ্ড পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট পাঠান হয়। লার্ড সালিসবরি এই কাপড় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

জর্ম্মণির কোন নগরে এক সম্ভ্রান্ত যুবতীর এই এক রোগ ছিল তিনি প্রতিদিন ঘরের বাহিরে গিয়া উদর পুরিয়া মাটি খাইয়া আসিতেন। সম্প্রতি তথায় ফড়িঙ্গের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন মৃত্তিকার সহিত অনেক ফড়িঙ্গ ভক্ষণ করেন। ইহাতে তাহার বুদ্ধির অপকর্ষ হইল এবং তিনি দিবা রাত্রি হস্তোত্তলন করিয়া উড়িবার জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। এক দিন তিনি বহু সংখ্য ফড়িঙ্গ উড়িতেছে দেখিয়া বারম্বার লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত উড়িবার অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিতান্ত অধীর হইয়া এক লম্ফে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া কিছু ক্ষণ উহাদের সহিত উড়িয়া পঞ্চাশ হাত ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। তাহার উদর হইতে অনেক জীবিত ফড়িঙ্গ উড়িয়া যাইতে লাগিল। অনেকে অনুমান করেন, তিনি যে মৃত্তিকার সহিত জীবন্ত ফড়িঙ্গ খাইয়াছিলেন তাহারাই তাহাকে কিছুক্ষণ আকাশে উড়াইয়াছিল এবং তাহার সর্ব্বদা যে উড়িবার ইচ্ছা হইত তাহারও কারণ এই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের এই সংস্কার আছে জীবন্ত পিপীলিকা ভক্ষণ করিলে সাঁতার শিখিতে পারে। তাহার কারণ এই পিপীলিকারা সন্তরণনিপুণ এটীও বোধ হয় ঐরূপ মূল হইতে হইয়াছে।

গত বৎসর বঙ্গদেশে ১১৯৩৯৩২১৯ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ২৭৫৩-২৫৭৫৪ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়।

এবার যে শিল্প প্রদর্শন হইবে, উহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর সি, এস, আই রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তিনটী পুরস্কার দিবেন।

আমেরিকার কোন ভদ্র কুলোদ্ভব সুশিক্ষিতা যুবতী সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে তিনি এক জন সংবাদ পত্রের সম্পাদককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। আমাদিগের সহযোগীদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিত বা মৃতদার থাকেন এই বেলা দরখাস্ত পেশ করিবার চেষ্টা দেখুন।

ইউরোপে আজি কালি এগার জায়গায় শব দাহ হইতেছে। কলে ইহা হইতেছে। অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় মাংস ভস্ম হয়, অস্থি গুলি পুড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। শবদাহ ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে চলিল। আমাদিগের মুনি ঋষিরা কত কাল পূর্ব্বে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া কেমন দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকাঃ—

৪		১০২।—১০২॥
৪॥	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬—১০৬।০
৪॥	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫।০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩।৶—১০৩॥
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯।—১০৯॥০

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। সে দিনকার ঝড়ে বীরভূমের অল্প ক্ষতি করে নাই। কত যে বৃক্ষ ভূতলশায়ী হইয়াছে, তাহা গণিয়া উঠা সুকঠিন। তৃণাচ্ছাদিত গৃহের ত কথাই নাই, অনেক স্থলে ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা ভূমিক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে যে মনুষ্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই এ বাত্যা শস্যের পক্ষে তাদৃশ ক্ষতিকর হয় নাই। প্রত্যুত বহুল পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে ইহার সম্যক বৃদ্ধির অনুকূলতা সাধন করিয়াছে। কিন্তু এ দুর্ঘটনার (ঝড়ের) অসহ্যকারিতা আশু বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসর বলিয়াই এ ক্ষতি লোকের এত অসহনীয় হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ব্যয়াধিক্যে লোক অব

নষ্ট ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় এ ধাক্কা যে তাহাদের নিতান্ত কষ্টকর হইবে তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। লোকের দুরবস্থা মোচনের গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর লক্ষ্য স্থল নাই। এখন গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্যদের উদ্ধার উদ্দেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, এই আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা।

২। সে দিন বনয়ারী আবাদ স্কুলের বালকদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্কুল গৃহটী সুসজ্জিত হয়। এখানকার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক সে দিন স্কুল গৃহে উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমার শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী আনন্দ বাহাদুর এ শুভ কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ক'রেন। তিনি উপদেশপূর্ণ হিতগর্ভ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে বালকবৃন্দের আনন্দ ব্যঞ্জক করতালিতে স্কুল মন্দির প্রতিধ্বনিত হয়। এখানকার বিদ্যালয়ের বালকদিগকে উৎসাহ দানে কখনই তাঁহাকে কৃপণতা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। এই অবসরে আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই তিনি দীর্ঘজীবী হউন, আর সৎকার্য্যে মতি স্থির ভাবে থাকিয়া যাউক।

৩। বীরভূমের সর্ব্বত্র এবার সমান শস্য জন্মে নাই। কোন কোন স্থলে লোকে পূর্ণ মাত্রায় ফসল পাইবে। আবার কোথাও বা এক চতুর্থাংশ ফসল পাইবার আশা লোকে পরিত্যাগ করিয়াছে। থানা বড়োঞা ও সৌরেশ্বর ফসল সম্বন্ধে এরূপ শোচনীয় ভাব দেখা যাইবে। আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি যেন গবর্ণমেণ্টের ঐ অঞ্চলের দিকে কৃপা দৃষ্টি থাকে।

৪। শুনিতেছি বীরভূমে আর একটী চৌকি (মুন্সেফের কার্য্যালয়) সংস্থাপিত হইবে। ঐ কার্য্যালয়ের যে কোন স্থানে কার্য্যালয় হইবে তাহার এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই। বিচারালয় সংস্থাপন করিতে গেলে লোকের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বীরভূমের কর্তৃপক্ষেরা পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবেচনা করিয়া এ প্রস্তাবিত কার্য্যালয়ের স্থান নিরূপণ করেন এই আমাদের আবেদন। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় এই লাভপুর থানায় এ কার্য্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের যে কোন প্রকারে অসুবিধা হইবে তাহা ত আমাদের বোধ হয় না।

৫। বোলপুর হইতে থানা শাখালীপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হয়। ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তাটীর অবস্থা এত জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সে দিকে গমনাগমন করা লোকের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যখন রাস্তা ছিল না, তখন লোকের এত কষ্ট হয় নাই। এ রাস্তা সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিলাম, কর্তৃপক্ষ তাহার অনুসন্ধান করিয়া সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিন। বোলপুর চাউল ব্যবসায়ের একটী প্রধান রাস্তা। অনতিবিলম্বে রাস্তাটী সংস্কৃত না হইলে ঐ ব্যবসায়ের ব্যাঘাত জন্মিবার সম্যক সম্ভাবনা। রাস্তার বর্ত্তমান অবস্থায় গো শকট যে চলিবে না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

৬। কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে যায়, এখনও এ দিকে শীতানুভব হয় না। অন্য অন্য বৎসরে এ সময়ে লোকে শীত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এবারে এখন গ্রীষ্মকালীন বস্ত্রে লোকে স্বচ্ছন্দে দিন রাত্রি যাপন করিতেছে। আবার একটী বিষম উপসর্গ উপস্থিত। ঝড়ের পর অবধি মশার দৌরাত্ম্য এত প্রবল হইয়াছে যে লোকে জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। মশার এত উৎপীড়ন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। মশার দৌরাত্ম্য নিবারণের কোন রূপ প্রতীকার উদ্ভাবিত হইলে ভাল হয়।

৭। বীরভূমের যে যে স্থানে সাংক্রামিক জ্বর প্রবেশ করিয়াছিল, এ বৎসর সেই সেই স্থানের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত প্রীতিকর। সে দিকে পীড়ার প্রকোপ তাদৃশ প্রবল নহে। তবে আর আর স্থানে ভয়ঙ্কর পীড়া দেখা দিয়াছে। গলিত পত্র সংযোগে পানীয় জল দূষিত হওয়া এ পীড়া বৃদ্ধির কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বীরভূমের স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এ প্রার্থনা আমরা অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার প্রয়োজনীয়তা দেখিলেন কৈ?

২৮এ কার্ত্তিক।
১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত।

ধর্ম্ম-বিপ্লব।

(গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।)

ইংরাজ মহোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ভারতবর্ষে নূতন প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম বিপ্লব যে ভারতবর্ষে ছিল না, তাহা নহে, বরঞ্চ ভারতবর্ষের ন্যায় কোন দেশই ধর্ম্মবিপ্লবে অধিকতর আন্দোলিত হয় নাই। ভারত যেমন ধর্ম্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য চির বিখ্যাত, ধর্ম্ম বিপ্লবের জন্য চিরস্মরণীয় এমন আর কোন দেশ নহে। সুতরাং ভারতবর্ষ যে চিরকাল ধর্ম্মবিপ্লবে দোলায়মান হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দোলায়মান হউক, কিন্তু ইহার আদি ধর্ম্মের ভিত্তির মূলোৎপাটন এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ, জৈন, মহম্মদীয়, পরে খৃষ্টীয়ান কত ধর্ম্ম ভারতে আসিয়া ইহার আদি ধর্ম্মকে লইয়া টানাটানি করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে করিতেছে, কিন্তু কোন ধর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অশোক রাজার দিগ্বিজয়, মহম্মদের অসি বলে ধর্ম্ম প্রচার, ইংরাজদিগের রাস্তায় রাস্তায় প্রিচিং সকলই আর্য্য ধর্ম্মের নিকট হার মানিয়াছে।

সম্প্রতি ইংরাজগণের প্রিচিং দ্বারা যে একটী কার্য্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই প্রিচিং দ্বারা নূতন প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এই প্রিচিং অনুকরণ করিয়া দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাতে হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া হিন্দুগণও স্থানে স্থানে ধর্ম্ম সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হয় ত কালে ইহারাও দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাধ্য হইবেন। এ দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী অনেক সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে ফারাজী (কেহ কেহ ওহাবি কহিয়া থাকেন) সম্প্রদায় যে প্রকারে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রচারে কৃতসঙ্কল্প ও অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইংরাজগণ রাস্তায় রাস্তায় ধর্ম্ম প্রচার করেন, ইহারা বাড়ী বাড়ী প্রচার করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানে স্থানে এক এক জন উপদেষ্টা আছেন, তিনি এক এক দিন এক এক কৃষক পল্লীতে গমন করিয়া সেই পল্লীর এক বাটীতে বসেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচার হইলে পল্লীস্থ সমুদায় কৃষক স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। উপদেষ্টা তখন তাহাদিগকে ফারাজি হইতে উপদেশ দেন এবং কৌশলক্রমে তাহাদিগকে ফারাজি দলে ভুক্ত করেন। সরলচিত্ত কৃষকেরা ধর্ম্মের কথা শুনিয়া গলিয়া যায় এবং সপরিবারে গ্রামশুদ্ধ লোক উক্ত সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করে। ফারাজি হইলে ইহাদের প্রত্যেককে ।০ চারি আনা করিয়া উপদেষ্টাকে দিতে হয়। অনেক সময়ে আবার একঘরে করা ভয় দেখাইয়া দলভুক্ত করা হয়। এইরূপ এতদ্দেশে যে প্রকার ফারাজি সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কুমার খালীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ ফারাজি দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এত ওহাবি বিপ্লবের

সময় দিনকত স্থগিত ছিল, কিন্তু একণে আবার শুনা যায় এই সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা শুনিলাম গত ২৮এ অগ্রহায়ণ তারিখে ঈদ উপলক্ষে কুমারখালীর সন্নিকট দুর্গাপুরে ফারাজি মসজিদে প্রায় ৩০০ লোক ফারাজি হইয়াছে. এখানে "সোণাবন্ধু" নামে এক পীর আছেন পূর্ব্বে এই সময়ে অনেক লোক ঐ পীরের বাটীতে সমাগত হইত কিন্তু এবার দুই একটী ভিন্ন আর সেখানে লোক দৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক. সকল সম্প্রদায় মধ্যেই যে, ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফারাজি (অথবা ওহাবি) সম্প্রদায়ের কি মত, আমরা বিশেষ জানি না। সুতরাং কি কারণে লোক অধিক পরিমাণে ঐ দলভুক্ত হইতেছে বলিতে পারি না। তবে এই বোধ হয়, অবশ্যই ইহাদের উপদেশ ভাল, নইলে এত লোকে মুগ্ধ হইবে কেন? কিন্তু এই স্থলে আশ্চার্য্যের সহিত প্রকাশ করিতেছি, কুমারখালীর দুই একজন সম্ভ্রান্ত মহম্মদীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী উক্ত দিনে উল্লিখিত ফারাজি মসজিদে উপাসনা করিতে যান নাই। সুতরাং ফারাজি দলে মিশেন নাই।

—০:০—

স্ত্রীশিক্ষা।

(সমবেদক।)

আধুনিক ইউরোপীয় তত্ত্ববিৎগণের মতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতি অধিক বুদ্ধিমতী নহে। ডাক্তার [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন স্ত্রী জাতির অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক অধিক, তাঁহার মতে পুরুষের ৫০ এবং স্ত্রীর ৪৫ আউনস্ মস্তিষ্ক আছে। ডাক্তার ভিক্টেরও এই মত। হফম্যান এবং লরেট নামক দুইজন চিকিৎসক স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক অধিক সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল প্রমাণে পুরুষ জাতি অধিক বুদ্ধিমান প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবী মধ্যে শিল্প বিজ্ঞানের যত কিছু উন্নতি পুরুষের দ্বারাই হইয়াছে। বাষ্পীয় শকট, বিদ্যুতীর বার্ত্তাবহ, এ সকলগুলিই পুরুষের কার্য্য। [illegible] আমেরিকার সভ্যতা প্রভাবে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও সমাজের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। তথায় কি বিদ্যাচর্চ্চা, কি [illegible], সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকে আলো[illegible] এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতের [illegible] গ্রন্থ স্ত্রীলোকের উত্তেজনা[illegible] বিজ্ঞানবিৎ অগষ্ট কোমতে [illegible] অকৃত্রিম বন্ধুতা [illegible] নথনই [illegible] দর্শন রচনা করিতে পারিতেন না! এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীই কোমতের সরস্বতী। তাঁহার বুদ্ধি প্রভাবেই কোমত দর্শনের সৃষ্টি। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার স্ত্রীর সহায়তায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থ অনেকাংশে মিসেস মিলের রচিত। পণ্ডিতবর ফসেট তাঁহার স্ত্রীর সহিত এক যোগে অর্থ ব্যবহার বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কবিবর সাদির "থালের" নামক কবিতা তাঁহার স্ত্রীর সহিত এক যোগে রচিত। উইলিয়ম হাউইট এবং তাঁহার স্ত্রী মেরি অনেক গ্রন্থ এক যোগে রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির পরিসীমা নাই। সেখানকার স্ত্রীর সহিত আমাদিগের পুরুষেরও তুলনা হয় না। সে কেবল বিদ্যাচর্চ্চা ও সমাজের উন্নতির ফল। আজি কালি উক্ত প্রদেশ দ্বয়ে যোষাবৃন্দ অসংখ্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। মিসেস সামারভিল কৃত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নিচয় পাঠে বিখ্যাতবিজ্ঞানবিৎগণও তাঁহার যাহার পর নাই প্রশংসা করিয়া থাকেন। মিস মার্টিনো, মিসেস্ ষ্টাউ, মিসেস্ হিমেন্স, মিসেস গোর প্রভৃতির গ্রন্থ সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন ইউরোপীয় এবং আমেরিকার স্ত্রীর তর্ক শক্তি অত্যন্ত প্রখরা, তাঁহারা কেহ কেহ প্রবল তার্কিকগণের মত খণ্ডনেও সাহস করিয়াছেন। একটী স্ত্রী বিখ্যাত ব্যবহারাজীব সিসেল ষ্টিফেন কৃত "স্বাধীনতা, একতা, ও ভ্রাতৃভাব" গ্রন্থের প্রত্যুত্তর লিখিয়াছেন এবং স্ত্রী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ ডাক্তার মডস্লে লিখিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রত্যুত্তর চিকিৎসা শাস্ত্র নিপুণা এলিজেবেথ গ্যারেট এণ্ডারসন ফর্ট নাইটলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনেক পুরুষকেও অপ্রতিভ করিয়াছেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় কামিনীগণ অতি শৈশব হইতেই বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্তা। প্রথমে তাঁহারা মাতৃভাষা এবং তৎপরেই অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ভদ্র বংশোদ্ভব ইংরাজকামিনীগণকে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, এবং জর্ম্মণ ভাষা জানিতেই হইবে, ইহা ভিন্ন কেহ কেহ অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা করিয়া থাকেন। মিস এমিলা রাটেন বেরি সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া মানব কল্পসূত্র নামক বৃহৎ বৈদিক গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। বিবিধ বিদ্যাব্যতীত শ্বেতাঙ্গীগণ শিল্পকার্য্যে অতিশয় নিপুণা। সঙ্গীত ও নৃত্য তাঁহাদের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। উক্ত শিক্ষার প্রসাদে আমেরিকার কামিনীগণ চিকিৎসা ও ব্যবহার শাস্ত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। এ-সকল শুনিয়া আমাদিগকে অবনত মস্তকে লজ্জায় বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতে হয় না।

স্বাধীন ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ উন্নতি ছিল। সে সময়ের এক একটী কামিনীর বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয়ে পবিত্র ভাব প্রবেশ করে। বৃহদারণ্যউপনিষদে মৈত্রেয়ীর সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন কি মনোহর উপদেশ ব্যঞ্জক। এতদ্ব্যতীত গার্গী, রুক্মিণী লীলাবতী, খনা, মিরা বাই প্রভৃতি বিদুষীগণ মধ্যে বিখ্যাত। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও স্ত্রী শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল. ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্ত স্ত্রীর রচিত. কিন্তু "[illegible] তে হিনো দিবসা গতাঃ" আমাদিগের সে দিন আর নাই আর সে ভারতবর্ষ নাই। মুসলমানগণের পীড়নে কামিনী পিঞ্জরাবদ্ধা হইলেন, সেই অবধি ভারতবর্ষের সকল সুখ বিগত হইল। এক্ষণে দুর্গাও লক্ষ্মী বাই এর কথা মনে পড়িলে বাঙ্গালীকে কত হীন বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজগণের অনুগ্রহে আমাদিগের বিদ্যালাভ হইতেছে বটে কিন্তু সমাজের তাদৃক উন্নতি হয় নাই। এ তাঁহাদের দোষ নহে, আমাদিগের দোষ। আমরা অনুকরণপ্রিয়, ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা নাই, বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবেশ নাই, "বাহির চটকে" উন্মত্ত। একবার যাহা দেখি তাহা অনুকরণ করিতে গিয়া ফিরিঙ্গির গোবরের ছাঁচ তুলিয়া লই। বঙ্গসমাজের এতাদৃশ দুর্দ্দশা অধিকাংশ অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের দোষে ঘটিতেছে। এখনকার সমাজের কথা মনে করিলে দুঃখে হৃদয় ব্যথিত হয়। হিতাহিত বিবেচনা শূন্য বাঙ্গালীর কপালে কি ঘটিবে বলিতে পারি না। পাঠক! দুঃখের কথা আর কি বলিব একটী বঙ্গ শালার উপরে লিখিত আছে "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম" তাহার পর এত পরিশ্রমের সৎকার্য্য কি না ভূতের নাচ। একটী শিক্ষক নীতি মার্গ পরিহার করতঃ ডারুইনের প্রিয় বন্ধু সাজিয়া বিকৃতস্বরে নানাবিধ অশ্লীল রঙ্গ করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে কয়েকটী বালক বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া [illegible] কাজেই যখন গুরুশিষ্যে এতাদৃশ সম্বন্ধ। গোঁপ কামাইয়া স্ত্রী পরিচ্ছদ পরিধান করত "ন্যাকামো" করিয়া বামাস্বরে নানাবিধ কুৎসিত ব্যঙ্গ করিতেছেন, কোথাও বা কুলকলঙ্কিনী

বেশ্যা ও ভদ্র লোক একত্রে অভিনয়ে প্রবৃত্ত, মনে করিতেছেন তাঁহারা মিবেন্‌ লিজন বা পারিক হইয়া উঠিলেন। হা বঙ্গদেশ! তোমার কপালে এই ছিল? ইহাই আমরা বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টি করিব?

আমাদিগের সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে যদি কোন কৃতবিদ্য হিত সাধনে যত্ন করেন, তাহা হইলে সেটী সজোরে আমরা দুন্দুভি বাদ্য করিয়া সকলকে জ্ঞাত করি এবং সেই কারণেই এই প্রস্তাবের দুদীর্ঘ অবতরণিকা লিখিতে হইল।

আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতার নিম্ন লিখিত কতিপয় কৃতবিদ্য মহোদয় একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু দুর্গামোহন দাস, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রজনীনাথ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁরা সকলেই বিচক্ষণ এবং বিদ্বান কিন্তু তথাপি কএকটী কথা বলিতে হইল। ইংরাজী ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে অন্তঃপুরের মহিলাগণকে হিন্দুস্ত্রী শিক্ষয়িত্রী দ্বারা কোন প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ না দিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু কিপ্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিত হয় নাই। বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকাগণ সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করে মাত্র। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সময়ে কেবল অধিকাংশ মেম্বরগণ ও সেক্রেটারী, সাহেব ও বিবিদিগকে না না কথায় ভুলাইয়া ছাত্রীগণের আকাশ পাতাল প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে শ্বেত পুরুষের প্রসাদাৎ তাঁহাদিগের নিজের লাভ ভিন্ন আর কিছুই নাই। অন্তঃপুরের জন্য সচ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক, কিন্তু ইউরোপীয় কামিনীর তত্ত্বাবধানে যেন অন্তঃপুরে বিলাতি সভ্যতা প্রবেশ না করে, এটী মেম্বরগণের বিশেষ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। মেম্বরগণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক আছেন। রাজনারায়ণ বাবু আমাদিগের প্রাচীন ঋষির ন্যায় ব্যক্তি। তাঁহার দ্বারা হিন্দু সমাজের বিশেষ উন্নতি হইবেক ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। বাবু দুর্গামোহন দাস ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কেশব সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী, এজন্য তাঁহাদের দ্বারা অন্তঃপুরে যেন স্বাধীনতা প্রবেশ না করে এবং বাবু আনন্দমোহন বসু ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতী সভ্যতা ভক্ত, এজন্য তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবি হইতে না বলেন, তাহা হইলে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। এগুলি বিশেষ দেখা আবশ্যক, নতুবা জাতীয় স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকারক মহোদয়গণের অভিপ্রায় অতি মহৎ। তাঁহাদিগের দ্বারা বঙ্গীয় মহিলাগণের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমরা এই সভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে মেম্বর শ্রেণীভুক্ত করিতে অনুরোধ করি। এই সভার মাসিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে এ সকল বিষয় প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে সমালোচিত হইবে ও তদ্দ্বারা সকল কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহ পাইবেক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১২ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা বোডসেস কার্য্যের জন্য পশ্চাল্লিখিত স্থানে বদলী হইলেন।

বাবু গোলোকচন্দ্র রায়—চট্টগ্রাম।

" কালীনাথ বসু—নওয়াখালি।

" মৌলবী জব্বার—ত্রিহুত।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—সারণ।

বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ—চম্পারণ।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আমির হোসেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু।

হাজারিবাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু রামগোপাল রায় লোহারডগায় বদলী হইলেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সী মতীউল্লা রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ রায় (যিনি উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন) বগুড়ায় বদলী হইলেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

১৪ই নবেম্বর। বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ভদ্রকের সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য জাহানাবাদ উপবিভাগের ভার পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে রঙ্গপুরের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

রেবেনিউ সর্ব্বের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ডি ম্যাকডোনালড।

রেবেনিউ সর্ব্বের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ডবলিউ এচ, ষ্টিওয়ার্ট।

এচ, এ, ডি, ফিলিপ্‌স উড়িষ্যার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

পি, এন লাওডন বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] বোলটন রামপুরহাট বিভাগের [illegible] পাইলেন।

[illegible] ও ডেপুটী কাঁ [illegible] খুলনা বিভাগের ভার [illegible]

জে, ওকি [illegible] গোয়ালন্দ জজ হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামশঙ্কর সেন, ([illegible] মানে বহিয়াছেন) ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে [illegible] লেন।

প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর এফ রাম্পিনি ঢাকায় রহিলেন।

সাতক্ষীরার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগৎ চন্দ্র ঘোষ আলীপুরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস নদীয়ার সদর ষ্টেষনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিব হাট বিভাগের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই নবেম্বর—নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

মৌলবী আবেদ আহম্মদ।
বাবু নবীনচন্দ্র পাল
মৌলবী কমদা হোসেন।
বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী।
মৌলবী ওজুফর আলী।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

বাবু পার্ব্বতীকুমার মিত্র।
" নন্দকুমার আয়কুত।
" রামদয়াল ঘোষ।
" শিবনারায়ণ লাল।
" নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাটনার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু নেপালচন্দ্র বসু, তৃতীয় শ্রেণীতে পাটনার মুনসেফ হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি মুনসেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য চারি মাসের জন্য উক্ত চৌকীর অতিরিক্ত মুনসেফ হইলেন।

পি, এল্ ন্যাণ্ডন, যিনি বর্দ্ধমান বিভাগে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই নবেম্বর—ব্রসেলসের সভায় যে সকল গবর্ণমেন্ট যোগ দিয়াছিলেন রুশীয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, উক্ত সভায় যে সকল প্রস্তাবের আলোচনা হয় তাহাতে তাঁহাদের মত আছে কি না।

ডন কার্লস সসৈন্যে হেণ্ডাইতে উপনীত হইয়াছেন। আইরণে কার্লিষ্টদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। রেপবলিকানদিগের সাহায্যার্থ আরো সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর কার্লিষ্টরা পরাজিত হয়, ফ্রান্সের প্রদেশে পলায়ন করিয়াছে।

বার্লিন ১৬ ই নবেম্বর। কাউণ্ট আর্ণিমকে মুক্ত করা হইয়াছে। পুনরায় তাঁহাকে ধরিবার কারণ জানা যায় নাই। তাঁহার পীড়া জন্য আপাততঃ তাঁহাকে তাঁহার গৃহেই রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর—লার্ড ডার্বি এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হইয়াছেন।

৭ ই ডিসেম্বর কাউণ্ট আর্ণিমের বিচার আরম্ভ হইবে।

লণ্ডন ১৮ ই নবেম্বর—কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৩ অক্টোবর ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা গত কল্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

ডিসরেলি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হইয়াছেন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৩ ই নবেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	১২	৬
সুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	৩	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৬	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৩
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৬	৯
তাণ্ডারপাড়া	৪	৬
তথা হইতে হাটবোলিয়া	৭	
তথা হইতে কট ১ নং	১৯	৬
তথা হইতে বোলমারি	৮	৬
তথা হইতে আলিকদহ	১২	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১২	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৬ ই নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১০	১

বহরমপুর ১৬ ই নবেম্বর ১৮৭৪ } টি, এইচ উইঙ্ক সি. ই. এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

-০:০:০-

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ—কলিকাতা ১০
" " চন্দ্রকিশোর দে—রসুলপুর ১০
" " তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় দেবগড় ৫৷৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮শ ভাগ। ৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১৫ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ৩০ এ নবেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ; নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, ও বক্তীর্ণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবননষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে অ.রকৃত গর্ভনষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার ধারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল ব্যতীত, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ॥০ অন্যের প্রতি ॥৵ পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী
জেলা মুরসিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যো
এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

—০—

সে কাল আর একাল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা প্রণীত, পরম বিনোদ জনক অথচ উপদেশগর্ভ প্রস্তাব। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

—০:০:০—

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত পাটীগণিত (সম্পূর্ণ হইয়া) টা ১৵ শুভঙ্কর মূলক মানসাঙ্ক বা "বাজার হিসাব" ॥/০ ধারাপাত নিয়ম ও মন্তব্য সমেত /০ মূল্যে কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

—০—

মেদিনীপুর খাল।

বাণিজ্যের জন্য উক্ত খাল পাঁচকুরা পর্য্যন্ত পুনরায় খোলা হইল। যে সকল নৌকা অনধিক ৩ ফীট পর্য্যন্ত জল টানিয়া থাকে কেবল সেই সকল নৌকা গতায়াত করিতে পারিবে।

মেদিনীপুর
[illegible] নবেম্বর } জেমস কিম্বার সি, ই, এগজেকেউটিব ইঞ্জিনিয়র
কশাই বিভাগ।

—০—

সুশ্রুত॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ॥৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

—০—

শব্দদীধিতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদায় সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মা ৯.৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা [illegible] গ্রাহকদিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল [illegible] কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, কলুটোলা সভারাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] এবং পাবনা নর্ম্মালস্কুলে আমার [illegible] বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাবনা নর্ম্মাল স্কুল
১৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১ } শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও [illegible] সহিত। ১২৮১ আশ্বিন [illegible] দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম [illegible] ১০, [illegible] খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

—০—

[illegible] নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা [illegible] লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল ৵০ এক আনা।

[illegible] } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা সজল নয়নে এই পত্র খানি পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ যেরূপ আকুল হইল, তাহা আমরা পাঠকগণকে বলিয়া জানাইতে পারি না। পত্র খানি এই স্থলেই গৃহীত হইল। তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় বিপন্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখের অংশ গ্রহণ করুন এবং সাহায্য দানের কোন উপায় যদি তাঁহাদিগের হস্তে থাকে অবিলম্বে তদবলম্বন করুন।

মহাশয়! আপনাকে ঝড়ের সংবাদ দেওয়ার পর দিন হইতে ক্রমাগত ৭। ৮ দিন দিবারাত্রির বৃষ্টিতে অবশিষ্ট গৃহাদি পতিত হইয়া লোকের দুর্গতির চরমসীমা হইয়াছে অনাহার দুর্গন্ধবিশিষ্ট বায়ু সেবন এবং মাথার উপর বর্ষা ইহা মানুষে আর কত সহ্য করে। এরূপে শাস্তিদানে ঈশ্বরের যে কি মঙ্গল অভিপ্রায় আছে, তাহা মানুষের স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয় না। আমরা ইহাকে কোপ দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।

বন্যার জলে অমরশী বজরপুর ভূঞামুঠা পরগণার প্রায় সমুদয় এবং জলামুঠা সবজ খান্দার ও শুজামুঠার কিয়দংশ প্লাবিত হইয়া ধান্যাদি সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক গাছি তৃণও নাই যে, গোরু বাছুর খাইয়া বাঁচে। দেশশুদ্ধ লোকে যে, কোথা হইতে খড় ও অন্য উপকরণাদি পাইয়া ঘর প্রস্তুত করিবে এবং কি খাইয়া সম্বৎসর বাঁচিবে তাহা ভাবিয়া কাতর হইয়াছে। শাক সবজি তরিতরকারি কিছুই নাই। হাট বাজার বন্ধ। প্রায় পঞ্চাশক্রোশ এ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। নৌকা ভিন্ন গতি বিধি নাই। যদিও ক্রমে কিছু কিছু জল কমিতেছে তথাপি মাঘ ফাল্গুন না হইলে সমুদয় জল শুষ্ক হইবে না। এখনও ৪। ৫ হাত জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদি একজিকিউটিভ কার্য্যকারকেরা বন্যার (ঝড়ের পর বন্যা হয়) সময় রীতিমত বাঁধের তত্ত্বাবধান করি-

তেন, তবে বোধ হয়, স্থানে স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া এতদূর প্লাবন হইত না। রেলেখাই নদীতে এখন জল অতি কম, এখনও যদি তাঁহারা স্থানে স্থানের বাঁধ কাটাইয়া পরগণার জল নদীতে বাহির করাইয়া দেন, তবুও লোকের অনেক মঙ্গল হয়। লোকে স্থানান্তরে গতায়াত করিয়া জীবনোপায় সাধন করিতে পারে।

এদেশের পরগণা বহু লাট বা মহালে বিভক্ত। আবার এক এক মহালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অংশীদার। সুতরাং দেশের উন্নতি অথবা প্রজা ও জমীদারের দুরবস্থা ঘুচে না। জমীদারদের এমন সঙ্গতি নাই যে প্রজার নিকট হইতে আদায় না করিলে এক কিস্তির সরকারি খাজনা দিতে পারেন। অনেককে আবার লাটের সময় কর্জ্জ করিতে হয়। এই রূপে অনেক জমীদার উৎসন্ন গিয়াছে। এদেশের জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া সরকারি খাজনা দেন এবং যা কিছু মুনাফা পান তাহাতেই সংসার চালান। হাজা শুকা হইলে প্রজার নিকট খাজনা পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্জ্জ ভিন্ন তাঁহাদের উপায় থাকে না। এবারে এই হিজলী কাঁথি ডিবিজনের যেরূপ দুরবস্থা ইহাতে প্রজার সাহায্য ও জমীদারের বিনা (খাজনা ছাড়) বা কিস্তিবন্দীর দ্বারা এ বৎসরের খাজানা আগামী ২। ১ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে না লইলে উপায় নাই। এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ না করিলে আর রক্ষা নাই। সম্পাদক মহাশয়! সাহায্য করা দূরে থাকুক, আমাদের পক্ষে দুটো কথা বলে এমন লোকও এদেশে নাই। আপনাদের ও অঞ্চল হইলে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। এত দিনে কাহাদের উপর সাহায্য এবং কত তত্ত্বাবধান হইয়া যাইত। প্রায় দেড় মাস কাল আমরা বড় খাইয়া ভগ্নগৃহে বন্যাজল বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছি, কই এ পর্য্যন্ত ত কোন একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু একটু দোষে। বেলায় অনেক লাল পাগড়ীধারীকে ও ইনকম টাক্সের সময়ে অনেক কর্ম্মচারীকে দ্বারে বসিয়া দেখিতে পাই। শুনিলাম আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেঃ হারিসন সাহেব নাকি ১২ ই নবেম্বর বিলাত গিয়াছেন। তবে বুঝি আর কিছুই হইল না। না?

শ্রীউমাচরণ রায় চৌধুরী
বালাগোবিন্দপুর।

অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষাদি।

এদেশের অপ্রাপ্তব্যবহার রাজতনয় ও জমীদার সন্তানদিগের সম্পত্তিতে ব্যয় হইয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া অনেক দিন অবধি আন্দোলন চলিতেছে। সর জর্জ্জ কাম্বেল যখন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ছিলেন, তিনি এক প্রকার মীমাংসা করিয়া যান। সম্প্রতি সর রিচার্ড টেম্পল আবার তাহা রহিত করিয়া অন্য প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দর্শন করুন।

"রাজানুপালিতের মহালের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে ১৮৭৪ সালের মে মাসের যে ২ নং সরকুলার অর্ডর প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮৮১ নং পত্রের আজ্ঞামতে রহিত করা গেল।

"রাজানুপালিত ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিতে গেলে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথম, যে মহালের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে সেই মহালে উক্ত টাকা দিয়া অধিক ভূমি ক্রয় করিয়া সংযোগ করিয়া দিলে ভূস্বামী ও প্রজাগণের পরস্পর পরিচয় বা সম্পর্ক থাকিতে পারে না. এই আপত্তি হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ অনেক নগদ টাকা কিম্বা ভাঙ্গাইলে অনায়াসে টাকা পাওয়া যায় এমত কোম্পানির কাগজ সঞ্চিত থাকিলে স্বায় লাভ ও পরিতোষার্থে সেই টাকা অযথা ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি দিবে এমত লোক সম্প্রতি বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক ভূম্যধিকারিদিগের নিকট প্রায় সর্ব্বদা থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের টাকা অপব্যয় করা সম্ভব। এমত স্থলে বরং ভূমি ক্রয় করা ভাল, কেন না ভূমি বিক্রয় করিয়া সহজে টাকা পাওয়া যায় না, অধিকন্তু ভূম্যধিকারী সম্প্রতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভূমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছাও করিবেন না।

"পূর্ব্বোক্ত কারণে মহালের ও বাটির খরচের নিমিত্তে উপযুক্ত যে পরিমাণে টাকা হাতে রাখা উচিত রাজানুপালিতের বয়ঃপ্রাপ্তির কালে তদপেক্ষা অধিক উদ্বৃত্ত টাকা যেন না থাকে, রাজানুপালিতের বিষয় কার্য্য চালাইবার এমত নিয়ম করা কর্ত্তব্য, শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব এই স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্ব ২ কার ঋণ শোধ করা রাজানুপালিতের মহালের কার্য্যাধ্যক্ষের অত্যুচিত কিন্তু মহালের ঋণ না থাকিলে সতর্ক হইয়া ব্যয় করিলে যত টাকা রক্ষা হয় তাহা মহালের উৎকর্ষ ও প্রজাগণের উন্নতি সাধনে ব্যয় করিতে হইবে কার্য্যাধ্যক্ষের ইহা জানা কর্ত্তব্য। উদ্বৃত্ত টাকা জমিলে তদ্দ্বারা কূপ ও পুষ্করিণী ও জলসেচন সম্পর্কীয় ক্ষুদ্র ২ খাল প্রভৃতি খনন ও রাস্তা প্রস্তুত ও পতিত আবাদ করিয়া মহালের আবাদী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। মহাল বৃদ্ধি করাতে উন্নতির সম্ভাবনা হইলে তাহা বৃদ্ধিও করা যাইতে পারে অথবা প্রজাগণের হিতার্থে পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনে টাকা ব্যয় হইতে পারে পাটওয়ারী ও চৌকীদার প্রভৃতিদ্বারা গ্রামের [illegible] বাঁধ প্রভৃতির [illegible] চিরকালীন উপকারের সম্ভাবনা [illegible] এই [illegible] প্রতি [illegible] বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। [illegible] বাঁধ প্রভৃতির [illegible] নাবালকের সহ [illegible] নগদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি করাই সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। একরূপ করিলে রাজানুপালিতের প্রতি [illegible] হয় বটে কিন্তু এক [illegible] সম্পর্ক আছে তাঁহাদের পরম উপকার লাভ হইতে পারে। মহাল আয় বিশিষ্ট ও সুশাসিত হইলে যেরূপ

উন্নতিশীল হয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনস্থ সুরক্ষিত মহাল চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের তদ্রূপ আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠা উচিত শ্রীযুত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ইহা কহিয়াছেন।"

"অতএব ১৮৭৪ সালের মে মাসের ৫ই তারিখের ১০৪১ নং গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ক্রমে বোর্ডের ১৮৭৪ সালের মে মাসের যে ২ নং সরকুলার প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা রহিত করা উপরিউক্ত উপদেশ অনুসারে সংশোধিত সরকুলার প্রকাশ করা যায়, এই আদেশ করিতে আজ্ঞা পাইলাম।"

১। ভূমাধিকারী সুবিবেচক ও দূরদর্শী হইলে আপনার মহালের উন্নতি সাধনার্থে ও প্রজাগণের হিতের নিমিত্তে যে পরিমাণে টাকা ব্যয় করিবেন রাজানুপালিতের মহালের উদ্বৃত্ত টাকার মধ্যে সেই পরিমাণাতিরিক্ত ব্যয় করা উচিত, গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার এমত অভিপ্রায় নয়, গবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভূমি ক্রয় করাতে মহালের উন্নতি অথবা রাজানুপালিতের সর্ব্ব প্রকারে লাভ হইলে ভূমি ক্রয় করিবার নিষেধ নাই। ফলতঃ ভূম্যধ্যক্ষেরা মহালের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া কি করিবেন এই বিষয়ের সাধারণ নিয়ম ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের উপরিউক্ত আজ্ঞাতে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘনীয় বিধি করা যায় নাই ... উদাহরণ এই, শৈশিলা প্রযুক্ত ...গণের উৎকর্ষ সাধনার্থে অনেক কার্য্য করিতে বাকী থাকিলে অধিক ভূসম্পত্তি ক্রয় করা গবর্ণমেণ্টের উপরিউক্ত অভিপ্রায়ে ... কিন্তু সুচতুর ও দূরদর্শী ভূম্যধিকারী আপন সম্পত্তির উন্নতির জন্যে স্বভাবতঃ যাহা করিয়া থাকেন তাহা রাজানুপালিতের মহালের সম্বন্ধে করা গেলে পর ভূমি ক্রয় করণ ব্যতীত অন্য কোন মতে উদ্বৃত্ত টাকার উপযুক্ত ব্যয় হইতে পারে না, ইহা প্রকাশ হইলে ভূমি ক্রয় করিলেও তাহাতে কোন আপত্তি নাই। পুনশ্চ বঙ্গদেশে বারম্বার এইরূপ হইয়া থাকে যে ভূম্যধিকারী অবধারিত বার্ষিক কর লইয়া আপনার স্বত্ব চিরকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া থাকেন, এমন স্থলে মহালের উন্নতি সাধন হইলেও তাহাতে রাজানুপালিতের কোন লাভ হইতে পারে না। অতএব মহালের উন্নতির জন্যে রাজানুপালিতের উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিলে বুদ্ধিমান ভূম্যধিকারির মত কার্য্য করা হয় না। এইরূপ অবস্থা হইলে মহালের উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয়ের অন্য কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। মূলতঃ মহালের অবস্থা বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত, বিশেষতঃ স্বার্থের প্রতি অমনোযোগী না হইয়াও কেবল স্বার্থের নিমিত্তে মহালের উন্নতি সাধন করা যে কর্ত্তব্য এমন নয়, কিন্তু তদ্দ্বারা যেন প্রজাগণেরও উপকার হয় ভূম্যধিকারির ইহা মনে রাখা উচিত।

৩। প্রত্যেক মহালে আকস্মিক নৈমিত্তিক ব্যয়ের নিমিত্ত প্রচুর নগদ টাকা হাতে রাখা কর্ত্তব্য।"

এদেশের ধনিলোকেরা নানাপ্রকার অত্যাচারে অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহাদিগের শিশুসন্তান ও পরিবারেরা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বিষয় রক্ষার ও শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়া পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে বার ভূতে দিন কত কালের মধ্যে তাহাদিগের বিষয় বিভব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। দেশের বড় বড় ঘরগুলি উৎসন্ন হইয়া যাইত।

গবর্ণমেণ্ট রক্ষারই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে উদ্বৃত্ত অর্থের বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিতেছেন সেটী সঙ্গত হইতেছে কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদিগের বিবেচনায় এটী অনধিকার চর্চ্চা ও কর্ত্তব্য সীমার অতিক্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগের রক্ষা ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার। কিরূপে ও কোন বিষয়ে অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহাদিগের উপকার হয়, তাহারা কিছুই জানে না। তাহাদিগের সে সকল বিবেচনা নাই। যখন তাহাদিগের ইচ্ছা ও বিবেচনা নাই, তখন যাঁহারা তাহাদিগের প্রতিনিধি হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও বিবেচনাতেই কাজ হইল। কিন্তু ঐ সকল বালক যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইবে, তখন যে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও বিবেচনা কৃত কার্য্যে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহার প্রমাণ কি? কার্য্যাধ্যক্ষেরা বিষয়বৃদ্ধি করিতে গিয়া যদি ক্ষতি করিয়া বসেন, তাহার দায়ী কে হইবে? এরূপ স্থলে বিষয় বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ অক্ষয় করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। স্থাবর বিষয় অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট কাগজ শীঘ্র নষ্ট করা যায়, এ সাবধানতা অকিঞ্চিৎকর। যে ব্যক্তি বিষয় নষ্ট করিবে, তাহার কি এ বাধা বাধা হয়?

এই প্রসঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষাগৃহ সম্বন্ধে আমাদিগের একটী প্রস্তাব উপস্থিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে এ শিক্ষাগৃহটীর সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। এখানে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যদি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও কাজের লোক হইতেন, তাহা হইলে শিক্ষাগৃহটী অন্বর্থ হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া উহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য অধিকাংশ ছাত্রই বন্দোবস্তের দোষে সুরাপানাদি ব্যসনে আসক্ত ও অপদার্থ হইয়া উঠেন। ফল এইরূপ, ব্যয় বিলক্ষণ আছে। এ অবস্থায় শিক্ষাগৃহটী উঠাইয়া দিয়া কোন প্রকার নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বন্দোবস্তটী যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত শিক্ষাগৃহটী উঠাইয়া দিন। অপ্রাপ্ত-

বয়স্কদিগের বিষয় রক্ষার্থ এক এক জন কার্য্য সম্পাদক রাখিতে হয়। যেমন তেমন লোক রাখাতে নাবালকদিগের অনিষ্ট হয়। তাহা না করিয়া সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত দেখিয়া এক একজন লোক রাখা হউক। নাবালকেরা তাঁহাদিগের নিকটে অধ্যয়ন করিবে। তাঁহারা অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের অধ্যাপনা ও বিষয় রক্ষা উভয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এ ব্যবস্থা হইলে শিক্ষা গৃহে থাকিয়া অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের যে অধিক অর্থ ব্যয় ও চরিত্র দোষ হইতেছিল তাহা হইবার সম্ভাবনা অল্প হইবে। কার্য্যসম্পাদকদিগের অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের অধ্যাপনার ন্যায় তাহাদিগের সুচরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা কোন ক্রমে অসতের সংসর্গে না যায় ও বিলাসী হইয়া না পড়ে সর্ব্ব প্রযত্নে ইহা করিতে হইবে। অসতেরা যেন কোন ক্রমে তাহাদিগের নিকটে যাইবার অনুমতি না পায়।

এস্থলে আমরা আর একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্টে। তদনুরূপ কার্য্যের আচরণেও যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্ত ব্যবহারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই যেন বিষয় হস্তে না পায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাহারা পাঁচবৎসর কাল সেই কার্য্য সম্পাদকের অধীনে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করিবে। বিষয়কর্ম্মে শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে তাহার পর তাহাদিগের হস্তে বিষয়ের ভার অর্পিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষাগৃহে যে সমস্ত দোষ লক্ষিত হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাগৃহের একটী প্রধান দোষ এই, তত্রত্য ছাত্রদিগকে বিষম বিলাসী করিয়া তুলা হয়।

বঙ্গদেশ ও অত্রত্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরগণ।

ভারতবর্ষের অন্য অন্য খণ্ডে অনেক বীর পুরুষ অনেক প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশবাসীরা সে প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিধাতা বঙ্গদেশের প্রতি একান্ত বিমুখ। তিনি এখানকার জলবায়ু ও আহারীয় দ্রব্যের যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে যে বঙ্গবাসিরা কখন বীরত্ব প্রকাশে সমর্থ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখানকার লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরা সেই ত্রুটীর পরিপূরণ করিয়াছেন। একজন নূতন গবর্ণর হইয়া নানাবিধ নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গেলেন। তাহার পর আর এক জন নূতন লোক লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইয়া একৈকক্রমে সেই ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত যাবতীয় কার্য্য গুলির পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন কার্য্যের সৃজন করিয়া আপনার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। হেলিডে সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া যে যে কাজ করিলেন গ্রাণ্ট সাহেব সেগুলির পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বীডন সাহেবের আপনাকে অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমান ছিল, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত যাবতীয় বিষয় বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনার ক্ষমতা ও বাহাদুরী দেখাইবার অভিলাষী হইলেন। সার জর্জ্জ কাম্বেল সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। কয় দিনের মধ্যে সমুদায় ওলটপালট করিয়া তুলিলেন। বাবু রামকমল সেন কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি প্রতি দিন কালেজে আসিয়া এক একটী নূতন আদেশ করিতেন। ক্রমে তাঁহার আজ্ঞা পত্র রাশীকৃত হইয়া উঠিল। কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, কোন আজ্ঞা বা পরিত্যাগ করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবও বঙ্গদেশে দিনকত মহাধূম করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিত্য নূতন আজ্ঞা ও নূতন পরিবর্ত্তনে বঙ্গদেশ অস্থির হইয়া উঠিল। এখন আবার সার রিচার্ড টেম্পল একে একে তাঁহার কৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ব্যবস্থা গুলির যে এই দশা ঘটিবে উহার সৃষ্টিকালেই সেই অনুমান করা হইয়াছিল। নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "সুবিচার্য্য যৎ কৃতং সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং" ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া যে কাজ করা হয় তাহা যে ক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয় তাহা কেবল নীতিশাস্ত্রকারদিগের বাক্য দ্বারা নয় কার্য্য দ্বারাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া যে ভাবে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার নিজেরই সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এডুকেশন গেজেট বলেন "আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের বরাবর এই মত ছিল যে জেলে মরুক বাঁচুক কয়েদীকে গুরুতর শারীরিক দণ্ডদান আবশ্যক নতুবা অপরাধির শাসন সম্ভাবনা নাই। এই মতানুসারে তিনি ডাক্তর মৌএটের প্রবর্ত্তিত কারাব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাতে কঠিন শাস্তির বিধান করেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরাধিকে কষ্ট দেওয়া বিচার প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য তিনি মনে ভাবেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় অপরাধিদের পক্ষে তিনি এই ভাবেন যে, ভারতবর্ষের অপরাধিরা কোন মতেই কষ্টদানের উপযুক্ত নহে। [illegible] দেখিলেই বাস্তবিক দয়া হয়।"

কাম্বেল সাহেব যে পাঠশালাগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলো

পদ্ধারিতার বিষয়ে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। ভারতসংস্কারক লিখিয়াছেন "তাঁহার পাঠশালায় সাহায্য দানের ফল যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহার বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনর লার্ড ইউলিক ব্রাউন এতদুপলক্ষে বলিয়াছেন, ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরের পর নিম্ন শ্রেণিস্থ বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থির সংখ্যা যে কি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। কতকগুলি স্থলে গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদিগের বেতনে প্রতিপালিত হইত। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ২।০ টাকা করিয়া দেওয়াতে ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা বেতন হিসাবে সেই টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে ছাত্রেরা যে বেতন দিত এখন গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতেছেন।"

পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের উপরে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ভার ছিল তাহাতে কাজ ভাল হইত না বলিয়া ১৮৫৪ অব্দে যে মহাপত্র এদেশে সাহায্য দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়, সেই পত্র হইতেই ইনস্পেক্টরের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দীর্ঘকাল চিন্তা ও বিবেচনার ফল কাম্বেল সাহেব এক আঘাতেই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু আবার সেই তত্ত্বাবধান ভার ইনস্পেক্টরদিগের হস্তেই নিহিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভারতসংস্কারক বলেন "কাম্বেল সাহেব ইনস্পেক্টরদিগের ক্ষমতা কমাইয়া মাজিষ্ট্রেটদিগকে শিক্ষার অধ্যক্ষ করিয়াছেন। একে ত শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহারা সকল বিষয় বুঝতে অক্ষম। তাহাতে তাঁহাদিগের অবকাশ অল্প। এবিষয়ে লার্ড ইউলিক ব্রাউন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন মাজিষ্ট্রেটদিগের শিক্ষা কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিবার অবকাশ নাই এজন্য তাঁহার ইচ্ছা ইহাদিগের স্কন্ধ হইতে এ ভার উদ্ধার করিয়া পুনরায় ইনস্পেক্টরের উপরে প্রদত্ত হয়।"

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই বঙ্গভূমি আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগের এইরূপ বীরত্ব প্রকাশের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। এখন বঙ্গদেশের উপায় কি? একজন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়া বঙ্গদেশের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিবেন আর একজন আসিয়া তাহার উন্মূলন করিয়া নূতন পত্তন করিবেন। এরূপ করিলে বঙ্গদেশের উন্নতিলাভ নিতান্ত দুরূহ হইতেছে। এ বিষয়ের একটী সদুপায় করা আবশ্যক। আমরা অদ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরেই সেই সদুপায় চিন্তার ভার সমর্পণ করিলাম।

বরদার গুইকুমার ও কর্ণেল ফেয়ার।

মহাকবি ভারবি কহিয়াছেন "সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে রতিং নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্ব্ব সম্পদঃ"। রাজা ও তাঁহার অমাত্য পরস্পর যদি পরস্পরের প্রতি অনুকূল হন, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটস্থ হয়। প্রতিকূল হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। বরদার গুইকুমার ও তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ার এই যথার্থ উপদেশের অন্যতর উদাহরণ হইয়াছেন। নানা ঘটনা দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, উহারা পরস্পরের প্রতি অনুকূল ও মিত্রভাবসম্পন্ন নহেন। ফলও বিষময় ফলিতেছে। বরদার শান্তি নাই। নিত্য নূতন গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। এরূপ অবস্থা মঙ্গলদায়িনী নয়। অবিলম্বে ইহার প্রতীকারের একটী উপায় অবলম্বন করা প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সে উপায় কি?

বরদার গুইকুমার সুশিক্ষিত নহেন। বিষয় কর্ম্মেও তাঁহার সুশিক্ষা হয় নাই। তাঁহার সুশিক্ষার সময় কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছে। লক্ষ্মী বাইর পাণি গ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি একজন অব্যবস্থিতচিত্ত অপদার্থ লোক। কার্য্যকারণভাব চিন্তা ও পরিণাম দর্শন করিয়া তাঁহার কার্য্য করা নাই, যখন যে খেয়াল উপস্থিত হয়, তদনুসারে কাজ করেন। এই মাত্র দোষ নয় কতকগুলি দুষ্ট লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তাহাদিগের ক্রীড়নক স্বরূপ। হইয়াছেন তাহারা তাঁহাকে যে দিকে ফিরায়, তিনি সেই দিকে ফিরেন।

তাঁহার দশা ত এই গেল, যিনি রেসিডেণ্ট আছেন, তাঁহাকেও উপযুক্ত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারের মিত্র। তিনি যখন সেই মিত্রের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার মিত্রভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন কর্ত্তব্য। গুইকুমারের যে যে দোষ আছে, মিত্রভাবে উপদেশ দিয়া তাহার সংশোধন করিতে হইবে। যে যে দুষ্ট মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী হইতে বরদার অনিষ্ট ঘটিতেছে, মিত্র ভাবে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে অন্তরিত করিয়া তত্তৎপদে ভাল লোক নিয়োজিত করিতে হইবে। রেসিডেণ্টের এ সকল চেষ্টা নাই। পরস্পরের অনুকূল ভাব দূরে থাকুক, পরস্পরের বিদ্বেষভাবের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে।

এরূপ স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই, অবিলম্বে বর্ত্তমান রেসি-

ভেঙ্কট কর্ণেল ফেয়ারকে তথা হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন এবং তথায় এরূপ একজন রেসিডেণ্ট পাঠাইয়া দেন যে তিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করিয়া গুইকুমারকে ক্রমে স্ববশে আনয়ন করেন এবং সদুপদেশ প্রদান করিয়া যে যে দোষ আছে তাহার সংশোধন করিয়া লন। অপর, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারকেও স্পষ্টাক্ষরে বলুন তাঁহার যে সকল দুষ্ট মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী হইতে বরদার অনিষ্ট হইতেছে, তিনি তাহাদিগকে সত্বর বিদায় দেন।

গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া গুইকুমারের দুষ্ট মন্ত্রিগণ যেমন কুচক্র ও কুমন্ত্রণা করিতেছে তাহা করিতে দেন এবং রেসিডেণ্টকে তাঁহার ক্রোধবিষ বমন করিতে দেন, বরদা উৎসন্ন ও স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, পরিশেষে গবর্ণমেণ্টকে স্বহস্তে উহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এরূপে যদি বরদাকে হস্তগত করিয়া লন, তাঁহাদিগের দুর্নামের পরিসীমা থাকিবে না। আমরা গত বারে বিদেশীয় রাজগণের প্রতি রোমের রাজনীতির যে বর্ণন করিয়াছিলাম, বরদায় তাহার অভিনয় হইয়া উঠিবে। ইতিহাস লেখকেরা রোমের দূতগণের যে দুর্নাম লিখিয়া গিয়াছেন, কর্ণেল ফেয়ারেরও সেই দুর্নাম রটিয়া উঠিবে।

জলপাই গুড়ির দরবার।

বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল মহোদয় জলপাই গুড়িতে যে দরবার করেন, কমিশনর ডবলিউ জে হরসেল সাহেব তদ্বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাঁহার সম্মানার্থ সাধারণের গোচরার্থ এই স্থলেই উহা প্রকাশিত করিলাম।

বঙ্গ প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত সার রিচার্ড টেম্পেল, কে, সি, এস, আই, ১১ ই নবেম্বর তারিখে জলপাইগুড়িতে একটি দরবার করিয়াছিলেন; তাহাতে নিকটস্থ ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং কমিশনার সাহেবের পারসনেল্ এসিষ্টাণ্ট বাবুর সহিত দরবারের পূর্ব্বে কমিশনার সাহেবের বাটীতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন নিম্ন লিখিত ভদ্রগণকেও তাঁহার সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করান হইয়াছিল।

বাবু কালিকাদাস দত্ত, কুচবেহার মহারাজার দেওয়ান।

মুন্সি তরিফুল্লা, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট—বোদা।

উপেন্দ্রনাথ দোয়ারদার, তহশীলদার, বাক্সা।

দরবারে নিম্ন লিখিত দেশীয় ভদ্রলোকগণকে সাহেব বাহাদুরের সহিত পরিচয়ার্থে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিকাদাস দত্ত, দেওয়ান।
" " দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
" " উপেন্দ্রনাথ দোয়ারদার।
" ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।
" " বোদারাম গাবুর।
" " তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
" " বেণীমাধব দত্ত এম এ, বি, এল,।
" মুন্সী মহম্মদ তরিফুল্লা।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস।
" " হরপ্রসাদ দাস।
" " রামচন্দ্র ভৌমিক।
" " কালীমোহন রায়।
" " গুরুদয়াল চট্টোপাধ্যায়।
" " তারিণীশঙ্কর মজুমদার।
" " ভবানীচরণ ঘটক।
" " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
" " নরেন্দ্র দেব কুণ্ডর।
" " চন্দ্রকান্ত পাইন, বি, এল।
" " সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" চন্দ্রকেলি মুন্সী।
" " শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা। হরগোবিন্দ শর্ম্মা।
" " ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" " কালীকৃষ্ণ দত্ত।
" " রামগোপাল ভট্টাচার্য্য।

মান্যবর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর প্রত্যেকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।

মান্যবর লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে যে প্রকার সমাদরে আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গত ১২ ই তারিখে জলপাইগুড়ি হইতে তেঁতুলিয়া এবং কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। গত ১০ ই তারিখের রাত্রিতে যে আলোক প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার সৌন্দর্য্যে গবর্ণর সাহেব বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে সকল জমিদার এবং দেশীয় ভদ্রলোকগণ ইহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন মনি সর্ব্ব প্রকার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কমিশনার সাহেব ধন্যবাদ করিতেছেন এবং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ যে প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে উপস্থিত ছিল ও স্ফূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিল তজ্জন্য মেক্সওএল সাহেবকে ধন্যবাদ করিতেছেন। নদীর পূর্ব্বদিকে যে মনোরম আলো প্রদত্ত হইয়াছিল তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিম দিগে সেইরূপ আলোক প্রদানের জন্য বৈকুণ্ঠপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রদেব রায়কত এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ করিতেছেন। আর করলা নদীতে আলোক দিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ দাসকে ধন্যবাদ করিতেছেন। উক্ত রায়কত উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া কমিশনর সাহেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে রাজভক্তি সহকারে সম্বর্দ্ধন করিতে তিনি যে প্রস্তুত ছিলেন তাহা কমিশনর সাহেব স্বীকার করেন

১৩ ই নবেম্বর ১৮৭৪ } ডবলিউ, জে হারসেল, কমিশনর।

প্রদেশ বাসিদিগের উৎসাহ দান।

বাঙ্গলা দেশের লোকেরা সর্ব্ব প্রথমে

ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎকালে উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশের লোকদিগের ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন না, তাহাদিগের দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালিরাই সকল প্রদেশে সকল কাজে নিয়োজিত হইতেন। কাজে কাজেই বাঙ্গালিদিগকে উৎসাহ দান করা হইয়াছিল। এখন সকল প্রদেশেই ইংরাজীর বিলক্ষণ চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে এখন তত্রত্য লোকদিগের ইংরাজীতে কাজ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। প্রধান রাজপুরুষেরা বাঙ্গালিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎ প্রদেশের লোকদিগকে নিয়োজিত করিতেছেন। ইহাতে অনেক বাঙ্গালি বিরক্ত হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা খেদও করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ নীতি দোষারোপযোগ্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ নীতি অবলম্বন না করেন, তত্তৎ প্রদেশের উন্নতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঙ্গালিদিগকে উৎসাহ দান না করিতেন, বাঙ্গালা দেশ কি আজি এ প্রকার উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেন? ইহাতে আমাদিগের অনাহ্লাদ নাই। তবে আমাদিগের অনাহ্লাদ এই, আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, কোন কোন প্রধান কর্ম্মচারী বাঙ্গালির উপরে এমনি চটা যে তাঁহারা অনুপযুক্ত হিন্দুস্থানী প্রভৃতিকে কর্ম্ম দেন তথাপি উপযুক্ত বাঙ্গালীকে কর্ম্ম দেন না। এপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি শ্রেয়স্কারিণী নহে। এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি? বাঙ্গালিরা গরুড়াকৃতি হইয়া সাহেবদিগকে সেলাম করেন না। ইহাই কি কারণ? যদি তাহা প্রকৃত কারণ হয়, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা যে সারবান নহেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদিগের একজন পত্রপ্রেরক আলাহাবাদ হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ। পত্রখানি এই—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে এদেশে অতি অল্প বাঙ্গালি আসিতেন তন্মধ্যে অধিকাংশই কমিসরিয়েটে কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এদেশের লোকে তখন প্রায় ইংরাজী জানিত না। সুতরাং ইংরাজেরা সকল কর্ম্মেই বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করিতেন। তৎকালে বাঙ্গালিদিগের এরূপ মান সম্ভ্রম ছিল যে এতদ্দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের গুরু বলিত এবং যথোচিত সম্মান করিত। শুনা গিয়াছে যে পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি রাস্তায় বাহির হইলে পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানীরা দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তৎকালের বাঙ্গালীরা বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু জন্মভূমি ও বন্ধুবান্ধবাদি পরিত্যাগ এবং তন্নিবন্ধন সমাজবন্ধন শিথিল হওয়াতে প্রায় অনেকেই অপরিমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে ২। ১ জন যাঁহারা চতুর ছিলেন তাঁহারা এরূপ বিষয় করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীরা পরিমিত ব্যয় করিয়া চলিলে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এখানকার অনেকেই পরিমিত ব্যয় কাহাকে বলে জানেন না। রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়া অবধি বাঙ্গালিদিগের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম কার্য্যও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ এখানকার লোকেরা ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করাতে অনেক আফিসে উহাদিগের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে দেশে চাকরী না পাইলে পশ্চিমে চলিয়া যাইব এবং তথায় অনায়াসে মাসিক ৫০। ৬০ টাকা উপার্জ্জন করিব। এমন কি আমি এদেশে আসিবার সময় অনেকেই আমাকে কর্ম্ম কার্য্যের বিষয় চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদিগের সে আশা লতা ক্রমশঃ উন্মূলিত হইতেছে। আর সে পশ্চিমও নাই আর সে সকল সাহেবও নাই। কর্ম্মার্থীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে সম্প্রতি আমাদিগের আপিসে ৪ টী কর্ম্ম খালি হওয়াতে ন্যূনাধিক ১০০ দরখাস্ত পড়িয়াছে। অনেক আপিসের সাহেবেরাও বাঙ্গালিদিগের উপর চটিয়া উঠিতেছেন। একটী একটী বড় বড় আপিসের সমস্ত কর্ম্মচারীই হিন্দুস্থানী দেখা যায়। পূর্ব্বে যে হিন্দুস্থানীরা আমাদিগকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিত, এক্ষণে তাহারাই আমাদিগকে গ্রাহ্য করে না, এমন কি অনেকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। ১ ম এক্ষণে হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন এবং তন্নিবন্ধন অনেকেরই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম প্রাপ্তি। ২ য় আমাদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্র দোষ। এদেশে আসিয়া আমরা যেমন কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করি অমনি বাবু হইয়া পড়ি। এমনি বিলাসী হইয়া উঠি যে বাসা হইতে এক ক্রোশ দূরস্থ আপিসে পদব্রজে যাইতে সঙ্কুচিত হই। এজন্য মাসিক ৪। ৫ টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়া থাকি। এদিকে আমাদিগের দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা দ্বিগুণতর বাবু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা আর রন্ধন করিতে পারেন না এবং অন্য অন্য গৃহ কর্ম্ম করিতে পারেন না। প্রায় অনেকেই আপন আপন পুস্তক ও কার্পেটের কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং একটী পাচিকা ব্রাহ্মণী ও একটী দাসী প্রায় অনেককেই রাখিতে দেখা যায়। এইরূপে নানা কারণ বশতঃ আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে, এবং কখন কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য কিছু টাকা আবশ্যক হইলে গত্যন্তর না দেখিয়া প্রতিভূ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ করিতে হয়। কি দুঃখের বিষয় প্রায় এখানকার চতুর্থাংশ লোকের ব্যাঙ্কে দেনা আছে আবার ইঁহাদিগের মধ্যে এক একজন এরূপ অবিবেচক যে ঋণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। আপনি শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন একজন সামান্য ৪০। ৫০ টাকা বেত-

সের কেরাণীর ৫০০। ৬০০ টাকা ঋণ। কোন পুলিষ ইনস্পেক্টর মাসে ১৫০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ২০০০ টাকা ঋণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল ঋণের মূল কেবল বাবুয়ানা। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে আমাদিগের হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া একপ নিয়ম করেন যে বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্রেরই কিছু কিছু জমা রাখিতে হইবে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে এবং ঋণ পরিশোধের উত্তম কারণ দেখাইতে না পারিলে যেন কেহ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমরা এদেশে ভবিষ্যতে সুখে এবং মান সম্ভ্রমে থাকিতে পারি।

এলাহাবাদ
২২ এ নবেম্বর
১৮৭৪

বিবিধ সংবাদ।

৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা টাউনসেণ্ড সাহেব বলেন, ইউরোপে যে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা করা হইতেছে, রুশীয়া ও জর্ম্মণি এই উভয় রাজ্যের মধ্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া একপক্ষ এবং রুশীয়া ও ফ্রান্স অপরপক্ষ হইবেন। উভয় দল যুদ্ধে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইংলণ্ড মধ্যবর্ত্তী হইবেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় জানিবে জর্ম্মণি এক্ষণে ফ্রান্সের অপেক্ষা রুশীয়াকে অধিক ভয় করেন। রুশীয়া যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত হইতেছেন, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে আর দুই বৎসর লাগিবে। জর্ম্মণির ইচ্ছা রুশীয়া সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে না হইতেই যুদ্ধ ঘটনা হয়। ডেনমার্কই যুদ্ধের কারণ হইবে। এ উপলক্ষে ফ্রান্স হয় ত আলসাক লোরেণ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সার জন ষ্ট্রাচি গত বৃহস্পতিবার আলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ১৬ ই নবেম্বর সম্বরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

গত মেইলে লার্ড ক্যাম্পারডাউন বোম্বাই আসিয়াছেন, তিনি কিছুদিন ভারতবর্ষে শীকার করিয়া বেড়াইয়া জাপান ও চীন দর্শনার্থ গমন করিবেন। ভারতবর্ষ কি শেষে ইংলণ্ডীয় লার্ডদিগের শীকার স্থান হইল?

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাঁতুন থানার এক ক্রোশ পূর্ব্বদিকে সরসংখ্যা নামক এক অতি বৃহৎ সরোবর আছে। উহা অতি প্রাচীন কালাবধি হদ্ ও ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গত ১৫ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারের ঝড়ে ঐ সমস্ত হদ্ এবং জল সবলিত কতক তরল পঙ্ক অতি প্রচণ্ডবেগে পূর্ব্বদিগের মোহানা দিয়া প্রায় ক্রোশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারা নিকটবর্ত্তী অনেক সামান্য সামান্য পুষ্করিণী ও ধান্যক্ষেত্র সমুদায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।"

৯ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

২৯ এ ডিসেম্বর বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বাটীতে এক ভোজ হইবে।

পঞ্জাবে এক সিয়ালকোট ভিন্ন আর সর্ব্বত্র উত্তম শস্য জন্মিয়াছে।

গতকল্য অবধি হাইকোর্টের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ৩০ এ নবেম্বর ইহার নবম ফৌজদারী সেসিয়নের অধিবেশন হইবে। ৭ ই ডিসেম্বর হইতে চিফ জষ্টিস এবং জষ্টিস ম্যাকফার্শন ও পণ্টিফেক্স আদিম বিভাগের আপীল শ্রবণ করিবেন। মফস্বলের ফৌজদারী আপীল বিচারপতি কেম্প ও বার্চ্চ শুনিবেন। ইনসলবেণ্ট কোর্টের নবেম্বরের অধিবেশন শুক্রবার এবং ডিসেম্বরের অধিবেশন ১ লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইবে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, ৭ খানি নৌকা পদ্মা দিয়া আসিতেছিল, নড়াইলের নিকট অকস্মাৎ জলমগ্ন হইয়া তাহার ২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পদ্মার ঘূর্ণ জলে সময়ে সময়ে এরূপ ভয়ানক ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

কালীকট হইতে এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ এথিনিয়মে লিখিয়াছেন, গত সপ্তাহ লাড হবার্ট যখন উক্ত নগর দর্শনার্থ গমন করেন তখন তাঁহার ভ্রমণার্থ বড় বড় নৌকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু খালের উপর যে সকল সেতু ছিল, নৌকাগুলি বড় বলিয়া তাহার মধ্য দিয়া যাইবার অসুবিধা হয়, সুতরাং যেখানে অসুবিধা হয় সেখানে সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। যাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার নিবারণের ভার তাঁহারা নিজে যদি অত্যাচার করেন তাহাতে কি দোষ হয় না?

মার্শেল সেরিজন এক্ষণে লণ্ডন নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইংলণ্ডস্থ বিখ্যাত রাজতন্ত্র প্রিয় করাসী কাউণ্ট ডিশা চাপেলির আথিত্য গ্রহণ করিয়া আছেন।

ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতাল কর্ম্মচারী ঢাকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজের একখানি প্রতিমূর্ত্তি উক্ত হাসপাতালে রাখিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ছবিখানি লণ্ডনে প্রস্তুত হইবে।

১৪ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৮৯৯২০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৭৬৬১১০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ১১৬৩৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩২৮১০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৪০২১০ টাকা আয় হয়। এ হিসাবে এবৎসর ৭৩৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

১০ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলাতে বেলা ১০ টা অবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অনূন ত্রিশবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী বলেন, ইয়ারকন্দের রাজদূত সায়দ যাকুব খাঁ টারা শ্রীনগর জম্মু এবং সিয়ালকোট হইয়া লাহোর আসিতেছেন। এই উপলক্ষে ইহার একবার লণ্ডনে যাইবার ইচ্ছা আছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বরদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান দ্বারা হত্যা করিবার যে চেষ্টা হয়, তাহাতে যে কয়েক জনকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয় তাহার মধ্যে একজন বহীত সাহেবের নিকট স্বীকার

করিয়াছে, যে কেহ কেহ তাহাকে লক্ষ টাকা দিব বলিয়া এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। আপাততঃ ১৫ হাজার টাকা দিয়াছে, কার্য্য সমাধা হইলে অবশিষ্ট টাকা দিবার [illegible] আছে। বইডি সাহেব জিজ্ঞাসা করেন ১৫ হাজার টাকা সম্প্রতি পাইয়াছে, ৫০ টাকা মজুত আছে সন্দেহ নাই, সে টাকা কোথায়? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল যে টাকা তাহার বাগানে পুতিয়া রাখা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া ঐ ১৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি গোয়ার একটী গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুলের এক অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কয়েকজন স্ত্রীলোক ঐ পদের জন্য পরীক্ষা দেন। উহাদের সাহিত্য বিজ্ঞান ভিন্ন কার্পেট বুনা সেলাই করা প্রভৃতি শিল্প কার্য্যেও পরীক্ষা গৃহীত হয়। দুইজন ফরাসী স্ত্রীলোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই পরীক্ষা দর্শনার্থ শিক্ষা বিভাগের কাউন্সিলার কমিসারি, মেডিকাল কালেজের প্রিন্সিপাল প্রভৃতি বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান ব্যক্তি আসিয়াছিলেন।

গত রবিবার পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে যখন গাড়ি যাইতেছিল, সেই সময় খনার ষ্টেষণের নিকটে এক ব্যক্তি রেল পার হইতে গিয়া শকট চক্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত শনিবার বেলা প্রায় ১১ টার সময় শিবপুরের পাটের কলের জন্য যে বাটী প্রস্তুত হইতেছে, হঠাৎ উহার ছাদের কিয়দংশ পতিত হইয়া প্রায় ১১ জন কুলি চাপা পড়ে। উহাদের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে, অবশিষ্ট কয় জন গুরুতর রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে তৎক্ষণাৎ হাবড়া হাসপাতালে পাঠান হয়। ছাদের যে অংশটী পড়ে, যদি উহা দুই তিন দিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে, ছাদটী রীতিমত না শুকাইতে শুকাইতে উহার খুটিগুলি খুলিয়া লওয়ায়, তাহাতেই পড়িয়া গিয়াছে। [illegible] খুটিগুলি খুলিয়া লওয়া হয় তাহাকে কি এ হত্যার জন্য দায়ী করা হইয়াছে?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে হাইকোর্টের জজেরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পান এরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ত জজেরা সভ্য পদ পাইতেন।

এক জন গাড়য়ান ২॥ টাকা গাড়ি-ভাড়ার জন্য স্মিথ নামক একজন সাহেবের নামে নালীশ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট গাড়ি ভাড়া ২॥ এবং তাহার বৃথা সময় নাশ করা বলিয়া এক টাকা দেওয়াইয়াছেন। গাড়ি ভাড়া না দেওয়া অনেকের চেষ্টা আছে, অনেক গাড়য়ান সাহেব বলিয়া ভয় পায়, নালীশ করে না, অন্য কোন প্রতীকারও করিতে পারে না। তাহাতেই দুষ্টদিগের প্রশ্রয় হইয়াছে।

১১ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আমেরিকাস্থ চীনদিগের রীতি এই তাহারা স্বদেশ হইতে স্ত্রী ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। যখন স্ত্রীর প্রয়োজন হয় তাহারা বাটীতে টাকা পাঠাইয়া দেয়, বাটীর অন্যান্য পরিবারেরা মূল্য অনুসারে ভাল মন্দ স্ত্রী কিনিয়া জাহাজে করিয়া পাঠাইয়া দেয়। জাহাজ তথায় উপনীত হইলে সে ব্যক্তি আসিয়া উহাকে লইয়া যায়। এক ব্যক্তি নিউইয়র্ক টাইমসে লিখিয়াছেন, তাহার এক জন চীন চাকর ছিল। তাহার স্ত্রীর প্রয়োজন হওয়াতে সে বাটীতে তাহার মাতার নিকট টাকা পাঠাইয়া দেয়। তাহার মাতা স্ত্রী কিনিয়া পাঠাইয়া দিলে, সে সেই স্ত্রীকে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়। প্রভু বলিলেন, তোমার স্ত্রী ত সুন্দরী নয়। ইহাতে সে বলিল, এই স্ত্রী আনিতেই আমার প্রায় ৬ শত টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। সুন্দরী স্ত্রীর মূল্য অনেক। তাহা ভিন্ন সুন্দরী স্ত্রী বড প্রকার করে। আমার এই স্ত্রীই ভাল।

১৪ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৮৩ জনের মৃত্যু হয়। গত সপ্তাহ অপেক্ষা ৭ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে [illegible] জনের ওলাউঠায় ১[illegible] জনের জ্বরে [illegible] জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

ইংলিসম্যান কানপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, ২৭এ নবেম্বর কানপুরের ৩ ক্রোশ দূরে এক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১১ খানি গাড়ি রেলচ্যুত হইয়া পড়ে। লাইনটী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সুখের বিষয় এই, কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই। জীবন নাশের সংবাদে আমাদের বিশ্বাস নাই।

পিয়নিয়র বলেন, এই শীতকালে গবর্ণর জেনরলের মান্দ্রাজ গমনের যে সংকল্প ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লাহোরের পোষ্ট মাষ্টার সলেন সাহেব কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টারের প্রতিনিধি হইয়া আসিতেছেন।

আলাহাবাদের মিউনিসিপালিটী তাহাদের আগামী বর্ষের আয় হইতে ১০ হাজার টাকা “ মেয়ো মেমোরিয়াল ফণ্ডে ” দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

মহীসুরের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ একটী সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের কৌলিন্য বিষয়ে ছোট বড যে কয়েকটী শ্রেণী আছে, উহারা সে সমুদায়কে এক শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। ঐ সকল শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও বিবাহাদি প্রথা নাই। এরূপ পার্থক্য না থাকিয়া যাহাতে তাহাদের পরস্পরে আহার ব্যবহার ও বিবাহাদি প্রচলিত হয় এই তাহাদের চেষ্টা। বাঙ্গেলোরের গোপাল পান্দুলু এই দলের প্রধান। তিনি সম্প্রতি তাঁহার নিজ বাটীতে এক ভোজ দেন। তথায় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গিয়া একত্র আহার করিয়াছেন। এটী একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের দুর্দশার যতগুলি কারণ আছে অত্রত্য অধিবাসীদের অগণনীয় শ্রেণী বিভাগ তাহার অন্যতর কারণ। ঐ শ্রেণী বিভাগ পরস্পর একতা সাধনের এক প্রধান অন্তরায়।

লক্ষ্ণৌ টাইমস কানপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, গত সপ্তাহে বন্দীকৃত নানা সাহেব উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু গাড যথা সময়ে জানিতে পারাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

গত রাত্রিতে লর্ড নর্থব্রুক বেহারে যাত্রা করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার রবসন সাহেব সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

অদ্য কানপুরে নানা সাহেবের পরীক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহাকে নিশান-দিহি করিবার জন্য ডাক্তার চৈসিডারকে আথালা হইতে কানপুরে পুনরায় যাইতে বলা হইয়াছে।

গলের ওরিএন্টাল ব্যাঙ্ক হইতে নোট এবং স্বর্ণ মুদ্রায় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা চুরি গিয়াছে। ব্যাঙ্কের দেশীয় কর্ম্মচারী-দিগের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রের শস্যের সংবাদ ভাল। অধিকাংশ বিভাগে শস্যের মূল্য কমিয়াছে।

পিরবিররের রাজপুতনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সে দিন মানুদার বারুদখানায় আগুন লাগিয়া ২৩ জন হত হইয়াছে।

ডাক্তার ফালন সম্প্রতি যে হিন্দুস্থানী ইংরাজী অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার ৬ শত খণ্ড লইবেন বলিয়া ৩০ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং গ্রন্থকর্ত্তাকে ৮ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সুবর্ডিনেট জজ বাবু রসিকলাল বসু মহাশয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় বাটীর ফণ্ডে হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইবার পর অবধি নিজ ব্যয়ে বহু সংখ্যক দরিদ্রকে আহার দিতেছেন।

দিল্লীর জোয়ারি মল নামক এক জন ধনবান ব্যক্তি একটী মকদ্দমায় মধ্যস্থ হইয়া এক পক্ষের নিকট হইতে ১২০০ টাকা উৎকোচ লন। এ নিমিত্ত তাহার নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াই মধ্যস্থ করা হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌএর এক জন ফকীর ধর্ম্মের ভাণ করিয়া একটী বালিকাকে বলাৎকার করে। বালিকাটীর আত্মীয়েরা উহাকে এরূপ প্রহার করে যে ফকীর সাহেব তাহাতে পঞ্চত্ব পান। হত্যাকারীদের এক জনের এক মাস ও আর এক জনের এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

রাজপুতনায় এক জন চিকিৎসক এক ব্যক্তির চর্ম্মরোগ আরোগ্য করিবার ভার লইয়া বহু দিন ধরিয়া তাহার দুটী পা কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া রাখিত। ইহার ফল এই হইল, ঐ ব্যক্তি দুই বৎসর পর্য্যন্ত আর চলিতে পারিল না। অবশেষে এক জন ইউরোপীয় ডাক্তার তাহাকে গতিশক্তি প্রদান করেন।

বোম্বাইর এক জন ফকীর অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বেড়াইত বলিয়া তাহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এদিগের মহান্ত ও ফকীর সাহেবদের এরূপ দণ্ড হইলে ভাল হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি চুরি যায়। কিন্তু অপহৃত অর্থের অর্দ্ধেকের অধিক পাওয়া যায় না। পুলিসের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র সমান।

সম্প্রতি বিজিগাপত্তনে ঝড় হইয়া অনেকের জীবন নষ্ট ও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

সে দিন ম্যালাবারের এক ব্যক্তি সুরা পানে মত্ত হইয়া দুটী বালক একটী প্রৌঢ় ও দুটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে। সুরাপানের এই বিষময় ফল দেখিয়াও লোকে সাবধান হয় না।

সিন্ধিয়ার রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা নানা সাহেবের পক্ষ সমর্থনার্থ বহুসংখ্যক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বুধবার কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সার বিচার্ড টেম্পলের দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ কালে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে সকল কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে প্রথম খানি লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খানিতে জমীদার ও অন্যান্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং নীলকর প্রভৃতি হিতৈষী ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ কালে যে সকল উপকার করেন তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের সভ্যেরা কর্ণাট দেশীয় গায়ক মৌলা বক্সকে একটী স্বর্ণ মেডাল উপহার দিতেছেন।

ফ্রেণ্ড বলেন এবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিয়াছে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি ষ্টেষণে তুলার গাইট পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সিয়াস সাহেবের প্রতিকূলে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কেহ কোন কথা বলিলে ফ্রেণ্ড ও ইংলিসম্যান প্রভৃতির তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। মিয়াসের মকদ্দমা সম্বন্ধে পালমাল গেজেট লিখিয়াছেন, "প্রথমে একজন ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট ও তাহার পর দুই জন ইউরোপীয় জজের বিচারে যখন মিয়াসের দোষ প্রমাণ হয়, তখন যে মিয়াসের রীতিমত বিচার এবং সুবিচার হয় নাই একথা বলা সঙ্গত হয় না।" ফ্রেণ্ড ইহাতে বিরক্ত হইয়া নানা অদ্ভুত ও অসার যুক্তি দ্বারা উক্ত বাক্যের খণ্ডন চেষ্টা পাইয়াছেন।

গত ১১ এ নবেম্বর নর্ম্মদা নদীতীরস্থ বরওয়াই নগরে সিন্ধিয়ামহারাজ হোলকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহাদের জীবনে এই পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। সিন্ধিয়া নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। নেটিব ওপিনিয়ন আশা করেন, সিন্ধিয়ার হোলকারের সহিত যে মনোমালিন্য আছে নর্ম্মদা স্নানে তাহা যেন পরিষ্কৃত হইয়া যায়। এবং পরস্পর সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হন। এ সঙ্গত আশা।

ইংলণ্ডে কুক নামক এক ব্যক্তির বিলিয়ার্ড খেলায় এরূপ পারদর্শিতা ছিল যে কেহই তাহাকে পারিয়া উঠিত না। সম্প্রতি এ ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়া হারিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকার সহিত কোন বিষয়ে আজি কালি কাহারও পারিয়া উঠা সহজ নয়।

সমাজ দর্পণ বলেন "কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় (বোধ হয় বন্দ্যোপাধ্যায়টী ভুল হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী হইবে) ক্রমে প্রসিদ্ধ অক্ষর চোর হইয়া উঠিল। বেঙ্গল সেক্রেটারি, সোমপ্রকাশ আফিস, বীডন প্রেসে যে অক্ষর চুরি হয় কেদার সে সকলেই নাকি সংশ্লিষ্ট ছিল। সম্প্রতি আবার হালিসহর পত্রিকা প্রেসে অক্ষর চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।"

কোন কোন সংবাদ পত্রে লিখিত দৃষ্ট হইল বাণিজ্যের অসুবিধা লোকের কষ্ট প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া গমনাগমনের জন্য মাসুল লওয়া হইবে না।

শুনা যাইতেছে হাবড়ার বোটানিকাল বাগানের উন্নতি জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৩৫ হাজার টাকা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

টিহারণ হইতে এক ব্যক্তি ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণের যে সকল ফল হইয়াছে তাহার অন্যতর এই একটী ফল হইয়াছে যে তাঁহাকে সর্ব্বদা জুতা পরিয়া থাকিতে হয়, একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও জুতা খুলেন না। ইউরোপ ভ্রমণ কালে তাঁহার সর্ব্বদা সর্দ্দি ও কাশি হইত এক জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার বলেন, তিনি কখন কখন আর্দ্র স্থানে খোলা পায়ে বেড়ান বলিয়া এরূপ পীড়া হয়। সেই অবধি তিনি আর জুতা খুলেন না। শয়ন কালেও জুতা পায় থাকে। সাহা তবে ত ইউরোপে বিদ্যা বেশ লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

১২ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

১৮৭৩ ৭৪ অব্দে মধ্য প্রদেশে দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা সাধারণ হিতকর কার্য্যে ৫১৫৩৭ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, মৃত দোসাভাই হর্মসজী তাঁহার মৃত্যু কালে ভিন্ন ভিন্ন দেনের দাতব্য কার্য্যে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

মধ্য প্রদেশের স্থানে স্থানে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, তন্নিবন্ধন চাউলের মূল্যও অনেক কমিয়া আসিয়াছে। সম্বলপুরে বৃষ্টির জন্য তুলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট পেশোয়ার হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, যাকুব খাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় নাই, তবে আমীরের তাঁহার উপর বিশ্বাস নাই বলিয়া সতর্কতা সহকারে তাহাকে রাখা হইয়াছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে এক ধনবান ব্যক্তি ইহুদী জাতীয় একটী বিধবার পাণি গ্রহণার্থ ব্যগ্র হন। স্ত্রীলোকটী বলেন, স্বজাতীয় না হইলে তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সাহেব কি করেন, স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ইহুদী ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি আছে কি না? স্ত্রীলোকটী বলেন তাহাতে তাহার আপত্তি নাই। সাহেব তদনুসারে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইহুদী ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তখন স্ত্রীলোকটী বলিয়া বসিল আমি পরে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহুদী বংশোদ্ভূত না হইলে তাহাকে বিবাহ করা হইবে না। সাহেব একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া শেষে স্ত্রীলোকটীর নামে ২০ হাজার টাকার দাবী দিয়া নালীশ করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, জাঠের রাজাকে বিষ পান দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। রাজার সম্প্রতি একটী পুত্র সন্তান হয়। পুত্রটী তাঁহার ঔরসজাত নয় বলিয়া রাজার সন্দেহ জন্মে, এই জন্য রাণী তাহাকে ঐ রূপে হত্যা করিবার চেষ্টা পান। খাদ্য দ্রব্যের সহিত বিষ মিশাইয়া দেওয়া হয়, তিনি উহার কিয়দংশ আহার করিয়া পীড়িত হন, ঐ সামগ্রী আর কয়েক জনকে খাইতে দেওয়াতে তাহাদের ভেদ ও বমন হয়। রাজা কয়েক জনকে সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়াছেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী হইতে না হয় এমন কাজ নাই।

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি করিবার চেষ্টা করাতে যে দুটী বালক ধরা পড়িয়াছে, মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের নিকট উহাদের বিচার হয় ইংলো সাহেব বালকদিগের পক্ষসমর্থন করেন। তিনি আসামীদে উহাদিগকে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। উহাদিগকে সেসিয়নে দেওয়া হইয়াছে।

রুসীয়ার রাজ্ঞী ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। যে দিবস তাঁহার কন্যা এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন তাহার পরদিন তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হন। তিনি এক্ষণে বকিঙহাম প্যালেসে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার যে সমস্ত ব্যয় তাহা তিনি নিজ হইতে করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের নিকটে লইতেছেন না।

গত বৎসর মধ্য ভারতবর্ষে যত ভূমিতে যে প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ধান্য ২১৫৮৪৩২ একার, ছোলা প্রভৃতি ৫১৩৭৬৪০ একার, গম ৩৪৯৬১৩৫ একার, তৈল ক্ত দ্রব্য ৮৬৪২৯৭ একার, ইক্ষু ৯৭১০১ একার, তুলা ৭৩৩৪০৪ একার, অহিফেন ৩২৪৩ একার, পাট ইত্যাদি ২৪৭২ একার, তমাক ৫০৫৫০ একার, শাকাদি ৫৮৬০১ একার এবং অন্যান্য শস্য ৫৮৪২৯ একার ভূমিতে জন্মে। এক একার ভূমিতে আমাদের এখানে তিন বিঘার কিছু বেশি হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগচ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকা—

৪		১০২।—১০২৷৷
৪৷৷	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬—১০৬।০
৪৷৷	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫।০
৪৷৷	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩।৵—১০৩৷৷
৫৷৷	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯—১০৯।০

১৩ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া কানপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, গোয়ালিয়রের রেসীডেণ্ট কর্ণেল অসবর্ণ কানপুরে উপনীত হইয়াই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আবার আগ্রায় যাত্রা করেন। সিন্ধিয়ার সৈন্য ও প্রজাগণের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, তাহাই তাহার এরূপ তাড়াতাড়ি গমনের কারণ।

যেদিন কিপ্‌লিং নামক এক ব্যক্তি সুরা-পানে মত্ত হইয়া একজন পুলিষ কনষ্টেব-লকে প্রহার করে, কলিকাতার দক্ষিণ বিভা-গের মাজিষ্ট্রেট মার্শ্যেল সাহেব উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৪ দিন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি এক বোতল ব্রাণ্ডির মূল্য জরিমানা না করিয়া এইরূপ দুই একটী দণ্ডের বিধান হয়, মাতালদিগের শাসন হইয়া আইসে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের ২১ বৎসর বয়সের যে নিয়ম করা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া ২৩ বৎসর করার চেষ্টা হইতেছে। ২৩ বৎসর নিয়ম করা সাধার-ণের মত দাঁড়াইয়াছে।

১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সমুদায় ভার তবর্ষের শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। হৈম-ন্তিক শস্য উত্তম জন্মিয়াছে। বঙ্গদেশে আশুধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, আমন ধান্যের অবস্থাও সন্তোষকর।

ইংলিসম্যান বলেন, আমীর যাকুব খাঁকে যে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে পাছে যাকুব খাঁ হিরাট পারস্যের হস্তে অর্পণ করেন এই ভয়ে তিনি যাকুবকে হস্তগত করিয়াছেন। মীর আথর আহম্মদ খাঁকে আপাততঃ হিরা-টের গবর্ণর করা হইয়াছে। যাকুবের কনিষ্ঠ আজব খাঁর হস্তে রাজ্যের ফৌজদারী বিভাগের কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে। হিরাট অধিকার করিবার জন্য কাবুল হইতে দাউদ সাহকে কতকগুলি সৈন্য সমভি-ব্যাহারে পাঠান হইয়াছে।

৬ ই নবেম্বর কাবুলে আরো কয়েকবার সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। গৃহবি-বাদে যত ক্ষক না ক্ষক ভূমিকম্পে কাবু-লের বিনাশ করে দেখিতে পাই।

বিলাতের লোকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কতদূর যত্ন, তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূসম্পত্তি দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের ভূসম্পত্তি ৩১১৭১৮ একার ভূমি। ইহার মধ্যে অক্সফোর্ড ৭৬৮৩ এবং কেম্ব্রিজের ২৪৯৫ একার ভূমি। প্রথমোক্ত টীর অধীনস্থ কালেজগুলির ১৮৪৭৬৪ এবং শেষোক্তটীর ১২৪৮২৬ একার। উভয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের আয় ৭৫৪৪০০০ টাকা। এই সমুদায় সম্পত্তি সাধারণ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি দিগের দ্বারা দান করা হইয়াছে।

-০:০-

সংবাদদাতার পত্র।

বীরভূম।

বীরভূমে রথ্যাকর আদায় আরম্ভ হইয়াছে। এ করের উচ্চতম হার এ জেলায় প্রবর্ত্তিত হই-য়াছে। কি নিয়মে যে এত উচ্চতম হার প্রব-র্ত্তিত হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি-লাম না। স্থানীয় লোকের অবস্থা দেখিয়া এ করের ভিন্ন ভিন্ন হার স্থাপিত হইবে এইটী মূল নিয়ম। কর্ত্তৃপক্ষ বীরভূমের অধিবাসীদের অবস্থার সচ্ছলতা দেখিয়া কি এই হার স্থাপন করিয়াছেন? আমরা বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কর্ত্তৃপক্ষ বীরভূমের কয়েকটী স্থান সংগতিপন্ন দেখাইতে পারেন? আমরা জানি বীরভূমের তুল্য দরিদ্র প্রদেশ বঙ্গরাজ্যে অতি অল্পই আছে। এখানকার অধিকাংশ স্থলের অধিবাসীরা যে কত কষ্টে কালাতিপাত করে, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুঝিবার বিষয় কি? মহাশয়! আপ-নারা কি বীরভূমকে সমৃদ্ধশালী বলিয়া জানেন? রাজ্যের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই দরিদ্র স্থান বলিয়া বীরভূমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন। আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, বীরভূমে এ হার প্রচলিত হইল, আর কেহই এ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। এ অযুক্তি সংগত কার্য্যটী অবাধে সম্পন্ন হইয়া গেল। এ কার্য্য দ্বারা কি প্রকাশিত হয় না যে বীরভূমে লেখনী ধারণ করেন এমন কেহই নাই। রোড সেস কমিটিতে যে যে মহোদয় সদস্য আছেন, তাহাদের কি এ কার্য্যে মূকতা অবল-ম্বন করা ভাল হইয়াছে? এখনও যদি সময় অতীত না হইয়া থাকে তবে প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি এ করভার বহনে অধিবাসীরা নিতান্ত অশক্ত। বীরভূমের দক্ষিণ অঞ্চল সংক্রামিক জ্বরে উৎসন্ন যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের ধাক্কা না সামলাইতে সামলাইতে এভার এ দিকের অধিবাসীদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা, কোন্ যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য হইতেছে, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

৪। দুর্ভিক্ষের ত অবসান হইয়াছে। এমন দুঃসময়ে যে যে জমিদার প্রজাদের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। কর্ত্তব্য কর্ম্মবোধে অল্পমাত্রই লোকে দান প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হয়েন। রাজদ্বারে সম্মানিত হইবার আশাই অধিকাংশ স্থলে সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়। উপ-স্থিত দুর্ভিক্ষে যেযে সদাশয় পুরুষ আপন আপন দান শৌণ্ডতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা একান্ত বিধেয়। নতুবা ভাবী বিপৎকালে লোকে যে দান কার্য্যে অগ্রসর হইবে তাহা ত আমাদের বোধ হয় না। হেতম পুরের রামরঞ্জন বাবু বীরভূমের প্রজার দুরবস্থা মোচন উদ্দেশে এ দুঃসময় ৫০। ৬০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার হইতেছে না। কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু ও এ সময়ে কিছু অল্প ব্যয় করেন নাই। তাঁহারাই বা "খপর" হইল কৈ? এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট অতি বিসদৃশ কার্য্য করিতেছেন

৩। এবারে বীরভূমের স্থানে স্থানে ফসল সুচারুরূপে জন্মিয়াছে। চাউলের দর দিন দিন সুলভ হইতেছে। তবে বরোঞা থানায় পূর্ব্ববৎ কষ্ট রহিয়াছে। সেখানে এখনও উপশম কার্য্য বন্ধ হয় নাই।

৪। বনয়ারী আবাদের ডাকঘরের দিকে এত দিনে কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এ আফি-সের জন্য একজন বিশেষ পত্র বাহক (রাণার) নিযুক্ত হইয়াছে। এ বন্দোবস্তে লোকের আর তত কষ্ট নাই বটে, এটী আমুদপুরের শাখা হইলে তাহাদের আরো সুবিধা হইত। এস্থলে আর একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে, বন-য়ারী আবাদ হইতে কাটোয়া ৯ নয় মাইল। একজন রানারের পক্ষে নয় মাইল গমনাগমন করা অতি কষ্টকর হইবে। শুনিয়াছি দিন ১৮ মাইল পথ একজন পত্র বাহক দৌড়িবে, এটী বার্ত্তা বিভাগের নিয়মও নহে। এমন অবস্থায় আর একজন রাণার নিযোজিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

৭ ই অগ্রহায়ণ।
১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত।

" মরার উপর খাঁড়ার ঘা "

(হিন্দু রঞ্জিকা)

বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই যে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই অবগত আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং বঙ্গদেশস্থ জমিদারগণের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গত বর্ষে যে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা এ পর্য্যন্ত শান্ত হয় নাই। সেই অবধি খাজনা আদায় অধিকাংশ জমিদারের এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। সকলে এক জোটে থাকায় জমিদারেরা নালিশ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না, তাহারা যে নিবিধ ধরিয়া নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইতে অনেক কম বিবিধ আদালতে ধার্য্য হইতেছে। কর বৃদ্ধি করিবার যে কয়েকটী কারণ আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি, শস্যের মূল্যাধিক্য, ইত্যাদি, তাহা বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। কারণ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভূমিসকল অনেক নিম্ন ছিল, রোপিতশস্য কিঞ্চিৎ অধিক পরিমিত বৃষ্টি বা বন্যা হইলেই নষ্ট হইয়া যাইত। আর এই ক্ষণের ন্যায় বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং রপ্তানির সুযোগ না থাকাতে শস্যের মূল্যও পূর্ব্বকালে অতি স্বল্প ছিল। অধুনা বাঙ্গালার গ্রাম অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিদধিক বর্ষা বা বৃষ্টি হইলেই শস্য নষ্ট হয় না। সুবিধামত জল পাইলে ত আশাতীত শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাণিজ্যের প্রথা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে শস্যের মূল্যও পূর্ব্ব হইতে অনেক অধিক হইয়াছে। [illegible] মধ্যে, প্রায় নিজ খামারে জমি রাখিবার রীতি নাই। তাঁহারা সমগ্র জমি প্রজাগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিয়া নিজেরা শস্য ক্রয় করিয়া [illegible] নিক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে [illegible] খরিদ করিতে যে ব্যয় লাগিত, এইক্ষণে তদপেক্ষা চতুর্গুণ বেশী ব্যয় লাগিতেছে। এই সকল কারণে জমিদারেরা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি এবং শস্যের মূল্যের বৃদ্ধি দেখিয়া আইন প্রণালী কর বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন, প্রজারাও তাহাতে দিরুক্তি না করিয়া খাজনা আদায় [illegible] কিন্তু গত বর্ষ হইতে [illegible] এবং কুমন্ত্রণায় তাহারা দেশের সকলে [illegible] খাজনা [illegible] করিয়াছে। এ বৎসর আবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ঐ সকল প্রজা [illegible] এক প্রকার খাজনা আদায় করিবার শক্তিও নাই, তাহাতে আবার গবর্ণমেণ্ট হইতে " এই দুর্ভিক্ষ বর্ষে প্রজাগণকে খাজনা দিতে হইবে না। " এইরূপ আজ্ঞা প্রচারের জল্পনা শুনিতে পাইয়া সামর্থ্য থাকিতেও প্রায় সকলেই রাজস্ব আদায় বন্ধ করিয়াছে। জমিদারেরা প্রায়ই ঋণগ্রস্ত, গৃহে অর্থ সঞ্চিত আছে এরূপ জমিদার অতি অল্প, এবং হঠাৎই জমিদারির অবস্থা এরূপ ও তদুপরি দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইবে, ইহা তাঁহারা কদাচ চিন্তা করেন নাই। এদিগে আবার ঐ সকল দুর্দ্দশাপন্ন জমিদারগণের নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবার নিমিত্ত মহাজনেরাও কৃত সঙ্কল্প হইয়াছে। মহাজনেরা আদালতের সাহায্যে ঐ সকল বিপন্ন জমিদারগণের জমিদারি নিলামে বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায় করিয়া লইতেছে, ইহাতে যে বিস্তর জমিদারের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অনেক প্রসিদ্ধ জমিদার পথের কাঙ্গাল হইয়া যাইতেছে। আদালতের দয়াময় দৃষ্টি কেবল আইনের প্রতিই নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেশের গতি এবং সন্ত্রান্ত জমিদারগণের দুরবস্থার উপর তাঁহারা ভ্রমেও সকরুণ দৃষ্টি পাত করিতেছেন না। এইরূপ দুঃসময়ে ঐরূপ করিলে যে যথার্থই " মরার উপর খাঁড়ার ঘা " দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত। ঋণদায়াপন্নকে আদালত হইতে এই বর্ষের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া নিতান্ত উচিত। যাহারা মহাজনি করিতেছে, তাহাদের এক আধ বৎসর গৌণে টাকা আদায় হইলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। তাহাদের যে ব্যবসায় অর্থাৎ সুদ আদায় করা তাহারও কোন হানি হয় না।

কারাগার।

(এডুকেশন গেজেট)

পাপের দণ্ড ঈশ্বর দিবেন বলিয়া মানুষে নিশ্চিন্ত থাকিলে এরূপে সমাজবন্ধন হইতে পারিত না। সমাজবিপ্লবকর অপরাধের নিবারণ উদ্দেশেই রাজপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য সমাজের প্রারম্ভাবধিই রাজশক্তি দ্বারা অপরাধী প্রজার দণ্ড হইয়া আসিতেছে। সেই দণ্ডের চিরকালই নানারূপ প্রকারভেদ হইয়া আসিয়াছে। সমাজের যখন যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তখন সেইরূপ দণ্ডের প্রথাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সকল দণ্ডের উদ্দেশ্যই উপদ্রব নিবারণ হইয়া যাহাতে মনুষ্য সমাজে শান্তি সংস্থাপিত হয়। অসভ্য অবস্থার বিবিধ নিষ্ঠুর দণ্ড প্রণালী রও এই উদ্দেশ্য, এবং সভ্যাবস্থার অনিষ্ঠুর দণ্ড প্রণালীরও এই উদ্দেশ্য। লোকের চরিত্র ভাল থাকিলে অপরাধ হয় না, অতএব চরিত্র ভাল রাখাই দণ্ড দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই, কিন্তু সেই মুখ্য উদ্দেশ্য অল্প বা অধিক পরিমাণে চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি অপকৃতের বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা স্বাভাবিক, অপকৃত ব্যক্তি আপনার সেই বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা রাজ শক্তি দ্বারা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা পায়, রাজাও প্রধানতঃ অপকৃত ব্যক্তির সেই বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা চরিতার্থ করিবার ভার লইয়া থাকেন দণ্ডদান প্রণালীর এই ভাব ন্যুনাধিক পরিমাণে চিরকালই নিরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করা দণ্ডের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অপরাধের সম্যক নিবারণ হয় না, সভ্যতর মানবসমাজে এ বিষয় পরিজ্ঞাত থাকিলেও সেই পরিজ্ঞানানুযায়ি কার্য্য কোথাও সম্যক্ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কারাবাস প্রণালী অপরাধীকে দণ্ড দানের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যাহাতে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হইয়া অপরাধে আর তাহার প্রবৃত্তি না হয়, কারাগারে এরূপ ব্যবস্থা করিলে দণ্ড দানের প্রকৃত ফল হইয়া থাকে। কেবল গুরুতর কষ্ট দিয়া বৈরনির্য্যাতন সমাধা করিলে সে ফল হয় না। ঐ রূপে দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রবৃত্তি নিবারিত হইবে এমন কোন কথা নাই। যে ছেলেকে একবার প্রহার করা যায়, দ্বিতীয় বার সে প্রহারে আর তাহার ভয় থাকে না। এই জন্য শারীরিক দণ্ডের যে বিশেষ ফলোপধায়িতা নাই, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মনের কষ্টই বড় কষ্ট, কিন্তু শারীরিক দণ্ডে সে মনঃকষ্ট ক্ষণিক মাত্র। দ্বিতীয় ক্ষণে সে কষ্টের বিস্মরণ হইয়া যায়। বন্ধু বান্ধব গৃহ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপমানিত অবস্থায় কারাগারে অবস্থান করা মনঃকষ্টের প্রচুরই কারণ বলিতে হইবে। তাহার উপর শারীরিক গুরুতর কষ্টের ব্যবস্থা নিষ্ঠুরতা মাত্র। বন্ধু বান্ধব গৃহ পরিবার বিচ্ছেদে ও অপমানে যাহাদের মনে কষ্টবোধ হয় না, শারীরিক দণ্ডে তাহারা যে বেশী কষ্ট অনুভব করিবে, এ কথার উল্লেখ নিতান্তই অলীক পদবাচ্য। তবে তাহাদের অনর্থক স্বাস্থ্যভঙ্গ করা কেন? ইহাতে অপরে কষ্ট পাইয়াছে; আমিও পাইব, এরূপ ভাবিয়া কাজ করার দৃষ্টান্তও অতি বিরল

সুতরাং একের কষ্ট শুনিয়া অপরের সাবধান হইবার প্রত্যাশাও সর্ব্বথা অনিবার্য্য হয় না।

অতএব কারাগারে থাকিয়া অপরাধীর যাহাতে পাপ প্রবৃত্তি আর না হয়, তাহার শ্রেষ্ঠ উপায় অনুসরণ করাই বিধেয়। সে উপায়ের সম্যক ব্যবস্থা করা এক প্রকার সুদূর-পরাহত স্থল বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে কতকাংশে কৃতার্থতা লাভ হয় না এমন কোন কথা নাই। "দারিদ্র্যদোষং গুণরাশিনাশি" এই ন্যায় অনুসারে উপায়হীনতা যে অনেক পাপের প্রয়োজক হয়, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অর্থহীন ও নিরুপায় হইলে লোকে অনেক স্থলে চৌর্য্যাদি অপকর্ম্মে রত হইয়া থাকে। অতএব চোরাদিরা যাহাতে আপনাদের উপায় আপনারা করিতে পারে, তাহাদিগকে এমনরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। কুত্রাপি কারা-গৃহে সে প্রক্রিয়া যে অবলম্বিত হয় নাই, এমন নহে, প্রত্যুত অনেক স্থলে সেই প্রক্রিয়া অনুসৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ রাজ্যেও সে প্রক্রিয়ার প্রচলন দেখা যায়। যাহাতে অপরাধীরা সদুপায়ে জীবিকা সংগ্রহের উপায় করিতে বা তাহাতে দক্ষতা লাভ করিতে পারে, জেলে খাটুনীর প্রথা প্রবর্ত্তিত করার মূল উদ্দেশ্য তাহাই, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাতে বৈরনির্য্যাতনরূপ গূঢ় অভিপ্রায়টী রহিয়া গিয়াছে। গুরুতর শারীরিক কষ্ট দিবার ব্যবস্থাতেই আমরা সে গূঢ় অভিপ্রায়টী বুঝিতে পারি।

যে কারণে এই প্রবন্ধটীর অবতারণা হইয়াছে, তাহা এই—আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর জর্জ কাম্বেল সাহেবের বরাবর এই মত ছিল যে, জেলে মরুক বাচুক কয়েদীকে গুরুতর শারীরিক দণ্ডদান আবশ্যক, নতুবা অপরাধীর শাসন সম্ভাবনা নাই। এই মতানুসারে তিনি ডাক্তার মৌয়েটের প্রবর্ত্তিত কারা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাতে কঠিন শাস্তির বিধান করেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া বিচার প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য তিনি মনে ভাবেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় অপরাধীদের পক্ষে তিনি এই ভাবেন যে, ভারতবর্ষের অপরাধীরা কোন মতেই কষ্ট দানের উপযুক্ত নহে, তাহাদিগকে দেখিলে বাস্তবিক দয়া হয়। কাম্বেল সাহেবের যে এই মত পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ইহা অতি সুখের বিষয়। তাঁহার এই মত পরিবর্ত্ত এদেশে ঘটিলে এ দেশের অনেক মঙ্গল হইতে পারিত। কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটে নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ঐ বিশুদ্ধ মতানুসারে কার্য্য হইলে অনেক শুভ হয়। অপরাধী হইলেও এদেশের লোকেরা এককালে ধর্ম্মভয় শূন্য নহে। এদেশের অতি অধম কয়েদীরও মনে আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদ ও অপমানভয় কতক অংশে বিদ্যমান আছে। অতএব ইহাদের পক্ষে শারীরিক কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থার আর আবশ্যকতা হয় না। ৯

—o—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ নবেম্বর। মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিভাগে ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ ডি বিথ (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন) রাজসাহী বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

আর কাষ্টৈয়াস (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন) চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ মালদহে বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ এচ, ব্যারো ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল, হেয়ার ঢাকায় বদলী হইলেন।

ডি ডবলিউ ম্যাকমুলেন টেম্পো বাকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এ, ডবলিউ কক্রান্।

এচ, জি শার্প বি. এ,

সি, ডি, সি উইণ্টার।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

আর, এচ, গ্রিবস্।

জে, প্রাট, এম, এ।

জে, ডি, গেল (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন) প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডেবিড নর্টন বর্দ্ধমান বিভাগের এবং এফ, এচ, হাডিঙ রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (যাহারা দিনাজপুর ও ত্রিপুরা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ, ডি, বিথ সি, এস।

আর কাষ্টৈয়াস, সি, এস।

রাণাঘাটের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

২৪ এ নবেম্বর। জে, ডি, গেল (যিনি ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরিদপুর এবং তাহার ছোট আদালতের সুবর্ডিনেট জজ বাবু শ্রীনাথ রায় কিছুদিনের জন্য কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা এবং পাবনার ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

খুলনার মুন্সেফ বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ফরিদপুর এবং তাহার ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

জি, টমাস মুঙ্গেরের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, ব্যারো ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন

প্রদেশ সমূহের একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (যাহারা মেদিনীপুর ও মুরসিদাবাদ বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডি, নর্টন সি, এস।

এফ, এচ, হার্ডিঙ সি, এস।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

মাড্রিড ১৯ এ নবেম্বর। কার্লিষ্টেরা সম্প্রতি পরাস্ত হইয়াছিল কিন্তু পুনরায় তাহারা আইরণের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান সকল অধিকার করিয়াছে। রেপবলিকানদিগের নিশ্চেষ্ট ভাবই তাহাদের এইরূপ পুনরধিকার করিবার কারণ।

লণ্ডন ২০ এ নবেম্বর। কেপ কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিঙ কফিকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। কাপ্তেন বেল আশান্টি যুদ্ধের সময় যে সকল উত্তম উত্তম কার্য্য করেন তাহাতে রাজ্ঞী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিক্টোরিয়া ক্রস ও পুরস্কার দিয়াছেন।

নর্থাম্বরল্যাণ্ডের নিকটে বনাশ কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া প্রায় ২৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বার্লিন ২১ এ নবেম্বর। প্রিন্স বিসমার্কের সহিত প্রিন্স গর্টসকফের অনেক কথোপকথন হইতেছে। প্রিন্স গর্টস কফ বলিয়াছেন তাঁহার বিশ্বাস এই, এক্ষণে ইউরোপে যে শান্তি ভাব রহিয়াছে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে। জনশ্রুতি এই মরক্কো, ইহার একটী বন্দর জর্ম্মণিকে দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ নবেম্বর। প্রুশিয়ার ব্যাঙ্কে ডিস্কাউন্টের হার শতকরা ৬ হইয়াছে।

৩০ এ অক্টোবর কলিকাতা হইতে যে সকল [illegible] যায় তাহা লণ্ডনে উপনীত হইতে পারে নাই, এখন পর্যন্ত [illegible] গিয়াছে। ভূমধ্যস্থ সাগরে [illegible] এই বিলম্ব হয়।

[illegible] ২৩ এ নবেম্বর। গত কল্য বিক্টর ইমা[illegible] ইটালির পার্লিয়ামেণ্ট খুলেন। তিনি [illegible] আত্মরক্ষা [illegible] অবলম্বন [illegible] বিদেশীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বলেন ইটালির সহিত অন্যান্য রাজগণের বন্ধুভাব আছে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২০ এ নবেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	১০	৩
নুরপুর ও মাইলের মধ্যে	৩	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৭	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৫	
ভাণ্ডারপাড়া	৩	৬
তথা হইতে কাটবোলিয়া	৫	
তথা হইতে কট ১ নং	১১	৪
তথা হইতে বোলমারি	৬	৬
তথা হইতে আলিকদহ	৬	৪
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৭	৩
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১	

সন ১৮৭৪ সালের ২৩ এ নবেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৮	৭

বহরমপুর
২৩ এ নবেম্বর
১৮৭৪

টি, এইচ উইক্স সি, ই,
একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ ও ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন—বালেশ্বর।
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর।
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—মজঃফরপুর
" " বঙ্কিমাচন্দ্র মজুমদার—মুরসিদাবাদ।
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
লালা হরিপ্রসাদলাল দাস—দেওঘর।
রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র খণ্ডাইগড়।
" মৌলবী আবদুল মহম্মদ—শ্রীহট্ট।
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরী।
বরিশাল বজবিদ্যালয়—বরিশাল।
শ্রীযুক্ত বাবু গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী দিনাজপুর কালীতলা।
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচন্দন ভুকা দ্বারকানাথ চন্দ্র রায় জমীদার—সাহবজার।
" " নবকুমার চৌধুরী—খানা নাড়ু।
" " চৈতন্যচরণ রায়—সোরো।
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—কেওড়াখাল।
" " রাজনারায়ণ কোঙর—রোলড়া।
" " গোবিন্দনারায়ণ দে—সুবর্ণখুলী।
" " দুর্গানাথ তলাপাত্র—সিলিগুড়ি।
" " কার্ত্তিকচরণসিংহ জমীদার—মধুপুর।
" " কৈলাসচন্দ্র বাগচি—সিরাজগঞ্জ।
" " কালীনাথ বিশ্বাস—টাঙ্গাইল।
" " হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি (গিরিশচন্দ্র সিংহ—রাণীগঞ্জ)
" কেশবদাস গোলাবচাঁদ দুগড়—বালুচর।
" " রায় রমানাথ গুহ দাস—পাটগ্রাম।
" ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান
" " ব্রজনাথ রায়—জঙ্গলপুর।
" " যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মাহ।
" আয়েনুদ্দিন বক্সী—মেখলীগঞ্জ।
আলীমদ্দিন মুন্সী মোক্তারকার দৌলাত খাঁ।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য দিনাজপুর ৫॥০
" " রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শাসন ৫॥০
" " কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়—দেহকুণ্ডা ১০
" " রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বারুইপুর ৫॥০
" " কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—পাঁচতোপী ১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পুর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ২২ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ৭ ই ডিসেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ, নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়; ইহার নিদান, লক্ষণ, সুবিস্তীর্ণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে স্বারকৃত গর্ভ নষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার ধারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল ব্যতীত, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ॥০ অন্যের প্রতি ।৶ পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী
জেলা মুরশিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যো
এসিষ্টান্ট সার্জ্জন।

সে কাল আর একাল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা প্রণীত পরম বিনোদ জনক অথচ উপদেশগর্ভ প্রস্তাব। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্য। মূল্য ।০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত পাটীগণিত (সম্পূর্ণ হইয়া) টাকা ১৶ শুভঙ্কর মূলক মানসাঙ্ক বা "বাজার হিসাব" ॥/০ ধারাপাত নিয়ম ও মন্তব্য সমেত /০ মূল্যে কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

শব্দদীধিতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদায় সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মার ৯২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। বিদেশীয় গ্রাহক দিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুল-বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, কলুটোলা সভারাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং পাবনা নর্ম্মালস্কুলে আমার নিকট পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাবনা নর্ম্মালস্কুল
২৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১ } শ্রীশ্যামাচরণ
চট্টোপাধ্যায়

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত, ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইল, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০; প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যব্রত।

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রহ্য।

এই মহৌষধ সুষেন সংহিতায় উক্ত এবং অস্মদ্বংশের আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিনীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী জ্বর কাশ গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩॥০ মাত্র; এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩।০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃত ঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

জনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বচিরানুভূত বরদ মহৌষধ। ঋতু স্নান গর্ভস্থান প্রভৃতি দৈষ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি না না দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে ... শ্যাই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একত্রে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হয়।

তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বশবর্ত্তী রহিল।

শ্রীভৈরবজী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাশুল ৵৹ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

সাঁতিগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্ঘন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বর্ণ এণ্ড কোং।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সুতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। একারণ অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৷৹ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপ-যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	৵৹
১ম ভাগ নীতিসার	৶৹	৵৹
২য় ভাগ নীতিসার	৷৵৹	৵৹

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাক-মাশুল ৵৹ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাই-বেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২২এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

লার্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণমেণ্ট ও জমী-দারের স্বার্থ চিন্তা করিয়াই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রজার স্বার্থের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তন্নিবন্ধন ঐ বন্দোবস্তটী সর্ব্বথা দোষশূন্য হয় নাই। দোষশূন্য হয় নাই বলিয়া সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজা সকলকেই বিব্রত ও অসুখিত হইতে হয়। আমরা প্রায়ই প্রজার সহিত জমীদারের অসদ্ভাব সংবাদ শুনিতে পাই। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে একটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, এবং পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার যেন উহাতে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। দেখিতে পাইবেন জমীদারে ও প্রজায় কেমন বিরোধ চলিতেছে। যে পর্য্যন্ত প্রজার সহিত জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত এ উপদ্রবের শান্তি সম্ভাবনা নাই।

কটকে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত করিবার প্রার্থনা।

পাঠকগণ আমাদিগের প্রেরিত পত্র স্তম্ভ মধ্যে দর্শন করিবেন, বাঙ্গলা-দেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব যে সময়ে কটকে দরবার করেন, সেই সময়ে তত্রত্য প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার নিকটে এই অভিপ্রায়ে এক আবেদন করিয়াছেন যে কটকের বিদ্যালয় সকলে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত হয়। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি এই, কটকে অনেক বাঙ্গালি আছেন। বিদ্যালয়ে বাঙ্গালি বালকই অধিক। তাহাদিগকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করাইয়া উড়িয়া শিখান সুসঙ্গত হয় না। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রার্থনার অনু-মোদন করিতেছি। আমাদিগের মতে কেবল কটকে কেন, সমুদায় উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গলা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। উড়িয়া ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা উভয়ে বড় বৈলক্ষণ্য নাই। উভয়েই এক সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উভয়

ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। কেবল শব্দের কিছু কিছু রূপভেদ ও উচ্চারণের স্বরভেদ আছে এই মাত্র। অক্ষরও প্রায় এক প্রকার। উড়িয়া ও বাঙ্গলা উভয় অক্ষরই এক দেবনাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উভয়ের যখন এত সৌসাদৃশ্য আছে, তখন দুটী ভাষা স্বতন্ত্র না রাখিয়া একবিধ করাই বিধেয় হয়। এস্থলে কেহ কেহ এই আপত্তি করিবেন, যদি দুটী ভাষা এক হওয়া সঙ্গত হয়, বাঙ্গলা না হইয়া উড়িয়া হউক না কেন? ইহার উত্তর দান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যেটী অধিক গুণসম্পন্ন, তাহারই গ্রহণ সমুচিত হয়। বাঙ্গালা উড়িয়া অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। উড়িয়া কর্কশ, বাঙ্গলা শুনিতে মিষ্ট। বাঙ্গালিরা উড়িয়াদিগের অপেক্ষা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছেন। উভয় ভাষার একতা হইলে উড়িয়া ও বাঙ্গালি উভয়ের সবিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইবে। তাহা হইলে সভ্য সংসর্গে উড়িয়াদিগের সমধিক উন্নতিলাভ হইবে সন্দেহ নাই। আর একটী মহান্ লাভ এই, ভাষা ভেদ থাকাতে উড়িয়া ও বাঙ্গালি উভয়ের মনের যে ভিন্ন ভাব আছে, তাহা দূরগত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসিদিগের ভিন্নভাব দূরে যত প্রস্থান করে, ততই মঙ্গলের বিষয়।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও এইরূপ ভাষাগত একটি বিষম বিড়ম্বনা আছে। তত্রস্থ লোকেরা সচরাচর হিন্দুস্থানী ভাষা কহিয়া থাকে। সাধারণের হিন্দী প্রচলিত করাই কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিলে সকল লোকের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইয়া উঠে। কিন্তু কার্য্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আদালতে উর্দ্দু প্রচলিত। সাধারণ লোকে উর্দ্দু বুঝিতে পারে না। তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটে। হিন্দী উর্দ্দুর অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। হিন্দুস্থানে ঐ ভাষা অনেক দিন অবধি চলিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলা ও উড়িয়াদি ভাষার ন্যায় উহারও মূল সংস্কৃত। পারস্য সংযোগে উর্দ্দুর সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আর পারসোর প্রাদুর্ভাব নাই, তবে উর্দ্দুর রক্ষার্থ এত যত্ন কেন?

আমাদিগের এই বোধ হয় বেহারের পশ্চিমে হিন্দী আর পূর্ব্ব অংশে বাঙ্গালা। প্রেসিডেন্সির সমুদায় স্থানে যদি বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত হয়, ভারতবর্ষের মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই।

—০:—

সিবিল আপীল বিলের প্রতিবাদের ফল।

ভারতবর্ষীয় সভা ও বাঙ্গালী সভা প্রভৃতি সিবিল আপীল বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। ২০০ টাকার মকদ্দমার আপীল হইবে না, বলিয়া যে মূল প্রস্তাব হয়, তাহার অন্যথা হয় নাই বটে; কিন্তু সিলেক্ট কমিটী এতৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে আপীলের অনেক গুলি পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—

"যেখানে আপীল প্রার্থী ব্যক্তির মোকর্দ্দমার মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমেয় নহে এবং যে রায়ের উপর আপীল প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা ছোট আদালতের মত হইতে বিভিন্ন। যথা

ক ও খ উভয়ের প্রত্যেকে এক পারিবারিক বিগ্রহের সত্ত্বাধিকারী বলিয়া দাবি করে। ক খর নামে নালিস করিয়া মুন্সেফ কোর্টে ডিক্রী পাইল। খ জজের কাছে আপীল করিয়া জয়ী হইল। এ মোকর্দ্দমা অর্থদ্বারা পরিমেয় নহে।

(২) যেখানে মোকর্দ্দমা হইতে এমন প্রশ্ন উত্থিত হয়, যাহার সহিত সাধারণের স্বার্থলাভ সংবদ্ধ আছে এবং হাইকোর্টের মতে যাহার আপীল আবশ্যক; যথা, কৌন্সিলের আইন অনুসারে ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক খ র ৫ টাকা ট্যাক্স আদায় করিতে যাওয়া হইল, ক তাহাতে আপত্তি করিল এস্থলে প্রশ্ন এই, সেই আইন যথার্থ এ ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছে কি না? ইহা সাধারণের লাভালাভের সহিত সংসৃষ্ট।

(৩) যেখানে যে ডিক্রী বা রায়ের উপর আপীল প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহাতে যদি [illegible] কোন ভ্রম দেখা যায়, যে বিচারে দোষ [illegible]।

১৮৭৩ সালের ১ লা এপ্রেল ক খর নামে ১৫০ টাকার [illegible] নালিস করিল। জজ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন অনুসারে [illegible] অগ্রাহ্য করিলেন। যখন মোকদ্দমা করা হয় সে আইন রদ হইয়াছিল। এস্থলে হাইকোর্ট আপীলের অনুমতি করিতে পারেন।

(৪) যেখানে হাইকোর্ট পরিষ্কাররূপে বুঝিবেন যে, যে রায় বা নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতেছে [illegible] জজের দোষে অবিচার হইয়াছে।

(১) এ আইন [illegible] হইলেও ৩ নাম [illegible]।

(২) জজ যেখানে আপীল [illegible] দেন বা না দেন তাহার কারণ [illegible] করিবেন।

(৩) প্রার্থী কেন [illegible] আপীল করিতে অক্ষম হইলে [illegible] করিতে পারিবে এবং [illegible] নকল [illegible] তাহা ইহার মধ্যে [illegible]।

(৪) [illegible] আপীল করিবে [illegible] মোকদ্দমা [illegible] দাখিল করিবেন। [illegible]

(৫) [illegible]

আমাদিগের [illegible]

আইন, [illegible]

আইন [illegible]

অভুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি যথা সময়ে নালীশ করিল না বলিয়া ধর্ম্মতঃ তাহার স্বত্ব লোপ হয় না। ধর্ম্মতঃ যদি স্বত্বলোপ না হইল, তবে যে অভিযোগ করিতে অনুমতি দেওয়া হইল না, সেটী অবিচার করা হইল সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকটে কিছু টাকা ঋণ করিল। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে ভদ্র লোক বলিয়া জানিতেন। তিনি প্রথমে টাকার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করেন নাই। তাহার পর যখন দেখিলেন অসঙ্গত বিলম্ব হইল তখন তিনি টাকার নিমিত্ত জিদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকটী অম্লান বদনে বলিলেন টাকা দিবেন না, তামাদি হইয়া গিয়াছে। যদি তামাদি আইন না হইত, [illegible] টাকা যাইত না [illegible] [illegible] আইন [illegible] টাকা পাইলেন না। [illegible] আপীল [illegible] [illegible] অবিচারের দিকে [illegible] যত সঙ্কুচিত হইবে, [illegible] হইবে। বিশেষতঃ [illegible] বিচারপতিগণের মন [illegible] [illegible] হইবার [illegible] [illegible] [illegible] আপীল দ্বার রুদ্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ [illegible] হয় না। তবে যাঁহারা মনে [illegible] অধিকসংখ্য আপীল দ্বার [illegible] অসৎ লোকেরা সুযোগ পাইয়া [illegible] মকদ্দমা করিয়া [illegible] [illegible] বেড়ে, তাঁহাদিগের বুদ্ধি[illegible] [illegible] আপীল দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে যাহার উপরে কোপ [illegible] হয়রান করিবার পথ রুদ্ধ হবে না। অসতেরা কি কেবল আপীল [illegible] বিপক্ষকে বিব্রত করে। বিপক্ষকে বিব্রত করিবার সহস্র সহস্র পথ মুক্ত আছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, দুষ্টেরা এক এক ব্যক্তির নামে এক কালে দেওয়ানী ও ফৌজদারীতে ৫। ৭ টী করিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করে। যাঁহারা আপীলের দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহার কি করিবেন? আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আপীলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে দরিদ্র রক্ষার চেষ্টা হইতেছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবে না, ফলের মধ্যে সুবিচার দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

অতএব ২০০ টাকার মকদ্দমার আপীল দ্বার রুদ্ধ করিবার প্রস্তাব হওয়াতে প্রথমে আমাদিগের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছিল, এখনও সেই অসন্তোষ থাকিতেছে। তবে সিলেক্ট কমিটি কয়েকটী বিশেষ বিধি করাতে তাহার পরিমাণ কিছু অল্প হইল এই মাত্র।

—•—

জাল নানা সাহেব।

লোক লাভের লোভেই জাল সাজিয়া থাকে। লোকে জাল দারোগা, জাল আসেসর, জাল পেয়াদা হয়, তাহাদিগের অর্থলাভ উদ্দেশ্য থাকে। শ্যামানন্দ গোস্বামীর পুত্র প্রতাপচন্দ্র সাজিয়াছিল, বর্দ্ধমানের রাজত্বলাভ তাহার অভিপ্রেত ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় জাল টিকনরণ হইয়াছে। আমাদিগের ফকীর সাহেব কি কাঁদীকাঠে আরোহণের লোভে নানা সাহেব সাজিলেন? ফকীর যে নানা সাহেব নন আমরা প্রথমেই কহিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাই ঠিক হইতেছে। ফকীর সাহেব ও নানা সাহেবের আকারগত বহু বৈলক্ষণ্য আছে। উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান নয়, অবয়বগত চিহ্ন সমান নয়, কথাবার্ত্তাও সমান নয়।

নানাজন এ ঘটনার নানা কারণ কল্পনা করিতেছেন। কেহ কহিতেছেন, সিন্ধিয়া প্রধানতম গবর্ণমেন্টকে সন্তুষ্ট করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গটী হস্তগত করিবার নিমিত্ত একজনকে নানা সাজাইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। কাহার বা এই মত, সিন্ধিয়ার বিপক্ষ সিন্ধিয়াকে বিপদে ফেলিবার নিমিত্ত একজনকে নানা সাহেব সাজাইয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যদি স্বদেশীয় স্বজাতীয় ও শরণাগত বলিয়া উহার বিষয় গোপন করিতেন, বিপক্ষ উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া সিন্ধিয়াকে গবর্ণমেন্টের বিষম বিরাগ ভাজন করিয়া তুলিতেন। যিনি যে কারণেরই নির্দ্দেশ করুন, আমরা বলি এটী গাঁজাখুরি কাণ্ড। গাঁজায় দম দিয়া ফকির সাহেবের নানা সাহেব হইবার খেয়াল হয়, তাহাতেই তিনি সিন্ধিয়ার নিকটে গমন করেন।

সিন্ধিয়ার উপরে যে লোকে সন্দেহ করে, তাঁহার বুদ্ধির ভ্রমেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি নানা বেশধারী ফকীরের পত্র পাইয়া যদি সেই পত্রখানি অমনি রেসিডেন্টের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন, আপনি উহাতে কোন প্রকারে লিপ্ত না হইতেন, তাঁহার উপরে সন্দেহ জাগ্মত না।

যিনি এ ঘটনার যে কারণ কল্পনা করুন, এ ঘটনাটী হওয়াতে দুটী বিষয়ের পরিস্ফুটরূপে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথম, ইংরাজজাতির বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী। সেই ১৮৫৭ অব্দে যে বৈরবহ্নি হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, আজিও তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই। মূর্খ সিপাহিরা দারুণ হত্যাকাণ্ড করিয়া যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়, সেনাপতি নীল প্রভৃতি তাহার অনুরূপ আচরণে বিমুখ হন নাই। কত নিরপরাধ ব্যক্তি উহাদিগের হস্তে হত হইয়াছে,

কত নিরপরাধ গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। উহাতেও ইংরাজ জাতির বৈরসাধন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই। নানা সাহেব ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া অনেকে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বন্দীকৃত ব্যক্তি বাস্তবিক নানাসাহেব কি না তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, তাহাকেই কেহ উহার মুখে থুথু দেয়, কেহ গালি দেয়, কেহ বা বাহ্বাস্ফোটন করে।

দ্বিতীয়, নানাসাহেব নিজের বিষয়ের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরে বিরূপ হন। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইল। তিনিও বৈরসাধনের সুযোগ পাইলেন মনে করিয়া সেই দলে গিয়া মিশিলেন। তিনি দেশের প্রতিনিধি হইয়া বিদ্রোহী হন নাই, গারিবল্ডির ন্যায় দেশের পরাধীনতার পরিহারার্থও সমরসাগরে অবতীর্ণ হন নাই। দেশের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনুচর হয় নাই। তবে যে কতকগুলি লোক সিপাহিদিগের সহিত মিশিয়াছিল, সিপাহিদিগের উপদ্রবই তাহার কারণ। সিপাহিরা পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের সঙ্গী করে। তাহারা নিরুপায় হইয়া সঙ্গী হয়। যদি তাহারা সিপাহিদিগের সঙ্গে না যায়, উহারা তাহাদিগের প্রাণ বধ করে, তাহারা কি করে আপাততঃ প্রাণরক্ষা হইবে বলিয়া বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হয়। কেহ যে অনুরাগ বশতঃ বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই, আমরা একথা বলি না। কতকগুলি বলমত্ত উদ্ধতস্বভাব লোক আছে, একটা কোন নূতন ঘটনা হইলেই তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহাদিগের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই একটা কাজ করিয়া বসে। তদ্রূপ কতকগুলি লোক ভিন্ন বিবেচক লোকে স্বইচ্ছায় বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই। কুমার সিং প্রভৃতি দুই একজন যে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগের গবর্ণমেণ্টের উপরে রাগ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইংরাজ জাতির অনেকের এই সংস্কার জন্মে, ভারতবর্ষের সকলেই বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। বিদ্রোহ কালে ঐ মহাপ্রভুরা বঙ্গদেশেও সাংগ্রামিক আইন প্রচলিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সে সময় দারুণ উৎকণ্ঠার সময় বলিয়া তাহাদিগের সেই সংস্কার তাদৃশ বিস্ময়াবহ হয় নাই। কিন্তু আজিও যে সেই সংস্কার সজীব হইয়া আছে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। পাঠকগণ আমাদিগের এই বাক্যগুলিকে আমাদিগের কপোল কল্পিত জ্ঞান করিবেন না। স্পেকটেটর নানাসাহেবকে লইয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট বন্দীকৃত ব্যক্তিকে যেরূপে রক্ষা করিতেছেন, তাহা দেখিয়াই আমরা ঐ কথা কহিতেছি। রাজপুরুষদিগের অত্যধিক সতর্কতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারা মনে করিতেছেন, নানাসাহেবকে বন্দী করাতে দেশের লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা লোকের মনের ভাব যেরূপ দেখিতেছি ও যেরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য বা চিত্তবিকার জন্মিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। মধ্যে জনরব উঠিল সিন্ধিয়ার সৈনিক শিবিরে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার তাহা অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বরদার রেসিডেণ্ট।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর এস পেলি আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত বরদার রেসিডেণ্ট হইতেছেন, ভবিষ্যতে মীলী সাহেব রেসিডেণ্ট হইবেন। এটী আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। এদেশে একটী জনপ্রবাদ আছে "এক হাতে তালি দেওয়া যায় না।" কর্ণেল ফেয়ার নির্দ্দোষ হইলে বরদায় কখন এত গোল যোগ হইত না। তাঁহাকে অপসারিত করাতে লাডনর্থব্রুকের বরদার কল্যাণ সাধনে যে আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমরা নানা কার্য্য দ্বারা লার্ড নর্থব্রুকের যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তিনি যে ডেলহাউসির ন্যায় স্বার্থপরতাদূষিত সর্ব্বঙ্কষ রাজনীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। তিনি যদি বন্ধুভাবে গুইকুমারের দোষ সংশোধন করিয়া তাঁহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, এটী তাঁহার নিঃস্বার্থ রাজনীতির অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুরের ঝড়ের পর যে যে ঘটনা হইয়াছে।

আমরা এবার অন্য অন্য প্রস্তাব বন্ধ রাখিয়া এই পত্রখানিকে এই স্থানে গ্রহণ করিলাম। ইহাতে মেদিনীপুরের ঝড়ে মৃত্যু সংখ্যাদির সবিশেষ বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। অন্য অন্য প্রস্তাব বন্ধ করা হইল বলিয়া পাঠকগণের যদি কিছু অসন্তোষ জন্মে, পত্রখানি তাহার দূরীকরণে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

"আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে ৩১ এ আশ্বিনের পত্রে গত ঝড়ে মেদিনীপুরের যে ভয়ানক দুরবস্থা হয় সামান্যতঃ তাহার পরিচয় দিয়াছি। তদবধি এ পর্য্যন্ত এখানকার অবস্থা কিরূপ এবং কর্ত্তৃপক্ষ কি কি কার্য্য করিয়াছেন অদ্য তাহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাশয়! সেই ভীষণ ঝড় ও জল প্লাবনের ২।৩ দিন পর পর্য্যন্ত অধিক দূরের কথা নাই, নিকটবর্ত্তী স্থানেরও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। টেলিগ্রাফের কার্য্য ৩ দিন বন্ধ থাকে। ডাকের কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা ঘটে। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে মেদিনীপুর হইতে বিস্তর লোক (উকিল, আমলা হাকিম, স্কুলের বালক

প্রভৃতি) খাল দিয়া জলপথে বাটী যাইতে ছিলেন, ইহাঁদিগের অনেকেই পথি মধ্যে প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টিবশতঃ বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন নৌকা ত্যাগ করিয়া কেহ নিকটস্থ লোক সকলে, কেহ পবলিকওয়ার্ক বাঙ্গালায়, অনেকে এতদুভয়ের অভাবে বাঁধের উপর আশ্রয় লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন সংশয় জ্ঞান করিয়া কথঞ্চিৎ কাল। অতিপাত করেন। খালে অনেক নৌকা জলমগ্ন এবং ঐ সঙ্গে অনেক দ্রব্যাদি ও কয়েকজন মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই মেদিনীপুর হইতে যে সকল ব্যক্তি গিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী বালক ব্যতীত আর কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। অবশ্য অনেককেই নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হইতে হইয়াছিল।

ক্রমশঃ জানা গেল সহর অপেক্ষা মফস্বলের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। মেদিনীপুরের উত্তর দক্ষিণে বহুদূর (এক দিগে সমুদ্র অপর দিগে বর্দ্ধমান জেলা) পর্য্যন্ত কোলা ও ঘাটাল, পশ্চিম ৪। ৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত ঝড়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দেখা যায় এখানকার অনেকের (বিশেষতঃ মফস্বলের লোকের) ইষ্টক দ্বারা ঘর নির্ম্মাণ করা কুল মর্য্যাদার বহির্ভূত বিরুদ্ধ। এজন্য ধনাঢ্য লোকেরাও দুঃখিদিগের ন্যায় খড়ো ঘরে বাস করেন, সুতরাং এরূপ প্রবল ঝড় ও জলে সে সকল গৃহ ভূমিসাৎ হইবে তাহা বিচিত্র নহে এই কারণে মফস্বলে জীব হত্যা ও দ্রব্যাদির বিনাশ অধিক হইয়াছে। ১৭ ই কার্ত্তিকের ভয়ঙ্কর ঝড়ে মেদিনীপুর জেলায় ... হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে অনুমান হয়, কিন্তু এক্ষণে বিশেষরূপে জানা যাইতেছে ও সহস্র লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে ... আর কত লোক ভাসিয়া গিয়াছে তাহার গণনা হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার ... সবডিবিজন ও ২৫ টী পুলিস স্টেশন ... মধ্যে ৫ টী পুলিষ স্টেশনের লোকের ঝড়ে মনুষ্যের প্রাণ হানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে যে সব ডিবিজনে যত লোকের মৃত্যু জানা গিয়াছে, নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সবডিবিজনের নাম	মৃত্যুর সংখ্যা
তমোলুক	১৫০
কাঁথি	৬৮০
গড়বেতা	২৫৫
মেদিনীপুর	১৯২৫
	৩০১০

নিজ মেদিনীপুর সহরে ৯৪ ব্যক্তির মৃত্যু ও ২৯২৬ ঘর পতিত হইয়াছে। যে যে ফাঁড়ির এলাকায় যত মনুষ্য ও ঘর নষ্ট হইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে।

	পতিত ঘরের সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
পাটনা বাজার	৮০০	৭৭
নূতন বাজার	৭০০	১
হবিবপুর	৫৮৩	৯
সহর ফাঁড়ি	৬৪৩	৭
	২৯২৬	৯৪

মেদিনীপুর সব ডিবিজনের অন্তর্গত এখান হইতে ৬ ছয় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কেশপুর থানার এলাকায় প্রায় ৭০০ শত ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার চতুঃসীমান্তর্গত স্থান ১৬ ক্রোশ মাত্র। মেদিনীপুর ও কেশপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পারাং নাম্নী একটী অতি ক্ষুদ্র নদী আছে, ৩০ এ আশ্বিনের পূর্ব্বে তাহাতে অল্পমাত্র জল ছিল, কিন্তু সে দিন ঐ নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে নিকটস্থ গ্রাম সকল প্লাবিত করিয়া অনেকের সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; স্রোতো মুখে কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী যাহা পড়িয়াছে তাহা আর পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐরূপ শিলাবতী নদীতে জল প্লাবন হওয়াতে নিকটস্থ গ্রাম ও ধান্য বিশিষ্টরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কংসাবতীর তাদৃশ জল বৃদ্ধি হয় নাই।

ঝড়ের পর দিন হইতে সহরের পথি পতিত বৃক্ষ, মৃত্তিকা প্রভৃতি এবং মৃত দেহ উঠাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হয়। পুলীষ ৪। ৫ দিন ধরিয়া মনুষ্য ও পশুর মৃত দেহ নদী খাল পুষ্করিণী ঝোড জঙ্গল ও দেওয়াল চাপা হইতে উঠাইয়াছিল। ১৪।১৫ টী মৃত দেহের ওয়ারিস কেহ যাড়া- হইল না, সুতরাং মেতরের দ্বারা তাহাদিগের সৎকার সম্পন্ন হইল। ঝড়ের পর কুলী মজুর এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে প্রতি দিন আট আনা বেতন দিয়াও একটী মজুর পাওয়া যায় নাই। কারণ তখন মজুরেরও মজুর আবশ্যক হইয়াছিল। পুলীষ ও মিউনিসিপালিটী অনেক কষ্টে সরকারী রাস্তার উপর যে সকল বৃক্ষ ও দেয়াল পতিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত করেন। গলির রাস্তা সকলও ক্রমে পরিষ্কৃত হইল। নর্দমা সকল বহুদিন যাবৎ অবরুদ্ধ থাকাতে এবং খাল পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের জল ছাপিয়া যাওয়াতে কিঞ্চিৎ নিম্নতল ভূমি মাত্রেই প্লাবিত অবস্থায় কিছু কাল ছিল। জলে বৃক্ষপত্র খড় প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য এবং জীব জন্তুর মৃতদেহ পচিয়া চতুর্দ্দিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। এখনও কোথা কোথা নাসা আবরণ না করিয়া যাওয়া যায় না। খানা ডোবা ও পুষ্করিণীর জল এপর্য্যন্ত রক্তাভনীলবর্ণ পূতিগন্ধবিশিষ্ট এবং ক্রিমিময় রহিয়াছে। এই সহরের পূর্ব্বাংশস্থ পল্লীসকলের লোক দুরন্ত কূপোদক পান না করিয়া সচরাচর নিকটস্থ পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকে। উহাদিগের অনেকে উক্ত বিকৃত জল পান করিয়া জ্বরাদিরোগে আক্রান্ত হইতেছে। ঐ জ্বর ম্যালেরিয়া সম্ভূত জ্বরের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। ঝড়ের পর কয়েকদিন নিয়ত বৃষ্টি হওয়াতে গৃহহীন ব্যক্তিদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। একাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা সকল ভিজা রহিয়াছে। অর্থাভাব আর বাঁশ খড় ও মজুরের মহর্ঘতা বশতঃ অনেকেই অদ্যাপি বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ভিজা মাটির উপর দিবারাত্রি রৌদ্র ও নীহারে থাকিয়া দূষিত জলবায়ুর সেবন করিয়া এবং পর্য্যাপ্ত অন্ন না পাইয়া পীড়িত হইতেছে ও মরিতেছে। সহর অপেক্ষা মফস্বলের অবস্থা অধিকতর মন্দ। সহরের রাস্তা ঘাট একণে একরূপ পরিষ্কার হইয়া আসিল। কিন্তু মফস্বলের বৃক্ষ ও গৃহাদি যে অব-

স্থায় পতিত হইয়াছে, প্রায়ই সেই অবস্থায় আছে। পুষ্করিণী নদী ও খাল প্রভৃতিতে এখনও বৃক্ষ, খণ্ড ও মৃত প্রাণির দেহ বিগলিত হইতেছে। গ্রামের জল নিকাশ অনেক স্থলেই হয় নাই। এরূপ অবস্থায় তথাকার জলবায়ু যে নিতান্ত মন্দ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। মফস্বলের অতি অল্প সংখ্যক লোক পরিষ্কৃত জলপানের উপযোগিতা অবগত আছে। প্রায় আপামর সাধারণ লোক ঐ দূষিত জল পান করিতেছে। যে সকল স্থলে ম্যালেরিয়ার অধিকার ছিল, একণে তত্তাবৎ স্থানে উহা ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। আর যে সমুদয় স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাত ছিল তাহা আর তাদৃশ নাই। একে বাস স্থান নাই, আর্দ্র মৃত্তিকার উপর বাস, জলবায়ু দূষিত, তাহাতে অর্থ, অন্ন ও চিকিৎসার অভাব; সুতরাং লোকের জীবনান্ত করিতে আর কি উপাদান প্রয়োজন করে? শুনিতেছি কাঁথি অঞ্চলে কেবল জ্বরের নয়, ওলাউঠা রোগেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এখানে ঐ রোগ কোথা কোথা দেখা দিতেছে।

ঝড়ের পর দিন অত্রত্য সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যারিসন ও পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কয়েকটী বাঙ্গালি পল্লীর দুরবস্থা দর্শন করিয়া যান। প্রথমতঃ ঝড় দৈব দুর্ঘটনা, এাবপদে পরস্পরের পরস্পর সহায়তা লাভ করা উচিত, অতএব গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য দান করা অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। তদনন্তর যখন চতুর্দ্দিক হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দয়াপরবশ হইয়া ঝড়পীড়িত ব্যক্তিদিগের সহায়তা দানের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একটা সাধারণ "সাইক্লোন রিলিফ কমিটী" হইল। কমিটীর অধিবেশনে এই স্থির হইল যে, "ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে" যে ১৪ হাজার টাকা আছে তাহা সাইক্লোন ক্ষতি পূরণে পর্য্যাপ্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি উহা হইতে এপেডেমিক ডিস্পেন্সরির কতক ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইতেছে। আর ইহার পর চতুর্দ্দিকে যখন অবশ্যম্ভাবী মারীভয় উপস্থিত হইবে তখন ঐ টাকায় চিকিৎসা ও ঔষধ দান দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। অতএব সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড হইতে ২ লক্ষ টাকা ঝড় পীড়িত লোকদিগের সাহায্যদানার্থ প্রার্থনা করা উচিত। তদনুসারে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। প্রত্যুত্তর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছিলাম কিন্তু আহ্লাদের বিষয় অল্প দিন হইল ঐ ফণ্ড হইতে ১ লক্ষ টাকা আসিয়াছে। টাকা পৌঁছিবার পর রিলিফ কমিটীর আর দুইবার অধিবেশন হয়। প্রথম বারে এই কার্য্য হয় যে সহর ও মফস্বলের কতব্যক্তি সাহায্য প্রাপ্তির নিতান্ত উপযুক্ত তাহার অনুসন্ধান হউক এবং তজ্জন্য ২ জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হউন। দ্বিতীয় কমিটীতে কাহাকে কি পরিমাণের ও কি প্রকারের সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য তাহার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হইয়াছে যে আপাততঃ ৫০ হাজার টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে, বক্রী ৫০ হাজার টাকা সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত লইয়া ঝড় পীড়িত গৃহহীন ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ দেওয়া যাইবে। কমিটী আরও স্থির করিয়াছেন যে উল্লিখিত সাহায্যের টাকা স্কুল ইনস্পেক্টরদিগের দ্বারা এবং পুলিষের সহায়তায় উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করা হইবে। মফস্বলের থানায় থানায় ঐ টাকা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল কাঁথি সবডিবিজনের ৪ টী থানায় ক্ষতি অধিক হইয়াছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে। সহরে ঝড়পীড়িত লোক অল্প থাকাতে ৫০০ টাকা মাত্র সাহায্যার্থ দেওয়া বিবেচিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! আপনি হয় ত মনে করিতে পারেন "লুন আনিতে পান্তা ফুরাল" সাহায্য পাইতে ২ গৃহ ও অন্নাভাবে অনেকে শমন সদনে উপনীত হইল। ইহা সত্য কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাহায্য দানের যে বিলম্ব হইয়াছে তাহা নিষ্কারণ নহে। এই সুবিস্তীর্ণ জেলার কোথায় কি ক্ষতি হইয়াছে কাহারা যথার্থ সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কি বন্দোবস্ত করিলেই বা উপযুক্ত রূপে সাহায্য বিতরণ করা হইতে পারে, এই সকলের নির্দ্ধারণ কালবিলম্বের কারণ। যাহা হউক অতঃপর আর বিলম্ব না করিয়া কমিটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়। ঝড় পীড়িত ও গৃহহীন ব্যক্তিদিগের সাহায্য দানের যে কল্পনা হইয়াছে তদ্ব্যতীত আমরা আর কিছু প্রস্তাব করিতে চাহি। তাহা এই—

১। সহরে যে সকল সরকারী বৃক্ষ পতিত হইয়াছিল তাহা নিলাম হইয়া সহস্রাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। শুনিতেছি ঐ টাকা মিউনিসিপালিটীতে প্রদত্ত হইবে। আমরা বলি তাহা না হইয়া আপাততঃ ঐ টাকা সহরের বাসহীন দুঃখী ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ প্রদত্ত হউক। মিউনিসিপাল ফণ্ডে টাকার অভাব নাই। মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা অন্ততঃ ৬ মাসের ট্যাক্স গৃহহীন ব্যক্তিদিগের নিকট আদায় করিতে ক্ষান্ত হন। না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেওয়া হইবে।

২। সহর ও মফস্বলের পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দূষিত জল যাহাতে পরিষ্কৃত হয় তাহার উপায় করা অতিশয় আবশ্যক। পচা গাছপালা আবর্জ্জনা জল হইতে উত্তোলিত ও দূরীভূত করিবার বিশিষ্টরূপ উপায় বিধান করা সত্বরেই প্রয়োজন। পরে পুলিষ দ্বারা সকল ব্যক্তিকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে যতদিন জল প্রকৃতিস্থ না হয় ততদিন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও গন্ধবিহীন জল সিদ্ধ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া পান করে। ধামা ক্ষেত্রের পরিষ্কৃত জল পান বিষয়ে উত্তম।

১৭ ই অগ্রহায়ণ }
মেদিনীপুর। } শ্রীভূঃ—

নূতন পুস্তক।

১। রুদ্রপাল নাটক (১)। ইংরাজী মা ক

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত, কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত।

বেথ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ পাঠে যেরূপ প্রীতি লাভ হয়, এতৎপাঠে সেরূপ প্রীতি লাভ সম্ভাবিত নহে। যাহারা ইংরাজী ম্যাকবেথ পাঠ করিয়াছেন, রুদ্রপাল তাহাদের সন্তোষ সাধনে সমর্থ নহে। যাহারা ইংরাজী পাঠ করেন নাই রুদ্রপাল পাঠ করিলে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল কথঞ্চিৎ সঞ্চালিত হইতে পারে। নাটককার লিখিয়াছেন, ম্যাকবেথ অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত কিন্তু আমাদের এই বোধ হইল, ইহার অধিকাংশ স্থল সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ সম্মুখে রাখিয়া লিখিত হইয়াছে।

২। স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ (২)। ঈশান বাবু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কয়েকটী স্ত্রীলোককে এক সময় পত্র লিখিয়া কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন, সেই উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। উপদেশগুলি অতি সারগর্ভ এবং হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতানুমোদিত। ঈশান বাবু সতীত্ব, সতীত্ব রক্ষা, স্ত্রীদিগের লিখন পঠন ও জ্ঞানোপার্জ্জন স্ত্রী জাতির গুণ ও সৌন্দর্য্য, ভালবাসা প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান উন্নতিশীল নব্য সম্প্রদায়ের মনোমত না হইলেও আমাদিগের অন্তঃপুরচারিণী প্রাণগণ যদি সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, আমাদিগের সংসার সুখ ও শান্তির আস্পদ হইয়া উঠে, সমাজও প্রকৃত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারে।

৩। মেয়ে মনষ্টার মিটিং (৩)। প্রহসন [illegible] সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নব্য [illegible] অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদান [illegible] প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। লেখক [illegible] স্থলে এক সভা করিয়া বহুক [illegible] স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রিয় নব্যকে তথায় [illegible] করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে মিরর পেট্রিয়ট এডুকেশন অমৃত ও সোমকে তথায় প্রদর্শন করিয়াছেন। মিরর ও এলতার সভাপতির উপযুক্ত, পেট্রিয়ট এডুকেশন ও অমৃতের বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। লেখক প্রাচীন সোমপ্রকাশকে এই মেয়ে মনষ্টার মিটিঙে লইয়া গেলেন কেন? এরূপ সভায় গমন করা বা উহার উৎসাহদান করা সোমপ্রকাশের অভিপ্রেত, লেখক কিরূপে তাহা জানিলেন? বোধ হয় লেখক সোমপ্রকাশের এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করেন নাই।

৪। ধ্রুববাদী অগস্ত কোমত (৪)। কতিপয় বৎসর অতীত হইল কলিকাতা ফ্রি চর্চ্চ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রেবরেণ্ড ম্যাক. ডোনাল্ড সাহেব "ধ্রুববাদী অগস্ত কোমত" নামক প্রস্তাব ক্যানিঙ ইনষ্টিটিউটে পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাবে কোমতের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মতের দোষ ও অপ্রামাণিকতা প্রদর্শিত হয়। এখানি সেই প্রস্তাবটীর বাঙ্গালা অনুবাদ। অনুবাদ সহজ ও সরল করিবার পক্ষে লেখক বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছেন। লেখকের আর একটী নূতন অনুষ্ঠান দেখা গেল, ইংরাজী দর্শন বা বিজ্ঞানের অনুশীলন কালে সচরাচর লোকে যেমন অধিকাংশ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, ইনি সেরূপ না করিয়া ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দগুলির প্রতিরূপ নূতন বাঙ্গালা শব্দের সংকলন করিয়াছেন। ইংরাজী যে শব্দের বাঙ্গলা যেরূপ করিয়া উক্ত পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা শব্দের একটী তালিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

৫। ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার। (৫) প্রকৃত ব্রাহ্মবিবাহ কাহাকে বলে ইহাতে তাহারই বিচার করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে এই বিষয়টী সাপ্তাহিক সমাচারে লিখিত হইয়াছিল, উহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। ঈশান বাবু ব্রাহ্মবিবাহের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "ব্রাহ্মবিবাহে যে দম্পতী বদ্ধ হইবেন তাঁহারা অনন্তকালের জন্যই বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধের আর বিচ্ছেদ হইবে না, দম্পতীর মধ্যে কেহ কোন প্রকারে নষ্ট রুগ্ন দূরগত বা মৃত হউন, তিনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপে গৃহীত হইলেন, তিনি তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ চিরদিন থাকিবেন। যাহারা শুদ্ধসত্ত্ব ও দৃঢ়ব্রত হইয়া এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ করিবেন তাহাদেরই বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ হইবে। কাহারও দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।"

৬। চিকিৎসাতত্ত্ব। (৬)। চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় পূর্ণ মাসিক পত্র। ইহাতে গৃহ চিকিৎসা, ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব, প্রকৃতি ও সাধারণ নিদান বিদ্যা ও দেশীয় ভৈষজ্য ব্যবস্থামালা, এই কয়টী বিষয় লিখিত হইয়াছে। এ প্রকার পত্রিকার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

৭। হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক (৭)। নাটকাকারে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করা যায় ইহাতে এমন কিছুই নাই। এখানি অভিনয়েরও তাদৃশ উপযোগী হয় নাই। একটী গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সংগ্রহ করিতে না পারিলে ইহার অভিনয় করা কঠিন। ইহাকে হাস্যরসাশ্লিষ্ট করিবার জন্য ইহাতে একটী নিতান্ত পুরাতন রাতকাণা জামাইয়ের গল্প দেওয়া হইয়াছে।

(১) [illegible] বসু দ্বারা [illegible] কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত [illegible] ৴ আনা।

(৩) [illegible] যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৴ আনা।

(৪) [illegible] ৮০ নং কলিকাতা প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষালের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু দ্বারা লিখিত জে, জি চাটুর্য্যের প্রেসে মুদ্রিত।

(৬) ২৪, মীর্জ্জাফরস লেন, গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত।

(৭) শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্করত্ন প্রণীত, দিপলস ফ্রেণ্ড প্রেসে মুদ্রিত মূল্য ।৴ আনা।

বিবিধ সংবাদ।

১৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

এতদ্দেশে সর্পদংশনে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। গবর্নমেণ্ট সর্পবিষ নাশক ঔষধের আবিষ্কারার্থ বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সর্পদংশনে মৃত্যুসংখ্যা কমাইবার জন্য এক্ষণে একটী মাত্র উপায় অবলম্বিত আছে,

সর্প বধের জন্য পুরস্কার দান সেই উপায়। গবর্ণমেণ্টের প্রতি সর্পে দুই আনা করিয়া পুরস্কার দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু বিভাগীয় কমিসনরের বাক্যে যদি বিশ্বাস করা যায়, এ সামান্য পুরস্কার দানদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। উক্ত কমিশনর রিপোর্ট করিয়াছেন, ১০টী বিভাগের মধ্যে ৬ টী বিভাগের একটী লোকও গত বৎসর সর্প বধের পুরস্কার গ্রহণার্থ আইসে নাই। অবশিষ্ট ৪ টী বিভাগে ৩৮ টী সর্প বধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু গতবর্ষে সর্প দংশনে ৭২২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আর এক বৎসর এই ব্যবস্থার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এক একটী সর্প বধের জন্য চারি আনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হয় তজ্জন্য গবর্ণর জেনরলের মত চাহিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ পুরস্কারদান রীতি দ্বারা যদি কিছু উপকারের প্রত্যাশা করা হয়, পুরস্কারের পরিমাণ আরো কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

১৮৭৩ অব্দের বজেটে পঞ্জাব ইউনিবার্সিটি কালেজে ৬০৫৭৭ টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু উক্ত বৎসর ৪৫৯১৭ টাকা ব্যয় হয় মাত্র। উক্ত কালেজের আয় ২৩৩০০ টাকা হয়। ইহার মধ্যে ছাত্র দেয় বেতনে ১৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

আজি কালি পৃথিবীর সর্বস্থানের রাজগণকে সামরিক উন্নতি লাভের চেষ্টায় বিব্রত দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ব্রহ্মের রাজা তাঁহার সেনা দলের জন্য কয়েকজন রুশীয় আফিসর প্রার্থনা করিয়া রুশীয় সম্রাটের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। রাজগণ স্ব ইচ্ছায় এ চেষ্টা করিতেছেন না, পেয়াদায় করাইতেছে।

বেঙ্গল ক্রিশ্চয়ান হেরাল্ড বলেন, ডাক্তার ডফের একটী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তির জন্য ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রেরা যে চাঁদা দেন, তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইবে।

সিন্ধিয়ান বলেন, সম্প্রতি বোম্বাইর একজন মিশনরির স্ত্রী পাঁচটী সন্তান প্রসব করেন। দুইটী মারা গিয়াছে তিনটী জীবিত আছে।

মান্দ্রাজ টাইমসে প্রায় ৮৮ জন যুবতী স্ত্রীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মান্দ্রাজে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

১লা ডিসেম্বর অবধি আগ্রার খাল বাণিজ্যার্থ খোলা হইবে।

২৫ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রীতিকর।

গবর্ণর জেনরল গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, গালার আর রপ্তানী শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সম্প্রতি লণ্ডন হইতে বরফে আবৃত করিয়া কতকগুলি মাংস বোম্বাইয়ে আনা হইয়াছে। জাহাজ আসিতে প্রায় ৩১ দিন লাগিয়াছে। কিন্তু ঐ মাংসের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। ঐরূপ উপায়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে যদি মাংস আনয়ন করা হয়, তাহ৬বসীয়েরা ইংরাজদিগের নিকটে অধিকতর কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল টাইম্‌স বলেন, গোয়ালন্দ ষ্টেসণটী পদ্মার গর্ভসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে দিন ঝেঁ।যগে যাইবার প্রায় ৭০ ফীট রাস্তা পদ্মা উদরসাৎ করিয়াছেন। পদ্মা রেলওয়ে কোম্পানির অনেক অর্থ উদরসাৎ করিলেন।

গত অক্টোবর মাসে কলিকাতার উপনগরে ৯২১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৪৬ এবং জ্বরে ৩৮২ জনের মৃত্যু হয়। গড়ে হিসাব করিলে বৎসরে হাজার করা প্রায় ৪৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বন্দীকৃত নানা সাহেবের ত এক প্রকার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। ইহাকে নিশান দিহি করিবার জন্য যাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহাদের সকলেই বলিয়াছেন এ ব্যক্তি প্রকৃত নানা সাহেব নয়। ডাক্তার টেসিডার ও ডাক্তার চিবর্স বলিয়াছেন, প্রকৃত নানা সাহেবের সহিত ইহার বয়সের ও অবয়বের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। নানার এক ভ্রাতা বালা নারায়ণ রাও বলিয়াছেন, নানা সাহেবের কর্ণে ছিদ্র ছিল ইহার তাহা নাই। তিনি একটু তোতলা ছিলেন, এ ব্যক্তি সেরূপ নয়, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষা অতি শুদ্ধরূপে এবং অনর্গল বলিতে পারিতেন, এ ব্যক্তি তাহা পারেন না। কানপুর হোটেলের অধ্যক্ষ নুর মহম্মদ বলিয়াছেন, প্রকৃত নানার সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও এত দিনের পর জাল নানা হইয়া পড়িল।

এদেশে প্রজা সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকে চিন্তিত হইয়াছেন, কিরূপে এত লোকের উদরান্নের সংস্থান হয়, অনেকে তাহার অনেকরূপ উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ অনাহারে কতক মারিয়া ফেলিতে কেহ বা উপনিবেশ দ্বারা লোক সংখ্যা কমাইবার পরামর্শ দিতেছেন। এক মাত্র ইহাদের উদরান্নের জন্যই সকলে চিন্তিত ও নানাবিধ উপায়ের আবিষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। পিয়ানিয়ার লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে যেমন দিন দিন প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এদেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিলে এখানকার লোকের অন্নকষ্ট দূরগত হইতে পারে। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে পারিলে বিপদ থাকে না বটে, কিন্তু ঘণ্টা বাঁধে কে? শিল্পাদির উন্নতিতে দেশের উন্নতি হয়, বুঝা যাইতেছে, কিন্তু সে উন্নতি করে কে? গবর্ণমেণ্ট শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয় তাহার শিক্ষা না দিয়া কেবল কতকগুলা পুস্তক পড়াইয়া ছাড়িয়া দেন এবং মনে করেন, এদেশীয়দের উচ্চশিক্ষা হইল এবং ভারতের পরম মঙ্গল করা হইল।

১৬ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

সম্প্রতি পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই আজ্ঞা দিয়াছেন, পঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের

প্রত্যেক ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে, স্কুলের ইনস্পেক্টর গবর্ণমেণ্ট কালেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যাপক কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের মাষ্টার নিযুক্ত হউন, শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইচ্ছামত তাহাদের বেতন কমাইবেন, এবং তাহাদের পদোন্নতি হইবে না। বাঙ্গালা দেশের অনেক ইউরোপীয় শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা জানেন না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার গোয়ালিয়রস্থ এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সিন্ধিয়া এখন বলিতেছেন, তিনি নানা সাহেবকে সম্পূর্ণরূপ চিনিতে পারেন না, কারণ তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, তবে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে যেরূপ পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতেই তিনি তাহাকে নানা সাহেব মনে করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সিন্ধিয়ার ইহা ভিন্ন আর বলিবার কিছুই নাই।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণের গোচর করিয়াছেন, কোন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ৭ ই ডিসেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বেলবিডিয়রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম প্রাইবেট সেক্রেটারি বকলণ্ড সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১৫ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কেবল গুজরাট ও হিসার ভিন্ন আর সর্ব্বত্রের শস্যের অবস্থা ভাল। অধিকাংশ বিভাগে শস্যের মূল্য কমিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের ন্যায় পঞ্জাবেও কর্ম্মা-[illegible] হইয়াছে বোধ হইতেছে। পঞ্জাবের [illegible] কর্ত্তা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক [illegible] দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবে না। যাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র আছে, তাহারা কেবল এ নিয়মের অধীন নহেন। যদিও উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কর্ম্ম দেওয়া হইবে না, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে কর্ম্ম দিতে হইবে এমনও নয়। পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের ক্রমে দুর্দ্দশা ঘটিয়া আসিতেছে।

জর্ম্মণিতে এক ডাক্তার ব্রিগেট নাম্নী এক পাচিকা রাখেন, কিছুদিন পরে তিনি উহার চরিত্র দোষের কথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেন, তাহার কর্ম্মে জবাব হইয়াছে শুনিয়া সে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া উঠে এবং প্রভুকে গালি ও প্রহার আরম্ভ করে, প্রভু পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে স্ত্রীলোকটী গ্রেপ্তার হয় কিন্তু উম্মাদের ভাণ করিয়া মুক্তি লাভ করে। পরে সে আর একজন ভদ্র স্ত্রীলোকের নিকট নিযুক্ত হয়। ইনিও তাহাকে সেই দুশ্চরিত্রতা জন্য জবাব দেন। সে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যায়। রাত্রিকালে কর্ত্রীর বাটীতে আসিয়া তাহাকে যথেচ্ছ গালি দেয়, তিনি ভীতা হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন, সে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া যেখানে কর্ত্রীর শিশু সন্তানগুলি নিদ্রিত ছিল সেই মশারিতে আগুন দেয়, এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পলায়ন করে। সন্তানগুলি পুড়িয়া মরিল। ঐ দুশ্চারিণী পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ দাস দাসী হইলেই প্রতুল।

১৮ অগ্রহায়ণ বুধবার।

আমরা কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেটের বিচার শক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। এক সাহেব একজন কলুকে প্রহার করে, কলু নালীশ করাতে মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, অপরাধ অতি সামান্য, কারণ সাহেব যে ঘুঁস মারেন তাহাতে তাহার গাত্র স্পর্শ হইয়াছিল বটে কিন্তু আঘাত লাগে নাই। অতএব এই সামান্য অপরাধে নালীশ করিয়া সাহেবকে কষ্ট দিয়া আদালতে আনা হইয়াছে বলিয়া কলুর ২০ টাকা দণ্ড হইল। সাহেব ঐ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইবেন। এইরূপ গুটিকত বিচারপতি হইলেই ইংরাজ রাজত্বের মাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে না।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় রাজা একটী সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়া আনয়ন করেন কিছু দিন পরে উক্ত যুবতী আরাকানের এক মন্দিরে পূজার জন্য গমন করেন। সেখানে এক যুবক দালালের সহিত তাহার প্রণয় হয়। রাজা এই সংবাদ পাইয়া দালালের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দেন। রাজমন্ত্রিগণ এই পরামর্শ দেন, যদি ইহাকে এই কারণে বধ করা হয়, কেবল রেঙ্গুণে নয় কলিকাতা ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালি প্রভৃতি যাবতীয় সভ্য দেশ তাহার উপর বিরক্ত হইবেন। অতএব উহাকে ক্ষমা করা উচিত। রাজা তদনুসারে উহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হইলে প্রায়ই এইরূপ ঘটে। রাজার আজিও এ বায়ু কেন?

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, ভেলী গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে একদল দস্যু গিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে। গৃহস্থের কতকগুলি গরু ছিল। উহারা লুণ্ঠনাদি অত্যাচার দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া দস্যুদিগের উপরে গিয়া পড়ে। দস্যুরা কোন ক্রমে উহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া পলায়ন করে। গরুগুলিও উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলে বাটীর চতুর্দ্দিকে থাকে। প্রাতঃকালে গৃহস্থ জানিতে পারিয়া পুলিষে সংবাদ দেয়, পুলিষ আসিয়া দ্রব্য সহ দস্যুদিগকে ধৃত করেন।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, গত ৮ ই তারিখে নবান্নের দিনে ২৪ সের দরে আতপ চাউল বিক্রীত হইয়াছে, গত বৎসর এই নবান্নের দিনে আতপ চাউল ২ সের ১॥ সের দরে বিক্রয় হইয়াছিল। এখন অন্য চাউল কাঁচিওজনে ৩০ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

১৮ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

সেণ্ট্রাল ফেমিন রিলিফ কামিটী উদ্বৃত্ত টাকার কিয়দংশ ঝড়পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দিবার প্রার্থনা করাতে লণ্ডনের লার্ডমেয়র এবং মাঞ্চেষ্টারের মেয়র তদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। তদনুসারে উক্ত

কমিটী মেদিনীপুরের ঝড়পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দুই লক্ষ টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঝড়পীড়িত ব্যক্তি সাহায্য পাইল কি না মেদিনীপুর রিলিফ কমিটীকে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

আলাহাবাদের মিউনিসিপালিটী এই এক নূতন নিয়ম করিয়াছেন, কোন ডাক্তারের ডিপ্লোমা না থাকিলে অথবা কোন ঔষধ বিক্রেতার এলাহাবাদের সিবিল সার্জ্জনের অনুমতি পত্র না থাকিলে তিনি মিউনিসিপাল সীমার মধ্যে ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। দরিদ্রদিগকে হাতুড়ে বৈদ্যদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার এ একটী মন্দ উপায় নয়। অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপালিটীরও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য।

কলিকাতা গেজেটে দেখা গেল নদীতে ও কলিকাতা বন্দরে ঝড়সূচক সঙ্কেত প্রকাশের নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কলিকাতায় দিবা ভাগে সেলরহোমে যখন ডবল নিশান তুলিয়া দেওয়া হইবে তখন এই বুঝা যাইবে যে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে, আর যখন ঢক্কা বাদন করা হইবে, তখন এই বুঝা যাইবে যে ঝড় উপস্থিত প্রায়। রাত্রিকালে ত্রিকোণ আকারে তিনটী আলোক দিলে ঝড়ের সম্ভাবনা এবং চারিটী আলোক চতুষ্কোণ আকারে দেওয়া হইলে ঝড় উপস্থিত প্রায় বুঝিতে হইবে।

গত কল্য কলিকাতা গেজেটে গত বৎসরের পাটনা মিউনিসিপালিটীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চেয়ারম্যান আক্ষেপ করিয়াছেন, অধিকাংশ কমিশনরের মিউনিসিপালিটীর বিষয়ে মনোযোগ নাই, এবং কখন তাহাদের সকলগুলি একত্র হন না।" কেবল পাটনা বলিয়া কেন প্রায় সর্ব্বত্রের মিউনিসিপালিটীর এই দুর্দ্দশা। কমিটীর অধিবেশন কালে কমিশনরদিগের টিকি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি বঙ্গদেশের শস্যের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কেবল মেদিনীপুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্রের সংবাদ সন্তোষকর। মেদিনীপুর জিলার কাঁথি উপবিভাগের প্রায় ৯৫ বর্গ মাইল ভূমির শস্য ঝড়েও বন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থানে অনেক ধান্য কাটা আরম্ভ হইয়াছে। শস্যের মূল্যও কমিতেছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, মহীসুরের চিফ কমিসনর বাঙ্গেলোর হাই স্কুল সংশ্লিষ্ট একটী ইঞ্জিনিয়ারিঙ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিখিবার বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। এটী দেশীয়দের হিতার্থে প্রকৃত সদনুষ্ঠান। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এইরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয় সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ইংলণ্ডে একটী সভা আছে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিবারণ উহার উদ্দেশ্য। উক্ত সভা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উহার এক একটী শাখা সভা স্থাপনের চেষ্টায় আছেন। স্পোর্ট নামক সংবাদ পত্র বলেন, ফ্রান্সে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিবারণ কিছু সুকঠিন। বস্তুতঃ ফরাসী জাতি যেরূপ উগ্র স্বভাব ও শোণিত প্রিয়, তথায় ইহার নিবারণ সম্ভাবনা অল্প। সে দিন ফ্রান্সে দুটী ১৮ বৎসর বয়স্ক বালক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, যে তাহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা নাই বটে কিন্তু উহারা দেখিতে অতি কদর্য্য হইয়াছে। কাহারও নাসিকা কর্ণ ওষ্ঠ গণ্ডের কিয়দংশ মাংস কিছুই নাই, যুদ্ধ কালে পরস্পর কামড়াইয়া ঐরূপ করিয়াছে। এক্ষণে উহারা হাসপাতালে আছে। এই যুদ্ধ দর্শনার্থ যে বহু সংখ্যা দর্শক সমবেত হইয়াছিল উহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, উহাদিগের সেই ভীষণ যুদ্ধের উৎসাহ দিতে এবং তদ্দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিতে লাগিল।

জন্তুর মধ্যে কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এডিনবর্গের একজন লার্ডের একটী কুকুর ছিল, লার্ডের মৃত্যু হইলে যে স্থানে তাঁহার কবর হইল, কুকুরটী প্রাণান্তে আর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চায় না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া ঐ লর্ডের স্ত্রী সেই কবরের নিকটে ঐ কুকুরের থাকিবার এবং আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

২১ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০৭৮৭০ টাকা আয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬০৮২৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ১০১১১০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৮৮৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৪০২০০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ১৩১০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া জন শ্রুতিতে শুনিয়াছেন, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়র সিবলি সাহেব শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাহা হইলে সিবিল ষ্টিফেন্সন সাহেব উক্ত কোম্পানির সর্ব্ব সর্ব্বা এজেণ্ট হইলেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০০ হইয়াছে।

গত বৎসর প্রতি কয়েদির জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গড়ে ৮০ টাকা কয় আনা ব্যয় পড়িয়াছে। ১৮৭১ অব্দে ৭৩ টাকা কয় আনা পড়িয়াছিল।

সেনাপতি নেপিয়র গত ১৮ ই নবেম্বর সৈন্য ... শত কুলি ও প্রায় তিন মাসের রসদ প্রভৃতি লইয়া দিকবঙ্গমুবায় উপনীত হইয়াছেন।

গত বৎসর বঙ্গদেশে আর ২৪ টী ডিষ্ট্রিক্ট সেবিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৭ টী হইল। ফ্রেণ্ড বলেন, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে বানরের বড় উপদ্রব তত্রত্য অধিবাসীরা উহাদিগকে ঝোড়ায় করিয়া লইয়া গিয়া নিকটস্থ নদী পার করিয়া দিয়া আইসে। বানরেরা সেখানে গিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে আবার তাহারা ঝোড়ায় করিয়া উহাদিগকে পূর্ব্ব স্থানে দিয়া যায়। অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনা হইতেছে। ডারউইনের প্রসাদে ইহারা মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ হইয়াছে, এক্ষণে নিজ বুদ্ধি বলে এক প্রকার পাল্কী চড়ার সাধ মিটাইতেছে।

ডিসেম্বরের শেষে বেলবেডিয়ারে একটী ব্যায়াম সভা হইবে। সকল বিদ্যালয় এবং কালেজের প্রধান প্রধান ব্যায়ামকুশল ছাত্রেরা ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিবেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কার দান করিবেন।

১৯ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল গত বৎসর বঙ্গদেশের জেলে অন্যূন ১২৬২ ব্রাহ্মণ এবং ১০৯৯ কায়স্থ কয়েদী কারারুদ্ধ হয়। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এতদ্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপের কারণ এই, হিন্দুসমাজের মধ্যে এই দুই শ্রেণী শ্রেষ্ঠ, অথচ ইহাদের মধ্যেই পাপক্রিয়ার অধিক অনুষ্ঠান। এ দুই দলে এত পাপবৃদ্ধির কারণ এই, এ দুই সম্প্রদায় আত্মাভিমান নিবন্ধন শারীরিক পরিশ্রম সাধ্য নীচ কার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সুতরাং এ সম্প্রদায়ের অক্ষম ও উপায়বিহীন ব্যক্তিরা নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি এদেশে দরিদ্রের সংখ্যা করিয়া দেখেন, কৃষক ও শ্রমজীবিদল অপেক্ষা চাকরী ও ভদ্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকসংখ্য দরিদ্র দেখিতে পাইবেন। শিল্পাদি ভদ্র ব্যবসায়ের শিক্ষা দান ভিন্ন এতদ্দেশের উন্নতি ও এই সকল অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গত ৩ রা নবেম্বর লণ্ডনস্থ বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার এক অধিবেশন হয়। লার্ড মেয়র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভা বঙ্গদেশের প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন, ইহার মধ্যে ১২ লক্ষ কলিকাতায় পাঠান হয়, উক্ত টাকা সংগ্রহার্থে [illegible] হাজার টাকা ব্যয় হয় অবশিষ্ট [illegible] হাজার টাকা এক্ষণে মজুত আছে। ভারতবর্ষে এক্ষণে যদি লোকের কোনরূপ কষ্ট হয় তাহার নিবারণার্থ ঐ টাকা এদেশে পাঠান স্থির হইয়াছে।

[illegible] ষ্টেশন মাষ্টার এঞ্জিনের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ হইলে দৌড়িয়া গিয়া গাড়িতে উঠা ষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ডদিগের একটী রোগ, ইনি এই রোগ বশতই জীবন হারাইয়াছেন।

গত বৎসর মুদ্রণ কার্য্যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত সাত বৎসরের মধ্যে অযোধ্যায় প্রায় হাজার বালক বালিকাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। ইংরাজ মিশনরিরা মরিয়া বুঝি এই বাঘ হইয়াছে, নতুবা বালকদিগের উপরেই ইহাদের এত আক্রোশ কেন?

বাঙ্গালোরের একটী দেশীয় স্ত্রীলোক সম্প্রতি তিন খানি হস্ত বিশিষ্ট একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে।

অমৃতসরে একটী বাতুলালয় ও একটী পান্থ নিবাস করিবার জন্য পাতিয়ালার রাজা ৬ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে ১০ হাজার টাকা দেন।

সংস্কৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং বেদাদির বিষয়ে বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে তাঞ্জোরে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত একত্রিত হইয়াছেন।

বুধবার সন্ধ্যাকালে লেপ্টনন্ট গবর্ণর উড়িষ্যা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গত কল্য প্রাতঃকালে যে তোপধ্বনি হয় তাহা তাঁহার আগমন সূচক। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে লেডি টেম্পলও মেইল ট্রেণে কলিকাতায় উপনীত হন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকাঃ—

৪		১০২৷—১০২৷৶
৪॥	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৫॥—১০৬
৪॥	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫৷
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৶—১০৩৷৶
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০১৶—১০১৷০

২০ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষার্থির সংখ্যা ৫৩৩ হইয়াছে।

ভুপালের বেগম তাঁহার রাজ্যের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। বোম্বাই গেজেট বলেন, আহম্মদ আলী খাঁর সহিত সুলতান জান বেগমের বিবাহের কথা হইতেছে। গবর্ণর জেনরল ইহারও অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি আপনাদিগের ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন, ভুপালের বেগমও গবর্ণর জেনরলের ন্যায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সন্দেহ নাই।

কাঁচড়া পাড়া পত্রিকা বলেন হালিসহরের অনেকগুলি ভদ্র সন্তান যৌবনের প্রারম্ভেই উন্মত্ত হইয়া বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছে। এ উন্মত্ততার প্রধান কারণ গাঁজা ও গুলি সেবন। গবর্ণমেণ্ট এক আবকারীর লাভের লোভে দেশ ছার খার করিতেছেন।

ইংলণ্ডের বড় বড় লোককে ও তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বর্ষে বর্ষে যে পেন্সন দেওয়া হয়, তাহার একটী তালিকা প্রকাশ হইয়াছে। রাজ পরিবারদিগকে ১৩২০০০০ টাকা দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে প্রথম রাজপুত্র চার লক্ষ টাকা পান। যাহারা সামরিক ও নাবিক কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বংশাবলী ৩০০০০০ টাকা পেন্সন পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেবের ২০০০০ টাকা পেন্সন। মিসেস সার হ্যামিলটনের বংশীয়েরা বৎসর ২৬২৫০ টাকা পান। ইহাদিগকে পেন্সন দিবার কারণ কি জানিবার জন্য ইংলণ্ডের লোকে উৎসুক হইয়াছেন। জানাও আবশ্যক।

মুদিয়ালী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ— কলিকাতার গার্ডেন রিচের সামীল মেটেবুরুজের দক্ষিণাংশে মুদিয়ালী ও তচ্চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম নিচয়ের অনাথা বিধবাদিগের ভরণ পোষণ ও অনাথ বালক বালিকা গণের বিদ্যাশিক্ষার এবং নিরুপায় রুগ্ন ব্যক্তিদিগের ঔষধ পথ্যের সাহায্যার্থ মুদিয়ালী হিতৈষিণী সভা নাম্নী একটী সভা গত শ্রাবণ মাসে স্থাপিত হইয়াছে। সভার মাসিক আয় অধিক না হওয়াতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে নয়টী অনাথা প্রাচীনা ও একটী অন্ধকে তণ্ডুল প্রদত্ত হইতেছে।

গত ১৪ ই অগ্রহায়ণ রবিবার সভার

তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিনে দুঃখী শীতার্ত্তদিগকে ১৫০ খানি শীতবস্ত্র প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে সভার তাদৃশ আয় না থাকায় প্রার্থীগণ সকলে মাসিক সাহায্য পাইতেছে না। অতএব দেশহিতৈষী বদান্যবর মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে দুঃখীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন।

পরিশেষে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি সভাটীকে দীর্ঘায়ু প্রদান করুন এবং সভার মহদুদ্দেশ্য সফল করুন।

সংবাদদাতার পত্র।

বীরভূম।

শুনা যাইতেছে যে যে মহোদয় এ দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে ভাবে সম্মানিত করা হইবে তাহার একটী ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের চিন্তাধীনে রহিয়াছে। এ অবসরে আমরা যে যে মহাপুরুষের সৎকার্য্য কলাপ জানিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের সেই কার্য্য সাধারণের গোচর করিব মানস করিয়াছি। অদ্য বনয়ারী আবাদের মহারাজ আমাদের লক্ষ্যস্থলে পতিত হইলেন। তাঁহার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সৎকার্য্য নিম্নে বিবৃত হইল।

বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় এককালীন দান	৫০০
কাণ্টায়া ঐ ঐ ঐ	২০০
আর দুই স্থলে ঐ	৩০০
	১০০০
নিজ বাস গ্রামে তিনটী পুষ্করিণী খনন করা হয় তাহার ব্যয় (আনুমানিক)	১৬০০
রাস্তা সংস্কার	২০০০
এমারতের কার্য্য	৫০০০
তণ্ডুল বিতরণ	১০০০
দেবালয়ে অতিরিক্ত আহার দানের ব্যবস্থা	১০০০
আপন সংসারের দুর্দ্দশাপন্ন কর্ম্মচারী দিগকে অগ্রিম বেতন স্বরূপদেওয়া হয়।	১০০০
	১২৬০০
আপন খাস মহালের প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় স্থগিত	৪০০০
রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া যে সরকারী রেলওয়ে হইতেছে তাহাতে বিনা মূল্যে যে ভূমিদান করেন তাহার আনুমানিক মূল্য	৬০০০
	২২৬০০

২। শুনিলাম ময়ূরেশ্বর থানার এলাকাধীনে এক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ওদিকে এবার সুচারুরূপে ফসল জন্মে নাই। দুর্ভিক্ষ কষ্ট এখনও পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিয়াছে। এমন অবস্থায় ডাকাইতি প্রভৃতি লোমহর্ষণ কার্য্য যে সংঘটিত হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ফলে গবর্ণমেণ্ট দয়ার কার্য্যে হস্ত প্রসারিত না রাখিলে এ অঞ্চলের অবস্থার আরো শোচনীয় দশা হইয়া উঠিবে।

৩। বনয়ারী আবাদ ডাকঘরটী পূর্ণ কলেবর ধারণ করিয়াছে। মধ্যে এটী শাখাকার্য্যালয় রূপে পরিণত হয়। তাহাতে কার্য্যের নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। লোকের অসুবিধার এক শেষ হইয়াছিল। এ সকল কারণে বাঙ্গা বিভাগের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ অধিবাসীদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন সব আফিস ছিল, এখন তাহাই হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কটকের দরবার।

গত ২১ এ নবেম্বর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই কটক নগরীতে উপস্থিত হন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ কটকস্থ বাঙ্গালিগণ নানারূপ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং উড়িষ্যার গড় জাতের ও মুগলবন্দীর রাজগণ সকলে উপস্থিত হইয়া মান্যবরকে যথাবিহিত সমাদর করিয়াছেন। উক্ত রজনীতে কটক সহরের প্রধান পথটী আলোক দ্বারা সুশোভিত এবং আত্তোসবাজী, পথের দুধারে গেলাসের ঝাড় পতাকা এবং দেবদারু পত্রের মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। যে যে ভদ্র বাঙ্গালীর বাসা বাড় পাথর পাশে ছিল, তাহার অনেক বাটীতে সংস্কৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে নানারূপ অভ্যর্থনার শ্লোকাদি লিখিত হয়। সহরের আদালতের ছটী গেট উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল। এই সকলের ব্যয় প্রায় ৬০০ শত টাকা হয়। উৎকলীয় জমিদার ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে ১০০ এক শত টাকার অধিক সংগ্রহ হয় নাই, সমস্ত টাকা এতদ্দেশীয় বাঙ্গালি ও বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালী এবং [illegible] হিন্দুস্থানীয় লোকের [illegible] হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তথাপি এখানকার [illegible] বাঙ্গালী দিগের প্রতি [illegible] করিতে ক্রুটী করেন না।

২৪ এ নবেম্বর এখানে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে। উক্ত দরবারে তত্রত্য গড়জাতের রাজাদিগকে সনন্দ ও খেলওয়াত প্রদান করা হয়। দরবারের অনেক অংশ ভাল হইয়াছিল, কিন্তু এখানকার সম্ভ্রান্ত উকীলদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এদিকে সামান্য আমালা শ্রেণীর লোক সকল দরবারে [illegible] হইয়াছিলেন। এটী এখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের [illegible]। উকীলেরা [illegible] সময় অনেক [illegible] কানুন [illegible] দেখাইয়া [illegible] মাথা ঘামাইয়া দেয় এবং [illegible] বুঝিতে পারে সেই জন্য বোধ হয় উকীলদিগকে একেবারে দরবারে নিমন্ত্রণ বাহক করা হয়। আশ্চর্য্য [illegible]।

অদ্য মান্যবর পুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছেন। পুরীতেও [illegible] হইবে। বালেশ্বরেও এ প্রকার [illegible] হইয়া [illegible] সার রিচার্ড টেম্পল যে প্রকার দুর্ভিক্ষের [illegible] আপনার [illegible] করিয়াছেন তজ্জন্য সাধারণে [illegible] এরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ [illegible] বলিতে হইবে।

কটকে [illegible] হইবার জন্য সাধারণ একটী [illegible] ছেন। এখানকার প্রায় অনেক [illegible] সন্তানগণ অধ্যয়ন করে। এমন কি উড়িয়া অপেক্ষা বাঙ্গালী [illegible] সংখ্যা [illegible] প্রধান স্কুলে বাঙ্গালা [illegible] বাঙ্গালী ও খাস বাঙ্গালী [illegible] সন্তান [illegible] প্রদান করিয়াছেন। বালেশ্বরেও [illegible] করিবার প্রার্থনায় [illegible] প্রদান করা হইয়াছে। আর একটী [illegible] কার একজন [illegible] ক্রমাগত [illegible] পাঠাইয়া [illegible] তখন [illegible] সন্তানদিগের [illegible] টেম্পল মহোদয় [illegible] এই [illegible] হাইস্কুল [illegible] বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা অধিক হইলে [illegible]

[illegible] এমন সই সকল বাঙ্গালী [illegible] মাতৃভাষা শিক্ষায় [illegible] এবং উৎকলীয় ভাষা শিক্ষায় প্রব[illegible] করা উঁহার সমধিক [illegible] উচিত [illegible]।

[illegible] এই যে [illegible] সাহেব এখানে [illegible] ইনস্পেক্টর থাকেন না। [illegible] নন্দ [illegible] (একজন উড়িয়া) উক্ত ইন্সপেক্টরী [illegible] নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়টী [illegible] বাঙ্গালি [illegible] সকলের আহ্লাদের বিষয় হই-য়াছে।

২৭ নবেম্বর ১৮৭৪

মহাত্মা লেপ্টেনান্ট গবর্ণর মহোদয়ের বালেশ্বরে আগমন।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর রিচার্ড টেম্পল [illegible] ১৬ ই নবেম্বর বালেশ্বরস্থ হইবার সংবাদ ছিল, উক্ত দিবস না পৌঁছিয়া ১৭ ই মঙ্গল বার দিন প্রায় আড়াই প্রহরের সময়ে উক্ত [illegible] বালেশ্বরস্থ হন। বালেশ্বরের কালেক্টর [illegible] উড়িষ্যার কমিসনর সাহেব অভ্য[illegible] আনিবার জন্য নগর হইতে ৩। ৪ ক্রোশ দূর সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। [illegible] বার্ট্রেণ্ড সাহেব ডেঃ কালেক্টর ও [illegible] এবং অনরারি মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] প্রভৃতি ভদ্রগণ উক্ত মহাত্মার দর্শন ও [illegible] সম্মুখে নগর সমীপস্থ নদীকূলে [illegible] অনিমেষ নয়নে স্রোতস্বতীর [illegible] নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে [illegible] মহোদয়ের ষ্টিমর কূলের নিকট [illegible] সমবেত ভদ্রগণের মধ্যে প্রথমতঃ [illegible] কালেক্টর [illegible] ও অনরারি মাজিষ্ট্রেট তৎপরে [illegible] অভ্যর্থনা করিয়া উক্ত [illegible] উপযুক্ত [illegible] উপস্থিত করাইয়া অভিন-ন্দন [illegible] প্রদান করেন। বালেশ্বরস্থ [illegible] কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন [illegible] লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ [illegible] অভিনন্দন ও [illegible] প্রত্যুত্তরে কিঞ্চিৎকাল [illegible] বালেশ্বরের অন্যতর অনরারি [illegible] বৈকুণ্ঠনাথ দে মহাশয়ের সুন[illegible] করিয়া নগরাভ্যন্তরে [illegible] শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible] গমন করেন। পুলিস কর্ম্মকা-রক ও ১২০০। ১৩০০ শত সংখ্যক পাইক সশস্ত্র হইয়া উক্ত নদীকূল হইতে এক ক্রোশ অন্তর কাছারী পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল। গমনা-গমনের রাস্তার কয়েক স্থলে উত্তম ফটক নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করা হইয়া ছিল। উক্ত মহাত্মার আগমনোপলক্ষে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনর্থক ভস্মীভূত না করিয়া বালেশ্বরের উত্তরাঞ্চলস্থ ভয়ানক ঝড়পীড়িত প্রজাগণের উপকারার্থ ব্যয় করাতে উক্ত মহোদয় বক্তৃতা কালে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অনর্থক ব্যয় সাপেক্ষ আতসবাজী প্রভৃতি অগ্নিকাণ্ড হয় নাই। যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যদানের বিবরণ পত্রা-ন্তরে প্রকাশ করিব। উক্ত দিবস দিবা চারিটার পর আহূত জমীদারগণের সহিত সাক্ষাৎ করি-বার জন্য সভা হয়। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুর ভিন্নস্থলে উপবেশন করিয়া একৈক ক্রমে জমী-দারগণের সহিত সাক্ষাৎ ও সসম্মানে মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় দেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকটে থাকিয়া প্রত্যেক জমীদারের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরদিন বুধবার প্রাতঃকালে উক্ত মহাত্মা সরকারী দাতব্য চিকিৎ-সালয় জেলখানা বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ ধনী ও জমীদার বাবু শ্যামানন্দ দে মহাশয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন ও উক্ত বাবুর বাসভবনে কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন পূর্ব্বক প্রজারঞ্জকতা প্রকাশ করিয়া কুঠীতে প্রত্যাগত হন। শ্যামা-নন্দ বাবুর উপযুক্ত সন্তান বৈকুণ্ঠবাবু ঘরখানি সুন্দর সাজাইয়াছিলেন। যখন জেলখানা পরি-দর্শনার্থে উপস্থিত হন, তখন এক হাস্য ও দুঃখ জনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরকে পরিদর্শন করিয়া একজন কয়েদী "আমাকে খালাস করুন" বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয়ে না কি হাত বাড়া-ইয়াছিল। দেহরক্ষক (বডিগার্ড) কয়েদী দুষ্ট ভ-রসায় হাত বাড়াইতেছে বিবেচনায় অসি নিষ্কো-ষিত করিলেন। "খালাস" শব্দ শ্রবণকারী ব্যক্তিগণ হাহা করাতে কয়েদী রক্ষা পাইয়াছে, নচেৎ কি ব্যাপার যে সংঘটিত হইত তাহা বলা যায় না। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রায় একটার সময়ে কাছারী ইংরাজী স্কুল ও নর্ম্মাল স্কুল পরি-দর্শন করিয়া অপরাহ্নের সময় জাহাজে আরো-হণ করিয়া কটক অভিমুখে গমন করেন। তথায় প্রায় একসপ্তাহ কাল অবস্থিত করিবেন। কটকে এক দরবার হইবে। উড়িষ্যার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উক্ত দরবারে আহূত হইয়াছেন। কটকে জমীদারগণও উপস্থিত হইবেন। তথায় মহাধুম ধাম হইতেছে। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের ভদ্র তায় ও নম্রতায় সকলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ছেন।

১৮৭৪
২৫ এ নবেম্বর } শ্রী গোবর্দ্ধন ঘোষাল দেহুড়া।

উদ্ধৃত।

উত্তর সাপুরের প্রজাবিদ্রোহ।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

সংক্রামক রোগের ন্যায় আজি কালি প্রজা বিদ্রোহও নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইতেছে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ অনেক স্থানেই সংক্রামিত হইতেছে। ঢাকা জেলায়ও অনেক স্থানে এই রোগ দেখা দিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভবেরচর, প্রভৃতি স্থানের প্রজাবিদ্রোহ সংবাদ শুনা গিয়া ছিল, তৎপর উত্তর সাপুর সোণারগায়ও অনেক স্থানে উহা লব্ধাধিকার হইয়াছে। রক্ষা এই, সর্ব্বত্র নোলেন সাহেবের ন্যায় উৎসাহ-দাতা নাই, তাহা হইলে এতদঞ্চলও সাজাতপুর প্রভৃতির ন্যায় এতদিন ছারখার হইয়া যাইত।

নীলকর ওয়াইজ সাহেবের উত্তরসাপুর সোণারগাঁয় যে ভূসম্পত্তি ছিল, ধানকোড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় তাহা ক্রয় করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই ঐ সকল স্থানে প্রজাগণ ইতঃপূর্ব্বে ওয়াইজ সাহেবকে যে হারে রাজস্ব প্রদান করিত, নূতন ক্রেতা গোবিন্দ বাবুকে সে হারে খাজনা দিতে সম্মত নহে গোবিন্দ বাবুও প্রথমতঃ পূর্ব্বহার অপেক্ষা ন্যূন তর হারে খাজনা লইতে অসম্মত। এই কারণেই উত্তরসাপুর সোণারগাঁর ৮ মৌজার অধি কাংশ প্রজা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠে বিদ্রোহীরা কেবল খাজনা না দিয়াই ক্ষান্ত হ না। নানা উপলক্ষে নানারূপে অত্যাচা করিতেও প্রবৃত্ত হয়। যাহারা জমীদারের বাধ ছিল, তাহাদিগের উপর যার পর নাই দৌরাত্ম করিতে আরম্ভ করে। এমন কি তাহাদিগে পরিজনের স্ত্রীদিগের প্রতিও অত্যাচারের এ শেষ করিতে থাকে। প্রজাদিগের ইত্যাকা [illegible] সময়ে অনেকে বিশেষতঃ জমীদ[illegible] গোবিন্দ বাবুর অনেক আমলা গোবিন্দ বাবু এই পরামর্শ দেন যে তিনিও উপযুক্ত পরিম লাঠিয়াল রাখিয়া উক্ত বিদ্রোহি প্রজাদিগ[illegible] জব্দ করিতে এবং ভয় দেখাইয়া স্ব[illegible] আনিতে সচেষ্ট হউন। কিন্তু ধীরপ্রকৃতি গোবিন্দ বাবু সে পরামর্শে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচ[illegible]

লিত না হইয়া তখন এই উত্তর দান করিয়াছেন"" এখন সহ্য করিয়া থাকিলে পরে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাইবে কিন্তু এক্ষণে উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গা হঙ্গমায় প্রবৃত্ত হইলে ভবিষ্যতে মন্দ বৈ ভাল হইবে না।" বস্তুতই গোবিন্দ বাবু উত্তরসাপুর সোণারগাঁর প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে সবিশেষ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলও এখন তাহাই লক্ষিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে গোবিন্দ বাবুর কোন এক কর্ম্মচারী পূর্ব্ব খাজানার হার অপেক্ষা এক আনা হার কমাইয়া দিতে স্বীকার পাইয়াছিলেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তদ্রূপ হারে খাজনা দিয়া উপস্থিত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে পরামর্শ দান করিয়াছিলেন, তখন প্রজারা সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় উক্ত বিদ্রোহি প্রজারা পূর্ব্বহারে খাজানা দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারিলেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। উক্ত বিদ্রোহীদিগের উপর্য্যুপরি ঘোরতর অত্যাচার নিবন্ধন অনেক মকদ্দমা উপস্থিত হয়। দিন দিনই সেইরূপ মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হয়। পুলিষ ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং মফস্বল অনুসন্ধান করিতে যান। তিনি সবিশেষ তদন্ত করিয়া প্রজাদিগের দৌরাত্ম্যের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হন। শুনিলাম এই নিমিত্ত তিনি রিপোর্ট করিয়াছেন, উল্লিখিত বিদ্রোহ ব্যাপ্ত স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত একদল অতিরিক্ত পুলিষ সব ইনস্পেক্টর, ৩ জন হেড কনষ্টেবল ও ১০০ এক শত জন কনষ্টেবল রাখা আবশ্যক। তদর্থ যে মাসিক ৮০৩ টাকা ব্যয় হইবে, তাহা ঐ সকল স্থানের প্রজাদিগেরই দিতে হইবে। ভরসা করি আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট এবং কমিসনর সাহেবও শান্তিরক্ষার অনুরোধে এই প্রস্তাবে অবশ্যই অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলেই লোকের অশান্তিজনক কার্য্য এবং বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপেই প্রশমিত হইবে সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬ এ নবেম্বর। পি নোলান, কিছু দিনের জন্য পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন সেন কিছু দিনের জন্য তমোলুক বিভাগের ভার পাইলেন।

সিবিল একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু নীল মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য লোহারডগা ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত প্যালামাউ বিভাগের ভার পাইলেন।

ডবলিউ ডি বিথ বীরভূমের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বি, এল, গুপ্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডায়মণ্ড হারবরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী গমন করিলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, ১৮৭১ সালের ১০ আইন (বি, সি) এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, লি, (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গাল সিবিল সার্ব্বিসের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন) বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর এ, জি উইলসন কিছু দিনের জন্য পাচম্বা বিভাগের ভার পাইলেন। পাচম্বা বিভাগের ভার প্রাপ্ত অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন, কাম্বেল কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর এচ, এম টবিন সি, এস, লোহারডগায় বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, এ, ওয়েস তাজপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

ত্রিহুতের বিশিষ্ট কার্য্যভারপ্রাপ্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, মোসলী পাটনার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এফ, হারিসন সাসারাম বিভাগের ভার পাইলেন।

সাসারাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এস এগু চম্পারণের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, গিলন নড়াইল বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, বি, এলেন, ত্রিহুতের সদর ষ্টেষণে নিযুক্ত হইলেন।

১ লা ডিসেম্বর। পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্য চরণ মল্লিক রাজসাহী বিভাগে বদলী হইলেন এবং উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এম, ডবলিউ ব্রেট (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন) রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং দিনাজপুরে চলিলেন।

এফ, বি টেলর প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মেদিনীপুর সর্কেল ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বগুড়ার ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু শরচ্চন্দ্র দাস দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দত্ত বগুড়ায় বদলী হইলেন

রাজসাহীর ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় পাবনায় বদলী হইলেন।

পাবনায় ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু ভুবন মোহন নিয়োগী রাজসাহীতে বদলী হইলেন।

৩০ এ নবেম্বর। প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি সি উইণ্টার মুরসিদাবাদের নিজামত স্কুল কমিটির অন্যতর সভ্য হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ নবেম্বর। বাখরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বারাসতের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু প্যারী লাল সেন ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ নবেম্বর। বাবু শিবচন্দ্র সোহাই কিছুদিনের জন্য বেগুসরাইর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

এচ, লি (যিনি বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১ লা ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজদিগের পদোন্নতি হইল—

বাবু দিগম্বর বিশ্বাস—প্রথম শ্রেণীতে।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল—দ্বিতীয় শ্রেণীতে

বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ—তৃতীয় শ্রেণীতে।

এফ বি টেলর সি, এস (যিনি নদীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এস, ডবলিউ গ্রে (যিনি দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। ডিন ষ্টানলি সেণ্ট এণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হইয়াছেন।

সার উইলিয়ম ম্যন্সর সার রিচার্ড টেম্পলের পরে গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইলেন বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

রুসিয়া যুদ্ধ নিয়ম সকল পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এক জাতি সাধারণ সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ নবেম্বর। আর্চ বিশপ ম্যানিঙ রোমে উপনীত হইয়াছেন

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। প্রিন্স বিসমার্ক পুরোহিত নিয়োগের নিমিত্ত ক্যাথলিক দলিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

মাড্রিড ৩০ এ নবেম্বর। মার্শাল সিরানিও ... হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে এ সপ্তাহে উত্তরে যাইতেছেন, তথায় রেপব্লিকান সেনাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার শতকরা ... ৬ হইয়াছে।

... নদী।

... ১৮৭৪ সাল ২৭ এ নবেম্বর।

... সম্বন্ধকম্ব জল।

...

	ফীট	ইঞ্চ
...	৪	

হুরপুর ও মাইলের মধ্যে	৬	৬
তথা হইতে অজিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৫	
অজিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৪	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	৬

মাথা ভাঙ্গা।

গঙ্গার মোহানা	৩	৩
ডাক্তারপাড়া	২	৯
তথা হইতে হাটবোলিয়া	৪	
তথা হইতে কট ১ নং	১৪	৬
তথা হইতে বোলমারি	৫	৬
তথা হইতে আলিকদহ	৫	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৫	৬

সন ১৮৭৪ সালের ৩০ এ নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৬	৯

বহরমপুর
৩০ এ নবেম্বর
১৮৭৪

টি, এচ উইক্স সি, ই,
একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কলিকাতা	১০
„ „ সর্ব্বানন্দ মজুমদার—কলিকাতা	৫॥০
„ „ ললিতমোহন সরকার—টাকি	১০
„ „ ঈশানচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম	৫॥০
„ „ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—ত্রিহুত	৫॥০
„ „ দীননাথ পাল—সুতনচিলমারি	১০
„ „ কিনুসিংহরায়—রঙ্গপুর	১০
„ „ বিনদচন্দ্র অধিকারী—আশাম	১০
„ „ বদুনাথ মুখোপাধ্যায়—মস্ত	১০
„ „ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবিবপুর	৫॥০
„ মুন্সিগোলামআলী চৌধুরী—মাদারিপুর	১০
সেক্রেটারি পেসোয়ার রিডিংরুম	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না।

নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮শ ভাগ। ৫ সংখ্যা।

" প্রবৰ্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ১৪ ই ডিসেম্বর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

—•—

শব্দদীধিতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদায় সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মার ৯:৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, কলুটোলা সভারাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং পাবনা নর্ম্মালস্কুলে আমার নিকট পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাবনা নর্ম্মালস্কুল ২৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১ } শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

যযুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—•—

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রহ।

এই মহৌষধ সুসেন সংহিতায় উক্ত এবং অসংখ্য শেষ আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী জ্বর কাশ গ্রহণী শোথাদি সর্ব্বোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৬৷৹ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩৷৹ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃতঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

—

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

জনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বচিরানুভূত বরদ মহৌষধ। ঋতুস্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একত্রে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরাজী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

·•••·

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶৹ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	/৹
১ ম ভাগ নীতিসার	৵৹	/৹
২ য় ভাগ নীতিসার	৵৹	/৹

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /৹ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। বাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির যে পরিমাণে উপকার লাভ হয়, ভারতবর্ষের তদপেক্ষা শতগুণ অধিক উপকার লাভ হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির গবর্ণমেণ্টে প্রজার প্রভুত্ব আছে। ঐ ঐ রাজ্য মহাসভা দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। সভায় প্রজার প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যায় করেন, অন্যায় আইন হয়, অথবা প্রজার অন্য প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়, প্রতিনিধিগণ সভায় সেই সেই বিষয়ের বাদানুবাদ ও আন্দোলন করিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া লন। ভারতবর্ষে সেরূপ শাসন প্রণালী নাই, সেরূপ সভা নাই, প্রজার প্রভুত্ব নাই, প্রজার সেরূপ প্রতিনিধি নাই। এখানকার অন্যায় প্রতীকারের একমাত্র উপায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রগুলি অজ্ঞ প্রজাদিগের মুখ স্বরূপ। অন্যায় আইন হউক, অত্যাচার হউক, অন্য প্রকার দুঃখ উপস্থিত হউক, প্রজারা ঐ মুখরূপ মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া থাকে। মহোদয় সর চারলস মেটকাফ সাহেব অল্প দিনের নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল হইয়া ভারতবর্ষের এই অনল্প উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৫ অব্দে এই অনুষ্ঠান হয়। কত আঠার শত বৎসর এই

অক্ষয়কীর্ত্তি যে বহন করিবে, তাহা বলা যায় না।

অত্যাচারপ্রিয় ইউরোপীয়েরা এই স্বাধীনতাকে শল্যস্বরূপ জ্ঞান করেন। সেই হেতু তাঁহারা এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তাঁহারা এদেশীয় সম্পাদকদিগকে বিদ্রোহী বলুন, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলুন, আর অসত্য বলুন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের যথার্থবাদিতা নিবন্ধন ভারতবর্ষের অনেকগুলি মহোপকার সাধিত হইয়াছে। অদ্য আমরা অন্যতর একটীর উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। সেটী এই-ইউরোপীয়দিগের অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায়বিধান। এদেশে ইংরাজ জাতির অধিকার হইবার পর অবধি লার্ড মেয়োর অধিকারকাল পর্য্যন্ত অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট এখানকার ইউরোপীয়দিগকে আইনের এক প্রকার অগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের এক আদালতে ও ইউরোপীয়দিগের অন্য আদালতে বিচার হইত। ইউরোপীয় জুরিদিগের অনুগ্রহে ইউরোপীয় অপরাধীরা প্রায়ই নিষ্কৃতি পাইত। এদেশীয় সম্পাদকেরা এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেন। সেই তীব্রতর উত্তেজনা রাজপুরুষদিগের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা ঐ পক্ষপাত দোষের প্রতীকারে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে নূতন ফৌজদারী আইনের (১৮৭২ অব্দের ১০ আইনের) সৃষ্টি হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেটেরা (দেশীয় বিচারপতিরা এখনও অধিকার পান নাই) ইউরোপীয় অপরাধিবিচারে অধিকার পাইলেন। কিন্তু ঐ অধিকার অত্যাচারপ্রিয় ইউরোপীয়দিগের হৃদয়শল্য হইয়া উঠিয়াছে। পাসমাল গেজেটের একজন পত্রপ্রেরক মিয়ার্সের মকদ্দমা প্রসঙ্গ করিয়া কেবল বিচারের নয় ফিকেন সাহেবের সঙ্কলিত আইন পদ্ধতিরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ফিকেন সাহেব তদুত্তরে বলেন "আমি স্বচক্ষে দর্শন ও স্বচক্ষে শ্রবণ প্রভৃতি অনেকবিধ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছি, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগকে আইনের অগম্য করিয়া রাখিবার এই ফল ফলিয়াছে যে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা ও ইংরাজ নাম কলঙ্কিত করা হইতেছে।"

রাজপুরুষদিগের যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, এটী কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যত্নের ফল। এদেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যদি চীৎকার না করিতেন, রাজপুরুষদিগের উল্লিখিত প্রকার সংস্কার জন্মিত না। নূতন ফৌজদারী আইনেরও সৃষ্টি হইত না। মাজিষ্ট্রেটেরাও এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের তুল্যরূপে বিচার কার্য্যে অধিকারী হইতেন না।

আইন ও আদালত এদেশীয়দিগের নিমিত্ত হউক, আইনে ইউরোপীয়দিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, অত্রত্য ইউরোপীয়দিগের এই ইচ্ছা। কিন্তু কেবল একমাত্র আইনের সংশোধন চেষ্টাদ্বারা সে অভীষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। সে মনোরথ পূর্ণ করিতে হইলে এদেশীয়দিগের ইংরাজীশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করিয়া মুখবন্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত॥ এদেশীয়েরা ইংরাজী শিখিলে অন্যায় দেখিলে মুখ্য উত্তর বলিবেন ও নানা প্রকার উত্তেজনা করিবেন। অন্যায়ে যাহাদিগের ভয় ও লজ্জা আছে, তাঁহারা কখন তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। সুতরাংই তাঁহাদিগের পক্ষপাত দোষের প্রশমন চেষ্টা পাইতে হইবে।

—:০:—

কর্ম্মচারির চিহ্নিত ও অচিহ্নিত প্রভেদ করা আর উচিত নয়।

ইংরাজ জাতির মুখে অপক্ষপাত অপক্ষপাত এই শব্দ নিরন্তর শ্রবণ করিয়া আমাদিগের এমনি কদর্য্য অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে যে, যে বস্তুতে পক্ষপাতের নাম গন্ধ থাকে, তাহা নিতান্ত অরুচিকর হইয়া উঠে। পক্ষপাত অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আছে কি না ইহার অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মচারির চিহ্নিত ও অচিহ্নিত এই দুটী বিশেষণ শব্দ শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিবামাত্র বোধ হয় সিবিল সর্ব্বিস ব্যবস্থাটী পক্ষপাত দ্বারা একান্ত দূষিত। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া সিবিল সর্ব্বাণ্ট নিয়োজিত করা হইতেছে, অতএব তাহাতে পক্ষপাতের সম্ভাবনা কি? অনেকে এই কথা বলিবেন। যদি তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা প্রথাটী কেবল এক পক্ষপাতের নয় বহু দোষের আকর।

সিবিল সর্ব্বিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি। তাঁহারা আপনাদিগের আত্মীয় স্বজনকে মনোনীত করিয়া আপনাদিগের কর্ম্ম সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিতেন। অন্য লোকের উহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্রমে কোম্পানির রাজ্য বিস্তৃত হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের কার্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে সঙ্গে সিবিল সর্ব্বাণ্টদিগেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যাহাতে লাভ থাকে এমন বিষয় দানে কাল লোকের উপেক্ষিত থাকে না। ক্রমে ঐ সকল পদে লোকের লোভ জন্মিল। লোভ জন্মিবার বিশেষ কারণ

এই, যাঁহারা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহারা এখানে নবাবের ন্যায় থাকিতেন এবং স্বদেশ গমন কালে অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া লোকে মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পক্ষপাত করিতেছেন, চতুর্দ্দিকে এই চীৎকার শব্দ উত্থিত হইল। প্রধান রাজপুরুষেরাও এই পক্ষপাতের প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষা প্রথাটী সেই পক্ষপাত প্রতীকারের প্রধানতম উপায় বলিয়া অবধারিত হইল।

এখন পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে উল্লিখিত পক্ষপাত দূরীভূত হইয়াছে কি না? সহজ বুদ্ধিতেই ত এই বুঝা যাইতেছে, যখন পরীক্ষা করিয়া কতকগুলিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইতেছে, তখনই উহাতে পক্ষপাতের পরিচয় হইতেছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সকল ব্যক্তি চিহ্নিত এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন, অচিহ্নিত দলে তাঁহাদিগের অপেক্ষায় অনেক উপযুক্ত লোক আছেন, তাঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য উচ্চতর পদগুলির লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। এটী পক্ষপাতের পরিচয় নয়?

কর্ম্মচারির চিহ্নিত ও অচিহ্নিত পক্ষপাতসূচক এ দুটী বিশেষণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্ট। সে কোম্পানির লোপ হইয়াছে। তবে তাঁহাদিগের পক্ষপাত চিহ্ন আর থাকে কেন? নিমিত্তের অভাবে নৈমিত্তিকের অভাব হয়, বৈয়াকরণদিগের একটী ন্যায় আছে। চিহ্নিত অচিহ্নিত এ প্রভেদ রহিত হউক, পরীক্ষার প্রথা উঠিয়া যাউক এবং এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক যে, ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া যাঁহারা অত্রত্য লোকদিগের আচার ব্যবহার ও মনের ভাব প্রভৃতি সুন্দররূপে অবগত হইবেন এবং কার্য্যে আপনাদিগের যোগ্যতার সবিশেষ পরিচয় দানে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাই ইদানীন্তন সিবিল সার্ব্বাণ্টদিগের প্রাপ্য পদগুলি পাইবেন। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ইংরাজ ফরাসী শ্বেত কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা থাকিবে না। এ প্রথা হইলে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা প্রথা থাকাতে ভারতবর্ষের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা দূরগত হইবে, গুণের পুরস্কার হইবে এবং যোগ্যপাত্রে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়া ভারতবর্ষের অশেষ বিধ কল্যাণ সাধন করিবে।

পরীক্ষা প্রথা থাকাতে ভারতবর্ষের অল্প অনিষ্ট হইতেছে না। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহাদিগকে বালক বলিলে হয়। তাঁহাদিগের তখন বুদ্ধির পরিণাম হয় না। তাঁহারা তৎকালে বিষয় কার্য্যের জটিলতাভেদে সমর্থ হন না। আমলাদিগের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া উঠেন। অনেকের আমলাদিগের বাতাস লাগিয়া চরিত্রদোষ ঘটিয়া উঠে শেষে তাঁহারা রঙ্গপুরের লিবিন সাহেব হইয়া উঠেন।

ভারতবর্ষীয়দিগের স্বশাসন ক্ষমতা।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ স্মিথ সাহেব ডেলি রিবিউর সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এডিনবর্গের লোকেরা এই উপলক্ষে সভা করিয়া তাঁহাকে এক ভোজ দেন। ঐ সময়ে সভাপতি তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দান কালে এক স্থলে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অগত্যা স্বেচ্ছাচারিতা ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা আপনারা আপনাদিগের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া যে সেই স্বেচ্ছাচারিতার দমন করিবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মন্দ ও স্বল্প উন্নতি দর্শন করিয়া হতাশ হইতে হয়।

স্মিথ সাহেবের এ আক্ষেপ বাক্যগুলি অমূলক নয়। কিন্তু আমাদিগেরও আক্ষেপ এই, যে মূল অবলম্বন করিয়া লোকের আত্মশাসন ক্ষমতা জন্মে, তাহাতে যে আঘাত করা হইয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখে বিমুখ হইয়াছেন। সে মূল স্বাধীনতা। গবর্ণমেণ্ট শাসন কার্য্যের কোন অংশেই এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা দান করেন নাই। কথায় বলা হয়, মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কাজে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বলের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও মতানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়। এদেশীয় সভ্যগণ কেবল সাক্ষী গোপাল হইয়া বসিয়া থাকেন। স্বাধীনতা রস সেক ব্যতিরেকে সদ্গুণের বীজ অঙ্কুরিত অথবা পুনর্জ্জীবিত হয় না।

এদেশীয়দিগকে আত্মশাসনক্ষম দর্শন করিবার রাজপুরুষদিগের যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে ইহাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দিন। স্বল্পকাল মধ্যে দেখিতে পাইবেন, এদেশীয়েরা কেমন উন্নতি লাভ করেন। এখানে যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় এক একটী সভা হয়, তাহাতে প্রজার প্রভুত্ব থাকে, এবং প্রজার প্রতিনিধি তথায় প্রেরিত হয়, কেবল যে এদেশীয়দিগের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ হয় এরূপ নয় গবর্ণমেণ্টেরও বিশিষ্ট লাভ হয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের যে সকল অপব্যয় আছে, তাহার নিবারণ হইবে এবং আর যত

প্রকার অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাও সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

—

রোডসেসের রাস্তা।

" তেলা মাথায় তেল দেওয়া সহজ, রুক্ষ মাথায় তেল দেওয়া কঠিন " এদেশে এই চির প্রবাদ আছে। যাহা-দিগের অল্প ব্যয়ে অধিক যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই চতুর ব্যক্তিরাই তেলা মাথায় তেল দিয়া থাকে। আমা-দিগের গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে রোডসেসের টাকা রাস্তায় ব্যয় করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদিগের তেলা মাথায় তেল দেওয়া হইতেছে। গ্রামের মধ্যে যে সকল ভাল রাস্তা বা পথ আছে, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইতেছেন। লোকে জানিল গবর্ণমেণ্ট যেমন রোডসেস লইয়াছেন, তেমন রাস্তা করিয়া দিলেন, অথচ অল্প ব্যয়ে কাজ সারা হইল। কিন্তু যেখানে রাস্তা নাই, কিম্বা রাস্তা সংস্কার-বিরহে একান্ত অগম্য হইয়া উঠিয়াছে, আমাদিগের রাজকর্ম্মচারিদিগের সে দিকে দৃষ্টি নাই। উহাঁরা রুক্ষ মাথায় তেল দিতে চান না। কিন্তু যাঁহাদিগের দয়া অধিক, পরোপকার করিবার আন্ত-রিক ইচ্ছা আছে, তাঁহারা রুক্ষ মাথা-তেই তৈল দেন। কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন, এই ভাবেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয
মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং
নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

অর্জ্জুন। তুমি দরিদ্রগণকে প্রতি-পালন কর, ধনবানকে ধন দিও না। রোগী-রই ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের ঔষধ প্রয়োজন কি?

"যে স্থানের লোকের নূতন রাস্তা করিবার অথবা পুরাতন রাস্তা মেরামত করিবার ক্ষমতা নাই, গবর্ণমেণ্টের সেই স্থানেই রোডসেস ব্যয় করা কর্ত্তব্য হয়। যেখানকার লোকে আপনাদিগের রাস্তা আপনারা মেরামত করিতে পারে, সেখানে রোডসেসের টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? গল্প আছে, দরাপ খাঁর হিন্দু ধর্ম্মে মতি হয়। তিনি গঙ্গার এই স্তব করিয়াছিলেনঃ—

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥

জহ্নুতনয়ে গঙ্গে! যদি তুমি পুণ্য-বানকে উদ্ধার কর, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব নাই, সে নিজ পুণ্য বলেই উদ্ধার হয়। যদি তুমি গতিবিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলেই তোমার মহত্ত্ব, আর সেই মহত্ত্বই মহত্ত্ব।

অদ্য আমরা যে দুটী রাস্তার প্রসঙ্গ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাহাতে দৃষ্টিক্ষেপ করেন, এই আমাদিগের অনু-রোধ। উহার একটী পুরাতন ও একটী নূতন। পুরাণটী আমাদিগের বাসগ্রামের সন্নিহিত কোদালিয়া গ্রাম হইতে বরাবর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া শ্রীরামপুর নস্করপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে গিয়াছে। প্রায় ৫০ বৎসর হইল, শ্রীরামপুরের মতিউল্লা সরদার উহা প্রস্তুত করিয়া যান। উহা মতিউল্লার জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার পর আর কেহ উহাতে মুষ্টিমেয় মৃত্তিকাও দান করেন নাই। এক্ষণে উহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। অনেক স্থানে রাস্তার চিহ্নও নাই। বর্ষাকালে লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। রাস্তাটী ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যাও রাতে গমনশীল ব্যক্তিদিগকে কোন স্থানে এক উরু কোন স্থানে এক কোমর এইরূপ জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। মতি উল্লা স্বয়ং এই কষ্ট ভোগ করিয়া ও লোকের কষ্ট দেখিয়া ঐ রাস্তাটী বাঁধিয়া দেন। কিন্তু উহা সংস্কার বিরহে এক্ষণে পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়াছে।

দ্বিতীয় রাস্তাটী নূতন করিতে হইবে। আমাদিগের বাসগ্রামের উত্ত-রাংশ দিয়া বরাবর মথুরাপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। বর্ষা কালে মথুরাপুর প্রভৃতি গ্রামের লোকের যে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। রোডসেস লওয়া হইতেছে বলিয়া যদি রাস্তা করিতে হয়, আমরা যে দুটী রাস্তার প্রস্তাব করিলাম ঐ দুটী অগ্রে করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দুটী রাস্তাই ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইবে। ধান্য ক্ষেত্রই রোডসেসের উৎ-পত্তি স্থান। যাহারা রোডসেসের অধি-কাংশ দিতেছে, তাহারা যে রাস্তা ব্যতিরেকে কষ্ট পায়, ইহা কী সঙ্গত হয় না।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, রাস্তার মাটির কাজ করিবার সময় হইয়া আসিল। ধান্য কাটা হইতেছে। ধান্য কাটা শেষ হইলে মজুর ও শস্তা হইবে এই বেলা গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করুন।

—০—

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, কোন এক অজ্ঞ ব্যক্তি স্বার্থের অনুরোধে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত বলিয়া কোন ইংরাজের নিকটে পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে ইংলিশমান সম্পাদক এক সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে এদেশীয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকেই সুশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া থাকেন। এদেশীয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত জ্ঞান করেন, এই আমরা ইংলিশম্যান সম্পাদ

কের মুখে নূতন শুনিলাম। আমাদিগের পাঠকগণও ইংলিশম্যানের এই সিদ্ধান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। অনেকের সিদ্ধান্ত আছে, ইন্দ্রের ঐরাবতে সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে বৃষ্টি হয়। বালকদিগের সিদ্ধান্ত আছে, চন্দ্র তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যায়। ইংলিশম্যান সম্পাদকের উল্লিখিত সিদ্ধান্তও এরূপ উপহাসকর। সবিশেষ না জানিয়া দুই একটী উদাহরণ দেখিয়া অথবা দুই একজনের বাক্য শুনিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রায়ই এরূপ অদ্ভুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়েরা এইরূপ অপসিদ্ধান্তে সচরাচর উপনীত হইয়া থাকেন। এক জনের সরকারি টাকা চুরি করিল, তাহাতে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইল, ভারতবর্ষী- [illegible] একজন কর্মচারী মিথ্যা কহিল, তাহাতে ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, ভারতবর্ষের যাবতীয় লোক মিথ্যাবাদী।

ইংলিশম্যানের উল্লিখিত প্রকার সিদ্ধান্ত হইবার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। সর রিচার্ড টেম্পল বটক হাউস্ হলের উৎসবে ক্লাসে অনেক ছাত্র নাই দেখিয়া [illegible] বলেন, উড়িয়া [illegible] প্রবেশিকা [illegible] [illegible] বলেন, [illegible] [illegible] মনে করে। ছাত্রেরা আর উপরের ক্লাসে পড়িতে চায় না, এই সংস্কার হওয়াতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে ছাত্রেরা [illegible] হইবে না, ইহা উড়িয়াবাসিদিগের [illegible] বলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে [illegible] এক বক্তৃতাও করেন। বোধ হয় [illegible] রিচার্ড টেম্পলেরও এ বিষয়ে ভ্রম [illegible]ছে; উড়িয়াবাসিরা অতিশয় [illegible]; তাহারা অতি কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ করে। তাহার পর আর ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং পড়া শুনায় ক্ষান্ত হয়। আমরা বাঙ্গলা দেশেই দেখিতে পাই, অধিকাংশ বালক সঙ্গতি নাই বলিয়া প্রবেশিকার পর আর পড়া শুনা করিতে পারে না। বি, এ, প্রভৃতির পরীক্ষার্থির সহিত প্রবেশিকার পরীক্ষার্থির তারতম্য করিলেই সুস্পষ্টরূপে ইহা সপ্রমাণ হয়।

বৃদ্ধ শাতাতপের একটী বচন আছে—

অবুদ্ধা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎ পাপং তেষু গচ্ছতি।

ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেয়, পাপী পবিত্র হয়, তাহার পাপ সেই সকল ব্যক্তিতে গমন করে।

ইহার তাৎপর্য্য এই, বিশেষ না জানিয়া ব্যবস্থা দিতে গেলে ঠিক হয় না। তাহাতে কর্ম্ম পণ্ড হয় ও নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটে। উপস্থিত বিষয়ে অনিষ্ট এই, আমাদিগের প্রতি আরো পিত ঐ ক্ষুদ্রাশয়তা দেখিয়া সভ্যজনপদবাসিদিগের মনে অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। কেবল এই মাত্র অনিষ্ট নয়, বিধাতার ন্যায় প্রধান রাজপুরুষদিগের মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়াও অসম্ভাবিত নয়, যখন ইহারা অল্পে সন্তুষ্ট তখন আর ইহাদিগের নিমিত্ত অধিক যত্ন ও অধিক ব্যয় স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

সম্পদা সুস্থিরম্মন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ।
কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাং॥

যে ব্যক্তি স্বল্প সম্পত্তিতে সুস্থির হয়, বিধাতা নিশ্চিন্ত হন আর তাহার সম্পত্তি বাড়ান না।

চরক সংহিতা (১)। একদা এদেশে বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রকারেরা যে অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ তাহার অন্যতর। বিষ্ণুপুরাণ ঐ অষ্টাদশ বিদ্যার এইরূপ গণনা করিয়াছেন।

" অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো
মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ
বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ।
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো
গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ
বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ। "

অনেক তত্ত্বদর্শী বহুজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের দ্বারা রোগের নিদান নির্ণয়, চিকিৎসা পদ্ধতি প্রণয়ন, দ্রব্য গুণের অনুসন্ধান ও নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়াদি চিকিৎসাসংক্রান্ত নানা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। চরক সংহিতার যেরূপে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে নিঃসন্দিহান হইবেন। আমরা বামাচরণ বাবুর কৃত চরকসংহিতার প্রারম্ভের কিয়দংশ অনুবাদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

" প্রথমতঃ অগ্নিবেশ ঋষি মানসিক মঙ্গলাচরণ করিয়া শিষ্যশিক্ষার্থ প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অথ শব্দোচ্চারণ রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এই জগতে লোকমাত্রেরই মুক্তি প্রার্থনীয় কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তি বিষয়ে আরোগ্যের প্রাধান্য এবং দীর্ঘজীবনই আয়ুর্ব্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত [illegible] দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায় প্রথমেই বিন্যাস করিয়াছেন। দীর্ঘজীবন সম্বন্ধীয় সঙ্কেত অর্থ স্পষ্টরূপে কহিব। যাহা ভগবান্ আত্রেয় মুনি কহিয়াছেন।

---

(১) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বরাট প্রণীত কল কাত্তা মীনাক্ষরস লেন গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

মহাতপা ভরদ্বাজমুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সকলের রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া দীর্ঘায়ুঃ কামনায় তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রথম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যথা কথিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্পূর্ণ রূপে দক্ষ প্রজাপতি অধ্যয়ন ক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহা হইতে অশ্বিনী কুমার অধ্যয়ন করেন। অশ্বিনী কুমার হইতে অমরেন্দ্র প্রাপ্ত হন। এই জন্য ঋষি প্রেরিত ভরদ্বাজমুনি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন।

যৎকালে রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া তপোধ্যয়ননিরত, উপবাসপর ব্রহ্মচর্য্যপরতন্ত্র দেহিগণের বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিল, তৎকালে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া লোকহিত কামনায় পরম পবিত্র হিমালয়ের একদেশে উপনীত হইলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিধিস্বরূপ তপঃপ্রভাব প্রদীপ্ত, আহুত অগ্নি প্রতিম অঙ্গিরা প্রভৃতি (যমদগ্নি বশিষ্ঠ কশ্যপ ভৃগু আত্রেয় গৌতম সাংখ্য পুলস্ত্য নারদ অসিত অগস্ত্য বামদেব মার্কণ্ডেয় আশ্বলায়ন পারিক্ষ ভিক্ষু আত্রেয় ভরদ্বাজ কপিষ্ঠল বিশ্বামিত্র আশ্মরথ্য ভার্গব চ্যবন অভিজিৎ গার্গ্য শাণ্ডিল্য কৌণ্ডিল্য অর্ক্ষি দেবল গালব সাংকৃত্য বৈজবাপি কুশিক বাদরায়ণ বড়িশ শরলোমা কাপ্য কাত্যায়ন কাঙ্কায়ন কৈকশেয় ধৌম্য মারীচি কাশ্যপ শর্করাক্ষ হিরণ্যাক্ষ লোকাক্ষ পৈঙ্গি শৌনক শাকুনেয় মৈত্রেয় মৈমতায়নি বৈখানস বালিখিল্য) মহর্ষিগণ তথায় সুখোপবিষ্ট হইয়া এই পবিত্র কথার প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইলেন, যে স্বাস্থ্যই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের প্রধান কারণ এবং রোগই জীবন ও সুখের অপহর্ত্তা সুতরাং ইহাই মানব মণ্ডলীর মহান্ অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে ইহার শান্তির উপায় কি? এই চিন্তায় ক্ষণকাল মগ্ন হইয়া [illegible] ইন্দ্রকেই তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা রূপে অবলোকন করিলেন এবং তিনিই ইহার শান্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন ইহা স্থিরীকৃত হইল।"

একসময়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য এমন সকল লোক জন্মিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদিগের নামে রোগ দূরে প্রস্থান করিত। আজিও সেই ধন্বন্তরি প্রভৃতির নাম ঔষধ সেবন কালে গৃহীত হইয়া থাকে। আমাদিগের গল্প শুনা আছে পূর্ব্বে লক্ষনামা এরূপ প্রসিদ্ধ অনেক বৈদ্য ছিলেন তাঁহারা দর্প করিয়া রোগীর এক অঙ্গের জ্বর ত্যাগ করাইতেন আর এক অঙ্গে জ্বর থাকিত। আজিও অনেক রোগে বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসার সমধিক উপযোগিতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজার উৎসাহ দান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উন্নতিলাভ হয় না, উন্নত বিষয়েরও লোপ হয়। আর্য্যদিগের রাজত্ব লোপ হইল সেই সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদেরও ক্ষয়দশা উপস্থিত হইল। মুসলমানদিগের রাজত্ব হইল, হকিমী চিকিৎসা আরম্ভ হইল, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ রাজদ্বারে অনাদৃত হইল। মুসলমানদিগের অধিকার কালে ধনী ব্যক্তিদিগের যত্নে যে কিছু উন্নতি ছিল, ইংরাজদিগের অধিকারে তাহার হ্রাস হইয়া আসিল। এখন সর্ব্বত্র ইংরাজী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব ও ইংরাজী চিকিৎসা প্রচলিত। আর আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা ও আদর নাই। কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রটী সমুদ্রতুল্য। উহার অভ্যন্তরে অনেক অমূল্য রত্ন আছে। সেগুলি অনাদর হেতু [illegible] হইতেছে। সেগুলি উদ্ধৃত হইলে ভারতবর্ষের পরম মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কেহ কেহ সেই উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। [illegible] রাম চন্দ্র [illegible] হইয়াছেন। দেখিয়া [illegible] অনুবাদটী সুন্দর [illegible] ও অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। এদেশে এক্ষণে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের দেশের ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হউন। উভয় দলে মিলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ঔষধের গুণ পরীক্ষা করুন। যে সমস্ত ঔষধ এক্ষণকার সময়ের উপযোগী ও উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহা গৃহীত হউক, আর যেগুলি অনুপযোগী ও অনুপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহা পরিত্যক্ত হউক। ইংরাজী ঔষধেরও কতক কতক বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত মাত্রার অনুযায়ী করিয়া গৃহীত হউক। তাহা হইলে আমাদিগের বোধ হইতেছে, আয়ুর্ব্বেদের যে দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা অবিলম্বে ঘুচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

—:০:—

লার্ড নর্থব্রুকের আর একটী ঔদার্য্য।

স্ব স্ব প্রেসিডেন্সির সিবিল ফণ্ড সার্ব্বিসের নিয়মানুসারে এদেশীয় সিবিল সর্ব্বাণ্টদিগকে তাঁহাদিগের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রগণের জন্য ফণ্ডে টাকা জমা দিবার অনধিকারী করা হইয়াছিল, কিন্তু মহানুভব গবর্ণর জেনরল সিবিল পেন্সন আইনে নিম্ন লিখিত ধারাটী সংযোজিত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সে অধিকার দিলেন। ইউরোপীয় সিবিল সর্ব্বাণ্টেরা যে প্রকারে যে নিয়মে এবং যে হিসাবে টাকা জমা দেন, তাঁহারাও সেই প্রকারে [illegible] জমা দিতে [illegible] সিবিল ফণ্ডে টাকা জমা দেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ তাহা হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হন, উক্ত ব্যক্তিরা ও তাঁহাদিগের পরিবার বর্গও [illegible]

হইতে সেই উপকার লাভ করিবেন। কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে যদি আবার বিবাহ করা হয়, সেই দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানের নিমিত্ত টাকা জমা দিলে গ্রহণ করা যাইবে না। এরূপ স্ত্রী ও সন্তান গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন পেন্সন পাইবে না।

এতদ্দ্বারা আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল মহানুভব লার্ড নর্থব্রুকের কেবল অপক্ষপাত রাজনীতিজ্ঞতার নয় ভারতবর্ষ হিতৈষিতারও পরিচয় হইতেছে কেমন সৎ মীমাংসা হইল, সর্ব্ব সামঞ্জস্য হইল এবং অবিচার জনিত কলঙ্ক দূরীভূত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষ হিতৈষিতার পরিচয় এই, এ ব্যবস্থাটী না হইলে এদেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্টেরা নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইতেন সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২২ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

বোধ হয় সকলেই জানেন ফটোগ্রাফ লইতে হইলে সূর্য্যের আলোক আবশ্যক কারণ সূর্য্যের আলোক ভিন্ন ফটোগ্রাফ লওয়া যায় না। সম্প্রতি এক প্রকার আলোকের আবিষ্কার হইয়াছে, ইহাদ্বারা ফটোগ্রাফ লওয়া যাইবে আর সূর্য্যদেবের তোষামোদ করিতে হইবে না। বিজ্ঞান প্রভাবে ক্রমে গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রয়োজন কমিয়া আসিতেছে।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনরূপ চিহ্ন স্থাপনের জন্য সেদিন আগরপাড়ে কয়েক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আউড একসেলসর নামক লক্ষ্ণৌএর একখানি সংবাদপত্র [illegible] কাল জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। কলিকাতা একসেলসর নামক একখানি সংবাদপত্রও এরূপ অল্পকাল জীবিত থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। একসেল্‌সর নামক সংবাদপত্র মাত্রেরই এরূপ অল্পায়ু হইবার কারণ কি?

১৭ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ব্রহ্মদেশে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, ৪০ জন দ্বীপান্তর কারাদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদী গত শুক্রবার লাহোর হইতে আন্দামান যাত্রা করে। যে পুলিষ গার্ড তাহাদিগকে লইয়া আসিতেছিল, তাহার মন্ত্রণায় দুই জন কয়েদী ট্রেণ হইতে পলায়ন করে। উপযুক্ত লোকের হস্তে কয়েদীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতার জষ্টিসদিগের গত অধিবেশনে সভাপতি ভূমি গৃহ কুটীর অট্টালিকা দিব বার্ষিক খাজনা ধরিয়া তাহার শতকরা ৯ টাকা টাক্স লইবার প্রস্তাব করেন। রবার্টস সাহেব ৮॥০ টাকা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, অবশেষে তাহাই স্থির হইয়াছে। রবার্টস সাহেব কিছু করপ্রদাতাদিগের অনুকূল।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এইরূপ লোক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু ১২০১০২৩১১, শিখ ১১৫০০০০, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং জৈন ১৬১৯২১২, আদিম বাসী ১৮২৩৮৮০০, মুসলমান ৪০৮৬৬০৩৪ পারসী ৭০০০০, ইউরোপীয় খৃষ্টান ১১০৫১১ ফিরিঙ্গী ১১২৪০৬, দেশীয় খৃষ্টান ৩২৪১৬১।

বোম্বাইর ট্রামওয়ে কোম্পানি বিলক্ষণ লাভবান হওয়াতে ট্রামওয়ে বাড়াইবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমাদিগের কলিকাতার কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন কারণ কি?

রাজপুতনা রেলওয়ের আর এক অংশ আলওয়ার হইতে বান্দিকুই পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। এক্ষণে আগ্রা ও দিল্লী হইতে একেবারে জয়পুর যাওয়া যাইবে।

গত শনিবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রবি শস্যের অবস্থা সন্তোষকর।

অদ্য বেলবিডিয়ারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিবার জন্য যে এক সভা করিবেন, তাহাতে রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরকে খেলয়াত দেওয়া হইবে।

বঙ্গদেশের অহিফেনের নয় মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেন আট মাসের শুল্কে যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৬০৩১৪৯০ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অহিফেনে ২৬০১৮৪০ টাকা এবং মালওয়ার অহিফেনে ৩৪৪৯৬৫০ টাকা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্বীয় রাজ্যের লোক সংখ্যা গ্রহণের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, কেহ যদি এবিষয়ে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা করিয়া সংখ্যা বলে তাহার তিন মাস কারাদণ্ড, অথবা ৫০ টাকা জরিমানা হইবে। রাজা একটী বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া দিয়াছেন, এই যে লোক সংখ্যা করা হইতেছে ইহা কোনরূপ নূতন টাক্স করিবার বা যে সকল টাক্স আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নহে। লোকের এ ভয় না থাকিলে প্রকৃত লোক সংখ্যা হইবার সম্ভাবনা আছে।

৩ রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সমুদায় ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা উত্তম। মান্দ্রাজের দক্ষিণ বিভাগে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে রবি শস্যের অবস্থা ভাল, বিশেষতঃ সিন্ধুতে। বঙ্গদেশে অনেক ধান্য কাটা আরম্ভ হইয়াছে। এ ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবের কথা শুনা যাইতেছে বটে; কিন্তু তন্নিবন্ধন কোন অনিষ্টের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এদেশে বিদ্যালয় সমূহে পট সাহেবের যে জ্যামিতি (জিওমেট্রি) সচরাচর পঠিত হয়, ঢাকাদক্ষের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী অক্ষয়কুমার মুহুরি নামক একব্যক্তি উহাতে একটী ভুল বাহির করিয়া ইংলণ্ডে পট সাহেবের নিকট উহার সংশোধনার্থ লিখেন। সম্প্রতি পটসাহেব ভ্রম স্বীকার করিয়া অক্ষয় বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন, গিলজাই সর্দ্দারেরা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তাঁহারা সকলেই পীড়ার ভাণ করিয়া বাটীতে আছেন। আমীর তাহাদের জন্য দুইজন চিকিৎসক পাঠাইয়াছেন। আমীর উহাদিগকে জেলালাবাদে যাইতে দিবেন না তিনি শীঘ্র উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবেন। আমীর সর্দ্দার আবদুল্লা জানকে ১০ রেজিমেণ্ট পদাতিক একদল অশ্বারোহী ও কতকগুলি কামান সহ হিরাটে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইনি তথায় উপনীত হইয়াই য়াকুব খাঁর ভ্রাতা সর্দ্দার মহম্মদ ইয়াকুব খাঁকে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। কাবুল অবধি লালপুরা পর্য্যন্ত যাবতীয় অধিবাসী বিদ্রোহভাব প্রদর্শন করিতেছে। আমীর দিবা রাত্রি অতিশয় চিন্তিত রহিয়াছেন।

ইংলণ্ডে সুরা পানের প্রাদুর্ভাব কিরূপ নিম্ন লিখিত তালিকা দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। ১৮৭৩ অব্দে ইংলণ্ডে এবং ওয়েলসে ১৮২৯৪১ লোক সুরাপান জনিত অপরাধে পুলিষ কর্ত্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ১৮৬৩ অব্দে ঐরূপ লোকের সংখ্যা ৯৪৭৪৫ ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা পুরুষ সম্প্রদায়েই হইয়াছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে তাদৃশ বৃদ্ধি হয় নাই। আমাদিগের এখানকার পুলিষ যদি ইহার একটী তালিকা প্রদর্শন করেন, দেখা যায় এদেশীয়েরা ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন কি না?

নাটম নামক জাহাজের প্রধানতম অফিসরকে হত্যা করা অপরাধে পণ্টিকেক্স সাহেব যে তিন জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন ১৯ এ ডিসেম্বর শনিবার উহাদের ফাঁসী হইবে।

আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ নিউইয়র্ক টাইমসে লিখিয়াছেন, আমেরিকার সমুদ্রে গানকারী এক প্রকার মৎস্য আছে, ইহারা একপ্রকার অতি স্পষ্ট শব্দ করিতে পারে।

২৩ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

নানা সাহেবের বন্দীকরণসম্বন্ধে বোম্বাই গেজেটের আলাহাবাদস্থ একজন সংবাদদাতা যে এক নূতন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, সিন্ধিয়া যে দুটী তোপের আশায় নানাকে ধরিয়া দিয়াছেন তাহা পাওয়া দূরে থাউক, যে কয়েকটী এখন পাইতেছেন তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে পাছে ধান ছাড়াইতে গিয়া চাউল গলায় বাধিয়া যায়। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সিন্ধিয়া যখন পোলিটিকাল এজেণ্ট অসবরণকে লিখেন যে তিনি নানা সাহেবকে ধরিয়াছেন, এবং অসবরণ তাঁহার বাটীতে আসিলে সিন্ধিয়া এই প্রস্তাব করেন, যদি নানাসাহেবের প্রাণদণ্ড না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তিনি তাহাকে রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বিষয় লইয়া রেসিডেণ্টের সহিত সিন্ধিয়ার কিছু উষ্ণভাবে কথা বার্ত্তা হয়। রেসিডেণ্ট অবিলম্বে এবং বিনা করারে নানাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে কহেন। অবশেষে তিনি আসিবার সময় বলিয়া আইসেন, যদি তিনি তিন ঘণ্টার মধ্যে নানাকে রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পণ না করেন, তিনি ব্রিটিশ সেনাগণের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সিতে চলিয়া আইসেন। ইহার দুই ঘণ্টা পরে সিন্ধিয়া রেসিডেণ্টকে লিখিয়া পাঠান তিনি নানাকে রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবেন তদনুসারে নানাকে তাঁহার হস্তে দেওয়া হয়। কিন্তু যাহাকে দেওয়া হয় সে প্রকৃত নানা নহে, আর একজনকে নানা সাজাইয়া রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। তত্রত্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেছেন প্রকৃত নানা সাহেব সিন্ধিয়ার নিকট আছে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিয়া এক কৃত্রিম নানা প্রদর্শন করিয়াছেন। যতদিন যাইবে তত এইরূপ অনেক অদ্ভুত গল্প উঠিবে।

বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ভাউদাজীর ভ্রাতা ডাক্তার নারায়ণ দাজী আগামী বর্ষে বোম্বাইর শেরিফ হইবেন। ইনি বোম্বাইর শেরিফ হইলেন, অনরেবল দিগম্বর মিত্র কলিকাতার শেরিফ হইতেছেন, এই সকল দেখিয়া ইংলিসম্যান ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশীয়েরা শেরিফের পদ একচেটিয়া করিল। উচ্চ উচ্চ পদগুলি তাঁহার স্বজাতীয়ের একচেটিয়া আছে, দুই একটী এদেশীয়েরা পাইতেছেন মাত্র, ইহাতে ইংলিসম্যানের এত ভয় কেন? এদেশীয়েরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি একটী উচ্চপদ লাভেরও অধিকার নাই?

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, গতবারের শেষে অযোধ্যায় ১৩২৬ স্কুল ছিল। ইহার ছাত্রসংখ্যা ৪৩৬৫১। ইহার পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ২৬ টী স্কুল ও ৩৮২১ ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে।

২২ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে জানা গিয়াছে, পঞ্জাবের হিসার কাঙ্গারা অমৃতসর সিয়ালকোট রাউলপিণ্ডি গুজরাট পেশোয়ার এবং কোহাট বিভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন। অন্যান্য বিভাগের শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। অনেক স্থানে জ্বরের প্রাদুর্ভাবও কমিতেছে।

শনিবারের গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় মান্দ্রাজ রেলওয়ের কনসল্টিং ইঞ্জিনিয়রের লিখিত একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে গত প্লাবনে মান্দ্রাজ রেলওয়ের ১১৩ [illegible] রাস্তা নষ্ট হইয়াছে। ৭৩ টী সেতু [illegible] গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানির [illegible] ক্ষতি হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন [illegible] অযোধ্যায় ৫৭৩৯ টী [illegible] মকদ্দমার [illegible] হয়। ১৮৭২ অব্দ অপেক্ষা ১৮৭৩ অব্দে [illegible] মকদ্দমার সংখ্যা [illegible] অধিক [illegible]। মকদ্দমাগুলি প্রায় [illegible]। [illegible] হইতেছে অধিক [illegible] পাইবার [illegible]।

গত অক্টোবর মাসে বোম্বাই হইতে বিদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ১৮৩২২৩ গাঁইট তুলা রপ্তানি হইয়াছে।

মান্দ্রাজের এক রেলওয়ের এঞ্জিন ড্রাইবরের সহিত তাঁহার অধীনস্থ একজন সামান্য মুসলমান কর্ম্মচারীর বিবাদ ছিল। সে বৈরনির্য্যাতনের অন্য কোন উপায় না পাইয়া ড্রাইবরের এঞ্জিনের এক্সেল বাক্সে কতকগুলি পিতল ও লৌহচূর্ণ দিয়া রাখিয়াছিল। যথা সময়ে জানিতে পারাতে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। মান্দ্রাজ এথিনিয়ম ইহাতে বলেন, যাঁহারা রেলওয়ের এবিভাগে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের পক্ষপাতী, তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম দর্শন করুন। এথিনিয়মের চমৎকার সিদ্ধান্ত [illegible] জাতিসাধারণ অবিশ্বাস ও [illegible] হয় না। এদেশীয় ড্রাইবরেরা মাওনার গার্ড সুন্দররূপে চালাইতেছে।

২৪ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন জয়পুরের রাজা এই শীতকালে একবার কলিকাতায় আসিবেন।

পালমাল গেজেট বার্লিন হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, প্রুসিয়া ও রুশীয়ার মধ্যস্থলে যে সীমা ছিল তাহার পুনঃসংশোধনের প্রস্তাব করিয়া রুশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রুসীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখেন, কিন্তু প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। টাউনসণ্ড সাহেব যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, এ ক্রমে তাহারই সূত্রপাত না কি?

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী [illegible] সংবাদ [illegible] পাইয়াছেন, আফ্রিদিগণ [illegible] একত্র করিয়া [illegible] এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহারা কোন [illegible] তাঁহাকে [illegible] দিবে না এবং তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ করিবে। [illegible] মিটিয়া যাইবে [illegible]

[illegible] উভীব জনসন সাহেব [illegible] না করিয়াছেন। লাড-[illegible] গুণ এত বশীভূত [illegible] গমন কালে অনেকে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] গমন [illegible] ছুটী দেওয়া ন-

হয় এজন্য রাজাকে পর্য্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে সকল ইংরাজ এদেশীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা এইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া থাকেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সার এল পেলি কর্ণেল ফেয়ারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া গুইকুমার এত আনন্দিত হন যে তিনি তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, কেবল গুইকুমার বলিয়া নয় পেলি সাহেব বরদায় যাওয়াতে সর্ব্বসাধারণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ারকে স্থানান্তরিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেমন বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা তাহা বুঝা যাইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কালেজের সংখ্যা ১৮৭৩-৭৪ অব্দে ৪৩৬৩ হইতে ৪১৮৮ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যাও ১১২৭৭০ হইতে ১৩৫৬৬৩ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য ৬৷৴ পড়িত একণে ৬৶০ পড়িতেছে। সাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যাও ২৭৩ হইতে ২৮৭ হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১৬১০৪ হইতে ১৭৭৭১ হইয়াছে। প্রতি ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় ১২৷০ হইতে ১০৸৴ কমিয়াছে। অন্যান্য স্কুলের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইয়াছে।

২৫ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

শুনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারি মাসে সার রিচার্ড টেম্পল চট্টগ্রামে গমন করিবেন।

গত প্লাবনে মান্দ্রাজ রেলওয়ের যে ক্ষতি হয় তাহার সংস্কারার্থ ২৫০০০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড পোর্ট ব্লেয়ার হইতে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে লিখিত হইয়াছে, ডাক্তার ডাউগার গর্জ্জন তৈল দ্বারা কুষ্ঠরোগের যে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তাহাতে ৩৭ জন রোগীর মধ্যে ১৫ জন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকজনও যে আরোগ্য লাভ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য ডাক্তারেরও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

এবৎসর মান্দ্রাজের প্রতি বন্যার ভয়ানক কোপ দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। টিনিবেলি হইতে এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ টাইমসে লিখিয়াছেন, ২৫ এ ও ২৬এ নবেম্বর উক্ত বিভাগে প্রায় ১১ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়া নদীসকলকে প্লাবিত করে। নদীর জল ২৩ ফীট উঠিয়া বহু সংখ্য গৃহাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়।

আজি কালি কি গবর্ণমেণ্ট কি অপর সাধারণ মিতব্যয়িতা সকলেরই লক্ষ্য হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা যেরূপে সেই মিতব্যয়িতার চেষ্টা পান তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ব্যয় সংক্ষেপ হয় না, লোকের প্রতি অবিচার জন্য পাপভাগী হইতে হয় মাত্র। সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় সংক্ষেপ মানসে তত্রত্য সেক্রেটারিএটের ১৫ জন অধস্তন কর্ম্মচারিকে পেন্সন দিয়া বিদায় দিয়াছেন আর ৩০ জনকে কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। কিন্তু মোটা বেতনভোগী অলস কর্ম্মচারিদের বেতন স্পর্শ করা হয় নাই। ইহাতে ২০ হাজার টাকা বাচিয়াছে। কিন্তু এই ২০ হাজার টাকা রাজকোষ ভুক্ত হইবে না। রাজপুরুষগণের পর্ব্বত বাসের যে একটী নিয়ম আছে তাহাতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ২০ হাজার টাকায় রাজপুরুষগণ যে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কেবল যে ঐ কয়েকজন কর্ম্মচারিকে মারিয়া ক্রয় করা হইল, এমন নয়, যে সকল কর্ম্মচারী রহিলেন ঐ কয় জনকে ছাড়াইয়া দেওয়াতে যে কার্য্য বৃদ্ধি হইল তাহার পূরণার্থ উহাদিগকে অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত খাটিতে হইবে। পাঠকগণ দেখুন কেমন চমৎকার ব্যয় সংক্ষেপ!

১৮ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩২৬ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহেও ১২ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৭ জনের ওলাউঠায় ১৩৪ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত বর্ষের নবেম্বর মাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এ বৎসর নবেম্বর মাসে কলিকাতায় ৭১৭৮০৮ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। কিন্তু ৯২৪০ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে মাত্র। শুল্কে ৩০৯৫৯৬ অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। চাউল গণিব্যাগ অহিফেন সোরা তমাক প্রভৃতি অধিক রপ্তানী হইয়াছে, নীল পাট রেসম কম রপ্তানী হইয়াছে।

নেপালিয়েরা বাঁশ গাছ হইতে এক প্রকার অতি পাতলা কাগজ প্রস্তুত করিতেছে।

বেহারের একজন মুসলমান কণ্ট্রাক্টর এবং আর এক ব্যক্তি গত দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। ইহাকেই বলে কাহার সর্ব্বনাশ কাহার পৌষ মাস।

এবার দারজিলিঙে ১৫০০০ মণ চা জন্মিয়াছে। ১৮৭৩ অব্দ অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষায় বড় জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। কতকগুলি বালক দুই খণ্ড করিয়া প্রশ্নের কাগজ লইয়া উহা উৎকোচ দ্বারা বশীভূত একজন বেহারা দ্বারা বাহিরের এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দেয়। সে পুস্তক দেখিয়া সমুদায় প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিলে বেহারা সেই কাগজ ভিতরে আনিয়া দেয়। এইরূপে জুয়াচুরি চলে, কিন্তু ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার ফলই বা কি হইল জানা যায় নাই।

কলিকাতার হেলথ্ আফিসর বলেন ক্লার্ক সাহেবের খোলা ড্রেণ গুলি সম্বন্ধে বলিতে গেলে তাঁহার ড্রেণেজ প্রণালী দ্বারা কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরে থাকুক বরং অবনতি হইতেছে। ময়লা সকল রীতিমত নিঃসৃত হইতে না পারাতে তাহা হইতে ম্যালিরিয়া হইয়া পীড়া জন্মাইতেছে।

লক্ষ্ণৌএর এক ব্যক্তি একটী পরিবারের যাবতীয় ব্যক্তিকে বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। দুরাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

ডেলহাউসির একজন আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া অপরাধে কাপ্তেন হপকিন্স সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইংরাজ সমাজ অতি চমৎকার। এ সমাজে ধনবান ব্যক্তিরা হাজার টাকা দিয়া অনায়াসে এক জনের স্ত্রীকে বাহির করিতে পারে। দরিদ্রেরও অলাভ নাই। সে সেই স্ত্রী ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজার টাকা পাইতে পারে।

২৬ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

মান্দ্রাজের একজন লোকার তাহার ছেঁড়া জামা সেলাই করিবার জন্য একজনের একটী সূচ ও সুতা চুরি করে। নালীশ করাতে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। আহা! অভিযোগকর্ত্তা কি দয়ালুস্বভাব!

সম্প্রতি সিংহলের কেগালা বিভাগে একটী পর্ব্বতে দুই ফীট দীর্ঘ মানুষের পদ চিহ্ন দেখা গিয়াছে। বোধ হয় রাবণের কোন কোন অনুচর আজিও জীবিত আছে।

ব্রহ্মদেশের রাজা দুটী শ্বেত হস্তী ইটালির রাজাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।

মধ্য প্রদেশে যে সকল স্থানের ধান্য কাটা হইতেছে, তথায় উত্তম শস্য জন্মিয়াছে, কেবল বিলাসপুরে বৃষ্টি নিবন্ধন কতক ক্ষতি হইয়াছে। দুই তিনটী স্থান ব্যতীত আর সর্ব্বত্রের শস্যের সংবাদ সন্তোষকর।

ইণ্ডিয়ান মেডিকল গেজেটে লিখিত হইয়াছে, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত বৃশ্চিক দংশনের এক অমোঘ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বৃশ্চিক দংশনে অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে পরিশেষে "লাইকার লিটি" প্রয়োগ করিয়া দেখেন ইহা দ্বারা আশু আরোগ্য লাভ হয়। তিনি ইহা দ্বারা প্রায় একশত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, লাইকার লিটির বিষনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। বোধ হয় সর্প বিষে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কাজ হইতে পারে।

২৮ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৪০৪০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৭০৪১৩০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ১৮০০৯০ টাকা আয় কম হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৩৩৩৪০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ২৯৬৫০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ৪০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

তারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামক যে দুটী বালক পোষ্ট আফিসের একজন কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ চুরি করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়ে, গত বৃহস্পতিবারের হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসিয়নে উহাদের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

আগামী কল্য বৈকালে গবর্ণর জেনরল শিল্প প্রদর্শন খুলিবেন। ইহাতে চারি শতেরও অধিক ছবি সংগৃহীত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে ইহার মধ্যে [illegible] ছবি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। [illegible] ছবি সংগৃহীত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদর্শনে এত দেখা যায় নাই।

বেঙ্গল টাইমস বলেন ব্রহ্মদেশের রাজা গবর্ণর জেনরলের নিকট তাঁহার কয়েক জন প্রধান মন্ত্রীকে কোন দৌত্য কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা [illegible] কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকা—

৪	[illegible]	[illegible]
৪॥	[illegible]	[illegible]
৪॥	[illegible]	[illegible]
৫॥	[illegible]	[illegible]
৫॥	[illegible]	[illegible]

[illegible] এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

পিয়নিয়র বলেন, [illegible] পুষ্করে [illegible] তাহা ভাল হয় নাই। ভাল না হইবার কারণ এই, মেলাস্থলে যে সকল [illegible] আনা হয় যোধপুরের রাজা তাঁহার রাজ্য মধ্যে দিয়া আনা

হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক ঘোড়ার ১০ টাকা করিয়া মাশুল লন।

এ, বি, বাউরিং নামক একজন সাহেব সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, ১৮৭১ অব্দে সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁহার নিকট একটী আশ্চর্য্য গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, ইংরাজেরা হিন্দুদিগের সমুদায় আচার ব্যবহার রীতি নীতির উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া নানা সাহেব ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ডেলহাউসি অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কথা অযথার্থ নহে।

কিছু দিন হইল মারওয়ারের ৬৫ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে তাঁহার একজন ধনী প্রতিবেশী গুরুতর রূপে প্রহার করে। ইহার কারণ এই তাহাকে ডাইন বলিয়া সন্দেহ করা হয়। ঐ ব্যক্তির একটী পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে এই সন্দেহ আরো দৃঢ়ীভূত হয়। স্ত্রীলোকটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালীশ করে। মাজিষ্ট্রেট উহাকে প্রথমে হাসপাতালে প্রেরণ করেন। কিন্তু তৎপর দিন উহার মৃত্যু হয়। আজিও লোকের এতদূর কুসংস্কার আছে, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি বোম্বাইর একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, তত্রত্য প্রবেশিকা পরীক্ষা উপলক্ষে একজন যুবক বড় জুয়াচুরি করিয়াছে। সে পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষার্থিদিগকে বলে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিণ্টারকে উৎকোচ দিয়া কতকগুলি কঠিন প্রশ্নের কাগজ সংগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে তাহার অনেক ব্যয় পড়িয়াছে, অতএব তাহাকে কিছু টাকা দিলে সে কাগজ দেখাইতে পারে। কতকগুলি বালক তুই টাকা করিয়া দিয়া এক কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর মুখস্থ করিয়া রাখে। পরীক্ষার দিবস দেখে তাহারা যে সকল প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে, পরীক্ষার কাগজে তাহার একটীও প্রশ্ন দেওয়া হয় নাই, তাহাদের বৃথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইল। সেই চতুর বালক দিন কয়েকের জন্য বোম্বাই হইতে সরিয়াছে। প্রতারিত বালকদিগের “চোরের মার কান্নার” ন্যায় হইয়াছে, ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই।

—•◎•—

সংবাদদাতার পত্র।

পঞ্জাবের সীমা।

ডেরা ইস্মাইল খাঁ।

১। এবার অনেক দিন পরে আপনার উত্তর পশ্চিম সীমাস্থিত সংবাদদাতা আপনার ও আপনাদের পাঠক মহোদয়গণের নিকট এই প্রেরিত পত্র লইয়া উপনীত হইতেছে। দুর্গোৎসবের অবকাশের পর সকলে স্ফূর্ত্তি সহকারে নবোৎসাহে পুনর্বায় আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হয়। আমি পীড়িত শরীরে ও ভগ্নোৎসাহ সহকারে অতি কষ্টে আপনাদিগের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতেছি। বাস্তবিক মহাশয় এবার আমরা যেন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশের কোন নগরে বাস করিতেছি, এবার এখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই এই জ্বরের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। অনেকগুলি মৃত্যু ঘটনাও সংঘটিত হইয়াছে। অনেকে আজিও ভুগিতেছে আমার ও তাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট গেজেটের স্বাস্থ্য রিপোর্টের মধ্যে দেখিতে পাই, পঞ্জাবের প্রায় সকল জেলাতেই জ্বরের প্রাদুর্ভাব, আমার সিন্ধু প্রদেশের এক বন্ধুর মুখে অবগত হইলাম তথায়ও জ্বররোগের অধিক প্রাদুর্ভাব। বোধ হয় এবার এই সকল অঞ্চলে অতিরিক্ত বর্ষা ও জলপ্লাবন হওয়াতে এরূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তবে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যেরূপ পীড়ার প্রবলতা হইয়াছিল এখন শীতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে।

২। এখানে মুলতানাদির অপেক্ষা গোধূম ছোলা প্রভৃতি শস্য অনেক পরিমাণে সুলভ, গবর্ণমেণ্টের ওজনে গোধূম টাকায় ৩০ সের ছোলা টাকায় এক মণ পাওয়া যায় এবং ও তাদৃশ মহার্ঘ্য নহে। তৈল টাকায় প্রায় চারি সের লবণের এক রূপ মূল্য নাই বলিলেই হয়। অর্দ্ধ আনার লবণে একটী বৃহৎ পরিবারের এক মাস চলে, কেবল চাউল গুড় মহার্ঘ্য, মধ্যম রকম চাউল টাকায় সাত সেরের অধিক পাওয়া যায় না, কখন কখন ইহা অপেক্ষাও কম, মূলা গোল আলু এক্ষণকার তরকারি এই তরকারি, এরূপ স্থানে হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর কোন কষ্ট নাই, বাঙ্গালীরা হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর ন্যায় আহারাদি করিতে শিখিলে কষ্ট পায় না, বহুকাল প্রবাসী অনেক বাঙ্গালী বোধ হয় এই জন্য আহার ও পরিচ্ছদাদিতে হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর রীতি অবলম্বন করে।

৩। কলিকাতায় অশ্লীলতা নিবারণী সভা হইয়াছে এবং তথায় ইহার দ্বারা অনেক উপকারও হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের লোকের সহিত মিশিয়া দেখিলাম যে অশ্লীল ভাষা যেন ইহাদের স্বাভাবিক ভাষা বলিয়া বোধ হইল। ইহাদের মধ্যে অশ্লীল ভাষায় হাস্য পরিহাস ঠাট্টা তামাসার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে ইহার যে শীঘ্র অপনয়ন হইবে এমন বোধ হয় না। রাগিলে ইহাদের মুখ হইতে অনর্গল অশ্লীল ভাষা নির্গত হয়; তাহাতে সহোদর সহোদরা পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। আমি একজন ভদ্র লোকের মুখে স্বকর্ণে আত্মাকে অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে শুনিয়াছি। ভারতবর্ষের ন্যায় বোধ হয় কোন দেশে অশ্লীলতার এত প্রাদুর্ভাব নাই, ইংরাজদের মধ্যে “ডাম” “ডেবিল, ব্লাডি ফুল, স্টুপিড ফুল, প্রভৃতি গালির অধিক প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালাতেও যদি জঘন্য গালির পরিবর্ত্তে এইরূপ গালি ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ভাল হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে অশ্লীল গালির স্রোতে মাতা পিতা ভগিনী প্রভৃতি সকলেই আসিয়া পড়ে, এই জাতি কবে যে সভ্য হইবে তাহা বলিতে পারি না।

৪। এখানে ১৯ এ অক্টোবর বেশ ভূমিকম্প হইয়াছিল। আমরা প্রায় দুই মিনিট কাল ইহা অনুভব করিয়াছিলাম। দ্বিতলগৃহে থাকিতে ভয় হইয়াছিল, কিন্তু এ স্থানের কুত্রাপি ইহাদ্বারা কোন ক্ষতির সংবাদ শুনি নাই। বোধ হয় এই ভূমিকম্প কাবুল আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

৬। পূজার পর এখানে একটী স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়াছে। সে স্ত্রীলোকটী দেনা পাওনার জন্য তাহার ননন্দাকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলে। এই তাহার দোষ। ইহার প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। মৃত্যু সময়ে এই দশ সহস্র টাকা বিবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিতে কহিয়া যায়। তাহার মধ্যে অমৃত সরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী কূপ ও পান্থনিবাস এখান হইতে মুলতানে যাইবার রাস্তার ধারে একটী কূপ ও পান্থশালা ও আর আর স্থানে এইরূপ

কুপ ও পান্থশালা হইবে। এরূপ অবন্য পাপীর মৃত্যুর সময়ে এরূপ সুমতি হইবার কথা প্রায় শুনা যায় না।

১। এবার সিন্ধুর উপরে যে নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে গত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক মাশুল আদায় হইতেছে। কোন কোন দিন ছয়শত টাকাও উঠিতেছে। বোধ হয় গত বৎসরে অত্রত্য লোকের সেতুর উপর দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে সাহস ও বিশ্বাস হয় নাই। এইরূপ নদী প্রভৃতির উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে অনেক ব্যয় হয় বটে কিন্তু বোধ হয় অচিরে তাহা উঠিয়াও যায়। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

বীরভূম।

গঙ্গাটিকুরীতে একটী পুত্রসন্তান জীবিত রহিয়াছে। ইহার বয়স ৫। ৬ মাসের অধিক হইবে না। এটী শ্রবণন্দ্রিয়ে বঞ্চিত। কর্ণের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এরূপ বিকলাঙ্গতা নিবন্ধন যে বালকটীর শ্রবণ কষ্ট হয় তাহা আমাদের বোধ হয় না। যখন এটী রোরুদ্যমান হয়, তখন কোন রূপ প্রিয়বাক্য (সোহাগ) প্রয়োগ করিলে শান্ত হয়। তবে একটু দূর হইতে এরূপ বাক্য প্রয়োজিত হইলে অধিকতর কার্য্যকর হয়। গঙ্গাটিকুরী বনয়ারী আবাদের অতি নিকট।

২। সম্প্রতি কাটোয়ায় যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কেমন একটা কথা শুনা যাইতেছে। ঘটনাটা কতদূর সত্য বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পরে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশের মানস রহিল।

৩। উভয়বিধ মধ্য শ্রেণী (ইংরাজী ও বাঙ্গলা) স্কুলের বালকদের বৎসরান্তে এক একটী পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলও এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। গেজেটে যে ভাবে ফল বাহির হয় তাহাতে এ পরীক্ষামূলক অনেক বিষয় লোকের জানিবার সুবিধা হয় না। এই হেতু ইনস্পেক্টর হপ কিন্স মহোদয়ের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা এই তিনি এবারে যেন অন্যবিধ রূপে ফল বাহির করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বালকেরা যে সংখ্যা (নম্বর) পাইয়া থাকে, তাহা জানিতে পারিলে, অধ্যাপনা কার্য্যের অনেক সুগমতা হয়। সে সুবিধার দিকে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই হেতু আমাদের প্রার্থনা এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বালকেরা যে সংখ্যা পাইয়াছে তৎবিবরণসহ এক একটী ফল বাহির করিয়া প্রতি স্কুলে যেন প্রেরিত হয়। এ কার্য্য করিতে গেলে অবশ্য কিছু ব্যয় পড়িবে। বালকদের নিকট হইতে যে ফিজ আদায় হয়, তাহা কিছু কম নহে। আবশ্যক ব্যয়ের কিছু সংকোচ সাধন করিয়া এ ফল মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় অনায়াসে হইতে পারে।

৪। আগামী বৎসরের জন্য মাইনার পুস্তকাদি স্বতন্ত্র রূপে নির্দ্ধারিত হইলে ভাল হয়। শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ এ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা দেখেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

২২ এ অগ্রহায়ণ
১২৮১ সাল

দাতুন।

আমি গত কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভাবধি মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থান পরিদর্শন করিলাম। বিগত ঝটিকায় এ প্রদেশের যে প্রকার বিষম দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। একে ত এদেশের অধিকাংশ লোক নির্ধন, দ্বিতীয়তঃ প্রচণ্ড ঝটিকায় সকলেরই বাসকুটীর ভূতলশায়ী। এই বিভাগ এমন দরিদ্রজন পদে সংগঠিত যে ৮। ১০ খানি গ্রাম পরিভ্রমণ করিলে রীতিমত একটী ইষ্টকালয় পাওয়া যায় না। সেই জন্য আশ্রয়াভাবে বিগত ঝটিকার প্রবল বাত্যাঘাতে অনেক লোক মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। সেই সকল মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের শোকাশ্রু অদ্যাপি এদেশের সর্ব্বস্থানে বর্ষিত হইতেছে যেস্থানে যাই, সর্ব্ব স্থলে কেবল শোক দুঃখ বিষাদ দরিদ্রতা বিরাজিত। সর্ব্বত্রই হাহাকার রব।

অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, এইক্ষণে "দাতুনে" আছি। এই স্থানটী অতিশয় প্রাচীন, এই স্থানের বিবরণ আপনার পাঠকবৃন্দের আনন্দপ্রদ হইতে পারে। এই স্থানটী মেদিনীপুরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ কটকের রাস্তার ধারে, সুবর্ণরেখা নদীর দুইক্রোশ পূর্ব্বে। এই সুবর্ণরেখার ৩ ক্রোশ পশ্চিম হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজার অধিকার। নির্ম্মল উষাকালে কিংবা গোধূলি সময়ে এখান হইতে পশ্চিমাভি মুখে নেত্রপাত করিলে মেঘমালার ন্যায় "নীলগিরির" অস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি নেত্রগোচর হয়। এইস্থানের অধিবাসিদিগের মধ্যে ইতর লোকের সংখ্যাই অধিক। স্থানীয় জনগণের অধিকাংশ অশিক্ষিত অসভ্য। এখানে সুশিক্ষার উপকরণ অধিক নাই, একটী পল্লীগ্রামে সামান্যতঃ যেরূপ থাকা উচিত, তাহাই আছে। একটী নিম্নশ্রেণীর ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়, পোষ্ট আফিস থানা আবগারি এবং মুন্সেফি কাছারি আছে। বিদ্যালয়টী প্রায় বৈদেশিক লোকের যত্নেই সুরক্ষিত। এখানকার অধিবাসিরা কথোপকথন কালে সর্ব্বদা যেরূপ ভাষা কহিয়া থাকে তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা সম্পূর্ণ উড়িয়া নহে। উভয় মিশ্রিত ভাষাতে কথা বার্ত্তা কহে কিন্তু স্থানীয় জনগণের লিখিত ভাষা বাঙ্গালা।

এস্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন দর্শন করা যায়, তন্মধ্যে ২ টী দীর্ঘিকাই প্রধান। অদ্য তাহ্বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

একটী দীর্ঘিকার নাম "সরশঙ্ক" দ্বিতীয়ের নাম "বিদ্যাধর"। উভয় জলাশয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত কিছুই স্থির করা যায় না। কোন সময়ে যে এই দীর্ঘিকা দ্বয় কাহা কর্ত্তৃক খনন করা হয়, কয়েকটী জনশ্রুতি ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানকার লোকেরা "সরশঙ্ক" সম্বন্ধে এইরূপ কহে—"বিরাট রাজার শঙ্ক নামক এক পুত্র ছিল, এই "সরশঙ্ক" তাঁহার কৃত। বিদ্যাধর নামক রাজমন্ত্রী বিদ্যাধর দীর্ঘিকা খনন করান"। উভয় জলাশয়ের অবস্থা দেখিলে উভয়েই এক সময়ে খাত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জনশ্রুতি সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদেশ যে বিরাট রাজার অধিকৃত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মেদিনীপুর "গোপগিরির" সন্নিহিত প্রদেশ যে বিরাট রাজের দক্ষিণ গোগৃহ ছিল, তাহার প্রমাণ বারান্তরে প্রকাশ করিতে যত্ন করা যাইবে।

কিন্তু বিরাটের যে শঙ্ক নামক কোন পুত্র ছিল, অথবা বিদ্যাধর নামে কোন মন্ত্রী ছিল, মহাভারতাদি [illegible] কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বোধ হয় এই দীর্ঘিকাদ্বয়, মহাকীর্ত্তি রাজাদিগের সময়ে প্রতিষ্ঠিত।

সরশঙ্কর দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইলের অধিক প্রস্থ তদনুরূপ। বিদ্যাধর ইহার অপেক্ষা অনেক ছোট। উভয় জলাশয়ে অনেক বৃহৎ মৎস্য ও কুম্ভীর আছে।

ঐ দুই বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করা যে [illegible] সাধ্য, তাহার সংশয় নাই। এখানকার স্থানীয় বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের পূর্ব্ব পুরুষের দ্বারা যে সেই গুরুতর ভার সম্পন্ন হয় নাই, অত্রত্য অধিবাসিদিগের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

৬ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪। দাতুন

একান্তবাধ্য
শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বালেশ্বরের উত্তরাংশের ঝড় পীড়িত ব্যক্তিগণের বর্তমান অবস্থা ও তৎপ্রতী-কারের উপায়।

ঝটিকাপীড়িত গোমহিষাদির অবস্থা শোচনীয়। [illegible] মত জলবায়ুর দোষ প্রভৃতি কারণ সমবায়ে ঝটিকাপীড়িত হতভাগ্যগণের স্বাস্থ্যহানি যে অনিবার্য্য তাহার উল্লেখ না করিলেও হৃদয়বান ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিবেন। অনেকেই পীড়াক্রান্ত হইয়া অধিকন্তর কষ্ট ভোগ করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছে। এক এক গৃহস্থ সপরিবারে পীড়িত। শুনিয়াছিলাম, আমাদের কালেক্টর সাহেব মহোদয়, ঔষধসহ ডাক্তার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহা কি কেবল চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হইল? অধিকাংশ লোক আজি পর্য্যন্ত অবাস্থান্তর আশ্রয় করিতে পারে নাই। দেওয়াল, চাল প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য সমূহের সম্পূর্ণ অভাবই তাহার অন্যতর প্রধান হেতু। শীতকালে বাসশূন্য স্থানে বাস করিয়া জীবন যাপন করা কেমন কষ্টকর, সহানুভূতি গুণাবলম্বী পাঠক মহাশয়গণ হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিবেন। যাহাদের ভগ্ন দেওয়াল দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা পচাকুটা ও বেণাপ্রভৃতি দ্বারা সামান্য মত আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। মজুরের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু অধিকাংশ ভদ্র লোক বাসশূন্য স্থানে বাস করিয়া দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। [illegible] সুতরাং ভবিষ্যতে [illegible] গৃহনির্ম্মাণ করিবার [illegible] একদিন আধাদিন নয়, [illegible] এক বৎসরকাল দিন যাপন বিষয়ে নিরুপায় হইয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছি।

অনেক স্থানের শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, [illegible] স্থানে দুই আনা কোন স্থানে চারি আনা [illegible] দশ আনা হইবে, কিন্তু [illegible] মাঠে ধান আদৌ নাই। উক্ত [illegible] ফসল সংগ্রহও অতিশয় কষ্টকর [illegible] শস্যবহনকারী গরুর অভাবই [illegible] প্রধান কারণ। জীবিত [illegible] অনেকেও মরি[illegible] বিষয়ে নিতান্ত নিক[illegible]।

৮ ই নবেম্বরের লাটবন্দী গত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। ঋণ করিয়া রাজস্ব প্রদান করা হইয়াছে। মূল পরিশোধ দূরে থাকুক, কুসীদ প্রদান করাই কঠিন। ইহাতে এ অঞ্চলের বাত্যাপীড়িত প্রায় সমস্ত জমীদার ও তালুকদারগণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ প্রায় সমস্ত ভূম্যধিকারী ঋণ করিয়া চিরবিষয়ের বিচ্যুতি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এই মাত্র। তাহা পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ না করিলে কাজে কাজেই বিষয় হস্তান্তর হইবে। প্রজারা কোথা হইতে রাজস্ব প্রদান করিবে? উক্ত লাটবন্দী মকুব হওন দূরে থাকুক, তিন মাস কাল অন্তর করিবার কারণ ঝটিকাপীড়িত জমীদার ও তালুকদারগণ যথাস্থানে দরখাস্ত করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মান্যবর কালেক্টর সাহেব মহোদয়কে তদ্বিষয়ে দোষ দিতেছি না, সাহেব মহোদয় অধীনস্থ বাত্যাপীড়িত প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণের রক্ষার্থ ক্ষমতানুসারে লাটবন্দী মকুববিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চতম রাজপুরুষগণ ঝটিকাবিহীন স্থানে বাস করিয়া উক্ত প্রজাগণের কষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন না। যদি তাঁহারা উক্ত ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির আংশিক পরিমাণ ভোগ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত প্রার্থনা সমূহ মঞ্জুর করিতেন। কষ্টভোগ না করিলে অল্প স্থলে সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের পিতৃস্থানীয়। তিনি উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত না করিলে আর কে করিবে? আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসল নহেন ইহা কহি আমাদের এ উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় উদার ও প্রজারঞ্জক গবর্ণমেণ্ট অল্পই আছেন। এক্ষণে চিন্তা এই, ঝড় পীড়িত চাসবাসবিহীন হতভাগাগণের এক বৎসর কাল জীবন রক্ষার উপায় কি? বালিয়াপাল থানার অন্তর্গত কাকড়াও ভোগরাই পরগণার সমুদ্র কিনারায় লবণের পোক্তান আরম্ভ হইয়া যৎসামান্য সুবিধা হইয়াছে সত্য কিন্তু পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নিম্নলিখিত উপায় সকল উদ্ভূত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে সুখের বিষয় বটে।

পাঠকগণ উপস্থিত কথা কিঞ্চিৎক্ষণ ছাড়িয়া ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বালেশ্বরের উত্তর ভাগস্থ বালিয়াপাল ও জলেশ্বরের মানচিত্রের প্রতি সান্তিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বর্ণরেখা ও তাহার কিতাই নামক শাখানদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সুবর্ণরেখার জল বাড়িলে কিম্বা সাধারণতঃ বর্ষার জল জমিলে সে সমস্ত জল প্রথমতঃ উত্তর ও তৎপরে পূর্ব্ব দক্ষিণবাহিনী কিতাই হইয়া সংশ্লিষ্ট মেদিনীপুর জেলার কয়েক পরগণার মধ্য দিয়া কাথির নিকটস্থ সমুদ্রে পতিত হওয়াতে বালেশ্বরের অন্তর্গত মীরগোদা, [illegible]বাই ও কামরদা পরগণার অধিকাংশস্থলে উত্তম ফসল হইতেছিল, গত ফালগুন মাসে মেদিনীপুর জেলাস্থ কিতাইর অংশস্থলে সরকার তরফ হইতে বাঁধ হওয়াতে জল নির্গমন বন্ধ হইয়া উক্ত পরগণা সমূহের অধিকাংশ স্থল অধিকন্তর প্লাবিত হইয়া শস্য হানির অন্যতর প্রধান হেতু হইয়াছে। যে বন্যার জল ৪। ৫ দিনে বহির্গত হইত, নির্গমন স্থলে বাধ হওয়াতে সে জল ১৫। ১৬ দিন কাল ধান্য গাছের উপরে ২। ১ হাত উচ্চ হইয়া রহিয়া ফসল হানি করিয়াছে। উক্ত বাঁধের দ্বারা লোকের ফসল ও ঘরের অনিষ্ট হইবার বিশেষ কারণ দর্শাইয়া এ অঞ্চলের জমীদার তালুকদার ও প্রজাগণ দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, উক্ত অনিষ্টকর বাধ এবালিশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব স্বীকারানুসারে উভয় জেলাবাসিগণের আপত্তিশূন্য অথচ উপকারক সুবর্ণ রেখার উভয় পার্শ্বের এক মাইল অন্তরে বাধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট মহোদয় উভয় জেলার বিশেষ উপকার করুন। দরখাস্তের আজি পর্য্যন্ত কোন ফল জানা যায় নাই। জল নির্গমনের পথ থাকাতেও অতি বৃষ্টি নিবন্ধন অধিকাংশস্থল প্লাবিত হইয়া ফসল ও ঘরের হানি হইতেছিল, তাহা বাধের দ্বারা বন্ধ হওয়াতে উক্ত স্থানবাসিগণের যে কেমন দুরবস্থা সংঘটিত হইবে, যাহারা লেখকের নির্দ্দেশানুসারে সান্তিনিবেশ চিত্তে মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন। স্থানবাসী কিম্বা স্বার্থশূন্য দর্শক অথবা পর্য্যটকগণের কথা ছাড়িয়া দিন। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনীয় অভিপ্রায় বিশদ হইতেছে। আমাদের পালনকর্ত্তা গবর্ণমেণ্ট মহোদয়ের নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই, উক্ত বাধ এবালিশ করিয়া আমাদের (এ অঞ্চলবাসিগণের) প্রার্থনীয় বাঁধ (সুবর্ণরেখার উভয় পার্শ্বে) আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে প্রজাগণের মহোপকার সাধন করুন। তাহা আরম্ভ হইলে বর্ত্তমান বাত্যাপীড়িত প্রজাগণের বিশেষ উপকার হইবে। আমাদের প্রার্থনীয় বাধ প্রস্তুত কারণ ৪। ৫ বর্ষ হইবে

গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ইষ্টিমেট হইয়াছিল, অধিক খরচ (প্রায় সাত লক্ষ টাকা) হইবে বলিয়া তাহা হয় নাই। এস্থলে ইহাও আমাদের প্রার্থনীয় যে, বালিয়াপাল হইতে বস্তা ও কামারদা হইতে ভুক্তিকা পর্য্যন্ত যে রাস্তা ঘর হইয়াছে, তাহারও সংস্করণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত রাস্তা ঘর বর্ষাকালে বধালয় স্বরূপ হইয়া উঠে। বৎসর বৎসর কতক কতক টাকা জলসাৎ না করিয়া একবারে পাকা করিয়া দিলে পথিকগণের বিশেষ উপকার হইবে। আমাদের কালেক্টর সাহেব মহোদয় উক্ত কদর্য্য রাস্তায় গমনাগমন করণ জনিত কষ্টের ভুক্তভোগী, সুতরাং ঐ রাস্তা দুর্নীর কষ্ট বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেও পাঠকগণ তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় উপায় দয়াবান ও অনাথবন্ধু গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় দানশীল মহাশয়গণের বদান্যতার উপরে নির্ভর করে। উক্ত মহোদয়গণ বিপদাপন্ন দীনহীনদিগের বিপদুদ্ধার করিয়া অসীম মহত্ব ও উপচিকীর্ষা প্রকাশ করণ বিষয়ে অনভ্যস্ত নহেন, ইহাতে আশা হইতেছে, আমাদের আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদনবৎ না হইয়া পরোপকারিগণের শ্রুতিবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত করিয়া বিপদুদ্ধারে প্রবৃত্ত করাইবে। রাজস্ব মাপ করিয়া ৫, ৭, ও ১০ টাকা রেটে প্রজাদিগকে সাহায্য দেওয়া উচিত। মজুরগণ মজুরী করিয়া যেন দিন যাপন করিল, চাসবাস বিহীন বাত্যাপীড়িত অধিকাংশ ভদ্রলোকের জীবন যাপনের উপায় কি? তাঁহারা মজুরী করিতে পারিবেন না, সুতরাং অনন্যোপায়। এইস্থলে বিনয়সহ প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট মহোদয় দুস্থ ভদ্রলোকদিগের জীবন রক্ষার উপায় (নগদ টাকা দান অথবা ধান্য প্রদান) বিধান করিয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষা করুন। সচ্চরিত্র ভদ্রলোক কিম্বা জমীদার দ্বারা দান বণ্টন কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য। অন্যথা বিফল হইবে। স্থানীয় সচ্চরিত্র লোক দ্বারা যে প্রকার সুব্যবস্থা হইবে, স্থানান্তরের লোক দ্বারা (যাহারা দুঃখিগণের আভ্যন্তরিক দুরবস্থা অজ্ঞাত) সেপ্রকার কখনই হইবে না। চারি আনা আট আনা ও এক টাকা দানে কিছুই হইবে না। তাহার অপেক্ষা না দেওয়াই ভাল। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের বালেশ্বর আগমনোপলক্ষে যে সামান্য অর্থ (প্রায় ১৪০০ টাকা) সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ঐ প্রকারে বণ্টিত হইতেছে। চৌদ্দশত টাকায় কি উপকার হইবে? ঐ যৎসামান্য সাহায্য পুলিসের একজন ইনস্পেক্টর দ্বারা সাধিত হইতেছে তিনি নুতন আসিয়াছেন। সুতরাং আমাদের তত পরিচিত নহেন।

এই প্রস্তাব লিখিবার পর আমাদের কালেক্টর ও পুলিস সাহেব মহোদয় দ্বয় শস্য ও প্রজাগণের দুরবস্থা তদারক কারণ এ অঞ্চলে আগমন করিয়া অত্রত্য প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় অনরেরি মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আবাসগৃহে আগমন করিয়াছিলেন। সাহেব মহোদয়ের অভিপ্রায় এই, জমীদারগণ জমী দান করিলে এই দেহুণ্ডা গ্রাম হইতে বাশ ডিঙ্গা হইয়া প্রায় সাত মাইল অন্তর কামারদা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করেন। প্রস্তাবিত রাস্তা প্রস্তুত হইলে এ অঞ্চলের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহার দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব মহোদয় বিশেষ চেষ্টা করিলে প্রস্তাবিত রাস্তা হইতে পারিবে। তাঁহার কীর্ত্তিও আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়া উপকৃত হইব। জমীদারগণ ভূমি দান করেন, তাঁহাদের নিকট ইহারই বিশেষ প্রার্থনা।

৬। ১২।৭৪ একান্তবশম্বদ।
দেহুণ্ডা। শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩০ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ২৩ আইন অনুসারে যে সকল অগ্রিম টাকা দেওয়া হয় তাহার সংগ্রহার্থ রাজসাহী বিভাগে কিছুদিনের জন্য বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন—

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন চন্দ্র।

ভূতপূর্ব্ব রিলিফ আফিসর এ, ডবলিউ ক্যানলান্।

বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত আরও কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ফরিদপুর এবং ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ই, এস মোসলনি প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এফ, ডবলিউ ডি পিটারসন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এ, ম্যানসন ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৮ ই ডিসেম্বর। ডবলিউ, আর মিলার সি, এস ঢাকা বিভাগে একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ কিছু দিনের জন্য ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, জে, নিউবেরি মুঙ্গেরের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

জলপাইগুড়ির ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুরসিদাবাদের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিচরণ ঘোষ ... বদলী হইলেন।

হাজিপুরের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, সি, টিউট মুরসিদাবাদে বদলী হইলেন।

এল সি, এবট সি, এস, ত্রিহুতের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং হাজিপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

বিশেষ কার্য্যে ভার প্রাপ্ত ... জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি, ড ... শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

বিশেষ কার্য্যে ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ... কিশ চট্টগ্রাম সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ ... সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

রিভর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৪ ঠা ডিসেম্বর। কুচ বিহারের কমিশনরের পারসনাল আসিষ্টাণ্ট বাবু ... মুখোপাধ্যায়

১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

৫ ই ডিসেম্বর। বাবু কৃষ্ণদাস দে কিছু দিনের জন্য খুলনায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু চাঁদশচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য বাজিতপুরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সাতক্ষীরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৭ ই ডিসেম্বর। নওয়াখালির আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিভাগে এক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমিশনর টি. ই ডেম্পষ্টার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৩ ই নবেম্বর বিন্দিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। ডিসরেলি ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন, তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ বোর্নমাউথে গমন করিয়াছেন।

ব্রাসেলসের মহাসভার ন্যায় সেণ্ট পিটর্সবর্গে যে এক সভার অনুষ্ঠান হইতেছে তথায় প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য রুশীয়া অন্যান্য গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিয়াছেন।

উভীব ৩০ হাজার কর্ম্মচারী বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

গত নবেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটন হইতে ১৮ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং ~৮ কোটির আমদানী হয়।

নিউ ইয়র্ক ৭ই ডিসেম্বর। প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট বলিয়াছেন বিদেশীয় রাজগণের সহিত বন্ধুভাব আছে, তবে স্পেনের সহিত যে গোলযোগ তাহা অদ্যাপিও মিটে নাই।

নদীয়ার নদী।

সন ৮৭৪ সাল ৪ ঠা ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকম ও জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	৩
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২	৩
ভাণ্ডারপাড়া	২	৬
তথা হইতে হাটবোলিয়া	৬	
তথা হইতে কট ১ নং	১২	৬
তথা হইতে বোলমারি	৪	৬
তথা হইতে আলিকদহ	৪	৩
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৪	৬

সন ১৮৭৪ সালের ৭ ই ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৫	১

বহরমপুর
৭ ই ডিসেম্বর
১৮৭৪

টি, এইচ উইল্স সি. ই.
এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—মুক্তাগাছা ১০
" " সারদাপ্রসাদ শুকুল—নাটোর ১০
" " আনন্দ মোহন দাস ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ১০
" " দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা সিমুলিয়া ১০
" " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিধিপুর ১০
" " এক কৌড়ী সিংহ—কলিকাতা ১০
" " গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—সাগর ৫॥০
" " ব্রজনাথ ঝা—ঠাকুর গাঁ ৫॥০
" " ভোলানাথ দাস—গৌহাটী ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ✓১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৭ ই পৌষ। ইং ১৮৭৪। ২১ এ ডিসেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ ই ও ১৩ ই জানুয়ারী মঙ্গল ও বুধবার কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিগণের পরীক্ষা গৃহীত হইবে॥ নিম্ন লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা হইবে। ৮। ১০ টী ৩ টাকার বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিষয়।

সাহিত্য	
ব্যাকরণ	
ইতিহাস	বাঙ্গালার ইতিহাস।
ভূগোল	চারিখণ্ডের স্থূল বিবরণ।
গণিত	দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

১৪ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ক্ষুণ্ণ ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩॥০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

কোন্নগর গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য আমি উদ্যোগী হইয়াছি, এই কথা বলিয়া কোন প্রতারক আমার নাম স্বাক্ষরিত কৃত্রিম পত্র লইয়া অনেক ধনী ও মান্য ব্যক্তির নিকট দান সংগ্রহ করিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি এবং ঐ ধূর্ত্তের কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতে না পারায় তাহার প্রতিবিধানে নিরুপায় হইয়া এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে যাঁহাদের নিকট উক্ত বিষয় উপলক্ষে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দান সংগ্রহ করিয়াছে অথবা উত্তর কালে উপস্থিত হইবে তাঁহারা তাহার নাম ধাম জানিয়া আমাকে বিদিত করিলে বাধিত হইব ইতি।

শ্রীশিবচন্দ্রদেব।

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক সংহিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল সংস্কৃতের সহিত ৮ পেজি ফর্ম্মার ৭ ফর্ম্মা করিয়া ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইবে। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, গুপ্ত প্রেসে হোগোলকুড়ের হরিঘোষের ষ্ট্রীটে ৭৬ নম্বর ভবনে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ৩২। ১ নং বীডন ষ্ট্রিট স্কুলবুক প্রেসে বিক্রীত হইতেছে।

চাইলডস ফার্ষ্ট গ্রামার-এলেন, লেথাম এডামস্ এবং বেনের মতানুসারে লিখিত, পি,সি সরকার প্রণীত মূল্য ৷০ আনা।

নেটিব চাইলডস এরিথমেটিকাল টেবলস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /০ আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৶ আনা।

ট্রি অব ইনটেম্পারেন্স প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য ॥০ আনা।

এলিমেন্টারি হিষ্টরি অব ইংলণ্ড। অনেকগুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকের পূর্ব্ব মূল্য ১৶ আনা হইতে কমাইয়া ৸০ আনা স্থির করা হইয়াছে

অধিকসংখ্যা পুস্তক একত্র লইলে অধিক কমিশন দেওয়া যাইবে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণ বৈঠকখানা সার্পেন্টাইন লেন ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য মূল্য নগদ।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মনে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, ও বিস্তীর্ণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায় (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে ক বক্রভগর্ভ নষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার ধারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল ব্যতীত, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ৷৹ অন্যের প্রতি ।৵ পুস্তক ছাপান না হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী } শ্রীবনারায়ণ বন্দ্যো
জেলা মুরশিদাবাদ } ও নষ্টান্ত মার্জ্জন।

—o—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০ প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—o—

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রাহ্য।

এই মহৌষধ সুসেন সংহিতায় উক্ত এবং অস্মদ্বংশের আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি ঘণ্টার মধ্যে বেদনা, ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া সুপ্রসব করায়। এদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ ব্যয়ের ২ টী কৌটা; অপর ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারক দ্বিতীয়টী জ্বর কাস গ্রহণীশোথাদি রোগোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৷০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে, ১৷০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃত ঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

—

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

জনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বচিরানুভূত বরদ মহৌষধ। ঋতুস্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একণে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীচৈতন্য স্বামী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

—০০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৴০	/০
২ য ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই পৌষ সোমবার।

জাল নানাসাহেব।

১৪ ই ডিসেম্বর তার যোগে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে নানাসাহেব বলিয়া যাহাকে ধরা হয়, সে নানাসাহেব হইল না। এত ধুমধাম সমুদায় মিছা হইল, গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় পণ্ড হইল, বৈরনির্য্যাতনার্থী ইউরোপীয়দিগের দন্তঘর্ষণ বিফল হইল, সিন্ধিয়ার প্রশংসালাভের আশা উন্মূলিত হইল, এবং ভবিষ্যতে পুনরায় যে গবর্ণমেণ্টের এই রূপ হুজুকে কতকগুলি অর্থ ভস্মসাৎ হইবে তাহার সংস্থান হইয়া রহিল। আমরা বুঝি না বুঝি, এ স্থলে একটী প্রস্তাব করিতেছি, যদি গবর্ণমেণ্ট ভাল বোধ করেন, গ্রহণ করিবেন। ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহ হয়, এখন ১৮৭৪ অব্দ অতীত প্রায়। যে সকল বিদ্রোহী রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া এই ১৭ বৎসর কাল পরিজন পরিত্যাগ ও সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিল, তাহাদিগের কি গুরুদণ্ড হয় নাই? প্রাণদণ্ড কি ইহার অপেক্ষা গুরুতর? তাহাদিগকে এখন ক্ষমা করিলে কি ভাল হয় না? তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য প্রকাশ হইবে এবং সময়ে সময়ে যে এই উপলক্ষে কতকগুলি করিয়া বৃথা অর্থ নষ্ট হয়, তাহাও নিবারণ হইবে। তাহারা দেশে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের পুনরায় অনিষ্ট করিবে আর সে আশঙ্কা নাই। তাহাদিগের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

—:০:—

বাঙ্গালোরে একটী নূতন বণিক দল।

বাঙ্গালোরের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তত্রত্য কয়েকজন বণিকদল দলবদ্ধ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে যে সমস্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাঁহারা তাহারই তথায় আমদানী করিবেন। মাঞ্চেষ্টরের প্রস্তুত বস্ত্রাদি লইয়া যাইবেন না।

বোম্বাইর বণিকগণ বস্ত্রের কল করিয়াছেন, সিন্ধিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, মান্দ্রাজের লোকেরা কিরূপে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, শিখিবার নিমিত্ত দুইজন যুবককে মাঞ্চেষ্টরে পাঠাইয়াছেন, আবার বাঙ্গালোরে ঐ উদ্যোগ হইতেছে। এগুলি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের লোকেরা উদ্যোগবান হউন। মাঞ্চেষ্টরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এদেশে বস্ত্রের বাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তন্তুবায়গণ নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদি পুনরায় বস্ত্র ব্যবসায় চলে, ভারতবর্ষ স্বল্পদিন মধ্যে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। এক বাণিজ্যের বলে ইংলণ্ড অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। গ্রেটব্রিটনের ১০বৎসরের আমদানী রপ্তানী বৃত্তান্ত দর্শন করুন দেখিতে পাইবেন, তথায় বাণিজ্য কেমন বিস্তৃত। সে বৃত্তান্ত এই।

বৎসর	[illegible]	রপ্তানী
১৮৬২	[illegible]	১২৩৯৯২২৬৪০
১৮৬৩	[illegible]	১৪৬৬০[illegible]৩৪২০
১৮৬৪	[illegible]	১৬০৪৪৯০৫৩০
১৮৬৫	[illegible]	১৬৫৮৩৫৭২৫০
১৮৬৬	[illegible]	১৮৮৯১৭৫৩৬০
১৮৬৭	[illegible]	১৮০৯৬১৯২৩০
১৮৬৮	[illegible]	১৭৯৬৭৭৮১২০
১৮৬৯	[illegible]	১৮৯৯৫৩৯৫৭০
১৮৭০	[illegible]	[illegible]
১৮৭১	[illegible]	২২৩০৬৬১৬২০

—:o:—

শিল্প প্রদর্শন।

১২ ই ডিসেম্বর দুই প্রহরের পর কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। লাড নর্থব্রুক সর রিচাড টেম্পল প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। সর রিচাড টেম্পল প্রথমে উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রোতৃগণের গোচর করেন। লাডনর্থব্রুক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী বক্তৃতা করিলেন। এটী সপ্তম প্রদর্শন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সিমলায় এই প্রদর্শন হয়। এবার অন্য অন্য বর্ষের অপেক্ষা অনেক অধিক চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এদেশীয়েরাও অনেক গুলি চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন। লাড নর্থব্রুক ও সর রিচাড টেম্পল উভয়েই বক্তৃতা কালে বিশেষ রূপে এদেশীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। লাড নর্থব্রুক দুটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। এক, ভারতবর্ষের সমুদায় অংশে শিল্প বিদ্যালয় হয়। দ্বিতীয়, চিত্র গুলি রাখিবার নিমিত্ত একটী প্রশস্ত গৃহ হয়।

এদেশে কৃষি প্রদর্শন ও শিল্প প্রদর্শন প্রভৃতি উইরোপীয়দিগের যত্ন না হউক এদেশীয়দিগের উন্নতির দ্বার সন্দেহ নাই। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা ঐ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া প্রজা[illegible] সুন্দর [illegible] যাছেন। [illegible] উপেক্ষ [illegible] এই, [illegible] দেবে অস্ত্র শিক্ষা। অস্ত্র শিক্ষা ব্যতিরেকে সাহস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালিদিগের এ বিষয়ে [illegible] আছে। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষা দান অতিশয় আবশ্যক। পুরুষের যদি সাহস না হইল, পৌরুষ বিফল। শিক্ষা দ্বারা না হয় এমন কাজ নাই। শিক্ষা ও অভ্যাস স্বভাবকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। বাঙ্গালিরা যে এত ভীরু, যদি যুদ্ধ কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া যায়, উঁহারা অচিরকাল মধ্যে সাহসী হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

যদি বলেন রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগকে যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া কি আপনাদিগের পায়ে আপনারা কুঠার প্রহার করিবেন? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, এ শঙ্কা ভ্রমাত্মক। প্রজাদিগকে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলে তাহা রাজ্যনাশের হেতু হয় না। প্লিবিয়েরা আদি রোমকদিগের বিজিত। উহাদিগের অস্ত্র বলেই রোম উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হয়। রোমকেরা প্লিবিয়দিগকে আপনাদিগের রাজ্যের অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতেই রোমের তাদৃশ অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ হয়। আমাদিগের রাজপুরুষেরাও যদি রোমকদিগের ন্যায় বাঙ্গালিদিগকে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের রাজ্যের অঙ্গভূত করিয়া লন, রোমকদিগের ন্যায় অভ্যুদয় লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে রোম অন্য যে সকল জাতিকে জয় করিতেন, তাহাদিগের গৃহকার্য্যের উপকরণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইতেন। এত সাবধান হইয়াও [illegible] উৎ[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] রাজ্য [illegible] রূপেরা [illegible] স্বেচ্ছাচা[illegible]রী হইবেন, তখ[illegible] উঁহাদিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইবে কেহ রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন যাবতীয় রাজ্যেরই ঐ সকল দোষে বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অতএব আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি ঐ অলীক শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালিদিগকে সংগ্রাম শাস্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আপনাদিগের রাজ্যের অঙ্গ করিয়া লন কেবল বাঙ্গালিদের মহোপকার হইবে এরূপ নয়, আপনারাও সমধিক প্রত্যুপকার ভাজন হইবেন।

——

রুশিয়া কাবুল ও ভারতবর্ষ।

রুশিয়েরা পুনরায় খিবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন মধ্য আসিয়ায় রাজ্য বিস্তার চেষ্টা এটী ছল মাত্র। উঁহাদিগের জিগীষুই প্রবল। জিগীষু ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই দুরাকাঙ্ক্ষার একান্ত পরবশ হইয়া থাকে। জিগীষুর হৃদয় বাসনানলের অন্তঃকরণের ন্যায় সতত অস্থির। লোভ্য দ্রব্য সম্মুখে থাকিতে তাহারা কোন ক্রমে লোভ সম্বরণে সমর্থ হয় না। রুশিয়া মধ্য আসিয়ার জয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যে বিরত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। চক্ষুর অগ্রে কাবুল আছে, তাহার পর ভারতবর্ষ।

আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মহাসঙ্কট দেখিতেছি। রুশিয়েরা ভারতবর্ষ আক্রমণ [illegible] সে কথা এখন থাকুক। সে [illegible] বর্ত্তী। তন্নিমিত্ত আমরা চিন্তিত নহি, আপাততঃ কাবুল লইয়া বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। কাবুল দুর্ভেদ্য বিশাল শৈলের ন্যায় রুশিয়ার ভারতবর্ষে প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আছে। কাবুলের স্বাধীনতা যদি অব্যাহত থাকিত, ভারতবর্ষ নিশ্চিন্ত হইত। কিন্তু আমরা কাবুলের স্বাধীনতাকে মহাবিপদগ্রস্ত দেখিতেছি। আমীর সঙ্কটে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মানসিক পুত্র যাকুব খাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে অনেক সর্দার তাঁহার উপরে চটিয়াছেন। যাকুবের ভ্রাতা আয়ুবের খাঁও আমীরের দুর্ব্যবহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া নিজ কুটুম্ব ও মিত্র সর্দারদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতেছেন। [illegible] এইরূপ পারস্যের সাহায্য [illegible] হইয়াছেন। কাবুলের অন্তর্বিগ্রহ বহ্নি অল্পে যে নির্ব্বাণ হয়, এমন বোধ হয় না। [illegible] প্রোজ্জ্বলিত হইয়া আছে। যাকুব খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা যদি রুশিয়ার শরণাগত হন, রুশিয়া যে এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবে তাহাও বোধ হয় না। গৃহবিবাদে রাবণ হত হইয়াছে, কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে, গ্রীস বিনষ্ট হইয়াছে, রোম উৎসন্ন গিয়াছে, ভারতবর্ষও দীন হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখন কি করিবেন? তাঁহারা শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন এই চিন্তা।

কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের নিজ রাজ্যের মঙ্গল নাই। কিন্তু তাঁহারা কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বন করেন এই ভাবনা। কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান ও প্রথম উপায় তত্রত্য গৃহবিবাদের মীমাংসা, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি উপায়ে সেই মীমাংসা করিয়া দেন, এই আর এক চিন্তা। প্রথমতঃ আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের ত পথ দেখিতেছি না। দুর্ম্মতা বশতঃ হউক আর একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছাতে হউক আমীরের জিদ হইয়াছে তাঁহার উচ্চবংশ সম্ভূত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আবদুল্লা জানকে রাজ্য দিবেন। ওদিকে, যাকুব খাঁরও জিদ হইয়াছে, রাজ্য গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সিয়ার আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন সেটী অন্যায় হয়। উচ্চবংশজাত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে, এটী কাবুলের চিরন্তন প্রথা নয়। দোস্ত মহম্মদ সিয়ার আলীকে রাজ্য দিয়া এই প্রথার সূত্রপাত করেন। সিয়ার আলী তাহার অনুসরণ করিতেছেন। চিরন্তন প্রথা নয় আমরা এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, সিয়ার আলীর রাজত্ব লাভকালে আফজুল খাঁ বিবাদ করিয়া গিয়াছেন। যাকুব খাঁও এক্ষণে বিরোধ করিতেছেন। কুলক্রমাগত প্রথা হইলে তাঁহারা কখন বিবাদানল প্রজ্বলিত করিতেন না। এরূপ স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় হয় না। তবে বিবাদের মীমাংসা কিরূপে হয় এক্ষণকার এই প্রশ্ন।

আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি গবর্ণমেণ্ট একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন সেটী ভাল হইল কি না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমীরকে এই পরামর্শ দিন, তিনি রাজ্য দুইভাগ করিয়া অর্দ্ধেক যাকুবকে আর অর্দ্ধেক আবদুল্লা জানকে দেন। তাহা হইলে আমীরের মানরক্ষা হইল, এবং আমীর অন্যায় করিতেছেন বলিয়া যাকুবের মনে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা দূরগত হইয়া তাঁহারও হৃদয় পরিতোষ জন্মে। এইরূপে যদি কাবুলের গৃহবিবাদের শান্তি হইয়া যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাহার পর রুশিয়ার কাবুল আক্রমণের ছল পাওয়াও কঠিন হইয়া উঠিবে।

লাও হোপণ্ডার সভা ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

বাঙ্গালিদিগের অধ্যবসায় তালপাতার আগুন, ক্ষণে জ্বলিয়া উঠে, ক্ষণে নিবিয়া যায়। ইউরোপীয়দিগের অধ্যবসায় সেরূপ নয়। উহা বড়বা মুখের অগ্নি জলেও নির্ব্বাণ হয় না। ফিবেক্স নামে চা-কর অভিরামের প্রাণহন্তা বলিয়া অভিযোগ হয়। হাইকোর্টে জুরির বিচারে সে মুক্তিলাভ করে। লাও হোলডার সভা বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া এক আবেদন করেন, চক্রান্ত করিয়া ফিবেক্সকে বিপদে ফেলা হইয়াছিল, অতএব ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। সভা

পুলিষকে ছাড়েন নাই এবং যে নিম্ন আদালত ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আসাম কমিশনরের উপরে আত্মাপরাধ ক্ষেপণ করিয়া কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পান। এই সংবাদ গুলি পূর্ব্বে যখন আমরা পাঠকগণের গোচর করি তখন কহিয়াছিলাম, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইলেন বটে কিন্তু সভা ছাড়িবার পাত্র নন, পুনরায় গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিবেন। তাহাই ঘটিয়াছে। ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান প্রার্থনা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এই উত্তর দান করিয়াছেন, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আর আসামের কমিশনর তুল্য পদস্থ। বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে যে ফল আসামের কমিশনরের অনুসন্ধানেও সেই ফল লাভের সম্ভাবনা। ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান আরম্ভও হইয়াছে। অনুসন্ধানে যে ফল হয়, গবর্ণর জেনরল তাহা অবগত হইয়া সভার গোচর করিবেন।

ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে আইনের সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া বিরাজমান ছিলেন। নূতন ফৌজদারী আইনে তাঁহাদিগকে বিপাকে ফেলিয়াছে। আইন হইয়াছে উপায় নাই। কিন্তু পুলিষের ও নিম্ন আদালতের কার্য্যের অনুসন্ধান করা ও তদুপলক্ষে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ও তিরস্কারভাজন করিয়া ভগ্নোৎসাহ করা, এই সকল উপায় দ্বারা ঐ আইনটীকে ফলোপধায়ী হইতে না দেওয়া যদি সভার অভিসন্ধি না হয়, সভা নিম্ন আদালত ও পুলিষের কার্য্যের অনুসন্ধানের যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা অনুপাদেয় নহে। উহাতে নিম্ন আদালত ও পুলিষের সমধিক সাবধান ও যত্নবান হইয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা আছে।

সভার অভিসন্ধি যেরূপ হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির লিখিত প্রত্যুত্তর পত্রখানি পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হইল। প্রথম প্রশ্ন এই, ইউরোপীয় ফিরিঙ্গিদের বেলা গবর্ণমেণ্ট যেমন অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিলেন, ফিরিঙ্গি অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী এদেশের কোন ব্যক্তি যদি ঐরূপ অপরাধী হইয়া মুক্তিলাভ করে, তাহার বেলায় ঐরূপ নিম্ন আদালত ও পুলিষের কার্য্যের অনুসন্ধানের অনুমতি হইবে কি না? না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিবন সাহেবের অপরাধের যেরূপ দণ্ড হইল, সেইরূপ হইবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, এদেশীয়ের যে সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী বিশেষণ দেওয়া হইল, তাই বা কেন? অপরাধযুক্ত দরিদ্রের বিষয়েও কি গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ অনুসন্ধান করা উচিত জ্ঞান করেন না? তাঁহাদিগের চক্ষে নির্ধন সধন দুর্ব্বল প্রবল শ্বেত কৃষ্ণ সকল প্রজাই কি সমান নয়? যদি সকলের বিষয়েই অনুসন্ধান উচিত ও আবশ্যক হইল, তাহা হইলেত উল্লিখিত প্রকার অনুসন্ধানের একটী নূতন বিধি ও প্রথা করা আবশ্যক হয়। তাহাতে কার্য্য গৌরব ও ব্যয় বাহুল্য হইবে কি না? সে ব্যয় কে দিবে? ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের ব্যয় ইউরোপীয়েরা দিবেন, আর এদেশীয়দিগের অনুসন্ধানের ব্যয় এদেশীয়েরা দিবেন এই কি ব্যবস্থা হইবে? তৃতীয় প্রশ্নটী কিঞ্চিৎ গুরুতর। পুলিষ ও নিম্ন আদালত যদি বার বার তিরস্কার খান, স্বকর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন হইবেন কি না? চতুর্থ প্রশ্নটী আরো গুরুতর। বোধ কর, এক ব্যক্তি যথার্থ অপরাধী। তাহার অর্থবল ও লোক বল আছে। সে অনায়াসে সাক্ষিদিগকে ভাঙ্গাইল। মকদ্দমা প্রমাণ হইল না। সে মুক্তিলাভ করিল। পুলিষ ও নিম্নআদালতের কার্য্যের অনুসন্ধান হইল। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে তিরস্কৃত লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হইলেন। এ দণ্ড বৈধ হইল কি না?

সংস্কৃতের উৎসাহ দান।

গত সোমবার শ্রীরামপুর কালেজের পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সর রিচার্ড টেম্পল স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি টেম্পল সাহেবের যে অনুরাগ আছে, এই বক্তৃতা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এক স্থলে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "এই কালেজে সংস্কৃত শ্রেণীর উন্নতি হইতেছে কি না আমি বলিতে পারি না, কিন্তু যে সকল মহাত্মা এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এইটী স্মরণ করিয়া তোমরা উৎসাহিত হইতে পার।" আর এক স্থলে তিনি বলেন, "আমার আশঙ্কা হয় পাছে তোমরা ইংরাজী শিক্ষা করিতে গিয়া যে সকল পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষা দ্বারা হিন্দুজাতির নাম ইতিহাস ও প্রবাদ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল ভাষার শিক্ষায় অনাদর কর। যেমন লাটিন ও গ্রীক ভাষা না জানিলে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত হওয়া যায় না তেমনি বাঙ্গালায় সুপণ্ডিত হইতে হইলে সংস্কৃত ভাষা জানা আবশ্যক।" সর রিচার্ড টেম্পল ছাত্রগণকে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা বিষয়ে যে উৎসাহদান করিয়াছেন, ইহাতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞ

লোক মাত্রেই তাঁহার উপরে তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি যখন প্রথম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হন, তৎকালে আমাদিগের এই শঙ্কা জন্মিয়াছিল, তিনি কাম্বেল সাহেবের সঙ্কীর্ণ, কাম্বেল সাহেব ভারতবর্ষকে কাটিয়া কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া গিয়াছেন, টেম্পল সাহেব তাহাতে লবণ প্রক্ষেপ করিবেন। কিন্তু তিনি এক একটী [illegible] কার্য্য দ্বারা আমাদিগের আশঙ্কাকে অমূলক করিয়া তুলিয়াছেন। [illegible] প্রতি কার্য্যেই প্রজাবাৎসল্য ও দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সর রিচার্ড টেম্পলের আর একটী গুণ দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি যে ইংরাজী ভাষায় [illegible] বক্তৃতা কালে ছাত্রগণকে তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, এবং সংস্কৃত ভাষা জানেন না বলিয়া সংস্কৃত শ্রেণীর কিরূপ উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু [illegible] সাহেব সকল বিষয়েই আপনার সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন এবং বাঙ্গালা ভাষার বিন্দু বিসর্গও না জানিয়া উক্ত ভাষার দোষ গুণ পর্য্যন্তেরও বিচার করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সর রিচার্ডের এই সরল ও নিরহঙ্কার ব্যবহার প্রজারঞ্জনতা কার্য্যের প্রধানতম সহায় হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের কয়েকটী সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

আমাদিগের সমাজের কএকটী অসঙ্গত প্রথা আছে। যত দিন সেইগুলির সংস্কার না হইতেছে ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ও সন্তান সন্ততির বিবাহ উপলক্ষে একণে যে অপরিমিত ও অনর্থক অর্থ ব্যয়ের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে আমরা তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতি সামান্য গৃহস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও এ সকল উপলক্ষে এত অর্থব্যয় করে যে রাজ্যেশ্বর বা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিরও তাহা শোভা পায় না। এই ভয়ঙ্কর অমিতব্যয়িতা যে গরল রাশি বমন করিতেছে তাহাতে আমাদিগের সমাজ দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। অধিক কি, যে হিন্দুজাতির ন্যায় মিতাচারী আর দ্বিতীয় সংসারে লক্ষিত হয় না। মুষ্টি পরিমিত তণ্ডুলে ও কএক হস্ত বস্ত্র খণ্ডে যাহাদের আহার ও আচ্ছাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর যে জাতির বাসভূমি এত উর্ব্বর যে নাম মাত্র কর্ষণে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, উল্লিখিত প্রথার প্রভাবে এখন সেই মিতাচারী ও উর্ব্বর ভূমির স্বামীদিগের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এই প্রথাগুলির প্রসাদে অক্ষম ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও সক্ষম ব্যক্তি নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছে এবং সঞ্চিত অর্থের অভাবে অর্থ সাপেক্ষ কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, অর্থাৎ কৃষি বা শিল্প বা বাণিজ্য কার্য্য অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জনে কেহ সমর্থ হইতেছে না। দেহমাত্র তাঁহাদিগের সম্বল, সুতরাং চাকুরির জন্য এ দ্বার ও দ্বার করিয়া লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা নিতান্ত অপরিহার্য্য নহে। এস্থলে অধিক ব্যয় না করিতে পারিলে কেবল অভিমান বৃত্তি চরিতার্থ হইল না, এই মাত্র, অন্য কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিবাহ স্থলে সেরূপ নহে। বিবাহ স্থলে অধিক ব্যয় না করিলে পার পাইবার যো নাই। না করিলে মনোমত পাত্র মিলে না। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা জোড় শাড়ী আর অঙ্গুরীয় ও নথ দিয়া যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এখন সেই কার্য্য করিতে সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রীর আয়োজন করিতে হয়। কন্যাদান বিষয়ে এখন এই এক সংস্কার জন্মিয়াছে যে দম্পতীর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমরণ যে যে উপকরণের প্রয়োজন সেইগুলি সমুদায় দিলে দান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। অপর, অবস্থানুরূপ এক সমস্ত উপকরণ দান করিলে হয় না, সমস্তই উচ্চ অঙ্গের দিতে হইবে। যিনি মালার জল খান ও কম্বল গায় দেন, তাঁহাকেও স্বর্ণময় পান পাত্র ও শালের জোড়া দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আবার বিবাহোপলক্ষে সমাজের লোকদিগের আহ্বান ও সম্বর্দ্ধনা আছে। ইহাতেও তুল্য রূপ আড়ম্বর করিতে হয়। এইরূপে একটী কন্যার বিবাহ দিতে সামান্য গৃহস্থের ন্যূন কল্পে ১০০০। ১৫০০ টাকা ব্যয় করিতে হয় এবং এক বিবাহ দিয়া অনেকে যাবজ্জীবন সপরিবারে দারিদ্র্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া থাকে, অথচ এই ব্যয়ের পক্ষে না আছে শাস্ত্রের বিধি না আছে যুক্তি না আছে পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত কেবল এক অভিমান ও বরকর্ত্তার অত্যধিক লোভ এই ব্যয়ের জন্মদাতা।

এই প্রথার যাহাতে সমূলে উচ্ছেদ হয় এবং ইহার পরিবর্ত্তে প্রাচীন প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, এ বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যোগবান হওয়া উচিত। আমরা সমাজের যে সংস্কারের জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি সম্প্রতি কলিকাতার বারেন্দ্রকুল তন্তুবায় মণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি সুশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি তাহার এক প্রকার সূত্রপাত করিয়াছেন। উল্লিখিত উদ্বাহ প্রথা তন্তুবায়দিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল। ন্যূনকল্পে ১৫০০ টাকা না হইলে তাঁহাদিগের কন্যা পাত্রস্থ হয় না, এবং তাঁহাদিগের এপক্ষে এত আঁটা আঁটি যে যে টাকাটী দেওয়া স্থির হয় তাহা যত ক্ষণ বরকর্ত্তার হস্তগত না হয়, ততক্ষণ আভ্যুদয়িক পর্য্যন্ত হয় না। ইহাকে এক প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা বলাই সঙ্গত হয়। আদান প্রদানের এ রীতি নহে। এই উপদ্রবের নিমিত্ত অনেকে সুলভ হইবে বলিয়া কন্যার মঙ্গলামঙ্গল লক্ষ্য না করিয়া বৃদ্ধ ও দারবান পাত্রে কন্যাদান করে। কন্যাকে আমরণ কাল সপত্নীর জ্বালা ও নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং এই সুযোগ পাইয়া অনেকেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ

করিয়া অর্থ সংগ্রহ বা অপর অসদভিপ্রায় সাধন করিয়া লয়।

ভদ্র, সহৃদয়, সুশিক্ষিত তন্তুবায়গণ, আপনাদিগের সমাজগত এই কদর্য্য রীতি দর্শন করিয়া অতিশয় কাতর ও ইহার সংশোধনার্থ একান্ত ব্যাকুল হন। অনন্তর এক নৈসর্গিক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সাধনের অনুকূল হইয়াছে মালদহে তাঁহাদিগের স্বশ্রেণীয় কতকগুলি তন্তুবায়ের বাস আছে। নৈসর্গিক নিয়ম প্রভাবে ইহাদিগের বংশে কন্যা সন্তানের উৎপত্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। পাত্রীর অসদ্ভাব হওয়াতে ইহাদিগের পরিণয় সংস্কারের বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। কলিকাতার তন্তুবায় মণ্ডলীর এথর্বাক্তি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি মালদহের তন্তুবায়দিগের এই রহস্য জানিতেন। তিনি কলিকাতার তন্তুবায়দিগের সৎপাত্র পাইবার কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকট মালদহের রহস্যের উদ্ভেদ করিয়া তত্রত্য তন্তুবায়গণের সহিত তাঁহাদিগের কন্যা আদান প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বসাক বি, এ, যথোচিত আদর ও আগ্রহ সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা ও প্রচার করিয়া মালদহের বারেন্দ্র কুল তন্তুবায়দিগের সহিত তাঁহাদিগের উদ্বাহ বন্ধন সংস্থাপন কল্পে স্বজাতীয় সকলের সহায়তার প্রার্থনা করিলেন। এই পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া বাবু নীলকমল বসাক, বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসাক, বাবু [illegible]চরণ দত্ত, বাবু রসিকলাল সেট প্রভৃতি আর কএক জন সুশিক্ষিত ও পদস্থ তন্তুবায় রাধানাথ বাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন [illegible] কায়মনোবাক্যে তাঁহার সহায়তা [illegible] এবং মালদহ ও কলিকাতার তন্তুবায়গণের পরস্পর আদান প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন [illegible] হইলেন মালদহের ও কলিকাতার তন্তুবায়গণের পরস্পর করণ কারণ চলিতে পারে ইহা স্থির হইলে অনুষ্ঠীয়মান কর্য্যের পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

ইহা অবধারণ করিয়া উক্ত ব্যক্তিরা বাবু নীলকমল বসাককে মালদহবাসী তন্তুবায়দিগের আচার ব্যবহারাদির অনুসন্ধানার্থ মালদহে প্রেরণ করিলেন। নীলকমল বাবু যেমন সুশিক্ষিত তেমনি সামাজিক বিষয়ে অতিশয় সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ। অবিলম্বে তিনি মালদহে সকলের আদর ও অনুরাগ ভাজন হইলেন এবং 'তন্ন তন্ন' করিয়া সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বজাতীয় মণ্ডলীতে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মালদহের তন্তুবায়দিগের সহিত তাঁহাদিগের যৌন সম্বন্ধ হইবার কোন বাধা নাই। ইহাতে অত্রত্য যাবতীয় তন্তুবায় ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক মালদহনিবাসী স্বজাতীয়দিগের সহিত আহার ব্যবহার ও কন্যা আদান প্রদান কার্য্যে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর পাত্র ও কন্যা স্থির হইল। বরকর্ত্তা সপরিবারে পুরোহিতের সমভিব্যাহারে পাত্র লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। গত ২৫এ অগ্রহায়ণ মালদহবাসী ক্ষুদিরাম হালদারের পুত্র রাধারমণ হালদারের সহিত কলিকাতা গরাণহাটা নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বসাকের জ্যেষ্ঠা কন্যার অতি সামান্য ব্যয়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ রাত্রিতে বাবু বরদাপ্রসাদ বসাক গৌরদাস বসাক রাজকৃষ্ণ হালদার উমাচরণ সেট চৈতন্য চরণ দত্ত রাধাপ্রসাদ সেট [illegible]চন্দ্র বসাক শশিভূষণ সেট গঙ্গানারায়ণ দত্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত দেবনাথ বসাক প্রভৃতি অনেকগুলি তন্তুবায় জাতীয় প্রধান প্রধান প্রবীণ ও ভদ্র ব্যক্তি উপস্থিত [illegible] অনেকে [illegible] ও ভ্রম [illegible] পূর্ব্বে [illegible] অনুমোদন ও উৎসাহ দানে [illegible] ছিলেন। [illegible] ইহাতে ক্রমশ দলপুষ্টি [illegible]।

আমরা [illegible] বাবু [illegible] বাবু নবীনচন্দ্র বাবু মহেন্দ্রনাথ বাবু ও যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়াছেন সকলকে সাধুবাদ [illegible] এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারাও এই সহৃদয় ব্যক্তিদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন। তাঁহাদিগের তন্তুবায়গণের ন্যায় পাত্র বা পাত্রীর অসদ্ভাব নাই, কেবল যাহাকে সকজ্ঞান বলে তাহারই অসদ্ভাব। [illegible] তাঁহাদিগের নাই, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিলাম তাহার কারণ এই, তাঁহারা এক অলীক অভিমানের পরবশ হইয়া কাপুরুষের ন্যায় এক অসঙ্গত প্রথার দাস হইয়া আছেন এবং সমাজকে উৎসন্ন করিতেছেন। আমাদিগের বক্তব্য এই [illegible] অন্তঃপরিণত বায় সংক্ষেপ করিয়া বিবাহ কার্য্যের সুবিধা করুন এবং উল্লিখিত তন্তুবায়গণের মত যশোভাজন হউন।

—০ঃ০—

নূতন পুস্তক।

১। শরৎ সরোজিনী (১) এখানি নাটক, নাটক এই শব্দটী শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে কেবল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উপরে নয়, এই ভাবিয়া আমাদিগের উপরেও বিরক্ত হইবেন যে আমরা একটী বৃথা বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগের সময় নষ্ট করিতে বসিয়াছি। আজি কালি বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র যে প্রকার নাটক প্রসব করিতেছে, তাহাতে পাঠকগণের এরূপ অরুচি হওয়া অসঙ্গত নয়। নাম নাটক, কিন্তু না আছে রসভাব সন্নিবেশ, না আছে গল্প রচনার চাতুরী, না আছে শব্দ লালিত্য, না আছে রচনা মাধুর্য্য, প্রথমতঃ ভাষা লেখা দেখিয়াই গা জ্বলিয়া উঠে। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের ভাষাকেও অপূর্ব্ব করিয়া তুলিতেছে আমরা যখন [illegible] পাঠ করি, [illegible] বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরাজী পাঠ করিতেছি বুঝিতে পারি না। কিন্তু শরৎ সরোজিনী নাটক [illegible] নয়। ইহাতে

(১) [illegible] ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীউপেন্দ্র[illegible] দাস দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১ এক টাকা দুই আনা।

পদার্থ আছে। আমরা আহ্লাদিতচিত্তে নাটক খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠকালে পদেপদেই আমাদিগের কৌতূহলের সমধিক বৃদ্ধি হয়। গল্পটী যে মনোরম হইয়াছে, আমরা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলাম। বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থ প্রকাশক গ্রন্থ খানি একবার বঙ্কিম বাবুকে দেখাইয়া লইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ অক্ষরটী পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না, শরৎসরোজিনী প্রকাশক ঐ দোষ দেখিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হন। এই লিখন ভঙ্গী দেখিয়াই আমাদিগের বোধ হয়, ইনি বঙ্কিম বাবুর নূতন শিষ্য হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত রীতি ক্রমে ইনিও গ্রন্থ রচনা করিবেন, কিন্তু আমরা প্রস্তাবিত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া "শিষ্য বদ গরীয়সী" এই প্রবাদ বাক্যের পরিচয় পাইলাম। চৌর্য্যক্রিয়ায় ইনি বঙ্কিম বাবুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। বঙ্কিম বাবু ইংরাজী হইতে চুরি করেন, ইনি বাঙ্গালা হইতে চুরি করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দুই এক খানি ভাল বাঙ্গালা নাটকের যে সমালোচন করিয়াছি তাহার সহিত শরৎ সরোজিনীর উপসংহার ভাগ ও গল্পের অন্তর্গত ঘটনাগুলির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। তবে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা শরৎ সরোজিনীর শ্রেষ্ঠতা এই, বঙ্কিম বাবুর লেখা ইংরাজী বাঙ্গালা, শরৎ সরোজিনীর লেখা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থের গল্পগুলি মনোহর হইলেও তাহা লেখার দোষে পড়িতে ইচ্ছা হয় না। শরৎসরোজিনীর ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া পাঠে অভিনিবেশ প্রবৃত্ত জন্মে।

শরৎ গ্রন্থের নায়ক, সরোজিনী নায়িকা ও হেমলাল দে প্রতিনায়ক। গ্রন্থকার নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় নাটোল্লিখিত পাত্রদিগের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যথাস্থানে বীর হাস্য করুণ ও ভয়ানক রসের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। পাঠকালে অন্তঃকরণে সমুচিত বিকার উপস্থিত হয়। ইহার তুল্য গ্রন্থকারের প্রশংসা বোধ হয় আর নাই। গল্প রচনার অনেকগুলি দোষও আছে। সরোজিনী হঠাৎ শরৎকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এটী সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। বিপাকে পড়িয়া যদি শরদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইত, সেটী অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। মতিলাল দে একজন অসৎ জমীদার. অসতের স্বভাব চরিত্র কার্য্য যেরূপ বর্ণন করিতে হয়, তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু কালে সে বিনয় ও সুকুমারীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল এটী যেন আমাদিগের অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় মৃত্যু কালে ক্রোধের পাত্র সম্মুখে থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না বলিয়া উহাদিগের নয়নদ্বয় ক্রোধাগ্নি বমন করিতে থাকে। দুর্য্যোধন মৃত্যু কালেও পাণ্ডবদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিল না বলিয়া খিদ্যমান হইয়াছিল। শরৎ একজন গোরার প্রাণসংহার করিয়া ভূতলশায়ী হইলে অপর গোরা তাহার বক্ষস্থলে দণ্ডায়মান হয়। শরৎ তৎকালে বলেন, বাঙ্গালিরা কাপুরুষ নয়, ধর্ম্ম সাক্ষী। এই কথা বলাতে তাঁহার বীরত্বের গৌরব কমিয়া গিয়াছে। মতিলাল বলে, টাকা দিলে ইংরাজদিগকে যা ইচ্ছা তাই করান যায়। এ বাক্যে আমরা অনুমোদন করি না। ইংরাজ জাতির সকলেই অসৎ এ বাক্যটী প্রমাণ বিরুদ্ধ. একস্থানে এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ইংরাজদিগের রাজত্ব অপেক্ষা আকবরের রাজত্বে লোকে সুখী ছিল। এটী ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত। আকবর অন্য অন্য যবন রাজার ন্যায় নিজে অত্যাচার করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার অধিকারে পুলিশ প্রভৃতির এতদূর উন্নতি হয় নাই। তবে ইংরাজ অধিকারে অনেক অবিচার হয় ও অনেক ইংরাজের অত্যাচার আছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। এদেশীয়দিগের যত্নেই ভারতবর্ষ কালক্রমে স্বাধীনতা লাভ করিবে বলিয়া যে আশা করা হইয়াছে তাহা দুরাশা মাত্র। যাবৎ জাতিভেদ ও জাতি বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব থাকিবে, তাবৎ সে মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি ইংরাজদিগের রাজত্ব যায়, ভারতবর্ষ আর একজাতির অধীন হইয়া পড়িবে।

শরৎ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে দম্পতীপ্রণয়ের ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন শেষে তাঁহাকে সেই প্রণয়ের দাস হইতে হইল। গ্রন্থের এই উপসংহার ভাগটী অতি সুন্দর হইয়াছে স্বভাবকে জয় করা বড় কঠিন কাজ। ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ইংরাজীবিদ্যালয় হইতে বহির্গত যুবকদিগের মন উদ্দাম দ্বিরদের ন্যায় একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, শেষে আর সে ভাব থাকে না।

বিবিধ সংবাদ।

২৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমাদিগের সমাজ বন্ধন এমনি শিথিল হইয়া উঠিয়াছে যে লোকে সামাজিক বিষয়েরও মীমাংসার্থী হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণার্থী হইতেছে। আমাদিগের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এক ব্রাহ্মণ কন্যা পাঠাইয়া না দেওয়াতে জামাতা সাত্তরণ পত্নী পাইবার প্রার্থনায় পাণ্ডুয়ার মুন্সেফ আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সমাজের প্রধানেরা এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এখন কেহ কাহার কথা শুনে না। সুতরাং সমাজের প্রধানেরা আর কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমাজের এ দশা শোচনীয় সন্দেহ নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড সালিসবরি দশ জন এদেশীয় অধস্তন জজকে জিলার জজের পদ প্রদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেন " আমরা উদাহরণ স্থলে একথারও উল্লেখ করিতে পারি যে ঢাকার জজ সি, বি, গ্রেট সাহেবের পদে ওয়ালটন সাহেবকে প্রতিনিধি না দিয়া যদি উপযুক্ত অধস্তন জজ বাবু ভূপতিচরণ রায়কে প্রতিনিধি করা হইত, সাধারণে সন্তুষ্ট হইতেন, কার্য্যও সমধিক উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইত। দেশীয় বিচারকগণ কিরূপ কার্য্যপটু, উচ্চপদস্থ হইলে কি ভাবে

ষীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করেন প্রধানতম আদালতের কতিপয় দেশীয় বিচারকই তাহার প্রমাণস্থল।" হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের নিকট এদেশীয় বিচারপতিদিগের বিচার ক্ষমতার অপরিচয় নাই। অনেক মকদ্দমায় হাইকোর্ট জজের রায় রদ করিয়া নিম্ন আদালতের এদেশীয় বিচারপতির রায় বহাল করেন।

চিকিৎসা তত্ত্ব দুটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম, গবর্ণর জেনরল সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগকে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন। উচ্চতর উপাধি লাভে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের আহ্লাদের হইবে সন্দেহ নাই। চিকিৎসা তত্ত্ব বলেন, যেমন উঁহাদিগের উচ্চ উপাধি লাভ হইল, তেমনি বেতনবৃদ্ধি হওয়া এবং তাঁহাদিগের প্রতি সিবিল ষ্টেসনের ভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই, নেটিব ডাক্তারদিগের একটী নূতন পরীক্ষা প্রণালী করিয়া সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এই উপাধি দেওয়া উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই দুটী প্রস্তাবেরই অনুমোদন করিতেছি। নেটিব ডাক্তরদিগের উপাধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উঁহাদিগের উৎসাহ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইবে, এবং চিকিৎসাতত্ত্ব যে কথা কহিয়াছেন, তাহাও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। চিকিৎসা তত্ত্ব বলেন "এরূপ করিলে উপাধি লাভের প্রত্যাশায় নেটিব ডাক্তারদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব স্ব চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে সমধিক যত্নবান হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টেরও উত্তম উত্তম কর্ম্মচারি সকল প্রস্তুত হইবে।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার রায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বেচিলর অব সইন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বেচিলর অব সাইন্স উপাধি পাইয়াছেন। বাঙ্গালিরা যে বিষয়ে যান, তাহাতেই কৃতকার্য্য হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের রাজপুরুষেরা এখনও এই বলিয়া আপত্তি করেন, বাঙ্গালিরা কার্য্যে পটু হন নাই।

হিন্দুরঞ্জিকা দুর্ভিক্ষ কালে সাহায্যদানকারিদিগের উৎসাহ দান প্রসঙ্গ করিয়া রাজসাহি বিভাগের কমিশনরকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী যে যে সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহার অনেক অসাক্ষী আছে, কমিশনর সেইগুলির অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে তাঁহার উৎসাহ দানের প্রস্তাব করেন। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রে এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। কাশীম বাজারের রাণী স্বর্ণময়ী পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ও দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী এ তিনটী স্ত্রীরত্ন। ইহাঁরা হিন্দু জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

নূতন ফৌজদারী আইনের ২২১ ধারায় আছে চোরিত দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইলে সরাসরি বিচার হইবে না। কিন্তু ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট এরূপ একটী চুরির মকদ্দমার সরাসরি বিচার করিয়াছেন যে চোরিত দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক। সেসন আদালতে উহার আপীল হয়। সেসন জজ মাজিষ্ট্রেটের রায় রহিত করেন। হাইকোর্টে উহার আপীল হয়। হাইকোর্ট সেসন জজের রায় বহাল করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ করিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটের হস্তে কেমন ভয়াবহ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, এই মকদ্দমা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণ শুভ উদ্দেশ্য করিয়া যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, অনেক সময়ে বিচারপতিদিগের রাগ দ্বেষাদি দোষেরপ্রভাবে তাহা বিফল হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত বিচারপতিদিগের দোষ সংশোধিত না হইবে, সে [illegible] আপীলের বিধি রহিত করা যুক্তি[illegible] নহে।

ইংলিশম্যান সম্পাদক তারযোগে তক্রাযুদ্ধসংক্রান্ত এই বিশেষ সংবাদ পাইয়াছেন, আবর সরদারদিগের সন্ধি করিবার যে আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহার প্রমাণার্থ তাঁহারা পাঁচজন লোকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেনাপতি ষ্টাফোর্ড ১৫ ই ডিসেম্বর [illegible] যাত্রা করিবেন। "ভূতে পশ্চাদ্ধ [illegible] না ঠেকিলে বর্ব্বরদিগের চৈতন্য হয় না।

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, চাটমোহর অঞ্চলে জ্বরে ও ওলাউঠায় অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

দিল্লীগেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আমীর সরদার যাকুব খাঁকে বন্দী করিলে তাঁহার সোয়ারেরা হিরাটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা [illegible] খাঁকে ঐ সকল সংবাদ দেয়। তিনি ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া আগ [illegible] কে ঐ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এক পত্র লিখেন এবং তাঁহাকে এই অনুরোধ করেন যে তিনি আপ[illegible] সাদি ও চর [illegible] দিগকে সমস্ত ব্যাপারে লইয়া অবিলম্বে [illegible]টে উপনীত হন। আয়ব খাঁ [illegible] দারকেও এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে [illegible] পাবেন সৈন্য পাঠাইয়া দেন [illegible] আমীর যাকুব খাঁকে তাঁহার পরিবার পাঠাইবার নিমিত্ত হিরাটে পত্র লিখিতে বলেন। তাহাতে যাকুবখা এই উত্তর দেন, আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে আমীর তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন এবং আমাকে বন্দী করিবেন, অতএব আমি আমার পরিবার পাঠাইতে লিখিয়াছি। ইহাতে আমীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ [illegible] এবং বলেন তুমি যদি অবিলম্বে তোমার [illegible] বারকে কাবুলে আনয়ন না কর, তোমার চক্ষু উৎপাটন করিব। ইহাতে সরদার উত্তর দিলেন, আমীর সাহেব আপনার যেমন ইচ্ছা তাহাই করুন। অনন্তর আমীর মুস্তাফিকে ডাকিয়া তাহাকে সৈন্য সহ হিরাটে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমীরের বিশ্বাসঘাতকতার ফল বোধ হয় হাতে হাতে ফলিবে।

১ লা পৌষ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া

পাঠাইয়াছেন গত ১০ ই ডিসেম্বর হাউসকুল অ্যাটিকল ও দুটী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমেরিকার কর্ণেল জেনরল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজী পাঠ ও বাঙ্গলা ও সংস্কৃত এই চারি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দর্শকগণকে আনন্দিত করিয়াছেন। চারি ভাষায় বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য কি?

ইংলিশম্যান বলেন, অযোধ্যার পুলিষ ইনস্পেক্টর কিষাণুচন্দ্র কানী অপরাধ স্বীকার করাইবার নিমিত্ত যন্ত্রণা দিয়াছিল বলিয়া তত্রত্য এক আদালতে তাহার ছয় মাসের কারাবাস দণ্ড হয়, সে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কমিস্যনরের নিকটে আপীল করে। কমিস্যনর তাহার দণ্ড এক বৎসর কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন। ১৮৭২ অব্দের ২ আইন অনুসারে তাঁহার দণ্ড কাল বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে।

গত অক্টোবর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ৭৯০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার অপেক্ষা ২০৬ অধিক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। উহার পূর্ব্বমাসের অপেক্ষা ১১০৩৯ জন অধিক মরিয়াছে। ১৯১০ ব্যক্তি ওলাউঠা ৮৭১ বসন্তে ৬২৩৭৭ জ্বরে ৩৩৪ সর্প ও অন্য অন্য বন্য জন্তুর দংশনে হত হইয়াছে। গোরক্ষপুর ও বস্তিতে উহার অধিকাংশ মৃত্যু ঘটনা হয়।

বেলজিয়মের একজন মালী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, এক ফলে অন্য ফলের আস্বাদ করা যায়। সূচির মত এক সূক্ষ্ম অস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা ফলের তিন চারি স্থানে ছিদ্র করিতে হয়। সেই ছিদ্র দ্বারা অন্য ফলের রস তাহাতে প্রবেশ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর [illegible] দিন অন্তর দুই তিন বার এই প্রক্রিয়া করিতে হয়। তাহা হইলেই এক ফলে অন্য ফলের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

[illegible] বলেন, কুর্গের [illegible] স্টেটমেন্টের পিতা [illegible] ১১০ [illegible] দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] বৎসরের এক [illegible] ২০টী পৌত্র [illegible] পৌত্রী আছে। [illegible] অবাধে থাকে। তদ্ভিন্ন [illegible] আছে।

[illegible] শেষ হয়। [illegible] ৩০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে [illegible] অপেক্ষা ২২ জন কম ছিল। ১১ জনের বসন্তে ৪০ জনের উদরাময়ে ১১ জনের ওলাউঠায় এবং ১৫২ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়।

২ রা পৌষ বুধবার।

সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক নিম্নলিখিত সংবাদটী আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

“গত ২৩ এ অগ্রহায়ণ রজনীকালে যে ডাক যাইতেছিল, রাঁচির ৩৪ চৌত্রিশ মাইল পূর্ব্ব সিলির থানার দুই মাইল পশ্চিমে দস্যুরা তাহা অপহরণ করিয়াছে এবং ডাক বাহককে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া বেগটী লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। পর দিবস পুলিষ কর্ম্মচারিরা উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। পরম্পরায় অবগত হইতেছি বেগটী পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পত্রাদি ও রিজেষ্টরি চিঠি সকলই খণ্ড খণ্ড করিয়া গিয়াছে। রাঁচি ও সিলি ৩৬ মাইল রাস্তা। ইহার মধ্যে ২০ মাইলে জোনাতে একটী আউট পোষ্ট আছে। তাহাতে একজন প্রধান হেড কনেষ্টবল ও কএকজন কনেষ্টবলও আছে। সিলির থানাতে সব ইনস্পেক্টর প্রভৃতি সকলেই আছেন। আবার রাস্তায় পাহারা দিবার জন্য নিকট নিকট ঘাটিয়াল আছে; তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য একজন হেড কনেষ্টবল ও কএকজন কনেষ্টবলও রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এত লোক থাকিতেও কি দিবা কি রাত্রি প্রায় এই রূপ ঘটনা হইয়া থাকে।”

নূতন মিউনিসিপাল আইন (১৮৭১ অব্দের ১ আইন) অনুসারে শ্রীরামপুরে কমিসনর নিয়োগ হইতেছে। ঢাকার লোকেরা প্রার্থনা করিয়াও সে অভীষ্টলাভ করিতে পারিলেন না। ইহাতে ঢাকাপ্রকাশ অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপ বাক্যগুলি অসঙ্গত হয় নাই। করদাতৃগণের মত গ্রহণ করিয়া কমিশনর নিয়োগের প্রথাটী প্রবর্ত্তিত হইলে যে উৎকোচ স্রোত প্রবাহিত হইবে, ঢাকাপ্রকাশ তন্নিবারণের কি উপায় স্থির করিয়াছেন? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আজিও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য নিয়োগকালে উৎকোচদান ও উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিতে পারেন নাই; সে দিন একজন সভ্যের দণ্ড হইয়া গিয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, ইন্দুরে ভুট্টাশস্যের অতিশয় অনিষ্ট করিয়াছে।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল জুরর্দিগের সহিত জজের মতের অনৈক্য হইলে হাইকোর্টের মত গ্রহণ আবশ্যক হইত, নূতন ফৌজদারী আইনে নিয়ম হইয়াছে, জুরিদিগের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইলে জজ মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইবেন না। এই প্রসঙ্গ করিয়া হাবড়া হিতকরী জুরির বিচারের সমধিক গৌরব লাভ হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যথার্থ কহিয়াছেন, আমরা সময়ে সময়ে জুরির বিচারের যে দোষ দেখিতে পাই, সেটী জুরি নির্ব্বাচনের দোষেই হয়, জুরির বিচারের দোষে হয় না।

সমাচার চন্দ্রিকা “বাজারের ব্যবসায়িগণের অত্যাচার” এই নামের একটী প্রস্তাব লিখিয়া ইউরোপীয় প্রহরিনিয়োগের দ্বারা ঐ অত্যাচার নিবারণের পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে আর একটী উপসর্গের বৃদ্ধি হইবে। এদেশীয় প্রহরিকে দুই চারি আনা উৎকোচ দিলে চলিত। ইউরোপীয়কে দুই চারি টাকা দিতে হইবে। ব্যবসায়ীদিগের ক্রেতৃগণের নিকট হইতে সেই ব্যয়টী পুষাইয়া লইতে হইবে। যাঁহার গায়ের চামড়া সাদা, তাহারই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ চন্দ্রিকা কি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

৩ রা পৌষ বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যতগুলি তুলার কল হইয়াছে, তন্মধ্যে ইন্দোরের তুলার কলে বিশেষ কাজ হইয়াছে। এখানকার কলগুলিতে প্রতিদিন ২০০ খণ্ড কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। আর যে কল প্রস্তুত হইতেছে তাহা ধরিলে প্রতিদিন ৪০০ খণ্ড বস্ত্র প্রস্তুত হইবে। যাহারা অগ্রিম টাকা দিয়াছিল কলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদিগকে অনেক কাপড় বিক্রয় করিয়াছেন এবং লোকে এত কাপড়ের বরাত দিয়া রাখিয়াছে যে বর্ত্তমান বর্ষে সে সমুদায় কাপড় যোগাইয়া উঠা কঠিন। এখন আর একটী এই সুবিধা হইয়াছে, প্রথম কল হইলে খান্দেশ হইতে তুলা আনিতে হইয়াছিল, এক্ষণে মালওয়া ও নিমার হইতে তুলা পাওয়া যাইতেছে। পাইয়নিয়র লিখিয়াছেন উহার এই যে সুফল ফলিয়াছে ইংরাজদিগের যত্নাধীন তাহার মূল। যে মূলই হউক এদেশীয়দিগকে যাহাতে ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয় তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইলেই হইল। এদেশীয়েরা যদি ইংরাজ চাকর রাখিয়া আপনাদের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, ইং[illegible] চাকরের বুদ্ধি কৌশলে হইয়াছে,

বলিয়া সে উৎপত্তিতে দোষস্পর্শ হইবে না।

আগামী ১৯ এ ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হইবে।

ষ্টেট সেক্রেটারি লাহোরে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। বোম্বাইর কিপলিঙ সাহেব ইহার প্রিন্সিপাল হইবেন।

বেলজীয় সেনাদলের মেজর ডি বোলেকে সম্প্রতি একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ দ্বারা স্থানের দূরতা নিরূপিত হইবে। যুদ্ধকালে এই যন্ত্র দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবে। কামানের শব্দ দ্বারা শত্রুপক্ষ কত দূরে অবস্থিতি করিতেছে তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইবে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা এই মাসে কলিকাতায় আসিতেছেন।

খৃষ্টমস উপলক্ষে হাইকোর্ট আগামী ২৩ এ ডিসেম্বর অবধি ২ রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১২ ই ডিসেম্বর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সমুদায় বঙ্গদেশের শস্যের অবস্থা উত্তম, কোন কোন বিভাগে এমন ধান্য জন্মিয়াছে যে বহুকাল সেরূপ জন্মে নাই। বড় নিবন্ধন মেদিনীপুরের ৪০ বর্গ মাইলের ধান্য এককালে নষ্ট হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এসকল স্থানে আমন ধান্য দশ আনার অধিক হইবে না। অনেক স্থানেই সাধারণ চাউলের মূল্য অনেক কমিয়াছে।

৫৫ বৎসর বয়স হইলে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের যে নিয়ম হয়, মধ্যে তাহার আর কোন উচ্চ বাচ্য শুনা যায় নাই, সম্প্রতি কলিকাতা পেপার করেন্সি আফিসের আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনরল বার্কিলি সাহেবকে ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি করা হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সিন্ধুর কমিশনর সার উইলিয়ম মিয়ারওয়েদার ১১ ই ডিসেম্বর লার্ড নর্থব্রুকের সহিত কলিকাতায় যে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, লোকের বিশ্বাস এই, বেলুচি স্থানের কার্য্যাদির অবস্থা কিরূপ তদ্বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল বরদায় নূতন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া যেমন সকলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন, সর লিউইস পেলিকে ঐ পদ প্রদান করিয়া তেমনি বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। সর পেলি একজন বাস্তবিক উপযুক্ত লোক। তিনি যেরূপে কার্য্য করিতেছেন তাহা দর্শন করিলেই তাঁহার উপযুক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কেবল যে গুইকুমারের প্রজাগণকে সুবিচার দানে কৃত সংকল্প হইয়াছেন এমন নহে, গুইকুমারকেও তাঁহার প্রজাগণের অন্যায় প্রার্থনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। যাহা হউক লার্ড নর্থব্রুক গুইকুমারের প্রতি বিলক্ষণ সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। গুই কুমারের সৌভাগ্য যে এখন ডেলহাউসির রাজত্ব নয়।

৪ ঠা পৌষ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান তারযোগে পারিস হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তত্রত্য জাতিসাধারণ সভা সম্প্রতি এক আইন করিয়া যে সকল বিদেশীয় ফ্রান্সে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে সৈনিক কার্য্যের অধীন করিয়াছেন। ফ্রান্স আজি কালি সৈন্য বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন।

উক্ত পত্র বলেন, বরদায় নূতন রেসিডেণ্ট হওয়াতে মলহর রাও নূতন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তিনি সম্প্রতি তিন কোটি টাকা কর্জ্জ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহার দেশের উন্নতি বিধানার্থ অথবা তাঁহার নিজ বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এ টাকা কর্জ্জ করা হইতেছে তাহা কিছু প্রকাশ পায় নাই

৭ ই ডিসেম্বর জয়পুর ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

আগামী ১৬ ই মার্চ্চ লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ব্বিস প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আফ্রিডিটেসেরা ৭২ গণিত হাইলওয়দলের বাও মাষ্টারকে যে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহারা বলিতেছে, ৭ হাজার টাকা না দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের হাইকোর্ট এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন, ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৮৬ ধারানুসারী অপরাধী ব্যক্তির পক্ষ সমর্থনার্থ যদি কোন উকীল বারিষ্টার বা এর্টর্ণি উপস্থিত হন, তাহাকে ওকালত নামা দাখিল করিতে হইবে না।

আলাহাবাদে গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল কোম্পানির যে এক শাখা আফিস আছে, তাহার ম্যানেজার কোলিন্স সাহেব তহবিল তছরূপ করাতে গত মঙ্গলবার তত্রত্য হাইকোর্ট তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত আড়াই বৎসর কারাদণ্ড দিয়াছেন। কেবল বাঙ্গালি নয় বড় বড় ইংরাজদিগের মধ্যে ও এরূপ সাধু অনেক পাওয়া যায়।

সম্প্রতি টালার প্রধান জলের পাইপ ফাটিয়া যাওয়াতে কলিকাতার লোকদিগের দুই দিন বড় জলকষ্ট হয়।

বোম্বাই গেজেট কলিকাতা হইতে তারযোগে এই বিশেষ সংবাদ পাইয়াছেন, সিয়ার আলীর সহিত যাকুব খাঁর মিলনের যে বন্দোবস্ত হয়, যদিও গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু আমীর যাকুব খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্দী করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে তিনি কতদূর বাধ্য তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাকুব খাঁকে মুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। আমীর যদি ইহাতে অসম্মত হন, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে যে বৃত্তি দেন তাহা বন্ধ করা ভিন্ন আর কিছু করিবেন এমন বোধ হয় না। এখানকার প্রধান পুরুষদিগের মত এই, কাবুলের একজন রেসিডেণ্ট রাখা অনুচিত এবং সীমা অতিক্রম করিয়া সৈন্য লইয়া যাওয়াও কর্ত্তব্য নয়। এবিষয় এক্ষণে হোম গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে নীত হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন

বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজে একটী বিধবা বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ বাটীর দ্বার দেশে একজন ইউরোপীয় কনষ্টেবল কতকগুলি সিপাহী লইয়া শান্তি রক্ষা করে।

গত বুধবার কলিকাতা বেনিয়াটোলায় একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া বিষপান দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

মিয়াসের মকদ্দমা সম্বন্ধে আজিও অনেক ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকের রাগ পড়ে নাই। এটি যে অবিচার হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহারা প্রাণ পণে প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ কেহ অব ধি ওয়া লিখিয়াছেন ওডেসার অনেকগুলি সংবাদ পত্র মিয়াসের মকদ্দমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এত ত অসভ্য কিন্তু সেখানেও এরূপ অবিচার হওয়া সম্ভাবিত নয়। প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলে উঁহাদের এ সংস্কার জন্মিত না।

কলিকাতার সেণ্ট্রাল কমিটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, উঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থ আর টাকা দিবেন না, এবং এ জন্য এক্ষণে যদি কেহ চাঁদা দেন তাহাও গ্রহণ করিবেন না।

অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের দুটী বিবাহিতা স্ত্রী ৩৯ টী আয়া এবং ১০০ টী বেগম আছে। নবাবের ৩১ টী পুত্র ও ২৫ টী কন্যা। ইঁহাকে ছোট খাট একটী রাবণ বলিলেও বলা যায়।

বর্দ্ধমানের একখানি সংবাদপত্র বলেন, বর্দ্ধমানের রাজা হিন্দুস্থানী আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতেছেন, কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নয় পরিচ্ছদাদি বিষয়েও হিন্দুস্থানী সাজিতেছেন। হিন্দুস্থানীদিগের ন্যায় দাড়ি মুড়াইয়া [illegible] করিতেছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শতকরা টাকা—

৩। ১০২।৶—১০২॥০

৪। ১৮৭০ (১৮৬৫) ১০২॥০—১০৩

৪। ১৮৭১ (১৮৮৪) ১০৫—১০৫।০

৪। ১৮৭২ (১৮৭৯) ১০৩।০—১০৩॥০

৫। ১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯) ১০৯৶—১০৯।০

৫ ই পৌষ শনিবার।

কাঁচড়াপাড়া পত্রিকা ভান্ডাডার সিংহ বাবুদিগের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সম্মান চিহ্ন প্রদান করুন বলিয়া যে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিতেছি। সম্মান লাভ যোগ্য তাঁহাদিগের অনেক সৎকর্ম্ম ও সৎ ব্যয় আছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল ও তদধীনস্থ কর্ম্মচারিরা সেতারার রাণীর প্রতি বরাবর অন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের মহানুভব লাড নর্থব্রুক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথের পথিক না হইয়া রাণীর অর্দ্ধেক বৃত্তি বিধান করিয়াছেন। সমাজ দর্পণ এই প্রসঙ্গে যথার্থ কথাই কহিয়াছেন "এরূপ ভয়ঙ্কর স্রোতের ব্যাঘাত করিয়া অর্দ্ধবৃত্তি প্রদান করিতে পারা সহজ ব্যাপার নহে।"

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, বাবু ব্রজমোহন দত্ত বেদের উন্নতির নিমিত্ত দুটী ছাত্রবৃত্তি দেন। বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় একজন জমীদারের অত্যাচার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজার পিতৃস্থানীয়। তাঁহারা প্রজার প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার না করিয়া যে শত্রুবৎ ব্যবহার করেন, ইহার পর দুঃখের বিষয় আর নাই।

আমরা রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ পত্রে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, দুর্ভিক্ষ কমিশনর রবিন্সন সাহেব দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনীকে মহারাণী উপাধি এবং তাঁহার জামাতা বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহকে রায় বাহাদুর উপাধি দিবার অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। যোগ্যপাত্রে উৎসাহ দানের কথা শুনিলেই আনন্দ জন্মে।

মধ্যস্থ পত্রে "বঙ্গীয় কবি" এই প্রস্তাবটীতে লোকের রুচির পরিচয় পাইয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি ভারতখুড়া ভেড়ার শৃঙ্গে পড়িয়া বোধ হয় মারা গেলেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বিলাতগামী মহাত্মা মেঃ হ্যারিসন সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে মেদিনীপুরের বাত্যা ও বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। অন্যান্য সব ডিবিজনের ন্যায় কাঁথিতেও প্রায় দশ হাজার টাকা আসিয়াছে। কিন্তু বিতরণের বিলম্ব হওয়াতে দেশের যারপর নাই অনিষ্ট হইতেছে। লোকে অনাহারে ও হিমে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। আমাদের বাসগ্রাম ও তৎসংলগ্ন ২। ৩ খানি গ্রামের প্রায় চৌদ্দ আনা লোক মৃতকল্প হইয়াছে। অন্যান্য গ্রামের অবস্থাও প্রায় ঐরূপ।

আপনাকে দ্বিতীয় পত্র লিখিবার কয়েকদিন পরেই দুইটী মকদ্দমা উপলক্ষে কাঁথির সুযোগ্য ডেপুটী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট মেঃ বারবর সাহেব ও ইক্সার্ট্র সবডিবিজনের পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের গ্রামে পঁহুছেন এবং দেশের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কার্য্য সমাধান্তে ইহাঁরা স্বস্থানে গমন করেন। কয়েক দিন পরেই প্রভাত বাবু লোকের অবস্থা অনুসন্ধানার্থ নিয়োজিত হইয়া আইসেন। এই উপলক্ষে ডিষ্টিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং প্রতিনিধি কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেব বাহাদুরেরাও আমগাছিয়া ও গোপালপুরের বাঙ্গলাতে থাকিয়া স্বচক্ষে এদেশের দুর্গতি দেখিয়া গিয়াছেন। উপরিস্থ হাকিমদের আদেশানুসারে অন্ন সংস্থান ও গৃহহীন দুস্থ লোক দেখিয়া প্রাত্যহিক এক আনা হিসাবে আট দশ আনা করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে উহাদিগের যে কি পরিমাণ উপকার হইবে তাহা আপনি এবং আপনার সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

লোকের গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী ও আহারো

পযোগী অর্থদান না করিলে কখনই প্রকৃত উপকার হইবে না। বোধ হয়, মহাত্মা হ্যারিসন সাহেবের রিপোর্টের ও সেণ্ট্রেল রিলিফ কমিটীর কখনই এরূপ অভিপ্রায় নয়। লোকে যদি বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও পরিমিত আহার করিতে না পাইল তবে কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকে এবং কি প্রকারেই বা পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহক্ষম হইয়া উঠে এরূপ সাহায্যদানের কোন ফল নাই। অনেক লোকে আহারাভাবে এত ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়াছে যে গৃহোপকরণ বাঁশ খড়াদি এবং খাদ্য তণ্ডুলাদি দূর হইতে আনিয়া না দিলে উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ যত শীঘ্র পারেন মুক্তহস্তে পরিমিত দান করুন। যত দিন বিলম্ব হইতেছে ততই লোকের অবস্থা মন্দ হইয়া উঠিতেছে। এমন কি এ প্রদেশের অন্নহীন দুস্থ লোকদিগকে আগামী শস্য পর্যন্তও সাহায্য করিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে যদি এত অর্থ দিতে না চান তবে কিছুদিন পর্যন্ত সাহায্য করিয়া দুর্ব্বলদিগকে সবল করিয়া তুলুন এবং তৎপরেই ভাবী বন্যাজল নির্গমনের একটী প্রশস্ত খাল খনন ও [illegible] গ্রামের ভেড়ি ও বাঁধের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিউন। তাহা হইলেও লোকে অনায়াসে খাটিয়া খাইতে পারিবে। আমাদিগের কি দুর্ভাগ্যের বিষয় যাহার রিপোর্টে লক্ষ টাকা আসিয়াছে তিনি এ সময় এখানে নাই। তিনি থাকিলে বোধ হয় শীঘ্রই যথোচিত সাহায্যদানের সুব্যবস্থা করিতেন। কর্ত্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্যে কেন এত কুণ্ঠিত বলিতে পারি না। যদি এ টাকায় সংকুলান না হয় তবে সেণ্ট্রেল কমিটী ত আর এক লক্ষ টাকা পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন।

প্রভাত বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া অমরশীর অনেকগুলি গ্রাম তদারক ও লোকবিশেষে উল্লিখিত অর্থদান করিতেছেন। আমরা পুলিসের যত লোকের সহিত আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছি তন্মধ্যে ইহার ন্যায় সুদক্ষ শ্রমশীল দয়ালু ন্যায়বান লোক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। আমরা আশা করি ইনি কাথি সবডিবিজনে স্থিরতররূপে থাকিয়া শান্তি সংস্থাপন দ্বারা লোকের বিবিধ মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এইরূপ উপযুক্ত লোকের হস্তে সাহায্যদানের সমুদয় ভার অর্পণ করেন তবে তাঁহাদের অনর্থ অর্থ ব্যয়ের আর আশঙ্কা থাকিবে না।

বালাগোবিন্দপুর } একজন দর্শক
শ্রীই—

—•○•—

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন।

মহাশয়! ক্রমে ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য বৎসরে নিরূপিত সাহিত্য গ্রন্থ থাকিত এবৎসর হইতে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ইহা যে বালকদিগের হিতপ্রদ হইয়াছে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে অনেকেই আপন আপন স্মরণ শক্তির বলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে অথবা ইংরাজী সাহিত্যে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু এবার হইতে সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে আর স্মরণ শক্তির প্রভাব খাটিবে না।

ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন ও সংখ্যায় অনেক ছিল, এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা সহজ ব্যাপার নহে।

এ বৎসরে যে হতভাগ্যেরা সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গালা কোর্ষ অতি কঠিন, অনেক স্থলের ভাব এত জটিল যে তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং অনেক স্থলের অর্থ হওয়া দুষ্কঠিন। ইহা পাঠ করিয়া বালকেরা যে বিশেষ কোন উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। সিণ্ডিকেটের মেম্বরেরা কি নিমিত্ত এরূপ পুস্তক বালকদিগের পাঠোপযোগী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। একে ত বাঙ্গালা কোর্ষ কঠিন তাহাতে আবার পরীক্ষক মহাশয়েরা নিতান্ত নির্দ্দয়তাচরণ করিয়াছেন। প্রশ্নের ভাব দেখিয়া বোধ হয় তাঁহাদের একান্ত বাসনা ছিল পুস্তকের সকল অংশই প্রশ্নের আকারে পরিণত করিয়া বালকদিগকে দেন কিন্তু তাঁহাদের সে যত্ন ভুতলশায়ী হইয়াছে, কারণ একখণ্ড কাগজের চারি পৃষ্ঠা ভিন্ন আর অতিরিক্ত কাগজে প্রশ্ন দিবার উপায় নাই সুতরাং তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা একবারও ভাবেন নাই যে তিন ঘণ্টার মধ্যে এত অধিক প্রশ্নের উত্তর কি প্রকারে দিয়া উঠিবে। প্রশ্নগুলিও বিলক্ষণ কঠিন ছিল। তন্মধ্যে একটী প্রশ্নের অর্থ করিতে পারা যায় না। তাহা সাধারণের গোচরার্থ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) (বি) "অতএব হে পুত্র! স্ববুদ্ধির স্থূলত্ব দোষ পরিহারার্থে শাস্ত্ররূপী শাণে সতত অনুশীলনরূপ ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রদেশ স্পর্শন করতঃ অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থূলবুদ্ধি প্রস্তরপ্রায় বিষয়ের যাবৎ এক মহারাজাধিরাজ তদ্বৎ প্রকাশ পায় যেমন একাদশ আদিত্য মধ্যে দিনকৃৎ প্রকাশ পান এবং চিরস্থায়ী সেই রাজার নিমিত্তে অচিরস্থায়ী আর আর রাজা সকল প্রবর্ত্তমান হ'কেন।" ইহার শেষ কএক পঙক্তির কোন অর্থই হয় না। এটী পরীক্ষক মহাশয়দিগের উদ্ধৃত করিবার ভ্রম বাঙ্গালা কোর্ষের পঞ্চদশ পৃষ্ঠার প্রথম প্রকরণে (পারেগ্রাফে?) ইহা আছে এবং সেই পৃষ্ঠা "স্থূলবুদ্ধি প্রস্তরপ্রায় বিষয়ের যাবৎ" এই কয়েকটী কথায় শেষ হয়, পর পৃষ্ঠায় "প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরে থাকে", ইহা আছে এই রূপ লিখিলে অর্থ হইত কিন্তু ইহা পরিত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ পৃষ্ঠার প্রথম হইতে "এক মহারাজাধিরাজ তদ্বৎ প্রকাশ পায়, যেমন একাদশ আদিত্য মধ্যে দিনকৃৎ ইত্যাদি" তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করাতে নিতান্ত অসংলগ্ন ও অর্থশূন্য হইয়াছে। ইহা যে তাঁহাদের অসাবধানতার ফল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন দেখেন নাই এবং সিণ্ডিকেটের মেম্বরদিগেরও প্রশ্ন মনোনীত কালীন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরীক্ষক মহাশয়দের এরূপ সামান্য ভ্রমের নিমিত্ত বালকদিগকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে উদ্ধৃত প্রশ্নটী তাঁহারা পরিত্যাগ করেন।

বশম্বদ
শ্রীঃ—

—•◆•—

কুমরুলের দুরবস্থা।

কুমরুল গ্রামটী এমন কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে যে সন্ধ্যার পর আর এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী [illegible] নাই। সুদীর্ঘ বেত্রবন [illegible] গ্রামকে নষ্ট করিয়া [illegible] যাছে। এমন [illegible] গ্রামের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া "বারইয়ারি" ও নাটকের মত্ততায় উন্মত্ত হওয়াকে আপনি কি মনে করেন? বারইয়ারির চাঁদা না দিলেই চলিবে না, অভিনয়ের উন্নতি সাধনে যত্ন না করিলেই নয়, কিন্তু আর কদিন বাদে যে গ্রাম হইতে [illegible] বিত হইতে হইবে কে কতক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দেখেন? অর্থ যদি সৎকার্য্যেই ব্যয়িত না হইল তবে সে অর্থের সার্থকতা কি? তবে বারইয়ারি ও নাটকাভিনয় সৎকার্য্য কি না

সে বিষয়ের আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে উহা দ্বারা গ্রামের একতা (যে কারণেই হউক) নষ্ট হইয়া যায় ও দলাদলির সূত্রপাত হইতে থাকে। আমরা এবারও একবাক্যে বলি গ্রামের ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা অদূরদর্শী ও উষ্ণ মস্তিষ্কদিগের মত পরিত্যাগ করুন। এ প্রকার আচরণে তাঁহারা যে জনসমাজে নিন্দিত হইতেছেন তাহা কি তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না? গ্রামের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনে সকলেই বদ্ধপরিকর হউন, দশজনের বল এক পথে বলবতী হইলে কি না করিতে পারা যায়? "[illegible]" এমহাজন বাক্যটী সর্বদা যেন তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকে। তাঁহারা যদি একবার পূর্ণকাম হইতে পারেন, দেখিবেন ইহাতে কত সুখ। সে সুখ তাঁহারা বারইয়ারি ও অভিনয় হইতে কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না। এটী যেন তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিয়া রাখেন।

কুমকল
১৩ ই ডিসেম্বর
১৮৭৪
বশম্বদ
শ্রীকালীকমল সান্যাল।

সুখী কে?

১

ঐ যে সুনীল নভে নব শশধর
উজ্জ্বল কিরণরাশি, বরষিছে হাসি হাসি,
ভূধর সাগর, গিরি, নদনদী উপর।
ঐ শশধর
[illegible]
[illegible]
কে বলে [illegible]

২

ঐ যে [illegible]
মেঘের লুকায়ে [illegible] থেকে থেকে,
গদাই লস্কর চালে [illegible] যায় চলে।
ঐ জলদ
[illegible] কবি ঘোর গরজন,
[illegible] হইবে কাতর।
কে বলে তারে সুখী ঐ জলধরে?

৩

ঐ যে পবন, পেয়ে [illegible] সহবাস,
[illegible] শীতল অতি, মৃদুল মন্থর গতি,
কুসুম সুবাস মাখি [illegible]
ঐ সমী
মদিরাপায়ীর মুখে, [illegible]
(নরক সমান ঠাঁই। ঘৃণা নিকেতন।)
কেমনে বলুক তবে সুখী সমীরণ?

৪

ঐ যে মলিনভাতি তারকানিচয়,
হাসে না যে দিন শশী, নীলাকাশে গাঢ়মসী
ঢালা রয়, সেই দিন উজ্জ্বলতাময়।
কিন্তু কই আজ
হীরকান্ত কলেবর, মৃদুহাস রসময়?
ক্ষীণান্ত শশীর করে ছিড়িবে কি লাজ।
কে বলে সুখী রে তবে তারকাসমাজ?

৫

চক্রবাক চক্রবাকী দম্পতী দুজন,
ঐ যে দেখিছ চেয়ে, প্রণয়ের পরিচয়ে
দিবসে আছিল সুখী, নিশায় এখন,
সুদূরে থাকিয়ে।
বিরহ দহনে জ্বলে, নয়ন আসায় জলে
দিবসের সুখ এবে নিশায় স্বপন।
কে বলে ওদের তবে সুখে নিমগন?

৬

ঐ যে অমিয়মুখী জলকমলিনী,
এই যে খানিক আগে, অরুণেরে অনুরাগে
ভুলাবারে হয়েছিল হেন পাগলিনী।
আনন এখন,
ঘোমটায় আবরত, বিষাদে আকুলচিত,
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়ন।
কে বলে সুখী রে তবে নলিনী জীবন?

৭

ঐ যে [illegible] শশী [illegible] হাসে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তবে, বল, কুমুদীরে কে সুখিনী বলে?

৮

এই যে রজনী আজি কুমদিনী সম,
চাঁদের উজল করে উজলিয়ে শোভা করে
দশদিশি, স্মিতমুখী রূপমনোরম।
তিথি অমাবসী
এলে এই রজনীর নয়নে ঝরিবে নীর,
মসীময়ী চায় রবে না হেরিবে শশী।
কে বলিতে পারে তবে সুখী এই নিশি?

৯

চক্রবাক চক্রবাকী, তারকা, পবন,
সুধামুখী কমলিনী, সুহাসিনী কুমুদিনী,
জলদ রজনী আর, রজনী রঞ্জন
হায় রে সবাই
দুখী বই সুখী নয়। খুজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই।
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই।

অনুগত
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

উদ্ধৃত।

সূর্য্য শুক্রের সংক্রমণ।

(এডুকেশন গেজেট।)

গত বুধবার প্রাতে ৭ টার সময় এই সংক্রমণ হইয়াছিল। বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রহের সূর্য্য সংক্রমণ বিখ্যাতই আছে। বহু কবিরল সময়ে সময়ে ইহার সংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সংক্রমণ দর্শন কালে এইরূপ দেখায়, যেন একটী ক্ষুদ্র বিন্দু সূর্য্যের উপর দিয়া যাইতেছে। কিন্তু শুক্র গ্রহের সংক্রমণ এত বিলম্বে বিলম্বে হইয়া থাকে যে, সকলের পক্ষে তাহা দর্শন সম্ভবে না। শুক্রগ্রহমর্দ্দ এমন কি ২০০ শত কিম্বা ৩০০ শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীস্থ লোকের একবার দৃষ্টিগোচর হয়।

সূর্য্য গ্রহবিশেষ ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হইলে গ্রহমর্দ্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক্রগ্রহ বুধের অপেক্ষা সূর্য্যের দূরবর্ত্তী, এই জন্য সূর্য্য শুক্র ও পৃথিবীর সমসূত্রাবস্থান অতি বিলম্বে ঘটিয়া থাকে।

চুঁচুড়ার [illegible]

[illegible] শুক্র গ্রহের বহির্দ্দিকে সংস্পর্শ ৭ টা ৪৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। প্রথম অন্তরে সংস্পর্শ ৮ টা ১২ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড। শেষ অন্তরে সংস্পর্শ ১১ টা ৫৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। শেষ বহির্দ্দিকে সংস্পর্শ ১২ টা ২৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড।

যখন সংক্রমণ হয় তখন দেখিতে সুন্দর। সংক্রমণ সময়ে এইরূপ দেখা গিয়াছিল, যেন সূর্য্যের উপর দিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ লৌহপিণ্ড যাইতেছে। যাঁহারা এবার এই সংক্রমণ দর্শন করিলেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে এইরূপ সংক্রমণ দর্শন আর কখনই ঘটিয়া উঠিবে না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ বার্বার হাজরার একটী সাধারণ পুষ্করিণীর জন্য ভূমি-গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিহুতের বিশেষ কার্য্যভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর এ. ডবলিউ পাল সি, এস, জলপাইগুড়িতে রহিলেন।

সি. পি কুইন সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে উক্ত বিভাগে ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী কিছুদিনের জন্য মেহেরপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

এচ, এল অলিফাণ্ট কিছুদিনের জন্য ছোট নাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

কাপ্তেন এন লুইস কিছুদিনের জন্য লোহার ডগায় ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

লোহার ডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এন জে, এচ, গ্রে কিছুদিনের জন্য নিজকার্য্য ভিন্ন ছোট নাগপুর ষ্টেটের ম্যানেজরের কার্য্য করিবেন।

কাপ্তেন সি. এচ, গার্ব্বেট কিছুদিনের জন্য মানভূমের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর। বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

অনরেবল এচ, এল, ডাম্পিয়ার আপাততঃ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের সভ্য হওয়াতে এচ, জে, রেনওলডস গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সেক্রেটারি হইলেন।

জি টইন বি রেবেনিউবোর্ডের সেক্রেটারি হইলেন।

পটুয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় পিরোজপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

মাদারিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী তফজ্জল আলী পটুয়াখলি বিভাগের ভার পাইলেন।

জে পকোড ফরিদপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং মাদারিপুর বিভাগের ভার পাইলেন। ইনি ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

জে বি. ওয়াগাস কিছুদিনের জন্য রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন। কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এচ, এটকিন্সন কেন্দ্রারাপাড়া বিভাগের ভার পাইলেন।

টি. টি, এলেন ভাগলপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বনগার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু সূর্য্যকুমার সেন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

আলীপুরে ডিসেম্বরের যে সেসিয়ন হইবে তাহাতে বিচার করিবার জন্য জে, ওকিনিলী ২৪ পরগণার অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

১৮৭৫ অব্দের জানুয়ারি মাসে সিবিল কর্ম্মচারিদিগের যে পরীক্ষা হইবে, ডবলিউ এচ, গ্রিমলি নিজ কার্য্য ভিন্ন তাহার তত্ত্বাবধানাদি করিবেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮ ই ডিসেম্বর। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, জে, আর ওয়াকর দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই ডিসেম্বর। আর এম টাউয়াস সি, এস মুঙ্গের এবং ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন। টাউয়াস ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ৩০ ধারা এবং ১৮৬৫ অব্দের ২১ আইনের ৫১ ধারানুসারে ভাগলপুরের সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এচ. বাইলাও আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে শিয়ালদহ ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

১২ ই ডিসেম্বর। সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর জে বাওলাও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই ডিসেম্বর। বাবু গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য খুলনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর। পাটনার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য তৃতীয় শ্রেণীতে মজঃফরপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু সুধাংশু ভূষণ রায় বি, এল, পাটনায় অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম. এ. বি, এল, বড় বাড়ীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত সাসিরাম বিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এফ, হারিসন প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

মাড্রিড ১২ ই ডিসেম্বর। সেনাপতি লোমা ৮০০০ সৈন্য লইয়া সোলোরসায় কার্লিষ্টদিগকে আক্রমণ করেন। দুই দিবস ব্যাপক সংগ্রামের পর তিনি পরাভূত হইয়া সিবাষ্টিয়পোর্লে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

বার্লিন ১২ ই ডিসেম্বর। কাউণ্ট আর্নিমের বিচার হইতেছে। তিনি সমাচার পত্রে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর। ডণ্ডিতে যে ধর্ম্মঘট হয়, তাহার শেষ হইয়াছে। কারখানার অধিপতিরা স্বীকার করিয়াছেন মজুরী কমাইবেন না।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর। টাইমসে এই টেলিগ্রাম প্রকাশ হইয়াছে রুশিয়েরা তুরস্কদিগের

সহিত যু [illegible] উদ্যোগ করিতেছে চিবিশলু সেনা দল আট্রিক উপত্যকার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। [illegible] সৈন্যগণ আমুর্ভেবিধা প [illegible] হইয়া [illegible] যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

৫ ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার পুনর্বিবেশন হইবে।

ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তা ডাবফর রাজ্য ইজিপ্টের সহিত সংযোজিত করিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বার্লিন ১৪ ই ডিসেম্বর। কাউণ্ট আর্নিম যে সমস্ত [illegible] পত্র অপহরণ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে প্রিন্স বিসমার্কের লিখিত এক খানি চিঠি আছে। ঐ চিঠি ১৮৭২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লিখিত হয়। উহাতে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে একনায়ক তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সাধারণতন্ত্র হইলেই ভাল হয়। একনায়ক তন্ত্র হইলে অন্য অন্য রাজ্যের সহিত পুনর্বার মৈত্রী হইবে। তাহাতে জর্ম্মানির বিপদের আশঙ্কা আছে।

জবসেনিয়া পত্রের সম্পাদক মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত [illegible] উল্লঙ্ঘন করাতে এক বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর। ইণ্ডিয়া আফিসের অণ্ডর [illegible] মাগদালার লার্ড নেপিয়র আর এক বৎসর সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

[illegible] নামক ষ্টিমার সাউথামটন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। সমুদ্র উপকূলে বারম্বার ঝড় হওয়াতে অনেক জাহাজ মারা গিয়াছে।

নিউইয়র্ক ১৫ ই ডিসেম্বর। আমেরিকার কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ হইয়াছে, এবার [illegible] যেরূপ তুলা জন্মিবে অনুমান করা হয়েছিল তদপেক্ষা প্রায় ১৫ লক্ষ গাইট তুলা [illegible] হইবে।

প্যারিস ১৬ ই ডিসেম্বর। ডক ডিকাজিস এক পত্রের প্রত্যুত্তরে স্পেনের সার্বভৌম অভিযোগের খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন, স্পেনের রেপবলিক [illegible] ফরাসি গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ বন্ধুভাব আছে।

বার্লিন ১৬ ই ডিসেম্বর। কাউণ্ট আর্নিমের বিচার হইতে জানা যাইতেছে এই স্থির হইয়াছে, তাঁহার নিকট যে সকল কাগজ পত্র [illegible] রাখিবার অধিকার [illegible] তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার অভ্যাই বৎসর কারা দণ্ড হয়। শনিবার ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে।

—০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১১ ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	২	
নুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	২
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১	৯
তাঁতিরপাড়া	১	৩
তথা হইতে কাটবোলিয়া	২	
তথা হইতে কট ১ নং	১০	৬
তথা হইতে বোলমারি	৩	৪
তথা হইতে আলিকদহ	৩	৪
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৩	৪

সন ১৮৭৪ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৪	১৩

বহরমপুর ১৪ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } টি, এইচ উইল্ক সি. ই. এক্জিকিউটিব্ ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু—রঙ্গপুর	১০
" " চন্দনভূগা দ্বারকানাথচন্দ্র রায় সাতবন্দর গড়বাটী	১০
" " চন্দ্রকালি মুন্সী—পাটগ্রাম	৫ (১)
" " মথুরানাল রায়—রঙ্গপুর	১০

(১) অম ক্রমে ইনি আর ॥০ আনা পাঠান নাই।

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহা অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সে উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আন মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছা হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

“প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১৪ ই পৌষ। ইং ১৮৭৪। ২৮ এ ডিসেম্বর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। নিবেদনমিতি।

১২৮১
২ রা অগ্রহায়ণ

শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর।

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

প্রায় ৯ বৎসর হইল, এই উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ছাত্রগণ প্রতি বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আনুকূল্য ৮০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়টীর নিজস্ব একটী গৃহ না থাকাতে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই অভাব মোচনার্থ উদ্যোগ করা গিয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটী সম্পন্ন হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য, এই নিমিত্ত দেশ হিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই শুভ কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

হরিনাভি ইং
সং বিদ্যালয়
২৪ এ ডিসেম্বর
১৮৭৪

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীমীর মোশারফ হোসেন নামক একজন মুসলমান গতসনের ১০ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে এই ভাবে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে, বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না ইত্যাদি। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁহার নিকট বসন্তকুমারী নাটক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি বাবত ৮৪।৵১০ বাকী ছিল, তাহা না পাওয়াতে যন্ত্রালয়ের রীত্যনুসারে সমস্ত পুস্তক ওয়াপোস দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞাপন প্রকাশকের প্রার্থনামত সময়ে সময়ে প্রায় এক শত পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল। মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত দেখিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পাওনা টাকার দাবীতে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১১ ই আগষ্ট সোমবার উক্ত আদা-

সতের দেশীয় জজ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল বন্দোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের এজলাসে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মোক্তারেলাম আসল ১৪৸১০ ও খরচার ডিক্রী হইয়াছে। সোমপ্রকাশের উক্ত বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কিছুই পাওয়ানা নাই, কিন্তু বিচারপতির সম্মুখে প্রতিবাদী হলফ করিয়া স্বয়ং স্বীকার করেন যে, ১০ ২৫ টাকা পাওনা হইবে। কিন্তু আদালতের সূক্ষ্মবিচারের উচিত মত উপযুক্ত ন্যায্য ডিক্রী হইয়াছে। তথাপি তিনি অদ্যাবধি ডিক্রীর টাকা ও মকদ্দমার খরচা জমা দেন নাই। আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা প্রদান না করিলে তাঁহার নামে "ওয়ারেন্ট" বাহির হইবে। আর সংবাদপত্রে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া টাকা পাইয়াও পুস্তক ছাড়িয়া না দিবার যে অপবাদ দিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে উক্ত সম্পাদক মহাশয় শীঘ্রই সমুচের ক্ষতি পূরণ স্বতন্ত্র অভিযোগ উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইবেন।

১০ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রোপ্রাইটর নূতন বাঙ্গলাযন্ত্র।

—•—

আগামী ১২ ই ও ১৩ ই জানুয়ারী মঙ্গল ও বুধবার কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিগণের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা হইবে। ৮। ১০ টা ও টাকার বৃত্তিধারি হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিষয়।

সাহিত্য	
ব্যাকরণ	
ইতিহাস	বাঙ্গালার ইতিহাস।
ভূগোল	চারিখণ্ডের স্থূল বিবরণ।
গণিত	দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

১২ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

—

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ১০ বাডুন ষ্ট্রিট স্কুলবুক প্রেসে প্রস্তুত হইয়াছে।

চাইলডস ফাষ্ট গ্রামার-একস, লেথাম এডামস্ এবং বেনের মতানুসারে লিখিত, পি, সি, সরকার প্রণীত মূল্য।০ আনা।

নেটিব চাইলডস এরিথমেটিকাল টেবলস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /০ আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵ আনা।

ট্রি অব ইনটেম্পারেন্স প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য।০ আনা।

—

এলিমেন্টারি হিষ্টরি অব ইংলণ্ড। অনেক গুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব মূল্য ১৵ আনা হইতে কমাইয়া ৸০ আনা স্থির করা হইয়াছে।

অধিকসংখ্য পুস্তক একত্র লইলে অধিক করিয়া কমিসন দেওয়া যাইবে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং সিয়ালদহ ষ্টেষণের দক্ষিণ বৈঠকখানা সার্পেন্টাইন লেন ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য মূল্য নগদ।

—

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ; নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিবশতঃ গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, সুবন্দোবস্ত চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে অপ্রকৃত গর্ভ নষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার ধারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল ব্যতীত, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ।০, অন্যের প্রতি ।৵, পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী জেলা মুরসিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যো এসিষ্টান্ট সার্জ্জন।

—•—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—•—

গর্ভিণী বান্ধব।

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রহ।

এই ঔষধ সুষেন সংহিতায় উক্ত এবং অস্মৎ পূর্ব্ব আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কট ঘটিলেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাব দি শান্ত করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারক দ্বিতীয়টী জ্বর কাশ গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাসুল ৩।০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩।০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সকুন্তউষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

—

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

অনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বচিরানুভূত বরদ মহৌষধ। ঋতু স্নান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাসুল একণে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে

তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোঁসাই
কাশী ভৈরবনাথ।

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাক মাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই পৌষ সোমবার।

অহিফেন ও অন্য অন্য মাদক সেবন প্রভাবে আমাদিগের ধনিগৃহগুলি ধন ও জন শূন্য হইয়া উঠিল, দেশ মধ্যে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হইল, লোকে সারহীন হইয়া হেয় ও অপদার্থ হইয়া পড়িল। আমরা অহোরাত্র এই অনিষ্ট দর্শন করিতেছি, অতএব আমরা যে উহার প্রতিবাদ করিব, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দয়াবান লোক হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই উহার প্রতিবাদী। সম্প্রতি লণ্ডন টাবরণে এক সভা হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে যে অহিফেনের উৎপাদন ও ব্যবসায় করিতেছেন, সভ্যগণ একমতাবলম্বী হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মাদক সেবন নিবন্ধন প্রভাব অনিষ্ট দর্শন করিতেছেন, ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ আচরণ করাতে যে মহাপাপ জন্মিতেছে, তাহাও বুঝিতেছেন, কিন্তু স্বার্থে অনুরোধে উহাতে প্রশ্রয় দান ও উহার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়।

—০০০—

জমিদারদিগের কষ্ট।

সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক জমীদারদিগের কষ্টের বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি এই স্থানেই প্রকাশিত হইল।

মহাশয়! আপনি জমিদারদিগের সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন। সেই সাহসে নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটী আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। ভরসা করি সংশোধনানন্তর পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

কি দেশীয় কি বিদেশীয় সংবাদ পত্র মাত্রেই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সকলেই দয়ার্দ্র চিত্ততা প্রকাশ করিতে গিয়া একরূপ পক্ষপাতিতা প্রকাশ করেন যে তাঁহাদিগের প্রস্তাব একরূপ অপাঠ্য হইয়া পড়ে। তাঁহারা সেকেলে জমিদারদিগের অত্যাচারের যে সকল গল্প শুনিয়া রাখিয়াছেন তাহাই তাঁহারদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয় একরূপ শুনেন নাই যে পূর্ব্বে জমিদারেরা যাহাদিগকে পীড়ন করিতেন তাহারা প্রায়ই চোর ডাকাইত জুয়াচোর বদমাইস লোক। সে যাহা হউক, পিনালকোড প্রচলিত হওয়াতে অনেকেরই "হাত পা পেটের ভিতর" গিয়াছে তবে দুই একটী থাকিলেও থাকিতে পারেন। তাঁহারা প্রাচীন সম্প্রদায়। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একরূপ লোক অতি বিরল। ফল এবিষয় লইয়া আমি বিতণ্ডা করিতে চাহি না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, জমিদারদিগের অবস্থা কি? এক্ষণে অনেকেই বলিবেন মন্দ কি? খাজানা আদায় বল, কর বৃদ্ধি বল, আইনরূপ ইন্দ্রের উদ্যানে দশ আইন রূপ কল্পতরু রহিয়াছে। তবে খাজনার নিমিত্ত ধরিয়া লইয়া যাওয়া বন্ধ হইয়া রাখা অথবা মারপিট করার পক্ষে পিনালকোড রূপ বিষবৃক্ষ আছে। যদি কেহ গমস্তারূপ শয়তানের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ কার্য্য করেন, তাহা হইলে বিষপান জনিত যে ফল তাহা তাঁহাদিগেরই ভোগ করিতে হয়। তাহাতে উভয় দিক বজায় আছে মন্দ কি? আমরা ভাল কি মন্দ কিছুই বলি না। আমরা প্রমাণ মুখাপেক্ষী এবিষয়ে ২৪ পরগণার ও নদীয়ার দুইজন উপযুক্ত কালেক্টরকে সাক্ষী মানা যাইতেছে। তাঁহারা সাধারণ সমীপে বলুন দেখি যে মৃত প্রাণনাথও সারদাপ্রসন্ন বাবুর ইষ্টেটে কতগুলি বকেয়ার ফর্দ্দ পাইয়াছেন ও তাহার কি পরিমাণে তামাদ দোষ ঘটিয়াছে। ঐ সকল খাজানা নালিশ করিয়া যদি আদায় করিতে হয় তাহা হইলে কি পরিমাণে বাদ যায় কি পরিমাণে ব্যয় আবশ্যক কত সময় আবশ্যক, আর যখন একরূপ সম্পন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর জমিদারদিগের একরূপ অবস্থা হইয়াছে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝা যাইতেছে। আমরা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন এ বিষয়টা গবর্ণমেণ্টকে জানান। জমিদারদিগের অবস্থা "সঙ্গেমিরা" হইয়াছে। অথচ ও দিকে সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় না করিলে তাঁহারা অমনি অপদার্থ হইয়া পড়েন। আয় না থাকিলে তাঁহারা কি সে ব্যয় করিবেন সে পক্ষে কাহারও দৃষ্টি নাই।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে জমিদারেরা লাটের টাকা দেন কেন ? প্রজারা টাক্স দেয় কেন ? উত্তর তালুক ও ঘর দুয়ার বিক্রয় হইবার ভয়ে ও ঐ বিক্রীত বস্তুর উদ্ধার করিবার ক্ষমতা না থাকাতে। যদি জমিদার ও প্রজাদিগের কোন রূপ উপায় থাকিত তাহা হইলে কখনই সহজে দিতেন না। পূর্ব্বে যাঁহারা নির্ব্বোধ ছিলেন, তাঁহারা খাজনা আদায়ের নিমিত্ত প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন। যাঁহারা সুবোধ, তাঁহারা জমি ছাড়াইয়া লইয়া সাইখোড় লোককে বিলি করিতেন পূর্ব্বে কিছু পীড়নেও প্রয়োজন হইত না [illegible] টাকা দিবে সে এক টাকা দিয়া এক টাকা বাছার খুঁটে গুঁজিয়া রাখিত, মার না খাইলে তাহা বাহির করিত না। সুতরাং জমি ছাড়াইয়া লওয়ার ভয়েই হউক, আর পীড়নের ভয়েই হউক, খাজনা আদায়ের পথে কোন বিঘ্ন ছিল না। পূর্ব্বে এরূপ ছিল পূর্ব্বে জমিদারেরা ফসল ক্রোক করাইতে পারিতেন এখন তাহার কিছুই নাই আমরা পীড়ন নাই বলিয়া দুঃখিত নহি। জমির সম্বন্ধে জমিদারদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই তাহাই আমাদিগের দুঃখের কারণ। [illegible] পর তালুক লাটবন্দী হয়। জমিদারের স্বত্বলোপ হয়। যে কেহ হয় ডাকিয়া লয়। অথচ জমিদারদিগকে পূর্ব্বের মত [illegible] ক্ষমতা দিতেছেন না। এক্ষণে জমিদারেরা যে [illegible] ভোগ করিতে অক্ষম, প্রজারা তাহা ভোগ করিতেছে।

আপনার পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমাদিগের দেশে যেরূপ ৭১ সালে [illegible] সেইরূপ আইন সম্বন্ধে ৫৯ সালের ১০ আইন রূপ প্রবল বায়ু বহিতেছিল পরে [illegible] বায়ুর বেগে স্ফীত [illegible] সমভূমি করিয়াছে। বড় বৃক্ষ [illegible] নাই। ছোটগুলির ত কথাই নাই [illegible] বৃক্ষ মৃত্তিকাশায়ী হইয়া আছে বটে [illegible] ছোট বালকরূপ প্রজাগণ ডাল [illegible] খেলিতেছে"। পাতা [illegible] ফল [illegible] ফল পাড়িতেছে, [illegible] তুলিয়াছে। আমরা রূপক পরিত্যাগ করি। প্রকৃত অবস্থার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে করুন একটী বাকি খাজনার নালিশ হইল মুনসেফই হউন, আর যিনিই হউন, সকলেই প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষী। যদি জমিদারকে ডিক্রী দেন, তাহা হইলে ঐ পক্ষ বলিয়া গোল হইলে মুনসেফের কর্ম্ম থাকা ভার হয়। তিনি কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করেন। হয় জমাওয়াশিল বাকির না হয় কড়চা হিসাব, কোন একটী কাগজে একটী ভুল পাইলেই হয়। যদি তাহাতেও কৃতকার্য্য না হন সাক্ষীর ভাব ভঙ্গীর প্রতি দোষারোপ করেন। একরারী মকদ্দমা প্রায়ই জমিদারদিগকে পাইতে হয় না। তাঁহারা যে দুই একটী মকদ্দমা পান সে কবুল জবাবী একরারী মকদ্দমা। এক শতের মধ্যে পাঁচটী ডিক্রী পাইলে যথেষ্ট। আবার সে ডিক্রী প্রায় দিল্লীর লাড্ডু বৎ হয়। একে ত মকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্বে চতুর উকীলগুলিকে বশ্য করিতে হয়। আমলারাও ভাল না করিতে পারেন মন্দ করিতে পারেন, সে ভয়েও তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে হয়। মকদ্দমা রুজু হইলে নিষ্পত্তি করিতে ২৪ পরগণা ছাড়া এক বৎসর লাগে। আবার দুই এক জন চিররুগ্ন মুনসেফ আছেন। তাঁহারা খাদ্যপ্রিয়। ডাক মাত্রে হাজির না হইলেই খারিজ হইল। এই সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়। তাহার পর ডিক্রী হইল। এদিকে প্রজা ফসল বিক্রয় করিয়া অপর স্থানে রাখিল। জমিদার যদি তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রিজারি করিবার সুযোগ না পাইলেন তবে সেখানি তামাদি হইল। ডিক্রি জারি হইলে প্রজারা পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পায়। ফসল প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে তাহা স্থানান্তরিত করে। যদি ডিক্রীদারের নিসানদিহি মতে কিছু ক্রোক করে অমনি ফৌজদারিতে পুটতরাজের দরখাস্ত হয়। ফৌজদারি হাকিমেরা জমিদারেরা অত্যাচারী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। জমিদারদিগের উপর কড়া হুকুম জারি করেন। জমিদারেরা ডিক্রী ফেরত দিতে পথ পান না।

এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আবার মহকুমার যে সকল উকীল মহাত্মা আছেন তাঁহারদিগের গুণের কসুর নাই। মকদ্দমা তাঁহাদিগের জীবন, উপাস্য দেবতা। যাঁহারা জমিদারদিগের ঘরের খবর জানেন তাঁহাদিগের ত "অনুকূলগলহস্ত" হয়, এদিক না হয় ওদিক। জমিদারেরা মকদ্দমা না করিলে প্রজাকে নাচাইয়া দেন। জমিদারেরা বাকি খাজনার নালিশ করিবেন কি তাহার পূর্ব্বে দাখিলা পাওয়ার নালিশ রুজু হয়। জমিদারেরা মধ্যবিত্ত লোকের অর্থাৎ যাহারা কৃষক নহে, তাহাদিগের হস্ত হইতে জমি ছাড়াইয়া লইবার পূর্ব্বে ঐ সকল জমির মৌরাশি মকররি দলিল হাসিল হয়। এই রূপ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে হবহাউস সাহেব নূতন আপিলের আইন প্রচলিত করিয়া একটী মহৎ উপকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকেই সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে, প্রজারা যাহার ভয়ে জমিদারদিগকে সহজে খাজনা দেয় তাহার একটা উপায় করিয়া দিউন।

সুবর্ণপুর
৮ ই পৌষ।

পত্রপ্রেরক বলেন, ভূমি সম্বন্ধে জমীদারের যে কিছু স্বাধীনতা ও প্রজার উপরে যে কিছু প্রভুত্ব ছিল পিনাল কোড ও দশ আইন হওয়াতে সে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রজারা সহজে টাকা দেয় না। দশ আইন করিয়া টাকা আদায় করিতে অনেক সময় যায় ও বিস্তর ব্যয় হয়। বিচারপতিদিগের সাধারণো সংস্কার এই, জমীদারেরা অত্যাচারী। এই হেতু তাঁহারা মকদ্দমা কালে প্রায়ই প্রজার প্রতিপক্ষপাতী হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে জমীদারের খাজনা আদায় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আয় নাই ব্যয় বিলক্ষণ আছে। পত্র প্রেরক এইরূপে জমীদারের কষ্টের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নয়। ওদিকে যাঁহারা প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার বর্ণন করেন, তাঁহাদিগের বাক্যেও অমূলক করিয়া উপেক্ষা করা যায় না। জমীদার দলে এরূপ অনেক সাধু সদাশয়

লোক আছেন, তাঁহারা প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু এরূপও অনেক মহাপ্রভু আছেন, তাঁহারা সুযোগ পাইলে প্রজার প্রতি অত্যাচারে বিমুখ হন না। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় দলেই এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যখন উভয় পক্ষেই এইরূপ দুঃখের আবেদন, তখন সহজে এই অনুমান হয়, জমীদারী প্রণালীর মূলগত এমন একটী দোষ আছে যে তাহার প্রভাবে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিতেছে। সে দোষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অসম্পূর্ণতা। লাড কর্ণওয়ালিস নিজের ঔদার্য্য গুণ প্রভাবে জমীদারদিগকে রাগদ্বেষাদি দোষের অতীত ভাবিয়া উল্লিখিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ দোষ ঘটিয়াছে। তিনি যদি একবার বিবেচনা করিতেন, মানুষ স্বার্থ লোভে অন্ধ হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তৎকালে ধর্ম্ম বুদ্ধি তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তির নিরোধে সমর্থ হয় না। তাহা হইলে তিনি ঐ বন্দোবস্ত মধ্যে প্রজার প্রতি জমীদারের ও জমীদারের প্রতি প্রজার অত্যাচার করিবার পথ রুদ্ধ করিবার একটী উপায় করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। আমরা বার বার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার কহিতেছি, জমীদারকে মধ্য স্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একণে সেই উপায়। ঐ উপায় হইলে জমীদারেরা অধিক লইবার আশায় প্রজা পীড়ন করিতে পারিবেন না, প্রজারাও ভূমি হস্তপরিভ্রষ্ট হইবা যাইবে এই ভয়ে খ[illegible] দিতে বিলম্ব করিবে না। অত্যাচারের অবসান হইলে কি গবর্ণমেণ্ট কি জমীদার কি প্রজা সকলের পক্ষেই মঙ্গল। পিনাল কোড বল, দশ আইন বল, আর জমীদারের প্রতি বিচারপতিদিগের বিপরীত সংস্কার বল, অত্যাচার সমুদায়ের মূল।

এদেশীয় ধনি গৃহে ইউরোপীয় কর্ম্মচারি নিয়োগের প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের অধিকার হইবার পূর্ব্বে বরাবর হিন্দুজাতি রাজত্ব করিয়াছেন। দশরথ রামচন্দ্র নন্দ চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় রাজা হইয়া গিয়াছেন। তখন এদেশের লোকে ইংরাজ জাতির নামও কর্ণে শুনেন নাই। ইংরাজেরা তখন বন্য পুলিন্দ জাতির ন্যায় নিতান্ত অসভ্যাবস্থাসম্পন্ন ছিলেন। এদেশের লোকেই ঐ সকল রাজার মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন এবং বিষয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। বশিষ্ঠ বামদেব রাক্ষস চাণক্য প্রভৃতি মন্ত্রিগণের গুণানুবাদ আজিও ঘণ্টার অনুরণনের ন্যায় আমাদিগের শ্রবণ বিবরের তৃপ্তিসাধন করিতেছে যে দেশের লোকে যে কাজ বরাবর করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের লোকে কি এখন আর সে কাজ করিতে পারেন না? বিধাতা কি এদেশের প্রতি এমনি বাম হইয়াছেন, যে এদেশে আর তেমন বুদ্ধিমান লোক জন্ম পরিগ্রহ করেন না? আজিও এদেশের অনেক ধনিগৃহে এ দেশীয় অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সুন্দর রূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পুং ধনী ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারির নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের [illegible] সপ্রমাণ করিবার ইচ্ছা নাই। যে তিনটী স্ত্রীলোক বঙ্গদেশের ভূষণস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারি [illegible] দৃষ্টান্ত স্থলে প্রদর্শিত হইতেছেন। ঐ তিনটী স্ত্রী যে এত যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অমাত্যগণের গুণই তাহার প্রধান কারণ।

রাণী শরৎসুন্দরী ও শ্যামমোহিনীর প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ নাই। আমরা বিশেষরূপে তাঁহাদিগের গুণ বর্ণনে সমর্থ নহি। রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সহিত আমাদিগের আলাপ আছে। আমরা ইহার গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব আমরা আজি ইহাঁকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। ইনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত নহেন, সংস্কৃতেও পণ্ডিত নন, কিন্তু কি ইংরাজী ও কি সংস্কৃত উভয়েতে এমন বিষয় অল্প আছে যাহা ইনি সুন্দররূপে বুঝিতে ও যাহাতে সুন্দররূপে তর্ক বিতর্ক করিতে না পারেন। ইহাঁর তর্ক শক্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কণ্ব মুনি কহিয়াছিলেন "নহি কশ্চিদবিষয়োধীমতাং" কোন বিষয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই যথার্থ বাক্যটী ইহাঁর বিষয়ে বিলক্ষণ সুসংলগ্ন হইয়াছে। ইহাঁর বুদ্ধি চতুরস্রগামিনী, সকল বিষয়েই সমান রূপে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাঁর কার্য্য দক্ষতার পরিসীমা নাই। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত কার্য্য প্রণালী অনেকের কার্য্য শিক্ষার আদর্শ স্থল হইয়া আছে। আমরা ইহাঁর কার্য্য প্রণালী দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। কোন অংশে কোন প্রকার গোলযোগ নাই, সমুদায় পরিষ্কার। জমীদারদিগের অনেকের গদাইলস্করী চাল দেখিতে পাওয়া যায়। যে কার্য্য এক দণ্ডে সম্পন্ন হয়, অনেকে তাহাতে একমাস বসেন, কিন্তু ইহাঁর যেটী কর্ত্তব্য [illegible] তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন না [illegible], দ্বিক্ষণ বিলম্ব সয় না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সর্ব্বতোমুখ দান বৃত্তান্ত [illegible] এই বিশাল দান [illegible] মানুষ গুণে তাঁহার আয়বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাঁরই ব্যবস্থাগুণে মহারাণীর দানের এত অধিক গৌরব হইয়াছে। দান প্রার্থ-

দিগকে দীন বচনে কাতর ভাবে দাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অধিকক্ষণ কষ্ট পাইতে হয় না। অনেক স্থলে মন্ত্রী আর্থির আকার ইঙ্গিত দ্বারা হৃদয়গতভাব বুঝিয়া তাহার প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই দান করিয়া তাহার হৃদয় পরিতোষ অধিকতর বর্দ্ধিত করেন। সর্ব্বকার্য্যেই মন্ত্রির নিঃস্বার্থভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এটী পরম দুর্লভ গুণ। এই গুণটী মহোদয় রায়বাহাদুরের সমুদায় গুণকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অধিক কি, ইনি যদি সিন্ধিয়া ও হোলকর প্রভৃতি কোন স্বাধীন রাজার মন্ত্রী হইতেন, সর মাধব রাও ও দিনকররাও প্রভৃতির ন্যায় ইহাঁরও যশ ভারতবর্ষব্যাপী হইত সন্দেহ নাই। যে দেশে এ প্রকার লোক দুর্লভ নয়, সেখানে রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হইলে যে কোনরূপে হউক ইউরোপীয় প্রতিপালন কি উহার প্রয়োজন? দরভাঙ্গা ও পাইকপাড়া প্রভৃতি সম্পত্তির অধ্যক্ষতা পদে ইউরোপীয়কে নিয়োজিত দেখিয়াই আজি এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া হইয়াছে। ইউরোপীয় কর্ম্মচারী হইতে কাজ মন্দ হয়, আমরা একথা বলি না। এদেশীয় হইতেও যখন সেইরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে ইউরোপীয় নিয়োগের প্রয়োজন কি? এই আমাদিগের আপত্তি।

—:o:—

বাঙ্গলা ভাষার কয়েকটী পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

তিনি দেখিলেন, সে দেখিল, সম্মান ও উপেক্ষা ভেদে এরূপ ক্রিয়াভেদ বাঙ্গালা ভাষার এক প্রধান বিড়ম্বনা। [illegible] লিখিবার সময় সময়ে সময়ে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। ধন, বিদ্যা বুদ্ধি [illegible] প্রভৃতি সম্মানের কারণ। যাহার ধন আছে, সে যদি দুরাত্মা হয়, তাহাকেও সম্মান করিতে হইবে। দুরাত্মা রাজা নরেন্দ্র ভূপ প্রজার উপরে এইরূপ অত্যাচার করিলেন। এপ্রকার লিখন পরিপাটীর তুল্য ভাষার বিড়ম্বনা আর কি আছে? যে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ নাই। তাহাতে পুরুষ বচন ও কাল ভেদেই ক্রিয়া ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষার এরূপ ভেদ হইবার এই কারণ অনুমান হয়, সংস্কৃত যে আর্য্যদিগের চলিত ভাষা ছিল, তাঁহাদিগের সাহস পৌরুষ বীরত্বাদি পুরুষোচিত নানা গুণ ছিল এবং তাঁহারা স্বাধীনতা রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত ছিলেন। দীন বচনে তাঁহাদিগের অন্যের উপাসনা ও অনুবৃত্তি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের ভাষাও বীরপুরুষোচিত ছিল। এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় সম্মান ও উপেক্ষা ভেদে ক্রিয়া ভেদ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

সেই সকল আর্য্য পুরুষের সন্তানেরা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া অতি কাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন। পদে পদে তাঁহাদিগের দীন বচনে অন্যের অনুবৃত্তি করিবার প্রয়োজন হইতেছে, ভাষাটীও তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাব এই, বাঙ্গালা ভাষায় উল্লিখিত প্রকার ক্রিয়া ভেদ ব্যবস্থা রহিত করিয়া একবিধ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের অনুসরণ সকলের কর্ত্তব্য। আপাততঃ কিছু শ্রুতিকটু হইবে বটে; কিন্তু ক্রমে অভ্যাস বশতঃ মিষ্ট হইয়া আসিবে। আমাদিগের যে সকল সন্তানগণ মাতৃক্রোড়ে আছে, তাহাদিগের কর্ণে কঠোর বোধ হইবে না। পদ্যে ও গানে প্রায় একবিধ ক্রিয়া ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। "জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে" "কার বামা সমরে বিরাজে" "রাণী ক্রোধে ধায় রড়ে" ইত্যাদি অনেক উদাহরণ আছে। গদ্যেও ঐরূপ লিখন রীতির অনুসরণ বিধেয়।

—:o:—

মুরসিদাবাদের নবাব ও তাঁহার অপব্যয়।

নবাব পেন্সন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় ইংলণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি এক্ষণে বার্ষিক ১৬০০০০০ টাকা পাইতেছেন, তাহাতেও তাঁহার কুলাইতেছে না। তাঁহার যে প্রকার অপব্যয়, বার্ষিক ষোল কোটি দিলেও তাঁহার কুলাইবে এরূপ বোধ হয় না। কোন্ বিষয়ে কি ব্যয় হয়? সে ব্যয় সঙ্গত কি না? যে যে বিষয়ে যে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কতক রহিত করা যায় কি না? অথবা তাহার সংক্ষেপ হইতে পারে কি না? এ সকল বিষয়ে নবাবের দৃষ্টি নাই। তিনি এ সকল বিষয় একবার চিন্তাও করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কতকগুলি নিন্দিত ব্যয় আছে। তিনি এমনি ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাহার নিবারণ তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তদ্ভিন্ন চোরের উদর পূরণ আছে। কত কর্ম্মচারী কত বিষয়ে কত অর্থ হরণ করিতেছে কে তাহার গণনা করে? যে ব্যক্তি এমন অপদার্থ, যাহার নিজ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা নাই, যে ব্যক্তি সর্ব্ব কার্য্য বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ভোগসুখে মত্ত হইয়া আছে, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহার পেন্সন বৃদ্ধির প্রার্থনা যে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা সমুচিতই হইয়াছে।

নবাবের নিজের দোষেই ত অপব্যয় স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, আবার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুচিত ব্যয়কারিতারূপ আর একটী শাখা নদীর তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়া ঐ অপব্যয়কে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছেন। মুরশিদাবাদে গবর্ণমেণ্টের প্রতি-

নিধি স্বরূপ একজন এজেণ্ট আছেন। তিনি মাসে মাসে দুই হাজার টাকা করিয়া বেতন পান। এ অনাবশ্যক ব্যয় কেন? বরদা সিন্ধিয়া হোলকার প্রভৃতির রাজ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন। তত্তৎ স্থলে প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক। প্রতিনিধি না থাকিলে তত্তৎ প্রদেশের রাজারা যদি প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিবার চেষ্টায় সৈন্য সংগ্রহ করেন, অথবা অন্য প্রকার চক্রান্ত করেন, তাহার অনুসন্ধান লয় কে? মুরশিদাবাদের নবাবের কি সেপ্রকার অভ্যুত্থান করিবার ক্ষমতা আছে? আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশের একজন সম্ভ্রান্ত জমীদারের যে ক্ষমতা আছে, নবাবের সে ক্ষমতা নাই, তবে গবর্ণমেণ্টের একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অর্থ ধ্বংস করিতেছেন কেন?

কেবল এক এজেণ্ট বলিয়া নয়, বহু বেতনভুক একজন সেনাপতি ও একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন। সৈন্যের মধ্যে জন কয়েক দ্বার রক্ষক সিপাহি আছে, এই মাত্র তাহাদিগের নিমিত্ত একজন সেনাপতির বেতন দিবার প্রয়োজন কি?

-:০:-

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বান্ধাল (১)। এখানি মাসিক পত্র। ইহার ৩ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম, লেখকের অনেক জানা শুনা আছে। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রস্তাব গুলিও লেখা হইয়াছে। লেখকেরা যদি উৎসাহসহকারে কাজ করেন, ক্রমে পত্র খানিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন। এখানির যখন উন্নতির আশা আছে, তখন ইহার কতক কতক দোষ বলিয়া দেওয়া মন্দ হইতেছে না। বলিয়া দিলে লেখকেরা সাবধান ও সেইগুলির সংশোধনে যত্নবান হইবেন প্রথম প্রস্তাবের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "পত্র সম্পাদকের প্রথম কর্ত্তব্য ভাষার পুষ্টি ও সংস্কার। পত্র সম্পাদক সুবিবেচক ও সুলেখক হইলে লোকের মনে সুরুচি ও সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিয়া মুমূর্ষু ও মলিন ভাষাকেও অচিরে সজীব ও সুশ্রী করিয়া তুলিতে পারেন। এডিসন ও মেকলে প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ও সুচতুর লেখকেরা সাময়িক পত্র প্রচার ছলে ইংরাজী ভাষার কিরূপ কান্তি ও মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।" ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন সমাচার পত্র সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া যখন স্থির হইল তখন যাহাতে ভাষাগত কোন প্রকার দোষ না থাকে, সম্পাদকের সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। বান্ধালিতে ভাষাগত অনেকগুলি দোষ লক্ষিত হইল, সেগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, লেখকেরা তৎ সংশোধনে ঔদাসীন্য করিবেন, আমাদিগের এমন মনে হয় না। সেগুলি এইঃ—

যথা 'এবং বিধ বহু চিন্তার পরেও আমরা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া পরিনাম না"। "না করিয়া" ইহার পর থাকিতে অথবা ক্ষান্ত হইয়া থাকিতে এইরূপ কিছুর প্রয়োজন হইতেছে। (২) "সংপ্রতি সেই রোম পথের কাঙ্গালিনী।" "রোম এই শব্দের পর নগরী শব্দ প্রযুক্ত হইলে "কাঙ্গালিনী" বিশেষণ শব্দ প্রয়োগটী বিশুদ্ধ হইত। (৩) "মেগলিয়াবেথির মত শত শত পুস্তকালয় উদরসাৎ করিয়াও জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি না হইতে পারে।" এ বাক্যটী অতিশয় জটিল হইয়াছে। এতৎপাঠে একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ বাক্যটীর কর্ম্ম ক্রিয়া ও কর্তৃপদেরও সুসমন্বয় নাই। এ বাক্যটিকে সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা করিতে হইলে এই রূপ লেখা উচিত, যদি কেন ব্যক্তি মেগলিয়াবেথির মত শত শত পুস্তকালয় উদরসাৎ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহা হইতে জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। (৪) "ক অক্ষর বিরহিত কৃষকের আসন্ধ্যা হল চালনা" এস্থলে "আসন্ধ্যা" এই পদে চ্যুতসংস্কারতা দোষ ঘটিয়াছে। আসন্ধ্য এইরূপ হইলেই ব্যাকরণ শুদ্ধ হয়।

বিষয়গত দোষও দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে। "মনুষ্যের মহত্ত্ব কিসে" এই প্রস্তাবে মানুষের শারীরিক বলকে মহত্ত্ব লাভের একটী কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু লেখকেরা যদি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধি ও সাহসের সহকারিতা ব্যতিরেকে কেবল বল মহত্ত্বলাভের কারণ হয় না। বুদ্ধি বিহীন বলবান ব্যক্তি আধিপত্য লাভে সমর্থ হইয়াছে লেখকেরা কি এমন একটি প্রমাণ দিতে পারেন?

উপসংহার কালে বান্ধালির লেখকদিগকে আমরা একটী পরামর্শ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। তাঁহারা কেবল গল্প লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। প্রতি পত্রেই দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত দুই একটী প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করুন। কেবল আষাঢ়ে গল্প লিখিয়া কৃতার্থতা লাভের কাল অতীত হইয়াছে।

২। কবিতাপাঠ (২)। ইহাতে নানা বিষয়ের উপদেশগর্ভ অনেকগুলি কবিতা আছে। এখানি বিদ্যালয়ের বালকদিগের শিক্ষাদানের উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল হইয়াছে। আমরা তাহার পরিচয় স্বরূপ একস্থানের কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া [illegible]ম।

নদী

(সময়ের [illegible]ম্য)

ওরে নদি নরে [illegible] কি শিখাও বল।
সাগরের দিকে [illegible] ॥
ফিরিবে না [illegible]।
এই শিক্ষা দাও [illegible] ॥
এরূপ যে সময় [illegible] একবার।
তারে ফিরাইতে আর না হ বার আর।
শুধু সময়ের বশে শুভ কাজ হয়।

(১) ঢাকা হই বেঙ্গাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।• চারি আনা।

(২) শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]।

নহে তাহা সাধিবারে কা'র সাধ্য নয় ॥
সময়ের বলে হয় ঈশ্বর চেতন
সময়ের বলে হয় ধর্ম্মের সাধন ॥
সময়ের বলে হয় সাধু সহবাস।
সময়ের বলে হয় পাপের বিনাশ ॥
সময়ের বলে হয় লাভ গুণজ্ঞান।
সময়ের বলে হয় যত সুবিধান ॥
এমন সুকার্য্য নাই এ ভবমণ্ডলে।
সাধন না হয় যাহা সময়ের বলে ॥
তাই বলি শিশুগণ পরম যতনে।
সার্থক কর হে এ অমূল্য রতনে ॥
তিলার্দ্ধ সময়ে বৃথা কর না ক্ষেপণ।
তটিনীর ভাব হৃদি করিয়ে মনন ॥

১। শ্রীমদ্ভাগবত (৮) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মূল সংস্কৃত, শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা ও ব্রজব্রতসামাধ্যায়ি কৃত টিপ্পন ও অনুবাদ আছে। সামাধ্যায়ী মুদ্রণকার্য্যে যথেষ্ট কিছু বিশেষ করিয়াছেন। তিনি সম্পাদকীয় নিবেদন মধ্যে লিখিয়াছেন।

* আমাদিগের বাঙ্গালাতারা সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতেছেন সত্য এবং তাঁহারা সাধু অনুকরণের সম্পূর্ণই অভিলাষী, ইহাও কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার শ্লেচ্ছ উচ্চারণের সংস্কার্য্যটি বিদূরিত করিতে পারিলেন না। যদিও কৃতবিদ্যেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ যে অমনোযোগী, ইহা বলিতে পারি না, কিন্তু বিশেষ মনোযোগী হইয়া কার্য্যে পরিণত করিতেও কাহাকে দেখি না। ফলতঃ মুদ্রাকর বর্ণসমীকরণে যেমন স ষ শ বর্ণত্রয়ের অবয়ব ভেদ দৃশ্য হয়, তদ্রূপ য ও জ এর এবং বদ্বয়ের পরস্পর অবয়বভেদ যাহাতে সম্পন্ন হয়, এবং অক্ষর নিয়োগার্থ ঐরূপই সীসকাক্ষরের যাহাতে অন্তঃস্থব,বর্গেতে প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া উচিত। যাহা হউক, সম্প্রতি আমিই [illegible] এরূপ চেষ্টা পাইতে ব্রতী হই [illegible] ভরসা, কবি সাধ অনুকরণকারী সদাশয়গণ সত্বর স্বভাবসুলভ সাধ্বনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সাধ মনোরথ করিবেন।"

১) শ্রীমৎ ব্রজব্রত সামাধ্যায়ি কর্তৃক [illegible], কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই পৌষ সোমবার।

এত দিনের পর বুঝি বরদার গুইকুমারের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। বোম্বাই গেজেট বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, লক্ষ্মী বাইর সহিত তাঁহার যে বিবাহ হয় তাহা সিদ্ধ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিবেন এবং সম্প্রতি লক্ষ্মী বাইর গর্ভে যে সন্তান হইয়াছে, তাহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট বলেন, এমন সকল অবস্থায় আদালতের ন্যায় তাহাদের অনুসন্ধান করা কর্তব্য হয় না। যাহা হউক, গুইকুমার এত অনুগ্রহ লাভেও যদি শুধরাইয়া না যান তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি আর্থর কাউএল সাহেব লাণ্ড হোলডার্স এবং বণিক সভার সেক্রেটারিকে লিখিয়াছেন, ষ্টিবেন্স সাহেবের বিষয় অনুসন্ধানার্থ আসামের চিফ কমিশনর একজন উপযুক্ত আফিসর দিতে না পারাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য এক জন ভাল লোক নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। লাণ্ড হোলডার্স সভা ছাড়িবার পাত্র নহেন।

গত নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বন্দর সকল হইতে ১৫১০৭২ হাণ্ডর তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

বেহারের জেল সমূহে অনেক কয়েদি মরিতেছে। বঙ্গদেশীয় জেল সমূহের ইন্স্পেক্টর জেনরল সিভিল সানিটারি কমিশনর কোটিস এবং [illegible] পরগণার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর মওর সাহেব ইহার অনুসন্ধানার্থ গমন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক সমাচারের এক ক্রোড় পত্রে দেখা গেল, আগামী ১ লা মাঘ হইতে "প্রভাত সমীর" নামে একখানি বাঙ্গলা প্রাত্যহিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে, এখন ভাল বাঙ্গলা প্রাত্যহিক পত্র নাই, এখানি সেই অভাব পূরণ করিবে বলা হইয়াছে এবং ইহার এই প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে আর্য্যদর্শনের অনেক লেখক ইহাতে লিখিবেন স্বীকার করিয়াছেন। উহার বিজ্ঞাপন এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আড়ম্বর যেরূপ কার্য্য তদনুরূপ হইলে সুখের হয়।

বাবু আনন্দমোহন বসু ধুতি চাদর পরিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। সহচর জনশ্রুতিতে শুনিয়াছেন, এখানকার ইংরেজেরা তাহার দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে অসম্মত হইয়াছেন। হাইকোর্টও এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ কৌতুক মন্দ নয়।

চট্টগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি সহচরে লিখিয়াছেন। কেলি সহর নামক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক অদ্ভুত যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার মস্তক নারিকেলের ন্যায়। হস্তপদাদি অতিশয় ক্ষীণ। ঐ গ্রামের নিকটে পটিয়া নামক একটী গ্রামে একটী ছাগী এক আশ্চর্য্য শাবক প্রসব করিয়াছে। উহার মস্তক বানরের ন্যায় দেহ মনুষ্যের ন্যায় পাঞ্জলি ছাগলের ন্যায়। কোন বিষয়ের ত্রুটি হয় নাই।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সর্দ্দারদিগের সহিত চারি ঘণ্টা কাল পরামর্শ করিয়া আমীর স্থির করিয়াছেন, সর্দ্দার আবদুল্লা জানকে হিরাটে পাঠাইবেন না। তাঁহাকে জেলালাবাদে পাঠাইতেছেন। এক্ষণে হিরাটের কোন সংবাদ পাওয়া কঠিন। আমীর হিরাটের যে কোন পত্র পাইতেছেন, উহা পাঠ করিয়াই পোড়াইয়া ফেলিতেছেন এবং আজ্ঞা দিয়াছেন কেহ হিরাটের কোন কথা কহিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করা হইবে।

অদ্য অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সেণ্ট জেবিয়ার্স কালেজের পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উপস্থিত থাকিবেন।

হিন্দুরঞ্জিকা ধর্ম্মার্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান শিরোনামাঙ্কিত একটী প্রস্তাবে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্মের

পোষণার্থ এরেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের যে অর্থ গ্রহণ করেন, সেটী অতিশয় অন্যায়। বাস্তবিক ১৮৫৮ অব্দের মহারাণীর ঘোষণা পত্রে যখন লিখিত আছে, ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করা হইবে, তখন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে লইয়া বর্ষে বর্ষে ১৮ লক্ষ টাকা খৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি জন্য ব্যয় করাতে কেবল যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য দোষে লিপ্ত হইতেছেন এমন নহে; প্রজাদের অবিশ্বাস ও বিরাগ ভাজনও হইতেছেন।

সমবেদক বাঙ্গালিদিগকে সাহসী ও বলবান করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, বঙ্গদেশের সমুদায় বিদ্যালয় জ্ঞান চর্চ্চার সহিত ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রতি পল্লীতে সভা করিয়া দেশের কুরীতি সোধন এবং অশ্লীল নাট্যামোদ হইতে বিরত হওয়া বঙ্গবাসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য।" প্রস্তাব ত অনেক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা শুনে কে? তদনুসারে কার্য্য করেই বা কে?

শুনা যাইতেছে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক উক্ত পত্রিকা ২০০ খণ্ড বিনা মূল্যে ইংলণ্ডে বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ উক্ত পত্রিকার এক অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ হইতেছে, উহাতে দেশীয় সংবাদ পত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আছে। সম্পাদক যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা করিয়া উঠিতে পারিলে অনেক কাজ হইবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, জনশ্রুতি এই, মহীশূরে যে তিনটী কমিশনরের পদ আছে উহার একটী খালি হইলেই একজন দেশীয়কে ঐ পদ দেওয়া হইবে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সংকল্প করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী শিল্প বিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। অগ্রে পুরুষদিগের জন্যই হউক।

৮ ই পৌষ মঙ্গলবার।

হাবড়া হিতকারী লিখিয়াছেন; গত বৃহস্পতিবার ৭।০ টার সময়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হাবড়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেদিন অনেকগুলি কাজ করিয়া আসিয়াছেন। জেলখানা দেখিবার সময় কয়েদিদিগের কোন প্রকার কষ্ট আছে কি না বিশেষরূপে তাহার অনুসন্ধান করেন। কনষ্টেবলদিগের পাকশালা ও গোয়েন্দাদিগের বাসগৃহ খোলার ঘর দেখিয়া তাহা পাকা করিবার আদেশ দেন। কনষ্টেবলদিগের গৃহের নিকটে মৃতদেহ রক্ষার গৃহ ছিল। তত নিকটে তাদৃশ গৃহ থাকাতে স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা বুঝিয়া ঐ গৃহ তথা হইতে লইয়া দূরে করিবার আদেশ দেন। সর রিচার্ড পরের দুঃখ ও পরের অনিষ্টে উদাসীন নহেন।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা একটী যথার্থ কথাই কহিয়াছেন তিনি বলেন, "কলিকাতা গেজেট পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের দুঃখ মোচনার্থ যে সকল দয়াশীল বঙ্গমহোদয়গণ সাহায্যদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বর্দ্ধমান ও বেতিয়ার মহারাজ বাহাদুর প্রথম ও দ্বিতীয় মহারাণী স্বর্ণময়ী তৃতীয় হইয়াছেন। অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মহারাণী তৃতীয় হইতে পারেন, কিন্তু উদ্দেশ্য অভিপ্রায় ও সদন্তঃকরণ দেখিতে হইলে বোধ হয় কেহই আমাদিগের মহারাণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না" মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় কাহারও সর্ব্বতোমুখ দান নাই, এ কথা অযথার্থ নয়।

এবার কলিকাতায় রাজার দল আসিতেছেন। সার সালারজঙ্গ কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ হোলকর এবং তৎপরে যোধপুর ও জয়পুরের রাজাও আসিতেছেন।

সার জর্জ্জ কাম্বেল সম্প্রতি এডিনবর্গে সামাজিক নীতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। স্কটলণ্ডের দরিদ্রেরা মাংস ভোজনে তাহাদের অল্প আয় নিঃশেষিত করিয়া ফেলে বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। মাংস ভোজন না করিলে যে বল বুদ্ধি হয় না, কাম্বেল সাহেব ইহা স্বীকার করেন না তিনি বলেন, আফগান ও পঞ্জাবীরা অতিশয় বলবান ও তাহাদের অবয়ব সম্পূর্ণ; কিন্তু তাহারা নিরামিষ ভোজী পূর্ব্বকার স্কচ হাইলাণ্ডরেরা বীরত্ব জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ছোলা ও দুগ্ধই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। মাংস আহার পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগের এক্ষণকার ন্যায় সাহস ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ থাকিবে কি না সন্দেহ।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের ক্রেগ নামক একজন ওবরসিয়র এক দোকানদারের নিকট হইতে ৫০টী টাকা লইয়া জাল রসিদ দেন। এই অপরাধে তাহাকে সেসিয়নে পাঠান হইয়াছে। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদের এমনি সাধু অভ্যাস যে গবর্ণমেণ্টের কথা দূরে থাকুক অন্য লোকের সহিত ব্যবহার কালেও তাহারা সে অভ্যাস বিস্মৃত হইতে পারেন না।

মান্দ্রাজে একটী স্ত্রীলোক গৃহে নিদ্রিত ছিল। সেই সময় এক ইন্দুর আসিয়া একটী জ্বলন্ত প্রদীপের শলিতা লইয়া প্রস্থান করে। ঐ শলিতা দ্বারা গৃহে অগ্নি লাগিয়া ক্ষণ কালের মধ্যে ঐ স্ত্রীলোকটীসহ গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, রুশীয় সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্য একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা বিফল হইয়াছে। সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া রুশীয়া ও পোলাণ্ড দুই স্বতন্ত্র সাধারণ তন্ত্র হয়, এই উদ্দেশে সমুদায় সাম্রাজ্য ব্যাপী একটী চক্রান্ত হইতেছিল, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানেরা ইহাতে লিপ্ত হন।

১০ এ ডিসেম্বর ইংলণ্ডে আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের [illegible] হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ [illegible] যে সকল [illegible] হইবে বলিয়া [illegible] তাঁহা রহিত করিবার [illegible]

ইংলিসম্যান লাহোর হইতে [illegible] সংবাদ পাইয়াছেন, আফ্রিদিদের [illegible]

মাষ্টারকে ধরিয়া লইয়া যায়, টাকা পাইয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ডেরা ইস্মাইল খাঁতে যাত্রা করিয়াছেন।

পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ জন্য একটী সভা স্থাপনার্থ সেদিন বোম্বাইর টাউনহলে এক সভা হইয়া গিয়াছে। যেখানে পশুদিগের প্রতি লোকের এত দয়া সেখানে মানুষের প্রতি এত অত্যাচার নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

১৮৭৩ অব্দে অযোধ্যা হইতে ৫১০৬ ব্যক্তি উপনিবেশে যায়। ইহার মধ্যে ফিজাবাদ হইতে ৩১২২ জন গমন করে।

৯ ই পৌষ বুধবার।

অদ্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যে গাড়ি সন্ধ্যাকালে পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল, শ্রীরামপুর ষ্টেষণে তাহাতে একজন মনুষ্য হত হইয়াছে। হতভাগ্য গাড়ি না থামিতে থামিতে গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হয়। অমনি বেগবশে ঘুরিয়া গাড়ির নীচে পড়িয়া যায়। পায়ের উপর দিয়া শকট গিয়া পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মনুষ্য হত্যা না হয়, রেলওয়ে কোম্পানি তাহার অনেক উপায় করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধি দিতে পারেন না। ক্ষণকাল বিলম্বে নামিলে কোন বিপদ ঘটে না, কিন্তু হতভাগাদিগের বিলম্ব সয় না।

মহাপাপ বাল্যবিবাহ পত্রে দৃষ্ট হইল, আমেদাবাদে হিন্দু বাল্যবিবাহ নিবারিণী সভা হইয়াছে। সভা নিয়ম করিয়াছেন, পুরুষের ১৬ বৎসর ও স্ত্রীর ১০ বৎসর বয়সের [illegible] বিবাহ হইবে না। মহাপাপ বাল্যবিবাহ পত্র সম্পাদক ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। [illegible] নিয়ম করিতে গেলে এইরূপ নানা [illegible] আপত্তি হইয়া উঠিবে। তাহা [illegible] লোক না হইলে [illegible] নিয়ম করিলে বাল্য[illegible] নিবারিত হইবা[illegible] বিগণ [illegible] বিভাগ করিয়া [illegible] অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমনি অপদার্থ যে সেই যথার্থ উপদেশে উপেক্ষা করিয়া যেচ্ছাচারী হইয়াছি। তাহার ফলভোগ করিতেছি। উত্তরোত্তর অপদার্থেরই দলবৃদ্ধি হইতেছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, গত সপ্তাহে তথায় আত্যন্তিক বরফ পড়িয়াছে। গত সপ্তাহে এখানে উত্তরদিকের বায়ু প্রবল বেগে বহিয়াছে। শীতও আত্যন্তিক হইয়াছে।

বরিসাল বার্ত্তাবহ বলেন, তথায় ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানেরও ওলাউঠার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তবে প্রবল নয়। সাংক্রামিক জ্বর কিঞ্চিৎ শুক্লভাব অবলম্বন করিয়াছে। ওলাউঠা বুঝি নিজ বিক্রম প্রকাশ করেন।

৭ ই পৌষের সমাচার চন্দ্রিকা দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। ৬ ই পৌষ সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বেতিবার রাজকুমার প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজা কমলকৃষ্ণ সাক্ষাতে থাকিতে হরেন্দ্রকৃষ্ণের সভাপতির আসন গ্রহণ বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই।

ঢাকা প্রকাশ বড় বড় ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনধ্যায় কাল ২০১ দিন গণনা করিয়া এই আক্ষেপ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম করিয়া ধরিলে অনধ্যায়কাল ৬ মাসেরও অধিক হইবে। বঙ্গদেশে শীতকালের অবকাশটী অধিকতর আক্ষেপের কারণ।

নেচর নামক সংবাদপত্র এক আশ্চর্য্য প্রস্তাব করিয়াছেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে একটী যোজক দ্বারা সংযুক্ত করা এই প্রস্তাব। সমুদ্রের নিম্ন দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় এরূপ একটী যোজক করিতে তদপেক্ষা কিছু অধিক ব্যয় পড়ে মাত্র।

অনেকের সংস্কার আছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীর সিয়ার আলীকে বৃত্তিস্বরূপ কিছু কিছু দিয়া থাকেন। সিয়ার আলী কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক যাকুব খাঁর বন্দীকরণ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ পত্র বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমীরকে লিখিয়াছেন, যাকুব খাঁকে মুক্ত না করিলে সেই বৃত্তি বন্ধ করা হইবে। ইংলিসমান লিখিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণর আমীরকে এরূপ কোন বৃত্তি দেন না। লর্ড মেও অম্বালার দরবারে স্পষ্টাক্ষরে আমীরে বৃত্তি দিতে অস্বীকার করেন। আমীরকে কেবল এই মাত্র বলেন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অর্থ ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করা হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কিছু দিতে বাধ্য নন, সাহায্য করা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। অম্বালার দরবার অবধি আমীরকে দুইবার মাত্র অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

এম, ব্লক নামক এক ব্যক্তি ফরাসি জাতির সৌভাগ্য ও ক্ষমতার নিগূঢ় কারণের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন ফরাসীদিগের অধিক বয়সে বিবাহ রীতি তাহাদের এই সৌভাগ্য ও ক্ষমতার কারণ তাহাদের পুরুষের ৩০ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের ২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ইংলিসমান বলেন, ব্লক সাহেব অধিক বয়সে বিবাহ করিলে যে সুফল ফলে বলিয়া লিখিয়াছেন, যে সকল এদেশীয় বাল্যবিবাহে অনুরক্ত এবং যে কারণে তাহারা পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রপীড়িত হয় তাহাদের এক বার তাহা দর্শন করা কর্ত্তব্য। বাল্য বিবাহে যে বহুতর অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

১২ ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষ রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৮৭৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬৪৭০৫০ টাকা আয় হইয়াছিল। ১১৮২৫০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩১১৪০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৩৫০৬০ টাকা হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ৩৫২০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

কোচিনের এক জন জজ হত্যাপরাধে এক ব্যক্তির এক বৎসর মাত্র কারাদণ্ড দিয়াছেন। এরূপ লঘু দণ্ডের কারণ এই, হত্যাকারী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কোচি-

নের সৌভাগ্য বড় যে এমন সমদর্শী জজ পাইয়াছেন।

পদ্মা গোয়ালন্দ ষ্টেষণটীকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র, রেলওয়ে কোম্পানির প্রতিজ্ঞা তাহা দিবেন না, এ নিমিত্ত কত অর্থ যে পদ্মার উদরসাৎ হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন। বেঙ্গল টাইমস বলেন, পদ্মার অনুকূল স্রোত দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ারদিগের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাহারা এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন কিছু অধিক ব্যয় করিলে উক্ত ষ্টেষণটী রক্ষা করা যাইতে পারে। পদ্মা ক্ষণে অনুকূল ক্ষণে প্রতিকূল। বোধ হয়, ইঞ্জিনিয়রদিগের বুদ্ধির মাহাত্ম্যে আরো কতক গুলি টাকা উদরসাৎ করিবেন।

পিয়নিয়রের লাহোরস্থ সংবাদদাতা বলেন, শকটসিংহ চেষার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট যে আবেদন করেন, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ক্রমে প্রেতৃতত্ত্বের ভয়ানক উন্নতি হইতেছে। ইংলিসম্যান বলেন, ইবারিট নামক একজন সাহেব সম্প্রতি সিহামে প্রেতৃতত্ত্ব বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। এই স্থলে তিনি এক খানি পুস্তক প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই পুস্তকখানি লাটিন ভাষায় প্রেতগণ কর্তৃক লিখিত। তিনি প্রেতদিগকে উহা লিখিতে দেখিয়াছেন এবং তাহারা এক মিনিটে ছয় হাজার শব্দ লিখিতে পারে। প্রেতেরা বুঝি অবশেষে কেরাণী ও গ্রন্থকারদিগের অন্ন মারেন।

১২ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ১ লা জানুয়ারি বেলবিডিয়ারে ফ্যান্সি ফেয়ার (শকের বাজার) হইবে।

মেটেবুরুজের নবাবের পশুশালায় মাসে ৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়, নবাবের বাগানে ৩ শত মালী আছে। পেন্সনেও এই, অবস্থা যেরূপ হউক নবাবী চাল পরিত্যাগ করা হইবে না।

একখানি সমাচার পত্রে দৃষ্ট হইল ১ লা জানুয়ারি হইতে গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া যাহারা গমন করিবে তাহাদের নিকট মাসুল লওয়া হইবে। এ সংবাদের সত্যতা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

জয়পুরে ইংরাজী সভ্যতা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত নগরে গ্যাসের আলো হইয়াছে।

আজীজল বিহার লিখিয়াছেন, চুয়াডাঙ্গার ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটের যত্নে তথায় বড় জাঁকে বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট নিজে ইহাতে চাঁদা দেন। মাজিষ্ট্রেট এমন একটি কাজ করিয়া উঠিলেন, গবর্ণমেন্ট কি তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন না?

কাবুলের গোলযোগ বোধ হয় সহজে মিটিতেছে না। ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল আমীর সিয়ারজানী কর্তৃক যাকুব খাঁর বন্দীকরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া পারস্যের সাহা না কি যাকুবের কনিষ্ঠ আয়ুব খাঁর সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কাবুলের সংবাদগুলি যেরূপ গোলযোগ পূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী তাহাতে কোন টী সত্য কোন টী মিথ্যা বুঝিয়া উঠা ভার।

আগ্রার জেলের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সম্প্রতি দুইজন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে।

একখানি সংবাদপত্রে দেখা গেল, আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড সালিসবারি মিয়াস সাহেবের মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এটী যদি সত্য হয় ভারতবর্ষে সুবিচার বিতরণ কঠিন হইয়া উঠিবে। অতঃপর বিচারপতিরা যথার্থ অপরাধী জানিতে পারিয়াও কাহার ভয়ে অবিচার রূপ মহাপাপ পঙ্কে লিপ্ত হইবেন। মিয়াস যে দোষী সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা প্রামাণিক লোকমুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শুনিয়াছি।

১১ ই পৌষ শুক্রবার।

ভারত সংস্কার শুনিয়াছেন, বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০ টাকা বেতনে ইনস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার হইয়াছেন। এটী অতিশয় আহ্লাদের বিষয়।

অদ্য বড় দিন। ইংরাজ মহলে আজি বড় ধুম ইংরাজ ভক্ত নব্যদলেও আজি আনন্দের সীমা নাই। ইহাদের ভাবভঙ্গি দেখিলে বোধ হয়, বড় দিন কেবল ইংরাজদিগের নয়, এটী বাঙ্গালিদিগেরও একটী উৎসব, অন্ততঃ ইহা ক্রমে বাঙ্গালিদিগের একটী উৎসব হইয়া পড়িতেছে। এটী নব্য দলের আর একটী দুর্গোৎসব হইয়া উঠিল।

গত কল্য যোধপুরের রাজা কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

বস্তির রাজার দেওয়ান ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ম্যাকমুলেন সাহেবকে উৎকোচ দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহার একমাস কারাবাস ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার যে চেষ্টা হয়, সাউটার সাহেব ফেয়ার সাহেবের আয়ার নিকটে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। আয়া স্বীকার করিয়াছে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে অনেক টাকা দিয়া এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। ঐ লোকটী এক্ষণে পীড়িত বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, সেদিন মান্দ্রাজের এক পুলিসের একখানি তরবারি ও আর কয়েকটী দ্রব্য চুরি যায়। বর্ত্তমান পুলিষ কেবল অপরের নয় নিজেরও ধন প্রাণ রক্ষায় সমর্থ নহে।

ভারতসংস্কারকের বারাণসীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, বারাণসীর মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর এক ধর্ম্মশালায় একজন সন্ন্যাসী বাস করেন। তাহার শয্যা লোহ নির্ম্মিত কাঁটা দ্বারা প্রস্তুত, তাহাতে আমাদের হস্ত রাখিলে বিদ্ধ হইয়া যায়। বোধ হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর ব্যায়াম ক্রিয়ার অভ্যাস বলে শরীরের চর্ম্মকেও লৌহ সদৃশ করিয়া তুলিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, [illegible] একজন ইংরাজ কর্ণেলের একটী [illegible] ছিল। সাহেবের গরু নামে এক [illegible] এক দিন বারাণ্ডায় [illegible] শুনিলেন কেহ যেন গরু গরু বলিয়া ডাকিতেছে। সাহেব গিয়া দেখেন, বানরটী যেখানে শিকলে বাধা ছিল, সেই খানে একটী [illegible] গিয়াছে,

বানরটী শিকল ছিঁড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং গঙ্গ, গঙ্গ, বলিয়া ডাকিতেছে। বানরটী ইহার পর কিন্তু আর কখন কথা কয় নাই। আর কথা না কহিলেও বানর জাতি যে মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে, কেবল পরিশ্রম করিবার ভয়ে কথা কয় না, এই প্রবাদ বাক্যটী এক গঙ্গ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।

২৩এ নবেম্বর সোমবার বকিংহাম প্যালেসে এডিনবর্গের ডিউকের পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের রাজ্ঞী ও রাজপরিবার প্রায় সমস্ত এবং রুশীয় রাজ্ঞী প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বরদার রেসিডেণ্ট পরিবর্ত্তনে আপাততঃ এই এক লাভ দেখা যাইতেছে, মলহররাও প্রজাদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক ঘোষণা দ্বারা প্রজাসাধারণকে জানাইয়াছেন যে সকল স্থানে কর অধিক হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রজাদিগের পীড়ন হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে, সে স্থলে কর কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার অনুসন্ধানার্থ তিনি কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। মলহররাও যদি প্রজার প্রতি সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করেন দেখিতে পাইবেন, তাহারাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হইবে।

টাইমস পত্র তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, রুশীয় সৈন্যগণ আমু নদী পার হইয়া খিবা আক্রমণ করিয়াছে। রুশীয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পোর্ট কমিসনরদিগের প্রার্থনানুসারে কাশীপুরে একটী [illegible] জেটি নির্ম্মাণার্থ ৩০৫০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

[illegible] জুনিয়র ছাত্রবৃত্তির সংক্ষেপ [illegible] ২৪ পরগণায় ১৫. [illegible] ১১, এবং ছোটনাগ [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রেসি- [illegible] ১৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[illegible] কোন [illegible] সবরেজিষ্ট্রার মাসে ৫ টাকা বেতন পান। উপরিলাভ অবশ্য আছে, নতুবা কাজ চলে কিরূপে?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শতকরা—

৪		১০২।—১০২॥০
৪।।	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৫॥০—১০৬
৪॥	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫।০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০০৵—১০৩।০
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৵—১০৯।০

১৪ ই পৌষ শনিবার।

পাদরি জে, ওয়েলাণ্ড সাহেব সাপ্তাহিক সংবাদে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, বঙ্গবাসিনী নারীগণের যে কেহ যীশু খৃষ্টের বিষয়ে একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা বঙ্গভাষায় রচনা করিতে পারিবেন, বিখ্যাত এ, এল. ও, ই, বিদ্যাবতী কুমারী তাঁহাকে দুই শত টাকা অথবা তত্তুল্য অন্য কোন দ্রব্য পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।" এ বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য কি? বঙ্গমহিলাগণকে বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ দান করা, না, জাননা মিশনের নিগূঢ় অভিসন্ধি কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা জানা? যীশু খৃষ্টের বিষয়ে রচনা করিতে বলিবার কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম নিজের উন্নতির জন্য ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছেন। কিছু দিন হইল, একজন মিশনরি কথকতা দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের পরামর্শ দেন, সাপ্তাহিক সংবাদ সম্পাদক এক প্রস্তাব লিখিয়া গীত গান দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদিগের বৈষ্ণবেরা যেমন খঞ্জনী বাজাইয়া কৃষ্ণ বিষয়ক গান গাইয়া বেড়ায় মিসনরিরাও সেইরূপ করুন।" খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা খঞ্জনীই বাজান আর কথকতাই করুন ভারতবর্ষে আর এক্ষণে খৃষ্ট ধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিবার আশা দুরাশা মাত্র।

গোয়ালন্দ হইতে এক ব্যক্তি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিয়াছেন, সম্প্রতি জয়রাম পুর গ্রামে একজন রেলওয়ে সাহেব শীকার করিতে গিয়া পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালককে গুলি করে, গুলিটী বালকের কপালে লাগে সৌভাগ্য ক্রমে মস্তকে প্রবেশ করে নাই তাহাতেই বালকটী প্রাণে বাঁচিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেবের ২০ টাকা জরিমানা করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বালকটী মরিয়া গেলে উর্দ্ধ সংখ্যা আর বিশ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইত।

প্রথমতঃ দরভাঙ্গা রেলওয়ে অল্পদিন স্থায়ী হইবে এইরূপে নির্ম্মিত হয়, এক্ষণে উহা স্থায়ী হয় এই রূপ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

খাল খনন।

আমরা শুনিতেছি এবৎসর গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে খাল খনন করাইবেন। এই সময় হইতে তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়, মাঠের ধান্য তোলা প্রায় শেষ হইল। বর্ত্তমান বর্ষে বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ মহলে ফসল ভাল জন্মে নাই। উচ্চভূমিগুলি অকৃষ্ট অবস্থায় আজি তিন বৎসর পতিত রহিয়াছে। তাহার বিষময় ফল ফলিয়াছে। জমীদারেরা খাজনার নিমিত্ত প্রজার উপর পীড়াপীড়ি করিতেছেন। উত্যক্ত হইয়া কেহ কেহ ভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামান্তরে বাস করিতেছে। এজেলার অনেক ক্ষুদ্র জমীদার মহলে সদর মালগুজারি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন এবং জমীদারী পত্তনী দিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। ঐ জমিদারগুলির জমীদারী আবার বহু অংশে বিভক্ত। জমীদারির লভ্য হইতে আপন আপন সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় ও ক্রিয়া কলাপ সমাধা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি ৩ তিন বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কি জমীদার কি প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই এবৎসর দারুণ অন্নকষ্ট পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যথা সময়ে সাহায্যদান করাতে কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ অবস্থায় উক্ত জমীদার মহাশয়গণের আনুকূল্যে গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও কূপ খননের উন্নত সাধন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের প্রত্যাশা করা নিতান্ত দুরাশামাত্র। গতবৎসর সম্পন্ন জমীদারগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে পুরাণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, কিন্তু বিরাশিমূল গ্রামে এমন এক ব্যক্তি ধনী নাই যে জলকষ্টের নিবারণার্থ একটী ভরাটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করেন। সুতরাং গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা যৎপ-

রোমাঞ্চিত জলকষ্ট সহ্য করিয়াছি এমন কি পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে ১।০ দেড় বা ২ হাত কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জল ছিল তাহাই গো, মনুষ্যে পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। এ বৎসর কেবল আমাদের গ্রামের নয়, অনেক গ্রামের পুষ্করিণীতে অতি অল্প জল দৃষ্ট হয়। যদি আগামী চৈত্র বৈশাখ মাসে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ না করেন বোধ হয় দুঃসহ জলকষ্ট হইবে। পরম্পরায় অবগত হইলাম গবর্ণমেণ্ট দামোদর নদের বাঁধের পূর্ব্বধারবর্ত্তী পাচড়া গ্রামের উত্তর মাঠ দিয়া একটা খাল খনন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যদি খালটী খনন হইয়া বীরশিমুল গ্রামের দক্ষিণে স্রোতোবিহীন যে একটী নদী আছে তাহার সহিত সংমিলিত হয়, উক্ত নদীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানের প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন এবং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করা হয় সন্দেহ নাই। তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টও লাভবান হইতে পারেন।

১২৮১
১ লা পৌষ } কস্যচিৎ
বীরশিমুল বাসিনঃ।

প্রতিবাদ।

মহাশয়! বানারসের শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কবিরাজ মহাশয় গত কয়েক সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "গর্ভিণী বান্ধব" নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতেছেন। কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে "ইহা সুসেন সংহিতোক্ত ও অস্মদ্বংশের চিরানুভূত ও পূর্ব্বাপরম্পরা পরিজ্ঞাত। ইহা অমোঘ বীর্য্য ও সদ্যঃ ফলদ। ইহার প্রভাবে ২। ৩ দিবস পর্য্যন্ত ছট ফট করিতেছে এমত গর্ভিণী দুই প্রহরের মধ্যে বেদনাশান্তি পাইয়া সুস্থ হয় এবং কাল পূর্ণ করিয়া সুখপ্রসবিনী হয়। চিকিৎসক ও ডাক্তার মহাশয়েরা ইহার অব্যক্ত প্রভাব অনুভব করিবেন" ইত্যাদি মহাশয়! বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা যে ধরণে লেখা হইয়াছে তাহাতে গৃহস্থ মাত্রেই উক্ত মহৌষধ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। হয় ত কন্যার প্রথম শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে দিতে হয় গর্ভিণীবান্ধবও তন্মধ্যে পরিগণিত হইবে। অস্মৎ সমাজের বড় বড় লোকেরা ও হাতুড়েও বিজ্ঞাপিত ঔষধের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করেন তাহাতে ইহার বহু ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু চিকিৎসকেরা "গর্ভিণী বান্ধব" প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞাপিত গুণসম্পন্ন কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া উহার ব্যবহারে অনুমোদন করিতে পারেন না। ঔষধের প্রতি প্রথমতঃ চিকিৎসকের বিশ্বাসের কারণ থাকিলে তাহা উপযুক্ত রোগে পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়। গর্ভিণী বান্ধবে তাদৃশ বিশ্বাসের কারণ কেবল উহার নাম মাত্র। যেহেতু উহা কোন্ কোন্ দ্রব্য সমষ্টিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ নাই। যদি বলেন একবার ব্যবহার করিয়া দেখ না, গুণ জানিতে পারিবে, কিন্তু তাহা অকর্ত্তব্য। যেহেতু প্রথমেই ৬॥০ টাকা ব্যয় করিয়া ঔষধ ক্রয় করিতে হইবে, তৎপরে ঔষধে উপকার না হইয়া অপকার হইলে কেহ দায়ী হইবে না। নাতে হইতে ইহাতে বিশ্বাস করিয়া কোন সদুপায় না করিলে গর্ভিণী ও সন্তান মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কবিরাজ মহাশয় অবশ্য অবগত থাকিতে পারেন যে, প্রসবরোধের নিদান বহুবিধ। যে স্থলে গর্ভিণী ২। ৩ দিন বেদনায় ছট ফট করে ও প্রসব করিতে পারে না, তথায় নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণের একটী না একটী অবশ্য বর্ত্তমান থাকে।

১। জরায়ুর নিস্তেজস্কতা।

২। বস্তিদেশীয় অস্থির স্বভাবতঃ বা পীড়াবশতঃ খর্ব্বতা প্রযুক্ত বস্তি গহ্বরমুখের সঙ্কীর্ণতা।

৩। যোনি মধ্যে একটী আবরক পর্দ্দা থাকে, যাহা আদ্য ঋতু কালে খণ্ডিত হয়। কোন কোন নারীর উহা তৎকালে আংশিকরূপে খণ্ডিত হইলে গর্ভোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয় না, কিন্তু প্রসবের অন্তরায় হয়।

৪। ভ্রূণ মস্তকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

৫। সন্তানের মস্তক ও বস্তি ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের জরায়ু হইতে অগ্রে নির্গমন।

৬। বস্তি ও যোনি গহ্বরে বহুবিধ অর্ব্বুদ উৎপত্তি প্রযুক্ত প্রসব পথের সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ ভাব ইত্যাদি। এক্ষণে কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এক মাত্র ঔষধ প্রভাবে উক্ত প্রসব প্রতিরোধক নিদান সকল কিরূপে নিরাকৃত হইবে? কবিরাজ মহাশয় যদি প্রসব প্রতিরোধের ভিন্ন প্রকার নিদান অবগত থাকেন, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

মেদিনীপুর
২ রা পৌষ } বশম্বদ
শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র
চিকিৎসক।

উদ্ধৃত
ভয়ানক ব্যাপার।

(সাপ্তাহিক সংবাদ)

শিলড হইতে কয়লা বোঝাই করিয়া ইনসাইন নামে এক খানি ব্রিটিশ জাহাজ এডেন অভিমুখে যাত্রা করে। জাহাজ যখন দক্ষিণ আটলাণ্টিক সাগরে আইসে, তখন কয়লাতে আগুন ধরে। প্রথমে জাহাজস্থ নাবিকেরা অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে তিন খানি নৌকা আরোহণ করিয়া তাহারা কূল অভিমুখে গমন করে। দুই খানি নৌকা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পঁহুছে। আর এক খানির কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। নাবিকেরা ৮ আগষ্ট তারিখে জাহাজ ছাড়িয়া নৌকা আরোহণ করে। যে নৌকার উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তাহাকে আমরা তৃতীয় নৌকা বলিব। তৃতীয় নৌকার নাবিকেরা মনে করিয়াছিল, তাহাদের নৌকা যে স্থানে ছিল তথা হইতে সেণ্ট হেলেনা ৪১৫ ক্রোশ দূরে। ইহাদের নৌকা খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। তাহাতে দুটী মাস্তুল ছিল, পাইল খাটান ছিল। নৌকাতে লোকদিগের আহারার্থ দুই বাক্স বিস্কুট একখণ্ড শূকরের মাংস এক বৃহৎখণ্ড পনির ১২ বাক্স গোমাংস দুই জালা পান করিবার জল ছিল। নয় দিবস তাহারা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ অভিমুখে নৌকা বাহিল, কিন্তু শেষে জানিতে পারিল যে, তাহারা দিক ভুলিয়া গিয়াছে, সেণ্ট হেলেনা তাহাদের অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু বাতাসের গতিকে পশ্চাদ্দিকে যাইবার আর উপায় নাই। এজন্য তাহারা নৌকা বাহিয়া আমেরিকার দক্ষিণকূলে যাইবার মনস্থ করিল খাদ্য সামগ্রী ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া তাহারা প্রাতঃ কালে প্রত্যহ আধখান বিস্কুট ও এক গ্লাস জল উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এই ভাবে আগষ্ট মাসের ২৪ তারিখ গত হইল, তথাপি উদ্ধারের কোন উপায় হইল না। অসীম ও অতল সমুদ্র জলে কোন জাহাজ ভাসিতে দেখিল না। অথবা স্থল ভূমিও পাইল না। তাহারা দিবারাত্রি জলে ভাসিতে লাগিল, লোকদিগের [illegible] নষ্ট হইল। ডিক্সাগের নামে এক [illegible] অধীন হইল। সে জলে ডুবিয়া সকলকে [illegible] করিতে বার বার উত্তেজনা করিতে [illegible]। অন্য সকলে তাহাতে সম্মত [illegible] পার্থ্যমানে [illegible] সকলে [illegible] নৌকার হাল ধরিয়া [illegible] গমন করিতেছিল। [illegible] মনে করিল এই বার নৌকা ডুবাইয়া দিবে [illegible] প্রাণের [illegible]

শেষ হইবে। এই উদ্দেশে সে এমন করিয়া ক ল ধরিল যে, নৌকা কাত হইয়া গেল, সকলেই জলে পড়িল। কিন্তু নৌকা ডুবিল না, কেন না নৌকা এমন কাষ্ঠের নির্ম্মিত যে ডোবে না। অনন্তর সকলে চেষ্টা করিয়া নৌকা সোজা করিল ও সকলে নৌকায় উঠিল। কিন্তু নৌকা কাত হওয়াতে খাদ্যসামগ্রী সকলই গিয়াছিল। ভবিষ্যতে যেন নৌকা না কাত হয়, এজন্য মাস্তুল কাটিয়া ছোট করা হইল এবং একখানি ছোট পাইল মাত্র খাটান হইল। আর নৌকা ডুবিবার ভয় রহিল না। এক্ষণে একেবারে অনাহারে লোকদের বড় কষ্ট হইল। আর প্রাণ বাঁচে না স্থির হইল, গুলিবাঁট করিয়া আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে হত করিয়া তাহার মাংস খাওয়া হইবে। শেষে গুলিবাঁট হইল, নাবিকদের মধ্যে একজন ইটালী দেশীয় লোক ছিল। তাহার নামে গুলবাট উঠিল, এক বার নয়, তিন বার উঠিল। ইতিমধ্যে মুলার নামে এক ব্যক্তি আপনার প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু ইটালীয় যুবক তাহাতে অস্বীকার করিয়া আপনি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে কয় ঘণ্টা নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে অন্য পাঁচ জন নাবিকে তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাহার গলায় ছুরি দিল। তাহার রক্ত একটী টিনের পাত্রে ধরা হইল, এবং তাহার মাংস ও হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত লোনা জল দিয়া সকলে আহার করিল। ইহার তিন ঘণ্টা পরে নিরুপায় নাবিকেরা অদূরে এক খানি জাহাজ যাইতে দেখিয়া ইঙ্গিত করিল, তাহারা আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিল।

কি ভয়ানক ব্যাপার! আমরা একবার এইরূপ আর একটী ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে ডেবিড ক্রাইষ্টাব সকলের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

এই পাঁচ জন নাবিকের বিচার হইতেছে। ইহারা যে গুরুতর শাস্তি পাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। জাহাজের নাবিকেরা যেমন কষ্টেই পড়ুক না কেন, মনুষ্য হত করিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। একজন মনুষ্যকে হত করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করাতে আমাদের যত কষ্ট ... যদি এমন হইত যে উহারা সকলে মরিত, ... তত কষ্ট হইত না। যদি ডেবিড ... মত একজন খৃষ্টিয়ান ইহাদের ... এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতে ...

—•••—

সন্তান বিক্রয়।

(প্রতিধ্বনি)

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের চিকিৎসালয়ের সূতিকাগৃহে যে সকল স্ত্রীলোক প্রসব করিতে আইসে, তাহাদিগের অনেকে আতুড় গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় সন্তান বিক্রয় করিয়া যায়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, এই সকল সন্তানের এক একটী চারি পাঁচ টাকা দিলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারা যায়। অনেক লোকে এখান হইতে সন্তান ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল সন্তানের অতি অল্প সংখ্যাই ভদ্রগৃহে স্থান প্রাপ্ত হয়, অধিকাংশ বালিকা বেশ্যাদিগের গৃহে নীত ও প্রতিপালিত হইয়া তাহাদিগের ভাবী সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, বালকেরাও সচরাচর অসৎসংসর্গে থাকিয়া দস্যু তস্করের শ্রেণীর পুষ্টি বিধান করিতেছে। প্রসূতিগণ কি কারণে মাতৃস্নেহ অতিক্রম করিয়া সন্তানদিগকে বিক্রয় করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে এই সকল সন্তানের অধিকাংশই অপগর্ভজাত, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলে কিম্বা আপনার নিকট রাখিলে প্রসূতিদিগের কলঙ্ক হইয়া থাকে। এই কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্তই তাহারা সন্তানদিগকে বিক্রয় করিয়া যায়। এই সকল সন্তান জীবিত থাকিয়া বেশ্যা ও দস্যু তস্করের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ইহা কখনই আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। কিন্তু কি উপায়ে ইহা নিবারণ করা যাইতে পারে তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। প্রসূতিগণ যাহাতে সন্তান বিক্রয় করিতে না পারে, পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে সেই বিষয়ে সতর্ক হইবার অনুমতি দিলে বরং অধিকতর অমঙ্গলই ঘটিবে। সন্তান বিক্রয় করার অপরাধে ধৃত হইয়া দণ্ড পাইবার আশঙ্কায় প্রসূতিগণের সন্তান বিক্রয় না করিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু তখন তাহারা আত্মকলঙ্ক গোপনোদ্দেশে সন্তানদিগকে বিক্রয় না করিয়া গোপনে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, শিশু বিক্রয় না করিয়া সন্তান দান করিয়া যাইবে। সুতরাং বিনা পয়সায় সন্তান পাইবে, এই উদ্দেশে অনায় অনবধান প্রকৃতির লোকেরাও এই অসহায় শিশুদিগকে গ্রহণ করিবেন এইরূপে এই শিশুদিগের অধিক পরিমাণে অকাল মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। আর যে সকল লোক মূল্য দিয়া এই সকল সন্তান গ্রহণ করিত, তাহাদিগের পথও সমভাবেই মুক্ত থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট ও আমাদিগের দেশের সহৃদয় লোকেরা যদি প্রকৃতপক্ষে এই দুর্গত শিশুদিগের উপকার করিতে চান, তবে ইউরোপের ফাউণ্ডলিং হস্পিটালের অনুকরণে এখানে পরিত্যক্ত শিশুদিগের একটী আশ্রয় করা আবশ্যক উপযুক্ত সংখ্যক ধাত্রী রাখিয়া পরিত্যক্ত শিশুদিগকে প্রতিপালন ও পরে তাহাদিগের শিক্ষা বিধান করিলে তাহারা আর সমাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিবে না বরং চেষ্টা থাকিলে তাহাদিগের অনেকে কালক্রমে সমাজের গণ্য লোক হইতে পারিবে। কেহ কেহ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া আশঙ্কা করিতে পারেন, আমাদিগের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বিত হইলে দুষ্কর্ম্মের অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইতেছে না। সামাজিক নিয়মের সংশোধন না করিলে পাপ কার্য্যকে কোন কৌশলে চাপা দিয়া রাখিবার উপায় নাই। তাহার এক পথ বন্ধ কর, আর এক পথ নূতন আবিষ্কৃত হইবে। আমরা যত দিন কোন পাপ কার্য্যের মূল উচ্ছেদ করিতে না পারিব, তত দিন সেই পাপানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি সানুগ্রহ ব্যবহার করা আবশ্যক। তাহারা যে পাপ করে সে কেবল তাহাদিগের নিজদোষে নহে, আমরাও সেই দোষের অংশভাগী। অনেক সামাজিক নিয়মের অনুচিত কাঠিন্য মনুষ্যকে পাপ পথে লইয়া যায়। অনেকে আমাদিগের নীতি শাস্ত্রের প্রশংসা না করিতে পারেন, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমাদিগকে এই অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষিগণ উপস্থিত প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই ডিসেম্বর। ই, ভি ওয়েষ্ট নেকট কিছু দিনের জন্য বহড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৮ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

টেলিগ্রাফ একাউণ্ট বিভাগের ইলিস সাহেব দরভাঙ্গা হইতে মজঃফরপুরে বদলী হইলেন।

বাবু ইন্দ্রবিহারী সিংহ সাহাবাদের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু শ্যামাচরণ দাস দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় তমোলুক বিভাগের ভার পাইলেন।

টি, বি লেন সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের লাণ্ড রেবেনিউ বিভাগের সেক্রেটারি হইলেন কিন্তু আপাততঃ যেমন করিতেছেন কলিকাতার কষ্টম কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট সেসিয়ন জজ ডবলিউ কর্ণেল সাহেব কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণা ও হুগলীর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ, ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

জে, টড্‌ড কিছুদিনের জন্য বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ও বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত জজ এবং অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

আটীয়ার ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম রিলি সাহেব ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আনন্দরাম বড়ুয়া কিছু দিনের জন্য আটিয়া বিভাগের ভার পাইলেন।

১৬ ই ডিসেম্বর। পি ক্রাইটন ডাক্তার কর্জ স্মিথ সাহেবের পদে শ্রীরামপুরের মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন

২১ এ ডিসেম্বর টি ই. কল্‌হেড শ্রীরামপুর এবং উত্তরপাড়ায় মিউনিসিপাল কমিশনর দিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন এবং ১৮৬৫ অব্দের ৫ আইন (বি, সি) অনুসারে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটী ভাড়াটিয়া গাড়ীর রেজিষ্টার হইবেন।

২২ এ ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকার মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন

আর এফ, বাম্পিন।

ডাক্তার ডি, বি স্মিথ।

এম, ডেবিড

এল হেয়ার ডবলিউ আর সিলার।

সি, ই গোলডসবেরি।

বাবু চন্দ্রকুমার বসু।

মদনমোহন বসাক

২২ এ ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নওয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটীর সভ্য হইলেন:—

মৌলবী আবদুল আজিম খাঁ

বাবু কালীপ্রসন্ন মজুমদার

" ব্রজকিশোর সেন

" চন্দ্রনাথ চৌধুরী

" হৃদয়কৃষ্ণ মিত্র

হোসেন আলী চৌধুরী।

বাবু ক্ষেত্রনাথ দাস

" কালীকিশোর গুহ

" লছমন প্রসাদ তেওয়ারি

" মাণিকচন্দ্র রায়

মহম্মদ পানা মিয়া

মানওয়ার মিয়া

" বাবু নবীন কিশোর রায়

" রামচন্দ্র লাহা

" তারকচন্দ্র চৌধুরী

টি. ই কল্‌হেড ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি. সি) অনুসারে হুগলীর রোডসেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই ডিসেম্বর। তমলুক বিভাগের ভার প্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ডিবেন্স ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকা বিভাগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বাবু অভয়চন্দ্র দাস

ডাক্তার ডি, বি. স্মিথ

বাবু মদনমোহন বসাক

" চন্দ্রকুমার বসু

বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সাতক্ষীরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন নদীয়ার সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি সবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ হইলেন এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মুন্সেফ বাবু নবচন্দ্র ভট্ট কিছুদিনের জন্য নদীয়ার সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ জি, সি, হোগ ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ১৯ এ ডিসেম্বর। প্রিন্স বিসমার্ক জর্ম্মণ সম্রাটের প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে জনশ্রুতি হয় তাহা সত্য, কিন্তু সম্রাট তাহাতে স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ ঘটে নাই।

কাউণ্ট আর্ণিমের ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

জাপান নামক মেইল ষ্টিমার ১৭ ই ডিসেম্বর হংকঙের ৬০ মাইল দূরে পুড়িয়া যায়। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

২৭ এ নবেম্বর যে মেইল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া বোম্বাই হইয়া যায়, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ডিসেম্বর। ম্যানিলা নামক যে জাহাজ বোম্বাই আসিতেছিল উহা জিব্রাল্‌টারের নিকটে মারা যায়। জাহাজস্থ লোকেরা রক্ষা পাইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ ডিসেম্বর। আলবানিয়ার স্কুটারিতে ঝড় কালীন বজ্রপাত হওয়ায় বারুদের কারখানা পুড়িয়া যায়। প্রায় ২০০ লোক হতাহত হইয়াছে।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ প্রদেশের ন্যায় মহাসভায় ইউরোপীয় প্রধান প্রধান গবর্নমেণ্টকে যে রুশীয় সম্রাট আহ্বান করেন, তাহারা সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

ব্রিষ্টলের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের বার্ষিক অধিবেশনের দিবস সার জর্জ কাম্বেল বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা যাহাতে সামাজিক বিষয়ে উন্নতি লাভ করে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের তাহার উপায় বিধানার্থ সম্যক্ যত্নবান এবং ভারতবর্ষের সর্ব্ব ব্যক্তি এবং সমাজ সম্বন্ধে সমদুঃখ সুখতা আবশ্যক।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছে।

		গম	ধান।	উত্তম।	সা[illegible]
				চাউল	চা[illegible]
		সের	সের	সের	
বর্দ্ধমান		৩	১৫	১৫	

বাকুড়া	।৪।	।৮	।২॥	।৮
বীরভুম	।২	।৫	।০॥	॥০
মেদিনীপুর	।২		।২	॥০
হুগলী	।০	।৩॥০	⁄৮॥০⁄৯	।৪।৪॥
হাবড়া	।৩৮		।৬	।০
কলিকাতা	।৩	।৭	⁄৮৸	।২
২৪ পরগণা	।৩।-।৪॥	।৪॥-।৬	⁄৮॥৵	।৩।⁄
নদীয়া	।৩⁄			।৪॥০
যশোহর	।৩।		।২	৮
মুর্শিদাবাদ	।৫	।৫ ॥৩	।১	।৬ ৯
দিনাজপুর	।২॥	।২	।৯	॥৪
মালদহ	।৮	৯	॥২	॥৮॥
রাজশাহী	।৪। ৫	।২	⁄৮ ৯॥	॥৪।৵
রঙ্গপুর	।১॥৵		⁄০৶	॥০॥৵
বগুড়া	।২		⁄৮।	৸২
পাবনা	।৩॥		⁄৮	।৮
দারজিলিং	⁄৭	⁄৫	⁄৪	।২
জলপাইগুড়ি	⁄৯		।২	॥২⁄
ঢাকা	।৩	॥০	।৬	॥০
ফরিদপুর	।২॥		⁄৮	।৮
বাখরগঞ্জ				॥০
ময়মনসিংহ	।২		।১	॥২॥
চট্টগ্রাম	⁄৯॥		।২	।৯
নওয়াখালী			।৩	।৮
ত্রিপুরা	।০॥৵		⁄৯	॥৪
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ			।০॥	।১⁄
ত্রিপুরা পর্ব্বত	⁄৮		॥০	॥৩॥
পাটনা	।৯	৸০	।২	॥৪
গয়া	৮	॥০	।১	॥৩
শাহাবাদ	।৮	॥৪	।১॥	॥০
ত্রিহুত	।৫	।৬	।০	॥৩
সারণ	।৭	॥৫	⁄৯	॥৭
মুঙ্গের	।৮৶	॥১⁄	।০⁄	।৬॥
ভাগলপুর	।০॥৶	।০৶	।৭॥৶	॥৫
পূর্ণিয়া	।৬		॥৬	॥৭
সাঁওতাল পরগনা	।৪		।৩	॥০
[illegible]	।৮৵		।৭⁄	[illegible]
[illegible]	৪৶		।৭⁄	।০⁄
[illegible]	।৬		।৮	॥৪
[illegible]	।২	।৩-।৮	⁄৮॥	।৭
[illegible]	⁄৯॥		০॥০	॥৬
[illegible]	১		।০	॥৮
[illegible]	।০॥	।২ ॥০	।৭॥	॥৪

—•—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৮ ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	২	৬
সুবপুর ও মাইলের মধ্যে	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১	৩
ভাণ্ডারপাড়া	১	২
তথা হইতে হাটবোলিয়া	১	৩
তথা হইতে কট ১ নং	৯	৬
তথা হইতে বোলমারি	২	৯
তথা হইতে আলিকদহ	২	৯
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২	৯

সন ১৮৭৪ সালের ২১ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৩	৯

বহরমপুর ১১ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ } টি, এইচ উইক্ স্ সি. ই, এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামনাথ গুহ রায়—পাটগ্রাম ১০
" জিনাতুল্লা তহশীলদার—দিনাজপুর ৫॥০
" " তারিণীচরণ ভাদুড়ী—গাজিপুর ১০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশীমবাজার ১০
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরি ৫॥০
" " গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী—সাকরাইল ১০
" " কৃষ্ণমোহন মিত্র—জয়নগর ১০
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী—কুচবিহার ১০

—•—

১২৮১ সালের পৌষ ও ১৮৭৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশ হইল।

সাজিহানপুর জ্ঞানবিকাশিনী সভা।
শ্রীরামপুর পবলিক লাইব্রেরি।
মাজিরা নিউস পেপর—শিবসাগর।
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র—ইন্দোর।
" " ভোলানাথ ঘোষ—মৃজাপুর।
" " উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—দানাপুর।
" " তারাপ্রসন্ন গুপ্ত—ভাগলপুর।
" " গোবিন্দচন্দ্র লাহিড়ী—রাজমহল।
" " শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী—পানিহাটী।
" " চন্দ্রকুমার দাস—পাংশা।
" " মহিমচন্দ্র বসু—ডাউহকান্দি।
" " লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—ছাপরা।
" " যদুনাথ মজুমদার—পাথরা গ্রাম।
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার—গোবরডাঙ্গা।
" " উদয়চন্দ্র দাস বেরা জমীদার—চকুত্তর
" " বিপিন বিহারি মল্লিক—গোবরডাঙ্গা।
" " অভয়কুমার সেন—জাহানাবাদ।
" " দ্বারকানাথ প্রধান—কন্যাদহ।
" " রামদুলাল চট্টোপাধ্যায়—বানাইল।
" " চন্দ্রশেখর সান্ন্যাল—কুসুমবাড়িয়া।
" মহারাজ কেশবকান্ত সিংহ আসাম গৌহাটী।
" " অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী মহিয়াড়ী
" আলীমর্দ্দিন মুন্সি মোক্তারকার দৌলত খাঁ।
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাগডাঙ্গা।
" " নিতাই প্রসাদ বসু দেওয়ান টুনী।
" " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পীলা গ্রাম।
" " কৃষ্ণলাল চৌধুরী মালদহ।
" " ছবিলাল সরকার মোক্তার। রাজমহল
" " গৌরচন্দ্র রায় মৌগ্রাম।
" " দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানভূম।
" " রঘুমণি বিশ্বাস বাকিপুর।
" " জগেন্দ্র মল্লিক মেদিনীপুর।
" " সর্ব্বেশ্বর ঘোষ বড় আগুলি।
" " যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
" " দ্বারকানাথ রায় শুকল।
" " ভবকুমার সরকার করচমাড়িয়া।
" " সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রোজস্তার করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২১ এ পৌষ। ইং ১৮৭৫। ৪ ঠা জানুয়ারি।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসীন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাসুল ।৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায় আবশ্যক হইলে ল ঙ্কি পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৭৮ নং বাটী।

—:•:—

জিলা মুরশিদাবাদের কলেক্টরি ভুক্ত আমার জমিদারির অন্তর্গত দেবগ্রাম দিগরের ১৭০ নং কিসমত দেবগ্রাম, ১৯৪ নং কিসমত ভদ্রপুরদিগর, ৩৭৫ নং তরফ চরকা পাড়া ও ময়াগ্রাম পত্তনি দেওয়া হইবেক যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমার সদর কাছারির নাএব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বাগচী ও রাজ কুমার মজুমদার সমীপে লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

মুক্তাগাছা
৭ ই পৌষ
১২৮১

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
জমিদার আলাপ সিংহ
ওগয়রহ।

—•:•—

বারুইপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ঔষধালয় ও বঙ্গ রজনী বিদ্যালয়ে যদি কেহ কোনরূপ সাহায্য করিবার মানসে টাকা বা নোট পাঠাইতে অভিলষিত হন, তাহা হইলে অপর কোন ব্যক্তির নামে পত্রাদি না পাঠাইয়া স্বয়ং অধ্যক্ষ্যের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীতারকদাস সর্ব্বাধিকারী
সাং বারুইপুর।

—•—

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্যাবধি আমি আমাদিগের পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বোপার্জ্জিত অভিনব উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব আমার নিজকৃত সমুদায় বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

বারুইপুর
১৮ ই পৌষ

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায়
চৌধুরী।

—•—

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের

মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অচিরে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গ গ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে এবং গোয়ালন্দে আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করায় আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ এ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে।

১২৮১
২ রা অগ্রহায়ণ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর।

—•:•—

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সংস্থাপিত।

প্রায় ৯ বৎসর হইল, এই উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ছাত্রগণ প্রতিবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আনুকূল্য ৮০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়টীর নিজস্ব একটী গৃহ না থাকাতে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই অভাব মোচনার্থ উদ্যোগ করা গিয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটী সম্পন্ন হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য। এই নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই শুভ কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়
২৪ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীমীর মোশারফ হোসেন নামক একজন মুসলমান গত সনের ১০ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে এই ভাবে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে, বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না ইত্যাদি। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাঁহার নিকট বসন্তকুমারী নাটক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতির বাবত ৮৪।৶১০ বাকী ছিল, তাহা না পাওয়াতে যন্ত্রালয়ের রীত্যনুসারে সমস্ত পুস্তক ওয়াপাস দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞাপন প্রকাশক প্রার্থনামত সময়ে সময়ে প্রায় এক শত পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল। মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত দেখিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পাওনা টাকার দাবীতে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১১ ই আগষ্ট সোমবার উক্ত আদালতের দ্বিতীয় জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের এজলাসে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মোকাবেলায় আসল ৮৪।৶১০ ও খরচার ডিক্রী হইয়াছে। সোমপ্রকাশের উক্ত বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কিছুই পাওনা নাই, কিন্তু বিচারপতির সম্মুখে প্রতিবাদীহলফ করিয়া স্বয়ং স্বীকার করেন যে, ২০। ২৫ টাকা পাওনা হইবে। কিন্তু আদালতের সুক্ষ্মবিচারের উচিত মত উপযুক্ত দাবীই ডিক্রী হইয়াছে। তথাপি তিনি এ পর্য্যন্ত ডিক্রীর টাকা ও মকদ্দমার খরচা জমা দেন নাই। আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা প্রদান না করিলে তাঁহার নামে " বডিওয়ারেণ্ট " বাহির হইবে। আর প্রকাশ্য পত্রে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া টাকা পাইয়াও পুস্তক ছাড়িয়া না দিবার যে অপবাদ দিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তজ্জন্যও যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় শীঘ্রই সম্ভ্রমের ক্ষতি পূরণার্থ স্বতন্ত্র অভিযোগ উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইবেন।

২০ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রিণ্টার
নূতন বাঙ্গলাযন্ত্র।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ৩২। ১ নং বীডন ষ্ট্রিট স্কুলবুক প্রেসে বিক্রীত হইতেছে।

চাইলডস ফার্ষ্ট গ্রামার-এডাম্‌স, লেথাম এডামস এবং বেনের মতানুসারে লিখিত, পি,সি সরকার প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

নেটিব চাইলডস এরিথমেটিকাল টেবলস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /০ আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵ আনা।

ট্রি অব ইনটেম্পারেন্স প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য ৷০ আনা।

এলিমেণ্টারি হিষ্টরি অব ইংলণ্ড। অনেকগুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব মূল্য ১৶ আনা হইতে কমাইয়া ৸০ আনা স্থির করা হইয়াছে।

অধিকসংখ্য পুস্তক একত্র লইলে অধিক করিয়া কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং সিয়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণ বৈঠকখানা সার্পেণ্টাইন লেন ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য। মূল্য নগদ।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব।

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রহ্য।

এই মহৌষধ সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত এবং আমাদিগের আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী জ্বর কাশ গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য সার ডাকমাসুল ৩।০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩।০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃতঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

—০০০—

সোমপ্রকাশ।

২১ এ পৌষ সোমবার।

ভারতবর্ষের অবস্থা।

ওয়েষ্টমিনিষ্টরের গ্রেটজর্জ ষ্ট্রীটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েশনসভার যে অধিবেশন গৃহ আছে, ২৫ এ নবেম্বর তথায় সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর চারলস উইঙ্গফিলড কে, সি, এস, আই, সি, বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতা ও রাজস্ববিষয় প্রসঙ্গ লইয়া কথোপকথন হয়। মেজর জেনরল ডবালউ. এফ, মারিয়ট এই ভাবে বলিলেন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ। যাঁহারা ভারতবর্ষশাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ এ জ্ঞানে অন্ধ। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী, তাঁহারাই ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। তাহাতেই অধিকতর অনিষ্ট ফল ফলিতেছে।

মেজর জেনরল মারিয়ট যথার্থ কথাই কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের তুল্য দরিদ্র দেশ আর নাই। এখানকার ভূমি স্বর্ণপ্রসূ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু নানা কারণে ইহা নিতান্ত দীন দশা প্রস্ত হইয়া আছে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা ধনিসন্তান। তাঁহারা কখন দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করেন নাই, সুতরাং দারিদ্র্য কষ্ট অনুভব করিতে পারেন না। ভারতবর্ষকে ধনী বলিয়া তাঁহাদিগের সংস্কার আছে। সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আইন আদালত ও টাক্স প্রভৃতির সৃষ্টি করিতেছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দশার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা ভারতবর্ষের অনেক গ্রাম ও নগরে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, যেখানে যাই, সেই খানেই দারিদ্র্যের পরিচয় পাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নগরে কয়েক ধনি ভিন্ন যাবতীয় লোকেই প্রায় দুর্দ্দশাপন্ন। নিম্ন শ্রেণীর দশা দর্শন করিলে অশ্রুজল নয়ন যুগল হইতে আপনা হইতেই বহির্গত হয়। ভূস্বামিদিগের দশাও ক্রমে মন্দ হইতেছে। মধ্যে বাঙ্গালাদেশের লোকে কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইয়াছিল। সাংক্রামিকজ্বরে দুর্ভিক্ষে ও ঝড়ে ইহাদিগকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আমরা যে গ্রামে যাই ও যে গ্রামের অবস্থা বৃত্তান্ত শুনিবার অভিলাষ করি, সেই গ্রামের লোকে অথবা সেই গ্রামের অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, গ্রামের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন আর তাহার কিছু নাই। অন্য গ্রামের কথা থাকুক, পাণ্ডুয়া এমন একটী প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম তাহার এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে যে তথায় পানীয় জল মিলে না। গ্রামের কাহারই এরূপ সঙ্গতি নাই যে পুরাণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা নূতন পুষ্করিণী খনন করেন। মুরসিদাবাদ ও বহরমপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেখানেও ঐ প্রকার দুঃখের আবেদন। ক্ষুদ্র গ্রাম গুলির ত কথাই নাই। তাহাতে প্রবেশ করিলেই তাহার হীন দশা নয়নগোচর হইয়া থাকে। গ্রাম মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ ও ক্ষমতাপন্ন লোক নাই বলিলেই হয়। অপদার্থের দলই প্রবল। অনেকের অতি কষ্টে দিন পাত হয়।

বাণিজ্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরম মঙ্গল হইবে। তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, ক্রমে ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া তাহার পূরণ করা কর্ত্তব্য। একথাটী ভারতবর্ষের কল্যাণকর নহে। এক ভূমি ভারতবর্ষের ধন। ভূমি [illegible] বহীরো [illegible] ছে। সেই ভূমি [illegible] করা হইবে। ভূমি সম্বন্ধে যে কিছু গোল যোগ আছে তাহার মীমাংসা করা ও স্বল্প পরিমাণে এবিধ কর নির্দিষ্ট

করিয়া তাহা চিরকালের নিমিত্ত স্থিরতর করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ড যে যে অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, মেজর মারিয়ট তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই ভারতবর্ষকে ঋণ করান হয়, কিন্তু ইংলণ্ড তাহার দায়ী হন না। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ড ভারতবর্ষের স্কন্ধে অসঙ্গত ব্যয় ভার নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। উহাই উহার ঋণ বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। ইংলণ্ড আফগান যুদ্ধের এক পয়সাও দিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষকে পারস্য চীন ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ের অংশ দিতে হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ইংলণ্ড যাবৎ ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখী না হইবেন, ভারতবাসিদিগকে শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না দিবেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষেরা ভারতবাসিদিগের সুখ দুঃখের অনুভবশালী না হইবেন, তাবৎ ভারতের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গালিদিগের নূতন করিবার ক্ষমতা।

বাঙ্গালিদিগের পুরাণ লইয়াই নাড়া চাড়া, নূতন করিবার ক্ষমতা নাই। এই তাঁহাদের অপবাদ হইয়াছে। বিধাতা বাম হইয়া ইহাদিগকে নূতন করিবার ক্ষমতায় এক কালে বঞ্চিত করিয়াছেন অথবা ইহাদিগের নূতন করিবার বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, কোন নিগূঢ় কারণ প্রভাবে তাহা প্রকাশ পাইতেছে না? বাঙ্গালিরা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নূতন করিবার ক্ষমতা হইতে স্বভাবতঃ বঞ্চিত, ইহা সম্ভাবিত নহে। যাবৎ কষ্ট বোধ, প্রয়োজন জ্ঞান ও স্বার্থ লাভের আশা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া না উঠে, তাবৎ মানুষ অলস অধ্যবসায়হীন ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালিরা এতদিন স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। সামান্য পরিশ্রমে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং তাহাদিগের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণ প্রকাশের প্রয়োজন হয় নাই। এখন দিন দিন তাঁহাদিগের নানা বিষয়ে কষ্ট বোধ প্রয়োজনজ্ঞান ও স্বার্থ লাভের আশা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, দিন দিন তাঁহাদিগের উৎসাহ অধ্যবসায় ও নূতন করিবার ক্ষমতার পরিচয় হইতেছে। যাহাতে মানুষকে উচ্চ পদবীতে অধিরোহিত করে, বাঙ্গালির সে সমুদায় গুণ আছে, কারণ বিরহে তাহা এতদিন মলিন ও প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে যে কার্য্যে দিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিবেন। এ দেশে অধিক লোকে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে ইংরাজদিগের কর্ম্মার্থির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িল। সেই সংখ্যা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। এণ্ট্রান্স, এল, এ, বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি পরীক্ষার নিয়ম হইল, বাঙ্গালিরা তাহাতে পরাঙ্মুখ না হইয়া সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ক্রমে সেই সকল পরীক্ষা অধিক কঠিন করা হইতে লাগিল, বাঙ্গালিরা তাহাতেও কৃতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। সিবিল সর্ব্বিস পদের পরীক্ষার সৃষ্টি করা হইল, বাঙ্গালিরা তাহাতেও প্রবৃত্ত ও কৃতকার্য্য হইলেন। ক্রমে সেই সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় এরূপ কতকগুলি প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইল যে বাঙ্গালিরা সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন। কিন্তু বাঙ্গালিরা তাহাতেও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কেবল সিবিল সর্ব্বাণ্ট ও বারিষ্টর বলিয়া নয়, বাঙ্গালিরা বাঙ্গলায় বসিয়া সহস্র ইংরাজের মধ্য হইতে পুরস্কার লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা যে কারণে এত কথা কহিলাম তাহা এই, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা লিখিয়াছেন, কুমারখালিতে বস্ত্র বয়নকারী জোলা নামে এক জাতি আছে। তাহারা সম্প্রতি বিলাতি র‍্যাপারের অনুকরণ করিয়া কার্পাসসূত্র দ্বারা এক প্রকার র‍্যাপার প্রস্তুত করিতেছে। ইহা দেখিতে ঠিক বিলাতি র‍্যাপারের ন্যায়, কোন অংশে বিভিন্ন নহে, ইহা দরিদ্রদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। উক্ত জোলারা নিজবুদ্ধি কৌশলে এক প্রকার নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে। ইহাতে উহাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইতেছে। ঐ সকল বস্ত্র এত সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছে যে, সকলেই উহা ক্রয় করিতে পারে। এই জন্য আজি, কালি কুমারখালিতে এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী হাটে কেবল র‍্যাপারই বিক্রীত হইতেছে। বহুদূর দেশ হইতে ব্যাপারীরা আসিয়া উহা লইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে উহা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে। এমন কি প্রতিহাটে ৩।৪ হাজার টাকার র‍্যাপার বিক্রীত হইতেছে। ইহাতে জোলারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশে শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যের উৎসাহ দেন, এদেশের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। যাহারা বিনা শিক্ষায় এতদূর করিতে পারে, তাহারা শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে যে কতদূর করিয়া উঠে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।

আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণর জেনরল লার্ড নর্থব্রুক মহোদয় বঙ্গদে-

শের গত দুর্ভিক্ষকালে সদয় হৃদয়ে যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছেন, তদর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ ২৯ এ ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপনীত হইয়া এক খানি কৃতজ্ঞতা পত্র প্রদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে যে কাজ করা হয়, গবর্ণর জেনরল দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা হইতে আগমন করিয়া প্রজাবাৎসল্যের যে পরিচয় দেন, কর্ম্মচারিরা যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন, পত্রমধ্যে সেগুলির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে গবর্ণর জেনরলকে এই অনুরোধ করা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রজাগণের দুঃখে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডের লোকেরা যে সাহায্যদান করিয়াছেন, তদর্থ বঙ্গবাসিরা যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন, গবর্ণর জেনরল তাহা তাঁহাদিগের গোচর করেন।

গবর্ণর জেনরল উহার যথাযথ উত্তর দান করিয়াছেন। তাঁহার উত্তর দান চতুরতা দেখিয়া আমাদিগের চিত্ত পুলকিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ এক স্থানে কহিয়াছিলেন, প্রথমে দুর্ভিক্ষকে যেরূপ শঙ্কা করা হয়, পরিশেষে প্রমাণ হইল, সেরূপ নয়। ইহার উত্তরে লার্ড নর্থব্রুক বলেন, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত যখন যে কোন সংবাদ জানিতে পারেন, তাহা সাধারণের গোচর করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রতীকারার্থ কি উপায় অবলম্বন করিবেন সেই বিষয়টী ভিন্ন আর কোন বিষয় গোপন করেন নাই সকলের মতে কাজ করা হইয়াছে। প্রকারান্তরে এই কথা বলা হইল ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণই প্রথমে দুর্ভিক্ষকে নিতান্ত দারুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা সমুদায় ভারতবর্ষের না হউন বঙ্গদেশের প্রতিনিধি। সভা বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এটী অতি উত্তম কাজ হইয়াছে। অন্যথা বঙ্গদেশ অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দিত হইতেন। এস্থলে আমরা একটি প্রস্তাব করিতেছি, লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ দয়ালুতা ক্ষিপ্রকারিতা ও বিবেচনাকারিতা সহকারে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিরসম্মানার্থ একটী বিশেষরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উপায় করা বিধেয়। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ উদ্যোগী হইয়া বঙ্গদেশে চাঁদা করুন এবং তাঁহার চিরস্মরণার্থ হয় একটী ব্যায়াম বিদ্যালয় না হয় একটী শিল্পবিদ্যালয় অথবা একটী অনাথনিবাস প্রতিষ্ঠা করুন। এই প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এই ফল হইবে, যাঁহারা বঙ্গদেশকে সাঙ্গিনের ভয় প্রদর্শন করিয়া স্ববশে রাখিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এই শিক্ষা হইবে, বলদ্বারা প্রজা শাসন করিবার চেষ্টা করিলে প্রজারা অনুরক্ত থাকে না। স্নেহ প্রদর্শন করিলে বিনা সৈন্যে তাহাদিগকে শাসনে রাখা যায়। তাহারা চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকে। উক্ত সভ্যগণ সর রিচার্ড টেম্পলের নিকটেও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এটী আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের বিষয়। সর রিচার্ড এ বিষয়ে অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবও আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন। তিনি এ বিষয়ে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

পত্রীসমাজ।

আর্য্য দর্শনের একটী প্রস্তাব আমাদিগের এ প্রস্তাবের জন্মদাতা। সে প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র ছিল বলিয়া অনুমান করেন। আর্য্য দর্শনের লেখক পল্লী সমাজকে সেই সাধারণ তন্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। এ সমাজবিধি অতি প্রাচীন কালের সৃষ্টি। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। মিতাক্ষরাদি গ্রন্থে আছে রাজারা শ্রেণী পূগগণাদি কৃত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতেন না, উহাদিগের কৃত মীমাংসারও অন্যথাচরণ করিতেন না। আর্য্য দর্শনের লেখক এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। তাহাতেই তাঁহার ভ্রম জন্মিয়াছে।

মুসলমানেরা দীর্ঘকাল এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তর স্পর্শ করেন নাই। সমাজ যেমন তেমনি ছিল। উহার কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় নাই। সমাজের লোকেরা সামাজিক কার্য্য, বিচার পতির কার্য্য শাসন কর্ত্তার কার্য্য, পুলিসের কার্য্য, সমুদায় সম্পন্ন করিতেন। আমরা বাল্যকালে (প্রায় ৪৫ বৎসরের কথা) দেখিয়াছি, গ্রামের দুই ব্যক্তিতে পরস্পর বিবাদ করিল, দুই জনেই গ্রামের প্রধানের নিকটে গেল, তিনি উভয়ের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। কাহার কোন দ্রব্য চুরী গেল। সে সেবিষয় প্রধানের গোচর করিল। তিনি চৌকীদারকে ডাকাইয়া তাহাকে শাসন করিয়া দিলেন। চৌকীদার ঐ ব্যক্তির চোরিত দ্রব্যের মূল্য দান করিল। এখন ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত (অন্ততঃ রাজধানীর নিকটে) হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজ সংসর্গ ও ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন হিন্দু সমাজের অন্তর্ভেদ করিয়াছে। যাহার কোন ক্ষমতা নাই, নিতান্ত অপদার্থ সে ব্যক্তিও এখন স্বাধীন ভাব প্রদর্শন করে। সমাজের প্রধানের কথা গ্রাহ্য করে না। সুতরাং সমাজের [illegible] নিকটে বিবাদের মীমাংসা [illegible] বিবাদের নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা [illegible]। উক্ত সকল কারণ গুলির প্রভাবে সমাজ বন্ধন যে কেমন শ্লথ হইয়াছে, মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গদেশের ত কথাই নাই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতিতেও বঙ্গদেশের সদৃশ শোচনীয় দশা ঘটিতেছে।

নিম্নে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মকদ্দমা সংখ্যা বৃদ্ধির যে উদাহরণটী প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত মকদ্দমার সংখ্যা ৯৯৯১৪ ছিল, ১০২৫১৮ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাথমিক মকদ্দমা ৮৯৪১০ এবং আপীলী মকদ্দমা ১৩১০৮। গত বর্ষের পূর্ব্ববর্ষে ৯৮৪৭৭ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। গত বর্ষে ১০৩৫৪৫ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তাহার মূল্য ২১৪৭৫২৮০ টাকা। প্রত্যেক মকদ্দমার গড়মূল্য ২৮ টাকা। রেবেনিউ কোর্টেও মকদ্দমার সংখ্যা ৬৮৯০০ ছিল, ৭১১৮৩ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দে উক্ত মকদ্দমার সংখ্যা ৫৬৬৭২ মাত্র ছিল। বৎসরের শেষে কোন মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে বাকি ছিল না। ১৮৭২ অব্দে বাকী খাজনার মকদ্দমার সংখ্যা ৪৪৮৯৮ হইতে ৫১২৫৪ বৃদ্ধি হয়। দেওয়ানী আদালতের আয় ১৭৮০৪১৩ ছিল, ১৮৭৩৭১৫ হইয়াছে ব্যয় ১৫৩৮৬৯৪ টাকা।

সমাজ মধ্যে যখন সমাজ প্রধানের কর্ত্তৃত্ব ছিল, তখন অনেক অবিচার হইত, এবং চৌকীদার প্রভৃতির প্রতি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্ত হওয়াতে সুক্ষ্ম বিচার হইতেছে, আর সে প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ডের অনুষ্ঠানও হয় না। তবে আমরা সেই পরিবর্ত্ত দশাকে শোচনীয় দশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম তাহার কারণ এই, এখন যেমন কিঞ্চিৎ সুক্ষ্ম বিচার হইতেছে ও আংশিক কষ্টের নিবারণ হইয়াছে, তেমন মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়া রূপান্তর কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের লোকের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এটী চিন্তামণির দ্বারা কাচক্রয় তুল্য হইয়াছে। একপ অনর্থকর পরিবর্ত্ত না হইয়া যদি আমাদিগের সেই পল্লী সমাজ প্রণালীর দোষ গুলি সংশোধিত হইয়া উহার উৎকর্ষ সম্পাদিত হইত, তাহা আমাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির নিদানভূত হইত সন্দেহ নাই। ইদানীন্তন রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই পুরাতন পল্লী সমাজ প্রথার ও স্বাধীনতার উন্মূলন করিয়া তৎপদে যে মিউনিসিপাল ব্যবস্থা ও স্বাধীনতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। এদেশের লোকে যে এ স্বাধীনতার ফল ভোগে সমর্থ হইবে, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। মরু প্রধান দেশে যে বৃক্ষের জন্ম উক্ত প্রদেশে তাহার বদ্ধমূল হইয়া সতেজ হওয়া ভার।

কথা আখ্যায়িকা ও নাটকের প্রাদুর্ভাব।

আমরা বঙ্গদেশকে যত আধুনিক মনে করি, ইহা বাস্তবিক তত আধুনিক নয়। মহাভারত ও কালিদাসাদি প্রণীত গ্রন্থাদিতে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এত দিনের যখন বঙ্গদেশ, তখন বাঙ্গলা ভাষা এখানে বহুদিন প্রচলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজিও ইহার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হইল না, এটী বড় আশ্চর্য্যের কথা। ইহা এত দিন নিতান্ত উপেক্ষিত ছিল। উপেক্ষার এই কারণ অনুমান হয়, এদেশে সেদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধন করিবেন, তাঁহারা সংস্কৃতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াই প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার লোক ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিও হয় নাই। তবে দুই একজন মধ্যে মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষা না থাকাতে বাঙ্গালা ভাষায় হৃদয়গত ভাবগুলি প্রকাশ করিয়া যান। তাহাতেই দুই এক খানি বাঙ্গলা গ্রন্থের সৃষ্টি হয় এবং আমরা বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ প্রভৃতি দুই একজন কবির নাম শুনিতে পাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার কিছু সমাদর হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেও সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তাহাতেই মহাকবি ভারতচন্দ্রের কবিত্বকীর্ত্তি ভারতবর্ষকে সমুজ্জ্বল করিয়া আছে। তাহার পর রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও বাঙ্গালা ভাষার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। একণে যে বাঙ্গালা ভাষা লোকে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিদ্যাসাগর যে পথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অনেকে ভ্রমান্ধ হইয়া সে পথ দেখিতে পাইতেছেন না। বিপথে বিচরণ করিতেছেন। এটী আবার বাঙ্গালা ভাষার একটী নূতন অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রসকল দিন দিন রাশি রাশি কথা আখ্যায়িকা ও নাটক প্রসব করিতেছে, কিন্তু উহার অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা এক বিজাতীয় বাঙ্গলা ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সম্ভাবনা নাই। উহাতে ভাষার যে অধোগতি হইবে বরং তাহারই অনুমান হইতেছে।

বঙ্গ বিজেতা নামে ইতিহাসমূলক এক খানি নূতন আখ্যায়িকাই আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবতারণার কারণ। গ্রন্থ খানি বহুগুণ সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এক ভাষা দোষ দারিদ্র্য দোষের ন্যায় গুণরাশিনাশী হইয়া উঠিয়াছে। রচনাটীতে এই দোষ দেখিয়া আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। সেটী এই, যাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে, তাঁহারা বিশেষরূপে, সংস্কৃতের আলোচনা করুন। সংস্কৃতের সবিশেষ আলোচনা ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষা সুমিষ্ট রীতিবিশুদ্ধ ও বশ্য হয় না। ভাষা মিষ্ট রীতিবিশুদ্ধ ও বশ্য না হইলে গ্রন্থকার হইবার চেষ্টা বিষম বিড়ম্বনা।

এস্থলে আমরা একটী মনোরথ ব্যক্ত করিতেছি। অনেকের সংস্কার আছে, যাহাতে অক্লিষ্ট পরিশ্রম, প্রগাঢ় চিন্তা, বিশুদ্ধ তর্কশক্তি, ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন, বাঙ্গালিরা তাদৃশ নূতন গ্রন্থ রচনায় পটু নহেন। পুরাতন লইয়াই ইহাদিগের যে

কিছু কুণ্ঠিত্। কিন্তু নূতন নূতন কথা ও আখ্যায়িকাদির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে এই আশার সঞ্চার হইতেছে যে ইহাঁরা ক্রমেই উল্লিখিত প্রকার গ্রন্থের রচনায় পটু হইবেন। উক্ত কথা ও আখ্যায়িকাদি গুলিতে যদিও ইংরাজীর গন্ধ কম কিন্তু রচয়িতাদিগের উহাতে ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। তাহাতেই আমাদিগের মনে হইতেছে ক্রমে ভাল ভাল গ্রন্থকারও জন্ম গ্রহণ করিবেন। নৈসর্গিক নিয়ম এই, ক্রমেই হয়, যুগপৎ হয় না।

—•—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বঙ্গ বিজেতা (১)। এ খানি সম্রাট আকবরের সময়ের ইতিহাসমূলক উপন্যাস। গল্পটী অতি চমৎকার হইয়াছে। বর্ণনাগুলিও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বর্ণনার বিশেষ গুণ এই, যখন সেগুলি পাঠকরা যায়, বোধ হয় বর্ণনীয় বিষয়গুলি যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে যে রসভাব সন্নিবেশ করা হইয়াছে, পাঠকালে হৃদয় মধ্যে তাহারও সম্পূর্ণ ক্রিয়া হইতে থাকে। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়গত ভাবগুলি এমন সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে বোধ হয় লেখক যেন তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমুদায় দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও বাস প্রণালী প্রভৃতিরও সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহাশ্বেতার মানোন্নতচিত্ততা ও তেজস্বিতা, সরলার সরলতা ও কমনীয় ভাব, বিমলার ঔদার্য্য ও অভিমানোন্নতা ও কর্ত্তব্যপরতা, তোদর মল্লের রাজনীতিজ্ঞতা দূরদর্শিতা ও বিশ্বস্তাকারিতা, শকটসিংহের পৌরুষ পরাক্রম ও উদার ব্যবহার, এবং সুরেন্দ্রনাথের স্বার্থত্যাগ নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি, অসীমসাহস, বীরপুরুষোচিত বদান্যতা ও সমুদায় ব্যবহার, এগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। গ্রন্থকার একটী নূতন বিষয় হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রথমে সরলার অনুরাগ জন্ম। বিমলা তাহা জানিতে পারেন নাই, তাঁহারও অনুরাগ সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি যখন জানিতে পারিলেন সরলা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিবাহ করিবেন না। শেষে তিনি শোকে ও অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেন। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা আছে। একের প্রতি উভয় নায়িকার প্রণয় সঞ্চার হইলে উভয়ের তাহার পাণিগ্রহণে দোষ হয় না। তথাপি গ্রন্থকার বিমলাকে সুরেন্দ্রের পাণিগ্রহণ বিষয়ে হতাশ করিয়া তাঁহাকে যে প্রাণত্যাগ করাইলেন, তাহাতে এই বোধ হইতেছে গ্রন্থকর্ত্তার ইচ্ছা এই যে হিন্দুসমাজে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকে। স্ত্রীলোকদিগের যত্নেই তাহা পরিত্যক্ত হয়।

সহজে নীতিশিক্ষাদান কথা ও আখ্যায়িকা প্রভৃতির অন্যতর উদ্দেশ্য। সতীশচন্দ্র ও শকুনির অপরাধানুরূপ দণ্ড হওয়াতে সে উদ্দেশ্যটী সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমরা বর্ণিত গ্রন্থের প্রধান দোষের মধ্যে এক রচনারই যে দোষ দেখিতে পাই। আমাদিগের নবযুবকেরা যেমন ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিতে শিখিতেছেন, তেমনি ভাল করিয়া ভাষাটীও লিখিতে শিখুন। ভাষার রচনা বিষয়ে শিক্ষাদানই সাহিত্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

২। বঙ্গভূষণ (২)। এখানি কাব্য গ্রন্থ। বাঙ্গালাদেশের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের গুণাবলী বর্ণন করিয়া এখানি বিরচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাবপূর্ণ ও মধুর হইয়াছে।

৩। সমদর্শী (৩)। এখানি মাসিক পত্র।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত, বহুবাজার ষ্ট্রীট ১১৯ নং ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১। এক টাকা চারি আনা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। কলিকাতা সমুদ্রা মানিকতলা ষ্ট্রীট ১৩৮ নং বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ||০ আট আনা।

(৩) শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১১ নং কালেজ স্কোয়ার রায় প্রেসে মুদ্রিত প্রতি সংখ্যা মূল্য ||০ আনা।

ইহার নামদ্বারাই ইহার উদ্দেশ্য ও ইহার প্রচারের প্রয়োজনাদি পরিস্ফুট হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা দোষে দূষিত না হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই লিখিত প্রস্তাব দৃষ্ট হইল। প্রস্তাব ও রচনা উভয়ই ভাল হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই পৌষ সোমবার।

২২ এ ডিসেম্বর তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, ডফ্লাদিগের অন্যতর সর্দ্দার পাক কি ৫ জন বন্দীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, উহারা একণে সেনাপতি ষ্টাফোর্ডের শিবিরে রহিয়াছে। এই সর্দ্দার নিজে কোন উপদ্রব করে নাই। ডরিপো নামক আর একজন সর্দ্দারের নিকট হইতে একজন বন্দী পলাইয়া শিবিরে আসিয়াছে।

২৩ এ ডিসেম্বর এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে। অদ্য এবর সর্দ্দার পাক কি শিবিরে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

বোম্বাইয় পারসি জালভয় ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের গ্লানিসূচক যে এক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং যাহাতে পারসিদিগের সহিত মুসলমানদিগের ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া যায়, তিনি আবার সম্প্রতি আর এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে মুসলমানদিগের কুৎসিত ছবি সকল আছে, ইহাতে মুসলমানেরা অপমানিত বোধ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ২৫ এ ডিসেম্বর পারসি দলে সভা ভঙ্গ উপস্থিত হয়, মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পুনরায় অত্যাচার ঘটনার সম্ভাবনা হওয়া উঠে, একদল পুলিস ও একদল সৈন্য শান্তিরক্ষার্থ প্রস্তুত ছিল। কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগের হস্তে অস্ত্র দিতে সাহসী নহেন। বোম্বাইয়ে এক কোটি দশ লক্ষ লোকের বাস, ইহার মধ্যে ৭০২১ জনের অস্ত্র ধারণ করিবার অনুমতি আছে।

ব্রহ্মদেশের রাজা সম্প্রতি সিংহলের বৌদ্ধ মন্দির সকলের জন্য ৬০ হাজার টাকার উপহার প্রেরণ করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত বৃহস্পতিবার ইন্দোরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার আফিসটী সমুদায় কাগজ পত্র সহিত পুড়িয়া গিয়াছে।

আমাদিগের গবর্ণমেন্ট ব্রহ্মদেশের রাজাকে অস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল আমদানী করিতে নিষেধ করাতে এক্ষ চীন যুদ্ধে যে সকল শিখ সৈন্য অস্ত্র লইয়া তাঁহার রাজ্য দিয়া গমন করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হিন্দু রঞ্জিকা এদেশের উন্নতি কল্পে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে আমাদের নষ্ট ধনসম্পত্তির পুনরুদ্ধার হয়, তদর্থ সর্ব্বসাধারণের সমবেত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত আমরা সাধ্যানুসারে স্বদেশোৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য ভিন্ন দেশান্তরের দ্রব্য ব্যবহার করিব না। অগ্রে স্বদেশের বিদ্যা স্বদেশের জ্ঞান স্বদেশের ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিব পশ্চাৎ বিদেশীয় বিদ্যাদির রসাস্বাদন করিব। বোম্বাই বাসীরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক উন্নতি লাভ করিতেছে।

বরিশাল বার্ত্তাবহ বলেন, কোন গ্রামে এক বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিধবা বধু বাদা করের বাঁশীর স্বরে মোহিত হইয়া ৩ বৎসর সহ একটী সন্তান লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বাঁশী আবার কোথা হইতে আসিল?

আকাশে সচরাচর মেঘ বিদ্যুৎ বজ্র এই সকল হইয়া থাকে, আমেরিকায় এসকল ভিন্ন আকাশে আরো অনেক ব্যাপার হয়। সম্প্রতি তথায় আকাশে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ একটী বেলুনের মধ্যে হয়।

উড়িষ্যা পেট্রিয়ট বলেন, এবার উড়িষ্যায় প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষায় ৩০ টী মাত্র ছাত্র উপস্থিত হয়। প্রথম পরীক্ষা দানার্থ কটক হাই স্কুল হইতে ৭ জন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ উক্ত স্কুল হইতে ১৫, বালেশ্বর স্কুল হইতে ২, এবং পুরী স্কুল হইতে ৬ জন ছাত্র আইসে।

এবার ব্রহ্মদেশে গত বর্ষের ন্যায় ধান্য জন্মিয়াছে। কিন্তু এবার চাউলের মূল্যগত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। এক জন মহাজন অনেক চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, গতবর্ষে তাঁহাকে প্রতি একশত বস্তা চাউলের ১১২ টাকা মূল্য দিতে স্বীকার করিলেও তখন তিনি চাউল ছাড়েন নাই। কিন্তু এখন সেই এক শত বস্তা চাউল ৫০ টাকার হিসাবে বিক্রয় করিতে হইতেছে। নিতান্ত অধিক লোভ করিতে গেলে প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন তাঞ্জোরের রাজপুত্রীর সম্মানার্থ ১৩ টী তোপধ্বনি হইবে। লার্ড নর্থব্রুক এদেশের প্রাচীন রাজ বংশের সম্মান রক্ষার্থ যেমন যত্নবান এমন অন্য কোন শাসনকর্ত্তাকে দেখা যায় না।

কলিকাতায় পুনর্ব্বার ট্রামওয়ে হইবে বলিয়া এত দিনও মনে এক প্রকার আশা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে আশালতা এক কালে নির্ম্মূল হইল। বোম্বাইর ট্রামওয়ে কোম্পানি কলিকাতার ট্রামওয়ের যাবতীয় মাল মসলা ক্রয় করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি একদিন সর্দ্দার যাকুব খাঁ পীড়িত হইয়া স্নানার্থ গমন করেন, কিছু বিলম্ব হওয়াতে একজন সিপাহী দেখিতে যায়, ইহাতে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ঐ সিপাহির উপরিতন কর্তৃপক্ষকে ডাকিয়া পাঠান। সে ব্যক্তি আসিবামাত্র তাহার দাড়ি ধরিয়া বিলক্ষণ প্রহার করেন। সিপাহীর অন্যায় কাজ হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সিপাহি অপরাধ করিল রাজ্যের সরদার মার খাইল, এ কৌতুক মন্দ নয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি ইন্দোরের স্কুলে মহারাজ হোলকরের দুটী পুত্রকে একদা দাড়াইয়া পাঠ বলিতে আজ্ঞা করা হয়। তাঁহারাও সেইরূপ করে। এই উপলক্ষে হোলকর সভ্যগণকে বলেন, আইনের সম্মুখে রাজা প্রজা সকলেই সমান তাহাদের হৃদয়ে এই ভাবটী বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহাদের প্রতি বাল্য কাল হইতে এইরূপ ব্যবহার করা হইবে। রাজপুত্র বলিয়া অন্যান্য বালকের সহিত তাহাদের ইতর বিশেষ করা হইবে না। দেশীয় রাজগণের মুখ হইতে এরূপ কথা শুনিলে আহ্লাদ হয়।

গত বর্ষে অযোধ্যায় বন্য পশু বধার্থ পুরস্কার দানে গবর্ণমেণ্টের ২১২০ টাকা ব্যয় হয়। হত পশুদিগের মধ্যে কুকুরের সংখ্যা ১০২৩। কুকুর কি বন্যপশু মধ্যে গণ্য?

১৫ ই পৌষ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্মীবাইর গর্ভজাত পুত্রকে গুইকুমারের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় টাইমস অব ইণ্ডিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও সে বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন, কর্ণেল ফেরি গবর্ণর জেনরলের নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়াছেন এবং তিনি আবশ্যক হইলে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, তবে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে মলহর রাওর বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতেছেন না। বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আমাদিগের কিছু শঙ্কা হইল।

১৮৬৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করেন তাহাতে লিখিত হয়, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদিরাই আন্দামানে গমন করিবে। কিন্তু সেনাপতি ষ্টুয়াটের বাক্যানুসারে ঐ নিয়মের কতক শৈথিল্য করা হইয়াছে। ছুতার কামার প্রভৃতির অধিক প্রয়োজন হওয়াতে এই নিয়ম করা হইয়াছে আপাততঃ ৭ বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিরা এবং ইহার পর ১০ বৎসর উক্ত দণ্ড প্রাপ্ত কয়েদীরা পোর্টব্লেয়ারে গমন করিবে। প্রতি তিনজন এইরূপ কয়েদীর

মধ্যে একজনকে পোর্টব্লেয়ারে পাঠান হইবে।

এক খানি সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল রঙ্গপুর জজের সেরেস্তাদারের যে দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল তাহাকে সে দণ্ড হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। তবে ত গিবিন সাহেবের পোয়াবার।

সার শালার জঙ্গ আগামী ৪ ঠা জানুয়ারি হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট সণ্ডার্স সাহেবের সহিত কলিকাতায় আগমন করিবেন।

গিল্ ডহল টেবারণ গ্রেসাম ষ্ট্রী
২৩ এ নবেম্বর পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে
নির এক ষাণ্মাসিক অধিবেশন হ
রিপোর্ট পঠিত হয় তাহাতে প্রকা
গত ৩০এ জুন যে ছয় মাসের শেষ
ছয় মাসে উক্ত কোম্পানির ১৮৮৩৪৫
আয়, ১০৬৯৯০০ টাকা ব্যয় এবং ৮
টাকা লাভ থাকে। গত বর্ষে ঐ ছয়
১৪৯১০৯০ টাকা আয় ৭৭৯৭৭০ টা
এবং ৭১১৩২০ টাকা লাভ থাকে।
সুদ দিয়া যে আদত লাভ থাকে, তা
সামান্য, সেই লাভ আবার গবর্ণমে
কোম্পানি উভয়ে বিভাগ করিয়া লন। উক্ত ছয় মাসে রেলওয়ে স্লিপার প্রভৃতি বদলাইয়া দিবার জন্য অনেক ব্যয় পড়ে, সে সমুদায় বাদ দিয়া যে লাভ হয় তাহা অংশিদারদিগকে দিলে প্রত্যেকে শত করা সাত সিকা পাইতে পারেন মাত্র। উক্ত রেলওয়ে কলিকাতা ষ্টেষণে বিলক্ষণ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে।

১৬ ই পৌষ বুধবার।

লাহোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে সর্দ্দার আবদুল্লা জান জেলেলাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। সর্দ্দার যাকুব খাঁ আমীর যে গৃহে থাকেন, সেই গৃহেই বাস করিতেছেন। কান্দাহারের গবর্ণর আমীরকে বলিয়াছেন সর্দ্দার যাকুব খাঁ আফগান স্থানের সকল অংশ হইতে সাহায্য লাভের চেষ্টায় আছেন।

ইংলিসমান বোম্বাই হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, বরদার ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে যে বিষপান দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়, গুইকুমার যে তাহার মূলে আছেন, পুলিষ কমিশনর তাহার প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল গুইকুমারের জবানবন্দী এবং তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ বাকি আছে মাত্র। এ সংবাদ কত দূর সত্য বলা যায় না। বৈরনির্য্যাতনার্থ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও যেন দোষী করা না হয়।

জয়পুরের রাজা এই শীতকালে কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে প্রবেশ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা সত্য নহে। রাজাকে উক্ত কাউন্সিলের সভ্য পদ প্রদান করা হয় বটে, কিন্তু শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত হন। যদি বা উক্ত কাউন্সিলের দু একটী পদ এদেশীয়দিগকে দেওয়া হয় কেমন দুর্ভাগ্য তখন আবার ইহাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

এবার ২২৪৪ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থির মধ্যে ৯৫৬ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ইহার মধ্যে ১৬৯ প্রথম শ্রেণী ৪৮৪ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৩০৩ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ৫৩৩ প্রথম আর্ট পরীক্ষার্থির মধ্যে ১১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৮ জন প্রথম শ্রেণী ৭৯ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৯৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবার বি, এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২১৭, বি, এল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১ জনমাত্র।

এবার ব্রহ্মদেশের কারেন পাহাড়ে উত্তম আলু জন্মিয়াছে। এ আলু অপেক্ষাকৃত নিরেট এবং বিলক্ষণ সুস্বাদু। ভূমি হইতে ৩ সহস্র ফীট উর্দ্ধে পর্ব্বতের উপর ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে। এ অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

কিছুদিন হইল কলিকাতায় কলে কাপড় কাচিবার জন্য যে কোম্পানি হয় সম্প্রতি তাঁহারা কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। কোম্পানির এপর্য্যন্ত ৩০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় কোম্পানি যদি সুশৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা সহকারে কাজ চালাইতে পারিতেন তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

১৯ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৬৮২৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬৫৫৫০০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ৮৭২৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৪৪২২০ টাকা আয় হয় গত বৎসরে ঐ সময় ২৯৫৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ১৪৬৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনে একটী স্কুলের এক বালক পড়া বলিতে পারে নাই বলিয়া শিক্ষক তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। ইহাতে বালকের পিতা শিক্ষকের নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলেন বালকগণের চরিত্র সংশোধনের জন্য শিক্ষকে সামান্য প্রহার করিলে এরূপ নালীশ করা অতি অন্যায়। এদেশীয় অনেক পিতা মাতা ইহা হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

১৭ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

পুলিষ কমিশনর সাউটার সাহেব কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ পান করাইবার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বরদায় গমন করেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছেন, এক্ষণে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন। গুইকুমারের সভাসদ এবং তাঁহার নিজের বিরুদ্ধেও না কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তবে নিশ্চিত কয় নাই। সাউটার সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া গবর্ণর জেনরল যাহা হয় করিবেন।

আগামী ৭ ই জানুয়ারি প্রাতঃকাল ১১ ঘটিকার সময় বেল বাগানে বাজি ম কৌশল প্রদর্শিত হইবে।

আমরা ইংলিসমান পাঠে দুঃখিত হইলাম গত ২৩ এ ডিসেম্বর ডিল্লী গেজেটের সম্পাদক ও অধ্যক্ষ প্লাউডেন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে

সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন। ইনি একজন উপযুক্ত বারিষ্টর ছিলেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোক অপেক্ষা বোম্বাই বাসীরা অধিকতর বাণিজ্য প্রিয়। সম্প্রতি তথায় চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে। ইহাদের মুলধন ৭ লক্ষ টাকা।

ইংলিসম্যান বলেন, ১ লা জানুয়ারি হইতে গঙ্গার সেতুর উপর গমনাগমন জন্য মাসুল গ্রহণ আরম্ভ হইবে। প্রতি গাড়িতে ঘোড়া বা গরু ও গাড়ি এ উভয়ে ছয় আনা করিয়া মাসুল লওয়া হইবে। হাবড়া ষ্টেষণ হইতে যে সকল মাল ও লোক আসিবে তাহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না। রেলওয়ে কোম্পানি প্রতি এক শত মণ মালে এক টাকা এবং প্রতি আরোহীর জন্য ইংরাজী তিন পাই করিয়া দিবেন।

পিয়নিয়র কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আমীর হিরাট অধিকারার্থ যত্নবান হইয়াছেন, ওদিকে আয়ুব খাঁ যাকুব খাঁর এক পত্র পাইয়া হিরাট রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমীর কাবুল হইতে শাগাজীসিয়ার দিল খাঁকে হিরাটে পাঠাইয়াছিলেন আয়ুব খাঁ তাহাকে বন্দী করিয়াছেন। মীর আকবর আহম্মদ খাঁকেও ধরিবার জন্য আয়ুব খাঁ এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

গত কল্যের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের যে এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জানা যায় বোটানিকাল গার্ডেনের উন্নতি বিধানার্থ তিনি যত্নবান হইয়াছেন। এ বৎসর ইহার জন্য রাজকোষ হইতে ৫২ হাজার টাকা দেওয়া হয়, ইহাতে কুলাইবে না বলিয়া সার রিচার্ড টেম্পল আর ১০ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১৯ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৯৩ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৩৩ জনের কম মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ জনের বসন্তে ... জনের উদরাময়ে ২৬ জনের ওলাউঠায় ১১২ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়।

গত নবেম্বর মাসে কলিকাতার উপনগরে ১০৫৮ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৬৭ এবং জ্বরে ৪৮১ জনের এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

ডক্লা যুদ্ধের এক প্রকার শেষ হইয়াছে। সেনাপতি ষ্টাফোর্ড ১৫ জন বন্দীকৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৭ জন বন্দীকৃত হয়, ইহার মধ্যে ঐ ১৫ জন মাত্র জীবিত আছে।

আমীর সিয়ার আলী কর্ত্তৃক যাকুব খাঁর বন্দীকরণ সম্বন্ধে কে ও অব ইণ্ডিয়া এইরূপ [illegible] তখন আমীরের ইচ্ছা ছিল তাহাকে যথা যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবেন। তিনি আগমন করিলে সিয়ার আলী সেইরূপই করিয়াছিলেন, তিনি আসিবামাত্র তিনি সভা মধ্যে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বিলক্ষণ সমাদর করিয়াছিলেন। কয়েক দিন এইরূপে গেলে পর এক দিন এক দরবার হয়। আমীর যাকুব খাঁ ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা বসিয়া আছেন এমন সময়ে যুবরাজ আবদুল্লা জান আসিলেন, তিনি আসি বামাত্র সকল সর্দ্দারেরা উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু যাকুব খাঁ উঠিলেন না। আমীর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে যাকুব গর্ব্ব সহকারে বলিলেন, আবদুল্লা জানের কর্ত্তব্য বরং তাঁহাকে সম্মান করা। ইহাতে আমীর অতিশয় বিরক্ত হইলেন, যাকুব খাঁর সহিত মৌখিক বিবাদ হইল, পরিশেষে যাকুব বন্দীকৃত হইলেন।

১৮ ই পৌষ শুক্রবার।

পিতার মৃত্যু হওয়াতে সার রিচার্ড টেম্পল বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তিনি পিতার যে ভূসম্পত্তি পাইলেন তাহার বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকা।

হঙ্গারি দেশে একখানি সচিত্র পত্রিকা আছে। এই পত্রিকায় কলিকাতার বিখ্যাত নামা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটী ছবি ও জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু কেবল এদেশে নয় ইউরোপ খণ্ডেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এবারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিন্দু স্কুল সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, কলিকাতায় চাউলের দর কিছু বাড়িয়াছে। এখনও নুতন বালাম প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয় নাই। নুতন বালাম আমদানী হইলেই আবার দর কমিতে পারে।

জর্ম্মণদিগের ২৩ খানি যুদ্ধ জাহাজ আছে। কিন্তু জর্ম্মণ বণিকদিগের ২১৯ খানি ষ্টিমার ও ২৬৩ খানি জাহাজ আছে। আবশ্যক হইলে যুদ্ধকালে এগুলিও পাওয়া যাইতে পারে।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে ১ মণ ১৬ সের ওজনের একটী সর্প ধৃত হইয়াছে। যাহারা ধরে তাহারা দুই শত টাকা মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে চাহে। ধরিবার পূর্ব্বে সর্পটী একটী শূকর আহার করিয়াছিল।

রঙ্গপুর দিক প্রকাশ বলেন, ঢাকার এক জন হিন্দু কোন যোগান স্ত্রী লোকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আজি কালি বেদ কোরাণের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই মাহাত্ম্যই অধিক হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেশদারা যত হউক না হউক স্ত্রীলোকে মনে করিলেই খৃষ্টানকে মুসলমান হিন্দুকে খৃষ্টান অথবা মুসলমানকে খৃষ্টান করিতে পারে।

১৯ এ পৌষ শনিবার।

গত ৮ ই পৌষ ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ৯১ নং ভবনে হিন্দুধর্ম্ম মতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বারাসত নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ২১ বৎসর, পাত্রী উক্ত গ্রাম নিবাসী ৺ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মৃণালিনী দেবী বয়স ১৮ বৎসর। ৮ বৎসর বয়সে ইহার বিবাহ হয়, ১২ বৎসর বয়সে বিধবা হন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কবিশ্চন্দ্র বাবুর যত্নে এই বিবাহটী সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ সভায় অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই জানুয়ারি মাসে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতায় আসিবেন।

—:০:—

প্রেরিত পত্র ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

প্রতিবাদ ।

অধুনাতন সাময়িক পত্রগুলি আমাদিগের উপচীয়মানাবয়বা মাতৃভাষার এক একটী অবয়ব স্বরূপ। এই অভিনব বর্দ্ধমান অবয়বে কোন প্রকার আঘাত করা আমাদিগের কখনও অভি প্রেত নহে। কিন্তু অঙ্গবিশেষ দূষিতরক্ত জন্য ব্রণাদি সঙ্কুল হইলে অস্ত্রচিকিৎসাকুশল বৈদ্যেরা যেমন তথায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাহা আপাত পীড়াকর হইলেও যেমন পরিণাম সুখের জন্য তাঁহাদিগের কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি আমরাও মাতৃভাষার দুইটী প্রধানাবয়ব স্বরূপ বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শনের স্থান বিশেষ গুরুদোষ দুষ্ট দেখিয়া তৎসংক্রমে ইতরাবয়বগুলির দোষ শঙ্কায় তাহার প্রতীকারার্থ এই প্রতিবাদাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছি ও ইহাতে তৎসম্বন্ধে উপকার ভিন্ন অপকার সম্ভব নাই। ভরসা করি, এই প্রতিবাদে আমাদিগের সম্পূর্ণ পটুত্ব না থাকিলেও অভিপ্রায়ের সাধুতানুসারে পরহিতব্রত পাঠক সমাজে আমরা নিন্দনীয় হইব না।

আজি কালি আমাদিগের দেশে মার্জ্জিত রুচির আদর হইয়াছে। ইংরাজিতঃযাজ্ঞ কতকগুলি মাত্র লোক উক্তবিধ রুচি সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন বঙ্গবাসি গ্রন্থকারগণের রুচি অতি কদর্য্য। এতদ্বিষয়ে আর্য্য দর্শনে একটী মনোজ্ঞ প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে এবং তাহার হেতুবাদ প্রদর্শন স্থলেও সেই হেতুবাদের প্রামাণ্য সংস্থাপন প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

“ দুঃখের বিষয় ” আমাদের দেশের গ্রন্থকার গণের রুচি আজিও পরিষ্কৃত হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের দেশে বাস করিয়া তাবার শরীরে যে অশ্লীলতার গন্ধ লাগিয়াছে, তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপ দূর হয় নাই। আমি কালিদাসের রুচিকেও নিকৃষ্ট রুচি বলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

> অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ
> রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্ ।
> অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
> ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥

দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপবর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, সেই নিষ্কলঙ্করূপ অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় নখাচ্ছিন্ন নব পল্লবের ন্যায়, অপরিহিত রত্নের ন্যায় অনাস্বাদিত নব মধুর ন্যায় এবং বহুপুণ্যের ফলস্বরূপ। হায়! নাজানি এ জগতে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা উপভোগ করিবে, অর্থাৎ আমার ভাগ্যে যদি তাহা ঘটে তাহা হইলে কৃতার্থ হই। কবি শেষের চরণটী না বলিলে ভাল করিতেন। পাঠকগণ এই ভাবের সহিত ভবভূতির একটী ভাবের তুলনা করুন।

> ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
> রসাবস্যাঃস্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ ।
> অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশির মসৃণো মৌক্তিকসরঃ
> কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ ॥

সীতা বাহুলতাদ্বারা রামচন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র বারবার তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমপূর্ণহৃদয়ে বলিতেছেন, ইনি আমার গৃহের লক্ষ্মী, ইনি আমার নয়নদ্বয়ের অমৃতাঞ্জনস্বরূপ, ইঁহার শরীর চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কণ্ঠস্থিত ভুজলতা মুক্তামালার ন্যায় শীতল, জানকীর সকলই মধুর কেবল মাত্র বিরহই ভয়ানক। ”

এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের দেশে বাস করিয়া ভাষার শরীর হইতে অশ্লীলতা গন্ধ অদ্যাপি দূর হয় নাই, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কিজন্য সুরুচিসম্ভূত শ্লোক উদ্ধৃত হইল? তাঁহাদিগের গ্রন্থে সুরুচিসম্ভূত শ্লোকের কিরূপে সম্ভাব হইতে পারে? যেহেতু কি কালিদাস, কি ভবভূতি, কি বাণভট্ট সকলেই ভারতবর্ষ বাসী ও সংস্কৃত গ্রন্থকার, সুতরাং কুরুচিসম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ উক্তরূপ দুষ্মন্ত শকুন্তলা বিষয়ক পূর্ব্ব রাগের সহিত উল্লিখিত রামসীতা বিষয়ক প্রেমের তুলনা হইতে পারে কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। তখন রামচন্দ্রের অবস্থা কিরূপ তিনি রাবণ বধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাহার বিরহে অধীর হইয়া পর্ব্বতের প্রান্তরে মহারণ্যে ভ্রমণ করিয়া বিলাপ বচনে পাষাণ পশুপক্ষীদিগকে সমদুঃখে দ্রবীভূত করিয়াছেন—অতি দীর্ঘকালের মুহূর্ত্তেককালও যাহার বিরহ স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হয় নাই, সেই প্রাণাধিকপ্রিয়াসলজ্জা সীতা সতীর সহবাস সুখে কালযাপন করিতেছেন, কালে লজ্জাদি আবরণের অপগমে প্রণয় স্নেহসাররূপে পরিণত হইয়াছে, কালে সীতা গর্ভবতী হইয়াছেন, গর্ভের পূর্ণাবস্থায় একদিন পতিপ্রাণা জানকী তৎকাল সুলভ নিদ্রাবশে পতিবক্ষে প্রসুপ্তা হইয়াছেন, রামচন্দ্র প্রেমপূর্ণ নয়নে প্রেয়সীর সুপ্রসন্ন মুখমাধুরী অবলোকন করিতে করিতে তরঙ্গায়িত গাঢ়পবিত্র হৃদয় ভাবরাশি বর্ণাবলীতে চিত্রিত করিতেছেন। এস্থলে সীতারসহ রামচন্দ্রের কি প্রগাঢ় প্রেমভাব। তাহার সহিত শকুন্তলা বিষয়ক দুষ্মন্তের প্রণয়ের তুলনা করুন। দুষ্মন্ত তপোবনে দেবকন্যা রূপিণী শকুন্তলার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপলাবণ্য অক্ষি গোচর করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও তপোবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রিয়বয়স্য মাধব্যেরসহ কথোপকথনকালে হৃদয় নিহিতরূপা শকুন্তলার রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন, বয়স্য! শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব, শকুন্তলাকে দেখিলে মনে হয়, সেরূপ যেন অনাঘ্রাত প্রস্ফুট পুষ্প, অজাত নখস্পর্শ কিসলয়, যেন অপরিহৃত রত্ন, কিম্বা অনাস্বাদিত রস নবমধু, অথবা পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল। না জানি ধরাতলে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এই অনবদ্যসৌন্দর্য্য সদুপভোগে সমর্থ হইবে। পুনর্ব্বার বলি, প্রিয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, এস্থলে দুষ্মন্তের পূর্ব্বরাগের সহ রামচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রেম উপমিত হইতে পারে কি না? যদি না পারে, তবে কিরূপে শকুন্তলার রূপ বর্ণনাস্থলে দুষ্মন্তের অনাঘ্রাতং পুষ্পং ইত্যাদি উক্ত কুরুচিসম্ভূত হইবে, কিরূপেই বা দুষ্মন্ত তখন সক্রদৃষ্টা শকুন্তলাকে ও ইয়ং গেহে লক্ষ্মী ইনি আমার গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা ইত্যাদি প্রকারে বর্ণন করিবেন?

কিঞ্চ, ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ এই চতুর্থ চরণের ভাবার্থ “ আমার ভাগ্যে যদি তাহা ঘটে তাহা হইলে কৃতার্থ হই ” এইরূপ লিখিয়া প্রস্তাব লেখক যে কবর কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শকুন্তলা পাঠ বিষয়ক অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উহার আদ্যন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে এরূপ বলিতেন না। কারণ উক্তরূপ উক্তির অব্যবহিত পরেই কথা প্রসঙ্গে বিদূষক যখন বলিল, বয়স্য! যদি সে তপস্বিকন্যা অনভিগমনীয়া, তবে তাহাকে দেখিয়া কি ফল? দুষ্মন্ত তদুত্তরে বলিলেন, মূর্খ! লোকে অনিমেষনয়নে নবোদিত ইন্দুকলাকে কিজন্য দর্শন করে [illegible] (বিদূ [illegible] তবসি সকলা [illegible] নীতা [illegible] বাত্রা। মূর্খ! [illegible] বত্র নার্য্যাতি নেত্রপংক্তিকম্মুখ [illegible] কলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি ॥) [illegible] এ শ্লোক পাঠ করিয়াছেন তিনি কখনও [illegible] শকুন্তলা প্রণেতার রুচির নিন্দা করিবেন না। কালান্তরে দুষ্মন্ত স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন শাপ প্রভাবে শকুন্তলাগত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, সেই সময়ে গর্ভবতী শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহধর্ম্মচারিণীরূপে পরিগৃহীতা হইয়া সাদরে অন্তঃপুরবাসকামনায় তপস্বিদিগের সহ একদা রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা তাপসদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী পরমসুন্দরী একটী রমণী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া তদ্বিষয়ক ও তাঁহাদিগের অভ্যাগতোপস্থিতির প্রয়োজন [illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] করিতেছেন, পার্শ্ব [illegible]

প্রতীহারী কহিল, দেব! আমি তো ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এই রমণীর আকৃতি কিন্তু অতি মনোহর। রাজা কহিলেন, হউক পরবনত্রের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টিপাত করিতে নাই। (তবতুনির্ব্বর্ণনীয়ং খলু পরকলত্রম.)। যিনি এবাক্য পাঠ করিয়াছেন তিনি কখনও কালিদাসকে নিকৃষ্টরুচি বলিতে পারেন না। নায়কদের চরিত্র প্রণয়নেই যদি কবির রুচির মার্জ্জিতত্ব ও অমার্জ্জিতত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে শকুন্তলা লেখককে কখনও কুরুচি জন্য নিন্দাভাজন হইতে হইবে না।

আমরা রত্নাবলীকারকেও কুরুচিসম্পন্ন বলিতে সম্মত নহি এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটীকেও কুরুচির উদাহরণ বলিতে পারি না। সেই শ্লোক ও তৎসম্বন্ধে প্রস্তাব লেখক যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

"স্থিতমুরসি বিশালং পদ্মিনীপত্রমেতৎ
কথয়তি ন তথান্তর্ম্মন্মথোত্থামবস্থাম্।
অতিশয় পরিতাপম্লাপিতাভ্যাং যথাস্যাঃ
স্তনযুগ পরিণাহং মণ্ডলাভ্যাং ব্রবীতি॥

রত্নাবলী।

সেই বিরহীনির হৃদয়স্থিত এই পদ্মপত্রের মলিনতা দেখিয়া অন্তরের যাতনা তত বুঝিতে পারা যাউক আর না যাউক, তাহার স্তনযুগল যে সুবিস্তৃত, এই মণ্ডলাকার চিহ্নদ্বয় দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এস্থলে প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিরহবর্ণনচ্ছলে কেমন বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। প্রণয় এত নিকৃষ্ট পদার্থ নয়। মাংসপিণ্ড শরীরের কোন অঙ্গবিশেষের জন্য তাহা ব্যাকুল হয় না, সে বিরহে কোন বিশেষ অঙ্গের কথা স্মরণ থাকে না। যদি প্রণয়ীকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি প্রণয়িনীর কি চাও, মুখ চাও—হস্তপদ স্তনযুগল চাও—সে বলিবে আমি কোন অঙ্গ বিশেষ চাহি না, কিন্তু তাহাকে চাই"।

রত্নাবলীর নায়ক উদয়ন নৃপতি প্রিয়বয়স্য বসন্তকের সহ উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন। সহসা মধুর স্বরধারা সন্ধ্যাকালে হিল্লোলে সঞ্চরিত হইয়া তাঁহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল। রাজা অচিরে তাহা সারিকাকূজিত বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং শুশ্রূষু হইয়া পার্শ্বস্থিত বসন্তককে কহিলেন, বয়স্য সারিকা কি বলিতেছে, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আমাকে বল। বসন্তক সারিকামুখনির্গত বাক্যগুলি সাবধানে শ্রবণ পূর্ব্বক রাজসমীপে আবৃত্তি করিয়া কহিল, বয়স্য এ সকলের অর্থ কি? রাজা আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বোধ হয় কোন প্রাপ্ত যৌবনা সুন্দরী অনুরাগহেতু নিজহৃদয়বল্লভকে চিত্রে অঙ্কিত করিয়া সখীসমক্ষে কামদেবচ্ছলে গোপন করিয়াছিল, সখী তাহা বুঝিতে পারিয়া বৈদগ্ধ্যবশতঃ সখীকে সেই স্থলে লিখিয়া রতিচ্ছলে দেখায়। দেখিয়া সুন্দরী প্রথমতঃ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই গত্যন্তর না দেখিয়া ও সখী কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়াছি জানিয়া হৃদয় উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জীবিতনিরাশার ন্যায় প্রিয়তমের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন নিজহৃদয়ের দুঃখরাশি এইরূপ প্রকাশ করিতেছে। বসন্তক এই শুনিয়া সকরতাল উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক কহিল, এ সকল বক্রোক্তিতে প্রয়োজন কি? আমাকে না পাইয়া সে পরিদেবন করিতেছে, এইরূপ বল না কেন? তুমি ভিন্ন আর কাহাকে কন্দর্পচ্ছলে গোপন করা যায়? এদিকে বসন্তকের সহস্ততাল উচ্চ হাস্যে ভীত হইয়া সারিকা উড্ডীন হইল। রাজা তাহার তাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইলেন। অনন্তর সারিকার বাক্য শেষ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় বয়স্যাদর্শিত কদলী গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, সারিকার বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও অযথার্থ নহে। কন্দর্পব্যপদেশে অঙ্কিত নিজ প্রতিকৃতি ও রতিচ্ছলে অঙ্কিত অনুমিতা সুন্দরীর প্রতিকৃতি যুক্ত একখানি আলেখ্য, তথায় পতিত রহিয়াছে। ইতস্ততঃ মদনদাহশান্তিকর মৃণালাদি বিকীর্ণ রহিয়াছে। বসন্তক দেখিয়া কহিল বয়স্য এই সজল নলিনীদল ও মৃণাল সকল নিশ্চয় তাহার মদনাবস্থাসূচক। রাজা কহিলেন বয়স্য উত্তম উপলব্ধি করিয়াছ। এই পদ্ম পত্র শয্যা বিপুল স্তনজঘন সংসর্গহেতু প্রান্তদ্বয়ে পরিম্লান হইয়াছে, ক্ষীণতর মধ্যদেশের সংযোগ বিরহে মধ্যে হরিতবর্ণ রহিয়াছে, শিথিল ভুজলতার নিক্ষেপ সংস্থাপনে বিশ্লিষ্টাস্তরণ হইয়াছে, আর এই হৃদয় নিহিত বিশাল পদ্মপত্র অতিপরিতাপে ম্লান কান্তি মণ্ডলাকার চিহ্ন দ্বারা অন্তর্গত মদন দশাপেক্ষাও তাহার স্তনযুগলের বিশালতাকে অধিকতর ব্যক্ত করিতেছে। রাজা আলেখ্য ও অন্যান্য পদার্থ দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্বা নায়িকার আকৃতি অবস্থা নিরূপণ করিতেছেন। এস্থলে কাহার এই অনুমানাত্মক শ্লোকময়ী উক্তটী কিরূপে অকরুচিপ্রদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে বুঝিতে পারি না। প্রস্তাবলেখক পরিহাস পূর্ব্বক এ স্থলে লিখিয়াছেন যে প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিরহবর্ণনচ্ছলে কেমন বিশুদ্ধপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, পাঠক তাহা বিবেচনা করুন এবং এই স্থলে উত্তরচরিত হইতে সীতানির্ব্বাসনান্তে রামচন্দ্রের গভীর শোকদ্যোতক একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন, এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই মুহূর্ত্তসময় মধ্যে অপ্রত্যক্ষগোচরা সাগরিকার সহ রাজার কি এতদূর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে যে তাঁহাদিগকে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী শব্দে উল্লেখ করা যাইবে এবং সাগরিকার বিরহবর্ণন কালে রাজার সমদুঃখভাগিতা প্রকাশ না হওয়ায় তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে ও সেই প্রণয়ের সহ রামসীতা বিষয়ক প্রগাঢ় প্রেমের তুলনা করা যাইবে?

দ্বিতীয়তঃ "প্রণয় এত নিকৃষ্ট পদার্থ নয়, মাংসপিণ্ড শরীরের কোন অঙ্গবিশেষের জন্য তাহা ব্যাকুল হয় না। সে বিরহে কোন বিশেষ অঙ্গের কথা স্মরণ থাকে না। যদি প্রণয়ীকে জিজ্ঞাসা কর তুমি প্রণয়িনীর কি চাও? মুখ চাও হস্তপদ চাও? স্তনযুগল চাও? সে বলিবে আমি কোন বিশেষ অঙ্গ চাই না, কিন্তু তাহাকে চাই।" একথাগুলি অযথার্থ নহে, ইহা আমি স্বীকার করি। আমি নয় প্রস্তাব লেখকের অনুরোধে উদয়ন নৃপতিকে উল্লিখিত রামচন্দ্রের ন্যায় প্রণয়ী বলিয়াও স্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি ত কোন অঙ্গবিশেষের প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহাকে তজ্জন্য কুরুচি সম্পন্ন বলিতে কিরূপে স্বীকার করিব। কোন পাঠক বোধ হয় তাহা বলিতে সম্মত হইবেন না। নৃপতি কতকগুলি বাহ্য পদার্থ দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্বা নারীর আকৃতি অবস্থাদি নিরূপণ করিতেছিলেন মাত্র। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এবার এই স্থলেই নিরস্ত হইতে হইল। বারান্তরে অবশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করিব, যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

১৭৯৬ } শ্রীশাঃ—
৯ ই পৌষ } মেড়তলা।

—•◎•—

পল্লীসমাজ।

(আর্য্যদর্শন।)

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছি যে সংস্কৃত সাহিত্যসংসারের কোন স্থলেই পল্লীসমাজ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কথাটি আপাততঃ যত বিস্ময়কর বোধ হয়, বাস্তবিক তত নয়। ঐতিহাসিক ধনে ভারতের দারিদ্র্য ত প্রসিদ্ধ। অন্যান্য দেশেরও পুরাতন সমাজের প্রকৃত ইতিবৃত্ত উচিতমত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন্ কোন্ ঘটনার বিবরণ মানব জাতির যথার্থ প্রয়োজনীয়, তাহা কোন দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সন্ধিবিগ্রহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। রাজসভা, সৈন্য ও সভাসদগণের ষড় যন্ত্র এবং পাষণ্ড ও পুরোহিতগণের বিবাদ বিসম্বাদ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাদের সমুদায় সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত সকল দেশেরই আদি ইতিবৃত্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। গ্রীকদিগের উপনিবেশ ও বীর চরিত রোমীয়দিগের উপনিবেশ ও রাজাবলী; ইংলণ্ডের রাজ্যসপ্তক ও সাক্ষণরাজগণ, ঐতি

হাসিক পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রাম রাবণের যুদ্ধ অপেক্ষা বড় অধিক পরিষ্কার বোধ হয় না। পরন্তু উক্ত ঘটনা সকল প্রমাণ দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও মানবজাতির বিশেষ উপকারে লাগিবেক না। সন্ধিবিগ্রহের বিবরণ লইয়া মানব ইতিহাসের কেবল একটি মাত্র পরিচ্ছেদের পূরণ হইতে পারে। রাজবংশ, বীরাবলী, সৈন্যশ্রেণী ও পুরোহিতসম্প্রদায় মানবসমুদ্রের কেবল একটী তরঙ্গ মাত্র। মানবসমাজের যে আরও অনেক পরিচ্ছদ আছে, তাহার সঙ্কলন এবং মানব সমুদ্রের যে আরও অনেক তরঙ্গ আছে, তাহার পরিগণন না হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবেক।

পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার বিষয়ক বিবরণ কেবল আভাসে ও প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন সভ্যজাতির মধ্যে গ্রীক ও রোমীয়দিগের ইতিবৃত্তে সেই সকল আভাস ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ এত অধিক পরিমাণে লব্ধ ও আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় ইতিহাস এক প্রকার সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে মিসর, পারস্য ও ভারতের বড়ই হীনতা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। তৎসমস্তই বিভিন্ন বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে। যদি নিবুরের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন এক জন পণ্ডিত এই দুর্ভাগ্য দেশের প্রতি মনোযোগী হন, তাহা হইলে ইহার ইতিহাসের কতক পরিমাণে উদ্ধার হইতে পারে সন্দেহ নাই।

আমরা প্রাচীন সভ্যজাতির কথা বলিতেছি। স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জর্ম্মণ প্রভৃতি অধুনাতন সভ্যদেশের ইতিহাসও বরাবর অসম্পূর্ণ ছিল। মানবসমাজের যথার্থ প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত রাজ্যের আয়ব্যয়স্থিতি, লোকসংখ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প, আজীবনের উপযোগী ব্যবসায়, শান্তিরক্ষা, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি। এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয় গুলির বিবরণ সে দিন হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ও স্পষ্টাভিধানে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভল্‌টেয়ারের বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভাই প্রথম পথ প্রদর্শন করে। তিনি চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্ব উক্ত প্রণালীতে রচনা করিয়া যে মহৎ হিতকর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন চতুর্দ্দিক হইতে উহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল এবং মানব ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবার সোপান হইল। ইহা সকলেরই সুবিদিত যে ভল্টেয়ারের দৃষ্টান্ত মেকলের রচিত ইতিহাসের দুই অধ্যায়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডবাসীদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

কিন্তু ভল্টেয়ারের দৃষ্টান্ত কেবল দেশবিশেষের জাতিবিশেষের এবং যুগবিশেষের ইতিবৃত্তের উপযোগী। তাহা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এমন কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তদ্দারা মানবজাতির ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। জাতি বিশেষের অথবা মনুষ্য সমাজের পরমায়ুর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে পতঙ্গ জীবনের ন্যায় বোধ হয়। বস্তু জাতীয় ইতিহাসের উপযোগিতা চিরস্থায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি পরস্পর তুলনা করিবার প্রজ্ঞান বলে যে সকল সাধারণ নিয়ম অবগত হওয়া যায়, মানব ইতিহাস সম্বন্ধে সেইগুলি এক একটি ঘটনা মাত্র। জাতিবিশেষের এক একটী অতীত ঘটনা মানবইতিহাসের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। নেপোলিয়নের চরিত কিছু কালের জন্য ফ্রান্সের ও ইউরোপের প্রধান ইতিবৃত্ত। কিন্তু মানবইতিহাসের নিকট উহা ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের একটী অবান্তর ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস বিপ্লব আবার রাজা ও যাজকসম্প্রদায়ের অত্যাচার নিবারণার্থ সাধারণের অভ্যুত্থান মাত্র। যেমন একটী পক্ব আতাফলের ভূমিতে পতন হইতে সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অবগত হওয়া গিয়াছে, তদ্রূপ রোমের প্লিবীয়দিগের মণ্টসেক্রেডে প্রস্থান হইতে পারিসের জাতীয় সভা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্তই মনুষ্যজাতির সমতা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আতাফল পতন ও সূর্য্যগ্রহণ জ্যোতির্ব্বিদগণের পক্ষে যেমন সমান, প্লিবীয়দিগের প্রস্থান ও জাতীয় সভার অধিবেশন মানব ইতিহাসের পক্ষে ঠিক সেইপ্রকার। সে দিন হইল আশ্চর্য্য কোমৎ মানব ইতিহাসের উপক্রমণিকা ভাগমাত্র এবং বক্‌লী বকেল উহার কতিপয় অধ্যায় মাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞানের নূতন আলোক [illegible] চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া [illegible] সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে।

যখন ইউরোপেই প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ভব এত মন্থর ও এত আধুনিক তখন ভারতে যে, উহার এত অসদ্ভাব হইবেক, তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের আধিপত্য, একতন্ত্র রাজত্ব এবং বিদ্যার অনুশীলন এই বিষয় সমকালিক বোধ হয়। যে সময়ে জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মণের ও রাজার নিরঙ্কুশ শাসন বশতঃ স্বাধীনতার আধার পল্লীসমাজ সকল ক্রমে তেজোহীন হইতে ছিল এবং উহার সংখ্যা উপযোগিতা ও প্রভাব করিতেছিল। তথাপি এত প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তে যে সকল অভাব পাওয়া যায়, এবং বর্ত্তমানে যে সকল নিদর্শন দৃষ্ট হয়, তদ্দারা পল্লীসমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ লব্ধ হইতেছে বলিতে হইবেক।

গ্রীক ও অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতে যে সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পল্লীসমাজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ এদেশে যথার্থ [illegible] ক সাধারণ তন্ত্র ছিল না, তাহা সকলে জানেন। অধিক কি দেশীয় কোন ভাষাতে তদ্বোধক একটিও শব্দ লক্ষিত হয় না। পল্লীসমাজ সম্বন্ধেও এতদ্রূপ অপবাদ হইতে পারে, [illegible] আমরা বলি, পল্লী সমাজ শব্দটি [illegible] ন্যায় নবনির্ম্মিত হইলেও [illegible] বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে [illegible] ও বাহ্য প্রমাণ দ্বারা [illegible] হইতেছে। পরন্তু গ্রাম, পুর প্রভৃতি শব্দদ্বারা পল্লীসমাজ এবং গ্রামণী গ্রামাধিপতি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মণ্ডল বুঝাইতে পারে। [illegible] তন্ত্র বিষয়ে বর্ত্তমানে কেবল কোন নিদর্শন ও কোন উপলক্ষিত চলিত নাই, এমন নয়, [illegible] তন্ত্রশাসন প্রণালীর একটিও সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে পারে এমন পদ এদেশে [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible]

পল্লীসমাজ [illegible] প্রাচীন ও [illegible] [illegible]

[illegible] হইয়াছে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে এক প্রকার পল্লীসমাজ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার আর একটি নিদর্শন, ডাক্তার হণ্টর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকের সুবিধার্থ তাঁহার পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"গ্রামের শাসনপ্রণালী পরিবারতন্ত্রের অনুরূপ। প্রত্যেক পল্লীর এক একজন স্থাপয়িতা আছেন। তাঁহাকে মাঞ্ঝি হরাম বলে। তিনি দেবতার ন্যায় পূজা এবং তাঁহার আধিপত্য পুত্র পৌত্র ক্রমে অধিকৃত হইয়া থাকে। গ্রামের আদিপতিকে মাঞ্ঝি বলে, তিনি পুরুষানুক্রমে শাসন কর্ত্তা [illegible] প্রধান প্রধান [illegible] চালাইয়া থাকেন [illegible] সহকারী পরামানিক কর্তৃক [illegible] আপনাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। যদি কোন পথিক বিপন্ন হইয়া গ্রামপতিকে জানান তিনি হুকুম না দিলে [illegible] যান পথদর্শক [illegible] বস্তুতে পথিকের প্রয়োজন, তৎসমস্ত [illegible] হয়। সাঁওতাল বালক বালিকাগণের মধ্যেও এইরূপ এক জন মাঞ্ঝি ও পরামানিক আছে। যত দিন পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, তাহাদিগকে নিজ নিজ মাঞ্ঝি ও পরামানিকের তত্ত্বাবধানের মধ্যে থাকিতে হয়। পল্লীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে চৌকিদার একজন, কিন্তু যথার্থ সাঁওতালগণের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা অতি কম।"

সাঁওতালেরা বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী; তাহাদের মধ্যে পল্লীসমাজের প্রতিবিম্ব যে বঙ্গসমাজ হইতে পতিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

আমরা এই স্থলে একটি আপত্তির উত্থাপন করিতেছি। আপত্তিটি এই—বঙ্গদেশে মণ্ডল উপাধি ও [illegible] কৈবর্ত্ত, পোদ, চাসাধোপা প্রভৃতি নিকৃষ্ট [illegible] ভুক্ত, ব্রাহ্মণ, [illegible] সংস্পর্শ [illegible] হয় না। [illegible] অসভ্য জাতির [illegible] তাহা আম[illegible] ঘটিয়াছিল, [illegible] ভুক্ত [illegible] আর্য্যগণের [illegible] সন্দেহের [illegible] পল্লীসমাজ প্রণালী [illegible] সাঁও[illegible] অসভ্য জাতির মধ্যে দুই হইত এবং পল্লীসমাজের প্রকৃত আড়ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও মণ্ডলের পদ ও উপাধি নিয়ত নীচ মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত।

পরন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যবাসীরা আর্য্যজাতিভুক্ত নহেন; তাঁহারা এদেশের আদিমবাসীদিগের মধ্যে সভ্য ও উন্নত। কারণ তাঁহাদের ভাষার প্রকৃতি সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা হইলে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা, দাক্ষিণাত্যে পল্লী-সমাজ প্রণালী অধিক প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। আর যদি সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতি দাক্ষিণাত্যবাসী হইতে পৃথক জাতীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও এরূপ বিবেচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে, উত্তরাঞ্চলস্থিত আর্য্য ঔপনিবেশিক অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যবাসীর সহিত আদিম জাতির অনেক অধিক কাল হইতে একত্র বাস ও সংসর্গ হইয়াছিল। অতএব এ কল্পনাতেও উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিক পরিমাণে পল্লীসমাজ প্রণালী প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া বিপরীতই ঘটিয়াছে। পুনশ্চ পল্লীসমাজের যেরূপ প্রকৃতি ও অবয়ব সংস্থান থাকাতে উহা ঔপনিবেশিক ও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতির মধ্যেই প্রথম প্রচলিত হইবার যোগ্য। সমুদয় আর্য্যজাতির ইতিহাসও এই কথা বলিয়া দিতেছে। ইত্যাদি কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, পল্লীসমাজ প্রণালী আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগেরই স্বত্বসম্পত্তি ভুক্ত, আদিম অসভ্য জাতির নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বঙ্গদেশে কেবল নীচ জাতীয়দের মধ্যে মণ্ডল পদ ও উপাধি নিবদ্ধ হইল কেন? আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না, কেবল তদুপযোগী দুই একটী আভাস দেওয়া মাত্র। আর্য্যজাতির ভারতে প্রথম উপনিবেশের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশে তাঁহাদের নিবাস নিতান্ত আধুনিক বোধ হয়। বেদে বিবাহের পূর্ব্বভাগ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মনুসংহিতাতে যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে বঙ্গদেশ অর্থাৎ [illegible] হইতে পারে। [illegible] তাহার [illegible] উল্লেখ নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে [illegible] নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু তৎকালে এদেশের কোন বলবিক্রম ছিল বোধ হয় না। তাহা হইলে বঙ্গদেশ তত সহজে পাণ্ডবদিগের নিকট বশীভূত ও রাজসূয় যজ্ঞে কর প্রদানে সম্মত হইত না। বিক্রমাদিত্যের সময়ে এ দেশের কোন গৌরব ছিল না। কালিদাস কেবল এইমাত্র বর্ণন করিয়াই পর্য্যাপ্ত বোধ করিলেন, যে রঘুরাজ বলদ্বারা বঙ্গীয়দিগকে উৎখাত করিয়া চলিয়া গেলেন। অধিক কি পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশীয় পর্য্যটকদিগের নিকট ও এপ্রদেশের তাদৃশ সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ অতি আধুনিক। এমন কি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্বর্ত্তী মদ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের উক্ত ঘটনা অপেক্ষাও আধুনিক। কারণ, প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সহিত এপ্রদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ও অন্য কোন পৌরাণিক ব্যাপারের কোন সংস্রব দৃষ্ট হয় না। যৎকালে বঙ্গদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্য উপনিবেশ হইয়াছিল, তখন পল্লীসমাজ প্রণালীর এমনি হীন অবস্থা, যে উহা দেশান্তরে প্রচলিত হইবার উপযুক্ত ছিল না। সুতরাং বঙ্গদেশীয় আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে আমরা একথা বলিতেছি না যে, তৎপূর্ব্ব কাল হইতে এপ্রদেশের সহিত আর্য্য জাতির কোন সংস্রব ছিল না। প্রত্যুত আমাদের বোধ হয় মহাভারতেরও পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গদেশ আর্য্যজাতির অধিকারভুক্ত ছিল, এবং মনুর সময়েও তাঁহাদের ইহার সহিত পরিচয় ছিল। তবে কদর্য্য হাবহাওয়া ও অন্যান্য স্থানীয় অসুবিধা বশতঃ পূর্ব্বে প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে তাঁহাদের নিবাস হয় নাই।

মুসলমানদের ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাঠান ও মোগলকর্ম্মচারিগণ সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না। যেমন আধুনিক সাইবিরিয়ায়, তেমনি মধ্যকালের বঙ্গদেশে যাহারা দুষ্কর্ম্মপরায়ণ বা সম্রাটের বিরাগভাজন, তাহারাই নির্ব্বাসন দণ্ডের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী হইয়া প্রথমে প্রেরিত হইতেন। এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি প্রথমতঃ এদেশে আর্য্য উপনিবেশ অনেক আধুনিক; দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যজাতির সংস্রব থাকাতে এদেশীয় আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে পল্লীসমাজ প্রণালীর একপ্রকার নকল প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতেই কেবল কৈবর্ত্ত, পোদ প্রভৃতি নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে মণ্ডল পদ ও উপাধি নিবদ্ধ দেখা যায়, দ্বিজাতির মধ্যে দেখা যায় না।

ইউরোপীয় ইতিবৃত্ত লেখকেরা যে সকল স্থানকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বাস্তবিক এক একটী পল্লীসমাজ, বৈশালী তাহাদের, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এক

প্রাচীন যে শাক্যসিংহের সময়ে বৈশালীর অধিবাসিগণের প্রভূত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য ছিল এরূপ আভাস পাওয়া যায়। বৈশালী—অযোধ্যা, বিদেহ ও মগধের মধ্যবর্ত্তী। উক্ত পল্লীসমাজ সম্বন্ধে এই গল্পটি চলিত আছে "বিদেহের রাজমন্ত্রী মহু, কোন কারণে স্বদেশ ছাড়িয়া বৈশালীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি প্রথমে তত্রত্য অধিবাসি সভার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু পরে সাধারণের কর্ম্মাধ্যক্ষ (মণ্ডল) নিযুক্ত হইয়া সমাজের মহৎ হিতসাধন করিয়া ছিলেন। মহুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজগৃহ নগরে উঠিয়া গেলেন।" পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিত বৈশালীতে আগমন করেন, তখনও ইহার বিলক্ষণ সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু দুইশত বৎসরের মধ্যে উহার বড় হীন অবস্থা হয়। হিয়ুনসঙ্গ বলিতেছেন 'বৈশালীর প্রধান নগরের পরিধি ১২। ১৩ মাইল হইবেক, উহার সর্ব্বত্র ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। বৈশালীজনপদে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহার অন্তঃপাতী ধর্ম্মশালা সকলের নিতান্ত ভগ্ন দশা কেবল তিন চারিটিতে লোকজন রহিয়াছে। তথায় অনেক বিধর্ম্মির সমাগম দেখিলাম বিশেষতঃ যাহারা উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাহাদেরই আধিক্য।"

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ২৪ এ ডিসেম্বর। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া পেজ নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হয় এ জন্য উক্ত সংবাদ পত্র প্রচার দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বার্লিন ২৫ এ ডিসেম্বর। কাউণ্ট আর্নিমের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে পবলিক প্রসিকিউটার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ ডিসেম্বর গত কল্য যখন গ্রেট ইষ্টারণএক্সপ্রেস ট্রেণ শিপটনে আসিতেছিল, হঠাৎ রেলভ্রষ্ট হইয়া গাড়ি গুলি খালে পতিত হয়। ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ষ্টাফোর্ড সায়ারের কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

রুশীয়া রাজসনের মহাসভা সেণ্টপিটসবর্গে করিবার জন্য সকল গবর্ণমেণ্টকে যে আহ্বান করেন তাঁহারা সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, কেবল ইংলণ্ড আজিও এবিষয়ের কোন উত্তর দেন নাই।

শিপটনে যে রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয় তাহাতে ৩১ জন হত এবং ৫০ জন আহত হয়।

গত কল্য উত্তর পশ্চিমের একখানি এক্সপ্রেস ট্রেণ এক খানি কয়লার গাড়ির সহিত ধাক্কা লাগিয়া একজন হত ও ২০ জন আহত হয়। উইগানে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে।

৪ ঠা ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া যে মেইল যায় উহা শনিবার লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬ এ ডিসেম্বর। প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি ই কক্সহেড পূর্ণিয়ায় রহিলেন। ইনি শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন বলিয়া যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি গডফে কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

ই, ডি লকউড প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন।

টি. জে, সি গ্রাণ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন।

জে, এফ কে হেউইট তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বেহারের ওয়ার্ড ষ্টেটের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর জি, ই, পোর্টার ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

টি, ডবলিউ রিবল প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এ, সি ব্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী মফিউল্লা উক্ত বিভাগে ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এ, কেলি রঙ্গপুরে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীচরণ মিত্র হাবড়ায় রহিলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী একটী রাস্তার সংস্কার ও নির্ম্মাণার্থ ভূমি গ্রহণের জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, রিকেট্‌স, নদীয়ার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি জজ জে, সি, গেডিস কিছুদিনের জন্য সারণের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ হইলেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। মৌলবী সায়দ আবদুল্লা (যিনি বেহারের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়াছেন) ভাগলপুরে রহিলেন।

ভাগলপুরের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মৌলবী আলা হ বক্স পাটনায় বদলী হইলেন।

পাটনার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু সুখময় ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এজেন্সি বোর্ডের অন্যতর সভ্য সিবিল ষ্টিফেন্সন সাহেব কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি, সি) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

রবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮ এ ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরিদপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, নিউজেণ্ট।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনমোহন রায়।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ, কেলি, ত্রিপুরার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ম্যান্সন, এবং বাকুড়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডি, ডবলিউ এম টেক্টো সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	যব।
	সের	সের	সেব	সের
বর্দ্ধমান	।৭।	।৮॥	।৩	।৪
বাকুড়া	।২॥	।৮	।৪	।৮
বীরভূম	।•॥	॥•	।২	।৫
হুগলী	৮॥ ৯	।৪- ৫॥	।৩	।৩।-॥১
হাবড়া	।৩	।৬	।৩॥	
কলিকাতা	⁄৯	।৩	।৩	।৮
২৪ পবগণা	৬॥৶	।৩'⁄	।৩'⁄	।৪
নদীয়া	।৪।	।৬	।৪।	
যশোহর	।২	।৮।	।২	
মুরশিদাবাদ	।১॥	।৭-।৯	।৫॥	।৫-॥৩
দিনাজপুর	॥৩	৸•	।২॥	।২।
মালদহ	॥২	॥৫-৸•	।৮	॥•
রাজশাহী	৮-।৮৸	॥৪৸	।৪।-।৫	।২
রঙ্গপুর	⁄৭।৶	॥২॥	।২৸১•	
বগুড়া	⁄৮।	৸•	।১।	
পাবনা	⁄৮	।৮৸	।৩॥	
দার্জিলিং	⁄৪॥	।৩	⁄৮	⁄৫
জলপাইগুড়ি	॥•	॥৯'৶	।•	
ঢাকা	।৬	॥•	।৩	।৮
ফরিদপুর	⁄৮	॥•	।২॥	
বাখরগঞ্জ	।৬	॥•		
ময়মনসিংহ	।১	॥২॥	।২	
চট্টগ্রাম	।২	॥•	⁄৯॥	
নওয়াখালী	।৪	॥১		
ত্রিপুরা	⁄৯॥	॥৫	।•॥৵	
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।•॥	।১⁄		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	।৭৶	।•	⁄৮	
পাটনা	।৪	॥৪	।৯	
গয়া	।১	॥৶॥	।৮	।৯॥
শাহাবাদ	।২৸	।৭॥ ৯	।৭।৯	॥৩।
ত্রিহুত	।•	॥৪	।৫	।৬
সারণ	৶৯	॥৬	।৭	॥৫
চম্পারণ	⁄৮	॥৬	।৪॥	।৫-॥৬
মুঙ্গের	।৮'⁄	॥২।⁄	।২॥	॥২।⁄
ভাগলপুর	॥২॥৶	॥৫।	।৭॥৶	॥•৶
পূর্ণিয়া	॥৬	॥৮	।৬	
সাওতাল পরগনা।	।২	॥•	।৪	
পুরী	।৭⁄	॥৭॥⁄	।৪॥৶	
বালেশ্বর	।৬	॥৬	।১	
হাজারীবাগ	⁄৯	।৭-॥৪	।২	।৬
লোহারডগা	॥•	॥৭	⁄৯২	
সিংহভুম	।২	॥৮	।১	
মানভুম	।৫	॥৪	।১	।৬-॥•

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৫ এ ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	
সুবপুব ৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলেব মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা		৬
ভাণ্ডারপাড়া	১	২
তথা হইতে হাটবোলিয়া	১	৬
তথা হইতে কর্ট ১ নং	৮	৬
তথা হইতে বোলমারি	২	৪
তথা হইতে আলিকদহ	২	৩
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২৮ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৩	৪

বহরমপুর ১৮ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ } টি, এইচ উইল্স সি, ই, এক্সিকিউটিববইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর ৫॥•

" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর ১•

" " তারিণীপ্রসাদ রায়—দিনাজপুর ৫ ●

" " রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া ৫॥•

শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী—কলিকাতা ৫॥•

মুরসীদাবাদ ডিবেটিঙক্লব ৫ ●

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১• টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥• টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১• ষাণ্মাসিক ৫॥• টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইব না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৶• দুই আনা তাহার পর ⁄১• দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

● ইহারা বিস্মৃতি ক্রমে ॥• করিয়া পাঠান নাই।

রেজিষ্টরি করা।
৭৫ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৮ এ পৌষ। ইং ১৮৭৫। ১১ ই জানুয়ারি।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

এক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর।

—০:০—

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

প্রায় ৯ বৎসর হইল, এই উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ছাত্রগণ প্রতিবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আনুকূল্য ৮০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়টীর নিজস্ব একটী গৃহ না থাকাতে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই অভাব মোচনার্থ উদ্যোগ করা গিয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটী সম্পন্ন হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য। এই নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই শুভ কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয় ২৪ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।

—০:০—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—০০০—

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রহ্য।

এই মহৌষধ সুসেন সংহিতায় উক্ত এবং অস্মদ্দেশের আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরায়ভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক, দ্বিতীয়টী জ্বর কাশ গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য সায় ডাকমাসুল ৩৷০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩৷০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃত ঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

—০—

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতিখণ্ড ৷৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ পৌষ সোমবার।

আমরা কাবুলের গৃহবিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত ঐ রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে একজন গ্রাহক তিনটী আপত্তি করিয়াছেন। প্রথম, রাজ্য বিভাগ হইলে রাজ্যের গৌরব থাকিবে না। দ্বিতীয়, দুই ভ্রাতার বিরোধ উপস্থিত হইবে। তৃতীয়, দুই জন অধিকারী হইলে দুই জনকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ইহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, চিরকালের নিমিত্ত রাজ্য বিভাগের ব্যবস্থা করিলেই রাজ্যের গৌরব হানি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত না করিয়া যদি উপস্থিত বিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত বিভাগ ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে গৌরব হানির শঙ্কা কি? বিভাগের ব্যবস্থাকালে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারি নির্ণয় বিষয়টিও স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দুটী মহৎ অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা। এক, কে উত্তরাধিকারী হইবে, এ বিবাদ থাকিবে না; দ্বিতীয়, কাবুলের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে যে ব্যবহারটি সন্দেহগর্ভে নিহিত আছে, সে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া একটী মীমাংসা হইয়া থাকিবে। মহাকবি মাঘের একটী মহার্থ বাক্য আছে “সর্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে।” সকলেই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। আমীরের বিবদমান পুত্রদ্বয় আপন আপন স্বার্থলাভ হইলেই তুষ্ট হইবেন, পুত্রদিগের উত্তরাধিকারিত্বের নিমিত্ত ব্যস্ত হইবেন না।

দ্বিতীয়; উভয় ভ্রাতা রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলে পরস্পর বিরোধ হইবার যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, সেটী অলীক

বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। স্পার্টায় যুগপৎ দুই রাজায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পরস্পর নিয়মে বদ্ধ হইলে বিবাদের শঙ্কা কি? নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিবাদ করিবার যদি আশঙ্কা করা হয়, প্রতিবেশী রাজগণের সহিতও বিরোধের শঙ্কা আছে।

তৃতীয়, অন্যতর অধিকারির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহাও সারবত্তী বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। বর্ত্তমানে যে ক্ষতি উপস্থিত, তাহার অপেক্ষা সে ক্ষতি কি অধিক? যে কোন সদুপায়ে শান্তি স্থাপন হয়, ইহাই কি এ নহে? যদি অনুধাবন করিয়া দে স্পষ্ট বোধ হয়, মুসলমানদিগের নামে অবিভক্ত, বাস্তবিক। যিনি যে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন, তিনি সেখানে প্রায় স্বাধীন উঠেন। দিল্লীশ্বরের অধিক বাঙ্গলা দেশের নবাবেরা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। দিল্লীশ্বরকে দিতেন না। যাকুব খাঁ হিরাটের কর্ত্তা, আমীরের অধীন, কিন্তু পারস্যরাজকে হিরাট বিক্রয় ছেন বলিয়া যেরূপ জন প্রবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে রের অধীন এমন বোধ হয় না।

দুর্ভিক্ষকালদত্ত প্রত্যাহারার্থ আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

গবর্ণমেণ্ট ১২৮০ ও ৮১ সালে কালে প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ শস্যে ৭।৮ লক্ষ টাকা ধার দি সম্প্রতি অনাবৃষ্টি উক্ত টাকা আদায় করিবার অভিপ্রা দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় আই পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইনের অনুসারে কালেক্টরের হস্তে সরাসরি ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ঐ টাকা আদায় করা প্রস্তাবকর্ত্তার অভিপ্রেত। যাহাকে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, কালেক্টরের নিকটে তাহার হিসাব আছে। অতএব তিনিই আদায় করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহার টাকা দিবার সময় হইবে, কালেক্টর তাহা জানিতে পারিবেন এবং তাহাকে সংবাদ দিবেন। যদি তাহার কোন আপত্তি থাকে, কালেক্টর তাহার সংশোধন করিবেন। তাহার পর তাহাকে একটী মিয়াদ করিয়া দিবেন, সেই মিয়াদ মধ্যে টাকা দিতে হইবে। এ বিষয়ে কালেক্টরের বিচার দেওয়ানী আদালতের বিচারের তুল্য ফলোপধায়ী হইবে। দেওয়ানী আদালতের উপরে এ বিচারের ভার সমর্পণ করিলে প্রজার কষ্ট ও অনল্প অর্থব্যয় হইবে।

কালেক্টরের উপরে এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার ভার সমর্পণের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, এটী উত্তম হইয়াছে। যাঁহারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ হৃদয়ে ইহার অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। তবে একটী কথা আছে। এবারও চাসা লোকেরা সচ্ছল হইতে পারিবে, এমন আকার দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যাহাকে যাহা দিয়াছেন যদি এককালে সমুদায় আদায় করেন, সাহায্যদান করিয়া প্রজাদিগের যে উপকার করা হইয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অপকার করা হইবে সন্দেহ নাই। গত বৎসর তাহারা যেরূপ হা অন্ন যো অন্ন করিয়াছে, এ বৎসরও তাহাদিগকে সেইরূপ হাহাকার করিতে হইবে। অনরেবল দিগম্বর মিত্র ক্রমে আদায় করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই সুসঙ্গত হইতেছে।

সর জঙ্গ বাহাদুরের বিলাত গমন ও আর্য্যধর্ম্মের সংস্করণ।

ধর্ম্মশব্দ ধৃ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ স্থিতি। (ধৃঙ স্থিতৌ) যাহা হইতে সমাজ স্থিতি হয়, সেই ধর্ম্ম। সমাজের অসামান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাই ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। দেশ ও কালভেদে সমাজের অবস্থা ভেদ হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মেরও রূপভেদ হয়। এক আর্য্য ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষে কাল ও প্রদেশ ভেদে নানারূপ হইয়াছে। আমাদিগের আচার ব্যবহারাদি সামাজিক সমুদায় বিষয়ই ধর্ম্মানুস্যূত। এই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বাঙ্গলা দেশের সহিত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সহিত নেপাল প্রভৃতির আচার ব্যবহারাদিগত বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কালভেদে আবার উহার যে কত প্রভেদ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই ভারতবর্ষবাসী যে আর্য্যজাতি পূর্ব্বে স্বচ্ছন্দে সমুদ্র পথে নৌবাণিজ্য, ভ্রমণ ও সমুদ্র দিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছে, সেই জাতির এক্ষণে আর সমুদ্রগমন অনুমত ও বৈধ নয়। কলির প্রথমে কয়েকজন মহাত্মা সমুদ্র যাত্রা স্বীকার ও কমণ্ডলু ধারণাদির প্রতিষেধ করিয়াছেন। বোধ হয়, বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকালেই আর্য্যধর্ম্মের উদারভাব বিলুপ্ত ও সঙ্কীর্ণভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অনুমান হইতেছে, তদানীন্তন আর্য্যেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংসর্গে আর্য্য ধর্ম্ম পাছে বিকৃত হইয়া উঠে এই শঙ্কায় অধিক অধিক আঁটা আঁটি করিতে গিয়া উহাকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্ম্ম আবার যখন মানুষের রুচি ও স্বার্থের বিরোধী হয়, তখন স্থিরপদ হইয়া থাকিতে পারে না। এক্ষণকার লোকের রুচি ও স্বার্থ অন্য প্রকার হইয়াছে। ধর্ম্ম আর তাহার প্রতিরোধে সমর্থ হইতেছে না, প্রতিরোধ করিতে গিয়া আপনিই হীনবল হইয়া পড়িতেছে। অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে, সেই আর্য্য

ধর্ম্মকে এক্ষণকার রুচি ও স্বার্থের অনুগত করিয়া লন। এই কারণে নানা প্রকার নূতন নূতন ব্যবস্থা ও শাস্ত্রীয় বচনের নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টার অপেক্ষা সর জঙ্গ বাহাদুরের চেষ্টা সমধিক ফলোপধায়িনী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মন্ত্রিরাজ সপরিবারে বিলাতে চলিতেছেন, আরো এক বার গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দু, সেই হিন্দু আছেন এবং এ যাত্রায় বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া যে হিন্দু ছিলেন সেই হিন্দুই থাকিবেন। বড় লোকের দৃষ্টান্তের অতিশয় মোহিনী শক্তি আছে। বড় লোক হইতেই ধর্ম্মের সৃষ্টি এবং বড় লোক হইতেই ধর্ম্মের পরিবর্ত্ত হয়। বড় লোকে প্রচলিত প্রথা বিরুদ্ধ কোন কাজ করিলে অন্য কেহ তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না। শেষে সেই বড় লোকের কৃত ব্যবহার দেশ ব্যবহার হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশের বড় মানুষেরা যদি সর জঙ্গ বাহাদুরের ন্যায় সাহসী হইয়া সেই প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগবান্ হন, অনা... সে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কি আ... নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে এদেশের বড় মানুষদিগের বিপরীত গতি দেখিতে পাই যাহাতে দেশের উন্নতি ও অভ্যুদয় লাভের সম্ভাবনা আছে, ইহাদিগের সে দিকে গতি নাই, যাহাতে দেশের অধোগতি হয়, সেই দিকেই গতি। এরূপ চমৎকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কেহ সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা পান, অনেকে তাহার প্রতিবাদী হইয়া থাকেন। দয়ানন্দ সরস্বতী এই চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহার প্রশংসা ও সাহায্য করা দূরে থাকুক, কাশীতে পাগল বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলি কাদা দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যায়াম কৌশল দর্শন।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর গত বৃহস্পতিবার বেলবিডিয়রে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের বালকগণের ব্যায়াম কৌশল দর্শন করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে উৎসাহ দান করেন এটি আমাদিগের অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গবাসিদিগকে ব্যায়াম অস্ত্র ও শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক। এখানে এ সকল বিষয়ের শিক্ষার নিতান্ত অসঙ্গতি আছে। বাঙ্গালিরা ক্ষীণদেহ ও দুর্ব্বল। শরীরে বল না থাকিলে উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সকলই হীন প্রভ হয়, সেই বলবিধানের একমাত্র উপায় ব্যায়ামচর্চ্চা।

আমরা দুঃখিত হইলাম, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাধারণ্যে এ বিষয়ে উৎসাহদানে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন অন্যকে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের অনুমতি দেন নাই। বাবু নবগোপাল মিত্র এ বিষয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এতৎসংক্রান্ত একটী বিদ্যালয় আছে। তথায় অনেকে শিক্ষিত হইয়া অন্য অন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন। নবগোপাল বাবু ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও বেলবিডিয়রে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনস্থলে উপনীত করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু লেপ্টনেন্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হন নাই। এ অসম্মতির কারণটী তাঁহার ব্যক্ত করিয়া বলা উচিত ছিল। না বলাতে সকলেরই যার পর নাই মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। ব্যায়াম চর্চ্চা বিষয়ে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, তাঁহারাও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্পলের এ ব্যবহারটী গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধ হইতেছে। সাধারণে আপন আপন শিক্ষার ভার আপনারা গ্রহণ করেন। গবর্ণমেন্ট অবসর হন, গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিষয়ে এই মূল যুক্তি।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী দুঃখ জ্ঞাপন কর্ত্তব্য। রাজপুরুষেরা যে অভিপ্রায়ে যে কাজ করেন, সকল সময়ে তাহা ব্যক্ত করেন না। বোধ হয় তাহা ব্যক্ত করা তাঁহারা অপমানের বিষয় বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় কারণ প্রদর্শন অপমানের বিষয় নয়। প্রত্যুত, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রার্থনাকারিরা তাহা জানিতে পারিলে স্ব স্ব দোষ সংশোধন করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, কারণটী ব্যক্ত করিয়া না বলিলে বহুল অনর্থ হয়। সেই বিষয় লইয়া নানা জন নানা প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করেন; তবে যে বিষয়ের প্রকাশে কার্য্য হানি হইবার সম্ভাবনা আছে, আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। যাহার প্রকাশে কার্য্যের হানি নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে লোকে গবর্ণমেন্টের সদভিপ্রায় বোধে সমর্থ হয় এবং উত্তরোত্তর গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত হইতে থাকে।

লক্ষীবাইয়ের স্বামী ও মলহররাও।

বোম্বাই গেজেট বরদা হইতে তার যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, লক্ষ্মী বাইর স্বামী গুইকুমারের নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিবার জন্য সর লুইস পেলির নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। গুইকুমার অন্যায় পূর্ব্বক তাহার স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, এই তাহার অভিযোগের কারণ। পেলি সাহেব বলিয়াছেন, গুইকুমারের সাংসারিক বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

পেলিসাহেবের এ উত্তর দানটী সুসঙ্গত হয় নাই। কি সাংসারিক বিষয়

কি সামাজিক বিষয় কি রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়, সকল বিষয়েই বরদার গুইকুমারের স্বাধীনতা আছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের রাজকার্য্যাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তাঁহার নিজের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াও সকলের অনুরাগ ভাজন হইতেছেন, তাহার কারণ এই, তাঁহারা গুইকুমারের অত্যাচার নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অত্যাচার নিবারণ যখন উদ্দেশ্য হইল, তখন তাঁহার যত প্রকার অত্যাচার আছে, সে সমুদায়ের নিবারণ চেষ্টা পাওয়াই বিধেয়। আমাদিগের বিবেচনায় রাজার প্রজা স্ত্রী হরণের তুল্য অত্যাচার আর নাই। গুইকুমার অত্যাচারী, ইহ যদি প্রমাণ করিতে হয়, লক্ষ্মীবাইকে তাঁহার পাণিগ্রহীতার ক্রোড় হইতে যে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার তুল্য নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ আর নাই। "বদ্ধমূলস্য মূলং হি মহৎ বৈর তরোঃ স্ত্রিয়ঃ।" স্ত্রীই বদ্ধমূল বৈরতরুর মহৎ মূল। স্ত্রীঘটিত বিরোধের ন্যায় প্রবল বিরোধ আর নাই। ভুবন বিজয়ী রাবণ এই বিরোধেই উৎসন্ন গিয়াছে ট্রয় বিনষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ রাজার পক্ষে এটী অত্যন্ত দোষের। অন্যে এ অত্যাচার করিলে রাজার নিকটে তাহার প্রতীকার হয়। কিন্তু রাজা যদি স্বয়ং এই দোষে দোষী হন, প্রজারা কাহার নিকট প্রতীকারের প্রার্থনা করিবে?

[illegible] সাহেবের অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিরোধী হইতেছে। লক্ষ্মীবাইয়ের গর্ভজাত সন্তানকে মাহের রাওর উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রমাণ করা হইবে কি না প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট এই বিবেচনা করিতেছেন। যদি গুইকুমারের সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা না হয়, এ বিবেচনা করিবার কারণ কি? এক লক্ষ্মীবাইকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে শাস্ত্র যুক্তি আইন দয়া ধর্ম্ম ভদ্রতা ও সামাজিক নিয়ম এ সমুদায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। যাঁহারা মুনি বচনের নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহারা যদি সহস্র বৎসর অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করেন, গুইকুমারের পরস্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রীয়তা বিধায়ক একটী বচনেরও আবিষ্ক্রিয়ায় সমর্থ হইবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শাস্ত্র যুক্তি সামাজিক ব্যবহার বিরুদ্ধ সংযোগ জাত সন্তানকে কিরূপে গুইকুমারের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন গুইকুমারের অত্যাচার নিবারণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার নিবারণে যত্নবান হওয়াই উচিত। তবে আমরা একথা বলি না যে প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া তাঁহার অবমাননা করেন। গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারকে বলুন তিনি লক্ষ্মীবাইকে পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলেই তাঁহার চৈতন্য হইবে। তিনি আর পুনরায় এরূপ কুকার্য্যে যাইবেন না।

তমাকের এক চেটিয়া।

বোম্বাইর বণিক সম্প্রদায় তুলা জাত দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী শুল্ক রহিত করিতেছেন। উহাতে গবর্ণমেণ্টের যে আয় ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণার্থ এই প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট মিতব্যয়িতা অবলম্বন করুন, আপাততঃ পূর্ত্ত কার্য্যের ব্যয় সংক্ষেপ করুন এবং তমাক আবকারির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে কর করুন এবং তাহা এক চেটিয়া করিয়া স্বহস্তে লউন।

মাঞ্চেষ্টরের কল্যাণে এদেশে বস্ত্র যেরূপ সুলভ হইয়াছে, এরূপ সুলভ হইবে, ইহা এদেশের লোকের স্বপ্নের অগোচর। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি এ সময়ে জীবিত থাকিতেন, তাঁহারা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন সন্দেহ নাই। কাপড় এত শস্তা হইয়াছে, তথাপি বণিকগণ তুষ্ট নহেন; আমদানী রপ্তানী শুল্ক রহিত করিয়া আরো শস্তা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এ চেষ্টাটী যদি তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তির ফল হইত, তাঁহারা ভারতবর্ষের শত সহস্র ধন্যবাদের আস্পদ হইতেন সন্দেহ নাই। এক দুর্ব্বার স্বার্থপরতা এ চেষ্টাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রশংসা গানে আমাদিগের রুচি জন্মিতেছে না। কি মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ কি বোম্বাইর বণিকগণ কি অন্য স্থানের বণিক সম্প্রদায় এতদিন কাহারই এ চেষ্টা ছিল না। ভারতবর্ষে বস্ত্রের কল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অমনি তাঁহাদিগের উপচিকীর্ষাবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমদানী রপ্তানী শুল্ক রহিত হইলে গবর্ণমেণ্টের যে আয় ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণার্থ বণিকগণ তমাকের উপরে কর গ্রহণ ও তমাক এক চেটিয়া করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা উহার কোন তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারিতেছি না। প্রথম, ধনবান বণিকগণের [illegible] দরিদ্রদিগের ক্ষতি ও সমধিক কষ্ট। এখানকার দরিদ্র শ্রমজীবিরা ইউরোপীয় শ্রমজীবিদিগের ন্যায় সুখসম্পন্ন নহে। তমাকই উহাদিগের এক মাত্র প্রমোদজনক বিলাস দ্রব্য. যদি

আফিমেনের ন্যায় এক চেটিয়া করিয়া উহাতে কর করা হয়, অনেককে অগত্যা তমাক পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহারা কোনক্রমে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে তমাকের ব্যয় সংগ্রহার্থ অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে। বণিকগণের লাভার্থে না হইয়া যদি গবর্ণমেণ্টের বিপদুদ্ধারার্থ এ চেষ্টা হইত, তাহা হইলেও এ দরিদ্রপীড়ন কথঞ্চিৎ অনুমোদিত হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজের বিপৎ কালে যখন যে কর করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সময়ে দরিদ্রদিগকে মুক্ত করিয়া কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইনকম টাক্স দরিদ্রদিগকে স্পর্শ করে নাই। লবণের উপরও নূতনবিধ কর গ্রহণে গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বণিক সম্প্রদায় তমাকের উপরে কর গ্রহণের প্রস্তাব না করিয়া যদি দেশীয় সুরা, গাঁজা, চড়স আফিম প্রভৃতির উপরে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া আমদানী রপ্তানী শুল্ক ক্ষতি পূরণের প্রস্তাব করিতেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিতাম।

গবর্ণমেণ্টকে তমাক এক চেটিয়া করিবার যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, সেটিও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ বিধেয় হয় না। তাহাতে প্রজার সহিত উঁহাদিগের প্রতিকূলতা ঘটিয়া উঠে। বাণিজ্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ অর্থব্যবহার ও বার্ত্তাশাস্ত্রেরও নিয়মবিরুদ্ধ। যে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের দারুণ দুর্ভিক্ষ বিপদেও বাণিজ্য ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট তমাকের এক চেটিয়া করিয়া প্রধান বণিক হইবেন, ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহাদিগের লবণ ও আফিমের যে এক চেটিয়া আছে, তাহারই পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে, এমন সময়ে আবার নূতন এক চেটিয়া? বোম্বাইর বণিক সম্প্রদায় এক সামান্য স্বার্থের অনুরোধে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টকে মহাপাপপঙ্কে পাতিত করিতে উদ্যত হইলেন?

ডাক্তার জর্জ স্মিথ ও ভারতবর্ষ।

সেকলে মিল প্রভৃতি কয়েক জন গ্রন্থকার ভারতবর্ষের মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসিদিগের সহিত উঁহাদিগের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ও সবিশেষ পরিচয় হয় নাই। উঁহারা কতকগুলি অসৎ লোকের চরিত্র দর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া লন, ভারতবাসিরা সকলেই অসৎ উঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক ইউরোপীয়ের ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়া আছে। কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত যাঁহাদিগের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, যাঁহারা ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র ও গুণের বিষয় জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের বিদ্বেষ থাকে না। তাঁহারা ইহাদিগকে ভাল বাসিয়া থাকেন। সর উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, কাউয়েল প্রভৃতি ইহার প্রমাণ স্থল। সম্প্রতি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তর জর্জ স্মিথ এডিনবর্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

জর্জ স্মিথ বলেন "কুড়ি বৎসরকাল সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় হয়, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আমি বাস করি, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন ও করদরাজ্যে ইতস্ততঃ গমন করি, অতএব আমি বলিতে পারি, ভারতবর্ষীয়েরা ভাল বাসিবার যোগ্য।"

জর্জ স্মিথ এদেশীয়দিগের দারিদ্র্য সামাজিক অবস্থা, বাসপ্রণালী, পরিচ্ছদ জল বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই একৈকক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। দরিদ্র কৃষকদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। আমরা বরাবর সেই অত্যাচার প্রতীকারের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি, তিনিও সেই উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভূমিতে কৃষকদিগের স্বামিত্ব প্রদান তাঁহার মতে সেই উপায়।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, তিনি তাহারও প্রসঙ্গে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার একটী অসঙ্গত বাক্যের উপন্যাস দর্শন করিলাম। তিনি বলেন, সর জর্জ কাম্বেল দুর্ভিক্ষের বিষয় লাড নর্থব্রুকের গোচর করিলেও তিনি প্রথমে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। জর্জ স্মিথের এবাক্যটী আমাদিগের রুচিকর হইতেছে না। লাড নর্থব্রুক যদি বিশ্বাস না করিলেন, তবে সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন কেন? লাড নর্থব্রুকের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। তিনি বিপদ কালেও ব্যাকুল হন না। বিপদ সংবাদ শুনিয়াও তিনি অনাকুলিত চিত্তে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয় জর্জ স্মিথের এই ভ্রম জন্মিয়াছে যে, তিনি বিপদ সংবাদ পাইয়াও প্রথমে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদিগের সংস্কার এই, সর জর্জ কাম্বেল যেরূপ ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিলেন, তিনিও যদি সেইরূপ হইতেন, তাহা হইলে অধিকতর অনিষ্ট হইত সন্দেহ নাই। তিনি যে সর জর্জ কাম্বেলের অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের রাজনীতিজ্ঞ, ইহার দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। আর একটী বিষয় দ্বারাও লাড নর্থব্রুকের উচ্চতর

রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় হইয়াছে। সর জর্জ্জ কাম্বেলের সহিত দেশশুদ্ধ লোকে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাণিজ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবিচলিত চিত্তে বরাবর কাজ করিয়াছেন, কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিলেও চাউলের আমদানী করিতে হইত। তিনি এক আমদানীর দ্বারা সকল কাজ সিদ্ধ করিয়াছেন। জর্জ্জ স্মিথ দুর্ভিক্ষের কারণ ও ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষের প্রতীকারের যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির উল্লেখ আমাদিগের ইচ্ছা নাই। নানা মুনির নানা মত।

আমাদিগের নূতন গ্রন্থকারদিগের নূতন বাঙ্গালা লেখা।

আমরা বঙ্গবিজেতার দোষ গুণ বিচার কালে কহিয়াছিলাম, উহার অনেকগুলি গুণ হইয়াছে বটে; কিন্তু লেখাটী প্রকৃত বাঙ্গলা হয় নাই। এক ব্যক্তি এই লেখায় তৃপ্ত না হইয়া এক খানি দীর্ঘতর পত্র লিখিয়া আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পত্রখানি মাপিয়া দেখিলাম, এক হস্ত চারি আঙ্গুলি দীর্ঘ ছয় অঙ্গুলি প্রশস্ত। এরূপ পত্রের চারি পৃষ্ঠ লিখিত হইয়াছে উহাতেও লেখকের তৃপ্তিলাভ হয় নাই। জাহাজের জালি বোটের ন্যায় উহার সঙ্গে এক খানি ক্ষুদ্র পত্র সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। এত বড় পত্রের আদ্যোপান্ত সমুদায় অংশ যে কেবল সারবৎ বাক্য দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে, উহা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপন্যাস করা হইয়াছে, আমাদিগের নিজের প্রশংসা ও অনেকেরও নিন্দা আছে। আমরা সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী অংশটাই গ্রহণ করিলাম।

মহাশয়! আপনি বহুসংখ্যক পত্রে "বঙ্গবিজেতা" সম্বন্ধে সমস্তই প্রশংসা করিয়া ভাষা বিষয়ে প্রশংসা করেন নাই; তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই।

আপনি বলিয়াছেন সংস্কৃত না জানিলে বাঙ্গালা ভাল হইবে না। অতএব সংস্কৃত চর্চ্চা কর। কিন্তু মহাশয়! অনেক দিন হইতে এই উপদেশ দিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া আমরা চিন্তিত হইয়াছি; আমাদের সন্তানগণকে যেন আমরা তাহাই করাইব। আমাদের গতি কি হইবে? ইংরাজ আমাদের রাজা হওয়ায় তাঁহাদের দ্বারে খাটিয়া খাই বার অস্ত্রের স্বরূপ আমাদের অভিভাবকেরা আমাদিগকে কেরাণীগিরি করিবার যোগ্য ইংরাজি শিখাইয়াছেন সেই অস্ত্রের সেবা হেতু আমরা সংস্কৃত শিখিবার কাল হারাইয়াছি। এখন আমাদের কি দশা হইবে? তবে ত আমরা বঙ্গদেশে জন্মিয়া বোবা হইয়া রহিলাম। ১০ বৎসর নিরত পরিশ্রম না করিলে সংস্কৃতের নিকট কলিকা পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই ১০ বৎসরই যদি আমাদের পৃথিবীতে থাকিবার সীমা হয়, তবে ত আমরা মাতৃভাষায় মনের কথা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এখন আমরা জীবনের চতুর্থ অবস্থায় অবস্থিত। এখন আমাদের মনের ভাব, কল্পনা, দূরদর্শিতা সমস্তই পরিমার্জ্জিত এবং পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। এই আমাদের পুস্তক লিখিবার উপযুক্ত সময় এবং অবস্থা। এখন যদি "মুকুন্দ সচ্চিদানন্দং" আরম্ভ করিতে হয় তাহার তুল্য আর বিড়ম্বনা কি আছে? দেখিতেছি ইংলণ্ড, চীন, ফরাস, রুস, জারমাণ প্রভৃতি দেশবাসীরা মাতৃভাষা মাত্র শিখিয়া মনের ভাব সকল প্রকাশ করেন, পুস্তক লেখেন, তাঁহারা অন্য ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন না, তবে যদি শিক্ষা করেন তাহা অতিরিক্ত। দ্বিতীয় একটী ভাষা না শিক্ষা করিলে মাতৃভাষায় কিছু লিখিলে তাহা বিশুদ্ধ ভাষা হইবে না এরূপ নহে। আমরা অভাগী, অন্য ভাষায় বিনা বাক্যে আমরা বঙ্গদেশে জন্মিয়াছি বলিয়া কি মাতৃভাষা জ্ঞানে সমর্থ হইব না? যদি বলেন সংস্কৃতই আমাদের মাতৃভাষা তাহা কিরূপে? আমরা জন্মিয়াই ত "মা" এই প্রথম শব্দ শিক্ষা এবং উচ্চারণ করিয়াছি, "মাতঃ" বা "জননি" ত শিক্ষা এবং উচ্চারণ করি নাই। সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা নহে, [illegible] ভাষা; আমাদের প্রপিতামহ কান্যকুব্জের কন্যা বিবাহ করেন, [illegible] পশ্চমাঞ্চলের ভাষা [illegible] মাতৃভাষা উভয় [illegible] ছিল [illegible] নক এবং [illegible] বিবাহ করেন, সুতরাং [illegible] এবং আমার মাতৃভাষা বাঙ্গলা; সংস্কৃত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের মাতৃভাষা। আমার কিরূপে? তবে যদি আমি দেখিতে পাই সংস্কৃত ভাষায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সেই জ্ঞান লাভের জন্য আমার যে ভাষা শিখিবার ইচ্ছা হইলে শিখিব। কিন্তু আমার যে কথঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাহাই আমার কনিষ্ঠদিগকে শিক্ষা দিতে বা জ্যেষ্ঠদিগকে জ্ঞাপন করিতে প্রপিতামহীর ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে কেন? যদি বলেন আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা পুষ্ট এবং সম্পূর্ণ নহে; ইহা হইতে পারে না। আমি যদি কোন উচ্চবিষয়ক পুস্তক লিখিতে যাই তখন আমার উচ্চাঙ্গের শব্দের আবশ্যক; সে স্থলে আরব্য, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজি, পারসের সাহায্য না লইয়া সংস্কৃতের নিকট ঋণ করা উচিত, কারণ সংস্কৃতের উত্তরাধিকারিত্বের আমাদের অধিকার আছে তাহা আমাদের পিতামহের সম্পত্তি। কিন্তু এক খান নাটক, উপন্যাস, বা গল্প লিখিতে সংস্কৃত আরব্য লাটিন গ্রীক ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ করিব কেন? আমরা সচরাচর যে কথা বলিয়া থাকি তাহা এক ব্যাকরণ করিয়া নিয়ম করিয়া সাজাইয়া সাধারণে প্রচলিত করিয়া লউন না কেন?

বাস্তবিক কি সংস্কৃত না জানিলে বাঙ্গলা লেখা দুঃসাধ্য? যদি এরূপ হয়, তবে আমাদিগকে গোড়া হইতে "মুকুন্দ সচ্চিদানন্দং" কে আশ্রয় করিতে না হয়, অথচ বাঙ্গলা লিখিতে শক্তি জন্মে এরূপ কোন সহজ উপায় করুন। আপনারা না করিলে কে করিবে? আমি বাজে হাসমা [illegible] বলিতেছি না। মনের সহিত শ্রদ্ধার সহিত বলিতেছি যখন যে স্রোত চলে তাহা রোধ করা বড় কঠিন। বঙ্কিমী ভাষার স্রোত চলিয়াছে। সাধারণের মিষ্ট এবং প্রিয়বোধ হইয়াছে ইহা স্বীকার করেন কি না? তাহা না হইলে নব্য সম্প্রদায় পালে পালে ঐ স্রোতের জল পানে ধাবিত হইতেছেন কেন? ঐ স্রোত পানে যাইও না যাইও না" বলিলে পিপাসাতুরেরা তাহা শুনিবেন বোধ হয় না। অতএব বঙ্কিমী ভাষায় কি কি দোষ, কোন স্থলে দোষ, সেগুলি নিয়ত প্রদর্শন করুন। ঐ ভাষায় লিখিত যে পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার একাধিক পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া রীতিমত তাহার সংশোধন করিয়া দেখান। যদি ইহাতে মনোযোগ করেন, সোমপ্রকাশের একটী প্রধান কীর্ত্তি হইয়া থাকিবে। আপাততঃ প্রার্থনা "বঙ্গবিজেতার" দুই একটী পরিচ্ছেদ যাহাতে স্থানের কালের গুণের বা স্বভাবের বর্ণনা এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন আছে, সেই স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া সংশোধন করুন।

ভালের পঞ্চম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে অত্রত্য অনেক উপকৃত ব্যক্তি ও কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক সমাগত হইয়াছিলেন। প্রথমে কলিকাতা হিন্দুস্কুলের একজন শিক্ষক ইংরাজি ভাষায় ঐ ঔষধালয় সংক্রান্ত একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গভাষায় অত্রত্য অনেকেই বাচনিক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সম্পাদক মহাশয় সংবৎসর কাল মধ্যে রোগিদিগের আরোগ্য ও মৃত্যু সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে একটী তালিকা পাঠ করেন, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই সংক্রামক জ্বরের সময় রোগিদিগের আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে মৃত্যুর সংখ্যা অতি অল্প। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় দীন দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিলেন ও সভাভঙ্গ হইল।

ডক্লা সর্দ্দারেরা সকলেই আমতলার দৌরাত্ম্যে লিপ্ত ছিল। ইহারা সকলেই ২৮ এ ডিসেম্বর অধীনতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ শিবিরে আসিয়াছিল। সৈন্যগণ ২৯ এ ডিসেম্বর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, সৈন্যগণের গমনের জন্য রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। সরদারেরা যদি অধীনতা স্বীকার করিল, তবে আর যুদ্ধ কেন।

সার জঙ্গ বাহাদুর নেপাল হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ইহার সঙ্গে এক রাণী, ইহার ভ্রাতা পুত্রগণ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নেপালের রেসিডেন্ট এবং আরো অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী আছেন। ইংলণ্ড ক্রমে হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান হইয়া উঠিল।

গত শনিবার বেলা একটার সময় ব্রহ্মদেশীয় রাজদূত গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য কি?

এবার লবণ হইতে কিছু কম রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ১লা এপ্রেল হইতে ৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ৩৭৭৩৭১৭০ টাকা সংগৃহীত হয়, কিন্তু গত বৎসর ঐ কয়মাসে ৩৮১৯৩৩৩০ টাকা আদায় হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ কি লবণ ব্যয়েরও প্রতিবন্ধকতা করে।

অদ্য বেলা সাড়ে ৩ টার সময় গবর্ণর জেনরল সার জঙ্গ বাহাদুরকে এক দরবার করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট এদেশে গোবীজে টীকাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। টীকা দিবার সময়ও উপস্থিত। সমাচার চন্দ্রিকা এই উপলক্ষে প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহার বীজে টীকা দেওয়া হইবে সে বীজ ভাল এবং যিনি টীকা দিবেন তিনিও উপযুক্ত, ডাক্তারদিগের এইরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়া গৃহস্থেরা স্ব স্ব বালক বালিকাদিগের টীকা দিবেন। বস্তুতঃ ইংরাজী টীকা যত সহজ মনে করা যায় বাস্তবিক ইহা তত সহজ নয়। ভাল ভাল ডাক্তারেরা বলেন, যে ব্যক্তির গাত্র হইতে বীজ লইয়া টীকা দেওয়া হয়, সে ব্যক্তি যদি সবল ও সুস্থ না হয় সে বীজে টীকা দিলে বড় অনিষ্ট ঘটে। তাহার যে সকল পীড়া থাকে সেই বীজ লইয়া যার টীকা দেওয়া হইবে তাহারও সেই সকল পীড়া হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থানে এ ঘটনা ঘটিতেও দেখা যায়। তদ্ভিন্ন যেরূপ প্রণালীতে উক্ত টীকা দিবার নীতি আছে যথাযথরূপে সে প্রণালী অবলম্বিত না হইলে অনেক স্থলেই অনিষ্ট ঘটনা হয়। আজি কালি ইংরাজী টীকাদার দলে এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা দুই এক মাস মাত্র অন্য টীকাদারের সহিত বেড়াইয়া আপনারাও টীকা দিতে আরম্ভ করে। ইহাদের দ্বার টীকা দিলে অনেক স্থলে টীকা দিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। এমন অবস্থায় ঐ সকল ব্যক্তির ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকা চাই এবং যে বীজে টীকা দেওয়া হয় তাহা যাহাতে বিশুদ্ধ হয় এমন হওয়া উচিত।

একটী তার দ্বারা এক সময়ে উভয় দিক হইতে সংবাদ প্রেরণের যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ব্রহ্মদেশের সহিত কলিকাতার সংবাদ আদান প্রদান করিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে অনেক ব্যয় লাঘব হইবে।

ভারতবর্ষে তুলার কলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ সকল কল চালাইবার নিমিত্ত যে কয়লার প্রয়োজন ভারতবর্ষ তৎপ্রদানে অসমর্থ নহে, এজন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের আর মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না, ইহা দেখিয়া তাহাদের ঐ ভয়ের আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারা কিসে এই উন্নতির ব্যাঘাত করিবেন তাহারই চেষ্টায় বিব্রত হইয়াছেন। কার্পাস নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য তাহারা ত লার্ড সালিসবরির নিকটে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যাহাতে ভারতবর্ষের সীমামধ্যে যত কার্পাস নির্ম্মিতদ্রব্য প্রস্তুত হইবে তাহার উপর সেইরূপ একটী শুল্ক স্থাপিত হয় তাহারই চেষ্টায় আছেন। লার্ড সালিসবরি যাহাতে সেইরূপ শুল্ক স্থাপন করেন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যাহাই করুন ভারতবর্ষীয়েরা যদি অধ্যবসায়শালী হইয়া স্বাবলম্বিত ব্যবসায় হইতে বিচলিত না হন, তাঁহারা কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

গত ডিসেম্বর মাসে ১৩১০৩ জন ভ রভর্ব, বীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। এদেশীয়ের মধ্যে ৯৮৫৪ পুরুষ ২৩৯৭ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয় মধ্যে ৭৫০ পুরুষ ও ৫০২ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছিলেন।

ই [illegible]ণ্ডে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মদের ব্যবসায়ে খাটিতেছে। কার্পাস পশম ও লোহার কারখানায় ৯ কোটি টাকা মাত্র খাটে। ইংলণ্ড অধিক সভ্য মদের ব্যয়ও অধিক। টী যদি সভ্যতার অঙ্গ হয় ভারতবর্ষে যেন এ সভ্যতা প্রবেশ না করে।

৯ এ পৌষ মঙ্গলবার।

যে সকল সৈন্যের প্রতি হিরাট গমনের আজ্ঞা হইয়াছিল আমীর তাহাদিগকে তথায় যাইতে নিবারণ করিয়াছেন। আমীরের আশঙ্কা এই পাছে ইহারা তথায় গিয়া আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হয়। খাঁ আকা করা অধিকার করিয়া তাঁহার শ্বশুরকে কারারুদ্ধ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বাবু কৃষ্ণদাস পাল ও নবাব [illegible]শগার আলী বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। বাবু দিগম্বর [illegible] বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং আবদুল [illegible] খাঁ বাহাদুরের পদে নবাব [illegible] মনোনীত হইয়াছেন। [illegible] পালকে মনোনীত করাতে [illegible] মনোনীত করা হইয়াছে [illegible] অপুরুষেরা মনে করেন [illegible] ব্যবস্থাপক সভার সভ্য [illegible] বৃদ্ধি হয় এবং দেশের [illegible] ত্রুটি হন। বাস্তবিক তাহা নয়। কৃষ্ণদাস বাবুর ন্যায় উপযুক্ত লোককে মনোনীত করিলেই সভার গৌরব ও লোকের

সন্তোষ বৃদ্ধি হয়। ইঁহারা কেবল সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়া সাতে হুঁ পাঁচে হুঁ দিবার লোক নহেন। ইঁহাদিগের হইতে কিছু কিছু কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব অম্বালা হইতে যাত্রা করিয়া পাতিয়ালার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, কোনটের ডিউক ভারতবর্ষে আসিতেছেন। শীকার করিতে? না অন্য কোন অভিপ্রায় আছে?

সত্যপ্রকাশ লিখিয়াছেন, ইলুরারস্থ কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাগান হইতে কয়েকটী নারিকেল পাড়িয়া উহার একটী ভাঙ্গিয়া দেখে উহার মধ্যে প্রায় দুই হাত দীর্ঘ দুটী ফ্রিশিরা বোড়া সাপ রহিয়াছে। যখন সত্যপ্রকাশ লিখিয়াছেন, তখন এ সংবাদে আমরা সহসা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা একদা শুনিয়াছিলাম এক ব্যক্তি পৌষ মাসে এক জনের কাঁঠালের খুটী দেওয়া একটী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাকা কাঠালের গন্ধ পায়, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল উহার একটী খুটী যা কুদিয়া প্রস্তুত করা হয় উহার নিম্নে একটী কাঠালের ফুল ছিল, কাল ক্রমে উহা হইতে একটী কাঠাল হইয়া মাটির ভিতর উহা পাকিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই কাঠালের গন্ধ বাহির হইয়াছিল।

কলিকাতার উত্তর বিভাগের নিমিত্ত এক জন অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনর নিয়োগের প্রস্তাব হইতেছে। ঐ পদটি এদেশীয় কাহাকে দেওয়া হইবে। বাবু জগদীশনাথ রায়ের উহা পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে আহ্লাদের হয়। ইনি পুলিষ বিভাগে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এরূপ উপযুক্ত লোকের পদ বৃদ্ধি হইলে অনেক [illegible] হইবার সম্ভাবনা।

[illegible] ভারতবর্ষে বহুদূর [illegible] বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে [illegible] পঞ্জাবে [illegible] পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া [illegible] হয়। অগ্রেই অপেক্ষা [illegible] বিশেষতঃ এই বৃষ্টিতে বাসন্তিক [illegible] বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে।

পিয়নিয়রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, ইংলণ্ডের ডেলি টেলিগ্রাফ নামক সংবাদ পত্র যত ছাপা হয় এত আর কোন সংবাদ পত্র নহে। গত নয় মাসে উক্ত পত্র ৪ কোটি ৬০ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। এ হিসাবে প্রতিদিন ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কাপি মুদ্রিত হয়। এদেশের সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের ইহা অপ্নবৎ বোধ হয়। এদেশের বিদ্যা বিষয়ে লোকের উৎসাহ দান যেরূপ সংবাদ পত্রের উন্নতিও তদনুরূপ দেখা যাইতেছে।

হস্তগত সম্প্রতি ওয়াতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীপুরের কুঠিয়াল রক্ষিন সাহেবকে আপনার সাস্তায় ষ্টেটের ম্যানেজার এবং ডিক সন সাহেবকে বাটী প্রভৃতি নির্মাণের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ এদেশের জমীদার ও রাজগণের ক্রমে একটী রোগ হইয়া দাড়াইতেছে।

গত নবেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে ২০০০৯৯ টাকা মূল্যের ২১৭৩১ গাইট তুলা ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে এবং বিদেশীয় বন্দর সকলে রপ্তানী হইয়াছে।

২৩ এ পৌষ বুধবার।

২ রা জানুয়ারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব লাহোরে উপনীত হইয়াছেন।

১১ ই জানুয়ারি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে যাত্রা করিবেন। তিনি আবার ২০ এ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। লেডি টেম্পল তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিবেন।

যে সে ব্যক্তি মনে করিলেই বিষ বিক্রয় করিতে পারে এই নিয়ম থাকাতে বহু অনিষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ব্যতিরেকে ইহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য যাবতীয় মিউনিসিপালিটীকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিরূপ আইন করিলে ভাল হয় তাহা বর্ণন করিয়া অনেকে গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন এ নিমিত্ত একটী বিশেষ আইন করা বাস্তবিক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

গত কল্য বেলা দুইটার সময় কলিকাতায় ভয়ানক শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলগুলি মরাল অণ্ডের ন্যায় বৃহৎ। অনেক লাণ্ঠন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে। তৎপরে সমস্ত বৈকাল বিলক্ষণ বৃষ্টি হয়। ২৪ পরগণায়ও স্থানে স্থানে শিলা বৃষ্টি হইয়াছে। পৌষমাসে এমন শিলা বর্ষণ প্রবল বেগে বায়ু বহন ও এরূপ বৃষ্টি হওয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না।

আগামী ১৩ ই জানুয়ারি বুধবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক মজলিস হইবে।

আগামী বর্ষে রুশীয় সেনাদলে ২৪০০০০০০০ টাকা এবং রণতরিদলে ৩০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে।

অদ্য সার সালার জঙের সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট হাউসে বৈকালে এক মজলিস হইবে।

গত জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে ১৪৯ পুস্তক ১৫৪ ক্ষুদ্র পুস্তক এবং ৩৯৭ সাময়িক পত্র আইসে। ইহার অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তক। ভাল হউক না হউক, আজি কালি বাঙ্গালা পুস্তক রাশি রাশি বাহির হইতেছে।

বরদার যে সকল প্রধান কর্মচারী পদ ত্যাগ করিতেছেন তাহাদের পদে ৫ পাঁচ জন এদেশীয়কে পাঠান হইবে। গবর্ণমেণ্ট তারযোগে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

৫ ই জানুয়ারি বোম্বাইর বণিক সভার এক অধিবেশন হয়। তাহাতে কার্পাসনির্ম্মিত দ্রব্য চিনি প্রভৃতির আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বোম্বাই হইতে যে সকল সামগ্রী অন্য দেশে নীত হইবে, তাহার শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে। চাউল নীল প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের রপ্তানী শুল্ক তুলিয়া দিবারও প্রস্তাব হইয়াছে। সমুদায় শুল্ক রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট নুতন নুতন কর করিয়া কি ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন?

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি সর আমুর আহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি আমীরের একজন অতি প্রাচীন ও বিশ্বাসী ভৃত্য।

আমীর যাকুব খাঁর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবহার দ্বারা তাহার বন্ধুগণ হিরাট ছাড়িয়া দিবে, আমীরের মনে মনে এই অভিপ্রায় আছে। কিন্তু সে মনোরথ সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

২৪ পৌষ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার পয়ঃপ্রণালীর বিষয়ে এক প্রস্তাব লিখিয়া ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, ১৮৬১ অব্দে যখন কলিকাতায় জলের কল ও পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, তখন উক্ত নগরের মৃত্যু সংখ্যা ১২৭৯৫ ছিল। কিন্তু তাহার পর বৎসর ঐ উভয় কার্য্য আরম্ভ হইলে মৃত্যু সংখ্যা ১০১০১ হয়। উক্ত বৎসর মৃত্যু সংখ্যা ২৬৯৪ কমিয়া যায়। বিশুদ্ধ জল ও নগর পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করিলে নগরবাসিদিগের স্বাস্থ্যের যে বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু আজিও কলিকাতা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় নাই।

জাল নানা সাহেবের অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ যত্ন করাতে ফিটজ প্যাট্রিক সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ ব্যক্তি যে প্রকৃত নানা নহে তাহার প্রমাণ এই, প্রকৃত নানার বয়স ৫০ বৎসরেরও অধিক হওয়া উচিত, কিন্তু ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবর্স প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বন্দীকৃত ব্যক্তির বয়স ৩৫ বৎসরের অধিক নয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়াকে লিখিয়াছেন তিনি এক্ষণে ফকীর সাহেবকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

ক্লিমেণ্টস্ সৌর্ণহাম সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে যদি উপনিবেশের উৎসাহ দেওয়া উচিত হয়, বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজের অতিরিক্ত লোক লইয়া পেকুতে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কাম্বেল সাহেবের মত ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভৃত্যত্ব স্বীকার করিলে তাহারাও সুখী হয়, ইংলণ্ডও লাভবান হয়। এক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কত লোকে কত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া লইলেন।

২৫ এ পৌষ শুক্রবার।

পারিসে ডুবুরিদিগের এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহা পরিয়া ডুবুরি অধিকক্ষণ নির্ব্বিঘ্নে জল মধ্যে থাকিতে পারে। ইহার বিশেষ গুণ এই, ইহাতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে ডুবুরিরা জলের মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে জাহাজস্থ লোকের সহিত কথা কহিতে পারে।

গত মঙ্গলবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে প্রেসিডেন্সি টাউন্স ডিক্রেস বিলের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়। হব হাউস সাহেব আপাততঃ উক্ত বিল পাস করিবার বিষয়ে অমত করিয়াছেন। এই বিলের বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর অনেক নূতন কথা উপস্থিত হয়, তাহাতে কমিটী উক্ত বিল সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ করেন। তৎপরে যাহাতে আইন সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি উৎকৃষ্টতর হয় এবং তাহার সংখ্যা কমিয়া যায় তদ্বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, হব হাউস সাহেব সেই রিপোর্ট উপস্থিত করিলে পর হাইকোর্টের আদিম ফৌজদারী ক্ষমতা চালনের যে বিধি ছিল তাহার সংশোধক বিলের বিষয়ে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদত্ত হইল। অবশেষে ভূমিপথে যে সকল লবণ ও চিনি আমদানী রপ্তানী হয়, তাহার শুল্ক সম্বন্ধে অযোধ্যায় যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এবং পঞ্জাবের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ এবং অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত বিলের বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল সিলেক্ট কমিটী হইয়াছেন, হব হাউস সাহেব তাহাতে সর ডাউলাস ফর্সিথকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন।

ঢাকার কমিশনর কক্রেল সাহেব ফিবেরের বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। দেখ গুপ্ত কথা বা ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ডফ্লা দেশের পর্ব্বতগুলির সহিত আবিসিনীয়া পর্ব্বতের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। সকল বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কিন্তু প্রার্থনীয় নহে। আবিসিনিয়ার ন্যায় ডফ্লা যুদ্ধে যদি বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তাহা হইলেই বিপদ।

২৬ এ পৌষ শনিবার।

ভারতবর্ষে আজি কালি চাক্ষেত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দেখা হইতেছে। কুলিদিগের ইনস্পেক্টর বলেন, ১৮৭২ অব্দে ১৭৪ টী চা ক্ষেত্র ছিল ১৮৭৩ অব্দে ২০১ টী হইয়াছে।

আগামী ১৮ ই জানুয়ারি সোমবার কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, ৫ ই জানুয়ারি যাকুব খাঁ লাহোরে উপনীত হইয়াছেন। কি কারণে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসা হইল সেটী প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত।

রায় বেরিলী ট্রেজুরিতে ১০ হাজার টাকার ষ্টাম্প চুরি গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দোস্ত মহম্মদের অন্যান্য পুত্রগণের সহিত ষড়যন্ত্র করাতে আমীর ইব্রাহিম খাঁকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আমীরকে যে পত্র পাঠান তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, যাকুব খাঁর বিদ্রোহ ব্যবহার এবং আফগান স্থানের বর্ত্তমান অবস্থাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাকুব খাঁকে কারারুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এবং যাকুব খাঁ কাবুলে আসিবার পূর্ব্বে আমীর তাঁহার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করিবেন কি না সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছু বলেন নাই।

সংবাদদাতার পত্র।

বালেশ্বরের বিবরণ।

বালেশ্বর নগরের বিস্তৃত এবং উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রায় ৩ মাইল হইবে, বিস্তারেও প্রায় ১২ মাইল। বুড়াবলঙ্গ নদী নগরের প্রায় তিন দিগে বেষ্টিত করিয়া শ্রীবৃদ্ধির অন্যতর প্রধান হেতু হইয়াছে। সমুদ্র তথা হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ অন্তর। বালেশ্বর নগর মেদিনীপুরের দক্ষিণ প্রায় ৩৮ ক্রোশ অন্তরে এবং ঐ নগরের উত্তর হইতে দক্ষিণদিগের প্রবেশ [illegible]

আদালত। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মুন্সেফী আদালত একত্র, জজের আদালত কিঞ্চিৎ দূরে আছে। আদালত গৃহগুলি সুন্দর। টি, নর্ম্মান সাহেব মহোদয় মাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরী পদে অধিষ্ঠিত। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি চারি জন বিচারক তাঁহার সহকারী আছেন। উড়িষ্যার মধ্যে একজন জজ, তিনি কটকে অবস্থিতি করেন। জজ সাহেব তিন মাস অন্তর বালেশ্বরে হইয়া বিচার কার্য্য শেষ করিয়া ৭। ৮ দিবসের পর কটকে গমন করেন উড়িষ্যার কমিশনর সাহেব বৎসরান্তে একবার করিয়া আগমন করিয়া থাকেন। অল্প দিন হইল, সুবর্ডিনেট জজের আদালত বসিয়াছিল, কিন্তু তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মকদ্দমার অল্পতা উক্ত আদালতের অবস্থানের প্রধান কারণ। কেবল একজন মুন্সেফ আছেন। সুবর্ডিনেট জজ আসাতে দুই জন বাঙ্গালী বি, এল, উকীল আসিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে অবলম্বনের অভাবে, পোষায় কি না সন্দেহ। বালেশ্বরের বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতিশয় ভদ্র ও বিনয়বিশিষ্ট। তুমি হাজার বিড় বিড় করিয়া বক, তাঁহার তাহাতে বিরক্তি নাই। ইহা অতি প্রশংসনীয় গুণ। তাঁহার উগ্রপ্রকৃত উৎগ্রীব ইউরোপীয় ভ্রাতৃগণ যেন টি, নর্ম্মান সাহেব মহোদয়ের ঐ সদ্ গুণসমূহ শিক্ষা করেন। তিনি একটী স্বরূপ আছেন। তিনি পদস্থ হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সহরে প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। নগরে কয়েকজন ধনী ও জমীদার বাস করেন, তন্মধ্যে একজন বৈদেশিক অর্থাৎ বাঙ্গালী। আর যাঁহারা বাঙ্গালী জমীদার আছেন, তাঁহারা বালেশ্বরেই বাসস্থান করিয়াছেন। অনেকগুলি ভদ্র বাঙ্গালীও নগরে বাস করেন। নগরে ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প নহে তন্মধ্যে কয়েকজন নবাবিক বা [illegible] ও উন্নতিকারক কয়েক জনের বিশেষ মতে দুইটী মুদ্রাযন্ত্র। একটী অনেক দিন হইল [illegible] ও আর একটির বয়স অল্প) [illegible] [illegible] [illegible] উক্ত যন্ত্রদ্বয় [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু যথা [illegible] সময়ে [illegible] ও [illegible] পত্রিকা

দুই মাসান্তেও প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা সমূহের সমালোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলি, কেবল বালেশ্বরের কেন উড়িষ্যার অন্যান্য সংবাদপত্রের মধ্যে ২। ১ খানি ভিন্ন হৃদয়গ্রাহী ও পাঠোপযোগী সংবাদ পত্র অথবা পুস্তিকা আজি পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু কালে হইবার সম্পূর্ণ আশা আছে। শিক্ষক খানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। উড়িষ্যার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের শিক্ষার্থই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উপযুক্ত লোকের হাস্তে তাহা ন্যস্ত হওয়াতে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে, ভবিষ্যতেও অধিকতর সফল হইবে, এমত আশা বলবতী হইতেছে। উড়িষ্যার সকল শিক্ষকের তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় এই উড়িষ্যার সংবাদ পত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা মন্দ, অধিকাংশ গ্রাহকের দেয় মূল্য দানের উপেক্ষাই তাহার অন্যতর প্রধান হেতু। তাঁহারা দেয় মূল্য প্রদান করুন সম্পাদকগণ বারবার এ চীৎকার করাতেও অধিকাংশ গ্রাহকের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সম্পাদকগণ ধনী নহেন যে, বিনা মূল্যে পত্রিকা বিতরণ করিতে পারেন। ইহা উড়িষ্যার নবযুবকগণের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়, এদিকে ৪। ৬ খণ্ড অল্প মূল্য পত্রিকার মূল্য দানে অসমর্থ ওদিগে অন্যায় কত অর্থ নষ্ট হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে উপকারজনক বিষয়ে মিতব্যয়ী ও বদ্ধমুষ্টি হওয়া বিকৃত রুচির পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

—০—

ময়মনসিংহ।

১। এই ময়মনসিংহের প্রায় চতুর্দ্দিকেই নানা প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

এই ময়মনসিংহ হইতে সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত (প্রায় দুই দিবসের রাস্তা হইবে) ইহার মধ্যে একটীও চিকিৎসালয় নাই। আমাদের বিবেচনায় মধ্যে মধ্যে এক একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রজা রক্ষা করা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের বিধেয়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, গত ভাদ্র মাসে মান্যবর শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মুক্তাগাছা পদার্পণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তত্রত্য ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা একটী সাব বিচাড টেম্পল চেরিটেবল ডিসপেন্সারী স্থাপন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি প্রায় ৫। ৬ মাস গত হইল উহার কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে না। ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা প্রথমে অঙ্গীকার করিয়া শেষে কেন মূক ভাব অবলম্বন করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না "অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি" এই নীতি বাক্যটী তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত। যাহা হউক, আমরা দয়াবান সূর্য্য বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি শীঘ্রই একটা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রজাগণের ক্লেশ দূর করুন।

২। আমরা মিউনিসিপালিটীর কার্য্যকারিতা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। ময়মনসিংহ হইতে সুবর্ণখুলি পর্য্যন্ত যে সড়কটী গিয়াছে উহা তাঁহারা ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রায় দুইবৎসর যাবৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এইকালের মধ্যে কেবল এক মাইল মাত্র বাঁধা হইল কি আশ্চর্য্য।

৩। আজি কালি ময়মনসিংহে জুয়া খেলার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহাতে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার সংখ্যা করা ভার। এখানে অবিলম্বে জুয়া খেলা নিবারণের আইনটী প্রচলিত করা ও তাহার অনুসারী কার্য্য হইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান করা সবিশেষ আবশ্যক।

৪। এবার এপ্রদেশে হৈমন্তিক শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। চাউলের মন ১।৷৹, ১৷৹ টাকা হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা।

এবারকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা শেষ হইল। ইদানীন্তন পাঠ্যপুস্তকসমূহ যেরূপ নির্দ্ধারিত হইতেছে, তাহাতে বর্ষে বর্ষে পরীক্ষার বিষময় ফল ফলিতেছে। কোথায় সুকুমারমতি বালকগণ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার শ্রবণ মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী রচনা শিক্ষা করিয়া মাতৃভাষার লালিত্য সম্পাদন ও তাহাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিতে সচেষ্ট হইবে, তাহা না হইয়া তাহারা কতকগুলি জুগুপ্সিত, অবিশদ, অকিঞ্চিৎকর অপভাষা শিক্ষায় ও দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহে মনোনিবেশ করিতেছে। সম্পাদক মহাশয়! বোধ হয় অবগত আছেন, এবার পরীক্ষা স্থলে হস্তাক্ষর পাঠের একটী স্বতন্ত্র পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। আদালতের কর্ম্মচারিগণের যেরূপ অপাঠ্য, অশ্রাব্য ও কুৎসিত লিখন প্রণালী তাহা সকলেই বিদিত আছেন। পরীক্ষা গৃহে ঐ সকল হস্তাক্ষর পাঠে বালকগণের যে সমুদায় হাস্যজনক ভ্রম হইয়াছিল, তাহা লেখা যায় না। আমাদের স্মরণ হইতেছে, প

লিপির এক স্থলে " ঐ গরুর মালিক ব্যাটরা নিবাসী " এইরূপ লিখিত ছিল, একটী বালক তাহাকে " ঐ গজর সালিক বেটারা " এইরূপ অকুতোভয়ে পাঠ করিল।

সাহিত্য ভূগোল ও ইতিহাস ব্যতীত। প্রাকৃতিক ভূগোল পদার্থ বিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ও অর্থব্যবহারের দুরূহ প্রশ্নসমূহে দ্বাদশবর্ষীয় শিশুগণ মস্তক আলোড়িত করিতেছে। আবার সর্ব্বোপর মহামতি স্যার জর্জ্জের (তাঁহার নাম ধন্য হউক) জরীপ পরিমিতি ও আদালতের পাণ্ডুলিপি পাঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও ব্যবহার শাস্ত্রের দুর্জ্জেয় দুরূহ তত্ত্বের নির্ণয়ে ব্যস্ত, অপরিপক্কমতি শিশুগণের মস্তিষ্কে তাহার কিরূপে তাবগ্রহ হইতে পারে? যে সকল জঞ্জাল হইতে মাতৃভাষাকে উদ্ধার করিতে হইবে, সেই সকল জটিল, মাতৃ ভাষার বিদ্রোহী আদালতী ভাষা, তাহাদের জীবনের প্রথম অঙ্কেই লব্ধপ্রসর হইতেছে। একে ত বঙ্গীয় সাহিত্যাগারে পাঠ্যপুস্তকের অভাব তাহাতে কর্তৃপক্ষীয়গণের নির্ব্বাচনের দোষ এবং সর্ব্বশেষে অব্যবস্থিতচিত্ত ও উদ্ধত স্বভাব শাসন কর্তৃগণের স্বেচ্ছাচারিতা। বালকগণের সময় অল্প তাহাতে পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি, এই হেতু অষ্টাধিক বর্ষ বঙ্গবিদ্যালয়েঅধ্যয়ন করিয়াও বালকেরা ভাষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাভিজ্ঞ থাকে। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা ভাল রূপে লিখিতে অথবা সভাস্থলে সুচারুরূপে কথা কহিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা অধুনা সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। তজ্জন্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ উপযোগী ও সঙ্গত হয় না। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লোকের এরূপ আস্থাও ছিল না এবং কথঞ্চিৎ দুরূহতানিবন্ধন শিক্ষার পক্ষে হানি হইত। আমরা শুনিয়াছি, এক ব্যক্তি সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ পত্রে তিনটী পৃথক "স ষ শ" পরিবর্ত্তে একটী ব্যবহার করিবার বিষয়ের সমালোচনা দেখিয়া বাঙ্গলা ভাষার জঞ্জাল মিটিতেছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যথেচ্ছ নিয়োগে বঙ্গভূমিকে আর পীড়ন না করেন। নতুবা বারম্বার এরূপ অস্থির মতি শাসনকর্তার স্বেচ্ছানুগত শাসনে নিপীড়িত হওয়া অপেক্ষা যখন বীণাপাণি বাগ্দেবী ভাগীরথীর তীর পরিত্যাগ করিয়া নীলিম বিভাসিত সমুদ্র পারে গমন করিয়াছেন, তখন জগদীশ্বর চিরপীড়িত বঙ্গকে অতলজলে নিমজ্জন করুন।

উত্তরপাড়া। } একান্ত বশম্বদ
১৫ পৌষ }
১২৮১ সাল } শ্রী দুঃ—

রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী।

যে প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহিলার গুণ কীর্ত্তনে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহার নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই তাঁহার নাম বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং এখনও প্রতি সপ্তাহে অনেক পত্রিকায় তদীয় দানাদি কার্য্য প্রকাশিত হইতেছে। এমন অবস্থায় অদ্য বিশেষ করিয়া তাঁহার পরিচয় না দিলেও ক্ষতি নাই। আমরাও তাহাতে প্রবৃত্ত নহি। তবে সংক্ষেপে গুটিকত কথা বলিব।

পৃথিবীস্থ লোকে যখন কোন রূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন, তখন তাঁহারা যে জনসমাজের প্রশংসা ভাজন হইবার জন্য বা তাদৃশ কোনরূপ পুরস্কার লোভে তাহাতে অগ্রসর হন না, তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সেরূপ ইচ্ছায় এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তিনি দয়াবান নহেন এবং তাঁহাদ্বারা সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ আশা করা বিফল। উল্লিখিত বিষয়ে সকল মনোরথ হইলেই তিনি পুনরায় পূর্ব্ব ভাব ধারণ করেন। কিন্তু মানুষের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। কোন একজনকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে অন্যে অবশ্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে। এই ধন্যবাদে অনেক ফল ফলে। সদনুষ্ঠাতা ইহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া থাকেন।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপিত উপাধি প্রদান প্রথা উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এই উপাধি প্রদান প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া আমাদের দেশে অনেক সুফল ফলিতেছে। কেন না দানশীল ব্যক্তি ইহাতে উৎসাহিত হইতেছেন এবং কোন উপাধি গ্রহণ লোলুপ ব্যক্তিও এক এক বার আসিয়া জনসমাজের মঙ্গলকারী ব্যক্তিগণের পরিচ্ছদে দর্শন দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল সময়ে এই উপাধি দান ন্যায়পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে না। আমরা রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহাশয়াকে লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহার ন্যায় বদান্যা দেশহিতাকাঙ্ক্ষিণী যে অতি বিরল তাহা সকলেই জানেন। ইহাতে এমন ভরসা হয় যে ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই সম্মানিত করিবেন। কিন্তু অনেক সংবাদ পত্র ও অনেক ভদ্র লেখক যত্ন করিয়াও এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সুবিজ্ঞ কর্ম্মচারী মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহাশয়ার বিশিষ্ট দান কার্য্যাদি প্রায় সকল সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন দৈনিক দানও অনেক আছে। অনেক অনাথ বালক তাঁহার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। এস্থলে তত্তাবতের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজনীয়। এক কথা বলিলেই বোধ হয় প্রচুর হইবে তিনি এই বৎসর কলিকাতার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় পাঁচ হাজার এবং বোয়ালিয়া হাইস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য দশ হাজার সর্ব্বশুদ্ধ পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহাও বক্তব্য যে তিনি তিন মাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ গড়ে দুই সহস্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দীন দুঃখীকে আহার দান করিয়াছেন।

অনেক মহাশয়, আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয়ের জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সফল হন নাই, আমাদেরও আশা যে ফলবতী হইবে না তাহা জানিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয়। বঙ্গবাসি মাত্রে এবিষয়ের জন্য অবশ্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পাইবে।

আমাদের দেশীয় সংবাদ পত্রসমূহের অনেক বিষয়ে মত ভেদ আছে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে বোধ হয় দুই মত থাকিতে পারে না। কেন না আমরা যখন যে সংবাদ পত্র পড়িয়াছি তাহাতেই বিখ্যাতা রাণী মহোদয়ার দানাদি বিষয়ের একটু একটু আলোচনা দেখিয়াছি। আমরা ভরসা করি, সম্পাদক মহাশয়গণ পুনরায় সকলে একবাক্যে এই জন্য চেষ্টিত হইবেন। তাঁহারা সকলেই সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক ও উৎসাহী তাহা আমরা জানি। কিন্তু সময়ে সময়ে সেবিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ মনোযোগ থাকে না দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয়। সংবাদ পত্রসমূহ সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ। রাজপুরুষগণ এই প্রতিরূপে সমগ্র বঙ্গবাসীর মতামত অবগত হইবেন। বিখ্যাতা রাণী মহোদয়ার সম্মান লাভ যে বঙ্গসমাজবাসিমাত্রেরই প্রার্থনীয় একথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীশ—

উদ্ধৃত।

দেশীয় সংবাদপত্রের সর্ব্বনাশ।

(হাবড়াহিতকরী)

ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট নামে একখানি সংবাদপত্রে লেলি সাহেব নামক এক ব্যক্তি চতুর্দ্দশ স্তম্ভব্যাপী একটী প্রস্তাবে বলিয়াছেন, দেশীয় সংবাদপত্র সকল রাজবিদ্রোহ উত্তেজক এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের নামে মিথ্যা নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা করে। এই সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সম্পাদকগণ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা না করিয়া সমাজ সংস্করণে যত্নবান হউন, আর গবর্ণমেণ্ট মনিটীয়র নামে এক সংবাদপত্র বাহির করুন; তাহাতে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় প্রজাদিগকে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া দিবেন। দেশীয় ইংরাজী সংবাদপত্রেরা "একে মনসা তাতে ধুনার গন্ধ" লেলি সাহেবের প্রস্তাব পাঠে উৎসাহপূর্ণ হইয়া তাহার সমর্থন করিতেছেন এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে নানা প্রস্তাব করিতেছেন।

দেশীয় সংবাদপত্রের অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। বিদ্রোহ উত্তেজিত করা তাহাদের অভিলষিত নহে। তাহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের অনিষ্টকর ফল নিবারণার্থ দুই চারি কথা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেই কি তাহারা বিদ্রোহী হইল? তাহারা দেশীয় লোকদিগের স্বার্থ রক্ষার্থে অনেক সময় তার স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেই কি তাহারা বিদ্রোহী হইল? হাকিমদের নিভৃত অত্যাচার তাহারা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করে এবং তন্নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রন্দন করে, তাহা বলিয়াই কি তাহারা বিদ্রোহী? গবর্ণমেণ্টের একটী ভ্রম এই যে (আমরা "ভ্রম" দেখাইতেছি বলিয়া হয়ত লেলি সাহেব আমাদের বিদ্রোহী বলিবেন) গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কর্ম্মচারীদিগের দোষ দেখাইলে অথবা রাগে তাহাদিগকে দশ কথা বলিলে গবর্ণমেণ্ট মনে করেন তাঁহারই দোষ দেখান হইল অথবা তাঁহারই বিরুদ্ধে দশ কথা বলা হইল। ইংরাজেরা কি মনে করেন, যাঁহারা ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই অভ্রান্ত সংপ্রবৃত্তিপূর্ণ ও নিষ্পাপ? ভারতবর্ষের ইংরাজেরা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আইসেন। ইঁহারা অপরিণতবুদ্ধি ও অস্মদ্দেশীয় অবস্থার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ক্ষমতাপ্রিয়তা মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, [illegible] যাইয়া হঠাৎ প্রভূত ক্ষমতা হস্তগত দেখিয়া মদোন্মত্ত প্রভুত্ব করিতে থাকেন। প্রতি জেলা অত্যাচারে জর্জ্জর হইতে থাকে। এই সকল চক্ষের উপর ঘটিতেছে দেখিয়া সংবাদপত্রেরা কেমন করিয়া মূকভাবে নিশ্চিন্ত থাকেন? অজাতশ্মশ্রু ম্যাজিষ্ট্রেটেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চতর পদলাভ করেন এবং ক্রমশঃ মদোন্মত্ত হইতে থাকেন সুতরাং তাহাদের স্বভাবের বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় না। সকল হাকিমই যে এইরূপ তাহা আমরা বলিতেছি না। দুই একজন হাকিমকে দেশীয়দিগের স্বার্থ রক্ষার্থে যত্নবান দেখা যায়। এই মহাত্মাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। কিন্তু যাহারা আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা পদদলিত করে তাহাদের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি ও করিব। গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্রন্দনে উপেক্ষা করেন আমরা মহারাণীর নিকট ক্রন্দন করিব এবং জানাইব আমরা বিদ্রোহী নই আমরা তাঁহারই প্রভুভক্ত দরিদ্র প্রজা।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ন্যায় অন্যায় সংবাদপত্রে বিচার করা হয়। লেলি সাহেব বলেন, এরূপ করা বিদ্রোহীর কার্য্য। তিনি যদি একথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিদ্রোহী শব্দের অর্থ জানেন না এবং সংবাদপত্রের কি উদ্দেশ্য তাহা তিনি বুঝেন না। মনে করুন গবর্ণমেণ্ট একটী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। আইন দ্বারা দেশীয়দিগের উপকার হইবে কি অনুপকার হইবে মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না, কারণ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের আচার ব্যবহার বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি ভাল করিয়া জানেন না। অতএব আইনটির শুভাশুভ ফল নির্দ্ধারণার্থ দেশীয় সংবাদপত্রই একটী প্রধান উপায়। যদি দেশীয় সকল সংবাদপত্রে একতানে বলিয়া উঠে অমুক আইন দ্বারা প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট হইবে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তদ্বিষয়ের ভাল করিয়া তদন্ত করা উচিত।

লেলি সাহেব আরও বলিয়াছেন, সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সর্ব্বদা দুষ্ট ভাবেই গ্রহণ করে, গবর্ণমেণ্ট অসৎ অভিপ্রায়েই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন এই কথা সকল সংবাদপত্রে প্রতিধ্বনিত হয়। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আমরা সকল সময়ে দেই না কিন্তু কখন কখন দিয়া থাকি। যখন নূতন ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন তাহার বিরুদ্ধে সকল সংবাদপত্রেই লিখিত হয়, এমন কি প্রধান প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্রেও (যাহারা লেলি সাহেবের অর্থানুসারে বিদ্রোহী নহে) তদ্বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন আমরা প্রজাদিগের উপকারের নিমিত্ত এই আইন বিধিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু আমরা বলিয়াছিলাম তাহার এরূপ অভিপ্রায় নহে প্রজাগণের সর্ব্বনাশের নিমিত্তই ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। একথা বলিবার অনেক হেতু ছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রজার কি মঙ্গলের জন্য আইন করিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। এমন হইতে পারে যে একখানি সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু যখন সকল সংবাদপত্রে একতানে তাহা একরূপে ব্যাখ্যা করে তখন তাহা বুঝিবার ভুল নহে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আমাদের স্বাধীনতার ইচ্ছা উভয়ই ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার ফল, সুতরাং এরূপ বলিতে পারা যায় যে গবর্ণমেণ্টই আমাদের মনে স্বাধীনতা বীজ বপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশ জয় করিয়া আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই শিক্ষার আলোকেই স্বাধীনতা কি পদার্থ তাহা দেখিতে পাইতেছি ও কতকটা সম্ভোগ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট এতদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের মন হইতে সেই স্বাধীন ভাব অপনীত করিতে পারেন না। ইংরাজী শিক্ষার এই ফল দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট কাম্বেল সাহেব শঙ্কিত হইয়া উচ্চ শিক্ষায় আঘাত দিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার স্রোত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ভাবের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। যদিও প্রজাদিগের স্বাধীনভাব হইতে গবর্ণমেণ্ট বিপদাশঙ্কা করেন তথাপি "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতং" ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইহা গৌরবের কথা যে প্রজারা স্বাধীনতা সম্ভোগ করে ও স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। সে গৌরব গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই সহজে হারাইবেন না। ইংরাজেরা অনেক সময় বলিয়া থাকেন প্রজারা স্বাধীন হইবার যোগ্য হইলে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারা স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন। ইহা অধিকতর গৌরবের কথা যে ইংরাজ জাতি এত মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন তাঁহারা যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিবেন, ইহা স্বপ্নেও বিশ্বাস হয় না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ, এচ, বার্ণার মেডিকাল কালেজের ড্রেণের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক বীরভূম ডিষ্ট্রিক্টে রহিলেন।

৫ ই জানুয়ারি। ডি, আর লায়াল কিছু দিনের জন্য ঢাকার কমিশনর হইলেন।

আর, এক বাম্পিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য কাবেন।

টি, ডি ব্রাইটন সি, এস, হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

জলপাইগুড়ির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবতোষ বন্দোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুরদার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনাথ ঘোষ।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গপুরের জজ ডবলিউ ম্যাককাসন কিছু দিনের জন্য কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

সি, এ, কেলি কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি সি উইণ্টার মুরসিদাবাদ বিভাগের ভার পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন, কিন্তু এ নিয়োগে গবর্ণর জেনরলের অনুমোদনের অপেক্ষা আছে।

অনরেবল জি, সি পাল বি, এ,।

নবাব আশগার আলী খাঁ সি, এস আই।

বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

২৯ এ ডিসেম্বর। বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুয়ার সব রেজিষ্টার হইলেন।

৫ ই জানুয়ারি। বাবু গোবিন্দবিহারী সিংহ হাজিপুরের সব রেজিষ্টার হইলেন।

চাইবাসা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু অম্বিকাচরণ সরকার সিংহভূম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এচ, এল, বিবি সাহেব বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ব্বিসের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রাজসাহী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ব্বিসের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩০ এ ডিসেম্বর। দিনাজপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, ব্রেট এবং মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি সি, উইণ্টার সাহেব আর ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২৬৬ ধারানুসারী ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা চালনে ক্ষান্ত হইবেন।

এফ, এ ডসন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু জগদীশনাথ রায়, জে, পি স্মাইড এবং এ ডবলিউ ক্যানল্যাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

মৌলবী ওয়াজী উদ্দীন আহম্মদ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু শশিশেখর দত্ত—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

মুরসিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিশেখর দত্ত তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রঙ্গপুরের মুন্সেফ ডবলিউ কাডোজে কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরের সুবর্ডিনেট জজ এবং রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

চুয়াডাঙ্গা বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, বি, স্কাইন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৫ ই জানুয়ারি। টি, ডি ব্রাইটন (যিনি হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২০২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

খুরদার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনাথ ঘোষ।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। নানা সাহেব বলিয়া যাহাকে ধরা হয়, সে প্রতারক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রিন্স আলফন্সো সর্ব্বত্র সাদরে বিনা গোল যোগে গৃহীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা জানুয়ারি। প্রিন্স আলফন্সো স্পেনে গমন করিয়াছেন।

ওয়েলসের ৫০ হাজার খনিকে দক বেতন কমাইয়া দেওয়াতে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। ১১ ই ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে যে মেইল ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। স্কটলণ্ডে অতিশয় বরফ পাত হইতেছে।

জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট প্রিন্স অলফন্সোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। ওয়েলসের খনিকোদকেরা যে ধর্ম্মঘট করে তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। উহারা ক্রমে বশীভূত হইয়া আসিতেছে। মার্শাল সিরানিও সপরিবারে ফ্রান্সে গমন করিয়াছেন।

জেনরল বিচাড ষ্ট্রাচি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৮০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। কলিকাতা হইতে যে মেইল ৪ ঠা ডিসেম্বর সাউথাম্পটন হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ডিস্কাউণ্টের হার কতক কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চা'উল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	যব।
	সের	সের	সের	সেব
বর্দ্ধমান	।৮	।৯	৯	।৫।
বাকুড়া	।৭॥	।৮	।৪।	।৮
বীরভূম	।০॥	॥৫	।২	।৫
মেদিনিপু	।২	॥০	।২	
হুগলী	৴৮॥ ৴৯	।৪-।৪॥	।৩	।৩।-॥১
হাবড়া	।২	।৫॥	।৭॥	
কলিকাতা	।৯	।৬	।৩	।৮
২৪ পরগণা	৴৬-॥৶	।৩'৴	।২॥	।৬
নদীয়া	।৪॥	।৬	।৫।	
যশোহব	।৬	।৮।	।২॥	
মুরশিদাবাদ	।০'৴	।৭-।৯	।৫	॥২
দিনাজপুর	॥৬	৸০	।২॥	।২।
মালদহ	॥৩॥	॥৬-॥৭	।৮	॥০
রাজসাহী	৴৮-॥১	॥৩।-॥৪	।৫।-।৫৸	।২
রঙ্গপুব	৴৭'৶	॥৫-॥৴১০	।২৸১০	
বগুড়া	৴৯	৸২	।২	
পা'বন	৮	।৯।	।৩॥	
ফরিদপুর	৴৮	॥০	।৭॥	
বাখরগঞ্জ	৬	॥০		
ময়মনসিংহ	।২	॥০	।২	
চট্টগ্রাম	।৩	॥১	৴৯॥	
নওয়াখালী	।৪	॥১		
ত্রিপুরা	।১	॥৩	।০॥	
চট্টগ্রামেব পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।০॥	।১'৴		
পাটনা	॥৭	॥৪	।৯	॥৮
গয়া	।১॥	॥৩॥	।৮	॥০॥
শাহাবাদ	।২।	॥০	।৯	॥২
ত্রিহুত	।০॥	॥৫	।৫	।৬
সারণ	৶৯	॥৬	।৭	॥৫
চম্পারণ	৴৮	॥৬	।৪॥	।৫
পূর্ণিয়া	॥৬	॥৮	।৬	
সাঁওতাল পরগণা।	।২	॥০	।৪	।৫
কটক	।৭৴	॥৮৸৶	।৮'৶	
পুরী	।৭৴	॥৭॥৴	।৫৸	
হাজারীবাগ	৴৯	॥১	।২	।৬
লোহারডগা	॥০	॥৪	।০	
সিংহভুম	।২	॥৮	।২	
মানভুম	।৫	॥৪	।১	।৬-॥০

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১০ ই জানুয়ারি

নদীর নাম সর্ব্বকমান্ত জল।

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশিব নীচে	৩	৬
সুবপুব ৬ মাইলের মধ্যে	২	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুব ৯ মাইলের মধ্যে	২	৯
জঙ্গিপুব হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলেব মধ্যে	২	৬
বহরমপুব হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলেব মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯

মাথা ভাঙ্গা।

	ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানা		৬
ডাভারপাড়া		
তথা হইতে হাটবোলিয়া		
তথা হইতে কট ১ নং	৮	৬
তথা হইতে বোলমারি	২	৪
তথা হইতে আলিকদহ	২	৩
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২	৩

সন ১৮৭৫ সালের ৪ ঠা জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
৩	২

বহরমপুর ৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল } টি, এইচ উইক্স সি, ই, এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়ব নদীয়া রিবাব ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতে ছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারি মল্লিক গোবর ডাঙ্গা ৫॥০
" " শ্রীবণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর ৫॥০
" " ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫॥০
" " গোবিন্দনারায়ণ দে উনত্রিশ কোনাবাড়ী ১০
" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী—লোকনাথপুর ৫॥০
" " দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খিদিরপুর ৫॥০
" " ক্ষেত্রনাথ বসু মুন্সি—উথরা ১০
" " দ্বারকানাথ রায়—ঘণ্টা ১০
" " বৈকুণ্ঠনাথ দেব—বালেশ্বর ১০
মেদিনীপুর নর্ম্মাল স্কুলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বধাক্ত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের [illegible] চাঙ্গড়িপোতাস্থ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ [illegible]ণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকা[illegible] হয়।

রেজিষ্টার করা!
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১৩ ই মাঘ। ইং ১৮৭৫। ২৫ এ জানুয়ারি।

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্টি পাঠান যাইবে।

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

—০—

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের

মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড়বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের চকের শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রামকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বর্দ্ধমান, [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়।

আমার প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। শেষে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা তাহাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর।

—০—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—০—

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৬ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানায় "ষ্টেটিষ্টোর" প্রভৃতির সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহরকরা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আগামী ১৭ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক) ষ্টোরের জিনিষ সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে তাহা এবং কণ্ট্রাক্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিনভিন্ন প্রতিদিন দেখান যাইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে কণ্ট্রাক্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং ডুপ্লিকেট হওয়া চাই। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা ঐ পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর হইলেই যে উহা গৃহীত হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করা গেলে তাহার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর, বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ১০০০ টাকা জমা দিতে হইবে। কণ্ট্রাক্ট পত্র লেখা শেষ হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৫ অব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাঁহারা টেণ্ডর দিবেন তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

দমদমা সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানা আফিস ১৩ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ } এ, ওয়াকার মেজর আর, এ, সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানার সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট।

—০০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ
নীতিশিক্ষার উপ-
যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, অর্দ্ধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা মুখে বলেন এদেশীয়দিগের স্বশাসন শিক্ষার উদ্দেশেই মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মাজিষ্ট্রেটেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যাবতীয় মিউনিসিপালিটির শীর্ষদেশে বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারেই মিউনিসিপালিটির সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা ইউরোপীয়। এরূপ স্থলে এদেশীয়দিগের স্বশাসনপ্রণালী শিক্ষার সম্ভাবনা কি? বরং মাজিষ্ট্রেটেরা ঐ শিক্ষার অন্তরায়ভূত হইয়া আছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম রায় বাহাদুর বিজয়রঙ্গ মুদলার পুনার মিউনিসিপালিটির সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনা ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের উন্নতি পথ প্রদর্শনের আদর্শক্ষেত্র হইয়াছে। ঐ স্থানেই প্রথমে সার্ব্বজনিক সভার সৃষ্টি হয়। এই সভা বঙ্গদেশের সভার ন্যায় কেবল মুখেদড় নন। এ সভা হইতে অনেক কাজ হইয়াছে। রায় বাহাদুর বিজয়রঙ্গ মুদলার যে তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর সভাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন, বোধ হয় এটী পুনাসার্ব্বজনিক সভার [illegible] চেষ্টারই ফল। যদি এদেশীয়েরা এরূপ সমুদায় মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইতে পান, রাজপুরুষেরা যে উদ্দেশে উহার সৃষ্টি করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়েরা যদি মিউনিসিপালিটির সভা ও সভাপতি পদ একচেটিয়া করিয়া রাখিলেন, তাঁহাদিগের মতেই সমুদায় কাজ হইল, এদেশীয়দিগের স্বাধীনভাবে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে যদি কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিল ইহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা শিক্ষার উপদেশ দিবার তুল্য বিড়ম্বনা আর কি আছে?

বরদাসম্বন্ধে লার্ড নর্থব্রুকের কয়েকটী ভ্রম।

রামধনুকে সাতটির অধিক রঙ ফলে না, কিন্তু ইংরাজদিগের স্বজাতিপক্ষপাতিতারূপ শক্রধনুতে যে কত শত রঙ ফলে তাহা বলা যায় না। কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, আর রক্ষা নাই, ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের কেহ যদি মলহর রাওকে ফাঁসী দিতে অথবা তোপে উড়াইয়া দিতে বলেন কিম্বা বরদারাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টভুক্ত করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত নহি। আমাদিগের দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় এই, লার্ড নর্থব্রুক দূরদর্শী স্থিরচিত্ত ও বিবিচ্যকারী হইয়াও পাঁচ জনের কুহকে পড়িয়া মলহররাওয়ের বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইলেন। মলহররাও স্বেচ্ছাচারী ও অব্যবস্থিতচিত্ত, তিনি রাজপদের যোগ্য পাত্র নহেন। তাঁহাকে যে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা ক্ষুব্ধ নহি। এরূপ [illegible] লোকের মঙ্গল সম্ভাবনা আছে। [illegible] প্রধান রাজপুরুষেরা সোমপ্রকাশের ফাইল অন্বেষণ করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, আমরাই সর্ব্বাগ্রে মলহর রাওর অত্যাচার নিবারণার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। লার্ড নর্থব্রুক যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের একান্ত প্রীতিকর ও তাঁহার মহৎ নামের অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের এই, হাতির পা টলিয়া গেল, তাঁহার পাকা চাল কাঁচিয়া গেল। তিনি মহা ভ্রমে পতিত হইলেন।

তাঁহার প্রথম ও প্রধান ভ্রম এই-তিনি মলহর রাওকে তাঁহার নিজ চরিত্র সংশোধনের যে অবসর দিয়াছিলেন, তাহার প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। মলহর রাও যদি সে সময়ের মধ্যে শুধরিয়া উঠিতে না পারিতেন, তিনি আপনা হইতেই রাজ্যচ্যুত হইতেন, কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার পথ থাকিত না। এই অবসরদান চতুর ও গভীর রাজনীতিজ্ঞতার ফল সন্দেহ নাই। ইহারও আবার অতি উপাদেয় ফল ফলিয়াছিল। সর লুইস পেলি স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন তিনি বরদায় গিয়া অবধি দেখিতেছেন, মলহর রাও অতি সুন্দররূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাঁহার প্রতি (পেলির প্রতি) অতি সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তিনি ক্রমে যদি এইরূপ ভয়ে ও মিত্রতায় স্বদোষ সংশোধন করিয়া লইতেন, লার্ড নর্থব্রুকের কত যশের ও শ্লাঘার বিষয় হইত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এক ভ্রমে পতিত হইয়া তিনি সে যশোভাগী হইতে পারিলেন না।

লার্ড নর্থব্রুকের দ্বিতীয় ভ্রম এই, মলহর রাওর অপরাধ প্রমাণ হয় নাই, এক মাত্র সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহাকে রাজচ্যুত ও বন্দীভূত করিয়া যার পর নাই অপমানিত করা হইল। যদি মলহর রাও অপদার্থ ও কাপুরুষ না হইয়া তেজস্বী হইতেন, তাঁহার হৃদয় এতদিন অপমানে আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। তিনি যদি বিচারে নির্দ্দোষ হন, লার্ড নর্থব্রুক বলুন দেখি এ বিষয়টী তাঁহার (লার্ড নর্থব্রুকের) হৃদয়ের যার পর নাই পরিতাপের হেতু হইবে কি না? মলহর রাও যে নিরপরাধ, তাঁহার কার্য্য দ্বারাও কতক বুঝা যাইতেছে। তাঁহার

বন্দীকরণ চেষ্টা হইতেছে তিনি এ কথা শুনিয়াও স্বয়ং রেসিডেন্ট সর লুইস পেলির আবাস গৃহে উপস্থিত হইলেন। দোষী হইলে কখনই তিনি আসিতে সাহসী হইতেন না। তিনি তেমন চতুর লোক নহেন যে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া নিজের নির্দ্দোষতা প্রদর্শনার্থ রেসিডেন্টের গৃহে আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইবেন তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাদি দ্বারা তাঁহাকে নির্ব্বোধ ও সরল বলিয়াই বোধ হইতেছে। তাঁহার শত্রুবর্গের চক্রে তাঁহার প্রতি দোষারোপ হওয়া অসম্ভাবিত নয়, দশ চক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় ভ্রম এই, মলহর রাওকে ইংলণ্ডেশ্বরীর বিপক্ষ ও রাজদ্রোহী বলিয়া রাজচ্যুত ও বন্দীভূত করা হইয়াছে। মলহর রাওর অনুচরেরা কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা করে, যদি আমরা ইহা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও কেবল এক চেষ্টা দ্বারা তাঁহার রাজদ্রোহিতা সপ্রমাণ হইতেছে না। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া কখন একটীও দুশ্চেষ্টা অথবা অকার্য করেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহার প্রতিকূল যে আচরণ করিয়াছেন, বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাহাতেই তিনি সম্মতি দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যপর্য্যালোচনার্থ কমিশন নিয়োগ করিলেন, তিনি তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তাঁহার [illegible] আদেশ হইল, তিনি তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সর লুইস পেলিকে বিশেষ রেসিডেণ্ট করিয়া পাঠান হইল, তাঁহার সহিত তিনি সৎ ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন। এ সকল কি রাজদ্রোহিতার প্রমাণ? রাজপ্রতিনিধি যদি ব্যক্তিবিশেষের নিজের বিষয়ে দুর্ব্যবহার করেন, আর সেই ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধির উপরে নিজের সেই বৈরসাধন চেষ্টা পান, তাহাও কি রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইবে? কর্ণেল ফেয়ারের সহিত মলহর রাওর যদি এই প্রকার কোন শত্রুতা থাকে, আর সেই শত্রুতা সাধনার্থ যদি এই চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ অপরাধকে রাজদ্রোহিতা অপরাধ বলিয়া গণনা করা কিরূপে ন্যায়ানুগত হয়? এ স্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করাও উচিত। গুইকুমার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একজন সামন্ত রাজা নন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মিত্র রাজা বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কৃত অপরাধ কি সামান্য প্রজার অপরাধের ন্যায় গণ্য হইবে? সামান্য প্রজা রাজার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে যেমন তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া গণনা করা হয় এবং তাহার বিষয় বিভব হরণ করিয়া লওয়া হয়, গুইকুমারের বিষয়েও কি সেইরূপ ব্যবহার বিধেয় হয়?

চতুর্থ ভ্রম, গুইকুমার ক্ষমতাশালী হউন, অপদার্থ হউন, কাপুরুষ হউন, তাঁহাকে যখন মিত্র বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, তখন তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমকক্ষ। সমকক্ষতা স্থলে উপরিতন গবর্ণমেণ্টের আদেশ না লইয়া গুইকুমারের বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কিছু করা উচিত হয় না। মলহর রাওর রাজচ্যুতি ও বন্দীকরণাদি কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও সন্ধিলঙ্ঘনকারিতা দোষ ঘটিয়াছে। এতৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয় ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা লার্ড নর্থব্রুকের কর্ত্তব্য ছিল।

পঞ্চম ভ্রম, বরদায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া গুইকুমারের সম্পত্তি গ্রহণ। সর লুইস পেলি ও গবর্ণর জেনরল যত সাবধান হউন, ঐ কার্য্যটী দ্বারা বরদায় অত্যাচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বদমায়েসেরা ঐ সুযোগ পাইয়া আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা পাইবে সন্দেহ নাই। সেতারা প্রভৃতি স্থানেও ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। অধিকাংশ রাজসম্পত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট চোখেও দেখিতে পাইবেন না।

ষষ্ঠ ভ্রম, গুইকুমারের কার্য্য পর্য্যালোচনার্থ কমিশন নিয়োগের পরও কর্ণেল ফেয়ারকে পদস্থ রাখা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন জানিতে পারিলেন, গুইকুমারের সহিত কর্ণেল ফেয়ারের শত্রুতা চলিতেছে, তখন তাঁহাকে বরদায় রাখিলেন কেন? তাঁহার অবস্থিতিই এখনকার যাবতীয় অনর্থ ঘটিবার মূল।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, যিনি যাহা বলুন, যিনি যত লার্ড নর্থব্রুকের প্রশংসা করুন, এ কার্য্যটী যে তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার ভারতবর্ষীয় রাজনীতি চরিত্রে এটী কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া রহিল।

উপসংহারকালে আর একটী কৌতুকাবহ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা অসঙ্গত হইতেছে না। রেসিডেণ্ট পেলি সাহেবের উপরে গুইকুমারকে বন্দী করিবার আদেশ হয়। গুইকুমার তাঁহার বাস গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রেসিডেণ্ট তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের আদেশ জানাইলেন। গুইকুমার সেইখানেই তাঁহাকে বন্দী করিতে বলিলেন। ঐ খানেই তাঁহাকে বন্দী করা হয়, এই বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ জিদ করিলেন। কিন্তু পেলি সাহেব তাহাতে সম্মত হই-

লেন না। তাঁহাকে তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার রাজ্যের সীমা হইতে বন্দী করিয়া আনা হইল। এ আজ্ঞা প্রতিপালনের অর্থ কি? যাঁহাকে সামান্য প্রজার ন্যায় ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে বন্দী করা বিবেচনা সিদ্ধ হইল না, তাঁহাকে আর সকল বিষয়ে সামান্য প্রজার অধম বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা হইল, এটী অধিকতর কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই।

বোম্বাই গেজেটের বিশেষ সংবাদদাতা কর্ণেল পেলির সহিত গুইকুমারের যেরূপ কথোপকথনের বিষয় লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল, পাঠকগণ অভিনিবেশ সহকারে ঐগুলি পাঠ করিলেই আমাদিগের বক্তব্য বিষয় বিশদ রূপে বুঝিতে পারিবেন।

কর্ণেল পেলি এখানে আমার আসা অবধি গুইকুমার যে অতি সুন্দর রূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন এবং আমাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয় আমি গবর্ণর জেনরল এবং আমার বন্ধুগণকে বলিয়াছি।

দ্বিভাষী গুজরাটী ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, গুইকুমার অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কর্ণেল পেলি আমি যে সময়ে বরদায় আসিয়াছি সেই অবধি গুইকুমার আমার প্রতি বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন নাই।

গুইকুমার। কর্ণেল পেলি আসিয়া অবধি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

কর্ণেল পেলি। আমার আগমন অবধি এপর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য ঘটিয়াছে কেবল সেই সম্বন্ধে কিছু করিবার যদি আমার ভার থাকিত আমার বিশ্বাস এই আমি সমুদায় গোলযোগ মিটাইয়া [illegible] সুশৃঙ্খলে [illegible] করিতে পারিতাম। আমি আসিয়া অবধি গুইকুমারের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু মানুষ তাহার জীবনের ঘটনা সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে না। এমন সকল অবস্থা ঘটিয়া উঠিল, যে গুইকুমারের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত পূর্ব্ব ঘটনা সকলের পর্য্যালোচনা করিতে বাধ্য হইতে হইল।

গুইকুমার। গোবিন্দ রাওয়ের বংশে কেহ কখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনের ক্রটি করেন নাই।

কর্ণেল পেলি। তাঁহার প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, তজ্জন্য আমি ও গবর্ণর জেনরল উভয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। গুইকুমারের স্মরণ আছে প্রায় এক বৎসর গত হইল, তাঁহার কার্য্যাদির অনুসন্ধানার্থ বরদায় এক কমিশন বসে, তদবধি দুই তিন মাস হইল ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা হয়। ইহাতে গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। অনুসন্ধানে গুইকুমার ইহাতে লিপ্ত আছেন বলিয়া প্রকাশ পায়।

গুইকুমার। করজোড়ে বলিলেন, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, গোবিন্দ রাওয়ের বংশের কেহ কোনরূপ রাজদ্রোহে দোষী হইবে না।

কর্ণেল পেলি। গুইকুমার জানেন তিনি এ বিষয়ে লিপ্ত আছেন শুনিবামাত্র আমি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে ইহা জানাইয়াছি, [illegible] তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার হয় গবর্ণর জেনরলের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।

গুইকুমার। কর্ণেল পেলি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ণেল পেলি। আমার একটী অতি কষ্টকর কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু সেটী যখন আমার কর্ত্তব্য, আমাকে তাহা করিতেই হইবে। অনুসন্ধানের [illegible] যাবতীয় কাগজপত্র [illegible] প্রেরিত হয়। [illegible] গবর্ণর জেনরল [illegible] অদ্য [illegible] এক সংবাদ প্রেরণ করেন। [illegible] আমাকে [illegible] কোন কার্য্য [illegible] হইবে।

গুইকুমার এই বাক্যগুলি আর একবার বলিতে বলিলেন এবং [illegible] গাম্ভীর্য্য ভাবে শুনিলেন।

কর্ণেল পেলি। এই সকল কার্য্যের মধ্যে গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার উচিত অনুমান হয়।

দ্বিভাষী ঘোষণাপত্রখানি গুজরাটী ভাষায় পাঠ করিলেন। গুইকুমার মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থনার্থ [illegible] সকল নিয়োগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

কর্ণেল পেলি। তাঁহার দোষক্ষালনের জন্য যত প্রকার সুবিধা হইতে পারে তাঁহাকে সে সুবিধা দেওয়া হইবে। তিনি ব্যারিষ্টার প্রভৃতি যাহার ইচ্ছা [illegible] লইতে পারেন। অনুসন্ধান প্রকাশ্য ভাবে হইবে। আমি কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মানের ক্রটি করিব না এবং যদিও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা আমার কর্ত্তব্য, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট স্থানে রাখা হইবে এবং তাঁহার কোন বিষয়ে কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না। তিনি তাঁহার উকীলগণের সহিত পরামর্শাদি করিতে পারিবেন।

গুইকুমার কৃতাঞ্জলি হইয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন তাঁহার শত্রু অনেক। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার বিপক্ষ। যে ভূমির উপর তিনি বসিয়া আছেন, সেই ভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধ [illegible]। জগদীশ্বর গবর্ণর জেনেরল এবং কর্ণেল পেলি এই তিন জন ভিন্ন জগতে তাঁহার এমন কেহ নাই, যাঁহার নিকট তিনি অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বেই কর্ণেল পেলিকে বলিয়াছেন তিনি শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত, এক্ষণে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন।

কর্ণেল পেলি। আমরা সকলে জানি তাঁহার অনেক শত্রু আছে। এই জন্য যদি কেহ তাঁহার সম্পত্তির অনিষ্ট করে কিম্বা [illegible] আমি [illegible] করিব। গুইকুমারকে [illegible] শত্রুগণ হইতে নিরাপদ করিবার [illegible] আমাদের [illegible] প্রধান ভয় এই, [illegible] যেমন আছে, [illegible] ঘটনা [illegible]

নগর লুণ্ঠনের সময় উপস্থিত বলিয়া মনে করে। আমি বিবেচনা করি গুইকুমার নগর অপেক্ষা শিবিরে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন।

কর্ণেল জেকবও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

কর্ণেল পেলি। এই যে সওদাগর ব্রিটিশ রাজ্যের অধীন, গুইকুমার এখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, অতএব আমি এখানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি না।

গুইকুমার সেইখানেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলেন।

কর্ণেল পেলি। আমি তাঁহাকে এখানে অথবা নগরমধ্যে গ্রেপ্তার করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি যদি সম্মত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রিটিশ কাণ্টোনমেণ্টের নিকট তাঁহার রাজ্যের সীমায় গিয়া গ্রেপ্তার করিতে পারি।

গুইকুমার পুনঃ পুনঃ তথায় এবং তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলেন।

কর্ণেল পেলি। আমার উপর যেরূপ আদেশ আছে, আমি তাহার কিছু মাত্র অন্যথা করিতে পারি না। আমি যেরূপ বলিতেছি তাহাই হউন।

গুইকুমার বলিলেন এরূপ করিবার প্রয়োজন নাই।

কর্ণেল পেলি। তাহা হইতে পারে না।

গুইকুমার। অগ্রে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হউক, পরে যেরূপ হয় করিবেন।

কর্ণেল পেলি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হইবে। আমার ও গবর্ণর জেনরলের গুইকুমারের অনিষ্ট করিবার কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই। গবর্ণর জেনরল অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ বিশেষ আফিসর নিযুক্ত করিবেন।

গুইকুমার। তাঁহার ইচ্ছা গবর্ণর জেনরল ও কর্ণেল পেলি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন।

কর্ণেল [illegible] এ বিষয়ের [illegible] বন্দো[illegible] [illegible] সংবাদ [illegible] পারিলেই [illegible]

[illegible] পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনরল ও কর্ণেল পেলি দ্বারা অনুসন্ধান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কর্ণেল পেলি। অনুসন্ধান আমার দ্বারা হইবে না। গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞা ক্রমে আমার তুল পদস্থ এবং আমার অপেক্ষা এ বিষয় ভাল বুঝিতে পারেন এমন সকল লোক দ্বারা অনুসন্ধান হইবে।

গুইকুমার পুনর্ব্বার বলিলেন তিনি এবং গবর্ণর জেনরল অনুসন্ধান করেন।

আর কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর কর্ণেল পেলি গবর্ণর জেনরলের প্রতিজ্ঞা পত্র ইংরেজিতে পাঠ করিলেন। তৎপরে কর্ণেল পেলি বাপুবাইকে নগরের শান্তিরক্ষার্থ যত্নবান হইতে বলিয়া পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে গুইকুমারকে সঙ্গে করিয়া ব্রিটিশ কাণ্টোনমেণ্টের নিকট তাঁহার রাজ্যের সীমা স্থানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। রেসিডেন্সি সার্জ্জনের বাঙ্গালায় তাঁহাকে রাখা হইল।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া গত বৃহস্পতিবার বরদা হইতে নিম্ন লিখিত বিশেষ সংবাদ গুলি পাইয়াছেন।

সর্দ্দারদিগের দরবারের শেষ হইয়াছে। প্রায় দুই শত সর্দ্দার, জিলাদার এবং ব্যাঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। সর লুইস পেলি তাঁহাদিগের নিকট গবর্ণর জেনরলের প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন বরদায় যাহাতে কোন গোলযোগ না ঘটে তাঁহারা সে বিষয়ে যত্নবান হন। তিনি বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের বরদা রাজ্য গ্রহণের ইচ্ছা নাই। তিনি আরো বলিলেন, গুইকুমারের যে সকল ক্ষমতা ছিল, গবর্ণর জেনরল তাহা তাঁহাকে দিয়াছেন তিনি গুইকুমারের ন্যায় দরবার আহ্বান করিবেন সর্দ্দারদিগের যে সকল কষ্ট আছে, তিনি তাহার অনুসন্ধান করিবেন। [illegible] বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি সর্দ্দারদিগকে বলিলেন, কোন প্রকার অত্যাচার বা পীড়নাদি হইলে তাঁহারা যেন তাহা তাঁহার গোচর করেন। [illegible] অপরাধীদিগের আইন অনুসারে দণ্ড করিবেন।

৫ জন প্রধান সর্দ্দারের উপরে গদির রক্ষার ভার সমর্পণ করা এবং রাজবাটী ও রাজকোষ শিলমোহর হইয়াছে। পেলি বলিলেন কেহ যেন রাজার দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন। রাজসম্পত্তি কাহারও নিকট পাইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠান হয়। সকলেই পেলির সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

বোম্বাই হইতে একজন সহযোগী তার যোগে নিম্ন লিখিত সংবাদ পাইয়াছেন।

কর্ণেল পেলি একজন এডিকঙের সহিত রাজবাটীতে গিয়া রাণীদিগকে বলেন, গুইকুমার ভাল আছেন গুইকুমারের কন্যা দুই বাক্স মণিমুক্তা দাক্ষিণাত্যে পাঠাইতেছিলেন তাহা আটক করিয়া রেসিডেন্সিতে পাঠান হইয়াছে। বৃহস্পতিবার তিনজন দরবারিকে ধরা হয়। [illegible] দরবারি দামোদর ইহার অন্যতর। বৃহস্পতিবার তাহাকে শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। নানারূপ জনরব উঠিতেছে। এক জনরব এই, সোমবার গুইকুমারের একজন উত্তরাধিকারী স্থির হইবে।

ইংলিসম্যানের বোম্বাইস্থ সংবাদদাতা ২৬এ জানুয়ারি তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ গুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

সোমবার সার লুইস পেলি গুইকুমারের রাজবাটী হইতে ৪০ লক্ষ টাকা বাহির করেন। সর্দ্দারেরা বলেন, তাঁহারা ইহার কিছুই জানিতেন না।

গুইকুমারের বিচারার্থ যে কমিশন বসিবে, সার রিচার্ড কাউচ তাহার সভাপতি হইবেন এবং বোম্বাই হাইকোর্টের জজ অনরেবল ওয়েষ্ট, সার রিচার্ড মীড বোধ হয়, সার দিনকর রাও এবং কাডেন সাহেব কমিশনের সভ্য হইবেন। সকলে অনুমান করিতেছেন, সার দিনকর রাও ইহার মধ্যে থাকিবেন না, কারণ তিনি এক জন মহারাষ্ট্রীয়। তাহা হইলে ইন্দোরের সার মাধব রাও তাঁহার পদে হইবেন।

অদ্য সার লুইস পেলি রাজবেশে নগর পরিদর্শন করিবেন।

আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। একণে আর কোন গোলযোগ নাই।

টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গুইকুমারের আরো অনেক অপরাধ প্রকাশ হইয়াছে।

বোম্বাই ২০ এ জানুয়ারি। সুরাটের ২১ পল্টন দেশী পদাতিক দলকে বরদায় যাইতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

সার লুইস পেলি কয়েকজন আফিসর ও আর কয়েকজন সর্দারকে লইয়া এক কমিটী করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাঁরা গুইকুমারের প্রাসাদে এবং অন্তঃপুরবাসিনীদিগের গৃহে গুপ্ত ধন আছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

গত কল্য গুইকুমারের বোম্বাইস্থ যাবতীয় সম্পত্তি বোম্বাইর দুর্গে নীত হইয়াছে।

একণে বরদায় কোন গোলযোগ নাই।

চাপ্রধান প্রদেশ ও তত্রত্য শাসন প্রণালী।

ফিরেঙ্গ কৃত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিছু দিন হইল ইকনমিষ্ট নামক সংবাদপত্রও সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই, ফিরেঙ্গ নিশ্চয়ই হত্যা করিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক বলেন এই হত্যাপবাদের অন্য কোন প্রমাণ থাকুক না থাকুক একজন ইউরোপীয় চাকরের নামে একজন এদেশীয় যদি হত্যাপরাধের বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধের অভিযোগ করে, উহাই তাহার সেই অপরাধের প্রমাণ। এটী অতি সারবৎ বাক্য। একজন ইউরোপীয় কোন গুরুতর অপরাধ করিলেও একজন এদেশীয়ের এমন সাহস হয় না যে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। এমন অবস্থায় একজন এদেশীয় সামান্য ব্যক্তি যে প্রবল ফিরেঙ্গের নামে মিথ্যা করিয়া হত্যাপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিবে ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত। যাহা হউক, ইকনমিষ্ট ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান অবজার্ব্বর ও ইংলিসমান প্রভৃতি তাঁহার উপরে অজস্রধারে গালি বর্ষণ করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন, ইকনমিষ্ট সম্পাদক কিন্তু এদেশীয় ও ইউরোপীয়ের অবস্থা অবিকল বুঝিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে চা প্রধান প্রদেশে অত্যাচার হয়, অনেকের এই প্রকার সংস্কার আছে। এ সংস্কার অমূলক নয়। যে প্রণালীতে চা উৎপন্ন করা হইতেছে, এ প্রণালীতে যে যে কাজ হয়, তাহাতেই অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। সে অত্যাচার দুর্নিবার। প্রথমতঃ প্রবল ও দুর্ব্বলে সম্বন্ধ, দ্বিতীয়তঃ প্রবলের স্বার্থলোভ প্রবল এবং দুর্ব্বলের আলস্য ও প্রবঞ্চনাদি তাহার উত্তেজক। প্রবল স্বার্থলোভের নিকটে দয়া ধর্ম্ম ভদ্রতা প্রভৃতি সকলেই মস্তক নত করিয়া থাকে। তুলা ও নীল প্রধান প্রদেশে ইহার ভূরি উদাহরণ নয়নগোচর হয়। চাপ্রধান প্রদেশে কয় জন সাইমন লিগ্রি আছে এ কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন? নীল প্রধান প্রদেশে আজিও অনেকগুলি সাইমন লিগ্রি বিরাজ করিতেছে। নীল প্রধান প্রদেশগুলি আইনের অনুগত শাসনপ্রণালীর অধীন। সেই স্থানেই যখন সাইমন লিগ্রের সদৃশ মহাপ্রভুদিগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে, তখন আইন বহির্ভূত শাসনপ্রণালীর অধীন চাপ্রধান প্রদেশে যে উহাদিগের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

চাপ্রধান প্রদেশের অত্যাচার নিবারণের উপায় কি? একণকার এই প্রশ্ন। উপায় দুটী আছে। প্রথম, কুলিদিগকে কণ্ট্রাক্ট নিয়মে বলপূর্ব্বক খাটাইয়া চা উৎপাদন করিবার যে প্রথা আছে, তাহা রহিত করিতে হইবে। এ প্রথা থাকিতে অন্য সহস্র উপায় করিলেও তাহা বিফল হইয়া যাইবে। এখন আসাম প্রভৃতি চা-প্রধান প্রদেশে ক্রমে উপনিবেশ হইতেছে। উপনিবেশীদিগের জীবিকা সংস্থান চাই। মজুরি না করিলে তাহাদিগের চলিবে না। চা করেরা কণ্ট্রাক্ট প্রথা পরিত্যাগ করুন। আমরা এ অঞ্চলে ঠিকা মজুরী দিয়া যেমন আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছি, চা-করেরাও সেইরূপ করুন, যাহার ইচ্ছা হইবে সে খাটিবে আর যাহার ইচ্ছা না হইবে সে খাটিবে না। তাহাতে চা-করের বল চলিবে না, হাত পা ও বেতও চলিবে না। যদি স্বার্থে অন্ধ হইয়া হাত পা ও বেত চালান, তখনই দণ্ডনীয় হইবেন।

দ্বিতীয়। শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন। তথায় আইনের অনুগত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হউক। অধিক পরিমাণে বিচারপতি নিয়োজিত হউন। উকীল প্রভৃতি আইনজ্ঞ লোক সকল তথায় গমন করুন। এখন যদি কোন চা-কর কোন কুলিকে হত্যা করে কিম্বা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে অথবা তাহাকে সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বীপমধ্যে লইয়া গিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির মুখে নিক্ষেপ করিয়া আইসে, তাহার কোন দণ্ড হয় না। হতভাগ্য কুলির সপক্ষ হইয়া কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি করে এমন কাহার সাহস হয় না। কথা কহিবার লোকও নাই। কিন্তু আমরা যে প্রণালীর প্রবর্ত্তন অনুরোধ করিতেছি যদি তাহা প্রবর্ত্তিত হয় ক্রমে অত্যাচার নিবারণ হইবে। আর তখন হতভাগ্য কুলির পক্ষ হইয়া কথা কহিবার লোক হইবে। অপরাধের বিচার ও অপরাধী দণ্ড হইবে।

৯ দিবস পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৮৪১৭১০ টাকা আয় হয়, গত বর্ষের জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে ৯১০৫৭০ টাকা আয় হইয়াছিল, ৩২৮৮৬০ টাকা কম আয় হইয়াছে। এবৎসরের ঐ ৯ দিনে জব্বলপুর লাইনে ৪৩২৫০ টাকা আয় হয়, গত বর্ষের ঐ মাসের প্রথম ১০ দিনে ৪৮৮২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ৫৫৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

যোধপুরের রাজা রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল ডেলি টেলিগ্রাফ নামক সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা ১৮০০০০। ইহার প্রধান অধ্যক্ষ বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা লাভ পান।

সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক ক্ষীরপাই হইতে লিখিয়াছেন। এই ক্ষীরপাই গ্রামে ঝড় হইয়া বহু লোকের কষ্ট হইয়াছে এবং মেলেরিয়া জ্বরে বিস্তর মনুষ্য মারা গিয়াছে। সন ১২৮০ ও ৮১ এই দুই বৎসরে গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে বলিলে হয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে ডাক্তার খানা ও দরিদ্র পীড়িতগণের জন্য অন্নসত্র হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। এক্ষণে ঝড় পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ সুযোগ্য বাবু গোসাঁইদাস দত্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় এখানে আসিয়া তদন্ত করিতেছেন, কমিটির সভ্য মহাশয়েরা মেদিনীপুরের উত্তর অংশে ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহাতে এতদ্দেশের অধিকাংশ উপকার হওয়া সম্ভাবিত নহে। ক্ষীরপাই রাধানগর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি গ্রামগুলি বস্তুবায়ে পূর্ণ। ইহাদিগের ঘর করিবার কোন উপায় নাই। অতএব কমিটির সভ্য মহাশয়গণ যদি ইহাদিগের প্রতি অনুকূল ভাবে দৃষ্টিপাত করেন, ইহারা এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

৭ ই মাঘ মঙ্গলবার।

পারিসে সম্প্রতি ১০৯ বৎসর বয়সে একজন দরজীর মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি ৯ বৎসর বয়সের সময় দরজীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। একশত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া ১০৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

শুনা যাইতেছে লার্ড ক্যাম্পার ডাউন (যিনি এক্ষণে কলিকাতায় আছেন) লার্ড নর্থব্রুকের কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, এদেশে সুরাসেবনের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যে আন্দোলন চলিতেছে, এবং যাহার নিবারণার্থ লার্ড নর্থব্রুক ও লার্ড সালিসবরি যত্নবান হইয়াছেন, সেদিন ঢাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজকে তদ্বিষয়ে তাঁহার মত কি জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখেন। ওয়াইজ সাহেব এবিষয়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, ইংরাজী শিক্ষা নিবন্ধনই এক্ষণকার যুবকেরা ধর্ম্মবিশ্বাস বিরহিত ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি হইয়া সুরাসক্ত হইতেছে, গবর্ণমেণ্টও আবকারী সংক্রান্ত আয়ের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া প্রকারান্তরে তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন।" ডাক্তার ওয়াইজ ঠিক কথায় বলিয়াছেন।

সার সালার জঙ্গ কলিকাতা ভারত সংস্কারক সভার অন্তর্গত শ্রমজীবি বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আলাহাবাদ অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি হইয়া শস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন অযোধ্যার জলবায়ু প্রাচীন লোকদিগের স্বাস্থ্যের যেমন উপযোগী ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানের সেরূপ নয়। তথায় বৎসর শতকরা ২১ জন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়, পক্ষান্তরে যুবকের মৃত্যু সংখ্যা উহার দ্বিগুণ। যে সকল প্রাচীনের দীর্ঘায়ু হইবার বাসনা আছে তাঁহারা অযোধ্যায় গিয়া বাস করুন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান উকীল বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদে অপর গবর্ণমেণ্ট উকীল লালা অযোধ্যা প্রসাদ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাইস্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার হস্তে ১৯ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত আছে। সভা ঐ টাকা তত্রত্য ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন বিপৎপাত হইলে উহা ব্যয় করা হইবে।

অযোধ্যার গণ্ডানামক বিভাগে গত বৎসর ব্যাঘ্রে ৫৭ টী বালকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে লোক লইয়া অন্যত্র উপনিবেশ করা হইতেছে। কিন্তু এ সকল লোককে যদি ঐ সকল অঞ্চলের অরণ্যময় স্থানগুলিতে বাস করান হয়, তাহা হইলে সহজে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের উপশম হইয়া আসিবে।

৮ ই মাঘ বুধবার।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে ইহারাও তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরাঙ্মুখ হন না, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অনেক সংকীর্ণহৃদয় ও ভারতবর্ষবেষী ইংরাজ যে ইহাদিগকে কৃতঘ্ন প্রভৃতি বলিয়া গালি দেন এই আশ্চর্য্য। অযোধ্যার চিফ কমিশনর জেনরল বারো অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনি তত্রত্য লোকদিগের প্রতি বরাবর সদ্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। এ নিমিত্ত অযোধ্যার তালুকদারেরা সমবেত হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ কিছু করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তত্রত্য ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতি একজন ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। সীতাপুরের কর্ণেল টমসনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। যে সকল ইউরোপীয়ের এদেশীয়দিগের নিকট পূজনীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইবার বাসনা আছে, তাঁহারা ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করুন। বলপূর্ব্বক ভক্তি গ্রহণের চেষ্টা সফল হয় না।

অনরেবল সর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আমাদিগের লাহোর [illegible] কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন [illegible] সাহেবের [illegible] কাবুলের [illegible] [illegible] সহিত কথোপকথন করিবার জন্য [illegible] তেছেন।

ফিল্ডাগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, যখন কান্দাহার হইতে আমীরের সৈন্যগণ হিরাটে যাত্রা করে, তাহারা পথে এক স্থানে গিয়া বলে তাহাদের বেতন না পাইলে আর অগ্রসর হইবে না। আফিসরেরা তাহাদিগকে এ চেষ্টা হইতে বিরত করিবার অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাহারা বলে, আমরা যখন কাবুলে ছিলাম, আমাদিগকে দিবা ভাগে আমীরের চাকুরী করিয়া রাত্রিতে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতে হইয়াছে। আমাদের ৮ মাসের বেতন পাওনা আছে। এখন আমরা যুদ্ধ যাইতেছি, কখন ভিক্ষা করিয়া খাইব? আমীর ইহা শুনিয়া বিরক্ত ভাবে তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং কান্দাহারের গবর্ণরকে আর ৩ লক্ষ টাকা দিতে বলিয়াছেন। জেললাবাদে যে সকল সৈন্য পাঠান হইয়াছিল, তাহারাও গোলযোগ বাধাইতেছে। তাহারা বেতন পায় নাই বলিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক খাদ্যাদি লইতেছে। জনশ্রুতি এই যাকুব খাঁকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করা হইয়াছে। আমীর হিরাটের যাবতীয় সর্দারের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা যদি আয়ুব খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমীরের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইবে আর আমীরের সাহায্য করিলে তাহাদিগকে পুরস্কার করা হইবে।

ইংরাজদিগের সামাজিক রীতি নীতি দর্শন করিলে সময়ে সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মান্দ্রাজ টাইমস বলেন ব্লাক টাউনের একটী অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা একজন ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবকের প্রণয়পাশে বদ্ধ হন। তিনির বিলক্ষণ সম্পত্তি আছে, একটী উপযুক্ত পুত্রও আছে। তিনি ঐ প্রণয়পাত্রকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। পুত্রটী বিবাদ দেখিয়া যাহাতে মাতার এই শেষ বয়সে বিবাহ না হয় তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতাও অবশেষে উন্মাদ হইয়া আদালতের আশ্রয় লইবার উদ্যোগে আছেন। এরূপ মাতা ও এরূপ পুত্র এ উভয়কেই আমাদের শত শত ধন্যবাদ।

আমীর সিয়ারআলী সম্প্রতি তাঁহার কন্যাকে যাকুব খাঁর নিকটে পাঠান তিনি বুঝাইয়া যাকুবকে আমীরের বশীভূত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি গিয়া বলেন, ভ্রাতঃ আর বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আয়ুব খাঁকে আমীর যাহা বলেন তদনুসারে কাজ করিতে বল, এবং গোলযোগ মিটাইয়া ফেল। যাকুব খাঁ বলিলেন, ভগিনি! তুমি স্ত্রীলোক, তুমি আমীরের মনোগত ভাব জান না। তুমি বিবেচনা কর আমীর আমার শত্রুদিগের পরামর্শে আমাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমা হইতে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। যদি আমার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত, আমি কি কাবুলে আসিতাম? মূল কথা এই, আমীর দেশটী ছারখার করিবেন।

পিয়নিয়র বলেন, এদেশে দরিদ্র ইউরোপীয় বালকদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নাই, দরিদ্র ইউরোপীয়দের এদেশে থাকিয়া কাজ নাই। পিয়নিয়র যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, অর্থোপার্জ্জনের জন্যই ইউরোপীয়দের এদেশে আসা। তাহাই যদি না হইল, তবে তাহাদের দেশে চলিয়া যাওয়াই উচিত।

৯ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

শস্য বিষয়ক রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে বঙ্গদেশের সকল স্থানের ধান্য কাটা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে। অনেক স্থানে সচরাচর যেরূপ জন্মে, তদপেক্ষা বরং অধিক জন্মিয়াছে। রবি শস্যের অবস্থাও উত্তম, তবে স্থানে স্থানে শিলাতে কতক অনিষ্ট করিয়াছে। শস্যের মূল্য সর্ব্বত্র সুলভ।" সুলভ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রকৃতরূপ সুলভ হয় নাই।

নিউ অর্লিয়ান্সে এক কেশসংস্কারক কোম্পানি হইয়াছে। কেশ উঠাইয়া লওয়া এবং যেখানে আদৌ কেশ জন্মে নাই, সেখানে কতক কেশ জন্মাইয়া দেওয়া ঐ কোম্পানির প্রধান কর্ম্ম। ইহাদের মতে উদ্ভিদের ন্যায় যেখানে সেখানে কেশ রোপণ করা যায়। মস্তকে কেশ রোপণ করিতে হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচির প্রয়োজন। সকল রকম রঙের চুল সকলের মাথায় উৎপন্ন করা যায়। যাহারা মানুষের কেশ ধারণে অসমর্থ ঘোড়ার চুল তাহাদের মস্তকে রোপণ করিয়া দেওয়া যায়। নিউ অর্লিয়ন্সের অনেক লোক মস্তকের কেশ ফেলিয়া আপনাদের মনোমত কেশ বসাইবার জন্য উক্ত কোম্পানির আশ্রয় লইতেছে। আমেরিকাবাসিরা কি প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, বোম্বাইর লোকদিগের আমেরিকার ন্যায় কতকটা ধাপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাঁরা নূতন নূতন কার্য্যক্রিয়া করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় লাল ও নীল পেন্সিল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পেন্সিলে দেশীয় অক্ষরে নির্ম্মাতার নাম লেখা থাকে। পেন্সিল গুলি উত্তম হইতেছে। এদেশের যদি কিছু উন্নতি হয় এবং আমরা যদি বিদেশীয়দের নিকট গৌরবান্বিত হইতে পারি, বোম্বাইর লোকদিগের হইতে হইবে, অন্যত্রের লোকের উপর এরূপ আশা নাই।

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার উপনগরে ১৩৮৮ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ১৮২, বসন্তে ১৮ জ্বরে ৬৩১, উদরাময়ে ২৭১, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

সমাজদর্পণ বলেন রাজনারায়ণ বাবু আনন্দমোহন বসু আদি ও কেশব এই উভয় ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সম্মিলনের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। এটী করিতে পারিলে মহোপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিতান্ত সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

অদ্য বেলা আড়াই ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় দ্বয়ের সম্মিলন হইবে।

সমাজ দর্পণের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ২৯ এ পৌষ কালনায় কোন কলুর এক সন্তান হইয়াছে। সন্তানটীর দুই হাত দুই পা, কিন্তু স্কন্ধ দেশ হইতে দুটী

মস্তক নির্গত হইয়াছে । মস্তক দুটীর একটী কৃষ্ণ ও একটী গৌর বর্ণ । ধাত্রীর দোষে সন্তানটী মৃত ভুমিষ্ঠ হয় । বৰ্দ্ধমানের রাজা সন্তানটীকে আরকে ফেলিয়া রাখিয়াছেন ।

১০ ই মাঘ শুক্রবার ।

গত ১১ ই জানুয়ারি ত্রিহুত ষ্টেট রেল ওয়ে খোলা হইয়াছে । উক্ত দিবস অবধি আরোহী লওয়া হইতেছে । উক্ত লাইনটী দীর্ঘ ৩৬ মাইল ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সম্বলপুর বিভাগে হীরা পাওয়া যাইতেছে ।

বরদার গোলযোগ নিবন্ধন একটী বড় অনিষ্ট হইয়াছে । সার ফিলিপ ওডহাউসের ভ্রমণের ব্যাঘাত হইয়াছে ।

প্রতাপ গড়ের রাজা সস্ত্রীক ইংলণ্ড দর্শনার্থ অভিলাষী হইয়াছেন । রাজারা যখন ইংলণ্ডে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন, তখন ইংলণ্ড গমন চলিয়া গেল ।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বরদার গদির যে কয়জন প্রার্থী হইয়াছেন, মলহর রাওয়ের পিতা শিবজী রাও গুইকুমারের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার অন্যতর । শিবজীর ৫ পুত্রের মধ্যে গণপত রাও খন্দ রাও ও মলহর রাও এই তিনজন গুইকুমার হন । এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে মলহররাও কেবল জীবিত আছেন ।

এক খানি আরবীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, তুরস্ক দেশীয় লোকেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছে তাহারা আর দুই শত বৎসরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিবে । মৌতাতের মাত্রা কিছু অধিক হইয়াছিল বোধ হয় ।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, লণ্ডনে এক ব্যক্তি ইষ্টক ও টালি প্রস্তুত করিত, এ ব্যক্তি মৃত্যু কালে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছে । লণ্ডনের লোকদিগের ধনশালিতা [illegible] যেরূপ, বরিদ্রতাও সেইরূপ ।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন, [illegible]পুরের নিকট চিলখালি গ্রামে [illegible] আচার্য্যের বাটীতে বড় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতেছে । উহার ঘরে জলঢালা [illegible] প্রভৃতি কয়েকদিন ধরিয়া নানা উপদ্রব হয় । অনেকে প্রহরী থাকিয়াও কাহাকেও ধরিতে পারেন নাই । এরূপ ভূতের উপদ্রব অনেক শুনা যায় । মূল কথা এই, বাহিরের ভূত ধরা যায়, ঘরের ভূত ধরা কঠিন ।

গোয়ালন্দ হইতে এক ব্যক্তি বার্ত্তাবহে লিখিয়াছেন তত্রত্য একটী কুলির স্ত্রী ১০ । ১২ দিন প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া শেষে একটী বৃহৎ গক্ষুরা সর্প প্রসব করে । সর্পটী বাহির হইয়াই প্রসূতির কটিদেশে জড়াইয়া থাকে । এ প্রকার সংবাদ না থাকিলে সংবাদ পত্রের জাঁক হয় না ।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করা—

৪		১০২।—১০২॥০
৪॥	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৫—১০৫॥০
৪॥	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫।০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৵—১০৩।৵০
৫॥	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৵—১০৯।০

১১ ই মাঘ শনিবার ।

বোম্বাই ২১ এ জানুয়ারি ।

সাউটার সাহেব বুধবার গুইকুমারের প্রাসাদে দেড় লক্ষ টাকা ও আর কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্য বাহির করেন ।

অদ্য সার লুইস পেলি পুনার সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করেন । সর্দ্দারেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছেন ।

৮ । ১০ দিবসের মধ্যে গুইকুমারের বিচার আরম্ভ হইতেছে না ।

গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ জেফার্সন ও পেইন কোম্পানি নিযুক্ত হইয়াছেন ।

প্রধান কাউন্সিল হইবার জন্য ইঙ্গ্রাম সাহেবকে কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে সার দিনকর রাও গত কল্য আগ্রা হইতে বরদা যাত্রা করিয়াছেন ।

বরদায় আরো অনেক সম্পত্তি বাহির হইয়াছে [illegible] কোন গোলযোগ নাই, সকল কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে ।

বোম্বাইয়ে গুইকুমারের ১১ লক্ষ টাকা ছিল, তাহা আটক করা হইয়াছে ।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তত্রত্য হাইকোর্টের বারিষ্টার জর্জ্জ টেলর সাহেব এবং শান্তরামনারায়ণ গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ বরদায় যাইতেছেন ।

গুইকুমার ১৫ জন সহচরের সহিত ভোজন করিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু কেবল দুই জনের সহিত আহার করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, এ দুই জন বন্দী । গুইকুমারের ১৫ জন মাত্র অনুচর আছে ইহারা সকলেই বন্দী । ভিস্তি গুইকুমারের নিমিত্ত কূপে জল তুলিতে গেলে তাহার সহিত একজন ইউরোপীয় রক্ষক যায় ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি । গ্লাডষ্টোন লিবারল দলের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া আরল গ্রানবিলকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন, প্যালিয়ামেণ্টে থাকা তাঁহার অভিপ্রেত ।

মাড্রিড ১৪ ই জানুয়ারি । ডন আলফন্সো গত কল্য নগরে প্রবেশ করেন । সকলে তাঁহাকে উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন ।

বার্লিন ১৪ই জানুয়ারি । কার্লিষ্টেরা গিটারিয়াতে যে অত্যাচার করে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জর্ম্মন গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টায় আছেন । জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্টের যে অপমান হইয়াছে, মাড্রিড গবর্ণমেণ্ট তাহার ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার করিয়াছেন, কার্লিষ্ট দলের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য জর্ম্মণ রণতরি কাণ্টাব্রিয়া [illegible] গিয়াছে ।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি । টাইমস পত্র বলেন, পারসোর সভা [illegible] কে [illegible] করিবার ক্ষমতা [illegible] জেনরল [illegible] [illegible] ছেন । [illegible] এই প্রাচীন [illegible] ।

মাড্রিড ১৭ ই [illegible] কালে উত্তর [illegible] গ্রহণ করিবেন । [illegible] নতা রক্ষা করিবেন

মাড্রিড ১৮ ই [illegible] জর্ম্মণদিগের প্রতি যে [illegible] ক্ষতি [illegible] শোধ লইবার [illegible] উপকূলে [illegible] রহিয়াছেন ।

কর লওয়া মিউনিসিপালিটির ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যদি কেবল দুই তিন দিনের ব্যবহার জন্য এরূপ স্থলে কর লওয়া যায় তবে কলিকাতার ময়দানে সাধারণের আমোদার্থ যে সকল গৃহ নির্ম্মিত হয় কলিকাতার মিউনিসিপালিটি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করেন কেন? হিন্দুপেট্রিয়ট সাধারণের সমক্ষে এ সময়ে এ প্রশ্নটী উপস্থিত করিয়া আপনার নামকে অন্বর্থ করিয়াছেন। দেবসেবার্থ নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপর করগ্রহণের চেষ্টা আমরা এই প্রথম দেখিলাম।

৩। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, গবর্ণমেণ্ট খড়দহে একটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আফিস করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমরা এতদিন সোদপুর পোষ্ট আফিসের অধীন থাকিয়া যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম, এক্ষণে সে সকল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব বলিয়া মনোমধ্যে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছে। যাহা হউক আদেশ সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইলে বুঝা যায়।

৪। কিছু দিন হইল, নগেন্দ্রনাথ দত্ত নামে খড়দহের ভদ্রবংশীয় একটী যুবক "হত্যাকরণ চেষ্টা" অপবাদে বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সেসনে সমর্পিত হন। সে দিবস তিনি তথায় আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

৫। কয়েক বৎসর হইল আমাদের গ্রামে একটী সখের যাত্রার দল হইয়াছে। এ বৎসর ইঁহারা নীলদর্পণ নাটককে যাত্রার আকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করিতেছেন। অনেকের মুখ হইতেই ইহাদের অভিনয়ের প্রশংসা শুনিতে পাই। কিন্তু ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে আমাদের রুচি নাটকাভিনয় হইতে ক্রমে সেই পুরাতন ঘৃণিত যাত্রার দিকে যাইতেছে। আমোদ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য পবিত্র রুচিকে বলিদান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৬। আমরা অনেক দিন হইতেই যে চীৎকার করিয়া আসিতেছিলাম, পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি এতদিনে তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি খড়দহ ষ্টেষণের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি }
১৮৭৫।

—০—

ফরিদপুরের মেলা।

হরিহরছত্র ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রদেশের মেলার ন্যায় এখানেও একটী ক্ষুদ্রতম মেলা হইয়া থাকে। এ জেলার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু প্রথমে ইহার সৃষ্টি করেন। প্রায় একাদশ বৎসর ইহা এক প্রকার চলিয়া আসিতেছে। ইহার বিলক্ষণ আয় এবং ব্যয়ও আছে। সঙ্গতিপন্ন জমিদার ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে চাঁদা গৃহীত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট আড়াই শত টাকার সাহায্য করেন। প্রায় প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন তিন সহস্র টাকা আদায় হইয়া থাকে। সংগৃহীত টাকার মধ্যে সাতশত টাকার পারিতোষিক বিতরণ এবং অবশিষ্ট অর্থ যাত্রা ও অন্য অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয়। এবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিরা মেলা ফণ্ড হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার সিবিল সার্জ্জন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ পর্য্যায়ক্রমে ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ [illegible] থাকেন। কৃষি সম্ভূত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের [illegible] পুরস্কার দিয়া কৃষাণদিগের উৎসাহবর্দ্ধন [illegible] ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই নিমিত্তই [illegible] "কৃষি প্রদর্শনী মেলা" বলিয়া থাকে। জানুয়ারি মাসের প্রথমে মেলা আরম্ভ হয় [illegible] সাধারণতঃ এক সপ্তাহকাল থাকে। এই কৃষি প্রদর্শনী মেলা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত গৃহপালিত জন্তু অর্থাৎ গো, মেষ, বৃষ, ছাগ, হংস, কুক্কুট প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত স্থানীয় কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্র লাঙ্গল কোদাল আর এদেশজাত দ্রব্য বনিশস্য ফল মূল শর্করা প্রভৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

সহরের প্রান্তভাগে একটী বিস্তৃত স্থান আছে। প্রতি বৎসরে তথায় মেলা হয়। নাটক ও অন্যান্য তামাসা দেখিবার নিমিত্ত সেই প্রান্তর মধ্যে একখানি গৃহ নির্ম্মিত ও তাহার সমক্ষে একটী সুরম্য গেট প্রস্তুত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব বিপণি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এই এক সপ্তাহকাল এখানে মহোৎসবে অতিবাহিত হয়। উক্ত গৃহে প্রথম দিবসে সকলে মিলিত হন এবং অপরাপর বৎসরের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী বক্তৃতা করিয়া মেলার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং তদনুসারে প্রথমে পুষ্পের তোড়া, ইংরাজী ও এদেশীয় পত্র ফল মূলের ডালি, ফুল কপি বাঁধা [illegible] ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলু ও আর আর নানা প্রকার দ্রব্য দেখান হইল। মাজিষ্ট্রেট ও আর আর সাহেবগণ এই সকল দ্রব্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ করিয়া তৎসঙ্গে দ্রব্যাধিকারীর নাম লিখিয়া [illegible] তাহারা স্ব স্ব দ্রব্য লইয়া গৃহে গমন করিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তামাসা দেখিবার নিমিত্ত মেলার মাঠে লোকে লোকারণ্য হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া আমরাও তথায় আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি ইতরলোকের চক্ষু দৃঢ়বদ্ধ ও মস্তকোপরি জলকুম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। তাহারা আদেশানুসারে এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানোদ্দেশে ধাবিত হইল, যে সর্ব্বাগ্রে নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিল তাহাকে পারিতোষিক প্রদান অবধারিত হইল। অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে কেহ বা স্থানান্তরে গিয়া পড়িল, কেহ বা স্খলিতপদ হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া সাহেব ও মেমদিগের [illegible] [illegible] [illegible] একটী পোতা [illegible] [illegible] দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আমরা [illegible] পাত করিয়া দেখিলাম সেটা বিলক্ষণ [illegible] ঘৃত তৈল [illegible] মর্দ্দিত এবং তাহার অগ্রভাগে কয়েকটী মুদ্রা [illegible] বালকেরা তাহা ধরিবার আশয়ে লুব্ধ [illegible] সেই বংশদণ্ডের উপর উঠিতেছে পড়িতেছে, অবশেষে যে কৃতকার্য্য হইল [illegible] এবং আরও অতিরিক্ত পুরস্কার [illegible] হইল। দ্বিতীয় দিবসে [illegible] আনীত হইল কিন্তু সেদিবস জজ সাহেব ভিন্ন আর কেহই উপস্থিত ছিলেন না। আর [illegible] পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সম্পন্ন হইল। তৃতীয় দিবসে কেবল আউস ও আমন ধান্যের পারিতোষিক হইল। চতুর্থ দিবসে কোন কার্য্য হয় নাই। পঞ্চম দিবস বারবণিতা, ষষ্ঠ দিনে ঘৃত, মাখন, গুড়, কাপাস ও নানা প্রকার [illegible] এবং সমস্ত দিবস প্রকাণ্ডকায় বৃষ, বলীবর্দ্দ, গাভী, ছাগ মেষ হংস কপোত [illegible] প্রদর্শিত হইল। সময়াভাবনিবন্ধন কোন সাহেবই আসিতে পারেন নাই, সুতরাং কয়েকজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও "গায় মানে না আপনি মোড়ল" এরূপ দুই এক জন অবশিষ্ট কয়েক দিবসের কার্য্য সমাধা করেন। তামাসার মধ্যে [illegible] এক দিন মল্লযুদ্ধ [illegible] ঘোড়দৌড় এবং আর এক দিন [illegible] ও জলপূর্ণ [illegible] [illegible] প্রস্তুত হইল [illegible] বস্ত্রবদ্ধ [illegible] [illegible] হস্তদ্বারা সেইগুলি উত্তোলন করিতে যত্ন করিতে লাগিল। কাহার বা নাসিকা মুখ ডুবে [illegible] হইল, কেহ বা [illegible] হইয়া গেল, তথাপি পয়সার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। [illegible] রাত্রি যাত্রা [illegible] বলে সভ্যতা" "উভয় সঙ্কট" [illegible]

নলে বাঙ্গালি সাহেব” এই তিন খানি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। আমরা বহু কষ্টে মেলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম. তথায় কোনরূপ স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইল না এবং আর যাহা দেখিলাম তাহা সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিয়া অভিনেতৃগণকে নিরুৎসাহ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে দুই একটী কথা না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অভিনেতৃবর্গ. অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া স্ব স্ব অভিনেতব্য বিষয় অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহাদের শ্রম সফল হয় নাই।

১৪ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ ফরিদপুর।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গদর্শনের প্রতিবাদ।

যে বাণী ভগবান পদ্মযোনির কণ্ঠকন্দরা হইতে যুগপৎ উদীরিত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছিল, পরমার্থতত্ত্বাববোধনী ত্রয়ী যাহার প্রথম আত অমূল্য রত্ন, ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় ভাষাপেক্ষা যে ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ অদ্যাপি অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক সর্ব্বথা স্বীকৃত হইতেছে, অধুনা শত শত সদ্যোজাত বঙ্গবাসিকর্ত্তৃক সেই ভাষার মূল নিরূপিত হইতেছে, তাহার অভ্রান্ত অকাট্য প্রমাণ স্বরূপে বিজ্ঞাত য় পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মত পরিগৃহীত হইতেছে এবং সেই সাধ্বী প্রসূত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর ভ্রান্তি, যাথার্থ্য, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সমালোচিত হইতেছে. ভ্রমসঙ্কুল রূপে নিরূপিত স্থলে সপরিহাস কটাক্ষও নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষার ভূরি প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই ভূরি প্রচার প্রভাবে বহু সংখ্যক বঙ্গবাসী তদ্ভাষায় কৃতবিদ্য ও সুপণ্ডিত হইয়া জন্ম ভূমির মুখ উজ্জল করিতেছেন। [illegible] পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ [illegible] প্রণীত উপক্রমণিকা [illegible] কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ [illegible] হইতেছেন ও [illegible] বিষয়সমূহের তত্ত্বনিরূপণে [illegible] হইতেছেন, তদ্বিষয়ে [illegible] বিশেষ বক্তব্য নাই। এক ভাষায় [illegible] সে অল্প শিক্ষায় [illegible] দুরূহ বিষয় সমূহের তত্ত্বোদ্ভাবনে দক্ষতা অন্ততঃ অধিকারিতা লাভ করিতে পারা যায় কি না, তদ্বিষয়েও অধিক বক্তব্য নাই। এক মাত্র বঙ্গদর্শনের একটী প্রস্তাবের কিয়দংশ আমরা বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নয়নপথে পতিত করিতেছি। এই দিক্ প্রদর্শনেই আমাদিগের উক্ত বাক্যগুলির যাথার্থ্য অনেকাংশে উপলব্ধ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

২ য় খণ্ড, ৩ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বহুবিবাহ শীর্ষক প্রস্তাবে আমাদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ মনুর উপর অযুক্তরূপ উপহাস ও কটু কটাক্ষ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

“ কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে। “সদ্যস্তু প্রিয়বাদিনী” ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে যাহার যাহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ সদ্যই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা দ্বিতীয় ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইতে পারে, তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন। এরূপ লোক হিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণী শ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই যাহাকে এক দিন না একদিন স্ত্রীর কাছে “ মুখ ঝামটা ” খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, যাঁহারই স্ত্রী, [illegible] আসিয়া, স্বামীর [illegible] করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী যাত্রার আগে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোনও সুখ হইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইরাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্যদার গ্রহণ করিবেন। যাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, “ কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না এ আমার মরণ হয় ত বাঁচি, তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, মহাশয়! কন্যাদান করুন। এতদিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল.—অমূল্য ধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য অনন্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে লোক হিতৈষী বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।”

অপ্রিয়বাদিনী শব্দের অর্থ অপ্রিয়বাদ করাই যে স্ত্রীর স্বভাব। (অপ্রিয়ং বদিতুং শীলং যস্যাঃ সা অপ্রিয়বাদিনী) অজাতি বাচক অপ্রিয় শব্দ পূর্ব্বক বদধাতুর উত্তর শীলার্থে ণিনি প্রত্যয় দ্বারা ঐ শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। যথা পাণিনি সূত্র ; সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। অজাত্যর্থে সুপি ধাতোর্ণিনিঃ স্যাত্তাচ্ছীল্যে দ্যোত্যে, অর্থাৎ অজাতিবাচক সুবন্ত উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর ণিন প্রত্যয় হয়, তাচ্ছীল্য অর্থে, বৃত্তিকার ভট্টোজী দীক্ষিত এই বৃত্তি লিখিয়া উষ্ণভোজী ও শীতভোজী এই উদাহরণ দিয়াছেন এবং প্রত্যুদাহরণস্থলে লিখিয়াছেন, তাচ্ছীল্যে কিম্, উষ্ণং ভুঙক্তে কদাচিৎ অর্থাৎ কদাচিৎ উষ্ণ ভোজন করে, এই অর্থে উষ্ণভোজী পদের প্রয়োগ হইবে না। সেইরূপ যে কদাচিৎ অপ্রিয় বলে, তাহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলা যাইতে পারে না। অতএব প্রিয়বাদিজনের প্রশংসাস্থলে শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন।

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিংদূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥

সমর্থদিগের কোন কার্য্য অতিভার বোধ হয় না, ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে কোন দেশই দূর নহে বিদ্যাবান কোন স্থলেই বিদেশী নহেন এবং প্রিয়বাদীদিগের কেহই শত্রু নহে।

যদি একবার প্রিয়বাক্য বলিলে কেহ তাহার সম্বন্ধে পর না হয়, তবে ভূমণ্ডলে কেহ কাহার [illegible] না। কারণ সকল ব্যক্তিই জন্মাবচ্ছিন্নে [illegible] কখন প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং শীলার্থ প্রত্যয় থাকিলে সকৃৎকরণ অনুভব করা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে। বরং শীলার্থ প্রত্যয় না থাকিলে তাদৃশদোষ পরীহারের নিমিত্ত শীলার্থ প্রত্যয় প্রভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সংস্কৃত শাস্ত্রের রীতিসিদ্ধ। এই [illegible] উল্লিখিত কলঙ্কাস্পদ মনুবচনের পূর্ব্ববচনের ব্যাখ্যা স্থলে কুল্লূকভট্ট সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নীচ সর্ব্বদা॥

মদ্যপা নিষিদ্ধমদ্যপানরতা, প্রতিকূলা ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলাচরণশীলা, হিংস্রা ভৃত্যাদিতাড়নশীলা, অর্থঘ্নী সততমতিব্যয়কারিণী।
এবং সুবাণী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্নী প্রিয়ংবদা। স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা,

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে অর্থঘ্নী অর্থনাশিনী মিতাক্ষরায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইহাতে মনুর অপ্রিয়বাদিনীর ন্যায় যে অপ্রিয়ংবদা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও অপ্রিয়বাদ স্বভাবা রমণীরই অধিবেদন প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ কেহ একবার অপ্রিয়বাক্য বলিলে কি প্রিয় বাক্য বলিলেই অপ্রিয়ংবদ বা প্রিয়ংবদ পদের [বা]চ্য হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে শিবপুরাণে প্রিয়ংবদের এত স্তুতিবাদ সঙ্গত হইত না। যথা—

গোসহস্রপ্রদাতারো ভূমিদাতার এবচ।
যে সুবর্ণপ্রদাতারস্তে তু সর্ব্বে প্রিয়ংবদাঃ॥

যাঁহারা জন্মান্তরে গোসহস্রদান ভূমিদান এবং সুবর্ণদান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রিয়ংবদ হয়েন।

তবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন, অপ্রিয় বাদিনীকে সদ্যঃ ত্যাগ করিবে, এ স্থলে সদ্যঃ পদ প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমি বলি ইহাতেও শাস্ত্রকারকে তাঁহার নিকট উপহসিত হইতে হইবে না। স্ত্রীর অপ্রিয়বাদিনীত্ব নিশ্চয় ২। ১ দিনে হইতে পারে না। কালে আচারে ব্যবহারে যখন নির্দ্ধারিত হইল যে অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা ইহার স্বভাবসিদ্ধ দোষ অঙ্গারের মালিন্যের ন্যায় অপরিহার্য্য, তাদৃশ নিশ্চয় হইবামাত্রই ভর্ত্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করিবেন। তখন আর কাল বিলম্ব করিবেন না। সুতরাং এই অভিপ্রায়ে সদ্যঃ পদ প্রয়োগ কোনক্রমেই অসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব অপ্রিয়বাদিনী শব্দ লইয়া বহু বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক প্রধানধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা ভগবান মনুর উপরি প্রস্তাবলেখক এরূপ উপহাস করিয়া স্বয়ং কতদূর উপহাসাস্পদ হইয়াছেন বলা যায় না। ফলতঃ তাদৃশ গাম্ভীর্য্য অসাধারণ বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতাসম্পন্ন পরোপদেশ কুশল ব্যক্তির এত দূর চপলতা প্রকাশ করা আমাদিগের এই অল্পবুদ্ধিতেও সঙ্গত ও সুনীতিসিদ্ধ বলিয়া অনুভব হয় না। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমাদিগের বক্তব্য নিঃশেষে প্রকাশিত হইল না। উল্লিখিত প্রস্তাবের উপরি আরও যা কিছু বক্তব্য আছে, বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৭৯৬। শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।
১ লা মাঘ মেড়তলা নিবাসী।

উদ্ধৃত।

পোর্টলাণ্ড সিমেণ্টের কারখানা।

(সাপ্তাহিক সমাচার।)

বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত অট্টালিকাদি প্রস্তুত হয় তাহাতে বিস্তর পোর্টলাণ্ড সিমেণ্ট (বিলাতি মাটি) লাগে। ঐ সিমেণ্ট এখানে অতিশয় মহার্ঘ্য বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় প্রস্তুত করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কলিকাতার মৃত্তিকায় ঐ সিমেণ্ট সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহার প্রধান উপাদান চা খড়ি বিলাত হইতে আনাইয়া লইলেও বাজারদরের অর্দ্ধেক পড়তা হয়। সিমেণ্টের একটী কারখানা করিতে হইলে মায় সরঞ্জাম, ১,২৪,১০৫ টাকা ব্যয় পড়ে, উহাতে এক লক্ষ কিউবিক ফিট সিমেণ্ট প্রস্তুত হইলে পাঁচ কিউবিক ফিটের পিপা প্রতি ৬৸০ টাকা পড়তা হয়, কিন্তু ঐপরিমাণের সিমেণ্ট বাজারে ১২।০ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। অতএব এক লক্ষ কিউবিক ফিট সিমেণ্ট প্রস্তুত হইলে প্রথম বৎসরেই কারখানার বাটী নির্ম্মাণ ও যন্ত্রাদি আহরণের সমস্ত টাকা উঠিয়া যায়, এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্টের বৎসর বৎসর লক্ষাধিক টাকা লাভ হইতে থাকে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এই যুক্তিযুক্ত পত্র পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিলাতে সেক্রেটরি অফ ষ্টেটের এ বিষয়ে কি অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে অমত্‌ই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে বিলাতস্থ কারিকরগণের মধ্যে যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের সহিত কণ্ট্রাক্ট লইয়া কিঞ্চিৎ সুলভ মূল্যে পোর্টলাণ্ড সিমেণ্ট দিতে পারেন অগ্রে সেই চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। যদি সে সুবিধা না হয়, তখন এদেশে সিমেণ্টের কারখানা নির্ম্মাণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে। তাঁহাদের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশের এই হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে যদি কখন বিলাতে চা খড়ির মূল্য অধিক হয়, তবে কলিকাতায় সিমেণ্টের [পড়]তা অধিক হইবে।

বিলাতস্থ বণিক ও কারিকরগণের উপর গবর্ণমেণ্টের এইরূপ [ভক্তি] [illegible] নিতান্ত নিন্দনীয়। ক[িন]্[ত] গলিভার সাহেবের পত্রে স্পষ্ট প্রকাশ পাই[তে]ছে যে কলিকাতাস্থ কোন প্রধান ইংরাজ বণিক ১১ হইতে ১৩ টাকা দরে চাখড়ি যোগাইবার কণ্ট্রাক্ট লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তরকালে চাখড়ির মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে এই অমূলক ওজর করিয়া বিলাতস্থ কারিকরদিগকে প্রতিপালন করিতে যাইতেছেন। ইঞ্জিনিয়ারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে চাখড়ির পরিবর্ত্তে সিলেটের চূণেও বেশ কাজ চলিতে পারে। অতএব চাখড়ির অভাব হইলেই যে এখানকার কাজ বন্ধ হইবে তাহাও নহে। আর যদি গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ বণিকের চাখড়ি যোগাইবার কণ্ট্রাক্টের উপর বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে সিমেণ্ট যোগাইবার কণ্ট্রাক্টের উপর কিরূপেই বা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন? চাখড়ির দর চড়িলেই সেই অনুসারে সিমেণ্টেরও দর চড়িবে। সুতরাং সিমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সিমেণ্ট দিতে পারিবে না।

কলিকাতায় পোর্টলাণ্ড সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইলে আমরা তিনটী লাভ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের লক্ষাধিক টাকা লাভ হইবে। গবর্ণমেণ্টের লাভে প্রজা সাধারণের লাভ।

দ্বিতীয়তঃ এদেশে কারখানা স্থাপিত হইলে কর্ম্মচারীদিগের বেতন দান জন্য যে ১৮৮০০ টাকা হিসাব ধরা হইয়াছে তাহার কিয়দ্ভাগও এদেশীয় লোকদিগের গৃহে আসিবে। কারখানায় কেবল মালিকেরই লাভ হয় এরূপ নহে, তাহাতে কর্ম্ম করিয়া বিস্তর লোকও প্রতিপালিত হইতে থাকে। এদেশের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিলাতে প্রস্তুত হওয়াতে তথাকার শিল্পকার ও বণিকগণই যে লাভবান হইতেছেন এরূপ নহে, তত্রত্য বিস্তর লোকেরও অন্ন সংস্থান হইতেছে। ইংরাজ শিল্পকারগণের বলে এদেশের সমস্ত শিল্প লোপ পাইয়াছে। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অব্যাহত এই তর্কের বলে গবর্ণমেণ্ট বিলাতি শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কিন্তু এদেশে সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে সেগুলিও বিলাত হইতে অধিক মূল্য দিয়া আনয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট [illegible] জোর অপ্রতিহত রাখিতে চান?

তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এরূপ একটী কারখানা স্থাপিত হইলে দেশীয় [illegible] অন্য লোকেও সিমেণ্টের কারখানা স্থাপনে [illegible] হইবে এবং তাহা হইলে এদেশীয় [illegible] লোকে সুলভ মূল্যে পোর্টলাণ্ড [illegible] করিতে পারিবে। ইহাতে বিলাতের [illegible] দিগের ক্ষতি হইবে, কিন্তু [illegible] যখন ভারতবর্ষের প্রভুত্ব [illegible] ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ ভারতবর্ষের [illegible] করিতে বাধ্য।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	যব।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯	।৯॥	।৯	।৪
বাকুড়া	।৭॥	।৮৸	।৫।	॥
বীরভূম	।৬	॥১	।৩॥	
মেদিনীপুর	।২	॥২	।৪	
হুগলী	⁄৮॥ ⁄৯	।৫॥- ৬	।৫॥-।৬	।৬।-॥২
হাবড়া	।১॥	।৫	।৯	
কলিকাতা	⁄৯	।৩	।৭	।৮
২৪ পরগণা	⁄৮	।৩'⁄	।৪॥	।৬
নদীয়া	।৬	।৬	॥০	
যশোহর	।৬	।৮	।৩	
মুরশিদাবাদ	।২-।৩	।৮০॥০	।৮	॥৩
দিনাজপুর	॥৯	৸০	।৩॥	।২।
মালদহ	॥৩॥৪	॥৬-৸২	।৬	৸
রাজশাহী	।৮৸॥১ ॥২॥-॥৪		॥৬-।৮	
রঙ্গপুর	⁄৮॥০		।১।	
বগুড়া	।২	॥৮॥	।৩॥	
পাবনা	⁄৮-২	॥০	।৪	
দার্জ্জিলিঙ্গ	⁄৪	।৪	⁄৮	⁄৪
জলপাইগুড়ি	।৬	॥২⁄	।০	
ঢাকা	।৮	॥১	।৬	॥
ফরিদপুর	⁄৬	॥০	।১	
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৩	
ময়মনসিংহ	।১	।২	।৪	
চট্টগ্রাম	৬	॥১	২	
নওয়াখালী	।৪	॥১		
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।১'৶	২		
পাটনা	।৪	॥৩	।২	॥৭
গয়া	।১	॥১।	।০	॥
শাহাবাদ	।৩	।৯	।০	॥।
ত্রিহুত	।০	॥৪	॥২	।২⁄
সারণ	⁄৯	॥৪	।০	।২
চাম্পারণ	⁄৮	॥৫	।৭	।৪-॥৮
মুঙ্গের	।২৶	।০॥⁄	॥১⁄	॥৩⁄
ভাগলপুর	॥২৶	॥২।৶	।০৶	॥৫।
পূর্ণিয়া	॥২॥	॥৬	।৮	
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৪	॥ ॥১
কটক	।৮'৶	॥৪৸৶	॥১	
পুরী	।৭⁄	॥৭॥⁄	।২৸৶	
হাজারীবাগ	।০	॥০	।৬	।৬
লোহারডগা	॥০	॥৩	।৩	।৬
সিংহভূম	।২	॥৮	।৩	
মানভূম	।৬	॥৩	।৩	।৬-॥

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১৫ ই জানুয়ারি

নদীর নাম সর্ব্বকমতি জল।

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৬	৬
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৬	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯

সন ১৮৭৫ সালের ১৮ ই জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২	১১

বহরমপুর [illegible] জানুয়ারি ১৮৭৫ [illegible] } টি, এইচ উইক [illegible] ই. এক্সিকিউটিবই ইঞ্জিনিয়র [illegible] রবার [illegible]

—•◎•—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী—মালদহ ১০
" " ছবিলাল সরকার মোক্তার রাজমহল ১০
" চৌধুরী বাবু অন্নেজয় মল্লিক [illegible]বাজার ১০
" " [illegible] বিশ্বাস—[illegible]পুর ১০
" " সতানন্দ রায়—সুবর্ণপুর ১০
" " নিকুঞ্জবিহারি চট্টোপাধ্যায় গোড়ডা ৫॥০
" " অমৃতলাল বসু কলিকাতা বহুবাজার ১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু—বেলুয়ার ৫।

—•◎•—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কালিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা।

সন ১২৮১। ২০ এ মাঘ। ইং ১৮৭৫। ২ রা ফেব্রুয়ারি।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ দত্তকে গত ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত পদচ্যুত করা হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন উক্ত শিক্ষকের নিকট আর না দেন।

মজীলপুর বালিকা বিদ্যালয় ১৯। ১ ১৮৭৫ — শ্রীহেমনাথ দত্ত সম্পাদক।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ শূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। উহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৷ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৫ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এত নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ গোবরডাঙ্গা জেলা নদীয়া — শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

আমার কৃত প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা ব্যতিরেকে ঐ নাম দিয়া অন্যকর্ত্তৃক অন্য একখানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা আমার ঐ পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন বিশেষ রূপে দেখিয়া লন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

"চিকিৎসাতত্ত্ব" মাসিক পত্র।

বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত। আকার রয়েল ১২ পেজী ২ ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহ ২৵০। কার্য্যালয় কলিকাতা বহুবাজার চিৎপুর বটতলা ষ্ট্রীট ৩ নং বাটী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত।

বৃত্রসংহার। প্রথম খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাসুল ৵০। ৭৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির নিকটে পাওয়া যাইবে।

নূতন পুস্তক।

ডিজিজ অব দি আই
অর্থাৎ
অক্ষিতত্ত্ব ও চিকিৎসা।

প্রসিদ্ধ ডাক্তর সি, মেক্‌নামারা সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ। কলিকাতা অপ্‌থেলমিক হাঁসপাতালের হাউস সর্জন শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আটপেজি ফরমার সূচিপত্র ভিন্ন ৩৪৮ পৃষ্ঠা উত্তম ছাপা, উত্তম বাঁধা, বহুতর সুদৃশ্য প্লেট সমেত, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাসুল ।০ আনা। আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
১০ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল। — কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল লালবাজার।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵। মাত্র এনাটমি প্রথম খণ্ড ১ ডাক মাসুল ।০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্টি পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ নূতন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রদর প্রমেহ কষ্ঠবদ্ধ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম-রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয়ের অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয় ধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৭।১।৭৫ } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী।
বারুইপুর }

এলোপাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের
চিকিৎসা।

সর্ব্বসাধ . . . জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই সাংঘাতিক ব্যাধির উহা অপেক্ষা [illegible]

[illegible]

কলকাতা বড়বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই, তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
২রা অগ্রহায়ণ। } জমীদার—
গোপালপুর।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

. ৭৫ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রেল অবধি . . . অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার . . . যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানায় . . . প্রভৃতি সরবরাহ করিবার . . . জন্য কন টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব আগামী ১৭ . . . ফেব্রুয়ারি . . . মধ্যে . . . গ্রহণ করিবেন।

. . . . . . গা (গবর্ণমেন্টের . . . . . . আবশ্যক . . . দ্রব্যের ফিরিস্তি . . . . . . নিয়মক্ত টেণ্ডর সকল . . . . . . তাহা এবং কণ্ট্রাক্টের . . . . . . দিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিনভিন্ন প্রতিদিন দেখান যাইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে কণ্ট্রাক্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য একটাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং ডুপ্লিকেট হওয়া চাই। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর হইলেই যে উহা গৃহীত হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করা গেলে তাহার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনারেলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর, বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেন্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ১০০০ টাকা জমা দিতে হইবে। কণ্ট্রাক্ট পত্র লেখা শেষ হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৫ অব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি . . . বেলা দুই প্রহরের সময় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাহারা টেণ্ডর দিবেন তাঁহারা . . . তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

দমদমা সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানা আফিস ১৩ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ } এ . . . মজর . . . এ, সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী . . . সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপ-যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাক-মাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাই-বেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ অ নামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেন রিচে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ হল নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গিলাণ্ডার্স

আরবথনট এণ্ড কোং

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

মেদিনীপুরের খাল এক্ষণে পুনরায় ব্যব-হার খোলা হইয়াছে।

মেদিনীপুর
২৫ এ জানুয়ারি
১৮৭৫

জেমস কিম্বার সি. ই
এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
কণাই বিভাগ।

সোমপ্রকাশ।

২০ এ মাঘ সোমবার।

আমরা পুনরায় ডাকঘরের কর্তৃপ-ক্ষের গোচর করিবার নিমিত্ত এই পত্র খানি এই স্থলেই প্রচার করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলাম, সোম-প্রকাশের মূল্য বর্ত্তমান মাসে শেষ হইবে, আমার স্মরণ জন্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু পোষ্ট আফিসের দৌরাত্ম্যে আর সংবাদ পত্র লইবার ইচ্ছা নাই। কারণ গত তিন সপ্তা-হের পত্রিকা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইতেছে। মহা-শয়কে জানাইয়াছি ১২ ই জানুয়ারি ডাকে যে ডাকাইতি হয়, তাহার কয়েক দিবস পরে সোমপ্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহের পত্রিকা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই-লাম না। রাচি হইতে কলিকাতা ২৪০ মাইল। ৪৮ ঘণ্টাতে ডাক আসিয়া থাকে। সোমবারের প্রেরিত সোমপ্রকাশ বুধবার ৭ ৭।। ঘটিকার সময় রাচি মোকামে পৌছে, পরে বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আমরা পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অদ্য শনিবার ১১ ই মাঘ, এপর্য্যন্ত দুই সপ্তাহের সোম-প্রকাশ পাই নাই। মহাশয়কে পূর্ব্বে লিখি-য়াছি ২৮ এ পৌষের সোমপ্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার পূর্ব্ব ও পরের প্রাপ্ত হই-নাই। আমরা এই পাহাড়ে মহারণ্যে অব-স্থিতি করিতেছি আমাদের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় যাহা কিছু একমাত্র সংবাদপত্রাদি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না এবং দেখি-য়াও তৃপ্তিলাভ হয় না। তাহাতেও জগদী-শ্বর বঞ্চিত করিতেছেন। যাহা হউক সত্বরে একটী উপায় করুন। সংবাদ পত্র কোথায় মারা যাইতেছে। আগামী বৃহস্পতিবার ডাক দেখিয়া যদি দেখিতে পাই আবার কাগজ খানি মারা গিয়াছে, তবে নিশ্চয় জানিব যে আর সোমপ্রকাশ পাইব না।

শ্রীবিহারিলাল মিত্র

মো° জিতু

রাচি পোষ্টআফিস।

প্রতি সোমবার সোমপ্রকাশ ৯ টার সময়ে কলিকাতায় যায়, তাহা ডাক ঘরের কর্তৃপক্ষের অবিদিত নাই। আমরা এ গোলযোগ নিবারণের কি উপায় করিব, ইহার উপায় ডাকঘরের কর্তৃপক্ষের হস্ত-গত। বার বার উত্তেজনাতেও যদি তাঁহা-দিগের চৈতন্য না হয়, নিয়মিত সময়ে সম্বাদ পত্র প্রচার চেষ্টা বিফল, গ্রাহক-গণেরও সমাচার পত্র গ্রহণ বিফল। গ্রাহকসংখ্যা হ্রাস হইলে আমরা একা নহি, গবর্ণমেন্টও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আর গবর্ণমেন্ট সংবাদ পত্রের উন্নতি সাধনের অভিলাষে অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়া ঔদার্য্যের যে পরিচয় দান করি-লেন, তাহাও বিফল হইল।

মৃত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী।

দুই সপ্তাহ অতীত হয় নাই, আমরা যাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছি-লাম, সেই অতুদারপ্রকৃতি বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী আজি আর ভূতলে নাই। ১৪ ই মাঘ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় হঠাৎ ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন পীড়া হয় নাই। আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে অসুখ বোধ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আহার পরিত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে অসুখের বৃদ্ধি হইল। পীড়ার আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত এক ঘণ্টার বড় অধিক বিলম্ব হয় নাই, ইহার মধ্যেই জীবাত্মা ৫৫ বৎসর যে দেহে অধিষ্ঠান ও ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মনুষ্য জীবন যে ক্ষণিক, জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণে লীন হয়, রাজকুমার বাবুর মৃত্যু তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়া দিল।

ইনি বারুইপুরের শিরোভূষণ ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আমাদিগের ন্যায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। সোম প্রকাশের গ্রাহকগণের যাঁহারা রাজকু-মারের নিকট জানিতেন, তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে সংবরণ নাই। ইহাঁর দয়া দাক্ষিণ্য ঔদার্য্যাদি অনেকগুলি মহৎ গুণ ছিল। লোকে যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করে, ইনি তাহার অন্য-তর ছিলেন। কেহ কোন প্রকার বিপদ-গ্রস্ত বা দায়গ্রস্ত হইয়া ইহাঁর নিকটস্থ হইলে ইনি তাহাকে সেই দায় হইতে

মুক্ত করিয়া দিতেন। ইনি গুণবোদ্ধা ও গুণপক্ষপাতী ছিলেন। ইহাঁর নিকটে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সবিশেষ সমাদর ছিল।

ইহাঁর আকার দীর্ঘ বা হ্রস্ব স্থূল বা কৃশ ছিল না। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। আকৃতিটী দেখিলে তাঁহাকে সরলচিত্ত ভদ্র লোক বলিয়া বোধ হইত।

—:০:—

বরদার মহারাজের বিচার সম্বন্ধে পুনার আবেদন।

আমরা এ সপ্তাহে ডাকের চিঠি ও অন্য অন্য পত্রের সঙ্গে পুনাবাসিদিগের একখানি আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পুনাবাসিদিগের বিষয়ে আমাদিগের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা আরো বদ্ধমূল হইল। বরদার মহারাজ মলহর রাওয়ের অপরাধের বিচারার্থ যে বিচারালয় বসিতেছে, তাহাতে এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ বিচারপতি তুল্যসংখ্যারূপে নিয়োজিত হন, ইহাই আবেদনকারিদিগের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়। এ প্রার্থয়িতব্যটী সঙ্গত সন্দেহ নাই। গবর্ণর জেনরলের এ প্রার্থনা পূরণ করা অতিশয় আবশ্যক। মলহর রাওয়ের বিপক্ষ অসংখ্য, অনেকে অনেক প্রকার মিথ্যা সাজাইয়া সাক্ষ্যদান করিবে। তাহাদিগের সেই কূটকারিতার [illegible] বিচারপতি হইতে [illegible] বিচারপতিরা [illegible] সূক্ষ্ম ও সুন্দররূপে [illegible] বেন। অতএব মলহর [illegible] অপরাধের যথার্থ বিচার হয় [illegible] তুল্যসংখ্যরূপে এদেশীয় বিচার[illegible] উচিত সে বিষয়ে সংশয় নাই।

[illegible] যদি [illegible]

প্রবোধ দিতে পারিবেন যে তাঁহার দেশের লোকেরাও তাঁহার বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

যে যে কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, আবেদনকারিরা বিনয়সহকারে সে সমুদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ারের বিষয়ে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, আবেদনকারিরাও সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ারের অনেক দোষ ছিল। তিনি সুহৃদ্ভাবে সদুপদেশ দিয়া মলহর রাওকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা পান নাই। প্রত্যুত, অনেক সময়ে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা করা হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার উচিত নয়, তিনি সে বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিয়া অনুচিত আচরণ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার সহিত মলহর রাওয়ের অপ্রণয় হয়। আবেদনকারিদিগের প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে বিষপান করাইবার যদি মলহর রাওর চেষ্টা জন্মিয়া থাকে, সেই গুপ্ত বিদ্বেষই তাহার কারণ। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী অথবা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষ্টা হইয়া এ কাজ করেন নাই, আবেদন মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, মলহর রাও পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রিটিশ অধিকার হওয়া অবধি বরাবর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কখন বিরুদ্ধ আচরণ করেন নাই। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহকালে শত্রুতাচরণের বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছে, সে সময়ে যে বংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা না করিয়া মিত্রতা করিয়াছে সে বংশ যে এখন শত্রুতা করিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে।

এ স্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল, কর্ণেল ফেয়ার ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি। তাঁহার নিজের দোষের নিমিত্ত বিষ পান করাইবার চেষ্টা হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরীর বিরুদ্ধ আচরণ করা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তিনি যে ইংলণ্ডেশ্বরীর সদয় ও উদার রাজনীতির অনুরূপ ব্যবহার করেন নাই, তাহার গণনা করা হইল না। ফলতঃ, যেখানে দুর্ব্বলে ও প্রবলে সম্বন্ধ, সেইখানেই প্রায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। দুর্ব্বলের তিল প্রমাণ দোষ তাল প্রমাণে গৃহীত হয়, পক্ষান্তরে প্রবলের তাল প্রমাণ দোষও তিলপ্রমাণে গৃহীত হয় না।

—●—

কাম্বেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা।

সর রিচার্ড টেম্পল প্রকৃত কার্য্যেই বিবেচকতা কার্য্যদক্ষতা ও সমধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমরা পর পর কয়জন লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কার্য্য দর্শন করিলাম, তাঁহারা প্রায়ই আপন আপন ক্ষমতার পরিচয় দানে লোলুপ ও ব্যগ্র হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত কার্য্যের সম্পূর্ণ অথবা বহুল অংশে পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গলা দেশের উন্নতির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা সানন্দ চিত্তে সর রিচার্ড টেম্পলের কার্য্য দর্শন করিতেছি, ইহাঁর সে ভাব নয়। স্বাধিকৃত প্রদেশের যাহাতে উন্নতি হয়, ইহাঁর সেই চেষ্টা। কাম্বেল সাহেব যে কার্য্য গুলি করিয়া গিয়াছেন, ইনি সেগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা [illegible]তেছেন। কাম্বেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলিই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। রিচার্ড টেম্পল তাহার উন্মূলন চেষ্টা না করিয়া যাহাতে সেগুলি বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। পাঠশালাগুলি

ক্ষুদ্র বলিয়া যদি তত্ত্বাবধানের শৈথিল্য হয় এবং সেই শৈথিল্য দোষে পাঠশালার অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কেবল মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগের উপরে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, ইনস্পেক্টরদিগের উপরেও এই ভার সমর্পণ করা হইয়াছে, যে ঐ সকল পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিয়া তাঁহাদিগের যে প্রকার সংস্কার জন্মিবে তাঁহারা তদ্বিষয় কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরদিগকে এবং শিক্ষাকার্য্যের ডাইরেক্টরকে জানাইবেন।

সর রিচার্ড টেম্পল পাঠশালাগুলির উন্নতি সাধন বিষয়ে যে সবিশেষ আগ্রহবান এই ব্যবস্থা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে। সকলে মিলিয়া যদি যত্ন পান, পাঠশালাগুলির যে উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তবে এই একটী আশঙ্কা আছে "বাঁধনের উপরে বাঁধন দিলে দুটী বাঁধনই আলগা হইয়া যায়" কিন্তু সর রিচার্ড টেম্পলের নিজের যদি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, বন্ধন শ্লথ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

সর রিচার্ড এতৎ সম্বন্ধে আর যে তিনটী প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালায় যে সাহায্য দান করিতেছেন, অনেকে তাহা গুরুমহাশয়ের বেতন মনে করিয়া আপন আপন দেয় মাসিক বেতন দানে বিরত হয়। অতএব গবর্ণমেণ্টদত্ত সাহায্য গুরুমহাশয়ের বেতন নয়, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই, পরীক্ষা করিয়া যে পাঠশালাকে উত্তম বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতেই সাহায্য দান করা হইবে। এ দুটী প্রস্তাব যে উত্তম, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বিনা পরীক্ষায় সাহায্য দান করিলে সে সাহায্য ভালরূপ কাজ হয় না। আমরা এরূপ অনেক স্থল দেখিয়াছি, ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা দূরতাদি কারণে যে যে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা গ্রহণে উপেক্ষা ও আলস্য করিয়াছেন, সেই স্থানেই পড়া শুনার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

সর্ব্বপ্রযত্নে তৃতীয় প্রস্তাবটীর অনুরূপ কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। সেটী এই, গুরু মহাশয়দিগকে নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষিত করিয়া লওয়া। সচরাচর যাহারা গুরু মহাশয় গিরি করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। কেবল শুভঙ্করের অঙ্ক জানে এই মাত্র তাহারা অন্য সমুদায় বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা না জানে শুদ্ধরূপে লিখিতে, না জানে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে, না জানে শব্দের প্রকৃত অর্থ। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, একজন গুরু মহাশয় ছাত্রদিগকে নাম লিখাইতেছিলেন, বলিলেন লেখ আনন্দচন্দ্র। ছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করিল কিরূপ আ লিখিব? গুরু মহাশয় উত্তর করিলেন, সিদ্ধির আ লিখিলেও হয় অন্তস্থ য়তে আকার দিলেও হয়। যে বালকের এরূপে প্রথম শিক্ষা হয়, তাহার এক প্রকার মাথা খাওয়া হয় সন্দেহ নাই। অতএব গুরুমহাশয়কে যে নর্ম্মালস্কুলে শিক্ষিত করিয়া লওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দানের যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা যে অভীষ্টফলোপধায়ী হইবে, এরূপ বোধ হয় না। [illegible] কাঞ্চন করিয়া দানসাগরের কীর্ত্তি না হলে" কে তাহা সহ্য করিবে? [illegible] গ্রাম্য পাঠশালায় সচরাচর [illegible] দেন, অনেক স্থলেই [illegible] তাহাতে গুরুমহাশয়দিগের উদরান্ন সংস্থান হয় না। গবর্ণমেণ্টও কোন বিদ্যালয়ে ২ টাকা কোন বিদ্যালয়ে ১ টাকা এরূপ সাহায্য দিতেছেন, ইহাতে গুরুমহাশয়েরা উৎসাহান্বিত হইয়া নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন ক্লেশ স্বীকার করিবেন, ইহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট স্বদেয় সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং গ্রাম্য লোকেরা স্ব স্ব দেয় নিয়মিত রূপে দেন একটী হার বাঁধিয়া তাহারও সুব্যবস্থা করিয়া দিন। অন্নচিন্তা দূর না হইলে কাহার কোন কাজে উৎসাহ হয় না। যেখানে উৎসাহ নাই, সেখানে যথাবিধি কর্ত্তব্যেরও অনুষ্ঠান নাই।

সর রিচার্ড টেম্পলের সংস্কৃতে উৎসাহ দান।

সর রিচার্ড টেম্পল কেবল বাক্য দ্বারা নয়, কার্য্য দ্বারাও সংস্কৃতে উৎসাহদান করিতেছেন। কাম্বেল সাহেবের চেষ্টায় ও উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট যখন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তৎকালে এই অনুমতি দিয়াছিলেন, প্রথম তিন শ্রেণীতে সংস্কৃত অধীত হইবে। এক্ষণে কলিকাতা গেজেটে দৃষ্ট হইল, সর রিচার্ড টেম্পল চারি শ্রেণীতে সংস্কৃত পাঠনার অনুমতি দিয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন এদেশীয়েরা আবেদন করাতে আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, শিক্ষাকার্য্যের ডাইরেক্টরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারেরও গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার বিলক্ষণ মত আছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে তাঁহার লোকবশ্যতা প্রবল। তিনি কাম্বেল সাহেবের ন্যায় প্রজাদিগের আবেদনে উপেক্ষা করেন না, প্রধান কর্ম্মচারিদিগের অনুরোধও অধিক গ্রাহ্য জ্ঞান করেন না।

কাম্বেল সাহেব নর্ম্মাল স্কুলে সংস্কৃত পাঠে নিষেধ করিয়া যান, সর রিচার্ড টেম্পল [illegible] এইরূপ করিয়া তাহার একটী সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভূত টাইমস প্রভৃতি প্রধান প্রধান সমাচার পত্র সম্পাদকেরা কত প্রকার জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতেছেন। ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ হানি শঙ্কা এমনি প্রবল যে রাজায় রাজায় অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী প্রজায় প্রজায় নির্জ্জনে বসিয়া দুটি কথা কহিবেন, সে পথ নাই। অধিকতর দুঃখ ও ক্ষোভের এই, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতেছে আমাদিগের রাজপুরুষেরা নিকৃষ্ট স্বার্থপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাহা আরো উদ্দীপিত করিয়া তুলেন।

—: :—

রাজ কর্ম্মচারিদিগের ব্যবহার।

ফরিদপুরের জজ ওয়ালটন সাহেব এদেশীয়দিগের সংসর্গ কিছু ভাল বাসেন বোধ হইতেছে। তিনি সেদিন তাঁহার আদালতের সমুদায় দেশীয় উকীলকে এবং অনেকগুলি ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন এবং পরস্পর গল্প কথোপকথন ও তাস ও দাবা খেলাতে আমোদ আহ্লাদ হয়।

জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধি ও রাজ কর্ম্মচারিগণ এদেশীয়দিগের সহিত এইরূপ সৌহৃদ্য বন্ধন করেন, এ সংবাদ আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দের হয়। সকল কার্য্যচারী যদি এরূপ ব্যবহার করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের একান্ত প্রিয়তম হইয়া উঠেন এবং রাজপুরুষদিগকে ভিন্নজাতীয় ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি লোকের যে ভিন্নভাব আছে, তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সে ভিন্নভাব দূরীভূত হইলেই নিঃসংশয় গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্মিবে। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ কর্ম্মচারির এ ব্যবহার নাই। তাঁহারা জেতৃজাতীয় গর্ব্বে নিতান্ত উদ্ধত। এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে ঘৃণা বোধ করেন। সে দিন বাঙ্গলাদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এদেশীয়দিগের সহিত অভিন্নভাবে অমায়িক ব্যবহার করিবার যাঁহাদিগের ইচ্ছা নাই, তাঁহারা এই অমূলক আপত্তি করেন, পরস্পরের আচার ব্যবহারগত বৈসাদৃশ্যই পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া আছে। তাঁহারা বলেন পরস্পরের আচার ব্যবহার এক না হইলে পরস্পরের মন এক ও পরস্পরের সদ্ভাব হয় না। আমরা জানি যে কাজে ইচ্ছা না থাকে, তাহাতে এইরূপ অনেক আপত্তি ও যুক্তি জুটিয়া উঠে। এটীও সেই অনিচ্ছু ব্যক্তির যুক্তি। ধর্ম্ম বা সামাজিক বিষয়ে মতভেদ থাকিলে যে রাজনীতি সম্বন্ধে মতের ঐক্য হয় না, এটী যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য। যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ের সহিত রাজনীতির কোন প্রকার সংস্রব নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মাণি প্রভৃতি প্রদেশে ধর্ম্মঘটিত বিলক্ষণ মতভেদ লক্ষিত হয়। এক ইংলণ্ডে এক ফ্রান্সে এক জর্ম্মাণিতে ধর্ম্ম সংক্রান্ত কত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সেই সম্প্রদায়ভেদ রাজনীতি ঘটিত মতের ঐক্যতা সম্পাদনের কি প্রতিবন্ধক হয়?

এদেশীয় ও ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারিদিগের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা না থাকাতে অনেকগুলি অনিষ্ট হইতেছে। প্রথম ও প্রধান অনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে অনাত্মীয় জ্ঞান। দ্বিতীয় অনিষ্ট, ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা। তৃতীয়, সেই পক্ষপাতিতা নিবন্ধন বিচারের ব্যাঘাত। চতুর্থ, ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের এদেশীয়দিগের প্রতি তাদৃশ স্নেহ না থাকাতে এদেশীয়দিগের উচ্চপদলাভের প্রতিবন্ধ।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যাবৎ রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সস্নেহ ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ উল্লিখিত দোষগুলির উন্মূলন সম্ভাবনা নাই। দোষগুলি উন্মূলিত না হইলেও ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ও ভারতবাসিদিগের আন্তরিক অনুরাগ ভাজন হইবার সম্ভাবনা নাই। একটী আশ্চর্য্য এই, রাজপুরুষেরা দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি এদেশীয়দিগের সহিত অকপট ভাবে ঘনিষ্ঠতা ও সস্নেহ ব্যবহার করেন, তিনিই এদেশীয়দিগের অধিকতর আদরণীয় ও স্নেহভাজন হন। লাড নর্থব্রুক এদেশীয়দিগের এত আদরণীয় হইয়াছেন কেন? ইহা দেখিয়াও অধিকাংশ রাজপুরুষ গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে বীতস্পৃহ হন, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। মেনকাগীতি কাব্য (১)। এখানি কাব্য গ্রন্থ। কবিতা ও অনুতাপ এই দুটী পৃথিবীর সার, ইহা প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থকারের গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতি কৌশলে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দুর্ব্বাসা মেনকাকে এই শাপ দিলেন, তুমি আমার তপোভঙ্গ করিয়াছ, তোমাকে মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে। মেনকা ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় খেদ করাতে দৈববাণী হইল, তুমি যদি পৃথিবীর সারভূত রত্ন আনিতে পার, স্বর্গে স্থান পাইবে। মেনকা হৃদয়েরণে বহির্গত হইলেন। মেঘনাদপত্নীর সতীত্ব, ভীষ্মের পবিত্র পরিত্যাগরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, বালক

(১) শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। কলিকাতা বাগবাজার কালীকৃষ্ণের লেন ৬০ নং বাটিতে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৷০ চারি আনা।

অভিমন্যুর অলোকসামান্য বীরত্ব এই গুলিকে পৃথিবীর সার মনে করিয়া মেনকা একৈক ক্রমে স্বর্গে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহা গৃহীত হইল না। শেষে দস্যু রত্নাকরের অনুতাপ ও তাঁহার বাল্মীকি মুনিনাম লাভ করিয়া "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বং" ইত্যাদি কবিতা রচনা এই দুটীকে মেনকা পৃথিবীর সার জ্ঞান করিলেন রুদ্ধ স্বর্গ দ্বার খুলিয়া গেল গল্প রচনাকৌশলের ন্যায় মেনকা-গীতি কাব্যের কবিতাগুলিও মনোহর হইয়াছে।

২। ইংলিশ কম্পোজিশন (২)। ইংরাজী স্কুলের নীচের ক্লাসের বালকদিগের ইংরাজী রচনা শিক্ষার্থ এখানি প্রণীত হইয়াছে। নীচের ক্লাস হইতে রচনা শিখাইতে আরম্ভ না করিলে রচনা শিক্ষায় পটুতা হয় না কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এ রীতি নাই এখানি যদি সমুদায় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, বালকদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। আমরা ইহার এই একটী বিশেষ গুণ দেখিলাম, বাঙ্গলার সহিত ইংরাজী ভাষার রীতি ভিন্ন হওয়াতে ইংরাজীর যে যে অংশ বাঙ্গালি বালকদিগের বুঝা কঠিন হয়, সেগুলি বিশেষ করিয়া ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে যে বিদ্যালয়ে মাইনর ছাত্র বৃত্তি পড়ান হয়, এখানি তাহারও উপযোগী হইয়াছে।

৩। ভাষা বোধ ব্যাকরণ (৩)। ব্যাকরণের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ইহাতে সহজে ও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

৪। কাব্য কুসুম (৪)। একখানি পদ্যময়। ইহাতে দ্বীপান্তর প্রেরিত যুবকের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে এবং এলোকেশীর সতীত্ব-পহারী মোহন্তকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে কবিতাগুলি কাণ্ডবসাম্লিষ্ট বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

৫। চা-কর দর্পণ (৫)। এখানি নাটকাকারে লিখিত হইয়াছে, প্রদেশভেদ দেখাইয়া যেরূপে কুলি সংগ্রহ করা হয় এবং চা প্রধান প্রদেশে তাহাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার হয় সেই গুলি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

৬। কুসুমে কীট (৬)। এখানি নাটক। লেখা পড়া শিখিলে লোকে সৎ হয়, না শিখিলে চরিত্র দোষ কোন ক্রমে সংশোধিত হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

(৭) সুদর্শন (৭) এখানি মাসিক পত্র ইহাতে লেখকদিগের এই প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইল, তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া প্রস্তাব লিখিবেন

(১) কলেজ [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৵০ আনা।

(৩) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা।

(৪) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible] কলিকাতা বহুবাজার ২৬৯ নং ষ্ট্রীট [illegible] মুদ্রিত।

(৫) শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৴০ [illegible] আনা।

(৬) শ্রীযুক্ত [illegible] কলিকাতা [illegible] মূল্য ১ এক টাকা।

(৭) কলিকাতা মৃজাপুর [illegible] ষ্ট্রীট ২০ নং সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ।৶০ আনা ডাক মাশুল সমেত [illegible] প্রতি খণ্ডের মূল্য [illegible] আনা ডাক মাশুল সমেত ৵০ আনা।

—০—

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচরার্থ এই পত্র খানি এই স্থানে গ্রহণ করিলাম।

স্বদেশহিতৈষী মাননীয় মহোদয়গণ সমীপেষু।

যথোচিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

প্রায় সপ্ত বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হইয়াছে, ইহার কার্য্যকলাপ, বোধ হয় মহাশয়দিগের অগোচর নাই। এই স্বল্প কালের মধ্যে কয়েকজন স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্যে ও যত্নে মেলার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। হিন্দুমেলা এক্ষণে প্রতি মাঘ সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে, আগামী মেলাও উক্ত সংক্রান্তি দিবসে আরম্ভ হইবেক। ইহার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত এবং অন্যান্য উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা দেশহিতৈষী ব্যক্তির আনুকূল্য ও চেষ্টা ব্যতীত কখনই হইতে পারে না। স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে আপনাদিগের যেরূপ অনুরাগ তাহাতে যে আপনারা মেলায় সাহায্যকারী ও উৎসাহদাতা হইবেন তাহা বলা বাহুল্য; অতএব আপনাদিগের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, আপনারা সচেষ্টিত হইয়া আপনাদিগের অধিকারাধীন স্থানে যে সকল উত্তম শিল্পজাত ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া মেলার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে শোভাবাজার রাজবাটীতে জাতীয় সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের অথবা যোড়াসাঁকস্থ পরলোকগত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে জাতীয় সভার অন্যতর প্রতিনিধি সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা পরলোকগত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভবনে সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপে আমাদিগের নামে প্রেরণ করিলে মেলায় প্রদর্শিত হইবে। এবং উত্তম হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক সভার অধ্যক্ষদিগের কর্তৃক প্রদত্ত হইবে, কিন্তু হিন্দুমেলা সমস্ত হিন্দু জাতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে যে কোন হিন্দু আনুকূল্য করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত, সরস্বতী।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
জাতীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

বিবিধ সংবাদ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

শ্রীহট্ট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "এই জেলার জমিদার মৌলবী মহম্মদ আলী আহম্মদ খাঁ সাহেব গত পৌষ মাসের ২৩ এ বুধবার পঞ্চমবর্ষীয় এক পুত্র রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন তিনি অতি সুচতুর ও সাহসিক লোক ছিলেন। ১২৭৫ বাঙ্গলার লুসাই যুদ্ধের সময় ঐ মৌলবী সাহেব সরকারী সৈন্যগণের অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন, এবং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে লুসাই দেশে যাইয়া বিলক্ষণ সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার জমিদারী অপ্রাপ্তবয়স্কের ব্যবস্থার অনুগত করিয়া কর্তৃপক্ষ এই অপ্রাপ্ত বালক শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে ও বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ না করিলে সম্পূর্ণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এই নিরাশ্রয় অসহায় অবোধ বালকের এক মাত্র গবর্ণমেণ্টই সহায় বলিতে হইবে।"

হিন্দু রঞ্জিকা শিরাজগঞ্জের মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা স্থলে লিখিয়াছেন "১৮৭১ সালে যখন জজ মড্‌প্রাট সাহেব বার্ষিক রিপোর্ট লিখেন তখন তিনি তাহাতে কালীপ্রসন্ন বাবুকে বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান মুন্সেফ বলিয়া রিপোর্ট করেন এবং ১৮৭২ সালে জজ আলেগজাণ্ডর সাহেবও বার্ষিক রিপোর্টে ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালে জজ

মনরো সাহেব কালীপ্রসন্ন বাবুর কার্য্য প্রণালী স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হন এবং ইহার প্রমোশনের জন্য হাইকোর্টে অনুরোধ করেন।" যাঁহারা এই প্রকার প্রশংসা করেন তাঁহারাই আবার আপনাদিগের ইষ্ট সাধনের বেলা বলিয়া থাকেন, এদেশীয়েরা আজিও উচ্চপদ লাভের যোগ্য ক্ষমতা সম্পন্ন হন নাই। এটী অতিশয় কৌতুকাবহ।

১৮৭৩ অব্দের বঙ্গদেশীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীর পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে চন্দ্রচর লিখিয়াছেন "স্বাস্থ্য রক্ষক নিজ কার্য্যালয়ে বসিয়া কোম্পানির কাজ না করিয়া সকল স্থল স্বচক্ষে দর্শন করেন এমত বন্দোবস্ত করা উচিত।" ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের অনেকেই ঘরে বসিয়া বাহাদুরী লন, যুরোপীয় জোরে তরিয়া যান, বাঙ্গালিদিগের যাহাদিগের মুরুব্বির জোর নাই তাঁহারাই মারা পড়েন।

মফস্বল কালেজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক আইন শ্রেণীগুলি উঠাইয়া দেওয়াতে এডুকেশন গেজেট ও ঢাকা প্রকাশ উভয়েই আইন শ্রেণী গুলি উঠিয়া যাইবার শঙ্কা করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশ বলেন "ঢাকায় যে আইন শ্রেণীর পূর্ব্ব সমুৎপন্ন আয় দ্বারা এখনও ৯০০০ নয় হাজার টাকা রাজকোষে সঞ্চিত আছে। সেই আইন শ্রেণীর আজি কালি আয় কমিয়া যাওয়াতে তাহা উঠাইয়া দিতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত হইলেন না।" আইন শিখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিব, এখন অধিকাংশ লোকের এই চেষ্টা জন্মিয়াছে। এখন আইন শ্রেণী গুলি উঠিয়া গেলে মফস্বল কালেজ গুলির গৌরব হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

ইংলিসমান তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, জব্বলপুরের ২৫ গণিত পদাতিক দল শনিবার বোম্বাই যাত্রা করিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ইহারা বরদায় যাইতেছে।

সিণ্ডিকেটের অনুরোধ ক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিয়োজিত আইন অধ্যাপকের কার্য্য কাল সম্বন্ধে কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। নিয়ম ছিল উক্ত আইন অধ্যাপক ৩ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন মাত্র। এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, উক্ত সভার বিবেচনা অনুসারে তাঁহাকে যত দিনের জন্য হউক নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে এবং তাঁহার এইরূপ কার্য্য কাল অতীত হইয়া গেলে তিনি পুনরায় উক্ত পদে নিয়োজিত হইতে পারিবেন।

৯ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৯৭ লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বসপ্তাহ অপেক্ষা ৫৯ জনের কম মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ বসন্তে ৩৪ ওলাউঠায় ৩৬ উদরাময় এবং ৯০ জনের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন একজামিনর নামক সংবাদ পত্রে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত হইয়াছে। জেনকিন্স নামক এক সাহেব ভূত মানেন না, এই অপরাধে ক্লিফটনের বাইকার কুক সাহেব তাঁহাকে বাপটাইজ করিতে সম্মত নহেন। এই বিষয় লইয়া দুটী দল হইয়াছে। দুই দলে ঘোরতর তর্ক চলিতেছে ভূত না মানিলে যীশুখৃষ্টের শিষ্য হওয়া যায় না, এও মন্দ কৌতুকের কথা নয়। যাহা হউক এতদিন পাঁচ ভূতেরই অস্তিত্ব ছিল ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞানে ৬০।৬৫ টী ভূত বাহির করিয়াছে। ভূতের এত ছড়াছড়িতেও ভূত না মানা কর্ত্তব্য হয় না॥

জে, পি মিনায়েফ নামক একজন রুশীয় অধ্যাপক ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। নেপাল দর্শনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি সংস্কৃত বিলক্ষণ পণ্ডিত।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ৭৭৬০৪৭৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন ১২১৬০৮, উপনিবেশ সকল ৬৬৮৫০২১ এবং ভারতবর্ষ ও সিংহল ৯৬২৮২০ বর্গ মাইল। সমুদায় সাম্রাজ্যের প্রতি বর্গ মাইলে ৩৮ জনের বাস। তন্মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে প্রতি বর্গ মাইলে ২৬০ ভারতবর্ষে ২০১ এবং উপনিবেশে ১ জনের কিছু অধিক। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিক। ২৩৪৭৬২৫৯৮ লোকের উপরে ইংলণ্ডেশ্বরীর আধিপত্য। তাঁহার প্রজাগণ ৪৭১৪১৮৭১ গৃহে বাস করে। তাহারা যে ভূমিতে বাস করে তাহা ৭৭৬৯৪৪৯ বর্গ মাইল হইবে।

অধ্যাপক গোলড স্থির করিয়াছেন, জলের উপর বিদ্যুতের গতি প্রতি সেকণ্ডে ৭ হাজার অবধি ৮ হাজার মাইল পর্য্যন্ত। ভূমিতে খুটির উপর যে টেলিগ্রাফ তার দেওয়া যায় তাহাতে প্রতি সেকণ্ডে উহার দ্বিগুণ পথ গত হয়।

এবার বি, এ পরীক্ষায় ৯০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের একটী ছাত্র সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন।

১৪ ই মাঘ মঙ্গলবার।

সার লুইস পেলি বরদার রাজপ্রাসাদে আরো অনেক লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। আরো অনুসন্ধান হইতেছে।

২৫ এ জানুয়ারি সার লুইস পেলি মলহর রাওয়ের পক্ষ সমর্থনার্থ মাকফার্সন এণ্ড পেন কোম্পানিকে ৭৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১ লা এপ্রেল অবধি জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের দরুণ যে ক্ষতি হইবে অনুমান করা হয় তদপেক্ষা ৩৩৮৪৩৫ টাকা অধিক ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীহট্টের অন্যতর জমীদার মৌলবি আলী আহম্মদ গবর্ণর জেনরলের স্মরণার্থ উক্ত নগরের উন্নতিবিষয়ক কোন কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য তত্রত্য ডেপুটি কমিশনরের হস্তে ২ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল এ নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বোম্বাই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন জেমস নর্ম্মাণ নামক এক ব্যক্তি, আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য লোকদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ উপদেশ দিতেছেন। ইহার ও সাহস কম নয়।

১৫ ই মাঘ বুধবার।

রবিবার অনারেবল মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ইয়ারকন্দের রাজদূত

সায়দ যাকুব খাঁকে স্বীয় আলয়ে নিমন্ত্রণ করেন। সায়দ যাকুব খাঁ তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

গত শনিবার টাউনহলে কেশব বাবুর এক বক্তৃতা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

বরদার মলহর রাও সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনকে নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। মলহররাও যে পাকে পড়িয়াছেন, এরূপ কতলক্ষ দিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবুও পার পান কিনা সন্দেহ।

মলহর রাওয়ের যে বিচার হইবে তাহাতে বোম্বাইর এডবোকেট জেনরল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

কলিকাতার ন্যায় দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিবার চেষ্টা মান্দ্রাজেও বিফল হইয়াছে। ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের এ কাজে যাইবার কুসংস্কার সমাজ ভয় লোকলজ্জা ঘৃণা প্রভৃতি অনেক গুলি প্রতিবন্ধক আছে

২০ এ জানুয়ারি হোলকর ষ্টেট রেলওয়ে মর্টাকা হইতে চুডাল পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, কার্সিয়ঙে একটী টেলিগ্রাফ ষ্টেষণ হইতেছে।

গত দুর্ভিক্ষে অতিশয় পরিশ্রম অর্থব্যয় ও যত্ন করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভাগলপুরের জমীদার গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অভিনন্দন দান করিয়াছেন।

১৬ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, নাথরগঞ্জ বিভাগে সিংখালি গ্রামের প্রজাদিগের পরস্পর সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় বলিয়া ইহার দণ্ড স্বরূপ তথায় কতকগুলি অতিরিক্ত পুলিষ কনষ্টেবল [illegible] হইয়াছে। ইহার মাসিক ব্যয় ১০৯ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য ও ১১৮ টাকা ব্যয় হইবে। এব্যয় গ্রাম [illegible] হইবে। লার্ড মেয়োর [illegible] দণ্ডের সৃষ্টি হয়। [illegible] হয় বটে ভাল, কিন্তু নির্দ্দোষের যেন দণ্ড না হয়, এই সিদ্ধান্ত বাক্যটী অবলম্বন করিয়া কি এই দণ্ড প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?

২৩ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সে দিন যে বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হয়, তাহাতে ২৪ পরগণা যশোহর এবং নদীয়ার সরিষা তমাক প্রভৃতির অনিষ্ট করিয়াছে, বৃষ্টি নিবন্ধন চট্টগ্রামেও কতক অনিষ্ট আশঙ্কা আছে। বাঙ্গলা দেশে পৌষ মাসে ও মাঘ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলেই অনিষ্ট। এদেশে এই প্রবাদ বাক্যই আছে “ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ”

পিয়নিয়র বলেন, এবারিষ্টুইস ইউনিবার্সিটী কালেজের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার জি, থিবট বারাণসী কালেজের ইংরাজী সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছেন। গফ সাহেব উচ্চ পদ লাভ করিলে আদিত্যারাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রতিনিধি হন। তিনি এত দিন কাজ করিলেন। তাঁহা হইতে কি ভালরূপ কাজ হয় নাই?

ইংলিসম্যান হঙকঙ হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, গত ১২ ই জানুয়ারি চীনের সম্রাটের বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, হিরাটের লোকে আয়ুব খাঁর সাহায্যার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক সৈনিক দলে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের যে ব্যয় তাহা তাহারা নিজে দিতেছে। এদিগে আমীর যে সকল সৈন্য হিরাটে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আয়ুব খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত নহে। তাহারা বলে আমীর যাকুব খাঁ ও আয়ুব খাঁ ইহাদিগের পিতা পুত্র সম্বন্ধ, এরূপ গৃহ বিবাদে আমরা জীবন দান করিব কেন? সর্দ্দার আয়ুব খাঁ ঘোরতর যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন। যে সকল সর্দ্দার তাঁহার নিকট আসিতেছেন তিনি তাঁহাদিগকে খেলওয়াত দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। তাহারাও তাহাদের অধীনস্থ সৈন্য সামন্ত লইয়া সমবেত হইতেছে।

সে দিন কলিকাতা ছোট আদালতে দ্বিতীয় জজের নিকটে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের সকলে উপস্থিত হন, কিন্তু জজ বলিলেন, অদ্য সূর্য্য দেখা যাইতেছে না, অতএব অদ্য মকদ্দমা হইবে না। পাঠকগণ এই কারণ শুনিয়া অবশ্যই হাস্য করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটী নিগূঢ় কারণ আছে। মকদ্দমার উভয় পক্ষীয় লোক চীনবাসী, তাহাদের শপথ করিবার এই রীতি আছে, তাহারা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া একটী পাত্র পদতলে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বলে আমি যদি মিথ্যা বলি, আমার অন্তঃকরণ এইরূপে ভগ্ন হইবে। অতএব সে দিন যখন সূর্য্য দেখা যায় নাই, তখন তাহাদের শপথ করিবার ব্যাঘাত হয়, এ জন্য মকদ্দমা হয় নাই। মেঘ গর্জ্জিত হইলে ভারতবর্ষে বেদপাঠ বন্ধ হয়, সূর্য্য দর্শন না হইলে চীন দেশে বিচার বন্ধ হয়। বোধ হয় এক দেশের লোকে অপর দেশের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া এই রীতিটী ঋণ করিয়া লইয়াছেন।

১৫ ই মাঘের প্রভাতসমীর লিখিয়াছেন “ মান্দ্রাজ পোষ্ট আফিসের উচ্চতর কর্ম্মচারীরা অধস্তন কর্ম্মচারী ও পেয়াদাদিগের শঠতা ধরিবার এক উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের আলাপী বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোকদের নামে পত্র পাঠান. পত্রের মধ্যে হাফ নোট এবং ডাকের টিকিট থাকে; বিলি হইবার পরই সেই সকল পত্র লোক দ্বারা প্রেরকদিগের হস্তে আনীত হয়। এরূপ বন্দোবস্ত পেয়াদা প্রভৃতিরা কিছুই অবগত থাকে না। সুতরাং তহাদের যদি কোন শঠতা থাকে, প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিছু দিন এরূপ ফিকির খাটিতে পারে, কিন্তু ধূর্ত্তের নিকট সকল ফিকির ক্রমে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ”

১৭ ই মাঘ শুক্রবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—

“ ১০ ই মাঘ শুক্রবার আজিমগঞ্জস্থ বিখ্যাত দানশীল শ্রীলশ্রীযুক্ত রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত

রায় গণপতি সিংহ বাহাদুর মহাশয় নরসিংহপুর কলেজের ছাত্রদিগের ব্যায়াম কৌশল দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিয়াছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দশ বৎসর। এখনই বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ দেখা যায়, বোধ করি ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের অনেক মঙ্গল হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪
শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চৌধুরী ৩
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২
শ্রীসেখ বিশারদ খাঁ ২

বাখরগঞ্জের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন বসু এক বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণকে জানাইয়াছেন বঙ্গদেশস্থ কোন ব্যক্তি যদি কাশী কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে বেদাধ্যয়ন করেন এবং যাহা অধ্যয়ন করিবেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন, তিনি তাঁহাকে অবস্থা ভেদে মাসিক ৫ কিম্বা ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন, আবশ্যক হইলে এ বৃত্তি যাবজ্জীবন দিতেও পারেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য এবং এডিনবর্গের ডিউকের বিবাহের স্মরণার্থ ইহা প্রদত্ত হইতেছে। এই বৃত্তি জন্য তিনি ৩ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন।

গুইকুমারের সৈন্যগণের ৮৮ হাজার টাকা বেতন পাওনা ছিল। উহা সমুদায় চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গুইকুমারের বিচারার্থ যে কমিশন বসিবে সার সালার জঙ্গ তাহার অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

গুইকুমার এক্ষণে ভাল আছেন, তাঁহার প্রতি যে সকল সন্দেহ করা হয় তজ্জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান হউক না কেন তিনি তাহাতে ভীত নহেন।

গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ কলিকাতার [illegible] বারিষ্টার উড্রফ সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যত দিন বিচার চলিবে ইহাকে প্রতিদিন ১৫ শত টাকা করিয়া দিতে হইবে। উকীল বারিষ্টারদিগের এই এক মরসুম পড়িয়াছে।

আগামী বুধবার ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতায় আসিবেন।

আসামের রাজস্বের অবস্থা বিলক্ষণ সন্তোষকর। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাসে ৮৮৫১৬৮৮ টাকা আয় হয় কিন্তু ব্যয় ৬৮২১৪৫৭ টাকা মাত্র। রাজস্বের এই অবস্থা স্থায়ী হইলেই সুখের বিষয়। উদ্বৃত্ত টাকা দেখিলে শাসন কর্ত্তৃগণের ব্যয় বৃদ্ধির চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠে।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ছবি বিলাত হইতে আসিয়াছে। এখানি আপাততঃ বিচারপতি কেম্প ও মার্কবি সাহেবের কোর্ট রুমে রাখা হইয়াছে।

১৬ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০৬১৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬২৮৯০০ টাকা হইয়াছিল, এবার ১৪৭২২০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৪৪০৬০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৩৪৭৩০ টাকা হইয়াছিল। এবার ৯৩৪০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৭ এ নবেম্বর সেন্টহেলেনা দ্বীপের নিকট এক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। কসপাট্রিক নামক একখানি উপনিবেশী জাহাজ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। জাহাজে ৪৩৯ জন উপনিবেশী এবং অন্যান্য আরোহী সমুদায়ে ৪৭৬ জন লোক ছিল। ঐ স্থানে জাহাজে আগুন লাগিয়া জাহাজখানি ভস্মীভূত হয়, সেই সঙ্গে ৪৫০ জনের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তিন জনকে জীবিত পাওয়া গিয়াছে মাত্র। যখন অগ্নি ক্রমে উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল তখন তিনখানি নৌকায় ৮০ জন লোক পলাইয়া আপাততঃ প্রাণ রক্ষা করে. উহাদের একখানি নৌকা কোথায় গেল কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না, ৯ দিবস পরে দ্বিতীয় খানি পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে তাহাতে ৫ জন মাত্র জীবিত ছি[illegible]রও আবার দুই জন [illegible] প্রাণ ত্যাগ করে। কি ভয়ানক ব্যাপার!! এই সমুদায় লোক কেহ [illegible] ভাসিয়া অনাহারে কেহ জলমগ্ন হইয়া কেহবা আগুনে পুড়িয়া জীবন হারাইল।

১৮ ই মাঘ শনিবার।

তমোলুক হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথাকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু তারিণীচরণ মিত্রের সদ্‌গুণাবলী কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ এক সভা হয়। সভাস্থলে অনেকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারিণী বাবুকে একখানি অভিনন্দন পত্র দান করা ও তাঁহার ফটোগ্রাফ চিত্র তত্রত্য দাতব্য ঔষধালয়ে রাখা হইবে, সভায় ইহা স্থির হইয়াছে।

গত শনিবার ব্রহ্মদেশীয় রাজদূত কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি গয়া হইয়া যাইবেন। ব্রহ্মদেশীয়দের গয়ায় প্রয়োজন আছে না কি?

গঙ্গার সেতুতে যত মাশুল আদায় হইবে আশা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক কম আদায় হইতেছে। যাহাদের ডুবিবার তত ভয় নাই, তাহারা পয়সা দিয়া হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইবে কেন?

কৃষ্ণনগর কালেজে বি, এ, ক্লাস পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে সে দিন কালেজের হলে বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জমীদার একত্রিত হইয়া এক সভা করেন, সভাস্থলেই ১২৮৭০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। কুমার [illegible] চন্দ্র রায় এবং বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রত্যেকে ৫ হাজার করিয়া এবং [illegible] নাথ পাল চৌধুরী [illegible] টাকা দেন। চাঁদা সংগ্রহার্থ এক কমিটি [illegible] করা হইয়াছে।

চিনাব নদীর উপর যে সেতু হইতেছে, উহার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এরূপ দীর্ঘ সেতু বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই।

দাদাভাই নাউরোজী পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন।

গুইকুমারের [illegible] জন্যাদি বোম্বাই সে [illegible] হইয়াছে।

একখানি মহারাষ্ট্রী [illegible] পত্রে।

একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গুইকুমার কারাবস্থায় অতিশয় মানসিক ক্লেশ ও চিন্তায় আছেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না, কিন্তু দিবাভাগে তিনি উত্তমরূপ নিদ্রা যান।

কেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, সে দিন বোম্বাইতে একটী ছোট খাট ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নৌকা মারা গিয়াছে। কতকগুলি লোকের মৃত্যুও হইয়াছে। বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। শীতকালেও ঝড়।

গুইকুমারের প্রতি অনেককেই বিরক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্ত গোপ্তার নামক একখানি সংবাদপত্র বলেন, গুইকুমার যদিও বিষপান করাইবার অপরাধে অপরাধী না হন, তিনি আরো অনেক দোষে দোষী। অতএব তাঁহাকে আর রাজা করা কর্ত্তব্য নয়। ইহার মতে দাদাভাই নাউরোজীর কর্ত্তৃত্বাধীনে গুইকুমারের এক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

গত ৩০ এ জুন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে খোলা হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৫,৯২২ মাইল।

—০০০—

বরদার সংবাদ।

গত সোমবার বোম্বাই গেজেটে বরদা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

বরদা ২৭ এ জানুয়ারি। কাজী শাবুদ্দীন শনিবার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গুইকুমারের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধার জন্য সার লুইস পেলি তাঁহাকে সাক্ষীদিগের জবানবন্দীর কাগজ পত্র দিয়াছেন।

সাউটার সাহেব বিশেষ দরকারী দলিল পত্র এবং মণিমুক্তাদি বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সার লুইস পেলি এ নিমিত্ত আরো রাজবাটী অনুসন্ধানের জন্য সাউটার সাহেব, কাপ্তেন জাকসন, ... সাহেব ... এবং আকবর আলীকে ... নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে ... না হয় ইহারা ... উপায় বিধান করিবেন

... মৃত্যু ... কাগজ পত্রের অনুসন্ধানে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে প্রকৃত দলিলাদির পরিবর্ত্তে কৃত্রিম কাগজ পত্র করা হইয়াছে।

সাউটার সাহেব ৫ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তার বলয় সকল রেলওয়ে ষ্টেষণে ধরিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে আসবাব আনিবার জন্য যে একলক্ষ টাকা দেওয়া হয় সার লুইস পেলি বরদায় সে টাকা আটক করিয়াছেন।

সার লুইস পেলি যাবতীয় রাজস্ব আফিসরকে বলিয়াছেন তাহারা যেন কৃষকদিগের বিশ্বাস ভাজন হইবার বিশেষ যত্নবান হয় এবং তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া যাহাতে কোন কষ্ট না হয় এরূপে রাজস্ব আদায় করেন। কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে আফিসরদিগকে পাটিল ও জমীদারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। কর এরূপ হইবে যে প্রজাদিগেরও লাভজ্ঞান হয় রাজ্যেরও ক্ষতি না হয়। রাজস্বের একটি পরিদর্শন প্রণালী স্থির হইবে। সর্ব্বে আফিসরদিগের জন্য কোন ভূমি কিরূপ উর্ব্বর। কাহার কত রাজস্ব তাহার একটি তালিকা সংগ্রহ করা হইবে। পল্লীস্থ আফিসরেরা ভূমির আয়তন উর্ব্বরতা ও তাহার কর সকলের তালিকা প্রস্তুত করিবেন। যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা হিসাব দিবেন তাহারা দণ্ডিত হইবেন। পতিত ভূমি সকল সুবিধামত বন্দোবস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সকলেরই আবেদন গ্রহণ ও তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা হইবে। আফিসরেরা পাঁচ বৎসরের পাট্টা দিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা কর্ণেল পেলির অনুমোদন সাপেক্ষ। কারণ যখন উক্ত রাজ্যে দেশীয় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইবে তখন ঐ পাট্টায় হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিন বৎসরের বাকী খাজনার তালিকা প্রদান করিতে হইবে। রায়তদিগকে পীড়ন করা হইবে না, বিশেষ দরিদ্র হইলে স্বতন্ত্র বিবেচনা করা হইবে।

রাজস্ব আদায় না হইলে তাহার কারণ রিপোর্ট করিতে হইবে। কেহ প্রজা পীড়ন করিলে অথবা রাজস্ব তছরূপ করিলে তাহার গুরু দণ্ড হইবে।

গুইকুমারের গ্রেপ্তারের এক দিন পূর্ব্বে সেনাপতি ৪০ লক্ষ টাকা গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া সার লুইস পেলি তাহাকে প্রকাশ্যরূপে পদচ্যুত করিয়াছেন। সর্দ্দারদিগের মতানুসারে পেলি সেনাপতির পদ অনাবশ্যক বলিয়া এক কালে উঠাইয়া দিয়াছেন।

সার লিউইস পেলি সমুদায় রাজস্বের হিসাব সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শনিবার সেক্রেটারি সমুদায় হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবের সত্যতা সম্বন্ধে তিনিই দায়ী।

নগরে কোন গোলযোগ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। প্রিন্স লিওপোলডের সংবাদ বড় সন্তোষকর নহে। ক্রমে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইতেছে।

মন্টিনিগ্রো এবং তুর্কির যাহাতে যুদ্ধ না হয় তজ্জন্য প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্ট সকল বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন ফল হইবে বোধ হয় না।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। প্রিন্স লিওপোলড অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

গারিবল্ডি রোমে উপনীত হইয়াছেন। সেখানে সকলেই তাহাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। মাঞ্চেষ্টারের বণিক সভা মার্কুইস অব সালিসবরিকে এক অভিনন্দন দেন। মার্কুইস তদুত্তরে ডিউক অব আর্গিলের রাজনীতির প্রশংসা করিয়া বলেন তিনিও সেই রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিবেন। মার্কুইস বলেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজকোষ উন্নতি রেলওয়ের উপর নির্ভর করে, এবং এটী আহ্লাদের বিষয় যে দেশীয় রাজগণ রেলওয়ে নির্ম্মাণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। গারিবল্ডি ইটালির পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়াছেন।

মাদ্রিদ ২৫ এ জানুয়ারি। ডন আলফন্সো এক ... দ্বারা বাস্কুই প্রদেশ ... কে বলিয়াছেন তাহারা যেন তাঁহার শাসনে বশীভূত হয় এবং তিনি ... স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। অদ্য দক্ষিণ আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২৪৬,০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ জানুয়ারি। সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর টি. ই. ডেম্পটার উক্ত বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট আফিসর হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ কিছুদিনের জন্য জঙ্গল বিভাগের ভার পাইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. ডবলিউ রে বিল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীন কৃষ্ণ সরকার পুরীতে বদলী হইলেন।

টি, এফ, বিগনোলড কিছুদিনের জন্য গয়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

এল আর টটেনহাম কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

ই, এল, লুইস কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

ই, বি, ওয়েষ্ট মেকট কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এ, সিম্রেট কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] আবকারিয়া বিভাগের [illegible]

[illegible] কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে সাধারণ বিভাগের হেড আসিষ্টাণ্ট [illegible]

[illegible] বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, জে, এচ বেলুন ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] গ্রাম [illegible] সহকারী মাজি[illegible] ও কালে[illegible] হইলেন।

এচ, জে, রেনল[illegible] সি, এস, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের একজন সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ জানুয়ারি। ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৫ এ জানুয়ারি। গোয়ালন্দ বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, নিউজেণ্ট ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

পাবনার নিম্ন লিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা নিম্ন লিখিত ক্ষমতা সকল প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী আবদুল করিম প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু কালীকৃষ্ণ সেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কিছুদিনের জন্য পাণ্ডুয়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু নন্দগোপাল সেন কিছুদিনের জন্য মধুবনীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সাহাজাদপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন মানিকগঞ্জে বদলী হইলেন।

২৬ এ জানুয়ারি। গয়ার প্রথম মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ নাটিক সেওয়ানে বদলী হইলেন।

মৌলবী আমীরআলী খাঁ পুর্ণিয়ায় সদর ষ্টেষনের মুন্সেফ হইলেন।

সাহ গোলাম গফুর গয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ হইলেন।

বাবু ভগবতীচরণ মিত্র কিছু দিনের জন্য আরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

এস, বার্ট্‌, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সন্দীপের মুন্সেফ মৌলবী সৈয়দ আলী তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মালদহের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এ, জে, আর, বিলি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ই, আর হেনরি (যিনি পূর্ব্বে ত্রিহুতে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পা[illegible]।

―০০―

সংবাদদাতার পত্র।

বালেশ্বরের বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নগরে ইংরাজী স্কুল নর্ম্মাল স্কুল মডেল স্কুল ছইটী মিসনরী স্কুল বালিকা স্কুল এবং বালেশ্বরের অন্যতর প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু মদনমোহন দাসের উপযুক্ত সন্তান বাবু ভগবানচন্দ্র দাসের স্থাপন প্রতিষ্ঠিত একটী স্কুল আছে। ভগবান বাবু নিজ ব্যয়ে শিক্ষক রাখিয়া এবং স্কুলের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দেশের মহোপকার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। উক্ত স্কুলে বাঙ্গলা ইংরাজী ও উড়িয়া ভাষার শিক্ষাদান হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার সন্তানগণ যদি দেশের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সুখের সীমা থাকে না। উক্ত স্কুলে গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব নাই। ভগবান বাবু অল্পবয়স্ক। তিনি নিজবাটীতে একটী ব্রাহ্মসমাজও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহার বাটীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত আছে। ইংরাজী ও মডেল স্কুলে অনেকগুলি বাঙ্গালি সন্তান অধ্যয়ন করে। ২। ১ একজন লোক ব্যতীত নগরের বাঙ্গালী ও উড়িয়াগণ বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল ও আকাঙ্ক্ষী। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় যখন বালেশ্বরে আসিয়াছেন, সেই সময়ে বালেশ্বরের প্রায় তাবৎ ভদ্র লোক পূর্ব্বের ন্যায় স্কুল সমূহে উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের এখনও অভিপ্রায় জানা যায় নাই। ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত কার্য্য সকল করন বিষয়ে তিনি যে অমত প্রকাশ করিবেন, আমাদের এমত বোধ হয় না। কেবল উড়িয়্যার [illegible] তাহা বুঝেন না। [illegible] বাঙ্গালীরা [illegible]

নগরে ছটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। সরকারী বন্দরখানের [illegible] বাবু [illegible] নগরের [illegible] স্থাপিত। [illegible] বাবু উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমস্ত [illegible] করেন প্রায় ৮০০ আটশত টাকা [illegible] উপযুক্ত [illegible] দান করিয়াছেন। [illegible] ও সংকার্য্য [illegible] অভাবসমূহ [illegible]

ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহার নিকট হইতে আমরা দেশের অনেক উপকারের আশা করি। তিনি একটী মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ অবিবেক অমিতব্যয়ী ও পানপ্রভৃতি দোষাশ্রিত জমীদার সন্তানগণকে সদনুষ্ঠানকারী বৈকুণ্ঠ বাবু ও ভগবান বাবুর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ধন সৎকর্ম্মের ব্যয় জন্য, এক্ষণকার অনেক ধনী তাহা বুঝিয়া অর্থের প্রকৃত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। বৈকুণ্ঠ বাবু সদালাপী ও মিষ্টভাষী।

নগরবাসী অন্যতর যুবক বাবু দামোদরদাস বাটীতে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অনেক ইংরাজী বাঙ্গলা ও উড়িয়া পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অন্যতর একটী অভাব দূর করিতেছেন। তিনি উড়িয়া ও বাঙ্গলাভাষার প্রায় সকল প্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। দামোদর বাবু অনেকগুলি সংবাদপত্র ও পত্রিকা লইয়া থাকেন। তাঁহার লাইব্রেরি গৃহটীও সুন্দর নগরের মধ্যে দেখিলাম, দামোদর বাবুর লাইব্রেরির পুস্তক প্রায় সকল যুবকের গৃহ ও বাসায় পঠনকারণ রহিয়াছে। দামোদর বাবুর ন্যায় পুস্তক সংগ্রহ করণ বিষয়ে অল্প লোককে যত্ন ও উৎসাহশীল দেখা যায়।

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুবর্ণপুর ও যমুনানদীর সংস্কার।

রাণাঘাট উপবিভাগের অন্তর্গত বড়ভাগুলী থানার অধীন সুবর্ণপুর নামক একটী ভদ্রপল্লি আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে অত্রত্য অনেকে জলের ও গমনাগমনের অসুবিধা নিবন্ধন বাসস্থান ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। পল্লীটীর পূর্বপার্শ্বে এক মাত্র যমুনানদী মৃদুমন্দ ভাবে বহিতেছে। সম্পাদক মহাশয়! উহার জীবনই [illegible] প্রায় সমুদয় লোকের জীবন। কিন্তু [illegible] বর্ষা ব্যতীত কয়েক মাস এখান [illegible] মনুষ্য জীবন ধারণোপযোগী জল প্রাপ্ত [illegible] সুকঠিন। বর্ষা অতীত হইলে আবাল- [illegible] সকলকেই স্নান ও পানীয় জলের [illegible] যমুনার যে একটী ক্ষুদ্র [illegible] করিতে হয়, তদ্দ্বারা [illegible] কর্দ্দম সাগরে নিমগ্ন হইয়া [illegible] ও রোগ হইতে এককালে বঞ্চিত হইতে হয় ও শেষে এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, যে তাহা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহাহউক আমরা এক্ষণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে আমাদের সুবিবেচক প্রজাবৎসল শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সত্বর যমুনা নদীটী খনন করাইয়া দিয়া উক্ত নদীতটবাসী হতভাগ্যদের যথার্থ হিতসাধন পূর্ব্বক অক্ষয়যশ ও ধর্ম্মলাভ করুন। তিনি যখন সহরের ময়লা ও দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তখন কি তিনি জলকষ্টে যে সকল স্থানের স্বাস্থ্য বস্তু বিলোপ হইতেছে, ইহার প্রতিবিধান জন্য একটু যত্ন করিবেন না?

উপসংহারকালে প্রার্থনা এই যে, রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার চেষ্টা করুন।

সুবর্ণপুর } বশম্বদ—
১৪ ই জানুয়ারি } শ্রীশরৎচন্দ্ররায়।

উদ্ধৃত।

গবর্ণমেণ্টের শাক্ত ধর্ম্মানুরাগ।

(ভারত সংস্কারক)

যাহারা শক্তির উপাসক তাহাদিগকে শাক্ত বলা যায়। হিন্দুদিগের সম্প্রদায় বিশেষ ভগবতীকে আদ্যশক্তি বলিয়া পূজা করিয়া শাক্ত নামে অভিহিত হন বটে, কিন্তু এক উদার শাক্ত ধর্ম্ম জগৎ ব্যাপী হইয়া সকল জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ করেন? এই শক্তির মাহাত্ম্য সূচক অনেক প্রবচন আছে এ দেশে বলে "জোর যার মুল্লুক তার" ইংরাজেরা বলেন শক্তিই ন্যায়ের স্থানীয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এরূপ আরো অনেক শক্তি উপাসনার মূলমন্ত্র থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক সভ্য জাতিরা শক্তির উপাসক হইয়াও আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিতে চান না। অন্ততঃ যখন ন্যায়ের সহিত শক্তির শ্রেষ্ঠাভিধানে বিবাদ হয়, তখন তাঁহারা ন্যায়পক্ষ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন। আশ্চর্য্য, যে শক্তির উপাসক থাকিয়াও কিরূপে ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়। এরূপ বিসম্বাদী উক্তির মীমাংসা করিতে হইলে ন্যায়পক্ষ অর্থাৎ ন্যায়পর না বলিয়া নৈয়ায়িক বলিতে হয়।

পৃথিবীতে আজি কালি নৈয়ায়িক শাক্ত জাতি অনেক আছেন, কিন্তু ইংরাজ জাতি তন্মধ্যে প্রধান। ইংরাজদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পর জাতি কাহারা? তাঁহাদিগের মুখাগ্রে ইহার উত্তর রহিয়াছে—ইংরাজ জাতি। ইংরাজদিগের অতি সামান্য ব্যক্তিও যেমন স্বাধীনতা বিরুদ্ধ কথা সহ্য করিতে পারেন না, তেমনি তিনি স্বয়ং যে অন্যায় করিতে পারেন এ কথাও সহ্য করিতে পারেন না একজন ইংরাজ যদি এদেশীয় এক ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারেন, তথাপি তিনি অন্যায় করিয়াছেন ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। ইংরাজদিগের ন্যায়ানুরাগ অতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত উপাস্য দেবতা শক্তিকে যে ন্যায়ের পরিচ্ছদে ভূষিত করেন ইহাই ক্ষোভের বিষয়।

আমরা ভারতবর্ষের কষ্টিপাথরে ইংরাজদিগের শক্তিপ্রিয়তা ও ন্যায়পরতার যখন পরীক্ষা করিতে যাই, তখন তাঁহাদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইংরাজেরা ভুজবল দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কি ন্যায়পরতা দ্বারা নিয়মিত হইয়াছিল? যাঁহারা ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের লিখিত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অস্বীকার করিবেন। আমরা দেখিতেছি বিলাতের বড় বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ইতিমধ্যে ইহা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খণ্ডারার অর্থাৎ বজ্রনাদী নামক একখানি পত্রে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষ জয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে শত্রুগণের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি। হলকার ও সিন্ধিয়া যদি বাজিরাওর সহকারে মিলিত হইয়া ইংলণ্ডীয় অশ্বারোহের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতেন তাহা হইলে আমাদিগের অবস্থা ভিন্ন প্রকার হইত। আসেলামবারী এবং আবগেয়ম রণক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া ইংলণ্ড ভারতবর্ষীয় জাতির প্রাধান্য লোপ করিতে পারেন নাই, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করিয়াছেন।"

সুপ্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্র এইরূপ বলেন:—

"বলদ্বারা আমরা কেবল স্বরাজ্য নয়, মিত্র রাজ্য সকলও বশীভূত রাখিয়াছি, এ বিষয়ে সন্দেহোদয় হইলে আমাদিগের সাম্রাজ্যের ঘোর বিপদ। * * * ইংলণ্ডের পক্ষে জাহাজ সকল যেমন, ভারতবর্ষের পক্ষে সৈন্যও সেইরূপ আবশ্যক। আমাদিগের অগ্রাগরে অলস অস্ত্র

একখানি নাই, সকল গুলিই আমাদিগের নিরাপদতা ও প্রধান্য রক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ। ৯

উপরি উক্ত মাননীয় সম্পাদক দ্বয়ের একটী কথাও অযথার্থ নয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের স্বত্ব, অধিকার সকলি যে শক্তি পূজার উপরে নির্ভর করে এবং ন্যায়ের পূজা করিতে হইলে শক্তির খর্ব্বতা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতি যে ন্যায়বিবর্জ্জিত এ কথা বলা কখনই আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা ইঁহারা উদার ও ন্যায়পর তাহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তবে আমরা এই বলি যে কেবল ন্যায়মার্গ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবেন বলিয়া ইংরাজ জাতি যে আশ্বাস দেন, তাহা আমরা এককালে বিশ্বাস করিতে পারি না। পৃথিবীতে যে জাতি শক্তি পাইয়াছে, শক্তির প্রলোভনে ন্যায়কে পদানত রাখিতে সঙ্কুচিত হয় না, ইংরাজেরাও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

বরদার গুইকুমার সম্বন্ধে সম্প্রতি লার্ড নর্থ ব্রুকের ন্যায় একজন অশেষ গুণান্বিত শাসন কর্ত্তা যেরূপ ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, ইংরাজ জাতির নিকট তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু ইহাতে আমরা ন্যায়ের উপর শক্তির প্রাধান্য মাত্র দর্শন করিতেছি। একজন অধীনস্থ অনুগত বিস্তৃত প্রদেশের রাজা গোপনে কোন প্রকার রাজবিদ্রোহিতায় লিপ্ত আছেন, সন্দেহ হওয়াতে বিনা বিচারে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারা বদ্ধ করিলে সাম্রাজ্যপতির কোন ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়? তাহা শক্তি ধর্ম্ম ভিন্ন ন্যায় ধর্ম্ম কখন বলা যায় না, বলিতে গেলে কেবল নৈয়ায়িকতার পরিচয় দেওয়া হইবে। আমরা জানি অনেক ইংরাজ নৈয়ায়িক আছেন, তাঁহারা আপনাদিগের শক্তি ধর্ম্মকে ন্যায় ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইতে পারেন এবং গুইকুমারের প্রতি নর্থব্রুকের ব্যবহারকে কেবল ন্যায়সঙ্গত নয়, অতি মাত্র দয়ার কার্য্য [illegible] য়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] বিচারে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হইলেও [illegible] বেন কি না, নর্থব্রুক তাহারও [illegible] কেবল বলিয়াছেন বিচারে [illegible] দ্বারা বরদা শাসনের পুনর [illegible] যাইবে, ইহা ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট [illegible] ইংলিস ম্যানের ন্যায় উচ্চ [illegible] ইংরাজ ও এ উক্তি সহ্য করিতে পারেন নাই, আবার দেশীয় রাজার উপর ইহার শাসনভার অর্পণ তাঁহার অভিমত নহে। বোম্বাইস্থ ইংরাজেরা ইহা অপেক্ষা অধিক চান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি একজন সম্পাদক উদার দয়াতে উত্তেজিত হইয়া বলেন "বরদা রাজ্য এখনি ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হউক এবং মহলার রাওকে তাহার রাজপ্রাসাদের দ্বার দেশে ফাঁসী দেওয়া হউক। কেবল মাত্র দোষের সন্দেহে, বিনা বিচারে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন কথা শ্রবণ না করিতে ২ যাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারা কি না করিতে পারেন? ইংরাজদিগের আইনানুসারে যে পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্য কালে সে যুক্তির ফলোপধায়িতা না দেখিলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হয়? গুইকুমার ন্যায় বিচারে দোষী সপ্রমাণ হন, উচিত দণ্ড পাইবেন, সে পরের কথা, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইল, তাহা বোধ হয় সামান্য ব্রিটিষ প্রজার প্রতিও করা হইত না। ইহাতে কেবল শক্তিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ শক্তির পরিচয় দেওয়াতে মঙ্গল ফল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ইহার কারণ এই, বরদার সর্দ্দার বা প্রজাগণ কোন উচ্চ বাচ্য করে নাই। ক্ষমতার নিকটে সকলেই সঙ্কুচিত, কে উচ্চ বাচ্য করিবে? কিন্তু বাহিরে বিরক্তি প্রকাশ না করিলেও যে অন্তরে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম মাত্র। যদি লোকে প্রত্যক্ষ দেখে রাজা ক্ষমতাধিক্যে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিলেন, সে রাজার প্রতি তাহাদিগের ভয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও আস্থা সঞ্চারিত হইতে পারে না। প্রজাদিগের অপেক্ষা অধীনস্থ রাজাদিগের অবস্থা আরো সঙ্কটপূর্ণ। রাজা যদি সন্দেহ মাত্র করিয়া এক জনকে এক হুকুমে সিংহাসন হইতে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারেন, সকলকেই প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়। মহারাণী ঘোষণা পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, দেশীয় রাজাদ্বারা শাসিত কোন রাজ্য আর ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবে না কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ রাজনীতি অবলম্বনীয়, তাহা স্পষ্টরূপে স্থিরীকৃত না হওয়াতে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের শত্রুপক্ষের অভাব নাই। অধিকাংশ ইংরাজ তাঁহাদিগের ক্ষমতা ঈর্ষান্বিত নেত্রে দর্শন করেন ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ছল পাইলে ইংরাজ সম্পাদকগণ ঢাকে কাটি দেন, বিশেষতঃ তাহাদিগের কার্য্য দর্শক যে এক একজন ইংরাজ থাকেন তাঁহার সহিত ক্ষমতার প্রতি যোগিতা উপস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। দেশীয় রাজগণ যে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন ইহাও আশা করা যায় না। এরূপ স্থলে মহারাণী ও প্রধান রাজপুরুষদিগের স্নেহ ও অনুগ্রহ তাঁহাদিগের আশার অবলম্বন ও প্রভুত্ব রক্ষার উপায়। গবর্ণমেণ্ট সে অনুগ্রহের ত্রুটি করিয়া শক্তি প্রধান ও সন্দেহ প্রধান হইলে কাহার আর রক্ষা নাই, ক্রমে ক্রমে সকলকেই মুর্শিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদসাহের দশা প্রাপ্ত হইতে পারে।

গবর্ণমেন্ট আত্মক্ষমতা নিরাপদ রাখিবার জন্য অবশ্য সাবধান হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সন্দেহ দ্বারা আবার বিপদ উৎপন্ন করা হয়, মিত্রকে শত্রু হইতে বাধ্য করা হয়। গুইকুমার এক প্রকার গবর্ণমেন্টের পদতলস্থ হইয়াছেন আমরা দেখিতেছি এখন সিন্ধিয়া ও হলকারের প্রতি কটাক্ষ করিতে কোন কোন ইংরাজ সম্পাদক ইঙ্গিত করিতেছেন। কিছু দিন হইল [illegible] মধ্যে সিন্ধিয়া ও হলকার পরস্পরের [illegible] ভাবে সাক্ষাৎ করেন। মণ্ডাবাদ ও টাইমস ইহাতে মহাভয় প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] য়ার সৈন্য সংখ্যা ২২,৫৩৯ এবং হলকারের পদাতিক সৈন্য ২৮,১০০ জন, ভারতবর্ষে ইংরাজ সৈন্য সংখ্যা ১৯৩০০৭ তন্মধ্যে ১২৮৪৭৭ দেশীয় [illegible] [illegible]

[illegible]

মঙ্গল, [illegible]।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৮	।৯	।৮	।৬
বাঁকুড়া	।৭॥	।৮৸	।৫।	।৫॥
বীরভূম	।৬	॥১	।৩॥	।২॥
মেদিনীপুর	।২	॥২	।৪	।২
হুগলী	/১৫/৯॥	৬৩ ৬॥	৬৫।৬॥	।০
হাবড়া	।২	।৬	৯	।৫॥
কলিকাতা	/৯	।৪	।৭	।৫
২৪ পরগণা	/৬৸	।৩/	।৪৸৴	।৪॥-।৬৸
নদীয়া	।৪।	।৬	॥০	
যশোহর	।৬	।৮।	।৩/	।৩।/
মুরশিদাবাদ	১-৩	।৮ ॥০	।৮-।৯	॥৬
দিনাজপুর	॥৩	৸০	।৩॥	।২॥
মালদহ	॥২ ॥৩	॥৪ ॥৭	।৭	।৯
রাজশাহী	।৮৸-।৯॥৴	॥০।-॥২॥	৬॥-।৮।	।৫-৬
রঙ্গপুর	/৯	॥৩৸৴	।১।	।৩৸/
বগুড়া	।২	৸০	।২	।০॥
পাবনা	/৮-২	॥১	।৫	।৪।
দারজিলিঙ্গ	/৪	।২	।৮	/৭
জলপাইগুড়ি	।৬	৸২	।০	।০
ঢাকা	।৮	॥১	।৬	।৫
ফরিদপুর	/৬	॥০	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৩	
ময়মনসিংহ	।৩	॥০	।৪	।২॥
চট্টগ্রাম	।৬	॥০	।৩	।০
নওয়াখালি	।৫	॥০		
ত্রিপুরা	।২	॥২	।৬	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।১৴	।২।		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	॥০	॥২॥	৮৴	/৮
[illegible]	।৪	॥৪	॥৪	।৯
[illegible]	।১	॥২॥	।৯	।০॥
[illegible]	।৩॥	।৯	॥১	।৯
[illegible]	।০	॥৪	॥৬	।৫
[illegible]	/৬	॥৪	॥০	।৭
[illegible]	/৮	॥৩	।৭	।৪॥
[illegible]	/	।৯॥/	॥২/	।৯॥/
ভাগলপুর	।৬	।২॥৴	॥০॥৴	৮৮৴
পূর্ণিয়া	॥৪	॥৬	।৮	॥০
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৪	।৪
কটক	।৮৴	॥৬।	।৭/	।৯॥৴
পুরী	।৭/	॥০॥/	।১৸/	।৪।৩
বালেশ্বর	।৬	॥৬	।১	।১
হাজারীবাগ	।০	॥২	।৭	।২
লোহারডগা	॥০	॥২॥	।২	।০॥
সিংহভূম	।২	॥৮	।৩	।২
মানভূম	।৪	॥২	।৬	।২॥

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২২ এ জানুয়ারি

নদীর নাম — সর্ব্বকমাত্ত জল।

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৬	৬
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

সন ১৮৭৫ সালের ২৫ এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৬

বহরমপুর ২৫ এ জানুয়ারি ১৮৭৫াল — টি, এইচ উইক্স সি. ই, এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিভাগ ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাসন ৫॥০
ঐ ঐ [illegible]চন্দ্র রায় চৌধুরী—পানিহাটী ১০
ঐ ঐ [illegible]চরণ সিংহ—মধুপুর ১০
ঐ ঐ রাধাকৃষ্ণ মৌলিক—বাসুবাড়ী ১০
ঐ ঐ রামচন্দ্র মজুমদার চৌমা করিতর পাড়া ১০
ঐ ঐ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় শুকপুকুরিয়া ১০
ঐ ঐ সর্ব্বেশ্বর ঘোষ—বড়ুজাগুলি ১০
ঐ মহারাজ কেশবকান্ত সিংহ—আসাম ৫॥০
ঐ ঐ অন্নদাপ্রসাদ রায়—কাশীমবাজার ১০
ঐ ঐ বঙ্কু বিহারি সিংহ—খাগড়িয়া ১০
ঐ ঐ কাশীকান্ত রায়—রায়কাটী গ্রাম ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৭ এ মাঘ। ইং ১৮৭৫। ৮ ই ফেব্রুয়ারি।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

অধিক লইলে শত করা ১০ হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা নিবারিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই; তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১
১ লা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর

—০—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত।
১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি মাসে খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০; প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

—০—

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৬ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানায় "পেটিষ্টোর" প্রস্তুত সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহরকরা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আগামী ১৭ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক পরিমাণ অল্প পরিমাণ (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে যেমন আবশ্যক) দ্রব্যের জিনিষ সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল লওয়া হইতেছে তাহা এবং কণ্ট্রাক্টর ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিনভিন্ন প্রতিদিন দেখান যাইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে কণ্ট্রাক্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য একটাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং ডুপ্লিকেট হওয়া চাই। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর হইলেই যে উহা গৃহীত হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করা গেলে তাহার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর, বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরের কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ১০০০ টাকা জমা দিতে হইবে। কণ্ট্রাক্ট পত্র লেখা শেষ হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৫ অব্দের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাহারা টেণ্ডর দিবেন তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

দমদমা সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানা, আফিস ১৩ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ } এ, ওয়াবার মেজর আর, এ সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

—০—

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেন রিচে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ হল নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে

গিলাণ্ডাস
আরবথনট এণ্ড কোং

—০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	/৹
১ ম ভাগ নীতিসার	৶৹	/৹
২ য় ভাগ নীতিসার	৶৹	/৹

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাক মাশুল /৹ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ মাঘ সোমবার।

আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল প্রজারঞ্জনের সবিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। প্রজার প্রতি স্নেহ ও আদর ব্যবহার এবং প্রজার চিত্তসাধন চেষ্টার ন্যায় প্রজার মাতৃভাষা শিখিবার চেষ্টাও প্রজারঞ্জনের অন্যতর প্রধান উপায়। প্রথম প্রথম যে সকল রাজপুরুষ এদেশে আগমন করেন, তাঁহাদিগের এই গুণগুলি বিলক্ষণ ছিল, তাহাতেই তাঁহারা প্রজার সবিশেষ অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, মধ্যকার রাজপুরুষেরা এ পথের পথিক

হন নাই। এই হেতু তাঁহারা প্রজার অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অস্ত্র বলে শাসনকেই উত্তম কল্প বলিয়া অবধারণ করেন। লক্ষ লক্ষ সৈন্যে যে কাজ না হয়, এক প্রজার অনুরাগে সহজে সে কাজ সম্পন্ন হয়, তাঁহারা সে বিবেচনা করিতেন না। এক্ষণকার রাজপুরুষেরা আবার উল্লিখিত গুণগুলির সবিশেষ উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেছেন। এদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ইহাদিগের অনুরাগকে বদ্ধমূল করিয়া তুলেন, লার্ড নর্থব্রুকের ন্যায় সর রিচার্ড টেম্পলেরও এই ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। আমরা একখানি আমন্ত্রণ পত্র দেখিয়া জানিতে পারিলাম, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ৫ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৯ টা ১৫ মিনিটের সময় এদেশীয় কতকগুলি লোককে একত্র করিয়া সম্ভাষণাদি করিবেন। কয়েকটী প্রতিবন্ধক হওয়াতে আমরা লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের সহিত সেই সম্ভাষণ সুখের অনুভবে অসমর্থ হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম বটে; কিন্তু তাঁহার এই সাধুতর চেষ্টাটী দেখিয়া আমাদিগের সে দুঃখের অনেক অপনোদন হইল। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত বহুতর উপাদেয় ফল প্রসব করিবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা গবর্ণমেন্টের শীর্ষ স্থানে আছেন, তাঁহারা যে পথের প্রদর্শক হন, সেই পথ পড়িয়া যায়। গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন এই সম্মিলনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। এটীও আমাদিগের অল্প আহ্লাদের সংবাদ।

—:০:—

গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের
অভ্যর্থনা।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ষ্টেটসেক্রেটারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ দর্শনার্থী হইয়া এদেশে আগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা-স্থান ভ্রমণ ও দর্শন করিতেছেন। ভারতবর্ষের জ্ঞাতব্য বিষয় জানা ও দ্রষ্টব্য দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি ভারতবর্ষের বিষয় অনেক জানেন। অতএব এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। সকল দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞ হইয়া যাইতেছেন। ভবিষ্যতেও এ অভিজ্ঞতার উপাদেয় ফল ফলিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত সোমবার রাত্রিতে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সুসম্বদ্ধ আয়োজন করেন। কেমন সমৃদ্ধি হইয়াছিল, পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিয়া লউন, একজন ইংরাজ সমাচার পত্র সম্পাদক উহার ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। সম্পাদক মহোদয় ভারতবর্ষের প্রায় কোন বিষয় প্রসন্ন নয়নে দর্শন করেন না। গবর্ণর জেনরল ও মিসবেরিও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন। গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত গীত বাদ্য অভিনয়াদি হইয়াছিল।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রেই রাজোপাধি দান করিয়াছেন। যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর আজি কালি রাজপুরুষদিগের অভ্যর্থনার প্রধানতম দ্বার ভূত হইয়াছেন, রাজোপাধি দ্বারা তাঁহার উচ্চপদ লাভ হওয়াতে রাজপুরুষদিগের তাঁহার গৃহে আগমন করাতে অভিমান ও মান রক্ষা হয়, আমাদিগের দেশেরও মুখ উজ্জ্বল হয়। বিদেশীয়েরা জানিতে পারেন যে ভারতবর্ষের রাজগণ অতিশয় আতিথেয় এবং গবর্ণমেন্টের ভক্ত ও অনুগত।

আমরা এস্থলে ভারতবর্ষীয় সভাকে একটী অনুরোধ করিতেছি, সভা দেশের প্রতিনিধিভূত হইয়া ডফ সাহেবের সম্মানার্থ কোন প্রকার অনুষ্ঠান করুন, অন্ততঃ একখানি অভিনন্দন পত্র দান করাও উচিত। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক দিন ছিলেন, পুনরাগত হইয়া তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধ হইবারও সম্ভাবনা আছে।

—০—

ডেলিনিউসের উইলসন সাহেব
ও এদেশীয় সমাচার পত্র।

সেদিন কলিকাতার বণিক্‌সভায় ডেলিনিউসের সম্পাদক উইলসন সাহেব কৌতুক করিয়া [illegible] ও আত্মশ্লাঘা করিয়া [illegible] হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হিন্দুপেট্রিয়টের ২০ বৎসরে হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয় নাই, কিন্তু ডেলিনিউসের ১০ বৎসরে তিন হাজার গ্রাহক হইয়াছে। আমরা এটী আত্মশ্লাঘা বলিয়াই বুঝিতেছি। কারণ তিনি এদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি অনুচিত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, এ আত্মশ্লাঘায় তাঁহার নিজের গৌরব হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাচার পত্র সম্বন্ধে তিনি যে জাতির প্রতিনিধি, তাঁহার ঐ আত্মশ্লাঘায় সে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেবল এদেশীয় সমাচার পত্রের নিন্দা করা হয় নাই, জাতি সাধারণে এদেশীয়দিগেরই নিন্দা করা হইয়াছে। উইলসন সাহেব এ কথা মনে করিবেন না যে তিনি নিজের গুণে এত গ্রাহক পাইয়াছেন। তাঁহারা জাতির গুণেই পাইয়াছেন; [illegible] স্বদেশের [illegible] অনুরাগ, [illegible] বার [illegible] আকাঙ্ক্ষা কি, [illegible] সম্বন্ধে কিছু। [illegible] প্রকাশ করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র। সংবাদ পত্র ঐ সকল জ্ঞান লাভের প্রধা

সহজ উপায় এই। হেতু তাঁহার জাতিভাইরা সমাচার পত্র আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, এদেশীয়েরা এ সকল বিষয়ে এক প্রকার বীতস্পৃহ বলিলে হয়। এ সকল বিষয় জানিলে যে কি উপকার হয়, তাঁহারা তাহা বুঝেন না। যাঁহারা গল্প ও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সময় বৃথা নষ্ট হইল, ঐ সকল ব্যক্তি এই কথা মনে করেন। যাহাদিগের আবার পুস্তক বা পত্রিকা পাঠের কিছু অনুরাগ হইয়াছে, তাঁহারা কোন পত্রিকায় কি "মজাড়ে" কথা আছে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়ান, কাজের দিকে বড় যান না। তাহাতেই এদেশীয় সমাচার পত্রের এত দুর্দ্দশা। সম্পাদকেরা উৎসাহ পান না। সুতরাং ভাল লোকে সমাচার পত্র সম্পাদনে ব্রতী হইতে চান না। যাহাদিগের কাণ্ডজ্ঞান নাই, সদসদ্বোধ নাই, এবং উপার্জ্জনের অন্য কোন উপায় নাই তাঁহারাই প্রায় সম্পাদকতা কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া এদেশীয় সংবাদ পত্রের অবমাননা করিয়া থাকেন। আমরা যে কথা বলিলাম, তাহার অন্য কোন প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না হিন্দু পেট্রিয়টই তাহার প্রমাণ এই পত্রের সৃষ্টি অবধি যত দিন ইহা হরিশ বাবুর হস্তে ছিল, তত দিন ইহার প্রশংসার সীমা ছিল না, এক্ষণে বাবু কৃষ্ণদাস পালের হস্তে পতিত হইয়াছে, কে না ইহার প্রশংসা করে? কিন্তু সেই প্রশংসার অনুরূপ [illegible] সে [illegible] ফল কি ২০ [illegible] এক হাজা[illegible] [illegible]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

আমাদিগের নব যুবকেরা হিন্দু আচার ব্যবহার নিগড় ভাঙ্গিতে [illegible] ব্যস্ত, কতকগুলি ইউরোপীয় বাঙ্গালা বিহার প্রভৃতির ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় তদপেক্ষা অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি হেকটর সাহেব ঐ দলের প্রধান সেনাপতি হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকরূপ তীক্ষ্ণতর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষদলকে পরাভূত করিবার চেষ্টায় আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দূষিত হইবেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে ইহার বিচার করা হইয়াছে। তিনি বলেন, এ বন্দোবস্তটী ঔপাধিক বন্দোবস্ত। গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, তাঁহারা সে নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই, অতএব ঐ বন্দোবস্তের ভঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের একটী প্রস্তাবরূপ মূল হইতে এই বিচার উত্থিত হয়। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রস্তাব লেখকের মতে উল্লিখিত স্থায়ী বন্দোবস্তের ভঙ্গে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সে দোষ অগ্রাহ্যনীয় নয়। তিনি বলেন লার্ড কর্ণওয়ালিসের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অধিকার ছিল না। ভূমিতে তৎকালের লোকদিগের অধিকার ছিল তাহাদিগের মৃত্যুর পর ভূমি তৎপরবর্ত্তী লোকদিগের সম্পত্তি হয়। লার্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের প্রতি নিযুক্ত হন। তাহাদিগের প্রয়োজন উপযোগী বায় নির্ব্বাহার্থ রাজস্ব [illegible] বিষয়ে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী লোকদিগের উপরে তাঁহার কর নির্দ্ধারণাদির অধিকার ছিল না। এক্ষণে যে রাজ্যের ব্যয় বৃদ্ধি ও ভূসম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের গবর্ণমেণ্ট তৎকালে তাহা বুঝিতে পারেন নাই ইত্যাদি।

সৎ হউক, অসৎ হউক, ন্যায্য হউক, আর অন্যায্য হউক, যখন যাহার যে মত হয়, তাহার প্রতিপোষিণী যুক্তির অভাব হয় না। হেকটরের ও ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রস্তাব লেখকের যুক্তিও সেইরূপ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের তুল্য দোষ আর নাই বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাসের উপরে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সেই অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি যে কেমন বিশুদ্ধ তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

হেকটর বলেন, উল্লিখিত বন্দোবস্তটী ঔপাধিক বন্দোবস্ত। জমীদারদিগের সহিত যে নিয়ম করা হয়, তাঁহারা তাহার ভঙ্গ করিয়াছেন। অতএব ঐ বন্দোবস্তের ভঙ্গে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সে নিয়ম কি? জমীদারেরা প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত তাহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন, এই কি হেকটরের অভিপ্রেত নিয়ম? কিন্তু এ নিয়ম বন্দোবস্তকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। শোর সাহেব তৎকালে এ সকল আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন। লার্ড কর্ণওয়ালিস কোন কথাই গ্রাহ্য করেন নাই। জমীদারেরা প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টা না করিলে কিম্বা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে ঐ বন্দোবস্তের ভঙ্গ করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তিনি নিঃসংশয় স্পষ্ট অক্ষরে উহার উল্লেখ করিয়া যাইতেন। আর ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যাবতীয় জমীদার প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টায় বিমুখ বা অত্যাচারী নন, দুই চারি জনের দোষে গবর্ণমেণ্টের কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? যথাসময়ে খাজনা না দেওয়া উল্লিখিত বন্দোবস্ত ভঙ্গের একমাত্র পথ রাখিয়া গিয়াছেন. তদ্ভিন্ন তিনি অন্য কোন পথ রাখি

থান নাই। যে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে যে পথ থাকে, তাহা স্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া পরিগণিত হয় না। বিশেষতঃ উইলিয়ম পিট ডণ্ডাসের সহিত নির্জ্জনে দীর্ঘ তর্ক বিতর্ক করিয়া এবং ভারত-বর্ষের বিশেষজ্ঞ চারলস গ্রাণ্টকে আনাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া উল্লিখিত বন্দোবস্তটীকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন। এ বন্দোবস্তের ভঙ্গ করা বন্দোবস্ত কর্ত্তাদিগের যে কোন ক্রমে অভিপ্রেত ছিল না, তাহা নিম্নলিখিত কারণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সে কার্য্যটী এই, এই বন্দোবস্তকে প্রথম দশ বৎসরের নিমিত্ত করা হয়, শেষে উইলিয়ম পিট প্রভৃতি বহু বিবেচনা করিয়া উহাকে স্থিরতর করিয়া দেন। তবে লাড কর্ণওয়ালিসের এই মনের ভাব ছিল, যখন বন্দোবস্তটী স্থায়ী করিয়া দেওয়া হইল, তখন জমীদারেরা নিঃসংশয় প্রজার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইবেন। কিন্তু যে জমীদার প্রজার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাহার সহিত বন্দোবস্তটী ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন অভিপ্রায় ছিল না।

ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রস্তাব লেখক যে বলেন, ভূমিতে প্রজার স্বামিত্ব ছিল, এ দেশের সে সংস্কার ও সিদ্ধান্ত নয়। রাজাই ভূমির স্বামী। রাজা ইচ্ছা করিয়া যাহাকে যাহা দেন, তিনি তাহাই পান। এ সিদ্ধান্ত বহুসমাদৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত না হইলে গবর্ণমেণ্টও ভূমির বন্দোবস্ত করিবার বিষয়ে অনেক আপত্তি উপস্থিত হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের প্রস্তাব লেখকের অপর আপত্তি এই, ভূমিই এ দেশের প্রধান আয়দ্বার, যখন ইহাতে রাজস্ব বৃদ্ধির পথ বন্ধ হইল, তখন একপ্রকার বর্দ্ধনশীল ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হয়। আমরা বলি স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতেই সেই বর্দ্ধনশীল ব্যয় নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে লোকের সঙ্গতি থাকিলে তাহাকে যে ভার দাও, সে অনায়াসে বহিতে পারে। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার করসৃষ্টি হইতেছে, বঙ্গদেশীয় জমীদারেরা তাহা অনায়াসে বহন করিতেছেন এবং দুর্ব্বহ দুর্ভিক্ষ ভারও অবলীলাক্রমে বহন করিলেন। যদি এখানে স্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিত, গবর্ণমেণ্ট কি দুর্ভিক্ষ বৎসরে প্রজার নিকটে এক কপর্দ্দকও পাইতেন?

আশ্চর্য্য এই, উল্লিখিত মহোপকারক বন্দোবস্তে যে যে দোষ আছে, সেগুলির সংশোধন চেষ্টা না করিয়া এককালে তাহার উন্মূলন চেষ্টা হইতেছে। সে দোষের সংশোধনের পথ নাই, এমনও নয়। প্রশস্ত পথ আছে, অথচ সে দিকে গতি হইতেছে না, এটী বড় দুঃখের বিষয়। অধিক কি এ চেষ্টাটী ছারপোকার উপদ্রবে ঘরে আগুন দিবার চেষ্টার তুল্য নিতান্ত উপহাসকর হইয়াছে।

এদেশের সংবাদ পত্রের বিষয়ে
সর রিচার্ড টেম্পলের মত।

বাবুর যদি কোন ব্যঞ্জনে ঈষৎ ঝাল বোধ হয়, মোসাহেবদিগের জিহ্বা অবশ হইয়া যায়, বাবু যদি কোন পদার্থকে বিশ্রী দেখেন, মোসাহেবেরা তখনি বলিয়া উঠেন, বিধাতা পৃথিবীতে শ্রীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত এমন বোধ হয় না। ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরা এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে কখন রাজদ্বেষী কখন রাজভক্তিশূন্য কখন বিদ্রোহী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ত্তমান [illegible] এদেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে [illegible] দোষী দেখেন না। ১৮৭৩ [illegible] সে বঙ্গদেশ শাসন [illegible] গ্রন্থ [illegible] হইয়াছে তাহাতে সর রিচার্ড টেম্পলের নিম্নলিখিত অভিপ্রায়টী প্রকাশ হইয়াছে। "সর রিচার্ড টেম্পল এদেশীয় সংবাদ পত্রের ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সময়ে সময়ে কিছু কিছু অসঙ্গত বাক্‌প্রয়োগ ও অত্যুক্তি দোষ হয় বটে কিন্তু সাধারণতঃ সংবাদ পত্রের ভাব গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ নহে। সম্পাদকেরা যে রাজভক্ত, সে বিষয়ে সংশয় নাই, অধিকাংশ সংবাদ পত্র স্বাধীন ভাবে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এ কথা বিশেষরূপে বলা আবশ্যক, দেশে দুর্ভিক্ষ বিপদ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতীকারার্থ যে যত্ন পান, এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এক বাক্যে তাহার অনুমোদন করিয়াছে এবং উহার ফল দর্শন করিয়া যার পর নাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরাই কেবল এদেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে রাজভক্তিশূন্য রাজভক্তিশূন্য বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন কিন্তু আমরা ত ইহাঁদিগকে রাজভক্তিশূন্য দেখিতে পাই না। রাজভক্তিশূন্য হইবার কোন কারণও দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগের সহিত শত্রুতা করেন? গবর্ণমেণ্ট যে সর্ব্বদা আমাদিগের হিতচেষ্টা করিতেছেন, আমরা কি এমনি মূঢ় যে আমাদিগের সে বোধ নাই? ভারতবর্ষে অনেক রাজা হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন্ রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজা পালন করিয়াছেন? [illegible] এক বাক্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুর্গতি [illegible] ইহাতেই [illegible] রাজভক্তিশূন্য হইলেন? এক এক জন রাজপুরুষের

ও গোয়াল পাড়া ইহার অন্তর্গত করিয়া আসাম কমিশনরের অধীন করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল কিটিঞ্জ প্রধান কমিশনরের পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ঐ অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শ্রীহট্টকেও আসাম কমিশনরের অধীনস্থ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে কাছাড় ও শ্রীহট্ট ঢাকা কমিশনরের অধীন ছিল। ঐ দুটী আসামের অন্তর্গত হওয়াতে ঢাকা কমিশনরের অধীনে ঢাকা ময়মনসিংহ ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এই চারিটী জেলা থাকে, পশ্চাৎ ত্রিপুরাকে চট্টগ্রাম কমিশনরের অধীনতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ঢাকা কমিশনরের অধীন করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা ঢাকার অন্তর্গত হওয়াতে চট্টগ্রাম নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের পর্ব্বতময় প্রদেশ এই তিনটী মাত্র চট্টগ্রাম কমিশনরের অধীনে থাকে। কিন্তু অন্য উপায়ে চট্টগ্রামের শাসন কার্য্যের সুবিধা না হওয়াতে চট্টগ্রামের কমিশনরীর পরিবর্ত্ত না করিয়া কেবল এই পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে, অতঃপর যিনি চট্টগ্রামের কমিশনর হইবেন, তিনি কমিশনর ও জজ উভয়ের কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত একজন সহকারী জজ থাকিবেন। পূর্ব্বে চট্টগ্রামের কমিশনর মাসে ৩৩৩৩ টাকা বেতন পাইতেন, এখন তিনি ২৭৫০ টাকা পাইবেন। পূর্ব্বে চট্টগ্রামের জজের মাসিক ২০০০ টাকা বেতন ছিল, এখন ১২০০ টাকা হইবে। এ বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের ৮০০ টাকা লাভ হইবে এবং নূতন বন্দোবস্তে আফিস খরচের ব্যয় কম হওয়াতেও মাসিক ২০০ টাকা লাভ থাকিবে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কুচবিহারের কমিশনরের পদ রহিত করিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছেন, রাজসাহী বিভাগের কমিশনর দারজিলিঙ্গ জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের সিবিল ও সেসন জজের কাজ করিবেন। তাঁহার সাহায্যার্থ মাসিক ১২০০ টাকার একজন সহকারী জজ থাকিবেন। ঐ কর্ম্মচারির বেতনের তিনভাগের দুইভাগ কুচবিহার রাজ্য হইতে গৃহীত হইবে।

যে সমস্ত পরিবর্ত্তের প্রস্তাব করা হইয়াছে, এগুলি সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালাদেশে সমুদায়ে ২৮ জন জজ হইবেন, পূর্ব্বে ৩০ জন ছিলেন। ঐ ৩০ জনের ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর, আর ১৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর বেতন ২৫০০, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতন মাসিক ২০০০ টাকা।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব করেন নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

চট্টগ্রামের কমিশনরের বেতন হইতে ৪১৬ চট্টগ্রামের জজ ও সহকারী জজের বেতন হইতে ৮০০ কুচবিহারের কমিশনরের পদ উঠাইয়া ১৭৫০, উক্ত কমিশনরের আফিসের খরচ হইতেও ১৭৫০। জজদিগের বেতন হইতে ১৫০ এবং চট্টগ্রামের জজ ও কমিশনরের আফিসের খরচ হইতে ২০০ টাকা সমুদায়ে মাসিক ৫১১৬ টাকা। এই টাকাটী বাঁচাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই টাকা হইতে ঢাকা কমিশনরের বেতনাদি ব্যয়ের তৃতীয়াংশ এবং কুচবিহারের কমিশনরকে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দেন তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া স্থির হয়। ঢাকার কমিশনরের বেতনাদি ব্যয়ের তৃতীয়াংশে ২৪০১৪ টাকা এবং কুচবিহারের কমিশনরের গবর্ণমেণ্ট দত্ত বেতনের অর্দ্ধেকে ১৬৬৭৬ টাকা, সমুদায়ে ৪০৬৯০ টাকা হয়। মাসিক হিসাবে ৩৩৯১ টাকা হইতেছে। একণে পূর্ব্বোক্ত ঐ ৫১৬৬ হইতে এই ৩৩৯১ টাকা বাদ দিয়া বঙ্গদেশের রাজস্বের প্রকৃত পক্ষে মাসিক ১৭৭৫ টাকা বাঁচিতেছে।

নূতন পুস্তক।

১। বৃত্রসংহার (১)। গ্রন্থের নাম দ্বারাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে। বৃত্রাসুর অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া দেবগণকে স্বর্গপুর হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। দেবগণ পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র কুমেরু পর্ব্বতে গিয়া নিয়তির তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শচী মর্ত্তে নৈমিষারণ্যে গেলেন। দৈত্যপতি বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা হইল, শচীকে দাসী করিয়া রাখিবে। তাহার আনয়নার্থ কয়জন দৈত্য গমন করিল। জয়ন্ত শচীর রক্ষার্থ দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহাদিগের কয় জনের প্রাণ সংহার করিলেন। শেষে দৈত্যেরা তাঁহাকে পরাভূত করিল। তিনি আহত হইয়া মোহাভিভূত হইয়া রহিলেন। দৈত্যেরা শচীকে ঐন্দ্রিলার নিকটে লইয়া গেল। ওদিকে নিয়তি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রকে বৃত্রবধের উপায় নির্দ্ধারণার্থ মহাদেবের নিকটে যাইতে কহিলেন। মহাদেব ইন্দ্রকে দধীচি মুনির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণের উপদেশ দিলেন। সেই বজ্রে বৃত্র হত হইবে। এদিকে

"কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী;
শচীরে ভাবিয়া হৈলা আকুলপরাণী॥
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল;
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
জ্বলিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অভ্রবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উর্ম্মিমালাময় সিন্ধু বিধূনিত,
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে,
টলমল টলমল ত্রিদশ আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়,
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু শিখর,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলা চমকি হেরে সকল লক্ষণ,
রুদ্রশক্তি অঙ্গে যেন লোম হরষণ,
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চক্ষু" বলিয়া উঠিল॥

এইখানেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল, এ খণ্ডে এগারটী সর্গ আছে। গ্রন্থমধ্যে, মিত্রা-

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত, কলিকাতা চোরবাগান ২৪৯ নং ষ্ট্রীন হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

ক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দেরই সম্মিবেশ দৃষ্ট হইল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বকৃত পদ্য মধ্যে লিখিয়াছেন।

"মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিল্টন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সক্ষম হই নাই কেবল সংস্কৃত রচিত সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনের যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিম্বা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই অথবা দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রথমে দুই চারি, বা চারি দুই, ইত্যাদি অক্ষর থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। ... স্থলে ... এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ... কিঞ্চিৎ দোষ জন্মিয়াছে কেবল ... যেখানে সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করিয়াছি ... তত দূর ... হয় নাই।"

গ্রন্থকার বৃত্র সংহারেও আপনার পূর্ব্ব ... কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ণন গুলি হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে, কবিতা ... ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত ও রস ভাব সংযুক্ত হইয়াছে। তবে বলিতে হয়, বৃত্রসংহার প্রথম শ্রেণীর কাব্য হয় নাই। কবিতাগুলি কর্ণে মধু ধারা বমন করে না, চিত্তও দ্রবী ভূত হয় না। প্রথম শ্রেণীর কবির কাব্য রচনার কৌশল এই, যখন যে রসের বর্ণন করা হয়, তখন পাঠক ও শ্রোতৃগণের মনে বীরাদি সাধারণ উৎসাহাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। এ গ্রন্থের পাঠে চিত্তের সেরূপ ভাব হয় না। ইহাতে অনেক পদ্যে বিন্যাসের অনুপযোগী শ্রুতিকটু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেক স্থলের ভাব পাঠমাত্র ব্যক্ত হয় না। অনেক স্থলে পদ ও বাক্যের বিন্যাসের দোষে বাঙ্গালা ভাষার রীতি ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে।

২। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১)। ইহাতে হিন্দুদিগের রাজত্ব আরম্ভ করিয়া লার্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত ইতিহাস জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ভূগোল জ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাস পাঠের সুবিধা হয় না। এই হেতু পরিশিষ্টে ভূগোল সংক্রান্ত বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখাটী সহজ, এতদ্দ্বারা বালকদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

৩। বঙ্গের সুখাবসান (৩)। এখানি নাটক চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে। যবন বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ জয় করেন, লাক্ষণ্য সেন তৎকালে বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন তিনি অতি সাহসী প্রজাবৎসল রাজা। শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বঙ্গদেশ রক্ষা করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু মন্ত্রী মহেন্দ্রের ধূর্ত্ততায় সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ঐ ধূর্ত্ত স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার অভিলাষে এই ভাবের কয়েকটী শ্লোক রচনা করাইয়া একখানি ভবিষ্য পুরাণের অন্তর্গত করিয়া দেয় যে বঙ্গদেশে যবনের রাজত্ব হইবে, হিন্দুর রাজত্ব থাকিবে না। রাজার হিন্দু শাস্ত্রে অতিশয় বিশ্বাস ছিল। তিনি ঐ বচন গুলি পাঠ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং যুদ্ধে বিরত হইয়া রাজবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। বিরাটসেন নামে তাঁহার এক সাহসী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনিও হত হইলেন। দুরাত্মা মহেন্দ্র লাক্ষণ্যসেনকে ভগ্নোৎসাহ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই বক্তিয়ারের নিকটে লোক পাঠাইয়া তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণের প্রস্তাব করে। শেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদিগের গ্রন্থকার মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্তের ন্যায় সাহসী বিরাট সেনকে অত্যুদার করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থের এইরূপে উপসংহার করা হইয়াছে।

"বন্দীর অবস্থায় মহেন্দ্র ও গোপালের প্রবেশ।

বিরা। এ কারা? মন্ত্রিমহাশয়! আপনার ও এ দুর্দ্দশা?

বক্তি। কুলাঙ্গারকে কয়েদ হবার কারণ জিজ্ঞাসা কর!

হরি। হরিপ্রসাদের পূজনীয় ব্যক্তিকে যে এইরূপ কটু কথা বলে আমি স্বহস্তে তাহার মস্তক ছেদন করি। (মারিতে উদ্যত)

বক্তি। (আত্ম রক্ষা করিয়া) উদ্ধত বালক! তোমার পূজনীয় ব্যক্তির উত্তর শুন।

মন্ত্রি। উত্তর দেও।

মহে। বক্তিয়ার খিলিজি, আমায় মেরে ফেল।

বক্তি। মহাত্মা বিরাট, এই এক বিশ্বাসঘাতক, এই আর এক বিশ্বাসঘাতক। উভয়ে ষড়যন্ত্র করে বাঙ্গালার স্বাধীনতা নষ্ট করেছে।

বিরা। কি বল্লে বক্তিয়ার খিলিজি! তুমি অতি মহৎ নচেৎ তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতেম।

বক্তি। মন্ত্রী মহেন্দ্র ও তার অনুচর গোপাল বিশ্বাসঘাতকতা করে—

মহে। বক্তিয়ার খিলিজি, আর না। যুবরাজ! আমি বিশ্বাসঘাতক, ঘোর বিশ্বাস

---

(২) শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন সঙ্কলিত, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸১০ সাড়ে দশ আনা।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত কলিকাতা কালেজ স্কোয়ার ১১ নং রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ টাকা।

ঘাতক। রাজ্যলোভে আমি মুসলমানদিগের হাতে বঙ্গরাজ্য সমর্পণ করেছি।

বিরা। ও—হ, বিশ্বাসঘাতকের হাতে বঙ্গরাজ্যের পতন হল, বঙ্গের সুখাবসান হল!

হরি। (মহেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) বিশ্বাস ঘাতক, আমি তোর প্রাণ সংহার করবো। তুই আমার পিতা হলেও এই ভয়ানক অপরাধের জন্য তোর মস্তক ছেদন করতেম।

বিরা। হরি প্রসাদ! গুরুজন বধের পাতকে কলঙ্কিত হইও না।

হরি। রেখেদেও তোমার গুরুজন। বিশ্বাস ঘাতক, দুরাচারকে জীবিত রাখব না। তুই ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও অধম।

বক্তি। হরিপ্রসাদ নিরস্ত হও।

আন। হরিপ্রসাদ! কর কি?

মহে। হরিপ্রসাদ! আমাকে বধ কর, গুরুজন বধের পাপ হবে না। তুমি পৃথিবীর ভার মুক্ত কর।

হরি। যে আপন কন্যাকে অপমান করে, আপনার বাটী হতে বহিষ্কৃত করিতে পারে সে স্বদেশের সর্ব্বনাশ করবে আশ্চর্য্য কি!

বিরা। হরিপ্রসাদ, ক্ষান্ত হও। আমার মরণ সময়ের অনুরোধ রক্ষা কর।

হরি। ক্ষান্ত হলেম। বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা আমাদের সর্ব্বনাশ হল। বিশ্বাসঘাতক, তোর জন্য ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উঠেছে।

বিরা। বক্তিয়ার খিলিজি, এদের ছেড়ে দেও

বক্তি। কেন? এরা কারাগারে পচে, গলে গলে মরবে।

বিরা। বক্তিয়ার খিলিজি, এদের ছেড়ে দাও।

বক্তি। আমার ইচ্ছা ছিল এদের সর্ব্বত্রে নে যেতেম, আর সকলকে বলতেম, এই অদ্ভুত জন্তু বঙ্গালায় জন্মেছে। এদের নাম বিশ্বাস ঘাতক। কিন্তু তোমার কথা ফেলতে পারি নে। এদের ছেড়ে দেও। এখন যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হরি। দূর হ—পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকগণ! গলায় দড়ি দিয়ে মরগে।

[গোপালের আস্তে আস্তে প্রস্থান।

মহে। আনন্দময়, আমার স্ত্রী কোথায়?

আন। তোমার পাপের বিষময় ফলের কথা শুনবে? তিনি উন্মাদ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মহে। একজনের বিশ্বাসঘাতকতার এত ফল হল! কি আগুনই জ্বালেম। চারি দিক দগ্ধ হল। ও—হ! (উপবেশন ও শিরে করাঘাত) পরমেশ্বর তুমি এ দোষীকে মার্জ্জনা করও না। দণ্ড দেও। যুবরাজ, মহারাজ কোথায়।

বিরা। পরলোকে। তুমি তাঁকে এ সংসারে থাকতে দিলে না।

মহে। রে পাপাত্মা মহেন্দ্র, তোরই এই কীর্ত্তি। যুবরাজ, আমি তোমাকে মারতেম। যুবরাজ, যুবরাজ—(লম্বমান হইয়া বিরাটের চরণে পতন)।

বিরা। ওঠ, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করলাম। তুমি এমন করে আর কাতরো না, আমাকে আর অস্থির কর না। আমি যাই (মহেন্দ্রের এক পার্শ্বে নীরব হইয়া উপবেশন) ভাই হরিপ্রসাদ, ভাই আনন্দময়, বক্তিয়ার খিলিজি, আমি যাই বিদায় দাও।

সকলে। (নীরব হইয়া রোদন)

বিরা। বক্তিয়ার, আমার অর্দ্ধাঙ্গ হরিপ্রসাদ ও আনন্দময় রইলেম, ইহাঁদিগকে মিত্র তুল্য জ্ঞান করও।

বক্তি। অন্যথা হইবে না।

বিরা। জননি জন্ম ভূমি, বিদায় হলেম। যদি পুনর্ব্বার জন্ম হয় যেন তোমারই সন্তান হই, কিন্তু তখন যেন তোমার অধীনতা পাশ মোচন হয়। মা, বিদায় হলেম। (মৃত্যু)।

মহে। জীবনে আর কাজ নাই। মা গঙ্গা পাতকীকে নেও। (বেগে গমন ও ঝম্পপ্রদান।)

হরি। হা বিরাট, বিরাট, বিরাট! (মৃতশরীর গাঢ় আলিঙ্গন)

সচরাচর যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায় এখানি তাহার অনেক উচ্চতরের হইয়াছে। কেবল গল্পটী মনোহর রূপে সাজান হইয়াছে এরূপ নয়, রচনাও মনোহারিণী হইয়াছে। নচেৎ ক্রমশঃ এ দিগের সম্বাদ বার্ত্তাগুলি অভিস্পন্দন হইয়াছে।

৪। প্রভাত সমীর (৫) এখানি দৈনিক সমাচারপত্র। বাঙ্গলা ভাষায় যে কয় খানি দৈনিক সম্বাদ পত্র আছে, এখানি তাহার সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা সম্পূর্ণাবয়ব হয় নাই। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক বাকি আছে। পত্রিকার ধরণ দেখিয়া আমাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে, সম্পাদক যদি উৎসাহ পান, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিবে।

বিবিধ সংবাদ।

২০ এ মাঘ সোমবার।

গত নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ ভারত হইতে ৮১৯১৩ টাকা মূল্যের ৫৩১২ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে আসামে বিলক্ষণ বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হইয়াছে, শ্রীহট্টের মধ্য বিভাগে শিলা দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। গোয়াল পাড়ায় সরিষার বড় ক্ষতি করিয়াছে।

ডফ্লা যুদ্ধের এক প্রকার শেষ হইয়াছে, একজন ভিন্ন আর তাবৎ বন্দীকে মুক্ত করা হইয়াছে। ডফ্লারা তাহাদের নিকট হইতে মহিষাদি যে সকল লইয়াছিল সন্ধির দণ্ড স্বরূপ সে গুলিও ফিরাইয়া দিয়াছে। সৈন্য ও আফিসরেরা এক্ষণে প্রত্যাগমনের উদ্যোগে আছেন।

লক্ষ্ণৌএ একটী সামাজিক বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। আপাততঃ চাঁদা দ্বারা ৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রাদি ক্রয় করা হইবে।

বরোদার বণিকগণ এবং ব্যবসায়ীরা ২৬এ জানুয়ারি কর্ণেল পেলির নিকট সাক্ষাৎ করেন। কর্ণেল পেলি বলিয়াছেন, পুলিস কিম্বা সৈনিক দ্বারা আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। বরোদার রাজ্য সমুদায় হিসাব পত্র পরিষ্কার করিবার ভার লইয়াছেন। কর্ণেল পেলি বলেন যখন তিনি

(৫) কলিকাতা রীডন প্রেসে মুদ্রিত।

কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন ট্রেজরিতে ২ দুই সহস্র টাকা ছিল মাত্র। কিন্তু এক্ষণে ৫৫ লক্ষেরও অধিক টাকা বাহির হইয়াছে। কর্ণেল পেলি বলিলেন গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্য গ্রহণ করিবেন এ আশঙ্কা নাই। সর্দ্দারেরা অসন্তুষ্ট নন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কর্ণেল পেলির কথায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

গবর্ণমেণ্ট টঙ্কের নবাবের নিকট হইতে রাজস্ব ও পুলিষের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডেরাইস্মাইল খাঁর ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরেরা এই সকল কার্য্য চালাইবেন।

আমীর আফজুল খাঁর পুত্র সর্দ্দার আব দুল রহমন খাঁকে রুশীয়া মাসিক একশত টাকা দিতেছেন। ইনি এক্ষণে সমরখন্দে রহিয়াছেন। রুশীয়ার কি ধর্ম্মার্থে এই পেন্সন দান? না কোন নিগূঢ় গুরুতর ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে?

মান্দ্রাজের গবর্ণর দরবার সহিত পর্ব্বত গমনের উদ্যোগে আছেন। পর্ব্বতের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে আজিও শীতের অবসান হয় নাই ইহার মধ্যেই টান ধরিয়াছে।

পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন যে ভারতবর্ষে মনি অডর বাহির করিলেন, সে মনি অডরের টাকা সিংহলেও পাওয়া যাইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় মিরটে বৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন। ঝাঁসিতে ও আগ্রায় কোয়াসায় অরহর ও মটরের অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছে। বেরিলিতে দুই এক পশলা বৃষ্টি হইলে বিলক্ষণ উপকার হয়।

এক্ষণে চিহ্নিত কর্ম্মচারিরা যে সকল পদ অধিকার করিয়া আছেন উহার কয়েকটী উপযুক্ত এদেশীয়দিগকে দিবার জন্য একটী আইন করা হয় এই বলিয়া গবর্ণর জেনরল ষ্টেটসেক্রেটারিকে পত্র লিখিয়াছেন। অনেক দিন অবধি এ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক তরঙ্গ উঠিতেছে এবং বালির বাঁধের ন্যায় উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, মফস্বলের আদালতে বিশেষতঃ ফৌজদারী আদালতে প্রায়ই অবিচার ঘটিয়া থাকে, ইহার নিবারণার্থ হাইকোর্টের জজেরা মধ্যে মধ্যে সার্কিট কোর্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন। হাইকোর্টের একজন জজ ঐ কোর্টের সভাপতি হইবেন।

বেঙ্গল টাইমস কাছাড় হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, এ বৎসর লুসাইরা আবার উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় দুই হাজার লুসাই মণিপুর ষ্টেট আক্রমণ করিয়াছে। মণিপুরের পোলিটিকাল এজেণ্ট ব্রাউন সাহেব সিলচরে গিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে মণিপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত ২৬ এ জানুয়ারি বোম্বাইয়ে পোর্ট কানিঙ কোম্পানির অংশিদারদিগের এক সভা হইয়া ধরমসাই পঞ্জাভাই কোম্পানিকে ইহার সেক্রেটারি ধনাধ্যক্ষ ও এজেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। সভাপতি বলেন কোম্পানির চাউলের কল উঠাইয়া পাটের কল করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহাতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; কোম্পানি চাউলের কলই রাখুন আর পাটের কলই করুন কাজের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে লাভবান হইতে পারিবেন না।

এম কার্ভিলাও ডিলেসেপস লিখিয়াছেন, ২০ বৎসর পূর্ব্বে সুয়েজ যোজকে প্রায় বারি বর্ষণ হইত না, সুয়েজ খাল হওয়া অবধি তথায় বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। এমন কি তত্রত্য গৃহাদি টাইল দিয়া রীতিমত আচ্ছাদিত করিতে হইতেছে। খাল হওয়া অবধি উক্ত স্থানের দৈনিক এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৪ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬২ জন উত্তীর্ণ হয়। বাইসচান্সেলর এত অধিক ছাত্র অনুত্তীর্ণ হইবার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, প্রবেশিকা পরীক্ষাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশ করিবার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এজন্য লোকে ভাল রূপে প্রস্তুত না হইয়াই পরীক্ষা দেয়, দৈবাৎ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য লাভ, না পারিলে পুনরায় পরীক্ষা দেয়। যদি এরূপ হয় প্রথম আর্টের পরীক্ষা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট করিলেই হইতে পারে।

সম্প্রতি রুশীয়ার যে জরিপ হইয়াছে তাহাতে জানা যায় রুশীয়া রাজ্য ৪০০২২৭ বর্গ মাইল বিস্তৃত, পৃথিবীর যে পরিমাণ স্থানে মানুষের বাস আছে ইহা তাহার ষষ্ঠাংশ হইবে।

২১ এ মাঘ মঙ্গলবার।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন প্রতিবৎসর ঢাকা হইতে তের লক্ষ আটাত্তর হাজার গরুর চামড়া রপ্তানী হইয়া থাকে। এই কথা লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন "অনেক সময়ে ধূর্ত্ত সংগ্রাহকেরা বিষ খাওয়াইয়া গোবধ পূর্ব্বক চামড়া উঠাইয়া লয়।" আমরা অনেকদিন অবধি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এই অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি। এটী সত্য কি না তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু হিতৈষিণীতে লিখিত হইয়াছে "ঢাকা বাঙ্গালা বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাস ঢাকা পোগস স্কুলের যে ছাত্র আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত স্কুলের প্রথম হইবে, তাহাকে একটী স্বর্ণপদক (মেডেল) এবং যে ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় হইবে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক প্রদান করিবেন।"

গুইকুমারের ভূতপূর্ব্ব প্রাইবেট সেক্রেটারি দামোদর পন্থ (এক্ষণে ইনি রেসিডেন্সিতে বন্দী আছেন) স্বীকার করিয়াছেন যে বিষপান করাইবার বিষয়ে তিনি লিপ্ত আছেন।

রবিবার সন্ধ্যাকালে সার জঙ বাহাদুর ঘোড়া হইতে পড়িয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবার লাডকে ২৬০০০০০ টাকার বাণিজ্য হইয়াছে। এত টাকার বাণিজ্য এখানে আর কখন হয় নাই।

পুনার মিউনিসিপালিটী উক্ত নগরে কলের জল আনিবার জন্য ২৩১২১১ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিতেছেন।

২২ এ মাঘ বুধবার।

সার রিচার্ড মীড ১০ ই ফেব্রুয়ারি বাঙ্গেলোর হইতে বরদা যাত্রা করিবেন।

সার জঙ্গ বাহাদুর ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

ডাক্তার ডবলিউ বরমন সাহেব আপাততঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সার রিচার্ড টেম্পল মার্চ্চ মাসের ১০।১৫ ই তথায় গমন করিবেন। টেম্পল সাহেব এবার কিছু অধিক দিন তথায় থাকিবেন।

নদীয়া বিভাগের চুঢ়ী থানার লোকে এই বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে যে তাহাদের হৈমন্তিক শস্য জলপ্লাবনে এবং রবিশস্য সকল শিলা বর্ষণে নষ্ট হইয়াছে। উহাদের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক জন আসিষ্টাণ্টকে পাঠান হইয়াছে।

সেদিন লক্ষ্ণৌএর তিন ক্রোশ দূরে গাজীপুর রাস্তায় একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা চারি খানি গাড়ি আটক করিয়া আরোহীদিগের অর্থাদি লুণ্ঠন ও তাহাদের যার পর নাই দুরবস্থা করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুলিষ চৌকীর অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে, এবং ডাকাইতেরা অভীষ্ট সাধন করিয়া চলিয়া গেলে পর পুলিসের দর্শন পাওয়া যায়। হাঙ্গামের সময় পুলিষকে পাওয়া প্রায় কোথায়ও ঘটে না। গোলমাল চুকিয়া গেলে পুলিষ আসিয়া ভদ্র লোক ধরিয়া বীরত্ব প্রকাশ করেন।

ডুলা কামিসনর কর্ণাক সাহেব মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতনে বারাণসীর অহিফেন এজেণ্ট হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে ইংলিসম্যান বলিয়াছিলেন, রবার্টস সাহেবকে আগামী [illegible] র জন্য কলিকাতায় শেরিফ করা হইয়াছে কিন্তু ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, রবার্টস সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত বা মনোনীত কিছুই হন নাই।

হুতোম যে বলিয়া গিয়াছেন কলিকাতা আজব সহর, তাহা অযথার্থ নয়। কলিকাতায় সম্প্রতি এক নূতনবিধ বাণিজ্য দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় একটী কোম্পানি ইংরাজ মহলে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহারা যত আবশ্যক উত্তম চুতা দিতে পারেন। এই নূতন পণ্য জাহাজে করিয়া পাঠাইতে হইলে কি আমদানী রপ্তানী শুল্ক লাগিবে?

২৩ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত কল্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

দেশীরাণের ঘাট হইতে কাশীপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে যে নূতন রাস্তা হইতেছে উহার কিয়দংশ নির্ম্মাণার্থ লেপ্টেনণ্ট গবর্নর পোর্ট কমিশনরদিগকে ৬১ হাজার টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

১৮৭৫ অব্দের ১ লা জানুয়ারিতে গ্রেট ব্রিটেনে ১৩৭ খানি প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৯৯, স্কটলণ্ডে ১৫ এবং আয়ারলণ্ডে ১৮ খান প্রচারিত হয়।

অদ্য অপরাহ্ণে গবর্নর জেনরল ত্রিবাঙ্কুরের রাজার গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক দরবার করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিবেন।

বাঙ্গালা দেশীয় দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের জন্য মান্দ্রাজে ১২৭১২৩ টাকা সংগৃহীত হয়। ইহার মধ্যে কলিকাতায় ১০৫০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল, অন্যান্য ব্যয় বাদে কমিটীর হস্তে এক্ষণে উদ্বৃত্ত ২১৩৭৭ টাকা আছে।

বঙ্গদেশে এক্ষণে কাপড় বুনিবার যেরূপ কল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে মাসে এক কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে কলিকাতা ছোট আদালতের কর্ম্মচারি সংখ্যা এইরূপ লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ান ১৪, হিন্দু ১০০, এবং মুসলমান ৪৬।

সম্প্রতি হাইকোর্টে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ কালে এক ব্যক্তি এক জন আফিসারের নিকট হইতে টাকায় ১৬ সের দরে চাউল ক্রয় করেন, এই কথা থাকে তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি [illegible] বিক্রয় করিবেন, কিন্তু তিনি তাহা [illegible] টাকায় ১২ সের বিক্রয় করেন। পেনাল কোডের ৪২০ ধারানুসারে তাঁহার নামে প্রতারণা অপরাধ অভিযোগ উপস্থিত হইলে, হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই বলিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে ইহা দ্বারা কাহারও অন্যায় লাভ বা কাহারও অন্যায় ক্ষতি কিছুই হয় নাই। অতএব ইহা দোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশে যে উত্তম মেহগ্নি বৃক্ষ জন্মিতে পারে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইয়াছে। ডাক্তার কিং বলেন, ১৮[illegible] বর্ষাকালে রামনপুকুরে মেহগানির বীজ যে রোপণ করা হয়, গত বর্ষ [illegible] তাহার উত্তমরূপ বৃদ্ধি হইতেছে। এ দেশে মেহগানির উন্নতি যাহাতে হয় লেপ্টেনণ্ট গবর্নরের সে বিষয়ে বিলক্ষণ চেষ্টা আছে।

পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবে শস্যের মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে।

আলাহাবাদে এক ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, কিন্তু ক্রমাগত এমোনিয়া ব্রাণ্ডি এবং শরীর সঞ্চালন দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করা হইয়াছে।

আজ কাল দিনাজপুর ও [illegible] দুর্ভিক্ষ কার্য্যে [illegible] পুরুষ স্ত্রীলোক ও বালককে নিযুক্ত করা হয়।

বম্বের বর্ত্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে কতক গুলি সংবাদপত্রে এই জনরব তুলিয়া দিয়াছে, আগামী এপ্রেল মাসে [illegible] ব্রিটিশ অধিকার ব্যাপী এক ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। বোম্বাইয়ে এ জনরব বিলক্ষণ [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক জন দুষ্ট লোক স্থানে স্থানে এই জনরব ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে।

ব্রহ্মদেশে একজন যুবক [illegible] একটী যুবতীকে চুম্বন করাতে তাহার টাকা জরিমানা দিতে হয়। [illegible] এক সময়ে [illegible] টাকা দেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সার লুইস পেলি গবর্ণর জেনরলের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, যে ব্রিটিশ শিবিরে থাকিতে গুইকুমারের যদি অসুবিধা হয়, তিনি তাঁহার মনোমত কোন স্থানে থাকিতে পারেন। গুইকুমার ভদমু সাহে মতিসবা নামক তাঁহার বাটীতে থাকিবার অভিলাষ করিয়াছেন। তিনি অদ্য হইতে উক্ত বাটীতে থাকিবেন।

আগামী কল্য গ্রাণ্ট ডফ সাহেব গ্রেট-ন্যাশনাল থিএটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন।

গত বুধবার কেশব বাবুর বাটীতে বহু সংখ্যা সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। গ্রাণ্ট ডফ, অনারেবল সার উইলিয়ম মিউর জষ্টিস ফিয়ার প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় এবং বেতিয়ার রাজকুমার রায় রাজেন্দ্র ম ল্লক বাহাদুর রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মৌলা বক্স সঙ্গীত ও বীণা এবং জল তরঙ্গ বাদন দ্বারা সকলের চিত্ত রঞ্জন করেন।

আফিসরদিগের নিতান্ত অধীন অবস্থার দর্শনে গবর্ণর জেনরল এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, যখন কোন আফিসর মুখেই হউক, কিম্বা লিখিয়াই হউক কোন বিষয় কোন দেশীয় শাসনকর্ত্তার গোচর করিবেন, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাহা গবর্ণর জেনরলের বিবেচনার্থ প্রেরণ করেন।

ইংলিসম্যান বলেন, জলন্ধরের কমিশনর এবং পঞ্জাবের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি জজ মেলভিল সাহেব বরদা কমিশনের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন। প্রতিদিনই প্রায় উক্ত কমিশন এক এক জন সভ্য নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার কিছুই এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তি উক্ত কমিশনের সভ্য হইবেন ইংলণ্ড হইতে আজিও তাহার কোন সংবাদ আইসে নাই। ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিলে তবে এ বিষয় যাহা হয় স্থির হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে কিছু কড়া শাসনকর্ত্তা বলিয়া পিয়নিয়র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন, মিরটের কোন আফিসর লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বুলন্দেশ্বরে গমন করেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কিরূপে আসিলেন, তিনি বলিলেন বিদায় না লইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিলেন তিনি যত শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে পারেন ততই ভাল, কারণ তাঁহার যত দিন বিলম্ব হইবে তত দিনের জন্য তাঁহার বেতন কর্ত্তন করা হইবে। উক্ত পত্র বলেন এটী কিছু অধিক কড়াকড়ি হইয়াছে, উক্ত সম্পাদকের মতে কি আফিসরদিগকে কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতে দিলেই ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ পায়?

জানুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষে অযোধ্যা হইতে ১৯৬৫১৭ মণ শস্য বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ৩৯০২৪ মণ শস্য (ইহার অধিকাংশ চাউল) আমদানী হইয়াছে।

বরদা রাজ্য গ্রহণ না করাতে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া পুন র লোকেরা গবর্ণর জেনরলকে যে এক অভিনন্দন দেন, করাচিতে সেইরূপ একটী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইতেছে।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সহিত তাঁহার বালীগঞ্জস্থ বাটীতে সাক্ষাৎ করেন। রাজার দেওয়ান শাষিয়া শাস্ত্রী গবর্ণর জেনরলকে লইয়া যান।

নদীয়ার লোকেরা কৃষ্ণ নগর কালেজের প্রিন্সিপাল লেথব্রিজ সাহেবকে তথায় রাখিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে যে অনুরোধ করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। লেথব্রিজ সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজেই রহিলেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন সর্দ্দার যকুব খাঁকে একণে বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করা হইতেছে কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। তাঁহার মাতাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইতেছে না। উক্ত সংবাদদাতা ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, যাকুবের শ্বশুর খাঁ আকা ১২ হাজার টর্কোমান লইয়া আমিরের বিপক্ষস্থ সৈন্য গণকে পরাভব করেন, শত শত সৈন্য হত ও একজন সেনাপতি হত হন। আমীরের একদল সৈন্য খাঁ আকার সহিত যোগ দেয়। অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করে। শুনা যাইতেছে খাঁ আকার অধীনে একণে ১৮ হাজার সওয়ার ও বহু সংখ্য পদাতিক সৈন্য রহিয়াছে। খাঁ আকার এত সৈন্য সংখ্যা শুনিয়া আমীরের সৈন্যগণ হতাশ্বাস হইতেছে। খাঁ আকার ঐ সকল সৈন্য কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহারা আমীরের সৈন্য গণকে হিরাটে প্রবেশ করিতে দিবে না। এবং তাহারা যাকুবের মুক্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মাদ্রাজ যাইবার সময় কোচিনের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কোচিন আর্গস বলেন, দুই রাজা কিছুক্ষণ পরস্পর কথোপকথন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে প্রবেশ করেন, এই গৃহে তাঁহারা প্রায় এক ঘণ্টাকাল থাকেন, তথায় অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতে কি কোচিন আর্গসের শঙ্কা হইয়াছে? এ বিষম বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজের মেডিকাল কালেজে স্ত্রীলোক সকল অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করিতেছে। একটী ছাত্রী বিলক্ষণ উন্নতি লাভও করিয়াছে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ছাত্রীরা উপাধি লাভের চেষ্টা পায় তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের নিকট হইতে আপাততঃ বেতন গ্রহণ করা হইবে না। ইহারা অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত লেকচর শুনিতে পাইবে, কেবল ধাত্রী বিদ্যা শস্ত্র চিকিৎসা এবং শারীর তত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে লেকচর শুনিবার জন্য ইহাদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আয়ুব খাঁ সাগাসনের জিলকে কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পত্তি সকল ক্রোক করিয়াছেন। সীস্তানের হাকিম আযর খাঁকে লিখিয়াছেন আবশ্যক হইলে তিনি সীস্তানের ট্রেজারি হইতে যত ইচ্ছা টাকা লইতে পারেন। আযব খাঁ এক বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইয়াছেন, যাঁহারা দোস্তমহম্মদের নিকট পেন্সনাদি পাইতেন, এক্ষণে আমীর সিয়ার আলী তাঁহাদিগের সেই পেন্সন বন্ধ করিয়াছেন। তিনি

তাঁহাদের সেই সকল বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। আয়ুব খাঁ ৩০০০ সওয়ার এবং কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য করাতে পাঠাইয়াছেন, এবং কান্দাহারের হাকিম সর্দার আলি খাঁও কতকগুলি সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আমাদের কোন সহযোগী বলেন, গুইকুমারের বিচারার্থ যে কমিশন বসিবে, যদি তাঁহার দোষ প্রমাণ হয় উঁহারা তাঁহার দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে কেবল তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন মাত্র। বোম্বাই গেজেট বলেন, যে কোর্ট কোন ব্যক্তির বিচার করিতে সক্ষম সে কোর্ট তাহার দণ্ড বিধানে সক্ষম না হইবেন কেন?

গত জানুয়ারি মাসে ২ ৯৭৩ জন ভারতবর্ষীয় চিত্র শালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। এদেশীয়ের মধ্যে ১৬০০৬ পুরুষ ও ৩১২৮ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৮১২ পুরুষ ও ৫২৮ স্ত্রীলোক গমন করেন। প্রাত্যহিক দর্শকের সংখ্যা গড়ে ৮০৬ হইয়াছিল।

গত শুক্রবার রাত্রিতে মুন্সী আমীর আলী খাঁ বাহাদুর তাঁহার বাটীতে ইয়ারখন্দের রাজদূতকে মহাসমারোহে এক ভোজ দিয়াছেন।

২৩ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০১৭৩০ টাকা আয় হয় গত বৎসর ঐ সময় ৬৬৮৭২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ১৬৬৯৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বল পুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৪৮৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৩৮৪৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ৩১৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

২৪ এ মাঘ শুক্রবার।

বঙ্গবন্ধু বলেন "গোয়ালন্দ ষ্টেষণ উঠিয়া যাওয়াই নিশ্চয় হইয়াছে। আগামী বর্ষার আগমন হইতে না হইতেই রেলওয়ে কোম্পানি গোয়ালন্দ হইতে তাঁহাদের ষ্টেষণ তুলিয়া নিতে যত্নবান হইয়াছেন। ষ্টেষণ উঠাইয়া ফরিদপুরের পাচুরিয়া নামক স্থানে স্থাপিত হইবে।"

সত্য প্রকাশে লিখিত দৃষ্ট হইল "এক মুসলমান ও এক বেশ্যা একটী বালিকাকে বেশ্যা বৃত্তি করাইবার উদ্দেশে বিক্রয় করাতে হাইকোর্টের সেসনে উভয়ের এক বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।"

গুইকুমারের প্রার্থনানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ২৩ এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁহার বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবে না।

বীজন গ্রামের রাজা ২রা ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

জয়পুরের রাজা বরদা কমিশনের অন্যতর সভ্য হইবেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, খাজে আশানুল্লা ৯ লক্ষ টাকায় মরেল গঞ্জ ষ্টেটটী ক্রয় করিয়াছেন।

অনরেবল আশলি ইডেন সাহেব গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার একজন অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন। গত কল্য তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এক খানি ফরাসী সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, প্রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জর্ম্মণিকে যে টাকা দিতে হয় তাহা এবং যুদ্ধের অন্যান্য ব্যয় সমুদায় ধরিলে ৩৭২০০০০০০০ টাকা হয়।

কাপ্তেন বটলার থসিয়া পর্ব্বতে জরিপ করিতে যাওয়াতে নাগাদের সহিত তাহার একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজদের দুই জন আহত এবং নাগাদের ১৮ জন হত হইয়াছে। কাপ্তেন বটলার উহাদের কুটীরে আগুন দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

২৫ মাঘ শনিবার।

ভারত সংস্কারকে লিখিত হইয়াছে "লক্ষ্মীকান্ত পুরের জমীদার বাবু শ্যামাচরণ পুতিতুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে পল্টন সিং নামে একজন হিন্দুস্থানী ৪০ বৎসর কাল দ্বার রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। শুনা যায় উক্ত দ্বারবান অনেক কায়ক্লেশে প্রায় ৪০। ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। পল্টনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকারী ছিল না। সেই ভ্রাতুষ্পুত্রটী উহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত এবং উপস্থিত ঘটনার পূর্ব্বে কাল গ্রাসে পতিত হয়। পল্টন এই ভ্রাতুষ্পুত্রের আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদেশস্থ যাবতীয় হিন্দুস্থানীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র করে, কিন্তু যৎপরোনাস্তি রূপণ স্বভাব বশতঃ উক্ত নিমন্ত্রিত গণের জন্য অতি যৎসামান্য ভোজের আয়োজন করে। এই জাতীয় হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন, তাহারা মধ্যে মধ্যে স্বজাতীয়দিগকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে। কিন্তু পল্টন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র হইয়াও এ পর্য্যন্ত একবারও স্বজাতীয়দিগের সম্মান রক্ষা করে নাই। তাহাতে অপরাপর হিন্দুস্থানী তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল। বর্ত্তমান ক্রিয়া উপলক্ষে হিন্দুস্থানী মাত্রেই আশা করিয়াছিল যে পল্টনের যখন এই প্রথম ও শেষ কার্য্য এবং যখন সে কার্য্যটী তাহার এক মাত্র উত্তরাধিকারীর উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন সে আপনার অর্থ সঙ্গতির অনুরূপ আয়োজন করিবে।

কিন্তু তাহারা স্বচক্ষে পল্টনের ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে যথোচিত ভৎসনা করত ভোজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সক্রোধে প্রস্থান করিল। তদনন্তর লক্ষ্মীকান্তপুরের অতি নিকটে ঘাটেশ্বরা নামক গ্রামে সকলে একত্র হইয়া পল্টনের আচরণের যথোচিত প্রতিবিধান করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে বিগত পৌষ সংক্রান্তির রাত্রে ২৫।৩০ জন হিন্দুস্থানী একত্র হইয়া লক্ষ্মীকান্তপুরে উপনীত হইল। তখন রাত্র ১ টা। পল্টন সিংহের পরিচিত একজন দ্বারবান্, পুতিতুণ্ডদিগের সদর বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া পল্টন সিংহের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং বলিল যে "শ্যাম বাবুর নামে একখানি জরুরি চিঠি আছে।" পল্টন সিং বলিল শ্যাম বাবু বাটী নাই। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল যে "তবে দ্বার খুলিয়া চিঠি লও।" পল্টন সিং দ্বারের অঙ্গস্থিত ক্ষুদ্র দ্বার খুলিবা মাত্র [illegible] ও তৎসঙ্গে আর ৫।৬ জন দেউড়ির মধ্যে

আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। পল্টন সিং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এত লোক কেন?" তাহাতে তাহারা কিছু না বলিয়া সদর দ্বারের কবাট মুক্ত করিয়া দিলে সমস্ত দল দেউড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং পল্টনকে উলঙ্গ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখ ও গলদেশ বন্ধন করিতে লাগিল; পল্টন ইত্যবসরে দেউড়ীর অন্য দুইজন হিন্দুস্থানীকে তরবারি বাহির করিতে বলিবার অবকাশ মাত্র পাইয়াছিল। দস্যুরা পল্টনের গলদেশের বস্ত্র সজোরে এরূপ কসিতে লাগিল যে পল্টন শীঘ্র অবাক ও অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পরে তাহারা পল্টনকে মৃতপ্রায় দেখিয়া সন্নিহিত একটী বাগানের ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং আর দুইজনকেও তৎক্ষণাৎ প্রায় তদবস্থাপন্ন করিয়া ফেলিল। এই কার্য্য গুলি এরূপ নিঃশব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল যে দেউড়ীর অব্যবহিত পার্শ্বস্থিত বৈঠকখানার লোকেরাও ঘটনার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে নাই। দেউড়ীর এক পার্শ্বে কয়েকটী আম্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত সামান্য সিন্দুকে পল্টনের সম্পত্তি থাকিত, দস্যুগণ উহার কয়েকটী সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া একটী সিন্দুক হইতে নগদ ২০,০০০ কুড়ি হাজার টাকার কয়েকটী তোড়া লইয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্ম স্থানে প্রস্থান করিল। উহার একটী সিন্দুকের মধ্যে দুইটী বাক্স বন্দুক গুলিতে পূর্ণ ছিল, দস্যুগণ ধরা পড়িবার ভয়ে তাহা না লইয়া সন্নিহিত একটী ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যায়।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি। সম্রাট আলফন্সো সিংহাসন প্রাপ্তির সংবাদ লইয়া যে রাজদূত মহল ইংলণ্ডে আসিয়া আসিয়াছেন ও অন্য সমস্ত দূত ... সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারি যে মেইল কলিকাতা হইতে ... মাস উহা অদ্য লণ্ডনে পঁহুছিয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪,০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

রুশীয়ার মহতী সভায় ইংলণ্ড যে নিমন্ত্রিত হন, ইংলণ্ড সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।

বৃহস্পতিবার লিবরাল দলের যে অধিবেশন হইবে জন ব্রাইট তাহার সভাপতি হইবেন।

সার উইলিয়ম ষ্টারলিং মেক্সেলের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি—এক্ষণে ইংলণ্ডের বাজারে ডিস্কাউণ্টের হার সাধারণতঃ শতকরা ৩ টাকা।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে কালের জন্য ৬১৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি—সাণ্টোণ্ডার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আলফন্সের সৈন্যগণের সহিত কার্লিষ্টদিগের পিলা নামক স্থানে একটী যুদ্ধ ঘটনা হয়। ইহাতে কার্লিষ্টরা পরাভূত হয়।

পাম্পিলুনা নামক স্থান শত্রু হস্ত মুক্ত হইয়াছে। সৈন্যগণ জয়োল্লাসে অগ্রসর হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ জানুয়ারি। ডবলিউ এস ওয়েলস কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এফ ওয়ার্ডর কিছুদিনের জন্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এল বি, বি রিকিড কিছুদিনের জন্য মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

টি, ব লেনসাহেব বোর্ড অব রেভিনিউর ... রাজস্ব বিভাগের এবং এচ, জে রেণল্‌ডস আফিমের ও আবকারী মহলের বিভাগের সেক্রেটারি হইলেন।

মুর্শিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, এস, জেমস সাহাবাদে বদলী হইলেন।

এ, উইকস কিছুদিনের জন্য হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

... জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ ম্যাকমুলেন টেক্সো বর্দ্ধমানে বদল হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ পুনরায় ত্রিহুতের একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

দারজিলিঙ তেরাইর তহসিলদার বাবু চন্দ্র ভুষণ চক্রবর্ত্তী ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু যদুনাথ সরকার কিছুদিনের জন্য বিহারে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. ভি কে সাহেব নদীয়ার সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

পূর্ণিয়ার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ ডি বাটলসর উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের পুলিসের ভার পাইলেন।

পূর্ব্ব ত্রিহুতের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এস জে, ফিলবি উক্ত বিভাগের পুলিসের ভার পাইলেন।

২৮ এ জানুয়ারি। স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু যাবকানাথ দত্ত বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

এ, ডবলিউ ক্রফট বেহার বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইলেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল লেথব্রিজ সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষা কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

—০—

সংবাদদাতার পত্র।

বর্দ্ধমানের পত্র।

১। আমাদিগের রাজাধিরাজ মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর গত কল্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কালনা হইতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ রীতিমত আগমনী তোপধ্বনি হইয়াছিল। অদ্য সমারোহ পূর্ব্বক দরবার হইবে।

২। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে অত্রস্থ সুযোগ্য নব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান রাজ সমাজের ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনার্থ কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদিগের যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র।

৩। গত ১০ ই মাঘের প্রচারকায় লিখিত হইয়াছে যে "বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সাহেবগঞ্জ থানার অধীন পকুই গ্রামের তালুকদার প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করায় প্রজাগণ জ্বালাতন হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিচারে সেদিন তালুকদার বর্দ্ধমানের

ফৌজদারী আদালত হইতে দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ পাইয়াছেন, সম্পাদক এসংবাদটী কোথায় পাইলেন? বাস্তবিক তাহা নহে তালুকদারের দুইশত টাকার মোচলকা লইবার আদেশ হইয়াছে। আইনমতে অর্থ দণ্ড ও মোচলকার অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সম্পাদকের সে জ্ঞান নাই। প্রচারিকা স্থানীয় সংবাদ পত্রিকা, অত্রত্য বিচারপতিগণ তাহ দেখিয়া থাকেন। সংপ্রতি উক্ত তালুকদারের আর একটী মোকদ্দমা আছে, হয় ত অর্থদণ্ড শব্দ লেখার দরুন তালুকদারকে অন্য এক বিচারপতির নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। শব্দটী শুনিতে ক্ষুদ্র কিন্তু ফলটী ভয়ানক!!

৪। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ "লিগাল মেম্বর" শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেন মহোদয় গত ৮ ই মাঘ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতিশয় পরোপকারী, ও কার্য্য দক্ষ লোক ছিলেন, মহারাজ অযোগ্য পাত্রে লিগাল মেম্বরের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া মৃত মহাত্মার আসনের অবমাননা না করেন ইহাই আমাদিগের অনুরোধ।

বীরভূমের সংবাদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূমে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ফল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও অতি প্রীতিকর। প্রধান শিক্ষক শিববাবু একজন বিচক্ষণ শিক্ষক। যে অবধি তাঁহার হস্তে এ স্কুলের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, সেই অবধি স্কুলটী উন্নতির দিকে দৌড়িতেছে। তাঁহার তুল্য শ্রমশীল কার্য্যদক্ষ শিক্ষক অতি অল্প দেখিয়াছি। এবারে বীরভূমের অধিবাসীদের তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। আমরা প্রায় বীরভূমের জজ সাহেবকে মধ্যে মধ্যে পীড়িত হইতে শুনিতে পাই। এমন অবস্থায় অর্থি প্রত্যর্থিদের অসুবিধা হইয়া থাকে কি না সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া লউন। এস্থলে বক্তব্য সুবাডিনেট জজ এ জেলায় নাই।

৩। বনয়ারী গঞ্জে একটী মেলা হইয়া থাকে এ মেলার কার্য্য প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হয়। এক সপ্তাহের অধিক কাল ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যে ব্যয় হয়, তাহা বনয়ারী আবাদ রাজসংসার বহন করিয়া থাকে। ইহার উন্নতির দিকে কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবুর বিশেষ মনোযোগ হইয়াছে। এ বৎসর এ মেলার কার্য্য অতি সমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। এ উপলক্ষে তথায় একটী সভা হয়। এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হন। বনয়ারী আবাদের মহারাজ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বহুবিধ বক্তৃতা হইয়া যায়। মেলার উন্নতি করিতে গেলে যাহা যাহা আবশ্যক হয় তৎ সমুদায়ই অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার বিশেষ বৃত্তান্ত বারান্তরে দিবার মানস রহিল। তবে এ কার্য্যের জন্য ভগবান বাবুকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ অদ্য না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। বনয়ারীগঞ্জ কাটোয়ার অতি সন্নিহিত। বনয়ারী আবাদের মহারাজার এলাকাধীন।

২০ এ মাঘ
১২৮১।

উদ্ধৃত।

ঠাকুর বাড়ীর দ্বার রোধ।

(এডুকেশন গেজেট)

একটী শুভ সমাচার এই, ইংলণ্ডের ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন লর্ড সালিসবরির নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে, পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চপদ দিতে হইলে তাহাদের ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন না রাখিয়া ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষকেই এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতেই ভারতবর্ষের লোকদিগকে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত সামর্থ্যসম্পন্ন ভারতবর্ষীয়েরা নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের রাজকার্য্য সকল প্রাপ্ত হয়, ইহা যখন মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, তখন মাঝ খানে এক বিলাত গমনরূপ আটক দিয়া সে অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত করা হয় কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভারও ঐরূপ আবেদনের ভাব এই, এতদ্দেশীয়দিগকে সেই সকল কর্ম্ম দিতে হইবে, অথচ তাহাদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও ব্যয় করান তাহাদের পক্ষে দণ্ডমাত্র।

"ঠাকুর বাড়ীর দ্বার রোধ" প্রস্তাবের শীর্ষদেশে এই পংক্তিটী স্থাপন করিবার তাৎপর্য্য, এই—আমাদের বঙ্গদেশের স্থলবিশেষে এই এক প্রথা প্রচলিত আছে যে, ঠাকুরের দোল যাত্রার দিনে ঠাকুর দোলমঞ্চ হইতে নামিয়া স্বীয় আবাসগৃহে আসিবার সময়ে কতকগুলি লোকে ঠাকুর বাড়ীর দ্বারদেশ আটকাইয়া থাকে। ঠাকুরকে সেই বাধা ভেদ করিয়া বাটী প্রবেশ করিতে হয়। অর্থাৎ কতকগুলি লোক দ্বার আটক করে, আর কতকগুলি লোক তাহা ভেদ করিয়া ঠাকুর লইয়া বাটী প্রবেশ করে। আমাদের দেশের পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অথবা উদারাশয় ইংরাজ মহোদয়েরা আমাদের বাড়ীর কর্ম্ম আমাদিগকে দিতে চাহেন, কতকগুলি কুপুরুষ তাহাতে কুবাতাস দেন এবং দ্বার আগুলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, ঠাকুরকে প্রবেশ করিতেই হইবে।

উপরি উক্ত প্রস্তাব লইয়া বোম্বাই গেজেট বলিয়াছেন, "এতদ্দেশীয়দিগকে স্পষ্ট বলা ভাল রাধা নাচিবে না। এতদ্দেশীয়দিগকে যত্নক্রমে বড় বড় পদ দিতে থাকিলে ইংরাজদিগকে আর এ দেশে থাকিতে হয় না।" আশ্চর্য্য। মহাপুরুষ না হইলে এমন কথা বলিতে পারেন না। এতদ্দেশীয়দিগকে বড় কর্ম্ম দিলে ইংরাজদিগকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে, এরূপ ভাবা বা আগে থাকিতে এরূপ গণনা করিয়া রাখা কম ক্ষমতার কর্ম নহে। দুঃখের বিষয়, অনেক ইংরাজে এ দেশে এতদিন থাকিয়াও এ দেশের লোকের স্বভাব চরিত্র ভাব গতি অদ্যাপি ভালরূপে বুঝিতে পারিলেন না।

বোম্বাই গেজেট ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভাকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত ভারতবর্ষেই গৃহীত হওয়া আবশ্যক, তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দিগের ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিয়াছিলেন, উপরি উক্ত প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষে কখনই অসম্ভব বা বিস্ময়কর নহে।" উক্ত পত্রে আবার এ কথাও কহিয়াছেন, "যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারির উপদেশ অনুসারে ভারতবর্ষের কোন কোন সিবিল সার্বিসের নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতেই লোক নির্ব্বাচিত করিবার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতেছেন, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার বর্ত্তমান প্রস্তাবের ফল হওয়াও অসম্ভব নহে।" বোম্বাই গেজেটের সম্পাদক এ দেশের রাজকার্য্যে ইংরাজদিগের প্রাধান্য রাখিতে চাহেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। ইংরাজেরা [illegible] ইহার প্রধান্য [illegible] বর্ষীয়দিগকে কতকগুলি [illegible] সে প্রাধান্যের লোপ হইবে, [illegible] নাই। ইংরাজলোকদিগকে [illegible] চাকরী অথবা অধিকাংশ [illegible] গকে দেওয়া হয়, এমন [illegible] তবে তাঁহাদের প্রশংসনীক কিছু [illegible] ইহাদের প্রার্থনা, ও কর্ত্তৃপক্ষেরও [illegible]

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	৷৮৷৷	৷৯৷৷	৷৮৷	৷৬
বাকুড়া	৷৩৸	৷৮৸	৷৫৸	৷৫৷৷
বীরভূম	৷৬	৷৷১	৷৩৷৷	৷২৷৷
মেদিনীপুর	৷২	৷৷২	৷৪	৷২
হুগলী	/৯৷৷-১৹	৷৬৩ ৭	৷৬৪৷৬৷৷	৷৪
হাবড়া	৷২	৷৬	৷৯	৷৫৸
২৪ পরগণা	/৭৷	৷৫৷	৷৪৷৷	৷৪৷-৷৬
নদীয়া	৷৪৷৷	৷৬	৷৷৹	৷৬
যশোহর	৷৪	৷৮৷	৷৩৷/	৷৩৷/
মুরশিদাবাদ	৷২	৷৮৷৷	৷৯	৷৮
দিনাজপুর	৷৷৩	৷৷৮	৷৩৷৷	৷২৷৷
মালদহ	৷৷২৹৷৬	৷৷৮	৷৬	৷৷৹
রাজশাহী	৷৮৸-৷৯৷৶	৷৷১৷/৹৷৷২৷৷	৷৬৸৶৷৮	৷৬৹ ৷৬৷৷
রঙ্গপুর	/৯	৷৷২৷৷	৷২৶	৷২৸
বগুড়া	৷৩৷৷	৸৹	৷২৷৷	৷২
পাবনা	/৮-৷২	৷৷১	৷৫	৷৪৷
দারজিলঙ	/৪	৷২	/৮	/৭
জলপাই গুড়ি	৷৬৷	৷৷৬/	৷২	৷২
ঢাকা	৷৭	৷৷৹	৷৫	৷৪৷৷
ফরিদপুর	/৬	৷৷৹	৷১	৷২
বাখরগঞ্জ	৷৬	৷৷৹	৷৩	
ময়মনসিংহ	৷৩	৷৯৷৷	৷৩৷৷	৷২৷৷
চট্টগ্রাম	৷৫	৷৷	৷২	৷৹
নওয়াখালী	৷৪	৷৷৹		
ত্রিপুরা	৷৩	৷৷৩	৷৩	৷২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	৷২৷	৷৬		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	৷৷৹	৷৷৩৷৷	/৮৶	/৮
পাটনা	৷৪	৷৷৪	৷৷৪	৯
গয়া	৷১	৷৷৫৷৷	৷৷৹	৷৭৷৷
সাহাবাদ	৷৩৭	৷৯	৷৷১	৷৮
ত্রিহুত	৷৹	৷৷৩	৷৷৫	৷৩
সারণ	/৯	৷৷৪	৷৷৹	৷৭
চাম্পারণ	/৮	৷৷৩	৷৭	৷৪
মুঙ্গের	৷২৷৶	৷৯৷৷/	৷৷৩/	৷
ভাগলপুর	৷৷৹৶	৷৷৩৷/	৷৷১৷৶	৷৮৸৶
পূর্ণিয়া	৷৷৫	৷৷৬	৷৭	৷৷৹
সাওতাল পরগণা।	৷২	৷৷১	৷৪	৷৪
কটক	৷৮৷৶	৷৷৬৷	৷৭/	৷৯৷৷৶
পুরী	৷৭/	৷৷৬৷	৷৬৶	৷৫৸
হাজারীবাগ	৷৹	৷৷২	৷৭	৷২
লোহারডগা	৷৭	৷৷২	৷২	/৯
সিংহভূম	৷২	৷৷৮	৷৩	৷২
মানভূম	৷৪	৷৷২	৷৬	৷৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২৯ এ জানুয়ারি

নদীর নাম সর্ব্বকমতি জল।

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩	৩
নুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

সন ১৮৭৫ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২	৪

বহরমপুর ১ লা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল } টি, এইচ উইল্স সি, ই, এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সাজিহানপুর	১০
" " যোগেশ্বর রায়—চকদীঘী	১০
" " রঘুনাথ মুস্তফী—নওখালি	১০
" " মতিলাল দে—কলিকাতা	৫৷৷৹
" " কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডুমরাউন	৫৷৷৹
" " বিধুবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—খড়মা	৫৷৷৹
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর	৫৷৷৹
" " পঞ্চানন মিত্র—কলিকাতা	১০
" " সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ যাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶৹ দুই আনা তাহার পর /১৹ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৪ ঠা ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ১৫ ই ফেব্রুয়ারি।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৻ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যসত্র।

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেন রিচে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ হল নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গিলাণ্ডার্স
আরবথনট এণ্ড কোং

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৫ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এই নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ গোবর ডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

৪ঠা ফাল্গুন সোমবার।

আমরা এক খানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এই চৈত্র মাসে বঙ্গসুহৃদ (মাসিক পত্র) পুনরায় প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে এখানি একবার প্রকাশ হইয়াছিল, ৫ খণ্ড প্রকাশের পর বন্ধ হইয়া যায়। বিজ্ঞাপন প্রকাশকেরা লিখিয়াছেন এবার ইহার স্থায়িত্বের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেশের যে প্রকার ভাব দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে অল্পমূল্যের পত্রের চিরজীবন দুর্লভ হয়। এখানে ইউরোপ খণ্ডের ন্যায় অধিকসংখ্য গ্রাহক হয় না। সুতরাং ব্যয়োপযোগী আয় হয় না। পত্রের বাল্যক্রীড়া শেষ হইতে না হইতে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া অসময়ে তনুত্যাগ হয়। সন্তানের লেখাপড়া শিক্ষা ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ দ্বারা আত্মোৎকর্ষ বিধান কালেই এদেশীয়দিগের যত মিতব্যয়িতা।

হিন্দু মেলা।

আমরা গতবারে একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া এই মেলার সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। ৩০এ মাঘ ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া আজি শেষ হইবে। এ মেলাটী বাবু নবগোপাল মিত্রের দৃঢ়তর যত্নের ফল। ইহা আজিও যে নির্ব্বাণ হয় নাই, নবগোপাল বাবুর অস্খলিত অধ্যবসায়ই তাহার কারণ। ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে। আমরা প্রথম প্রথম ইহার ধরণ দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, এদেশের হরিদ্বার হরিহরছত্র ও বারুণী প্রভৃতি মেলার ন্যায় এটীও একটী উৎসব ক্ষেত্র হইল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ক্রমে ইহা আমোদক্ষেত্র না হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের দেশের বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোকেরা মেলা স্থলে বসিয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কি উপায়ে দেশের কৃষি বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুগ

একবাক্য হইয়া স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, এই চেষ্টা হইতেছে। এগুলি অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে, তাহা দূরীভূত করিয়া একতা বিধান করাই এ মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রীস দেশেও প্রাচীন কালে জাতীয় ঐক্য বিধানের উপায়ভূত এই প্রকার মেলার অনুষ্ঠান হইত। প্রাচীন গ্রীকেরাও হিন্দুদিগের ন্যায় এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন এক ভাষাভাষী ও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও পরস্পর সৌহৃদ্য বন্ধনে বদ্ধ ছিল না। পরস্পর রাজ্যভেদই উঁহাদিগের বিচ্ছেদের কারণ। কারণ গ্রীসের এক একটী নগর এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্যতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সময়ে সময়ে উঁহাদিগের সৌহার্দ্দ বন্ধনের চেষ্টা হইত। তদর্থ অলিম্পিক উৎসব প্রভৃতি সাময়িক উৎসবের বিধি হয়। হিন্দুমেলা সংস্থাপয়িতারও সেইরূপ হিন্দুদিগের পরস্পর একতাবিধানরূপ মহৎ উদ্দেশ্য আছে। গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন নগরবাসীদিগের স্বার্থভেদ থাকাতে একতা বিধান চেষ্টাটী তাদৃশ ফলোপায়িনী হয় নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের বিষয়ে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইহাদিগের স্বার্থভেদ পরস্পর অসৌহৃদ্যের কারণ নয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস ও আচার ব্যবহারাদিগত কুসংস্কারই কারণ। পরস্পর ঘনিষ্ঠতা হইলে ক্রমে সে কুসংস্কারের উন্মূলন হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মেলা স্থলে যে দিন যে কাজ হইবার কথা আছে, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম দিবস—বৃহস্পতিবার। জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। রাজা শ্রীকমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসনে আসীন হইবেন। গত বৎসরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস—শুক্রবার ১ ফাল্গুন। প্রথমতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ হইবে। পরে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে এই বিষয়ের আলোচনার্থ একটী সভা হইবে।

তৃতীয় দিবস - শনিবার ২ ফাল্গুন। সকল স্থানের ব্যায়াম পারদর্শিগণ একত্রিত হইয়া ব্যায়াম প্রদর্শন করিবেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় অথবা স্বাধীন বিদ্যালয়, সকল স্থানের ছাত্রেরা ঐ ক্ষেত্রে ব্যায়াম নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। প্রসিদ্ধ বেঙ্গলর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু বক্তৃতা দ্বারা ব্যায়াম কুশল ছাত্রগণের উৎসাহ উদ্দীপন করিবেন।

চতুর্থ দিবস—রবিবার ৩ ফাল্গুন। এই দিবস মেলার প্রধান দিবস। এই দিবস পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বক্তৃতা পাঠ, কৃষি ও শিল্প জাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, ব্যায়াম, বাজি প্রভৃতি সকলই হইবে। অধ্যাপক মৌলাবক্স সঙ্গীত দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিবেন, অধিকন্তু এবৎসর কলিকাতা নিবাসী পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে একত্রিত করা হইবে। সকলে মিলিয়া হিন্দু সাধারণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিষয়ে কথোপকথন ও আলোচনা করিবেন।

পঞ্চম দিবস—সোমবার ৪ ফাল্গুন। এই দিবস মালী ও শিল্পীদিগকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক মেলার কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

[illegible]

ডাকে চিঠি দিবার ও চিঠি পাইবার যত সুবিধা হইতেছে, ততই ডাকঘরে চিঠি বৃদ্ধি ও তন্মূলক আয় বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর বঙ্গদেশে ৬০টী নূতন ডাকঘর হইয়াছে। চিঠির সংখ্যাও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঠকগণের গোচরার্থ তিন বৎসরের চিঠির হিসাব তুলিয়া দেওয়া গেল।

	১৮৭১। ৭২	১৮৭২। ৭৩	১৮৭৩। ৭৪
মাসুলদেওয়া চিঠি	১০৪৭৩৬৩৯	১০৬৮৬২৯৭	১২২৫৬৯৪৬
মাসুল রহিত চিঠি	৭৬২০১৯৩	৮১০৮৬১১	৮৪৯৭৩৪৬
রাজ কার্য্যের চিঠি	...	...	১৪৬২৬৩০
রেজিষ্টরি চিঠি	৬৩৯৯০১	৬৮৪১২৯	৮৫০৩৬৮
সংবাদপত্র	১৪১৮৫৭৮	১৬২৮৭৯৮	১৭৩৫৩৯৬
পুলিন্দা	১৪৪২৩৩	১৬৯৯১৪	৪০৪৩৫২
একুনে	২০২৯৬৫৪৪	২১২৭৭৭৪৯	২৫২০৭০৩৮

এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, উত্তরোত্তর চিঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ডাক ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চিঠি দিবার ও লইবার সুবিধাই ইহার কারণ। মফস্বলে আর যে কয়টী প্রতিবন্ধক আছে, সেগুলি যদি দূরীভূত হয়, ডাক ঘরের আয়ের আরো বৃদ্ধি হইতে পারে।

প্রথম প্রতিবন্ধক, অনেক গ্রামে ডাকে চিঠি দিবার বন্দোবস্ত নাই। অনেক দূরে গিয়া ডাকঘরে চিঠি দিতে হয়। [illegible] প্রয়োজন [illegible] হইলে [illegible] চিঠি দিতে যায় [illegible] গ্রামে যদি এক একটী [illegible] এবং সপ্তাহে [illegible] সেই বাক্স হইতে চিঠি [illegible] ডাকঘরে [illegible] হয়, এরূপ-

কার অপেক্ষা চিঠির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক, চিঠিবিলিকারক দিগের অশুচিত আচরণ। মফস্বলের চিঠি বিলিকারকেরা প্রেরয়িতব্যস্থলে যথাসময়ে চিঠি লইয়া যায় না। তাহাদিগের কেবল এইমাত্র দোষ নয়, তাহারা যে দিন চিঠি পায় তাহার ৫। ৬ দিন অন্তর ইচ্ছামত প্রেরিতব্য স্থানে চিঠি লইয়া যায়, কিন্তু এক আনা কোনস্থানে আধ আনা পয়সা না পাইলে চিঠি দেয় না। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টরদিগের নিকটে এ বিষয় জানাইলে তাঁহারা তাহাতে বড় কর্ণপাত করেন না। যেখানে পয়সা না পায়, সেখানে প্রায় চিঠি দেয় না। ডাকঘরে যে অনেক চিঠি ফেরত আইসে উহাই তাহার প্রমাণ। যে সকল চিঠি বিলি করা হয় না তাহা অল্প নয়। নিম্নে তাহার সংখ্যা উদ্ধৃত হইল।

	১৮৭১।৭২	১৮৭২।৭৩	১৮৭৩।৭৪
অদত্ত চিঠি	৪০৮৩৮৩	৩১৮৬২৮	১১৫১৩৫৮

তৃতীয় প্রতিবন্ধক, মফস্বলের সকল স্থানে টিকিট মিলে না। টিকিট না পাওয়াতে অনেকের ইচ্ছা থাকিতেও চিঠি পাঠান হয় না। আমরা উপরে প্রতি গ্রামে এক এক চিঠির বাক্স রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি। ডাক কর্ম্মচারিরা যে যে দিন সেই সেই বাক্স হইতে চিঠি আনিতে যাইবে, সেই সেই দিন টিকিট বিক্রয় করিয়া আসিবে, এতদ্রূপ একটি ব্যবস্থা করিলে টিকিটের অভাবে চিঠি পাঠাইবার যে বিঘ্ন আছে সহজে তাহার নিবারণ হইবে, চিঠির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, গবর্ণমেণ্টও আয়বান হইবেন।

এই প্রসঙ্গে জমীদারী ডাকের বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। এ প্রণালীটী উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রজাগণের অনিষ্ট আছে। যেখানে জমীদারী ডাকের আর কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও আমরা দেখিতে পাই, ডাকের ব্যয় বলিয়া প্রজার নিকট হইতে প্রতি টাকায় আধ পাই করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এ প্রণালী রহিত করিয়া, আমরা উপরে প্রতিগ্রামে বাক্স রাখিবার যে প্রস্তাব করিলাম, তাহা যদি করেন, চিঠির আয়েই সে ব্যয় চলিয়া যায়, ডাকের সুশৃঙ্খলা হয়, হতভাগ্য প্রজাগণও উল্লিখিত আধ পাইর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে।

——:০:

শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত

আমরা নিম্নলিখিত প্রাপ্ত প্রস্তাবটী এই স্থানেই প্রচার করিলাম।

সেদিনকার কলিকাতা গেজেট পাঠে অবগত হওয়া গেল যে এ ডবলু ক্রফট সাহেব ফালন সাহেবের স্থানে বেহার চক্রের স্কুল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ লেথব্রিজ সাহেব শিক্ষাবিভাগের ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া সেই স্থানেই পাকা হইয়াছেন, এবং ডবলু রবসন সাহেব ঐরূপ হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা চক্রের স্কুল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তের সকলগুলি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। লেথব্রিজ সাহেব যেরূপ কৃতবিদ্য ও জনপ্রিয়, তাহাতে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে রাখা উত্তমই হইয়াছে, কিন্তু ক্রফট ও রবসন সাহেবকে নূতন নূতন স্থানে ইনস্পেক্টর করিয়া দিবার কি কারণ ছিল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রফট সাহেব পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে যে পূর্ব্বে ঢাকার প্রিন্সিপাল করা হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার যোগ্যপদ ছিল, তথা হইতে তাঁহাকে সরাইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার ইনস্পেক্টর করিয়া দেওয়া কোন মতেই সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। তাহাই হউক, তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার অবস্থান পূর্ব্বক অভিজ্ঞতালাভ করিতে না করিতেই আবার তাঁহাকে বেহারচক্রে বদলী করিয়া দেওয়া হইল। ক্রফট সাহেব উর্দ্দু কিছু জানেন, এরূপ আমাদের বোধ নাই। সুতরাং তিনি কিছুকাল যে বেহার চক্রের কিছু উন্নতি করিতে পারিবেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না। রবসন সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তথায় থাকিয়া এরূপ কোন কার্য্য করেন নাই যে, তাঁহার অনুকূলে সাধারণে কিছু বলিতে পারেন। বরং লেথব্রিজের স্থলে তাঁহার যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া সেদিন হিন্দু পেট্রিয়ট বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণনগরে রবসনের নিয়োগ, বোধ হয়, হবসনের বাছুনি।" সেই রবসনও স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন কেন? শিক্ষাবিভাগে কি আর কেহ লোক ছিল না? সেদিন 'বেঙ্গলী সম্পাদক ঠিকই বলিয়াছেন যে, বহরমপুর কালেজের রবর্ট হ্যাণ্ড সাহেব স্কুল ইনস্পেক্টরী পদের একজন অতি উৎকৃষ্টপাত্র। স্কুল ইনস্পেক্টরের পক্ষে কেবল যে সমধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন তাহা নহে। যিনি যে বিভাগের ইনস্পেক্টর হইবেন তাঁহার সেই বিভাগের ভাষাজ্ঞান সম্যক থাকা চাই, তাঁহার বহুদর্শিতা থাকা চাই, তাঁহার ক্ষিপ্রহস্ততা থাকা চাই, এবং সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্ভাবনী শক্তি থাকা চাই। হ্যাণ্ডসাহেবের এ সকল গুণই আছে। ১৮৭৪ অব্দে তিনি একবার স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে প্রতিনিধি হইয়া নর্ম্মাল স্কুল ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া যেরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তিনি ৩০। ৩২ বৎসর কাল এ বিভাগে থাকিয়া সম্যক অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। তিনি যৎকালে শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন ক্রফট রবসন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ স্থল। অতএব তাদৃশ প্রাচীন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বিদ্যমান থাকিতে ইংলণ্ড হইতে নবাগত লোকদিগকে স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের কতদূর ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে বলিতে পারি না। যাহা হউক আমরা আশা করি, যে ভবিষ্যতে এরূপ বিসদৃশ কার্য্য যাহাতে আর না হইতে পারে, ডাইরেক্টর আটকিন্সন সাহেব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিবেন। আমরা শুন-

বিড়ম্বনা কেন? কতকগুলি অর্থরাশি ভস্মীভূত করিবারই বা প্রয়োজন কি? এ প্রকার ব্যবহারে মলহর রাওর সদ্বিচার লাভের কি সম্ভাবনা আছে?

আমরা লণ্ডন টাইমসে বরদা-সংক্রান্ত দুটী প্রস্তাব পাঠ করিলাম। প্রস্তাব লেখকেরা মলহর রাওর সহসা রাজ্যচ্যুতির বিষয়ে বিশেষ করিয়া কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, কেবল সৈন্যের উৎকর্ষ সাধন প্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্তাব দুটী পরিপূরিত করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে এদেশের মিত্র রাজগণকে বলদ্বারা স্ববশে রাখাই ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রেত। এই অভিপ্রেত যখন স্পষ্ট হইল, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় রাজগণ ও প্রজাগণের অনুরাগ ও বিরাগে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুসারী হইয়া যে কার্য্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

—০—

আর্য্যদর্শন ও ভারত-
চন্দ্র রায়।

আর্য্যদর্শন ক্রমে উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে। পৌষ মাসের আর্য্য দর্শনে "ভারতচন্দ্র রায় ও গ্রীক ও যবন" এই দুটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত দৃষ্ট হইল। "গ্রীক ও যবন" প্রস্তাবে প্রস্তাব লেখকের বহুজ্ঞতা মীমাংসকতা ও অনুসন্ধিৎসা গুণের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু প্রস্তাবটীর শেষ মীমাংসা না হওয়াতে আমরা ইহার বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। "ভারতচন্দ্র রায়" প্রস্তাব লেখক বলেন—

"ভারতচন্দ্র প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে দেখিতেন, তিনি প্রকৃতির স্বভাবছবি কৃত্রিম শোভায় শোভিত করিয়া দেখিতেন। মনে করুন, ভবভূতি, কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র তিনজনই দেশভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছেন। যেখানে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা গগন ভেদ করিয়া মানবদৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে, যেখানে বৃহৎ অরণ্যানী হরিদ্বর্ণে দেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, যেখানে জলপ্রপাত ভীষণরবে বজ্রনিনাদ উৎপাদন করিতেছে, যে কোন দৃশ্যে স্বভাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান আছে, ভবভূতি সেই স্থলে ক্ষণিক স্থিরদৃষ্টিতে ভাবুকের মত নেত্রপাত করিবেন। এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের এমত চমৎকার চিত্র সকল প্রদান করিবেন, যাহাতে মানবমনে তাঁহার স্বকীয় হৃদয়ভাবের সমভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। কালিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পর্ব্বতমালার রমণীয় প্রদেশ, অরণ্যানীর কুসুমিত তরু ও সুন্দর লতাকুঞ্জ, মুক্তাসদৃশ নির্ঝরের বারিবিন্দু, এবং যাহাতে স্বভাবের রমণীয়তা মাধুরী ও লাবণ্য অনুরঞ্জিত আছে, তাহাই ভাবুকের মত, কবির নয়নে ক্ষণিক অবলোকন করিবেন এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নিজ কাব্যে বিকশিত করিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র কি করিবেন? তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিবেন, কোথায় একটী শোভনীয়া নগরী আছে, কোথায় উদ্যান শোভা সৌধরাজির সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধন করিতেছে এবং কোথায় তীর্থধামের তটিনীতীরে দেবমন্দির শ্রেণী চন্দ্রপ্রভায় বিরাজিত আছে। তিনি কাঞ্চীপুর ও বর্দ্ধমান এই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয়া বর্দ্ধমানের শোভা চিত্রাঙ্কিত করিবেন। তাঁহার কৈলাস ধাম, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণের বাসভূমি। তাহা কোটি-শশি-শোভায় পরিশোভিত। সেখানে সকলেই সুধাপান করে। সেখানে ত্রিপুরারি মণিময় বেদির উপর উপবিষ্ট। সেখানে কল্পতরুতে সুবর্ণময় ফল ফলে। দেশ পর্য্যটনে এই তিন জনের প্রত্যেকেই এক এক বিশেষ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। এই তিন জনের চিত্র একত্রিত করিলে তবে আমরা পর্য্যটিত দেশের সমগ্র চিত্র লাভ করিতে পারি। সাহিত্যসংসারেও এইরূপ।

কালিদাস, শকুন্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। যে তাপসকন্যা শকুন্তলা জন্মাবধি বনবাসিনী এবং যিনি সংসারাশ্রমের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞা, সেই শকুন্তলার হৃদয়-সারল্য, যে শকুন্তলা প্রেমানুরাগ কিরূপ কিছুই জানিতেন না, সেই শকুন্তলার নির্ম্মল প্রেমবেগ—যে শকুন্তলা কখন জন সমাজের কুটিলতা, এবং নৃপতিগণের প্রকৃতি এবং ব্যবহার অবগত নহেন, সেই শকুন্তলার বিশ্বস্তহৃদয়তা এবং যে শকুন্তলা কুরঙ্গশিশুর স্নেহ ও বনলতার মমতায় সকলের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছেন, সেই শকুন্তলার কোমল প্রকৃতি, কালিদাস যেমন সুকুমার তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। ভারতচন্দ্র যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যেখানে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজ প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজমহিষীবেশে, রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের উন্মত্ততায় অরণ্যাশ্রম বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা পৃথিবীর কুটিলতা ও লোকের আচার ব্যবহার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন তখন শকুন্তলা কেমন দুষ্মন্তের নিকট তাপস কুমারী বনবাসিনী সাজিয়া পুনরায় আলবালে জল সেচন করিতে করিতে দুষ্মন্তের মনোহরণ করিতেছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই দেখাইতেন। ভারতচন্দ্র দেখাইতেন কালিদাসের নিরলঙ্কৃতা শকুন্তলা এখন রাজমহিষীবেশে কেমন মনোহরা হইয়াছেন, এখন রাজপরিজনবর্গের কুটিলতায় বন্য সরলতা কেমন বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তিনি হয় ত সপত্নীর মমতা-জাল ভেদ করিতে শিক্ষা করিতেছেন, দুষ্মন্তকে কখন প্রকোপবাক্যে লাঞ্ছনা করিতেছেন এবং কখন তাঁহাকে মন্ত্রণাবাক্যে আবদ্ধ করিতেছেন। এখন আর সে শকুন্তলা নাই। বনবাসিনী বালিকা এখন রাজমহিষী ও গৃহিণী হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির এক বিশেষ ভাগ চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি মানব প্রকৃতির অনিত্য ভাব ও বিশেষ ধর্ম্মসকল উত্তমরূপে প্রদর্শন করিতে পারিতেন না।

ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা প্রদর্শন করেন নাই। নানাবিধ অবস্থায় মানবপ্রকৃতি যেরূপ কার্য্য করে, মানবের হৃদয় যে প্রকার ভাব ধারণ করে, তাহা

ভারতচন্দ্রের বর্ণনীয় ছিল না। নৃপতি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভিখারীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে ভিখারীর অবস্থা ও হৃদয়ভাব বর্ণন করা ভারতচন্দ্রের বিষয় নহে। ভারতচন্দ্র যদি কখন ভিখারী বর্ণন করেন, সে ভিখারী কৃত্রিম ভিখারী, তাহা নৃপতি ভিখারীর বেশধারী মাত্র। তাঁহার অন্নদা কখন বৃদ্ধা বেশ ধারিণী হইতেছেন, বৃদ্ধা কখন অন্নপূর্ণা রূপে আবির্ভূতা হইতেছেন। রাজনন্দিনী কখন সন্ন্যাসিনী সাজিতেছেন, সন্ন্যাসিনী কখন রাজনন্দিনী হইতেছেন। দুরবস্থা ও দুঃখে মানবপ্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে, ভারতচন্দ্র তাহা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। তিনি মানবের পোষাক ও তামাসা তাহার দম্ভ ও জাঁক জমক, তাহার আড়ম্বর ও বেশ ভূষা, এই সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। সুতরাং তিনি রাজা ও পাদসার প্রকৃতি, অভিরুচি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা প্রভৃতির বর্ণনা করিতে আনন্দ পাইতেন। তাঁহার এই সমস্ত বর্ণনা এক এক খানি চিত্রফলকসদৃশ। ঐশ্বর্য্যশালী জনসমাজের যে সমস্ত দোষ ও গুণ তদবস্থ জনগণের প্রকৃতি ও হৃদয়ভাব তিনি অতি চমৎকার ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্ধতন জনসমাজের ব্যবহার রীতি, ও নীতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজকীয় কবি হইয়া তিনি রাজকীয় বিষয় সমস্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং সেই সমস্ত বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি রাজসভা ও তৎপ্রভৃতির যে প্রকার যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিবার সময় অনুমান হয়, যেন ঠিক রাজসভামধ্যে আমরাও উপস্থিত আছি তিনি দেবগণকেও মানসী রাজভাবাপেন্ন না করিয়া ছাড়েন নাই। রাজপারিষদগণের প্রকৃতি ও ব্যবহার, সৈন্যের সমাবেশ, সৈন্যগণের যাত্রা, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বর্ণনা তাঁহার কবিত্বশক্তির বিষয় ছিল ঐশ্বর্য্য এবং সমারোহ সহজেই তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিত।"

এতদ্দ্বারা প্রস্তাব লেখকের ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাব বর্ণনায় পটুতা ছিল না। এ লেখাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। আমরা বহুবিধ যত্ন পাইলাম, কিন্তু মন কোনক্রমেই ইহার অনুমোদনে উন্মুখ হইল না। ভারতচন্দ্রের স্বভাব বর্ণনে যে বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্নহেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
ববম ববম বম ঘন বাজে গাল।
ভভম ভভম ভম শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডম্বরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডান কাঁখে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকী করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিবিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠ কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝাঁপড়ী নড়ী আহা উহু করে।
ক্ষুধায় বাসনা বিরুদ্ধমুখী স্বরে॥
ভূমে ঠেকে থুথু কাটি কাণ ঢেকে যায়।
কুঁকড়ে পিঠডাটা ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুটি হাতে চুলকান চুল॥

ভারতচন্দ্র উল্লিখিতরূপে বৃদ্ধার বর্ণন করিয়াছেন যদি কখন প্রকৃত বৃদ্ধা চক্ষে দেখেন নাই, তিনি কি কখন বৃদ্ধার এপ্রকার বর্ণন করিতে পারেন? তবে ভারতচন্দ্রের বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে স্বভাব বর্ণনের প্রসঙ্গ অধিক উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার স্বভাব বর্ণনার তত অবসরও হয় নাই। আজি কালি অনেকে তাঁহাকে কবি বলিয়া গণনা করিতে চান না। না চান, কিন্তু তিনি এক অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গলা ভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, এখন শত শত ব্যক্তি শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা করিতে পারিতেছেন না। ভারতচন্দ্র যথার্থ বাঙ্গলার কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তবে তাঁহার অপরাধ এই, তিনি এক- [illegible] কবিগণের ন্যায় [illegible] বর্ণন করিয়া ভারত- ভূমির [illegible] তুলিতে পারেন নাই,

— :০: —

[illegible] আবশ্যক।

[illegible] বহুসময় হইল, এই ত্রৈমাসিক [illegible] [illegible]

তেছে। সংকীর্ত্তনকারিদিগের ভক্তিভাব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ঐ যুবকদলের একজন কিয়ৎক্ষণ পরে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরবিষয়ক একটী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাটী বিকৃত-স্বরে আরম্ভ হওয়াতে প্রথমে আমাদিগের কিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইল, কিন্তু বক্তার হৃদয়ের উদাত্ত ও প্রেমপূর্ণ ভাব দর্শন করিয়া অব্যবহিত পরেই সে অসুখ দূর হইল। তবে মনে এই হইল বক্তা যদি সহজস্বরে বক্তৃতা করিতেন, উহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী হইত। বক্তৃতা কালে খৃষ্ট মিশনরিদিগের কিছু কিছু অনুকরণ করা হইল। সেই অনুকরণ আমাদিগের ভাল লাগিল না। ঈশ্বর পাপিকে পরিত্রাণ করেন, এ শব্দগুলি উচ্চারিত না হইয়া ঈশ্বর পাপিকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, যদি এই বাক্য উচ্চারিত হইত, উহা বাঙ্গালির কর্ণে অধিক মিষ্ট লাগিত সন্দেহ নাই।

এই বক্তৃতা ঘটিত একটী কৌতুকাবহ কাণ্ড হইল। বক্তা ঈশ্বর প্রেমের বিষয় বর্ণন করিয়া স্ব বাক্যের সমর্থনার্থ চৈতন্য রূপ সনাতন জগাই মাধাই খৃষ্ট প্রভৃতির নামোচ্চারণ করিলেন। ব্রহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী নন এমন এক ব্যক্তি সেই খানে বসিয়া ছিলেন। তিনি বক্তৃতার অবসানে উত্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন, উল্লিখিত বক্তৃতাটীর সার মর্ম্ম এই, রাম কৃষ্ণ দুর্গা যিনি যে শব্দে ঈশ্বরকে ডাকুন ও আরাধনা করুন ঈশ্বর তাহাতেই প্রীত ও প্রসন্ন হন। [illegible] এই ব্রহ্মদলের কেহই এ বাক্যের [illegible] বাদ করিলেন না। অপর এক ব্যক্তি প্রতিবাদের অভিপ্রায়ে উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনিও নিরস্ত হইলেন। আমরা চিন্তকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বাঙ্নিষ্পত্তি করিলাম, না, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে বাদ নুবাদ শ্রবণ করিলাম।

আমরা ব্রাহ্মদিগের মত কি তাহা জানি না, তাঁহাদিগের প্রণীত ধর্ম্মপদ্ধতিও দর্শন করি নাই। সুতরাং আমাদিগের বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। রাম কৃষ্ণ দুর্গা যিনি যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহাতেই তিনি প্রসন্ন হন, যদি এই সিদ্ধান্ত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ফল কি? অনেক দিন হইল, এ মত ত এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। আর্য্য জাতীয় পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ঈশ্বর প্রেম এমনি প্রবল হইয়াছিল, যে তাঁহারা কর্ত্তব্য বিষয়ের দোষ গুণ বিবেচনায় অন্ধ হইয়া এই মত স্থির করিয়া যান, যিনি যে ভাবে (রাম কৃষ্ণ দুর্গা ভাবে) ঈশ্বরের আরাধনা করুন, ঈশ্বর তাহাতেই তুষ্ট হন। তাঁহারা বলেন, যে সে উপাসক নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে ও আরাধনায় সমর্থ হয় না, এই নিমিত্ত তাঁহার রূপকল্পনা হইয়াছে।

পূর্ব্ব আচার্য্যেরা অবধারয়িতব্য বিষয়ের এক দিক দর্শন করিয়াই মত স্থির করেন। কিন্তু অপর দিকে যে কত অনিষ্ট আছে, তাহা দেখিতে পান নাই। বেদের প্রাদুর্ভাব সময়ে এদেশে প্রতিমাপূজা ছিল না। প্রতিমা পূজার সঙ্গে সঙ্গে নরবলির সৃষ্টি হয় এবং গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপের প্রথা হয়। এই প্রতিমা পূজা ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়ভূত হইয়া কত অর্থ ভস্মসাৎ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনর্থ গুলির নিবারণের নিমিত্ত কি ব্রাহ্মদিগের প্রয়াস নয়? আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করিব? ব্রাহ্মদিগের সেই দুর্গা কালী রাম হরি শ্রাদ্ধ শান্তি সকলই আছে, কেবল ব্রাহ্মণদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে? অবশেষে বিনয় সহকারে আমাদিগের বক্তব্য এই, হরিনাভির ব্রাহ্ম ! ক্ষুব্ধ অথবা সোমপ্রকাশের উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন না। সোমপ্রকাশ ব্রাহ্মদিগকে সময়ে সময়ে সতর্ক করিয়া তাঁহাদিগের বন্ধুর কাজই করিয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ।

২৭এ মাঘ সোমবার।

কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয় ক্রমে উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছে। ১৮৭০ অব্দের মার্চ্চমাসে উক্ত বিদ্যালয়ে ৪৮ জন ছাত্র ছিল, ১৮৭৪ অব্দের মার্চ্চে ছাত্র সংখ্যা ১২৯ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২২ হিন্দু ২ জন মুসলমান চারি জন খৃষ্টান ও একজন বৌদ্ধ।

এক বরদা লইয়া এদেশের ইংরাজ সম্পাদকগণের মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের ইচ্ছা দেশীয় রাজা গুলি কাড়িয়া লওয়া হয়। বরদা ছাড়িয়া এক্ষণে আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগীর দৃষ্টি রেওয়ার উপর পতিত হইয়াছে। তিনি রেওয়ার রাজাকে অতিশয় অসভ্য ও এক জন উত্তম শীকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মা ভারত হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু ইহাদের হইতে ভারতের যত অনিষ্ট হয় অন্য কাহারও হইতে হয় না।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা আগামী শুক্রবার কলিকাতা হইতে বারাণসী যাত্রা করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর সার রিচার্ড কাউচকে এক বিদায় সূচক ভোজ দিয়াছেন। সার রিচার্ড কাউচ দুই এক দিনের মধ্যে বরদা যাত্রা করিবেন।

উক্ত পত্র টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, রিচার্ড গার্থ সাহেব সার রিচার্ড কাউচের পদে বঙ্গদেশের চিফজষ্টিস হইতেছেন। শুনা যাইতেছে মাকফাসন সাহেব আপাততঃ তাঁহার কার্য্য করিবেন।

বাঙ্গালা দেশের এগার মাসে অহিফেন বিক্রয়ে এবং মালওয়ার ১০ মাসের অহিফেন মাশুলে যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৭৫৩ ৫৫৩০ টাকা অধিক হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অহিফেন ৩৩৬০৫০০ এবং মালওয়ার অহিফেন ৪১৭২০০০ টাকা হইয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় খোকা হত্যাকারী কোয়ান সাহেবকে আজও বিস্মৃত হন নাই। পায়নিয়ার বলেন, বিলাতে গিয়া তাঁহার বিলক্ষণ পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি লিড-

সের বরোর চিফ কনষ্টেবল হইয়াছেন। বেতনও বিলক্ষণ মোটা হইয়াছে। যে সকল ইংরাজ দেশে গিয়া অধিক বেতনে কর্ম্ম পাইবার অভিলাষ করেন তাহারা কোয়ান সাহেবের ন্যায় সদনুষ্ঠানের চেষ্টা দেখুন।

ইংলিসম্যান বলেন, এক্ষণে বরদা কমিশনের সভ্য নির্ণীত হইয়াছে। সার রিচার্ড কাউচ সভাপতি এবং সার রিচার্ড মীড়, মেলবিল সাহেব, মহারাজ সিন্ধিয়া জয়পুরের রাজা এবং সার দিনকররাও সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। যে কয় জনে কমিশন হইবে তাহার তিন জন ইউরোপীয় ও তিন জন এদেশীয় হইয়াছেন। অতএব আর মলহররাওর ক্ষোভ থাকিবে না।

গত শনিবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আগ্রা আলাহাবাদ বেরিলী মিরজাপুর এবং বাঁসিতে কোয়াসায় অরহর ও ছোলার বড় অনিষ্ট করিয়াছে। যব গম ও মটরের অবস্থা ভাল।

মান্দ্রাজবাসীদের আশা ছিল বেলারি হইতে গদক পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইলে ধারওয়ার বিভাগের তুলা ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য বোম্বাই না গিয়া মান্দ্রাজে যাইবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা লতা নির্ম্মূল হইয়াছে গবর্ণর জেনরল মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন উক্ত রেলওয়ের যে প্রস্তাব হয় তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না।

মান্দ্রাজের সাউথ রোডে একটী ফোয়ারা নির্ম্মাণের জন্য বিজয়নগ্রামের রাজা ১০৮০ টাকা দিয়াছেন। ফোয়ারাটী মিউনিসিপালিটীর অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মৃত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ ডেলহাউসি স্কোয়ারে যে ফোয়ারা নির্ম্মাণ করেন, কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সেটীর যেরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছেন, ইহার সেরূপ না করিলেই ভাল।

আদিম রাজপুতনা ষ্টেটরেলওয়েতে জয়পুরের নিকট একটী দুর্ঘটনা হইয়া শকট চালক এবং গারডের মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১ লা ফেব্রুয়ারি নবাব আহম্মদ আলী খাঁ নামক একসম্ভ্রান্ত আফগানের সহিত ভুপালের বেগমের এক মাত্র কন্যা সুলতান দোয়াদের পরিণয় কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় পোলিটিকাল এজেণ্ট ও বহু সংখ্য ইউরোপীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় পাত্র শপথপূর্ব্বক বলিলেন, তিনি যদি স্ত্রী পরিত্যাগ করেন, দুই কোটি টাকা দিবেন। ৪ কোটি টাকার যৌতুক দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করা হইয়াছে।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় মান্দ্রাজের উত্তর বিভাগে সিন্ধুর স্থানে স্থানে [এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র অল্প অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশেও সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবের এবং লাহোরে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য পঞ্জাব উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটী স্থান ভিন্ন শস্যের অবস্থা সাধারণে উত্তম।

ফ্রান্সের রিলি নামক স্থানে অগ্নি কাণ্ড হইয়া একটী অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত মুদ্রা যন্ত্রালয় পুড়িয়া গিয়াছে। অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রভৃতিও ভস্মসাৎ হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে রকমা বাই একটী দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি লইবার জন্য কলিকাতায় গবর্ণর জেনরলের নিকট একজন এজেণ্ট পাঠাইয়াছেন।

সে দিন মান্দ্রাজের একটী বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কালে সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ হইয়াছে, দেশীয় শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষার সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টে যে প্রস্তাব করা হইবে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে মান্দ্রাজ রেলওয়ের বাণিজ্য কমিবার কারণ অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে।

ঢাকা এবং পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রায় নয় শত সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছেন, যে তত্রত্য স্কুল ইনস্পেক্টর ক্রফট সাহেবকে বিহারে বদলী করা না হয়। কৃষ্ণনগরের লোকেরা লেথব্রিজ সাহেবের সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহারাও হইতে পারেন।

পাটনার কমিশনর পাটনা হইতে গয়া পর্য্যন্ত একটী লাইট রেলওয়ে করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। পাটনা ও গয়ার মিউনিসিপালটী বলিয়াছেন, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে যদি সাহায্য করেন তাঁহারাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। রেলওয়ে করিলে কেবল যাত্রী দ্বারাই লাভ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন শস্যাদিরও বাণিজ্য সম্ভাবনা বিলক্ষণ আছে।

পিয়নিয়রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সেনাপতি ফ্রাঙ্কোড অণ্ড কাণ্ডের সর্দ্দার নায়ার জানের পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন, বন্দী করিবার উদ্দেশ্য এই, একটী বন্দীকে ডকুরা এ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেন নাই, তাহার উদ্ধারার্থই এইরূপ করা হইয়াছে। ঐ বালিকাটী এক্ষণে নায়ার জানের নিকট রহিয়াছে, টেজেনেরা উহাকে বালিকাটী বিক্রয় করে। অতএব উহার পুত্রকে বন্দী করিয়া কন্যাটীর উদ্ধার সাধন চেষ্টা করা হইতেছে। দুই জন বড় সর্দ্দারের সম্মুখে ঐ পুত্রকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। উহারা ইহা দেখিয়া সেই বালিকাকে আনয়নার্থ গমন করেন, এই উপায় দ্বারা বালিকাটীর উদ্ধার সাধন হইবে বোধ হইতেছে।

২৮ এ মাঘ মঙ্গলবার।

ঢাকা প্রকাশে লিখিত হইয়াছে, "ঢাকার কমিশনর উত্তর সাবাজপুরের প্রজাগণের বিদ্রোহ সংবাদ শুনিয়া তথায় যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রজাবিদ্রোহে জমীদারদিগের স্বত্বের বিনাশ না করিয়া কি নির্ব্বাণ হবে না।

পঞ্জাবে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত সপ্তাহে তথায় ২৮২ জনের উক্ত পীড়ায় মৃত্যু হয়। পঞ্জাবে কি কোনরূপ টীকার নিয়ম নাই?

গত বর্ষের সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই চারি মাসে উত্তর পশ্চিমা

কালে ৫ খানি ইংরাজী ২১ আরব পারস্য ও উর্দ্দু এবং ১১ খানি হিন্দী পুস্তক এবং ৮ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক ও ১৩ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন আমীর সিয়ার আলী বিনা যুদ্ধে হিরাট অধিকার করিয়াছেন। আয়ুব খাঁ এবং আর সকলে সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। কাবুলের ঘরাউগোল-যোগের ন্যায় সংবাদ গুলিও গোলযোগে পূর্ণ।

মান্দ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর জেনরল পাউএল সাহেব কার্য্য হইতে অপসৃত হইতেছেন। ইনি উক্ত বিভাগে ৩০ বৎসরকাল কার্য্য করিয়াছেন। মান্দ্রাজ বাসীরা ইহার স্মরণার্থ কিরূপ করা উচিত তদ্বিষয় বিবেচনার্থ এক সভা করিতেছেন।

গত ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে ১২৯৬৮১৬১৩ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৭৩২৬২৫৫৯ টাকার হইয়াছিল। এ বৎসর উক্ত কয় মাসে ৩০৭৫৬২৩২২ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয় গত বৎসর ঐ সময় ২৯৪১১৩৮৮৬ টাকার হইয়াছিল। আমদানী শুল্ক (লবণ সহিত) ২৪৮৬৬-৮৭১ টাকা সংগৃহীত হয়, গত বৎসর ২০৪০৯০২৬ টাকা হইয়াছিল। রপ্তানী শুল্কে ২৭৯৩৮৬৬ টাকা গত বৎসর ৩১০৭৭৭৪ টাকা হইয়াছিল। ৩৮১৫ খানি জাহাজ ১০২৯৪০৮ টন দ্রব্য লইয়া আইসে এবং ৩৭৭০ খানি জাহাজ ১১০৭৫০১ টন দ্রব্য লইয়া যায়।

এডিসোনিয়ার রিপোর্টার নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি মুসলমান মাকেষ্টাবের নিকট থাকে, ইহারা এলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য স্থান হইতে বালিকা ও স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়া আনিয়া উহাদিগকে ক্রীতদাসী রূপে রাখে। কখন [illegible] তাহারা অন্য মুসলমানদিগের নিকটে কখন বা [illegible] পাট হইতে উহাদিগকে বিক্রয় করে। সম্প্রতি একজন ধরা পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের [illegible] নিবারণ না করিয়া [illegible] নিবারণ করিতে যাওয়া উচিত হয় না।

গত শনিবার ওরিএণ্টাল সেমিনারির বালকদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা মেদিনীপুর হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

“গত ৭ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম মহাশয়গণ আগমন করিয়াছিলেন, এমন কি গৃহ মধ্যে স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেক গুলি ভদ্র লোককে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল ; কিন্তু বিদেশীয় ব্রাহ্মগণ অপেক্ষা দেশীয় ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অতি ন্যূন। বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ও বাবু শম্ভুনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত গুলি তান লয়ে ঐক্য থাকায় অতি সুমধুর হইয়াছিল। সভা স্থলে তিনটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ হয়, বক্তৃতা গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বাবু ভুবন মোহন মিত্র যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতার কোন স্থানে দোষ ধরিয়া একজন সভ্য মৌখিক প্রতিবাদে একটী বক্তৃতা করেন, কিন্তু বাস্তবিক ভুবন বাবুর সেটী দোষ নহে, প্রতিবাদ কারী শুনিবার ভ্রমেই হউক, কি বুঝিবার ভ্রমেই হউক, এরূপ প্রলাপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভা মধ্যে কোন কথা না বুঝিয়া হঠাৎ এরূপ বক্তৃতা করা অদূরদর্শিতার কার্য্য বলিতে হইবে।

সভা ভঙ্গ হইলে কয়েকজন ব্রাহ্ম স্ব স্থানে প্রত্যাগমন কালীন পথে যাইতে২ সমাজ বাটী বৃদ্ধি করণের কথা আন্দোলন করেন। বাস্তবিক গৃহটী অতি ক্ষুদ্র, বৃদ্ধি করা সমাজ কর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য বটে, সমাজের যত উন্নতি হইবে ততই দেশের শ্রীবৃদ্ধি। আমাদিগের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বিমলচরিত্র [illegible] বাবু নবীনচন্দ্র নাগ মহাশয় মনোযোগ করিলে এখন গৃহটি প্রশস্ত হয়, কিন্তু ব্রাহ্ম মহাশয়গণ যদি প্রতি সপ্তাহে রীতিমত সমাজে উপস্থিত না হন, তবে গৃহ বাড়াইবার ফল কি?

বত্রিশ বৎসর হইল এই সমাজটী স্থাপিত হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত ইহাতে আশাতিরিক্ত ফললাভ হয় নাই ; কিন্তু যত দূর হইয়াছে, তাহাকেই অধিক বলিতে হইবে। এক্ষণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিতরণ দ্বারা, দেশের অজ্ঞান তিমিররাশি দূরীকরণে যত্নবান হউন।”

আগামী সোমবার মহারাজ হোলকর তাঁহার পুত্র ও সার মাধবরাও কলিকাতায় আসিবেন।

অদ্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন নানা সাহেব বলিয়া যাহাকে ধরা হয় সিন্ধিয়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৭৪ অব্দের ছয় মাস কালের মধ্যে মধ্য প্রদেশে ৫৮৯ বন্য পশু বধ করা হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ৪৮৮১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বন্যপশু বধার্থ গবর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে অল্প টাকা ব্যয় হয় না।

২ রা ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

কপূরতলার রাজা এক্ষণে বলক্ষণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র লাহোরে বায়ু সেবনার্থ গমন করিবেন।

অযোধ্যায় বিষধর সর্প বধের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিতেন লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা আর দিবেন না স্থির করিয়াছেন।

সে দিন নওগাঁয় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে গাইকবাড়ের [illegible] ১ এ ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে হইতেছে না। সার রিচার্ড [illegible] রাখিতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতেছেন।

আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি মহারাজ [illegible] বিবাহের দিন অবধারিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি গুইকবাড়ের বিচারার্থ কমিশনে বসিতে পারিবেন।

২৯ এ মাঘ বুধবার।

বোম্বাই গেজেট বলেন, গুইকুমারের বিচার ফল যেরূপ হউক, ভবিষ্যতে যিনি বরদার রাজা হইবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী রীত্যানুসারী শাসন প্রণালী দ্বারা স্ববশে রাখিবার মানস করিয়াছেন। কিছু দিন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইহার শাসন কার্য্য সম্পাদন করিবেন, পরে কোন রাজপুত্রের হস্তে শাসনভার দিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন। গবর্ণমেণ্ট বরদায় দেশীয় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন বলিয়াছেন, সে দেশীয় শাসন প্রণালীর স্বরূপ এইরূপ। উক্ত পত্র বলেন, রাজ্ঞীর ঘোষণা পত্রের যে রাজনীতি তাহা কাজের হইল না। কারণ গবর্ণমেণ্ট বরদা সম্বন্ধে যে উপায় অবলম্বনের মানস করিয়াছেন, তাহা করিলে লোকের নিকট তাঁহাদিগকে বিশ্বাস ভঙ্গ দোষে দোষী হইতে হইবে। উক্ত ঘোষণা পত্র দ্বারা লোকের মনে যে সকল আশার সঞ্চার হইয়াছে এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদাকে যে স্বরাজ্যভুক্ত করিবেন না, সে বিষয়ে আমাদিগের বড় সন্দেহ আছে।

ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতার পত্রে একটী অভূতপূর্ব্ব মকদ্দমার বিষয় লিখিত হইয়াছে। ঘটনাটী এই, ১৮৫৫ অব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন গিলর্মি গিজকে ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দেন। ফ্রান্সের পতন ও নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর গিজ রাজ্ঞী ইউজিনকে সুদ সহিত ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে চান, কিন্তু রাজ্ঞী তদ্গ্রহণে অসম্মত হন। সম্প্রতি গিজের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র এক্ষণে রাজ্ঞীকে ঐ টাকা লওয়াইবার জন্য রাজ্ঞীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। রাজ্ঞী ইউজিন এক্ষণে ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, এই জন্য নেপোলিয়নের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও রাজ্ঞীর বর্ত্তমান এজেণ্ট এম, রুহার ঐ মকদ্দমা চালাইবার ভার লইয়াছেন। বলপূর্ব্বক কাহাকে টাকা দেওয়া এবং সে লইতে অস্বীকার করিলে, লইতেই হইবে বলিয়া তাহার নামে নালীশ পর্য্যন্ত করা এই আমরা নূতন শুনিলাম। উক্ত সংবাদদাতা বলেন, রাজ্ঞী যে টাকা লইতে চাহিতেছেন না ইহার রাজনীতি সংক্রান্ত কোন কারণ থাকিতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার ডিস্কা কেব্রাল নামক এক ব্যক্তি আছেন, ইহার তুল্য ধনশালী বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে কুবের বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন, ইহার এত হীরার খনি স্বর্ণ খনি জমীদারী কাপড়ের কল রেলওয়ের অংশ এবং জাহাজ আছে যে তাহা হইতে ইহার অপরিমেয় অর্থ উপার্জ্জন হয়। রথ্সচাইল্ড্ যে এত ধনী তিনিও ইহার নিকট হারি মানেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তাহার ৯টী হীরার খনি আছে, ইহা হইতে তিনি বার্ষিক ৪ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সাইবিরিয়াতে যে হীরার খনি সকল আছে তাহা হইতে বার্ষিক ১০ কোটি টাকা পান। গ্লাসগো এবং লণ্ডনে যে খাজনা পান তাহাতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা হয়। এবং কল প্রভৃতি হইতে প্রতি দিন ১০ দশ হাজার টাকা আয় হয়। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ তিনি বলিতে পারেন কি না? তাহাতে তিনি সবিস্ময়মুখে এই উত্তর করিলেন আমি দুই সহস্র কোটি টাকার অধিকারী এ কথা আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি। সম্প্রতি তিনি তাহার একমাত্র কন্যার বিবাহে যে যৌতুক দেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি এক একটী চন্দন কাষ্ঠের বাক্সের ভিতর করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বাক্সগুলির কুলুপ ও চাবি সোণার। প্রত্যেক বাক্সের মূল্য অন্যূন ৩০০ টাকা। তিনি কন্যাকে যে এক ছড়া হীরার হার দেন সেরূপ হার কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। ১০ বৎসর কাল তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ৩০ খানি বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট হীরক সংগ্রহ করেন। এইগুলি তিনি আমষ্টার্ডামে লইয়া গিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান জহুরীদিগকে উহার প্রত্যেকের উপর এক একটী মুখ কুঁদিতে বলেন, তাহারা প্রথমে বলে ইহা অসাধ্য, পরে বহু ব্যয়ে ৭ বৎসর কাল ধরিয়া উহা কুঁদিয়া প্রস্তুত করা হয়। সেই হীরাতে ঐ হার প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ হার কন্যার গলায় দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "বৎসে! নক্ষত্রগণের মধ্যে তুমি চন্দ্র। ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হার প্রস্তুত হয়। এই সংবাদ পাঠ করিয়া অনেকেরই মনে মনে ইহার জামাতা হইবার ইচ্ছা হইবে সন্দেহ নাই।

৩০ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহেই পূর্ব্ব বাঙ্গালীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০১১৬০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৬৯২০৫০ টাকা আয় হয়, এ হিসাবে এ বৎসর ১৯০৮৯০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৩৯৬৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৭৮১০ টাকা হইয়াছিল। এবার ১৮৬০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইংলিসম্যান কটক হইতে তার যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, সম্বলপুরে একটী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনিটী ৮ মাইল বিস্তৃত।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, তত্রত্য তরাইর এক জন প্লাণ্টার কুলিদিগের উপর নিতান্ত অত্যাচার করাতে তাহারা সকলে পড়িয়া সাহেবকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছে। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিবার এইরূপই ফল হয়।

ইংলিসম্যানের গৌহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সেনাপতি ষ্টাফোড ১ নং শিবিরে সৈন্য সকল সমবেত করিয়াছেন ডফ্লারা একটী বালিকাকে কোন এক দেওরকে অর্পণ করে, ঐ বালিকার উদ্ধার্থ এত আয়োজন হইতেছে। নাগাড় এবং যোগি... তাহাদের সম্পূর্ণ জরিমানা টাকা দিয়াছে। জরিপের কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

৩০ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

সার জঙ বাহাদুর এ যাত্রা বিলাত যাইতেছেন না স্থির করিয়াছেন। তিনি একটু বল পাইলেই নেপালে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার কোন কোন পুত্র ইহার মধ্যেই স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সার রিচার্ড মীড বরদায় যাইবার সময় গুইকুমারের বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য কলিকাত্তা হইয়া যাইবেন।

বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান হইতে শস্যের উত্তম সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

গত সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই চারি মাস বঙ্গদেশে ৭১ খানি এক ভাষার ১৭ খানি দুই ভাষার এবং দুই খানি তিনটী ভাষার পুস্তক রেজিষ্টরি হইয়াছে। ১১২ খানি এক ভাষার এবং ৬ খানি দুই ভাষার ক্ষুদ্র পুস্তক ও ১০৩ খানি সাময়িক পত্র প্রচরিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ কালে অনেক জমীদার গবর্ণমেণ্টকে রাস্তাদির জন্য বিনা মূল্যে যে সকল ভূমি দান করেন তৎসম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহিত রেবেনিউ বোর্ডের যে পত্র লেখা লিখি হয়, গত কল্যের কলিকাত্তা গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু কিছু মূল্য দিয়া যথা আইন উক্ত ভূমি সকল গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট উহার প্রকৃত অধিকারী হইতেছেন না। এদিগে জমীদারেরা যখন ঐ ভূমি দেন তখন এই কথা থাকে, যদি রাস্তা পরিত্যক্ত হয় ঐ সকল ভূমি পুনর্ব্বার তাঁহাদের হইবে। নাম মাত্র কিছু টাকা দিয়া ভূমি নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টা করিলে জমীদারেরা যদি আদৌ ভূমি দানে অসম্মত হন এই জন্য সার রিচার্ড টেম্পল জমীদারদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল এটী বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন।

গত জানুয়ারি মাসে গঙ্গার সেতুর মাসুল প্রতিদিন গড়ে ১ শত টাকা করিয়া আদায় হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন [illegible] ৯০ হাজার টাকার মণিমুক্তা [illegible] হইয়াছে। ঐ সঙ্গে তাঁহার [illegible] হইয়াছে। বালীগঞ্জে [illegible] ও অপহৃত দ্রব্য সকল [illegible]।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, সেদিন কলিকাত্তায় যে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া যায়, কলিকাত্তার বিশপের বাটীতে একটীও শিলাপাত হয় নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিকে প্রচুর পরিমাণে শিলাবর্ষণ হইয়াছিল। বিশপ স্বয়ং সংবাদ পত্রে ইহা লিখিয়াছেন। বিশপ কি এত দিনের পর বুজরুক হইয়া উঠিলেন?

কয়েকমাস হইল বরদায় উত্তম চাঁদ নামক একজন জহুরী হীরা বসান এক খানি বাজু বিক্রয়ের জন্য গুইকুমারের সহিত বন্দোবস্ত করেন। ঐ কার্য্য সম্বন্ধে এবং অন্যান্য কারণে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করা হইয়াছে। বাজুখানির প্রকৃত মূল্য ৫০ হাজার টাকা কিন্তু গুইকুমারকে উহা সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হয়। গুইকুমার এরূপ মূর্খ না হইলে তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন?

জয়পুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে ২০০ বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে, ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু। রাজার ইহাতে বার্ষিক ৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

রেঙ্গুণে একটী শ্বেত হস্তী জন্মিয়াছে।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বরাহনগর মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি বাবু অতুলকৃষ্ণ বসুর নামে গ্লানি সূচক প্রস্তাব লেখা হয় বলিয়া বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে লাইবেলের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। শশিবাবু লাইবেল স্বীকার করেন, এবং বলেন, মাজিষ্ট্রেট যেরূপ বলিবেন তিনি সেইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। আলীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেবিস সাহেব তাহা না শুনিয়া তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। শশিপদ বাবু একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিনি স্বদোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন অবস্থায় দণ্ডের আদেশ দান অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক, শশিবাবু জামীন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং সেসন জজের নিকট এ বিষয়ের আপীল করিয়াছেন।

২রা ফাল্গুন শনিবার।

পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১৪ মাস অনুপস্থিতির পর ৬ ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁরা যেরূপ কাজের লোক তাহাতে সম্বৎসর রাজধানীতে বসিয়া থাকিলে চলে ঠিক?

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিত দৃষ্ট হইল "গুইকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য সৌটার সাহেব ২৫ জন দেশীয় সাক্ষী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া গুইকুমার বলিয়াছেন যে ১৬ টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিলে যত ইচ্ছা সাক্ষী পাওয়া যাইতে পারে। ভিতরে কিছু আছে না কি?" গুইকুমার বড় অযথার্থ বলেন নাই। কড়িতে না হয় এমন কাজ নাই। উপস্থিত স্থলে কড়িতে কোন কাজ হইতেছে কি না আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু সচরাচর কড়ির বিষম বিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, রংপুরের বিখ্যাত জজ লিবিন সাহেবকে গবর্ণর জেনরল বার্ষিক ৯০০০ টাকা পেনসন দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু লিবিন সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি বার্ষিক ১০০০০ টাকা দাবি করেন।" ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লিবিন সাহেবের কপালে এত গুরুদণ্ড লিখিলেন

অমৃত বাজার পত্রিকা উন্নতি না অবনতি প্রস্তাবে লিখিয়াছেন "দেওয়ানি আদালত। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা মকদ্দমার সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭৩। ৭৪ খৃ অব্দে আদালতে ৩৯৩৭৪ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। মকদ্দমার সংদেশে এইরূপ বৃদ্ধি হইতেছে। এটীও উন্নতির না অবনতির লক্ষণ?

রেজিষ্ট্রেশন। গত বৎসর রেজিষ্টারি আফিশ দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এক শতের অধিক গ্রামে যে ডিষ্ট্রিক্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকের মধ্যে এখন পরস্পর এত কম বিশ্বাস যে লোক সামান্য কার্য্য ও বিনা রেজিষ্ট্রী করিতে নিষ্পন্ন করিতে চাহে না এবং এটি উন্নতির না অবনতির লক্ষণ?

মাদক দ্রব্য। গত বৎসর মাদকদ্রব্য বিক্রয় দ্বারা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২ [illegible] টাকা অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে। এটিও উন্নতি না অবনতির লক্ষণ?"

লার্ড চান্সেলর ঐ বক্তৃতা পাঠ করেন। "আমি বিদেশীয় রাজগণের নিকট হইতে সুহৃদ্ভাবের সংবাদ পাইতেছি। আমার বিশ্বাস এই, এক্ষণে যে শান্তিভাব রহিয়াছে, উহা অবিচলিত থাকিবে।

ব্রাসলসের সভা সম্বন্ধে রাজ্ঞী বলেন, সভার উদ্দেশ্য সকল এবং তদ্বিষয়ে সকলে যেরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা অল্প। আরো সন্ধি বন্ধনাদির জন্য আমার নিকট যে প্রস্তাব করা হয় আমি সেই হেতু তাহাতে সম্মত হই নাই।

ডন আলফন্সকে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিবার বিষয় এখন বিবেচনাধীন আছে। এবিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইবে।

আমার বিশ্বাস এই, আমার নেবাল ও কন্সলার অফিসরদিগের চেষ্টায় আফ্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী রহ প্রদেশের দাস ব্যবসায় এক কালে নিবারিত হইবে।

চীনের সহিত জাপানের যে গোলযোগ ছিল তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। যাঁহাদের যত্নে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে আমার চীনদেশস্থ মন্ত্রীই তন্মধ্যে প্রধান।

গত বৎসর সাধারণ উন্নতি ও সৌভাগ্যের বৎসর গিয়াছে এবং আমার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, গোলড কোষ্টে সিবিল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন দ্বারা তথায় স্বাধীনতা বিচরণ করিবে।

ন্যাটালিবেলি সর্দ্দারের কার্য্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নেটালের জাতিদের অবস্থার বিষয় পরিদর্শন করা আবশ্যক বোধ হয় এবং আমি আমার পার্লিয়ামেণ্টের সহিত একমত হইয়া তথায় দেশীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত হইবে বলিয়া অনুমান করি।

ফিজীদ্বীপের রাজা ও সর্দ্দারেরা বিনা কড়ারে উক্ত দ্বীপ আমাকে অর্পণ করাতে আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। পার্সিককে আমার যে রণতরি আছে ইহা দ্বারা তাহার বিস্তর উপকার হইবে।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের পর এবার তথায় বিস্তর শস্য জন্মিয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশের রাজস্বের অবস্থা উত্তম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাণিজ্য কমিয়াছে বটে কিন্তু প্রচুর শস্য ও টাকা কাঁধবাতে লোকে সাধারণতঃ সম্পন্ন হইয়াছে। পরিশেষে আগামী সেসিয়নে যে সকল আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইবে। তাহার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করা হয়।"

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি রাজ্ঞীর বক্তৃতার উত্তর দিবার জন্য কমন্স ও লার্ডসহাউস প্রস্তাব করিয়াছেন।

রিচার্ড গার্থ কিউ, সি বঙ্গদেশের চিফ জষ্টিসের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কার্লিষ্টরা এষ্টেলার দিকে পলায়ন করিতেছে।

লণ্ডন ৮ ফেব্রুয়ারি। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৫ ই জানুয়ারি ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে লার্ড হামিলটন এগুসনের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে মেজর বয়ড বলেন ভারতবর্ষীয় কুঠী সকলে স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে যে বহু ক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে হয় তদ্বিষয়ে একটী আইন করা আবশ্যক হইয়াছে। এবং ইণ্ডিয়ান ডিপার্টমেণ্ট এ বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

জানুয়ারি মাসে গ্রেট বিটন হইতে ১৭০০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ৩২৩৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

মাড্রিড ৯ ই ফেব্রুয়ারি। এ ষ্টেলার বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য যাইতেছিল উহাদিগের গতি রোধ করা হইয়াছে। যুদ্ধের কার্য্য আপাততঃ বন্ধ আছে।

লণ্ডন ১১ ই ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স লিওপোলড ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন এরূপ বল পাইয়াছেন।

ডন আলফন্সো পাম্পেলুনায় প্রবেশ করিয়াছেন।

গত সেসিয়নের আইন অনুসারে সার এণ্ড্রু ক্লার্ক সাহেব ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্কের ডাইরেক্টর হইয়াছেন।

ওয়াশিঙটন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। কমিটী স্থির করিয়াছেন তুলা পশম নির্ম্মিত দ্রব্যাদি লৌহ ইস্পাত এবং চিনির উপর কর ধার্য্য করিবেন কিন্তু চা ও কাপির উপর কোন রূপ কর নির্দ্ধারণ করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, টি বারোন কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ আব্দুল্লা যশোহরে রহিলেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামে পর্ব্বত বিভাগের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর এফ, এ চিসেষ্টার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কর্ণেল আর বারন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ই, বি হেকার সাহেব পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের কার্য্য করিবেন।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। বাবু নীলকমল চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

আজিম গড়ের সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট এচ অসবরণ বেহার এজেণ্টের টেটা বিভাগে বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, মান্সন উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধান সভার সভ্য হইবেন।

সার্জ্জন এ, ক্রম্বি কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মেডিকল কালেজের মেটিরিয়া মেডিকা এবং ক্লিনিকাল মেডিসিনের অধ্যাপক হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু রেবতী মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কিছু দিনের জন্য শ্রীরামপুরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রাম পর্ব্বত বিভাগের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর এফ, এ চিসেষ্টার সাহেব মুন্সেফ ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

সংবাদদাতার পত্র।

পঞ্জাব সীমা ডেরা ইস্মাএল খাঁ।

গত বৎসর পৌষ ও মাঘ মাসে এ স্থান প্রকৃত বর্ষাকালের আকার ধারণ করিয়াছিল। একে ভয়ানক শীত তাহাতে তাহার সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও শীতল বায়ুর প্রবহণ সুতরাং গত বৎসরে এ সময়ে সকলের যার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ বৎসরে যদিও বিলক্ষণ শীত অনুভূত হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক বিন্দু বারি পতন হয় নাই। বোধ হয় এবারে বর্ষাকালে নিয়মিত বর্ষা হওয়াতে এ সময়ে বারি পতন হইল না। এখানে এ ভিন্ন সময় শীত কালে প্রচুর বারিপতন হয়। এ বৎসর না হওয়াতে কৃষিকার্য্যের অনেক ক্ষতি হইবে, সকলেই বর্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

২। পঞ্জাবের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর এখানে এবার অনেকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ৯ ই পৌষে আসিয়া ১১ ই মাঘ পর্য্যন্ত থাকিয়া মুলতানাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। ১৬ ই পৌষে এখানকার এবং সীমাস্থিত সর্দ্দার ও রইস দিগকে লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। উজীরীদিগের দুই জন সর্দ্দার ইংরাজদিগের সহিত উজীরীদিগের সদ্ভাব বর্দ্ধনার্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া খেলাৎ পাইয়াছেন। উক্ত দিবসের রজনীতে লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের শিবিরের সম্মুখে বিবিধ আতোষ বাজি হইয়াছিল।

১৭ ই পৌষ লেপ্টেনন্ট গবর্ণর স্বীয় সদস্য ও স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকের সমভিব্যাহারে জেলখানা ডেপুটী কমিসনরের কাছারী কমিসনরের কাছারী প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, একদিন সিন্ধু নদে মৎস্য শীকার করিতেও গিয়াছিলেন।

৪ ঠা মাঘ ডেরা ইস্মাএল খাঁর নিকটবর্ত্তী টাঙ্কের নবাবের রাজধানীতে বহুসংখ্যক উজীরীকে লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। উক্ত দরবারে উজীরিদিগকে উষ্ণীষ (শিরস্ত্রাণ) প্রদত্ত হইয়াছিল।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের অবস্থান কালে ঘোড় দৌড় সাহেবদিগের ভোজ ও নৃত্য গীত এবং জেল পরিদর্শন প্রভৃতি আমোদকর কার্য্যেও [illegible] অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিন্তু এ সকল [illegible] আগমন ও দীর্ঘকাল অবস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য কেবল উজীরিদিগের সহিত [illegible] করা এবং অত্রস্থ ও সীমা[illegible] ইংরাজদিগের সদ্ভাব [illegible] সংস্থাপন করা। আমি [illegible] অত্রস্থ কমিস[illegible] কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আগমন ও অবস্থিতিতে এ বিষয়ে অধিকতর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

৩। এস্থান সীমার অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় বিচারপতিরা সম্পূর্ণ আইনের বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করেন না। অনেক স্থলেই আপন আপন ইচ্ছামত সুবিধা বুঝিয়া বিচার করা হয়। প্রায় দেখা যায় লঘু পাপে গুরুদণ্ড ও গুরু পাপে লঘু দণ্ড হইয়া থাকে। "দশজন দোষী অব্যাহতি পায় সেও ভাল তথাপি যেন একজন নির্দ্দোষ দণ্ডিত না হয়" আইনের যে এই প্রধান উদ্দেশ্য এস্থলে তাহার প্রায় বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি আমি নিম্নেই ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি দেখি কি হয়। সংপ্রতি ২। ১ টী মকদ্দমার কথা লিখিতেছি কএকদিন হইল অত্রস্থ একজন রইসের ষোড়শ বর্ষীয় একটী পুত্র একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে বলাৎকার করিয়া মৃত প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহার প্রামাণ্যার্থ যাহা যাহা আবশ্যক সকলই হইয়াছিল। দণ্ড কি হইল রুদ্ধ গৃহে বালকের অভিভাবক দ্বারা ১৫ টা মৃদু বেত্রাঘাত !!! বোধ হয় সীমাস্থিত সর্দ্দারদিগকে ইংরাজেরা অধিক ভয় করেন বলিয়া আইনানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন না। একজন দোকানদার বহু লোকের সম্মুখে একজন লোকের সহিত বিবাদ করিতে করিতে অণ্ড কোষে পদাঘাত করিয়া বধ করে। ডাক্তার কহেন ইহার কোন পীড়া ছিল তাই দৈবাৎ মরিয়া গিয়াছে। অথচ তাহার আত্মীয় স্বজন কহেন যে, যে পীড়ার কথা ডাক্তার কহিতেছে আজন্মকাল উহার সে পীড়া কখন হয় নাই। যাহা হউক হত্যাকারী বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

৪। অল্পদিন হইল এস্থান হইতে মুলতানের রেলওএর কোন ষ্টেষণ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে; এই রাস্তা দিয়া অনায়াসে আজ কাল মেলকাট (ডাকের এক প্রকার ক্ষুদ্র শকট) দুই দিনে যাইতেছে, এই শকটে চড়িয়া যাইলে দুই তিন দিনে লাহোরে পঁহুছা যায়। যে সকল লোক এই রাস্তা নির্ম্মাণে পরিশ্রম করিয়াছিল তাহারা [illegible] যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছে, [illegible] আছে এবং অদৃষ্টে [illegible] পুরস্কারের যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। আজি কালি এখানে গোধূম টাকায় [illegible] সের, ছোলা টাকায় এক মণ দশ সের, তৈল টাকায় সার্দ্ধ দুই সের ঘৃত টাকায় প্রায় দুই সের চাউল সামান্য রকম টাকায় দশ সের লবণ টাকায় প্রায় পাঁচ মণ, বেদানা টাকায় পাঁচ সের কিস্‌মিস্‌ টাকায় ৪ সের পেস্তা টাকায় দেড় সের গোল আলু (পার্ব্বতীয়) টাকায় প্রায় ১৮ সের।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

এই সেই ভস্মরাশি!

১

কহ না আমায়,
নয়ন নিকটে মোর কি ঐ দু পাবার,
ভস্মের মতন?
এ বটে ভস্মের রাশি, আর রে ভারতবাসী,
ভস্মভরা চোখে ভস্ম করি নিরীক্ষণ!

২

এই কি সে ছাই?
কপিল পাতাল বাসী ঋষিকুলধন।
সগর রাজার
পাপাত্মা তনয়দলে, পোড়াইয়ে রোষানলে
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ব্বত আকার!

৩

এই কি সে ছাই?
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহার,
পাণ্ডব খাণ্ডববন করিলেন অরপণ,
খাইয়ে করিলা ছাই অনল তাহায়।

৪

এই কি সে ছাই?
বিরহিদহনকারী নিদয় মদন,
শিব কোপানলে,
ধ্যানভঙ্গ অপরাধে পড়েছিল পরমাদে,
পুড়িয়ে হইল ছাই কুভাগ্যের ফলে।

৫

অথবা এ ছাই
তাই কি? যে কালে করি বীর জন্মেজয়
সর্পনাশ যাগ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে পোড়াইল সর্পগণে,
নিভাইতে প্রাণ পণে পিতৃনাশ রাগ।

৬

এ নয় সে ছাই!
এ যে ছাই, মনে আ খ. কহিব তা কায়?
কে আছে এমন?
অমূল্য রতন পুড়ে, ভারতের বক্ষযুড়ে।
হায় এ ভস্মের রাশি ছুয়েছে গগন।

৭

অনলের প্রবাহে
অন্য ছাই পোড় হয়ে কোথা চলি যায়,

চিহ্নও না রবে ;
কিন্তু এ ভস্মের রাশি, হেরিতেছি দিবানিশি
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে ?

৮

এরে ধুইবারে,
অতল সাগর কূল তরঙ্গ নিচয়
কভু না পারিবে ;
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল
ভাসাতেও পারে তারা, এভস্মে নারিবে।

৯

মুষল ধারায়,
যদ্যপি জলদ জাল অসীমগগন
ব্যাপিয়ে বরষে
দিবানিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা তাহাদের শতেক বরষে ?

১০

এ কি হে কহিলে।
পর্ব্বত, ধরণী, বন, জলনিধি জলে
যদি ভেসে যায়,
তবে এভস্মের রাশি কিহেতু যাবে না ভাসি,
সোনা কি স্রোতের মুখে কভু আটকায় ?

১১

সোনা এ ত নয়,
ভারতমাতার ইহা স্বাধীনতা ধন,
রে ভারতবাসী।
বিদেশীর শস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষস্থলে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে, এই সেই ভস্মরাশি।

পাথুরিয়াঘাটা। অনুগত
২২ এ মাঘ ১২৮১ শ্রীবালকৃষ্ণ রায়।

উদ্ধৃত।

আমরা অধীন কার ?

(দর্পক)

আমাদিগের দুঃখ আমরাই জানি, যাহারা অনুমান করিয়া আমাদিগকে দুঃখী বা সুখী বলেন, তাঁহারা অনেক সময় অধিকাংশই এরূপ বিষয়ের জন্য আমাদিগকে দুঃখী বা সুখী বলেন যাহাতে আমরা প্রকৃত পক্ষে দুঃখী বা সুখী নহি। আমাদিগের অধীনতানিবন্ধন দুঃখ স্ত্রীলোকদিগের অবরোধজনিত দুঃখ মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। কিন্তু বাস্তবিক কি অধীনতায় আমরা দুঃখী তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা সকলের কর্ত্তব্য।

অধীনতার কথা উঠিলেই অনেকেই বলিবেন, আমরা বিজাতীয় রাজার অধীন। ইহা শুনিতে যত ক্লেশকর বোধ হয় কার্য্যতঃ বাস্তবিক তত নহে, আমরা যে রাজার রাজ্যে বাস করি তিনি এরূপ স্বেচ্ছাচারী নন যে এই অধীনতা জন্য আমাদিগকে প্রতিমাস প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টা ক্লেশ পাইতে হয়, তবে কি আমরা অধীনতা ক্লেশ জানি না ? জানি সময় বিশেষে মাত্র।

আজি কালি যখনই আমরা কোন কার্য্যবশতঃ ইংরাজের সহিত একত্রিত হই, তখনই এই অধীনতা নিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি। ইংরাজ বাঙ্গালি এক রাস্তায় চলিলে বাঙ্গালি জানিতে পারেন যে তিনি অধীন, ইংরাজ বাঙ্গালিকে এক ঘরে বসিতে হইলে বাঙ্গালি জানেন তিনি অধীন। ইংরাজ বাঙ্গালি এক কর্ম্মের প্রার্থী হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজ বাঙ্গালি এক মকদ্দমায় লিপ্ত হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজের নিকট বাঙ্গালির যাইতে হইলেও বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। আর ইংরাজ বাঙ্গালিতে কলহ হইলে বাঙ্গালি প্রত্যেক ঘুসিতে জানিতে পারেন যে তিনি অধীন।।

কিন্তু সাধারণ পক্ষে ইংরাজ বাঙ্গালি প্রায় একত্রিত হয় না। যাহাদের আবার নিয়ত দেখা হয়, তাহারা অভ্যাস বশতঃ এ অধীনতা ততত অধিক মনে করে না। যাহাদের অদৃষ্টে মধ্যে মধ্যে ইংরাজ সংমিলন হয় তাহারা এইটী বিলক্ষণ অবগত আছেন। এরূপ লোক অতি অল্প, সুতরাং ইংরাজ বাঙ্গালির সংমিলনজনিত ক্লেশ অধিকাংশ লোকেই জানেন না।

যদি ইংরাজ বাঙ্গালি পরস্পর অন্তর থাকেন, তাহা হইলে (ধন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া) বাঙ্গালিরা পরাধীনতা এক কালীন ভুলিয়া যায়। দেশ রক্ষা, সম্পত্তি রক্ষা, দেহ রক্ষা দেশীয় শিল্প রক্ষা, মন রক্ষা প্রভৃতি সকল রক্ষার ভার বহু কালাবধি ভিন্ন জাতির উপর নির্ভর থাকাতে আমরা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালা যে আমাদিগের দেশ, এই ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি যে আমাদিগের সম্পত্তি অধিক কি, এই দেহ যে আমার ইহা আর ভ্রমেও আমাদিগের মনে হয় না। যদি তুমি বল কৈ ? আমি ত ভুলি নাই। তুমি এতদ্দ্বারা এই বল, যে তর্কে ভুল নাই, কিন্তু কাজে ভুলিয়াছ। কেন ? তাও বলি। কথায় বলে "যার জুন্দর তারে চল রে খাঁদি ঘরে" যেটী আমার সেটী মন্দ হইলেও আমার আদরের বস্তু। বাঙ্গালা দেশ মন্দ বাঙ্গালি মন্দ, ছাপ্পারবার হইলেও যদি তোমার এই দেশ, তুমিই বাঙ্গালির একজন, মনে থাকিত, তাহা হইলে যাহাতে বাঙ্গালার ভাল হয়, যাহাতে বাঙ্গালির ভাল হয় সে চিন্তা তোমার নিয়তই হইত। তাহা কি হয় ? হয় না। কেন না তোমার মনে নাই। আবার বলি তুমি বল এই ঘর বাড়ী টাকা কড়ি জিনিস পত্র সকলই তোমার। এটীও তোমার ভুল। কেন না যদি এ সকল তোমার হবে তাহা হইলে যাহাতে এই ঘর বাটী প্রভৃতি রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা করিতে। যাহাতে চোরে চুরি না করে ডাকাতে ডাকাতি না করে তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা সাবধান সতর্ক থাকিতে। তাহা কি থাক ? সব পুলিসের উপর নির্ভর। যে বাটীতে দশ জন পুরুষ আছেন সে বাটীতেও ডাকাত হইলে, সকলে বলেন সেখানকার পুলিস কি করিতেছিল ? কেহ বলেন না সে বাটীর দশটা পুরুষ কি করিতেছিল ? যেন বাঙ্গালির পুরুষ আর মেয়ে একই কথা। তবে এ বাড়ী ঘর তোমার হল কৈ ? তুমি বলিবে, ও সব আমার না হইলে হইতে পারে, দেহ ত আমার তার আর সন্দেহ কি ? আমি বলি—দেহও তোমার নয়। আমি দর্শন শাস্ত্রের তর্ক করিতেছি না, আত্মার সহিত দেহের কি প্রভেদ ? আত্মার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, আমি কে, দেহই বা কি, আমার দেহ না দেহের আমি, এ সব তর্কে আমার প্রয়োজন নাই। আমি মোটামুটি বুঝি, তোমাকে মোটা মোটি বুঝাইয়া দি। প্রথম যাহা বলিয়াছি এখনও তাই বলি, যেটী তোমার তাহাতে অবশ্যই তোমার বিশেষ যত্ন থাকিবে। যে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছ, যদি কোন কারণ বশতঃ উহার কোন স্থান ছিন্ন হয় তাহা হইলে তোমার কি দুঃখ হয় না ? যদি দেহ তোমার হইত, তাহা হইলে দেহের ক্ষতি হইলে অবশ্যই তুমি দুঃখিত হইতে। তাহা কি হও ? দেহের [illegible] ভাল হইবে তাহার চেষ্টা কি কর ? বাঙ্গালির যদি দেহ প্রতি যত্ন থাকিত তাহা হইলে [illegible] মদ খায় কেন ? অন্যান্য অত্যাচার করে কেন ? যাহাতে শরীর দৃঢ় হয়, রোগশূন্য হয় [illegible] চেষ্টা করে না কেন ? রোগে কি আমাদের অর্দ্ধেক জীবন কাড়িয়া লয় না, যদি বাঙ্গালা ত্যাগ করিলে, আমরা এ জীবন্মৃত হইতে অব্যাহতি পাই তবে এক কালীন দশ হাজার বাঙ্গালি অপর দেশে বসবাস করি না কেন ? [illegible] মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং এ কথা কি আমাদের মনে আছে ? অতএব [illegible] আমাদের দেশ নহে, আমাদের ঘর বাড়ী নয়, [illegible] পরেও আমাদের নয়, ছুরি কাঁচি ছাতা জুতা কাপড় ছুচ, আলপিন, দেশলাইটী পর্য্যন্ত [illegible]

দের নয় ও শরীরও আমাদের নয়। এ সকলি ইংরাজের। যদি এখনও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে আমি কি করিব তুমি কার্য্যে প্রমাণ দেখাও। ফল কথা যে গুলিনের নাম করা গেল, বস্তুতঃ তৎতদ্বিষয়ে আমরা অধীন হইলেও আমরা তজ্জনিত ক্লেশ অধিক ভোগ করি না। যে অধীনতা জন্য আমরা দিবা রাত্রি ক্লেশ ভোগ করি তাহাই এখন বলিতেছি।"

—৹—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯	।১॥	॥৹	।৫
বাকুড়া	।৩৸	।৮৸	।৭॥	।৫৸
বীরভূম	।৬	॥১	।৩॥	।২॥
মেদিনীপুর	।২	॥৹	।৪	।২
হুগলী	৴৯॥-।৹	।৬৹।৭	।৬-।৬॥	৪।
হাবড়া	।২॥	।৬	।৮॥	।৫॥
২৪ পরগণা	৴৮	।৫৸	।৭৸	।৪-।৬।
নদীয়া	।৪॥	।৬	॥৹	।৬
যশোহর	।৬	।৮৸	।৫	।৬
মুরশিদাবাদ	।২-।৩	।৯॥	।৭-৯	।৮॥
দিনাজপুর	॥১	॥৭॥	।৩॥	।২॥
মালদহ	॥৩॥	॥৬	।৬।	॥৹
রাজশাহী	।৮৸-॥৹॥৶	॥১॥৴৹॥২॥	।৬-।৮॥	।৬॥-৮
রঙ্গপুর	৴৮	॥১॥	।২৴	।৪
বগুড়া	।২	।৯॥	।২	।২
পাবনা	৴৮-২	॥১	।৫	।৫
দারজিলিঙ্গ	৴৪	১	৴৮	৴৭
জলপাই গুড়ি	।৬	॥১৴	।১	।৩৶
[illegible]	।৯	॥১	১	।৬
[illegible]	৴৬	৯	।১	।১
[illegible]	৭	॥১	।৩	
[illegible]	।৩	॥৹	।৩॥	।২॥
[illegible]	৫	।৯	।৩	।৹
[illegible]	৪	।৹		।১॥
[illegible]	।১	॥৩	।৩	।২
[illegible]		।৬		
পাটনা	।৪॥	॥৫	॥২	।৯
গয়া	।১	॥২॥	॥১	।৭
সাহাবাদ	।৪	।৮	॥১	।৭
পশ্চিম ত্রিহুত	৴৯	।৯	॥৪	।৩
সারণ	৴৯	॥৪	॥৹	।৭
মুঙ্গের	।২।৶	।৯॥৴	॥২৴	।৯॥৴
ভাগলপুর	॥৹৶	॥২॥৶	॥১।৶	॥২॥৶
পূর্ণিয়া	॥১	॥৪	।৮	॥৹
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৪	।৪
কটক	।৮।৶	॥৭॥৴	।৫৸	।৯॥৶
পুরী	।৭৴	॥৩।	।৫।৶	।৫৸
বালেশ্বর	।৬	॥৬	।৹	।২॥
হাজারীবাগ	।৹	॥২	।৭	।২
লোহারডগা	।৬	।৯	।২	৴৯
সিংহভূম	।২	॥৪	।৩	।২
মানভূম	।৪	॥২	।৬	।৩

[illegible]

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ৫ ই ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	
ভুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

সন ১৮৭৫ সালের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
২	৪

বহরমপুর
৪ ঠা ফেব্রুয়ারি
১৮৭৫ সাল
} টি, এইচ উইঙ্ক সি. ই. এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

—৹—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ। পাইকপাড়া ১০
শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন—বহরমপুর ১০
" " সদানন্দ মিশ্র—কলিকাতা ৫॥৹
" " অক্ষয় নারায়ণ সতুজী—রোহিণী ৫॥৹
" " শৈলেন্দ্রগিরি গোসাঞি—মাহিগঞ্জ ১০

—৹—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৶৹ দুই আনা তাহার পর ৴১৹ দেড় আনা দিতে হইবে। বিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭শ ভাগ। ১৫ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ১১ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ২২ এ ফেব্রুয়ারি।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেন রিচে ২৪ নং ব্রেন্‌ব্রিজ হল নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে

গিলাণ্ডাস
আরবথনট এণ্ড কোং

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট অর্শঃ আমাশয় রক্তামাশ। গ্রহণি সুতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। উহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১॥ মাসের মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৲ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১॥ মাসের মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৫ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এই নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২১এ পৌষ ১২৮১
গোবর ডাঙ্গা
জেলা নদীয়া।
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কেহ গ্রন্থ যদি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করেন, তাঁহার ৬ ক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই ফাল্গুন সোমবার।

গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় গবর্ণর জেনরলের এক আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। সর রিচার্ড কাউচ, সিন্ধিয়া, জয়পুরের রাজা, সার রিচার্ড মীড্‌, সার দিনকর রাও ও মেলবিল এই কয় জনকে গুইকুমারের বিচারার্থ নিযুক্ত করা হইয়াছে। সার রিচার্ড কাউচ উক্ত বিচারপতি দলের প্রধান হইয়াছেন। ইহাঁদিগকে নিম্নলিখিত কয়টী অপরাধের বিচার করিতে হইবে।

১ ম, গুইকুমার স্বয়ং এবং লোক দ্বারা দুরভিসন্ধি সকল সাধনার্থ রেসিডেণ্ট ফেয়ারের ভৃত্যদিগের সহিত গোপনে পরামর্শ করেন।

২ য়, গুইকুমার স্বয়ং বা অন্য দ্বারা ঐ সকল ভৃত্যকে উৎকোচ দিয়াছিলেন।

৩য়, তাঁহার এইরূপ পরামর্শ করা এবং উৎকোচ দিবার উদ্দেশ্য এই যে কর্ণেল ফেয়ারের ভৃত্যদিগকে গোয়েন্দা স্বরূপ রাখিয়া তাঁহার গোপনীয় বিষয় সকল জানা এবং তাঁহাকে বিষপান দ্বারা হত্যা করা।

৪র্থ, মলহর রাওর নিয়োজিত লোক দ্বারা কর্ণেল ফেয়ারকে সত্য সত্যই বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পাওয়া হয়।

বিচারপতিরা এই সকলের বিচার করিয়া বিচারের ফল গবর্ণর জেনরলের গোচর করিবেন। সার রিচার্ড কাউচ প্রধান হইয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা এই, তিনি বিচারের স্থান ও সময় স্থির করিবেন, সভা স্থগিত রাখিবেন এবং দলিল সংক্রান্ত বা অন্যবিধ প্রমাণ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষই হউক, আর গুইকুমারের পক্ষই হউক, যাহাকে উচিত বোধ করিবেন তাহারই সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। ১৮৭৩ অব্দে যে যে বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিযুক্ত হন, তাহার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, উক্ত বিচারপতিগণ উপরি উক্ত কয়টী বিষয় ভিন্ন আর কোন বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বের কোন বিষয় প্রসঙ্গে বিচার স্থলে উপস্থিত হইলে সে বিষয়ের কোন বিবেচনা বা অনুসন্ধান করা হইবে না। তন্মধ্যে যদি কোন কমিশনর পীড়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ উপস্থিত থাকিতে না পারেন, বিচার কার্য্য বন্ধ থাকিবে না। যে কয় জন উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারাই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। জয়পুরের রাজা ১৮ ই ফেব্রুয়ারি জয়পুর হইতে বরদা যাত্রা করিবেন।

পুনার আবেদনকারিরা যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজ্ঞাটী তদনুরূপই হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল বিচারপতির স্থানীয় এবং সর রিচার্ড কাউচ প্রভৃতি জুরির স্থানীয় হইয়াছেন। মলহর রাও দোষী অথবা নির্দ্দোষ হইলেন তাঁহারা কেবল এইমত প্রকাশ করিবেন এই মাত্র। তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান ক্ষমতা নাই। সে ক্ষমতা গবর্ণর জেনরলের হস্তগত।

সর রিচার্ড কাউচকে কমিশনের প্রধান করা হইয়াছে। এটী আমাদিগের তত প্রীতিকর হইতেছে না। বিচার কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় ফিয়ার সাহেব বা তদ্দেশ

কোন ব্যক্তিকে কমিশনের প্রধান করিলে ভাল হইত।

—:০:—

কৃষকের সহিত বন্দোবস্ত।

অম। বাঙ্গলা দেশের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিষ্টকারিতার নিবারণার্থ কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের অভিপ্রায় বিশদ করিবার নিমিত্ত সেই পত্র খানি এইস্থলেই গৃহীত হইল। পত্রখানি এই,

আপনি জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত। তদ্বিপরীত কিছু লেখা কেবল বাতুলতা প্রকাশ করা মাত্র কিন্তু আপনি এরূপ অদূরদর্শী নহেন যে এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করিলে বিরক্ত হইবেন। এই সাহসে আমি ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিলাম পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহারা জমিদারদিগের উন্মূলনের প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন ভেকদিগের রাজ পরিবর্ত্তনের গল্পটী তাঁহাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ যাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা নাই, দূরদর্শিতা নাই, যাঁহারা শৃগালের ন্যায় একটী ডাকিলে সকলেই ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য নহে। তবে আপনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে ভ্রম প্রদর্শন ও সেই ভ্রম সংশোধনের যে উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত তাহাও একবার দেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব আইন দ্বারা জমিদার পত্তনিদার, দরপত্তনিদার ছেতকনদার, ইজারদার দরইজারদার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও এই সকল মধ্যবর্ত্তী লোক সকল ভিন্নায় না থাকেন কিন্তু বোধ হয় পত্তনিদার সর্ব্বত্র আছেন। আবার দশ আইনে গাঁতিদার পাট্টাদার ও জোতদার প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যদি গবর্ণমেণ্ট আপনার প্রস্তাবের অনুযায়ী জমিদার ও কৃষক এই দুইটী মাত্র শ্রেণী করেন, তাহা হইলে এই মধ্যবর্ত্তী লোক সকল কোথায় যান? যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের স্বত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে কৃষকের সহিত কি নিয়মে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে। তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ফলতঃ "চিকিৎসা মাংসং ভগ শতং" যে সাধারণ প্রবাদ বাক্য আছে, তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কিছু দোষ আছে আমরা তাহা বলি না। আমরা বলি ঐ বন্দোবস্তের পর হইতে দশ আইন পর্য্যন্ত যতগুলি আইন হইয়াছে, তাহারই দোষ। এক্ষণে যদি আপনার প্রস্তাবিত কৃষকের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা স্থলে কিরূপ কার্য্য করা উচিত। অর্থাৎ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে জমীর বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং যে স্থানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অথবা যাহারা মজুরি করে তাহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন নিবন্ধন যদি ভূমির প্রয়োজন হয়, কি উপায়ে তাহাদিগের সে অভাব পূরণ করা যাইতে পারে? আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে সে অভাব পূরণ করণের এই কয়টী মাত্র উপায় আছে।

১। যাহাদিগের ২০ বিঘার বন্দোবস্ত আছে অথচ ১০ বিঘায় চলিতে পারে তাহাদিগের নিকট হইতে ১০ বিঘা লইয়া দেওয়া।

২। বৃদ্ধি পরিমাণে লোককে দেশান্তরিত করা।

৩। মজুরি করান।

৪। বন্দোবস্তদারের নিকট কোর্ফা জোত দেওয়া।

কিন্তু [illegible] এক [illegible] চিরস্থায়ী [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] স্বীকার করিবেন না। [illegible] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়টী ভারতবাসী [illegible] তাহা আপনি বলিতে পারেন না। তৃতীয়টী অতি ভয়ঙ্কর। কারণ যে দেশে উন্নতির পথ নাই সে দেশ অত্যন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চতুর্থটী অতি দোষাবহ। কারণ, এক্ষণে কৃষকের স্বত্ব নাই বলিয়া আমরা বিলাপ করিতেছি, তখন বোধ হয় আমরা কোরফা কৃষকের স্বত্ব নাই বলিয়া চীৎকার করিব। এক্ষণে আমরা জমীদারের কর বৃদ্ধি (যাহা আদালতে আকাশ কুসুম হইয়াছে) ও অত্যাচারের বিষয়ের আন্দোলন করিতেছি, তখন কোরফা কৃষকের প্রতি কৃষকের ঐরূপ ব্যবহারের বিষয় লইয়া আন্দোলিত হইবে। ফল জমীদারে ও প্রজায় যে সকল মকদ্দমা হইতেছে তাহার এক শতের মধ্যে ৯৫ টা এই কারণবশতঃ হয়। জমীদার সহজে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া কর বৃদ্ধি খাসদখল প্রভৃতি নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। বস্তুতঃ জমীদার ভূমি কখন নিজে জোত করেন না।

স্বর্ণপুর ১২৮৬। ৬ ই ফাল্গুন — বশম্বদ একজন গ্রাহক।

আমাদিগের অভিপ্রায় এই, প্রথমে ভূমির স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। ভূমির কৃষিকার্য্যের ব্যয় বাদে যে উপস্বত্ব থাকিবে, তাহা দুই ভাগ হইবে। এক ভাগ কৃষক পাইবে, অপর ভাগ জমীদারের থাকিবে। জমীদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে গবর্ণমেণ্টের নিজ প্রাপ্য জমীদারের নিকট হইতেই পাইবেন। জমীদার স্বেচ্ছামত প্রজার কর বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহারই বিধানার্থ এই বন্দোবস্ত হইতেছে। ভূমির স্বরূপ বিবেচনা [illegible] উপস্বত্ব [illegible] নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত করা হইতেছে, [illegible]

[illegible]

অনুসারে [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] এ আপত্তি [illegible] জমীদার আপনার [illegible] স্বীকার করিয়াছে [illegible] আপনার [illegible]

লাভ রাখিয়া দরপত্তনি দেন। শেষ যে মহাপুরুষের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয়, তিনিই কৃষকের যম হইয়া উঠেন। অত্যাচার ও পীড়ন করিবার ভার তাহার উপরেই পতিত হয়। দরপত্তনি- দাতা পত্তনিদার ও পত্তনিদাতা জমীদার ইহাঁরা সকলে শুদ্ধস্ফটিক হইয়া বসেন। জমীদার পত্তনিদারকে আবার পত্তনিদার সে পত্তনিদারকে ব্যাঘ্রের ন্যায় কৃষকদিগের উপরে যে ছাড়িয়া দেন, এটী কি সঙ্গত হয়? যদি প্রথমাবধি কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইত, তাহা হইলে পত্তনিদার দরপত্তনিদার প্রভৃতির কি সৃষ্টি হইত?

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ভূমির কার্য্য বাড়িবার ভাব নাই। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহার ভরণ পোষণের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এখন ত কৃষ কের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, এখনি ত অন্য উপায় দেখিতে হইতেছে কৃষ কের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে বরং সে পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে কৃষকেরা ভূমির স্বামী হইবে, তাহাদিগের ভূমিতে মমতা জন্মিবে। তাহারা প্রাণপণে ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া তাহাতে অধিকতর শস্য উৎপাদনের চেষ্টা পাইবে সন্দেহ নাই। দেশের শস্য বৃদ্ধি হইলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধিতে তত শঙ্কা হয় না। এবার অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই বঙ্গদেশ ও বিহারের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইয়াছে এবং লোক সকলকে দেশান্তর করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে। কিন্তু যদি সুবর্ষা হইয়া দেশ শস্যপূর্ণা হইত, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বাচ্য থাকিত না। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, দেশের শস্য বৃদ্ধির চেষ্টা তন্মধ্যে প্রধান। গবর্ণমেণ্ট খাল খনন করিয়া সেই উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

তামাকের চাস।

বাঙ্গলা দেশের কোন কোন প্রদেশে তমাক উৎপন্ন হয়, কত ভূমিতে কত তমাক জন্মে, কত ব্যয় পড়ে, কিরূপই বা লাভ হয়, এই সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের সকল স্থানেই ন্যূনাধিকভাবে তমাক উৎপন্ন হয়, কেবল গয়া ও নোয়াখালিতে হয় না। রঙ্গপুর, ত্রিহুত, কুচবিহার, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, নদীয়া এই কয় স্থানই প্রধান। সমুদায়ে ৬০০০০০ বিঘা ভূমিতে তমাক জন্মে। ঐ তমাকের বার্ষিক মূল্য অনুমান ১০০০০০০০ টাকা। উৎকৃষ্টরূপ কৃষিকার্য্য ও উৎকৃষ্টরূপ তমাক জন্মিলে প্রতিবিঘায় ১০।১২ মন হইয়া থাকে। সচরাচর ১।০ ২ মন জন্মে; তমাক উৎপন্ন করিবার ব্যয়ও অধিক নয়। প্রতি বিঘায় ১।০ ২ টাকা অবধি ১০। ১২ টাকা পড়িয়া থাকে।

তমাকের ক্ষেত্রগুলিতে সর্ব্বদা পরিশ্রম আবশ্যক হয়। ১২ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে তৃণ জন্মিতে দেওয়া হয় না। জল পথও পরিষ্কৃত রাখিতে এবং প্রতি বৎসর নূতন মৃত্তিকা ও সার দিতে হয় ক্ষেত্রে এই কাজগুলি না হইলে তমাকের যথোচিত বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পোকা ধরে। গবর্ণমেণ্ট তমাকের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। স্থানে স্থানে আদর্শ ক্ষেত্র করিয়া হাবানা ও বার্জ্জিনিয়া হইতে তমাকের বীজ আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। মানিলা হইতে লোক আনাইয়া এদেশীয়দিগকে তমাক উৎপাদন প্রণালীর শিক্ষা দিবারও চেষ্টা আছে।

গবর্ণমেণ্ট লোক আনাইবার বিষয়ে কালেক্টর কমিশনর প্রভৃতির মত গ্রহণ করেন, কিন্তু বিষয়টী সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। আমরাও বলি স্থিরতররূপে লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে এই মাত্র। এদেশীয় কৃষকেরা কৃষিকার্য্য বিষয়ে অন্যের উপদেশ পায় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যানুরোধ ও লাভপ্রত্যাশা ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে কৃষিকার্য্যের যে প্রণালী অবলম্বন ও যেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন, ইহারা আপনা হইতেই তাহা শিখিয়া লয়। বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিম্ন। এখানে স্বল্প পরিশ্রমে সহজে শস্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং এখানকার লোকে অধিক পরিশ্রম করে না। বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমি উচ্চ, সেখানে অধিক পরিশ্রম না করিলে ও ক্ষেত্রে সার না দিলে শস্য জন্মে না, সেখানকার লোকে তাহাই করিয়া থাকে। তবে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় তমাকের বীজ বপন ও উৎপাদন প্রণালীর শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যদি কিছু দিনের জন্য লোক নিয়োজিত করেন, তাহাতে হানি নাই কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিলে উহা গবর্ণমেণ্টের অনর্থক ব্যয় দ্বার হইয়া উঠিবে এবং কয়েক জন পোষ্যপুত্র প্রতিপালন ব্রত পালন করা হইবে এই মাত্র।

সংস্কৃত মদেইয়ার পূজা।

এমনি কালমাহাত্ম্য হইয়াছে যে কোন বিষয়ের আর অসংস্কৃত অবস্থায় থাকিবার অধিকার নাই। পূর্ব্বে অসংস্কৃত দেশো মদ ছিল, কতকগুলি কৃতবিদ্যের কল্যাণে সংস্কৃত বিলাতী মদ চলিয়াছে। অসংস্কৃত যাত্রার অভিনয়রূপ সংস্কৃত অবস্থা হইয়াছে, অন্য কথা কি,

দশবিধ সংস্কারেরও সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। কেবল বারইয়ারি পূজাটী অসংস্কৃত ছিল, তাহাও আর কতিপয় কৃতবিদ্যের যত্নে অসংস্কৃত রহিতেছে না। আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছেন,

এখানকার বারইয়ারির সরস্বতী পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ 'বারইয়ারি' এই শব্দটী শুনিয়াই চমকিয়া উঠিবেন না। সচরাচর পাড়াগাঁয়ে অত্যাচার পূর্ব্বক যেরূপ বারইয়ারি পূজার অনুষ্ঠান হয় এটী সে ধাতুতে নির্ম্মিত নহে. অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ইহাতে সংস্রব ছিল। কয়েকদিন নৃত্য গীত কীর্ত্তন প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ হইয়াছিল, অধিকন্তু আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু * * * মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের উদ্যোগ ও উৎসাহে এখানে একটী থিয়েটর হইয়াছে। গত মঙ্গলবার রাত্রিতে বারইয়ারিতলায় তাহার প্রথম অভিনয় হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হয়। রঙ্গভূমিতে অভিনেতৃগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ আবার দেখুন এই উপলক্ষে অনেকগুলি দীন হীনকে পরিতৃপ্ত রূপে আহার করান হয়, এবং নব্য সংগীতপ্রিয় যুবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ থিয়েটরের নিমিত্ত ৫০ পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের এই ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বারইয়ারির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সমস্ত খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, সে সমুদায়ই উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া হইবে। আমরা অনুমান করি সমস্ত ব্যয় বাদে আরও আনুমানিক একশত টাকা থাকিবে. যাহা হউক অত্রত্য বারইয়ারির এই সকল সৎকার্য্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বারইয়ারির কর্ত্তৃপক্ষগণকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি। বঙ্গদেশের সমস্ত বারইয়ারির পাণ্ডারা এটীকে আদর্শ করেন ইহাই আমাদের বাসনা।

আমাদিগের কতকগুলি কৃতবিদ্যের বিদ্যালয়াদিতে দানরূপ সৎকার্য্যের ইচ্ছা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও বারইয়ারির আমোদটুকু ভুলিতে পারেন নাই। আমাদিগের সাধু সদাশয় সংবাদদাতা বিদ্যালয়ে দান দেখিয়াই আনন্দে বারইয়ারির সহচর অনর্থগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই অন্য অন্য বারইয়ারি পূজকদিগকে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বারইয়ারি জীবিত থাকিলেই যে সেই সঙ্গে অত্যাচার ও মাতলামী প্রভৃতি জীবিত থাকিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যদি দুই এক স্থলে কেহ যত্নপূর্ব্বক সেই অত্যাচারাদির পরিহার করেন, তাহা উহার বিশুদ্ধতার প্রমাণ নহে। বারইয়ারি পূজার উন্মূলনই বাঞ্ছনীয়। কৃতবিদ্যেরাও যদি উহাতে মত্ত হন ও উহার উৎসাহ দেন, উহার উন্মূলন না হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা।

বারইয়ারি পূজা প্রভৃতি দ্বারা এদেশের লোকের স্বভাবেরও অনেক পরিচয় হইতেছে। বার মাসে তের পার্ব্বণ তথাপি তৃপ্তি নাই। আবার বারইয়ারির সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমোদই এদেশীয়দিগের জীবনসর্ব্বস্ব। আহারের সময়ে শাক অন্ন জুটুক, তাহাতে হানি নাই, আমোদ হইলেই হইল। বঙ্গদেশীয়েরা এত অমুদে বলিয়াই এদেশে আমোদেরই সবিশেষ উন্নতি, অন্য দিকে তত উন্নতি নাই। এই কারণে কাজের লোকও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয়দিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় ব্যবহার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় ইউরোপীয়দিগের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ভারতবর্ষীয় করিয়াই বিব্রত, ইহাদিগের হিতচেষ্টাতেই ব্যস্ত, ইউরোপীয়দিগের প্রতি একবার ফিরিয়াও চান না। ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনার্থই ইউরোপীয়দিগের এদেশে আসা। তাহারা সংসারে আকৃষ্ট হইয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার সমুচিত পুরস্কার নাই, প্রত্যুত তিরস্কার আছে। কত ইউরোপীয় ঘর বাড়ী মাতা পিতা ভাই বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলের জলময় প্রদেশে বাস করিয়া নীল উৎপাদন করিতেছে; কত ইউরোপীয়ের আসাম ও কাছাড়ের অরণ্যভূমি বাসভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের কষ্ট দেখিলে কাহার না দয়া হয়? কাহার চক্ষে জল না আইসে? কিন্তু আশ্চর্য্যের এই, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষদিগের তাহাদিগের প্রতি দয়া মায়া নাই। দয়া মায়া থাকিলে তাঁহারা তাহার মত কাজ করিতেন। আসাম ও কাছাড়ের চা-করেরা মজুরের নিমিত্ত কত কষ্ট পাইতেছে। রাজপুরুষদিগের সে কষ্ট দূর করিবার না আছে ইচ্ছা না আছে চেষ্টা। যদি সে চেষ্টা থাকিত, তাঁহারা একটী আইন করিয়া বঙ্গদেশ হইতে বলপূর্ব্বক লোক লইয়া আপনারা জাহাজ ভাড়া দিয়া তথায় পাঠাইয়া দিতেন। বঙ্গদেশে লোক ধরে না। এত লোক থাকিতে চা-করেরা কষ্ট পায় এটী উচিত হয় না।

কেবল এই মাত্র নির্দ্দয়তা নয়, এদেশের যে উচ্চতর রাজপদগুলি ইউরোপীয়দিগের একচেটিয়া হইয়া আছে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে সেগুলি এদেশীয়দিগকে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। কেবল যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই এই প্রকার শত্রুতা করেন এমত নয়, ইংলণ্ডের সমাচার পত্র সম্পাদকেরাও সময়ে সময়ে বাদে লাগিয়া থাকেন।

তাঁহারাও এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব করেন।

ইউরোপীয়দিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী ও সৎপরামর্শদাতা আর নাই। এদেশে যে সমস্ত স্বাধীন রাজ্য আছে, অত্রত্য ইউরোপীয়েরা গবর্ণমেণ্টকে সেগুলি ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত করিয়া লইবার সর্ব্বদা উপদেশ দেন; কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের এমনি দুর্ব্বুদ্ধি ধরিয়াছে যে সে দিকে কাণ দেন না। এটীও একটী নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। ইউরোপীয়দিগের উপরে যদি গবর্ণমেণ্টের স্নেহ ও দয়া থাকিত, গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমে তাঁহাদিগের অনুরোধ পরিহার করিতে পারিতেন না। দয়া ও স্নেহ নাই বলিয়া ইউরোপীয়দিগের আরো অনেক কথায় উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের বিদ্রোহিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ইরোপীয়দিগের যত্নের ক্রটি নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে কথা সপ্রমাণ করা দূরে থাকুক, সর রিচার্ড টেম্পল স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, এদেশীয় সমাচার পত্র সকল রাজভক্তিশূন্য নহে। এটীও গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয়দিগের প্রতি নির্দ্দয়তার অপর প্রমাণ।

আমরা যে দর্পণখানি পাঠকগণের সম্মুখে ধরিলাম, যদি পাঠকগণ এখানি উলটিয়া দেখেন, অত্রত্য ইউরোপীয়দিগের মনের ভাবগুলি সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইবেন।

বরদাবাসিদিগের আবেদন
ও মলহর রাও।

যেমন দেবতা বাহনও তেমনি। মলহর রাও যেমন সুবুদ্ধি, তাঁহার প্রজাগণও তেমনি বুদ্ধিমান। তাহারা গবর্ণর জেনরলের নিকটে অতি কৌতুকাবহ এক আবেদন করিয়াছে। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, মলহর রাও ধার্ম্মিক ও সৎ। তিনি যে কর্ণেল ফেয়রাকে বিষপান করাইবার চেষ্টা পাইবেন, ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে; যদি এ চেষ্টা হইয়া থাকে, মলহর রাও যে যে অসতের দলে বেষ্টিত হইয়া আছেন, তাহাদিগের হইতে হইয়াছে। মলহর রাওর আধিপত্যকালে বরদায় যে নানাপ্রকার অত্যাচার হয়, আবেদন মধ্যে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু মলহর রাওর ঐ পারিষদগণ তাহারও কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবেদনকারিরা মলহর রাওকে যোগ্য লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও বিমুখ হন নাই।

মলহর রাও যোগ্য ও নির্দ্দোষ, আমরা এ দুটী শব্দের কিরূপে অর্থ সমন্বয় করিব। তাঁহার পার্শ্বচরেরা যার পর নাই অত্যাচার করিয়া রাজ্য ছার খার দিল, রাজস্ব উদরসাৎ করিল, সতীর সতীত্ব নাশ করিল, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, তবে তাঁহার যোগ্যতা কিরূপ? আবেদনকারিরা গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে তিনি ঐ সকল অসৎ পারিষদকে দূরীভূত করিয়া দেন। এই কি যোগ্যতার লক্ষণ? যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্মচারিদিগের দমনে সমর্থ না হয়, যে ব্যক্তি সৎ পারিষদ মনোনীত করিতে না পারে, সে কিরূপ যোগ্য লোক? যাহা হউক, মলহর রাওর নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে গিয়া আবেদনকারিদিগের তাঁহার দোষ যে সপ্রমাণ করিয়া তুলা হইয়াছে, তাঁহারা এটী বুঝিতে পারিলেন না, ইহাই কৌতুকের বিষয়।

মলহর রাওর যাবতীয় কার্য্যই কৌতুককর। প্রতি পদেই তিনি নির্ব্বুদ্ধিতার ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দান করিয়াছেন। অনেক দিন অবধি তাঁহার বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে তাহাতে তিনি সংবধান হইতে পারিলেন না। বোধ হয়, তাঁহার মনে মনে এই সংস্কার ছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ আছেন, অতএব তাঁহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। যখন তাঁহার কার্য্য দর্শনার্থ কমিশন বসিল তখনও তাঁহার চৈতন্য হইল না। তাহার পরও কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা পাইয়া কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হইল। যদি তিনি বাস্তবিক এ বিষয়ে লিপ্ত না থাকেন, কিন্তু যেরূপে কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি যে ইহাতে লিপ্ত ছিলেন না, বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহারও এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষম বিষময় ফল ফলিয়াছে। দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে উদার রাজনীতি ছিল, তাহার সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটিবা গেল। রাজগণ বরাবর মিত্রভাবে সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগকে সামান্য প্রজার অপেক্ষাও অধম হইতে হইল। তাঁহাদিগের অস্তিত্ব এমনি অস্থির হইল যে "এক ঢেউয়ে আছে এক ঢেউয়ে নাই" বলিলে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটী হুঙ্কার ছাড়িলেই তাঁহাদিগকে অমনি ভস্মসাৎ হইতে হইবে।

এইখানেই মলহর রাওর নির্ব্বুদ্ধিতার ফল গণনার শেষ হইতেছে না। উহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিকেও বলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বরদা সম্বন্ধে যে কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যে কোন্ নীতি ও যুক্তির অনুসারে অবলম্বিত হইল, তাহা বুদ্ধির অগম্য।

জগতের রীতি এই, একের নির্ব্বুদ্ধিতা রূপ সুযোগ পাইলে অপরে লাভবান হইয়া থাকে। বরদার কত অর্থ

ভস্মসাৎ হইল, কত অর্থ ভস্মসাৎ হই-তেছে, কত যে অর্থ ভস্মসাৎ হইবে, তাহার ইয়ত্তা কি? যদি বল মসহর রাওর নিজের সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে। এটী অকিঞ্চিৎকর বাক্য। রাজার সম্পত্তি আর রাজ্যের সম্পত্তি উভয়ই এক।

একজন পাগলের প্রার্থনা।

ভবানীপুর ডলেণ্ডার পাগলা গারোদের একজন পাগল আমাদিগের নিকটে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহা লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের বিবেচনার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। পাগলের পত্র বলিয়া তিনি যেন উপেক্ষা না করেন। পাগল যে কথাগুলি কহিয়াছে, সেগুলি সত্য কি না, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

মহাশয়। অনেকেই জানেন যে ভবানীপুর ডলেণ্ডায় পাগলাগারোদ আছে। এখানে অনুমান ৩০০ শত পাগলনামধারী ব্যক্তি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ ৩০ বৎসর কেহ ২৫ কেহ ২০ কেহ ১৫ কেহ ১২ কেহ ১০ বৎসর এইরূপ রুদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা অনেক দিন অবধি রুদ্ধ, তাহাদিগের কেহ কেহ তাঁত বুনে, কেহ কেহ রেড়ী তৈল তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে। ফলতঃ অনেক দিন অবধি তাহারা সুস্থ আছে কিন্তু এখানকার কোন কোন কর্ম্মচারির অত্যধিক লোভ হেতু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। মাসে মাসে কমিটী হইয়া থাকে, তাহাতে জজ মেজেষ্টর ও অন্যান্য ডাক্তার সাহেব আসিয়াও থাকেন কিন্তু উক্ত দুষ্ট কর্ম্মচারিদিগের কুহকে পড়িয়া তাঁহারা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উপস্থিত বিচারক মহাশয়েরা এখানে কত যথার্থ পাগল কত বা কৌশল দ্বারা রুদ্ধ পাগল আছে, এই বিষয়ের উদ্ধারক করেন এই আমাদিগের শেষ প্রার্থনা। মহাশয়! এই বিষয়টী মুদ্রিত করিলে প্রজাহিতৈষী ছোট লাট সাহেব অবশ্যই চিরপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয় বিষয়ের উদ্ধারক করিবেন।

আমি উক্ত গারোদের একজন পাগল। যদি উক্ত উদ্ধারক না হয়, কিছুদিন পরে শুনিতে পাইবেন আমি নাই, কোন না কোন রোগে আমার মৃত্যু হইয়াছে। * * * * এখানকার সকলের অনুরোধে আমি এই বিষয়টী লিখিলাম।

দরিদ্র ইউরোপীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষা।

দরিদ্র ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষা লইয়া আজি কালি হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেন্টের মত জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর তত্রত্য শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট যদি ঐ সকল লোককে শিক্ষা দিবার কোন উপায় বিধান না করেন, উহারা পরে রাজ্যের পক্ষে বিপদস্বরূপ হইবে। তিনি ইহার মধ্যেই শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল সকল খুলিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট যে ইহা মঞ্জুর করিবেন তিনি তাহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। সর জন ষ্ট্রাচির ইচ্ছা এই, যে ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের কার্য্য পাইবে, তাঁহাকে অবশ্য তাঁহার সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে, তিনি যদি তাহা না পারিয়া উঠেন, গবর্ণমেন্ট সে ভার গ্রহণ করিবেন।

ইউরোপীয়েরা উদ্ধতপ্রকৃতি। অনক্ষর হইলে ঐ প্রকৃতির অধিকতর ঔদ্ধত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেকের সংস্কার ও বিশ্বাস আছে, বিদ্যাশিক্ষা প্রকৃতিকে দমন করিয়া রাখে। অতএব গবর্ণমেন্ট দরিদ্র ইউরোপীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার যে উপায় বিধান করিতেছেন, এটী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের আনন্দের হইবে সন্দেহ নাই। তবে একটী আপত্তি এই, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় করিতেছেন। এটী শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধ বলিয়া ত আমাদিগের বোধ হইতেছে। গবর্ণমেন্টের কোথাও অবৈতনিক বিদ্যালয় নাই। খৃষ্টমিশনরিরা এদেশে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করিতেছিলেন, গবর্ণমেন্ট সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাও রুদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এদেশীয় কৃষক ও ইতর লোকদিগের শিক্ষাদানার্থ দৃঢ়তর যত্নবান হইয়াছেন, ক্যাম্বেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় অনেক অর্থদানও করিতেছেন, কিন্তু সে পাঠশালাগুলিও অবৈতনিক নয়। গবর্ণমেন্ট অর্থদান করিতেছেন, অতএব আমাদিগকে আর স্ব স্ব সন্তানের বেতন দিতে হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া কোন কোন গ্রামের লোকে বেতন দানে বিরত হইয়াছিল। সে দিন সর রিচার্ড টেম্পল গবর্ণমেন্টের সাহায্যদানের সে অভিপ্রেত নয় বলিয়া তাহাদিগের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

বিনা মূল্যে বিদ্যাদান করা গবর্ণমেন্টের অভিমত নয়, যদি এই সিদ্ধান্ত হইল, ইউরোপীয়দিগের বেলায় সে নীতির লঙ্ঘন করা হইতেছে কারণ কি? এই খানে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক ব্যক্তি একদা এক অধ্যাপকের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! মাকড়সা মারিলে কি দোষ হয়? অধ্যাপক উত্তর করিলেন বড় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শেষে প্রশ্নকর্তা কহিল, আপনার পুত্র মাকড়সা মারিয়াছে। অধ্যাপক সেই কথা শুনিয়া বলিলেন "মাকড়সা মারিলে দোষ কি হয়।" এই স্থলে ত সেই অধ্যাপকের ব্যবস্থা নয়? গবর্ণমেন্ট যে প্রকার দরিদ্র ইউরোপীয়ের নিমিত্ত অবৈতনিক বিদ্যা

লয় করিতেছেন, এদেশে কি সে প্রকার দরিদ্র লোক নাই ? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সহস্র সহস্র বালক সঙ্গতির অভাবে লেখাপড়া শিখিতে না পারিয়া মূর্খ হইয়া যাইতেছে এবং পরিণামে পিতামাতার গলগ্রহভূত ও সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইতেছে। সে সকল বালকের নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা উচিত ও আবশ্যক হইতেছে না ? গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত সহস্র দান করুন ও তাহাদিগের হিতার্থ সহস্র উপায় বিধান করুন, তাহাতে আমাদিগের অসন্তোষ নাই, তবে বিসদৃশ ব্যবহার দেখিলেই দুঃখ হয়। যে সকল ইউরোপীয়ের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের ক্ষমতা হয়, তাহাদিগের বিদ্যালয়ে কিছু কিছু বেতন দিবার যে ক্ষমতা হয় না, ইহাই বা কিরূপে সম্ভাবিত হয় ?

বিবিধ সংবাদ।

৪ঠা ফাল্গুন সোমবার।

দিনাজপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ— "অদ্য তিন চারি দিবস হইল, অত্রত্য একজন প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব মহোদয়ের বাটীতে একটী আশ্চর্য্য মনুষ্য আসিয়াছে। এই ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার নিবাস স্থান কাশীর নিকটস্থ কোন এক পল্লী গ্রাম। ইহার নাম রঞ্জিৎসিং তেওয়ারী। এই ব্যক্তি দীর্ঘে ৭ ফিট, তিন ইঞ্চ, পরিমাণ করা হই হইয়াছে। এই ব্যক্তি এক বেলায় দুই সের ময়দার রুটী অর্দ্ধসের ঘৃত, এবং বুট কিম্বা অরহরের দাইল একসের আহার করিয়া থাকে। বোধ করি এ প্রকার মনুষ্য অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এ ব্যক্তি যে পরিমাণে দীর্ঘ তদনুরূপ স্থূল না হওয়াতে শরীরের স্বাভাবিক সৌসাদৃশ্য নাই। তন্নিমিত্ত ইহাকে একটী বিকৃতাকার লোক বলিয়া বোধ হয় (বরং নররূপী রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এখানকার লোকেরা এইরূপ অভিনব মনুষ্য দেখিয়া বিস্তর পয়সা দিতেছে। শুনিলাম শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মহোদয়ও ইহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এইরূপে এ ব্যক্তি নিজের শরীর দেখাইয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।"

গত জানুয়ারি মাসে মাম্রাজে গত বৎসর অপেক্ষা ৯ লক্ষ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার অধিক বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, সেডেনের গ্রাণ্ড ডিউকের সহিত আমাদিগের রাজকন্যা বেট্রিসের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ইহাদের কাহার আজিও ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই। এ বিবাহ কি তবে পূর্ব্বাঞ্চলীয় রীত্যনুসারে হইবে ?

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে ৩৪৬৬ উপনিবেশী ত্রিণিদাদ ও নেটালে গমন করে। ইহাদের অধিকাংশ উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা ও বিহার হইতে আইসে।

আমাদের সিমলাস্থ সহযোগী দেরাগাজী খাঁ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সিন্ধু সীমান্তে বগ্‌তীসরা পুনরায় বড় গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা কাছিতে গিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে। চারি জন হত হইয়াছে এবং তাহারা ১০০ উষ্ট্র লইয়া গিয়াছে।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, সার লুইস পেলি আগামী মাসের শেষে বিলাত যাত্রা করিবেন। কর্ণেল ফেয়ার পুনরায় বরদায় গমন করিবেন। উক্ত পত্র বলেন, ইহাতে বরদার বহুসংখ্য প্রজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে কারণ কর্ণেল ফেয়ারের উপর ইহাদের স্বাবর আস্থা ছিল। বোধ হয়, এটী সম্পাদকেরই কল্পনা, লর্ড নর্থব্রুকের কল্পনা এরূপ বোধ হয় না।

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি ফিন সাহেব বরদা কমিসনের বিচারপতি হইয়াছেন। ইনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল এই কার্য্য করিতেছেন এবং গুর্জ্জর মহারাষ্ট্র এবং হিন্দী ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন।

ইংলিসম্যান আসাম হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সহকারী পলিটিকাল এজেণ্ট হোলকুম এবং কাপ্তেন ব্যাজলির অধীনে যাহারা নাগাপর্ব্বত জরিপ করিতে যায়, নাগারা বাণিজ্যের ভাণ করিয়া উহাদের সঙ্গে মিশিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে। হোলকুম হত, কাপ্তেন ব্যাজলি আহত এবং ১ জন সিপাহী ও ৫৪ জন কুলি হত হইয়াছে। কাপ্তেন ব্যাজলি জয়পুরে পলায়ন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৮৭২ অব্দ হইতে বঙ্গদেশে ১৭৬ টী হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০টী প্রধান ৭০টী শাখা ২৫টী উপবিভাগীয়। গত বৎসর অপেক্ষা ১০টী অধিক হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে। মেলবোর্ণের কোলিন্স ষ্ট্রীটে সম্প্রতি ৪ হাজার টাকায় এক ফুট ভূমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। টাকার গরমী এমন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, এণ্টোয়ার্পে এক জন হস্তহীন চিত্রকর আছে। এ ব্যক্তি দুই পদ দ্বারা উত্তম ছবি লিখিতে পারে।

রিচার্ড গার্থ কলিকাতা হাই কোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়াছেন। ইহাঁর বিলক্ষণ বিষয় আছে। ইনি এই পদ গ্রহণ করাতে বিলাতের অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। বিস্ময়ের কারণ এই, এত বিষয় থাকিতে ইনি কেন ভারতবর্ষে আসিতেছেন বাস্তবিক অনেকের সংস্কার এই, অর্থোপার্জ্জনই ভারতবর্ষে আসিবার মূল উদ্দেশ্য।

গত বার আমরা বরাহনগরের শশিপদ বাবুর যে কারাদণ্ডের সংবাদ দিই, তাহাতে কিছু ভ্রম ছিল। শশি বাবুর কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাদণ্ড হয় নাই। শুদ্ধ তিন মাস কারা দণ্ড হইয়াছে এবং যে প্রস্তাব লেখার জন্য দণ্ড হয়, যে কাগজে উহা লেখা হইয়াছিল তিনি সেই কাগজের অধ্যক্ষ বলিয়া দণ্ড হইয়াছে।

জেনরল মীডি শনিবার বাঙ্গালোর হইতে বরদায় যাত্রা করিয়াছেন।

বরিসাল বার্ত্তাবহ বলেন " গুলিসাখালি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, বিগত ৩০ এ ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ সেন মহ লানবিসের বাজার খোলার কাছারিতে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। গুলিসাখালি ষ্টেশনের পুলিষের সব ইনস্পেক্টর বাবু ঈশানচন্দ্র বসু তাহার তদন্তে গমনকালীন পথি মধ্যে আর একটী খুনী মোকদ্দমার এজাহার হওয়ায় সব ইনস্পেক্টর খুনের তদন্তে যাওয়া অগ্রগণ্য বিবেচনায় উক্ত ডাকাইতির তদন্তানুসন্ধানে বাবু চন্দ্রনাথ দাস হেড কনষ্টেবলকে নিযুক্ত করেন। পরে সব ইনস্পেক্টর বাবু খুনের তদন্ত সমাধান্তে বাজার ঘোষণা যাইয়া বহু অনুসন্ধানে নগদ ৬৯৯ টাকা ও কতক মাল সহ দুই জন দস্যু ধৃত ও মোকদ্দমার মূল বৃত্তান্ত আবিষ্কার করেন। পরে ইনস্পেক্টর বাবু গণেশচন্দ্র বসু তথায় উপনীত হইলে তাঁহার একতায় আরও কতক টাকা ও ক্রমে ৯ জন অপরাধী ধৃত করিয়া ফৌজদারীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মূল ঘটনা এইরূপ প্রকাশ যে ঐ কাছারির নিযুক্ত আলেপমুবার পরামর্শে ও যোগে ভাগে ১৩ জন দস্যু ঐ রাত্রে উপস্থিত হইয়া নায়েব তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়কে অবরোধ ও প্রহার পূর্ব্বক নগদ ও জিনিষে মঃ ১০৭৪ ৮৶৩ পাই অপহরণ করে। বস্তুতঃ লোকের স্বভাব বিচার না করিয়া কর্ম্মচারী রাখাই এইরূপ দুর্ঘটনার কারণ। যাহা হউক পুলিশের নিন্দাপূর্ণ সংবাদ অনেক সময় শুনা গিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে এরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলে সাধারণের বড় সন্তোষের বিষয় হয়। আমরা ঈশান বাবুর ন্যায় কর্ম্মক্ষম লোকের উন্নতির জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে অনুরোধ করি।

৫ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

ইংলিসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বরদার অনেকে গুইকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন। গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ অনেকে অর্থসংগ্রহে যত্নবান কিন্তু তাহারা গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে তাহা পারিতেছে না। সর্দ্দারেরা বলিতেছেন, তাঁহারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন কিন্তু পাছে গবর্ণমেণ্টের কোপে পড়িতে হয় এই ভয়ে পারিতেছেন না। বরদার মুসলমান অধিবাসীরা গুইকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের বার্ষিক উৎসব বন্ধ করিয়াছে। গুইকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যদি কেহ চাঁদা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হন, তিনিও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হইলেন, যদি এরূপ হইল তবে মলহর রাওর বিচার নিজ্ফল না কেন? যাহা হউক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি বরদার বিষয়ে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে।

গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিজের ব্যয়ের দিকে বিলক্ষণ রিক্তহস্ততা দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একজন বিশেষ রিপোর্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাকে প্রতিদিন ১৫০ টাকার হিসাবে দিতে হইবে। প্রতি দিন ১৫০ টাকা করিয়া দিতে হয় রিপোর্টারের এমন কি গুণ আছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

ইকনমিষ্ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন গত তিন বৎসরে ৫৬১৪০০০০০ টাকার স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বার্ষিক ১৮৭১৩০০০০ টাকার, স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। গত ২০ বৎসরে যেরূপ সোণা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এক্ষণে গড়ে অনেক কম হইয়াছে। ১৮৫২ অব্দ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত বার্ষিক ২৯১৭৬০০০০ টাকার তাহার পরবর্ত্তী ৫ বৎসরে বার্ষিক ১২৯৩০০০০০ টাকার এবং ১৮৬৭ হইতে ১৮৭১ পর্য্যন্ত ২০২১১০০০০ টাকার সোণা পাওয়া যায়।

দরিদ্র ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের অবস্থার উন্নতি বিধানার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার জন্য মান্দ্রাজে যে কমিটী হয়, তাহাদের প্রথম প্রার্থনা এই, এক্ষণে উহাদের শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া দিন। তদপেক্ষা শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয়াদি স্থাপিত হউক। উহাদের জন্য একটী স্থানীয় সেনা দল প্রস্তুত হউক। উহাতে উহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে। উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে গেলেই ত অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেই অধিক অর্থ এদেশীয়দিগের শিক্ষার ব্যয় কমাইয়া কি সংগৃহীত হইবে?

গুইকুমারের সম্বন্ধে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন "গুইকুমারের জন্য আমাদের কিছু মাত্র দুঃখ নাই। তিনি শাসন কর্ত্তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে শুধরাইবার সময় না দিয়া ১৮৭৩ অব্দেই তাহাকে পদচ্যুত করিতেন উত্তম কাজ হইত। গত মাসেও যদি তাহাকে সম্পেণ্ড না করিয়া এবং তাহার বিচারের অপেক্ষা না করিয়া এক কালে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইত অন্যায় কার্য্য হইত না। " তবে ইংলিসম্যান এই একটী অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন, যখন রীতিমত বিচার করাই স্থির হইয়াছে তখন তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনে যত টাকা আবশ্যক, তাহাও দেওয়া উচিত। নতুবা নিন্দনীয় হইতে হইবে। গুইকুমারের না থাকিলেও অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের নিজে ২। ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এ নিন্দার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কর্ত্তব্য। ইংলিসম্যানের এত দয়া তথাপি লোকে তাঁহাকে এদেশীয়দের বিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করে। এ পরামর্শ দানের ভিতর ইংলিসম্যান সম্পাদকের নিজের অথবা তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতার ত কোন স্বার্থ নাই? বিচারের পূর্ব্বে মলহর রাওকে যে পদচ্যুত করা হইয়াছে সে নিন্দা অপেক্ষা কি এ নিন্দা অধিক?

৬ ই ফাল্গুন বুধবার।

মহারাজ হোলকর গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ একপুত্র ও তিন রাণী সঙ্গে আসিতেছেন।

সিকিমের বর্ত্তমান রাজা সার রিচার্ড টেম্পলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দারজিলিঙে আসিবার মানস করিয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্বে রাজা ক্যেম্বেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

যাহাতে উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেটরেল ওয়ে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত না আসিয়া দারজিলিঙ পর্ব্বতের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যায়, তাহার জন্য

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। কলিকাতা ও দারজিলিঙের বহুসংখ্য লোকে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন।

৬ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫১১৯০০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর এ সময়ে ৭০২৭৩০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ১৯০৮২০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৫০৫১০ টাকা আয় হয়। গতবৎসর ঐ সময়ে ৪৭২০০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ৩৩২০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

মান্দ্রাজের যে সকল দেশীয় ভদ্র লোক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নর্টন সাহেবের নামে একটী ছাত্রবৃত্তি করিবার চেষ্টা পান, উহারা সম্প্রতি ৩ হাজার টাকা তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় সভার হস্তে দিয়াছেন। তত্রত্য প্রেসিডেন্সি কালেজে এই ছাত্র বৃত্তী দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি পেসোয়ারে ১২ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের নেটিব ডাক্তারের বাটীতে ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা ডাক্তারের স্ত্রীকে বাঁধিয়া ডাক্তারকে হত্যা করে এবং অনেক টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া যায়। পুলিষ সন্দেহ করিয়া কয়েক জনকে ধরিয়াছেন।

মহারাজ হোলকর সোমবার অপরাহ্ণ ৪-১৮ মিনিটের সময় কলিকতায় উপনীত হইয়াছেন।

সীতাপুর ও লক্ষ্ণৌ এই দুটী স্থানের মধ্যে প্রায়ই ডাকলুট হয়। উহার নিবারণার্থ এই বন্দোবস্ত হইয়াছে, প্রতি ডাকের সঙ্গে একজন কনষ্টেবল থাকিবে। কনষ্টেবল একখানি তরবার ও একটী পিস্তল লইয়া ডাক রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। অন্যান্য দিকেও এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন সেদিন বোম্বাইর ... একটী তুলার কারখানায় ... বিস্তর তুলা ও কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে।

ইংলিসম্যানের লাহোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, জেনরল দাউদ শাহা সসৈন্যে ফরায় উপনীত হইয়া দুই ঘণ্টা কাল আয়ুব খাঁর সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করেন। উভয় পক্ষের ৮০ জন হত হয়। গিরিস্কের নিকট আমীরের সৈন্যের সহিত আয়ুবের সেনাগণের এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। তাহাতে আয়ুবের সৈন্যগণ জয়লাভ করে। আমীরের সৈন্য কান্দাহারে প্রত্যাগমন করে। সফদার আলী খাঁ আহত হইয়াছেন। সুলতান আহম্মদ খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাত্রিতে অকস্মাৎ আয়ুব খাঁর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্য সেনাকে হত্যা করিয়াছেন।

বাদক্ষণে একটী স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি কশীয় বণিক নগরে একটী দোকান খুলিয়া বিবিধ প্রকার ইউরোপীয় দ্রব্য বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন।

আসামের শস্যের অবস্থা বিলক্ষণ সন্তোষকর নওগায় চা উত্তম জন্মিয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া রাউলপিণ্ডি হইতে সংবাদ পাইয়াছেন একজন ইউরোপীয় আফিসর একজন এদেশীয়কে হত্যা করিয়াছেন। সাহেব বোধ হয় শীকারে গিয়া ভ্রম ক্রমে এই কাণ্ড করিয়াছেন। এদেশীয়ের প্রাণ! তাহার বধ! সংবাদ পত্রে তাহার আবার আন্দোলন।

এক খানি সংবাদ পত্র বলেন গত জানুয়ারি মাসে গঙ্গার সেতুতে যে মাশুল আদায় হয় তাহাতে ৯ হাজার ৩ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এক মাসে ৯ হাজার টাকা আদায় হইলে কতদিনে সেতু নির্ম্মাণের সমুদায় ব্যয় তুলিতে পারা যাইবে? অন্ততঃ ২০। ২৫ বৎসরের কমে সমুদায় টাকা উঠিবে না। সেতু নির্ম্মাণে ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

গত পূর্ব্ব শুক্রবার সারকিউলার রোড পারসী বাগানে মহা সমারোহে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ হিন্দু ভদ্র লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র একটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া উহা মুখস্থ পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত রঞ্জন করেন এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। সভাপতির বক্তৃতার পর গীত বাদ্য হইয়া অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

গত সোমবার কলিকাতার বাবু ভগবতী চরণ মল্লিক নূতন বাটীতে যাওয়া উপলক্ষে কলিকাতা ও উপনগরের বিস্তর দরিদ্রকে অনেক অর্থ বিতরণ করেন এবং বহুসংখ্য ভিক্ষুককে উত্তম রূপ আহার করাইয়াছেন।

গত বৎসর আসামে নারিকেল বৃক্ষ জন্মাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া হয় নাই। যে যে স্থানে যত চারা রোপণ করা হইয়াছিল, সমুদায় গুলিই মরিয়া গিয়াছে।

চিতপুর রোড হইতে সার্কিউলার রোড পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে, জষ্টিসেরা বঙ্গদেশের ভূত পূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের নামে ইহার নাম গ্রে ষ্ট্রীট রাখিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন "ঘোড়ার পায়ের নানাবিধ পীড়া নিবারণের জন্য লৌহের পরিবর্ত্তে ইণ্ডিয়া রবারের জুতা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ, জে, ডিন নিউয়ার্কস এন, জে ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ঘোড়ার খুরে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে উহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। ইহা আবশ্যক মতে পরাইতে ও খুলিতে পারা যায়।

হিন্দুরঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে "পাঠকগণ! বাঙ্গালি ও সাহেবে কত প্রভেদ, তাহা নিম্ন লিখিত সংবাদটি পাঠেই বুঝিতে পারিবেন। এই সহরস্থ কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "অত্রত্য বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যা বাঁশিলা ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হওয়ার পর জামিনি দাখিল করিতে বিলম্ব হওয়ায় কত প্রকার ধুম ধাম হইয়াছিল; কিন্তু মৃত বাবু চন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ের ষ্টেটের ম্যানেজার মেং ম্যাকডোনল সাহেব এযাবৎ জামিনি দাখিল না করিয়া অনায়াসেই সমস্ত ষ্টেটের ভার গ্রহণে আদায় তহশীল করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ আপত্তি হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতীকার করা হইতেছে না।

৭ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যানের বোম্বাইস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কর্ণেল ফেয়ার ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বরদায় উপনীত হইয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক ষ্টেষণে গিয়া তাহাকে লইয়া আইসে। গুইকুমারের মুক্তির জন্য গবর্ণর জেনরলের নিকট যে দরখাস্ত করিবার উদ্যোগ হয় তাহাতে ১০ হাজার লোকের স্বাক্ষর হই-

রাছে। যে দুই জন উক্ত আবেদনে স্বাক্ষর করিয়া বেড়াইতেছিল, উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আগামী মঙ্গলবার কমিশন বিচার আরম্ভ করিবেন। বিচার বোধ হয় এক মাস কাল ধরিয়া হইবে। বহুসংখ্য লোক বিচার দর্শনার্থী হইয়া বরদায় যাইতেছে। মলহর রাও ইতিহাসের একটী প্রধান স্থল স্থার হইলেন।

কডকী সাহরণপুর ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

এই এপ্রেল মাস হইতে চিফ সাহেব হাবড়া ও কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ি ও পাল্কীর রেজিষ্ট্রার হইবেন।

মুঙ্গেরের স্কুলের জন্য মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন ব্যায়াম শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। ইনি এক ঘন্টামাত্র ব্যায়াম শিক্ষা দিবেন, অবশিষ্ট সময় কেরাণী ও লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য করিতে হইবে। স্কুলের অধীন কোন উদ্যানাদি নাই? এই তিনটী কাজের জন্য মাসে ২০ টাকা দেওয়া অসঙ্গত বোধ হইতেছে।

উক্লাযুক্ত স্থান হইতে সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে, অবশিষ্ট বন্দীর উদ্ধারার্থ উত্তর দিকে ২০০ সৈন্য যাত্রা করিয়াছে। ইহারা ২১ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যথা স্থানে উপনীত হইবে।

মহারাজ হোলকরের সহিত সার মাধব রাও আসিতেছেন।

এবার বোম্বাইয়ে মহরম নির্ব্বিবাদে আরম্ভ হইয়াছে। কোন গোলযোগ না হয় এ জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়াছেন। কতকগুলি বদমায়েসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আর কতকগুলির জামীন লওয়া হইয়াছে।

বীজন গ্রামের রাজা শনিবার কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সার রিচাড কাউচ শনিবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাজারিবাগে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের সময় বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হইয়াছিল।

গোয়ালন্দের জীবনতরি (যাহা ১৮৭৪ অব্দে ইংলণ্ড হইতে আনা হয়) ৩৭ জন জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছে।

সার রিচাড গার্থের (যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়া আসিতেছেন) নিজের উপার্জ্জন ব্যতীত বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা আয় হয় এমন সম্পত্তি আছে। ধন ত বিলক্ষণ আছে, বাবুগিরি কেমন।

গবর্ণর জেনরল পশ্চিম যাত্রা করিলে অনরেবল ইলিস সাহেব গবর্ণর জেনরালের কাউন্সিলের সভাপতি হইবেন।

পলতা হইতে কলিকাতায় সমুদায় জল যোগান কঠিন হইয়াছে। রাস্তায় জল দিবার জন্য গঙ্গা হইতে জল লইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবে যে সকল শস্য শুকাইয়া যাইতেছিল, বৃষ্টি হওয়াতে সেগুলির বিশেষ উপকার হইয়াছে।

৭ ই ফেব্রুয়ারি সিমলায় এরূপ বরফ পাত হয় যে বরফে ভূমি ১৬ ইঞ্চ আচ্ছাদিত হইয়াছিল।

অযোধ্যায় ১৯৩ জন বিচারপতি আছেন। ইহার মধ্যে দেশীয় অবৈতনিক ৫২ জন।

মথুরার নিকট রীড সাহেবকে যে হত্যা করা হয়, হত্যাকারীর ফাঁশীর আজ্ঞা হইয়াছে এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট বাজেআপ্ত করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে এখনও ভয়ানক শীত রহিয়াছে মৃত্যু সংখ্যাও কমে নাই। এই ফাল্গুন মাসে বাঙ্গালা দেশে যে প্রকার শীত পড়িয়াছে, এপ্রকার শীতের কথা আমাদিগের মনে হয় না।

সর পি ওডহাউস যে কাভিওয়ারে গমন করেন তাহার এই এক ফল হইয়াছে, সর্দ্দারেরা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে ৬৪৯০০ টাকা উক্ত প্রদেশের রাস্তাদির জন্য দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

সার জঙ বাহাদুর ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে তাঁহার এখনও অনেক দিন লাগিবে।

মান্দ্রাজের দেশীয় সেনা সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে। এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী কমান হইবে।

মান্দ্রাজের উদানওয়া নামক স্থানে এক জন কৃষক রাত্রিতে ক্ষেত্র চৌকী দিতেছিল। একদল শীকারী বন্য বরাহ বিবেচনা করিয়া উহাকে গুলি করে। উহার মৃত্যু হইয়াছে। মানুষ মরুক তাহাতে হানি নাই, গবর্ণমেণ্ট যেন শীকারের আমোদটী বন্ধ না করেন।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন, "কতিপয় দিবস অতীত হইল, জনাই গ্রামে একটী ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বাহকগণকে জলখাবার কিনিবার নিমিত্ত বিদায় করেন ও আপনারা দুই জনে ভিন্ন ভিন্ন শিবিকায় উপবেশন করিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে কোন দুরাত্মা তাঁহার পরিবারের গলদেশে ছুরিকাঘাত করে। বাহকগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দর্শন করিল যে বিহারি বাবু রক্তাক্ত করে একখানি তীক্ষ্ণধার ভোজালে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার দশ মাসের শিশু সন্তান ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে আর তাঁহার মুমূর্ষু স্ত্রী রক্তমাক্ত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। শুনিলাম এই লোমহর্ষণ ব্যাপার শ্যাখালা থানার সন্নিকটেই হইয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!! যাহা হউক শ্রীরামপুরে এই মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত খুন চালান হয়। শুনিলাম [illegible] এই এজেহার দিয়াছেন যে তিনি [illegible] হত্যাকাণ্ডের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। তাঁহার মাতা তাঁহার পরিবার [illegible]। যাহা হউক, পরিশেষে বিহারি বাবু সেসনে সোপরদ্দ হইয়াছেন। আমরা [illegible] প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম যে বিহারি বাবুর দুই বিবাহ। এটী ত দুই বিবাহের [illegible] নয়?"

৮ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

ক্রিন নামক যে ব্যক্তি বরদা কমিশনের দ্বিভাষী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রতি দিন ১০০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণ-

মেট এদিকে মুক্তহস্ত, ওদিকে মলহর রাওয়ের সলিসিটরদিগকে অর্থদানে বদ্ধমুষ্টি, এটী বিচিত্র রাজনীতির ফল।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন, সম্প্রতি আজিমগড়ের একটী পল্লীতে একটী স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরিয়াছে। প্রথমে স্ত্রীলোকটী তাহার একটী শিশু সন্তান সহিত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করে। তাহাতে অনেক বিলম্ব হয় দেখিয়া গোপনে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সেই সন্তান সহ পুড়িয়া মরে। দারিদ্র্যদুঃখ বোধ হয় ইহার কারণ হইবে।

পৃথিবীতে অন্যান্য ধাতুর অপেক্ষা লৌহের প্রয়োজন অধিক। পৃথিবীতে যে সকল লৌহ খনি আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নয় এই বিবেচনা করিয়া বোধ হয় ঈশ্বর শূন্য হইতে লৌহ পৃথিবীতে রপ্তানী করিবার উপায় করিতেছেন। এম নর ডেনস্কিওলড নামক এক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ষ্টক হলমের চতুর্দ্দিকে যে বরফ পতিত হয় তাহাতে লৌহ কণা সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্যারি দ্বীপের বরফেরও ঐরূপ লৌহকণা সকল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল লৌহ বলিয়া নয় বরফের সহিত আরো অনেক পদার্থ পড়িতে দেখা গিয়াছে। যে বরফ ও শিলা পড়িবার সময় এক প্রকার গুড়া পতিত হয়, উহাতে লৌহ নিটলুণ নিশাদল ফস্ফরিক এসিড প্রভৃতি থাকে।

দিল্লীগেজেট বলেন, সেদিন পঞ্জাবের অন্তর্গত নাহুনে ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাদ্বারা শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; ঝড় এরূপ হইয়াছিল, যে একখানি গৃহেও চাল ছিল না। একে ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ঝড় হয় না, বিশেষতঃ শীতকালে ঋতুর তারে ঘোরতর বিপর্য্যয় হইয়াছে।

দিল্লীতে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ঐ প্রদেশে শস্যাদির সাধারণ অবস্থা সন্তোষকর।

সমাজ দর্পণে লিখিত হইয়াছে "রবিবার গ্রেটন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনেত্রী শ্রীমতী গোপাল মণির সহিত গোষ্ঠবিহারী নামক যুবকের পরিণয় হইয়া গিয়াছে। থিয়েটরে বেশ্যা অভিনেত্রীর সম্প্রবেশ হওয়াতে আমাদের কিছু মাত্র আনন্দ বোধ হয় নাই। কিন্তু আজি আমাদের বিশেষ একটু আনন্দ বোধ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি যে ক্রমাগত সতীগণের চরিত্র অভিনয় করিতে করিতে অভিনেত্রীগণের চরিত্র সংশোধন হইতে পারে। শুদ্ধ চরিত্র শোধন নহে, লেখা পড়াও অভ্যাস হইতে পারে। এরূপ স্থলে যে উহাদের এরূপ সুমতি হইতে পারিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। যদি থিয়েটরে এইরূপ আর দুই একটী বিবাহ ক্রিয়া সমাহিত হয়, তবে আমরা অবশ্যই বোধ করিতে পারিব যে থিয়েটর বেশ্যাদিগের চরিত্র শোধনের একটী প্রধান উপায়। আমরা শুনিলাম যে উপরি উক্ত বিবাহ ব্রাহ্ম আইন অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। অতএব আমরা এস্থলে বোধ হয় একবার কেশব বাবুকে ও ধন্যবাদ দিতে পারি। আমরা সরলচিত্তেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

৯ ই ফাল্গুন শনিবার।

জাল নানা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা মিথ্যা। পিয়নিয়র বলেন তিনি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ আছেন।

ইংলিসমান বলেন, অল্পবয়স্ক কয়েদিদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর হাবড়ায় একটী জেল স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে ৫০০ কয়েদী থাকিবে। সাধারণ বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া এ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইতেছে কেন? প্রৌঢ়দিগের চরিত্রে কি দয়া কদাচিৎ সংশোধিত হয় না?

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে "একটী ফরাসী হাঁসপাতালে কোন সৈনিক পুরুষ চিকিৎসার্থে প্রেরিত হন। ইহার বয়ঃক্রম ৭৮ বৎসর এবং ৪১ বৎসর তিনি সৈনিকের কার্য্য করেন। তাঁহার শরীরের বস্ত্র উম্মোচন করার প্রয়োজন হয়; কিন্তু তিনি বিবস্ত্র হইতে আপত্তি করেন। অবশেষে প্রকাশ পায় যে ইনি পুরুষ নহেন। এক জন স্ত্রীলোক। প্রথম নেপোলিয়নের সময় ইহার পিতামহ ইহাকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে বাধ্য করেন। তখন ইহার বয়স ১৪ বৎসর। তিনি বরাবর সুখ্যাতির সঙ্গে কার্য্য করেন এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ ইহাকে সম্মানসূচক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। আলজিরিয়ায় ইনি অনেক দিবস বাস করেন। এ যাবৎ সকলেই তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া জানিত। তাঁহার মুখের চেহারা ও কণ্ঠ স্বর ঠিক পুরুষের মত। তিনি বরাবর আত্মগোপন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার ধরা পড়িয়াছেন।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। আগামী এপ্রেল মাসে সূর্য্য গ্রহণ দেখিবার জন্য যে ব্রিটিশ জাহাজ আসিতেছে, উহা গত বৃহস্পতিবার গয়া এবং সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। গ্রোষ্ট সাহেব (ইনি একজন কনসার্বেটিব) চাটামের জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

প্যারিস ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। মন্ত্রিগণ পদ ত্যাগ করিয়ামার্শেল ম্যাকমেহনের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। ম্যাকমেহন এম ব্রগলির সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, আপাততঃ একটী নূতন মন্ত্রিসভা করা সম্ভাবিত নয়।

লণ্ডন ১৬ ই ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ড ডন আল ফন্সোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মাদ্রিডে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

টর্কো পার্শিয়ান সীমার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সার আর্থর কেম্বল ব্রিটিশ কমিশনর হইয়াছেন।

প্যারিস ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। জাতি সাধারণ সভা পুনরায় বোনাপার্টিষ্ট দলের পেন্সন দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

একটী সেনেট সভা করিবার জন্য নূতন নূতন প্রস্তাব হইতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি। জন মাইকেল টিপারারির জন্য মনোনীত হইয়াছেন, কেহ কোন আপত্তি করেন নাই।

১৮৭৫ অব্দের সেনা দলের ব্যয় ১৩৫০০০০০ টাকা অনুমত হইয়াছে।

ডাক্তার কউনলি পার্লিয়ামেন্টের একজন সভ্য হইয়াছেন।

অন্যজন সাইকোব কুষ্টন্টাইনে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইংলণ্ড রুশীয়ান্ধ সভায় যাইতে অস্বীকার করাতে রুশীয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের জন্য ১২৮৯৯৪ সৈন্য রাখা স্থির হইয়াছে।

সার উইলিয়ম জার্ব্বিস সার এগু ক্লার্কের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই ফেব্রুয়ারি। রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডু য়াড সাসিরাম বিভাগের ভার পাইলেন।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এ ডবলিউ কসাবাট সাওতাল পরগণায় বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের রাজমহলের ভার পাইলেন।

দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ এফ রবিন্সন ছোটনাগপুর বিভাগের কমিসনর হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, সি. বীস চট্টগ্রামের নওয়াবাদ তালুকের বন্দোবস্ত আফিসর হইলেন।

কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে এগুগন চট্টগ্রামের সদর ষ্টেষনে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ আর অনষ্টন কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ফেদা আলী পাটনা বিভাগের সদর ষ্টেষনে রহিলেন।

মাগুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ জি ডিয়ার ঝিনদা বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ আবছল্লা যশোহরে রহিলেন।

প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে সি গেডিস সাহাবাদের সদর ষ্টেষনে রহিলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চিম ও পূর্ব্ব ত্রিহুতে সব ডেপুটী কালেক্টর ও তহসিলদার হইলেন। পূর্ব্ব ত্রিহুত—পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু গৌরী শঙ্কর বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় বাবু বিপিন বিহারী প্রামাণিক, ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

পশ্চিম ত্রিহুত—মুন্সী যজ্ঞেশ্বর সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু বোলাকি লাল ও বাবু ঠাকুর প্রসাদ তহসিলদার হইলেন।

জে গেগান রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

এচ, জি, শার্প কিছু দিনের জন্য গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এচ, এম, টবিন রাণীগঞ্জ বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বালেশ্বরে রহিলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি হ কক্রাহেড দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

১২ ই ফেব্রুয়ারি। সাসিরাম বিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. এল, হারিসন কিছু দিনের জন্য রাজস্ব আফিসের দ্বিতীয় ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুর্গ প্রাদেশের সব রেজিষ্টারি আফিসের সব রেজিষ্টার হইলেন।

আর, প্যারি প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন অধ্যাপক হইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু শারদাচরণ রায় কিছু দিনের জন্য পূর্ণিয়ার সদর ষ্টেষনে প্রথম মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি

—•—

সংবাদদাতার পত্র।

বর্দ্ধমানের সংবাদ।

১। আগামী ১০ ই ফাল্গুন রবিবার অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে বিদেশস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ উক্ত দিবসে এখানে আসিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

২। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমানবাসিগণ একজন উপযুক্ত হাকিম হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অত্রত্য সুযোগ্য জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, উইকস, এম. এ মহোদয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চপদে উন্নীত হইয়া হুগলিতে বদলি হইয়া চলিলেন। ইনি একজন কৃতবিদ্য গম্ভীরপ্রকৃতি আইনজ্ঞ ও সুবিবেচক বিচারপতি ছিলেন।

৩। রাণীগঞ্জের একজন ইউরোপীয় আপনার নয় বৎসর বয়স্কা অতুল্পবয়স্কা স্ত্রীকে বলাৎকার করিবার উদ্যোগ করা অপরাধে সেসনে সমর্পিত হয়। বিচারপতির সহিত জুররদিগের মতের ঐক্য হওয়াতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তিন বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ পাইয়াছে কোন কোন ইউরোপীয়ের চরিত্রের কথা শুনিলে আমাদিগকে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

৪। বর্দ্ধমানের সন্নিহিত সংসার নামক এক গ্রামে এক দল বেদে আসিয়া দৌরাত্ম্য করে। উক্ত গ্রামবাসী লোকের সহিত ঐ রূপে দাঙ্গা করিয়া একজন রক্ষকের প্রাণ বিনাশ ও কয়েক জনকে আহত করে। ঐ গ্রামের জমীদার পুলিসের সাহায্য লইয়া বন্দুকে বারুদ পুরিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দস্যুদলকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ধৃত করেন। জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট উইকস মহোদয় দস্যুদলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তান স্ত্রীলোক ও দুই একজন নির্দ্দোষ পুরুষকে অব্যাহতি দিয়া তিনজনকে ৬ মাস করিয়া মিয়াদ দিয়া অবশিষ্ট সকলকে সেসন আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন। বেদেরা এরূপ করিয়া বেড়াইতে না পায়, তাহার একটী প্রতিবিধান করা উচিত।

৫। এখানকার সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত তুলসীদাস সরকার ও শ্রীযুক্ত আওলাদ সেখ নামক দুইজন মোক্তার মিথ্যা সনাক্ত করাতে অত্রত্য সুযোগ্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর উক্ত মোক্তার দ্বয়কে সেসনে অর্পিত করেন। সেসনজজ বেন্ব্রিজ মহোদয়ের নিকট উহাদের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে উভয়ের প্রতিই কঠিন পরিশ্রমের সহিত দেড় দেড় বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বারুইপুরের জমীদার মৃত রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু শুনিয়া আপনার গ্রাহক মাত্রে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিবেন। যে হেতুক তিনি দেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী, দয়ালু, দাতা। বিশেষ গুণ এই হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার যার পর নাই যত্ন ছিল। ঐ মহাত্মার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল আপনি কৃপা করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে বিদিত করিবেন।

মহাশয়! টাকির দক্ষিণ যশোহরেশ্বরীর বাটীর উত্তর রোতলপুর নামে গ্রাম আছে। তথায় এক গরিব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা ছিল, মা জগদীশ্বরি তুমি আমার কন্যা হও, আর আমাকে মোক্ষ প্রদান কর। ক্রমে ব্রাহ্মণের একটী কন্যা হওয়ায় ব্রাহ্মণ ঠিক জানিলেন, জগদম্বা অধিষ্ঠান হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বয়ং কন্যাকে স্নান ও আহার করাইতেন এবং রাত্রিতে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিতেন। ক্রমে ক্রমে কন্যাটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে বয়স্থা দেখিয়া জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। একদা ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে কোন কর্ম্ম করিতে বলেন। কন্যাটী বলিল বাবা না আসিলে কর্ম্ম করিব না। ঐ কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে ঝাঁটা মারেন। তাহার পিট হইতে শোণিত নির্গত হইল। ক্রমে কন্যাটী বাটী হইতে বাহির হইয়া নদী তীরে বটবৃক্ষ তলে গেলেন এবং নিজ বস্ত্র ছিন্ন করি। ইঁহার গাত্রের রক্তে এক খানি পট লিখিয়া ঐ বট বৃক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বাটীতে আসিয়া কন্যাটীকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মেয়ে কোথায়? উত্তর করিলেন জানি না। পরে গ্রামের সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঐ নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। কন্যার নিদর্শন দেখিলেন, তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে এক একবার কাঁদিতে লাগিলেন ওমা জগদম্বে তুমি কোথায়? সাক্ষাৎ দেখা দাও, নচেৎ প্রাণ ত্যাগ করিব। তখন ঐ বৃক্ষ হইতে দৈববাণী হইল বাবা এ জন্মে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তোমাকে উদ্ধার করিব আর এই পটখানি লইয়া বাটী যাও, ইহা দেখিও না, একজন সন্ন্যাসী আসিলে তাঁহার হস্তে দিবা। ইহা বলিবামাত্র বৃক্ষ হইতে পটখানি বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণ পট লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী আসিয়া সকলকে কহিলেন। ৪ দিন পরে এক সন্ন্যাসী ওখানে আসিয়া কহিলেন ঠাকুরজী আমার পট দাও। ব্রাহ্মণ পট বাহির করিয়া দিলেন সন্ন্যাসী পট লইয়া ধূলিয়াপুর পরগণার মধ্যে বসন্তপুর গ্রামের নীচে ইচ্ছামতী নদীতে ফেলিয়া দিলেন। কত লোক ধরিতে যায়, কিন্তু পট ডুবিয়া গেল। মিথিলাবাসী রাম রাম ঠাকুরের প্রতি স্বপ্ন হয় যে আমি বসন্তপুরের নীচে নদীতে ভাসিতেছি। তুমি আমাকে লইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে [illegible] পরগণার মধ্যে গোবরা গ্রামে লইয়া স্থাপন কর। রাম রাম ঠাকুর স্বপ্ন দেখিবামাত্র বাটী হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া পট দেখিয়া ধরিতে গেলেন, তখনি হস্তে আসিল, সকলে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনগরে যাইয়া পরিশেষে রাজার নিকট কহিবায় রাজা রাম রাম ঠাকুরের বিশেষ কার্য্যাদি দেখিয়া তখনি ৫০০ শত বিঘা দেবোত্তর দিলেন। তথা হইতে রাম রাম ঠাকুর গোবরা গ্রামে আসিয়া পটেশ্বরী নাম রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। অদ্যাপি ঐ পট কেহ দেখিতে পান না এবং কোন্ দেবতা কেহই জানেন না। যিনি পূজা করেন, তিনি জানেন। রাম রাম ঠাকুরের আসন পঞ্চমুণ্ডীর উপর বেদি তাহার উপর চৌকী তথায় অবস্থিত এবং ত্রিমুণ্ডীর উপর পূজা করিবার আসনের স্থান এবং সপ্তমুণ্ডীর উপর বিল্বমূল। পটেশ্বরীর বাটী সিদ্ধস্থান। এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না যে অদ্যাপি তাঁহার বাটীর মধ্যে বসিয়া জপ করেন। এক সময়ে বারুইপুর নিবাসী মদনমোহন দত্ত পটেশ্বরীর বাটীতে আসিয়া রাম রাম ঠাকুরের কার্য্যাদি দেখিয়া তৎপদতলে মতি রাখিয়া এক বৎসর থাকিলেন এই এক বৎসর শুদ্ধ ঠাকুর ঘর পরিষ্কার ফুল বিল্বপত্র তুলসী পুষ্প আয়োজনে আর সর্ব্বদা রাম রাম ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। পরে এক বৎসর বাদে রাম রাম ঠাকুর মদনমোহন দত্তকে কহিলেন তোমার বাঞ্ছা লাভ করিবার নিতান্ত মানস। ইচ্ছামতী হইতে স্নান করিয়া আইস। পরে তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া কহিলেন যাও ত্বরায় রাজ্য ভোগ হইবে। ঐ মদনমোহন দত্ত নবাবী আমলে ক্রমে রায় চৌধুরী উপাধি ও বারুইপুর প্রভৃতির জমিদারী প্রাপ্ত হন। রাজকুমার বাবু তাঁহারই বংশজাত। রাজকুমার বাবুর এত দূর গুরুভক্তি ছিল, যে নিবারণচন্দ্র উপাধ্যায় পটেশ্বরীর বিষয় প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ অপরিমিত ব্যয় করিয়া ২।৩ দফা বিষয় বন্ধক দিয়া আর আর দেনায় বিব্রত হইয়া কখন রাজকুমার বাবুকে পত্র লিখেন কখন স্বয়ং গমন করেন। রাজকুমারবাবু ১০।১২ হাজার টাকার দায় হইতে বিষয়াদি রক্ষা করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। গত বৎসর ঐ নিবারণ ঠাকুর হাজার টাকার দায়ী হইয়া বিষয় বন্ধক দেন, পরে রাজকুমার বাবুকে ঐ বিষয় লেখায় তিনি কতই সাহায্য করিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, আর টাকা দিতে পারিব না। তখন বিষয় যায় দেখিয়া তাঁহার মাতা নিবারণ ঠাকুরকে দত্তক পুত্র রহিত করিয়া আদালতে নালিশ করিয়া বিষয় রক্ষার চেষ্টা করিলেন; সুতরাং নিবারণ ঠাকুর সকল বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া স্বয়ং বারুইপুরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বাটীতে তাঁহাকে একাকী উপস্থিত দেখিয়া রাজকুমার বাবু কহিলেন ঠাকুর একাকী কেন? ব্রাহ্মণ চাকর সঙ্গে আইসে নাই? তিনি কহিলেন আমার কিছু নাই যে লোক করিয়া আনি, বিশেষ মাতার সহিত মনোবাদ সকলি আমার আবদ্ধ। ইহা শুনিয়া রাজকুমার বাবু বিশেষ আগ্রহ করিয়া ঠাকুরকে স্নান পূজা করিতে কহিলেন। পরে রাজকুমার বাবুর স্ত্রী (যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী) ঠাকুরের পাদ পদ্ম পূজা করিবার সময়ে ঠাকুরের পদে ফোস্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর ফোস্কা কিসের? তিনি বলিলেন আমার কিছুই নাই যে পাল্কী করিয়া আসি হাঁটিয়া আসায় ফোস্কা হইয়াছে। তখন তিনি ক্রন্দন করিয়া রাজকুমার বাবুকে বাটীর মধ্যে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি জীবিত থাকিতে ঠাকুরের এই কষ্ট দেখিতে হইল, তখন রাজকুমার বাবু কহিলেন ঠাকুরকে কল্য পাল্কী করিয়া বাটী পাঠাইব আর যত টাকা দেনা আছে [illegible] আমি স্বয়ং [illegible] শোধ করিয়া দিব আর মাসিক [illegible] ২৫ টাকা প্রদান করিব। একারণ উক্ত মহাত্মা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় নিবারণ ঠাকুরের সকল আশা ও ভরসা বিফল হইল।

২৮ এ মাঘ
১২৮১

বশম্বদ
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

—:।:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন এই আপনি এই প্রার্থনা পত্র খানি বনগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের কর্ণগোচর করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বনগ্রামের
আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট
মহোদয় মহি-
মার্ণবেষু।

বনগ্রাম মহকুমার মধ্যে গাড়াপোতা থানার এলাকায় বাগানগ্রাম নামক একটী গ্রামে আমাদের বাস। গ্রামটীর চতুর্দ্দিকে জলা। বর্ষাকালে ইহা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দেখায়। শীতকালেও অনেক স্থান জলপূর্ণ থাকে। গ্রামটী এমন অবস্থাপন্ন যে, সকল বিষয়েই বনগ্রামের মুখাপেক্ষী। এখান হইতেই আমরা জীবন ধারণের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য সকল ক্রয় করি, কেহ অত্যাচার করিলে এখানে আসিয়াই তাহার সুবিচারের প্রার্থনা করিয়া থাকি। যে স্থান এত প্রয়োজনীয়, দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তার অভাবে তাহা আমাদের পক্ষে একান্ত দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। বর্ষাকালে প্রাণের দায়ে যখন সেই সমুদ্র তুল্য জলাভূমি সন্তরণ দ্বারা অতিক্রম করি তৎকালে আমাদের যেরূপ দুর্গতি হয়, তাহা অবলোকন করিলে পাষাণেরও অন্তর দ্রবীভূত হয়, অতিবড় কঠিন লৌহেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আপনার তাহা দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এখন শীতকাল, আপনার মফঃসল ভ্রমণের সময় যদি দয়া করিয়া এই শুষ্ক কালেও আমাদের এই জলাভূমির অবস্থা দর্শন করেন, নিঃসন্দেহ আমাদের যন্ত্রণার বিষয় বুঝিতে পারিবেন। আপনি নিরুপায় দরিদ্র প্রজাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাহাদের কষ্টের বিষয় বুঝিতে পারেন। তাই আজি এই নির্ব্বাক প্রাণি সমূহের কথা সবিল, এবং বড় আশায় তাহাদের ভয়ানক ক্লেশের কথা জানাইতে সাহস হইল। এক্ষণে গললগ্নীকৃত বাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সানুনয় প্রার্থনা, যাহাতে অধীনেরা বাগান গ্রাম হইতে অনায়াসে বনগ্রামে আসিতে পারে এরূপ একটী রাস্তা করিয়া দিয়া আমাদের চিরক্লেশের অবসান করিতে অনুমতি হউক।

১৮৭৫
১১ই ফেব্রুয়ারি। চিরানুগত ও বিনয়াবনত প্রজাগণ।

উদ্ধৃত।

(সমাজদর্পণ।)

অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দুপেট্রিয়ট।

আমরা অমৃতবাজার ও হিন্দুপেট্রিয়ট উভয়কেই আত্মীয় বলিয়া মনে করি। অতএব আমরা যাহা বলিব তাহাতে পক্ষপাতের অবসর থাকিবে না।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন যে অমৃতবাজার বরদা রাজের সমালোচন করিতে গিয়া রাজবিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন। অমৃতবাজার বলেন যে হিন্দুপেট্রিয়ট গবর্ণমেণ্টের তোষামোদ করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি অন্যায় অনুরাগ করিতেছেন। অমৃতবাজার অনুমান করেন যে হিন্দুপেট্রিয়ট সম্প্রতি বেঙ্গল কাউন্সিলে মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অনুবৃত্তি করিতেছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন যে অমৃতবাজার প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহ শিখাইতেছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালীদের নিজের কোন মতামত নাই, উহারা সংবাদ পত্রের মতামত পাড়িয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ শিক্ষা করে। অর্থাৎ উহাদের রাগ বিরাগ উহাদের নিজের সামগ্রী নহে।

আ.ম ! কি বলিব ভাবিয়াই পাইতেছি না। কারণ আমরা অদ্য কাহারই অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমরা অমৃতবাজার পত্রিকার কথা স্বীকার করিতে চাই না। কারণ হিন্দুপেট্রিয়ট চিরদিনই অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজভক্তি অভ্যাস করিতে বলিতেছেন। অতএব বেঙ্গল কাউন্সিল তাঁহার তোষামোদের কারণ নহে। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের অনুযোগও বিশ্বাস করি না। কেন করি না তাহাও বলিতেছি।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় সংবাদ পত্রদিগকে শিখাইতে হয় না। যদি হইত তবে বরদার প্রজাগণ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে ভয় করিত না। আমরা যতদূর জানি য়াছি তাহাতে বরদার প্রজাগণ সংবাদ পত্রের অনুগামী নহে বলিয়াই বোধ হয়। অথবা তাহারা অদ্যাপি এত দূর অশিক্ষিত রহিয়াছে যে সংবাদ পত্রের সামান্য অর্থও বুঝিতে পারে না। তবে আবার তাহারা ব্রিটিশ [illegible] ভয় করে কেন। ১৮৫৬ সালে যে সকল সংবাদ পত্র ছিল তাহারাও তো সিপাহিদিগকে বিদ্রোহ শিক্ষা দেয় নাই, তবে কেন সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নীতিবিৎ কে সাহেব সম্প্রতি তাহাদের বিরাগ বিষয়ে যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বোধ হয় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগকে সে সকলের অন্তর্ভূত করা হয় নাই। হিন্দুপেট্রিয়ট তবে কি দেখিয়া অনুমান করেন যে ভারতবর্ষীয়েরা সংবাদপত্রের অনুসরণ করিয়া রাগ বিরাগ অভ্যাস করে। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের প্রতিবাদ করিতে গিয়া আর একটী কথাও বলিয়া ফেলিতেছি, বোধ হয় অমৃতবাজার আমাদের কোন কু অভিসন্ধি আশঙ্কা করিবেন না। অমৃতবাজার পত্রিকা পূর্ব্বে এরূপ লোকপ্রিয় ছিল না। ইহার জন্ম হইবার পর প্রথম পাঁচ বৎসর বয়াদি লোকের সাহায্যে সম্পূর্ণ হইত না। অমৃতবাজার যশোহর কালেক্টরের মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা দুই এক স্থলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ইহা হিন্দুপেট্রিয়টেই পাঠ করিয়াছি।

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে অমৃতবাজার কিরূপে চলিতেছে, বাবু ম.তলাল ঘোষ উত্তর করিয়াছেন যে উহার ব্যয়ের নিয়মদংশ আমাদের স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে হয়। উহা অদ্যাপি স্বয়ং সিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে অমৃতবাজার পত্রিকার কৃতকার্য্যতা কাম্বেল সাহেবের সময় হইতে আরম্ভ বোধ হয়। ইতি পূর্ব্বে উহার এরূপ দশা ঘটিয়াছিল যে আমরা ভাবি নাই যে উহা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আমরা ইহও ভাবিয়াছি যে যদি কাম্বেল সাহেব না আসিতেন বা আর এক বৎসর বিলম্বে আসিতেন তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে অমৃতবাজার পত্রিকার নিমিত্ত এত দিন শোক করিতে হইত। কাম্বেল সাহেব সমাজের সাতিশয় অপ্রিয় ছিলেন এবং অমৃতবাজার তাঁহারই সময়ে প্রিয় হইয়াছেন। অতএব হিন্দুপেট্রিয়টের বোধ করা উচিত যে রাগ বিরাগ সংবাদপত্র দেখিয়া অভ্যাস করিতে হয় না, উহাতে লেখা পড়ার জ্ঞান আবশ্যক করে না। যে কারণে অজ্ঞান শিশু মাতার প্রতি অনুরক্ত হয়, প্রজাগণ সেইরূপ কারণেই যথেষ্ট রাজভক্ত হইতে পারে। অমৃতবাজার যখন গ্রে সাহেবের নিন্দা করিয়াছিলেন তখন কি তাঁহার কৃতকার্য্যতা হইয়াছিল? আমাদের বোধ হয় কখন নহে। ফলতঃ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে অমৃতবাজার যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন তবে তিনি সমাজের মনের মত লিখিতে পারেন বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে সমাজের যে সকল লোক গ্রেসাহেব প্রভৃতির সময়ে অমৃতবাজারের বিদ্বেষ করিত কাম্বেল সাহেবের সময় হইতে তাঁহারা পর্য্যন্তও ইহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন ইহাতে অবশ্য ইহ[illegible]

বোধ হইতেছে যে দেশীয় সংবাদ পত্র পাঠকদিগকে রাগ বিরাগ শিখাইতে পারে না। পরন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রেরা উহাদের রাগ বিরাগ যথ যথ বর্ণনা করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে।

যদি এইরূপই হইল তবে আর হিন্দুপেট্রিয়টের আশঙ্কা করা কেন। যে কাগজ প্রজাদের রাগ বিরাগ অযথা বর্ণনা করিবে নিশ্চয়ই তাহার কৃতকার্য্যতা হইবে না। যদি অমৃতবাজার আমাদের রাগ বিরাগ অযথা বর্ণনা করেন তবে তিনি আপনিই বঞ্চিত হইবেন এবং তাঁহার পাঠক সংখ্যা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। হিন্দু পেট্রিয়ট কেন অনর্থক নেটিভ প্রেসের নিন্দা করিয়া ইংলিসম্যান প্রভৃতি শত্রুদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। আজি কালি নেটিভ প্রেস লইয়া ইংরাজ মহলে নানা প্রকার জল্পনা হইতেছে, যদি হিন্দুপেট্রিয়ট আবার এ সময়ে যোগদান করেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের অমঙ্গল হইবে। আমাদের মনে পড়ে যে হিন্দুপেট্রিয়ট একবার এডুকেশন গেজেটের নিন্দা করেন, উহার পর ক্রমেই ক্যাম্বল সাহেব এডুকেশন গেজেটের সাহায্য বন্ধ করিতে চান। আমাদের মনে পড়ে যে শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর লইয়া হিন্দুপেট্রিয়ট কিছুকাল নানা প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার পরক্ষণেই ক্যাম্বল সাহেব শিক্ষা বিভাগ মাজিষ্ট্রেটদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট আমাদের হিতৈষী সন্দেহ নাই, কিন্তু যেমন এক একটা লোক থাকে যাহাদের কথা কুক্ষণে ফলিয়া যায়, হিন্দুপেট্রিয়টের সেইরূপ একটা একটা কথা যেন কুক্ষণে ফলিয়া থাকে। শেষে হিন্দুপেট্রিয়টকেই আবার পরিতাপ করিতে হয়! এডুকেশন গেজেটের সাহায্য উঠিবার কথা হইলে ক্যাম্বল সাহেব গোপনে কোন কোন বাঙ্গালার এবিষয়ে মত জানিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে হিন্দুপেট্রিয়ট সেই সময় হইতে আর এ বিষয়ে কথা বলিতে চাহেন না! যখা শিক্ষা বিভাগ মাজিষ্ট্রেটদের হস্তে সমর্পিত হইল, [illegible] জেলায় এক একজন করিয়া ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন তখন আমরা [illegible] হিন্দুপেট্রিয়ট যাহা চাহিয়াছিলেন প্রায় সেইরূপই সমুদায় ঘটিয়াছে। অনন্তর দেখি যে সেই হিন্দুপেট্রিয়টই আবার বলিতে লাগিলেন যে ক্যাম্বল সাহেবের ব্যবস্থায় শিক্ষাবিভাগ মাটী হইয়া গেল। ফলতঃ হিন্দুপেট্রিয়টের এক একটা কথায় আমাদের কষ্ট বোধ হয়। সেদিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদের বেতন বৃদ্ধির কথা হইলে সমুদায় দেশীয় পত্রই অনুমোদন করিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট এমন সময়টায় বলিলেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদের কাজ কই তাহাদের কাজতো ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। হিন্দুপেট্রিয়টের মনে মনে যাহাই থাকুক এরূপ শুভ প্রস্তাবের সময়ে কোন অশুভ কথা মনে আসিলেও অগত্যা মুখ চাপিয়া যাইতে হয়। ফলতঃ হিন্দুপেট্রিয়ট বিচক্ষণ ও সম্ভ্রান্ত লোক। ইংরাজেরা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার লেখা পড়িয়া থাকে। এরূপ স্থলে চারিদিক ভাবিয়া কথা কহিলেই তাঁহা দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইতে পারে।

উপসংহার সময়ে আমাদের রাজভক্তি আমরা নিজে প্রকাশ করিতেছি:

আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বার আনা অনুমোদন করি, কেবল চারি আনা করি না। এরূপ সংশাসন আর কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। বাঘে ছাগে একঘাটে জলপান এরূপ আর কখন করে নাই, এবং আর কখন করিবে না। মানসিক ও বাচনিক স্বাধীনতা এইরূপ কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। প্রজাদিগকে অকাতরে এরূপ বিদ্যাদান আর কোন রাজা করে নাই এবং আর কোন রাজা করিবে না। ভারতবর্ষে এরূপ শান্তি আর কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। এরূপ সোণার হাইকোর্ট আর কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। * * * * *

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১২ ই ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকনিষ্ঠ জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশের নীচে	৩	
সুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

সন ১৮৭৫ সালের ১৫ ঠা ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	১

বহরমপুর ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল } টি, এইচ উইক সি. ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশে মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী মেদিনীপুর	৫॥
ঐ ঐ গৌরচন্দ্র রায়—মেদিনীপুর	১০
ঐ ঐ পরেশনাথ চৌধুরী—ইছাপুর	:
ঐ ঐ প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার গোবরডাঙ্গা	।
ঐ ঐ বিহারিলাল মিত্র—রাঁচি	১
ঐ ঐ চন্দ্রশেখর স[illegible]ল—কুমুরবাড়িয়া	১

১২৮১ সালের ফাল্গুন ও ১৮৭৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগে স্মরণার্থ নাম প্রকাশ হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া।
ঐ ঐ শ্যামলাল মিত্র—গয়া।
ঐ ঐ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিত্যানন্দপুর।
ঐ ঐ বৈকুণ্ঠনাথ মুস্তফী জমীদার গোবরাচড়া।
ঐ ঐ রমকুমার পালচৌধুরী মুন্সেফ চৌকী নবীগঞ্জ।
ঐ ঐ চন্দ্রকেলী মুন্সি—পাটগ্রাম।
ঐ ঐ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রধান পণ্ডিত রায়গঞ্জ স্কুল।
ঐ ঐ কমলচরণ দাস সম্পাদক পাচগাও।
ঐ ঐ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগনান।
ঐ ঐ চন্দ্রকান্ত সেন নায়েব আড়কান্দি।
ঐ ঐ মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাতিলপাড়া।
ঐ ঐ প্যারীমোহন চৌধুরী—জগদ্দল।
ঐ ঐ তারেশচন্দ্র দত্ত—বড়বাড়িয়া।
ঐ ঐ নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী জমীদার চুড়মণ।
ঐ ঐ [illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ন[illegible]পুর গ্রাম
ঐ ঐ যোগেন্দ্রনাথ [illegible]—কুমী[illegible]।
ঐ ঐ [illegible]চন্দ্র রায় বাহাদুর—[illegible]।
ঐ মুন্সি [illegible] ওবেদুল্লা সাহেব কাছারব জজ শ্রীহট্ট।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ১৮ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ১ লা মার্চ্চ।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী
বারুইপুর }

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের

মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার প্রভৃতি নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয় যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়।

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
২ রা অগ্রহায়ণ। } জমীদার—
গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ
নীতিশিক্ষার উপ-
যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	/৹
১ ম ভাগ নীতিসার	⅟৹	/৹
২ য় ভাগ নীতিসার	⅟৹	/৹

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /৹ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যদি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বালেশ্বরের উত্তরাংশে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে ইহার সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন। পত্রপ্রেরক কহিতেছেন, তথায় চিকিৎসার কোন উপায় নাই। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের করুণা প্রকাশ একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কাজের কথা লিখিতে শিখিতেছেন। আমরা মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনের "ভারত মহিমা" এই প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন লেখাটীও "ইণ্ডো—ইউরোপীয়" ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালি ভাব ধারণ করিতেছে। আমাদিগের বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল, ইংরাজীতে শিক্ষিতেরা বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়া ভাষাটীকে বিকৃত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন খানি দেখিয়া সেই আশঙ্কার অনেক নিবৃত্তি ও আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশ্বাস জন্মিতেছে কৃতবিদ্যেরা যত্নবান হইলে ক্রমে লেখার দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। অন্য অন্য সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও বঙ্গদর্শনের ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে শিখিবার চেষ্টা করুন। বঙ্গদর্শন লেখকেরা যেমন কৃতকার্য্যপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহারাও অধ্যবসায়বান হইলে তেমনি কৃতকার্য্য হইবেন। ভাষাই সকল উন্নতির মূল। অগ্রে ভাষার উন্নতি তাহার পর অন্য উন্নতি।

এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য এই, ভারতবর্ষে অঙ্কবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল। উন্নতি দ্বার কি কারণে রুদ্ধ হইল। সেই দ্বার মুক্ত হইবারই বা উপায় কি। বঙ্গদর্শনের "ভারতবর্ষ মহিমা" প্রস্তাব লেখক যদি এগুলির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহার লিখিত প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহৃত হইত, উপসংহারে ভারত সন্তানদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার আক্ষেপ করিবারও অবসর থাকিত না।

সর রিচার্ড টেম্পল ২৭ এ ফেব্রুয়ারি

শনিবার বেলবিডিয়ার প্রাসাদে পুনরায় এদেশীয়দিগের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আমাদিগের অত্যধিক আহ্লাদের এই, বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্বয়ং সুখী হইয়া প্রজাদিগকে সুখিত করিয়া সুখে রাজ্য করিবার প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাদিগকে লইয়া রাজত্ব, যে শাসনকর্ত্তা বলগর্ব্বিত হইয়া তাহাদিগকে তুচ্ছ করেন, তিনি কখন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে রাজ্যে প্রজাদিগেরই স্বামিত্ব আছে। রাজ্যের প্রধান লোকে ও প্রজার প্রতিনিধিগণে একত্র হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের শাসনপ্রণালী এরূপ নয়। কিন্তু তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে সরদারদিগকে লইয়া রাজ্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা সে রীতির অনুসরণ করেন নাই, সুতরাং এদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পরস্পর যে ভিন্ন ভাব আছে, তাহা দূরগত হইতেছে না। অতএব আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা সর রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় এদেশের প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া যদি মধ্যে মধ্যে এক একটী সভা করেন, অনেক কাজ হয় সন্দেহ নাই।

বরদা।—অপবাদ হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা।

লার্ড নর্থব্রুক মলহর রাওর বন্দীকরণ অবধি এ পর্য্যন্ত বরদা সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার দুটী কার্য্য অধিকতর প্রশংসার হইয়াছে, প্রথম, বরদা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হইবে না, এই ঘোষণা। এই ঘোষণায় তাঁহার যে কি প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় হইয়াছে, আমরা প্রশংসা করিয়া তাহার শেষ করিতে পারিতেছি না। ইহা লক্ষাধিক সৈন্যের কার্য্য করিয়াছে। বরদার সকলে যে নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল এবং সর লুইস পেলি অবিরোধে আপনার ইচ্ছামত যে সমুদায় কার্য্য করিলেন, এই ঘোষণাই তাহার কারণ। সেনাগণের সঙ্গিনের ভয় এরূপ নিস্তব্ধতার কারণ হয় না। যথা সময়ে উল্লিখিত ঘোষণাটী না হইলে প্রথমে গোলযোগ উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টকে অনেক কষ্টে তন্নিবারণ করিতে হইত।

দ্বিতীয়, লার্ড নর্থব্রুক বরদা সংক্রান্ত কোন বিষয় গোপনে রাখিতেছেন না। সর লুইস পেলির বরদায় গমন অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে কাজ হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করা হইতেছে। একটী উপাদেয় ফল ফলিয়াছে। মলহর রাওর আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যে অর্থের প্রয়োজন, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতেছেন না, এই একটী অপবাদ উঠিয়াছিল। বৃত্তান্তগুলি প্রচার হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সে অপবাদ হইতে মুক্ত হইলেন। আমরা ৪ ঠা ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে "বরদায় রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এটী একটী লুটের সময়। বরদার অর্থ বৃথা বিলুণ্ঠিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে সর লুইস পেলি সলিসিটরদিগকে টাকা দিবার যদি কড়াকড় করিয়া থাকেন, সেটী অনুচিত হয় নাই।" এই বলিয়া যে সংশয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। মলহর রাওর সলিসিটরেরা অপরিমিত অর্থ চান, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়া দিবার কথা বলেন, মলহর রাওর সলিসিটরেরা আপাততঃ ২৮৯১০০ টাকা চাহিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আরো দিতে হইবে, লার্ড নর্থব্রুক কহিলেন, এটী অসঙ্গত প্রার্থনা। এখন যদি আর কেহ বৃথা অপবাদ দেয় তাহাতে লার্ড নর্থব্রুকের নিন্দা অথবা মানহানির সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে বরদার রাজ্যভার যে কয় দিন থাকিবে, সে কয় দিন যাহাতে বরদার কোন অংশে অনিষ্ট না হয়, লার্ড নর্থব্রুকের সে চেষ্টা পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী বক্তব্যের অবসর উপস্থিত হইল। সর লুইস পেলি মলহর রাওর সলিসিটরদিগের প্রার্থনামত কাগজ পত্র দিতেছেন না বলিয়া যে আর একটী অপবাদ দেওয়া হয়, তাহা হইতে মুক্তি লাভের ত কোন উপায় দেখিলাম না।

বরদায় কোন প্রকার যে উচ্চবাচ্য নাই, নিস্তব্ধভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, উল্লিখিত ঘোষণার ন্যায় আর একটী প্রধান কারণ আছে। সে কারণ সর লুইস পেলির অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কয়েকটী সৎগুণ। তিনি স্বকর্ত্তব্যের রেখামাত্র অতিক্রম করেন না বটে, কিন্তু কার্য্যকালে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কাহাকে অসন্তুষ্ট করা নাই। এরূপ কার্য্যদক্ষ লোক সুলভ নয়। গবর্ণর জেনরল যেমন দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত লোকও [illegible]। তাদৃশ মহামনা [illegible] সাহায্য [illegible] হইলে সহজে কৃতার্থতা [illegible] হইত। লুইস পেলি [illegible] ন্যায় অদূরদর্শী ও উদ্ধত হইলে [illegible] কত দারুণ দুঃখ [illegible] হইত বলা যায় না। [illegible] দেশ কাল পাত্র বি[illegible] করিবার যে [illegible] তদনুসারে [illegible]। কর্ণেল [illegible] লাভ হইতেছে। [illegible] বরদার শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে রাজস্বের উৎকর্ষসাধন, ভূমির

বন্দোবস্তের সুব্যবস্থা করিয়া প্রজাবিরাগের উন্মূলন, সেনাগণের প্রাপ্য বেতন দান দ্বারা তাহাদিগের সন্তোষ সম্পাদন এইরূপ অনেকগুলি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দরবার করিয়া রাজ্যের প্রধান লোকদিগকে তথায় আহ্বান, তাঁহাদিগের সহিত নানা প্রকার কথোপকথন ও তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এটীও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। ইহাতে অনেক কাজ হইয়াছে। সরদারদিগের অভিমানবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। অভিমান চরিতার্থ হওয়াতে তাঁহাদিগের গোলযোগ করিবার ইচ্ছা আপনা হইতে নিরস্ত হইয়া যায়। সরদারেরাই গোলযোগ বাঁধাইবার সরদার। তাঁহারা যখন নিরস্ত হইলেন, তখন আর গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা কি? এইগুলি অনুমান করিয়া কাজ করা সামান্য দূরদর্শিতার কাজ নহে। এই দূরদর্শিতার বলেই তিনি সহজে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই দূরদর্শিতা কার্য্যদক্ষতা রাজনীতিজ্ঞতা ও চতুরতার যে সমুচিত পুরস্কার হইবে, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতেছে। অস্মন্মত অপরের অনুরোধ করা বিফল

বরদার প্রজারা মলহর রাওর উপরে অতিশয় বিরক্ত। তাঁহার দুঃখে কাহারই দুঃখ হয় নাই। এই কারণে বরদায় গোলযোগ হয় নাই। যদি কেহ এরূপ অনুমান করেন, তাঁহার সে অনুমান ভ্রমাত্মক সন্দেহ নাই। এদেশের লোকের স্বভাবই, যাহা আছে তাই ভাল বাসে। মলহর রাওর আধিপত্য কালে অনেক প্রকার অত্যাচার হয়। প্রজারা তাহাতে জ্বালাতন হয়। তৎকালে তাহাদিগের এই ইচ্ছা জন্মে যে, যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদিগের সেই কষ্টের নিবারণ হয়। কিন্তু তাহাদিগের এমন ইচ্ছা হয় নাই যে মলহর রাও রাজচ্যুত হন। আমরা পাষাণবৎ ক্রূরহৃদয়ের কথা কহিতেছি না, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় মানুষের স্বভাব এইরূপ, অতি শত্রুও যখন বিপদাপন্ন হয়, তখন তাহার প্রতি দয়া ও তাহার দুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়। বোধ হইতেছে, অত্যাচার নিবন্ধন মলহর রাওর উপরে প্রজাগণের যে কিছু বিরাগ ছিল, তাঁহার দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এ বাক্যটী কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে। ইংলিসম্যান সম্পাদক তারযোগে বোম্বাই হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সর্জ্জেণ্ট বালেণ্টাইন মলহর রাওর পক্ষ সমর্থনার্থ আগমন করাতে এতদ্দেশীয়েরা যার পর নাই উল্লাসিত হইয়াছেন। ত্রেচ ও স্টুয়ার্ট প্রভৃতি আড ভায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অসংখ্য লোক উপস্থিত হয় এটী কি প্রজার বিরাগের প্রমাণ? স্বদেশীয় রাজা রাজচ্যুত এবং বিদেশীয় রাজা তৎপদে অধিষ্ঠিত হন, এদেশীদিগের এমন ইচ্ছা নয়। এদেশীয়দিগের ইচ্ছা এই, স্বদেশীয় রাজাই রাজপদে থাকেন, তবে তিনি কোন প্রকার অত্যাচার না করেন।

মলহর রাওর প্রতি বরদা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশবাসিদিগের অনুরাগ দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যে একটী মনোরথ উদিত হইল, এস্থলে তাহা ব্যক্ত করা অনৈসর্গিক হইতেছে না। মলহর রাও বিচারে নির্দ্দোষ হউন, পুনর্ব্বার রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং সর লুইস পেলি বরদায় যে শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার পথিক হইয়া রাজ্য শাসন করুন। তিনি যেন পুনর্ব্বার অসৎ সংসর্গ বাত্যায় পতিত হইয়া বিপদাপন্ন না হন। কর্ণেল পেলি কিছু দিন বরদায় থাকুন। মলহর রাও তাঁহার মন্ত্রণা অনুসারে চলুন। যে সমস্ত মন্ত্রির মন্ত্রণা বলে তাঁহার দারুণ দুর্গতি হইল, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিন এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজা পালন করুন।

দেওয়ানী কার্য্যবিধির সংশোধন।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপরি লিখিত বিষয়টীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। অনরেবল হব হাউস সাহেব প্রস্তাবকর্ত্তা। তিনি বলিলেন ১৮৬৪ অব্দের ১১ ই নবেম্বর হারিঙ্টন সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া এতৎসংক্রান্ত আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। পাণ্ডুলেখ্যের বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন। এত মত ভেদ হইয়া উঠিল যে শেষে উহাকে নূতনরূপে প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইল। ১৮৬৫ অব্দে তাহাই করা হইল। অবশেষে লাকমিশনরেরা এই মত করিলেন, নূতন প্রকার স্বতন্ত্র দেওয়ানী কার্য্যবিধি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে উহার সংশোধন করা হইবে। উহাই তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটরির অনুমোদিত হইল। দশ বৎসর কাল পাণ্ডুলেখ্যটী তদবস্থ আছে। মধ্যে মধ্যে অনেক বিধি হইয়াছে। আইনের সকল প্রকরণের স্পষ্ট অর্থ বোধ না হওয়াতে অনেক গোলযোগও ঘটিয়াছে। অতএব সচরাচর যে সকল বিষয়ের ঘটনা হয়, তাহা একটী নিয়ম বদ্ধ করা আবশ্যক। উহা বিচারপতিদিগের উপদেশক স্বরূপ হইবে। এইরূপ ভূমিকা করিয়া হব হাউস সাহেব কহিলেন, আদালতের ডিক্রিণ বিষয়ে কতক পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি আদালতের ডিক্রি পান, তাঁহার সেই ডিক্রিটী ব্যবসায় স্থল হইয়া উঠে। তিনি সুদের লোভে তিন বৎসরের মধ্যে এক এক বার ডিক্রিজারি করিয়া তাহা জীবিত করিয়া রাখেন। এক ডিক্রি ৫০ বৎসরেরও অধিককাল থাকে। এটী দুর্ব্ব্যবহার সন্দেহ নাই। এ বিধিতে অসমর্থ অধমর্ণ দিগকে উৎসন্ন দেওয়া হইতেছে এবং লুব্ধ অসৎ উত্তমর্ণ দিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতীকারার্থ হব হাউস সাহেবের এই উপায় অবলম্বন অভিপ্রেত যে ১২ বৎসরের অধিক কাল ডিক্রি কোন ক্রমে না থাকে। এই ১২ বৎসরের মধ্যে যিনি টাকা আদায় না করিবেন, তাঁহার ডিক্রি তামাদি হইয়া যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় ১২ বৎসর দীর্ঘ কাল। এই কালের মধ্যেও অনেকে দুষ্টতা করিয়া অনেক ঋণগ্রাহীকে উৎসন্ন দিতে পারে। তিন বৎসরকাল মাত্র ডিক্রির পরমায়ু করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যিনি ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রির টাকা আদায় না করিবেন, তিনি আর টাকা পাইবেন না।

হব হাউস সাহেব এই ডিক্রি সম্বন্ধে আর একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় অনেক ডিক্রিদার দুষ্টতা করিয়া অধমর্ণের সম্পত্তি থাকিলেও তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার অপমাননা করাই ইহার উদ্দেশ্য। যে স্থলে দেনদারের বিষয় থাকিবে, এই বিধি করা উচিত, সেখানে তাহার নামে গ্রেপ্তারী হইবে না। যদি কেহ সম্পত্তি নাই বলিয়া মিথ্যা করিয়া গ্রেপ্তারী করে, তাহার দণ্ড হইবে। এদেশীয়দিগের স্থাবর বিষয়ে মমতা অধিক। যদি কোনরূপে ঋণের উদ্ধার করিতে পারি, এই আশাতেই লোকে শীঘ্র বিষয় বিক্রয় করিয়া দিতে পারে না। এরূপ স্থলে গ্রেপ্তারীর নিয়মটী রহিত করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

এই প্রসঙ্গে হব হাউস সাহেব মফস্বলের বিচারপতিদিগের হস্তে যে একটী বিশেষ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটীও অতি উত্তম হইয়াছে। বোধ কর, এক ব্যক্তি পাঁচ জনের কাছে ঋণ করিয়াছে। একজন মহাজন ডিক্রি করিয়া তাহার বিষয় বেচিয়া লইল। অপর মহাজনেরা বঞ্চিত হইল। তাহারা বিত্তহীন অধমর্ণের নামে নালীশ করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল। এ প্রকার দুর্ব্যবস্থা রাখা উচিত হয় না। হব হাউস সাহেবের ইচ্ছা এই কলিকাতা ইনসলবেণ্ট আদালতের নিয়মানুসারে অধমর্ণের বিষয় বিক্রয় করিয়া পাঁচজন মহাজনকে অংশানুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এ প্রস্তাবটীও সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের অনুমোদনীয় হইবে সন্দেহ নাই।

নীলকর ও নীলপ্রধান প্রদেশের জমীদারী।

এক ব্যক্তি বহু দিবস নীল প্রধান প্রদেশে বাস করিয়া নীলকরদিগের ব্যবহারের বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি এক দিবস আমাদিগের সমক্ষে নীলকরদিগের জমীদারী গ্রহণের নানা কৌশলের বিষয় বর্ণন করেন। তিনি বলেন, নীলকরেরা নীল প্রধান প্রদেশের কর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছে তাহার কারণ এই, তাহারা ক্রমে ক্রমে যাবতীয় জমীদারী হস্তগত করিয়া লইয়াছে, কতক জমীদারী ক্রয় করিয়াছেন, কতক পত্তনী ও কতক ইজারা লইয়াছে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, নীলকরেরা প্রজার উপরে দৌরাত্ম্য করে, তবে জমীদারেরা তাহাদিগকে জমীদারী দেয় কেন? তিনি বলিলেন, জমীদারেরা ইচ্ছা করিয়া জমীদারী দেয় না। অগত্যা দিতে হয়। নীলকরেরা এত উপদ্রব করে, জমীদারেরা তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হয় না। নীলকরদিগের হস্তে সমর্পণ না করিলে জমীদারী রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। আমরা যে এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম, আজি তাহার একটী প্রমাণ পাইলাম, নিম্ন লিখিত পত্রখানি সেই প্রমাণ।

আমি [illegible] ক্ষুদ্র জমীদার। দুর্ভিক্ষ কষ্টের [illegible] হইয়াছে। বাস্তবিক উহার শেষ হয় নাই। এই কারণে প্রজাগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, এখনও দিতেছে না, কালেক্টরির রাজস্ব ঋণ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

মলদহ জেলার অন্তর্গত কাশীমনগর পরগণার মধ্যে তরফ মহদিপুর পরগণার আমার জমীদারি। **** সাহেব প্রজাগণের প্রতি যে কত দৌরাত্ম্য করিতেছে, সে সমুদায় লিখিতে গেলে পত্র বৃহৎ হইয়া উঠে। অতএব সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল। কুঠীর দৌরাত্ম্যে আমার জমীদারীর বহু জমি পতিত অর্থাৎ প্রজার চাষী জমি দেখিলেই রাত্রিকালে তাহাতে নীল বুনান করা হয়। প্রজারা নিরুপায় হইয়া চাস করা ক্ষান্ত হইয়াছে। সাহেবেরা যে সকল ভূমিতে নীল আবাদ করে, তাহার খাজনা দেওয়া অভ্যাস নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে ভাদ্র মাসে আমি মহদীপুর পরগণাতে প্রজাগণ [illegible] প্রার্থনা করে। আমার [illegible] [illegible] হুকুম দেয়। [illegible] [illegible] ঐ সময় [illegible] [illegible] পুরাতন সময় [illegible] [illegible] বিলম্ব হইয়া [illegible] কুঠী হইতে ৮০। ৯০ [illegible] দুই শত মজুর উক্ত [illegible] লুট করিয়া লইয়াছে। [illegible] জমী [illegible] হইবে না। প্রজাগণ দরখাস্ত করিয়াও ফল পায় না। পুলিসের [illegible] কোন কোন মকদ্দমা [illegible]

দিগের উপর টে দণ্ড হয়, আর কোন কোন মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া যায়। প্রজাগণ অনাহারে নানারূপ যন্ত্রণায় জীর্ণশীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন করে। তাহাতে যে কতদূর দুঃখিত আছি তাহা কি লিখিব। খাজনা আদায় দূরে থাকুক, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া রাখাই কঠিন। তাহারা উদরের জ্বালায় সর্ব্বদা অস্থির সান্ত্বনায় কি হইবে। আমিও ঋণ করিয়া সমুদায় খাজনা দিতে দিতে নিঃস্ব হইলাম। আগামী কিস্তিতে কি হয় বলা যায় না। এই মাত্র নয়, প্রজাদিগের ঘর হইতে বাহির হওয়াই কঠিন হইয়াছে। তাহারা মাঠে ঘাটে গেলেই কোথা হইতে কে আসিয়া ২।৪ লাঠি মারিয়া অমনি সরিয়া যায়। ঐ সময়ে লাঠিয়ালেরা বলিয়া থাকে দরখাস্ত করার ফল হইতেছে। আমার জমীদারী ইজারা লওয়াই এ সকল অত্যাচারের মূল উদ্দেশ্য। এদিকে এইরূপ অত্যাচার করা হয়, ওদিকে জমীদারী ইজারা চাওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু উচিত জমা দিতে চাহে না। যখন প্রজারা নারাজ, তাহাই বা কিরূপে দি। আপনার সোমপ্রকাশের কোন স্থানে আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবেন।

অনেক দিন অবধি নীলকরদিগের অত্যাচার চলিতেছে। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে উহার উন্মূলন চেষ্টা আরম্ভ হয়। উন্মূলন হয় হয় হইয়াও হইতেছে না, এটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অধিকতর আশ্চর্য্য এই, সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি কার্য্যদক্ষ লোকেরা যে গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে ছিলেন ও আছেন, সে গবর্ণমেণ্টও উহার উন্মূলনে সমর্থ হইতেছেন না। আমরা অনুরোধ করি, সর রিচার্ড টেম্পল মিয়াগোর বিচারপতি স্মিথ সাহেবের ন্যায় জন একজন সূক্ষ্মদর্শী অপক্ষপাতী বিচারপতি নীল প্রধান প্রদেশে প্রেরণ করুন, দেখ দেখি বর্ণিত অত্যাচারগুলি নিবারণ হয় কি না?

জেতা ও বিজিতে সমান ব্যবহার উচিত কি না?

গতবারের সোমপ্রকাশে "অজেতা ইউরোপীদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় ব্যবহার" বলিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিত হয়, ইংলিসম্যানের লিখিত একটী প্রস্তাবের ভাবই তাহার কারণ। অজেতা অধিকাংশ ইউরোপীয়ের একান্ত ইচ্ছা এই, তাহারা উচ্চে এবং ভারতবর্ষীয়েরা নীচে পড়িয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদিগের প্রয়োজনানুরূপ সমুদায় কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়, তাহারা ভোগসুখ অনুভব করে, এ ইচ্ছাটীও বিলক্ষণ আছে। অন্যের কথা কি, সেদিন সর জর্জ্জ কেম্বল সাহেব ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া গৃহ কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দিগের এ ইচ্ছাটী নূতন জাত, আমরা এ কথা বলি না। যেখানে জেতৃ বিজিত সম্বন্ধ, সেই খানেই এই প্রকার ইচ্ছার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। স্পার্টাবাসিরা হেলটদিগকে দাসভূত করিয়া রাখিয়াছিল। রোমীয় প্লিবিয়দিগকে অনেক বিবাদ করিয়া রাজ্যের উচ্চ পদগুলির অংশ লাভ করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের সম্বন্ধ এখনও সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

এই সকল উদাহরণ সমক্ষে রহিয়াছে, ইংরাজেরা যে জেতৃজাতীয়, তাহাও দেখিতেছেন, তথাপি ভারতবাসিরা বিশেষতঃ বঙ্গবাসিরা এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন কেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়ে তুল্য ভাব প্রদর্শন করুন। ইহার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষাই এই অনর্থ উৎপন্ন করিয়াছে। আমরা সমাজ মধ্যে দেখিতে পাই, কি ইতর লোক, কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেরই মনের এমনি উন্নভাব হইয়া উঠিয়াছে কেহ আর পক্ষপাত দেখিতে ও সহিতে পারে না। অন্যের কথা কি, পিতার এক পুত্রের প্রতি টান দেখিয়া অপর পুত্রেরা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের প্রতি কোন অংশে পক্ষপাতী হইলে এ দেশীয়েরা যে ক্রুদ্ধ হন, ইহাই তাহার কারণ।

আমরা গবর্ণমেণ্টের বিষম সঙ্কট দেখিতেছি তাঁহাদিগের শাঁখারির করাত হইয়াছে। যদি তাঁহারা অভিন্ন ব্যবহার করিবার চেষ্টা পান, ইউরোপীয়েরা চটিয়া উঠেন। আবার যদি কিছু ইতর বিশেষ করেন, এ দেশীয়েরা বিরক্ত হন। এ রোগের ঔষধ কি? গবর্ণমেণ্ট যখন এদেশীয়দিগকে পক্ষপাতে অনিচ্ছু হইতে শিখাইয়াছেন, তখন তাঁহাদিকেই প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে। যাঁহারা অপক্ষপাত ব্যবহারের শিক্ষাদাতা, তাঁহাদিগের পক্ষপাত ব্যবহার কি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ নয়।

গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া ইতর বিশেষ না করেন, এদেশীয়দিগের এই প্রার্থনা। গবর্ণমেণ্ট কি এই সঙ্গত প্রার্থনায় উপেক্ষা করিবেন? তাহা করিলে কি তাঁহারা সুখে রাজ্য করিতে পারিবেন? যাহারা ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহ স্বপ্ন দর্শন করেন, তাঁহারা মনে করিবেন না যে আমরা বিদ্রোহের ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আমরা এই কথা কহিতেছি, প্রজারা যাহার উপরে বিরক্ত হয়, সে রাজার রাজত্ব সুখের হয় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের প্রতি সপক্ষপাত ব্যবহার করেন বলিয়া অধিকাংশ লোকেই অসন্তুষ্ট, এই কারণে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। নিম্নে ইহার একটী প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে।

মান্দ্রাজের বিচারপতি হলওয়ে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন এই

প্রশ্ন করিয়াছেন " মান্দ্রাজে এক জন দেশীয় জজ না হইবেন কেন? বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট বলিবেন, সে সময় এখনও হয় নাই। বস্তুতঃ কি সে সময় এখনও আইসে নাই?" উক্ত পত্র এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন "শাসন কর্ত্তৃগণের এমন ইচ্ছা নাই যে সে সময় উপস্থিত হউক। যদি চিরকাল এই মনে করা যায় যে সে সময় আইসে নাই তাহা হইলে সে সময় কখন আসিবে না। অনন্ত কালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কাজ দেওয়া অনভিপ্রেত হয়, স্পষ্ট করিয়া বলিলেই আমরা সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া যে অবস্থায় আছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তদনুসারে চলিতে থাকি, উচ্চ আশা করি না।"

ঋণদান।

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলাদেশের গত দুর্ভিক্ষ কালে প্রজাদিগকে যে টাকা ও তণ্ডুলাদি ঋণ দেন, কিছুদিন হইল তাহার আদায়ের উপায় ভূত একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়। অনরেবল ডাম্পিয়র সাহেব এ আইনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার অভিপ্রেত এই, কালেক্টরদিগের উপরেই ঋণদানের ভার অর্পিত হয়। কালেক্টরেরা সরাসরি বিচার করিয়া ঋণ আদায় করিবেন। গত পূর্ব্ব সভায় অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল এই কথা বলেন, দুর্ভিক্ষ কাল ঘোরতর বিপদকাল, সে সময়ে যে ঋণ দেওয়া হয়, তাহা সুব্যবস্থাপূর্ব্বক দেওয়া হয় নাই। যে যে ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, এখন কালেক্টরের তাহাদিগকে চিনা ভার, কালেক্টরদিগের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছু টানও আছে। এই সকল কারণে সম্পূর্ণ সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার হইবারও অসম্ভাবনা নয়। অতএব কালেক্টরের উপরে বিচারভার অর্পিত না হইয়া মুন্সেফের উপরে সমর্পিত হউক। মুন্সেফেরা সরাসরি বিচারই করিবেন। তবে লাভ এই, মুন্সেফেরা অন্য অন্য মকদ্দমার যেরূপ বিচার করেন, এস্থলেও সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের প্রতি পক্ষপাতী না হইয়া মধ্যস্থভাবে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট বিপদকালে প্রজাদিগকে অর্থ ও শস্য কর্জ্জ দিয়া পিতার কাজ করিয়াছেন, এখন যদি এক কালে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সমুদায় আদায় করিয়া লওয়া হয়, তাহাদিগের সেই উপকার অপকার হইয়া উঠিবে। অতএব এক কালে সমুদায় আদায় করিবার চেষ্টা না পাইয়া ক্রমে আদায় করা হউক।

২০এ ফেব্রুয়ারির ব্যবস্থাপক সভায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল কৃষ্ণদাস বাবুর প্রদর্শিত যুক্তিগুলির যথাযথ খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ একান্ত প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মনে হইতে লাগিল এত দিনের পর বাঙ্গলাদেশের শিরঃস্থানে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হালিডে সাহেব চতুর ছিলেন। চতুরতা করিয়াই লোকরঞ্জনের চেষ্টা পাইয়া গিয়াছেন, কাজের দিকে বড় ধ্যান নাই। গ্রাণ্ট সাহেব এক রোকা ছিলেন। আপনি যেটি ভাল বুঝিতেন, তাই করিতেন কেহ রুষ্ট হউক বা তুষ্ট হউক সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। এই হেতু সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হইয়া যাইতে পারেন নাই। বীডন সাহেব উপর চালাক। এক উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষেই তাঁহাকে মাটী করিয়া দিয়াছে গ্রে সাহেব ভাল মানুষ। কাম্বেল সাহেবের আপনার "কথাই পাঁচ কাহন" ছিল। তিনি অন্য কাহাকে মানুষ জ্ঞান করিতেন না। বাঙ্গালিদিগের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া গিয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্পলের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা ও অভ্যাস হইয়াছে। তাঁহার কাহাকে উপেক্ষা করা নাই একে বাঙ্গালি, তাহার যুক্তি, তাহা আবার শুনা, তাহার আবার উত্তরদান, সর রিচার্ডের এ প্রকার ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি মনোযোগ দিয়া কৃষ্ণদাস বাবুর সমুদায় যুক্তিগুলি শুনিয়াছেন এবং তাহার যথাযথ উত্তর দান ও সকলের সন্তোষ সাধন করিয়া অভিপ্রেত বিষয়টী বিধিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

কৃষ্ণদাস বাবু কালেক্টরদিগের উপরে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার উত্তর দান কালে বলেন, তিনি অনায়াসে এ কথার নির্দ্দেশ করিতে পারেন এদেশের অন্যায়পীড়িত ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকর্তা সিবিলসর্ব্বাণ্টদিগের পরম্পরা প্রসিদ্ধ [illegible]। তাঁহারা দরিদ্রদিগের প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সিবিলিয়ানদিগের এ ব্যবহারটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহার অপলাপ যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব কৃষ্ণদাস বাবু কালেক্টরের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ঋণগ্রস্তদিগের বিচার ভার সমর্পণ করিলে অবিচার হইবার যে আশঙ্কা করেন, সেটী অমূলক সন্দেহ নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কৃষ্ণদাস বাবুর দ্বিতীয় বাক্যের উত্তর দান স্থলে বলেন "যে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া যে সকল লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট সেই সকল ব্যক্তিকে উৎসন্ন দিবার উপায় অবলম্বন করিতেছেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। এমন দুষ্টহৃদয় কে আছে, যে এ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত না হয়? গবর্ণমেণ্টের ঋণ প্রজার ঘোরতর আপৎকালে দেওয়া হইয়াছে অতএব তাহার যথাবিধ হিসাব পত্র নাই বলিয়া কৃষ্ণদাস বাবু যে শঙ্কা করেন, সর রিচার্ড টেম্পল এই বলিয়া সে সংশয়েরও ছেদন করিয়াছেন যে কালেক্টরেরা সে সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসাব রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস বাবুর বক্তৃতা, আকার, ভঙ্গি, বিশেষতঃ তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিবার শক্তি দেখিয়া সর রিচার্ড টেম্পল মোহিত হইয়াছেন। এত দিন প্রধান রাজপুরুষদিগের এই সংস্কার ছিল, রাজোপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করিলেই এদেশীয়েরা তুষ্ট হইবেন। মূকপ্রায় রাজগণ দিব্য পরিচ্ছদ পরিধায়ী হইয়া কেবল সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। কিন্তু এখন বোধ হয় কৃষ্ণদাস বাবু ও দিগম্বর বাবু প্রভৃতিকে

পাইয়া রক্তপুরুষদিগের সেই পূর্ব্বসংস্থা রর ... হইবে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, এদেশীয়েরা ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে চান না, কাজের লোক চান।

—০—

মলহারাওর বিচার।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা ২০ এ ফেব্রুয়ারি তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন।

গুইকুমারের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সর রিচার্ড কাউচ সভাপতি হইয়াছেন।

উকীল স্কোবল এবং ইনবেরারিটী রাজ্ঞীর পক্ষে এবং সার্জ্জেন্ট ব্যালেন্টাইন ও পার্সেন এবং ব্রানসন গুইকুমারের পক্ষে উপস্থিত হন।

স্কোবল সাহেব এই বলিয়া মকদ্দমার আরম্ভ করেন যে, গুইকুমার রেসিডেন্টের ভৃত্যদিগের নিকট হইতে গোপনীয় সংবাদ লন এবং আর্সেনিক ও হীরার গুড়া খাওইয়া রেসিডেন্টকে হত্যা করিবার চেষ্টা পান। স্কোবল বলিলেন বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার যখন চেষ্টা হয়, সে সময় গুইকুমার ঐ সকল ভৃত্যকে টাকা দিয়াছিলেন। তিনি ইহা সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন। দামোদর পান্থ বলিবে যে রাজা তাঁহার নিকট আর্সেনিক চাহিয়াছিলেন, এবং একজন হীরার ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অতি গোপনে হীরার গুড়া ক্রয় করা হয়। ঐ বণিক তাহার সাক্ষ্য দিবে।

দামোদর পান্থকে ক্ষমা করা হইবে বলাতে সে এই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে।

ইংলিসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা উক্ত দিবস লিখিয়াছেন, অদ্য ফেয়ার সাহেবের আয়ার জবানবন্দীর শেষ হইয়াছে। আয়া বলে, কিসে ফেয়ারের মন ফিরান যায়, তদ্বিষয়ে কিছু দিবার জন্য গুইকুমার ও সলিম তাহার (আয়ার) পরামর্শ চান। সে কোনরূপ তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগের পরামর্শ দেয় না। সে দুই জনের কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তাহাতে উঁহারা যে বিষের কথা বলিয়াছিলেন তাহার এমন আশঙ্কা হয়। সে প্রথমে যাহাদের নাম করে জেরাতে তাহা অস্বীকার করে।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি সকলে উপস্থিত হইলে পুনরায় বিচার আরম্ভ হয়।

আয়া বলেন ফেয়ারকে বিষ পান করাইবার চেষ্টার পরেও সে যাহা জানিত, তাহা কাহাকে বলে নাই। সে রাজবাটীতে কেন গিয়াছিল তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

গুইকুমার তাহাকে বিষ পান করাইবার কোন কথা বলেন নাই, কেবল তন্ত্র মন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিষের কথাই বলিতেছেন, আয়া ইহাই বুঝিয়াছিল, কারণ সে ইহার পূর্ব্বে একরূপ কিছু শুনিয়াছিল।

সে যাহা জানিত যে পর্য্যন্ত না বলিয়াছে সে পর্য্যন্ত পুলিষ তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখে। প্রথমে সে বিষ পানের বিষয় কিছুই সাউটার সাহেবের নিকট বলে নাই, পরে সকল কথা খুলিয়া বলে।

ইহার পরের সাক্ষী ফিজা বামজান। সে আয়ার সহিত রাজবাটীতে গিয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য আয়ার সাক্ষ্যের প্রতিপোষক। কিন্তু আয়া যে বলে, রমজান তাহাকে লইয়া ঐ কার্য্য করায়, সে কথা সে অস্বীকার করে।

জেরাতে ঐ মজান বলে, সে নিজে কর্নেল ফেয়ারকে বিষ পান করাইয়াছিল এই সন্দেহ করাতে সে ভয়ে তাহার রাজ বাটীতে যাইবার কথা বলে নাই এবং যে গাড়িতে সে যায়, সেই গাড়োয়ান তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিল। গাড়োয়ান মকদ্দমার প্রতিপোষক সাক্ষ্য দিয়াছে। করিম বলে, সে দ্বিতীয় বার আয়ার সহিত গমন করে। সে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার অধিকাংশই মকদ্দমার প্রতিপোষক। তবে সে সাউটার সাহেবের সম্মুখে যাহা বলে তাহার সহিত এক্ষণকার সাক্ষ্যের যে কিছু বৈলক্ষণ্য হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনা আগামীতে হইবে।

বদা ২৫ এ ফেব্রুয়ারি। আয়া যখন দ্বিতীয়বার রাজবাটীতে গমন করে, সেই সময় নগুল নামক এক গাড়োয়ান আয়া ও করিমকে লইয়া যায়। নগুলকে হাজির করিলে সে ঐ উভয়কে চিনিতে পারে। উহারা রাত্রি ১০ টার সময় উপস্থিত হইয়া সলিমকে ডাকে সলিম উহাদিগকে রাজবাটীতে লইয়া যায় এবং প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় ফিরিয়া আইসে। করিম তাহার পর দিন সন্ধ্যা কালে তাহাকে ভাড়া দেয়। সে প্রথমে বোম্বাই পুলিষের নিকট এই কথা বলে, এবং বলে ইহা প্রকাশ হইলে তাহাকে জীয়ন্ত দাহ করা হইবে। তাই সিদ্ধিনাকে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া মারা হয়। সুতরাং এ ব্যক্তি ভয় পায়। গত রাত্রিতে ক্রিবলাণ্ড সাহেবের নিকট সে এই সকল কথা বলে। সর দিনকর রাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে আয়াকে জানে কি না? করিম বলে সে তাহাকে রেসিডেন্সিতে গাড়িতে যাইবার সময় দেখিয়াছে।

দ্বিভাষী ফ্লিন সাহেব অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে নাউরোজী ফর্দ্দনজী শপথপূর্ব্বক উক্ত ভার গ্রহণ করেন।

আয়ার একটী ভৃত্য ছটু তৃতীয়বার রাজবাটীতে গমন করে। সে সলিমকে ডাকে। সলিম আয়ার সহিত রাজবাটীতে যায়।

দাযুদ নামক একজন গাড়োয়ান আয়ার স্বামী আবদুলকে চিনিয়া বলে, সে এক গাড়ি ভাড়া করিয়া সলিমকে ডাকে, সলিম আয়াকে রাজবাটীতে লইয়া যায়। সে করিমের বিষয় নগুলের নিকটে বলে।

দাযুদ নামক যে গাড়োয়ান আয়াকে তৃতীয় বার রাজবাটীতে লইয়া যায়, সার্জ্জেন্ট ব্যালেন্টাইন তাহাকে বিশেষরূপে জেরা করেন। নগুলকে পুনরায় ডাকা হয় উভয়কেই প্রশ্ন করা হয়। তখন দাযুদ করিমের নাম করে, এবং বোইভি সাহেবের বাঙ্গালায় যে সকল কথা বলে তাহার উল্লেখ করে। তাহাতে সকলে অত্যন্ত হাসিয়া উঠাতে নগুল সাউটার সাহেবকে দেখাইয়া বলে তিনিই বোইভি সাহেব। পাছে উহাকে মারিয়া ফেলা হয়, এই জন্য উভয়েই করিমের নাম করিতে ভয় পায়।

আমার স্বামী আবছুলকে ডাকা হয়, সে তিন খানি চিঠি উপস্থিত করে। সারজেণ্ট ব্যালেণ্টাইন বলেন, নর্টনের সাক্ষ্যের আইন অনুসারে এ সকল চিঠি গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এডবোকেট জেনরল বলেন, গবর্ণর জেনরল যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে প্রেসিডেণ্টের এমন ক্ষমতা আছে যে তিনি যে সকল দলিল পত্র দ্বারা এ বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা বুঝিবেন, সে সকল দলিল প্রমাণ করিতে পারিবেন। সলিমের পরামর্শে আমরা যখন রাজবাটীতে যান, তাহার সেই সকল কথা এই পত্রদ্বারা প্রমাণ হইবে। এডবোকেট জেনরল তাঁহার বাক্যের পোষকার্থ ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যের আইনের একাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ করেন। চিফ জষ্টিস অবশেষে তাঁহার কথাতেই সম্মত হন।

অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মলহর রাও বিচারস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দুই জন গাড়োয়ানই বলে, তাহারা দুইবার আয়াকে রাজবাটীতে লইয়া যায়। সামান্য সামান্য বিষয়ে উহাদের বাক্যের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটে। যে চিঠি উপস্থিত করা হয়, সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন অবশেষে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই ফাল্গুন সোমবার।

লোকের এক একটী পড়তার সময় উপস্থিত হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের আজি কালি সেই পড়তা পড়িয়াছে। বরদারাজ্য আপাততঃ হস্তে আসিয়াছে। এদিকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, রেওয়ার রাজা প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব কালের অবশিষ্ট সময় এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহার উত্তরাধিকারী বয়ঃ প্রাপ্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের শাসন ভার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। রেওয়ার রাজা বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়েও ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সুর ধরিয়াছেন। আর দিন কত বিলম্ব হইলে বোধ হয় তাঁহারও মলহর রাওর দশা হইত। বোধ হইতেছে এ দেশের সকল রাজাকেই ক্রমে ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতে হইবে।

গত ১ লা এপ্রেল অবধি জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের দরুণ যেরূপ ক্ষতির অনুমান করা হয়, তদপেক্ষা ৫২৪১৮৪ টাকা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ৮৩৭৭৮৫০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এরূপ ক্ষতি না হয়, তাহার কি কোন উপায় হয় না?

২০ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মির্জাপুর বিভাগে কোয়াসায় মটর ও ছোলার চতুর্থাংশ নষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য অনেক স্থানেও কোয়াসায় অনিষ্ট করিয়াছে। কোন কোন স্থানে সরিষা এক কালে গিয়াছে।

ফ্রান্সের ন্যায় ফ্রান্সের অধীনস্থ ভারতবর্ষীয় উপনিবেশেও আজি পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে। সে দিন পণ্ডিচরিতে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের সহিত সেনাদলের একজন কাপ্তেনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটই প্রথমে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সুখের বিষয় এই, পরস্পরের সামান্য আঘাতেই যুদ্ধের শেষ হয়। ফ্রান্সের সভ্যতাভিমানটী বিলক্ষণ আছে, কিন্তু আজিও এ অসভ্যতাটী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

গত জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষীয় বন্দর সকল হইতে ৩৫৪১৪৪ হন্দর তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী খাজে আশানুল্লা মহেলগঞ্জ ষ্টেট ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয়, বেঙ্গল টাইম্স বলেন তাহা অমূলক।

১২ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গুইকুমারের সলিসিটারেরা তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ টাকা চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি সে টাকা নাও দেন, সে টাকার একটী সুবিধা হইতেছে। পুনা অবজার্ব্বর বলেন, পুনার ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের অন্যতর উকীল এবং সার্ব্বজনিক সভার অন্যতর সভ্য গণেশ বাসিদি জোসি অফাসন এবং পেন কোম্পানিকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা যেন গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ প্রস্তুত হন, এজন্য যে টাকা আবশ্যক হইবে তাহা বোম্বাইর ব্যাঙ্কের দ্বারা পাঠান হইবে। তবে যে টাকার প্রয়োজন চারি দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে তাহার সংবাদ দিতে হইবে। মলহর রাওর প্রতি বরদাবাসিদিগের যে কিরূপ ভাব, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বোম্বাই গেজেটের বিশেষ সংবাদদাতা সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনের বিষয়ে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন “ইহাঁর আকৃত মধ্যম এবং ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহাঁকে উকীল বলিয়া পরিচয় দেয়। ইনি যখন জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন ইহাকে দেখিবার জন্য এত লোক আসিয়াছিল এবং এরূপ আগ্রহ সহকারে সকলে উহাকে দেখিতে লাগিল যে যদি মানুষের চক্ষের সূর্য্য কিরণের ন্যায় তেজ থাকিত, তাহা হইলে ধাতু যেমন গলাইয়া মুচিতে ফেলা হয়, সেই সমুদায় তেজ একত্রীভূত হইয়া সার্জেণ্ট বালেণ্টাইনকে গলাইয়া ফেলিত।”

গুইকুমারের কোন রূপ বিচার আচার না করিয়া বরদারাজ্য এককালে কাড়িয়া লওয়া হয়, বোম্বাই গেজেটের একান্ত ইচ্ছা ছিল, ইংলিসমানও ইহাতে যোগ দিতে ত্রুটী করেন না। প্রথমতঃ বোম্বাই গেজেট গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ টাকা দিবার বিষয়ে লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা ত স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। গুইকুমারের ত্রেজুরিতে যে টাকা আছে তাহা গুইকুমারের নয়, বরদারাজ্যের। এক দিকে গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ সকল সুবিধা করা উচিত হয়, অপর পক্ষে আবার বরদারাজ্যের স্বার্থের জন্য মলহর রাওয়ের নিমিত্ত এত টাকা অনর্থক ব্যয় করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।” উক্ত পত্র অপর এক স্থলে লিখিয়াছেন “গবর্ণমেণ্ট যখন মলহর রাওয়ের রাজক্ষমতা গ্রহণ করিলেন তখন বিচারাদির হাঙ্গামা না করিয়া এক কালে তাঁহার বিষয়ে চূড়ান্ত করা উচিত

ছিল; প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের যদি গুইকুমারকে কিছু দিনের জন্য পদচ্যুত করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এক কালে পদচ্যুত করিবার এবং বরদা রাজ্য গ্রহণ করিবারও তাঁহাদের অধিকার আছে। লার্ড নর্থব্রুক তাহা না করিয়া যে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত বোধ হয় তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যেরূপ মলহর রাওর বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছে, গোয়ালিয়র হইতে কোলাপুর পর্যন্ত সমুদায় মহারাষ্ট্রীয় জাতি বিদ্রোহী হইলে যাহা না হয়, হওয়ার দ্বারা ইংরাজ শাসনের তদপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট হইবে।"

হিন্দুপেট্রিয়ট ইংলিসম্যান এই বাক্যে অতি গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিয়াছেন, "এ কথা অযথার্থ নয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যে ভ্রমে পতিত হন, পুনরায় তদপেক্ষাও গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" অর্থাৎ ইংলিসম্যানের অভিপ্রায় এই, যদিচ বরদারাজ্য গ্রহণ করাই না হইল, গুইকুমারের আবার বিচার করা কেন? তাঁহাকে একেবারে আন্দামানে পাঠাইয়া বরদারাজ্যের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিলেই হইত। বোম্বাই গেজেটের ন্যায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, সমুদায় মহারাষ্ট্রীয় জাতি বিদ্রোহী হইলে ইংরাজ শাসনের যে অনিষ্ট না হয়, বোম্বাই গেজেট ও ইংলিসম্যানের ন্যায় কয়েক জন ইংরাজ দ্বারা ইংরাজ শাসনের তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

গত বৎসর ব্রিটিশ সেনাদল হইতে ৭৮৯০ লোক পলায়ন করে।

অদ্য লার্ড নেপিয়র থগণ সহিত কলিকাতায় আসিবেন। কল্য রাত্রির মেইল ট্রেণে তিনি আলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

ইংলিসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, পেশোয়ারের লেপ্টনেন্ট ক্রম্পটন নামক জনৈক ভৃত্যকে একটী ছোট ঘুসি মারেন্; তাহাতে তাহার প্লীহা ছিল বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়াছে।

যিনি এক্ষণে সেকের চরিত্র দোষ যায় না, যাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত তালিকাটী দর্শন করুন। গত বৎসর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জেল সমূহে ৩১০৩৮ কয়েদী কারারুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৯০ জন সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, শতকরা ৭ জন সামান্য লেখা পড়া জানে এবং শত করা ২ দুইজন ভালরূপ লেখা পড়া জানে। জেলে ৬১৪০ জনকে লেখা পড়া শিখান হয়।

মধ্য আসিয়াতে রুশীয়া যেরূপ চতুর রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে মধ্য আসিয়ার সমুদায় স্বাধীন রাজ্য ক্রমে রুশিয়ার হস্তগত হইবে। দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বোখারার আমীরের সহিত তাঁহার এডিকঙের এক দিনের কথোপকথনের বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, তদ্দর্শনেই পাঠকগণ ইহা বুঝিতে পারিবেন। আমীর বলিলেন দেখ রুশীয় গবর্ণমেণ্ট কেমন চমৎকার, বোখারার রাজা কতবার রুশীয়ার সহিত যুদ্ধ করিলেন, যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, কিন্তু রুশীয়া তাঁহাকে দণ্ড না দিয়া তাঁহার প্রতি উদার ব্যবহার করিলেন। উরগঞ্জের লোকেরা রুশীয়দিগের প্রতি কত উপদ্রব করেন, রুশীয়া যুদ্ধে উরগঞ্জ জয় করিলেন, কিন্তু পরে উহা রাজাকে ফিরাইয়া দিলেন।"

রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লিবেন সাহেব বিদায় লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইউরোপে গমন করিলেন কি ভারতবর্ষে রহিলেন, লোকে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক নহে, তাঁহাকে লইয়া যে এত কাণ্ড হয় তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্রগুলি দেখিবার জন্য লোকে উৎসুক। সেগুলি কবে প্রকাশিত হইবে?

গত শুক্রবার কার্কির বারুদখানায় আগুন লাগিয়া একজন সর্জ্জেণ্ট ও চারি জন এদেশীয় হত হইয়াছে। প্রেস হাউসে আগুন লাগে। তথায় চাজার পাউণ্ড বারুদ ছিল।

সর জঙ বাহাদুর বুধবার নেপাল যাত্রা করিবেন।

অদ্য অপরাহ্ণে গবর্ণর জেনরল মহারাজ হোলকরকে দরবারে গ্রহণ করিবেন।

১৩ ই ফাল্গুন বুধবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম বরাহনগরের শশি বাবু ২৪ পরগণার সেসিয়ন জজের নিকট যে লাইবেলের মকদ্দমার আপীল করেন, সেসিয়ন জজ সে বিষয়ে বিলক্ষণ সুবিচার করিয়াছেন। সেসিয়ন জজ রায়ে লিখিয়াছেন "শশিবাবুরা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, মাজিষ্ট্রেট তাহা পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতে উহাই পর্য্যাপ্ত। এ অবস্থায় কারাবাস দণ্ড নিতান্ত অন্যায়। শশি বাবু কাগজের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার দোষ প্রমাণ হইয়াছে এজন্য তাঁহার ১৫০ টাকা জরিমানা এবং সম্পাদকের ৫০ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, মান্দ্রাজে যে ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা হইতেছে তাহা কেবল নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগের বেতন কমাইয়া নয়, উচ্চতর কর্ম্মচারিদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে। কর্ণেল ম্যাকডোনালড পদত্যাগ করিলে রেজিষ্টারির ইনস্পেক্টর জেনরলের বেতন ১৫০০ হইতে ১২০০ টাকা করা হইবে। জেলের ইনস্পেক্টর জেনরলের বেতনও কমান হইবে। ব্যয় সংক্ষেপের এই রীতিই প্রশস্ত। এক ইনস্পেক্টর জেনরলের বেতন কমাইয়া যে লাভ হইবে ৫০ জন নিম্নতর কর্ম্মচারির বেতন কমাইলে তত টাকা লাভও হয় না, অথচ তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হয়।

কিছু দিন হইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জন ষ্ট্রাচি একটী "প্রাদেশিক কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ" স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে লেখেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ব্যয় মাসিক ২০৫০ টাকা পড়িবে। উক্ত বিভাগ হইতে কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব সকল সংগৃহীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে দেওয়া হইবে। আদর্শক্ষেত্র করিয়া কিরূপে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয়, উক্ত বিভাগ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইতেছে গবর্ণমেণ্টে তাহার রিপোর্ট করিবেন। কিসে বাণিজ্যের উন্নতি হয়

তাহার উপায় সকল উদ্ভাবন করিবেন। বাণিজ্যের উন্নতি পক্ষে যে সকল অন্তরায় থাকিবে তাহার তিরোধান করিবেন এবং কৃষক শ্রেণীর অবস্থার অনুসন্ধান করিবেন। এ অনুষ্ঠানটী মন্দ নয়। কিন্তু উক্ত বিভাগের যে সকল কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সে গুলি যথাযথরূপে সম্পন্ন না হইলে অনেকগুলি অর্থ ভস্মসাৎ হইবে এই মাত্র।

এক্ষণে মান্দ্রাজের দেশীয় সেনা দলে যত সৈন্য আছে, পেন্সন ভোগীর সংখ্যা তদপেক্ষা ৩ হজার অধিক। যাহারা পেন্সন পাইতেছে তাহাদের অনেকেই বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম। মান্দ্রাজ মেইল বলেন, উহাদিগকে সামান্য ও অল্প পরিশ্রমের কাজ দেওয়া উচিত। যাহারা কাজ করিতে পারে তাহাদিগকে বসাইয়া পেন্সন দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ আজি কালি সেনাদলের ব্যয় সংক্ষেপের সময় পড়িয়াছে, কিন্তু ও নিয়ম কেবল দেশীয় সেনাদলে না হইয়া ইউরোপীয় সেনা দলেও প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ৫৩৮৯৬০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৭৪৫৬৬০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এবৎসর ২০৬৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লইনে ৪৫৬১০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪১২৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ৪৩২০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৪ ই ফালগুন বৃহস্পতিবার।

ইংরাজী দেসলাই অসময়ে আগুন পাইবার এক উত্তম উপায়। কিন্তু বর্ষাকালে অথবা বৃষ্টি প্রভৃতি কারণে উহা আর্দ্র হইলে উহাতে আগুন হয় না, এই এক অসুবিধা আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে এক বৈদ্যুতিক উপায়ের আবিষ্কার হইয়াছে। উহাতে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় আগুন পাওয়া যাইবে। ইহাকে "ইলেকট্রিকাল টিণ্ডারবক্স" বলে। পারিসে ইহা অর্দ্ধফ্রাঙ্ক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। বাক্সটী খুলিলেই একটী প্লাটিনমের তার দেখা যায়। বাক্সের মধ্যে একটী স্প্রিঙ আছে উহা নাড়িলে ঐ তারটী এরূপ লাল হইয়া উঠে যে উহাতে অনায়াসে চুরাট ধরান যায়। উহার মধ্যে একটী ইলেকট্রিক ব্যাটারি আছে। স্প্রিঙ স্পর্শ করিলেই উহার কার্য্য হইতে থাকে। তাহাতেই অগ্নির উৎপত্তি হয়। ইহার এক একটী বাক্স থাকিলে কি বর্ষাকাল কি বৃষ্টির সময় কোন কালেই আগুনের ভাবনা থাকিবে না। বিজ্ঞান প্রভাবে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত মানুষের আজ্ঞাবহ হইল. বিদ্যুৎ ইহার পর মানুষের ভাত পর্য্যন্ত রাঁধিয়া দিবে বোধ হইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মহীশূরের রাজবংশীয় প্রিন্স মহম্মদ ওয়াজিদ্দীন এবং প্রমথনাথ মিত্র ইংলণ্ডে বারিষ্টরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণর জেনরল এই স্থির করিয়াছেন, মেডিকল কালেজের শিক্ষকগণ মেডিকল ডিগ্রি ভিন্ন অন্য কোন সম্মানসূচক উপাধি পাইতে পারেন না। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে রায় ও খাঁ বাহাদুর ভিন্ন অন্য কোন উপাধি তাঁহাদিগকে দিবার নাই।

নাগারা লেপ্টনন্ট হোলকুম্ব ও [illegible] বার কতকগুলিকে হত্যা করাতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসামের চিফ কমিশনর এবং জেনরল ষ্টাফোর্ডকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ডফ্‌লাযুদ্ধে যে সকল সৈন্য গিয়াছিল উহাদিগের ৫০০ সৈন্য নাগাদের দেশে যাইতেছে।

এবার ঢাকার নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জের কার্ত্তিক বারুণীমেলা মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা দোকান প্রভৃতি কিছু কম হইয়াছিল বটে কিন্তু গত বৎসর যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল এবৎসর তদপেক্ষা প্রায় দেড়লক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য আইসে। মেলা ২৩ এ নবেম্বরে আরম্ভ হয়, ৮ ই জানুয়ারিতে শেষ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনটী মাত্র সামান্য চৌর্য্যকাণ্ড ঘটিয়াছিল। প্রতিদিন প্রায় ৮ হাজার করিয়া লোক হইয়াছিল।

আগামী বর্ষের জন্য বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের বাটী প্রভৃতির সামান্য সংস্কার বা সামান্য কিছু নির্ম্মাণের জন্য বজেটে লেপ্টনণ্টগবর্ণর ৬৩৪০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

অদ্য বেথুন স্ত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান করা হইবে। অনরেবল মিস্ ঈডেন পারিতোষিক বিতরণ করিবেন।

মঙ্গলবার গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয় তাহাতে হব হাউস সাহেব প্রস্তাব করেন, দেওয়ানী আদালতের নিয়ম সংক্রান্ত আইনের সংশোধন জন্য যে সিলেক্ট কমিটী হয়, পুনরায় ঐ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হউক। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উহার সভ্য মনোনীত হইলেন। বেলি, ইঙলিস, ডালইয়েল, স্মিথ বীজন গ্রামের রাজা এবং হব হাউস। তৎপরে ভূমি পথে লবণ ও চিনির শুল্ক সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে সিলেক্ট কমিটী যে রিপোর্ট দেন, অনরেবল ইঙ্গলিস সাহেব তাহা উপস্থিত করিয়া প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ব্যাঙ্গেট সার জমসেটজীজী ভাইকে যে টাকা কর্জ্জ দেন, উহার আদায় করণ সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির বিষয় বিবেচনা করা হয়। ইহাতে সকলে সম্মতি প্রকাশ করেন।

তৎপরে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে প্রতিপালিত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাপ্তবয়স্কতার একটী সাধারণ সময় নির্দ্দেশক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী যে রিপোর্ট দেন, বীজন গ্রামের রাজা সেই রিপোর্ট উপস্থিত করেন।

আর জি মেলবিল সাহেব (প্রকাশ সেখ আবদুল রহমন) বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলই গেল।

১১ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

লেপ্টনেণ্ট ক্রম্পটন নামক যে ব্যক্তি তাঁহার বেহারাকে এক ঘুঁস মারে এবং যাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার এই কথা বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির যেরূপ প্লীহার পীড়া ছিল তাহাতে সে যেরূপেই হউক শীঘ্রই মারা যাইত। এমন অবস্থায় ক্রম্পটনের ত দণ্ড কোন মতেই হইতে পারে না। যখন ডাক্তার বলিতেছেন, যেরূপেই হউক উহার শীঘ্র মৃত্যু হইত, তখন সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ক্রম্পটন সাহেব উহাকে হত্যা করিয়া উহার এবং উহার পরিবারবর্গের বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন। উহাকে আর রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে এবং উহার পরিবারবর্গকে আর উহার জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইল না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের একটী কর্ত্তব্য আছে, ঐ বেহারার যদি পুত্রাদি কেহ থাকে, যাহাতে তাহারা দিন কত ক্রম্পটন সাহেবের নিকট বিনা বেতনে চাকরী করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে, তাহার একটী ব্যবস্থা করিয়া দেন। ক্রম্পটন সাহেব যে উপকার করিয়াছেন, মানুষকে মানুষের এরূপ উপকার করিতে দেখা যায় না।

সম্প্রতি যে শিলা বর্ষণ হইয়া যায় উহাতে ফতেগড় এবং এটোয়া বিভাগের বিস্তর শস্য নষ্ট করিয়াছে। অহিফেন প্রায় হাজার মণ ক্ষত হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বোম্বাই ষ্টেটসম্যান একটী আশ্চর্য্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, যদি গুইকুমারের দোষ প্রমাণ হয়, উঁহাকে কলিকাতায় "চুনার দুর্গ" পাঠান হইবে। কলিকাতায় চুনার দুর্গ কোথায় আছে আমরা ত এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।

হরকরা বলেন, জি সি ঘোষ সাহেব ফেগান সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম জজের কার্য্য করিবেন।

গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতা উপনগরে ১১৪৩ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ১৭৫, বসন্তে ২০ জ্বরে ৩৭৫ উদরাময়ে ২৭০ অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

৬ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৫ লোকের মৃত্যু হয় এবং ১৩ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে ২৪৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দুই সপ্তাহে পর্য্যায়ক্রমে বসন্তে ২৪,১৮ ওলাউঠায় ২০,১৩ উদরাময়ে ২২,২৬ এবং জ্বরে ৮৩,৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

উলার একব্যক্তি একটী স্ত্রী লোককে হত্যা করে। হত্যার কারণ এই উহার এই সংস্কার হয়, স্ত্রীলোকটী মন্ত্রবলে তাহার বাটীর একজনের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। আজিও এমন অজ্ঞবুক আছে!

১৬ ই ফালগুন শনিবার।

গত সপ্তাহে পুনা হইতে আট শতেরও অধিক লোক পার্ব্বতীয় এক প্রসিদ্ধ দেব মন্দিরে গমন করিয়া এই প্রার্থনা করে, তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গুইকুমারের বিচার স্থলে আসিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া দেন এবং গবর্ণর জেনরলকে লওয়াইয়া গুইকুমারের গদি এবং আরো কিছু নূতন রাজ্য দেওয়াইয়া দেন। দেখা যাউক সার্জ্জেণ্ট ব্যালাণ্টাইন বিলাত হইতে এবং হিন্দু দেবতা পর্ব্বত হইতে আসিয়া গুইকুমারের পক্ষে কত দূর করিয়া উঠিতে পারেন।

বার্ষিক ১৮০০০০ টাকার হিসাবে ৫ বৎসরের জন্য মহীসুরের আবকারী কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। আবকারির লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন মুস্তফা কবিরউল্লা খাঁ দুই হাজার কুকুর বধ করিয়া উহাদের চামড়ায় টুপি করিবার জন্য আমীরকে লিখিয়াছেন। এর [illegible] কারণ এই, ভিক্টোরিয়ার যে সকল টুপি বিক্রয় ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা দিগের মস্তকে ঐ টুপি দেওয়া মুস্তফার উদ্দেশ্য। কারণ উহারা কুকুরকে অতি অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। এটী যুক্তর বিষ দণ্ড।

—০—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। গত কল্য ভারতবর্ষীয় আফিসরদিগের ক্ষতি পূরণ সংক্রান্ত কমিটীর অধিবেশন হয়। শীঘ্র ইহার কার্য্য শেষ হইবে।

লার্ড জর্জ হামিলটন ডালরিম্পলের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলেন, ভারতবর্ষের অচিহ্নিত সিবল সার্জ্জেণ্টদিগের বিদায় কালের নিয়ম সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়া আফিস যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন তদুত্তরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, আগামী মেইলে এতৎসংক্রান্ত চিঠি যাইতেছে।

জর্ম্মণির সম্রাট পীড়িত হইয়াছেন।

বার্লিনে জনশ্রুতি এই প্রিন্স বিসমার্ক শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। অনরেবল আর্চ পিলহি বোম্বাইর হাইকোর্টের জজ হইলেন বলিয়া গেজেটে লিখিত হইয়াছে।

২৯ এ জানুয়ারির যে মেইল কলিকাতা হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায়, উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১৬৩০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ ফেব্রুয়ারি। সার গার্নেট উলসলি পোর্ট নেটালে যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপে অত্যন্ত শীত হইয়াছে।

মাড্রিড ২৩ এ ফেব্রুয়ারি। বেরাবয় রাজকীয় সৈন্যগণ কিছুই করিতেছে না। সেনাপতি মোরওনিস উহার অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ভয়ানক বিপদ।

মহাশয়! বালেশ্বরের উত্তরাংশের কাবড়া, ভোগরাই ও কামারদা পরগণার গ্রামবাসী হতভাগ্যগণের আর রক্ষা নাই। ইহারা নিশ্চয় দৈবের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছে। গত ভয়ানক ঝটিকায় প্রায় সকলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আজিও অন্ন বিনা অনেকে হাহাকার করিতেছে। তাহাতে আবার মারাত্মক প্রবল

ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইয়া বায়ু সহযোগে অগ্নির লম্ফ প্রদানের ন্যায় দেখিতে দেখিতে এক ঘর হইতে অন্য ঘর ও এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ করিয়া এক এক গ্রাম ও বংশ ধ্বংস করিতেছে। এ অঞ্চলের যে সকল গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব ছিল না, দেখিতে দেখিতে সেই সকল গ্রাম আক্রান্ত হইয়া প্রাণিশূন্য হইতেছে। আর যে অল্পসংখ্যক গ্রাম বাকী আছে দূষিত জলবায়ু ও ওলাউঠার সংক্রমণের চাঞ্চল্য দেখিয়া অনুমিত হইতেছে, ঈশ্বর না করুন তাহারাও শীঘ্র আক্রান্ত হইবে। হায়! ওলাউঠা যে সকল গৃহে প্রবেশ করিতেছে, প্রায় সেই সকল গৃহস্থ নির্ব্বংশ হইতেছে। কোন কোন গ্রামে ৩০ জন পর্য্যন্ত মরিয়াছে, অবশিষ্টগুলির সংবাদ এখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ওলাউঠা পীড়াক্রান্ত বিপন্নগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এই দেহুড়দা গ্রামের একটী গৃহস্থ নির্ব্বংশ হইয়াছে। গ্রামান্তর হইতে সংবাদ পাইতেছি, এক এক ঘরের মড়া ফেলিবার মনুষ্য নাই! শুনিলাম, এক গৃহস্থের চারি জন পরিবার রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। লোকের আর্ত্তনাদে আর জীবন ধরা যায় না। অনেক গৃহস্থ স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে ও করিতেছে। গর্ভিণী স্ত্রীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে হয়। অনেক স্থলে ওলাউঠা শব্দের সার্থকতা সম্পাদন হইতেছে। এ অঞ্চলে একটীও চিকিৎসালয় নাই, সুতরাং ঘোর বিপদ। এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে, উপস্থিত ভয়ানক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য নাই। অধিক না বলিয়া আমাদের মান্যবর শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপটনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট নতজানু হইয়া গললগ্ন বস্ত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, অতি শীঘ্র উপযুক্ত ঔষধসহ ডাক্তার প্রেরণ করিয়া এ অঞ্চলের বিপন্নগণকে বাঁচান। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন উদার ও পরোপকারী, তাহাতে আশা হইতেছে আমাদের (বিপন্নগণের) আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদনবৎ বিফল হইবে না। শীঘ্র ডাক্তার প্রেরণ না করিলে কোন ফল হইবে না, ইহা সুঅরণী পাঠকগণ, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধি করিবেন। এমন ভয়ানক দুরবস্থার সময়েও হাটে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় হইবার বাধ নাই। উক্ত বিষয় নিবারণ কারণ, পুলিষ কর্ম্মচারির প্রতি আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক মহাশয়! যথাস্থানে অনুরোধ করিয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, আমাদের এমত বোধ হয় না।

২। সংপ্রতি বঙ্গোপসাগরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, এ স্থানের ২। ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম ত্রয়ের তিন জন মহাজন ৯০০ শত টাকা মূল্যে তিন শত টাকার থান কাপড়সহ একটী বড় নৌকা কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া গৃহে আসিতেছিল। ক্রীত কাপড় এক জন মহাজনের। কেবল থান কাপড় ক্রেতা ও ছয় জন মাঝি নৌকায় ছিল। উক্ত জলযান হিজলীর নিকটস্থ সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া কোন অজ্ঞাত কারণে মাঝিগণের অবশ হইয়া এমন প্রবল বেগে ধাবমান হইল যে, চালকগণ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া স্ববশে আনিতে পারিল না। তাহা ক্রমে গভীর সমুদ্রে ধাবমান হইল। আরোহিগণ প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। এই প্রকারে দুই তিন দিন গত হইল। নৌকার গতি অহর্নিশ হইতেছে। তৃতীয় দিন অকূল গভীর সাগরে নৌকাকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া আরোহিগণ তৎস্থিত গৃহের চালের উপরি দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তনাদসহকারে মৃত্যুর ভয়ানক প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্টতর দেখিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! এমন সময়ে মান্দ্রাজ হইতে আগত এক জলযান বিপন্নগণের নিকটস্থ হইল। বিপন্নগণ কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার প্রার্থনা করাতে উপস্থিত জলযানস্থ কয়েক জন আরোহী কাছি ফেলিয়া দিয়া বিপন্নগণকে উঠাইয়া লইয়া সাতটী মহাপ্রাণীর জীবন রক্ষা করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ বাদে নৌকা, ক্রমশঃ জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইল। যাহারা ক্রমশঃ নৌকা জলমগ্ন হইবার কারণ অবগত আছেন, তাঁহারা সময়সাপেক্ষ উক্ত ঘটনাকে অসঙ্গত বোধ করিবেন না। জলোপরিস্থ নৌকার ভারত্বের অল্পতাই যে তাহার প্রধান কারণ পদার্থতত্ত্ববিৎ পাঠক মহাশয়গণের কাছে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। বিপন্নগণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, উক্ত ঘটনা (বিপন্নগণের বিপদুদ্ধার) পুরীর দক্ষিণ বাকী মুহানার নিকটে ঘটিয়াছিল। উপরি উক্ত ঘটনার অভিনয়ের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত পথের পরিমাণ দেড়শত ক্রোশের কম হইবে না।

৩। গত প্রবল ঝটিকায় স্কুল গৃহ ভূমিসাৎ হওয়াতে দেহুড়দা বাশড়িহা জোগরাই ও বলীকুটী স্কুলের সম্পাদকগণ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ কারণ স্কুল কমিটিতে দরখাস্ত করাতে তাঁহারা দেশের অবস্থা বুঝিয়া মঞ্জুর করিয়া যথাস্থানে জানাইয়াছিলেন। সম্পাদক ও স্কুলের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণও আশান্বিত হইয়াছিলেন। মঞ্জুর হইবার বিষয়ও মধ্যে শুন গেল। তাঁহা পাইবার সময় যেন নিকটবর্ত্তী বোধ হইল। চারি মাসের পর অদ্য সরকারী চিঠি পাঠে জানা গেল, আইন বিরুদ্ধ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকগণের উক্ত প্রার্থনা না মঞ্জুর করিয়া অবিলম্বে স্কুলগৃহ মেরামত কারণ আদেশ করিয়াছেন। ছুঁচের মুখের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ব্যয় প্রার্থনীয় সাহায্য দানের বেলায় যত মিতব্যয়িতা ও আইন সঙ্গতি অন্তরায় হয়। কিন্তু অন্যবিভাগে ফালের মুখ অনর্থক ব্যয় হইবার সময়ে সে দিগে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিলে স্বাক্ষর করা হয়। আমাদের উদার গবর্ণমেণ্টের উক্ত আদেশ ন্যায়োপেত হয় নাই। ফল কথা এই, যখন এ অঞ্চলের লোকের প্রতি ঈশ্বর বাম হইয়াছেন, তখন অন্যান্যের হওয়া অথবা গবর্ণমেণ্টের হওয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখের নহে।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল } শ্রী[illegible] জন ঘোষাল দেহুড়দা।

উদ্ধৃত।

ভারতহর্ম্য।

(বঙ্গদর্শন।)

ভারতবর্ষের এ হর্ম্য নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানব সমাজের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত সন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ। আমরা জানি যে বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ য়িহুদী দেশ হইতে ধর্ম্ম, রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের গৌরব, এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞানের মূল, বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হইয়া জ্যোতিষের এত উন্নতি। তাপ, তাড়িৎ আলোক শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারায় তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এই নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই রসায়নের উন্নতি

সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

এক্ষণে অধিক দেশ সভ্য জনপদে যে সংখ্যা-লিখন প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এল ফিনষ্টোন সাহেব তৎকৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন, যে পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যা লিখন প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছেন কিন্তু আরবেরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ডে একজন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, "বাহাউদ্দিন দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা ভারতবাসীদিগকে বলেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা ইহার প্রমাণ এক খণ্ড আরবী বর্ণিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে। এজন্য [illegible] যে সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়াই উল্লেখ আছে।"*

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন। বীজগণিতের নামটী আরবী "আলজিবর [illegible]" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালী দেশীয় এক ব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। আরবেরা যে বীজগণিতের স্রষ্টা নহেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান [illegible] এবং গ্রীক জাতির ছাত্র। [illegible] কিছুই দৃষ্ট হয় [illegible] ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট [illegible] এবং গ্রীসদেশে [illegible] প্রাদুর্ভূত [illegible] আরবদেশে প্রথমে [illegible] তিনি যে ভারতবাসীদের [illegible] নহে। [illegible] "মহম্মদ বেন মুসা [illegible] প্রথম বীজগণিত প্রকাশ [illegible] অনুমান [illegible] আল মামুনের সঙ্গে [illegible] ভারতবাসীদিগের জ্যোতিষ [illegible] সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেন। তিনি হিন্দুদিগের গণনা তালিকা সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক গণনা-তালিকা প্রস্তুত করেন; এবং তিনি ভারতবর্ষীয় সংক্ষিপ্ত গণনা প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন।* যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদিগের নিকটে পদে পদে ঋণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা করে নাই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোল ব্রুক সাহেবও এইরূপ বিবেচনা করেন। তিনি বলেন "গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে বীজগণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকটে ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা এই যে তাহারা হিন্দুদিগের নিকট সংখ্যা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে হিন্দুদিগের বীজগণিতও পাইয়াছিল, ইহা যেরূপ সম্ভব, যে গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।"*

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্ মানসুরের রাজত্ব কালে প্রথম আরবগণিতবেত্তা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম, ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু, এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষীয় গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় গণিত প্রাপ্তির পরে শতবর্ষাধিক কাল পর্য্যন্তও তাঁহারা গ্রীকগণিতের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, এবং প্রায় দুই শতাব্দী গত হইলে পর দিওফাণ্টসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলেন। অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল এবং তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রেগরী আবুল ফরাজ নামক একজন আরবীয় খৃষ্টান লেখক বলেন যে রোমক সম্রাট জুলিয়ানের সময়ে দিওফাণ্টস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ দিওফাণ্টসের প্রাদুর্ভাব কাল; সুতরাং তিনি আর্য্যভট্টেরও শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্টও ভারতবর্ষের প্রথম গণিতবেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে দিওফাণ্টসের ছাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে প্রকার বীজগণিতে জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা যে কেবল দিওফাণ্টসের অপেক্ষা অনেক অধিক এরূপ নহে; দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইত না। এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। দিওফাণ্টস ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম এবং গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায় না; এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটী শব্দ নাই। গ্রীস দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে সন্দেহ হয় যে দিওফাণ্টস বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেলি নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে তিনি এবং রোমের একজন উপাধ্যায় দিওফাণ্টসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের বারম্বার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে আরবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন।* অতএব ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উৎপত্তি স্থান, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় কিমিষ্ট্রি বা রসায়ন আলকিমী হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু আলকিমী নামটী আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এ দেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক এবং সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়, এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ হারু

নাল রসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিল। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল তাম্র লৌহ সীসক রাং এবং দস্তার অম্ল আনজ ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন এবং এ নামটী কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওশানসী লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে—"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা শস্তার সোডা হরীতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঞ্জকের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক, এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ যে সময়ে ইউরোপে অল্প ব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্ত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।"

এক্ষণে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপখণ্ডে যে প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইতেছে, তাহারও উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন।

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। সচারুণোদয়বেলায়ামুষসমুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ। সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্র শব্দ বাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দ বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণ হেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।" অর্থাৎ

"প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। উষার সহিত তাঁহার তেজঃসংযোগ ঘটে, এ জন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্রপদ বাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে।"

যে ভট্ট মোক্ষমূলর ইউরোপে দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যান পথ খুলিয়াছেন, তিনিই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থে উপরি ধৃত সংস্কৃত পংক্তি কতপয় প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং উহা হইতেই যে তিনি দেবতত্ত্বের সৌর ব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী বর্ণমালা আছে। চীনদেশীয়, ফিনিসিয়, এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বৎ সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাস দাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল। কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ পথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টি রোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক কাহাকেও কষ্ট দিবে না সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া তুষারমণ্ডিত মেঘভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপ হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল। পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্য জাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র সাগর বা হিমাচল কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সর্ব্বদেশ সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বৌদ্ধদেব প্রথম উদ্ঘাটন করেন। পরে য়িহুদদেশীয় ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি নরজাতি পর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বৌদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধশিষ্যগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শত্রুপ্রদত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অস্ত্র দ্বারা শারীরিক বিক্রমদ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন। পাষাণময় পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞা পত্র ক্ষোদিত আছে তাহাতে লোকের মঙ্গলসাধনার্থে যে প্রকার যত্ন এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতিদিগকেও লজ্জা পাইতে হয় সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন। কিন্তু যে কেহ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্যভূভাগে ঈশা যে প্রেম জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভূভাগে বুদ্ধদেবপ্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্প দিন হইল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন এবং জাপানবাসিগণ মহোৎসাহসহকারে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়া খণ্ডের পুনরুজ্জীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালা। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তদ্বাসিগণ পূজা হইয়া থাকে এবং তথায় যে ভাষা প্রচলিত তাহাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে মিসর ফিনসীয় গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্য সমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে কার্পাস শিল্পজাতের

জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে ঋগ্বেদ প্রায় খৃষ্ট জন্মের পঞ্চদশশতবৎসর পূর্ব্বে লিখিত তাহাতেও তন্তুস্যূত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্র ব্যবসায়ী লোক ছিল কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। মাঞ্চেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটিগণিত, বীজগণিত, ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটা ফোটা পাইয়াই আপনাদিগের কৃতার্থ জ্ঞান করেন, যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারত সন্তানগণ ভারতের পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, তা ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?

—০—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকার নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	৯॥	॥৯॥	॥০	।৪
বাঁকুড়া	।৪	।৯	।৫॥	।৫।
বীরভূম	।৬	।১॥	।৩॥	।৬
মেদিনীপুর	।১৩৪	।১	।৪	।২
হুগলী	/৯॥-।০	[illegible]	।৬-।৫॥	।৪
হাবড়া	।৩	।৬	।৬॥	।৩।
২৪ পরগণা	/৭।	।৯	।৬	।৩ ৮
নদীয়া	।৩॥	।৬	॥০	।৬
[illegible]	৬	।৮৬	।২।	।২
[illegible]	[illegible]	।০॥১	।৮ ॥০	।৯॥০
দিনাজপুর	।২	।৮	।১॥	।৩
[illegible]	।৭॥	॥৭	।৬॥	।৮
[illegible]	।৮৬-॥০ ॥৩॥	॥২।৶	৬॥ ।৮	।৮-।৮
রঙ্গপুর	/৭৶	॥৩॥	।২৬	।৪
বগুড়া	০	॥৮॥	।২	।২
পাবনা	/৮ ২	॥১	।৫	।৫
দারজিলিং	/৫	।২	/৮	/৭
জলপাইগুড়ি	।৬	॥৫	।২	।৩
ঢাকা	॥০	॥২	২॥০	।৪॥
ফরিদপুর	/৬	।৯॥	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৪	
ময়মনসিংহ	।৬	॥১।	।৩'	।৩
চট্টগ্রাম	।৫	॥০	।২	/৯
নওয়াখালী	।৪	॥০	।১	
ত্রিপুরা	।৩	॥১	।৩	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।২।	॥৩'/		
পাটনা	।৪॥	॥৫	॥২	।৯
গয়া	।১	॥২	॥০	।৬
সাহাবাদ	।১	।৮	॥২	।৬॥
পশ্চিম ত্রিহুত	/৯	।৮	॥৫	।৪
সারণ	/৯	॥৩	॥০	।৫॥
চম্পারণ	।০	॥১॥	।৭	।৪
মুঙ্গের	।২।৶	।৯।/	॥২'/	।৯॥/
ভাগলপুর	॥১।৶	॥২৬	॥১।৶	।৮/
পূর্ণিয়া	॥০	॥২	॥০	।৬
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৬	।৬
কটক	।৮।৶	॥৪৬৶	।৯॥৶	॥১
পুরী	।৭/	॥৪৬৶	।৮।৶	।৭/
বালেশ্বর	।৬	॥৬	/৮	।২
হাজারীবাগ	।০	॥০	।৬	।২
লোহারডগা	।৮	॥২	।২	/৯
সিংহভুম	।৪	॥৪	।৩	।২
মানভুম	।৪	॥২॥	।৩	।২

—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১৯ এ ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাড়ির নীচে	৩	
জুবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৫ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৯

বহরমপুর
২২ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৭৫সাল

টি. এইচ উইক্‌সিট
এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস
কলিকাতা ৫॥০
ঐ ঐ ব্রজগোপাল গোস্বামী—খিদিরপুর ১০
শ্রীরামপুর পবলিক লাইব্রেরি ১০
ঐ ঐ ভুবনমোহন সিংহ মজোরোল ৫॥০
ঐ ঐ উৎসবচন্দ্র মৈত্রেয়—বগুড়া ৫॥০

—০●০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৫ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ৮ ই মার্চ্চ।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ এ ফাল্গুন হইতে তিন দিবসের জন্য বারুইপুরে হিন্দুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া মেলার আট দিন পূর্ব্বে বারুইপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলার স্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বারুইপুর
১৩ ই ফাল্গুন
১২৮১ সাল।

শ্রীনবগোপাল বসু।
বারুইপুর হিন্দুমেলা।
অবৈতনিক সহকারী
সম্পাদক।

বেঙ্গল ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট
জলপাইগুড়ি ডিবিজন।

বক্স। প্লেন রক্ষিত জঙ্গল হইতে শালকাষ্ঠ (লঠা) বক্সা দুয়ারের অধীন কালজনী নদীর উপর (যাহা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে) আলিপুরে ১৮৭৫ শালের ১৯ এ মার্চ্চ তারিখে বাৎসরিক নিলামে বিক্রয় হইবেক। কমবেশ ৭০০ শাল কাষ্ঠ (লাঠা) বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যাইবেক। বিক্রয়ের নিয়ম মূল্যের টাকার শত করা ২০ টাকা নিলামের তারিখে দিতে হইবেক এবং বাকি টাকা দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক। ডেপো হইতে সমুদয় কাষ্ঠ তিন মাসের মধ্যে স্থানান্তর করিতে হইবেক।

এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে কাষ্ঠ সকল পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হইবেক। লাটের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আলিপুর ডেপোতে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবে।

আলিপুর
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

এ. জি. হোম
ডেপুটী কনসর্ব্বেটর অব ফরেষ্ট

—:০:—

আগামী ২৩ এ ফাল্গুন শনিবার, ২৪ এ ফাল্গুন রবিবার ও ২৫ এ ফাল্গুন সোমবার বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

চন্দ্রলেখা ও শশিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৯ নং আহিরিটোলায় ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাসুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

—০—

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য	৩৷৷০	ডাকমাসুল	৵
ব্যবস্থামালা	১৷০	ঐ	৶
গুর্ব্বিণীবান্ধব	৷৷০	ঐ	/

জেমুয়া কান্দীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০:০—

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাসুল ।৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্টি পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ নূতন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রদর প্রমেহ কণ্ঠনক বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরঃ রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির ... নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র

লেখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী
বারুইপুর }

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি

মতে ওলাউঠা

রোগের

মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী

ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা নিবারিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
২ রা অগ্রহায়ণ। } জমীদার—
গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩। টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৫ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এইনিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
গোবর ডাঙ্গা }
জেলা নদীয়া। } ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ

নীতিশিক্ষার উপ-

যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৫ এ ফালগুন সোমবার।

প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল, মল হররাওর বিচার কার্য্য ২০ দিনে শেষ হইবে, এখন অনুমান হইতেছে এক মাসেরও অধিক লাগিবে। যেরূপ সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতেছে, এবং সরজেন্ট বালেন্টাইন যে প্রকার জেরা করিতেছেন, তাহাতে অল্প দিনে যে বিচার কার্য্যের শেষ হয় এরূপ সম্ভাবনা নাই। বিচার কার্য শেষ হইবার পূর্ব্বে মকদ্দমা সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করা অথবা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা বিধেয় হয় না। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে সে সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াও সম্ভাবিত নহে। অতএব আমরা এক্ষণে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, সেটী আমাদিগের সিদ্ধান্ত বাক্য পাঠকগণ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন। জবানবন্দী গুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, চাণক্য নন্দবংশের উন্মূলন ও নন্দের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে স্ববশে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বরদা সম্বন্ধেও যেন সেইরূপ কিছু ঘটিয়াছে। যদি সে ঘটনা ঘটিয়া থাকে, বরদা ব্যাপারটী ক্রমে দুস্তর হইয়া উঠিল। লার্ড নর্থব্রুকও অধিকতর সঙ্কটে পড়িত্‌ হইতে চলিলেন।

মহারাজ হোলকরের বিদায় গ্রহণ ও মিত্র রাজগণ।

মহারাজ হোলকর ২ রা মার্চ্চ মঙ্গলবার গবর্ণর জেনরলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিবস গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ এক দরবার হয়। অপরাহ্ণ ৪ টা ১৫ মিনিটের সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিলিটারি সেক্রেটারি অণ্ডর সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনরলের আডিকঙ গবর্ণর জেনরলের দুই খানি গাড়িসহ আসিয়া বালিগঞ্জ হইতে মহারাজকে লইয়া যান। মহারাজ গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপনীত হইলে গবর্ণর জেনরল অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন শোভিত গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে ও তাঁহার দুই পুত্র ও অন্যান্য সরদারদিগকে উপবেশন করাইলেন। গবর্ণর জেনরলের বাম পার্শ্বে ফরেন সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনরল প্রভৃতি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর অণ্ডর সেক্রেটারি মহারাজের সরদারদিগকে গবর্ণর জেনরলের সমক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকে এক একটী সোণার মোহর নজর দিলেন। গবর্ণর জেনরল স্পর্শ করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। দরবারের অবসান কালে গবর্ণর জেনরল স্বয়ং মহারাজকে, ফরেন সেক্রেটারি তাঁহার পুত্র দ্বয় ও প্রধান সরদারদিগকে এবং অণ্ডর সেক্রেটারি অন্য অন্য ব্যক্তিকে আতর ও পান দান করিলেন। তাহার পর মহারাজ বিদায় হইলেন। অণ্ডর সেক্রেটারি ও এডিকঙ তাঁহাকে পুনরায় গবর্ণর জেনরলের গাড়িতে করিয়া বালিগঞ্জে পৌঁছিয়া দিলেন। দরবারকালে বাদোদ্যম ও মহারাজের গমনাগমনকালে ১৯ টী করিয়া তোপধ্বনি হইল।

মলহর রাও হোলকর হোলকর বংশের আদি পুরুষ। তিনি এক জন সামান্য মেষপালের পুত্র। তাঁহার অসামান্য সাহস ছিল। তিনি সেই সাহসগুণে বাজিরাওর প্রিয়পাত্র হন। তাহাই তাঁহার ভাবী উন্নতির মূল হয়। এই বংশ সামান্য মূল হইতে উত্থিত হইয়াও একদা ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অসামান্য কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছেন, এখনও এই বংশ মহারাষ্ট্র দেশে অসামান্য গৌরবশালী হইয়া আছেন। বর্ত্তমান মহারাজ একজন উপযুক্ত লোক। তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী সর মাধব রাওর গুণে তাঁহার প্রতিভার অধিকতর প্রভা বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল কার্য্য দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ কার্য্যে তাঁহার মহোৎসাহ ও সবিশেষ অধ্যবসায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সেই অধ্যবসায়বলে ও মন্ত্রির উৎসাহদানে তাঁহার রাজ্যে বস্ত্রের কল প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদা সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এদেশীয় মিত্ররাজগণের পূর্ব্ব সম্বন্ধের বহুল পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের স্থায়িত্ব বিষম সংশয়ারূঢ় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের শিরঃপ্রদেশে ইংরাজী সমাচারপত্ররূপ ফণী ফণা ধরিয়া আছে, এক পার্শ্বে রেসিডেণ্ট অপর পার্শ্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দুটী অতলস্পর্শ ভয়ঙ্কর হ্রদরূপে শোভা পাইতেছে, মধ্য স্থলে বিতস্তিপ্রমাণ পথ, সেই পথে অতঃপর মিত্ররাজগণকে গমনাগমন করিতে হইবে। একটু অসাবধান হইলেই অমনি পদস্খলন, তখনি পতন, অমনি প্রাণত্যাগ। সে দুরন্ত হ্রদে পতিত হইলে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। অতএব মিত্র রাজগণের মধ্যে যাঁহারা যোগ্য লোক, তাঁহাদিগকে ও ক্রমেই অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে দেশীয় রাজনীতিতে আর চলিতেছে না। ইংরাজী রাজনীতি ও পদ্ধতির শরণ লইতে হইবে। ইংরাজী পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে তখন যদি রাজ্য মধ্যে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার হয়, রাজগণ দোষভাগী হইবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলির অবস্থার অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, কত স্থানে কত অত্যাচার ও কত অবিচার হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কথা নাই। ইংরাজী রাজনীতির এইটী মহৎ গুণ।

অতএব মহারাজ হোলকর কলিকাতায় আসিয়া যদি কিছু ইংরাজী রাজনীতি শিখিয়া গিয়া থাকেন, মঙ্গলের হইয়াছে। যদি তাহা না করিয়া কেবল গবর্ণর জেনরলের আনুগত্য, কলিকাতার শোভা দর্শন ও রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা প্রভৃতি করিয়া গিয়া থাকেন, ঠকিয়া গিয়াছেন। যখন উল্লিখিত ইংরাজী সমাচার পত্র রেসিডেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঘূর্ণ বায়ু স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে মহা আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে, তখন এ সকলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। মিত্র রাজগণের পৈতৃক রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিবার যদি ইচ্ছা থাকে, স্বরাজ্যে ইংরাজী পদ্ধতি প্রণয়নের ন্যায় আর কয়টী কাজ করা আবশ্যক হইতেছে। সে কাজ গুলি এই, রাজ্যের উচ্চ পদগুলি ইংরাজদিগকে দেওয়া, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও রেসিডেণ্টের আনুগত্য ও উপাসনা এবং মধ্যে মধ্যে ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের চিত্তের পরিতোষ সাধন করা। মিত্র রাজগণ যদি এগুলি করিতে পারেন, উহা মহামন্ত্র স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগের সমুদায় আপদ বিপদের উচ্ছেদ করিবে সন্দেহ নাই।

আমরা পরিহাস করিয়া উপরের

বাক্যগুলির উপন্যাস করিলাম বটে কিন্তু উহার কেবল পরিহাসমাত্র ফল নয়, পাঠকগণ যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, উহার বহুদূর আয়ত অতি গভীর অর্থ আছে। মিত্ররাজ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ক্রমে রোমীয় রাজনীতির অনুকরণ করিতেছে। রোমের সেনেট সভার এক এক দূত এক এক মিত্ররাজ্যে থাকিত। তাহারাই রাজগণের স্বাধীনতা হরণের দ্বারভূত হইত। একটু ছল পাইলেই সেনেট যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিতেন, অবশেষে রাজ্য হস্তগত করিয়া লইতেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ ছলান্বেষী না হউন, কিন্তু বরদা সম্বন্ধে যে রাজনীতির অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে মিত্ররাজগণের স্বাধীনতা বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বরদার মলহর রাওর প্রতি কি স্বাধীন রাজার সমুচিত ব্যবহার করা হইল? একজন সামান্য প্রজার উপরে অপরাধের সন্দেহ হইলে তাহাকে যেরূপ বন্দী করা হয়, মলহর রাওকেও সেইরূপ করা হইয়াছে। তাঁহার যে অপমান হইল, যদি তিনি বিচারে মুক্ত হন, তাহার আর পরিশোধের উপায় নাই। যদি এরূপ হইল. সামান্য প্রজার ও স্বাধীন রাজার কি ইতর বিশেষ রহিল।

—:০:—

সাংক্রামিক জ্বর ও ডাক্তার জাকসনের রিপোর্ট।

যাঁহারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করেন, তাঁহারা বলেন, যে স্থান হইতে জাহাজ ছাড়া যায়, জাহাজ ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে উপস্থিত হয়। যে সকল ব্যক্তি বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় ও প্রতীকারের উপায়ের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ যে স্থানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেছেন, ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে উপস্থিত হইতেছেন। তাহাতে এই প্রমাণ হইতেছে, বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরটী গোলযোগ পূর্ণ। কেহ যে কোন কালে এ গোলযোগের মীমাংসা করিতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। ওলাউঠা ও সাংক্রামিক জ্বর এ দুটীই শিবসহোদর হইয়া উঠিয়াছে। উভয়েরই আদি অন্ত পাওয়া ভার। ডাক্তার জাকসন সাংক্রামিক জ্বর সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এ অভিপ্রায় প্রকাশের কারণ। ডাক্তার বলেন, সাংক্রামিক জ্বর কেবল মেলেরিয়া হইতে উদ্ভূত হয় না। নানা মনুষ্যের সংসর্গে ও অবস্থা দোষে ইহার জন্ম। ইহা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিতেছে না, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তবে তিনি এই এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জলপথ বন্ধ হওয়াতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটী ইউরোপীয়দিগের অনেক দিনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? এই কথা শুনিবার নিমিত্তই কি দেশের অর্থ ব্যয় হইয়া গেল?

ডাক্তার জাকসনের নির্ণীত সাংক্রামিক জ্বরের নিদানটী যেমন, তাঁহার প্রদর্শিত প্রতীকারের উপায়ও তেমনি প্রগাঢ় চিন্তার ফল! বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আজি কালি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর বালকেরাও সে গুলি অনর্গল বলিতে পারে। গ্রাম নগর ও ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখা ও উত্তম দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি সেই উপায়। ডাক্তর জাকসনের রিপোর্টটী পাঠ করিয়া একটী গল্প আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইল। এক ব্যক্তি বিদেশে চাকরী করিতেন। তাঁহার চাকরী স্থান তাঁহার বাস স্থানের প্রায় আড়াইশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী। একদা তিনি দুর্গোৎসবের অবকাশে আরো কিছুদিন ছুটী লইয়া বাটীতে আগমন করিলেন। ছুটীর শেষ হইল। বাটী হইতে যাত্রা কালে পরিবারদিগকে ডাকিয়া সাংসারিক বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। বাটীতে একটী গর্ভবতী গাভি ছিল। বিস্মৃতি ক্রমে তাহার বিষয়ে কিছু বলা হইল না। প্রায় চাকুরী স্থানে পৌঁছিয়াছেন, আর ৪ : ৫ ক্রোশ গমন করিলেই গন্তব্যস্থানে উপনীত হন, এমন সময়ে গাভিটির কথা মনে পড়িল। আর চরণ অগ্রসর হইল না। তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পরিবারদিগকে ডাকিয়া কহিলেন “দেখ কাল গাইটী যদি প্রসব হয় ত হউক!” ডাক্তার জাক্সন কি “কাল গাইটী যদি প্রসব হয় ত হউক” এই কথা বলিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিলেন? উত্তম স্থানে বাস, উত্তম ভোজ্য ভোজন ও উত্তম পানীয় পান প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিলে পীড়া যে প্রবেশাধিকার পায় না, এটী ত পুরাণ কথা। যাহা হউক, আমাদিগের দুঃখের এই, গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যাবৎ নিদান নির্ণীত না হইতেছে, তাবৎ পীড়ার প্রতীকারের প্রকৃত উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া হইবারও সম্ভাবনা নাই।

আমরা জাকসন সাহেবকে অনুযোগ করিলাম বটে; কিন্তু সাংক্রামিক জ্বরটী যে উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় মনুষ্য বুদ্ধিসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। আমরা নিজে এই জ্বরের বিষয়ে যেরূপ ভুক্তভোগী হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ১২৭৯। ৮০ সালে আমাদিগের গ্রামে সংক্রামিক জ্বরের আত্যন্তিক প্রাদু

র্ভাব হয়। কি কারণে যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ১২৭৯। ৮০ সালের পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব অবধি গ্রামের যে অবস্থা ছিল, ঐ দুই বৎসরও সেইরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে কিন্তু এ বৎসর আর পীড়া নাই। পীড়ার ঐ দুই বৎসরে আমরা কত ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম, কিছুতে কিছু হয় নাই, কিন্তু এ বৎসর বিনা ঔষধে সকলে স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে। এ ভৌতিক ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন। অতএব জাকসন সাহেব যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বিস্ময়াবহ নহে।

—:০:—

রুশীয়া ও ভারতবর্ষ।

ভারতভূমি এমনি অদ্ভুত উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাকে দেখিলে লোভ না জন্মে এমন লোক অতি বিরল। লৌহের আকর্ষণ বিষয়ে চুম্বকের শক্তি বা কত, ভারতভূমির বিদেশীয়কে আকর্ষণ করিবার শক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক। রুশিয়ার ভারতবর্ষের প্রতি লোভ নাই, যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ রুশিয়ার এক লক্ষ্য বলিয়া সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে লিখিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইল একদা এক খৃষ্টমিশনরি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কিরূপে জানিলেন যে ভারতবর্ষের জয়ের বিষয়ে রুশিয়ার অভিলাষ আছে। আমাদিগের উত্তরদান অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, রুশিয়া যে মধ্য আসিয়া জয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেটী ভারতবর্ষ জয়ের প্রথম সূত্র নহে। মধ্য আসিয়া যদি রুশিয়ার হস্তগত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের একটী মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সে ইচ্ছা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। মহম্মদের ধর্ম্ম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়, এটী একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুসলমান ধর্ম্ম হইতে জগতের বহুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক ক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলি কথা কহিলেন। আমরা মনে মনে ভাবিলাম, আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর খৃষ্টমিশনরি, ইহাঁদিগের বিষয় বোধ নাই। উল্লিখিত মিশনরি ধর্ম্মভাবে এক কালে গলিয়া গিয়াছেন, জিগীষু ব্যক্তির মনের ভাব বুঝিবার তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার নাই। এই ভাবিয়া আমরা নীরব হইয়া রহিলাম। বাণিজ্য প্রিয় ব্যক্তিরা রুশিয়া মধ্য আসিয়ায় তাহার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তার করিবে, এই ভাবিয়াই গলিয়া যাইতেছেন।

আমরা পররাজ্যাভিলাষীর মনের ভাব অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। প্রথমতঃ তাহাদিগের মনের ভাব দুরবগাহ। সেই ভাব আবার প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকে। বাণিজ্যবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার এ বাক্য গুলি যদি বাস্তবিক রুশিয়ার বাক্য হয়, এ গুলি প্রলোভন বাক্য সন্দেহ নাই। আমরা এক দিবস কার্য্যে নিবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একটী বিড়ালের বিকৃত স্বর আমাদিগের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইল। আসন হইতে উঠিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণে একটী পক্ষী চরিতেছে, একটী বিড়াল তাহাকে শীকার করিবার উদ্যোগে আছে। আমাদিগের বোধ হইল, বিড়ালটী পক্ষির মন মোহিত করিবার অভিপ্রায়েই বিকৃত স্বরে শব্দ করিতেছে। সে শব্দ কর্কশ বলিয়া বোধ হইল না। উঠানে একটী খড়ের গাদা ছিল। পক্ষিটী উহার পশ্চিমে চরিতেছিল, বিড়াল উহার পূর্ব্ব দিকে ছিল। পক্ষী চরিতে চরিতে ক্রমে বিড়ালের নিকটে আসিতে লাগিল। বিড়াল শব্দ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত তৃণ রাশির পার্শ্বে কিঞ্চিৎ লুক্কায়িত হইল। তাহাতে আমাদিগের এই বোধ হইল, পক্ষী পাছে বিড়ালকে দেখিতে পাইয়া উড়িয়া যায়, এই ভাবিয়া বিড়াল আত্ম দেহ গোপন করিল। পক্ষী আর কিছু নিকটে আসিলেই বিড়াল অমনি লম্ফ দিয়া তাহাকে ধরিবে এই ভাবে রহিল। ইতিমধ্যে পক্ষিটী আর দক্ষিণাংশে না আসিয়া উড়িয়া গেল।

রুশিয়ার মধ্য আসিয়ায় ধর্ম্ম প্রচার ও বাণিজ্য বিস্তার বাক্যের প্রয়োগ বর্ণিত বিড়ালের পক্ষিশীকারার্থ স্বর পরিবর্ত্তন বলিয়া বোধ হইতেছে। রুশিয়ার ভারতবর্ষ জয় যদি প্রধান উদ্দেশ্য না হইবে, ভারতবর্ষে তাহার এত চর কেন? চরেরা যখন যে ঘটনা হইতেছে, তখনি তাহার সংবাদ দিতেছে। প্রজারা অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত এ অনুসন্ধান লইবারই বা কারণ কি? সুহৃদে কি সুহৃদের ছিদ্র অন্বেষণ করে? রুশিয়ার কার্য্য গুলি দেখিলেও ভারতবর্ষের প্রতি তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি আছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার চেষ্টা হইতেছে। রুশিয়া মধ্য আসিয়ার যে যে রাজ্য জয় করিতেছে, তত্রত্য লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছে। তাদৃশ ব্যবহারের অর্থ প্রায় এই, এখন তাহাদিগকে মিত্র করিয়া রাখিতে পারিলে পরিণামে অনেক কাজ হইবে। বাণিজ্য মূল হইতে যে রাজ্যলাভ হয়, ইংরাজ জাতিতে যেরূপ হয় সেটী স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির আধিপত্য থাকিবার মূল কি? চীনেরা যে ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ করিতে চাহে না, তাহারই বা কারণ কি? রুশিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ হইতে ভারতবর্ষে যে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইবে না, ইংরাজেরা কি এ কথায় বিশ্বাস করেন?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার যে গতিরোধ করিবেন, সে সম্ভাবনা ও

তাহার উপায় নাই। উদার রাজনীতি অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করে। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই হউক, রুশিয়ার সহিত ইংরাজ জাতিকে যে একবার বল পরীক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। রুশিয়েরা যদি ইংরাজদিগের অপেক্ষা যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রাদি প্রয়োগে হীন হয়, তাহারা কিন্তু সংখ্যায় অধিক। সংখ্যায় অধিক বলিয়াই জর্মণেরা ফরাসীদিগের পরাজয়ে সমর্থ হয়। অস্ত্রাদির উৎকর্ষ সাধনের ন্যায় যদি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব হইতে সে সংগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সেনা সংগ্রহ করা সুসাধ্য নয়। ইউরোপীয় সৈন্য জুটান কঠিন কেবল এইমাত্র নয়, তাহাতে ব্যয়বাহুল্য আছে। এই অবধি অধিক পরিমাণে এদেশীয়দিগকে সৈনিক পদ দিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলা কর্ত্তব্য। তবে একটী কথা এই, এদেশীয়দিগের উপরে গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ বিশ্বাস নাই। কিন্তু অবিশ্বাসের কারণ গুলির উন্মূলন করিয়া যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা করা আবশ্যক হইয়াছে। অবিশ্বাসের কারণগুলির উন্মূলন কঠিন বলিয়াও বোধ হইতেছে না। কারণগুলি কি? নির্ণীত হইলেই তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া আসিবে। সে কারণগুলি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অবিদিত এমন বোধ হয় না, তথাপি আমরা উহার একটী প্রধান কারণের নির্দ্দেশ করিলাম। গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়ে ও ইউরোপীয়ে ইতর বিশেষ করিবার প্রণালীটী সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করুন। পাঠকগণ নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে রুশিয়ার মনের ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

মুন্সী গোলাম কাদের সাহেব নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ইউরোপে ভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি সেণ্টপিটর্সবর্গে জেনেরল কফমানের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তিনি তাহা সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন। আমরা এই স্থানে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম। "রুশীয়া যে ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া আফগানস্থানে আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করা তাঁহাদের অভিপ্রেত কি না, মুন্সী সাহেব এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে কফম্যান হাসিয়া বলিলেন, যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিব না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ঘৃণা করেন কি না? ইংরাজ শাসনে সকলে স্বাধীনতা ভোগ করে অতএব তাহার প্রতি ঘৃণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতবর্ষ আজিও এত দূর সভ্য হয় নাই, যে ভারতবর্ষীয়েরা আত্ম শাসন করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় এত ভিন্ন যে হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হওয়াও তাহাদের অভিপ্রেত নহে। তৎপরে তিনি বলিলেন ভারতবর্ষীয়েরা কি যুদ্ধ কি সমাজ সম্বন্ধী পদে একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রম করিতে পারেনা। এই কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের যে এই অবস্থা ইংরাজদিগের সুবিচার না অবিচার ইহার কোন্‌টীকে তাহারা ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে? মুন্সী উত্তর করিলেন, রাজনীতি সংক্রান্ত নানা গোলযোগ জন্য এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু কাল পরে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ দিবার ইংরাজদিগের ইচ্ছা আছে। কফম্যান বলিলেন, তাহা কখনও ভাবিও না। আমি জানি ইংরাজেরা স্ব জাতি ভিন্ন অন্য জাতিকে সদয় ভাবে শাসন করিতে জানেন না। অনেক রুশীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে গিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের সকল দেখিয়া আসিয়াছেন। আমরা জানি ইংরাজেরা অতিশয় অত্যাচারী। ইহাতে মুন্সী আর কোন উত্তর করিলেন না, মৌনাবলম্বী হইলেন। তৎকালে কফম্যান যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা সংবাদ পত্রে প্রচার করা সঙ্গত নয়।"

—o—

দুর্ভিক্ষ বিবরণ।

১৮৭৩।৭৪ অব্দের বঙ্গদেশ শাসন বিবরণ গ্রন্থে লিখিত হয়, দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একটী স্বতন্ত্র রিপোর্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তাহার বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইল না। সেই রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অযোধ্যার প্রধান কমিশনর ও লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল সি এম ম্যাকগ্রিগর প্রভৃতির রিপোর্টও ঐ সঙ্গে আছে। গবর্ণর জেনরেল মহোদয় সভাতে ঐ রিপোর্টগুলি পাঠ করিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার সার সংগৃহীত হইল।

বাঙ্গালা ও বিহারের দুর্ভিক্ষের বিষয়ে সর রিচার্ড টেম্পল যে মিনিট লিখিয়াছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি, তাহার প্রাদুর্ভাব, তাহার নিবারণার্থ অবলম্বিত উপায় ও কার্য্য প্রণালী ও তাহার ফলের বিষয় বিস্তারিত ও পরিষ্কৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের রিপোর্টে জানা যাইতেছে, তথায় বাঙ্গালা ও বেহার অপেক্ষা কষ্ট অনেক কম। সেই কষ্ট আবার বহুদূর ব্যাপী নহে। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে ব্যয় হয়, তাহা ৬৫০০০০০০ সাড়ে ছয় কোটি টাকা অনুমান করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে এই বহুজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে কোন একটী প্রধান শস্যহানির সংবাদ পাইবা মাত্র তাহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত এবং প্রজাদিগের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ বিষয়ে কিরূপ বিঘ্ন জন্মি-

২১ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই, কেবল হাজারিবাগে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। শস্যের অবস্থা সর্ব্বত্র উত্তম। কোন কোন স্থানে সরিষার কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

সেদিন উত্তর লক্ষ্মীপুরে ভয়ানক ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক বড় বড় গাছ ও গৃহাদি পতিত হইয়া গিয়াছে। শিলা গুলিও অতি বৃহৎ। অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ঝড় অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, ১০ মিনিট মাত্র ছিল। অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে আরো অনেক ক্ষতি হইত।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহাবাদের অন্তর্গত ডুমরাউনের মহারাজ কুমার রাধাপ্রসাদ সিংহ এবং পাটনার রাজা মহীপৎ সিংহ এই দুই জনকে স্বয়ং দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

সে দিন বহরমপুরের এক গৃহস্থের বাটীতে একটী গাভী এক অতি অদ্ভুত জন্তু প্রসব করিয়াছে। উহার কপালে একটী মাত্র চক্ষু আছে। মুখাকৃতি অবিকল বানরের ন্যায়। অন্যান্য অঙ্গ ব্যাঘ্রের গাত্রের ন্যায়। অনেক লোক উহা দেখিতে যাইতেছে। বোধ হয়, এটী বাঙ্গলায় একটী হুজুক হইবে।

পারস্য উপসাগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে এ বৎসর ও অঞ্চলে যেরূপ ভয়ানক শীত হইয়াছে ২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ শীত হয় নাই। বসোরার কয়েক ক্রোশ দূরে সাত জন লোকের শীতে মৃত্যু হইয়াছে। রাস্তা ঘাট বরফে অচ্ছন্ন হওয়াতে লোকের গমনাগমন বন্ধপ্রায় হইয়াছে। মৎস্যগণ জলে থাকিতে না পারাতে কুলে লাফাইয়া পড়িতেছে। গোয়াদার টেলিগ্রাফ ষ্টেষণে যে সকল লোক থাকে, শীতনিবন্ধন তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

গত বৎসর বৃটিশ সেনাদল হইতে ৭৮৯০ লোক পলায়ন করিয়াছে।

২১ এ ফালগুন বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি লণ্ডন টাইম্‌স পত্রের একজন লেখকের ভয়ানক ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নাম শামসন। ইনি উৎকোচ লইয়া লোকের সপক্ষে বা বিপক্ষে লিখিতেন। একদা ইনি উৎকোচ পাইয়া কবারি নামক এক ব্যক্তি অষ্ট্রিয়া দেশে হীরক খনির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া কয়েকটী প্রস্তাব লিখেন। কিছু দিন পরে উভয়ের মনোভঙ্গ হয়। শামসন কবারিকে প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দেন। কবারি টাইম্‌সের অধ্যক্ষের নামে নালীশ করিয়া ৫ হাজার টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। আদালতে উৎকোচ লওয়া প্রমাণ হইয়াছে। শামসন ২১ বৎসর কার্য্য করিয়া এই কৌশলে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে হয় ত আরো অনেক শামসন বাহির হইতে পারে।

সর জঙ বাহাদুর ২৫ এ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই হইতে নেপালে যাত্রা করিয়াছেন। এবার তাঁহার আর ইংলণ্ডে যাওয়া হইল না। আগামী বর্ষে তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা আছে।

ইয়ারখন্দের রাজদূত বোম্বাই হইয়া লণ্ডন ও কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইতেছেন।

দার্জ্জিলিঙের চাক্ষেত্রের মজুরদিগের অতিশয় বসন্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কটকের কমিশনর প্রস্তাব করিয়াছেন, বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তথায় একটী মেডিকল স্কুল স্থাপিত হউক। উক্ত স্কুলে উড়িয়া যুবকেরা শিক্ষালাভ করিয়া উড়িষ্যাতেই কার্য্য করিবে।

সে দিন বোম্বাই হইতে ৩০ জন পুরুষ ও ৩ জন স্ত্রী কয়েদিকে হাবড়ায় আনা হইতেছিল। বর্দ্ধমান ও হাবড়ার মধ্যে একজন পুরুষ কয়েদী ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর যে সকল কর্ম্মচারী গত দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, উহাদিগের পুরস্কারার্থ গবর্ণর জেনরল ২৫ হাজার এবং রেলওয়ে কোম্পানি আর ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

২২ এ ফালগুন শুক্রবার।

বেহার হেরালড বলেন, ২২ এ ফেব্রুয়ারি দরভাঙ্গার মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে।

অনরেবল ইঙলিস সাহেব অযোধ্যার প্রধান কমিশনর সার জর্জ্জ কুপারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি আগামী রবিবার কলিকাতা হইতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন।

আগামী ১ লা এপ্রেল মহীসুরে যে নূতন ইঞ্জিনিয়রিঙ কালেজ খোলা হইবে তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য ইহার মধ্যে ৩০ জন যুবক আবেদন করিয়াছে।

পায়নিয়রের লাহোরস্থ সংবাদ দাতা বলেন, উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের শেষ সীমা পেসোয়ারে না হইয়া এটকে হইবে। ইহাতে উক্ত লাইনের কুড়ি ক্রোশ প্রায় কমিয়া যাইবে।

২৩ এ ফালগুন শনিবার।

আগামী ১২ ই এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আফিস সকল সিমলায় খুলিবে। কর্ম্মচারিরা কলিকাতা হইতে ২৫ এ মার্চ্চ যাত্রা করিবেন।

মানারোশি নামক একজন গণক ইন্দু প্রকাশে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে মলহররাও গুইকুমার বর্ত্তমান বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। দৈবজ্ঞটী বুদ্ধিমান বটে।

নেপালের সীমা লইয়া যে প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা সর জঙবাহাদুরের অনুকূলে মীমাংসিত হইয়াছে।

গত ১৫ ই ফেব্রুয়ারি গোয়ালিয়রে ভয়ানক শিলা ও ঝড় হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। সিন্ধিয়ার বিবাহ উপলক্ষে যে সকল শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রক্ষের রাজা বহুসংখ্য আবর ও শিখ লইয়া তাঁহার সেনাদলে প্রবেশিত করিতেছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৫ অব্দের রণতরির ব্যয় ১০৭৫০০০০০ টাকা ধরা হইয়াছে।

সাউথ ওয়েল্সের মজুরেরা যে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে প্রভু ও ভৃত্য উভয় দলই জিদ বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা মার্চ্চ—গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে হার্ডি সাহেব বিলি সাহেবের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, যাহাতে সেনাদলে পদ ক্রয় প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত না হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আয়ারলণ্ড সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয়বার পঠিত হয়। আইরিস সভ্যেরা ইহার অনেক প্রতিবাদ করেন, তথাপি ইহা পঠিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ—কলিকাতা হইতে যে মেইল ৫ ই ফেব্রুয়ারি [illegible] হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৯০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

লণ্ডন ৩ রা মার্চ্চ—কমন্স বাটীতে ব্রিগরি সাহেব বলিলেন, বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্যাদি সম্বন্ধে কমিশনরেরা যে রিপোর্ট করেন, সে বিষয় কমন্স বাটীতে উপস্থিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা আছে।

সার এণ্ড্রু ক্লার্ক পবলিক ওয়ার্কের জন্য গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের এক জন সভ্য হইয়াছেন।

বার্লিন ৩ রা মার্চ্চ—প্রুশিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, বিশপদিগকে পোপের ক্ষমতার উপর রাজক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা স্বীকার না করিলে তাঁহাদের বৃত্তি বন্ধ করা হইবে।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ—আর্চ্চ ডিউক সালিবেটর এই ভাবে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করেন যে রুশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটনা হইবে। এই জন্য অষ্ট্রীয় সেনাদলের কর্তৃত্ব হইতে তাঁহাকে চ্যুত করা হইয়াছে।

[illegible] সাহেব স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত একটী বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

এডিনবরের থিয়েটার পুড়িয়া গিয়াছে।

৩ রা ফেব্রুয়ারি আশান্টিদের সেনাগণ [illegible] দুর্গের নিকটে পরাজিত হইয়াছে।

রুশিয়ার ক্রনষ্টাড নামক সংবাদ পত্র বলেন, ইংলণ্ড টর্কমানদিগকে ৬ হাজার রাইফল বন্দুক দিয়াছেন। মেজর নেপিয়র যে তুর্কমেনদেশে ভ্রমণ করিতে যান, ঐ সকল বন্দুক কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহার শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার গমনের উদ্দেশ্য।

জেনরল [illegible]ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে খেদিব তাঁহাকে এক ছড়া বহুমূল্য হীরার হার উপহার দিয়াছেন।

কবি লঙফেলোর অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি—সহকারী কমিশনর কাপ্তেন উইলিয়ম হপাকন্সন লোহারডগায় রহিলেন।

প্রথম শ্রেণীর কানুনগো বাবু বঙ্কবিহারী বক্সী শমুই বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

যশোহরের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, স্মিথ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

পুর্ণিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ কেম্বল প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ত্রিপুরার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এন, এম, এলেকজণ্ডার আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি—ডবলিউ, ওলডহাম মেদিনীপুরে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ ডবলিউ, কক্রেল আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

গয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ. জি শার্প আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি, সি, উইন্টার আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, জি, ডে, দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর এচ, প্রিবস আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জেমস গ্রাট আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি—সাওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ কিছু দিনের জন্য সাওতাল পরগণার বন্দোবস্ত আফিসর হইলেন।

সার্জ্জন মেজর এফ, পি, ষ্টেপলস নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

সি পি এল, মেকলে কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

মালদহের কোর্ট ইনস্পেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মৈত্র কিছু দিনের জন্য মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি স্কুল ইনস্পেক্টর সি, বি ক্লার্ক নিজ কার্য্য ভিন্ন প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিবেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

২০ এ ফেব্রুয়ারি—বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার কিছু দিনের জন্য নাটোরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

সংবাদ দাতার পত্র।

বালেশ্বরের বিবরণ।

(পূর্ব্ব দুই বার প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে বালেশ্বরের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সমুদ্রের নৈকট্য ও ত্রিসীমা বেষ্টিত বুড়াবলঙ্গ নদের সমুদ্র সঙ্গম তাহার প্রধান কারণ। বেশিন ও শেলটি নামক ষ্টিমার ও বোট প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জলযান, পণ্যদ্রব্যসহ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করাতে বিবিধ দ্রব্য সমূহের আমদানী ও রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নগরবাসিগণ ঘরে বসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য করতলস্থ করিতেছেন। বালেশ্বরের অন্যতর জমীদার বাবু মদনমোহন দাস বেসিন নামক জাহাজের অর্দ্ধাংশী। এক্ষণে বেসিনকে যাতায়াত করিতে দেখা যায় না, কেবল শেলটি প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় গমনাগমন করে। অনেক তৈলঙ্গীয় মহাজন জলযানে বালেশ্বরে আসিয়া নিজ নিজ দ্রব্য বিক্রয় ও বালেশ্বরের পণ্যদ্রব্য সমূহ স্বদেশে লইয়া যায়। এই প্রকারে আমদানী ও রপ্তানীতে ক্রমশই বালেশ্বরের মূলধনের বৃদ্ধি হইতেছে। কেবল বালেশ্বরের নয়, কটক চাঁদবালী ও পুরী প্রভৃতি স্থান সমূহে মেবিগ্রাণ্ট, কারলুা, যমুনা প্রভৃতি ষ্টিমার যাতায়াত করাতে এক্ষণে উড়িষ্যার বাণিজ্যের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের স্মরণ হয়, গত বৎসরের রিপোর্টে উড়িষ্যার কমিশনর সাহেব মহোদয় পূর্ব্বাপেক্ষা উড়িষ্যার ৭। ৮ গুণে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিলাম, কিছু দিন হইল, মেবিগ্রাণ্ট ষ্টিমার অনেক আরোহী ও বোঝাই দ্রব্যসহ গঙ্গাসাগরে মগ্ন হইয়াছে। ২। ১ খানি ষ্টিমারের যথেচ্ছাচারিতা বিষয় উৎকল দর্পণে যাহা অবগত হইলাম, সোমপ্রকাশ পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন। যমুনা দুই দিনে পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়া ৩।৪ দিন বিলম্ব করাতে

আরোহিগণের বিশেষ অনকষ্ট হইয়াছিল। শেলট কর্ম্মচারির অন্যান্য গুণ থাকিলে কি হইবে? তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতায় এক খানি বালেশ্বরী নৌকা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একবার নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত বালেশ্বরী নৌকা শেলটের যথেচ্ছচারিতায় দুইবার ক্ষতিগ্রস্ত (শেলটের ধাক্কা লাগিয়া) হইয়াছে। বালেশ্বরের সমীপস্থ বুড়াবলঙ্গ নদে ভাসমান জল যান সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। কেহ নূতন প্রস্তুত করিতেছে, কেহ সংস্করণে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ কেহ বিদেশ গমনের চেষ্টায় পণ্য পূর্ণ করিতেছে, কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় বার মাস নগরের সমীপ পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করিবার একটী প্রধান অন্তরায় (বুড়াবলঙ্গনদে চড়া ও গ্রীষ্মকালে জলের অল্পতা) আছে। উক্ত ৩।৪ ক্রোশ জলপথ পরিষ্কার করিবার জন্য বালেশ্বরের কয়েকজন মহাজনের কেবল বাচনিক চেষ্টা শুনিলাম। উঁহারা উক্ত হিতজনক চেষ্টা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। অধ্যবসায়হীন হইয়া আমরা অনেক সুখ ও উন্নতি হারাইয়াছি ও হারাইতেছি। ইহা যেন তাঁহাদের মনে থাকে।

উক্ত নদের কিনারায় বালেশ্বরের বড় বড় ধনী মহাজনের কয়েকটী বাকশাল আছে। উক্ত কারখানায় প্রতিদিন বিবিধ কার্য্য হইতেছে। উড়িষ্যার গড়জাত জঙ্গল মহল হইতে অসংখ্য বাহাদুরী শাল ও পিয়াশাল প্রভৃতি বড় বড় কাষ্ঠ সমূহ তথায় আমদানী হইয়া বিক্রীত হয়। অনেক মফস্বলবাসীও তথা হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিয়া আনেন। উক্ত বাকশালে নারিকেল ছোবড়ার কাছীর ব্যবসায় দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এক জন তৈলঙ্গীয় মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, তাহার সেইস্থলে ৪০০০ চারি সহস্র টাকার কেবল নারিকেল কাছির ব্যবসায় হইয়া থাকে। দেখিলাম, প্রতিদিন কাছী তৈয়ার হইতেছে। বিক্রয়ের ধূম বিলক্ষণ। তৈলঙ্গীয় ব্যবসায়িগণ নারিকেলের ছোবড়া আমদানী করেন। সরকার প্রদেশে অনেক নারিকেলের গাছ আছে। যেমন উৎসাহ ও যত্ন দ্বারা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, গ্রীষ্মকালে নগরের নিকট পর্য্যন্ত জাহাজ আসিবার অন্তরায় অন্তর্হিত হইলে বালেশ্বরকে বন্দরের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু নগরের প্রায় সকলের অবস্থা ভাল।

নগরস্থ "বার বাটী" নামক স্থলে কয়েকজন ধনী জমীদারের উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত রহিয়াছে। দেখিলাম, কাঁচা ঘরগুলি প্রস্তুত করিবার বিষয়ে কারিকরগণ নিতান্ত অজ্ঞ, গৃহের কাটামা কাহাকে বলে, তাহারা তাহা আদৌ জানে না। কাচা গৃহগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে হাসতে হয়।

নগরের প্রায় ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নীল গিরি পর্ব্বতস্থ বৃক্ষরাজী সন্দর্শন করিলে মন এক প্রকার আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। অভ্রভেদী নীলগিরি অভেদ্য দুর্গের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রকৃতির শোভা বিস্তার করিতেছে। বৃক্ষের পত্রাদি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নীল গিরিরাজের বাটীও নগর হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী উপত্যকায় স্থিত। বালেশ্বরের একজন নবযুবক প্রায় ৩ বৎসর হইল উক্ত রাজার দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের প্রার্থিত নিম্নের লিখিত বিষয়টি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনকার প্রজা হিতৈষী জগদ্বিখ্যাত সোমপ্রকাশ পত্রিকার পার্শ্বে ডায়মণ্ড হারবারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচরার্থ প্রকটিত করিয়া অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন।

মহামহিম মহিমসাগর শ্রীযুক্ত ডায়মণ্ড হারবারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেষু।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ ডায়মণ্ড হারবারের এলাকাভুক্ত পবাণ খালী গ্রামে আমাদের বাস। কথিত গ্রাম খানি অন্যূন ৬০। ৭০ ঘর লোকের বসতি স্থান। বর্ষাকালের প্রারম্ভ অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত গ্রাম খানি, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে শোভিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সময় সালতি ও ডোঙ্গা ব্যতীত (এ পাড়া ও পাড়া) স্থানান্তরে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য। এ অঞ্চলের মধ্যে মগরার হাটই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকার স্থান। মগরার হাটের চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় ১০। ১২ মাইলের লোক প্রতিহাটেই মগরায় যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু এমন একটি রাস্তা নাই যাহাতে ডোঙ্গা অথবা সালতি ভিন্ন গতায়াত হইতে পারে। এমন কি ফালগুন ও চৈত্র মাসে জল শুষ্ক হইয়া গেলেও ধান্যক্ষেত্র দিয়া যাতায়াত কষ্টকর হইয়া উঠে। কারণ জোয়ারের জলবৃদ্ধি হইয়া খালের পার্শ্বস্থ সকল ভূমী জলে মগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং সকল সময়েই এ অঞ্চলবাসী দুঃস্থ প্রজাদিগকে কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। যাহা হউক। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন এ অসুবিধা নিরাকরণের অন্য উপায় নাই। পবাদনা গ্রাম অবধি মগরার হাট ৩॥ সাড়ে তিন মাইলের অধিক হইবে না। পথ প্রস্তুত করিতে যে অধিক ব্যয় হইবে, তাহাও নহে। কেবল দক্ষিণাঞ্চলীয় হতভাগ্য প্রজাদের দুরদৃষ্ট বশতই কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি হইতেছে না। যাহা হউক, আমরা সানুনয় নিবেদন করিতেছি, আপনি আমাদের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ে মনোযোগী হয়েন ইতি।

১৮৭৫ সাল
তাং ২৩ এ ফেব্রুয়ারি

বিনয়াবনতানাং
শ্রীনিমাইচাঁদ অধিকারী
শ্রীপ্রসন্নকুমার অধিকারী
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বক্রবর্ত্তী
শ্রীগোপীমোহন দত্তানাং

হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয়।

১৬ ই ফাল্গুন শনিবার আমি বঙ্গবাজারস্থ বঙ্গনাট্যালয়ে হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। নাটক খানি শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, এবং করুণরস প্রধান। কিন্তু লেখক স্থান বিশেষে প্রকৃত ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ না হওয়াতে কোন কোন অভিনেতার অভিনয় সুন্দর হয় নাই।

রঙ্গভূমি অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত ও রঞ্জিত এবং দৃশ্য পটগুলি মনোহর ও স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত হওয়াতে রঙ্গভূমির চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

অভিনয় কার্য্য রাত্রি সাড় আট ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দেড়টার সময় শেষ হয়।

অভিনেতৃগণের মধ্যে রাজা খগেন্দ্র নাথ পাত্রজল মন্ত্রী ও রোহিতাশ্ব এবং শৈব্যা ও কমলার অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজা সকল স্থানে সকল সময়ে বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র এক জন প্রধান অভিনেতা হইয়াও রঙ্গভূমিতে নিতান্ত জড়ের ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। আশা করি বারান্তরে তিনি প্রকৃত বিশ্বামিত্রের ন্যায় কার্য্য করিবেন।

শ্মশানঘটের শোভাটী প্রকৃত শ্মশানের ন্যায়ই হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পোড়াকাষ্ঠ মড়া

মাথা হাড় ও কলসী প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, রজনী অন্ধকারময়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইতেছে, আবো সেই সময়ে গ্যাসের আলো নিবাইয়া দেওয়াতে অতিশয় ভয়ানক বোধ হইয়াছিল। এক দিকে চণ্ডাল বেশ ধারী রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট অপর দিকে শৈব্যা রোহিতের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান ও পরস্পরের কথোপ কথনে পরস্পরকে চিনিতে পারাতে উপস্থিত ঘটনা জন্য উভয়ের নিদারুণ বিলাপ শ্রবণে কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই এমন স্থলে একটী সুশ্রাব্য সমবেত বাদ্য থাকিলে অতি সুন্দর হইত। তাহা না থাকাতে বিশেষ অসুখের হইয়াছিল, আশা করি কর্তৃপক্ষেরা এ অভাব দূর করিতে চেষ্টিত হইবেন।

দর্শক।

—০—

সুখী কে ?

শেষার্দ্ধ।

১০

ঐ যে মানব জাতি, কর দরশন,
দেখিতে সুন্দর বেশ
হাসি মুখ, কাল কেশ
ওরা কি সুখের সবে রয়েছে মগন ?
সে কথা কে বলে ?
রোগ শোক চিন্তা জ্বালা সদা করে ঝালাপালা
হাসে আজ ভাসে কাল নয়নের জলে।
কে বলে মানবে তবে সুখী ধরাতলে ?

১১

ঐ যে বসিয়ে ভূপ রাজসিংহাসনে
অমূল্য কিরীট শিরে,
জ্বলছে মুকুতা হীরে,
উনি কি রে সুখী এই ধরণী ভবনে ?
কখনই নয়,
তুমি ভাব সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত পটে
অবিরত আশঙ্কা সদা হতেছে উদয়।
কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয় ?

১২

এই যে রমণী যেন প্রফুল্ল কমল।
যৌবন লহরী কোলে
থমকে থমকে দোলে,
জলদে বিজলী যেন হতেছে চঞ্চল।
ঐ কি সুখিনী ?
কভু নয় কভু নয়, কে ওরে সুখিনী কয় ?
গত হ'ক গোটা কত দিবস যামিনী,
দেখিবে তখন ওরে কেমন সুখিনী।

১৩

ঐ যে ভূতলে বসি আকুলা জননী।
কাল যে দেখেছি ওরে,
তনয়েরে কোলে কোরে
আমার গোপাল বলে দিয়েছে নবনী।
সে কাল কোথায় ?
কেন আজ হেন বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদি ভূতলে লুটায়।
হায় রে কে বলে তবে সুখিনী উহায় ?

১৪

ঐ যে কামিনী বসি শ্মশানের ধারে,
অলঙ্কার নাহি গায়,
প্রভাত শশীর প্রায়
মুখখানি প্রভাহীন ভাসে অশ্রুধারে
হা নাথ বলিয়ে
কপালেতে কর হানে কভু চায় শূন্যপানে
পতিসহ সবি ওর গিয়েছে চলিয়ে
সুখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়ে ?

১৫

ঐ যে যুবক দেখ হাসিয়া বেড়ায়
ধরা যেন সরাখান
করে কতরূপ ভাণ
ভাবিছে উহার সম কে আছে ধরায় ?
হায় অকারণ !
দিন কত পরে ওরে দেখো দেখি ভাল কোরে
হয় কি না, হয় সব নিশার স্বপন
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন ?

১৬

ঐ যে বিদ্বান করে লেখনী ধরিয়ে
লিখিতেছে গ্রন্থ কত
গ্রন্থ কত অবিরত
পড়িতেছে সারা নিশি জাগিয়ে জাগিয়ে
সুখীই কি ঐ ?
কভু নয় কভু নয়, শরীর যে দুখময়,
জেনেছে বিশেষরূপে পড়ে পড়ে বই
উনিও ত দেহী তবে সুখী কিসে কৈ ?

১৭

ঐ যে বিজন বনে ভূধর গুহায়
যোগিবর যোগাসনে
ঈশে ভাবে মনে মনে
অস্থি চর্ম্ম সার তৃণ গজাইছে গায়
এখনো উহার
আশা পূর্ণ হল কৈ ? আজীবন দুখ বৈ
কি আছে ? কৈ বা আ,জো আশার দুসার
তাপস জীবনে সুখ বলিবে আবার ?

১৮

আকাশ ভূধর বন মরুভূ মাঝার
সাগর তটিনী তটে
যা কিছু এ বিশ্বপটে
আমি তুমি তিনি আদি দুখের ভাণ্ডার !
হায় রে সবাই
দুখী বৈ সুখী নয় খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী হায় দেখিতে না পাই।
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই !

পাথুরিয়াঘাটা } অনুগত
কলিকাতা } শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

পথকর ও কৃষকদিগের আপত্তি।

আপনার সোমপ্রকাশ পাঠে অবগত হইলাম, কৃষকদিগের উপকারার্থ তাহাদিগের সহিত ভূমীর স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অনুরোধ করিয়া মহাশয় গবর্ণমেণ্টে লিখিতেছেন। মহাশয়ের দয়া দেখিয়া আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে। মহাশয় যদি দয়া করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টী গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, তাহা হইলে আমাদের উপকার হইতে পারে।

বিষয় এই।

পথকর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণাপত্র দ্বারা জানাইয়াছেন, আমাদিগের উপকারের জন্য রাস্তা প্রস্তুত ও খাল খনন হইবে। তজ্জন্য আমাদিগকে নির্দ্ধারিতমতে অধিক কর দিতে হইবে।

আমরা স্বীকার করি যে স্থানে স্থানে খাল খনন হইলে তদ্দ্বারা জলের গমনাগমনের সুবিধা হইলে ভূমির উর্ব্বর শক্তির বৃদ্ধি হইবে এবং যে সমস্ত স্থানে নৌকা ও গরুর গাড়ি গমনাগমনের সুবিধা নাই, খাল ও রাস্তা হইলে সেই সেই স্থানে নৌকা ও গরুর গাড়ি চলিতে পারিবে তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতিনিবন্ধন কথঞ্চিৎ রূপে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং গমনাগমনেরও সুবিধা হইবে।

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনে স্থির হইয়াছে, কৃষকের পরিশ্রম ভিন্ন অন্য হেতুতে ভূমির শক্তি অধিক হইলে ও শস্যের মূল্য অধিক হইলে তজ্জন্য ভূম্যধিকারিরা অধিক কর পাইবার স্বত্ববান হইবেন। সুতরাং খাল ও রাস্তা হইলে যে উপকার হইবে, তাহার ফলভোগী ভূম্যধিকারিগণ, আমরা নহি।

আমরা বর্ষাকালে কাদাতে এবং শীত ও গ্রীষ্মে ধূলা বালিতে মাঠে থাকি। সর্ব্বদাই আমাদিগের কাদা ও মাটির সহিত সম্পর্ক এবং আমরা অতিশয় গরিব, অধিকাংশই ঐ কর দিতে এক প্রকার অশক্ত, খাইয়া বাচিলে ভাল পথে

চলা যায়, ভাল পথ ও খাল হইলে বড় লোকের ভাল. আমাদিগের ভাল রাস্তার সহিত সম্পর্ক কি? বরং খাল ও রাস্তা হইলে আমাদিগের অনিষ্ট হইবে।

১। ভাল রাস্তা ও খাল না থাকাতে সকল স্থানে নৌকা ও গরুর গাড়ি যাতায়াত করিতে পারে না। আমরা মোট বহিয়া সেই সেই স্থানের শস্যাদি বাজার বন্দরে আনয়ন করি। তাহাতে আমরা মজুরী পাইয়া থাকি, রাস্তা ও খাল হইলে আমাদিগের সেই লাভ আর থাকিবে না।

২। আমাদের ভূমিতে কোন স্বত্ব নাই। আমাদের বাড়ীর নিকট পুরাতন বিল ও কূপ আছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহার জল দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। খাল হইলে খালের টানে তাহাতে আর জল থাকিবে না; যেমন নদীর নিকটের পুষ্করিণীতে জল থাকে না। সুতরাং জলাভাবে আমাদিগকে মহাকষ্ট ভোগ করিতে হইবে। যদি ছোট ছোট নদীর মত খাল হয় ও বরাবর তাহাতে জল থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের উপকার হইতে পারে। মহাশয় এই কথা বলিবেন, খালের দূরবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী খনন করিলেই হইতে পারে। তৎসম্বন্ধে আপত্তি এই প্রথমতঃ আমাদিগের অর্থ নাই, দ্বিতীয়তঃ যদিও কোন কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অর্থ আছে তাহারাও এককালে সর্ব্বস্ব ব্যয় না করিলে ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণী করিতে পারে না। ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণীতে কত ব্যয় পড়ে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যয়।

১।	ভূমির মূল্য এককানী	৫০
২।	সেলামী	২০
৩।	আমলাগণ তহরি	১০
৪।	পুষ্করিণীর ভূমি পরিমাপক ও তদারক কারক আমলার বেতন।	১৫
৫।	খনন প্রভৃতির ব্যয়	১৫০
		২৪৫

৩। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এখন আর পতিত ভূমি নাই। আমরা জমা দিয়া জমি রাখিয়া তাহার ঘাসের দ্বারা গো রক্ষা করি। তাহাতে গড়ে আমাদের প্রতি গরুর প্রতি মাসে মজুরী খরচ বাদে ১ টাকা ব্যয় পড়ে। জলা প্রভৃতি ভূমি হইতে (যাহাতে শস্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই) কিছু ঘাস বিনা ব্যয়ে পাইয়া থাকি। খাল হইলে সেই জলা ভূমির আবাদ হইবে, সুতরাং গোগ্রাসের হানি হইয়া আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি, ভূম্যধিকারির লাভ। যে পর্য্যন্ত ভূমিতে আমাদিগের দখলী স্বত্ব ভিন্ন চির স্বত্ব না হইবে সে পর্য্যন্ত উচিত বিচার হইলে আমরা এই পথকর দিবার জন্য দায়ী হইতে পারি না। ভূম্যধিকারিরাই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

অনুগত
জেলা ত্রিপুরাস্থ ১০ জন কৃষক।
১৪ ই ফালগুন। ১২৮১

—•⊛•—

রায় বোয়ালিয়া গড়ের বিবরণ।

মহাশয়! প্রায় এক মাস ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানে নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়াছি, অদ্য তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আপনার পাঠকগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ প্রকাশ করিতেছি।

আমি পূর্ব্ব পত্রে যে "রায় বোয়ালিয়া" গড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার সম্পূর্ণ অবস্থা যতদূর দর্শন করিয়াছি, তাহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গড়ের চতুঃসীমা। উত্তরে ময়ূর ভঞ্জের অধিকার, পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম রাজার অধিকৃত স্থান। দক্ষিণ, পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত রায়বোয়ালিয়া গ্রাম ও অন্যান্য জঙ্গলময় ভূভাগ। এই গড়ের ভূমি পরিমাণ প্রায় ৬। ৭ স্কোয়ার মাইলের ন্যূন নহে।

৫ ই ফেব্রুয়ারি দিবা ১০। ১২ ঘণ্টার সময় গড়ে প্রবিষ্ট হই। আমাদের সঙ্গে দুটী হস্তী এবং বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও এদেশীয় লোক ছিল। পশ্চিম দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রথম প্রাকার পার হইয়া কিয়দ্দূর গমনের পর উভয় পার্শ্বে ছয়টী কূপের চিহ্ন অবলোকন করিলাম। ঐ কয়েকটীর মধ্যে ৪ টীর চিহ্নমাত্র আছে। অবশিষ্ট দুটীতে অদ্যাপি জল আছে। ঐ কূপের পরিধি বিংশতি হস্তের ন্যূন নহে এবং ঐ কূপের নিম্নভাগে নামিবার চতুঃপার্শ্ব পরিবেষ্টিত প্রস্তরময় উৎকৃষ্ট সোপান আছে। এই ভাগে কতকগুলি সাওতালের বাসকুটীর আছে। বন্য বৃক্ষাদি এখানে অধিক দেখিলাম না।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রাকার। এখানে এক প্রস্তরময় সেতু ও এক প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ সিংহদ্বার এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রস্তর বিনির্ম্মিত ৮ টী বৃহৎ গৃহ। এই দ্বার পার হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। এখানে মনুষ্যের বাস নাই। শাল, সেগুন, আবলুস প্রভৃতি আরণ্য তরু সমূহে সমাচ্ছন্ন। সাক্ষী সওতালেরা বলিল মহাশয়! এস্থান অতি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ভল্লুকাদিতে পরিপূর্ণ। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ এইরূপ নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দ্বার প্রাপ্ত হইলাম। এখানে দ্বিতীয় দ্বারের ন্যায় প্রস্তরময় সেতু ও গৃহ আছে। তদ্ভিন্ন উভয় পার্শ্বে প্রস্তর রচিত প্রাচীর অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিবেষ্টিত দেখিলাম। ঐ প্রাচীরের উচ্চতা ১২। ১৩ ফিট এবং বিস্তার ৪। ৫ ফিটের কম নহে। অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ বন্য পাদপাদি অবলোকন করিলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক বলিল "মহাশয়! এই ভাগে রূপাদিঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া আমরা দীর্ঘিকাতীরে অবতীর্ণ হইলাম। এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল, বিস্তার অতি অল্প দেড়শত হস্তের অধিক নহে। দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে অল্পস্থান জঙ্গলশূন্য কিন্তু চতুঃপার্শ্ব জঙ্গলাবৃত। জল অতি অল্প আছে বোধ হইল। পথ দর্শক বলিল মহাশয়! এইস্থানে বৃহৎ বৃহৎ সর্প আছে। আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ দ্বারে উপনীত হইলাম। এখানকার দুর্গপরিখা অতি বিস্তৃত। এই পরিখাতে অনেক জল আছে এবং প্রাগুক্ত দ্বার সকলের ন্যায় সেতু, প্রাচীর ও গৃহ সকলি আছে। এই দ্বার পার হইয়া এক বৃহৎ প্রস্তরময় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিলাম। স্থানচ্যুত ভগ্ন প্রস্তরাদি অবলোকন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমনের পর সম্মুখে এক দেব মন্দির দৃষ্ট হইল. সচরাচর আমাদের দেশে যে প্রকার মন্দির দেখা যায়, ইহা তদ্রূপ নহে। এই মন্দির আমাদের দেশের দালানের ন্যায়। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের স্তম্ভ সকল ভগ্ন ও ভূমিশায়ী রহিয়াছে, সঙ্গী লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া ভগ্নপ্রস্তর রাশির মধ্যস্থলে এক দেবী মূর্ত্তি দর্শন করাইল। শুনিলাম মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম "জয়কালী"। প্রতিমার উপরিভাগের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একজন প্রাচীন দর্শক বলিল "আমি প্রায় ৬০। ৬২ বৎসর (যতদিন আমার জ্ঞান হইয়াছে) দেখিতেছি দেবী প্রতিমা এই অবস্থায় এখানে আছে।"

এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল, দিবাকরের প্রতিমূর্ত্তি ম্লান হইতে লাগিল, পক্ষিগণ চঞ্চল হইয়া স্ব স্ব নীড় আশ্রয় স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলে দুই একটী করিয়া তারকা দেখা যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর শালবন। কোন স্থানে আর মনুষ্যের বাসস্থান দেখা যায় না সম্মুখে অতি প্রাচীন কালের দেবমন্দির। মন্দির ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অবলোকন করিয়া অন্তরাত্মা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবতি!

ভারতের সেই শুভ দিন কোথায়? যে রাজা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই রাজার কি অবস্থা করিয়াছ।

২৩ ফেব্রুয়ারি } একান্ত বাধ্য।
১৮৭৫। } শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

—o—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯	॥০	॥০৸	।৫
বাকুড়া	।৪	।০॥	।৫॥	।৫॥
বীরভূম	।৬	॥১॥	।৩॥	।৬
মেদিনীপুর	২	।৮	।৪	।২
হুগলী	৴৯।-।০	।৭-।৭।	।৬-।৬॥	।৪
হাবড়া	।৩	।৬	।৭	।৩॥
২৪ পরগণা	৴৮	।৩	।৪।	।৩-।৴
নদীয়া	।৪।	।৬	॥০	॥০
যশোহর	।৬	।৬	।৪ ৶	।২
মুরশিদাবাদ	।২	॥৮৶	।৮	।৯
দিনাজপুর	॥২	॥৮	।৫॥	।৪
মালদহ	॥৫॥	॥৬-।	।৭	॥০
রাজশাহী	॥১	॥৩০	৬॥-।৮	।৮
রঙ্গপুর	৴৭৶	॥২॥	।১৴	।৪
বগুড়া	।৯৭	॥৬।	।৬	।২
পাবনা	৴৮ ২	।১	।৫	।৫
দারজিলিঙ্গ	৴৫	।৩	৴৩	৴৬
জলপাইগুড়ি	।৬	॥৪	।২	।৫৶
ঢাকা	॥০	॥২	।৬	।৪॥
ফরিদপুর	৴৬	॥১	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৪	
ময়মনসিংহ	৬	।১।	।৩।	।২৶
চট্টগ্রাম	।৬	৯	।৩	৴৯
নওয়াখালী	।৫	।০	।০	
ত্রিপুরা	।৬	॥৩	।৩	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।২	।৩৴	।০	
পাটনা	।৫	॥৩	॥৮॥	।৯
গয়া	।১	।২॥	॥১৩॥২	।৫
সাহাবাদ	।১	।৬	॥৫	।৬॥
মজঃফরপুর	৴৯	।৮	॥৫	।৪
সারণ	৴৯	॥৩	॥০	।৫
চম্পারণ	।০	॥১॥	॥১।৶	।৪॥
মুঙ্গের	।২।৶	।৯॥৴	।৮।৴	।৭॥
ভাগলপুর	॥০।৶	॥১ ৶	॥০	।৮৴
পূর্ণিয়া	॥০	॥২	॥০	।৬
সাওতাল পরগণা।	।২	॥০	।৪॥	।৬
কটক	।৮।৶	॥৪৸৶	।৭৴	॥১
পুরী	।৭৴	॥৩॥৶	।৮।৶	।৫৶
বালেশ্বর	।৬	॥৭	৴৮	।১
হাজারীবাগ	।০	॥১	।৪	।২
লোহারডগা	॥০	॥৪	।৩	।০॥
সিংহভূম	।৪	॥৮	।৩	।২
মানভূম	।৪	॥২॥	।৩	।২

—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২৬ এ ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	৬
সুরপুর ও মাইলের মধ্যে	২	৬
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	৯
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৫ সালের ১ লা মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৮

বহরম পুর } টি, এইচ উইক্স সি, ই.
১ লা মার্চ্চ } একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র
১৮৭৫সাল } নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল শীল—চুচুড়া	১০
ঐ ঐ নবীনচন্দ্র হাজরা—মুজাপুর	৫॥০
ঐ ঐ হরিনারায়ণ রায়—শ্যামগঞ্জ	১০
ঐ ঐ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহকুমা কুষ্টিয়া	১০
নাজিরা নেটিভ মিউস পেপর-ক্লব শিবসাগর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বীমা চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৮ সংখ্যা।

“ যবস্থলা প্রজ্ঞানিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সংস্থলী অনিমন্থতী ন হীয়তা।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম সাম্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ২ রা চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ১৫ ই মার্চ্চ।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রলেখা ও শশিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৯ নং আহি-রিটোলায় ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাশুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

—০—

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩॥০ ডাকমাশুল ।৶
ব্যবস্থামালা ১।০ ঐ ৶
গুর্ব্বিণীবান্ধব ॥০ ঐ /

জেনুয়া কাম্পীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০ঃ০—

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাশুল ॥০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৶ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৶ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাশুল ৷/০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে ভিপি পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ নূতন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রদর প্রমেহ কষ্টরজ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম-রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসা-লয় অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদে-শীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৩।২।৭৫ বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

—

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের

মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলো-প্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই সাংঘাতিক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অচিরে নিশ্চয়ই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

আমি প্রায় ... বৎসর ... বাধিতে যাব পর ... চেষ্টা করিয়া ... নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া ... ফল পাই নাই। ... আপনার কর্পূরের আরোক ... প্রজাদিগকে সেই ভীষণ ... ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার

নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১
২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

কালীকুমার দাস কৃত "ব্যাকরণ মঞ্জরী ৭। ৮ বার মুদ্রিত, মূল্য ৶০। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও নওয়াখালি নর্ম্মাল স্কুলে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাক-মাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২ রা চৈত্র সোমবার।

কালের যে কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রায় ১৯ বৎসর হইল, আমরা স্বগ্রামমধ্যে গোবীজে টীকা দিবার প্রথাটী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাই, এবং আপনাদিগের বাটীতে টীকা দিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। কিন্তু তৎকালে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমাদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতে দেখিতে পাই নাই। এ বৎসর ইংরাজী টীকাদার গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামের ইতর লোকেরা পর্য্যন্ত যত্নবান হইয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া বালক বালিকাদিগের টীকা দেওয়াইতেছেন। এ টীকায় কোন কষ্ট হয় না ও মৃত্যুশঙ্কা থাকে না, এই দৃষ্টান্ত দর্শনই বোধ হয়, এ বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রধান কারণ।

"বাল আ ষোড়শাৎ বর্ষাৎ" "আ ষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে" "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" ইত্যাদি বচনদ্বারা প্রমাণ হইতেছে এদেশীয় শাস্ত্রকারেরা পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলেই এদেশীয়দিগের বয়ঃপ্রাপ্তি হইবে, এই নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভা ষোড়শ বর্ষে বালকত্ব যায় না এই বিবেচনা করিয়া অষ্টাদশ বর্ষকে বয়ঃপ্রাপ্তির যোগ্যকাল বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন। যখন শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হইল, তখন আর ২ বৎসর পিছাইয়া গিয়া ২০ বৎসর নিয়ম করিলেই ভাল হইত। ২০ বৎসর কাল গুরুজনের শাসনে থাকিলে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্যের অনেক নিবারণ ও ইন্দ্রিয়জয়প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সুশিক্ষা হয়, বুদ্ধিও অনেক পরিপক্ক হইয়া আইসে। একটু মানুষের মত হইলে বিষয় ভার স্কন্ধে পতিত হইলে বিষয় রক্ষা হইবার সম্ভাবনা থাকে। ঐ ২০ বৎসরকে বিবাহের যোগ্য বয়স বলিয়াও নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পড়াশুনা প্রভৃতির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে।

দিন দিন সর রিচার্ড টেম্পলের প্রতি প্রজাগণের যে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার অপক্ষপাতে সমুদায় কার্য্য করিবার চেষ্টা তাহার অন্যতর কারণ। দরিদ্র ইউরোপীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে ৮ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে আমরা লিখিয়াছিলাম "গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র ইউরোপীয়ের নিমিত্ত যে প্রকার অবৈতনিক বিদ্যালয় করিতেছেন, এদেশে কি সে প্রকার দরিদ্র লোক নাই, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সংস্র সহস্র বালক সঙ্গতির অভাবে লেখা পড়া শিখিতে না পারিয়া মূর্খ হইয়া যাইতেছে এবং পরিণামে পিতামাতার গলগ্রহভূত ও সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইতেছে। সে সকল বালকের নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা উচিত ও আবশ্যক হইতেছে না?" এইরূপে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম এবার আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, সর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতার দরিদ্র ফিরিঙ্গি ও ইউরোপীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান প্রসঙ্গে তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "যুক্তির তুল্যবলতাহেতুক নগরস্থ দেশীয় দরিদ্রদিগের নিমিত্ত কি আমাদিগের ঐরূপ কিছু করা উচিত নয়?" যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র ফিরিঙ্গি ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ উদ্যোগবান হইবেন, গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ না করিয়া সমভাবে তাহাদিগকে সাহায্যদান করিবেন আমাদিগের প্রজাহিতৈষী বর্ত্তমান লেফ্টনণ্ট গবর্ণর মফস্বলের দরিদ্র বালকদিগের প্রতি কি করুণাশূন্য হইবেন? তাহারা কি চিরমূর্খ হইয়া মফস্বলের উৎপাত স্বরূপ হইয়া থাকিবে?

বরদা সম্বন্ধে টাইমস পত্রের মন্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করুন, অত্যাচার করুন, স্বার্থ অনর্থ করুন, তাহাতে হানি নাই, পার্লিয়ামেণ্ট মহা-

সভার তাঁহাদিগের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিয়া বাগ্মিগণ পাছে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, সেই ঘৃণা দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের অশ্রদ্ধা জন্মে এবং সেই অশ্রদ্ধামূলক গবর্ণমেণ্টের শাসন বল কমিয়া যায়, টাইমস পত্রের এই বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছে। ইংরাজ জাতিরও কি এই শঙ্কা? লোকে টাইমসকে ইংরাজজাতির বাগিন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। টাইমস বলেন "গুইকুমারের অদূরবর্ত্তী বিচারের ফল যেরূপ হউক, উহা পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উভয় গৃহেই নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক ও অনেক সংখ্য প্রশ্নের উদয় কারণ হইবে। সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করা যায় রাজ্ঞীর সভায় ভারতবর্ষীয় কার্য্যের বাদানুবাদে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী বন্ধনকে শিথিল করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনে বিষম অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারে।" এ আশঙ্কাটী অদ্ভুত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি কোন অন্যায় কার্য্য করেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সেই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইলেই ভারতবর্ষীয়দিগের মনে ঘৃণা জন্মিবে, নতুবা জন্মিবে না, এ যুক্তিটীও অতি অদ্ভুত। অন্যায় দেখিলে ঘৃণা জন্মে এটী স্বভাব সিদ্ধ, কাহাকে তাহা বলিয়া দিতে কিম্বা শিখাইয়া দিতে হয় না বরং পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ঐ বিষয়ের বাদানুবাদ হওয়াতে ভক্তির উদয় হইয়া ঘৃণার বল অনেক কমিয়া যায়। লোকে এই কথা মনে করে, ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক যথার্থ দর্শী লোক আছেন, সকলেই অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, এই ভাবিয়া অনেক সময়ে এদেশীয়দিগের চিত্তের সন্তোষ জন্মে। তবে পার্লিয়ামেণ্ট সভা বাগ্মিদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের যদি অন্যথাচরণ করিতেন তাহা হইলেও একদিন ভারতবর্ষীয়দিগের মনে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু লার্ড ক্লাইব অবধি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যত গবর্ণর জেনরেল হইয়া গিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাঁহাদিগের কাহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধ কিম্বা দণ্ড দান করিয়াছেন? কৈ আমরা ত এরূপ দেখি নাই। তবে দুই এক ব্যক্তি সেই সেই অন্যায় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া মধ্যে মধ্যে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিজেরই লাভ হয় এই মাত্র। তাঁহাদিগের বক্তৃতা শক্তির অভ্যাস ও বক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ ও নাম প্রকাশ হয়। লার্ড ক্লাইব একজন সামান্য কর্ম্মচারী হইয়া এদেশে আইসেন, শেষে অন্যায় রূপে ভারতবর্ষের এত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান যে তিনি বৎসর ৪ লক্ষ টাকা করিয়া নিজ ব্যয় করিতেন। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের তাহা কি অবিদিত ছিল? কিন্তু তাঁহার কি দণ্ড হইয়াছিল? ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচারের কত আড়ম্বর না হইল? বর্ক ও শেরিডান প্রভৃতির কত বক্তৃতা না হইল? ইংলণ্ডে দিনকত কাল মহা ধুম পড়িয়া গেল। শেষে সমুদায় ধুমায়মান হইয়া গগন তলে উড্ডীয়মান হইল। লার্ড ডেলহাউসি ভারতবর্ষীয় রাজগণের প্রতি কত অত্যাচার না করিয়াছিলেন? তাঁহার সেই অত্যাচারগুলি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের নিদান ভূত হইল। পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাঁহার কি দণ্ড বিধান করিলেন? দণ্ডের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রশংসা ইংরাজ জাতির মুখে ধরে না।

লার্ড ক্লাইব ও লার্ড ডেলহউসি প্রভৃতির সুখ্যাতি এবং বরদা সম্বন্ধে ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া বরং আমাদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অন্যায় কাজ করেন তাহার সপক্ষতা করাই ইংরাজ জাতির অভিপ্রেত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়া যদি কেহ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন সকলে তাঁহার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। সার চারলস ট্রিবিলিয়ান তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। এক ইনকম টাক্সের প্রতিবাদ করিয়া তিনি অপদস্থ হন।

হাইকোর্টের ফৌজদারী
কার্য্য পদ্ধতি।

এত দিন হাইকোর্টের একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি ছিল না। কতক ইংরাজি আইন অনুসারে ও কতক সাধারণ আইন অনুসারে হাইকোর্টের কার্য্য চলিত। একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পদ্ধতি করিবার নিমিত্ত এবং মফস্বলে যে কার্য্য প্রণালী প্রচলিত আছে, রাজধানীতে তাহা যত দূর সম্ভব প্রচলিত করিবার নিমিত্ত একটী আইনের পাণ্ডু লেখ্য করা হয়। ১৮৭২ অব্দে ষ্টিফেন সাহেব এই পাণ্ডু লেখ্যটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। প্রথমে ইহা যেরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহার বহু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি অনরেবল হব হাউস সাহেব পুনর্ব্বার ঐ বিষয়টী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। মকদ্দমার আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যেরূপে যে কাজ করিতে হইবে, সমুদায় ইহাতে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। জুরির বিষয়ে আমরা কিছু নূতন পরিবর্ত্ত দেখিলাম। পূর্ব্বে বার জনে জুরি হইত এবং সকলের মতের ঐক্য না হইলে মকদ্দমার মীমাংসা হইত না। এক্ষণে প্রস্তাব করা হইয়াছে মফস্বলে ৯ জনে জুরির সংখ্যা পূর্ণ ও তৃতীয়াংশের দুই অংশের মতের সহিত যদি জজের

মতের ঐক্য হয় তাহা হইলেই মকদ্দমার মীমাংসা হইবে। আর যদি জুরি তৃতীয়াংশের মত না হয় অথবা জজ তাঁহাদিগের মতে মত না দেন, তাহা হইলে মকদ্দমার মীমাংসা ও সে জুরিতে কাজ হইবে না। পুনরায় জুরি মনোনীত করিতে হইবে।

জুরির সংখ্যা কমান অতি উত্তম কল্প হইয়াছে অনেক "সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, মফস্বলের জুরি তাহার প্রধান উদাহরণ স্থল হইয়াছে। একদা এক স্থলে বার জন উপযুক্ত লোক মিলা সহজ নয়। অনেক গোঁজা মিলন হইয়া যায়, অনেক সময়ে জুরির যে নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। অধিক সংখ্য অনুপযুক্ত লোক না লইয়া যদি অল্প সংখ্যক উপযুক্ত লোক লইয়া জুরি করা হয়, তাহাতে উপাদেয় ফললাভের সম্ভাবনা আছে। রাজা বিচারকালে কিরূপ সভ্য নিয়োগ করিবেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার এই বিধান করিয়াছেন,

শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ।

মনু সভার এই লক্ষণ করিয়াছেন,

যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রাঃ বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ।
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নিরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাৎ দশাবরাঃ।

ত্রিবেদপারগ সদ্যুক্তিদাতা, এমন তিন ব্যক্তি হইলেই সভা হয়। অতএব উপরে ৯ জনে জুরির পূর্ণ সংখ্যা করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা না করিয়া যদি উপযুক্ত ৫ জন লোকে সংখ্যা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। আইনজ্ঞ লোকব্যবহারদর্শী অপক্ষপাতী ৯ জন লোক পাওয়াও সহজ নয়। এখনও বোধ হয় যে কোন রূপে নয় সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য দোকানদারদিগকেও বাদ দেওয়া হইবে না।

গবর্ণর জেনরল উল্লিখিত প্যাণ্ডুলেখ্যের প্রসঙ্গে হবহাউস সাহেবের অনেক প্রশংসা করিলেন। অবশেষে পাণ্ডুলেখ্যটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বিধিবদ্ধ হইল।

—::—

জমীদারী বাব।

জমীদারদিগের মধ্যে যাহারা প্রজা পীড়ক, তাহারা অনেক প্রকার বাব করিয়া প্রজার নিকট হইতে অবৈধ ও অসঙ্গত অর্থ গ্রহণ করে, সর জর্জ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়টী যে অবগত হইয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। ২৫ এ ফালগুনের সোমপ্রকাশে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন একজন প্রজা যদি একটী সামান্য পুষ্করিণী খনন করিতে চায়, তাহার নিম্নলিখিত ব্যয় পড়ে।

১। ভূমির মূল্য এক কানী	৫০ টাকা
২। সেলামী	২০ ঐ
৩। আমলাগণ তহরি	১০ ঐ
৪। পুষ্করিণীর ভূমি পরিমাপক ও তদারক কারক আমলাগণ	১৫ ঐ
৫। খনন প্রভৃতির ব্যয়	১৫০ ঐ
	২৪৫ ঐ

কতকগুলি বাব প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয়, একথাও অযথার্থ নহে। যে জমীদারীতে খাজনা অল্প, সেই খানেই প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাব দিয়া থাকে। এ দেশের প্রজাসাধারণের সংস্কার এই, খাজনা অল্প হইলে অনায়াসে বাব দেওয়া যায়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা খাজনা কমাইবারই চেষ্টা পায়, বাব কমাইবার বিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ চেষ্টা নাই। তাহারা বলে ক্ষেত্রে যদি শস্য জন্মে, জমীদারকে দুপয়সা দিতে কষ্ট কি?

প্রজারা এইরূপ ভাবিয়া যেমন জমীদারকে দিতে চায়, তেমন সকল জমীদার প্রজার মনোভাব বুঝিয়া কিছু কিছু লইতে জানেন না। কোন কোন জমীদার প্রজার অসচ্ছলের সময়েও, নানা বাব করিয়া তাহাদিগকে টানাটানি করিয়া থাকেন, তাহাই কত অনর্থের মূল হয়। আবার এরূপও অনেক প্রজা আছে, তাহারা জমীদারকে নিরিখবৃদ্ধি করিতে দেয় না, বাবও দিতে চায় না। জমীদার অধিক মূল্যে জমীদারী কিনিয়াছেন, তাহার অধিক আয় না হইলে চলে না, সুতরাং তিনি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। প্রজারা যে অধিক আবদার করে, কোন কোন জমীদার তাহাও সহিতে পারেন না, তাহাও বিবাদের কারণ হইয়া উঠে।

প্রজায় ও জমীদারে বিবাদের এইরূপ নানা কারণ আছে। জমীদারেরা যে সমস্ত বাব লইয়া থাকেন, তাহার কতক প্রজার ইচ্ছাকৃত ও কতক অনিচ্ছাকৃত। অতএব সর জর্জ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল জমীদার ও প্রজা উভয়ের পরস্পর বিবাদের যে নিদান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা উহার প্রতীকারের যে উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দেন, তাহা ঠিক হয় নাই। সর জর্জ কাম্বেল বিশেষ আইন করিয়া উহার নিবারণের যে প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার অনুরূপ কার্য্য করিতেন, উহা জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতের আহুতিদান তুল্য হইত সন্দেহ নাই। ঐ জর্জ কাম্বেলের আধিপত্য কালে অবিমৃষ্যকারী কয়জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজিও তাহা নির্ব্বাণ হইল না, উহা একস্থলে নিবিতেছে আর এক স্থানে জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাব গ্রহীতার দণ্ডবিধানের বিশেষ আইন করিলে ঐ অগ্নি যে কোন কালে নির্ব্বাণ হইবে, সে আশা থাকিত না। সর রিচার্ড টেম্পল যে মনে করিতেছেন,

জমীদারেরা প্রজার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছেন, প্রজাদিগের ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইতেছে, অতএব সহজ উপায়েই ক্রমে জমীদার ও প্রজার বিবাদের শান্তি হইয়া আসিবে। পাঠকগণ কি মনে করেন, উল্লিখিত বিবাদ শান্তির এইটাই প্রকৃত উপায়? আমরা ত বলি, এটা প্রকৃত উপায় নয়। জমীদারদিগের ইতর ও চাসা লোকের সহিতই সম্পর্ক। সর জর্জ কাম্বেল উহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার যে উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবে, উহারা জমীদারের সহিত বিবাদে নিরস্ত হইবে, এবং সহজ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবে, পাঠকগণ কি ইহার সম্ভাবনা করেন? দাতাকর্ণের পুঁথি পড়িয়া মহাভারতের ফল পাওয়া যায় না। দুই একখানি বাঙ্গালা বহি শিখিয়া ও দুই চারিটা অঙ্ক কষিয়া কি কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা আছে? যেমন দান তেমনি দক্ষিণা। যেমন ব্যয় তেমনি ফল। মাসিক ৫০ টাকা ব্যয়ে যে জ্ঞান অর্জ্জন দুর্লভ, মাসিক দুই আনা ব্যয়ে কি সে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে?

সর রিচার্ড টেম্পল যে রূপে জমীদার ও প্রজার সহজে বিবাদ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা করিতেছেন, সেই রূপেই ও দিকে ধূমায়মান বিবাদানল প্রবল জ্বালা সহকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। বেঙ্গল টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী একজন জমীদারের প্রজারা এমনি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে যে কখন তাঁহার প্রাণ সংহার করে। তাঁহার ধন ও প্রাণ রক্ষার্থ পুলিস সৈন্য নিয়োজিত করিতে হইয়াছে। একটী বিশেষ উপায়ের অবলম্বন ব্যতিরেকে কি ইহার নিবারণ সম্ভাবনা আছে? সর জর্জ কাম্বেল রাবপ্রণীতার কঠিনদণ্ডের আইন রূপ যে বিশেষ উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমরা পুনরায় কহিতেছি, সেটা প্রকৃত উপায় নয়। তাহাতে বিবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। আমরা বহুকাল অবধি যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাই প্রকৃত উপায়। জমীদারকে প্রজারা দেয় খাজনার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই সেই উপায়। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তও সম্প্রতি এই উপায়ের অনুসরণের পরামর্শ দিয়াছেন।

এদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের রাজত্ব ভাল বাসেন কেন?

এক ব্যক্তি একদা লিখিয়াছিলেন বিদেশীয়ের রাজত্ব হইলে রাজ্যের উচ্চ পদগুলি বিদেশীয়ের হস্তগত হয়, দেশীয়ের রাজত্বে এরূপ হয় না, দেশীয়ের রাজত্বে উচ্চ পদগুলি দেশীয়েরই হস্তগত থাকে। কারণবাদী যেরূপে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে বোধ হয়, স্বদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি অনুরাগের এই একটী মাত্র কারণ। বাস্তবিক তাহা নহে। বিদেশীয়ের আধিপত্যে অরুচি জন্মিবার আরো অনেকগুলি কারণ আছে। সেগুলি ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমে উক্ত কারণবাদির বাক্যে ইংলিসমান যে ব্যঙ্গ করেন, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক হইল।

ইংলিসমান বলেন, স্বদেশীয়ের রাজত্ব হইলে দেশীয়দিগের অর্থ উপার্জ্জনের বড় সুবিধা হয়। রাজপদগুলি দেশীয়দিগেরই হস্তগত হয়। তাহারা অবাধে প্রজাপীড়ন করিয়া স্বোদর পূরণ করিতে পারে। দেশীয়ের রাজত্ব হইলেই যে প্রজাপীড়ন হইবে, ও কর্ম্মচারিরা প্রজার অর্থ লইয়া স্বোদর পূরণ করিবে, এটা সাধারণ নিয়ম নয়। ইংলিসমান সম্পাদক যদি সাধারণ নিয়ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার ভ্রম জন্মিয়াছে। রাজভৃত্যেরা প্রায়ই প্রবঞ্চক পরস্বহারক শঠ ও ক্রূর হয় বলিয়া মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগের হইতে প্রজারক্ষার বিশেষ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পরস্বহারকাঃ ক্রূরা বঞ্চকাঃ শঠাঃ [illegible]
প্রায়েণ রাজ্ঞো ভৃত্যাঃ স্যুঃ [illegible]
[illegible]

যে রাজ্য অলস আমোদার্থী ও কর্ম্মচারিদিগের একান্ত আয়ত্ত হয়, তাহার অধিকারে প্রজাপীড়ন ও প্রজার অর্থে কর্ম্মচারির স্বোদর পূরণ হয় বটে কিন্তু যে রাজা বা রাজমন্ত্রী কাজের লোক হয়, তাহার অধিকারে কর্ম্মচারিদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবার সুবিধা থাকে না। লুব্ধ কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজারক্ষা সহজ কর্ম্মও নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এত কড়াকড় করিতেছেন, তথাপি সম্যগ্রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক মনিঅর্ডার আফিসের অধ্যক্ষ এত তহবিল তছরূপ করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন। আদালতের আমলাদিগের হস্ত প্রসারণ রোগ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। তবে বিচারপতিদিগের স্বহস্তে জবানবন্দী লিখন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিবার নিয়ম হইবার পর অবধি কিঞ্চিৎ কমিয়াছে এই মাত্র। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার কালের কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যবৃত্তান্ত চিন্তা করিলে দেশীয় রাজ্যের কর্ম্মচারিদিগের কৃত অত্যাচার অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

একজন ইতিহাসলেখক বলেন, লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলেন কর্ম্মচারিরা যতদূর লুঠ করিবার করিতেছে। জেনারেল [illegible] হিসাবে, তিনি শতকরা ১২ টাকা সুদে লক্ষ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতেছেন। প্রধান সেনাপতির দুইজন প্রিয়পাত্র দুই দল সৈন্যের

বেতন লইতেছেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, বাস্তবিক সে দুই দল সৈন্য ছিল না। জজ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারেরা আপনাদিগের আত্মীয়ের নামে ব্যবসায় করিত দেশের মধ্যে তাহাদিগের প্রভুত্ব ছিল। সকলে তাহাদিগকে ভয় করিত, সকলেরই তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা ছিল, সেই হেতু বাণিজ্যে তাহাদিগের বিলক্ষণ লাভ ও বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইত। উহার মধ্যে এক ব্যক্তি স্বয়ং স্বীকার করে, স্বমুখে বলে, তাহার বেতনের কুড়িগুণ অধিক অর্থলাভ হইয়াছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস বলেন, তদানীন্তন কাশীর রাজা অতি নির্ব্বোধ ছিল। তাহার ভৃত্যেরা অতি শঠ। রেসিডেন্টের ক্ষমতার পরিসীমা ছিল না। বারাণসী জেলা সকল স্থানেই তাহার ব্যবসায় ছিল। সে নিজব্যয় বলিয়া মাসিক ১ হাজার টাকার অধিক পাইত না, কিন্তু তাহার বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইত।

কি ছোট কি বড় সকল কর্ম্মচারিরই এইরূপ অসঙ্গত অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা অতিশয় বলবতী ছিল, সকলেরই লুঠের চেষ্টা, সকলেই কিছু দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া কুবেরের তুল্য ধনী হইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিত। ভারতবর্ষের ধন এইরূপে বিদেশে নীত হয় এবং ভারতবর্ষ ক্রমে দরিদ্র হইয়া যায়। লার্ড কর্ণওয়ালিস বহুতর চেষ্টা পাইয়া কর্ম্মচারিদিগের উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি প্রবঞ্চনা ও শঠতা প্রভৃতির কিছু হ্রাস হইয়া আসিল। দেশীয় রাজাদিগের এই একটী বুদ্ধি দোষ আছে, তাঁহারা উচ্চ হারে কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিবার নিয়ম প্রায় করেন না। উহা প্রজাপীড়নাদি অনেক অনর্থের মূল হয়।

উপরে যেরূপ লিখিত হইল তাহাতে এই স্থির হইতেছে, দেশীয় রাজা অথবা তাঁহার মন্ত্রী যদি কাজের লোক হন এবং উচ্চ হারে কর্ম্মচারিদিগের বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রজাপীড়নাদি দোষ তিরোহিত হয়, তাহা হইলে আর দেশীয় রাজার রাজত্ব কোন অংশে অরুচির কারণ হয় না। এক ধর্ম্ম এক আচার এক ব্যবহার একপ্রকার মনের ভাব, সুতরাং সহজে সমসুখ-দুঃখতা হইয়া উঠে। বিদেশীয়ের রাজত্বে এ সকল ঘটনা হয় না, সুতরাং দেশীয় রাজার প্রতি দেশীয়ের যেরূপ দৃঢ়তর অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, বিদেশীয় রাজার প্রতি সেরূপ থাকে না। উচ্চ পদ লাভে বঞ্চনা ভিন্ন বিদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি অনিচ্ছা জন্মিবার আর কয়েকটী দুর্নিবার কারণ আছে। ইংলিসম্যানের পারস্যস্থ সংবাদদাতা তাহার একটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন, পারস্যদেশস্থ কোন ইংরাজ কোন অপরাধ করিলে পারস্যস্থ ইংরাজ জাতি প্রতিনিধি তাহাকে সাহেব বিচারালয়ের অধীন করিয়া দেন, পক্ষান্তরে পারস্যে যিনি রুশিয়ার প্রতিনিধি আছেন, কোন রুশিয় অপরাধ করিলে যে কোন রূপে হউক, তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া লন।

বিদেশীয়ের রাজত্বে যে কেমন একটী অপরিহার্য্য অনিষ্ট ঘটনা হয়, এতদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন পারস্যে রুশিয়ার অধিকার নাই, রুশিয়েরা তথায় পরাধীন হইয়া আছে। তথাপি তাহাদিগের এই জোর। তাহারা অপরাধ করিয়াও দোষী হন না। ন্যায়ের ও বিচারের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। রুশিয়দিগের সহিত বিবাদস্থলে পারসীকেরা অপকৃত উপক্রুত ও পীড়িত হইয়াও প্রতীকারে বঞ্চিত হইতেছে। কেবল যে অন্যায় ও অবিচার হইল এরূপ নয়, তাহারা পারস্যের সাহের প্রতিও অসন্তুষ্ট হইল, উহা প্রজাবিরাগের একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। যখন পরাধীন অবস্থাতেই রুশিয়দিগের এই বিক্রম, পারস্য যদি রুশিয়ার হস্তগত হয়, তখন পারসীকে ও রুশিয়ে বিবাদ হইলে পারসীকেরা সুবিচারে যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে কি আর সংশয় আছে ?

এটী কি বিদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি বিরাগ জন্মিবার সুসঙ্গত কারণ নয় ? ইংলিসম্যান সম্পাদক কি একারণটীকে যথার্থ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না ? ইংরাজেরা দশাধিক শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিলেন, আজিও কি এদোষের সম্পূর্ণ পরিহারে সমর্থ হইয়াছেন ? ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে বিবাদ হইলে কি সুষম বিচার হয় ? সুষম বিচারের চেষ্টা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কি বিপদাপন্ন হন না ? নীলকর সিয়াসের ও চাকর ফ্রিবেজের মকদ্দমায় তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট মুখে যেরূপ বলুন, তাঁহাদিগের নিজেরই কাজে ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের তুল্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা নাই। গবর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার করেন, রঙ্গপুরের লিবিন সাহেবের বিষয়ে কি সেইরূপ করিয়াছেন ? লিবিন সাহেব নিরপরাধ কি অপরাধ হইলেন এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা জানিতে পারিলেন না। সুরেন্দ্রের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, লিবিনের বিষয়ে তাহা যেন কে হরিয়া লইল। লিবিন সাহেবের অপরাধের স্বরূপ তাহার প্রমাণ ও অপরাধানুরূপ দণ্ড প্রভৃতি বিষয়গুলি কি বিস্তারিতরূপে গেজেটে প্রকাশ করা উচিত নয় ? তাহা না করাতে গবর্ণমেণ্টকে একাক্ষ বলিয়া কি সকলে দুর্নাম করিতেছে না ? এ দুর্নাম তাঁহাদিগের মঙ্গলের, না অমঙ্গলের কারণ হইতেছে ?

বিদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি অনিচ্ছা জন্মিবার এইরূপ আরো অনেকগুলি

কারণ আছে তাঁহার সেগুলির উল্লেখ করি যাছে উন্নতি ও চেষ্টা রহিল।

মল্হর রাওর বিচার।

বরদা ৮ ই মার্চ—বেলা ১১ টার সময়ে আদালতের কার্য্য আরম্ভ হয়। কমিসনরেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মল্হর রাওর প্রাইবেট সেক্রেটারি দামোদর পন্থ বলিলেন গত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে মহারাজ তাঁহাকে দুই তোলা বিষের নিমিত্ত বলেন। তিনি ফৌজদারি বিভাগে আজ্ঞা দিয়া উহার নিমিত্ত চিঠী দিলেন। সেই আজ্ঞা পত্রখানি উপস্থিত করা হইল, তাহার তারিখ ৬ ই অক্টোবর। উহার তাৎপর্য্য এই যোড়ার ঔষধ বিষ ২ তোলা ওজন প্রয়োজন, পাঠাইয়া দিবে। তিনি তৎকালে উহা পান নাই, পরে নরসিম্ অত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে ঔষধালয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিল। ঐ ব্যক্তি, ২ তোলা বিষ দামোদরের নিকট আনিল। দামোদর গুইকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল উহা লইয়া কি করিতে হইবে? গুইকুমার বলিলেন উহা সলিমকে দাও। দামোদর তাহাই করিল। তাহার পর গুইকুমার ১ তোলা হীরা আনিতে দামোদরকে আদেশ করিলেন এবং ঈশবন্ত রাওকে উহা দিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল। গুইকুমার চারি দিন অথবা আট দিন অন্তর হীরা আনিবার আদেশ দেন। দামোদর ঔষধের একটী ক্ষুদ্র বোতল সলিমকে দেন, গুইকুমার উহা তাহাকে দিতে কহিয়াছিলেন। গুইকুমারের মন্ত্রী নানা সাহেব খানবলকরের ভৃত্য গুজাবার নিকট হইতে ঐ বোতল প্রাপ্ত হন। গুইকুমার আর এক সময়ে দুই তোলা বিষ, ও এক তোলা হীরার নিমিত্ত দামোদরকে আদেশ করেন। দামোদর ঈশবন্ত রাওকে জিজ্ঞাসা করে, মহারাজ হীরা চূর্ণ চাহিতেছেন কেন? ঈশবন্ত রাও উত্তর করিল উহা কর্ণেল ফেয়রকে দেওয়া হইবে। মহারাজ বলিয়াছিলেন যে হীরা একজনকোর্টের প্রধান পুরোহিতের যুক্তটীর নিমিত্ত লওয়া হইতেছে। যখন রাউজীকে দেওয়া হয় তখন মহারাজ ঈশবন্ত রাও সলিম এবং মাকো দমকে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া দেন, যদি বিষয়ের অনুসন্ধান হয় কোন কথা যেন কেহ প্রকাশ না করে। যখন দামোদর প্রকাশ করিল তখন নরসু ও রাউজীকে বলিয়াছিল যে তাহা জানিত না। দামোদর কল ও বাটীর ব্যয় বলিয়া যে সকল খরচ লিখিয়া রাখিয়াছিল সেই গুলি বিস্তারিত রূপে দেখা হইল। সেগুলি বাস্তবিক রেসিডেন্টের ভৃত্যদিগকে দিবার ব্যয়।

বরদা ১০ ই মার্চ—জেরা করাতে হেম চাঁদ ফতেচাঁদ বলিলেন গুইকুমারকে হীরা বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার হিসাবের বহিতে যে লেখা আছে তাহা মিথ্যা। গজানন্দ বিটল তাহাকে বাধ্য করিয়া লিখাইয়াছেন। তিনি কখন হীরার গুড়া গুইকমারকে বিক্রয় করেন নাই। তিনি পুলিসের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছেন। পুলিস কর্ম্মচারী কিছু লিখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহাকে অবশ্য স্বাক্ষর করিতে হইবে। অন্যথা তাঁহাকে কারাগারে পাঠান হইবে। উহা পড়িয়া তাঁহাকে শুনান হয় নাই। তাঁহাকে সর লুইস পেলীর সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে তিনি স্বাক্ষর করেন কারণ তিনি ভীত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুনরায় জবানবন্দী লওয়া হয়, তিনি বলিলেন আমার হিসাবের বহির কতক পাত খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, আর কতক তাহাতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উহা করি নাই, কিম্বা করিতে দিই নাই, প্রায় দুই মাস হইল গজানন্দ বীটল ঐ বহি বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং আমাকে জোর করিয়া মিথ্যা হিসাব লিখাইয়া লয়।

নানাজী বীটলের জবানবন্দী লওয়া হইল। তিনি বলিলেন গুইকমারের জহরের ভার তাঁহার উপরে ছিল। দামোদর পন্থের আজ্ঞানুসারে তিনি গুইকমারের নিমিত্ত হেম চাঁদ ফতেচাঁদের নিকট হইতে হীরা কিনিয়াছিলেন। জমা খরচ লেখা হইয়াছিল। দামোদর পন্থ শেষে সমুদায় কাগজ পত্র নষ্ট করেন।

গুইকমারের স্বর্ণ কোষাধ্যক্ষ আত্মারাম রঘুনাথ কার্কুন বলিলেন, "দেওয়ালীর প্রায় ৮ দিন পূর্ব্বে চারি জন বণিক কতকগুলি হীরক লইয়া আইসেন। তাহাদের একজনের নাম হেমচাঁদ। তাহারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক গুলি হীরক আনিয়াছিল নানাজী বিটল তাহার একটী ফর্দ্দ করিতে বলেন। কিছু দিন পরে নানাজী সেই ফর্দ্দ ফিরাইয়া লন এবং বলেন, যে হীরকগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক সকল প্রায় স্বর্ণ ভাণ্ডারে রাখা হইত। উহাতে এই কাজ হইত, উহা তরবারের অসিকোষ এবং জামাতে বসান হইত। স্বর্ণভাণ্ডারে হীরকের ছাট বা গুড়া রাখা হইত না। দামোদর পন্থের কার্কুন বলবন্ত রাওকে চারি খানি দৈনিক হিসাব প্রদর্শন করাতে তিনি বলিলেন, এই হিসাবের যে যে স্থল পুঁছিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা কাহার আজ্ঞায় হইয়াছে তিনি জানেন না।

নারায়ণ মন্দিরের রামেশ্বর স্বামী বলিলেন তিনি গত ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ৩৬০০ টাকা পান নাই। তাহার সহকারির হস্তাক্ষরে লিখিত অন্য এক তারিখের ১১২৫ টাকার একখানি রসিদ প্রদর্শন করাতে তিনি স্বীকার করিলেন যে ঐ টাকা এবং আর ৩৭৫ টাকা অর্থাৎ সমুদায়ে ১৫০০ টাকা গুইকুমারের কার্কুনের দ্বারা বিতরণ করা হয়।

ফৌজদারি আফিসের দপ্তরিখানার দুই তোলা আর্সেনিক বিষ দিবার জন্য যে এক আজ্ঞা পত্র দেওয়া হয় সেখানি দেখাইলে তিনি বলিলেন, সে আজ্ঞানুসারে আর্সেনিক বিষ দেওয়া হয় নাই। ঐ আজ্ঞাপত্র গত দিন সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফৌজদারীতে ছিল।

গত ১৮ মাসের মধ্যে গুইকমারের আজ্ঞা ব্যতীত কোন রূপ বিষ দেওয়া হয় নাই। উপস্থিত আজ্ঞা পত্রে গুইকমারের স্বাক্ষর ছিল না।

ভাউপুনাকরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি শুকানের সর্দ্দারদিগের এজেন্টের অধানে ব্রিটিশ ওয়াডের রক্ষক। তিনি এক দিন কর্ণেল ফেয়ারের সহিত কথা বার্ত্তা কহি-

তেন। তিনি এক মঙ্গলবার তাহার নিকট বিষ খাওয়াইবার কথা শুনেন। বলবন্তরাও কার্কুন ভাস্কর অসৈনিক ও হীরার বিষয় কিছু বলেন। যে দিন বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা হয় তাহার তিন দিন পরে তিনি ঐ কার্কুনকে ফেয়ারের নিকট লইয়া যান।

জেরাতে তিনি বলিলেন, তাঁহার স্মরণ হয় যেন জেনরল মীডের কমিশনের নিকট তিনি গুইকুমারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা সকল উপস্থিত করেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি গুইকুমারের শত্রু, তিনি যে তাহাদের দলভুক্ত এ কথা স্বীকার করেন না।

নগরে যে যে ঘটনা হইত, পুনাকর তাহা কর্ণেল ফেয়ারকে বলিত।

পুনাকর শপথ করিয়া বলে, কর্ণেল ফেয়ারকে স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করা হয় সে বিষয় সে ফেয়ারকে জানায় নাই। ভাউ সিন্ধিয়ার পদচ্যুতির পর অবধি গুইকুমারের তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল সে কেবল সরকারী কার্য্য উপলক্ষে রাজবাটীতে গমন করিত মাত্র।

[illegible]টি সাহেবের জবানবন্দী লওয়া হয়, তিনি মহারাষ্ট্রীয় এবং ইংরাজী জবানবন্দী সকল প্রমাণ করেন। ইনবেরারিটি সাহেব তাহা লিখিয়া লন। ব্যালেন্টাইন আপত্তি করেন। চিফ জষ্টিস বলেন, যখন টি সাহেবের অনুসন্ধান করিবার অধিকার আছে তখন ঐ সকল জবানবন্দী অগ্রাহ্য নয়। ব্যালান্টাইন ঐ কথা স্বীকার করেন বহু বিস্তৃত বলিয়া উহা পাঠ বন্ধ হয়। কর্ণেল ফেয়ার ১৮৭২ অব্দের মে মাসের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার এক প্রতিলিপি উপস্থিত করিয়া চিফ জষ্টিসকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ দলিল উপস্থিত করিতে তিনি বাধ্য কি না? চিফ জষ্টিস এ বিষয়ে [illegible] কোন বিধিও দিলেন না নিষেধও করিলেন না। [illegible] উহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলেন। ব্যালেন্টাইন একটী সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রস্তুত করেন [illegible] পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন তাহা ঠিক হইয়াছে কি না। উহাতে [illegible] বিশেষ দরবার। বম্বয় ছুটিয় দেও- য়া হইয়াছে ফেয়ার তাহার উল্লেখ করেন। এডবোকেট জেনরল কর্ণেল ফেয়ারের ভার- তবর্ষে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার যাবতীয় আত্মদোষ ক্ষালন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পালনপুরে ফেয়ারের বেতন যেরূপ ছিল, সিন্ধুতেও সেইরূপ ছিল, বরদাতে তদপেক্ষা অধিক হয়। এডবোকেট জেনরল বলেন, ১৮৭২ অব্দের গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞায় তাঁহাকে সিন্ধুতে পুনরায় কার্য্য করিতে নিবারণ করা হয় নাই। ব্যালান্টাইন ফেয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, জেনরল মীডের কমিশনের সময় নক্দীন বোড়া গুইকুমারের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে কি না? তিনি ইহা স্বীকার করেন। বিষ খাওয়াইবার বিষয়ে নূরুদ্দীনের সাক্ষ্য লওয়া হয়। গোয়েন্দা আবতুল আলী তাহার বরদায় আগমনের তারিখ প্রমাণ করে।

হেমচাঁদের খাতা সকলের কাট কুটের বিষয় বৈকালে গজানন্দ বিটলকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি খাতার কাট কুট দেখাইয়া বলেন, খাতা সকল তাহার হস্তে আসিবার পূর্ব্বে ঐ সকল করা হয়। চিফ জষ্টিস হিতাবী এবং ব্যালান্টাইনের বহু তর্ক বিতর্ক হয়।

গবর্ণমেণ্টের যে আজ্ঞাদ্বারা কর্ণেল ফেয়ার সিন্ধু হইতে পদচ্যুত হন, সার্জ্জেণ্ট ব্যালান্টাইন পুনরায় ফেয়ারের তদ্বিষয়ে জবানবন্দী লন। ফেয়ার মূল আজ্ঞাপত্র দেখাইতে অস্বীকার করেন, কিন্তু ব্যালান্টাইন তাহার যে এক প্রতিলিপি বাহির করেন, ফেয়ার তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করেন। ফেয়ার বলিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টে কৈফিয়ত দিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দোষ হইতে মুক্ত করেন।

বরদা ১২ ই মার্চ্চ। আমেদাবাদ কালেক্টরের আফিসের একাউণ্টাণ্ট হর জীবন দাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁহাকে হেমচাঁদের খাতা দেখানতে তিনি বলিলেন, খাতার একটী পাতা নাই, ১৩ টী পাতা তুলিয়া লইয়া ১২ টী আবার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ ই নবেম্বর হীরার বিষয় লেখা হয় এবং তাহা নূতন পাতাতে লেখা হইয়াছে।

ইহার পর পুলিষ কমিশনর সাউটার সাহেবের সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি ৯ ই ডিসেম্বর ৩ জন প্রধান দেশীয় গোয়েন্দাকে লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি যে যে তারিখে আয়া রাউজী-নসরু দামোদরের দ্বিতীয় বারের এবং হেমচাঁদের জবানবন্দী লন তাহার বর্ণন করেন। নসরু যেরূপ স্বীকার করেন তাহা বলেন। সার লুইস পেলি তাহাকে ক্ষমা করিবার কথা বলেন নাই। ২৩ এ ডিসেম্বর মুখে এবং ২৬ এ লিখিয়া জবানবন্দী লওয়া হয়। মধ্যবর্ত্তী ঐ দুই দিবস সে মিলিটারি গার্ডের অধীন ছিল। তিনি স্বীকার করিলেন, তাহার নিকট পুলিষের লোক যাইতে পারিত কিন্তু বাহিরের লোক যাইতে পারিত না। রাউজীর নিকট হইতে যে প্যাকেট পাওয়া যায় তাহা দেখিবার জন্য সাউটার সাহেবকে আহ্বান করা হয়। তিনি সেই গুড়া নিজে সিল করিয়া বোম্বাইয়ে লইয়া যান কার্কুন হিসাবের উপর কালি ফেলা দেখেন। কার্কুন বলবন্ত রাওয়ের জবানবন্দী গত কল্য হইয়া গিয়াছে। তিনি অদ্য উপস্থিত ছিলেন। হেমচাঁদ যেরূপ সাক্ষ্য দেন তিনি তাহার বর্ণন করেন এবং বলেন, তাহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে মঙ্গলবারের সাক্ষ্য মিথ্যা।

ইহার পর সার লুইস পেলির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি ৪ ঠা ডিসেম্বর বরদায় উপনীত হন। তিনি গিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে সাউটার সাহেবকে তলব করেন।

এডবোকেট জেনরল নসরুর আত্মীয়দের এক দরখাস্তের বিষয় পেলিকে জিজ্ঞাসা করেন। ব্যালান্টাইন প্রতিবাদ করেন। চিফ জষ্টিস এ বিষয় পেলিকে না হইয়া নসরুকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন।

ব্যালেন্টাইনের জেরার সময় বলিলেন, গবর্ণর জেনরল যে সকল আজ্ঞা দেন গুইকুমার বিনা আপত্তিতে এবং যথানিয়মে তাহা গ্রহণ করেন, কি না? এই কথা বলাতে সার লুইস পেলি বলিলেন, গুইকুমার বরদার শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনার্থ সাধ্যানুসারে তাঁহার সহায়তা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার প্রতি বিষ খাওয়াইবার সন্দেহ হওয়াতে তাহার অনুসন্ধানার্থ সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন স্বীকার করেন।

গুইকুমারের দেওয়ান নাজির ও দীর্ঘবর্ত্ত রাওকে পেলির হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখেন তাহা পাঠ করা হয়।

গুইকুমার যেরূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাহার নির্ব্বোধিতার ও তাঁহার শত্রু পক্ষের যে সকল কথা বলেন, পেলি তাহার বর্ণন করেন। তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে কিন্তু বাজেআপ্ত করা হয় নাই। পরে নসরু ও রাউজীর জবানবন্দী সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর কোর্ট বন্ধ হয়। কোবল বলিলেন এই পর্য্যন্ত বাদীর পক্ষের সাক্ষ্যের শেষ হইল, কল্য গুইকুমারের পক্ষে ব্যালান্টাইনের বক্তৃতা আরম্ভ হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

২৫ এ ফাল্গুন সোমবার।

ঢাকা প্রকাশ বলেন "ত্রিপুরার নবদ্বীপ চন্দ্র ঠাকুর ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র বলিয়া রাজ্য পাইবার যে প্রার্থনা করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেটে দৃষ্ট হইল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এই মত হইয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত লেটিন ও গ্রীক তিনই তুল্য রূপে বিবেচিত হইবে। এই নিয়মানুসারে বাবু প্যারীচরণ সরকারের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া বালিয়া কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমুলার সাহেব তাঁহার সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকার আইন শ্রেণী উঠিয়া গেল বলিয়া পূর্ব্বে একটী জনরব হয়, কিন্তু হিন্দু হিতৈষিণীতে লিখিত দৃষ্ট হইল ঢাকার জন সাধারণ সভা বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করাতে তিনি তদুত্তরে লিখিয়াছেন, ঢাকার আইন শ্রেণী উঠিয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট এমন বলিতেছেন না।

সহচর বলেন "কাশীর একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন. কিন্তু তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের নিন্দা সূচক বোধ করাতে তাঁহাকে ঐ পদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কোন কথা লিখিলেই উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা নিন্দা বলিয়া বোধ করেন। এস্থলে নিন্দা শব্দের সেই অর্থ বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অন্যায় বা ন্যায় কাজ করুন সকল কর্ম্মচারীকেই তাহার সমর্থন করিতে হইবে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নীতি এই অতএব উক্ত দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকের যে উল্লিখিত রূপ দণ্ড হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নয়।

দার্জিলিং নিউস বলেন আর একটী নূতন চা কোম্পানি হইয়াছে। ইহাদিগের মূলধন ১৫০০০০ টাকা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ক্রমে আবাবোলের বানর হইয়া উঠিলেন, যত আপদ বিপদ তাঁহাদিগের উপর দিয়া যাইতেছে। সে দিন একজন আফিসর বন্দুক না মিলাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দিয়া মোট বওয়াইলেন। আবার হিন্দু পেট্রিয়টে দেখা গেল বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক সেলাম না করাতে গৌহাটির একজন আফিসর তাঁহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছেন। এ গুলি ত গোন শিক্ষকদিগের উপরি লাভ, তদ্ভিন্ন ডেপুটি ইনস্পেক্টর ও সেক্রেটারি প্রভৃতির তর্জ্জন গর্জ্জন আছে।

উক্ত পত্র একটী অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন কর্ণেল কিটীং তাঁহার জামাতাকে কর্ণেল ট্রেবরের পদে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জামাতা নূতন লোক। ঐ পদটী বাবু ভোলানাথ দাসেরই প্রাপ্য। ভোলানাথ বাবু পূর্ত্ত বিভাগে বহু কাল আছেন। এরূপ শত শত অন্যায় আছে, গবর্ণমেণ্টের যখন এ অন্যায়ের নিবারণে যত্ন নাই তখন আমাদিগের আক্ষেপ করা বৃথা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যাইতেছে যে মৃজাপুরে কোয়াসায় এবং মোরাদাবাদ ও বেরিলিতে শিলা বৃষ্টি দ্বারা শস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭৪ অব্দের এপ্রেল হইতে জানুয়ারি পর্য্যন্ত লবণের শুল্কে গবর্ণমেণ্টের ৪৯৬১১৯৬৯০ টাকা আয় হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ৪৮৮৬১৫১০ টাকা আয় হইয়াছিল।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণর জেনারেল ১৭ ই মার্চ দিল্লীতে দরবার করিবেন।

২৬ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

পেসোয়ার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন পেসোয়ার ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ দূরে ময়দানের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের লোকেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া একটী বাটী বাহির করিতেছে। সংবাদ দাতা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন ১২ হাত মৃত্তিকার নিচে একটী দ্বার বাহির হইয়াছে। ঐ দ্বার ৫ ফুট উর্দ্ধ ও ২॥ ফুট প্রশস্ত।

বাবু শিবকৃষ্ণ মণ্ডল যে কাশীখণ্ড প্রচার করিতেছেন, উহার তৃতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১৩ ই মার্চ শনিবার কালেজের নিকট সেনেট হাউস গৃহে সভা হইয়া উপাধি দান করা হইবে।

রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ বলেন "এবার রঙ্গপুর অঞ্চলের মাইনর স্কলারশিপ ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমসে সিঙ্গাপুরস্থ সংবাদ দাতা ১৭ ই ফেব্রুয়ারি লিখিয়াছেন, তত্রত্য জেলের প্রায় এক শত কয়েদি জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডি, এচ, ডেণ্টের প্রাণ বধ করে এবং জেল হইতে পলাইয়ার চেষ্টা পায়। জেলের ইউরোপীয় কয়েদিরা উহাদিগকে গুলি করে। তাহাতে ১৭ জন কয়েদি হত ও ৭ জন আহত হয়। ঐ গোলমালের সময়ে ২০ জন পলায়ন করে। তাহার মধ্যে ১৩ জন ধরা পড়িয়াছে। এরূপ ঘটনার একটী বিশেষ কারণ আছে বোধ হয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

১৮৭১ অব্দের জানুয়ারি মাসের শেষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ট্রেজরিতে ১৪৮৯০৪৮৪৭ টাকা জমা ছিল। ১৮৭২ অব্দের ঐ সময়ে ১৫৫৯০৯৮৭৩ টাকা এবং ১৮৭৩ অব্দের ঐ সময়ে ১৮৩১৪৬৬৩ টাকা জমা থাকে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, ডেপুটী কমিশনরের নিকট একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি নেপাল হইতে একটী যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী পলাইয়া আসিয়া পঙ্খা বাড়ীতে থাকে। নেপালের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাকে ফিরাইয়া নেপালে পাঠাইতে বলেন, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান রক্ষকেরা বলেন, স্ত্রীলোকটী পলায়িত দাসী, সে পবিত্র ব্রিটিশ সীমা স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং সে স্বাধীন, আর তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। ইহা লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। স্ত্রীলোকটী যুবতী ও সুন্দরী না হইয়া যদি প্রাচীনা ও কুরূপা হইত, উভয় পক্ষে কোন গোলযোগই হইত না।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২৬ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৭ জনের বসন্তে ৩৩ জনের উদরাময়ে ২০ জনের ওলাউঠায় এবং জ্বরে ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৬০৬২০০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৮১২৩৭০ টাকা আয় হইয়াছিল, এবার ২০৬১৬০ টাকা কম আয় হইয়াছে উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৪৬২৫০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময়ে ৫০৪৪০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ৭১৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

অনরেবল ইংলিস সাহেব ১৫ ই এপ্রেল সার জর্জ্জ কুপারের হস্ত হইতে অযোধ্যার চিফ কমিশনরের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতা সিমুলিয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের বিষয়ে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন প্রায় "দেড় বৎসর হইল এক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমাজ নব কলেবর ধারণ করিয়া এত অধিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন যে, অল্প কালের মধ্যে উহার ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে এবং সুযোগ্য সুনিপুণ পণ্ডিত সকল নিযুক্ত করাতে তাঁহাদিগের যত্ন ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া এ বৎসর ৫ টী ছাত্রকে অবৈতনিক ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষাতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১ টী ১ ম ডিভিজনে ও ৩ টী ২ য় ডিভিজনে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে।"

২৭ এ ফাল্গুন বুধবার।

কাবুলের সংবাদ গুলিতে যে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে বলিতে পারা যায় না। লাহোর পত্রিকায় একজন পত্র প্রেরক বলেন সর্দ্দার আয়ুব খাঁ, হিরাট হইতে পলায়ন করেন নাই এবং হিরাট আমীরের হস্তগত হয় নাই। ওদিকে অনেক সংবাদ পত্রে লিখিত হইতেছে হিরাট বিনা যুদ্ধে আমিরের হস্তগত হইয়াছে।"

ইংলিসম্যান বলেন তিনি জনরবে শুনিয়াছেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ গবর্ণর জেনরলের সহিত সম্প্রতি যে সাক্ষাৎ করেন তাহার এই ফল হইয়াছে, ত্রিবাঙ্কুরে যে সকল ইউরোপীয় আছে, তাহাদিগের ১০০০ টাকা জরিমানা ও তিন বৎসর কারাবাসের যোগ্য অপরাধ হইলে ত্রিবাঙ্কুরেই তাহার বিচার হইবে। তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হইলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। দেশীয় রাজার নিকটে ইউরোপীয়ের বিচার। এ কিরূপ হইল!

পঞ্জাবের একব্যক্তি ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নে এই ভাবে লিখিয়াছেন, দেশীয় সমাচার পত্রে দেশের লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয় না, উহাতে কেবল ইংরাজীতে শিক্ষিত বাবু ও মুন্সিদিগের মনের ভাব প্রকাশ হয়। পঞ্জাবি লেখক ইংরাজীতে শিক্ষিত ব্যক্তি দিগের দুর্নামও করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রে শিক্ষিত বাবু ও মুন্সিদিগের অভিপ্রায় যেন প্রকাশ হইল, দেশের লোকের অভিপ্রায় কি পঞ্জাবির সেটী ব্যক্ত করিয়া বলা উচিত ছিল। তাহা হইলেই দেশীয় সংবাদ পত্রে দেশীয় লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয় কি না তাহা প্রকাশ হইত।

পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রজাদিগের যে বিদ্রোহ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে আজিও তাহা নির্ব্বাণ হইল না। বেঙ্গল টাইমসে লিখিত হইয়াছে নাগিক পর্ব্বতের নিকটস্থ প্রজারা এমনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে যে জমিদার বাবু জগদীশ নাথ রায়ের প্রাণ ও গৃহ রক্ষার্থ বিশেষ পুলিস সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। জমিদার ও প্রজার বিবাদটী দুষিত ক্ষত স্বরূপ হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা এক কালে উহার প্রতিকারের চেষ্টা না পাইয়া আশু যুক্তিযোগ করিয়া ক্ষতের কেবল মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতেছেন। ক্ষতটী কেবল প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

দ্রৌপদী এক বিবাহে পাঁচটী স্বামী পাইয়াছিলেন। মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, তিনি শুনিয়াছেন একটী স্ত্রীলোক ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ২১ টী বিবাহে ২১ টী স্বামী পাইয়াছেন। স্ত্রীলোকটী কি জ্যোতির্বিদ্যা জানিতেন অল্পায়ু দেখিয়া বিবাহ করিতেন, অথবা তাঁহার নিজের কিছু গুণ ছিল।

ইংলিস ম্যান বলেন অনরেবল থি, এচ, ইলিস সাহেবের কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া আজি তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন।

ফিরোজপুর হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন গত রবিবারে তথায় অত্যন্ত শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শস্যের বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে।

২৮ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

আগামী ১৫ ই মার্চ্চ সোমবার গবর্ণর জেনরল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন। প্রথমে দিল্লীতে গিয়া ২৯ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পাতিয়ালায় গমন করিবেন, পরে ২ রা এপ্রেল পর্য্যন্ত সিমলায় উপনীত হইবেন।

সার রিচার্ড গার্থ (যিনি হাইকোর্টের চিফজষ্টিস হইয়াছেন) আগামী জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় উপনীত হবেন না।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার বালীগঞ্জে অবস্থিতি কালে তাঁহার যে সকল মণি মুক্তাদি চুরি যায়, যে কয়েক জন গয়েন্দা উহা বাহির করিয়া দেয়, উহাদিগকে ৪ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, অবারোহ্য আক্রম্য বৃত্তান্ত গবর্ণর জেনরলের কলিকাতা

হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার কথা হইয়াছে। এবার এ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে না।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শোণ খাল্ খুলিবার জন্য মার্চের শেষে সাহাবাদে যাইতেছেন, পরে কুচবিহারে গমন করিবেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত হইয়াছে হাবড়ার পঞ্চানন তলায় একটী দেশীয় স্ত্রী লোক সে দিন দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। তিন দিনের মধ্যে প্রসূতির মৃত্যু হইয়াছে।

নাগা পর্ব্বত যাহারা জরিপ করিতে যায় নাগারা লেপ্টেনণ্ট হোলকম্ব ভিন্ন তাহাদের আর ৮০ জনকে হত্যা করে। শ্রীহট্ট হইতে এক জন হেড কনষ্টেবল ও ৭ জন কনষ্টেবল পাঠান হয়, উহাদিগকেও হত্যা করিয়াছে।

আগামী সোমবার উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ে লাহোর হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

ডেরাস্মাইল খাঁ এবং পেশোয়ারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা হত্যা বৃত্তান্ত দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সর্ব্বত্রই বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় একরূপই হয়। কিন্তু আলাহাবাদ মজঃফর নগর এবং বুদায়ুনের কতকগুলি পল্লীর বালক সংখ্যা ৮৪৭৫৬ কিন্তু কন্যা সংখ্যা ৩৭৮৩২। যদি বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় সমান হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম হয়, তাহা হইলে এস্থলে ৪০ হাজারেরও অধিক বালিকা হত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

সে দিন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যানে লিখিত হয় কতকগুলি পঞ্জাবী আগ্রা বিভাগ দিয়া যাইতেছে। ইহারা লোকদিগকে মূল্য না লইয়া বস্ত্র দিয়া যাইতেছে, এই কথা থাকিতেছে মাত্র প্রত্যাগমনকালে উহারা মূল্য দিবে। উহারা তিন মাসের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিবে। সম্প্রতি একজন উক্তপত্রে লিখিয়াছেন ফরিদপুরে ঐরূপ ঘটনা হইতেছে। উহাদিগকে কাবুলী বলিয়া বোধ হয়। কি দরিদ্র কি অর্থবান যে কেহ প্রার্থনা করিতেছে তাহাকেই কাপড় দিতেছে। ইহারা এইরূপে বিস্তর বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য কি কিছুই বুঝা যাইতেছে না। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র টাকা দিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের নিকট হইতে কিরূপে টাকা আদায় করিবে, একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে "আল্লা দেগা।"

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

চাপমান সাহেব বোম্বাইর গবর্ণরের কাউন্সিলের সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বরদা কমিশনের বিভাগী ফ্লিন সাহেবের জ্বর হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা উক্ত কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সিন্ধিয়া জয়পুর প্রভৃতির বিচারপতিগণের পীড়ানিবন্ধন মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিতি ও বিভাগীর পদত্যাগ বরদা কমিশনের এ সকল দুর্ঘটনা আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম।

গত ২৪ এ ফেব্রুয়ারি শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার অগ্রজ আর ৩১ টী সন্তান আছেন। শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় রাবণ ছিলেন।

৬ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সে সপ্তাহে বঙ্গদেশের কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু নীল ও অন্যান্য শস্যের জন্য বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিচিনপলীতে একটী নূতনবিধ চুরি হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর যত বহি লেজার ক্যাশ বহি মিনিট বহি প্রভৃতি চুরি গিয়াছে। এ ব্যক্তি যে সে চোর নহে, এ শিক্ষিত চোরের কাজ।

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটীর অধীনস্থ বিভাগের ২৫ টী রাস্তার সংস্কার ও উন্নতি বিধানার্থে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উক্ত কমিটীকে ২৫ হাজার টাকা কর্জ্জ দিবার অনুমতি দিয়াছেন।

নিয়মিত এবং নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস ও অহিফেন বিভাগের আফিসরদিগের ষাণ্মাসিক বিভাগীয় পরীক্ষা আগামী ২৬ এ এপ্রেল গৃহীত হইবে।

মিউনিসিপাল ট্যাক্সের জন্য কলিকাতার বাটী সকলের নূতন কর নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অবস্থাদি বিবেচনা না করিয়া এবং কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন না করিয়াই কর নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। জষ্টিসদিগের আফিস আপীলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। যে কার্য্যে সাধারণ অসন্তোষ উপস্থিত হয় সেটী অত্যাচার সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার নিবারণ কর্ত্তব্য!

২৬ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

সকলেরই গুরুমহাশয় আছে। যদি কাহার জুয়াচুরী শিখিবার গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন থাকে একটী নূতন ইউরোপীয় গুরুমহাশয় আসিয়াছে, তাহার কাছে যাউন। সে ইউরোপীয়টী যে কেমন পাকা লোক অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে তাহার বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দেখুন।

"এই ধূর্ত্ত ব্যক্তি বিগত ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার রেলওয়ে হোটেলে টেলিগ্রাফ করে যে সে ও তাহার মেম মেল ট্রেণে হাওড়ায় উপস্থিত হবে, অতএব তাহাদের নিমিত্ত একটী ঘর খালি থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী স্ত্রী সঙ্গে করিয়া হোটেলে উপস্থিত হয়। সেখানে দিন দুই অবস্থিত করিয়া হোটেলের প্রধান কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে যে ভাল গাড়ি ঘোড়া কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়। কর্ম্মচারী কহিল ব্রাউন সাহেবের আড়গড়ায় পাওয়া যায়। তাহার পর দিন সে ব্রাউন সাহেবকে লিখিল যে প্রতিদিন তাহার নিমিত্ত একটী জুড়ি ও ভাল গাড়ি যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গাড়ি উপস্থিত হইলে প্রথম দিন হোটেলের প্রধান সাহেবের মেমকে সঙ্গে করিয়া সে ও তাহার মেম শকটে আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে মেঃ জিভিব কোং দোকানে

[illegible] উপস্থিত হয়, এবং সেখান হইতে এক হাজার টাকার দ্রব্য ক্রয় করে। পরে নিউম্যান সাহেবের দোকানে উপস্থিত হইয়া ১২০ টাকা দিয়া একটী যন্ত্রের বাক্স এবং তাহার পর আর এক স্থান হইতে স্ত্রীর নিমিত্ত বস্ত্র ও অন্য স্থান হইতে কতকগুলি বস্ত্র ক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন জেসোফ এণ্ড কোং নিকট হইতে ১৫০০ টাকার দ্রব্য ক্রয় করে। প্রত্যেক দোকানদারকে দ্রব্যের মূল্যের নিমিত্ত লালা নন্দ কিশোর নামক একজন দিল্লির বাঙ্কারের উপর চেক দেয়। সে হোটেলের সাহেব কেও এইরূপ চেক দেয় কিন্তু তিনি তাহা লন না। সে যে সমুদয় দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল তাহার অধিকাংশ [illegible] এক দোকানে বন্ধক দিয়া টাকা লয়। দোকানদারেরা চেক ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখেন দিল্লিতে নন্দকিশোর নামে কেহ নাই। এ ব্যক্তি যখন হোটেলে ছিল তখন বলে যে তাহার নাম ডগুস। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে গোয়ালন্দে আর একটী জুয়াচুরি হইয়া যায়। গোয়ালন্দে একজন সাহেব উপস্থিত হয় ও আপনাকে মেজর অকলাণ্ড বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহার সঙ্গে একজন চা-কর সাহেবের দেখা হয়। চা কর সাহেব আসাম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মেজর সাহেব চা-করকে বলিলেন যে তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছেন যে তাহার হাতে টাকার অনটন অতএব চা-কর যদি অনুগ্রহ করিয়া ১০০ টাকা দ্বারা সাহায্য করেন, তিনি ঐ টাকার নিমিত্ত তাঁহাকে ব্যাঙ্কের এক খানি চেক দিতেছেন। তিনি একজন মেজর, বিশেষতঃ চা-কর গোয়ালন্দে আসিয়া তাঁহার ভারি প্রশংসা শুনেন সুতরাং ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহাকে ১০০ টাকা দিলেন। সে তাহাকে ঐ [illegible] নিমিত্ত বেঙ্গল ব্যাঙ্কে এক খানি ১০০ টাকার চেক দিল। যখন পুলিসের [illegible] লিখিত জুয়াচোর ডগুস সাহেবের অনুসন্ধান করিতেছে এমন সময় ঐ চা-কর আসিয়া বলেন যে মেজর অকলাণ্ড নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ১০০ টাকার চেক বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর দেয় কিন্তু উহা জাল চেক। পুলিস তদারক করিয়া দেখেন যে মেজর অকলাণ্ড আর ডগুস সাহেব একই জন। গোয়ালন্দ হইতে সে শ্রীরামপুরে গমন করে এবং সেখানে গিয়া আপনাকে কর্ণেল এবারক্রম্বি বলিয়া পরিচয় দেয়। তথা হইতে আলাহাবাদে গমন করে। আলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর যায়। সেখানে গিয়া আপনাকে লেপ্টেনেন্ট ডনবার বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেখানে একজন পার্সি দোকানদারের নিকট হইতে জুয়াচুরি করিয়া ৩৭০ টাকার মদ লয়। সেখানে আর এক জনের নিকট এই রূপ চেক দিয়া ৮০০ টাকার এক খানি গাড়ি ক্রয় করে এবং কিছু দিন পরে উহা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করে। জব্বলপুর হইতে এ ব্যক্তি ভূপালে প্রস্থান করে এবং সেখানে গিয়া আপনাকে স্কুল ইনেস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকগুলি স্কুল পরিদর্শন করে। ইতি পূর্ব্বে পুলিস তাহার পশ্চাৎ ধায় এবং ভূপালে গিয়া তাহাকে ধৃত করে। এই ব্যক্তির বিচার হইতেছে।

২৯ এ ফাল্গুন শনিবার।

অনেকে ভাবিয়াছিলেন গঙ্গার উপর সেতু হইলে কত সুবিধাই হইবে, কিন্তু ক্রমে তাহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইতেছে। সেতু খোলা অবধি নানা লোকের নানা রূপ অভিযোগ প্রায়ই শুনা যাইতেছে। আপাততঃ মাসুল লইয়া নানা অত্যাচার ঘটিতেছে। সে দিন একজন গাড়িওয়ালার নিকট একবার ভাড়া লইয়া আসিবার সময় পুনরায় তাহাকে ধরিয়া পীড়া পীড়ি করা হয়, মাসুল না দেওয়াতে তাহাকে পুলিসে দিয়া দণ্ড করান হয়। এক দিন শুনা গেল একজনের চারি আনা মাসুল দেয় হয়, তিনি একটী টাকা দিয়া বার আনা ফিরাইয়া চান, তাহাকে বলা হয় এরূপ ফিরাইয়া দিবার নিয়ম নাই, তিনি একটী সিকি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই কেন? এইরূপ প্রতিদিনই প্রায় এক একটী অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন রেলে যে সকল মাল বায় তাহার প্রতি একশত মণে এক টাকা কিন্তু হাবড়ার লোকের ব্যবহারের জন্য যাহা যায় তাহার প্রতি একশত মণে দুই টাকা সাত আনা মাশুল লওয়া হয় এইতর বিশেষ বা কেন? ইংলিসম্যানের একজন পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতার সেরিফ এক সভা করিয়া যাহাতে এই সকল অত্যাচারের নিবারণ হয় এবং সুশৃঙ্খলা সহকারে কার্য্য হয় তাহার উপায় বিধান করেন। আমরাও এ প্রস্তাবের অনুমোদন করি।

গত ৮ ই মার্চ্চ কারাগোলা ও দারজিলিঙ এই উভয় স্থানের মধ্যে ডাকলুঠ হইয়াছে। ডাক লুঠের সংবাদ পাওয়া যায় না, এমন দিন প্রায় নাই। ইহার কি নিবারণের উপায় নাই?

রুশীয়া ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহারা এট্রেকে একটী নূতন দুর্গনির্ম্মাণের উদ্যোগে আছেন। ইহাতে হাজার পদাতিক, একশত অশ্বারোহী ও কতকগুলি কামান থাকিবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা তুর্কিস্থানের একজনের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন, এক রাত্রিতে প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি বজ্রাঘাতে হত হইয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন, কান্দাহারের গবর্ণর সফদার আলী খাঁ বড় পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি লোকের নিকট কর্জ্জ করিয়া এবং বণিকদিগের নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া টাকা দেন না। কান্দাহারের সৈন্যগণও নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে অনেকে কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছেন।

হেনরি এস্ কোন্স কোম্পানি আমাদিগকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারিলাম উক্ত কোম্পানি কায়রো নামক একজন প্রসিদ্ধ শিল্প নিপুণ ব্যক্তিকে বরদায় পাঠাইয়াছেন। তিনি মলহর রাওয়ের কমিশনরদিগের ও বারিষ্টর ও সাক্ষীদিগের ও অন্য অন্য প্রধান ব্যক্তির ও রাজ বাটী প্রভৃতির ছবি লইয়া আসিবেন। প্রত্যেক ছবিতে এক একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে। যাঁহারা যাঁহার

করিবেন তাঁহারা ১।০ টাকার আর যাঁহারা খাজনা না করিবেন, তাঁহারা ২ টাকার পাইবেন।

সমাজ দর্পণ বলেন "ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাতিশয় অনুগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর পেন্সনের নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছেন যে ইহাঁকে ২৫০০ টাকা অতিরিক্ত পেন্সন দেওয়া হয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে এটকিন্সন সাহেব বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত পেন্সন পাইতে পারেন না। লেপ্টেনণ্ট বাহাদুর বলেন যে ইহাঁকে সাড়ে সাত হাজার টাকা বাৎসরিক দিতে হইবে।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই মার্চ্চ। গবর্ণমেণ্ট কাথলিক পাদরি দিগকে যে বৃত্তিদান করেন ক্রুশিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য করেন তাহাতে সেই বৃত্তি গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং যে সকল পাদরি গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

জর্ম্মণি হইতে অশ্ব রপ্তানি নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে সর রিচার্ড গার্থকে নিয়োজিত করা হয়, উহা গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে।

পারিস ৬ ই মার্চ্চ। এম বফেট মন্ত্রিসভা করিবার চেষ্টায় অনেক কষ্টভোগ করিয়াছেন।

এম বডেড প্রচার করিয়া দিয়াছেন আয় ব্যয় বৃত্তান্ত মধ্যে একশত মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক অকুলান আছে।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটেন হইতে ১৭৫০০০০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে এবং ২৫৮৭০০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

স্পেন এই কথা বলেন আলফন্সের রাজ্যাভিষেকের বিজ্ঞাপন ব্রাউমেনিয়ার যে প্রচার করা হয় সেটী অনাবধানতায় হইয়াছিল। টর্কি এই কথা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে গ্যাথরণ হার্ডি সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়া তদন্ত দোষের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন তাঁহার অভিপ্রায় এই কাউয়েল সাহেব সৈন্য সংস্কারের যে প্রস্তাব করেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

অনুসন্ধানার্থ কমিটী নিয়োজিত করা হইয়াছে। সৈন্য মধ্যে যে সকল দোষ আছে যদি আবশ্যক হয় তিনি তাহার সংশোধনার্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৫ ই মার্চ্চ। বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিলব সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু পরাণচন্দ্র নিয়োগীর মৃত্যু হওয়াতে সারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বাবু লক্ষ্মীকান্ত রায় পেন্সন লওয়াতে পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জর্জ্জ ব্যাপটিষ্ট সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মৌলবী জয়েন উদ্দিন হোসেন যে দিবস পেন্সন লইবেন সেই দিবস অবধি ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাকান্ত দাস তৎপদে নিয়োজিত হইবেন।

বাবু দ্বারকানাথ দেব যে দিন পেন্সন লইবেন সেই দিন অবধি মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহানন্দ গুপ্ত বি, এ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ডবলিউ এস, আর ডেভিস যে দিন পেন্সন লইবেন সেই দিন অবধি ফরিদপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র সেন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানের ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কার্য্য করিবেন।

বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাবাদে।

টি জে, মেণ্ডিস নদীয়ায়।

বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, দিনাজপুরে।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এডোয়ার্ড ম্যাক্সওয়েল রেলি, ময়মনসিংহে বদলী হইয়াছেন।

৮ ই মার্চ্চ। ১৮৭৫ অব্দের ১৭ ই মার্চ্চ সি, ই, লান্স পেন্সন লইয়া সিবিল সর্ব্বিস পরিত্যাগ করাতে নিম্ন লিখিত নিয়োগ গুলি হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সেসন জজ বস সুইন্‌ মেঙ্গলস প্রথম শ্রেণীর সেসন জজ হইলেন।

জন পিটার গ্রাণ্ট সি, এস, দ্বিতীয় শ্রেণীর সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর জায়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেমস্ ক্রবসাঙ্ক গোর্ডিস, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ এবং নদীয়া ও যশোহরের প্রধান ছোট আদালতের জজ হইলেন।

এ, জে ইলিয়ট যে দিবস কার্য্য ভার অর্পণ করিবেন, সেই দিন অবধি গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, আর্চ ডেল ভিলিয়া পামর যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত সাহাবাদের সেসন জজ হইবেন।

এ, ডি, পামর যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন কিম্বা অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রেডারিক মিটন হেলিডে গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

—০০—

সংবাদদাতার পত্র।

বীরভূম।

পশ্চিম বিভাগের মাইনার স্কলারশিপ পরীক্ষা গত নবেম্বর মাসে গৃহীত হয়। পরীক্ষার ফল যথা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এত দিনের পর প্রশংসাপত্র বাহির হইল। দেখিলাম তাবৎ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের প্রতি এ সম্বন্ধে দয়া প্রদর্শন করা হয় নাই। যাহারা বৃত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহারাই এ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে। এ হতভাগ্যদিগকে (যাহারা বৃত্তি পায় নাই) যে ইনস্পেক্টর মহোদয়ের কখন স্মরণ হইবে, তাহা ত আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর প্রশংসাপত্র বাহির করিতে এত বিলম্বই বা কেন হইল, তাহার কি কেহ অনুসন্ধান লইবেন? গত বর্ষে হপকিনস সাহেব যথা সময়ে পরীক্ষা ফল প্রকাশ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা কার্য্যতৎপর বলিয়া জানি।

তাঁহাকে এরূপ অমার্জ্জনীয় দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিতে দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

এবারের বীরভূমের মাইনার পরীক্ষার ফল তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। দেখিলাম বীরভূমের কোন ছাত্রই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এরূপ বিসদৃশ ফল হইল কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ই বা কাহাকে করি? স্কুল তত্ত্বাবধারণভার যাঁহার উপর ন্যস্ত আছে, তিনি একজন উচ্চদরের লোক। বলিতে কি ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রেণীতে তাঁহার তুল্য সুপণ্ডিত বিচক্ষণ লোক আছেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আগামী বর্ষে যাহাতে ফল আরো সন্তোষকর হয় তৎপ্রতি বিষ্ণু বাবু দৃষ্টি রাখেন, এই আমাদের অনুরোধ।

বীরভূমের এক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে মহা বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এ বিবাদটী এখন ত তেমন ঘোরতর আকার ধারণ করে নাই। এ সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিলে এ বিবাদের শীঘ্র অবসান হইতে পারে। ক্ষোভের বিষয় এই সে পরিবারে এত কৃতবিদ্য লোক থাকিতে ইহার শেষ হইতেছে না। আমি নানা কারণে অদ্য সে পরিবারের নামোল্লেখ করিলাম না। নাম উল্লেখ করিতেও ইচ্ছা নাই। তবে বিবাদ যদি না মিটিয়া যায়, অগত্যা নাম করিতে হইবে।

এবারে এই সময় হইতেই গ্রীষ্মের আধিক্য দেখিতেছি। আজিও ফাল্গুন মাস শেষ হয় নাই, কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে রৌদ্রের যেরূপ প্রচণ্ডতা হয়, এখন তাহাই অনুভূত হইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই উত্তাপের সহচরী বিসূচিকা সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিমতী হয় নাই।

কাটোয়ার বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবু অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিলেন। তাঁহার এলাকায় যতগুলি স্কুল আছে, তাহার উন্নতকল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বৈরাগ্যতলার মেলায় তাঁহার শ্রমশীলতা গুণের বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। তাঁহার প্রগাঢ় যত্নে যে এ মেলাটীর সম্যক উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আমরা বেস বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই তিনি সুস্থ শরীরে আর কতক দিন এই মহকুমায় থাকলে তাঁহার কৃত অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণাবয়ব হয়।

ময়ূরাক্ষী আবাদ রাজ সরকারের কার্য্যাদি এখন শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর দেখিতেছেন। যে ভাবে তিনি সকল কার্য্যের অনুসন্ধান লইতেছেন তাহাতে বোধ হয় যে তিনি অচিরাৎ সকলের নিকট বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন। তাঁহার বয়স অতি অল্প। ১৮। ১৯ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা ত বোধ হয় না। এ অল্প বয়সেই বিনয়নম্রতা গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান।

মহারাজ হোলকার কলিকাতা হইতে স্বীয় রাজধানীপ্রত্যাগমন কালে বর্দ্ধমানে পুনরায় এক দিন অবস্থান করিয়া গিয়াছিলেন এবারে আমাদিগের বর্দ্ধমানাধিপতি মহা সম্মান পূর্ব্বক উক্ত মহারাজকে এবং তাঁহার মহারাণী দিগকে ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে বাদ্যবাদন পূর্ব্বক স্বীয় রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ হোলকার বর্দ্ধমানের মহারাজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। আমাদিগের মহারাজ বাহাদুর হুলকরের মহারাজকে সমুপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করাতে মহারাজ হুলকারও আমাদিগের মহারাজ ও মহারাণীকে এক এক ছড়া সুদৃশ্য মতির মালা প্রত্যুপঢৌকন প্রদান করেন। ঐ দুই ছড়ার প্রত্যেকের মূল্য পাঁচ পাঁচ সহস্র টাকার ন্যূন নহে। বর্দ্ধমানের মহারাজার ভৃত্যগণও বঞ্চিত হন নাই। উহাদিগকেও পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের মহারাজের সুদৃশ্য প্রাসাদে আমাদিগের মহারাজের পরিবারবর্গের সহিত হুলকারের মহারাজের পরিবারবর্গের কথা বার্ত্তা ও আলাপাদি হইয়াছিল।

অত্রত্য মহারাজের মৃত লিগাল মেম্বর বাবু তারকনাথ সেনের পদে, হুগলির ভূত পূর্ব্ব সুবর ডিনেট্ জজ শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষিক্ত হইয়াছেন।

যাহাতে এই দারুণ ওলাউঠার সময়ে বাজারে পচা মৎস্য বিক্রয় হইতে না পারে এজন্য আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করাতে আমাদিগের অনুরোধ কতকটা রক্ষা হইয়াছে। অদ্য ৫। ৬ দিন গত হইল, দুই জন মৎস্যজীবী পচা ইলিশ মৎস্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে আনয়ন করাতে অত্রত্য অন্যতম ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সিভেষ্টার সাহেব মহোদয় উহাদের প্রত্যেকের পাঁচ পাচ টাকা জরীমানা করিয়া মৎস্যগুলি (অনুমান ৪০ টাকা মূল্য) মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিবার আদেশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানে বারাঙ্গনার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে উক্ত রোগাক্রান্ত নর নারীর অভাব দেখিতে পাইবেন না। অতএব এখানে ১৪ আইনের প্রচলন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই বর্দ্ধমানের যাবতীয় বেশ্যাকে একটী নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে থাকিবার আদেশ করা কর্ত্তব্য। ভদ্র ও গৃহস্থ পল্লীতে বেশ্যা থাকাতে ভদ্র লোকদিগকে পরিবারাদি লইয়া সশঙ্কিত থাকিতে হয়।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি অত্রত্য রাজ বিদ্যালয়টী ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে। উক্ত বিদ্যালয়ের নবাগত হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ পালিত বি, এ, মহোদয়ই এই উন্নতির প্রধান কারণ। ইংরাজী সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, শিক্ষা কার্য্যেও বিলক্ষণ দক্ষতা থাকাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বর্দ্ধমান রাধানগর
২২ এ ফাল্গুন
১২৮১ সাল } শ্রীঃ—

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গরঙ্গভূমি।

“রোম নগরী একদা নির্ম্মিতা নহে” এটী পাশ্চাত্য গবেষণার ফল। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতিই সংসারের ঐশিক নিয়ম, অদ্য তদ্বিষয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন যে কলিকাতা মহানগরীতে সম্প্রতি দুটী অভিনয় সমাজ ব্যবসায়ি রূপে প্রকাশিত। বলা বাহুল্য যে ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে অভিনয় করিতেছেন। ফলতঃ সাধারণ দর্শকদিগের (আমাদের) ইহা একরূপ প্রার্থনীয়। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, কোন সুশিক্ষিত সম্প্রদায় অপর কোন সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবে চলিলে পরিণামে নিশ্চিত শুভ হইয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের সেই যৌবন সুলভ বিশ্বাস ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

কবিবর মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ অমিত্রাক্ষরেই অভিনয় হইবে শুনিয়া আমরা বঙ্গ রঙ্গ ভূমিকে মনে মনে কতই তিরস্কার করিয়াছিলাম কিন্তু অভিনয় দর্শনান্তে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে উক্ত দত্তজ অকালে প্রাণে মরিয়া ও বুঝি বঙ্গ রঙ্গ ভূমি কর্ত্তৃক সামাজিক অর্জ্জিত

যশে মৃত হয়েন। বস্তুতঃ আমাদের সেই মনঃকল্পিত অম মনোমধ্যে বিলীন হইয়াছে। বোধ করি এত দিনে বঙ্গ রঙ্গভূমির গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ আজিই সার্থক হইল, ধন্য মধুসূদন দত্ত আজি তিনি কোথায়? যিনি ভবিষ্যৎ বেত্তার ন্যায় কহিয়া গিয়াছেন যে "গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" বস্তুতঃ এই সগর্ব্ব বাক্য ক্রমে সত্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেছে।

বঙ্গরঙ্গভূমির আমরা আশাতীত প্রশংসাই করিলাম। তাঁহারা গত অভিনয়ে প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই প্রশংসা করিলাম, কিন্তু কিছু সত্য নিন্দাও করি, লোকে "দোষে গুণে মানুষ" কহিয়া থাকে, কিন্তু বলা কর্ত্তব্য যে বঙ্গ রঙ্গ ভূমির দোষ অনবধানতাজনিত, বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে দুই একটী কথা বলা কি অন্যায় হইবে? হয় ক্ষতি কি?

১। অভিনেতা রাবণ, প্রকৃত রাবণ বটে, কিন্তু আজি রাবণের আবির্ভাবকর্ত্তা মহাত্মা বাল্মীকি দর্শক শ্রেণী নিবিষ্ট থাকিলে কিছু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতেন। তিনি সম্ভবতঃ ভাবিতেন যে যাহা সুবক্তা বলিয়া আমি যাহার দশ মুণ্ড কল্পনা করিয়াছি সেই দশানন এখন পর (প্রোম্টার?) মুখে কথা কন। বাস্তবিক অস্বাভাবিক প্রোম্টীং কার্য্যই এই রঙ্গভূমির প্রধান অপকলঙ্ক। অধ্যক্ষ মহোদয়ের এ বিষয়ে একটু খর দৃষ্টি পড়িলে বড় ভাল হয়।

২। আর একটী কথা—প্রমীলা—প্রমীলা কি? প্রমীলা রাক্ষসী? না, মানবী? না, দানবী? এই প্রমীলার পরিচ্ছদে তাহা জানিবার উপায় কি? বলিতে পারি না কোন দেশে বা কোন কালে স্ত্রীলোকে সকল অবস্থায় ইংরেজ পেন্টুলেন পরিধান করে কি না। এ কেন? এ কি অভিনব সভ্যতা প্রচার? আমরা জানি প্রমীলা বীরাঙ্গনা তৎ সম্বন্ধে মাইকেলই দৃঢ় সাক্ষী। কিন্তু তাই বলিয়াই কি তিনি সচরাচর ইংরেজ খাবনে অধিকারিণী? যুক্তি এ কথার বিপরীত বলে। তাই বলিতেছিলাম প্রমীলা কি?

৩। মেঘনাদ নায়ক যুবরাজ প্রসিদ্ধ বীর। আকারে ও বাক্যে স্বতঃ পরতঃ তাঁহার বীরভাব হওয়া উচিত কিন্তু এই মেঘনাদ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। তাঁহার নামোচিত অভিনয় হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সহসা রাবণি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। অপর কোন বাক্‌পটু সুপুরুষ ব্যক্তি এই ইন্দ্রজিতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে ভাল দেখাইত। গুণবান উচ্চ পদ পাইবার যোগ্য। কিন্তু সে কোথা? সমাজে। অভিনয় স্থলে কার কল্পিত রূপের অবমাননা করিয়া কুরূপ গুণবান ব্যক্তিকে সামাজিক প্রথার ন্যায় সসম্মানে গ্রহণ করিতে আমরা আপাততঃ সম্মত নহি।

অন্যান্য অভিনেতৃগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে সাধ্যমত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ হনুমানের অঙ্গভঙ্গী বড় প্রীতিকর। কিন্তু বানরের গলে মতির মালা হনুমানজীর পরিচ্ছদ দেখিয়া কতক উপলব্ধি হইয়াছিল। পরিশেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গ রঙ্গ ভূমি এত দিনে যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমরা অন্তরের সহিত ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

—০—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

কর্ণেল ডালটনের

স্মরণার্থ

ছাত্রবৃত্তি।

ছোট নাগপুর প্রদেশ চারি জেলাতে বিভক্ত। একজন কমিশনরের দ্বারা শাসিত হইতেছেন। রাজা, প্রজা, জমীদার, দিন দুঃখী সকলেই পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। আজি সেই দিন চলিয়া যাইতেছে। সকলেই যার পর নাই দুঃখিত ও অশ্রুপাত করিতেছেন। কারণ সেই মহাত্মা (কর্ণেল ডালটন সি, এস আই) আঠার বৎসর এ প্রদেশে থাকিয়া অপক্ষপাতিতা সহকারে প্রজা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়া পেন্সন গ্রহণের আদেশ হওয়াতে এই মার্চ্চ মাসে কর্ম্ম ত্যাগ ও ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। বিদায় কালে তাঁহার দয়া সূচক করুণা বাক্যে অশ্রুপাত না করিয়াছেন এমন একটী লোকও দেখা যায় না। ২১ এ ফেব্রুয়ারি রাঁচির গবর্ণমেন্ট উকিল প্রভৃতি একবাক্য হইয়া এক সভা করিবার প্রস্তাব করেন।

১৭ ই ফাল্গুন রবিবার সভা হয়। সভা স্থলে যে সকল মহোদয় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নাম ও মন্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

খবসমার ঠাকুর
রঘুনাথ সিংহ জমীদার
কেদার, ঠাকুর
কিষন দয়াল সিং রায় বাহাদুর
জমিদার ও ঠাকুরাই
জগন্নাথ সিংহ জমিদার
ও বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ জমিদার
বাবু রাখালদাস হালদার
এসিষ্টেন্ট কমিসনর
বাবু দেবেন্দ্রলাল বসু বি এল
গবর্ণমেন্ট উকীল
বাবু রাজ গোপাল রায়
রোড সেস কালেক্টর
বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র প্রিন্সিপেল
কমিশনর
বাবু ক্ষেত্র চন্দ্র ঘোষ এম এ উকীল
বাবু সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
হেড মাষ্টার
মুন্সী সদানন্দ মনরূপ
জমিদার বগা ন

এই সকল মহোদয় সভা স্থলে উপস্থিত হইলে বাবু রাখাল দাস হালদার সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সভাপতির আসন খবসমার ঠাকুরকে দেওয়া হয়, সকলেই সম্মত হইলেন।

বাবু দেবেন্দ্র লাল বসু মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন সভা স্থলে অধিকাংশ বাঙ্গালি ও জমিদার যাঁহারা আছেন সকলেই হিন্দুস্থানী অতএব হিন্দুস্থানী ভাষাতে বক্তৃতা করিতে কমিশনরের সেরেস্তাদার মুন্সি রঘুবীর প্রসাদের উপর অনুমতি হয়। সকলে তাহাতেই অনুমতি করিলেন।

কর্ণেল ডালটনকে অভিনন্দন দান ও তাঁহার স্মরণার্থ মাসিক ১০ টাকার হিসাবে একটী ছাত্রবৃত্তি করিবার প্রস্তাব হইল।

মাসিক ১০ দশ টাকা হইলে বাৎসরিক ১২০ টাকার মূলধন সংগ্রহ আবশ্যক হয় অতএব ৩০০০ তিন হাজার টাকা চাঁদা করিয়া কোম্পানির কাগজ করা স্থির হইল।

অনন্তর যে যে ব্যক্তির নিকট চাঁদা থাকিবে তাহা স্থির হইল।

চাঁদার বহি সকলকে দেওয়া হইল। সভাস্থলে যে সকল মহোদয় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ৮৪০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন। এবং অবশিষ্ট ৩০০০ তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হয় তাহার প্রসঙ্গ করিয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

১৮ ই ফাল্গুন } শ্রীঃ—
১২৮১

—।০।—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯॥	॥০॥	।৮	।৪
বাঁকুড়া	।৮॥	।৯	।৬	।৫॥
বীরভূম	৮	॥১॥	।৫	।৫
মেদিনীপুর	।১	।৭	।৪	।২
হুগলী	⁄৯॥ ।০	।৭- ৭॥	।৬-।৬॥	।৪
হাবড়া	।৩	।৬	৭	।৩।
কলিকাতা	।২	।৩	।৮	।৫
২৪ পরগণা	⁄৮	।৬	।৫॥	।৩।⁄-।৪॥
নদীয়া	।৪॥	।৬	॥০	॥০
যশোহর	।৬	।৯॥	।৪॥	।৪॥
মুরশিদাবাদ	।২-।৩	॥০-॥০॥	॥০	।৭-।৮
দিনাজপুর	॥২	॥৮	।৭	।৪
মালদহ	॥৩	॥৪	।৬॥-।৮	॥০
রাজশাহী	।৮৸- ৯॥	॥৩।-॥৫ ⁄		৬॥-।৮ ।৬-।৭।
রঙ্গপুর	⁄৭	॥০	।২⁄	।৪⁄
বগুড়া	⁄৯৸	॥৬।	।৬	।২
পাবনা	⁄৮	॥০৸	।৫	।৫
দারজিলিঙ্গ	⁄৫	।৩	⁄৮	⁄৬
জলপাইগুড়ি	৬	॥৬।৵	।২	[illegible]
ঢাকা	॥০	॥২	।৬	।৪।⁄
ফরিদপুর	⁄৭	॥০	।১	।১
বাখরগঞ্জ	৭	॥১	।৪	
ময়মনসিংহ	৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চট্টগ্রাম	।৫	।৯	[illegible]	[illegible]
নওয়াখালী	।৬	॥০		
ত্রিপুরা	৩	।৩	[illegible]	।১
চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ	।৩।⁄	।০॥		
[illegible]	?	।২	।॥	⁄৯।৵
পাটনা	⁄	॥৪	॥৪॥	৮॥
গয়া	১	॥১	।৬।	।৭॥
সাহাবাদ	৭॥ ।৫	৬॥ ৭	৯ ॥১	।৬
মজঃফরপুর	⁄৬	[illegible]	॥৭	।৩
সারণ	⁄৯	॥২	।১	।৬
[illegible]	⁄১	৮।০	[illegible]	।৬॥
ভাগলপুর	॥০৶	॥২॥৶	।৮৸৶	।৭॥৶
পূর্ণিয়া	॥১	॥৩	॥০	।৬
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৬	।৬
কটক	।৮।৵	॥৪৸৶	।৭॥৶	।৯॥৵
পুরী	॥৩॥৵	॥৭॥⁄	।৭⁄	।৫৸
হাজারীবাগ	।০	॥২	।২	।২।
লোহারডগা	॥০	॥৪	।২।	⁄৯॥
সিংহভূম	।৪	॥৪	।৩	।২
মানভূম	।৪	॥২॥	।৩	।৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ৫ ই মার্চ্চ

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩	৬
সুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১	৯

সন ১৮৭৫ সালের ৮ ই মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৯

বহরম পুর ৮ ই মর্চ্চ ১৮৭৫সাল } টি, এইচ উইক্স সি, ই, একাজকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরী নবীগঞ্জ	১০
„ „ নন্দলাল জহরি—কলিকাতা	১০
„ „ মহাভারত রায়—কলিকাতা	৫॥০
„ „ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বকুলপুর	৫॥০
„ „ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী—বাগনান	১০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত্ত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৮১। ৯ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ২২ এ মার্চ্চ।

মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রাজসাহী বার্ত্তা

নামে ৮ পেজী ৪ ফরমা আকারে এক খণ্ড মাসিকপত্র আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজসাহী বিভাগের মফস্বল আদালত সমূহের প্রধান প্রধান মকদ্দমার বিবরণ, রাজসাহী সভার কার্য্য বিবরণ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের অনুবাদ সম্পাদকের কৃত প্রস্তাব এবং পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচনা থাকিবে। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১॥০, ষাণ্মাসিক ১, এবং প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন।

করচমাড়িয়া পোঃ আ সিংড়া (রাজসাহী) } শ্রীরাজকুমার সরকার প্রকাশক।

রাজসাহী সমাচার

নামে মুদ্রাক্ষের আকারে এক নূতন সাপ্তাহিক পত্র আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রতিসংখ্যার মূল্য ৫ এক পয়সা, ডাক মাসুল ১০ আধ আনা। ১২ খণ্ড /০ এক আনা মাসুলে যাইতে পারিবে। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

করচমাড়িয়া পোঃ আঃ সিংড়া (রাজসাহী) } শ্রীবেণীমাধব নন্দী প্রকাশক।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩॥ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৫ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এই নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ গোবর ডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

চন্দ্রলেখা ও শশিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ৭৬ নং মসজিদবাড়ী বিটোলায় ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাশুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত--

বাল চিকিৎসা মূল্য	৩॥০	ডাকমাসুল	॥০
ব্যবস্থামালা	১।০	ঐ	৵০
গুর্ব্বিণীবান্ধব	॥০	ঐ	/০

জেমুয়া কান্দীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাকটিস অব মেডিসিন--

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ॥৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ১ ডাক মাসুল ।০ মাত্র শিক্ষা ২ ডাক মাসুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আদেশ [illegible] লিপি পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা [illegible],
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ম্যানেজার প্লীহা যকৃৎ নূতন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রদর প্রমেহ কষ্টরজ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ [illegible] রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চক্ষু

রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয়ের অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ } বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

——

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে ওলাউঠা রোগের মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ } ২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	।/০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	।/০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণারপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

——

সোমপ্রকাশ।

৯ ই চৈত্র সোমবার।

মলহর রাওর বিচার।

গ্রাম বা নগর দাহ হইয়া যদি লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য ভস্মাবশেষ হয়, আর কোন প্রাণির প্রাণ বিয়োগ না হয়, তাহাতে আমরা যেপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকি, বিচারের পূর্ব্বে মলহর রাওর রাজ্যচ্যুতি, তাঁহার দ্রব্য সামগ্রীর অবরোধ, ও মকদ্দমার ব্যয়ে অকারণ অর্থনাশ প্রভৃতি গুরুতর অনিষ্ট ঘটিলেও লাড নর্থব্রুক তাঁহার বিচারের যে অনুমতি করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সেইরূপ আনন্দের হইয়াছে। বরদায় যে জুগুপ্সিত ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, যদি লাড ডেলহাউসি, লার্ড মেও অথবা তৎসদৃশ কোন ব্যক্তি এ সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতেন, সেগুলি নিঃসন্দেহ অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, জগৎ তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিতে পারিতেন না।

বোম্বাই পুলিস কমিশনর সাউটর সাহেব যে সকল সাক্ষির বাক্য প্রমাণ করিয়া মলহর রাওকে দোষী স্থির করেন এবং আডবোকেট জেনরল মলহরকে রাজচ্যুত করিবার উপদেশ দেন, পাঠকগণ গত কয় সপ্তাহের সোমপ্রকাশে তাহাদিগের জবান বন্দী পাঠ, তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অভিনিবেশপূর্ব্বক সাক্ষি বাক্যগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, মলহরকে পদচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে বহুদিন অবধি বরদায় একটী প্রবল চক্রান্ত চলিতেছিল। কর্ণেল ফীরের কমিশন সেই চক্রান্তেরই ফল, বিষপ্রয়োগ ব্যাপারটীও উহার দারুণ পরিণাম।

সর্জ্জেন্ট বালান্টাইন এতৎ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎ

পর্য্যগুলি স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। বক্তৃতাটী কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নিঃসংশয় বোধ হয়, বালান্টাইন সাহেব যেন ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রভাবে সাক্ষিগণের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন, ধারণা শক্তির অভাবে তাহাদিগের হৃদয়গত ভাবগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মলহর রাও সাপরাধ কি নিরপরাধ তদ্বিষয়ে আমাদিগের এখন কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র, কর্ণেল ফেয়ারের ব্যবহার, ও কর্ণেল মীড়ের কমিশন প্রভৃতির বিষয়ে লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। অনেকের এই সিদ্ধান্ত ছিল, কর্ণেল ফেয়ার স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হৃদয়, পরম ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্য পরায়ণ, অন্য অন্য রেসিডেন্টেরা গুইকুমারদিগের কুকর্ম্মে যেরূপ প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, ইনি সেরূপ প্রশ্রয় দিবার লোক নহেন। প্রশ্রয় দেন নাই বলিয়াই মলহর রাওর চরিত্রে দোষ প্রকাশিত হয় এবং কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রযোগদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কর্ণেলের নিজের সাক্ষ্যেই প্রমাণ হইয়াছে, তিনি অতি জঘন্য লোক, সর্জ্জেন্ট বালান্টাইন স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাকে নিকৃষ্ট লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে অসচ্চরিত্র গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, সিমুতে তাঁহাকে একবার পদচ্যুত করা হয়। এরূপ লোককে বরদায় নিয়োজিত করা অতিশয় অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল। বরদায় যে যে কাণ্ড হয়, তিনি যে তাহাতে লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহার সাক্ষ্যের ভাবে ও সর্জ্জেন্টের জেরার প্রভাবে এ কথায় বিশ্বাস করা সহজ হইতেছে না। তিনি সরবৎ খাইলেন না কেন? এ প্রশ্নের "ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন" এই উত্তর দান এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত গুইকুমারের লাড নর্থব্রুককে পত্র লেখা, আবার তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা এগুলির মীমাংসা করা সহজ নহে। সর্জ্জেন্ট বালান্টাইনের অভিপ্রায় এই, কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণসংহার করিবার ইচ্ছা যদি মলহর রাওর বাস্তবিক থাকিবে, তিনি লাড নর্থব্রুকের নিকটে কর্ণেলকে স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিবেন কেন? লাড নর্থব্রুক যদি তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেন, এ চেষ্টা কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হইত। গবর্ণর জেনরল সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন নাই। প্রত্যুত, তাঁহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন।

পুলিস কর্ম্মচারিদিগের জবানবন্দী ও সর্জ্জেন্ট বালান্টাইন তাহাদিগের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাবে বোধ হইতেছে, হাবড়ার পুলিস ঈশ্বর নাপিতের বেলা যে অভিনয় করেন, বরদাতেও পুলিসের সেই অভিনয় হইয়াছে।

সর্জ্জেন্ট বালান্টাইন যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন, আড্‌বোকেট জেনরল তাহার খণ্ডনার্থ যত্নবান হইয়া যে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহারও স্থূল তাৎপর্য্য স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। উহা পাঠ করিয়া পাঠকগণের মনে কিরূপ ভাবোদয় হয় বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদিগের ঐ বক্তৃতাটীকে সর্জ্জেন্ট বালান্টাইনের বক্তৃতার নিকটে সূর্য্যের সম্মুখে দীপ শিখা বলিয়া বোধ হইল।

কমিশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। কমিশনরেরা বোম্বাইতে গিয়া একবার একত্র হইবেন। তথায় আপনাদিগের বক্তব্য লিখিয়া লাড নর্থব্রুকের গোচর করিবেন। জগৎ তাঁহার সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া উদ্গ্রীব হইয়া রহিল।

মিউনিসিপালিটী ও এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা।

অনেকে বলেন বাঙ্গালা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ কাম্বেল সাহেবের বাঙ্গালিদিগের উন্নতি সাধনের বাস্তবিক ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল এটী যদি সত্য হয়, বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশে তিনি যে যে অনুষ্ঠান ও কাজ করিয়া যান, এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা ও স্বশাসন শিক্ষার অভিপ্রায়ে মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী তন্মধ্যে প্রধান। যে কার্য্যে অনেক উপকার ও অভ্যুদয় লাভ সম্ভাবনা থাকে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সাধু সদাশয় ব্যক্তির অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। ঐ উপকর্ত্তার হৃদয় যদি আবার কিঞ্চিৎ দৌর্ব্বল্য দোষে দূষিত হয়, তাঁহার মনে আত্মশ্লাঘা জন্মিয়া তাঁহাকে আর এক প্রকার আমোদে মাতাইয়া তুলে। বাঙ্গালা দেশের মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী স্মরণ করিয়া সর জর্জ কাম্বেলের মনে সময়ে সময়ে হয় ত উল্লিখিত আনন্দপূর প্রবাহিত হয়। কিন্তু তিনি ইউরোপীয়দিগকে মিউনিসিপালিটির শিরোমণিভূত করিয়া এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা ও স্বশাসন শিক্ষার পথ যে কিরূপ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, যদি তাহার অবিকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্ষণকাল তদ্বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার সেই আনন্দ নির্মূল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কারণে আজি আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল।

চুচুড়ার শীল পরিবারেরা অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ লোক। বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকের ইহা অবিদিত নয়। তাঁহাদিগের বাটীতে সমারোহে কার্ত্তিক পূজা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনও সমারোহে হয়। বিসর্জ্জনের সময় এদেশীয়েরা যেরূপ ব্যবহার করেন,

সোমপ্রকাশের ইউরোপীয় পাঠকগণের সকলে তাহা অবগত নহেন তাঁহাদিগের গোচরার্থ উহার কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক হইল। প্রথমে নিশান আশা সোটা, তাহার পর বাদ্য, তাহার পর প্রতিমা, প্রতিমার চতুর্দ্দিকে বাটীর দ্বারবান চাকর ও অন্যান্য লোক, তাহার পর বাটীর বালক ও যুবকদল, সর্ব্বশেষে কর্ত্তৃপক্ষ থাকেন। এইরূপে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যাওয়া যায়। এই ১২৮১ সালের কার্ত্তিক বিসর্জ্জনের দিন শীল বাবুরা ঐরূপে প্রতিমা লইয়া সমারোহে বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছিলেন। কাঠের কাটমায় তাঁহাদিগের প্রতিমা হয়। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া কাটমা ফিরাইয়া আনা হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের প্রতিমার ভাল কাটমা আছে, তাঁহাদিগের এ ব্যবহারটী বুঝা কঠিন নয়। কাটমা জলে ফেলা হয় না ; প্রতিমা কাটমায় রজ্জু দিয়া বাঁধা থাকে। সেই দড়ি কাটিয়া প্রতিমা জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তদর্থ এক ব্যক্তির হস্তে এক খানি দাত্র ছিল, পাছে দা কাহার গায়ে লাগে এই শঙ্কায় সে সেই দাখানি উচ্চ করিয়া লইয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। ঐ দাত্রই হুগলীর অন্যতর অনরারি মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর বাবু নিমাইচরণ শীলের পদ ত্যাগের কারণ হইল। দাখানি নিমাই বাবুর পদত্যাগের কারণ হইল, এটী আপাততঃ পাঠকগণের প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিস্ময় ব্যপনীত হইবে।

হুগলী পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এতৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই “ আমি গত দিবস সায়ংকালে হাসপাতালের দিকে বেড়াইতে যাই, পথিমধ্যে শুনিতে পাইলাম, খড়ুয়া বাজারের দিকে অতিশয় গোল হইতেছে। আমি যখন হাসপাতালে উপনীত হইলাম, দেখিলাম এক জন কনষ্টেবল দৌড়িয়া আসিতেছে এবং এই কথা কহিতেছে, খড়ুয়াবাজারে বড় দাঙ্গা হইতেছে। ঐ কথা শুনিয়াই আমি যত দূর সম্ভব বেগে দৌড়িলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রতিমা লইয়া চলিয়াছে। জোলাপাড়ার রাস্তার প্রায় ২০০ হস্ত ব্যাপিয়া লোক যাইতেছে, টমসন সাহেব আমাকে বলিলেন, এই প্রতিমাখানি শীল বাবুদিগের ঐ দলের এক ব্যক্তি ভীষণ ভাবে দা ঘুরাইতেছে। আমি তাহার সেই অস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পাওয়াতে নিমাই বাবু ও অন্য অন্য ব্যক্তি আমাকে বাধা দিলেন এবং তাঁহারা বলপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। টমসন বলিলেন তিনি অন্য অন্য প্রতিমার সঙ্গে কনষ্টেবল পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত অধিক লোক নাই, এ অবস্থায় তিনি যদি নিমাই বাবু ও তাঁহার সহচরদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যান, দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। আমি এই কথা যেমন শুনিলাম অমনি অগ্রসর হইয়া ঐ দলের গমন বন্ধ করিয়া দিলাম এবং নিমাই বাবু ও তাঁহার সহচরদিগকে বলিলাম যে পর্য্যন্ত না অস্ত্র পরিত্যাগ করা হইবে সেপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে যাইতে দিব না। ঐ কথায় নিমাই বাবু অথবা তাঁহার নিকটস্থ কোন বাবু অস্ত্রধারীকে ডাকিয়া অস্ত্র আমাকে দিলেন, আমি তাঁহাদিগকে যাইবার অনুমতি দিলাম।”

এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া হুগলির মাজিষ্ট্রেট এক এচ পিলু সাহেব নিমাই বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহা এই “আমি যে রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি আপনার নিকট তাহার চুম্বক পাঠাইলাম। উহাতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহার স্বরূপ কি আপনি আমাকে জানাইবেন। যে পর্য্যন্ত না জানাইতেছেন সে পর্য্যন্ত আপনি মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত থাকিবেন।”

নিমাই বাবু এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে যেটী প্রকৃত ঘটনা তাহা অবিকল লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমেই সে ঘটনাটী পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। নিমাই বাবুর উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেট পিলু সাহেব নিমাই বাবুকে পুনর্ব্বার যে পত্র লেখেন তাহা এই। “ যদিও আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে প্রতিমার সহগামী দলের কয়েক ব্যক্তি বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বাবু নিমাই চরণ শীল স্বয়ংও প্রাট সাহেবের উপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত পুলিষ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কিঞ্চিৎ বিবাদে মুখ হইয়াছিলেন, তথাপি আমি বিসর্জ্জন কালের উৎসাহ এবং বাবু নিমাইচরণ শীলের অবিসম্বাদিত সম্ভ্রম ও সুখ্যাতির বিষয় চিন্তা করিয়া এ বিষয়ে আর বাড়াবাড়ি করিলাম না। কিন্তু আমি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, উত্তর কালে পুনর্ব্বার যেন এরূপ ঘটনা না হয়, তদ্বিষয়ে যেন তিনি সাবধান হন।”

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিমাই বাবু আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের গোচর করেন। তিনি উহাতে যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই “আদেশ হইল যে আবেদনকারীকে এই কথা জানান যায় যে মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আর আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। ভবিষ্যতে এরূপ বিষয়ে আবেদনকারীর গবর্ণমেণ্টকে কিছু জানাইবার যদি প্রয়োজন হয়, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর

স্থির করিয়া বলিতেছেন যে কামশনরের দ্বারা জানাইবেন।”

আপনার মান আপনার কাছে। নিমাই বাবু লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের এই আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া চুচুড়া ও হুগলীর মিউনিসিপাল কামশনরের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পাঠকগণ! দেখুন কেমন চমৎকার কাণ্ড! দা খানি প্রতিমার সঙ্গে কেন লইয়া যাওয়া হইতেছে, কি পুলিষ কি মাজিষ্ট্রেট কেহই একবার তাহার অনুসন্ধান লইলেন না। আপনাদিগের সকল্প ভাবলে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে উহা কোন অসৎ অভিসন্ধি সাধনার্থ নীত হইতেছে! নিমাই বাবু কিসে দোষী হইলেন আমরা তাহা ত কোনরূপে বুঝিতে পারিতেছিনা। তিনি যে বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। টমসন প্রাটের নিকটে বলেন তিনি যখন অস্ত্র কাড়িয়া লইতে যান, তখন তাঁহাকে বাধ দেওয়া হইয়াছিল। কে বাধা দিল? নিমাই বাবু তিনি বলেন আমি বাধা দি নাই। কে মিথ্যা কথা কহিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কি মাজিষ্ট্রেটের উচিত ছিল না? মাজিষ্ট্রেট স্বয়ংই নিমাই বাবুকে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটা সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে মিথ্যা কহিলেন, একজন পুলিষ কর্ম্মচারির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিনা প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত করা কি মাজিষ্ট্রেটের উচিত হইল? আমরা নিমাই বাবুর মিথ্যা কথা কহিবার কোন কারণ ও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দাত্রধারী প্রতিমার সহগামী দলের অগ্রভাগে আর নিমাইবাবু পশ্চাতে ছিলেন। তিনি এত দূরে ছিলেন যে সম্মুখে কি ঘটনা হইতেছে তাঁহার সহসা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি জানিতে পারিলে অবশ্যই দাত্র পরিত্যাগ করিতে বলিতেন। প্রাট সাহেব যখন তাঁহাকে গিয়া জানাইলেন, তখনি তিনি বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া দাত্রধারিকে ডাকাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন তবে তিনি কিরূপে দোষী হইলেন? ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, টমসন স্বয়ং গিয়া যদি তাঁহাকে দাত্রের বিষয় জানাইতেন, তিনি কি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে দাত্র সমর্পণ করিতেন না? বোধ হয় টমসন কোন কনষ্টেবলের মুখে অস্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন এবং সেই কনষ্টেবলকেই উহা কাড়িয়া লইবার আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করে নাই। কনষ্টেবলেরা দৌড়িয়া আসা ও টমসনের কথার ভাবে এই অনুমানই সঙ্গত হইতেছে। নিমাই বাবুর সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি দাত্রের কথা না বলিয়া কুঠার কথা বলেন। দাত্রের এত ভয় বা কি? এ পরশুরামের কুঠার নহে, বলদেবের লাঙ্গলও নহে, এ সামান্য দাত্র মাত্র। নিমাই বাবু ও তৎসমভিব্যাহারী লোকদিগের দাঙ্গা অথবা অন্য কোন অকার্য্য করিবার যদি অভিসন্ধি থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল এক খানি দা লইয়া যাইবেন কেন? যাহারা দাঙ্গা করে তাহারা লাঠি, সড়্‌কি, বল্লম, করবাল প্রভৃতি লইয়া যায়? না কেবল এক খানা দা লইয়া যায়? এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আমাদিগের প্রশ্ন এই নিমাই বাবুকে কোন অপরাধে অপরাধী করিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্য হইতে বিরত হইবার ভয়প্রদর্শন করিলেন? তিনি যে দাঙ্গাদার নন ও দাঙ্গা করিতে যান নাই উপরে তাহা প্রমাণ করা হইল। দাঙ্গার আসবাব তাঁহার সঙ্গে ছিল না। কাহার সহিত তিনি দাঙ্গা করিতে গিয়াছিলেন পুলিষ তাহার নামোল্লেখও করেন নাই। তবে দাঙ্গা করা তাঁহার উদ্দেশ্য কিরূপে স্থির হইল? তিনি কি আপনা আপনার সহিত দাঙ্গা করিতে গিয়াছিলেন? তিনি যদি দাঙ্গাদার না হইলেন তবে তাঁহাকে মিউনিসিপাল কমিশনের কার্য্য হইতে বিরত হইবার কথা বলা কিরূপে সঙ্গত হইল? যদি বলেন যেমন জনতার মধ্যে দাত্র হউক আর অন্য অস্ত্র হউক কোন অস্ত্র লওয়া উচিত নয় যদি কোন কারণ বশতঃ হঠাৎ ক্রোধাদির উদ্দীপন হয়। কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে এই আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কায় পুলিসের লোক দাত্র চাহিয়াছিল। নিমাই বাবু তাহা না দিয়া পুলিসকে অমান্য করিয়াছিলেন। নিমাই বাবুর বাক্যে ও টমসনের কথার ভাবে ইহাতে প্রমাণ হইতেছে না। তথাপি আমরা যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলেও এ অপরাধে নিমাই বাবুকে মিউনিসিপাল কমিসনরের কার্য্য হইতে বিরত হইবার ভয় প্রদর্শন বিধেয় হয় না। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কোন পুলিস কর্ম্মচারির কথা না শুনেন গবর্ণমেণ্ট কি বলিবেন তুমি যে পর্য্যন্ত কৈফিয়ত না দেও সে পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটী হইতে স্থগিত থাকিবে? এ অপরাধ যদি তাঁহার মিউনিসিপাল কমিশনর পদ [illegible] পর্য্যাপ্ত কারণ না হইল তাঁহার দাঙ্গা করিবার অপরাধ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। নিমাই বাবু যে প্রতিমার সঙ্গে ছিলেন সেই প্রতিমার সঙ্গে দা ছিল, অতএব তাঁহার দাঙ্গা করা অভিপ্রেত, তিনি পুলিসের লোকের গন্ধ পাইয়াই দা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই, অতএব তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া এবং এই সিদ্ধান্ত করিয়া বাবুকে মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্য হইতে বিরত হইবার আদেশ

"শাস্যেৎ প্রজাপকারিণ
লোপ কারেণ দুর্জ্জনঃ।"

সম্প্রতি মথুরায় দুইজন গোরা এক ব্রাহ্মণ চাপরাসীর বাটীতে গিয়া আগুন চায়। ব্রাহ্মণ তখন রাঁধিতেছিল। সে আর একজন চাপরাসীর নিকটে গিয়া আগুন লইতে বলে। ইহাতে এক জন গোরা ব্রাহ্মণকে এক ঘুঁসি মারে। ব্রাহ্মণ উঠিয়া এক যষ্টি লইয়া গোরাকে এরূপ প্রহার করে যে গোরা হতচেতন হয়। দ্বিতীয় গোরা বাহিরে দৌড়িয়া গিয়া সংবাদ দিল। এ বিষয়ের বিচার হইতেছে। দিল্লী গেজেট বলেন যখন এক জন এদেশীয় দুইজন গোরাকে পরাজয় করিয়াছে, তখন উহারা মাতাল ছিল সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা কুকর্ম্ম করিলেই মাত্র লাঞ্ছিত এবং এদেশীয়দিগকে হত করিলেই হত ব্যক্তির প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধির ভাণ করা হয়। এই ভাণেই কাল হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় না। ক্রমে প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে। উহাদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হেতু সময়ে সময়ে ভীষণ অনর্থ ঘটিতেছে ব্রাহ্মণ একাকী দুইজন গোরাকে পরাস্ত করিয়াছে, তাই বিচার হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সঙ্গী যদি আর দুই এক জন থাকিত, বাহির হইতে গোরা গিয়া ঘোরতর দাঙ্গা বাধাঁইত সন্দেহ নাই, কয় জন হতাহত হইত নিশ্চয় বলা যায় না। আমাদিগের রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীয়দিগকে এমন শাসন করিয়াছেন যে তাহারা সময়ে সময়ে আপনা আপনি দাঙ্গা করে বটে কিন্তু গোরা দেখিলে কম্পমানকলেবর হয়। সেই হিন্দুস্থানী যখন গোরাকে প্রহার করিয়াছে তখন অল্প দুঃখে করে নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি বিশেষ বিধি দ্বারা ইউরোপীয়দিগের অন্যায়কারিতার দণ্ড বিধান না করেন ক্রমে দেশীয়েরা উল্লিখিত চাপরাসির ন্যায় স্বহস্তে দণ্ডদান ভার গ্রহণ করিবে, সেটী কি আনন্দের ও মঙ্গলের হইবে? অতএব উল্লিখিত গোরা দুইজনের গুরুদণ্ড বিধান দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক।

১। বীরনারী, ঐতিহাসিক নাটক (১)। এখানি বীর রস প্রধান। উৎসাহ বীর রসের স্থায়িভাব। সিন্ধুর ক্ষত্রিয়জাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে উৎসাহ ও অধ্যবসায় ইহাতে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে।

শিশুগণ, একত্রে সমস্বরে—

হিমাদ্রির মহাচূড়া, যদ্যপিও হয় গুড়া,
কক্ষভ্রষ্ট হয় রবি শশী।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, তথাপিও এ নিশ্চয়
ক্ষত্রসুত না ত্যজিবে অসি।
দৃঢ় মুষ্টে ধরি অসি, করি এই পণ,
ভেদিব শত্রুর দেহ অথবা জীবন
ত্যজিব সমর স্থলে, শেষ শয্যা তৃণদলে,
প্রাণ ভয়ে না করিব কভু পলায়ন।
যুদ্ধে মরে স্বর্গ লাভে ক্ষত্রশিশুগণ
যে মন্ত্রে হয়েছি দীক্ষা, করেছি যে অস্ত্র শিক্ষা
আজি তার পরীক্ষা সমরে,
যবনের কাটি শির, ক্ষত্রিয়ের শিশুবীর,
পুনরায় হরিষ অন্তরে—
ঘরেতে আসিবে ফিরে, বান্ধব জননীরে
তবে কেন বৃথা আজ ফেল অশ্রুজল?
রাষ্ট্র ইহা চরাচরে বীরমাতা নাহি মরে,
গর্ভে পুত্র, জল পিণ্ড আশায় কেবল,
স্বদেশ জাতির মান, রাখিবেক দিয়ে প্রাণ,
এ আশায় মাত্র তাঁর পুত্র আকিঞ্চন।
স্বদেশ রক্ষার হেতু, যদ্যপি জীবন সেতু,
ভেঙ্গে যায় তাহে নাই খেদের কারণ।
বলিয়া মধুর বোল, শেষের স্নেহের কোল,
দিয়ে মাতঃ ত্বরা করে করোগো বিদায়,
শত্রুরা সংগ্রামে ডাকে, আর কি এখন থাকে
ক্ষত্রশিশু বদ্ধ হয়ে স্নেহের মায়ায়

সিন্ধুর অধিপতি দ্রোহিরাজ যবন হস্তে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র বৈরনির্য্যাতনার্থ সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলেন। উত্তর কুরু সৈন্য দর্শন করিয়া যেরূপ ভয়বিহ্বল হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হয়, দ্রোহিরাজের পুত্র জয় সিংহও সেইরূপ যবন সৈন্য দর্শন করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ হয়। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ন্যায় জয়সিংহের কেহ সহায় ছিল না, অতএব সে প্রাণ ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। ... তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দূত পাঠাইল দূত আলোর নগরের ... রাণীর নিকটে উপনীত হইল। সেই স্থান হইতে গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের ... অংশে আপনার লিখিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ... রাণী দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া যে কথা ... করিতেছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের শীতল শোণিতও উষ্ণ হইয়া উঠিল

দ্রোহিরাজমহিষী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সৈন্যগণও তাঁহার সহিত এক মন হইয়া বীরোচিত কার্য্য করিল, শেষে আত্মীয় ... অগ্রতুল হওয়াতে তাঁহারা পরাজিত হইলেন। সৈন্য ও সেনাপতিগণ ... ও রমণীগণ জলচিতায় আরোহণ করিলেন।

আমরা গ্রন্থখানির অধিকাংশ ... সহিত চিত্তে পাঠ করিলাম, তবে যে যে স্থানে ... বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানগুলি ... ... পুষ্টি হয় বটে, ... বোধ হইল। ... সহিত ... কৌতুক আর ... বিশ্ব গ্রন্থে সেনাপতির প্রতি ... অনুরাগ এ উভয় বর্ণনার কিছু ... আছে, বলিয়া বোধ হইল না।

২ সিংহল বিজয় (২)। এখানি ...

(১) কালিকাতা নং ১৬ কালেজ স্কোয়ার রায় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৫ ... আনা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু ... প্রণীত। কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ... বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

করা হইয়াছে এবং তাঁহার শত্রুগণকে তাঁহার বিপক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সার্জেন্ট বলিলেন তিনি ওট সণ্ডেক্করকিলডের মকদ্দমার কেবল একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির মত যদি সত্য হয়, ঐ দুই গুণপুরুষ রাউজী ও নরসুরূপে এস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। সার্জেন্ট ব্যালান্টাইন তাহার পর গবর্ণর জেনরলের রাজনীতির প্রশ্ন না করিয়া বলিলেন, এই কমিশন নিয়োগ করিয়া গবর্ণর জেনরল জগৎকে ইহা জানাইয়াছেন যে তিনি সভ্যদেশের ব্যবহারের অনুসারে এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার অভিলাষী হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল দেশীয় রাজগণের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সকলকে জানাইয়াছেন, তিনি দেশীয় রাজগণের রাজভক্তিতে বিশ্বাস করেন। ব্রিটিশজাতীয় একজন বিচারপতিকে কমিশনের সভাপতি করাতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে অপক্ষপাতে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে। রাজনীতি ঘটিত কোন স্বার্থ সাধনের আশঙ্কা নাই। সামান্য বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইনের মূল যুক্তি ধরিয়া এই কথা বলিলেন পুলিসের যে সাক্ষ্যে অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। উপস্থিত মকদ্দমাটী সাজাইবার সময়ে লোককে ভয় প্রদর্শন করা হয়, তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন এবং কহিলেন সাক্ষিদিগকে কারারুদ্ধ করাতে কখন কাহার ভাগ্যে কি ঘটে বরদার সকলেরই এই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, কেবল যে সকল ব্যক্তি মলহররাওর বিপক্ষ, তাহাদিগের কোন শঙ্কা ছিল না। অনুসন্ধান কালে পুলিস যে অবিরোধিত প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন তিনি তদ্বিষয়ে কমিশনকে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন, আর কহিলেন, মলহররাওকে দোষী বলিয়া সাধারণের অকারণ যে সংস্কার জন্মিয়াছে, সভাপতি তাহাতে বিশ্বাস না করেন। তিনি বলিলেন, বিষ প্রয়োগ বিষয়ে লিপ্ত বলিয়া যাহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহাদিগের সহিত মলহররাওর সংস্রব ছিল, কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ দ্বারা ইহা সামান্য রূপেও প্রমাণ হয় নাই। পিক্রু ভিন্ন সকল সাক্ষীই মিথ্যাবাদী। পিক্রুর সাক্ষ্য দ্বারা রাউজীর সাক্ষ্য বিফল হইয়া গিয়াছে। রাউজীর সাক্ষ্য সমুদায় মিথ্যার মূল প্রস্তর স্বরূপ। বিষ প্রয়োগের যে চেষ্টা হয়, গুইকুমার তাহা জানিতেন, ইহার বাস্তবিক ও লিখিত একটীও প্রমাণ নাই।

বরদা ১৪ ই মার্চ্চ সারজন্ট বালানটাইন এই কথা বলিলেন যে ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার ও অন্যের প্রতি দোষারোপ করে তাহার সাক্ষ্য তৃতীয় ব্যক্তির বিপক্ষে বৈধ হয় না। গুইকুমারের সদ্ব্যবহারের প্রসঙ্গে তিনি কর্ণেল মীডের কমিশনের বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞাকেই প্রধানরূপে উল্লেখ করিলেন। গুইকুমার কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বিবেচনা করেন গুইকুমারের রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলাদি দোষ আছে, তাহার সংশোধনার্থ গুইকমারের সহিত এক যোগে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কর্ণেল ফেয়ারকে যে মনোনীত করা হয়, এটী অতি নিকৃষ্ট বাছনী হইয়াছিল। তিনি বলেন কর্ণেল ফেয়ারকে বরদা হইতে লইয়া যাওয়া হয় এই প্রার্থনা করিয়া গুইকুমার গবর্ণর জেনরলকে যে এক পত্র লিখেন, এখানি অতি প্রশংসনীয় পত্র। গাঢ়তর বিবেচনার ফল স্বরূপ। বিষ প্রয়োগের যে অরুচিকর গল্প উঠিয়াছে, ইহার সহিত তাহার কোন ক্রমে সামঞ্জস্য হয় না। ঐ প্রার্থনাপত্র (কথিত) আর বিষ প্রয়োগ ব্যাপার এ দুটী ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের স্বরূপ। সার লুইস পেলি বরদায় আগমন করিলে গুইকুমার যে তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন, সারজন্ট বালান্টাইন বিশেষ রূপে তাহার বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন গুইকুমার অতি সরল। যখন তাঁহার প্রতি বিষপ্রয়োগের সন্দেহ করা হইয়াছিল, তখনও তিনি বিশ্বস্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। গুইকুমারের প্রত্যেক কার্য্য দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে, যে তিনি নিজ জ্ঞানানুসারে কোন বিষয়ে দোষী নহেন। যাহাদিগকে ঐ পাপ কার্য্যের সহচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে একটীও টাকা দেওয়া হয় নাই। তিনি এই বলিয়া এডবোকেট জেনরলের প্রশংসা করিলেন যে এডবোকেট জেনরল গুইকুমারের প্রতি কোন দুষ্ট অভিসন্ধির আরোপ করেন নাই। গুইকুমার যেরূপ পদের লোক, তাঁহার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকা সম্ভাবিত নহে। তিনি বলিলেন যে সকল অধম ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করিয়াছে পিক্রুই ঐ দলের মধ্যে সম্ভ্রান্ত। তিনি বলেন রাউজি রেসিডেন্সির বিষপ্রয়োগ ঘটনাকে নবেম্বরের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করে। তিনি আর বলেন কর্ণেল ফেয়ারের যে সকল চিহ্ন হয় তাহা বিষপ্রয়োগ জনিত নহে। কর্ণেলের মনে বিষ প্রয়োগের ভাবোদয় হইয়াছিল, তিনি তাহার যে চিহ্নের বর্ণন করেন তাহা উহা হইতে ফল। এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে কর্ণেল ফেয়ার বিষ দূষিত সরবত বারম্বার তাঁহার নিকটে আনিতে দেন। সরবতের পাত্রের নীচে যে পদার্থ জমা যায়, তাহার বর্ণের বিষয়ে কর্ণেল ফেয়ার একরূপ বলেন, ডাক্তার অন্যরূপ করেন। সাক্ষিগণ যখন ডিটেক্টিভ পুলিসের অধীনে ছিল, তখন উহাদিগের পরস্পর কথোপকথনাদি বরাবর চলিয়াছিল।

বরদা ১৫ ই। সারজন্ট বালান্টাইন দামোদরপান্থের সাক্ষ্যের দোষাদোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা হইতে সমুদায় বিষ পাওয়া হয়। গুইকুমারের বিপক্ষে যে কিছু হয় দামোদর সে সমুদায়েরই মূল। তিনি গুইকুমারের প্রাইবেট সেক্রেটারি ও বিশ্বাস পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হিসাব পত্রগুলি অতিশয় জঘন্য। তাঁহার নামে তহবিল তছরূপাতের কএকটী অভিযোগ হয়। তাহার এই শঙ্কা হইয়াছিল যে কর্ণেল ফেয়ার ঐ সকলের অনুসন্ধান করিবেন। তাহার ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র উপায় গুইকুমারের প্রতি দোষারোপ করা। ঐ দোষারোপ করিবার দামোদরের দুটী অভিসন্ধি ছিল। এক তিনি কর্ণেল ফেয়ারকে শঙ্কা করেন। তাহার দ্বিতীয় শঙ্কা এই, তহবিল তছরূপাতি কার্য্য পাছে প্রকাশ পায়। সরজন্ট কহিলেন তিনি দামোদরের তুল্য সাক্ষী কখন দেখেন নাই। দামোদরের নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহার গলা হাঁড়িকাঠে পতিত হয়। যদি তিনি

পুলিসকে হস্তার্পণ করেন, তাহা হইলে ফাঁসি কাষ্ঠে গল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে তিনি যদি গুইকুমারকে দোষী করেন তাহা হইলে তাঁহার কেবল স্বাধীনতা লাভ হয় এমন নহে, পরিণামে পুরস্কারও লাভ হইতে পারে। গুইকুমারের রেসিডেণ্টকে বিষ খাওয়াইবার যদি ইচ্ছা হইত, তিনি যে কেবল দামোদরের উপর নির্ভর করিবেন এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহা হইলে উপস্থিত মকদ্দমায় এত অনাবশ্যক অভিনেতা কখন প্রদর্শিত হইত না। যে ক্ষুদ্র বোতলে সেকোবিষ ও হীরক চূর্ণ ছিল সারজেণ্ট বালেণ্টাইন তদ্বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলেন যে সকল ব্যক্তি বিষ বিক্রয় করে, গুইকুমারের ভৃত্যদিগের সকলের উপরেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু ফৌজদারি হইতে তিনি যে উহা পাইতে পারেন, তাহার এখন ক্ষমতা ছিল না। দামোদর বলেন নরদীন পশ্চাৎ উহা দিয়াছিল কিন্তু নরদীন এ কথা বলে না। পুলিস তাহাকে ঐ কথা বলাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বরদা ১৬ ই মার্চ। সারজেণ্ট বালেণ্টাইন অদ্য তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। এডবোকেট জেনরল বৈকালে উত্তর দিবেন। সলিম ও ইশবন্ত রাওয়ের সাক্ষ্য দামোদরের সাক্ষ্যে জড়িত। তাহারা দামোদরের সমস্ত দোষের অংশভাগী। যদি বিষ দেওয়ার বাস্তবিক চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহারা সেই দুষ্কার্য্যের সঙ্গী, আর যদি ঐ চেষ্টা কল্পিত হয়, তাহারা কল্পনাকারক। তাহারা অনেক দিন পুলিসের হস্তে ছিল। তাহারা যদিও প্রধান সাক্ষী, তথাপি অভিযোক্তারা তাহাদিগকে প্রমাণ করেন না। সারজেণ্ট বলেন, এক জনও ভদ্র লোকের সাক্ষ্য না থাকাতে মহারাজের বিপক্ষে যে মকদ্দমা চলিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ হইল। কমিশনরেরা তাঁহার বক্তৃতায় মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। কখন কোন রাজার এরূপ বিচার হয় নাই। অতএব ইংরাজদের ও ভারতের রাজনীতিজ্ঞ ও রাজগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত এই মকদ্দমা দর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বের গবর্ণর জেনরলেরা স্বেচ্ছাক্রমে রাজাদিগকে যে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন তাহার সহিত উপস্থিত ঘটনাটীর তুলনা করা হইল। লার্ড নর্থব্রুক এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সকলকে জানাইয়াছেন যে তিনি এই স্থির করিয়াছেন ইংরাজী আইনের মূল যুক্তির অনুসারে এ অভিযোগের মীমাংসা হইবে। সারজেণ্ট স্বীকার করিলেন মকদ্দমাটী যেরূপ তাহার সমুদায় অংশ আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি কমিশনরদিগের নিকটে বিনয় সহকারে এই প্রার্থনা করিলেন যে এই মকদ্দমায় যাহা কিছু বলিবার এবং করিবার সমুদায় শেষ হইল, কমিশনরগণ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন। আর এটী যেন তাঁহারা স্মরণ করেন, মহারাজ তাঁহার প্রজাগণের নিকটে অসম্মানিত হইয়াছেন এবং কারারুদ্ধ রাজার অনুকূলে যদি কেহ কিছু করিতে সাহস করে, পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে তাহাদিগের বিপক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সারজেণ্টের বিশ্বাস এই তিনি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন মকদ্দমাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতি নিকৃষ্ট গাঁটকাটারও সাক্ষির অভাব হয় না। কমিশনরেরা যদি ধৈর্য্যসহকারে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা মহারাজকে মিথ্যা অভিযোগ হইতে অবশ্যই মুক্ত করিয়া দিবেন।

সারজেণ্ট বালেণ্টাইন প্রাতঃকালের বক্তৃতার সময়ে বোম্বাইর কোন সমাচার পত্রের আচরণের বিষয় উল্লেখ করেন। ঐ পত্রখানি মহারাজকে নানাপ্রকার গালি দেয় ও তাঁহার প্রতি নানা প্রকার বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং কমিশনরেরা কি মীমাংসা করিবেন, তাহাও অনুমান করিয়া লয়।

এডবোকেট জেনরল উত্তরদান আরম্ভ করিয়া পুলিসের তিনজন দেশীয় কর্ম্মচারির চরিত্রের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, সারজেণ্ট তাহাদিগের বিষয় জানেন না এবং পুলিস কমিশনর সাউটার সাহেবের পদ ও পূর্ব্ব বৃত্তান্তগুলি অবগত নহেন। ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যের আইনে এই নিয়ম আছে দুষ্কর্ম্ম সহচরদিগের সাক্ষ্য প্রমাণ। উপস্থিত স্থলে গুইকুমারের দোষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়াছে। যে অবধি তাঁহার প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তদবধি তাঁহার আচরণ জ্ঞানকৃত অপরাধের অনুরূপ। দেওয়ান দাদাভাই দামোদরের বর্ণনার সহিত তুলনা করিয়া সলিম ও ইশবন্তরাওকে পুলিসের হস্তে সমর্পণের প্রস্তাব করেন। পলায়ন অথবা বিদ্রোহ চেষ্টা উভয়ই বিফল। এডবোকেট জেনরল বলিলেন গুইকুমারের লিখিত আত্মশুদ্ধি পত্র দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে তাঁহার অসৎ অভিপ্রায়ে রেসিডেণ্টের ভৃত্যদিগের সহিত কথোপকথন চলিয়াছিল। যদি কমিশন রাজবাটী দর্শন করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন সাক্ষিরা যে কুঠরির কথা কহিয়াছে গুইকুমার তাহাতে ছিলেন। গুইকুমারের সহিত আয়ার যে সাক্ষাৎ হয় রাউজী এবং করিমের চিঠি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যে উৎকোচ দেওয়া হয় তাহা পরিমাণে অল্প বটে কিন্তু সাক্ষিদিগের বেতনের সহিত তুলনা করিলে অনেক অধিক। ৫০০ ও ৮০০ ও ১০০ টাকা উৎকোচদানের কথা দামোদরের হিসাবে আছে, তদ্দ্বারা অন্য অন্য সামান্য বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে। তিনি বলিলেন ৯ ই নবেম্বরে সেকোবিষ দ্বারা বিষ খাওয়াইবার যে চেষ্টা হয়, সেবিষয়ে কমিশন সন্দেহ না করেন। সর্বতের পাত্রের নীচে যে পদার্থ জমিয়া যায়, তাহার রঙ্গের বিষয়ে কর্ণেলের ও ডাক্তারের যে মতভেদ হয় তিনি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। সেকো বিষ জলের সহিত মিশে না কমিশনের সভাপতি এ বাক্যে অনুমোদন করিলেন না।

বরদা ১৭ ই মার্চ। এডবোকেট জেনরল বলিলেন ৯ ই নবেম্বর বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা হয় ইহা স্বীকার করা হইয়াছে এবং ফেয়ার সরবতের কিয়দংশ পান করিলে পর আর কেহ সে গ্লাসে হাত দিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন আর্সেনিক এবং অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য সহজেই পাওয়া হইয়াছিল, এবং গুইকুমার ফৌজদারী হইতে আর্সেনিক আনিবার সময় পাছে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে এই ভয়ে নিজে চিঠি লিখিয়া আনান

নাই। দামোদর বলেন নরদীন আসেনিক আনিয়া দেয়, এ কথা এডবোকেট জেনরল স্বীকার করেন। তিনি হেমচাঁদের সাক্ষ্য যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিলেন বিষ খাওয়াইবার উদ্দেশ্য চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। রেসিডেন্সির ভৃত্যগণের নিজের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। পুনঃকর ফেয়ারের অধীনে থাকিবে, তাহার এ ইচ্ছা ছিল, সুতরাং সে ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইয়া নিজের স্বার্থ হানি করিবে ইহা হইতে পারে না। কর্ণেল ফেয়ার অনুসন্ধান করিবেন এই ভয়ে দামোদর হিসাবপত্র নষ্ট করিয়াছে, এই কথায় এডবোকেট জেনরল বলেন, দামোদরের ফেয়ারকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ খাজ্ঞী বিভাগে হস্তার্পণ করিবার রেসিডেন্টের কোন ক্ষমতা ছিল না। তৎপরে তিনি দেশীয়দের খাতা পত্র রাখিবার রীতি এবং দামোদর যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বর্ণন করেন। দামোদর বলেন সমুদায় হিসাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, কারণ সে সকল হিসাব ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী স্থানে লেখা আছে, গুইকুমারের সকল ভৃত্যই যে নির্ব্বোধ এমন হইতে পারে না।

গুইকুমার সর্ব্বদা ফেয়ারের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন। ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করিবার তাঁহার কারণ ছিল, ইহা হইতেই তাহার সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। ২ রা নবেম্বর তিনি ফেয়ারের বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে রাজনীতি সম্বন্ধে ফেয়ারের সহিত তাঁহার শত্রুতা এবং পরস্পর বড় বিদ্বেষ ভাব ছিল। ফেয়ার তাঁহার বিবাহ সিদ্ধ এবং লক্ষ্মী বাইর পুত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

এডবোকেট জেনরল তৎপরে ৯ ই নবেম্বর গুইকুমার যে যে কার্য্য করেন তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন। বিষ খাওইবার বিষয় প্রথমে বৃহস্পতি বার প্রকাশ হয়, শনিবার আফিসিয়াল চিটি পাঠান হয়। গুইকুমার যদি নির্দ্দোষ হইতেন, বিষ খাওয়াইবার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি রেসিডেন্সিতে যাইতেন এবং যে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করে তাহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। পরে যখন তাঁহাকে সন্দেহ করা হইল তিনি সলিম ও ঈশ্বরন্তরাওকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং দামোদরকে সমুদায় হিসাব নষ্ট করিতে বলিলেন। এডবোকেট জেনরল পরে বলিলেন, দেশীয় সাক্ষীরা যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাতে তারিখ ও সামান্য সামান্য বিষয়ে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ফলতঃ তাহা সম্পূর্ণ সত্য, রেসিডেন্সির ভৃত্যদিগকে ক্রমে ক্রমে লওয়াইয়া গুইকুমারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়, পরে টাকা দেওয়া হয়, এইরূপে তাহারা গুইকুমারের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে বিষ খাওইবার কথা বলা হয়। প্রথমে তাহাদিগকে বলা হয়, ঐ বিষ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে না। যাহাতে ফেয়ার বরদা হইতে প্রস্থান করেন তাহারা সে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহারা প্রভুকে হত্যা করিতে প্রথমে ইচ্ছা করে নাই। এডবোকেট জেনরল শেষে আয়ার সাক্ষ্যের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন রাউজী যে নিজের বিরোধী একথা স্বীকার করিতে হইবে।

বৈকালে এডবোকেট জেনরল বলেন রাউজীর কোটি বন্ধে যে আসেনিকের মোড়ক পাওয়া যায় তাহা সত্য এবং পুলিষ কর্ত্তৃক তাহার কোটি বন্ধে ঐ মোড়ক দেওয়া হয় বলিয়া যে দোষারোপ করা হয় তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন।

মহারাজ সিন্ধিয়া, সার দিনকররাও এবং গুইকুমার অদ্য অনুপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ।

২ রা চৈত্র সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভা বিজয়নগ্রামের রাজার প্রস্তাব ক্রমে ভারতবর্ষে সাধারণের ১৮ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্তির এবং ওয়ার্ড কোর্ট প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত আশ্রয় স্থানের অধীনস্থ বালকদিগের ২১ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্তির যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে বেঙ্গলি পত্র এই আপত্তি করিয়াছেন, যদি কোন বিস্তৃত সম্পত্তির অধিপতি যাহার বয়স ১৮ বৎসরের অধিক ও ২১ বৎসরের ন্যূন এমন পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন, "সেই অল্পবয়স্ক পুত্রের হস্তে পতিত হইয়া সে বিষয় নষ্ট হইতে পারে। কারণ, বয়ঃপ্রাপ্তির সাধারণ নিয়মে সে বালকের বয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াছে, অথচ সে গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন আশ্রয় গৃহেরও অধীন নয়। এক দিন এক জন নৈয়ায়িক কলুর বাটীতে তেল আনিতে যান। তিনি দেখিলেন, গরুর গলায় ঘণ্টা দেওয়া আছে। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কলু উত্তর করিল গরু যখন ঘানি গাছ জোড়া থাকে, তখন সর্ব্বদা তাহার কাছে লোক থাকে না। গরু চলিতেছে কি না, ঐ ঘণ্টার শব্দে জানা যায়। নৈয়ায়িক ফাঁকি ধরিলেন, গরু যদি দাঁড়াইয়া থাকিয়া গলা নাড়ে, তাহা হইলে কি হইবে?" বেঙ্গলির আপত্তিটী কতক সেইরূপ হইয়াছে। সাধারণতঃ ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির নিয়মটী ভাল হয় নাই। সম্পত্তি অল্পমূল্য হউক, আর অধিকমূল্য হউক, অধিকাংশ [illegible] অল্পতা হেতু নষ্ট হওয়া উচিত নয়।

চুয়াডাঙ্গা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে তথাকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকগণের পারিতোষিক দান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাজি পোড়া [illegible] এবং রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা বেঙ্গল থিয়েটরের অভিনয় আরম্ভ হয়। দুই টাকা এক টাকা ও আট আনা মূল্যের টিকিট হইয়াছিল। ১০। ১১ জন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকেরা কি অবশেষে দেশের বিবাহাদি উৎসবের ন্যায় বিদ্যালয়ের পারিতোষিকদানরূপ আর একটী উৎসবের সৃষ্টি করিলেন? না, বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যা বালক সংগ্রহের অভিনয়রূপ ফাঁদ পাতিলেন?

৩ রা চৈত্র মঙ্গলবার।

মুরসিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, " বোধ হয় অবগত আছেন যে গত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অত্রস্থ নেজামত হইতে আট জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে

[illegible] সংস্থোক্ত হইয়াছেন, তিনি একটী গবর্ণমেণ্ট স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্কুল স্থাপনাবধি এ পর্য্যন্ত এরূপ উত্তম ফল কোন বারে হয় নাই। সুবিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক মহাশয় এরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অবিকল তাহারই ফল হইয়াছে। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত সন্তুষ্ট হইলাম উক্ত স্কুলের একজন সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর রায় [illegible] ছাত্রকে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মূল্যের [illegible] পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিবার মানস করিয়াছেন। পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম উক্ত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র [illegible] উক্ত [illegible] নিকট [illegible] তিনি উহাকে [illegible] প্রদান করিয়াছেন, [illegible] শুনিতে পাইলাম উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় মৌলবী শ্রীযুক্ত কোরবান আলীর যত্নে অত্রত্য মাননীয় নবাব জাহনেল আবদিন খাঁ বাহাদুর উক্ত সর্ব্বোচ্চ ছাত্রকে সপ্তদশ মুদ্রার একটী স্বর্ণ মেডল প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইত্যাদি।

৮ ই চৈত্র বুধবার।

হালিসহর পত্রিকা অনেক দিনের পর আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এবার এখানি [illegible] পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, মান্দ্রাজে দরিদ্র [illegible] নিমিত্ত যে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, তাহাতে অনেক ছাত্র হইয়াছে। তাহাদিগকে ভদ্রবংশীয় বালকদিগের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রদিগকে প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে ভোজন দেওয়া হয়। ভোজন দিবার এই ব্যবস্থা উত্তম হইয়াছে। আমরা [illegible] দরিদ্রদিগের [illegible] প্রকার ব্যবস্থা [illegible] তাহাতে ভোজনের ব্যবস্থা [illegible] তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস [illegible] কঠিন হয়।

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] যে সভা হয় তাহাতে অনরে- [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহ [illegible] প্রধান [illegible] কলি, কাতার বিষপ প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বেলি সাহেব একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবার প্রবেশিকা পরিক্ষার পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তাহাতে পরীক্ষার্থির সংখ্যা কম হইবার আশঙ্কা হয়, কিন্তু যে পরীক্ষার্থী হয় তাহাতে অসন্তোষের কারণ নাই। ১৮৭৩ অব্দে ২৫৪৪ পরীক্ষার্থী হইয়াছিল, এ বৎসর ২২৫৪ পরিক্ষার্থী হইয়াছে, যেমন পরীক্ষার্থী অল্পমাত্র হইয়াছে তেমনি ফল অধিক হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অনেকের অধিকার জন্মিয়াছে। পুস্তক নির্দ্দেশ করিবার প্রণালী পরিত্যক্ত হইলে যে উপাদেয় ফল লাভ হইবে ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

৫ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিয়াছেন, প্রতি সর্পবধের নিমিত্ত যে দুই আনা দেওয়া হয়, এক্ষণ অবধি উহার পরিবর্ত্তে চারি আনা দেওয়া হইবে এবং আগামী বর্ষাকালে বর্দ্ধমান পাটনা এবং মুরসিদাবাদে যে সকল সর্প ধরা হইবে তাহার প্রত্যেকের জন্য আট আনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। এরূপ পুরস্কার বৃদ্ধিতে অনেক কাজ হইবে সন্দেহ নাই।

বাঁকুড়া মেদিনীপুর নদীয়া পাটনা জলপাইগুঁড়ি পুর্ণিয়া এবং বালেশ্বরে বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, গত সপ্তাহে কেবল চট্টগ্রাম বিভাগে সামান্য মাত্র বৃষ্টি হইয়াছে। এ সময়ে সর্ব্বত্রই এক পসলা বৃষ্টির প্রয়োজন একান্ত হইয়াছে। এখন একবার বৃষ্টি হইলে সকল সুবিধা হয়।

কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ৬ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পুর্ব্ব সপ্তাহে ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়। বসন্ত এবং ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতা আবার বুঝি সেই সাবেক কলিকাতা হইয়া উঠে।

৬ ই চৈত্র শুক্রবার।

গত সোমবার গবর্ণর জেনরল রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া গত কল্য প্রাতঃকালে দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সার্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন আগামী সোমবার মেইল ষ্টীমারে বিলাত যাত্রা করিবেন।

শুনা যাইতেছে, সার চারলস মীড তাঁহার চিফ কমিশনরের কার্য্যে আর যাইতেছেন না, তিনি বরদার সার লুইস পেলির পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ইহাকেই বলে "ঘটকালী করিতে গিয়া বিবাহ করা"।

ইংলিসম্যান বলেন, কুচবিহারের যুবরাজকে ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভার্থ পাঠান হইবে। দেশের লোকের ইচ্ছায় না গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায় এ কাজ হইতেছে?

জবলপুর হইতে দুই রেজিমেণ্ট দেশীয় পদাতিক সৈন্য ময়ূরভঞ্জে পাঠাইবার আজ্ঞা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত সাঁওতালদিগের গোলযোগ নিবারিত না হয়, ইহারা সে পর্য্যন্ত তথায় থাকিবে।

৭ ই চৈত্র শনিবার।

ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটী রাস্তাদি সংস্কারের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৬০ হাজার টাকা কর্জ্জ চান, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ৪৮ হাজার দিতে কহিয়াছেন।

এবার মধ্যপ্রদেশে গম বিস্তর জন্মিয়াছে, রবিশস্যের অবস্থাও মন্দ নয়।

লাহোরস্থ সহযোগীর সীমান্তিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কণীয়েরা ইয়ারদন্দ আক্রমণের জন্য উদ্যোগ করিতেছে। এজন্য তাহারা সমুদায় যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে।

বলরামপুরের রাজা গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন। যে সকল সভ্য কেবল কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, এরূপ সভ্য আমরা চাই না. সভায় যাহাদের বলিবার কিছু ক্ষমতা নাই তাহাদের থাকা না থাকা সমান।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। ১৯ ফেব্রুয়ারি যে মেইল কলিকাতা হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই মার্চ্চ। সেনাদল সম্বন্ধীয় একক্টের পাণ্ডুলেখ্য কমন্স বাটীতে বহুতর্ক বিতর্কের পর পাস হইয়াছে। ইহার যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ: কমন্স বাটীতে লার্ড জর্জ্জ হামিলটন একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সর্দ্দো ও হিরাটের বিষয় এবং সীমান্তে শান্তিরক্ষা কর্ত্তব্য তাহাও বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন।

সেনাদল সম্বন্ধীয় এক্টের আইনের সংশোধন করিবার জন্য যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হয়, কমিটীতে বহু তর্ক বিতর্কের পর উহার প্রথম অধ্যায়ের অনেকগুলি পরিবর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া গৃহীত হয়।

মার্কুইস ডি, অডিফেট জাতিসাধারণ সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

ফিলড মার্শাল সার উইলিয়ম গোমের মৃত্যু হইয়াছে।

গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে ডিসরেলি ওয়েট সাহেবের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন পিকিনস্থ ব্রিটিশ মিনিষ্টারকে বলা হইয়াছে ম্যালওয়াইনে মার্গরি সাহেবকে যে হত্যা করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করেন। ওয়েড সাহেবের রিপোর্ট পাইলে ডিসরেলি আরো অনেক বিষয় কমন্স হাউসে বলিবেন।

—৽৹৽—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১০ ই মার্চ্চ। ডবলিউ বি, ওলডহাম প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জমুই বিভাগের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, জে, জি কাবেল।

বেগুসরাইর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি এফ, কর্ম।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস আর ডোবস কিছুদিনের জন্য বারাকপুরে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

১২ ই মার্চ্চ। আর এস, ম্যাঙ্গলস জি, এস, কিছুদিনের জন্য হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

বুদবুদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বর্দ্ধমানের জাহানাবাদ বিভাগের ভার পাইলেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বুদবুদের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এফ, কে হেউইট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

প্রথমশ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর ডি, হাইল, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

সি, সি, কুইক কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এস, ক্লে সি, এস কিছুদিনের জন্য রাজসাহীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ই, ম্যানিষ্টি নাটোরের ভার পাইলেন।

রাজসাহীর কমিশনর এস, আর কক্রেল নিজ কার্য্য ভিন্ন কুচবিহারের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

টি, টি এলেন কিছু দিনের জন্য যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

জি, এল, টি হারিস যশোহর ও বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

ই, এস, মে সলি কিছুদিনের জন্য বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

আর কর্বিন বি, এ, কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে নদীয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

জে, এফ, ষ্টিফেন্সন সি এস কিছুদিনের জন্য পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এচ, হ্যাঙ্কি সি, এস, কিছুদিনের জন্য পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরলের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই মার্চ্চ। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নীলমাধব মুখোপাধ্যায় নিজ কার্য্য ভিন্ন কাম্বেল মেডিকাল স্কুলে চক্ষুঃ সংক্রান্ত শস্ত্র চিকিৎসার শিক্ষক হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

—

সংবাদ দাতার পত্র।

ওলাউঠা পীড়িত স্থান সকলের বর্ত্তমান অবস্থা।

পরদুঃখকাতর ও সহানুভূতিগুণাবলম্বী পাঠক মহাশয়গণ ওলাউঠা পীড়িত স্থান সকলের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্র থাকিবেন। কিন্তু হায় বিধাতা বর্ত্তমান শুভ সংবাদ জানাইতে সময় দিতেছেন না। যে সমস্ত গ্রাম বাকী ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা আক্রান্ত হইয়াছে। কাকড়া, ভোগরাই, মীরগোদা ও বীরকুল পরগণার প্রায় সমুদায় গ্রামে ওলাউঠা প্রবল হওয়াতে প্রতিদিন অনেক মনুষ্য মরিতেছে কামারদা পরগণার প্রায় ১০। ১২ খানি গ্রামে ওলাউঠা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুবর্ণরেখা নদীও লঙ্ঘন করিয়া বালিয়াপাল ও ভারকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে আগুন লাগিয়াছে। এক একটী গ্রামে কোন কোন ঘরে ২। ১ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যতীত, আর কেহ নাই। সকলে প্রাণের ভয়ে গ্রামান্তরে পলায়ন করিতেছে? আশ্রয় লইবারও কি কোন নিরাপদ স্থান আছে। কোন কোন গ্রামে অর্দ্ধাধিক মরিয়াছে। স্ত্রী, বালক ও বালিকারাই অধিক মরিতেছে। গত মারাত্মক দৈব গ্রহ কার্য্যের পাবনাম (বর্ত্তমান অতিবৃষ্টিকে পাবনাম বলা সঙ্গত নহে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।) যে, বিশেষ মারাত্মক হইবে, বহুদর্শী পাঠক মহোদয় গত ঝড়ের পরেই ভাবিয়া থাকিবেন, গত প্রবল ঝটিকায় যেমন মৃত গো মনুষ্যাদি পচিয়া বায়ু প্রভৃতি প্রায় সকল স্থানে পতিত হইয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান উপস্থিত ভয়ানক বিপদের (প্রাণনাশের) অন্যতর প্রধান হেতু হইয়াছিল, ওলাউঠা ক্রান্ত অসংখ্য মৃত মনুষ্য, আপনার গৃহে, গ্রামের মধ্যস্থলে ও বাস্তুর নিকট পতিত হইয়া উক্ত অতি ভীত বিপদকে দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত করিবার অন্যতর প্রধান কারণ হইতেছে। তজ্জন্য বিনয়সহ নিবেদন, মাননীয় দয়ালু কালেক্টর টি নইন সাহেব মহোদয় মৃত মনুষ্যদিগের দেহ দাহের জন্য পুলিসের কর্ম্মকারকদিগের প্রতি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়া মহোপকার করুন।

উপস্থিত বিপদ হেতু, অনেক স্থলে পিতার দুশ্ছেদ্য অপত্যস্নেহ, পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য পিতৃমাতৃ ভক্তি সৌজাত্ররূপ মহামূল্যরত্ন স্পৃহতা, অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং স্বামী ও স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলাম ও কোন কোন স্থলে দেখিলাম,

ওলাউঠাক্রান্ত প্রসূতা অথবা সদ্যঃপ্রসূত সন্তান ও প্রসূতিকে ছাড়িয়া গৃহের অন্যান্য সকলে পলায়ন করিয়াছে।

মহাশয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না অনিবার্য্য অশ্রুবেগ নিঃসৃত হইবে? ঝটিকা-হেতু এ দক্ষিণাংশের চাস বাস না থাকাতে অনেকে আহার জন্য কষ্ট পাইতেছে। এদিগে এ বিপদের জন্য জীবিতের মধ্যে প্রায় সকলে জীবনরক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ভয়ানক প্রেত মূর্ত্তি নিকটতর দেখিতেছে।

অদ্য ৭ দিন হইল, বালেশ্বরের জেল ডাক্তার মহাশয় ঔষধসহ অত্রস্থ হইয়াছেন। এখানকার প্রজাহিতৈষী বিখ্যাত জমীদার পরম মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় এবিষয়ের প্রধান উদ্যোগী। ইনি মাসিক ২৫ টাকা দিবার স্বীকার করাতে দয়ালু গবর্ণমেন্ট মহোদয় সরকার হইতে উপযুক্ত ঔষধসহ ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন। কৈলাসবাবুর তুল্য প্রকৃত প্রজাহিতৈষী ও পরোপকারী জমীদার অল্প আছেন। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার নিকটে চির জীবন কৃতজ্ঞ রহিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। প্রজাগণের ধন ও প্রাণের রক্ষা কর্ত্তা পরম মান্যবর কালেক্টর ও কমিসনর সাহেব ও মহামান্য গবর্ণমেন্টের নিকটে বাক্য দ্বারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? ইংরাজ গবর্ণমেন্টের ন্যায় এমন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী উদার গবর্ণমেন্ট নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উত্তমরূপ বর্ষা না হওয়া ও উপস্থিত গোলমাল না থামা পর্য্যন্ত ডাক্তার থাকেন, ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনীয়। ডাক্তার পৌঁছিবায় বিপন্ন গণের অনেক ভরসা হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রমী গ্রামান্তরে গিয়াও চিকিৎসা করিতেছেন। চিকিৎসায় কাহারো কাহারো উপকার হইবার সংবাদ শুনিতেছি। চিকিৎসার ফল পরে জানাইব। ঔষধের জন্য প্রত্যহ ২০। ৩০ জন আসিতেছে। বালেশ্বরের সিবিল সর্জ্জন শ্রীযুত [illegible] সাহেব মহাশয় ইতিমধ্যে [illegible] হইয়া [illegible] হতভাগ্যগণের অবস্থা [illegible] গিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের অত্যন্ত [illegible] ও দয়ালু ভাব দেখিয়া ও মিষ্ট ভাষা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

১৮৭৫ ১১ ই মার্চ — একান্ত বশম্বদ
[illegible] — শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল

বীরভূম।

১। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রকৃতপক্ষে একজন কাজের লোক। তাঁহার তুল্য কার্য্যক্ষম পুরুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার বিচার প্রণালী হৃদয়গ্রাহী। অমায়িকতা, সারল্য প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদর্শন করিয়া তিনি এ উপবিভাগের তাবৎ লোকের বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন। নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়ায় অনেকগুলি শ্রমজীবি লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটী জলের কল আনাইয়া জল সিঞ্চনের বিষয়ে, কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা ভগবান বাবুর মত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চাহি। নিরূপিত কার্য্য করিয়া যাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাহিত হইল, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র নহেন। ভগবান বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মচারী। তাঁহারই উদ্যোগে বর্দ্ধমানে একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, দুঃখের বিষয় ঈদৃশ কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হইল না। তাঁহার দিকে কি গবর্ণমেন্টের কৃপা দৃষ্টি পড়িবে না?

২। আমরা মফস্বলে বাস করি। সুতরাং নূতন প্রবর্ত্তিত পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা দেখিবার আমাদের অধিক অবসর আছে। ইহার প্রথম অনুষ্ঠান অবধি ইহার কার্য্যের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা অনেক দিন ইহার কার্য্য দেখিলাম। এখন আমাদের এ সম্বন্ধে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে এগুলি গবর্ণমেন্টের ক্রীড়নক (খেলনা)। এগুলির জন্য গবর্ণমেন্টের বৎসর বৎসর যে ব্যয় হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করা হয়। ব্যয় স্বরূপ কিছুমাত্র কার্য্য হয় না।

৩। সম্প্রতি প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা (নূতনবিধ পাঠশালার ছাত্রদের পরীক্ষা) কাটোয়ায় গৃহীত হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম প্রায় ২০০ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়। পরীক্ষা গ্রহণ ভার স্থানীয় স্কুল পরিদর্শক মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। একজন পরীক্ষকের পক্ষে এতগুলি ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা কতদূর সাধ্যযুক্ত, তাহা সহৃদয় পাঠক বুঝিয়া লউন। এস্থলে বক্তব্য ঐ পরীক্ষায় প্রায়ই প্রশ্নের কাগজ মুদ্রিত হয় না। দুই এক বিষয়ে বাচনিক পরীক্ষাও থাকে। পরীক্ষা প্রণালীগত যে দোষ আছে, তাহা আর উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। তবে আগামী বর্ষে সে দোষের যাহাতে পরিহার হয় সে দিকে ইনস্পেক্টর হপকিন্স সাহেব মনোযোগী হয়েন, এই আমাদের প্রার্থনা।

৪। এবারে বীরভূমে কিছু ফসল মন্দ জন্মে নাই। লোকের কষ্ট না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন দিন দিন যে ভাবে তণ্ডুলের রপ্তানি হইতেছে, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে লোকের ভারী কষ্ট হইবে। আমরা পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া রাখিলাম। সেই ভাবী ক্লেশ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে, তবে এখনই হইতে তাহা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

৫। বোলপুর হইতে ইলামবাজার দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। সে রাস্তাটীর মধ্যে মধ্যে সেতু না থাকায় জল নিকাশের পথ রুদ্ধ আছে। তাহাতে কতকগুলি জমির যার পর নাই ক্ষতি হইতেছে। আর এরূপ ভূমির সংখ্যা কিছু অল্প নহে। সে ভূমিগুলি প্রতি বৎসর পতিত থাকে বলিলেই হয়। তত্রত্য প্রজারা অনেকবার প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি প্রক্ষিপ্ত হইলে অনেকগুলি প্রজা বাঁচিয়া যায়। ঐ রাস্তাটী বর্ত্তমান অবস্থায় ও অঞ্চলের অধিবাসীদের সুখের "জিনিষ" হয় নাই।

১ লা চৈত্র
১২৮১ সাল

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সাঁওতালদিগের আচার ব্যবহার।

মহাশয়! আমি কার্য্যোপলক্ষে যে সময় ফতেয়াবাদ ও নয়াগ্রাম পরগণার বন বিভাগে ভ্রমণ করি, সেই সময় সেই বনস্থলীর অধিবাসী সাঁওতালদিগের প্রকৃতিগত ভাব ও আচার ব্যবহার অনেক অবগত হইয়াছি। অদ্য তদ্বৃত্তান্ত আপনার পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ প্রকাশ করিতেছি।

সাঁওতাল জাতির ধনুঃধন, কুক্কুর সুহৃদ এবং হিংস্রজন্তু প্রতিবাসী। ইহারা বনের মধ্যে এক এক স্থানে ৮। ১০ ঘর একত্র হইয়া বাস করে, সকলের বাস কুটীর পরস্পর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী। ইহারা স্বজাতির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, একজন কোন প্রকারে বিপন্ন হইলে অপর ব্যক্তিরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই অসভ্য জাতির মধ্যে জ্ঞাতিবৈর, দ্বেষ, হিংসাপ্রভৃতি নীচ বৃত্তির বড় প্রাদুর্ভাব দেখিলাম না। ইহারা মিথ্যা প্রবঞ্চনা শঠতা প্রভৃতিতে বিশেষ পটু নহে।

মনুষ্য সমাজে যতই জ্ঞান বৃদ্ধি ও সভ্যতার

আবির্ভাব হয়, যতই তাহারা অধিক লোকের সহিত আচার ব্যবহার এবং সামাজিক রীতি নীতির ভাব বিশেষরূপে আলোচনা করে, ততই মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ সরলভাব পরিত্যাগ করিয়া শাঠ্য ও প্রবঞ্চনার পরতন্ত্র হয়। এই অসভ্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে তাদৃশ কুণ্ঠিত হয় না, অথবা কাহার নিকট বিশেষ লজ্জিত হয় না। কিন্তু ইহাদের স্বাভাবিক সারল্য পূর্ণ দৃষ্টি অবলোকন করিলে কেহ তাহাদের চরিত্রের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারে না।

বিকৃত সভ্যতার আচরণে যতদিন মনুষ্য আপনার স্বভাবকে আবৃত করিতে শিক্ষা না করে, তত দিন তাহারা প্রকৃত সুখে অধিকারী থাকে।

ইহারা এই ভয়ঙ্কর স্থানে নিতান্ত দুরবস্থায় কালযাপন করাও বিশেষ সুখজ্ঞান করে। তথচ প্রাণান্তে গ্রাম্য অথবা নাগরিক সুখভোগের বাসনা করে না। স্বকীয় অবস্থার উন্নয়নের জন্য ইহারা বিশেষ যত্নশীল নহে। সামান্য কৃষিলব্ধ ফল মূল শস্যাদি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সুখানুভব করে। ইহাদিগের অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী, সন্তান পীড়াক্রান্ত অথবা কালগ্রাসে পতিত হইলে, ইহারা এত অধিক ব্যাকুলতা ও শোক চিহ্ন প্রকাশ করে যে তাহাদের তাৎকালিক অবস্থা অবলোকন করিলে কোন প্রকারে নয়নজল সম্বরণ করা যায় না। ইহারা পীড়িত সন্তানের শুভোদ্দেশে দেবতার নিকট বলি উপহার মানস করে আরোগ্য হইলে ছাগ মেষাদি বলি প্রদান করে।

রেবরেণ্ড ফিলিপ নামক একজন মিসনরি, এদেশীয় সাঁওতাল জাতির মধ্যে বিদ্যা প্রচার করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা এত দ্বিষয়ে অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি "হাতি গড়" নামক একটী স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনেকগুলি সাঁওতালকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষিত সাঁওতাল বালকেরা অনেকাংশে সভ্য হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি সাঁওতালকে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া তাহাদিগকে গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, কিরূপে সামাজিক নিয়ম পরিপালন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহার সাঁওতাল শিষ্যমণ্ডলী অনেকাংশে অবগত হইয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা পরিচ্ছদাদি অনেকাংশে বঙ্গবাসিদিগের তুল্য হইয়াছে। এইমহাত্মার বিদ্যালয়ে শিক্ষিত সাঁওতালগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে সাঁওতালদিগের বাসস্থানে এক একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আমি একদিন এইরূপ একটী গ্রাম্য পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ১৫।১৬টী বালক লিখিতেছে, এই সকল বালক নিতান্ত জড়বুদ্ধি নহে, তাহাদের শিক্ষকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, একটী বালক সপ্তাহের মধ্যে স্বরবর্ণ লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিয়াছে। এটী অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই!! আমাদের দেশীয় বালকেরা এক মাসে এইরূপ শিখিতে পারে না।

উপসংহারকালে আমি মহাত্মা ফিলিপ্‌কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। যাহার প্রসাদে অসভ্য বন্য পশু সদৃশ সাঁওতালগণ, প্রকৃত সুখে অধিকারী হইতেছে, যাহার প্রসাদে তাহারা জ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া সামাজিক ও সাংসারিক রীতি নীতি অবগত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন।

মেদিনীপুর } একান্ত বশ্য
১৮৭৫ } শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বঙ্গ বিধবা।

(১)

নিশি অবসানকালে, যখন গগন ভালে
প্রভা শূন্য চন্দ্রমার নিরখি বদন,
বঙ্গবিধবারে মনে পড়ে রে তখন।
শীতের সময় জলে, বিকচ কমল দলে
মলিন দশায়, হায়, নিরখি যখন,
বঙ্গবিধবারে মনে পড়ে রে তখন।
ধূ ধূ ভূমি নিরখিয়ে, আঁখি দুটী নিমীলিয়ে
তুলনা তাহার আমি খুঁজিরে যখন,
বঙ্গবিধবারে মনে পড়েরে তখন।

(২)

পূর্ণকলা শশধরে, রাহু যবে গ্রাস করে,
সে কালের ছবি বঙ্গবিধবা রমণী।
অথবা সে শশী রাকা, জলদে হইলে ঢাকা
যেমতি মলিন, বঙ্গ বিধবা তেমনি।
নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুম ভূষণ খুলি,
বাস করে শুষ্কপ্রায়, লুটায় ধরণী,
বঙ্গের বিধবা নারী, সেই মত সারি সারি,
ভূষণ বিহীনা, মরি, মলিন বরণী।

(৩)

জনিতে মণির মত, বঙ্গের বিধবা যত
আকর মৃত্তিকা মাখা নিষ্প্রভ বদন
আবদ্ধ ঝিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল মাখা
বঙ্গের বিধবা নারী মুকুতা মতন।
একটী কুসুম পরে বসে যদি থরে থরে
দশটী ভ্রমর, তারে দেখায় যেমন,
কিম্বা কুহেলিকা মাঝে, গোলাপ যেমতি সাজে
আঁধারে ঢাকিয়া যায় সুন্দর বরণ
বৈধব্য পীড়নে বঙ্গ বিধবা তেমন।

(৪)

ভাঙ্গা নোওা, শঙ্খ ভাঙ্গা, মাটীতে সিন্দুর মাখা
পড়ি আছে শ্মশানেতে হেরিলে নয়নে
বঙ্গ বিধবার দশা জাগি উঠে মনে।
কত কথা জাগি উঠে, চিন্তার লহরী ছুটে
কি যে ভাবি কি যে দেখি বলিব কেমনে
বঙ্গ বিধবার ব্যথা কে পশিবে প্রাণে?
যাহারে শুনাতে যাব, তার কাছে গালি খাব,
কাজ নাই বলিয়া নিবদয় জনে,
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে।

(৫)

হায় রে, যে ক্রুর জাতি, কাঁদাইতে দিবারাতি,
করিল এ ক্রূর বিধি হইয়া নিদয়,
তারা যেন জন্মান্তরে, নারী হয়ে বঙ্গ ঘরে,
অচিরে বিধবা হয়ে চিরকাল রয়।
তা হলে বুঝিবে বেস, যন্ত্রণার এক শেষ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত দুখ সয়।

কলিকাতা } বশম্বদ
২০ এ ফাল্গুন }
১২৮১ সাল শ্রী[illegible]।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম। চাউল	সামান্য। চাউল	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯॥	॥০	৮॥	।৩।
বাকুড়া	।৮॥	॥০।	।২॥	২
বীরভূম	।৮	॥২	।৪	।১
মেদিনীপুর	।৪	।৭	।৪	।২
হুগলী	।৯॥-১০	৭-।৭॥	।৬-।৬॥	।৫
হাবড়া	।৩	৬।	।৮	।৩।
কলিকতা	।১	।৩	।৭॥	।৫
২৪ পরগণা	/৮	।৫॥	৮৭	।৩।-৬
নদীয়া	।৪।	।৬	॥০	॥০
যশোহর	।৭	॥০	।৪॥	।৫।
মুরশিদাবাদ	।২॥	।৯-॥০	॥০	।৭-।৭॥

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
দিনাজপুর	॥২	॥৮	।৫॥	।৪
মালদহ	॥৩	॥৪	।৭	॥০
রাজশাহী	।৯।৶	॥৭।৶	।৩/	।৬
রঙ্গপুর	/৮৵	॥৭॥	।৬	।৪৸৶
বগুড়া	/৯৸	॥৬।	।৫	।২
পাবনা	/৮	॥৭৸		।৫
দারজিলিঙ্গ		।৩		
জলপাই গুড়ি	৬	॥৬।৵	।১ ৩৶	।৩
ঢাকা	॥০	॥২	।৬	।৩/
ফরিদপুর	/৭	॥২	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৪	
ময়মনসিংহ	।৬	॥।১	।৩।	।১
চট্টগ্রাম	।৫	॥	।৩	।০॥
নওয়াখালী	।৫	।৯॥	।০	
ত্রিপুরা	।৩	॥৩	।১	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।৩।	।৪॥		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	।৩	॥৪	।১৶	।০
পাটনা	।৪	॥৫	।২	।৮
গয়া	।১	॥১	।৬॥	।৭॥
সাহাবাদ	।০।৮	।৬	॥১	।৬॥
মজফরপুর	/৯	।৮	॥৫	।৩
সারণ	/৯	॥১॥	।৯	।৬
মুঙ্গের	।৪।৶	।৮॥/	॥১	।৭॥
ভাগলপুর	॥০৶	॥১৶	।০৶	।৭॥৶
পূর্ণিয়া	॥২	॥০	।০	।৬
সাঁওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৫	।৬
কটক	।৮।৶	॥৬।	।৭৶	।৯॥৶
পুরী	॥১।৹	॥৭॥/	।৭/	।৭/
বালেশ্বর	৸	।০	/৮	।৪
হাজারিবাগ	।০	॥১	১	।২
লোহারডগা	॥০	॥১	।২	/৯
সিংহভূম	৩	॥৩	।৭	।১
মানভূম	।০	।৭॥	।৩	।৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১২ ই মার্চ্চ

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চোরা পরব নদীতে	৩	৬
সুরপুর ৮ মাইলের মধ্যে	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৫ সালের ১৫ ই মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৯

বহরমপুর
১৫ ই মার্চ্চ
১৮৭৫সাল } টি, এইচ উইক্স সি, ই, এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

—:ঃ:—

১২৮১ সালের চৈত্র ও ১৮৭৫ সালের মার্চ্চ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী—ভুরভাণ্ডার।
„ „ বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা।
„ „ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—হাজারিবাগ
„ „ শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর।
„ „ রাধাবল্লভ সিংহদেব—কুচিয়াকোল
„ „ স্বরূপচন্দ্র পাত্র—বেড়বল্লভপুর।
„ „ মথুরেশচন্দ্র দেব রায়—ছান্দাড়া।
„ „ অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—বর্দ্ধমান।
„ „ হীরালাল বসু নেটীব ডাক্তার। বালেশ্বর।
„ „ নবকৃষ্ণ নাইতি—আটীনাগড়ী।
„ „ জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস—জয়মণ্ডপ
„ „ ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর। আজিমগঞ্জ।
„ „ গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—যশোহর।
„ „ চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ পাল জমীদার গড়কোতাই।
„ „ ব্রজনাথ ঝা—ঠাকুর গা।
„ „ চন্দ্রমোহন গুহ—গোয়ালপাড়া।
„ „ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—কাশীমপুর
„ „ কৈলাসগোবিন্দ মজুমদার। মারিন্দা।
জে, এ, হপকিন্স সাহেব—চুচুড়া।
„ „ কাশীবিহারি লাহিড়ী—বায়গঞ্জ।
শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী—পুঠীয়া।
„ „ প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাজাদপুর।
„ „ শ্রীরাম মজুমদার—মাধবপুর।
„ „ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী—নাটুদহ। বাঙ্গালা স্কুল।
„ „ কুমার রামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর রাজধানী কাশীপুর।
„ „ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় উড়িষ্যা।
„ „ জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী কাশী।
„ „ মহারাজ ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর কটক।
মৌলবী মহম্মদ রসিদ খা চৌধুরী নাটোর।
„ „ কাশীনাথ দত্ত—বসন্তপুর।
„ „ সৈয়দ আকতার হোসেন রাণীশঙ্কল।
সাতক্ষীরা পবলিক লাইব্রেরি।
„ রেবরেণ্ড ব্রজনাথ পাল—অউখালী।
„ „ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাতবাড়িয়া।
„ „ রাসবিহারি চৌধুরী—হরিপুর।
„ „ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসিরহাট।
গোপীবিনোদ দাস—দিনাজপুর।
„ „ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগড়দহ।
„ „ নবীনচন্দ্রচন্দ্র—উজীরপুর।
„ „ নবীনচন্দ্র সিদ্ধান্ত—রাণীগঞ্জ।
„ „ গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুলালগঞ্জ।
„ „ বানীকান্ত মজুমদার—গুসমনপুর।
„ „ তিনকড়ী চট্টোপাধ্যায়—হুগড়।
„ „ দুর্গাপদ ঘোষাল—তাজপুর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর কুচবিহার। ১০
„ „ রজরাজ দাস—.গোয়ালন্দস্কুল ৫॥
„ „ দ্বারকানাথ প্রধান—কন্যাদহ ১০
„ „ মহেন্দ্রনাথ মল্লিক। প্যান্তলপাড়া ৫॥
তমলুক রিডিং ক্লবের সেক্রেটারি ১০

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ২০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮১। ১৬ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ২৯ এ মার্চ্চ।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ সাড়ে দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৵ টাকা।

প্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়।

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া, এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া, কোন ফল পাই নাই, তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ... অগ্রহায়ণ } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর

নবজীবন, ভাষা ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই চৈত্র সোমবার।

মলহর রাওর কতকগুলি প্রজা একটী কৌতুকাবহ আপত্তি করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে, কাহাকে খাজনা দিব, এক্ষণে রাজা নাই, বর্ত্তমান মহারাজ যে পর্য্যন্ত পুনরায় পদস্থ না হন, অথবা অন্য মহারাজ নিয়োজিত না হন, তাবৎ খাজনা দেওয়া বৈধ হইতেছে না।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আগামী শীতকালে ভারতবর্ষ দর্শন করিবেন, এই সংকল্প করিয়াছেন। ইনি ইহার পর ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইবেন। ভারতের প্রজাগণ কিরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, তাহাদিগের কোন বিষয়ে দুঃখ ও অভাব আছে কি না, তাহার প্রতীকারের উপায়ই বা কি, ইংরাজেরা এখানে কিরূপে রাজত্ব করিতেছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যদি এইগুলির অনুসন্ধান করিয়া যান, তাঁহার আগমন ভারতবর্ষবাসি মাত্রের একান্ত অভিনন্দনীয় সন্দেহ নাই। তিনি এগুলি জানিয়া গেলে ভারতবাসিদিগের কথঞ্চিৎ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য না করিয়া ভারতবর্ষ কেমন স্থান, এখানে কত প্রকার দ্বিপদ জন্তু বাস করে, এখানে মৃগয়ার আমোদ কেমন, স্বচ্ছন্দে তাঁহার মৃগয়া চলিবে কি না, এই উদ্দেশে যদি এদেশে আগমনের মানস করিয়া থাকেন, তাঁহার আসা না হইলেই ভাল। তাঁহার আসাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে কতকগুলি অর্থ ক্ষয় হইবে এই মাত্র।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন “রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট তিনটী করিয়া তোপধ্বনি করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এ সংবাদে অল্পমতি ব্যক্তিরাই আহ্লাদিত হইবেন, বাস্তবিক আমরা ততদূর সন্তুষ্ট হই নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালের ও বরদার মহারাজ প্রভৃতি ৭ জনের সম্মানার্থ একুশটী তোপধ্বনি হয়। ইহাঁরা প্রথম শ্রেণীর। ভুলকারের মহারাজ ও মুরসিদাবাদের নবাব প্রভৃতি ৯ জনের উনিশ তোপ, ইহাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। জয়পুরের ও পাতিয়ালার মহারাজ প্রভৃতি ১৩ জনের সতর তোপ, ইহাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর। সিকিমের মহারাজ ও টোলপুরের নবাব ও কুচ বিহারের রাজা প্রভৃতি পাঁচ জনের তের তোপ, ইহাঁরা পঞ্চম শ্রেণীর। ভৌ নগরের ঠাকুর ও পালন পুরের দেওয়ান প্রভৃতি একত্রিশ জনের ১১ তোপ, ইহাঁরা ষষ্ঠ শ্রেণীর। বরিয়ার রাজা ও বালাসিনোরের নবাব বারি প্রভৃতি ৯ জনের নয় তোপ, ইহাঁরা সপ্তম শ্রেণীর। এডেনের বিদেশীয় রাজগণের ৯ হইতে ১২ তোপ, কেবল নদাও-

নের রাজার সম্মানার্থ সাতটী তোপধ্বনি হয়। যে সকল মহারাজ ও প্রধান প্রধান লোকের নাম উল্লিখিত হইল, বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাদিগের সকলের সমান না হউন, কিন্তু তৌ নগরের ঠাকুর, বরিয়ার রাজা ও নদাওনের রাজা প্রভৃতির অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ও অযোগ্য নহেন। গত দুর্ভিক্ষে মহারাজ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সহস্র সহস্র মহাপ্রাণির প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ লার্ড নর্থব্রুক মহোদয় আমাদিগের মহারাজকে অন্ততঃ নদাওনের রাজার সমান সম্মান প্রদান করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষীয় রাজগণকে সঙ্গিনের ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করার অপেক্ষা ফাকা তোপদ্বারা অনুগত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

—০—

লেপ্টনণ্ট ক্রমটন পেসোয়ারে এক দারুণ আঘাতে তাহার এক ভৃত্যের প্রাণ বধ করে। এই অপরাধের অভিযোগ হইয়া ২০ টাকা দণ্ড হইয়াছে!! এ দণ্ড কিসের? লেপ্টনণ্ট ভৃত্যকে আঘাত করিয়া যে আইন লঙ্ঘন ও শান্তিভঙ্গ করে, এ কি তাহার দণ্ড? না, মনুষ্য বধের দণ্ড? একজন মনুষ্যের জীবনের মূল্য কি ২০ টাকার অধিক নয়? যদি বল লেপ্টনণ্ট মনুষ্য হত্যা করে নাই। হত ব্যক্তির প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতেই এক আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। নতুবা এক আঘাতে কখন মানুষ মরে না। অতএব মনুষ্য বধ দণ্ড হওয়া উচিত হয় না। এ যুক্তিটী অতি অকিঞ্চিৎকর। হত ব্যক্তির প্লীহা রোগ ছিল স্বীকার করিলাম। প্লীহা রোগ থাকিলেই যে মানুষ মরিয়া যায় এটী সিদ্ধান্ত বাক্য নয়। কোন ডাক্তরই নিশ্চয় করিয়া এ কথা কহিতে পারেন না। প্লীহা রোগগ্রস্ত অনেক ব্যক্তিকে আমরা সচরাচর আরোগ্য লাভ করিতে দেখিতে পাই। যদি তাহার মরণ অবধারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও মনুষ্য হত্যা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট আঘাত না করিলে সে যে এক দিনও জীবিত থাকিত না, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারে, এমন সর্ব্বজ্ঞ লোক আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। যে ব্যক্তির এক দিন বাঁচিবারও সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে হত্যা করিলে যে মনুষ্য হত্যা করা হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তবে এ হত্যা জ্ঞানকৃত নয়, এই যা বিশেষ। অজ্ঞ নকৃত মনুষ্য বধের ২০ টাকা দণ্ড বৈধ হয় না। ঐ দণ্ড যদি মনুষ্য বধের দণ্ড বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলেও লেপ্টনণ্ট নিজ ভৃত্যের অপরাধের স্বয়ং দণ্ড বিধান করিয়া রাজক্ষমতা যে স্বহস্তে গ্রহণ করিল, তাহার কি দণ্ড হইল? আরো একটী কথা আছে, হত ব্যক্তির যদি পরিবার থাকে, সে উপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিতেছিল। তাহার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদিগের সে পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। বিচারপতি তাহাদেরই বা কি উপায় বিধান করিলেন? কোন এদেশীয় ব্যক্তি যদি এক আঘাতে কোন এদেশীয়ের প্রাণবধ করিত, সে কি ২০ টাকা দণ্ড দিয়া এইরূপে অব্যাহতি পাইত? ইউরোপীয়েরা বজ্রমুষ্টি। তাহাদিগের মুষ্টিপ্রহার বজ্র প্রহার তুল্য। এটীও বিচারপতির বিবেচনা করা উচিত ছিল। লেপ্টনণ্ট ক্রমটনের বিষয়ে এগুলি বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, নিতান্ত অবিচার হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারে কত কাল এরূপ অবিচার চলিবে?

—২০২—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "বীরভূমের স্থানে স্থানে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে; ইহার নাশ শক্তি আজও তাদৃশ প্রবল বলিয়া বোধ হইতেছে না। বীরভূমে গোবীজ টীকা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় নাই। এই রীতিটী অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তিত হইলে বড় ভাল হয়। কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে নির্ব্বন্ধসহকারে প্রার্থনা এই, কয়েক জন টীকাদারকে বীরভূমে অতি সত্বরে প্রেরণ করেন এবং যাহাতে তাহারা বীরভূমের মফস্বলে থাকিয়া টীকা দেয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।" বাঙ্গলা দেশের নিম্ন দেশ [illegible] ও উচ্চ প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতিতে বসন্ত ও ওলাউঠা সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গলা দেশের সাংক্রামক জ্বর ও ওলাউঠা চিকিৎসকদিগের বিদ্যা বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উহার নিদান নির্ণীত হইল না। সুতরাং উহার চিকিৎসা "আঁধারে সাপ ধরা হয়"। বসন্তের প্রাদুর্ভাব নিবারণের যে একটী উপায় আছে, তাহাও অধ্যক্ষদিগের অনবধানতায় অনেক স্থলে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অধ্যক্ষেরা সময়ে টীকাদার প্রেরণ করিয়া যদি টীকা দিবার চেষ্টা পান, অনেক স্থলে উপাদেয় ফললাভ হয় সন্দেহ নাই। এখন ইংরাজী টীকা দিবার বিষয়ে অধিকাংশ লোকের চিত্ত সংস্কার দূর হইয়াছে। সকলে টীকাদারের [illegible] বলিয়া অনেকে টীকা দিতে পারে [illegible] এখন [illegible] লোকের ইংরাজী টীকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—০—

[illegible]

প্রদর্শন করিয়াছি, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ক্রমে তৎপথের পথিক হইতেছেন। এবার হিন্দুপেট্রিয়ট এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ভূমির যে উপস্বত্ব হইবে, একটী আইন করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট অংশ জমীদারের প্রাপ্য খাজনা বলিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দশ বৎসরের পরে আবার দশ বৎসরের ব্যবস্থা করা উচিত আমরা পেট্রিয়টকে স্মরণ করিয়া দিতেছি এই দশশালা বন্দোবস্ত হইতেই স্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজার সহিত একটী স্থির বন্দোবস্ত ভিন্ন প্রজার ও জমীদারের বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার অন্য সুন্দর উপায় নাই। দশ বৎসরের নিমিত্ত একবার বন্দোবস্ত হইলেই পেট্রিয়ট ও তাঁহার আশ্রয়ভূত জমীদারেরা আমাদিগের প্রস্তাবের উপাদেয়তা বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের সমুদায় অংশেই ঐ বন্দোবস্ত হও উচিত। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কৃষকদিগের উন্নতির নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভূমির উল্লিখিত বন্দোবস্ত করিয়া যাবৎ কৃষকদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে না পারিতেছেন, তাবৎ তাঁহাদিগের যত্ন চেষ্টা সম্যক ফলোপধায়িনী হইতেছে না। জমীদারকে মধ্যে রাখিয়া কৃষকদিগের সহিত একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, কোন কৃষক ও জমীদারের না, ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সে [illegible], সোমপ্রকাশের পূর্ব্বগত [illegible] প্রস্তাবে তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

শিক্ষা কার্য্যের ডাইরেক্টর আটকিন্সন সাহেব শীঘ্র দুই বৎসরের বিদায় গ্রহণ করিবেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সটক্লিফ সাহেব তাঁহার কর্ম্মে প্রতিনিধি হইবেন। ছুটির দুই বৎসর পূর্ণ না হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে পেন্সন দিবার যে একটী নিয়ম আছে, আটকিন্সনের সেই কাল পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাঁহাকে আর কাজে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সটক্লিফের ঐ কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। আটকিন্সন অপরের বেলায় ৫৫ বৎসরের নিয়ম খাটাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র, অতএব তাঁহার প্রতি ঐ নিয়মটী না খাটান ভাল হয় না। ক্যাম্বেল সাহেব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদে থাকিলে বোধ হয় তাঁহাকে ৫৫ বৎসরের পূর্ব্বেই পেন্সন লওয়াইতেন। যাহা হউক, আমাদিগের এই প্রসঙ্গে একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। আটকিন্সন সাহেবের বিদায় দিবার সঙ্গে ডাইরেক্টর পদটীরও বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাইরেক্টর এখন এক প্রকার সাক্ষী গোপাল হইয়া পড়িয়াছেন। কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেটপ্রভৃতির উপরে শিক্ষা কার্য্য দর্শনের ভার সমর্পিত হইয়াছে। ওদিকে ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরপ্রভৃতি আছেন। তাঁহাদিগের হইতে তত্ত্বাবধানাদি সমুদায় কার্য্য সুন্দররূপে চলিবার সম্ভাবনা আছে। তবে আর মাসে মাসে ২৫০০ করিয়া টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া কেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় পালন ব্রত পরিত্যাগ করুন। ভারতবর্ষের অনেক অর্থ বড় বড় কর্ম্মচারির বৃহৎ উদরগর্ভে পতিত হইতেছে। চির কালই কি অর্থের এরূপ অপব্যয় হইবে?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদাসম্বন্ধে যে স্বেচ্ছাচারিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিরোধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ইংলণ্ড সময়ে সময়ে অযথোচিত তিরস্কার ও অযশোভাগী হইয়া থাকেন। ফসেট প্রভৃতি ভারতবন্ধু পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মহোদয় সভ্যগণের নিকটে উহার নিবারণের উপায়ভূত আমাদিগের একটী প্রস্তাব আছে। স্বেচ্ছাচারী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তরোধে সমর্থ এমন সভার ভারতবর্ষে সৃষ্টি হওয়া এখন অনেক দূরে আছে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দ্বারা আপাততঃ আমাদিগকে এই অভিপ্রেত সিদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। উল্লিখিত সভ্যগণ মহাসভার সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ বিধানের প্রস্তাব করুন। ভারতবর্ষে যে কোন গুরুতর বা নূতন কাজ হইবে, মহাসভার গোচর না করিয়া তাহা করা হইবে না, এইরূপ একটী নিয়ম করা আবশ্যক। এরূপ নিয়ম হইলে ইংলণ্ডে ষ্টেট সেক্রেটারি ও তাঁহার ইণ্ডিয়া কৌন্সিল এবং ভারতবর্ষস্থ গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার কৌন্সিল এই দুটী বৃহৎ কার্য্যালয় নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এক এক জন গবর্ণর আছেন। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবেও এক এক জন গবর্ণর হউন। এখন যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের অধীন আছেন, তখন তেমনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধীন থাকিবেন। গুরুতর বিশেষ বা নূতন কার্য্য উপস্থিত হইলে ঐ কমিটীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবেন। এ উপায়দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কেবল যে স্বেচ্ছাচারিতা নিরুদ্ধ হইবে এরূপ নয়, বিলক্ষণ ব্যয় সংক্ষেপও হইবে। উল্লিখিত গবর্ণর পদগুলিতে যদি ভাল লোক দেখিয়া নিযোজিত না করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের ভ্রম প্রমাদাদি নিবন্ধন এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক অল্প অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এখন যেমন এক গবর্ণর

জেনরলের ভ্রমপ্রমাদ ও স্বেচ্ছাচারিতানিবন্ধন ভারতবর্ষের সমুদায় অংশের অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন তেমন সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অনিষ্ট ঘটিবে না। যে প্রদেশের গবর্ণরের ভ্রমপ্রমাদ ঘটনা হইবে, সেই প্রদেশেরই অনিষ্ট ঘটিবে, অপর প্রদেশগুলি তাহা হইতে মুক্ত থাকিবে। এখন সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে, অতএব এখন কোন বিষয়ে মহাসভার মত গ্রহণ কালবিলম্বসাধ্য নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা ভিন্ন আর সকল বিষয়েই গবর্ণরেরা মহাসভাস্থ কমিটির মত লইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারিবেন।

যখন ইনকমটাক্স ইনকমটাক্স বলিয়া চতুর্দ্দিকে কলরব উত্থিত হয়, সর চারলস ট্রিবিলিয়ান তৎকালে বলিয়াছিলেন, ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতবাসিদিগকে উত্তেজিত না করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা আয় ব্যয়ের সমতা বিধান চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। তখন প্রবলতর স্রোতোবেগ প্রবাহিত হইতেছিল, সে বেগ রোধ করে সাধ্য কার? তাঁহার সেই ক্ষীণ স্বর মহা কোলাহল শব্দে লীন হইয়া গেল। লাভের মধ্যে তিনি কেবল অপদস্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য যে অমোঘ ও মহার্থসম্পন্ন, লাড নর্থব্রুক তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। তিনি একটীও নূতন করের সৃষ্টি করিলেন না। কেবল মিতব্যয়িতা গুণে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান করিয়া তুলিলেন; এমন যে দারুণ দুর্ভিক্ষে মহাব্যয় হইয়া গেল, সে ব্যয়ও কয় বৎসরের উদ্বৃত্ত দ্বারা পূরিত হইল। সৈনিক ব্যয়ই ভারতবর্ষের অর্থনাশের একটী প্রধান দ্বার। সে বিষয়েরও অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে। ১৮৭০।৭১ অব্দে ঐ ব্যয় ১৫১১২৬৫২০ টাকা ছিল, ১৮৭৩।৭৪ অব্দে ১৪২১৯১৫৫০ টাকা হইয়াছে। এইরূপ সকল বিষয়েরই ব্যয় সংক্ষেপে লাড নর্থব্রুকের দৃষ্টি আছে। আমরা যে নিমিত্ত এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এই, নীলগিরির কমিশনরের মাসিক বেতন ২০০০ টাকা ছিল, তাহা কমাইয়া এখন ১২০০ করা হইয়াছে। অন্য অন্য কমিশনরের বিষয়েও কি এইরূপ চেষ্টা পাইলে এইরূপ লাভ হয় না? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কর্ম্মচারিদিগের বেতন অধিক আর বাঙ্গলা দেশের অল্প। কাম্বেল সাহেব বাঙ্গলা দেশের কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কর্ম্মচারিদিগের বেতনের তুল্য করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অসঙ্গত ব্যয় আছে। সেদিকেও কি ব্যয় সংক্ষেপরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ উচিত নয়? তাঁহারা দ্বিবিধ লাভ ভোগী হইতেছেন, একে বেতন অধিক, তাহাতে উত্তম স্থানে বাস।

—:০ঃ—

বাঙ্গালিদিগের সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ লাভ।

বাঙ্গালিদিগের বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদলাভটী টাণ্টালসের সম্মুখস্থ জল পাত্রের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাঁরা পদটী পান পান পাইতেছেন না। কত রূপে যে কত বাধা উঠিতেছে বলা যায় না। রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়েরা সহস্র কৌশল করুন ও সহস্র বাধা দিন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নাহি এদেশীয়দিগের উন্নতি ইউরোপীয়দিগের স্বার্থ ও অভিমানের বিরোধী। কিন্তু সিবিলিয়ানেরাও যে ইহাঁদিগের উন্নতির অন্তরায় হইতেছেন, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অনেক দিন অবধি কয়েক জন উপযুক্ত বাঙ্গালিকে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা ব্যতিরেকে সিবিল সর্ব্বাণ্টের পদ দিবার প্রস্তাব চলিয়াছে। ১৮৭০ অব্দে ইহার একটী বিধি হইয়াছে, এদেশের শাসন কার্য্যে এদেশীয়দিগের অধিকার দান ন্যায়ানুগত ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে, রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে ইহার আন্দোলন করিয়া এদেশীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, ষ্টেট সেক্রেটারিরা বারম্বার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলদিগকে ১৮৭০ অব্দের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবার উপদেশ দিতেছেন, তথাপি বাঙ্গালিরা লক্ষ্য লাভে সমর্থ হইতেছেন না। ইংরাজদিগের মুষ্টি বড় শক্ত একবার মুষ্টি খুলিয়া তাহাদিগের অভিপ্রেত কোন বিষয় ছাড়াইয়া লওয়া বাঙ্গালিদিগের পক্ষে সহজ নহে।

এই আন্দোলন হইতেছে, মহা ধুম ধাম চলিতেছে, কিন্তু এতদ্দেশস্থ সিবিলিয়ানেরা এতদিন মৌনাবলম্বী হইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যত ধুম ধাম হউক, ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে যত হুকুম আসুক, সে কেবল ছায়াবাজী। পুতুল নাচিতেছে, কথা কহিতেছে গান গাইতেছে সত্য, কিন্তু পুতুলে মাংস মজ্জা ও অস্থি নাই। পুতুলের পরিচ্ছদটী খুলিয়া লইলেই ভিতরে সোলা। বঙ্গদেশের সিবিলিয়ানেরা এত দিন ভাবিয়াছিলেন, উল্লিখিত প্রস্তাবের বাহিরে যে কিছু ধুম ধাম, [illegible] নাই। প্রস্তাব লইয়া [illegible] ফল কিছুই হইবে [illegible] তাঁহারা [illegible] দাবন্দ্রে [illegible] উত্থিত হইয়াছে, [illegible] হইবে এত দিন তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু এখন দেখিলেন, গবর্ণমেণ্ট কেবল ঐ পদদানের উদ্যোগ [illegible] তাহার নিয়মাবলীও প্রস্তুত [illegible] এখন সিবিলিয়ানদিগের [illegible] হইয়াছে ও মোহ নিদ্রা [illegible] অন্য গবর্ণর জেনরলের [illegible]

তাঁহারা ব্যস্ত হইতেন না। আমাদিগের লাড নর্থব্রুকের যে কথা সেই কাজ। তাঁহার মুখে এক বাহিরে আর এক নাই। তিনি যেটী ন্যায্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহার আচরণে বিমুখ হন না। সিবিলিয়ানেরা দেখিলেন, আর চুপ করিয়া থাকিলে চলে না। তাঁহারা এখন বদ্ধপরিকর হইয়া শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি বিনা পরীক্ষায় বাঙ্গালিদিগকে সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ দিবার প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। জুলিয়স সিজারকে যখন হত্যা করা হয়, তিনি কহিয়াছিলেন ব্রুটস তুমিও ইহার মধ্যে আছ? আমাদিগকেও সেইরূপ কহিতে হইল, সিবিলিয়ানগণ। তোমরা বাঙ্গালিদিগের হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, তোমরাও ইহার মধ্যে আছ?

সে দিন সর রিচার্ড টেম্পল শ্লাঘা করিয়া কহিয়াছেন, যাহার প্রতি অন্যায় হয়, বঙ্গদেশস্থ সিবিলিয়ানেরা তাহার সপক্ষ হইয়া থাকেন। এই কি তোমাদিগের অন্যায়পীড়িতের সপক্ষতা? এ কাজটী অন্যায় নয়, এই বিবেচনা করিয়া কি তোমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছ? যে দেশের কাজ তদ্দেশীয় লোককে তাহাতে বঞ্চিত করার তুল্য অন্যায় কাজ কি আর আছে? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ, যদি বিদেশীয়েরা তোমাদিগকে সামান্য সামান্য পদগুলি দিয়া তোমাদিগের জন্ম ভূমির যাবতীয় উচ্চ পদ আপনারা অধিকার করিয়া লয়, তোমাদিগের মন কিরূপ হয়? তোমরাও আমাদিগের গবর্ণমেন্টের প্রধান অঙ্গ। কিসে প্রজার অনুরাগ ও কিসে প্রজার বিরাগ হয়, তোমরা আজিও কি তাহা বুঝিতে পারিলে না? দেশের লোককে নিজ দেশের শাসন কার্য্যে বঞ্চিত করার তুল্য মারাত্মক বিরাগ কারণ আর নাই। জেতৃ বিজিত ভেদ না করিয়া রাজ্যের যাবতীয় পদগুলি সকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দিবার তুল্য প্রজার অনুরাগ ভাজন হইবার উৎকৃষ্ট উপায়ও আর নাই। এক জন ইতিহাস লেখক আকবরের উদার রাজনীতির প্রশংসা করিয়া এই কথা বলেন "রাজ্যের উচ্চতম রাজপদ ও সৈনাপত্যাদি কার্য্য মুসলমানদিগের সহিত তুল্যভাবে হিন্দুদিগকে দিয়া হিন্দুদিগের যে বিপক্ষভাব ছিল তাহা দূরগত করিলেন এবং তাহাদিগকে আপনার অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। হিন্দুরা আকবরের এত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বজাতীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলে রাজা মান সিং সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন।

সিবিলিয়ানগণ! এই অন্যায় আবেদনে তোমাদিগের কিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিল? তোমরা স্বমত সমর্থনার্থ যে যুক্তি ধারা বর্ষণ করিয়াছ, একবার তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া সেগুলির গুণ দোষ দর্শন কর দেখিতে পাইবে, সেগুলি কেমন উপহাসকর হইয়াছে। ন্যায্য বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কখন ভব্য হইতে পারে না। তোমরাও ভব্য হইতে পারিবে না। তোমাদিগের প্রধান প্রার্থনা এই, এ সম্বন্ধে তোমাদিগের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহা লঙ্ঘন করা না হয়, এবং গবর্ণমেন্ট যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছেন, তাহা ভঙ্গ করা না হয়। তোমরা যে স্বত্ব ও অধিকারের কথা কহিতেছ, সে কিরূপ? বাঙ্গলা দেশের উচ্চপদ গুলি চিরকাল তোমাদিগকেই দিবেন, বাঙ্গালিদিগকে কখন দিবেন না, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কি এরূপ কিছু লেখা পড়া করিয়া দিয়াছেন? যদি লেখা পড়া করিয়া দিয়া থাকেন, পরীক্ষা রীতি প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহা ভঙ্গ করা হইয়াছে। কয়েকজন বাঙ্গালি পরীক্ষা দিয়া সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইয়াছেন। এক চেটিয়ার কাল আর নাই। সূক্ষ্ম যুক্তি ধরিয়া যদি স্বত্ব ও অধিকারের বিষয় বিবেচনা করা যায়, বাঙ্গলাদেশের রাজকার্য্যে তোমাদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের দাওয়া অধিক ও সেই দাওয়া স্বভাবের অনুগত। তোমরা এক প্রকার অপহর্ত্তা। আজিও জগতের বিকৃত অবস্থা আছে, তাহাতেই লোকে জয়কে স্বত্বের হেতু বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকে। কিন্তু জয়াধীন স্বত্ব যে কেমন গর্হিত, জোর যার মুলুক তার, এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইলে যে অর্থলাভ, উন্নতিলাভ ও সম্মানলাভ প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কমিশনরেরা যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, সিবিলিয়ানগণ! তোমরা কি তাহাকেই গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ? সে ত প্রতিজ্ঞা নয়, প্রলোভন মাত্র। যদি সে প্রতিজ্ঞা হয়, বাঙ্গালিরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইলে তোমাদিগের হানি কি? গবর্ণমেন্টের বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? গবর্ণমেন্ট ত তোমাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালিদিগকে কর্ম্ম দিবেন না, তবে বাঙ্গালিরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইলে উত্তর কালে তোমাদিগের জাতির ও দেশের লোকের অন্নে বালি পড়িবার সম্ভাবনা আছে। তাই বলিয়া কি তোমাদিগের এত আতঙ্ক হইয়াছে? তোমাদিগের দেশীয় ও জাতীয়েরা যে বাঙ্গালিদিগের অন্নে হস্তা হইয়াছে সেটী কি একবার তোমাদিগের চিন্তা করা উচিত ছিল না?

—:০:—

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত।

বহুরূপী ঐন্দ্রজালিক রাজা উদয়নের নিকট উপনীত হইয়া, মহারাজ! পৃথিবীতে চন্দ্র, আকাশে পর্ব্বত, জলে অনল, মধ্যাহ্নে প্রদোষ, ইহার কি দেখিতে চান? আজ্ঞা দিন আমি দেখাই, এইরূপে সগর্ব্ব বাক্যে যেরূপ আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল, ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষগণ তেমনি আপনাদিগের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। কেহ (লার্ড মেও) উদ্বৃত্তের সময়ে অকুলান দেখাইয়াছেন, কেহ বা অকুলানের সময়ে উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছেন। কেহ বা আয় ও ব্যয় সমান সমান রাখিয়াছেন। ১৮৬২ অব্দ অবধি ৭১ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আয় ব্যয় প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষদিগের ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন।

অব্দ	আয়	ব্যয়
১৮৬২	৪৩৮২৯৪৭২০ টাকা	৪৪৮৭০২৩২০
১৮৬৩	৪৫১৪৩৭৫২০	৪৪০৫৩১২২০
১৮৬৪	৪৪৬১৩০৩২০	৪৪৯০২০০৬০
১৮৬৫	৪৫৬৫২৮৯৭০	৪৬১৫০৯৯০০
১৮৬৬	৪৮৯৩৫২২০০	৪৭৩৩২১০২০
১৮৬৭	৪২১২২৪৩৬০	৪৫৯৩৯৯২৪০
১৮৬৮	৪৮৫৩৩৪১২০	৫০১৪৪৫৬৯০
১৮৬৯	৪৯২৬২৬৯১০	৫৩৪০৭৩৩৩০
১৮৭০	৫০৯০০৫৮১০	৫৩৩৮২০২৬০
১৮৭১	৫১৪১৩৬৮৫০	৫১০৯৮৫০৫০

১৮৭৩ ৭৩ ও ৭৪,৭৫ ও ৭৫ ৭৬ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত গতবারের সোমপ্রকাশে পাঠকগণ দর্শন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান বহুত কতক আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষদিগের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে।

আজি এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশ এই, লার্ড নর্থব্রুক নূতন কর ভাল বাসেন না, তাহাতেই রাজস্বের এই অবস্থা হইয়াছে। অন্যথা এই ১৮৭৪। ৭৫ ও ৭৫ ৭৬ অব্দে কতলোক কত সুক্ষ্ম বুদ্ধি খাটাইতেন, কত নূতন করের উপায় উদ্ভাবিত হইত, কত নূতন প্রস্তাব হইত কত নূতন করের সৃষ্টি হইত, বলা যায় না। লার্ড নর্থব্রুকের প্রসাদে এখন আর কাহাকে নূতন করের উপায় ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইতে হইতেছে না, কিরূপ কর হয়, ইহা ভাবিয়াও ধনিদিগের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে না। লার্ড নর্থব্রুকের অধিকারে লোকের এই একটী বিশেষ সুখ হইয়াছে আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল যে নূতন করের ভক্ত নহেন, তাহা আর একটী বিষয় দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। এবার পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত অতিরিক্ত ২॥ কোটি টাকার প্রয়োজন হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া সে ব্যয় করিবেন, স্থির করিয়াছেন। পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত নূতন কর করিয়া লোককে বিব্রত না করিয়া ঋণ করিয়া করাই ভাল। ঐ ঋণ উহার আয় দ্বারা পরিশোধিত হইবারও সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গদেশে জলসেচনার্থ খাল খনন।

বাঙ্গালাদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন প্রদেশে জলসেচন ও নৌচালন কার্য্য সম্পাদনার্থ একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। অনরেবল ডাম্পিয়র সাহেব এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, এতৎসংক্রান্ত যে আইন আছে, উড়িষ্যাতেই কেবল তদনুসারে কার্য্য হইতেছে। মেদিনীপুরের এতৎসংক্রান্ত কার্য্য গুলি বিনা আইনে সম্পাদিত হইতেছে। বেহারে এতৎকার্য্য কিছু স্বতন্ত্র প্রণালীতে হইবার কথা হইতেছে। তদর্থ স্বতন্ত্র আইন হইবে। এ পাণ্ডুলেখ্যটী কেবল প্রকৃত বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নিমিত্ত করা হইতেছে। বেহারের বিষয়ে কিরূপ করিতে হইবে, তাহার বিবেচনা হইতেছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যে বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন যাবতীয় প্রদেশে এই পাণ্ডুলেখ্যের অনুসারে কার্য্য করিবার বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার যে অমত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের ক্ষমতার এবং ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের নিয়ামক এমন কোন আইন এক্ষণে নাই। গবর্ণর জেনরল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খাল খননাদি কার্য্যের নিমিত্ত যে আইন করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ করিয়া উপস্থিত পাণ্ডুলেখ্যটী করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এতৎসংক্রান্ত আইনের যে অংশগুলি বাঙ্গালা দেশের পক্ষে অনুপযোগী ও অনাবশ্যক, ডাম্পিয়র সাহেব সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় এ সভার যে বিষয়ে ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতা নাই, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিগ্রহণ ও তাহার মূল্যাদি প্রদান বিষয়ে যেরূপ আইন করিয়াছেন, সেরূপ আইন করা এ ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাযুক্ত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, বাঙ্গালাদেশে সেরূপ প্রবর্ত্তিত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। আর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে যে স্থলে লোকের বিনা বাক্যে বল পূর্ব্বক খাটাইয়া লইবার [illegible] হইয়াছে, বাঙ্গালাদেশে [illegible] হইতেছে না।

যে সমস্ত নদী নদ নালা প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, সেগুলিকে এতৎকার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত যে যে অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহা করিবার ক্ষমতা এবং ঐ সকল নদ নদীতে যে সকল ব্যক্তির স্বত্ব আছে, তাহাদিগের ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা এই আইনের দ্বিতীয় অংশে গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে তৃতীয় অংশে খাল খনন কর্ম্মচারিদিগকে খাল হইবার পূর্ব্বে ভূমি জরিপ করিবার এবং খাল হইলে তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এই অংশে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ যে অর্থ দেওয়া হইবে, যদি তাহারা সহজে লয়, ভালই আর যদি সহজে না লয়, ভূমি গ্রহণের যে আইন আছে, তদনুসারে দেওয়া হইবে। পাণ্ডুলেখের এই অংশে যে সকল ব্যক্তির জল লইবার প্রয়োজন, তাহাদিগের নিজ ব্যয়ে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ ও জল গ্রহণাদির নিয়মও করা হইয়াছে। উক্ত পয়ঃপ্রণালীর আনুষঙ্গিক যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ইহাতে তাহাও বিধি করা হইয়াছে কখন কখন এরূপ হইয়া থাকে অধিকসংখ্যক লোকের উপকারার্থ বলপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয়। পাণ্ডুলেখের এই অংশে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে হউক আর যে সকল ব্যক্তির উপকারার্থ খাল রক্ষা করা হইবে তাহাদিগের ব্যয়ে হউক. খাল পার হওন, গমনাগমনের নিমিত্ত যে বিধি আবশ্যক তাহাও এই অংশে করা হইয়াছে

পাণ্ডুলেখের চতুর্থ অংশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, খালের জল সরবরাহ করিবার নিমিত্ত যে সকল নিয়ম করা আবশ্যক, লেপ্টিনেণ্ট গবর্ণর তাহা করিবেন। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিরা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে জল বন্ধ করিতে পারিবেন না। যদি জল বন্ধ করিতে হয়, এই পাণ্ডুলেখের বিধি অনুসারে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। আর যে সকল ব্যক্তির সহিত জল দিবার চুক্তি থাকিবে, ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিরা যদি তাহাদিগকে জল যোগাইতে না পারেন, তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ করা হইবে।

জলের বিনিময়ে কৃষকদিগের নিকটে যে অর্থগ্রহণ করা হইবে, কি ভাবে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কে বা সেই টাকা আদায় করে এবং ঐ সকল খালে কিরূপে নৌকাদি চালনা হইবে কিরূপে ইহার মাসুল গ্রহণ করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ের কথা উল্লিখিত পাণ্ডুলেখের অন্য অন্য অংশে আছে। সেগুলির উল্লেখ করিয়া ডাম্পিয়র সাহেব পাণ্ডুলেখটী সিলেক্ট কমিটির হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, তাহাই সকলের অনুমোদিত হইল।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল এতৎসম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা ও কাম্বেল সাহেবের রিপোর্টের এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া স্বমত সমর্থন করিলেন। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে জলসেচনার্থ খাল খনন করা না হয়, ইহাই তাঁহার অভিমত। তিনি বলেন বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি সচরাচর হয় না। ১০।১২ বৎসর অন্তর কদাচিৎ হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত বহু ব্যয় করিয়া খাল খনন করা আবশ্যক হইতেছে না।

খাল খনন বিষয়ে দুটী প্রধান আপত্তি আছে। এক, যেরূপ ব্যয় হইবে, তদনুরূপ আয় হওয়া ভার, দ্বিতীয়, দেশ মধ্যে বহুসংখ্যক খাল হইলে দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। যে দিবস ষ্টেটসেক্রেটারি লার্ড সালিসবরি সাক্ষেষ্টরে যে বক্তৃতা করেন তাহাতেও তিনি খাল খননের স্বাস্থ্য ভঙ্গকারিতা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, খাল খনন প্রস্তাবের এটী প্রধান প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এ আপত্তি সুসঙ্গত কি না সন্দেহ স্থল। একালে বঙ্গদেশের যে প্রক

খাল খনন হইলে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া মঙ্গল হইলেও হইতে পারে। অতএব এই এক আপত্তি ধরিয়া বঙ্গদেশে খাল খনন প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করা উচিত হয় না। খাল খনন হইলে বঙ্গদেশের যে মহালাভ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ঘন ঘন অনাবৃষ্টি হউক না হউক প্রায় প্রতি বৎসরেই কার্ত্তিক মাসে যথোচিত বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্যের ব্যাঘাত জন্মে, খাল হইলে প্রতি বৎসরেই সম্পূর্ণ শস্য লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য শস্যও প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে।

তবে খাল হইলে আয় হয় কি না এই এক শঙ্কা করা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যেমন বলপূর্ব্বক রোডসেস লইতেছেন, তেমনি বলপূর্ব্বক কৃষকদিগকে জল লওয়াইতে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় যদি রোডসেস রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে খাল খনন করিয়া জলসেক করা হয়, তাহাতে বঙ্গদেশের সৌভাগ্য লাভের সমধিক সম্ভাবনা আমাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিতেছে, বঙ্গদেশে যে সকল নদীর মুখ রুদ্ধ ও বৃহৎ বৃহৎ বিলে জল সঞ্চিত থাকাতে বঙ্গদেশ পীড়ার আকর হইয়া উঠিয়াছে, খাল খননের প্রসাদে ঐগুলি পরিষ্কৃত হইলে অপকার না হইয়া উপকার হইবারই সম্ভাবনা।

—:০:—

দিল্লীর দরবার।

গত মঙ্গলবার দিল্লীর দরবার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, এ দরবারটী আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির ন্যায় ক্রমে নানারূপ ধারণ করিতেছে। এবার আমরা দুটী নূতন ঘটনার সংবাদ পাইলাম। এক, লার্ড নর্থব্রুক ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নসহিত এক সুসজ্জিত বৃহৎকায় কুঞ্জর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন এবং হস্তি পৃষ্ঠে অধিরূঢ় অন্য রাজগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। দ্বিতীয় ইংলণ্ডেশ্বরী পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন কালে যে সিংহাসন বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া যেরূপ বক্তৃতা করেন, লার্ড নর্থব্রুকও সেইরূপ দরবার স্থলে পঞ্জাবের দুর্ভিক্ষ সৌভাগ্যলাভ ও পাপ ক্রিয়ার হ্রাস, বরদার মকদ্দম, কাশগারের আমীরের সহিত মিত্রতা ও বাণিজ্য সম্বন্ধ এবং ব্রহ্মদেশের অধীশ্বরের সহিত মনোমালিন্য ইত্যাদি অনেক গুলি অনাবৃত বিষয় লইয়া এক বক্তৃতা করেন।

লার্ড নর্থব্রুক মহা জাঁক জমক করিয়া হাতী সাজাইয়া আপনি যে তাহাতে অধিরূঢ় হন এবং অন্য অন্য রাজগণকে আপনার অনুচর করেন, এটী বড় আমাদিগের আশ্চর্য্যের হইতেছে না। গবর্ণর জেনরল দিল্লীর সম্রাটের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব দিল্লীর সম্রাটের ভাব যে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিবে এটী বিস্ময়াবহ নহে। দিল্লীর সম্রাটেরা ও বাঙ্গালা দেশের নবাবেরা এইরূপ সজ্জিত হইয়া সাধারণকে দর্শন দিতেন। অনেক দিন হইল, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল স্বেচ্ছাচারিতা অংশে দিল্লীর সম্রাটদিগের সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন, সজ্জা অংশেও সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন, এখন সম্রাটদিগের অন্য অন্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলেই মঙ্গল হয়।

দ্বিতীয় বিষয়ে বক্তব্য এই, লার্ড নর্থব্রুক দিল্লীর দরবারকে কি পার্লিয়ামেণ্ট সভা বিবেচনা করিলেন? দিল্লীর দরবার ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার অবয়ব সংস্থান কি এক? স্বাধীন দেশের স্বাধীন প্রতিনিধি লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার সৃষ্টি; আর পরাধীন দেশের পরাধীন রাজগণ লইয়া দরবারের সৃষ্টি। যখন পার্লিয়ামেণ্ট সভার ও দরবারের সংস্থানগত এত বৈলক্ষণ্য, তখন উভয় স্থলের বক্তৃতাগত সমতা হওয়া সুসঙ্গত বলিয়া ত আমাদিগের বোধ হইতেছে না। প্রথম যখন এই দরবারের সৃষ্টি হয়, তদানীন্তন গবর্ণর জেনরলেরা অধীন রাজগণের মনে রাজভক্তি উদ্দীপিত করিবার অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতা কালে আপনাদিগের পরাক্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভয় মৈত্র প্রদর্শন করেন। তাহার পর দিন কত কাল উহা তামাসা স্থল হইয়া উঠে। এখন উহা লার্ড নর্থব্রুকের অধিকারে আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ দরবার ও সিমলাবাস এ উভয়ে যে কি উপকার হইতেছে তাহা রাজপুরুষেরাই বুঝিতে পারেন। আমরা কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারি ঐ, দুটী বিষয় রাজ্যের অর্থ শোষণ করিবার দুটী বৃহৎ প্রণালী হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের সৌহার্দ্দ।

পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতেছেন, ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে এক মহাবংশে উৎপন্ন হইয়াছে উভয়ের ভ্রাতৃভাব আছে। কিন্তু আমরা অধিকাংশ কার্য্যে উভয়ের বৈরিভাব দেখিতে পাই। উভয়ের বৈরিভাব দূরগত হইয়া সৌহার্দ্দ হয়, এই অভিপ্রায়ে অনেকে নানা চেষ্টা করিতেছেন, কত সভার সৃষ্টি হইতেছে, কত বক্তৃতা হইতেছে কত প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, কিন্তু সমুদায়ই ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইতেছে। যাবৎ ইউরোপীয়দিগের বলোম্মাদ, তন্মূলক গর্ব্ব ও এদেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা এবং এদেশীয়দিগের দৌর্ব্বল্য ও তন্মূলক ইউরোপীয়দিগের আচরণের অনুরূপ আচরণে অসামর্থ্য থাকিবে, তাবৎ উভয়ের যে অকৃত্রিম প্রণয় হয়, তাহার সম্ভাবনা নাই। যেখানে উভয়ের সহবাস প্রভৃতি সম্পর্ক ঘটে, পরস্পরের মনের অপ্রসন্নভাব হেতুক সেই খানেই প্রায় দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে। বেহার হেরাল্ডে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি বাড়ের মাজিষ্ট্রেটের আদালতে একজন ইউরোপীয়ের দৌরাত্ম্যঘটিত একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক জন ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয়ে রেলের এক গাড়িতে ছিল। উভয়ের বিবাদ হয়, ইউরোপীয় এদেশীয়কে অতিশয় প্রহার করিয়া গাড়ি হইতে ফেলিয়া দেয়। তখন গাড়ি চলিতেছিল। পাটনা ও ফতুয়া এই উভয় স্থানের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। ভাগ্যক্রমে এদেশীয়ের বিশেষ আঘাত লাগে নাই। নিক্ষেপকারী ইউরোপীয়কে পরে ষ্টেশনে ধরা হয়। অভিযোগ হইয়া উহার তিন মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

ইউরোপীয়ের অপরাধ যেমন, দণ্ডদান ও সেইরূপ হইয়া থাকে। অপরাধ স্বরূপ দণ্ড হয় না বলিয়া ক্রমে ইঁহাদিগের দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে। বেশ হয়, উক্ত ইউরোপীয় মাতাল হইয়াছিল। তাহার মাতলামা প্রকৃত কি কৃত্রিম তাহার কি পরীক্ষা হইয়াছিল? মাতাল বলিয়া কি লঘু দণ্ড হইল? ইউরোপীয়েরা যে বখন মাতাল নয়, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিনা। যদি ঐ ব্যক্তি বাস্তবিক মাতাল হইয়াছিল, তাহাকে কিরূপে গাড়িতে উঠিতে দেওয়া হইল? রেলওয়ের নিয়মে মাতালকে গাড়িতে লইবার কি নিষেধ নাই? অনেকে বলেন অভদ্র ইউরোপীয়েরাই এরূপ দুর্ব্যবহার করে, ভদ্র ইউরোপীয়েরা এরূপ করেন না। কে ভদ্র কে অভদ্র আমরা তাহা ত বুঝিতে পারি না। লেপ্টনণ্ট হজস রেলওয়েতে বিবাদ করিয়া মবকছ বাহাদুরের এক পুত্রের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমরা প্রায়ই এই প্রকার সংবাদ শুনিতে পাই। অপরাধির উক্ত দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে এ রোগের প্রতীকারের উপায় নাই।

নূতন পুস্তক

১। বিবর্ত্ত বিলাস। এখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ। বৈষ্ণব গ্রন্থে ভক্তি অপরাধ ও প্রেমের কথা সচরাচর যেরূপ অধিক পাওয়া যায়, (১। কলিকাতা, ১১ নং কালেজ স্কোয়ার রায় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১ টাকা।

বিষয়ের মকদ্দমা করিতে যাওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ। ইহাতে কেবল বালকের অনিষ্ট করা হয়।

রুশীয়া ইয়ারকন্দ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া যে এক সংবাদ প্রচারিত হয়, দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, তাহার মূল এই, বোখারার রাজা সমরকন্দস্থ রুশীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বলিয়া পাঠান যে ইয়ারকন্দের মীর ইয়ারকন্দের মুদ্রাতে তুর্কির রাজার নাম ক্ষোদিত করিয়াছেন, এবং বোখারার মুদ্রা প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বোখারার রাজা আরো বলিয়া পাঠান যে পূর্ব্বে ইয়ারকন্দ বোখারার অধিকৃত ছিল, অতএব তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া যাহাতে ইয়ারকন্দের মীর তাঁহার বশীভূত থাকেন এইরূপ করেন এই তাঁহার অভিপ্রেত।

অন্যান্য দেশীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা নিজামের গবর্ণমেণ্টের ইংরাজদিগের প্রতি অধিকতর ভক্তি দেখা যায়। উক্ত গবর্ণমেণ্ট চাদর ঘাটে একজন চ্যাপলেন রাখিবার জন্য মাসিক দুই শত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। মান্দ্রাজের বাইবল সোসাইটীর সেক্রেটারি রেবরেণ্ড ফিটজ প্যাট্রিক ঐ পদে নিযুক্ত হইতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন দেশীয় রাজা ইংরাজ চ্যাপলেনের বেতন দেন নাই, এটী এই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইংরাজ সমাজ ইহাতে সার সালারজঙের উপর বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তুষ্ট হইবার কথা বটে কিন্তু বিধর্ম্মির সাহায্য লইয়া ধার্ম্মিক লোকেরা নিজ ধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করেন না।

সত্যপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে। "গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত বাটাজোর গ্রামে " দিগম্বর দিঘী ,নামক একটী প্রাচীন দিঘী আছে। দিঘীটী এক্ষণে ধাপ দলাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া, এরূপ অবস্থায় আছে যে, তাহাকে দিঘী না বলিয়া, ক্ষুদ্র একটী বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার মধ্যে প্রায় ১। ১॥০ হাত পুরু হইয়া দল জন্মিয়াছে কিন্তু একটী আশ্চর্য্য এই যে, মাঘ মাসের প্রারম্ভেই ঐ সকল দল গুলি একেবারে জলের তলে ডুবিয়া যায়। তখন দিঘীটীতে কোন দিন ধাপ দল ছিল, এমন বোধ হয় না। জল বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠে। লোকে স্নানাদি কি পান করিতে কোনরূপ ঘৃণা কি অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা করিতে পারে না। কিন্তু যখন মাঘ মাস শেষ হইয়া ফাল্গুন মাস উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল দল পুনরায় ভাসিয়া উঠিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়।"

সম্প্রতি ইউরোপে এই এক জনশ্রুতি উঠে যে এক ব্যক্তি স্পেনের রাজা আলফন্সোকে হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, এ জনশ্রুতি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে ব্যক্তি এই জনরব তুলিয়া দেয়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। পাগলা গারদে না অন্য কারা গৃহে রুদ্ধ করা হইয়াছে ?

সম্প্রতি আফ্রিকার উপকূলে দুইখানি ক্রীতদাস বোঝাই জাহাজ ধৃত হইয়াছে। একখানিতে ১৯২ জন এবং দ্বিতীয়খানিতে ১১০ জন ক্রীতদাস ছিল।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা দরিদ্র ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষা বিষয়ে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে " বহুসংখ্য দরিদ্র ফিরিঙ্গি বালক শিক্ষার অভাবে মূর্খ হইয়া নানা দুষ্কার্য্য করিতে থাকে, এই যে কথা বলা হইয়াছে এটী উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তবে উপনগর প্রভৃতিতে কতকগুলি ফিরিঙ্গি আছে বটে তাহারা সন্তানদিগের শিক্ষা দিতে সমর্থ নয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণতঃ ধরিতে গেলে তাঁহাদের হস্তে যে সকল স্কুল প্রভৃতি আছে, তাহাই তাহাদের শিক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত।" মূল যেরূপ হউক, ইংরাজ সম্পাদকেরা তিলে তাল করিয়া তুলেন।

১০ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

১৩ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩০৮ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৫ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে ইহার মধ্যে ৮৬ জনের বসন্তে ৪৮ জনের ওলাউঠায় এবং ৭৬ জনের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৮৬৩৬০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সপ্তাহে ৭৫৭৮৫০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ বৎসর ১৭১৪৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৯৪৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৫১৬৯০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ১২২২০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

অদ্য ব্যালান্টাইন ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য দেশীয় লোক সমবেত হন। তাঁহাকে সংস্কৃত কবিতাতে এক অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, আগামী মে মাসে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল ঢাকায় একটী ব্যায়াম প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে ৩১৮১ উপনিবেশী জামেকা ত্রিণিদাদ সেট ল মরিসস এবং ফরাসী উপনিবেশ সকলে গমন করিয়াছে।

১১ ই চৈত্র বুধবার।

আমরা আমাদের রাজপুরুষগণের সাহস বৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি। দেশীয় সৈন্যদিগের হস্তে ভাল বন্দুক কিম্বা ভাল অস্ত্র শস্ত্র দিতে ইহাদের সাহস হইত না, এক সিপাহী বিদ্রোহই তাঁহাদের এই ভয়ের কারণ। যাহা হউক, এক্ষণে তাহাদের ক্রমে সে সাহস হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইর কয়েক দল দেশীয় সেনাকে স্নাইডর রাইফেল দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে আবার কয়েক জনকে উক্ত বন্দুক দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

গত শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মুসলমানদিগের বিবাহ এবং স্ত্রী পরিত্যাগের রেজিষ্টরি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয়। বেহারের কতকগুলি অধিবাসী ইহার প্রতিবাদ করিয়া এক আবেদন প্রেরণ করাতে উক্ত বিলের কোন কোন অংশ সংশোধন করিবার প্রস্তাব হয়। আবেদন খানি কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে আগামী অধিবেশনে ইহার বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইবে।

আগামী ৬ ই এপ্রেল নিকোবার দ্বীপে যে সূর্য্য গ্রহণ হইবে এবং যাহাতে সর্ব্বগ্রাস হইবে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহার দর্শনার্থ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক পেডলার সাহেবের উপর ঐ ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের লবণ সংক্রান্ত আইনের সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস গুটি কত পাকা কথা বলিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক লিখিয়াছেন, মান্দ্রাজের কোন কোন অংশে লবণের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে এক আইন পাশ করিয়াছেন, সেটী ভাল হয় নাই। উক্ত সম্পাদক বলেন, লবণের ট্যাক্স আদৌ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক স্বরূপ। জীবনের একটী প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থের উপর এই কর স্থাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ সভ্য দেশে এরূপ কর দেখা যায় না। বঙ্গদেশে ইহার শুল্ক নিতান্ত অধিক। সাধারণ মজুরের পক্ষে এটী শতকরা ৩ টাকা ইনকম ট্যাক্সের তুল্য। পক্ষান্তরে এ শুল্ক ধনী ব্যক্তিদের বড় আইসে যায় না। উক্ত সম্পাদকের মতে যদিও এটী এক কালে তুলিয়া দেওয়া না হউক, এ শুল্ক আর বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য হয় না। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি কোন নূতনবিধ কর স্থাপন দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা পান আমাদের বিবেচনায় তাহা না করিয়া বরং লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সে টাকার সংগ্রহ করেন। তাহাতে লোকের তাদৃশ অসন্তোষ জন্মে না।

১১ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

[illegible] বলেন " সাপ্তাহিক [illegible] লাইবেল মকদ্দমা এত [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] সময় দিয়াছিলেন, ইতি [illegible] উভয় পক্ষ আপনা আপনি বিবাদ [illegible] দিয়ের বিষয় হইত।"

[illegible] মিশনরির কমিটিতে গত অধিবেশনে এই স্থির হইয়াছে, কোন বেশ্যার বিবাহে কোন ব্রাহ্ম মিশনরির পৌরহিত্য করা কিম্বা বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা উচিত নয়। তবে বেশ্যাদিগের উদ্ধারার্থ তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারেন, যদি সেই বেশ্যারা সাহায্য প্রার্থনা করেন। একজন ব্রাহ্ম মিশনরি যদি কোন বেশ্যার বিবাহ দিয়া কলাহার করিলে সে যদি উদ্ধার হইয়া ব্রাহ্মিকা হইতে পারে ব্রাহ্মদিগের এ উদারতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, অন্যথা তাঁহাদের পতিত পাবন ও অধম তারণ নামে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে " সম্প্রতি বিলাতে একটী বিধবা ১০৫ বৎসরে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইহাঁর দশটী পুত্র, এক শতাধিক পৌত্র, ৬০ টী প্রপৌত্র এবং দুইটী বৃদ্ধ প্রপৌত্র জীবিত আছে।"

সহচর জমীদারদিগের পীড়ন নিবারণার্থ দুটী উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম জমীদারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা, দ্বিতীয় বর্ষে বর্ষে কালেক্টরের নিকট জমা ওয়াশিল বাকীর কাগজ দাখিল করিবার নিয়ম করা। কর বৃদ্ধি বিষয়ে জমীদারের স্বাধীনতা থাকিতে এ উপায়ে ফল দর্শিবে বোধ হয় না।

গুইকুমারের নিজের মকদ্দমা যদিও এক প্রকার চুকিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারিদিগের মকদ্দমা এখনও চলিতেছে। ইহা কেই বলে " বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।"

সুলভ সমাচারের একখানি ক্রোড় পত্রে লিখিত দৃষ্ট হইল " কি সর্ব্বনাশ। দেশ ছারখার হইল অথচ সকলে চুপ চাপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিতে না বাঁচিতে আবার চারিদিকে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নদীয়া ও যশোহর জেলার অনেকগুলি গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে। নদীয়া জেলার মধ্যে রাণাঘাট, গোপালনগর ও জাগুলি এই কয় থানার অনেকগুলি গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। ইহার অধিকাংশ গ্রামই দুঃখীদিগের বাসস্থান; সামান্য লোকদের মধ্যেই পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব এবং পীড়িতদিগের মধ্যে দশ আনা রকম লোক মরিয়া যাইতেছে। পীড়া সাজ্ঘাতিক রকমের নহে, চিকিৎসার অভাবই অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ; যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিতেছে তাহারা প্রায় বাঁচিয়া যাইতেছে। যাহারা নিতান্ত দুঃখী অসহায়, যাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই, তাহাদের পীড়া হইতেছে আর মরিয়া যাইতেছে, দৈবাৎ কেহ কেহ বাঁচিতেছে। যাহারা এইরূপ কষ্ট পাইতেছে ও মরিয়া যাইতেছে তাহারা কে জানা আবশ্যক। তাহারাই রৌদ্রে পুড়িয়া বাবুদের জন্য ধান চাউল তৈয়ার করিয়া থাকে এবং তাহারাই জমীদার বাবুদের বার মাস ঐশ্বর্য্য যোগাইয়া থাকে। এখন বাবুরাই বা কোথায়, জমিদার মহাশয়েরাই বা কোথায়?"

কাশ্মীরের রাজা এপ্রেলের প্রথমেই জম্বু হইতে সিমলা যাত্রা করিবেন।

বিচারক প্রস্তাব করিয়াছেন, কর্ণেল ফেয়ার যতদিন বরদার রেসিডেণ্ট ছিলেন, তত দিন তিনি গুইকুমারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত করা উচিত। উক্ত সম্পাদক বলেন গুইকুমার ফেয়ারকে বিষ পান করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এটী যদিও স্বীকার করা যায়, তথাপি এই প্রশ্ন হইতেছে, গুইকুমারের ন্যায় এক ব্যক্তিকে অল্প পীড়নে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে কি না? ভারতবর্ষীয় রাজা ও সর্দ্দারগণ তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আফিসর রেসিডেণ্টের দ্বারা এরূপ পীড়িত হন এটী সামান্য ক্ষোভের বিষয় নয়। আমরা উক্ত সম্পাদকের বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

কল্য কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে।

বলরামপুরের রাজা গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

গত সপ্তাহে চট্টগ্রাম ও আসাম ভিন্ন আর কোথায় বৃষ্টি হয় নাই।

আগামী বর্ষে দুটী " প্রেমচাঁদ রায়

চাদ ছাত্রবৃত্তি" দেওয়া হইবে। ইহার একটী চারি বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে।

বঙ্গদেশের হুগলী নদীয়া ২৪ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে ইহার মধ্যে জল কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এখনও চৈত্র মাসের অর্দ্ধেক হয় নাই, এখনই যখন জল কষ্ট তখন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কি হয় বলা যায় না। গত বর্ষে রীতিমত বর্ষা না হওয়াতে পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিপূরিত হয় নাই। যে কিছু জল ছিল ক্রমে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতেই জল কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এখনকার বর্ষার ভাব দেখিয়া বোধ হয় বরুণদেবের হস্তে আর প্রচুর পরিমাণে জল নাই।

গবর্ণর জেনরল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর অনরেবল ই, সি বেলি সাহেবের পদে অনরেবল হব হাউস সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মাগদালার লাড নেপিয়র গত রবিবার সগণ সহিত কলিকাতা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি মে মাসের ১০ই। ১৫ই সিমলায় উপনীত হইবেন।

৬ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৪৮ জনের মৃত্যু হয়। বসন্ত ও ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। বায়ু যেরূপ উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এ পীড়া বৃদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মান্দ্রাজের একজন নেটিব ডাক্তার এক হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রস্তু হইয়া সেন্ট্রগড জেলে কারারুদ্ধ থাকে। সম্প্রতি তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। উহাকে ধরিবার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে।

সেদিন হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেষণে জঙবাহাদুরের এক পুত্রের সহিত লেপ্টনণ্ট হইস সাহেবের যে বিবাদ হয়, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন গবর্ণর জেনরল তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হইস সাহেব যে আঘাত করেন, সেটী নিতান্ত সামান্য নয়, উহাতে জঙ বাহাদুরের পুত্রের ঠোট কাটিয়া যায় এবং অনেকগুলি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

১৩ ই চৈত্র শুক্রবার।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা ১১ ই চৈত্রের পত্রে লিখিয়াছেন "অদ্য এইমাত্র এখানে অতিশয় শিলা বৃষ্টি হইয়া গেল। দুই একটী শিলাখণ্ড ওজনে অর্দ্ধ সের হইয়াছে!! এরূপ বৃহৎ শিলা আমরা কখন দেখি নাই। এতদ্দ্বারা মনুষ্য ও অন্য কোন প্রাণি হত্যা হইয়াছে কি না আমরা এপর্য্যন্ত অবগত হই নাই।

বঙ্গদেশের ১৮৭৭—৭৫ অব্দের শিক্ষা বিষয়ের আয় ব্যয়ের যেরূপ হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহার পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের সহিত উহার বড ইতর বিশেষ দেখা গেল না। ১৮৭৪-৭৫ অব্দে ৪৭১৮০০ টাকা আয় ও ২৬১৪০১০ ব্যয়, এবং ১৮৭৩-৭৪ অব্দে ৪৬৮৮০০ টাকা আয় ও ২৫৪৭১২০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের বাটী প্রভৃতির ব্যয় পবলিকওয়ার্কের বজেটে ধরা হইবে।

ডেপুটী কমিশনর দারজিলিং বিভাগে ভ্রমণ করিতে গিয়া বিলক্ষণ কাজ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের ২০০০০ একার ভূমি বাহির করিয়াছেন। একজন ভুটিয়া ফাকি দিয়া এই ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছিল।

১৪ ই চৈত্র শনিবার।

অযোধ্যার অন্যতর তালুকদার রাজা রামপাল সিংহ তাঁহার রাণীগুলিকে সমভিব্যাহারে লইয়া গত মেইলে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। রাণীর পাল লইয়া ইংলণ্ডে যাওয়া কেন?

দিল্লীর লোকেরা গবর্ণর জেনরলকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। যত দূর সম্মান ও রাজভক্তি দেখাইতে হয় তাহার ক্রটি হয় নাই। লার্ড নর্থব্রুক নিজ গুণে সকল শ্রেণীর লোকেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভাজন হইতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, সম্প্রতি একটা বানর লক্ষ্ণৌয়ের কমিশনরের আফিস হইতে বিস্তর ষ্টাম্প লইয়া প্রস্থান করে। এক ছাদের উপর মাল সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বানরটী বোধ হয় কোন পোষ্ট মাষ্টারের পোষা হইবে।

গত কল্য পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বাকুড়া মেদিনীপুর হুগলী (এখানকার সমুদায় পুষ্করিণী প্রায় শুষ্ক হইয়াছে) ২৪ পরগণা যশোহর রাজসাহী পাবনা ফরিদপুর পুরী বালেশ্বরে বৃষ্টির বড় প্রয়োজন হইয়াছে। অনেক স্থানে শিলাবর্ষণ হইয়াছে কিন্তু চট্টগ্রাম ভিন্ন আর কোথায় কোন অনিষ্ট হয় নাই। চট্টগ্রামে ১০ ই। ১১ ই মার্চ্চ ঝড হইয়া চা-প্রভৃতির বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। নওয়াখালির কতকগুলি পল্লীর প্রায় ২০০ গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক ও একটী বালিকা এবং ৯ টী গবাদি হত এবং ৮ জন পুরুষ ও ৩টী লোক আহত হয়।

অনরেবল ডাম্পিয়ার সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

ঢাকাকালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল গারেট সাহেব উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমসে একটী অদ্ভুত বিষয় লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন তত্রত্য এক জন ৩৪ বৎসরবয়স্ক স্ত্রীলোক ভরণ পোষণের প্রার্থনা করিয়া অনধিক ১০ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের নামে লক্ষ্মীপুরের কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে ঐ বালকটী তাহার স্বামী। তাহার যে কয়টী পুত্র আছে তাহা ঐ বালকেরই ঔরসজাত। এ সংবাদ রচনা দুই এক ছিলিমের কর্ম্ম নয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সম্প্রতি ইন্দোরের লেপ্টনণ্ট ষ্টুয়ার্ট বিবাহ করিতে যান। কন্যাযাত্রী বরযাত্রী সকলেই উপস্থিত হন, কিন্তু পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে ডাকিতে পাঠান হয়। তিনি আসিতে অস্বীকার করেন, সুতরাং বর শিশুপালের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করেন। পুরোহিতের অভাবে এরূপ ঘটনার কথা প্রায় শুনা যায় না।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট হাউসের আসবাব প্রভৃতির জন্য ১৭০০০ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। জর্ম্মণির সম্রাট আগামী মে মাসে ইটালি গমন করিবেন।

কেব্রিবা ডন আলফন্সোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সেনাদল সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয়বার কমন্স বাটীতে পঠিত হইয়াছে।

প্রুশীয় গবর্ণমেণ্ট চেষ্টার সংকল্প করিয়াছেন, যে সকল বিশপ পোপের ক্ষমতার উপর রাজ ক্ষমতার প্রাধান্য স্বীকার না করিবেন, তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করিবেন।

মন্‌ষ্টরের বিশপকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছে।

রিচার্ড গার্থ কিউ. সি. নাইট উপাধি পাইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস আগামী শীতকালে ভারতবর্ষ দর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন।

মার্কুইস অব সালিসবরি ভারতবর্ষীয় আইনের অবয়ব সকল একত্র সংলগ্ন করিবার জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস আগামী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন। সর বার্টল ফিয়ার তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিবেন।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ৫ ই এপ্রেল বিনিসে বিক্টর এমানুএলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

জনশ্রুতি এই, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক কর্জ্জ করিবেন।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। কলিকাতা হইতে ২৬ এ ফেব্রুয়ারি যে মেইল বিন্দিসি হইয়া যায়, উহা গত কল্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন, প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে ভারতবর্ষের অনেক উপকার লাভ হইবে।

লণ্ডনস্থ ফরাসী রাজদূত কোমত জার্নাকের মৃত্যু হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

বঙ্গস্য ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ মার্চ্চ। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এ, আর, টমসন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অধীন হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জজ আর; এল, ম্যাঙ্গ্‌লস ভি. সি, কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

১৬ ই মার্চ্চ। জে, সি. গেডিস কিছু দিনের জন্য সাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

এফ, ডবলিউ ডি, পিটারসন কিছুদিনের জন্য হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি জজ ডবলিউ, ই, ওয়াড কিছুদিনের জন্য হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

যে পর্য্যন্ত ওয়াড সাহেব না আইসেন সে পর্য্যন্ত ২৪ পরগণার এবং হুগলীর প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ ডবলিউ কর্ণেল সাহেব হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

কুচবিহারের ডেপুটী কমিসনর টি স্মিথ কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

সি. টি, এচ, লিউইন কুচবিহারের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

এচ, মোসলি কিছু দিনের জন্য পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সি. পি এল. মেকলে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সার উইলিয়ম বার্চ্চ কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ জে ফেন্ডার বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ই বি জেফি ভাজপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ বেণব্রিজ সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

জে, এ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই মার্চ্চ। বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ কিছু দিনের জন্য কালনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম রঙ্গপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

বাবু দয়াল সিংহ।
" হরমোহন রায়।
" যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।
" জানকীবল্লভ সেন।

১৮ ই মার্চ্চ। বাবু নন্দকিশোর ভূপতি হরেকৃষ্ণ চাঁদ মহাপাত্র (কুকিন্দার জমীদার) কটকের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২২ এ মার্চ্চ। কর্ণেল এ, এল জাটিন (যিনি বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও উক্ত কাণ্টনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইয়াছেন) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

সংবাদ দাতার পত্র।

বীরভূম।

মহাশয়! আমরা এত দিন যে জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিয়াছেন দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। গত দুর্ভিক্ষের সময়ে যে যে মহোদয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্মান সূচক উপাধি দেওয়া হইয়াছে। দেখিলাম আমাদের রামরঞ্জন বাবু ঐ সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দলের অন্তর্নিবিষ্ট আছেন। রামরঞ্জন বাবু রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আমরাও অদ্য হইতে তাঁহাকে রাজা নামে আখ্যাত করিব। রাজা রামরঞ্জন এই সম্মাননার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিপুল। দান বিষয়ে তাঁহার হস্ত মুক্ত। এখন তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যের উপভোগ করুন, আর বীরভূমের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল থাকুন, এই আমাদের ঈশ্বর সমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

শুনিলাম, কাটোয়া স্কুলের বালকদিগকে আগামী ২৭ মার্চ্চ পুরস্কার বিতরণ করা হইবে। এই উপলক্ষে তথাকার স্কুল গৃহে একটী মহা আড়ম্বরে সভা হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে। বনয়ারী আবাদের রাজকুমার শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী আনন্দ বাহাদুরকে ঐ সভাপতির আসন পরিগ্রহ জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠান কাটোয়ার মুন্সেফ বলরাম

বাবু করিতেছেন। বলরাম বাবু একজন উদ্যোগশীল পুরুষ। তাঁহার প্রগাঢ় যত্নে স্কুলের কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসর ২।৩ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

বাইপুরে একটী নৈশ বিদ্যালয় আছে। প্রায় আজি ছয় মাস ইহার কার্য্য চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হইতেছে। কিন্তু এখনও সে স্কুলে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হইল না। কর্ত্তৃপক্ষের এস্থলটীর প্রতি এরূপ বিসদৃশ ভাব ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি?

এদিকে উত্তাপ অতি প্রখর। বহুদিন এ অঞ্চলে বিন্দু মাত্র বর্ষে নাই। শীঘ্র একটা বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। তাপমানযন্ত্রে ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারা উঠিতেছে।

৮ ই চৈত্র
১২৮১

—:•:—

বর্দ্ধমান।

ইতি পূর্ব্বে এখানে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাবের কথা লিখিত হইয়াছিল, আজি কালি কিছু উহার উপশম হইয়াছে।

কৃষ্ণপুর গ্রামে একটী ছাগলের ছানা হইয়াছে ছানাটী ত্রিপদ বিশিষ্ট। অদ্যাপি জীবিত আছে।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যেয়াড় শোলের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর মালিয়া মহোদয় গত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে অনেকগুলি দরিদ্রকে অন্নদান দ্বারা রক্ষা করাতে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা এবং তাঁহার পূজনীয়া মাতা ঠকুরাণী শ্রীমতী হর সুন্দরী মহোদয়াকে রাণী উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল রাণীগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সার্প সাহেবকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। সার্প সাহেব অনুপযুক্ত লোক আমরা এ কথা বলিতেছি না তবে যাকে তাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া আজি কালি একটী ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদিগের অত্রত্য মহারাজের রাধাবল্লভজীউ সর্ব্বমঙ্গলা, বনদুর্গা, লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রভৃতি ঠাকুর বাড়ী পুণ্যার্জ্জনের না হইয়া ক্রমে পাপার্জ্জনের স্থান হইয়া উঠিতেছে। বর্দ্ধমানের ভবানী ঠাকুরের পাড়, তেল মারুই, রাধানগর, নারিকেল বাগান, প্রভৃতি স্থানের বেশ্যাগণ, এবং রাজ্যের যত লম্পট ও অসতী গিয়া ইহার পবিত্রতা সংহার করিতেছে। যে যে স্থানে গমন করিলে চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে ভদ্র পরিবার প্রেরণ করা, আর রাধাবল্লভজীউ সর্ব্বমঙ্গলা বনদুর্গা ও লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রভৃতি ঠাকুর বাটীতে পরিবার প্রেরণ করা উভয়ই তুল্য কথা।

সংপ্রতি বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তা প্রফেসর মওলাবক্স আমাদিগের মহারাজের নিকট দুইদিন গান করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রফেসর মওলাবক্সের বীণা এবং জলতরঙ্গবাদন ও গীত শ্রবণ করিয়া মহাতুষ্ট হইয়া পাথেয় ৫০ টাকা বিশেষ পারিতোষিক ২০০ শত টাকা এবং এক জোড়া উৎকৃষ্ট শাল প্রদান করিয়াছেন।

৮ ই চৈত্র
১২৮১।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

একটি চিন্তা।

স্থান—বঙ্গরঙ্গভূমি ও তৎপার্শ্বে সরোবর।
সময়—৩০ এ ফাল্গুন ১২৮১ মেঘনাদ বধ
নাটকের অভিনয় রজনী।

১

সপ্তমীর চাঁদ সুনীল গগনে
হাসিছে উজল মধুর কিরণে,
বাসন্ত সমীর বহিছে মৃদুল,
প্রকৃতির মুখে মধুর হাসি।
নাট্যশালা পাশে সরোবর জলে
শশীর মুরতি দুলিয়া উজলে,
বায়ু পথগামী জলদের ছায়া
সরসী সলিলে যাইছে ভাসি।

২

দেখিলাম আমি সে সরমুরতি
অতীব গম্ভীর, স্থিরভাব অতি,
নাহিকো লহরী, নাহি বিধূনন,
অচল, অনড় সলিল রাশি।
কিন্তু পাশে, হায়, নাট্য গৃহ মাঝে
অভিনেতৃগণ সাজিয়া সুসাজে,
করে অভিনয় রঙ্গ কবে কত,
কাঁদায় কাঁদিয়া হাসায় হাসি।

৩

দেখি সরোবরে দেখি নাট্যাগারে
সহসা তখনি মনের মাঝারে
চিন্তা এক আসি হইল উদিত,
কহিলাম আমি আপন মনে,
ওরে বঙ্গবাসী, ছাড় রে বিলাস,
আসি দেখ চেয়ে সরসী সকাশ,
গম্ভীর মুরতি নৈশ সরোবরে
বারেকের তরে দেখ নয়নে।

৪

মেতেছ তোমরা নাটকাভিনয়ে,
দেখে দর্শকেরা পুলক হৃদয়ে।
অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল,
এস একবার সরসী তটে।
উঠিছে তোদের আনন্দ লহরী,
কিন্তু সরোবরে নাহি রে লহরী,
সরোবরে আজি আদর্শ করিয়া,
দেখ দেখি ভাবি মানস পটে।

৫

সুখের ভারত ছিল রে যখন,
সুখের সময় ছিল রে তখন,
এখন গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া,
পরের অধীন ভারত এবে।
সাজে কি এখন আমোদ বিলাস?
এখনি আসিয়া সরসী সকাশ,
সরসীর মত হও রে সকলে,
সরসীর ছবি দেখ রে ভেবে।

৬

ভারতের দুখে যেন রে সরসী
আসায়ে ধরেছে দুখের আরসী,
দেখিলে এখনি পারিবি জানিতে,
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গরস যত,
করিতে উচিত অশ্রু বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

৭

মজেছ সকলে অভিনয় সুখে,
কিন্তু একবার চাও রে সমুখে,
কি যে অভিনয় হয় অবিরত,
ঘৃণা, লজ্জা, দুখ কেবলি তায়
চাপায়ে পাদুকা তোদের মাথায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল পরায়ে গলায়,
বানরের মত নাচায়ে নাচায়ে
বিদেশীরা ঘুসি মারে মাথায়।

৮

তথাপি রে তোরা, ওরে বঙ্গবাসি,
আমোদ বিলাসে রবি দিবা নিশি?
বারেকের তরে কর রে স্মরণ,
উচিত এখন কিরূপ হওয়া
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গরস যত,
করিতে উচিত অশ্রুবরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা } বশম্বদ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

শস্যের মুল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মুল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯॥	॥০॥	৯	১৪॥
বাকুড়া	।৮	॥০॥	।৮॥	।৬
বীরভূম	৯॥	॥৭	।৫	।১
মেদিনীপুর	।৭	।৮	।৩	।২
হুগলী	৴৯॥-১০	৭ ৭॥	৬-।৬॥	।৫
হাবড়া	।৩।	৬॥	।৯	।৩॥
কলিকত্তা	।১	।৪॥	।৭॥	৫।
২৪ পরগণা	৴৮	।৭৸	।৬	।৪
নদীয়া	।৪॥	।৬	॥০	॥০
যশোহর	।৬	॥০	।৪॥	।৫।
মুরশিদাবাদ	।২-।৩	॥০-॥০॥	।৬	।৫-॥০
দিনাজপুর	॥২	॥৮	।৩॥	।৪॥
মালদহ	॥২॥	॥৩	।৭	॥০
রাজশাহী	৯॥ ॥০।	॥৪-॥৫	৩॥-।৫	।৩॥-।৫
রঙ্গপুর	৴৯	॥০	।৩৸৴	।৩৸৴
বগুড়া	৴৯৸	॥৬।	।৬	।২
পাবনা	৴৮	।৯॥	।৭	।৫
দারজিলিঙ্গ	৴৩।	।৪	৴৮	৴৬
জলপাইগুড়ি	।৬	॥৬।৶	।১	।৩৶
ঢাকা	॥০	॥২	।৬	।৩৴
ফরিদপুর	৴৭	॥২	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৮	॥১	।২	
ময়মনসিংহ	।৬	॥১।	।৭।	।১
চট্টগ্রাম	।৭	॥০	।২	।০
নওয়াখালী	৭	॥০	।০॥	
ত্রিপুরা	।৩	।১	।৩॥	।১
চট্টগ্রামের পর্ব্বত	।৩।৴	।৩।॥		
[illegible] প্রদেশ				
[illegible] পর্য্যন্ত	৪	।৬	।১৶	।০
পাটনা	।৪	॥৫	॥২	।৮
[illegible]	।১॥	॥১	।৮	।৮॥
[illegible]	।৭	।৭	॥০	।৬॥
[illegible]পুর	৴৮	।৮	॥৭	।৪
সারণ	৴৯	॥২	।১	।৭
মুঙ্গের	।০।৴	।৮॥৴	॥১	।৭॥
ভাগলপুর	।০৶	॥১৶	।৮৸৴	৮৸৶
পুর্ণিয়া	॥০	॥২	॥০	।৬

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	।৪	।৪
কটক	।৭৴	॥৪৸৶	।৭৴	।৭৴
পুরী	॥৩॥৶	॥৭॥৴	।৭৴	।৭৴
বালেশ্বর	।৬	॥৮	।১	।৪
হাজারীবাগ	।০	॥২	।৬	।৪
লোহারডগা	॥০	॥২	।৩॥	।০
সিংহভূম	।৪	॥৪	।৩	।২
মানভূম	।৪	॥২॥	।৬	।৪

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১৯ এ মার্চ্চ

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	৬
সুবপুর ও মাইলের মধ্যে	৩	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

নদীয়ার নদী সর্ব্বস্থানে নৌকাসকল অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

সন ১৮৭৫ সালের ২২ এ মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৭

বহরমপুর ২২ এ মার্চ্চ ১৮৭৫ সাল } টি, এইচ উইক্ সি, ই এক্জিকিউটিবই ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মুল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মুল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য—মানভূম ১০
" " নীলমণি শীল—নিমচ ১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং—কলিকাতা ১০
" " নন্দলাল মল্লিক—কলিকাতা ১০
" " লক্ষ্মীপৎ সিংহ—কলিকাতা ১০
শ্রীযুক্ত বারি সর্দ্দার—কলিকাতা ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মুল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মুল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মুল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতের যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু, হইলে অবশিষ্ট মুল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

৫, যখন যিনি সোমপ্রকাশের মুল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মুল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴১ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ২১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২৩ এ চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ৬ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০; প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট অশেষ রক্তামাশয় গ্রহণি সুতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। উহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও রক্ত কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১॥ মাহার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ২ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও রক্ত কাশ ১০ টাকা এইনিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন, আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ গোবরডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০	৴০
১ম ভাগ নীতিসার	৶০	৴০
২য় ভাগ নীতিসার	৶০	৴০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল ৵০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যদি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ চৈত্র সোমবার।

লর্ড নর্থব্রুক ২৯ এ মার্চ্চ পাটিয়ালায় গমন করেন। সেখানেও সুসজ্জিত হস্তির শ্রেণী বন্ধন, ভোজ ও মৃগয়াদি বহুবিধ প্রমোদজনক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। দরবার গুলি ত আমাদিগের গবর্ণর জেনরলদিগের বিশ্রাম ও আমোদ স্থল হইয়া উঠিয়াছে। এ ব্যয় কাহার করা উচিত? ইহাতে সাধারণের উপকার সম্বন্ধ নাই। অতএব সাধারণ ধনাগার হইতে কখন এ ব্যয় দেওয়া বিধেয় হয় না। সিমলায় বাস নিবন্ধন পাথেয় ও কর্ম্মচারিদিগের অধিক বেতনাদিতে যে সমস্ত ব্যয় হয়, তাহাও গবর্ণর জেনরলদিগের নিজের করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও উহাঁদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ ও সুখ স্বচ্ছন্দাদি ভোগ ভিন্ন সাধারণের উপকার নাই।

—:০:—

বরদাকমিশনরেরা মলহর রাওর বিচার ফল গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার অভিপ্রায়ে বোম্বাইয়ে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কার্য্য শেষ হইয়াছে। সর দিনকররাও ২৯ এ, জয়পুরের মহারাজ ৩০ এ এবং সিন্ধিয়া রাজ ৩১ এ মার্চ্চ বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যে প্রকার উগ্র ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মলহর রাও যদি অব্যাহতি পান, কেবল কমিশনের সভ্যগণের নয়, লার্ড নর্থব্রুকেরও নিস্তার থাকিবে না। ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের (সকলের না হউক অনেকের) গুণ বড়। তাঁহাদিগের জাতি ভাইরা অপরাধী হইলে তাহাদের মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাদিগের ব্যগ্রতার পরিসীমা থাকে না। কত চেষ্টা, কত যুক্তি প্রদর্শন, কত উপায় কল্পনা করা হয়। তাহাতে ধর্ম্মে, ন্যায়ে ও হিতাহিত বিবেচনায় জলাঞ্জলি দেওয়া হয়, হউক, তাহাতে আইসে যায় না। যে কোন রূপে কার্য্যোদ্ধার হইলেই হইল। যদি সেই অপরাধী জাতিভাইর দোষ প্রমাণ হইয়া দণ্ড হইল, তাঁহারা একেকালে অগ্নিস্থ বায়ুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাদিগের মনে এই হইতে থাকে, গবর্ণমেণ্টের মস্তক ধরিয়া এক টানে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলেন। পক্ষান্তরে, এদেশীয়েরা দোষ সপ্রমাণ না হওয়াতে যদি মুক্তিলাভ করে, তাঁহারা তীক্ষ্ণবিষ বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকেন।

—:০:—

এদেশে জাতিভেদ আছে, এদেশীয়েরা জাত্যভিমানের একান্ত পরতন্ত্র, এই বলিয়া ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের নানা প্রকার দুর্নাম করিয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের হৃদয়ে জাত্যভিমানের যে প্রকার প্রবল আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের এদেশীয়ের নিন্দা করা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য সন্দেহ নাই। মেলবিল একজন মুসলমান বালিকার পাণি গ্রহণ করেন বলিয়া কর্ম্মচ্যুত হইলেন। কি কারণে যে তাঁহার কর্ম্ম গেল, আমরা আজিও তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহে ও রাজকার্য্যে কোন কার্য্যকারণ ভাব নাই। ইউরোপীয় হইয়া মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, এ অপরাধে কর্ম্ম যাওয়া সঙ্গত হয় না। যে ব্যক্তি যে কাজ করে, সে যদি তাহাতে অযোগ্য হয়, তাহা হইলেই তাহার কর্ম্ম যাওয়া বৈধ হয়। যে দুই চারিজন ইউরোপীয় এদেশীয় স্ত্রীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন,

তাঁহারা একপ্রকার অপদস্থ হইয়া আছেন। সেই সেই স্ত্রীকে সুমভিব্যাহারে হইয়া তাঁহারা ইউরোপীয় সমাজে যাইতে পারেন না। যে কারণে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইল, এখন পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। দুইজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অষ্ট্রেলিয়ায় দুইজন পাঠানকে বিবাহ করে। সম্প্রতি বোম্বাইর কর্ত্তারা তাহাদিগের বিবাহ বিধিবোধিত হয় নাই বলিয়া বিবাহ বন্ধন চ্ছেদন করিয়া দিয়াছেন। এই মাত্র নয়, পাঠানদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করাও হইয়াছে। তাহারা নিজ নিজ ইউরোপীয় পত্নীর সহিত একবার দেখা করিতে চাহিয়াছিল, সে অনুগ্রহও করা হইল না। ইহার তুল্য আর কি প্রবল জাত্যভিমান আছে?

—০০—

আমাদিগের বাস গ্রামের পূর্ব্ব একটা মাঠ পারে কয়েকটা চাসা গ্রাম আছে। আমাদিগের এই সকল গ্রামে আসিয়া ঐ ঐ গ্রামের লোকের হাট বাজার প্রভৃতি করিতে হয়। এখানে না আইলে তাহাদিগের কোন ক্রমে চলে না। কিন্তু বর্ষাকালে তাহাদিগের ক্লেশের অবধি থাকে না। এই কষ্ট দেখিয়া আমরা পূর্ব্বে একবার আমাদিগের গ্রামের উত্তরাংশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে একটা নূতন রাস্তা হয় এবং কোদালিয়া হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যে একটা রাস্তা গিয়াছে, তাহার সংস্কার করা হয়, এই দুটী প্রস্তাব করিয়াছিলাম। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, আমাদিগের গ্রামের উত্তরাংশের রাস্তাটী আরম্ভ হইয়াছে। কোদালিয়ার পূর্ব্বাংশের রাস্তাটীর সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইল না, কারণ কি? রোডসেসের টাকা যদি রাস্তায় ব্যয় করা বিধেয় হয়, আমরা যে রাস্তার সংস্কার প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহাতে ব্যয় করাই উচিত। ভদ্রগ্রামের মধ্যবর্ত্তী পথে দুই চারি ঝোড়া মাটি ফেলিয়া ইষ্টলাভ কি? তাহাতে কেবল নিয়ম পালন করা হয় এই মাত্র, রোডসেসের টাকাগুলি বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। চাসারা লেখা পড়া জানে না, সুতরাং রাজদ্বারে জানাইতে পারে না। তাই বলিয়া কি তাহারা এক স্কন্ধে কর ভার ও অপর স্কন্ধে দুঃখ ভার বহন করিবে? তাহারা রোডসেসের প্রধান ভার বহন করিতেছে? যাহাদিগের উপর রোডসেসের বিনিয়োগ ভার আছে, আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন আমাদিগের উল্লিখিত প্রস্তাবটীতে উপেক্ষা না করেন।

—০০—

আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল এদেশীয় সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের সহিত মিশেন না বলিয়া যে একটী দুর্নাম রটিয়াছে তাহা দূর করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত হইয়াছে। এদেশীয়দিগের সহিত কেবল আমোদ প্রমোদ এই মিশার উদ্দেশ্য না হইয়া যাহাতে কিছু কাজ হয় তাহা করা হয় এই আমাদিগের ইচ্ছা। যে সকল ব্যক্তি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত নহেন, সর রিচার্ড টেম্পল এমন ব্যক্তিদিগকেও আহ্বান করুন। ইংরাজিতে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়কেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে তাহাদিগের মনের ভাব কি জিজ্ঞাসা করা হউক। তিনি তাহাদিগের নিকটে দেশের অবস্থা ও সমাজের অবস্থাদির বিষয় অনেক জানিতে পারিবেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামের মণ্ডলদিগকেও ডাকিয়া লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগের নিকটেই দেশের প্রকৃত অবস্থা বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবেন। এরূপ করিলে বঙ্গদেশের কল্যাণ করিবার তাঁহার যে মনোরথ আছে তাহা পূর্ণ হইবার পথ হইবে, প্রজারাও বুঝিতে পারিবে যে রাজা আমাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া মঙ্গল সাধন চেষ্টা করিতেছেন। ইহা বুঝিয়া তাহারা দৃঢ়তর অনুরক্ত হইয়া উঠিবে। এরূপ না করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যদি কেবল ইংরাজিতে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন, তাহাতে একটী মহৎ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অনেকে এই মনে করিবেন, প্রজার মঙ্গলের উদ্দেশে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এদেশীয়দিগের সহিত মিশা উদ্দেশ্য নয়, যে সকল ব্যক্তি রাজপুরুষদিগের দোষ গুণ প্রকাশ্য পত্রে সচরাচর লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মুখ বন্ধ করাই তাঁহার অভিপ্রেত।

—০০—

বোম্বাইর ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা রাম না হইতে রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বরদার কমিশন কি রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। রিপোর্ট গবর্ণর জেনেরলের নিকটে যাইবে, তিনি তাহাতে আপনার মত লিখিয়া প্রকাশ করিবেন, কি রিপোর্ট হইয়াছে তখন সাধারণে জানিতে পারিবেন, কিন্তু বোম্বাই গেজেট ইহার মধ্যেই সার দিনকর রাও ও সিন্ধিয়ারাজ গুইকুমারের অনুকূল মত প্রদান করিবেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ উভয় ব্যক্তির এই দুর্নাম করিয়াছেন যে সিন্ধিয়ারাজ গুইকুমারকে মুক্ত করিয়া দিবেন এই স্থির করিয়াই কমিশনের সভ্য হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট সার দিনকর রাওকে যে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন। এদেশের

ইংরাজি সমাচার সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা যাবতীয় অনর্থের মূল। এদেশে স্বাধীন রাজা না থাকেন, এই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। তাঁহাদিগের এতদূর গর্ব্ব তাঁহারা, যেটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন কি গবর্ণমেণ্ট কি অন্য লোক সকলকেই সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে হইবে। বোম্বাই গেজেট স্থির করিয়াছেন বরদারাজ মলহর রাও দোষী। তাঁহার দোষের প্রমাণ থাকুক না থাকুক বোম্বাই গেজেট যখন বলিয়াছেন মলহর রাও দোষী তখন তিনি দোষী সকলকেই এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে। কি গর্ব্ব! এই মহাপ্রভুদিগের হইতে ব্রহ্মদেশেও একটী গোলযোগ ঘটিবার উপক্রম ঘটিয়াছে, দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের রাজপুরুষেরাও উঁহাদিগের কোপোদ্দীপক বাক্যে সময়ে সময়ে চঞ্চল হইয়া উঠেন। ব্রহ্মদেশের বিবাদে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের লিপ্ত হইবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখা যাইতেছে না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজের সহিত বিবাদে উন্মুখ হইয়াছেন। বিবাদের কারণ এই, ডেলহৌসির সময়ে ব্রহ্মরাজের সহিত উভয় রাজ্যের এই সীমা করা হয়, কারেন নামক স্বাধীন জাতি যে স্থানে বাস করে তাহার উত্তরাংশ ব্রহ্মরাজের ও দক্ষিণাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের। ব্রহ্মরাজ সেই ক্যারেন জাতিকে স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা করে। ইংরাজি সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা ব্রহ্মরাজ সন্ধি ভঙ্গ করিলেন বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। আমাদিগের রাজপুরুষেরাও তাহাতেই নাচিয়া গেলেন! ব্রহ্মরাজ ক্যারেন জাতিকে স্বাধীন অবস্থায় রাখুন আর আপনার অধীনতা পাশে বদ্ধ করুন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই দেখা যাইতেছে না। যাবৎ ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশ সীমা লঙ্ঘন না করিতেছেন, তাবৎ সন্ধি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা কি?

——

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চ্চা।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকেরা কেবল দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় অধিক মনোযোগী ছিলেন, বিজ্ঞানের তত আলোচনা করিতেন না। কিন্তু এটি তাঁহাদিগের ভ্রম। ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে যেরূপ উন্নতি ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কেবল দর্শনের ধূমপানে নিরত থাকিলে কখনই করিতে পারিতেন না। ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা অঙ্কের দশগুণোত্তর প্রণালী, বীজগণিত, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান আরবদিগের নিকট হইতে লাভ করেন কিন্তু আরবেরা তাহাদিগের প্রণীত গ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ সকল বিদ্যা স্বাধীন ভারতবর্ষের লোকের নিকট হইতে প্রথম প্রাপ্ত হন। প্রাচীন ভারতবর্ষে বায়ু পথে গমনাগমনের যে কোন উপায় ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পোত নির্ম্মাণ বিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের অত্যাচারে সে সকল গ্রন্থ বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত যবন অত্যাচারে বিজ্ঞান বিষয়ক আর কত গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মহিমা হইতে তাহার বর্ত্তমান প্রচ্যুতির বিষয় আলোচনা করিলে মনে কি পর্য্যন্ত আক্ষেপের উদয় হয়, তাহার বর্ণনা করা যায় না। এক্ষণে ইউরোপখণ্ডের লোকেরা বিজ্ঞান প্রভাবে প্রকৃতির উপর কি আধিপত্য না করিতেছে? অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতেরা বশংবদ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদিগের আজ্ঞা সকল পালন করিতেছে। বাঙ্গলা কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রণীত কাব্যে বলিয়াছেন

"মনোরথ
ছয় দিনে উত্তরিল ছয় মাসের পথ।"

তিনি যখন এই প্রকার লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি উহা কল্পনার বেগ বশতই লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এক শত বৎসরের মধ্যে উঁহার কল্পনা যে কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহা তিনি কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই। কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের লোকের বৈজ্ঞানিক বলে তাহাও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ফল আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতেছি। কিন্তু ইংরাজেরা আমাদিগের দেশ যদি পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে সেই সকল ফলভোগ আমরা কত দিন করিতে পারিব? লৌহবর্ত্ম ও তাড়িত বার্ত্তাবহের বিষয়ে আমাদের কি জ্ঞান আছে যে উল্লিখিত ঘটনা ঘটিলে আমরা নিজে লৌহবর্ত্ম ও তাড়িতবার্ত্তাবহ নির্ম্মাণে শক্ত হইব? আমাদের পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি একটী বিজ্ঞান সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে লক্ষ টাকার ন্যূনে এই মহৎ অনুষ্ঠানের আরম্ভ করা যাইতে পারে না। ঐ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বায়ান্ন হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে সহস্র মুদ্রার ন্যূনে কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছেন যে সাধারণের সাধারণ সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার সংকল্প সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন। অতএব তিনি সম্প্রতি এই সংকল্প করিয়াছেন যে

যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। অতএব আমাদিগের অনুরোধ এই সাধারণে এই মহৎ অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য দান করিয়া ভারত বর্ষে বিজ্ঞান চর্চ্চার পুনরুদ্দীপন করেন এবং উক্ত কার্য্য দ্বারা আপনাদিগের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করেন।

"বাবু দলের প্রধান অভাব।"

এই শীর্ষক দিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের বেঙ্গল মেগাজিন পত্রে একটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক বাবুদিগের পঠদ্দশায় মনের ভাব, চেষ্টা ও কার্য্য; বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তাহাদিগের অবস্থা এবং কার্য্য স্থলের ও গৃহের দুঃখ গুলি বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ধর্ম্মে আস্থা নাই এই বিষয়টী তাঁহাদিগের প্রধান অভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক এইরূপে বাবুদলের কতকগুলি দুঃখের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার কারণ কি ও প্রকৃত দুঃখই বা কি তাহার উল্লেখে বিমুখ হইয়াছেন।

ইংরাজি শিক্ষা ইংরাজ সংসর্গ ও ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন উল্লিখিত সমুদায় দুঃখ ও ধর্ম্ম বিপ্লবের মূল। ইহাঁদিগের আর পিতৃপিতামহাদির ন্যায় সামান্য অশন বসনে তৃপ্তি লাভ নাই। পৈতৃক ধর্ম্মেও আস্থা নাই। মন অন্য প্রকার হইয়াছে, অভিলাষ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার পথ হস্তগত নাই। সে পথ বিদেশীয়েরা রুদ্ধ করিয়া আছে। সে পথে গেলে উহারা পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দেয়। এদিকে পিতৃপিতামহাদির আচরিত পথের সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি ইংরাজিতে শিক্ষিত বাবুদিগের জাতি কুল ও বৈষ্ণব কুল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। এমনি চমৎকার কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, ইহাঁদিগের এ দুঃখ ফুটিয়া বলিবারও যো নাই। ফুটিয়া বলিলেই ইংরাজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা বলিয়া উঠেন, এদেশীয়েরা অতিশয় অকৃতজ্ঞ, ইহাদিগের কিছু মাত্র রাজভক্তি নাই, গবর্ণমেণ্ট এত করিলেন তথাপি সন্তোষ হয় না। ঐ সকল কথা শুনিয়া রাজপুরুষদিগের মন গরম হইয়া উঠে। ফলতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাবৎ এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে উদার রাজনীতি অবলম্বন না করিতেছেন, তাবৎ ইহাদিগের এ দুঃখের নিবারণ সম্ভাবনা নাই।

জলকষ্ট ও মিউনিসিপালিটী।

এ সময়ে অনেক স্থলেই দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত আছে, সেখান হইতেও যে আমরা জলকষ্টের সংবাদ শুনিতে পাই, এটী অতি আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। মিউনিসিপাল সভার যেগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বিশুদ্ধ পানীয় জল লাভের উপায় করিয়া দেওয়া তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। ১৮৭২-৭৩ অব্দের বাঙ্গলাদেশের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টেও এই কথাটী স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। "উপাদেয় পানীয় জলের উপায় বিধান বিষয়টির যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে পল্লীগ্রামে পঞ্চায়েত প্রণালীর প্রবর্ত্তন অতিশয় আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে নদীনালা প্রভৃতির গতি ও স্রোত প্রবাহিত ছিল, এক্ষণকার ন্যায় রুদ্ধ ছিল না। যখন জমীদারদিগের উপরে রাজস্ব ও প্রজার রক্ষার ভার ছিল এবং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিলেন, তখন তাঁহারা রাজস্ব ও প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ খাত খননাদি করিতেন। এক্ষণে অনেক নদী নালার গতি কেবল আপনা হইতেই যে রুদ্ধ হইয়াছে এরূপ নয়, কৃষি কার্য্যের বিস্তার ও ব্যক্তি বিশেষের নিজ নিজ স্বত্ব স্থাপন দ্বারা নদী নালার মুখ রুদ্ধ ও পয়ঃপ্রণালী বদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণকার ভূস্বামীদিগের প্রজার নিকটে প্রাপ্য খাজনার যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আছেন। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগের উপরে ক্ষমতা নাই। গ্রামবাসিদিগের মঙ্গলার্থ যে যে কাজ করা আবশ্যক, এখন আর প্রায় তাঁহারা তাহা করেন না। বাঙ্গলা দেশের পল্লীগ্রামের লোকেরা ভাল-জলের নিমিত্ত সর্ব্বদাই চিৎকার করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তাহারা এত কষ্ট অনুভব করে, যদি সাধারণের চেষ্টা দ্বারা ঐ বিষয়ের কোন উপায় হয়, তাহারা পরস্পর সাহায্য দান করিয়া তদ্বিষয়ে প্রস্তুত আছে। কতকগুলি বহুদর্শী রাজপুরুষ এই বিবেচনা করেন যে এই বিশুদ্ধ জলের অভাব একটী মহৎ অনর্থের মূল হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটী উৎকৃষ্ট জেলার সৌভাগ্য লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক। হাঁসপাতাল ও জেল প্রভৃতির বৃত্তান্তে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়, বাঙ্গলা দেশে যে এত প্রাদুর্ভাব, জ্বর বা ওলাউঠা তাহার কারণ নহে। অবিশুদ্ধ জলপানে যে উদরাময় হয়, তাহাও উক্ত কারণ। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে এ অনর্থ নিবারণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি পঞ্চায়েত প্রণালী [illegible] অনেকে একত্র হয়, অনায়াসে করিতে পারে।"

এইরূপে বিশুদ্ধ জল লাভের উপায় বিধান যে মিউনিসিপালিটির [illegible] প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই মিউনিসিপালিটী যে তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাহার পর বিস্ময়াবহ [illegible] আর

কি আছে? আমাদিগের বিবেচনায় রাস্তা প্রভৃতির ব্যয় বন্ধ করিয়াও উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী ও সরোবর খনন করান আবশ্যক। গ্রামের লোকে ভাল জল পান করিতে না পাইয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কে রাস্তায় চলিবে? আমাদিগের মতে যে যে স্থানে মিউনিসিপাল অধিকার আছে, অথচ ভালজল নাই, সেখানে মিউনিসিপাল সংক্রান্ত কোন ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অথবা কোন ব্যয় বন্ধ করিয়া এক এক বর্ষে এক এক পাড়ায় এক একটি উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী করা কর্ত্তব্য।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে রাজসাহী হইতে বদল করিয়া হুগলীতে দেওয়া হইতেছে। এই প্রসঙ্গ করিয়া আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক বাঙ্গালির মধ্যে কেহ স্কুল ইনস্পেক্টর নাই, ভূদেব বাবু স্কুল ইনস্পেক্টর, এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশীয়দিগের উচ্চ পদ দান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এমন অদ্ভুত যে, যে বিষয় আমাদিগের প্রাপ্য ও যে বিষয় আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অবশ্য দেয়, সে বিষয় [illegible] আমাদিগকে আনন্দ প্রকাশ করিতে হয়। এক ভূদেব নন, অনেক ভূদেব এই বাঙ্গলাদেশে [illegible] ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি উৎসাহ দেন, তাঁহারা প্রকাশ হইয়া পড়েন। পত্র [illegible] এই:—

[illegible], বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অচিরাৎ এই বিভাগ ত্যাগ করিয়া হুগলী বিভাগে গমন করিবেন। স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য পূর্ব্বে কেবল সাহেবদিগের হস্তগত ছিল [illegible] এ পর্য্যন্ত ঐ পদ প্রাপ্ত [illegible] শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা[illegible] কিছু কালের জন্য সহকারী [illegible], কিন্তু সে ইনস্পেক্টরী কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ। যাহা হউক, ভূদেব বাবুই নিজ ক্ষমতাবলে ঐ এক চেটিয়া ভাঙ্গিয়া স্বতন্ত্র ইনস্পেক্টরী পদ বাঙ্গালীর প্রাপ্য করিয়াছেন। এই রাজসাহি বিভাগে তিনি প্রায় ৫ বৎসর কার্য্য করিলেন। ইতি মধ্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্য প্রণালীতে পরিতোষ লাভ করিয়া তাঁহাকে ৪ র্থ শ্রেণী হইতে ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থিতি সময়ে রাজসাহী বিভাগস্থ স্কুল সমূহের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তিনি এই বিভাগস্থ রাজা, রায় বাহাদুর জমীদার সাধারণ ভদ্রলোক বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও শিক্ষক বর্গ ডেপুটী ও সবইনস্পেক্টরগণ প্রভৃতির সহিত কিরূপ ভদ্রজনোচিত সাধু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমাদের লিখিবার প্রয়োজন নাই। ঐ বিভাগস্থ সকল স্থানের লোকেরা তাহা উত্তমরূপে অবগত আছেন। অতএব ভূদেব বাবু যখন এই বিভাগ ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন এই সময়ে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কোন রূপ চিহ্ন প্রদর্শন করা যে অতীব কর্ত্তব্য, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। যদি ভূদেব বাবুর বাটী হুগলীতে না হইত, এবং তথায় যাইলে তাঁহার নিজের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে, এরূপ বোধ আমাদের যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এ বিভাগ হইতে যাইতে না দিবার জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট আবেদন পাঠান আবশ্যক বিবেচনা করিতাম, কিন্তু হুগলী যাইলে যখন তাঁহার বিশেষ সুবিধা হবে বুঝা যাইতেছে তখন তাহা রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অন্য কোন রূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কিরূপে হইবে? তাহা আমরা বলিয়া দিব না। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন দিঘাপতিয়ার শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ রাজা বাহাদুর পুঁটিয়ার রাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী পাবনার শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রাও সাহেব নাকিনীয়ার শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী এবং জলপাইগুড়ির মুন্সি তারিকুল্লা সাহেব প্রভৃতি এই বিভাগস্থ প্রধান প্রধান মহোদয়দিগের উপরে তাহার বিবেচনা করিবার ভারার্পণ করিলাম। তাঁহারা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত মানস। এজন্য আমরা তাহাই দেখিবার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম কিমধিকমিতি।

স্ত্রীশিক্ষা।

এদেশের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশের লোকের মনের ভাব, যাঁহারা উহার উদ্যোগী তাঁহাদিগের স্বরূপ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কি কি অন্তরায় আছে, যে সকল ব্যক্তি অভিনিবেশ সহকারে এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিয়া থাকেন, কলিকাতা চোরবাগানের স্ত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কালে ফিয়র সাহেব যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে তাহা নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। যে সকল যুবা পুরুষ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, অথবা বিদ্যালয় হইতে নূতন বাহির হইয়াছেন, যাঁহাদিগের মনের কেবল উন্নতির দিকেই গতি, বাঞ্ছিত পথে কি ইষ্টানিষ্ট আছে, যাঁহাদিগের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, তাঁহারাই দিন কত কাল স্ত্রীবিদ্যা স্ত্রীবিদ্যা করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ প্রাবীণ্য জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রায় এবিষয়ে মতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগের অধিকাংশের এ বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগ থাকে না। তবে তাঁহারা অনুরোধে পড়িয়া যে হাঁ হুঁ করেন এই মাত্র। ফিয়র সাহেব অনেককে আপন আপন কন্যার বিদ্যালয়ের মাসিক ১ টাকা বেতন দানেও যে কাতর দেখিতে পান, অনুরাগ বিরহই তাহার কারণ। আমরা জানি মাসিক এক টাকা দান অতি অকিঞ্চিৎকর। অনুরাগ নাই বলিয়া সেই সামান্য দানও অনেকের অসামান্য বলিয়া বোধ হয়। এ দানের সময়ে তাঁহারা কল্পনাবলে আপনাদিগকে দরিদ্র বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। আমরা

কল্পনা কৃত দারিদ্র্যের কথা কহিলেন, তাহার কারণ এই, তাঁহারা যে কপে আপনাদিগকে অতি নিঃস্ব বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই কপেই যদি কোন প্রমোদজনক ব্যাপার উপস্থিত হয়, অনায়াসে উহার ত্রিগুণ দান করিয়া বসেন।

অনুরাগ নাই কেন, অনেকে এখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। উপাদের ফল দর্শন ব্যতিরেকে কাহার কোন বিষয়ে সানুরাগ প্রবৃত্ত জন্মে না। হিন্দু সমাজের প্রধানেরা কতকগুলি দুরপনের প্রতিবন্ধক বশতঃ স্ত্রীশিক্ষার উপাদের ফল দেখিতে পান না, বরং অনুপাদেয় ফল দেখিয়া থাকেন। প্রথম প্রতিবন্ধক বাল্য বিবাহ। স্ত্রীলোকের বিবাহের বিষয়ে হিন্দুদিগের বড় আঁটা আঁটি। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে কন্যাকে অবিবাহিত রাখা তাঁহারা অবৈধ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বিবাহের পর কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহস হয় না। সুতরাং বিদ্যালয়ে সামান্য মাত্র জ্ঞান অর্জ্জন হয়। অল্প শিক্ষা অনেক সময়ে অনেক অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক অল্প বয়সে সন্তান হয়। এদেশে ১৩।১৪ বৎসরে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মে সন্তান জন্মিলে স্ত্রীলোকেরা প্রায় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। তখন আর তাঁহাদিগের অবসর থাকে না। পূর্ব্বে যে কিছু শিক্ষা হয়, তাহার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক- আলোচনার অভাবে ক্রমে তাহা লোপ পাইয়া যায়। তৃতীয় প্রতিবন্ধক, সামাজিক রীতি। আমাদিগের সমাজে অন্নবিচার বড়। ভিন্ন শ্রেণীর পাক করা অন্ন খাওয়া দূরে থাকুক, স্বশ্রেণীর সকলের হাতেও সকলে অন্ন খায় না। স্ত্রীলোকদিগকে স্বয়ং পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল স্ত্রীলোক কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করে, তাহাদিগের পাকাদি কার্য্য নীচ কার্য্য বলিয়া ঘৃণা জন্মে। গৃহস্থের বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। একে অনেকের একপ ইচ্ছা নয় যে যার তার হাতের পাক করা অন্ন খায়, দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ গৃহস্থের আয় অতি সঙ্কীর্ণ, তাহারা পাকার্থ অপর লোক রাখিয়া তাহার ব্যয় সঙ্কুলন করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ না জন্মিয়া বিদ্বেষ জন্মে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকদিগের মন পাছে অভিমানে উচ্চ হয়, পাকাদি কার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তি না থাকে, এই বিবেচনা করিয়া হিন্দু শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগের বেদে অনধিকার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বেদে অনধিকার হওয়াতে অন্য শাস্ত্রে অনধিকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রতিবন্ধক গুলি থাকাতে স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন জন্মিয়াছে। এগুলি কেমন প্রতিবন্ধক, যাঁহারা ভুক্তভোগী নন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইউরোপীয়েরা আপনাদিগের সামাজিক রীতির অনুসারে বিবেচনা করেন, এই হেতু তাঁহারা ঐ প্রতিবন্ধকগুলির স্বরূপ বোধে সমর্থ হন না। তাহাতেই এদেশীয় সুশিক্ষিতদিগের এতৎসম্বন্ধে নানা প্রকার দুর্নাম করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সুশিক্ষিতদিগের অপরাধ নাই। তাঁহারা দুস্তর অন্তরায়গুলি জয় করিয়া উঠিতে পারেন না।

নূতন পুস্তক।

১। বিধবাবিবাহনিষেধবোধক বিচার (১) শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ এত দিনের পরে যখন পুরাণ বিচার তুলিয়াছেন, তখন ইহাতে কিছু নূতন আছে সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া আমরা উৎসুকচিত্তে পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। বিদ্যাসাগর যে পরাশর বচন দ্বারা বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ন্যায়ভূষণ তাহার কি গতি করেন, দেখিবার নিমিত্ত মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। প্রথমকার কয়েক পৃষ্ঠ পাঠ করিয়া যে আশা জন্মিয়াছিল সেই অংশটুকু পাঠ করিয়া তাহাতে চিত্ত পরিতৃপ্ত না হইয়া এক প্রকার ভগ্নাশ হইয়া পড়িল বলিলে হয়। সে অংশটুকু এই ;

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে।

(১) শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীত, শ্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

এইরূপে কাত্যায়ন বশিষ্ঠ ও নারদ যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেষ্টাচারী, চিররোগী, অপস্মার রোগগ্রস্ত প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয়, প্রভৃতি স্থির হইলে অথবা মরিলে বিবাহিতা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন।

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।

কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং।

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃজায়ায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলু ধারণ, কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ।

কলিযুগে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলু ধারণ করিবেক না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ

কলিযুগে দত্তাকন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রকে দান করিবেক না।

দত্তা কন্যা ন দীয়তে।

কলিযুগে দত্তাকন্যার পুনর্দান নিষেধ

এইরূপে আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যতঃ কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। তদনন্তর পরাশর,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

পাঁচটি স্থলে মাত্র আদি পুরাণ প্রভৃতির কৃত সামান্য নিষেধের প্রতি প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ পাঁচ স্থলে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিরা

পুরাণ বচনে কয়েক স্থলে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল, তৎপরে আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল, তদন্তর পরাশর সংহিতাতে বাগ্দেশাদি পাঁচ স্থল ধরিয়, কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান হয় অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ খাটে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারিত যদি পরাশর সংহিতাতে যুগান্তরীয় কোন ধর্ম্মের নিরূপণ না হইয়া মাত্র কলিধর্ম্মই নিরূপিত হইত কিন্তু পরাশর যে সমুদায় যুগেরই ধর্ম্মবক্তা পরাশর সংহিতাতে সত্যাদি যুগের ধর্ম্মও আছে পূর্ব্বে কহিয়াছি, তবে কোন্ বচন কোন যুগের পক্ষে ইহা কেবল প্রকরণ দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। তবেই প্রকরণ দর্শনে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন চতুর্যুগের বলিয়াই স্থির হইয়াছে। তাহা হইলেই পাঁচ স্থল ধরা থাকিলেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি যুগের পক্ষে হওয়াতে মাত্র কলিযুগ ধরিয়া নিষেধ বোধক যে সকল বচন তাঁহাদের নিকটে দুর্ব্বল হইল যদি দুর্ব্বল হইল তবে আর "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের পুনর্ব্বিবাহ বিধি কলি যুগে খাটিল না, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগেই খাটিল আর পুনর্ব্বিবাহের নিষেধই কলিযুগের বিধি।"

পরাশরের নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনটী দুর্ব্বল হইল কি ন্যায় ভূষণের ব্যবস্থাটি দুর্ব্বল হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পরাশরের বচন যদি চতুর্যুগের পক্ষেই হয় তাহা হইলেও বিদ্যাসাগর যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে দোষাপাত হইতেছে না। পরাশর কেবল পাঁচটী স্থল লইলেন, আদিপুরাণাদি ভিন্ন অন্য অনেক স্থল পাইলেন। [illegible] শাস্ত্রেরও তাহাই [illegible]। প্রথমে একজন রাজদূত আসিয়া বলিল, রাজা তোমাদিগের সকলকেই যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহার পর আর একজন আসিয়া বলিল, রাজা অমুক অমুক পাঁচজনকে কেবল যাইতে বলিয়াছেন। এস্থলে পাঁচজন ভিন্ন আর সকলের কি গমন নিষিদ্ধ হইতেছে না? আদি পুরাণাদির সহিত বিরোধ হইলে পরাশর বচনের দৌর্ব্বল্য দোষ ঘটিবারই বা সম্ভাবনা কি? পরাশরের বচন স্মৃতির বচন, আর আদি পুরাণাদির বচন পুরাণের বচন। স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিই বলবতী হইয়া থাকে। যাহা হউক, ন্যায় ভূষণ প্রথম ধরণটুকু ভাল করিয়াছিলেন শেষ রক্ষা হইয়াছে আমাদিগের এমন বোধ হইল না।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। "২০ এ মার্চ্চ শনিবার বেলা ৫ টার সময় ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের বাটীতে চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মান্যবর বিচারপতি ফিয়ার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুজ্ঞানুসারে সম্পাদক ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার গতবর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর মাননীয় ফিয়ার বালিকাগণকে সানন্দে ও সযত্নে পারিতোষিক বিতরণ করেন। একটী রৌপ্য পদক চারিটী রৌপ্য ফুল উত্তম উত্তম পুস্তক ও নানাবিধ খেলানা পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। পারিতোষিক কার্য্য সমাধা হইলে সভাপতি মহাশয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্যশেষ হইলে পর সম্পাদক মহাশয় বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক এক খানি অনুষ্ঠান পত্র সকলকে প্রদান করেন।"

এই পত্রের সঙ্গে আমরা ঐ বিদ্যালয়ের একখানি সপ্তম বার্ষিক রিপোর্টও প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮৭৪ অব্দে বিদ্যালয়ে সমুদায়ে ৪২ টী বালিকা ছিল। বালিকাগুলি ভদ্র বংশীয়। উক্ত বর্ষে বিদ্যালয়ের আয় ২৯১ টাকা ব্যয় ২৮৬ হয়। বালিকারা যে বেতন দেয়, তাহাতে ৪৮ টাকা এবং চাঁদায় ২৩৮ টাকা সংগৃহীত হয়। বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির মাসিক দানে বিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্ত্রী বিদ্যানুরাগী অনরেবল ফিয়ার সাহেব বার্ষিক ৫০ টাকা দিয়া থাকেন। বালিকাদিগের যে ভালরূপ লেখা পড়া হইতেছে তাহা বিদ্যালয়ের রিপোর্ট পাঠে বুঝা যাইতেছে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি। " আগামী ৩০ এ চৈত্র সোমবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘণ্টার সময়ে বর্ষ-শেষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও ১ লা বৈশাখ মঙ্গলবার প্রত্যুষে ৫ ঘণ্টার সময়ে নব-বর্ষ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মোপাসনা হইবে।

৩ রা মার্চ্চ কাছাড়ে অতিশয় ঝড় হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষ ও গৃহাদি পড়িয়া ৫ জন হত হইয়াছে এবং কেবল কাছাড় ষ্টেশনে শিলা বর্ষণ দ্বারা প্রায় ৬০ টী গাভী হত হইয়াছে। মসিনা প্রভৃতি অন্যান্য শস্যেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল ১ লা এপ্রেল কলকাত্ম উপনীত হইবেন। তৎপর দিন সিমলায় গমন করিবেন।

গবর্ণর জেনরল ২৯ এ মার্চ্চ দিল্লী হইতে পাতিয়ালা যাত্রা করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি জর্ম্মণি গ্রাণ্ট ডচি অব লাক্সবর্গ এবং হেলিগোলণ্ডের এমন সকল হুণ্ডীর টাকা যে কোন ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিসে লওয়া হইবে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মেইলে যেরূপ এডবাইস যাইবে তদনুসারে মিউনিচ পোষ্ট আফিস হইতে মণি অডর সকল বাহির হইবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা উপনগরে ৮৮৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ১৭০ বসন্তে ৩২ জ্বরে ২৪১ উদরাময়ে ১৯৪ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন " কয়েকজন দস্যু পাবনার অন্তর্গত বেড়া বন্দরের নিকট এক খানি নৌকায় দস্যুতা করে, এবং ৭ জন লোককে বধ করে। উক্ত দস্যুরা ধরা পড়িয়া সেসনে অর্পিত হয়, জজ সাহেব ৪ জন দস্যুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন।

বিখ্যাত হলওয়ে সাহেব স্ত্রীলোকদিগের একটী কালেজ স্থাপনের জন্য এক কোটি টাকা দিবেন সংকল্প করিয়াছেন। কালেজটী কিরূপ হইবে কালেজ বাটী দ্বারাই তাহার কতক বুঝা যাইতে পারে। কেবল কালেজ বাটীর নির্ম্মাণে ১৫০০০০০ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প হইয়াছে। ইগামে ৯০ একার ভূমির এক ষ্টেট ক্রয় করা হইয়াছে। ঐ স্থানে কালেজটী নির্ম্মিত হইবে। কালেজ বাটীতে ৪০০ ছাত্র থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে এমন বন্দোবস্ত করা হইবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল, ভূতপূর্ব্ব লার্ড চান্সেলর লাড লিণ্ডহর্ষ্টের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার ৯৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইনি ২৩ বৎসর ধরিয়া বার্ষিক ৫০০০০ টাকা পেন্সন পাইয়া আসিয়াছিলেন।

উক্ত পত্র বলেন সেণ্টপিটর্সবর্গের কতকগুলি চিকিৎসক ও পদার্থবিৎ পণ্ডিত রুশীয়ার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, দেশের নানা স্থানে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোজা প্রভৃতি আশ্চর্য্যরূপে যে পীড়া আরোগ্য করে এবং তাহারা যে সকল ঔষধি ব্যবহার করে, তাহার সংগ্রহ করা তাহাদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে এরূপ অনুষ্ঠান বিশেষ ফলোপধায়ী হইতে পারে।

১৭ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

রাজসাহীর একজন এ দেশীয় কর্ম্মচারী বর্দ্ধমানে জুয়াচুরি করিয়া ৭০ খানি মণিঅডর ভাঙ্গাইয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, এক এক খানির মূল্য ১৫০ টাকা।

সম্প্রতি সিন্ধিয়ার রাজ্যে ঝাঁসির ১০ ক্রোশ দূরে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মিলস, সাহেবের অধীনস্থ কতকগুলি পুলিষ কর্ম্মচারির সহিত একদল বদমাএসের এই দাঙ্গা হয়। ৪ চারি বৎসর হইল এলাহাবাদ জেল হইতে বক্সিয়ার সিংহ নামক যে এক কয়েদী পলায়ন করে, সেই এই বদমাএস দলের অধিনায়ক হয়, অনেকগুলি পুলিষ কর্ম্মচারী হত হইয়াছে। বদমাএসেরা পলায়ন করিয়াছে। বদমাএসদিগের নিকট বর্ত্তমান পুলিষের জয় প্রায় শুনা যায় না।

বরদা কমিসনের কার্য্য এক প্রকার শেষ হইয়াছে; কিন্তু বরদায় যে সকল গোয়েন্দা গিয়াছে তাহাদের কার্য্যের শেষ হয় নাই, তাহারা বড় ব্যস্ত রহিয়াছে। এখনও তাহারা চুচকো লোককে গ্রেপ্তার ও কারাবদ্ধ করিতেছে।

ডাক্তার ভাউদাজরী স্মরণার্থ যে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল উহাতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

রেঙ্গুণের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, চৌদ্দ আইন বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় যিনি একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন, ব্রহ্মের কমিশনর তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।

১৮ ই চৈত্র বুধবার।

কলম্ব গেজেটে রুশীয়ার সৈন্যাদি বিষয়ে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে, এসিয়াতে রুশীয়ার যে সৈন্য আছে যদি শুদ্ধ তাহাই ধরা যায় তাহা হইলে রুশীয়া এসিয়াতে যে ভয়ানক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন সে সৈন্য তৎপক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আজ্ঞা মাত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে এমন সৈন্য সংখ্যা ৬০৮০০, অশ্ব ৩১৮৫০ কামান ১১২ হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য আর যে রিজার্ব সৈন্য আছে তাহার সংখ্যা ২৫৭৫০, অশ্ব ৯৬৫০, এতিদ্ভন্ন দুর্গাদির রক্ষার্থ সমুদায়ে ৩০৮৫০ সৈন্য ২৭৫০ অশ্ব এবং ২৮ টী কামান আছে। কিন্তু ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত করা যাইতে পারে না। সুতরাং যাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এমন সৈন্যের সংখ্যা সমুদায়ে ৮০ হাজারের কিছু অধিক হইবে। সমুদায় সৈন্য সংখ্যা ধরিলে এক লক্ষ দশ হাজার হয় কি না সন্দেহ স্থল। ঐ সৈন্য একত্রে নাই, এসিয়াতে যে যে স্থানে রুশীয়ার অধিকার সেই সেই স্থানে ঐ সৈন্য অল্পাধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং সহসা তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া যুদ্ধ করা সম্ভাবিত নয়। যে অশ্বারোহী দল আছে, তাহাদের সকলে সুশিক্ষিত নহে এবং সকল দলের অস্ত্রাদিও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রুশীয়েরা তাহাদের এসিয়াস্থ সৈন্যদিগের সুশিক্ষা ও অস্ত্রাদি বিষয়ে যেরূপ সামান্য যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে এই বুঝা যাইতেছে, যে রুশীয়ার প্রকৃত জয় লাভের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তবে রুশীয়ার ককেশিয় সেনাদলের উপর অনেক আশা করা যায়। উহার সংখ্যা ১২৯৪৭২ ১৮২৬৮ অশ্ব, এবং ১৭৬ কামান। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইহার সহিত ডন ও কুবানের সৈন্য মিলিত করা যাইতে পারে। উহার সংখ্যা ৬০ হাজার, ৩২ হাজার অশ্ব এবং ৫৬ কামান। এই সেনাদলের সহিত আবার ৬ গণিত পদাতিক দল যোগ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। যদি তুর্কি বা পারস্যের সহিত যুদ্ধ হয়, এ সৈন্য তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এমন কি ইংলণ্ড যত সৈন্য উপস্থিত করিতে পারেন, তাহার সহিতও সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিবে। রুশীয়ার এসিয়াস্থ সেনাদলের পদাতিক দল প্রকৃত যোদ্ধা। খিবার যুদ্ধে ইহারা যথার্থ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছে। রুশীয়ার এই সমস্ত সৈন্য ভিন্ন কৃষ্ণ কাস্পিয়ান ও আরল লেগুন এবং সাইবিরিয়ার উপকূলের রণতরি সকল আছে। কৃষ্ণ সমুদ্রের রণতরি গত বৎসর প্রস্তুত হইয়াছে তদ্ভিন্ন তিনখানি লৌহ রণতরি প্রস্তুত হইতেছে।" এই সকল বর্ণনা দ্বারা এইটী প্রতীয়মান হইতেছে, যে রুশীয়া এক্ষণে না হউন, কিন্তু যেরূপে প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাতে আর কিছু দিন পরে তাঁহার এত ক্ষমতা হইবে যে এসিয়াস্থ কোন গবর্ণমেণ্টের সে ক্ষমতা রোধের ক্ষমতা থাকিবে না।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর গাজিপুরে অল্প অহিফেন হইবে, কারণ পোস্তে

এক প্রকার কীট লাগিয়া বড় অনিষ্ট করিয়াছে। অনেক কৃষক ইহার মধ্যেই অহিফেন লইয়া গাজিপুরে আসিতেছে। ১ লা এপ্রেল অবধি অহিফেন ওজন আরম্ভ হইবে।

সর্পবিষ নাশক ঔষধের আবিষ্কারার্থ যে কমিটী নিযুক্ত হন তাঁহারা যে রিপোর্ট করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই রিপোর্ট অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটী যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য, এই তাঁহারা কুকুরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এমোনিয়ার সর্পবিষনাশকতা গুণ নাই, এবং অষ্ট্রেলিয়ার সর্প অপেক্ষা ভারতবর্ষের সর্প ১৩। ১৪ গুণ অধিক বিষাক্ত। অধ্যাপক হ্যালফোর্ড এই রিপোর্টের উত্তর স্বরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, উহাতে এমোনিয়া ব্যবহার দ্বারা যে সকল সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম দেওয়া হইবে, এবং পশ্বাদির শরীরে এমোনিয়া ব্যবহার করিয়া তিনি ইহার বিষনাশকতা গুণের যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, এত চেষ্টাতেও যে সর্প বিষ নাশক একটী ঔষধের আবিষ্কার হইতেছে না এটী অল্প দুঃখের বিষয় নয়।

৩০ এ মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পারিতোষিক দান সম্পন্ন হইয়াছে। অনরেবল [illegible] সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রেবরেণ্ড লাক্ষৌ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতানুরাগী বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নেই বিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে।

ম[illegible]ক জ্বর বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিলে লার্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করেন, আমরা দুঃখিত হইলাম কেহই সে পুরস্কার লাভে সমর্থ হইলেন না। প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে তিনখানি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হওয়াতে লার্ড নর্থব্রুক অল্প টাকার তিনটী পুরস্কার দিয়াছেন। এই তিনটী প্রস্তাবের মধ্যে বাবু অন্নদা প্রসাদ কাস্তগিরির প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

রেঙ্গুণ টাইমস বলেন, তত্রত্য এক ব্যক্তি নগরে অগ্নি প্রদান করিবার চেষ্টা করে, সে চারি পাঁচ বার এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল, অবশেষে ধরা পড়িয়াছে। ইহার বিচারের শেষ হয় নাই। লোকের ঘরে আগুন দিবার কথাই শুনা যায়, নগরে আগুন দিবার কথা এই নূতন শুনা গেল।

আরাকান নিউস বলেন, গত ২৩ এ মার্চ্চ আরাকানে দুই মিনিট কাল স্থায়ী ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমি কম্প এরূপ হইয়াছিল যে ক্লক ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। অন্য কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

আমাদিগের আগ্রাস্থ সহযোগী বোখারা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সম্প্রতি বোখারার রাজা শাহার সবজ হইতে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুই ব্যক্তি তাঁহাকে গুলি করে, সৌভাগ্য ক্রমে গুলি তাঁহাকে না লাগিয়া তাহার ঘোড়াকে লাগে। উহাদের এক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, আর এক জন পলায়ন করিয়াছে, কাহার পরামর্শে সে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ইহা জানিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি ও ভয় প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু সে কিছুই বলে নাই। বোখারার সর্দ্দারেরা বড় ভয় পাইয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন, এ ব্যক্তি যদি মিথ্যা করিয়া তাঁহাদের কাহারও নাম করে, তাঁহার আর রক্ষা থাকিবে না।

নাগা পর্ব্বতে ইংরাজেরা হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজ সেনাগণ দলে দলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ ও উহা অধিকার করিতেছে। গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেছে। এক এক গ্রামে আপনাদের থাকিবার জন্য কয়েক খানি গৃহ রাখিয়া আর সমুদায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলা হইতেছে। বন্যদিগের সহিত যুদ্ধে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া ইংরাজদিগের একটী বাহাদুরী।

কর্ত্তারা তালখন্দ হইতে ইয়ারকন্দ পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন।

লার্ড নর্থব্রুক দিল্লীতে যে দরবার করেন তাহাতে যে সকল সর্দ্দার আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে সন্তুষ্ট হন নাই। কেহ কেহ এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহাদিগকে ৫ ঘণ্টা করিয়া কেদারায় বসাইয়া রাখা হয়, তাঁহারা পান তামাক জল প্রভৃতি কিছু পান নাই। কেহ কেহ বলেন, পাতিয়ালার রাজা লার্ড নর্থব্রুকের নিকট বলিয়াছিলেন, লার্ড তাঁহারই নিকট সর্দ্দারদিগের নাম ও প্রশংসা করেন। দেরাজাত সাহারা হইতে যে সকল সর্দ্দার আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, তিনি যখন গ্রাম হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার দেশীয় পোষাক ও দেশীয় জুতা ছিল। দিল্লীতে আসিয়া পোষাক প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়, ইহাতে তাঁহার ৩৭ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে, তিনি কখন মোজা পরেন নাই, কিন্তু এইবার পরিতে হইয়াছে। আমরা এই সকল কারণ দেখিয়াই দরবারের প্রতি অনুরক্ত নহি।

হাবড়াহিতকরী লিখিয়াছেন “আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত সোমবার রজনীতে বাজেশিবপুর নিবাসী অমৃতলাল মল্লিক অতিরিক্ত মদিরা পান করাতে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম ২৭।২৮ বৎসর। সুরায় সর্ব্বনাশ করিল। ইহাতেও কাহার চৈতন্য হয় না, এইটীই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।”

ঢাকাপ্রকাশ বলেন “আগামী ১২ ই মে এবং তৎপর দিবস ঢাকা কলেজের ব্যায়াম গৃহে এবং তৎসন্নিহিত স্থানে একটী ব্যায়াম ক্রীড়া হইবে। তাহাতে যে সকল ছাত্র বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ষষ্ঠ ঘটিকার সময়ে ক্রীড়া আরম্ভ হইবে। সমান্তরালবার, সমতলবার, ভলটিংবার, গোলা নিক্ষেপ এবং দৌড় ইত্যাদি অনেকানেক বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উহার প্রত্যেক বিষয়ে যে যে ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় হইবেন, তাঁহারা পুরস্কার

প্রাপ্ত হইবেন। পুস্তক, ব্যাট, ডম্বেল, ইত্যাদি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা আপনাদিগের পুরস্কার নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত মেকলিয়ান্ সাহেব অথবা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার পুস্তকের নিয়মানুসারে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

অধিকসংখ্যক বিষয়ে যাঁহারা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে ক্রমান্বয়ে একটী রৌপ্য ঘড়ী ও একটী রৌপ্য মেডেল প্রদত্ত হইবে। কোন ব্যক্তিই তিনটীর অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

কলেজ এবং ঢাকা বিভাগের সমুদায় ইস্কুলের ছাত্রগণই উক্ত পুরস্কারের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পরীক্ষার্থিগণকে ১লা মে তারিখের পূর্ব্বে ঢাকা কলেজের ব্যায়াম শিক্ষকের নিকটে আপনাদিগের নাম, বয়স, কোন্ স্কুলের ছাত্র এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা, ইহা জানাইতে হইবে।

নৌকাতে দাঁড় বাহিতে যাঁহারা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রথম ও দ্বিতীয়কে দুই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

নিম্নলিখিত মহোদয়েরা পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

মেঃ ডি, আর লায়েল।

মেঃ এ, ডবলিউ গেরেট।

মেঃ এল্ হেয়ার।

মেঃ জে উইলসন।

মেঃ এন, পি, পোগোস।

মেঃ এল্ ইংলিশ।

মেঃ এ, ই, সি, বেডফোর্ড।"

যে মাসে এদেশে যত দূর গ্রীষ্ম হইবার হয়, সে সময়ে এ অনুষ্ঠানে সর্দ্দীগর্ম্মী হইয়া দুই চারি জনের মৃত্যু ঘটনার সম্ভাবনা। অগ্রে তাহার চিকিৎসার উপায় করিয়া এ বিষয়ে যেন হস্তক্ষেপ করা হয়।

১৯ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সম্প্রতি আর এক জন চা-কর কুলিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ প্রহৃত হইয়াছেন। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিতে গেলেই ঐরূপ ঘটনা হয়।

বরদা কমিশনের সেক্রেটারি জার্ডিন সাহেব কমিশনরদিগের রিপোর্ট লইয়া গত মঙ্গলবার সিমলায় লার্ড নর্থব্রুকের নিকটে যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণের গোচর করিয়াছেন, যদি কোন অভাবনীয় ঘটনা দ্বারা অনিষ্ট না হয় তাহা হইলে ১৮৭৬ অব্দে অনধিক ৪৮০০০ এবং অনল্প ৪৫০০০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রয়ার্থ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২৭ এ মার্চ্চের বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে জানা যায় বর্দ্ধমান কুচবিহার ঢাকা এবং নদীয়ায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, এখনও অনেক স্থানে বৃষ্টির অতিশয় অভাব রহিয়াছে। ফরিদপুরে শিলা বর্ষণ হইয়া ১০টী গো হত হইয়াছে এবং আম্র ভরমুজ প্রভৃতির বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছে। ময়মনসিংহেও এক ঝড় হইয়া ১২ জন মনুষ্য হত হইয়াছে এবং বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

২০ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩০৮ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে বসন্তে ৫০ ওলাউঠায় ৬৮ উদরাময়ে ১১ এবং জ্বরে ৫৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আজি কালি কলিকাতায় ওলাউঠার কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা যখন রাণীগঞ্জে থাকেন তখন ইস্মাইল নসরৎ ও শেখের নামক তিন জন যে তাঁহার মুকুটের মণি ও হীরা অব হরিয়া (মূল্য ৫০ হাজার টাকারও অধিক)। চুরি করে, গত সেসিয়নে তাহাদের বিচার হইয়া সেসিয়ন জজ ম্যাকলিন সাহেব উহাদের ১০ ও ৭ ও ৫ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। অপহৃত দ্রব্য ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের সেরেস্তাদার নীলকণ্ঠ জোয়ারের হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

গত কল্য কলিকাতার কর নির্দ্ধারণ বিষয়ের বিবেচনার্থ জষ্টিসদিগের যে সভা হয় তাহাতে অনেক তর্ক বিতর্কের পর বাবু কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তাবানুসারে উহার এইরূপ সংশোধন ব্যবস্থা হইয়াছে, ৯ই ও ৩১ এ মার্চ্চের মধ্যে টাক্সের বিষয়ে যে সকল আপীলের মীমাংসা হইয়াছে তাহার সংশোধনার্থ সভাপতিকে লইয়া এক বিশেষ কমিটী হইবে। দ্বিতীয়, ভবিষ্যতে মিউনিসিপালিটির আফিসরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোক লইয়া আপীল বোর্ডের সভ্য করা হইবে। তৃতীয়, আফিসরেরা যখন কাহাকে কর বৃদ্ধির নোটিস দিবেন, নোটিসে যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করেন।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "আমরা কোন ডাক্তারের দুর্ব্যবহারের কথা বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ইনি একজন সুশিক্ষিত বিদ্বান ও বহুদর্শী লোক। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, কিন্তু হায় কি পরিতাপের বিষয়!! এক লাম্পট্য দোষ দারিদ্র্য দোষের ন্যায় ইহাঁর গুণরাশিনাশী হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মযাজক, ব্যবহারাজীব, শিক্ষক ও গ্রন্থকারের এই দোষ বরং কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয় হয়, কিন্তু ডাক্তারের এই দোষ কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে। ভিষগ্‌গণের হস্তে সর্ব্বসাধারণের প্রাণ, মান, সম্ভ্রম নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, মধ্যে ইহার এই দোষের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, আবার বয়োবৃদ্ধির সহিত লম্পটতার বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা বিনতিপূর্ব্বক তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছি তিনি যদি অতঃপরও সচ্চরিত্র না হন, তবে আমরা তাঁহাকে সাধারণের নিকট পুনরায় উপনীত করিতে বাধ্য হইব।

এপ্রেলের শেষে আর কোন শাসনকর্ত্তাকেই স্ব স্ব স্থানে দেখা যাইবে না। লার্ড নর্থব্রুক সিমলায় সার জন ষ্ট্রাচি নাইনিতালে সার রিচার্ড টেম্পল দারজিলিঙে লার্ড হবার্ট উটকামণ্ডে সার ফিলিপ উডহাউস মহাবলেশ্বরে এবং সার হেনরি ডেবিস মরীতে অবস্থিতি করিবেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা

বলেন, তুর্কি স্থানে রুশীয়ের যে সকল অধিকার আছে রুশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তথায় এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ সেণ্ট পিটর্সবর্গ দর্শন করিতে যাইবার অভিলাষ করেন, তাহাকে রেলওয়ে ফ্রি টিকিট দেওয়া যাইবে। ইংরাজ ও রুশীয়দিগের বিষয়ে আমীর তাঁহার সর্দ্দারগণের সহিত অনেক কথা বার্ত্তা কহেন। আমীর বলিলেন, ইংরাজেরা কিরূপ লোক তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজে রুশীয়দিগের সহিত বন্ধুতা করেন, কিন্তু অন্যকে তাহা করিতে নিষেধ করেন। আমি দেখিতে পাই, ইংরাজেরা আমাদিগকে পরামর্শ দেন, তোমরা রুশীয়দিগের সহিত বন্ধুতা করিও না। কিন্তু তাঁহাদের নিজের পরস্পর বিলক্ষণ বন্ধুভাব আছে।" আমীরের যদি বাস্তবিক এইরূপ সংস্কার হইয়া থাকে, ইংরাজদিগের রাজকৌশল আর অধিক দিন কার্য্যকারী হইবে না।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি সমূহ সাহেব গার্ড না রাখিয়া এদেশীয় গার্ড রাখিবার উপকারিতা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন। সিন্ধু রেলওয়ে কোম্পানি দেশীয় গার্ড রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। এদেশীয়দিগকে গার্ড করিলে এই লাভ হয়, অল্প পয়সায় অধিকতর সুন্দররূপে কার্য্য হয়, ইউরোপীয় গার্ডেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেকাংশে তাহারও নিবারণ হইয়া আইসে।

মলহর রাওয়ের সহিত বরদার আর যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, সুরাটের সেসিয়ন জজ ও এসেসরদিগের নিকট তাহাদের বিচার হইবে।

[illegible] খাঁ জয় লাভ করিয়া [illegible] প্রবেশ করিয়াছেন, আয়ুব খাঁর [illegible]কে কাবুলে প্রেরণ করা হইতেছে। [illegible] যে সকল সর্দ্দার [illegible] ও আয়ুব খাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল তাহাদের সকলকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ লিখিয়াছেন "সে দিন আমরা কোন ভ্রাতাকে বলিলাম, রোমাণ কাথলিকেরা রোমের পোপের পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলি চুম্বন করিতে পাইলে মনে করেন, পরম পুণ্য কার্য্য হইল। উক্ত ভ্রাতা যখন শুনিতে পান, যে লক্ষ লক্ষ রোমাণ কাথলিক পোপকে দর্শন এবং তাঁহার পদ চুম্বন করিবার জন্য রোম নগরে গমন করিয়া থাকেন, আরো চমৎকৃত হন। কিন্তু কেবল লোকেরা পোপের পদ চুম্বন করে এমত নহে, পোপ আপনি রোম নগরস্থ সেণ্টপিটরের গির্জ্জায় গমন করিয়া সেণ্টপিটরের স্তম্ভের পদ চুম্বন করেন এবং আপনার মস্তক উক্ত স্তম্ভের নীচে রাখিয়া পদ দ্বয় শিরোধার্য্য করেন। তৎপরে পোপ আপনি এক উচ্চ আসনের উপর বসিয়া মণ্ডলীস্থ নানা প্রধান লোককে আপনার পদ চুম্বন করিতে অনুমতি দেন।"

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে "বিজ্ঞান শাস্ত্রের যেরূপ গতিক তাহাতে ইহার পর মনুষ্যের এ পৃথিবীতে থাকা না থাকা সমান হইবে। সম্প্রতি একটী কল প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে প্রতি মিনিটে ৬০ টী কথার বর্ণ যোজনা অনায়াসে হইবে। মুদ্রা যন্ত্রের যতগুলি উপকরণ লাগে, তাহা যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ণ যোজনার যন্ত্র প্রস্তুত হইল, মুদ্রাঙ্কনের কার্য্যও মনুষ্যের বিনা সাহায্যে যন্ত্রের দ্বারা অনায়াসে সম্পাদিত হয়। এখন পুস্তক প্রবন্ধ গদ্য পদ্য সম্বাদ প্রভৃতি রচনা করিতে পারে এরূপ একটি যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে মনুষ্য একরূপ মুদ্রাঙ্কন ও লেখা পড়ার কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসৃত হইতে পারেন।"

২০ এ চৈত্র শুক্রবার।

দরভাঙ্গার যুবরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদের শিক্ষকের সহিত দারজিলিঙ গিয়া গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিতেছেন। যুবরাজকে ইহার মধ্যেই ইউরোপীয় রোগে ধরিতেছে। এটী বোধ হয় তাঁহাদের শিক্ষকের যত্নের ফল।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল ১১ ই এপ্রেল তিহুরিতে উপনীত হইবেন। তথা হইতে ১৮ ই এপ্রেল বাঁকিপুরে যাইবেন, তথায় তিন দিবস থাকিয়া এক দরবার করিয়া দুর্ভিক্ষ কালে পাটনা ও অন্যান্য বিভাগের যে সকল ব্যক্তি প্রজার সাহায্য করিয়া রাজা রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে খেলাত দিবেন। তিহিরি হইতে যাইবার সময় ডুমরায়ণের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ডুমরায়ণের রাজা মহা উদ্যোগ করিতেছেন। বেহার হেরালডে এই সংবাদগুলি লিখিত হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, শোণ ইরিগেশন কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ চারি কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র লিবেঞ্জ সাহেব অনুমান করেন, জলের কর হইতে বার্ষিক ৫২৫০০০০ টাকা আয় হইবে। রবিশস্যের প্রতি একার ভূমিতে ৩ টাকা এবং ধান্যের ভূমিতে প্রতি একারে ২ টাকা করিয়া, তদ্ভিন্ন বাণিজ্য কার্য্য হইতে চারি লক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬৫০০০০ টাকা হইবে। যদি বাস্তবিক এই টাকা উঠে, তাহা হইলে ৭ বৎসরের মধ্যে ঐ চারি কোটি টাকা উঠিয়া যাইবে।

২০ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৮৫২৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৮২৭৪৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ২৪২২১০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৪৭১৬০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৫৯৫৪০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ১২৩৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

২১ এ চৈত্র শনিবার।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যে যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার নিয়মগুলি ভারত সংস্কার হইতে গৃহীত হইল।

[ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা]

সচরাচর মার্চ্চ বা এপ্রেল মাসে লণ্ডন নগরে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। পরীক্ষার্থিগণকে পরীক্ষার ছয় সপ্তাহ অথবা দেড় মাস পূর্ব্বে কমিশনরদিগের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের মধ্যে প্রমাণ দেখাইতে হইবে (১) যে পরীক্ষার্থিগণ রাজ্ঞীর স্বরাজ্যজাত প্রজা, যে

তাহাদিগের বয়স ১৭ বৎসরের ন্যূন নহে এবং ২১ বৎসরেরও অধিক নহে, (ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণকে এতদ্বিষয়ে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অথবা যে যে প্রেসিডেন্সি বা জেলায় তাহাদিগের বাস, সেই সেই গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকিট প্রদর্শন করিতে হইবে।) (৩) যে তাহাদিগের আন্তরিক কোন পীড়া নাই এবং তাহারা এই পরীক্ষা দিতেও অসমর্থ নয়। এ সমুদায়ের প্রমাণ অন্ততঃ পরীক্ষার দুই মাস পূর্ব্বে দেওয়া চাই। নিম্নলিখিত বিষয় সকলের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষা কালে ছাত্রগণ যত সংখ্যা পাইবেন তদনুসারে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

বিষয়	নম্বর
ইংরাজী রচনা	৫০০
ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্য ...	৫০০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	৫০০
গ্রীস দেশের ভাষা, সাহিত্য, এবং ইতিহাস ...	৭৫০
রোমের ঐ	৭৫০
ফ্রান্সের ঐ	৩৭৫
জর্ম্মনির ঐ	৩৭৫
ইটালির ঐ	৩৭৫
অঙ্ক (উভয় বিধ)	১২৫০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, তাড়িত, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিজ্জ বিদ্যা প্রত্যেক বিষয়ে ৫০০ করিয়া দুই বা তদধিক বিষয়ে মোটসংখ্যা অন্ততঃ ...	১০০০
নীতিবিজ্ঞান	৫০০
সংস্কৃত	৫০০
আরবী ভাষা	৫০০

নির্ব্বাচিত ছাত্রগণকে দুই বৎসর পড়িতে হইবে এবং ইহার মধ্যে ৪ টী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। শেষ পরীক্ষা দ্বিতীয় বৎসরের শেষে সম্পন্ন হইবে। এই পরীক্ষাতেই ছাত্রগণের গুণ প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক বৎসরে এইরূপ ছাত্র সংখ্যা নির্ব্বাচিত হইবে। পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা। শিক্ষালাভের যেরূপ প্রণালী যিনি অবলম্বন করেন, তাহার তদ্রূপ ব্যয় পড়ে। সমুদায় বিষয়ের শিক্ষক রাখিতে হইলে তাহার ব্যয় প্রতি বৎসর ১০৮০ টাকা পড়িবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রাইবেট শিক্ষক নিযুক্ত করিলে প্রতি ঘণ্টায় ২৷৷০ টাকা হইতে ১০৷৷০ টাকা প্রদান করিতে হয়। গণিতের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩৸০ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কলেজ লেকচর আছে, কিন্তু প্রাইবেট টিউসন অত্যন্ত আবশ্যক। এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেড় বৎসর প্রতি ছয় মাসের শেষে ৫০০ টাকার বৃত্তি প্রদত্ত হয় এবং শেষ পরীক্ষায় ১৫০০ টাকা দেওয়া হয়। কাননরো লণ্ডন (স-প) সিবিল সার্ব্বিস কমিশনের সেক্রেটারির নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানা যাইবে।

(বারিষ্টরি পরীক্ষা)

যে ব্যক্তি ব্রিটিশ রাজ্যস্থ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাকে প্রথমে পরীক্ষা না করিয়াই চারিটী ইন্স অব কোর্টের একটিতে প্রবেশানুমতি দেওয়া হইবে। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে অনুপযুক্ততা থাকিবে না। অন্যান্য পরীক্ষার্থিগণকে ইংরাজী এবং লাটিন ভাষা এবং ইংরাজী ইতিহাসের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রবেশানুমতির পর ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর ৪ টী করিয়া ১২ টী টারম রাখিতে হইবে। প্রতি টার্মে আদালতের গৃহে নিয়মিত ভোজন করিলেই রক্ষিত হইবে। কোন ছাত্র বারিষ্টর হইবার পূর্ব্বে ২১ বৎসরের ন্যূন হইবে না এবং তাহাকে (১) রোমীয় সিবিল আইন (২) রিয়াল এবং পার্শনাল সম্পত্তির আইন এবং (৩) সাধারণ আইন বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রবেশানুমতির ফি ১৫০০ টাকা। এই টাকায় সমুদায় ব্যয় কুলাইয়া যাইবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র হইলে প্রথমে তাহাকে ৪০০ টাকা এবং বারিষ্টর হইলে অবশিষ্ট টাকা দিতে হইবে। যদ্যপি ছাত্রগণ কোন বারিষ্টরের গৃহে গমন করেন, তাহার ফি বার্ষিক ১০০০ টাকা এতদ্ভিন্ন অধ্যাপক এবং শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই উপদেশ বিনা ব্যয়ে শুনিতে পাওয়া যায় এবং যাহা ব্যয় পড়ে তাহা বার্ষিক ৫ গিনি বা ৫২৷৷০ টাকা। অন্যান্য বিষয়ের জন্য এ, ডি, টিমেন, ৪০ নং চাম্পারি লেন লণ্ডন এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

[অক্সফোর্ড এবং কাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা]

প্রতি বৎসর ৮ সপ্তাহ করিয়া ৩ টী (টারম) আছে। সামান্য ডিগ্রির জন্য তিন বৎসর পড়িতে হয়। প্রতি কলেজের প্রতি টারমে প্রায় ৪০০ টাকা লাগে। এতদ্ভিন্ন পুস্তকালয় এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য ব্যয় পড়িয়া থাকে। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আগামী ১৫০ টাকা লওয়া হয় এবং পরে তাহা প্রত্যর্পিত হয়। কোন ছাত্র যদি কলেজে পড়িতে ইচ্ছা না করেন, তিনি প্রতি টারম ২০০ টাকা ব্যয়ে তাহার [illegible] বাসস্থান পাইতে পারেন। [illegible] তিনটী পাঠ গ্রহণ ও প্রাইবেট শিক্ষক রাখার জন্য ৮০ টাকা অথবা ১০০ টাকা ব্যয় [illegible]। এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয়ের শ্রেণী আছে। [illegible] ব্যয় প্রতি টারমে ১০ বা ২০ টাকা পড়ে। পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ছাত্রগণ কোন আদালতের [illegible] পারেন এবং তিনি ঐ পাইবার সময় [illegible] হইতে [illegible]রেন।

সম্প্রতি গুজরাটের পুলিস কোর্টে একটী আশ্চর্য্য মকদ্দমা উপস্থিত হয়। দুই জন বিবি দুই জন পাঠানের নামে নালিশ করে। ঘটনা এই, ঐ দুটী বিবি দুই জন পাঠানকে অর্দ্ধেক [illegible] বিবাহ করে। উহারা পাঠানদের দেশে লইয়া যাইবার কথা হয়। [illegible] বিবি দুই জন সম্মত হয়। পাঠানেরা [illegible] বটী বাস্কাইবে। বিবিরা [illegible] বলিতেছে, কারণ তাহারা ব্রিটিশ [illegible] নয়, অতএব তাহারা [illegible]। মাজিষ্ট্রেট উহাদের [illegible] দিতে বলিয়াছেন, উহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। কারণ ঐ দুটী স্ত্রী লোককে ভেগ্রাণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট বিলক্ষণ সুক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। বিবি দুটী বলিয়াছে বুদ্ধি কৌশল দ্বারা পাঠানদিগের [illegible] ঠাল ভাঙ্গিয়া অব্যাহতি পাইতে [illegible] আসিল। মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে অবশ্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। বিবি

জুটী পাঠানদিগকে ঠকাইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট আবার এদেশীয় করপ্রদাতাদিগকে ঠকাইতেছেন। যাহা হউক পাঠানদিগের পয়সায় এ দেশে আসিবার সংকল্প করিয়া তাহাদিগকে বিবাহ করে, পরে কার্য্য সিদ্ধি হইলে সেই বিবাহ ভঙ্গ করা সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে। তিনি দুই জন আর একটী বড় কৌতুকের কথা বলিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেটের নিকট এক জন বলেন, আমি এক্ষণে যে পাঠানের সহিত রহিয়াছি, বোধ হয় উহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল! কি নিষ্ঠা!!

মধ্য এসিয়াতে রুশীয়ার ক্রমে উন্নতি দর্শনে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়াছেন। তাঁহারা সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। রুশীয় ভ্রমণকারী পেরি পাচিনের চিত্রাল হইয়া তাসখণ্ডে যাইবার সংকল্প করেন। তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে লিখিয়াছেন, তুমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া হইতে তাসখণ্ডে যাইবার অনুমতি পাইতে পার না। কাশ্মীরের রাজাকে বলা হইয়াছে তিনি যেন তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া যাইতে না দেন। শুনা যাইতেছে, পাচিনের রুশীয়ায় যাত্রা করিয়াছেন।

সমাজদর্পণে দৃষ্ট হইল "গঙ্গার নৌসেতুর উপলক্ষে বাবু অঘোরচন্দ্র গুপ্ত নামক কোন ব্যক্তি যে সকল ছড়া লিখিয়াছিলেন গবর্ণর জেনেরল নর্থব্রুক সাহেব তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া লইয়াছেন। আমরা অনুবাদ দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। ব্যাপার এই যে গবর্ণর জেনেরল নৌসেতুর উপর দিয়া শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন। একজন ইতর লোক "চাই ভগবান ভুলী" বলিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে ছিল। গবর্ণর জেনেরল কৌতূহলের পরবর্ত্তী হইয়া উহাকে আহ্বান করিয়া পুস্তক ক্রয় করিলেন। সে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার সম্মুখে কিয়ৎকাল পুস্তক হইতে আবৃত্তি করিয়া গানও করিয়াছিল। ছড়া এমন কিছু অপকৃষ্ট হয় নাই। তবে উহাতে গ্রাম্যভাব অধিক আছে বলিয়াই বোধ হয় ইংরাজদের চক্ষে নূতন লাগিয়া থাকিবে। আমরা এরূপ পাঁচালী অপাঠ্য মনে করিয়া থাকি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মিররনামক পত্রিকা প্রথমতঃ ইহার নিন্দা করিয়াছিলেন, এখন ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন। আমাদের বোধ হয় অতি কুৎসিত বাঙ্গালাও ইংরাজীতে অনুবাদিত হইলে নব্যদিগের নূতন বলিয়া বোধ হয়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ মার্চ্চ। জে, ডি ম্যাকলিন কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় কষ্টম কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ এফ মীরিস কিছুদিনের জন্য বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মাদারিপুরের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে পফোড যশোহরের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, ম্যাকরিচ মাদারিপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত আঁয়ারিয়া বিভাগের ভার পাইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র কর ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সেওয়ানের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত বক্সারে বদলী হইলেন।

সি, জি, লিউইস কিছুদিনের জন্য চিত্রার অতিরিক্ত কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ মার্চ্চ। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র সেন উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের শাখা রাস্তা সকলের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ রাজসাহীর বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর হইলেন, এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মুঙ্গেরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম ফিনুসেন বি, এ, ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ এ মার্চ্চ। জে, ডি ম্যাকলিন সাহেব কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৭৭০ অব্দের ৫ আইন (বি সি,) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

আর, এল, ম্যাঙ্গলিস।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৫ এ মার্চ্চ। বাবু রাধাচরণ রায় কিছু দিনের জন্য ঈশ্বরগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সিরাজগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, জি লিউইস যিনি চিত্রার অতিরিক্ত কমিশনর হইয়াছেন, মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

আর, এল, ম্যাঙ্গলিস।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস সেণ্টোমে গমন করিয়াছেন।

ডনকালস বেস্ত্রাবে পদচ্যুত করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট লুসিয়ানায় যে কার্য্য করেন, ওয়াশিংটনের সভা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়াছেন। তিনি সেণ্টোমে ১০ দিনের অধিক থাকিবেন না। ডাক্তার জোসেফ ফেরার তাঁহার সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আসিবেন।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ্চ। জর্ম্মণি প্রস্তাব করিয়াছেন, গষ্টাবের বিষয় সম্বন্ধে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এক কমিশন দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হয়। কিন্তু এক কিস্তিতে ১০ হাজার ড্যালার দিতে হইবে। স্পেন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

২০ জন কমিউনিষ্ট ক্যালিডোনিয়া হইতে পলায়ন করিয়াছে।

মাড্রিড ২৯ এ মার্চ। বিস্কের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল ডন কার্লসকে আর কর দিতে অসম্মত হইয়াছে। স্পেনের গবর্ণমেণ্ট উক্ত ডি মণ্টপেন্সিয়ারকে স্পেনে প্রত্যাগমন করিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সংবাদ দাতার পত্র।

বীরভূম।

১। শুনা যাইতেছে কাটোয়ায় ট্রামওয়ে আসিতেছে। কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান দিয়া যে একটী রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তায় ট্রামওয়ে চলিবে। এ দিকে কোন রূপ শকট রেলওয়ের সঙ্গে সংযোজিত না থাকায় লোকের যার পর নাই অসুবিধা হইতেছিল। এ অসুবিধাটীর এখন পরিহার হইতে চলিল দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম। তবে বোলপুরের সঙ্গে এ ট্রামওয়ে সংযোজিত হইলে সর্ব্ব বিষয়ে সুবিধা বিধায়ক হইত। কাটোয়া হইতে বোল পুর ষ্টেষণ অনুন ১৩ ক্রোশ হইবে, বর্দ্ধমান ১৮ ক্রোশের অধিক। বোলপুরের দিকে ট্রামওয়ের ব্যবস্থা করিলে গবর্ণমেণ্ট অনেক ব্যয় বাঁচিয়া যাইতেন। অথবা "গৌরী সেনের টাকা" তাহাতে তোমার বা আমার মমতা জন্মিবে কেন? যখন এ কার্য্যে লোকের ভুরি উপকার সাধিত হইবে, তখন গবর্ণমেণ্টের যৎকিঞ্চিৎ এ ব্যয় সম্বন্ধে যে অবিবেচনা হইয়াছে তদ্ বিষয়ে আমরা অধিক আন্দোলন করিতে চাহি না। এখন শীঘ্র শীঘ্র কাজ আরম্ভ হয় এই আমাদের প্রার্থনা।

২। হেতমপুরের রামরঞ্জন বাবু ত রাজা উপাধি পাইলেন। যে দিন রাজা উপাধি রীতিমত গ্রহণ করিবেন, বীরভূমের উপকার সাধনের কতক গুলি উপায় করিয়া সেই দিনটীকে চিরস্মরণীয় করেন, এখন এই আমাদের অনুরোধ হইতেছে। বীরভূমের অনেক গুলি অভাব আছে। আর রাজা রামরঞ্জন বিপুল বিষয়ের অধিকারী। সেই দিন তাঁহার পক্ষে অপরিমিত ব্যয়ের দিন হইবে। এই উপলক্ষে স্বভাবতই তাঁহার মন দানের দিকে উৎসুক হইবে। অতএব পুনরায় প্রার্থনা সেই দিনে অন্ততঃ অনেক গুলি অভাবের দূরীকরণ ব্যবস্থা হয়। আমরা অদ্য কতকগুলি অভাবের নামোল্লেখ করিলাম।

১। বীরভূমের প্রধান স্থান সিউড়িতে সাধারণ পুস্তকালয় নাই। সুতরাং সাধারণের সংবাদ পত্রাদি পড়িতে পাইবার সুবিধা নাই। এরূপ গৃহ স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক।

২। রাজা রামরঞ্জনের বাস গ্রামে যে একটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল আছে, তাহার কার্য্য যে সুচারু রূপে চলে তাহা ত আমাদের বোধ হয় না। তাহাতে শিক্ষা যাহাতে আরো সন্তোষকর রূপে প্রদত্ত হয় তাহারও ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। কতক গুলি দরিদ্র বালকের আহারের ব্যবস্থা হয়, তাহাও প্রার্থনীয়।

৩। তাঁহার জমিদারী এলেকা প্রায় বন্য প্রদেশে বিস্তৃত। সেই সেই স্থানের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। সেখানকার লোকে কোন রূপ শিক্ষা পায় তাহার উপায় নাই বলিলেই হয়। তাঁহার এলেকার স্থানে স্থানে মধ্য শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপনের ব্যয় ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন, তাহাও আমাদের প্রার্থনীয়।

৪। বীরভূমের অনেক স্কুল অর্থাভাবে মুমূর্ষু দশাপন্ন। সময়ে সময়ে অর্থ সাহায্য দিয়া সে গুলির উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে বীরভূমের ভুরি উপকার করা হয়।

৫। বীরভূমের স্থানে স্থানে সংক্রামক জ্বর প্রবেশ করিয়াছে। অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্ট এখনও ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সেই ভারটী তিনি গ্রহণ করিলে অনেক গুলি মহাপ্রাণীর প্রাণ রক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া হয়।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়! নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি আপনার অগ্রগণ্য পত্রিকৈক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া সাধারণের উপকার সাধন করিলে চরিতার্থ হইব।

বহুদিন অতীত হইল এক উদাসীন আমার বাটীতে গঙ্গাসাগর গমনোপলক্ষে অতিথি হইয়াছিলেন। তৎকালীন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্বাস রোগাক্রান্ত থাকায় উদাসীন কৃপাপরবশ হইয়া শ্বাস রোগের একটী ঔষধ স্বর্ণ মাদুলীতে করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতে দিয়া যান এবং কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেন। আর কহিয়া যান যে আমি একমাস মধ্যে পুনরায় গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে তোমার বাটী হইয়া দেখিয়া যাইব। তদনুসারে উদাসীন একমাস মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন, তখন উক্ত পীড়াটী নিঃসন্দেহরূপে আরাম হইয়াছে। ঔষধের এই চমৎকার গুণ দেখিয়া উদাসীনের নিকট হইতে যত্ন পূর্ব্বক আমরা উহা গ্রহণ পূর্ব্বক একাল পর্য্যন্ত অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছি, এবং পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে উহা শ্বাস রোগের এক মহৌষধ। এজন্য সাধারণের অবগতির নিমিত্ত লিখিতেছি যে যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি আমার নিকট পীড়ার অবস্থা ও নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ডাক যোগে পত্র লিখিয়া একটী সোনার কিম্বা তাঁবার ক্ষুদ্রাকারের মাদুলী পাঠাইলে বিনা মূল্যে নিয়মের সহিত ঔষধ পাইতে পারিবেন। ঔষধ ডাকে পাঠাইতে হইলে অর্দ্ধ আনা মূল্যের ১ খানি টিকিট পাঠাইবেন। নচেৎ বারিং চিঠি পাঠাইতে লিখিলে পাঠান যাইবে। আমার নিকট বারিং চিঠি পাঠাইলে গ্রহণ করিব না এবং মাদুলীর সহিত অর্থাদি প্রেরণ পাঠাইবার নিয়ম নাই। পত্র প্রেরকেরা স্ব স্ব নাম ধাম ও ডাক ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন অন্যথা না হয় [illegible]।

১৮৭৫ } শ্রীস্বরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২৮ এ মার্চ } [illegible]
ডাক পিঞ্জরা পাড়া [illegible]
জেলা [illegible]

প্রিয়তমা দর্শন।

১

সাঁজে বসে প্রেয়সীর, সঙ্গে সরসী তীরে,
নেহারিয়ে আনন্দিত, সরসীর শোভা,
সুবিমল জলপরি, মনোহর রূপ ধরি,
প্রেয়সীর আঁখি ছায়া, ভাসি ভাসি ভাসে।
হেরে সে ছায়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি,
ভাবিলাম, ইন্দীবর দুটি বুঝি ফুটিল,
প্রেয়সীরে দিব তুলি, প্রেয়সী যাবে ভুলি,
অন্তরে এ আশা নাচি নাচি উঠিল।
যদি তায় দৃষ্টিপাত, সলিলে দিনু হাত,
কোথায় সে ইন্দীবর জলে ঢেউ উঠিল,
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল।

২

যেমন হাসিল প্রিয়ে, অমনি [illegible],
সুশুভ্র দর্শন-ছায়া পুন জলে ভাসিল,
নব কুন্দ ফুল গুলি ভাসি যায় দুলি দুলি,
ভ্রমভ্রান্ত চিন্তা হেন পুন মনে আসিল।
সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসী নীরে
বাড়াইনু কর, পুন জলে হাত ডুবিল,
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল।

বশম্বদ

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

পাথুরিয়াঘাটা।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯॥	॥০॥	৮॥	।৪॥
বাকুড়া	।৭॥	॥০	।৬	॥০
বীরভূম	৯॥	॥৫	।৫॥	।৮
মেদনীপুর	৫	।৮	।৪	।২
হুগলী	৵৯॥-।০	৭০ ৭॥	।৬-।৬॥	।৫
হাবড়া	।৩॥	॥৬।	॥০	।৩॥
কলিকতা	।১	।৫	।৭॥	।৫।
২৪ পরগণা	৵৮	।৭।	।৬	।৪।৵
নদীয়া	।৫।	।৬৸৵	॥৬।৵	॥০
যশোহর	।৬	॥০	॥০	।৬
মুরশিদাবাদ	৯	।৮-॥০	।৮-।৯	।৬-॥০
মালদহ	॥২	॥৩	।৭	॥০॥
রাজশাহী	॥১-॥২॥	॥৩॥৶-॥৪।৶ ।৪।-।৮	।২৸	।৮৸
রঙ্গপুর	৵৯	॥২॥	।৩৸৵	।৫
বগুড়া	৵৯৸	॥৬।	।৬	।২
পাবনা	৵৮	॥০	।৬	৮
দারজিলিঙ্গ	৵৪॥	।৩	৵৮	৵৬
ঢাকা	।৯	॥৪	।২॥	।২।৵
ফরিদপুর	৵৭	॥২	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৮	॥২	।৪	
ময়মনসিংহ	।৬	।০	।৩	।১
চট্টগ্রাম	।৫	॥০	।১	।০
নওয়াখালী	।২	॥১	।০॥	
ত্রিপুরা	।৩	॥৩	।২॥	।১
চট্টগ্রামের পর্ব্বত	।৩।৵	।৪॥		
ত্রীয় প্রদেশ				
ত্রিপুরা পর্ব্বত	।৬	॥৪	।০।৶	।০
পাটনা	।০	।৬	॥৪	॥০
গয়া	।১॥	॥৩	।৯	।৯
শাহাবাদ	।৬	।৯	॥৬	।৭
মজঃফরপুর	৵৮	।৮	॥৫	।৪
সারণ	৵৯	॥৩	॥৪	।৮
চাম্পারণ	৵৮	॥১	।৮	।৫
মুঙ্গের	।৪৶	।৯॥৵	।২৵	।৭॥
ভাগলপুর	।০৶	॥২।৶	।৮৸৶	।৮৸৶
পূর্ণিয়া	॥১	॥২	।০	।৪

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
সাওতাল পরগণা।	।২	॥১	॥০	
কটক	।৮।৶	॥৭॥৵	।৮৶	।৭॥৶
পুরী	॥৩॥৶	॥৭॥৵	।৭৵	।৭৵
হাজারীবাগ	।২	॥২	।৮	॥০
লোহারডগা	॥০	॥৩	।৪	।১
সিংহভুম	।৪	॥৪	।৩	।২
মানভুম	।৪	॥২	।৬	।৬

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২৬ এ মার্চ্চ

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	৬
মুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	৩	
তথা হইতে জলিপুর	৩	
৯ মাইলের মধ্যে	৬	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

নদীয়ার নদী সর্ব্বস্থানে নৌকাসকল অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

সন ১৮৭৫ সালের ২৯এ মার্চ্চ বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৭

বহরমপুর
২২ এ মার্চ্চ
১৮৭৫ সাল

টি, এইচ উইল্ক সি, ই.
একজিকিউটিবই ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চুনিলাল ঘোষ উলুবেড়িয়া	১০
ঐ ঐ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নসরাই	৫॥০
ঐ ঐ মুন্সি মহম্মদ তরিকুল্লা সাহেব চন্দন বাড়ী	১০
ঐ ঐ উমেশচন্দ্র সরকার—খগোল	৫॥০
ঐ ঐ শ্যামলাল মিত্র—গয়া	১৩।০
ঐ ঐ যদুনাথ পাল—কেশবপুর	১০
ঐ ডবলিউ বি ওলডহ্যাম—কলিকাতা	৫॥০
ঐ ঐ কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী জমালপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৵১ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ২২ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮১। ৩০ এ চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ১২ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ চৈত্র সোমবার।

বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু আমাদিগের এ অঞ্চলে অনেক দিন অবধি বৃষ্টি নাই। কৃষিকার্য্য বন্ধ হইয়া আছে। শাস্ত্রকারেরা চৈত্র মাসকে বসন্তকাল বলিয়া গণনা করিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হওয়াতে এই চৈত্র মাস গ্রীষ্মের পিতামহ হইয়া উঠিয়াছে। দিবা দুই প্রহরের সময়ে সূর্য্য কিরণ এমনি প্রচণ্ড হয় যে, তাহার দিগে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় না। দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন অগ্নিশলাকা চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কুটম্বের কটু বাক্যের ন্যায় গাত্রে সহ্য হয় না। তখন ব্যজন ব্যতীত শৈত্যাসেবন ব্যতিরেকে সুস্থির হইয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠে। আমরা সকল বিষয়ে এমনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি, কোন বিষয়ে কষ্ট বোধ হইলেই আমরা নিজে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না পাইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের নিকটে তৎপ্রতীকারের প্রার্থনা করিয়া থাকি। গ্রীষ্মের উপরে যদি গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার প্রভুত্ব থাকিত, আমরা এখনি তাঁহাদিগকে তদ্দোষ প্রশমনের অনুরোধ জানাইতাম।

গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন নানা স্থানে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের পত্র প্রেরকেরাই যে কেবল নানা স্থান হইতে এই বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেছেন এরূপ নয়, আমরা লোক মুখেও সর্ব্বদা এই সংবাদ শুনিতে পাইতেছি। অনেকে ইহার প্রতীকারের অনেক প্রকার জটিল উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহার একটী অতি সহজ উপায় আছে। জমীদারেরা আপন আপন অধিকার মধ্যে এক এক গ্রামে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিয়া এক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী কাটাইয়া দিন। যদি তাঁহারা ব্যয়ের আপত্তি করেন, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, আপাততঃ তাঁহাদিগের ঘরের টাকা ব্যয় করিতে হইবে বটে, কিন্তু যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার ও বিবেচনা পূর্ব্বক ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন, পরিণামে দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। পুষ্করিণীতে মাছ ফেলিয়া তাহা জমায় দেওয়া হউক এবং ঐ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে মাটী চড়াইয়া বাড়ী ভূমি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হউক, এবং প্রজারা তাহাতে বার মাস নানা প্রকার শস্য যাহাতে উৎপাদন করে তাহার পরামর্শ ও শিক্ষা দেওয়া হউক। এরূপ করিলে এক পুষ্করিণী হইতে যেরূপ আয় হইবার সম্ভাবনা আছে, পুষ্করিণী খনন করিতে যে টাকা ব্যয় হইবে, তাহা সঞ্চিত থাকিলে তাহার সুদ হইতে সেরূপ আয় হইবার কোনক্রমে সম্ভাবনা নাই। উহা কেবল যে জমীদারের আয় বৃদ্ধি ও প্রজার জল কষ্ট নিবারণের উপায়ভূত হইবে এরূপ নয়, প্রজারও আয় বৃদ্ধির উপায় হইয়া উঠিবে।

বোম্বাইর পুলিস কমিশনর সাউটার সাহেব স্থির করিয়াছেন, বরদা কমিশনের

রিপোর্ট বাহির প্রকাশিত হইলে তিনি কিছু দিনের অবকাশ গ্রহণ করিবেন। তিনি বরদায় যেরূপ বাহাদুরী করিয়াছেন, তাঁহার কিছু দিন বিশ্রাম করা আবশ্যক সন্দেহ কি? আমাদিগের মতে এই বিদায়ের সঙ্গে এককালে রাজ কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া উচিত। তিনি রাজ কার্য্যে থাকিলে বরদার ন্যায় আরো অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহাদের কয়েক জন হইতে বরদা রাজ্যটী উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। তিনি যে পদে আছেন, কোনক্রমেই তিনি তাহার যোগ্য নহেন। তিনি অনেক বিষয়ে আপনার অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াও যে তাঁহাকে পদস্থ রাখিয়াছেন এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির এই একটী প্রধান দোষ ঘটিয়াছে। এই দোষে অনেক সময়ে অত্যাচার ও অবিচারাদি নানা অনর্থ ঘটিয়া উঠে। তন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টকে অযশোভাগী হইতে হয়।

—::—

বরদা সম্বন্ধে লার্ড নর্থব্রুকের ভ্রম।

কয়েক জন অযোগ্য লোকে বরদা সম্বন্ধে লাড নর্থব্রুককে অপদস্থ করিয়া তুলিলেন। আমরা ১৩ ই মাঘের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম, "হাতির পা টলিয়া গেল, তাঁহার পাকা চাল কাঁচিয়া গেল, তিনি মহাভ্রমে পতিত হইলেন।" এরূপ কহিয়া আমরা তাঁহার ছয়টী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কমিশনের বিচার শেষ হওয়াতে এখন তাঁহার সেই ভ্রমগুলি স্পষ্ট দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। কর্ণেল ফেয়ারের জবানবন্দী পাঠ করিয়া কেবল আমাদিগের হৃদয়ে ঘৃণার উদয় হইয়াছে এরূপ নয়, সুক্ষ্মদর্শী ইউরোপীয়েরাও অংশের বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ডের টাইম্‌স প্রভৃতি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এক বাক্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন এবং কহিতেছেন মলহর রাওয়কে অবিলম্বে রাজপদ প্রদান করা হউক। ফলতঃ বিচারের পূর্ব্বে মলহর রাওকে পদচ্যুত করাই মহাভ্রম হইয়াছে।"

কোন কোন ইউরোপীয় বলেন, মলহর রাওর বিচারার্থ কমিশন নিয়োগ করাই লাড নর্থব্রুকের ভ্রম হইয়াছে। তাহাদিগের অভিপ্রায় এই বিচার না হইলে রেসিডেণ্ট প্রভৃতির দোষ প্রকাশ হইত না। লাড নর্থব্রুকও অপ্রতিভ হইতেন না। এ কথা যাহাঁরা বলেন বোধ হয় তাঁহারা লার্ড ডেলহাউসির প্রিয়তম শিষ্য। সদ্ভাব হওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নয়, ছলনা করিয়া পর রাজ্য গ্রহণ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। লাড নর্থব্রুক মলহর রাওকে যেমন পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তেমনি যদি তাঁহার রাজ্য গবর্ণমেণ্ট ভুক্ত করিয়া লইতেন, তাঁহার দোষগুণের বিষয় কেহই জানিতে পারিতেন না। মলহর রাও দোষী, সাধারণের এই সংস্কার জন্মিয়া যাইত। মলহর রাওয়ের যদি টাকার যোগাড় থাকিত, তিনি বড় ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অন্যায়কারিতার অভিযোগ করিতেন। উক্ত সভার দুই এক জন সভ্য তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুই একটী বক্তৃতা করিতেন, শেষে সমুদায় নির্ব্বাণ হইত, এইরূপে অন্যায় পরিপাক হইয়া যাইত। লাড নর্থব্রুকের ভ্রম হউক; কিন্তু তিনি যে লাড ডেলহাউসির অবলম্বিত স্বার্থপরতা দুষ্ট জঘন্য রাজনীতির অনুসরণ করেন নাই, ইহা ইংরাজ জাতির গৌরবের বিষয় হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে ইংরাজ জাতির মধ্যে এরূপ অনেক ভদ্র লোক আছেন. তাঁহারা স্বার্থে অন্ধ হইয়া এককালে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করেন না। যাহা হউক, আমরা লাড নর্থব্রুকের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় এবং কর্ণেল ফেয়ারের বিষয়েই বা কি করা হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

—•••—

রেসিডেণ্ট বিপদ।

সংসারী ব্যক্তির নিত্য নৈমিত্তিক আগন্তুক ও অনাগন্তুক যে সমস্ত আপদ বিপদ আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজগণের তাহা ছাড়া রেসিডেণ্টরূপ একটা নূতন বিপদ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ বিপদটা এতদিন লোকের অবিদিত-প্রায় ছিল। সম্প্রতি বরদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের প্রসাদে উহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই বিদিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশজাতির এমন শাসন প্রণালী, ইহার অধীনেও কতস্থানে কত অত্যাচার ও কত অবিচার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর যে রাজ্যে এ প্রকার শাসন প্রণালী নাই এবং অত্যাচারের এত অনুসন্ধান নাই, সেখানে যে রাজকর্ম্মচারিরা অত্যাচার-পরায়ণ ও প্রজাপীড়নকারী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। এক নায়ক তন্ত্রে এ দোষটী অধিকতর প্রবল, এই কারণে মনু কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজারক্ষার দৃঢ়তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মধ্য আসিয়ায় রুশিয়ার যেরূপ শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তদ্বিষয়ে সম্প্রতি সেণ্টপিটার্সবর্গস্থিত আমেরিকা দৌত্য বিষয়ক সেক্রেটারি স্কাইলর সাহেব রুশিয়ার ওয়ার্ল্ড নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তুর্কেস্তানের যে অংশ রুশিয়ার অধীন আছে, তাহার এক

জন গবর্ণর জেনরল দুই জন প্রাদেশিক গবর্ণর এবং ১৩ জন জেলার শাসনকর্ত্তা আছেন। তুরস্কের ঐ অংশ ফ্রান্স ও ইটালির তুল্য হইবে। উহাতে ২০০০০০০ লোকের বসতি আছে। জেনরল কফমান তথাকার গবর্ণর জেনরল। স্কয়লার সাহেব তাঁহার বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তিনি অতিশয় দুর্ব্বলহৃদয় ও গর্ব্বিত। যে সকল ব্যক্তি স্বার্থসাধনের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আছে, তিনি তাহাদিগের একান্ত বশীভূত। তিনি সাত বৎসর কাল ঐ পদে আছেন বটে, কিন্তু আপনার শাসনাধীন প্রদেশের কিছুই জানেন না। তিনি কখন শরীররক্ষক সমভিব্যাহারে না লইয়া বাহির হন না। কি রুশীয় কি তদ্দেশীয় তিনি কাহারই সহিত মিশেন না। রুশীয়রাজের নিজ রাজবাটীতে যত আদব কায়দা নাই, তাঁহার নিকটে তাহার অপেক্ষা অধিক আদব কায়দা করিতে হয়। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা স্বেচ্ছাক্রমে তদ্দেশীয়দিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করে, তিনি কিছুই বলেন না। যখন বড় পীড়াপীড়ি উপস্থিত হয়, তখন তিনি অত্যাচারকারী কর্ম্মচারিকে এক পদ হইতে অপসারিত করিয়া আর এক পদে দেন। এক জন জিলার শাসনকর্ত্তা এক বৎসরের মধ্যে অন্যায় করিয়া ১০০০০ রুবল (মুদ্রা বিশেষ) টাক্স আদায় করে; কিন্তু কিরূপে যে ব্যয় হয় তাহার কোন হিসাব দেয় নাই। তদ্দেশীয়দিগের নিকট হইতে নানা ছল করিয়া সকল সময়েই টাকা লওয়া হইয়া থাকে। আর এক জন জেলার শাসন কর্ত্তা অতিশয় প্রজাপীড়ন ও উৎকোচ গ্রহণ করাতে তাহাকে দুই বার দুই নূতন পদে দেওয়া হইয়াছে। খিবার যুদ্ধারম্ভ সময়ে তদ্দেশীয়দিগের নিকট হইতে এই কথা বলিয়া ৪০০০ উষ্ট্র লওয়া হয়, যদি উষ্ট্র মরিয়া যায় প্রত্যেকের মূল্য ৫০ রুবল দেওয়া হইবে। প্রায় সকল উষ্ট্রই মরিয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের নিকটে ৭০০০০০ রুবল উষ্ট্রস্বামীদিগের প্রাপ্য হইল। কিন্তু এক জন শাসনকর্ত্তা তদ্দেশীয়দিগকে বলিলেন তোমরা উষ্ট্রের দাম পাইবে না, গবর্ণমেণ্টকে উহা উপহার দেও। বিচার পতিরাও শাসনকর্ত্তাদিগের তুল্য গুণশালী। একজন বিচারপতি কয়েক জন নিরপরাধ খরজাইসকে অপরাধ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে এরূপ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন যে তাহারা প্রাণের ভয়ে এই কথা বলিল গবর্ণমেণ্টের যে দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহারা তাহা চুরি করিয়াছে। কিন্তু শেষে একজন রাজকর্ম্মচারী স্বীকার করিল, সে নিজে সেই দ্রব্য লইয়াছে।

একনায়ক তন্ত্র স্থলে রাজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার প্রায় দুর্ন্নিবার হইয়া থাকে। অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিত্র রাজগণের কাহার রাজ্যে যদি ঐরূপ কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। রেসিডেণ্টদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সুহৃদ ভাবে রাজগণকে সেই সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান হইতে উপদেশ দেন। তাহা না করিয়া যে রেসিডেণ্ট শক্রভাব করেন, তিনি মিত্র রাজার বিপদ স্বরূপ হইয়া উঠেন। অতএব রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন কালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতিশয় সাবধান হওয়া আবশ্যক হইতেছে। কর্ণেল ফেয়ারের মত লোক নিয়োজিত করিলে কেবল যে মিত্র রাজাকে বিপদাপন্ন করা হয় এরূপ নয় গবর্ণমেণ্টকেও বিষম বিপদে পড়িতে হয়।

আমরা ২৫ এ ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম "জবানবন্দী গুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে চাণক্য নন্দবংশের উন্মূলন ও নন্দের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে স্ববশে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বরদা সম্বন্ধেও যেন সেই প্রকার কিছু ঘটিয়াছে। যদি সেই ঘটনা ঘটিয়া থাকে, বরদা ব্যাপারটি ক্রমে দুস্তর হইয়া উঠিল। লার্ড নর্থব্রুকও অধিকতর সঙ্কটে পতিত হইতে চলিলেন।" আমরা দেখিতেছি লার্ড নর্থব্রুক সেই সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। মলহর রাও ও কর্ণেল ফেয়ারের বিষয়ে কি করিবেন বোধ হয় ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এতৎসংক্রান্ত সংবাদ তার যোগে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে পাঠাইয়াছেন। তিনি যদি মলহর রাওকে পদচ্যুত করিবার পূর্ব্বে এইরূপ সাবধান হইতেন, এ উৎপাত ঘটিত না। আমরা ১৩ ই মাঘের সোমপ্রকাশে লার্ড নর্থব্রুকের বরদা সম্বন্ধে যে ছয়টী ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করি তাহার "দ্বিতীয় ভ্রম এই মলহর রাওর অপরাধ প্রমাণ হয় নাই। এক মাত্র সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত ও বন্দীভূত করিয়া যার পর নাই অবমানিত করা হইল। তিনি যদি বিচারে নির্দ্দোষ হন লার্ড নর্থব্রুক বলুন দেখি এ বিষয়টী তাঁহার (লার্ড নর্থব্রুকের) হৃদয়ের যার পর নাই পরিতাপের হেতু হইবে কি না?" এইরূপে আমরা যে শঙ্কা করিয়াছিলাম দেখিতেছি পরিণামে তাহাই ঘটিয়া উঠিল।

—:০:—

এদেশীয়দিগের প্রতি ইংরাজী সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের মনের ভাব।

ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরা কথায় কথায়

বলেন, এদেশের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজ জাতির বিদ্বেষ্টা কিন্তু তাঁহাদিগের ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদিগের তুল্য ভারতবাসিদিগের বিদ্বেষ্টা আর নাই।

এদেশীয়দিগের উন্নতির কথা হইলেই তাঁহাদের বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। তাঁহারা অমনি খড়গহস্ত হইয়া তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। যে সকল উচ্চ উচ্চ পদ কেবল সিবিলিয়ানদিগের এক চেটিয়া ছিল, সেই সকল পদ এদেশীয়দিগকে দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে পিয়নিয়র বলিয়াছেন, অগ্রে ইহাদিগকে নিম্নতর পদে নিয়োজিত করিয়া ইহাদিগের যোগ্যতার পরীক্ষা করা হউক, পরে উচ্চতর পদ দেওয়া হইবে। সিবিলিয়ানদিগের জন্যই যে সকল পদ আছে, তাহা অন্যকে দিলে তাহারা ন্যায়তঃ তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে এবং বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়া অনিষ্ট ফল ফলিতে পারে।” “বকা বড় ধার্ম্মিক!” কয়েক জন ইংরাজ সম্পাদক ভিন্ন এমন ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা আর কাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না!

পুনার লোকেরা গুইকুমারকে পুনরায় রাজ্য দেওয়া হয় এই প্রার্থনা করিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকট যে এক আবেদন করেন, বোম্বাই গেজেটের তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। তিনি আবেদনকারিদিগকে পেনাল কোডের অধীন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক বলেন, দেশ মধ্যে অসন্তোষ বিস্তার করাই এই আবেদনের উদ্দেশ্য। এতন্মূলক অতি শীঘ্রই আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ অনেক আবেদনের বিষয় শুনিতে পাইব। গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদনই ঐ রূপ আবেদনের প্রধান ফল। এরূপ করিয়া সম্পাদক এদেশীয় শিক্ষিত দলকে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে এদেশীয় শিক্ষিতদলকে হৃদয়ে রাখিয়া পালন করিয়া আসিয়াছেন, এ কার্য্য তাহাদিগের হইতেই হইয়াছে” গুইকুমারের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া আবেদন করাতে দেশ মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা হইল, বোম্বাই গেজেট এ সূক্ষ্মটী কোথা হইতে বাহির করিলেন? ইংলণ্ডের টাইমস প্রভৃতি বড় বড় সম্পাদকগণ গুইকুমারকে পুনরায় সিংহাসনে অধিরূঢ করাইবার কথা বলিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিতেছেন, তাহাদিগকে তবে ধরিয়া কারারুদ্ধ করা হউক। দ্বিতীয়, সম্পাদক এদেশীয় শিক্ষিত দলকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কেবল অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে এই মাত্র। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যদি কেহ প্রকৃত বন্ধু থাকেন, এদেশীয় শিক্ষিত দলই সেই বন্ধু। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট হয় ইঁহারা স্বপ্নেও এ চেষ্টা করেন না, তবে ইহাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন এইমাত্র। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, সেটী বন্ধুরই কার্য্য।

—o—

১। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ (১)। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে সমস্ত অনৌদার্য্যাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধন করিয়া ঐ ধর্ম্মের ঔদার্য্য রক্ষা করাই প্রস্তাবিত গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। কৈশব সম্প্রদায় উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনুন্নত বলিয়া বোধ হয়। আমরা গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কৈশব সম্প্রদায়ে কেমন উপহাসকর ব্যবহার ও দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

“এ সম্বন্ধে আমি (রাজনারায়ণ বসু) স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি তাহা বলিতেছি। কয়েক বৎসর গত হইল আমি পীড়িত হইয়া উত্তর পশ্চিমস্থ কোন নগরে জল বায়ু সেবনার্থ গমন করি। তথায় একটী ব্রাহ্ম সমাজ আছে; সেই ব্রাহ্ম সমাজে আমি উপাসনার্থ আহূত হই। পরে উপাসনার পর আমি এমন এক ব্যাপার দেখিলাম যাহা পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মসমাজে কখন দেখি নাই। দেখিলাম উপাসনার পর প্রত্যেক ব্রাহ্ম উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহকারী প্রচারক মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহার পা ধরিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন “প্রভু! আপনার চরণ ধূলির গুণে যেন আমি পরিত্রাণ হই” “প্রভু! আমার হইয়া দুইটা কথা ঈশ্বরকে বলিবেন” ইত্যাদি। আর প্রচারক মহাশয় প্রসন্ন বদনে অসঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অসঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তাহার পর উক্ত ব্রাহ্মেরা মনে করিলেন, যে রাজনারায়ণ বাবু এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম অতএব ইহাঁর পদ ধূলি গ্রহণ না করায় ভাল দেখায় না। এই ভাবিয়া আমার পদ ধূলি গ্রহণ করিতে আসিলেন। আমি জড় সড় হইয়া বলিলাম ‘এরূপ কর্ত্তে নাই, এরূপ কর্ত্তে নাই’। বাস্তবিক তখন পা রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল! তাহার পর শুনিলাম যে আমার অপবাদ বেরেয়েছে যে, রাজনারায়ণ বাবু এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম হয়ে আমাদের পদ ধূলি লইতে বঞ্চিত করিলেন, এত মন্দ অপবাদ নয়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আমি এই প্রকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলাম উল্লিখিত নগরস্থ ব্রাহ্মেরা ইহার সংবাদ পাইয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে “আপনি পূর্ব্বে প্রীতি বিষয়ে কত উত্তম উত্তম বক্তৃতা লিখিয়াছেন, প্রীতির বিষয়ে পুস্তক লেখা আপনার কর্ত্তব্য। আপনি তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না”। আমি তাঁহাদিগকে লিখিলাম,

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

"যে যখন নব পূজা ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত হইতে চলিল তখন তর্ক হইতে আমি কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকিতে পারি? আপনারা ইহার পর বুঝিতে পারিবেন যে কেন ঈশ্বর এই তর্ক তরঙ্গ উঠাইতেছেন? আপনারা সরল চিত্ত ব্যক্তি আপনারা অন্য লোকের দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইতেছেন"। বস্তুতঃ এই সময় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নবপূজা বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ পূজার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমার তাৎকালিক রচিত পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছিলাম।

যাহা হউক, এ সকল ব্যবহার এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তাহার মূলের যে একেবারে উচ্ছেদ হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। আবার বৃক্ষটি কখন পুনরায় গজিয়া উঠে বলা যায় না।

আর একটী ভ্রমাত্মক মত ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। তাহা আদেশ বাদ। আমরা এইমাত্র জানি যে ঈশ্বর মানবাত্মায় কর্ত্তব্য বিবেক নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা দ্বারা তিনি আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন। কিন্তু কতকগুলি ব্রাহ্ম এইরূপ বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদিগের আচার্য্যের মুখ হইতে যাহা বিনির্গত হয় তাহাই ঈশ্বরের আদেশ। এই মত দ্বারা জগতের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই মত লোকের মধ্যে প্রচলিত হইলে তাহারা নিজের ভ্রম ও পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইতে সঙ্কুচিত হইবে না।

ব্রাহ্ম সমাজে আর একটী দোষ প্রবেশ করিয়াছে, কতকগুলি ব্রাহ্মকে উপদেষ্টার প্রতি অন্ধরূপে নির্ভর করিতে দেখা যায়। প্রকৃতরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া উপদেষ্টার প্রতি অত্যন্ত নির্ভর করা অনুচিত। শিশুরা শৈশবাবস্থায় মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়ায় কিন্তু বড় হইলে আর তাহা করে না। উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা চিরকালই মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়াইতে চাহেন। এই দোষটি অবতারবাদ ও আদেশবাদ হইতেই স্বভাবতঃ নিঃসৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে আর একটী অনিষ্টকর মত প্রবেশ করিয়াছে সেটী "প্রচারকদিগের ঈশ্বরদত্ত অধিকার"। মনুষ্য তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিতে কিম্বা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা মনুষ্যের অধীন নহেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অধীন (ধর্ম্ম তত্ত্ব ১৬ ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক—প্রচারকদিগের দাসত্ব ব্রত ও প্রচার কার্য্যের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব)। তাঁহারা যদি কোন কুকর্ম্ম করেন তাহা হইলে ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন না। কি অনিষ্টকর মত। উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা শুদ্ধ প্রচারকদিগের ঈশ্বরদত্ত অধিকারে বিশ্বাস করেন এমত নহে, রাজা রাণীদিগের ঈশ্বরদত্ত অধিকারেও তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের আচার্য্য লার্ড মেওর মৃত্যু উপলক্ষে উপদেশ কালীন বলিয়াছেন যে "পৃথিবীর রাজা রাণী তাঁহারই প্রতিনিধি. তাঁহাদের নিয়োগপত্রে ঈশ্বর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন।" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ ই ফাল্গুন ১৭৯৩ শক আচার্য্যের উপদেশ) রাজা রাণী যদ্যপি অতি দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী হন তবে মনুষ্য তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন না কেন না "ঈশ্বর তাঁহাদিগের নিয়োগ পত্রে স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়াছেন"। আশ্চর্য্য মত!!

ব্রাহ্মসমাজে আর একটী দূষণীয় মত প্রবেশ করিয়াছে। সে মত নাম সাধনের অত্যন্ত আবশ্যকতা। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই অবশ্য মন ভক্তিরসে বিগলিত হয় কিন্তু ক্রমিক "নাম" "নাম" করিতে গেলে তাহার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব থাকে না। এক্ষণে কতকগুলি ব্রাহ্ম নাম সাধনের গুরুত্ব যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাতে তাঁহাদিগের ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের খিচুড়ি মাত্র, তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ইত্যাদি।

২। মণিমালিনী। (২) এখানি নাটক। ইহার গল্পটী এই—পূর্ব্বকালে সমরকেতু নামে একজন অতি পরাক্রান্ত ভূপতি অঙ্গদেশে আধিপত্য করিতেন মণিমালিনী তাঁহার এক মাত্র কন্যা। সমরকেতু দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ একবার কলিঙ্গদেশের রাজা ইন্দ্রনীলের সহিত সংগ্রামে পরাভূত হন। ইন্দ্রনীল তাঁহার কন্যা মণি মালিনীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, এবং আপন আবাসে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করেন। ঐ স্থানে ইন্দ্রনীলের পুত্র বীরভূষণের সহিত মণি মালিনীর প্রণয় বদ্ধমূল হয়। এদিকে রাজা সমরকেতু কলিঙ্গরাজকৃত অপমান অসহ্য বোধ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রনীলকে পরাজয় পূর্ব্বক বন্দী করিয়া স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করেন। এই সময় ইন্দ্রনীলের পুত্র বীরভূষণ নৌকা করিয়া আপনার মাতাকে, প্রণয়িনী মণি মালিনীকে এবং আর কতিপয় সুহৃদ ব্যক্তিকে লইয়া প্রস্থান করেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া নৌকা জলমগ্ন হয়। ঐ সময় সমরকেতু বীরভূষণের সহিত আপনার কন্যার পলায়ন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া তাহাদের অনুসরণে কয়েক জন অনুচর ও কয়েক খান নৌকা প্রেরণ করেন। অনুচরেরা বীরভূষণের নৌকা জলমগ্ন হইতে দেখিয়া সত্বরে মণিমালিনীকে উদ্ধার করিয়া অঙ্গরাজের নিকট গমন করে। রাজপুত্র বীরভূষণ মাতার সহিত জলমগ্ন হন। রাজ্ঞীর কোন অনুসন্ধান হইল না। বীরভূষণ ও তাহার বন্ধু সুবন্ধু ভাসিতে ভাসিতে ম্লেচ্ছ রাজ্যে গমন করেন। তথায় ম্লেচ্ছ রাজমহিষী কালিন্দীর সাহায্যে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয় এবং বীরভূষণ প্রতাপ সিংহ ও সুবন্ধু মহীধর নাম গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করেন। কালিন্দী বীরভূষণের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি অনুরাগিণী হয়, কিন্তু বীরভূষণ তাহার মনোবাসনা পূরণে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন। কালিন্দীর মন কিছুতেই শান্ত হইল না, সে বিধিমতে বীরভূষণের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল। পরিশেষে অঙ্গরাজ সমরকেতুর প্রতি বীরভূষণের বিদ্বেষভাব জানিতে পারিয়া আপনার স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অঙ্গরাজের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করে। ঐ যুদ্ধে অঙ্গরাজ ম্লেচ্ছরাজকে নিহত করিয়া কালিন্দী বীরভূষণ সুবন্ধু এবং অন্যান্য কতিপয় পরিজনকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। অঙ্গরাজের অন্তর বিশুদ্ধ ছিল না। তিনি ম্লেচ্ছরাজ

(২) শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা।

মহিষী কালিন্দীর রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমবন্ধনে অভিলাষী হন। কালিন্দী কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহে। সে এই সুযোগে আপনাকে এবং বীরভূষণ ও সুবন্ধুকে শৃঙ্খল মুক্ত করে। প্রতাপ নামধারী বীরভূষণ ও মহীধর নামধারী সুবন্ধু রাজ্যস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অঙ্গরাজ কলিঙ্গপতি ইন্দ্রনীলকে বন্দী করিয়া আনিয়া কারাগারে রুদ্ধ করেন। সেই কারা মধ্যেই ইন্দ্রনীলের মৃত্যু হয়। ইন্দ্রনীলের মৃত্যুর পর অঙ্গাধিপতি তাঁহার একটী সমাধি মন্দির প্রস্তুত করেন। এক্ষণে বীরভূষণ তাঁহার পিতার সেই সমাধি মন্দিরে সময়ে সময়ে গমনপূর্ব্বক নির্ব্বেদ করিতেন। ঐ স্থানে এক দিন মণিমালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করেন। কালিন্দী যদিও রাজার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিত, কিন্তু বীরভূষণের প্রতি তাহার প্রেম অতি গাঢ়তর হইয়াছিল। সে এক দিন ঐ সমাধি মন্দিরে বীরভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করে এবং বারম্বার তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া "বীরভূষণ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী" রাজার নিকট এই কথা বলিয়া বীরভূষণকে কারারুদ্ধ করায়। কারাগার মধ্যেও কালিন্দী আসিয়া বীরভূষণের প্রেম ভিক্ষা করে এবং বীরভূষণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজার আলয়ে আনয়ন করে। ঐ সময় রাজকন্যা মণিমালিনী বীরভূষণকে দেখিবার নিমিত্ত কারাগারে আগমন করিয়াছিলেন। কালিন্দী উহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বীরভূষণকে তিরস্কার করিয়া প্রতিগমন করিল। ঐ সময়ে রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কালিন্দী যে বীরভূষণের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী এবং মণিমালিনীর সহিত যে বীরভূষণের প্রেম বদ্ধমূল হইয়াছে ইহা রাজা জানিতে পারেন। রাজা ম্লেচ্ছ রাজ্যের জয়ের পর মন্ত্রীর পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় সম্পাদনে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে কন্যার বীরভূষণের প্রতি অনুরাগ এবং কালিন্দী বীরভূষণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া কন্যাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বীরভূষণের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। বীরভূষণ প্রধান রক্ষির সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিদ্রোহিবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। রাজা বীরভূষণ নিহত হইয়াছে মনে করিয়া কালিন্দীকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত বীরভূষণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কারাগারে শয়ান থাকিলেন। এদিকে রাজমন্ত্রী বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপের (বীরভূষণের) বধের আজ্ঞা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কি জানি যদি কন্যার মমতায় উহার প্রাণ দণ্ড না করেন, তাহা হইলে ত আর আমার পুত্রের সহিত রাজ কন্যার পরিণয় হইল না। অতএব আমি অতি সত্বরে স্বহস্তে প্রতাপের (বীরভূষণের) বধ সাধন করি। এই স্থির করিয়া মন্ত্রী ছদ্মবেশে কারাগারে গমন পূর্ব্বক বীরভূষণের পরিচ্ছদধারী রাজাকে বধ করিলেন। মন্ত্রী রাজাকে বীরভূষণ ভ্রমে নিহত করিয়া গমন করিতেছেন এমন সময়ে মন্ত্রিপুত্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন পিতঃ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, প্রতাপ পলায়ন করিয়াছে। মন্ত্রী কহিলেন তোমার আশঙ্কা অমূলক, আমি এইমাত্র প্রতাপকে বিনাশ করিয়া আসিতেছি। মন্ত্রিতনয় কহিলেন, প্রতাপের পলায়ন বিষয়ে সন্দেহ নাই, আপনি কারাগারে রাজার প্রাণ নাশ করিয়াছেন বলিতে পারি না। তখন তাঁহারা কারামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন রাজারই কলেবর দ্বিখণ্ড হইয়া পতিত রহিয়াছে। এই ভয়ানক ঘটনা দর্শনে মন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র উভয়ে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। একে এই বিদ্রোহের সময় তাহাতে আবার যদি রাজার মৃত্যু সংবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। এই সময় মন্ত্রীর এক জন সাহসিক ভৃত্য রাজার ছিন্ন মস্তক কারাগার মধ্যে প্রোথিত করিল। তখন তাঁহারা হঠাৎ রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া পর, হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময় কালিন্দী বীরভূষণকে কারামুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে কারাগারে আগমন পূর্ব্বক সেই ভীষণ কাণ্ড অবলোকন করিল। ঐ হতভাগিনী বীরভূষণের প্রতি এরূপ অনুরাগিণী ছিল যে বীরভূষণের পরিচ্ছদধারী নৃপতির মস্তক হীন দেহ দর্শনে বীরভূষণের মৃত্যু স্থির করিয়া স্বয়ং বিষপানপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মণিমালিনী ও বীরভূষণের দর্শন বাসনায় কারাগারে আগমন করেন এবং সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে বীরভূষণের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং বিষপানে উন্মত্ত হন ও হঠাৎ মোহে অভিভূত হইয়া বিষপাত্র সহিত ধরাতলে নিপতিত হন। এমন সময়ে বীরভূষণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রণয়িনীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মূর্চ্ছাপনোদন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন। পরিশেষে তিনি স্বয়ং অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া মণিমালিনীর সহিত তথায় পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ চৈত্র সোমবার।

তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, নাগা পর্ব্বতের নিনু এবং নিস নামক দুটি পল্লী ১৯ এ মার্চ্চ অধিকার করা হয়। নাগারা পল্লীতে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করে। অন্যান্য পল্লীও অধিকৃত হইয়াছে। [illegible] পুলিশ ডাক্তার [illegible]কে [illegible] করে। ডন ও ফ্রিথমস আক্রমণ করা হইয়াছে। কুড়িটি নাগার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অপর সকল মৃতদেহ [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] ফেব্রুয়ারি যে সকল নাগাকে হত্যা করা হয়, উহাদের মস্তক একটি নূতন নির্ম্মিত গৃহে রাখা হইয়াছিল, সমস্তই পাওয়া গিয়াছে। যে স্থানে [illegible], এখনও তাঁহার মৃত দেহ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। লেফটেনন্ট [illegible] মৃতদেহ আনা হইয়াছে, এখনও কোন কোন পল্লী আক্রমণ করিতে হইবে। সৈন্যগণ শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে।

গুইবুমারাকে লইয়া [illegible]
ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র দলেও [illegible]

য়াছে। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া ৩রা এপ্রেল লণ্ডন হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, কর্ণেল ফেয়ারের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাহা তথায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের মনে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতিকূলে সংস্কার জন্মিয়াছে। সাধারণে কর্ণেল ফেয়ারের কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। টাইম্‌স পত্র বলিয়াছেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর অবধি ভারতবর্ষে ইংরাজেরা যে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, গুইকুমারের বিরুদ্ধে এই মকদ্দমা উপস্থিত করাতে যেমন প্রধান ও অনিষ্টকর কলঙ্ক হইয়াছে এমন আর কোন রাজনীতিতেই হয় নাই। জেফাবসন ও পেটন কোম্পানি লণ্ডন হইতে যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহাতে জানা যায়, গুইকুমারকে পুনরায় রাজ্য দেওয়া হয় টাইম্‌স এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন উক্তপত্র কর্ণেল ফেয়াবের জেরা সকল প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করাতে গবর্ণমেণ্টকে অতিশয় দোষী করিয়াছেন। প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র সমূহ গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিতেছেন। গুইকুমারকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, কেহই এ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন না। যাহা হউক কর্ণেল ফেয়ারের দোষ ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিয়াছেন এটী পরম আহ্লাদের বিষয়। ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রাদির ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে গুইকুমারের ভাগ্য প্রসন্ন হইলেও হইতে পারে।

১৭ ই মার্চ ত্রীহট্টে ভয়ানক শিলাবর্ষণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এবার অনেক স্থানে শিলাবর্ষণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে যে স্থানে শিলাবৃষ্টি হয় সেখানে উত্তম চাষ হয়। সংস্কার অনেকের বহুদর্শিতা মূলক।

বণুবীর সিংহ লাহোরের রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া দাওয়া করিতেছেন। আমাদের আগ্রান্থ সহযোগীর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধানার্থে এক বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমেরিকার নূতনবিধ বিবাহ পদ্ধতি ক্রমে ইংলণ্ডে নীত হইতেছে। এ বিবাহ গোপনে হইয়া থাকে। বিবাহ বন্ধন কিছু দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। সেই কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে স্ত্রীপুরুষ পৃথক হইয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ভাবে বোধ হইতেছে আর একটু সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে বিবাহকাল এত অধিকও থাকিবে না। স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছানুসারে পরস্পরের অভিগমন কালই তাহাদের বিবাহ কাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। বোধ হয় শীঘ্রই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিয়াছেন, আর্কটের রাজার সম্মানার্থ ১৫ টী তোপ দেওয়া উচিত। কিন্তু এ সম্মান কেবল তিনিই ভোগ করিতে পারিবেন মাত্র।

মিউনিসিপালিটীর দুর্দ্দশা প্রায় সর্ব্বত্র সমান। ইহারা ধারে হাতি ক্রয় করেন। বোম্বাই মিউনিসিপালিটী সম্প্রতি জলের কলের উন্নতি বিধানার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিস্তর টাকা কর্জ্জ করেন। সম্প্রতি আবার তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়র ড্রেণেজের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার সমাধা জন্য গবর্ণমেণ্ট আর ৭১১০০০০ টাকা কর্জ্জ করিবার উদ্যোগে আছেন।

২৪ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

সম্প্রতি সেকেন্দ্রাবাদের একজন সেনা দলের ডাক্তার অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইনি দশ দিনের বিদায় লইয়া ষ্টেষণ হইতে যান কিন্তু আর প্রত্যাগমন করিলেন না। জাহাজ চড়িয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই, একটী যুবতী ইহার মূলে আছেন। সকল রোগকে পারা যায় এ রোগ অচিকিৎসনীয়।

২১ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৬১৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৭৯১২৭০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ বৎসর ২৭০০৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহের জব্বলপুর লাইনে ১১৮৩০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৫৮২১০ টাকা হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ২১৩৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

গত শনিবার কলিকাতা ও মালদহ হইতে যে ডাক যাইতেছিল, মহীপাল দীঘীর নিকট উহা লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখন অনুসন্ধান হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অপহৃত দ্রব্যের কিছুই পাওয়া যায় নাই।

গবর্ণমেণ্টের আর কোন ব্যবসায়ের বাকি রহিল না। লবণ অহিফেন প্রভৃতি ত আছেই আবার মৎস্যের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্জাবের তাবৎ খালের মাছ লাইসেন্স ভিন্ন ধরিতে নিষেধ করা হইতেছে।

বঙ্গ বন্ধুতে লিখিত হইয়াছে "আগামী বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গবন্ধুকে তিন কলাম তিন ফর্ম্মার আয়তনে পুনরায় পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত করাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। পাক্ষিক বঙ্গবন্ধুর মূল্য খুব অল্প হইবে।"

বরিশাল বার্ত্তাবহে লিখিত দৃষ্ট হইল, "মটবাড়ীয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৮ই চৈত্র দিবা ১২ ঘটিকার সময় এই জেলার সুন্দরি বনের কমিশনর মান্যবর শ্রীযুক্ত গোমেজ সাহেব মটবাড়ীয়া ষ্টেষণের নিকটবর্ত্তি সান্‌কিভাঙ্গা গ্রামে দিদার মাহামুদের বাড়ীর নিকট ব্যাঘ্র আছে, জানিতে পারিয়া ৫।৭ জন কনেষ্টবল, নৌকার মাঝি এবং হাওলদার সঙ্গে করিয়া শিকারে যান প্রথমতঃ বাঘের নিকটস্থ হইয়া না দেখিতে পাইয়া ইতস্ততঃ বিশেষ প্রকার অনুসন্ধান করায় বাঘ টের পাইয়া নাজির মাঝিকে আক্রমণ করতঃ তাহারসর্ব্বাঙ্গে এরূপ ভয়ানক দন্তাঘাত করিয়াছে, যে তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সুকঠিন। ইত্যবসরে হাওলদার রামসর্ব্বস্ব তেওয়ারি নিকটস্থ হইয়া স্বহস্তস্থিত বন্দুকের সঙ্গীন ব্যাঘ্রের বক্ষস্থলে বসাইয়া দিয়া বল পূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে ৪।৫ হাত ব্যবধানে ফেলিয়া দেয়। তখন ব্যাঘ্র পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ গর্জ্জনে হাওলদারকে আক্রমণ করে, এবং তাহার মস্তকের বাম পার্শ্বে কর্ণ পর্য্যন্ত ভয়ানক দন্তাঘাত দ্বারা তাহার বাম কর্ণ ছিঁড়িয়া নিয়াছে, এবং তাহার মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়াছিল কি না সন্দেহ। তথাপিও হাওলদার প্রায় অর্দ্ধদণ্ড বাঘের সহিত

বিক্রম প্রকাশ করেন, তৎপর ব্যাঘ্র লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়াছে। সাহেব অনেক বার গুলি করেন, কিন্তু তাঁহার অব্যর্থ সন্ধান! একটীও বাঘের গায় লাগে না। কেবল একটী গুলি পাছের পায়ের কয়েকগাছ লোম স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা এবিষয়ের সম্বন্ধে সাহেবকে আর কিছু বলিতে চাই না কেবল আশ্চর্য্য এই যে তিনি সুন্দরি বনের কমিশনর হইয়া শিকার করিতে এত নিপুণ? আমরা হওয়দারের সাহসকে শতং ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থকিতে পারি না। কারণ সে এতদ্দেশীয় লোক হইয়া ব্যাঘ্রের সঙ্গে যে প্রকার বল প্রকাশ করিয়াছে, যদ্যপি তাহার হস্তে একখানি তরবারি থাকিত তবে নিঃসন্দেহ ব্যাঘ্র বিখণ্ডিত হইত। আমরা ইতিহাসে ক্লাইব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সাহসের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি, তাঁহারা সম্মুখ সংগ্রামেও জয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইনি যে সামান্য বন্য পশুর নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন ইহাই আমাদের আশ্চর্য্যের বিষয়।

সাপ্তাহিক সমাচারের কটকস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন—"এক ব্যক্তি মফস্বল হইতে কিছু টাকা লইয়া কটকে কাপড় খরিদ করিতে আসিতে ছিল। পথে উহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের একটী ১৪।১৫ বর্ষীয় যুবকের সহিত পরিচয় হয় এবং উভয়ে কটকে প্রবেশ করিয়া এক দোকানে আহারাদি করে। পরে টাকাওলা ব্যক্তি যুবককে রক্ষক রাখিয়া নিদ্রা যায়, যুবক ঐ অবসরে পানের বটুয়া সহিত তাবৎ টাকা লইয়া প্রস্থান করে। পরে প্রথম ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের পর বটুয়া ও টাকা নাই এবং বালকও চম্পট দিয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পুলিসে খপর দেয়। পুলিস অনুসন্ধান করিয়া সেই বালকের গ্রামে যাইয়া কতক টাকার সহিত বালককে গ্রেপ্তার করে। এই মোকদ্দমা ডেপুটী কালেক্টর আবদুল কাদেরের নিকট হইতেছে। বালক এজেহারে বলিয়াছে যে সে টাকা লইয়া প্রথমে তাহার কোন আত্মীয় কটক থানার কনষ্টবলের বাসায় উপস্থিত হয়, পরে কনষ্টবল টাকার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহার নিকট হইতে তাবৎ টাকা লয় এবং তাহাকে গুটীকতক টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রামে যাইতে বলে এবং কোন প্রকারে এবিষয় না প্রকাশ পায় তদ্বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেয়। সে বালক তাহাই করে। এখন ঐ কনষ্টবল কিছুই স্বীকার করিতেছে না এবং কোন সাক্ষীও পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধান পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রহিয়াছে।"

২৫ এ চৈত্র বুধবার।

বোম্বাই ষ্টেটসম্যান বলেন, কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া নানা খাওয়েলকার, হরি বাদাদা প্রভৃতি যে কয় জনকে ধরা হয়, স্থির হইয়াছে সুরাটের সেসিয়ন জজ ও বোম্বাইর একজন হিন্দু ও একজন পারসি এবং সুরাট ও ব্রোচের এক এক জন এই চারি জন এসেসরের নিকট উহাদের বিচার হইবে। কাটা কম নয়। কর্ণেল ফেয়ারের জবানবন্দীতে মূল বিষপান চেষ্টাই অলীক সপ্রমাণ হইতেছে, তথাপি বিচার চলিয়াছে।

টাইম্‌স পত্র গুইকুমারের সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করাতে ইংলিসম্যান ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তিনি দেড় হস্ত পরিমিত এক সুবিস্তৃত প্রস্তাব লিখিয়া টাইমসের দর্প খর্ব্ব করিয়াছেন। যাহা হউক, গুইকুমারের সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সাধারণ মত যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, ইংলিসম্যানের ন্যায় সম্পাদকেরা চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলে তাহার কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

আরবুথনট ও মেনবিল সাহেব বরদা কমিশনের রিপোর্ট লইয়া সিমলায় উপনীত হইয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজার অভ্যর্থনার্থ সিমলায় মহা উদ্যোগ হইতেছে।

সর রিচার্ড কাউচ ৫ ই এপ্রেল বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

পাতিয়ালার রাজা তাহার রাজধানীতে সুতা ও বস্ত্রের কল করিবার মানস করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাউটার সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আর তাহার বরদায় থাকিবার প্রয়োজন নাই, বোম্বাই গিয়া স্বীকার্য্য ভার গ্রহণ করুন। বরদা জুড়াক, সাউটার সাহেব বরদা সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, জয়পুরের রাজা বরদা হইতে প্রত্যাগমনকালে আগ্রা হইতে জয়পুরের ডাকে গমন করেন, আগ্রা হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত যে রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে হইয়াছে সে রেলওয়ে দ্বারা গমন করেন নাই। উহার কারণ এই, একবার তিনি জয়পুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া এক জন ইংরাজ পুলিস আফিসর দ্বারা অপমানিত হন। বাস্তবিক এক একজন ইংরাজ এদেশে আসিয়া আপনাকে বিক্টোরিয়ার পিতামহ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল মহাপুরুষ ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ।

১৭ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩৮১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১৭ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে ৬৫, ওলাউঠায় ৬৭ উদরাময়ে ১৭ এবং জ্বরে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়।

"জাতীয় ভাষা ত্যাগকরা উচিত নয়।" এই প্রস্তাবে হিন্দু হিতৈষিণী ঢাকা কলেজের অন্যতর অধ্যাপক ডবলিউ সি, লিবিংষ্টোন সাহেবের বক্তৃতার যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম লিবিংষ্টোন সাহেব বলেন "কখন কখন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহারের তুলনা করা হয়। ভারতবর্ষ কোন বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই প্রশ্নের মীমাংসায় অনেকেরই ভুল হইয়াছে। অনেকেরই বিশ্বাস যে এদেশ হইতে ইউরোপীয়দিগের পরিচ্ছদ, আহার, ভাষা এবং উপদেশাদির রীতিনীতি উৎকৃষ্ট। বাস্তবিক তাহা নহে, অনেক নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন যে সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীতে অন্যান্য ভাষাপেক্ষা গরীয়সী। যে বাঙ্গালা ভাষাতে শতকরা ৯০ টী সংস্কৃত শব্দ আছে, তাহাও ইংরেজী ভাষা অপেক্ষা

[illegible] প্রাকৃতিক সরল এবং ওজ:গুণ সম্পন্ন। পরিচ্ছদ বিষয়েও ইংরেজদিগের হইতে এদেশীয়দিগের শ্রেষ্ঠতা আছে। এদেশীয় লোকেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে, [illegible] সকলও তাদৃশ [illegible] যখন এদেশীয়েরা [illegible] করেন তখন তাহাদের [illegible] প্রণালী নিতান্তই স্বাভা[illegible] সুন্দর [illegible] দেখায় অথচ [illegible]। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় [illegible] দিগের স্বাভাবিক টুপী এবং স্ত্রীদিগের [illegible]) ক্লেশজনক [illegible] সংপ্রতি [illegible] সম্পাদক বলেন [illegible] হয়. [illegible] অপরা[illegible] হইতেছে। কাঁটা, ছুরি, প্রভৃতির [illegible] পরিষ্কার করা অপেক্ষা আহা- [illegible] হস্তাঙ্গুলী পরিষ্কার করা নিতান্ত সহজ। [illegible] কাঁটায় যেরূপ অপকারের আশঙ্কা আছে, হস্তাঙ্গুলীতে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। কাঁটা ছুরির অপেক্ষা হস্তাঙ্গুলীতে খাদ্য তুলিয়া মুখে দেওয়াই সুবিধা জনক। পরন্তু কাঁটা, ছুরির মূল্যাপেক্ষা হস্তাঙ্গুলীর মূল্য অধিক বলা বাহুল্য। হস্ত যন্ত্র ঈশ্বরাবিষ্কৃত, কাঁটা ছুরি মনুষ্য কৃত। কর্ম্মকারগণ পরিশ্রম করিয়া ১১৯ বৎসর মানব জীবনের [illegible] এক হস্ত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা এদেশীয়দিগের উপবেশন প্রণালীও স্বাভাবিক, সুন্দর দৃশ্য এবং অল্পব্যয় সাধ্য। একজন ধর্ম্ম প্রচারক [illegible] ছেন, অন্ততঃ এদেশে থাকা সময়েও [illegible] এক রীতি অবলম্বন করা উচিত। এরূপ হইলে তিনি তাঁহার প্রচার [illegible] অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে ও বিশেষ [illegible] সম্পাদন করিতে পারিতেন, [illegible] ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপীয় [illegible] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

২৬ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

[illegible] লিখিত হইয়াছে [illegible] একখানি সাবার সংবাদ পত্রে প্রকাশ [illegible] হইয়াছে। [illegible] এক জন বৃদ্ধের চিরকাল [illegible] হয়। তিনি আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া আপনার উইল প্রস্তুত করেন। তিনি উইলে আর আর কথার মধ্যে লিখেন যে তাঁহার মৃত্যু অন্তে তাঁহার কনিষ্ঠ দুইটী স্ত্রীকে হত্যা করিতে হইবে, কারণ তাহাদের বিরহে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন। এটী যে স্থানে ঘটনা হয় তাহার নিকটে ডচদিগের অধিকার আছে। এই দুইটী যুবতী কর্ত্তার উইলের কথা শুনিয়া ভয়ে ডচদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ডচেরা তাহাদিগকে একটী দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন। বৃদ্ধ অনেক অনুসন্ধানে তাঁহার স্ত্রীদিগের অনুসন্ধান পান এবং তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্ত করিতে বলেন, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তিনি এখন যুদ্ধের সজ্জা করিতেছেন। তিনি বল দ্বারা তাঁহার স্ত্রীদিগকে দুর্গ হইতে গৃহে লইয়া আসিবেন স্থির করিয়াছেন। ডচেরা যুদ্ধের সজ্জা করিতেছেন এবং বোধ হয় দুইটী স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অন্যূন এক শত জন পুরুষের প্রাণ নষ্ট হইবে।"

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, গত শনিবার লার্ড নর্থব্রুক ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে গুইকুমারের সম্বন্ধে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। টেলিগ্রাম প্রাপ্তির পর সোমবার কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশন হয়, ইহার ফল প্রকাশিত হয় নাই। সকলের বিশ্বাস গুইকুমারকে পুনরায় সিংহাসনে অধিরোপিত করা হইবে। সকলেই কর্নেলফেয়ারের কার্য্যাদির প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। গুইকুমারের বিরুদ্ধে দেশীয় কয়েকজনের সাক্ষ্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সকলে বলিতেছেন, যেরূপ অবস্থা তাহাতে গুইকুমারকে পুনরায় রাজ্য দেওয়া ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের উপায়ান্তর নাই।

২৭ এ চৈত্র শুক্রবার।

বর্দ্ধমানের রাজা আগামী সপ্তাহে দারজিলিঙ যাত্রা করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, মুরসিদাবাদ বিভাগ রাজসাহী হইতে পৃথকভূত হইয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত হইল।

বোম্বাই গেজেট তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, প্রিন্স অব ওয়েলস এদেশে আসিয়া নবেম্বর অবধি এপ্রেল পর্য্যন্ত থাকিবেন।

অনরেবল ইডেন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অনরেবল টমসন সাহেব ব্রহ্মের প্রধান কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলের তত্ত্বাবধায়ক বাবু শ্যামাচরণ সেন উৎকোচাদি গ্রহণ করাতে এই দণ্ড হইয়াছে, তিনি আর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইবেন না।

কাবুলের আমীরের কোর্টের এজেণ্ট ডেরা ইস্মেইল খাঁর আত্মা মহম্মদ খাঁ খাগোয়ালি খাঁ বাহাদুরকে গবর্ণমেণ্ট নবাব উপাধি দিয়াছেন।

আগামী সোমবার পঞ্জাবে উত্তর ষ্টেট রেলওয়ে খুলিবে। আপাততঃ প্রতিদিন উজিরাবাদ পর্য্যন্ত একটী ট্রেণ গতায়াত করিবে। প্রাতঃকালে লাহোর হইতে ছাড়িবে এবং বৈকালে প্রত্যাগমন করিবে।

কলিকাতা তালতলা বাজারের একজন দোকানদার কম বাঁটিখারা রাখিয়াছিল বলিয়া মাজিষ্ট্রেট মার্শডেল কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার তিন মাস কারা দণ্ড দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের দোকানে পুলিষ যদি এরূপ অনুসন্ধান করেন, অনেক দোকান দারকে শ্রীঘর দর্শন করিতে হয়।

রেঙ্গুণ টাইমস বলেন, নওয়াবগঞ্জ এবং তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ মান্দ্রাজ রেলওয়ের সহিত যোগ করিবার জন্য পণ্ডিচারি হইতে কাডলোর পর্য্যন্ত যে একটী রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হয়, তত্রত্য ফ্রেঞ্চ গবর্ণর উক্ত রেলওয়ে আরম্ভ করিবার জন্য পারিস হইতে আজ্ঞা পাইয়াছেন। এ নিমিত্ত শীঘ্র এক জন ফরাসী ইঞ্জিনিয়র আসিবেন।

২৮ এ চৈত্র শনিবার।

গত সোমবার পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে সিয়ালদহ ষ্টেষণে একটী মুসলমান ট্রেণ চাপা পড়িয়া মারা যায়। ঐ ব্যক্তি লাইনের উপরে নিদ্রা যাইতেছিল, কতকগুলি গাড়ি এক লাইন হইতে অন্য লাইনে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই গাড়ি ঐ হতভাগ্যের শরীরের উপর দিয়া গিয়া তাহার শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। এ ব্যক্তি নিদ্রা যাইবার স্থান উত্তম পাইয়াছিল!

২ রা এপ্রেল টেম্পলে লাট সর্বপ্রথম এ সিমলেতে সিমলায় উপনীত হইয়াছেন।

ফে এখন ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তন ও আকার পরিবর্ত্তনাদি নূতন পরিবর্ত্তন হই তেছে।

এবার মধ্য প্রদেশে শস্য উত্তম জন্মিয়াছে।

পালমাল গেজেটে লিখিত হইয়াছে ১৭ ই মার্চ্চ একশত ইংরাজ যাত্রী রোমে যাত্রা করিয়াছেন। পোপকে কতকগুলি মূল্যবান উপহার প্রদান করা এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে উঁহাদের আস্থা আছে এইটী প্রদর্শনকরা উঁহাদের পোপের নিকট গমনের উদ্দেশ্য।

দিল্লীগেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তুর্কিস্থানের গবর্ণর আমীরকে লিখিয়াছেন যে, কতকগুলি রুশীয় সৈন্য ১৫ হাজার সিন্দুক লইয়া আথা এবং বখে উপনীত হইয়াছে, সিন্দুকে যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল আছে। উক্ত গবর্ণর বলেন, এ জন প্রতিত হইয়াছে যে সিন্দুকে অনেক পণ্য দ্রব্য আছে এবং ঐ সকল ব্যক্তি রুশীয় বণিক। যাহা হউক ইহাতে আমীর ভীত হইয়াছেন। তিনি ভিন্ন দল নূতন সৈন্য সংগ্রহের আজ্ঞা দিয়াছেন। এ ভিন্ন আমীর জরমতের মালিকদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাদের জাতির মধ্য হইতে চারি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে। মালিকেরা ইহা করিতে অস্বীকার করে, কিন্তু আমীর বলিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য করিবেন।

হাবড়া হিতকারী বলেন "গত শুক্রবার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রাসবিহারি বসুর নিকট একটী আশ্চর্য্য মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমাটি এই যে প্রায় ১৪। ১৫ বৎসরের একটী বালক প্রায় ১০ বৎসরের একটী স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া লইয়া যায়। শুনিলাম উভয়কেই দেখিতে এত ছোট যে তাহাদিগের উভয়ের উপর এ মকদ্দমা কোন মতে সম্ভবে না এবং বিচার কালে বালক কহে যে স্ত্রীলোক আমাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা হউক বিচারে বালকের এক মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। উভয়েই নীচ জাতীয়।"

সমাজ দর্পণে লিখিয়াছেন "ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় কোন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়। ক্লার্ক সাহেব তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া যান। উড্রো সাহেব হঠাৎ দেখিতে পান যে ছাত্রটী যে নম্বর পাইয়াছিল তাহা কাটা রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি পুলিষকে তদারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই তদারক নর্ম্মাল স্কুলে ও তাঁহার আপীসে হইতেছে। কারণ এই সকল স্থানেই নম্বর ঠিক দেওয়া হয়।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা এপ্রেল। প্রিন্স অব ওয়েলস পারিস হইতে লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। সকল সংবাদ পত্রেই গুইকুমারের মকদ্দমার বিষয় লিখিত হইয়াছে। টাইমস পত্র কর্ণেল ফেয়ারের জোয়ার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে গুইকুমারকে দোষী প্রমান করা কোন আদালতের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। সাধারণে অন্যান্য সংবাদ পত্র সম্পাদকগণও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, গুইকুমারের বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা করা হয় তাহা প্রমাণ হয় নাই। এ মকদ্দমা হওয়াতে উঁহারা অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই এপ্রেল। প্রিন্স অব ওয়েলস লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

অদ্য টাইমস পত্র এক প্রস্তাব লিখিয়া বলিয়াছেন, গুইকুমারকে পুনরায় সিংহাসনে অধিরোপিত করা উচিত, এবং তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন তাহার পরীক্ষার্থ কিছুদিন সময় দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইটালির রাজা অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত বেনিসে সাক্ষাৎ করেন। সকলে মহা আনন্দিত হইয়াছেন।

রুশীয়া সেণ্টপিটসবর্গের মহাসভায় আমন্ত্রণ করিয়া ইউরোপের রাজগণকে যথারীতি পত্র লিখিয়াছেন। জর্ম্মণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ মার্চ্চ—বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু দ্বিতীয় শ্রেণীতে নাটোরের সব ডেপুটী কালেক্টর ও সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

এ, সি, ব্রেট কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

পুরীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এচ, গ্রিবস কেন্দ্রাপাড়া বিভাগের ভার পাইলেন।

২ রা এপ্রেল—আরারিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত সাওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

সি, এচ, হুইণ্ডেন কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরারিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জে, কে ওয়েবষ্টার প্রথম শ্রেণীতে ২৪ পর গণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জে, ই, বি জেফ্রি।
জে, কেলিহার।
জি, এস কার্ব।
ফিলিপ নোলান।
ডবলিউ ফিডিয়ান।
জি, জি, ডে।
আর, এচ, গ্রিবস।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এল, সি, এবট।
এফ, ডবলিউ, ব্যাডকক।
এফ, এচ, ব্যারো।
সি, এ, সামুএল।
জে, পকোক।
টি জে, মবে।
বাবু বিহারিলাল গুপ্ত।
ডবলিউ, এচ, এমগান।

৫ ই এপ্রেল—ডবলিউ বর্ণেল পুনরায় ২৪ পরগণা ও হুগলীর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ এবং অতিরিক্ত সেসন জজ হইলেন।

জলপাইগুড়ীর সহকারি কমিশনর এ, ডবলিউ পাল দার্জ্জিলিঙে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর ক' ডবলিউ এল, সামুএল কিছুদিনের জন্য

পর্য্যন্ত প্রদেশের পোলিটিকাল এজেন্ট হইলেন।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি সি, ই, বকলাণ্ড কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের জুনিয়র সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

বারিষ্টার সি, সি, মাক্রে কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি হইলেন।

বাবু ভোলানাথ দাস ডেপ্রায় সব রেজিষ্টার হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ হোসেন মুঙ্গেরের অন্তর্গত গর্গ্রির সব রেজিষ্টার হইলেন।

ডবলিউ এফ, এট কিন্সন সাহেবের অনুপস্থিত কালে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপাল জে, সটক্লিফ এম, এ, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের কার্য্য করিবেন।

প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর এচ. উড্রো কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিবেন।

ঢাকাকালেজের প্রিন্সিপাল গারেট সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইলেন।

পাটনা কালেজের অধ্যাপক এ, ইউব্যাঙ্ক কিছুদিনের জন্য ঢাকা কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন।

ঢাকাকালেজের অধ্যাপক জে, উইলসন সাহেব আপাততঃ পাটনা কালেজে গমন করিলেন।

পূর্ব্ববিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব রাজসাহী বিভাগে বদলী হইলেন।

রাজসাহী বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবিভাগে বদলী হইলেন।

বহরমপুর কালেজের প্রিন্সিপাল রবার্ট হ্যাণ্ড সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক বেলেট সাহেব বহরমপুর কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন।

ই, ডি আর্চিবল্ড ঢাকাকালেজের অধ্যাপক হইলেন।

এ, এন, ন্যাশ বি, এ, প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

ডবলিউ টি, ওয়েব ঢাকাকালেজের অধ্যাপক হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, পি, এল, মেকলে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় কইলের ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

জি, এফ নিউবরণ কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

আর, এল, ম্যাঙ্গলস।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

সংবাদ দাতার পত্র।

কালনা।

এখানে ওলাউঠার ও বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গঙ্গার নিকট ভিন্ন প্রায় সকল পাড়াতেই ইহারবলবত্তা দেখা যাইতেছে। বসন্তের আক্রমণে এক একটী লোকের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। অনেক দিন এখানে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই। তবে সুবিধার মধ্যে এই যাহারা প্রথমেই চিকিৎসা করাইতেছে তাহাদের অনেকের উপকার হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে সকলের বহু ব্যয় সাধ্য চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই। অনাবৃষ্টি, অল্প বৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষেতে লোকের সঞ্চিত অর্থ প্রায়ই শেষ হইয়া গিয়াছে, বহুকষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করাই অসাধ্য, তাহার উপর দৈব বিড়ম্বনা উপস্থিত হইলে উপায় কি?

এখানে জলকষ্টও এমন হইয়াছে যে গঙ্গা নিকটে না থাকিলে যে লোকের কি দুর্দ্দশা হইত বলা যায় না। এই বার অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে নদী দৈব্যাদি না থাকিলে সে গ্রামে বাস করা উচিত নহে।

কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে একটী কলুর দুই মাথা বিশিষ্ট একটী পুত্র হইয়াছিল। আবার কালনার নিকট কোন নীচ জাতির গৃহে আর একটী ঐরূপ পুত্র জন্মে। দুঃখের বিষয় এই যে প্রসূতি ও নব শিশুটী উভয়েই জীবিত নাই।

এখানকার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার বাবুটী সকলের নিকটেই সুখ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কয়েকজন উদ্ধত ও ইংরাজি আহার পরিচ্ছদ প্রিয় যুবা পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্যের বিশৃঙ্খলায় লোকে এমন বিরক্ত হইয়াছিল যে তাহাদের স্থানান্তর করিবার জন্য অনেকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় যে সুযোগ্য ও সুধীর তত্ত্বাবধায়ক বাবু দুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই প্রজাগণের কষ্ট দূর করিয়াছেন। কালনা যে রূপ স্থান তাহাতে বর্ত্তমান ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের মত লোকই নিতান্ত প্রয়োজন। ইনি কার্য্যক্ষম অথচ সুধীর। দুর্গানারায়ণ বাবুর এ নির্ব্বাচনটী বড় উত্তম হইয়াছে।

কল্য রাত্রে এখানে যাহা কিছু বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই লোকের অনেক উপকার হইয়াছে।

এখানকার বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামকুমার বসু গত দুর্ভিক্ষে যেমন কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টও তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া আমাদিগকে তেমনি সুখী করিয়াছেন। গুণের পুরস্কার হয় ইহা সকলের প্রার্থনীয়।

—:০:—

বীরভূম।

১। সে দিন বোলপুর অঞ্চলে মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে। এ বর্ষণ বহুবিধ কার্য্য পক্ষে অনুকূল হইল। প্রখর উত্তাপে জগৎ উৎপীড়িত হইতেছিল, সে ক্লেশ বহুলাংশে নিবারিত হইল। বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি এ সময়ে যে যে রোগ দেখা দেয়, তাহাদের প্রকোপ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা। ভূমি কর্ষণের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। এ সময়ে যে যে আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের তেজ বৃদ্ধি পক্ষে এ বর্ষণ যে অনুকূলতা সাধন করিবে, তাহাতে আর অণু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ষণটী বহুদূর ব্যাপক নহে। বীরভূমের অত্যল্প স্থানকে সুশীতল করিয়াছে মাত্র।

২। রাইপুরের চৌধুরী পরিবার অতি সুপ্রসিদ্ধ। এ পরিবার যে অতি প্রাচীন কালের, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের নবাব সরকারে কার্য্য ছিল। নবাব সরকার হইতেই এ উপাধি (চৌধুরী) প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের বিষয় বিভব অতি বিপুল ছিল। তাঁহারা কত সময়ে কত যে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি ভিন্ন অনেক নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপি রাইপুরের স্থানে স্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! কাল কি না বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়! এখন যাঁহারা সেই বংশে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রকেই অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে হয়। তাঁহাদের অনেককেই উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতে হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে দেবসেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখন অনেকেই সেই সেবার ব্যয় ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের কুলদেবের একখানি রথ ছিল, তাহা কাল সহকারে বিনষ্ট হইয়া যায়। এখনকার

চৌধুরী মহাশয়েরা তখন চারি দিক শূন্যময় দেখেন। আপনাদের দরিদ্রতা নিবন্ধন রথ পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু রাইপুরের জমিদার বাবুদের সদাশয়তা গুণে অনতিবিলম্বে রথ নির্ম্মাণের উপায় অবধারিত হয়। এ নির্ম্মাণে প্রায় ৫। ৬ শত টাকা ব্যয় পড়ে, তাহা জমিদার বাবুরা আপনাদের স্কন্ধে গ্রহণ করেন। কিন্তু হতভাগ্যদের কোন্ কালে সুখ হয়? রথখানি পুনর্নির্ম্মিত হইল, উৎসবের সময় চৌধুরী মহাশয়দের ত হইতেই পারে, গ্রামবাসীদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। এইরূপ আনন্দে আনন্দে ২। ৪ বৎসর অতিবাহিত হইল। যে বৎসর রাইপুরে মহা অগ্নি কাণ্ড উপস্থিত হয়, তৃণাচ্ছাদিত গৃহ মাত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই বৎসর বহ্নি দেব এত যে আনন্দের ধন রথখানি তাহাকেও উদরসাৎ করিয়া ফেলেন। আজি তিন বৎসর হইতে চলিল, এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। এখনও এই রথখানি নির্ম্মাণের কোনই উপায় অবলম্বিত হইতে দেখি না। উপায় আছেই বা কি? যাঁহাদের রথ, তাঁহাদের অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই ত বিবৃত হইয়াছে। তাঁহারা যে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন না, তাহা স্থির করিয়া লইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। অপর জমিদার মহাশয়েরা এবারে নানা কারণে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন না, তাহাও আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় রথখানি যে পুনর্নির্ম্মিত হয়, তাহার অন্য কোন উপায় দেখি না। তবে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে এ কার্য্য যে অসম্পন্ন থাকে, তাহা ত আমাদের বোধ হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে চাঁদা চাহিলে কেহ বা বিরক্ত হইয়া উঠেন, মনোমধ্যে এইরূপ এক এক বার আশঙ্কা হয়। এইরূপ আশঙ্কা হওয়াও বিচিত্র নহে। আজি কালি চাঁদায় চাঁদায় লোক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার উপর আবার এই মাত্র দুর্ভিক্ষের বৎসর অবসান হইল। যাহা হউক, যাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে আস্থা আছে, তাঁহাদের নিকট আমরাই প্রার্থী হইলাম। তাঁহাদের কৃপা কণা বিতরিত হইলে, এ কার্য্যটী অনায়াসে সমাহিত হইবে।

সন ১২৮১ সাল ২২ এ চৈত্র।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! হিজলী বিভাগস্থ বাত্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগের অসহনীয় ক্লেশ নিবারণার্থ আমাদিগের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি টাকা বিতরণের আদেশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি টাকাও বিতরিত হইয়া অসহায় দরিদ্র প্রকৃতিপুঞ্জের বাক্ পথাতীত উপকার সাধন করিয়াছে। সংপ্রতি, কি কারণে বলিতে পারি না, গবর্ণমেণ্ট সেই অসীম মঙ্গল বিধায়ক সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। ইহার কারণ আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধ হইতেছে না। যদি প্রজা বৎসল ইংরাজ রাজ প্রতিনিধিগণ বাসস্থানহীন অন্নাভাবক্লিষ্ট দরিদ্র দিগের হৃদয় ভেদী রোদন ধ্বনি শ্রবণ না করিবেন, যদি দুর্ব্বলের বল অসহায়ের সহায় নিঃসম্বলের সম্বল রাজ পুরুষগণ তাহাদিগের নিদারুণ দুরবস্থার প্রতি নেত্রপাত না করিবেন, তবে তাহাদের কি দশা হইবে? কে তাহাদিগের নেত্রনীর বিমোচনে যত্নশীল হইবে? অনাথেরা গিয়া কাহার নিকট দাঁড়াইবে? ঊর্দ্ধতন রাজ পুরুষগণের দোষ কি? তাঁহারা আমাদিগের বিপদের অবস্থা দেখিতেছেন না। পরিতাপের বিষয় স্থানীয় রাজ পুরুষগণের সম্মুখেই করাল কাল মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই গ্রাস করিতেছে; অবিরতই তাঁহাদিগের কর্ণ কুহর দরিদ্রগণের আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হইতেছে, তথাপি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইতেছে না। তথাপি যে তাঁহারা এই সকল বিষয় ঊর্দ্ধতন রাজপদস্থ ব্যক্তি গণের কর্ণ গোচর করিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইতেছেন না, ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এ অঞ্চলের ভয়ানক মারিভয়ের বিষয় কি তাঁহারা জানেন না? এই মারিভয় কোথা হইতে আসিল? বাসস্থান এবং উদরান্নের অভাব কি ইহার অন্যতর কারণ নহে? কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই এক একটী সামান্য পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অনেক লোক তাহাতে একত্র বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে অনেকেই উদরের জ্বালায় নিয়তই ব্যাকুল খাদ্যাখাদ্য কিছুই বিবেচনা নাই, যে ব্যক্তি যেখানে যাহা পাইতেছে উদর পূরণের অনুরোধে তাহাই খাইতেছে। এরূপ অবস্থায় বিসূচিকা রোগ কেন না প্রবল হইবে? সম্পাদক মহাশয়! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ প্রদেশের লোকেরা কিরূপ ভীষণতর শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। একে ত সকলেই বাসস্থান হীন কাহারও দাঁড়াইবার স্থল নাই। যাহারা কুটীর নির্ম্মাণে অক্ষম, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? হায়! সেই হতভাগ্যগণের দাঁড়াইবার নিমিত্ত একটী বৃক্ষও কি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে? তাহাতে আবার আমাদিগের দেশীয় লোকেরা কৃষিজীবী। উপর্য্যুপরি শস্যহানি এবং অন্নাভাব যে তাহাদিগের পক্ষে কত দূর যাতনার নিদান, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন। তথাপি শান্তি নাই, তথাপি নিস্তার নাই, পুনরায় বিসূচিকা তাহাদিগকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। এরূপ ভীষণ দুরবস্থা দেখিয়া কোন্ বজ্রকঠিন হৃদয় ব্যথিত না হয়? কোন্ মস্তিষ্কহীনের নয়নের অশ্রুপাত না হয়? এ সময় গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্ব দান কত দূর কর্ত্তব্য ও কত দূর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে রাজপুরুষগণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা একবার অনাথগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

এক্ষণে স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীদিগকে আরও একটী গুরুতর দুঃখ নিবারণের অনুরোধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এ প্রদেশে বিসূচিকা রোগ অত্যন্ত প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। যদিও প্রত্যেক পুলিষ ষ্টেষণ ও আউট পোষ্টে গবর্ণমেণ্ট হইতে ঔষধাদি প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার দ্বারা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের যথাকালে যথোচিত রূপে চিকিৎসা হইতেছে কি না তৎ প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি না থাকায় গবর্ণ[illegible] অর্থ কেবল জলেই নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এ ঐ পীড়া বৃদ্ধি হইবার অপর একটী গুরুতর কারণ উপস্থিত রহিয়াছে। তন্নিবারণেরও কোন উপায় বিধান হইতেছে না। গত ঝড়ে এ প্রদেশের জল বায়ু যে কত দূষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কথাই নাই, তাহাতে আবার এক্ষণে মৃত শরীর সকল দগ্ধ বা প্রোথিত না করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে ফেলিয়া দেওয়াতে বায়ু যত দূর সম্ভব দূষিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অধিকতর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বস্তুতঃ এই দুইটী বিষয়ের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, চন্দনপুর নিবাসী বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি চৌধুরী মহাশয় বাবু রাজকৃষ্ণ [illegible] ডাক্তারের কৃত বিসূচিকা রোগের মহৌষধ "কর্পূরের আরোক" আনয়ন করিয়া [illegible] ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। [illegible] ইঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক

অনেক মঙ্গল হইতে পারে। (অসমাপ্ত বিস্তারেণ)

সন ১৮৭৫ সাল
তারিখ ৩০ এ মার্চ
মৈহগ্রাম গবর্নমেন্ট
আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীআদনাথ চন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক।

মহাশয়! আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও সকল সময়ে আপনি আমাদের দুঃখ নিবারণ করিতে না পারুন, কিন্তু আপনাকে দুঃখ নিবেদন করিয়া আমরা যে তৎক্ষণাৎ কতক পরিমাণে শান্তি লাভ করি তাহার আর সন্দেহ নাই। অদ্য একটী দুঃখের সমাচার আপনাকে জানাই।

আমি প্রায় সর্বদা বিদেশে থাকি স্বদেশের অবস্থা নানাবিধ পত্র ও সংবাদ পত্রে যাহা কিছু অবগত হই। সম্প্রতি গ্রামে গিয়াছিলাম। গ্রামটীর নাম বড় ঝাগুলী, রাণাঘাট সব ডিবিজনের অন্তর্গত। উক্ত ঝাগুলী ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামের অবস্থা, বিশেষতঃ সম্প্রতি অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। জলকষ্টই তাহার মূল কারণ। এ অঞ্চলে প্রধান জলাশয় নদী কি খাল নাই, সুতরাং পুষ্করিণীর জলের উপরেই নির্ভর। গত বৎসর প্রচুর বর্ষা না হওয়ায় এক্ষণে ঐ সকল পুষ্করিণীর জল শুষ্ক ও পঙ্কিল হইয়াছে। যে সকল পুষ্করিণী গ্রীষ্ম কালে কখনই শুষ্ক হইত না তাহারা এবার হঠাৎ মধ্যেই জলহীন। গ্রামবাসীরা বহু দিন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে অনেকে প্রাণবিসর্জন করিয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিগুলি শীর্ণ ও দুর্বল দেহে কাষ্ঠে সৃষ্টে জীবন ধারণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছিল, কিন্তু বর্তমান জলকষ্টে পঙ্কিল ও দূষিত জল পান করিয়া সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদ্রূপ শুষ্ক তৃণরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোগ মাত্রে দগ্ধ হইয়া যায়, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেহও সেইরূপ ওলাউঠার স্পর্শ মাত্রে ধ্বংস হইতেছে। এই ভীষণ রোগ রাণাঘাট ও বনগ্রাম সব ডিবিজনের প্রায় তাবৎ গ্রামেই অধিকার করিয়াছে। চিকিৎসার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। কোন স্থানে বৈদ্যক রসায়ন, কোন স্থানে হাতুড়ে বৈদ্য কোথাও বা ডাক্তারের সামান্য ঔষধ ব্যবহার হইতেছে এমন অনেক স্থল আছে যেখানে কিছু মাত্র চিকিৎসা হইতেছে না। এমন কি আমাদিগের গ্রামের [illegible] লোককে বিনা চিকিৎসায় [illegible] হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। [illegible] গ্রামে দুটী ডাক্তার আছেন। [illegible] গ্রামের লোকেরা [illegible] দূরে [illegible] কালে প্রাপ্ত [illegible] সকল ঔষধ থাকে না। গ্রামবাসীরা বহু দিন যাবৎ ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করিয়া সম্প্রতি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এ জন্য তাহারা ঔষধের মূল্য দিতে সমর্থ নহে। অথচ ডাক্তারের নিকট ঔষধ থাকিতে রোগীকে না দিয়াও থাকিতে পারেন না। সুতরাং ঔষধ নিকটে রাখিলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সম্প্রতি ডাক্তারেরা ব্যবস্থাপত্র দেন গৃহস্থ স্থানান্তর (হুগলি, চুচুড়া ইত্যাদি) হইতে ঔষধ আনিয়া থাকে। মহাশয়! বিবেচনা করুন ওলাউঠা রোগের জন্য ব্যবস্থা পত্র লইয়া দূর হইতে ঔষধ আনিয়া সেবন করিতে হইলে কিরূপে চিকিৎসা চলে! হয় ত অনেক স্থলে "লুণ আনিতে পান্তা ফুরায়" অনেক স্থলে রোগীর জীবন থাকিতে থাকিতে ঔষধ খাওয়ান হয় মাত্র। যদিও কথিত চিকিৎসকদিগের পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু এরূপ চিকিৎসায় যে বিশেষ উপকার হইতেছে না তাহা বলা বাহুল্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই, রাজার নিকটস্থ প্রজারা রাজপ্রসাদ যেরূপ ভোগ করিতে পায়, দূরস্থ প্রজারা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখুন ইংলণ্ডীয় প্রজারা যেরূপ রাজপ্রসাদ লাভ করে, ভারতবাসীরা সেরূপ কদাচ প্রাপ্ত হয় না। প্রধান রাজপ্রতিনিধিরা যেখানে (কলিকাতা) থাকেন তথায় যেরূপ, সাধারণ রাজপ্রতিনিধির বাস স্থানে (জেলায়) তত দূর রাজপ্রসাদ নাই। আবার জেলায় যেমন, মফস্বলে সেরূপ দেখা যায় না। অতএব রাজা হইতে দূরতার ক্রম অনুসারে রাজপ্রসাদেরও ক্ষীণতা প্রাপ্তি হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা মফস্বলের প্রজা, সুতরাং রাজপ্রসাদ আমাদিগের ভাগ্যে অল্পই পতিত হয়। কিন্তু আমাদিগের উপস্থিত ঘোরতর বিপদে রাজার উৎকৃষ্ট প্রসাদই নিতান্ত প্রয়োজন। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বর্তমান দুর্দৈবের কথা অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার সহায়তা দানের উদ্যোগ করিতে দেখিতেছি না। কেবল পুলিস কনষ্টেবলকে মৃত্যু সংখ্যা গণনা করিতে দেখিয়াছি। প্রধান রাজপ্রতিনিধি ও ইংলণ্ডেশ্বরী যে এ সংবাদ শুনিতে পাইবেন আমরা তাহার সম্ভাবনা করি না।

মেদিনীপুর
১০ ই চৈত্র

বশম্বদস্য কস্যচিৎ
ঝাগুলী গ্রামবাসিনঃ

বৃটিশ কীর্ত্তি।

[১]

বৃটন! তোমার মনের বাসনা
ক্রমে পুরাইছ বাকি কি বল না?
ভারত জননী স্বাধীনা ললনা
তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে।
কিকিরে চতুর তোমার মতন,
কে আছে জগতে? দেখি না তেমন,
কি ছলে আসিয়া স্বকীয় শাসন
স্থাপিত করিলে ভারতভূমে।

[২]

পলাসীর কথা সকলেরি মনে
আঁকা আছে, নাহি যাবে কোনক্রমে
সম্বন্ধ যদিন শরীর জীবনে
পলাসীর কথা জাগিয়া রবে।
অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না
পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না
আরো কত কথা কেহ ভুলিবে না
চিরকাল মনে জাগিয়া রবে।

[৩]

আবার এবার বরদাভিনয়
জগতবাসীর নয়নে উদয়।
ইংরাজের ইহা কীর্ত্তি সুনিশ্চয়।
যশের পতাকা উড়িল পুন।
জয় জয় জয় বৃটনের জয়।
ন্যায়পরতার সুখ পরিচয়।
বিচিত্র বিচার! খ্যাতি দেশময়।
গাও সবে শ্বেত জাতির গুণ।

[৪]

মলহর রাও বরদা ভূপাল!
এত দিনে তাঁর পুড়িল কপাল!
স্বর্গচ্যুত হয়ে দেখিছে পাতাল,
চৌদিক ভীষণ আঁধারময়!
ইংরাজ জাতির এ এক সভ্যতা।
ভারতের প্রতি সবল মমতা।
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা
এরেই বুঝিরে মহত্ত্ব কয়?

[৫]

কোথা সিংহাসন? কোথা রাজ্য সুখ?
কোথা প্রিয়জন পরিজন মুখ?
বিষাদিত মন! বিষম অসুখ
ঘেরিয়াছে এবে বরদা নাথে।
গিয়াছে চির সুখের স্বপন
অস্তমিত রাজ গৌরব তপন
সমুদিত শোক জলদ ভীষণ
অপমান বাজ পড়েছে মাথে।

[৬]

বরদা পতির এ দশা নেহারি,
কোন ভারতীয় নয়নের বারি

হি ফেলে? হায়, হৃদয় বিদারি
এ বিপদ শেল বাজে না কার?
ভারত শোণিত যাদের শরীরে
খনো বহিছে অতি ধীরে ধীরে,
দেখ তারা নয়নের নীরে
ভাসিয়া ভাসিয়া কাদিয়া যায়।

[৭]

রত কুমার বরদা ভূপতি
দ্রোহী নহে ত শ্বেতাঙ্গের প্রতি,
বে কেন তার এ দুখ দুর্গতি?
এত অপমান কিসের তরে?
পরাধী রাও বিষদান দোষে,
র্দ্দিক। ফেয়ার এ কথা নির্ঘোষে।
চাই মলহর বৃটনের রোষে
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে।

[৮]

বিশ্বাস না হয় এ কথা শুনিলে
কন দিবে বিষ পানীয় সলিলে?
নিদয় বিধাতা বিমুখ হইলে,
অপরাধী হয় নিরপরাধী।
তা নহিলে ক্রুশে যীশুর জীবন
বিনা দোষে কভু হত কি নিধন?
রাঘবের শরে বালির পতন
বিনা দোষে। পোড়া বিধির বিধি।

[৯]

বিনা দোষে নলে কলি দুরাচার
পাঠাইল বনে করি কুবিচার,
দিল কত দুখ পিশাচ চামার।
এ ভারতী আছে ভারতে লেখা।

[১০]

তমতি ফেয়ার (হেন বোধ হয়)
বিনা দোষে হয়ে নিদয় হৃদয়,
একেবারে ভুলি ধরমের ভয়,
রসনারে করি কলঙ্ক মাখা,

[১১]

তমতি নির্দ্দোষী বরদা পতিরে
ফেলিলে অচিরে শোক সিন্ধু নীরে।
গেল সিংহাসন, গেল কীরিট রে।
"মহারাজ" নাম গেল রে ঘুচে

[১২]

রাজ্য বিশাল, সোনার সংসার,
[illegible]
[illegible] নিবাস বনের আগার
[illegible] রাজ্যের গৌরব ঘুচে।

[১৩]

সামান্য কয়েদী ভূপাল এখন,
এ হতে বিপদ কি আছে এমন?
রাখিত হৃদয়ে যারে সিংহাসন,
কারাগারে বাস এখন তাঁর।
শত শত সেনা হুকুমে যাঁহার
নোয়াইত শির, করে তলবার,
তোপের আওয়াজ হত বারে বার,
হায় রে, সে সব নাহিক আর।

[১৪]

যে জাতির করে স্কচকুল রাণী
সুকুমারী মেরী, নিরপরাধিনী,
হইল নিহত। দুখের কাহিনী।
শোকে অশ্রুধারা ঝরে না কার?
সে জাতির করে * * *
* * * * * *

[১৫]

চির পরাধীনী ভারত জননী,
পোহাল না তব দুখের রজনী।
আশা ছিল, পুন সুখ-দিনমণি
উদয় হইবে উজল করে।
ছিল বড় সাধ, ইংরাজের গুণে
উঠি তুমি নব উন্নতি সোপানে
গণনীয় হবে ধরা-নিকেতনে,
ভাসিয়া বেড়াবে সুখের সরে।

[১৬]

সে আশা বিফল, কুফল ফলিল,
* * * জাতিরা বিষম কুটিল
বাহিরে সরল, ভিতরে জটিল।
রঙ সাদা, মন কালিতে মাখা।
শতাধিক বর্ষ হয়ে গেল পার,
বাকি কি এখনো নিদর্শন তার?
হয়ে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার,
ভারত ললাটে আছে তা লেখা।

[১৭]

বরদার দশা সে লেখার গায়
লিখিত হইল গরল-লেখায়।
ইংরাজ জাতির সুবিচার তায়
প্রমাণ দিতেছে বিশেষ রূপে।
হা বরদা। তব অদোষ কপালে
কে জানে এ দশা ঘটিবে অকালে।
কেই বা জানে গো তোমার ভূপালে
ডুবিতে হইবে দুখের কূপে।

[১৮]

মিত্ররাজ্যাধিপ মিত্র রাজ প্রতি,
[illegible] কি মিত্রতার রীতি?
[illegible] কভু লিখিত [illegible]
[illegible] তরে তুমি
[illegible] রাগের [illegible]
এ মিত্রতা আর রবে চিরন্তন।
যত দিন রবে চন্দ্রমা তপন,
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই

[১৯]

ইংরাজ জাতিরে বরদা রাজন,
সরল হৃদয়ে ভাবিত আপন
তাহারি উপরে এই আচরণ?
বৃটিশ মহত্ত্ব এরেই বলে?
অধীন বলে কি ভারতবাসীরা,
যা খুসী তা করে শ্বেতাঙ্গ জাতির,
অনুগত জনে প্রপীড়িত করা
[illegible]

[২০]

জয় জয় জয় বৃটনের জয়।
ন্যায়পরতার স্পষ্ট পরিচয়।
বিচিত্র বিচার। খ্যাতি দেশময়।
গাও সবে শ্বেত [illegible]
* * * * * *

[২১]

ইংলণ্ডেশ্বরি। দূরে আছ তুমি,
তোমার অধীন এ ভারত ভূমি
কত যে কাতর দিবস যামিনী,
তুমি ত জননী, দেখ চেয়ে।
* * * ইংরাজ নিকরে
পাঠাও জননি, ভারত ভিতরে,
পীড়নে তাদের কাদে উচ্চস্বরে
ভারতবাসীরা ব্যাকুল হয়ে।

[২২]

তোমা হেন রাণী থাকিতে জননি,
ভারতের দুখ রবে কি এমন?
আকাশ ভেদিয়া রোদনের ধ্বনি
ভারতবাসীর আজো উঠিবে
* * * মত এক এক জন
এখনো এসে কি কাঁদবে [illegible]
তোমার শাসিত ভারত জীবন
তবু তার দুখ নাহি ঘুচবে

[২৩]

এখনো যদি না কৃপা দৃষ্টে চাও,
এখনো যদি মা * * * পাঠাও
তা হলে বিদায় এখন মা
কাতর ভারত [illegible]
তব রাজ্য [illegible]
[illegible]

... শস্যের মূল্য।

...ত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকার নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
...ন	।৮।	॥০	॥০	১৭
...ঢা	।৭॥	॥০	।৬	।০॥
...	।৯॥	॥৫	।৭॥	॥০
...।	।৩॥	॥৬।	॥০	।৬
...কত্তা	।১	।৫৩	।৭॥	।৫॥
...পরগণা	৶৮	।৭৮	।৬	।৩।৵
...য়া	।৫।	।৮৵	॥৬।৵	॥৪
...শাহর	।৬	৮	॥০	।৬
...বাদ	।৩	॥০	৮০-৮২	॥৩-॥৪
...দহ	॥২	॥৩	॥০	॥১
...শাহী	॥০।-॥১৮	॥২৮৵-॥৩॥৵	।৫-॥০॥৵	
		।৩॥	॥০॥৵	
	৶৯	॥২॥	।৫	॥২॥
...	।০॥	॥৭	।৬	।৫
...বনা	৶৮	॥০	।৬	।৮
দারজিলিঙ্গ	৶৪॥	।৪	৶৮	৶৬
ফরিদপুর	৶৭	॥২	।১	।৯
...রগঞ্জ	।৮	॥২	।৪	
ময়মনসিংহ	।৬	।০	।৩	।১
চট্টগ্রাম	।৫	॥০	১	।০
নওয়াখালী	।২	॥২	।০৮	
ত্রিপুরা	।৩	॥৩	।২॥	।১
...গ্রামের পর্ব্ব	।২৵	৪॥		
...ীয় প্রদেশ				
...পুরা পর্ব্বত	।৪	॥২	৶৯।৵	।০
...বা	।০	।৬	৮১	।৯

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২ রা এপ্রেল

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩	৬
সুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	৩	
তথা হইতে অজিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
অজিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

নদীয়ার নদী সর্ব্বস্থানে নৌকাসকল অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

সন ১৮৭৫ সালের ৫ ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট	ইঞ্চ
১	৭

বহরম পুর ৫ ই এপ্রেল ১৮৭৫ সাল } টি, এইচ উইল্ সি, ই, একজিকিউটিবই:ঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল বসু—বালেশ্বর	১০
„ „ রমণীমোহন চৌধুরী তুবভাণ্ডার	১০
„ „ যোগেন্দ্রনাথ রায়—চুয়াডাঙ্গা	৫॥
„ „ গোবিন্দচন্দ্র বকসী—গৌহাটী	১০
„ „ বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী—কুচবিহার	১০
„ „ নেপালচন্দ্র সিংহ রায় মাথালপুর।	১০
„ „ দুর্গাপদ ঘোষাল—তাম্রপুর	৫॥

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারো নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল: অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা মাসের মূল্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করা যায় নোট, হুণ্ডি, বরাঙ্ক চিঠি, মনি অডর, অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ ব মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টি প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অ হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

— সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দিতে...